countryর সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা হয়নি। এর অর্থ হচ্ছে যদি কোন communist country কোন শিল্প এখানে পত্তন করে তাহলে সেই শিল্পের কর্মীদের মধ্যে যে টাকার অংশ যাবে তার শতকরা ৯০ ভাগ তাদের party fundএ আসবে।

[4-50—5-15 p.m.]

যদি এটা একমাত্র আপত্তির কারণ তাহলে আমি বুঝব তাঁদের পার্টির নীতি সুষ্ঠুভাবে পছন্দ করছেন না, কারণ উপর থেকে brief আছে, এবং এখানে অনেকের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। শুনেছি জ্যোতিবাবুর নামেও চেঁড়া পড়েছে। এখন আমি বলতে চাই আমাদের বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা একটা সোজাপথ নিয়েছেন, সেটা হল, আমি বলব as for back as 1948-49, ভারতবর্ষের কোন লোক, বাংলাদেশের কোন লোক চিন্তা করেনি দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে এতবড় শিল্পক্ষেত্র তৈরী হতে পারে। ডাঃ রায় সেদিন যেটা চিন্তা করেছিলেন এবং whole area notify করেছিলেন, এবং সেখানকার লোক আমরাও সেদিন চিন্তা করতে পারিনি কেন notify করেছেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে বসে যে-কল্পনা তিনি করেছিলেন, সেই কল্পনা আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা Dr. Royকে discredit করা যায় কিভাবে, সেই অপচেষ্টা করছেন, এবং তাই তারা শালীনতাবর্জিত ভাষায় ভুল তথ্যের উপর দিয়ে যেরকমভাবে খুশী তাঁকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছেন। যদি তাঁরা দুর্গাপুর coke oven plantএ গিয়ে সেটা কিভাবে চলছে সেটা দেখতেন বুঝতেন তাহলে production কি হচ্ছে না হচ্ছে, দেশের ভালমন্দ কি হচ্ছে, দেখতে পেতেন ও বুঝতে পারতেন। অথচ এগুলি পড়েশুনে জানবার ও দেখবার ধৈর্য তাঁদের নাই। আমি আপনার মাধ্যমে দুর্গাপুরে কি production হচ্ছে, সেই figure দিতে চাই। পরিসংখ্যান এরা পছন্দ করেন না, কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য এগুলি জানা প্রয়োজন। যদি Durgapur Coke oven plantর total production from the inception আজ পর্যন্ত আমরা দেখি তাহলে দেখব, 3,64,641 tons এর মধ্যে total dispatch হয়েছে 3,17,254 tons, হাতে পড়ে রয়েছে 47,387 tons। তাঁরা যখন দেখলেন coke oven plant হল, সেখানে কাজকর্ম আরম্ভ হল, তখন তাঁরা বলতে আরম্ভ করলেন coke ভালো হয় না। Fuel Research Institute এর রিপোর্ট যখন Government দেখিয়ে দিলেন coke ভালো হচ্ছে কি না, তখন তাঁরা আরম্ভ করলেন বল্‌তে যে ফেটে গিয়েছে। কিছুই হচ্ছে না। এখন যখন West Bengal Governmentএর coke বাজারে competitionএর সম্মুখীন হয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে, এখন আর কিছু বলার জো নাই, কারণ এর quality সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। তারপর, benzol production সম্বন্ধে, সুনীলবাবু বিজ্ঞানের ছাত্র, তিনি আমার চেয়ে এর সম্পর্কে বেশী তত্ত্ব জানেন—benzol production, from the inception, total production 2,31,161 kilo litres, 1482 kilo litres হয়েছে total dispatch, 1348 kilo litres হচ্ছে closing stock—এই পরিসংখ্যানের পর আশা করি জ্যোতিবাবু ও অন্যান্য মাননীয় সদস্যদের সন্দেহ নিরসন হবে benzol plantএর benzol products সম্পর্কে। তারপর coal tar production from inception —Df. 31.1.61 যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব 17,607 tons এর মধ্যে total dispatch 17,028 tons, closing stock 579 tons। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এর পর আমি বিরোধীপক্ষের মাননীয় বন্ধুদের বিশেষ কিছুই বলতে চাই না; শুধু একটা কথা বলব, আজকের দিনে public sector এবং private sectorএর যে বিরাট দ্বন্দ্ব চল্‌ছে, কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যদের মন

সে-সম্বন্ধে পরিষ্কার। দেশের শিল্পায়নের জন্য, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নীত করার জন্য, দেশের মানুষের সুখসমৃদ্ধি আনয়ন করার জন্য আজকে private এবং public sector সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার,—আজকে দেশে industrial developmentএর জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে ও কর্তৃত্বে বেশীর ভাগ শিল্প গড়ে উঠুক এই আমরা চাই। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর সরকারী কর্তৃত্বে যে শিল্প গড়ে উঠছে তা যদি হিসাব করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে দিনের পর দিন টাকার অংক বেড়ে যাচ্ছে। বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা আজকে দোটানায় পড়ে ভেবে উঠতে পারছেন না কি বলবেন, কারণ আজকে তাঁরা দেশের ভিতর শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নবযুগের শুভ সূচনা দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে। বড় বড় industryর কথা আমি বলব না, Jay Engineering, Bengal Paper Mill এবং আরো দু-একটার নাম আমি বলব না এখন। তাঁরা নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, বিরোধীপক্ষের সংগে হাত মিলিয়ে তাঁরা production ঠিক রাখতে চান, এবং যাতে কোনরকম ভাবেই কলকারখানার কাজে বাধা না পড়ে তার জন্য তাঁরা ৫ বৎসরের জন্য কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের সংগে agreement করেছেন, এই agreementএর সর্ত ছিল, কোন labour legislationই, শিল্পের উন্নতি ও শান্তিরক্ষার জন্য state করুন না কেন, তা implemented হবে না; তার পরিবর্তে employer কাউকে উৎখাত করতে পারবে না, তাঁরাও আন্দোলন করতে পারবে না। কেরালায় যখন কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের হাতে সরকার ছিল তখন কেরালা Government বিড়লা প্রমুখ শিল্পপতিদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, কোনরকম strike করা হবে না এবং production guaranteeও কেরালা গভর্ণমেণ্ট দিতে চেয়েছিলেন।

এই বক্তব্য রেখে যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী উত্থাপিত হয়েছে তা আমি সমর্থন করছি।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes].

[After Adjournment]

[5-15—5-25 p.m.]

Shri Rabindra Nath Ray : মাননীয় সভাপতি মহাশয়, বসন্তপুর থানা, বজবজ থানার কয়েকটা ইউনিয়ন, মহেশতলা ও বেহালা থানায় কয়েকটা গ্রাম লইয়া বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া সরকার উপনগরী নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই থানাগুলোর মধ্যে ৭০ হাজারের মত কৃষি জমি আছে। এইসব জমি একদিন উর্বর ছিল। এই জমিগুলিকে উর্বর করার জন্য যে ৩টা খাল—কেওয়াপুকুর, চড়িয়াল, কাটাখালি—সেই ৩টা খালকে সংস্কার করার জন্য অজয়বাবুকে বহুবার বলা হয়েছে যে এর জন্য যদি ৪০।৫০ লক্ষ টাকা ১৪ বছরে ব্যয় করা যেত তাহলে এই ৭০ হাজার একর কৃষি জমিতে প্রায় প্রতি বিঘাতে ১২ থেকে ১৫ মণ ধান, ৮ থেকে ১০ মণ পাট এবং অন্যান্য রবিশস্য হতে পারত। এই অঞ্চলে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার যে লোক তাদের জীবিকার একমাত্র উপায় হচ্ছে এইসব জমি। কিন্তু আজ সরকার এইসমস্ত লোককে বাস্তুহারায় পরিণত করতে চাচ্ছেন। ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করা যে সরকারের ১৪ বছরে সামর্থ্য হয়নি সে সরকার কি করে যে ২২০ কোটি খরচ করে উপনগরী সৃষ্টি করবেন তা জানি না; এই উপনগরী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোলকাতায় যে-পরিমাণে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে সেই জনসংখ্যার কিছু পরিমাণ অংশকে সেখানে বসবাস করার সুযোগ দেওয়া হবে। কয়েক লক্ষ লোককে সেখানে স্থানান্তরিত করার কথা হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে কজন লোক সেখানে ২ হাজার টাকা করে কাঠা কিনে—অর্থাৎ একখানা বাড়ী করতে ৩০।৩৫ হাজার টাকা খরচ হবে—সেখানে বাড়ী করা সম্ভব হবে? শংকরদাসবাবু উপনগরী

Calcutta Police, the West Bengal Armed Police, Railway Security Force, Border Police, Calcutta dockyard, etc. So far 10105 trained personal have got employment under various organisations. Therefore, Sir, I think this Act must continue in force, that the Force must continue to operate and we should provide fund for the Force.

With these words, Sir, I oppose all the cut motions and commend my motion to the acceptance of the House.

[6-15—6-25 p.m.]

Mr. Speaker : Division is wanted on cut motions Nos. 2, 18, 26, and 38. I will now put all the other cut motions to vote.

(All the cut motions except Nos. 2, 18, 26 and 38 were then put to vote en bloc and lost.)

The motion of Shri Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 16,21,63,0C0 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100. was then put and lost.

The motion of Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 16 21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure - 82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

he 1st. February, 2nd. February, 3rd. February, 6th. February, 7th. February, h. February, 9th. February, 10th. February, 20th. February, 22nd. February, rd. February, 24th. February, 25th. February, 27th. February, 28th. February, 61 and 1st. March, 3rd. March, 4th March, 6th. March, 7th. March, 8th. March, h. March, 10th. March and 11th. March, 1961.

PART—1

1st March, 1961

Acc. No. 196
19
328.54/...

ublished by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deben Sen that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82 Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ganguli Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 59 and the Noes 125, the motion was lost.

Mr. Speaker : I will now put the main demand.

Shri Subodh Banerjee : On a point of order, Sir, ওটা ঠিক হ'ল না ?

Mr. Speaker : You want to say that there are policy motions and here are economy motions. So, I should have put them separately.

Shri Subodh Banerjee : না, আপনি পারবেন না। আগে রুল ছিল—Only e demand be reduced by Rs. 100/- ; সেইজন্য তা lump করতে পারেন। মোশানের ধিনে lump করতে হবে। এখানে মোশান হচ্ছে—the demand be reduced to e 1/-

Mr. Speaker : It is a very technical matter. All right, in the proceengs it will be shown like that.

Shri Subodh Banerjee : আইনও technical করতে হবে। কাজেই আপনি এই egular জিনিসটা করবেন না। এটাকে regular করে Proper formএ নিন ; lump নিন,—কোন আপত্তি নাই। আপনার মোশান কি ? But the two motions will ve to be put separately. তবে অন্তত: next grantটা নেবার সময় ঠিক proper mটা আপনি অনুসরণ করবেন।

Mr. Speaker : All right. The difficulty was that the cut motions e till 5 p.m. on the 27th.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 1st March, 1961, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 192 Members.

[3—3-10 p.m.]

Calling attention to matter of urgent public importance

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: Sir, the scheme for re-excavation at Balarampur Khal in the Falta P.S., District 24-Parganas is estimated to cost Rs. 6,33,000/-. It is included in the list of schemes for implementation under the agricultural programme of the Third-Five-Year Plan. There is a provision of three lakhs for this scheme in that budge estimate for 1961-62.

Leave of absence of Shri Bijoylal Chatterjee

Mr. Speaker : I have received the following application from Shri Bijoylal Chatterjee :—

To

The Speaker,

West Bengal Assembly,

Calcutta.

Dear Sir,

As I have been suffering from acute illness and have been admitted as in indoor-patient in the K. S. Roy Tuberculosis Hospital at Jadavpur, it has not been possible for me to attend the meetings of the last session of the Assembly and the meetings of the present Budget Session. I, therefore, pray that you would be pleaied to grant me leave for the absence from the meetings of the Assembly till I am discharged from the Hospital.

With deepest regards,

Yours faithfully,

Bijoylal Chatterjee.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 16,21,63,000 be granted for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 5

Major Head : 10-Forest

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,27,76,000 be granted for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বনবিভাগ সম্বন্ধে বলতে উঠে প্রথমে আমি এই কথা বলতে চাই যে আমাদের পশ্চিমবংগে যে বনভূমি থাকা দরকার ছিল, তার চেয়ে অনেক কম বন আমাদের পশ্চিমবংগে আছে। Experts বা বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন—জমির অন্ততঃ ২৫ ভাগ বন থাকা উচিত। এখানে দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবংগে ৩৪ হাজার বর্গমাইল জমির মধ্যে ৩ হাজার ৯ শো বর্গমাইল বন অর্থাৎ 11·4 percent আমাদের ফরেষ্ট রয়েছে। সেখানে অন্যান্য প্রদেশের সংগে তুলনা করলে দেখা যাবে আমাদের পাশের রাজ্য আসামে বন আছে 38·6 percent জমিতে, উড়িষ্যায় 41·91 percent, এমন কি ক্ষুদ্র কেরালায় যেখানে densely populated, সেখানে 23 percent বন রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংগে তুলনা করলে দেখা যাবে U. S. A. —32·3 percent, Canada 38 percent, Russiaয় রয়েছে 45 percent, জাপানে রয়েছে, 62·5 percent। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, দেখা যাবে পশ্চিমবংগে বন অঞ্চল হচ্ছে সবচেয়ে কম। বন দরকার শুধু গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বলেই নয়, মানুষের চাহিদা মেটাবার জন্যও বটে, চাষের জন্যও দরকার। চাষের ভাল করে, ভাল বৃষ্টি হবার জন্য, জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য এবং erosion বন্ধ করার জন্যও এই বন থাকা দরকার। আমাদের এই বনভূমি কম আছে বলে, চেষ্টা করতে হবে যে surplus জমি আমরা পাব, যেখানে agriculture করা সম্ভব নয়, সেই জমি আমরা বনের জন্য নিয়ে আসব। ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার যে বাজেট উপস্থিত করেছি, তার মধ্যে ৭৭ লক্ষ টাকা নর্ম্যাল বাজেট, আর ৫০ লক্ষ টাকার বেশী development বাজেট। প্রথম পরিকল্পনায় ১৯,৭৭১ একর Waste land বনভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১ লক্ষ ৭ হাজার একরের বেশী জমিতে বন সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমরা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় soil conservation এবং নূতন বন যা করবো, তাতে দু-লক্ষ একর বনভূমি আমরা করবো। আমাদের এই যে বন রয়েছে তার জন্য খরচ হচ্ছে। কিন্তু এটি একমাত্র বিভাগ, যার রোজগার তার খরচের চেয়ে অনেক বেশী। গত পাঁচ বছরে normal খরচ হয়েছে ৩,৫৯,০০০০০ টাকা এবং development expenditure হয়েছে ১,৬৩,০০০০০ টাকা; সেখানে রোজগার হয়েছে ৭,৫২,৯৪০০০ টাকা। সুতরাং উদ্বৃত্ত ২,৯৩,০০০০০ টাকা, এই বনবিভাগ থেকে আমরা রোজগার হিসাবে পাই। যদিও আমাদের বনসম্পদ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম, তবুও যেখানে—আসামে প্রতি একরে ১৷৶০ রোজগার, বিহারে ১·৭২, উড়িষ্যায় ১·৭৯, অন্ধ্রে ১·৭৫, বোম্বে ৩·৯ সেখানে পশ্চিম বাংলায় ৫·৯০ টাকা একর প্রতি রোজগার। আমাদের বনভূমি, বনসম্পদ আরও কত বাড়ান দরকার আছে, তা একটা figure দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমাদের present annual requirement of timber যা, তার ছয় ভাগও এখানে তৈরী

I place this matter before the House & ask whether the member has the permission of the Assembly asked by him.

[There was no objection]

I take it that the leave is granted.

Demand For Grant No. 41

Major Heads : 57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure etc.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandaa Roy : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 16,21,63 000 be granted for expenditure under Grant No. 41 Major Heads "57-Miscellaneous —Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account. The total demand consists of 3 crores 3 lakhs and 57 thousand under Head "Miscellaneous—57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure" and Rs. 13 crores 18 lakhs 6 thousand under 82 Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account. The main item under Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure is Rs. 65,12,400 under Miscellaneous and unforseen charges which include Rs. 34,74,400/- for the West Bengal National Volunteer Force. This item shall also include Rs. 5,35,000 for meeting expenditure in connection with the Assam evacuees and Rs. 5,03,000 on account of building requisitioned for residential accommodation of Government servants and private individuals. Under this Head a provision of Rs. 4 lakhs has also been made for maintenance of township and administrative colonies set up under the Community Development Programme and a provision of Rs. 3,50,000 for the maintenance of buildings, etc. set up under the scheme for subsidised industrial housing, a provision of 37,36,000 for committed expenditure in respect of development schemes of the Second Five-Year Plan, viz Rs. 34,96,000/- for rhe maintenace of Village Panchayats already set up and Rs. 2,40,000 for certain social welfare schemes. There is also a provision of Rs. 6,39,000 for committed expenditure in respect of the Centrally sponsored schemes for the permanent improvement of Sunderban areas that is to say, scarcity areas schemes. There is a provision of Rs. 1,12,54,000/- for various development schemes of the Third Five-Year Plan which includes Rs. 16,29,000 for setting up more Village Panchayats, Rs. 10 lakhs for subsidised industrial housing scheme, Rs. 32 lakhs for aid to municipalities for improvement of municipal roads, Rs. 14 lakhs for contribution to Howrah Improvement Trust and Rs. 30,43,000/- for several social welfare schemes.

A provision of Rs. 35 lakhs 28 thousand has been made here for the slum Clearance Project out of which 8 lakhs 22 thousand to be met by the State out of the Plan and the balance of 26 lakhs 46 thousand to be met by the Union Government is shown under the Centrally Sponsored Schemes outside the State Plan. There is also a provision of 8 lakhs 73 thousand for subsidy for private employers' project under the Subsidised Industrial Housing Scheme and 25 lakhs 48 thousand for adoption of metric system of weights and measures. The entire cost of the former will be met by the Union Government by way of subsidy and the entire

to institutions—Rs. 32 lakhs 61 thousand, for Government construction —Rs. 41 lakhs 77 thousand.

Then there is the loan to the Calcutta Improvement Trust for slum clearance scheme. There is a provision of Rs. 36 lakhs 93 thousand. These are loans given to the Improvement Trust who have agreed to be the agents of the Government so far as the slum clearance projects are concerned. They get a loan for building the tenements.

Then we have got the Centrally sponsored schemes, other State Works Housing and Urban Development loans under Village Housing Project. The provision represents the amount of loan required for working the Centrally sponsored village housing project scheme. Under the scheme individuals are granted a loan up to a maximum of Rs. 750 and co-operative societies up to a maximum of Rs. 7,500. Loans up to Rs. 400 are granted without security. Loans are granted in selected villages for construction and for repairing dwelling houses with improved specification. The scheme is now being operated in 198 selected villages spread ovr 36 Blocks. So far 1,125 villagers have joined the scheme for rebuilding their houses in accordance with the improved specification laid down by the Government, and a sum of Rs. 4.52 lakhs has been advanced for the purpose. It will be recalled that after the flood of 1956 the Government started a scheme of building houses under the 'Build Your Own House Scheme'. In this scheme the total number of houses completed was 26,462, but then the Government took up a new scheme and that is what I have just mentioned, viz., a loan scheme which is a Centrally sponsored scheme outside the State plan for sanction of 50 per cent of the cost of the house in the form of a loan repayable in 10 to 20 years at 5½ per cent interest. An individual can get a loan of Rs. 750 and a co-operative society up to Rs. 7,500.

[3-20—3-30 p.m.]

As I said before it is operating in 198 selected villages. Up-to-date the progress is as follows:

Cases sanctioned	1125
Houses completed	106
Houses under construction	1019

Besides this scheme—it is a Centrally sponsored scheme—we have a scheme known as 'Build-Your-Own-House' scheme operating from 1956. But the new scheme which we have got from 1959 makes it entirely free for landless people but provides for part repayment in some kind in the form of paddy for people owning lands. The total number of houses completed under this scheme is 962 and the total number of houses under construction is 7470. This scheme is not a Centrally sponsored scheme, it is our own scheme. Now, this completes the total allotment under this Head of Rs. 6 crores 36 lakhs. We have got also two other schemes and I am not dealing with them now because, I am sure, members will raise this question, namely, the amount of loan that

expenditure for the latter will be met by the Union Government by way of 50 percent. sibsidy and 50 percent loan. The main item under the head "Capital account of other State works outside Revenue Account" is the provision of 5 crores 21 lakhs 21 thousand for investment of capital on the Durgapur Industries Ltd., a company to be formed in course of the year 1961-62. The second biggest item is the provision of 2 crores 77 lakhs 58 thousand for the development and administration of the industries at Durgapur for the interim period till the said company is formed. There is also a pravision of 1 crore 14 lakhs 50 thousand for the Salt Lake Reclamation Scheme. A provision of 94 lakhs 50 thousand has also been made for subsidised industrial housing scheme which envisages construction of tenements by the State Government for industrial workers. 50 percent of the cost will be received by the State from the Union Government as subsidy and 50 percent. as loan. There is also a total provision of 81 lakhs 61 thousand for slum Clearance Scheme under this, 50 lakhs for four land acquisition and development projects and 34 lakhs 33 thousand for construction of houses under the Low Income Group Housing Scheme. A total provision of 33 lakhs 71 thousand has also been made far construction of the houses under middle income group housing scheme and 32 lakhs 80 thousand for construction of houses under the Rental Housing Scheme for employees of the State Government. This item also included a provision of 28 lakhs 75 thousand for the fertiliser factory for the interim period till the said company Durgapur Industries Ltd. is formed in course of the year.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker : I take all the cut motions as moved. Cut Motion No. 45 of Shri Jyoti Basu is out of order. The reason is that the demand is for 1 lakh but the cut motion is for reduction of the demand by 36 lakhs. Another cut motion No. 32 of Shri Samar Mukherjee would be transferred to Grant No. 42. Under the new rules there are three kinds of cut motions, namely, (a) that the demand be reduced to Re. 1 – representing the disapproval of the policy underlying the demand ; (b) that the demand be reduced by a specified amount—representing the economy that can be effected ; and (c) that the amount of the demand be reduced by Rs. 100 in order to ventilate a specific grievance. Shri Jyoti Basu asked for reduction of the demand by 36 lakhs but the provision is for 1 lakh and therefore it is out of order.

Shri Jyoti Basu : এখন আলোচনা চলুক, পরে আপনি এটা correct করে নেবেন।

Shri Sudhir Kumar Pandey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' be reduced by Rs. 100.

করেছে। আমি একটা departmentর কথা বলছি, Land Acquisition Collector, Calcuttaর কথা বলছি, total vacanciesর মধ্যে Permanent L.D.C. ২০ জন তারা নিয়েছেন, তার মধ্যে circular দেওয়া সত্বেও, Finance Departmentর circular অনুসারে তার মধ্যে ৪ জন তপশীলী নিয়োগ করা উচিত ছিল কিন্তু একজন লোকও নেওয়া হয়নি। Temporary L.D.C. ২৮ জন নিয়োগ করেছেন। তাতে circular দেওয়া ছিল যে তপশীলদের জন্য reserve থাকবে ৬টি post এবং Finance Departmentর সেই circular থাকা সত্বেও সেখানে একজনকেও নেওয়া হয়নি। Temporary typist নিয়োগ করা হয়েছে ৫ জন। এই ৫ জনের মধ্যে according to the quota একজন তপশীল নেবার কথা ছিল কিন্তু নিয়েছেন Nil। তারপর Rent Controller's officeএ ১।১।৫৯ এবং ৩১।১০।৬০ তারিখে নিয়োগ করেছেন Permanent L.D.C. 58। এই 58র মধ্যে quota according to the Government's circular, Scheduled Caste রাখা উচিত ছিল ১২ জন। সেখানে একজনকেও নিয়োগ করেননি। Temporary L.D.C. তাতে ১৮টা postএ গত বৎসর নিয়োগ করেছেন। তার মধ্যে হওয়া উচিত ছিল তাদের circular অনুসারে ৪ জন, সেখানে মাত্র একজনকে নিয়েছেন। কাজেই দেখছি ১৩১টি postর মধ্যে মাত্র একজন নিয়োগ করেছেন। কাজেই দেখছি যে constitutional obligation থাকা সত্বেও, Finance departmentর circular থাকা সত্বেও যে 15 percent at least reserve থাকবে বলা সত্বেও, এখানে ১৩১ জনের মধ্যে যেখানে ২৭টি post এদের জন্য reserve থাকা উচিত ছিল সেখানে তিনি নিয়েছেন মাত্র ১ জন। এর পর বিভিন্ন departmentর যে figure সেই figure এখানে দেবার প্রয়োজন নেই। এর আগের বক্তৃতায় রেখেছিলাম তখন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন বিশেষ কারণে নেওয়া হয়নি তবে এখন থেকে চেষ্টা করবো। এই quota fulfill করবেন গতবার বাজেটের সময় আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো এর মধ্যে বিভিন্ন departmentএ বিভিন্ন postএ কতটা quota তিনি fulfill করেছেন। Non-gazetted and gazetted postএ কতটা তিনি fulfill করেছেন। যদিও constitutional obligation আছে, Central Governmentর direction আছে, যদিও পশ্চিমবংগ সরকারের finance departmentর এই circular থাকা সত্বেও দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন departmentএ Governmentর এই circular-কে অবমাননা ও অবহেলা করা হচ্ছে এবং তপশীল সম্প্রদায়কে তারা পদদলিত করছেন। এইরকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাংলাদেশ ছাড়া আমরা অন্যান্য প্রদেশে দেখতে পাই না। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার যে চরিত্র সেই চরিত্র যদি আমরা বিচার করি এবং পশ্চিমবংগে তপশীল সম্প্রদায়ের যে অধিকার, সে অধিকার সম্পর্কে constitutional obligation থাকা সত্বেও, যদি আমরা তাদের সেই অধিকারগুলি অস্বীকার করি তাহলে পশ্চিমবংগে যেসমস্ত তপশীল সম্প্রদায়ের লোক যারা আর্থিক সাহায্য নিয়ে, Governmentর কোন কোন সুযোগ নিয়ে লেখাপড়া শিখছে, তাদের সেই লেখাপড়া শিখবার অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টার মূলে, দেখা যাবে, কুঠারাঘাত করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বেকার সমস্যা তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে কিভাবে বেড়ে গিয়েছে। ১৯৪৬ সালে সারা ভারতবর্ষের ছবি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন সেখানে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার বেকার ছিল। ১৯৫৭ সালে দেখলে দেখা যাবে যে তা প্রায় ২ লক্ষের কাছাকাছি এবং তার পরবর্তীকালের figure যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে তা ২ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। Employment exchangeএ যারা নাম registered করিয়েছে unemployed persons, তাদের মধ্যে তপশীল সম্প্রদায়ের সংখ্যা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৭ সালের reportএ যে unemployed scheduled caste person হচ্ছে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার আর Scheduled Tribesর সংখ্যা হচ্ছে ৪৫২০৫। বেকার হিসাবে

Shri Phakir Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 15,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' bs reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous—other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' be reduced by Rs. 100.

Shri Deben Sen : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts," be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-

Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous Expenditure—82 Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: Sir. I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads '57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts,' be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16 21 63,000 for expenditure under Grant No. 41 Major Heads "57-Miscellaneous - Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts," be reduced by Rs. 100.

Shrimati Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21 63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts," be reduced by Rs. 100.

Shri Bejoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82 Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts," be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21 63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts," be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts," be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous - Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts," be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts," be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts," be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-miscellaneous - Other Miscellaneous Exyenditure - 82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Accounts," be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, I beg to move that the demand of Rs, 16,21,63,300 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous - Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Dr. A. M. O. Ghani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Dr. Kanailal Bhattacharyya : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous - Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Shrimati Manikuntala Sen : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No 41, Major Heads '57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82 Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Shri Khagendra Kumar Roy Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

[3-10 – 3-20 p.m.]

Shri Ganesh Ghosh : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি দুর্গাপুর industries সম্পর্কে আলোচনা করব। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কাছে এই বিধানসভায় অনেক সময় বিভ্রান্তিকর যাকে বলে misstatement করেন। আমাদের এই বাজেট এমনভাবে তৈরী করা হয় যেটা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। একথা আমরা এখানে বহুবার বলেছি এবং একথাও বলেছি যে, বাজেট আরো সহজ প্রণালীতে তৈরী করা উচিত যাতে সাধারণ মানুষ দেখলেই বুঝতে পারে কোন্ খাতে

কত টাকা খরচ হচ্ছে, কত টাকা আয় হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়টা বিবেচনা করতে দেখা যায়নি। বাজেটের খাতগুলির নাম এখনো পর্যন্ত অদ্ভুত লাগে, যেমন, Food সম্পর্কে যে খাত আছে তাকে বলা হয় Extraordinary Charges. খাদ্যটা extraordinary charge হয়ে গেল। Labour আগে ছিল Miscellaneous dept. Labour বল্লে কি ক্ষতি। Foodকে Extraordinary Chargeএর মধ্যে ফেলার কি অর্থ? এই Red Book এবং Blue Book মিলিয়ে খুব কম মানুষই বুঝতে পারে। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী একটা বক্তৃতা দিয়েছেন! বাজেটের সাধারণ আলোচনার শেষে তাঁর যে বক্তৃতা তাতে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই মনে করবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী sincerity একেবারে personified।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : তোমার আপত্তি আছে?

Shri Ganesh Ghosh : আপত্তি কোথায় সেই কথাই বলছি। তিনি কালকে বল্লেন যখন দুর্গাপুর project খাতের আলোচনা হল, এটা ঠিক নয়, তবু I want to lay everything before the members of the Legislature here. সেজন্য হিসাব না করেই রেখেছেন। তিনি কি সত্যিই does he lay everything before the House here? তিনি এখানে বিভ্রান্তিকর কথা বলেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনার শেষের দিকে ডাঃ রায় বলছেন,

It is true that foreign collaboration has increased but that does not mean that foreign control has increased তারপর বলেছেন Every project with the foreign collaborotors placed befo e us has to be approved by the Government of India. Regarding the field of investment and such matters in the collaboration the ordinary rule :s that the Government of India would not permit any such collaboration where India's share is less than 51 percent of the total.

যখন তিনি এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সামান্য কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী একটা চুক্তি করেছেন আমেরিকান একটা ফার্মের সংগে আমাদের এখানে chemical fertilizer সম্পর্কে, সেই চুক্তিতে মুখ্যমন্ত্রী 51 percent share সেই consortiumকে দিয়ে দিয়েছেন এবং এটা দশ বৎসর চলবে কিন্তু একথাটা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জানাননি—

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : এখনো হয়নি।

Shri Ganesh Ghosh : এখানে একটা খবর আছে, West Bengal Government-এর 25 crore fertiliser factory of Durgapur will be erected and initially operated in collaboration with a consortium of a U. S. firm which will hold 51 percent of the share in the undertaking.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandr . Roy : ভুল।

Shri Ganesh Ghosh : কিন্তু আপনি প্রতিবাদ করেননি। এজন্যই আমি বলেছি, বিভ্রান্তিকর"। তিনি collaboration and control, Foreign capital সম্পর্কে বলেছেন, তারা collaborate করছে, control করতে তাদের দিচ্ছি না। রাশিয়া কি করে না। কিন্তু যেসময় তিনি একথা বলছেন—তিনি জানেন, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮ সাল, এপ্রিল থেকে, '৬০ সালের মার্চ অবধি, ৫০টা ক্ষেত্রে পুঁজি নিয়োগের অনুমতি দিয়েছেন, তার ভেতর ১৮টি ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ। একটা ক্ষেত্রে ৮০ ভাগের বেশী. একটা ক্ষেত্রে ৯০

ভাগ, একটা ক্ষেত্রে ৮৯ ভাগ, একটা ক্ষেত্রে ৮৩ ভাগ। ১৮টি ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির ভাগ শতকরা ৫০এর বেশী। অথচ কাদকে আমাদের বোঝান হল, আমাদের সংগে collaborate করছে, তাঁরা control করেন না। মিঃ স্পীকার, স্যার, এভাবে বিদেশী পুঁজি আসার কতগুলি বিপদ আছে। বিদেশী পুঁজির সাহায্য আমরা চাই, এর বিরুদ্ধে আমরা নই, একথা আমরা বার বার বলেছি। কিন্তু আমাদের কথাগুলি বিকৃত করে আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়—"তোমাদের রাশিয়া কি বিদেশী নেয় না?" বিদেশী পুঁজি নেওয়া ভাল, কিন্তু যে স্বার্থে এবং যেভাবে ডাঃ রায় এবং কংগ্রেসী কর্তারা নিচ্ছেন তাতেই আমাদের আপত্তি। আমরা সেটা চাই না। আমি এখানে একটা specific ঘটনার কথা বলছি—আশা করি ডাঃ রায় এর জবাব দেবেন। Chemical fertilizer কি করে হল সেই কথাই বলছি। Trombayতে public sectorএ শিল্প গড়ে উঠছে, United States Development Loan Fund থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সাহায্য নেওয়ার সময় তাঁরা কি বলেছিলেন,

The U. S. Development Loan Fund Authorities are known to have politely but very firmly told the Indian Government that its providing foreign exchange for the public sector plant at Trombay will be conditional on New Delhi's readiness to secure the way for Indo-U. S. collaboration in the private sector in setting up a number of fertiliser plants in different parts of the country. The American State Department through its Ambassador Bunker lent his weight to the Development Loan Fund demand.

খুব ভালো কথা—তাঁরা দাবি করেছিলেন, ট্রম্বেতে টাকা আমরা দেব, এই conditionএ যে সারা ভারতবর্ষে যা chemical fertilizer হবে তাতে আমাদের share দিতে হবে। তা কি Dr. Roy বোধ করতে পেরেছেন? তারপর কি হল? 1956এ Central Governmentএর যা industrial policy statement ছিল তাতে বলা হয়েছিল, আমাদের দেশে সমস্ত boric, key and fundamental industry state sectorএ হবে, এই chemical fertiliserএর বেলায় সেই পলিসির কি হল? Chemical fertiliser যেগুলি State Sectorএ হবে তার ভিতর আমেরিকান ক্যাপিটেল নিয়ে এসে তাতে 51 percent আমেরিকাকে আমরা এখন দেব। তারপরও কি বলবেন আমাদের সবময় কর্তৃত্ব থাকছে? আমরা Control করছি? তারপর,

American influences have also interested themselves in the prices of fertilisers pressing for a change in the present price policy so as to ensure a fair profit in return to the foreign U. S. private capital to be invested in fertiliser production in the country.

তাঁরা এই দাবি করেছিল, যাতে বেশী profit পায় সেই দামে বিক্রী করতে হবে। তারাই দাম ঠিক করে দেবে। এগুলি ডাঃ রায় বোধ করতে পেরেছেন?

The Government has already agreed to take steps to allay misgivings of the foreign investors and accepted in principle that public sector units will complete their units in the private sector.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: এটা কি পড়ছেন?

[3-20—3-30 p.m.]

Shri Ganesh Ghosh: Economic Weekly. মিঃ স্পীকার, স্যার, আমেরিকান ক্যাপিটাল ভেতরে আনার পর বিভিন্ন জায়গায় সারের কারখানা হয়েছে। আমাকে শেয়ার দিতে

হবে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার মাথা নোয়ালেন—আমাকে মানে আমেরিকান টাকা। আজ তাহলে প্রাইভেট্ সেক্টারের সংগে পাবলিক সেক্টার কি কমপিটি করবে? সারের দাম স্থির করে দেবার ক্ষমতাও আমাদের সরকারের নেই। এই সর্তে বিদেশী পুঁজি নেবার বিরোধী মম্যুনিষ্ট পার্টি এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি সব সময় বিরোধীতা করবে। বিদেশী পুঁজি নেওয়া ভাল কিন্তু সর্ত আপনারা ঠিক করে দেবেন। ডাঃ রায় আমার চেয়ে অনেক ভালো জানেন যে বিলেতে এইরকম সর্ত নেই। আমেরিকা আমাদের তৈল শোধনাগারের জন্য টাকা দিচ্ছে, তার দামও তারা ঠিক করে দিতে চাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার কি এটা রোধ করতে পেরেছেন? কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারের বেলায় ঠিক তাই হয়েছে। এখন এই দুর্গাপুরের সারের কারখানা সম্বন্ধে কিছু বলব। সারের কারখানা সম্বন্ধে আমাদের এপর্যন্ত যত কথা বলা হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে ডাঃ রায়কে আমি বলব যে বিভ্রান্তিকর। 3rd 5 year Plan West Bengalএর যে মেমোরাণ্ডাম আপনি দিয়েছেন, তাতে কিভাবে আমাদের confuse করেছেন সেকথাই বলব। Chemical fertiliser সম্বন্ধে·······

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : কিছু confuse করিনি।

Shri Ganesh Ghosh : কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার সম্বন্ধে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট যে মেমোরাণ্ডাম দিয়েছিলেন সেই মেমোরাণ্ডামে বলা হয়েছিল যে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারের জন্য খরচ বাড়বে মাত্র ১৬ কোটি টাকা। তারপর যখন draft 5 year plan দেওয়া হল, তখন আমাদের বলা হল যে—এটা Economic Review থেকে নয়—The capital outpay estimate to be of the order of Rs. 18 crores. এর Foreign exchange requirements will be about 8 crores ডাঃ রায় আবার কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার প্ল্যাণ্ট সম্বন্ধে page 293তে বলছেন cost estimated and expenditure 10·35 lakhs—Foreign Exchange nil. কিন্তু প্রস্তাবিত চুক্তি যা হয়েছে বলে শুনছি—যেটা ডাঃ রায় স্বীকার করলেন না—তাতে শুনছি ২৫ কোটি টাকা। আশা করি ডাঃ রায় এটা explain করবেন। আমাদের সবচেয়ে বেশী আপত্তি হচ্ছে যে বেসিক ইণ্ডাষ্ট্রিগুলোতে প্রাইভেট ক্যাপিট্যাল কেন নেওয়া হচ্ছে, কেন এগুলো entirely রাষ্ট্রায়ত্তে তৈরী হচ্ছে না? আর একটা বিপদ হচ্ছে এই যে, যতদিন না এই আমেরিকান কনসার্টিয়াম এই প্ল্যাণ্ট completely complete করে চালু না করছে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের যে সারপ্লাস গ্যাস, সে সারপ্লাস গ্যাস যথাযথভাবে utilise করা যাবে না।

এবারে কোক ওভেন প্ল্যাণ্ট সম্বন্ধে কিছু বলব। স্যার, দুর্গাপুর প্ল্যাণ্ট সম্বন্ধে একটা ছোট বুকলেট আমাদের ১৯৫৩ সালে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই বুকলেটের মধ্যে কেমিক্যালস্, অ্যারোমেটিক্স, প্রভৃতি নানারকম স্কীমের কথা ছিল। কিন্তু আজকাল সেগুলোর কথা আর শুনিনা। শুধু তাই নয়, এছাড়া আরও একটা ইণ্টিগ্রেটেড প্ল্যানের কথা ছিল সেটা দুর্গাপুর কোক্-ওভেন প্ল্যাণ্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে ফ্লারিস করবে এবং তার ফলে এমপ্লয়মেণ্ট পোটেনসিয়ালিটি আরও অনেক বেশী হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তার কথাও আজকাল আর শুনতে পাই না। তারপর পরিকল্পনা হচ্ছে যে কোক ওভেন প্ল্যাণ্টকে ডবল করা হবে, কিন্তু ডাঃ রায়ের বাজেট বইতে কোক ওভেন-এর অবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, দি প্ল্যাণ্ট হ্যাজ গন ইনটু প্রোডাক্সন ইন ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ এবং তারপর বলা হয়েছে যে, দি বাই প্রোডাক্টস্ আর বিয়িং মার্কেটেড থ্রু অথারাইজড্ এজেণ্টস্। কিন্তু ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এই অথারাইজড এজেণ্ট কারা? তবে কি এগুলো করমচাঁদ থাপার প্রভৃতি কোটিপতি ব্যবসায়ীদের থ্রু-তে ডিষ্ট্রিবিউট করা হবে এবং যার ফলে তাঁরা কোক ওভেন প্ল্যাণ্টের সমস্ত বাই-প্রোডাক্টস্ নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা

মুনাফা লুটবে? তবে তা' যদি হয়ে থাকে তাহলে ডাঃ রায় জবাব দেবেন যে, যাতে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হবে কেন তিনি তা' ষ্টেট সেক্টরের হাতে রাখতে চান না। স্যার, যেখানে এটা প্লাউব্যাক করা যেত সেখানে তা না করে এই যে, জালান, করমচাঁদ থাপার প্রভৃতি মনোপলি ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টস্‌-দের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে এর কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। তারপর পাওয়ার প্ল্যান্টে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে এবং ডাঃ রায় সে সম্পর্কে বলেছেন যে, দি প্ল্যান্ট হ্যাজ গন ইন্‌টু অপারেসন ইন জুন, ১৯৬০ এবং তারপর বলেছেন, দি পাওয়ার ইজ বিয়িং সোল্ড টু ডি. ভি. সি. এ্যাণ্ড আদার্স। ডি. ভি. সি. পাওয়ার নিচ্ছে বুঝলাম, কিন্তু এই "আদার্স" কারা? এবং তাঁদের কি দামে বিক্রি করা হচ্ছে সেটা তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই। তবে স্যার, এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে, কেননা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ডি. ভি. সি.-তে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেটা যদিও ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেসনকে ২ পয়সা ইউনিট বিক্রী করা হয়, কিন্তু এই ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেসন সেটা ৬ আনা করে ইউনিট বিক্রী করে এবং ঐ ২ পয়সা এবং ৬ আনার মধ্যে যে মার্জিন থাকে সেটা বিলেতে চলে যায়। কিন্তু এই টাকা যদি আমাদের হাতে থাকত তাহলে তা' আমরা ফার্দার ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেসনে ব্যবহার করতে পারতাম। তবে একটা জিনিস দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি যে, ডাঃ রায় চুক্তি করে আদার্স" বলে ছেড়ে দিচ্ছেন অথচ আমরা বা দেশের জনসাধারণ সে সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারছি না। স্যার, ডাঃ রায় কোন জিনিসেই জটিলতা সৃষ্টি করেননা, অথচ পাওয়ার প্ল্যান্ট সম্বন্ধে বলেছেন, দি পাওয়ার প্ল্যান্ট হ্যাজ গন ইনটু অপারেসন এণ্ড দি পাওয়ার ইজ বিয়িং সোল্ড টু ডি. ভি. সি. এ্যাণ্ড আদার্স। কিন্তু তিনি যদি জটিলতার সৃষ্টিই না করবেন তাহলে এই 'আদার্স" সম্বন্ধে উহ্য থাকছে কেন? এঁরা কা'রা? তবে যদি করমচাঁদ থাপার-রাই হয়ে থাকে তাহলে কেন তিনি তা' স্বীকার করছেন না? তারপর পাওয়ার প্ল্যান্টের এক্সপ্যানসন স্কীম সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, দি অর্ডারস্ হ্যাড বিন প্লেস্‌ড উইথ মেসার্স ব্যাব্‌কক্ এ্যাণ্ড উইলকক্স। ভাল কথা, কিন্তু এই ব্যাবকক্ এ্যাণ্ড উইলকক্স কোম্পানী এ্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীর ৪১ পার্সেণ্ট শেয়ার হোল্ড করে ঐ কোম্পানীকে কনট্রোল করছে। স্যার, ডাঃ রায়ের সঙ্গে প্রাইভেট সেক্টরের এমন কতগুলো কোম্পানীর সঙ্গে দহরম-মহরম আছে যেগুলোকে তিনি ষ্টেট সেক্টরে নিয়ে আসছেন এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা ভিসিয়াস সার্কেল তৈরী হচ্ছে এবং দুর্গাপুর একটা লুটের মুল্লুক হয়ে দাঁড়িয়েছে, শুধু তাই নয়, যেসব আমেরিকান মনোপলি আগে প্রাইভেট সেক্টরে চলেছে তারা আবার এখন ষ্টেট সেক্টরে অনুপ্রবেশ করতে চাচ্ছে। কাজেই এইভাবে কি কখনও গণতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে? তারপর কোক ওভেন প্ল্যান্টের ফাইনান্‌সিয়াল অ্যালোকেসন সম্বন্ধে বলতে চাই যে, ডাঃ রায় তো মোটেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেননা কিন্তু তার বইর ১১৬ পাতায় আছে যে, কোক ওভেন, গ্যাসগ্রীড এ্যাণ্ড পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রভিসন হচ্ছে ৬ কোটি টাকা আর টোটাল এক্সপেণ্ডিচার হয়েছে ১৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। কাজেই এই টাকা কোথা থেকে এল, কি করে খরচ হোল এবং কেন খরচ হোল সেটা আজ আমরা জানতে চাই কেননা এ সম্বন্ধে কোনকিছু বুঝবার উপায় আমাদের নেই। যা হোক্, কোকওভেন প্ল্যান্ট সম্বন্ধে ব্লুবুক এবং এই বইর মধ্যে যদিও কোন মিল আমর পাচ্ছিনা তবে এটা বুঝতে পারছি যে, দুর্গাপুর আজ ডাঃ রায়ের সহযোগিতায় কয়েকটি দেশী এবং বিদেশী ধনকুবেরের লুটের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে।

[3-30—3-40 p.m.]

Shri Sunil Das: মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে এই বাজেট প্রভিসনে যে দুটি গ্রাণ্ট 57—Miscellaneous and 82—Capital Account of the State Works outside

Revenue Account নিয়ে আলোচনা করছি তাতে মনে হয় এই দুইটি গ্রাণ্টে যে পরিমাণ বরাদ্দ চাওয়া হয় আর কোন গ্রাণ্টে এত বেশী টাকা চাওয়া হয় না। সেদিক থেকে এই দুইটি গ্রাণ্টের খুব গুরুত্ব রয়েছে। অথচ এই দুইটী গ্রাণ্ট এই হাউসের সামনে উপস্থাপিত করবার সময় এমন উপেক্ষাভরে উপস্থাপিত করা হয় যাতে মনে হয় লেজিসলেচার এবং এই হাউসের কোন এক্তিয়ার এই দুইটি গ্রাণ্টের উপর রাখার ইচ্ছা সরকারের নেই। তা যদি না হত তাহলে এই গ্রাণ্ট সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আমাদের সামনে অর্থমন্ত্রী উপস্থাপিত করতেন। দুর্গাপুর কোক ওভেন প্ল্যাণ্টের জন্য Second Five Year Plan-এ এবছর মার্চ মাসের ভেতর ২২ কোটী টাকা খরচ হবে। কিন্তু ২২ কোটি টাকা খরচের হিসাব দেওয়া দূরের কথা—প্রতি বছর যে বরাদ্দ থাকে সেই বরাদ্দের বিস্তৃত তথ্য দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা অর্থমন্ত্রী মনে করেন না। বাজেটে অবশ্য কিছু কিছু খাতে আয় এবং ব্যয়ের বরাদ্দ দেখান হয়ে থাকে। কিন্তু এই ডিমাণ্ডের যে গুরুত্ব এবং দুর্গাপুর কোক ওভেনের যে টেকনিক্যাল জটিলতা রয়েছে সে কথা মনে রেখে শুধু দু-চারটা আয়-ব্যয়ের খাত দেখালে পর খুব বেশী দেখান হয়না এবং এই হাউস ও লেজিসলেটরদের বাজেট বোঝাবার কোন সদিচ্ছা আছে বলে মনে হয় না। Durgapur Industries Ltd. খাতে এ বছর দেখছি ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। Durgapur Industries Ltd. যে কি বস্তু তা আমরা আজ পযন্ত জানি না। এই হাউসের সামনে Durgapur Industries Ltd. বস্তুটা কি তা অর্থমন্ত্রী তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় একটু বলবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না। আমি বাজেট তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম লাল, নীল, সাদা যত রকমের বই আছে কোথাও একটা অক্ষর পেলামনা যে Durgapur Industries Board Ltd. বলে কিছু লেখা আছে। এই ৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা কি কাজে লাগবে? কবে দুর্গাপুর ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ড লিমিটেড্ গঠিত হ'ল এবং দুর্গাপুর ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ড লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ কারা? এই লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালনার ভিত্তি কি এ সম্বন্ধে কোন তথ্য দেবার প্রয়োজনীয়তা অর্থমন্ত্রী বোধ করেননি অথচ ৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকার দাবি এখানে দাঁড়িয়ে তিনি উপস্থাপিত করেছেন।

তারপর মিঃ স্পীকার, স্যার, West Bengal Development Corporation এই সংস্থার বারবার উল্লেখ আমরা বাজেটের সাদা বইএ দেখেছি। এই West Bengal Development Corporation নাকি ১৯৫৬ সালে নভেম্বর মাসে গঠিত হয়েছে এবং এর উপর নানা কাজের ভার দেবার একটা সদিচ্ছা বাজেটে প্রকাশ করা হয়েছে যেমন ১৯৫৮-৫৯ সালে subsidised industrial housing scheme তারা করবেন, low income group housing scheme-এর পরিকল্পনা তাঁরা হাতে নেবেন, ১৯৫৯-৬০ সালে manufacturing of bricks করবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এসম্বন্ধে কিছু জানা গেল না। ১৯৬১ ৬২ সালে বড় বড় কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে—দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে, দম দম এক্সপ্রেস হাই-ওয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি জিজ্ঞাসা করি এই যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশান হয়েছে এ পর্যন্ত যে ২ লক্ষের উপর টাকা খরচ হয়ে গেল তাঁরা কি কাজ করেছেন, তার হিসাব কোথায়? এসম্বন্ধে কোন কথা এই হাউসে অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় কোন সময় বলেননি বা কোন পুস্তিকার ভিতর দিয়ে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। অথচ প্রতি বছর বাজেটে এতগুলি কাজ দেখা যায় তাঁরা কি করেছেন আমরা জানিনা, কিন্তু তার পরের বছর বাজেটে দেখি সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। এবছর দেখলাম subsidised industrial housing scheme West Bengal Development Corporatian এর হাতে দেওয়া হয়েছে পরের বছর দেখব সেখানে কোন উল্লেখ নেই। দুর্গাপুর ব্রিক বোর্ডের দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়া হয়েছে—অফিসের কন্‌টিনজেন্সি বাবত সেই খাতে কিছু বরাদ্দ করা হ'ল এইভাবে ২ লক্ষের উপর টাকা বরাদ্দ হয়ে গেল কি কাজ তাঁরা করলেন তা আমরা জানলাম না।

এইধরণের অবিমৃষ্যকারীতার পরিচয় আমাদের প্রধান মন্ত্রী এতগুলি টাকা বরাদ্দের দাবী এনে দিচ্ছেন বারবার। আমি প্রথমেই বলতে চাই আমাদের বিবেচনা করা উচিৎ পাব্লিক আণ্ডারটেকিংগুলি যেভাবে চলেছে, বিশেষ করে ডেভেলপমেণ্টখাতে যে সমস্ত পাব্লিক আণ্ডারটেকিংগুলি চলছে সেগুলি কিভাবে চলবে তারজন্য নূতন করে একটা পরীক্ষা করা দরকার এবং পরীক্ষা করে আমাদের স্থির করা উচিৎ সেগুলি কিভাবে চলবে, কর্পোরেসন দিয়ে চলবে, না ডিপার্টমেণ্ট দিয়ে চলবে, না কমার্শিয়াল বেসিসে চলবে, কি কি ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। এরকম একটা একজামিনেসন করার সময় উপস্থিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। এই যেসমস্ত ডেভেলপমেণ্ট স্কীমে প্রচুর টাকা বছর বছর খরচ হচ্ছে এবং লোকসানের মাত্রা বাড়ছে ছাড়া কমছেনা, এইসমস্ত স্কীম সম্পর্কে ইনভেষ্টিগেট করার জন্য এই হাউসের একটা কমিটি করা হোক এবং আমি আরো বলছি দুর্গাপুরের কোক ওভেন প্ল্যাণ্ট পরিচালনার জন্য এই হাউসের একটা কমিটি করা হোক্— যে কমিটি একটা য়্যাডভাইসরী কমিটির মত হবে, যেমন লোকসভায় এষ্টিমেট কমিটি রয়েছে। আমরা রুলস্ কমিটিতে আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রীকে কিছুতেই রাজী করাতে পারলামনা যে এখানে একটা এষ্টিমেট কমিটি করা হোক্। উনি সেটাকে অপ্রাসংগিক মনে করেছিলেন। আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাবী করছি ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটীভ য়্যাসেম্বলী থেকে একটা এষ্টিমেট কমিটি গঠন করা হোক্ যে কমিটি প্রতিবছর দুর্গাপুর ইণ্ডাষ্ট্রীজের সমস্তকিছু অনুসন্ধান করবে। এবং এই হাউসের সামনে রিপোর্ট রাখবে। আমি লোকসভার সমস্ত রিপোর্টগুলি দেখছিলাম, বিশেষ করে পাব্লিক আণ্ডারটেকিংসএর রিপোর্টগুলি তাঁরা নানারকম মূল্যবান তথ্য এবং পরামর্শ দিয়েছেন সেগুলি লোকসভায় উপস্থাপিত হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলি গ্রহণ করছেন এবং তাতে মানুষের একটা আস্থা আছে। আমরা প্রতিবছর বাজেট বিতর্ক করি, আমাদের বক্তৃতা হয়ত কোন কাজে লাগেনা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খরচের মাত্রা এবং লোকসানের মাত্রা বাড়ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখন কোক ওভেন সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই। আমরা জানি ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে কোক ওভেনের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং এক একটা ব্যাটারিতে ২৯টা ওভেন কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি জানেন যে দুটো ব্যাটারীর মোট ৫৮টি ওভেন কাজ সুরু হয়েছে এবং আজকে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস, অর্থাৎ দু'বছর পূর্বে কোকওভেনের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং এই দু'বছরে কোক ওভেনের কি পারফরম্যানস্ সেটা এই বাজেটের ভেতর থেকে যতটুকু উদ্ধার করতে পেরেছি তা মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। য়্যাডমিনিষ্ট্রেসন খরচ আমরা দেখছি বেড়েছে— য়্যাডমিনিষ্ট্রেসন খরচ বাজেটে এষ্টিমেটে ছিল ৩ লক্ষ ৫০ হাজার।

[3·40—3-50 p.m.]

Administrationএর খরচ estimated ছিল ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, Revisedএ দেখছি—সাড়ে চার লক্ষ টাকা হয়েছে ১৯৬০-৬১ সালে। Executionএর ক্ষেত্রে খরচ কমেছে। তার কারণ কি? খরচ কমলে ভাল। তবে কেন কমছে—সেটা জানা দরকার। এমনও হতে পারে কাজ হচ্ছে না—সেই জন্য কমছে। Receipts & Recovery ক্ষেত্রে—Capital Accountএ দেখলে 1959-60তে actualএর অর্ধেক হয়েছে। আর Receipt & Recovery from coke oven and by product plant 1959-60এর Revised ছিল ৪০ লক্ষ, actual এ হয়েছে ৩৩ লক্ষ। 1960-61 এই ছিল যে বাজেটে ধরা ছিল ২ কোটী টাকার উপর— recovery হবে অর্থাৎ Coke-oven, tar gus ইত্যাদি বিক্রী করে ২ কোটির উপর টাকা পাব; সেখানে দেখছি ১ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা নেমেছে Revisedএ, আর actualএ আরও কমে যাবে।

তাহলে 1959-60তে ৩৩ লক্ষ ছিল, actualএ। 1960-61তে Revisedএ ১ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা, Budget estimateএ ধরা হয়েছিল—২ কোটীর ওপর, 1961-62তে এই Receipts আরও নেমে ৪৫ লক্ষ টাকার এসে দাঁড়াচ্ছে। Operational Expenses proportionately কমছে না। Operational expense 1960—61তে ৭৫ লক্ষ টাকা কম আর 1961-62তে মোট ৪৫ লক্ষ টাকা। 1961-62 সালের হিসেবে দেখবো—coke-oven থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রী করে যে ৪৫ লক্ষ পাওয়া যাবে, তা operational expenditure মেটাতে যাবে। তাছাড়া Administrative expenses executionএর expenditure, tools ইত্যাদিতে যে খরচ, সেই খরচ এর দ্বারা মেটান যাবে না। এই যা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে Recoveris, or invested Capital return—সে তো ছেড়েই দিলাম, এবং এর কারণ কি? আমার মনে হয় এই যে operational expenses কমলো, ফলে recoveries or returns কমলো ৪৫ লক্ষ টাকা। আর operational expense ৪৫ লক্ষ হবে বলে বলছেন, তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে coke oven battery কাজ করছে না। Fundamental কোন change সেখানে হয় নাই। একটি ব্যাটারী ২৯টী oven সেখানে কাজ করছে না। তাছাড়া operational expenses কেন কমবে? কেন কম recovery হবে? এবছর কেন অর্ধেক recovery হবে—তার সঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। হয় সম্পূর্ণ ব্যাটারী বন্ধ করে রাখা হয়েছে, না হয় অন্য কি কারণ আছে—, তা জানি না। পুরা বছর কি পেতে পারি—তার একটা হিসেব দিচ্ছি—coke-tar, বেনজল, গ্যাস, অ্যামোনিয়া, সালফিউরিক এসিড, ওয়াশ অয়েল, ন্যাপথালিন—এগুলি সব বিক্রী করবো এবং বিক্রী করে এই টাকা পাব। এই গ্যাস ছেড়ে দিলেও—15 million cubic feet গ্যাস তৈরী হচ্ছে। গ্যাসগ্রীড্ যখন তৈরী হবে—, তখন তা কাজে লাগবে। এখন coke oven গরম করবার জন্য ব্যবহার হচ্ছে আর বাকীটা পরে বিক্রী করতে পারবো। আমরা Power plantএর ষ্টীম তৈরী করবার জন্য বিক্রী করতে পারি। তাঁরা বিক্রী করেন কিনা জানি না—। সেই হাজার cubic fit—৫ আনা করে ধরলে বছরে ৯।১০ লক্ষ টাকা—এই গ্যাস বিক্রী করে পেতে পারি। তাছাড়া কোক্ বিক্রী করে ৩৫০ দিন যদি কাজ চলে এবং সাড়ে আটশো-নয়শো টন দৈনিক হয়, তাহলে বছরে প্রায় ৩ লক্ষ টন কোক্ তৈরী হবে। তার দর টন প্রতি ৪০ টাকা করে হলে, অন্ততঃপক্ষে ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা বিক্রী করে আমরা পেতে পারি। সেই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি—পুরা কাজ চলার আরও সব মিলিয়ে ১ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা পাব আগামী বছরে।

এ ছাড়া দৈনিক প্রায় ৫০ টন কোলটার উৎপাদিত হয়। ১৫০ টাকা করে প্রতি মণ কোলটারের দর হলে, বছরে প্রায়—২৫ লক্ষ টাকা পাওয়ার সম্ভবনা আছে। তারপর বেনজল ১৪ টন করে দৈনিক উৎপাদিত হচ্ছে, তাহলে বছরে প্রায় ৫০০০ টন দাড়ায়; এবং ৬০০ টাকা করে মণ প্রতি দাম ধরলে, ৩০ থেকে ৩৪ লক্ষ টাকা এর থেকে বছরে আয় হতে পারে। সুতরাং এতগুলি টাকা আমরা পাবো। অর্থাৎ প্রায় দু-কোটী টাকা এর থেকে বছরে আয় হবে। এখানে কি দেখছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি ৪৫ লক্ষ টাকা আগের বছরে পাবো, আর এবার ১৯৬১-৬২ সালে ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা পাবো বলে ধরছি। এছাড়া এ্যামোনিয়া, সালফিউরিক এ্যাসিড্; নাপথালিন ইত্যাদি—বাবদও টাকা পাওয়া যাবে। সুতরাং এই যে receipts—উৎপাদিত coke-oven potential যেটা, তার যে দর তার সঙ্গে যে এত বৈষম্য, তার ফলে প্রচুর লোকসান হচ্ছে। তার কারণ কি? এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কোন কৈফিয়ৎ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমাদের কাছে হাজীর করেননি, এবং বাজেটের কোন জায়গায় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করেননি। আমার মনে আছে—এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় একবার বলে ছিলেন যে সমস্ত বেনজিন এক বছরের জমা অগ্রিম বিক্রয়ের কনট্রাক্ট হয়ে গিয়েছে। যখন দেখতে পেলাম যে দুর্গাপুর ইনডাষ্ট্রীস্ থেকে গতবারে

২৫শে জুন ১৯৬০ সালে কাগজে নোটিস দিয়ে টেণ্ডার ইন্‌ভাইট করেছেন, যে মাসে ১৫ হাজার গ্যালন বেন্‌জিন বিক্রয় করবেন দুর্গাপুর ইণ্ডাষ্ট্রিস্‌ থেকে এক বছরের জন্য। টেণ্ডার চেয়েছেন এমন লোকের কাছে, যাদের explosiveএর license রয়েছে। সুতরাং বেন্‌জিন যদি সবই অগ্রিম বিক্রয় হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আবার টেণ্ডার ডাকার কি প্রয়োজন? তাহলে এর বাজার কি নাই? এর খোদ্দের কি নেই? এজন্যই কি টেণ্ডার ডাকা? অর্থমন্ত্রী যে তথ্য আমাদের সামনে উপস্থিত করে ছিলেন, সেই তথ্য কি ভুল? আমি অসত্য বলতে চাই না, সে তথ্য কি ভুল? সে সম্পর্কে আমি তাঁর কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি।

তারপর Power plant সম্পর্কে সেই একই কথা। Power plant recovery কেন কমছে জানিনা। তার প্রচুর চাহিদা, এ্যাভিনিউ রয়েছে—অথচ power plantএর operational expenses যে পরিমান বেড়েছে, সেই পরিমাণে তার recoveries কমেছে। Operational expenses বাজেটে এস্‌টিমেট্‌এ ৬৩ লক্ষ টাকা ছিল। ১৯৬০-৬১ সালে revisedএ সেটা বেড়ে হল ৬৪ লক্ষ টাকা, আর receiptsএ ২৭ লক্ষ টাকা।

১৯৬০-৬১ সালে operational expenses ছিল ২৭ লক্ষ টাকা, সেটা revisedএ বাড়লো ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা, অথচ receiptsএ ২৭ লক্ষ টাকাই রয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে ২৭ লক্ষ টাকা receiptএ ছিল, আর এবারও ১৯৬১-৬২ সালে ঠিক সেই ভাবে ২৭ লক্ষ টাকা receiptsএ ধরা হয়েছে।

দুর্গাপুরে দেখছি ৪৫ লক্ষ টাকা receiptsএ আর ৮৫ লক্ষ টাকা operational expenses, কোন রকমে কয়লার খরচটা তুলতে পারবো, এবং অফিসএর খরচ ওভার হেড্‌ এক্‌সপেন্‌সেস্‌ গুলা তুলতে পারবো। কিন্তু অফিসারের মাইনে, জেনারেল ম্যানেজার, ডিরেক্টার, ডেপুটি ডিরেক্টার—এদের মাইনের টাকা কিছুই উঠবে না। শ্রমিক যারা কারখানায় কাজ করে তাদের বেতন এবং কয়লার দাম, এইগুলি তুলতে পারবো কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। Power plantএর বেলাও তাই হয়েছে। আমরা শুনতে পাই power plantএর জন্য নূতন turbine নিয়ে আসা হয়েছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে—সেটা ভেঙ্গে গিয়ে অকেজো হয়ে যায়। সেই turbineটাকে জার্মানীতে এরোপ্লেনে করে পাঠান হয়েছে মেরামত করবার জন্য। আমরা সংবাদ পেয়েছি, সত্য কিনা জানি না। আমি সংবাদ পত্রে পড়েছি—যে যারা power plant পরিচালনা করেন, তাঁদের ভুল manoureএর জন্য, এবং তাঁদের গাফিলতার জন্য power plantএর turbine ভেঙ্গে গিয়েছে এবং সেটা মেরামতের জন্য জার্মাণীতে পাঠান হয়েছে।

[3-50—4 p.m.]

এবং সেই turbine জার্মানীতে হাজির করা হয়েছে। আমি শুনেছি State Electricity Board Damodar Valley Corporation যারা—তেমন যোগ্যতা দেখাতে পারেনি এমন সব অফিসারদের power plantএ চাকুরি দেওয়া হয়েছে, এবং একথাও শুনেছি nontechnical লোকদের technical পদে বসান হয়েছে, Damodar Valley Corporation nontechnical লোকদের Powerplantএর technical পদে পর্যন্ত বসানো হয়েছে জানিনা—একথা সত্য কিনা?

এর পরেও আমরা দেখছি বাজেটে টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন Krebb Schemeএর কথা। এ সম্পর্কে যতদূর শুনেছি সেটার controlling

Interest, State Governmentএর হবে, State Government Major share holder হবে এবং অন্যান্য যারা Private Enterprenure আছে তাদের share কম হবে—49 per cent আর 51 percentএর মধ্যে foreignerও থাকতে পারে দেশীও থাকতে পারে। আমার কথা হচ্ছে এই যে kreft scheme এটা কি পাকা হয়েছে? তারা কি licence পেয়েছে! যে ভদ্রলোক Centreএ রয়েছেন মানুভাই শা, তিনি বাংলা দেশের পরম উপকারী! এবং বিশেষ করে প্রত্যেক industriesএর সম্বন্ধে বলবো দুর্গাপুরে ডিভেলপমেণ্টের যে পরিমান রাজ্য সরকারের দায়িত্ব রয়েছে যতটা উন্নতি দেখাবার দরকার ছিল—তা দেখাতে পারেননি তাই সেদিক থেকে হয়ত Central Government তাদের চেপে ধরতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলছি মানুভাই শা ভদ্রলোক দুর্গাপুরে যে by product হয় তার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেননি। এবং সে প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে বিশেষ সুযোগ দেওয়া দরকার সেটা দেন না। তা দিলে প্রয়োজনমত Chemical Industry গড়ে উঠতে পারে যেটাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বঙ্গের ৫০।৬০ হাজার যুবকের কর্মসংস্থান হতে পারে এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছি এতে middle class বাঙ্গালী যুবকদেরও সুবিধা হবে। ইতিমধ্যে তারা কোন License দেননি বলে জানি। আমি বার বার দাবী করে আসছি গতবারও মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম তারা কেন্দ্রে License যেন পায় কিন্তু আজ পর্যন্ত License পাকা হল না। সঙ্গে সঙ্গে এখবর দিচ্ছি ১৬ই ফেব্রুয়ারী Capitalএ বেরিয়েছে বোম্বের Herdille Chemicals Ltd., Nawrosjee Wada and Son's Managing Agency, Bombay Dying and Manufacturing Co. নাকি License পেয়েছে। তাদের License দেবার জন্য সুপারিশ করেছে Ministry of Commerce and Industries এবং তারা বছরে ১০ হাজার টন phenol তৈরী করবে। সমস্ত রকম intermediates, dye staff pharmaceutical intermediates তৈরী করবে এবং শুনলাম হিন্দুস্থান ষ্টীলের ৩টি কারখানার টাটা কোম্পানীর কারখানার, বার্ণপুরের এবং দুর্গাপুরের সমস্ত Benzol নাকি গ্রাস করতে চেষ্টা করেছিল, বোম্বেতে নিয়ে কারখানা তৈরী করে বড়লোক হবে এবং সমস্ত Industry সেখানে জড় করবে। কিন্তু এতদিন পরে দেখছি License পেয়েছে। তারা এখনও আর steel কারখানার benzolএর উপর নির্ভর না করে Petro-chemicals থেকে intermediates তৈরী করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু steel কারখানার উপর নির্ভর করছে এই কারখানাগুলির Benzolর উপর নির্ভর করে তারা এখানে কারখানা তৈরী করতে চায়—সেইজন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলবো যে এই Benzolর utilisationর জন্য intermediate processing আরম্ভ করা দরকার। এবং তা আদায় করার জন্য যদি জনমতের সাহায্য চান তাহলে আমি confidenceর সঙ্গে বলতে পারি জনমত তাঁর পিছনে থাকবে।

Dr. Kanailal Bhattacharjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করা হয়েছে তার ভিতর হাওড়া Improvement Trustএর জন্য ১৪ লক্ষ টাকা দেবার কথা আছে। আমি আজকে হাওড়া Improvement Trust সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। হাওড়া improvement আইন যখন রচিত হয়েছিল,—অবশ্য অত্যন্ত দুঃখের কথা জালান সাহেব এখানে এতক্ষণ বসে ছিলেন এখনই চলে গেলেন, তিনি Houseএ এলে ভাল হোত —তখন তার যে উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার জন্য Howrah Improvement Trust কাজ করছে না একথা জোর গলায় বলা যায়। হাওড়া improvement আইনে বলেছিল হাওড়ার sewage disposal, আজকে যেভাবে হয়ে থাকে তা অত্যন্ত obsolete এই প্রথার পরিবর্তন হওয়া দরকার। এখানে under ground sewage scheme করার কথা বলা ছিল

এবং সেই দিকে Improvement Trustর প্রথম দৃষ্টি দেবার কথা এই আইনে বলা আছে। কিন্তু এছাড়া আমরা এই আইনের ভিতর দিয়ে আরো দেখতে পাচ্ছি যে হাওড়ার traffic congestion কমানর জন্য ২-৪টি বড় বড় street Scheme নেবার কথা এই Improvement Schemeএ বলা আছে। কিন্তু আজ ৪ বৎসর হল হাওড়ায় improvementর জন্য এখন পর্যন্ত কোন কাজ সুরু হয়নি। কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এটা গঠিত হবার পর তারা যে schemeগুলি তৈরী করেছে সেই schemeগুলির Improvement Schemeর নামের পরিবর্তে ১ নং, ২ নং থেকে আরম্ভ করে ৮ নং পর্যন্ত Improvement Scheme তৈরী করেছে। কিন্তু তার মধ্যে Sweage disposalর জন্য underground sweage disposal schemeর এখন পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা তাঁরা তৈরী করতে পারেননি। অত্যন্ত দুঃখের কথা এই schemeগুলির মধ্যে তারা হাওড়ার এক-একটা অঞ্চল থেকে সমস্ত জনসাধারণকে উৎখাত করে সেখানে বড় বড় রাস্তা, পার্ক ইত্যাদি করে যে জমি develop করছেন সেগুলি তারা বড় বড় লোকের কাছে বিক্রি করবার প্রচেষ্টা করছেন বলে মনে করি। আমরা দেখেছি ১ নং schemeএ কদমতলা অঞ্চলে প্রায় ৫ হাজার অধিবাসীকে উৎখাত করার জন্য notice দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের ঘরবাড়ী, জমি যা আছে সেসমস্তই Improvement Trust দখল করবে এবং তারপর বড় বড় রাস্তা, পার্ক ইত্যাদি করে, জমির উন্নতিসাধন করবেন, তারপর সেই জমি নীলাম করা হবে। অর্থাৎ দরিদ্র জনসাধারণকে উৎখাত করে কলকাতার ধনিক সম্প্রদায়কে হাওয়ায় বাস করানর প্রচেষ্টা এর মধ্যে হচ্ছে। এককথায় বলা যেতে পারে হাওড়া Improvement Trustর যে কাজ সেই কাজ তারা না করে এখানে ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে তারা ব্যবসা করছে, এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক। শুধু তাই নয় ২ নং schemeএ সেখানে ২½ হাজার অধিবাসীকে উৎখাত করার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। এর দ্বারা তারা একটা জিনিস করবার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে জ-সাধারণের মনের মধ্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার করেছে। ব্রিটিশ আমলে Calcutta Improvement Trust যে মনোভাব নিয়ে কাজ করেছে, আজকে স্বাধীনতা উত্তর যুগে বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, হাওড়া Improvement Trust সেই মনোভাব নিয়ে কাজ করছে না।

[4 - 4-10 p.m.]

যখন আমাদের সরকার নিজেদের জনগণের সরকার বলে দাবি করছেন, যখন তাঁরা বলছেন কল্যাণ রাষ্ট্রগঠন করবেন, তখন আমরা দেখছি দরিদ্র জনসাধারণকে উৎখাত করে সেই জায়গায় বড়লোকের বসতি স্থাপন করার চেষ্টা করছেন। এসম্পর্কে আমাদের মাননীয় জালান সাহেব যেকথা বল্লেন—আমরা যখন এদের rehabilitationএর প্রশ্ন তুলি তখন তিনি যেকথা বলেছিলেন—আজকে Howrah Improvement Trust সেই কথায় চলছে না। তিনি বলেছিলেন

Of course any Government must look to the welfare of the people who are displaced and every Government must try to put least inconvenience to its people. That may be done by an executive action but not so far as their incorporation in the Bill itself, because it is out of place.

তাতে তিনি বলতে চাচ্ছেন এই উচ্ছেদ রোধ করবার জন্য বিলে provision করার দরকার নাই, একটা executive actionএর দ্বারাই, অথচ আমরা জানি Howrah Improvement Trustএর ৮ হাজার অধিবাসীদের ২,৩ স্কীমের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে দেওয়ার স্কীম করছেন। সেই অঞ্চলের জনসাধারণের তরফ থেকে বার বার সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের জন্য কোন রকম rehabilitationএর স্কীম তৈরী হয়নি। তাদের তরফ থেকে

যেসব প্রতিনিধি Local Self Governmentএর কর্তৃপক্ষের সংগে দেখা করেছিলেন, তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেননি, এটা সত্য কথা, এসম্পর্কে তাঁদের যে জিজ্ঞাস্য ছিল তার কোন সদুত্তর এরা দিতে পারেননি। আজকে sewageএর disposalএর ব্যাপারে যে জমি Howrah Improvement Trust দখল করছেন আমি সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারা হাওড়ার বাইরে সাঁতরাগাছি এবং ধাসভয় এই দুটো গ্রাম দখল করার চেষ্টা করছেন। আমরা বলেছিলাম এর পাশে যে জমি আছে খালি, সেটা নিন, কিন্তু তাঁরা কোনদিন আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। একবছর পর মাননীয় বিমলবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি—অত্যন্ত সুখের কথা, তাঁর চেষ্টার ফলে আজকে দেখা যাচ্ছে—কিছু লোকের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে খালি যে জমি তা নেওয়া হচ্ছে। এর দ্বারা একটা জিনিস প্রকধ হচ্ছে,—Howrah Improvement Trustএ যারা কর্তৃপক্ষ ;তাঁদের যদি এই দৃষ্টিভংগী হয়, তাঁরা যদি মনে করে থাকেন হাওড়ার জনসাধারণ, যারা ৯-১০ লক্ষ টাকা ট্যাক্স হিসাবে গুণছে, অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা Improvement Trustকে দিয়েছে তাদের উচ্ছেদ করে দিয়ে সেই জমি develop করে বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকের কাছে বিক্রী করে লাভ করবেন, তাহলে তাঁরা ভুল করছেন, হাওড়ার জনসাধারণ এত সহজে তাঁদের এই অন্যায় কার্য সমর্থন করবে না—এটা আমি জোরগলায় বলতে পারি। এদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী এবং সরকারের দৃষ্টি আকষণ করছি—আমি বলছি এদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আজকে sewage disposal scheme করার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন সরকার মুক্তহস্তে সেই অর্থ দিন এবং ব্রিটিশ আমলে Improvement Trust যেরকম একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল, তাঁরা যেন একে ঠিক সেইরকম ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার চেষ্টা না করেন। ব্রিটিশ আমল এখন আর নাই। যদি তাঁরা সত্যিই মনে করে থাকেন তারা কল্যাণ রাষ্ট্রের কর্ণধার, তাহলে আশা করি এই কথা ভালো করে চিন্তা করে দেখবেন। সেজন্য আজকে আমার বক্তব্য, ১ নং scheme এবং ২ নং স্কীম—এতে দুই হাজার লোক উৎখাত হতে চলেছে—এই স্কীম দুটো পরিবর্তন করুন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর তরফ থেকে ৩০ জন কমিশনার Howrah Improvement Trustকে এই স্কীম সংশোধনের কথা বলেছিলেন। আমরা বলেছিলাম একটামাত্র ১৮০ ফিট রাস্তা থাকুক—দুইপাশে ৪০ ফিট রাস্তা করুন এবং যারা এই উন্নত অঞ্চলের সুবিধা ভোগ করবে তাদের উপর betterment fee charge করুন—এইরকম অন্যায় কাজ করে জোর করে হাওড়ার উন্নতিবিধানের চেষ্টা করবেন না। কিন্তু তাই যদি আপনাদের মনের ভাব হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করব দেখা গিয়েছে বড় বড় ৩টা park একটা schemeএ করা হয়েছে। যেকথা মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে unanimously বলা হয়েছে—যেখানে যেসমস্ত বাড়ী পড়েছে সেইসমস্ত বাড়ী রাখা হোক, কিন্তু Improvement Trustএর পক্ষ থেকে সেই কথায় কর্ণপাত না করে সরকারের কাছে পাঠানোর বন্দোবস্ত হয়েছে। সেজন্য আমি সরকারের কাছে বলতে চাই, হাওড়ার জনসাধারণের দাবীর প্রতি কর্ণপাত করুন, যদি তা না করেন তাহলে নিশ্চয়ই জেনে রাখুন এর প্রতিবাদে হাওড়ার জনসাধারণ আন্দোলনের পথ নিতে বাধ্য হবে।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার এই cut motionটার out of orderএর আশংকা নাই, কারণ আমি বলেছি to raise a discussion about the policy. ডাঃ রায় পরমব্রহ্মের উপাসক, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তিনি শ্রীবৈদ্যনাথের পরম ভক্ত, কারণ বৈদ্যনাথের দ্বারা পরমার্থিক ও আর্থিক মোক্ষলাভের সুযোগ আছে। স্যার, আমার বক্তব্য দুটো ঘটনার প্রতি সীমাবদ্ধ থাকবে, প্রথম দুর্গাপুর, দ্বিতীয় Fertiliser plant। আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই মুখ্যমন্ত্রীকে—দুর্গাপুর Industries Board একটা গঠন করা হল, কিসের জন্য? এবং Industries Directorateএর বাইরে এনে? এবং এটা আমরা দেখছি, একজন বাদ দিয়ে বোর্ডের সদস্যসংখ্যা non-official দিয়ে এবং তাঁরা industrialist নন্—

সমস্তই official দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাঁরা ডাঃ রায়ের চতুর্দিকে উপগ্রহের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং শ্রীএ. বি. গাংগুলিকে administratorএর পদে বরণ করা হয়েছে, কারণ তিনিও শ্রীবৈদ্যনাথের ভক্ত। যাই হোক, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে double the coke oven plant হচ্ছে, এজন্য কেবল tender invite করা হয়েছে কি? Gas grid আসছে। যুগোস্লাভিয়ার ফার্মকে order দেওয়া হয়েছে। এখানেও সেই যুগোস্লাভিয়ার ফার্মকে doubling of the cokeoven plantএর জন্য দেওয়া হয়েছে যে যুগোস্লাভিয়ান ফার্মকে salt lake reclamationএর জন্য দেওয়া হয়েছে—এর রহস্য কোথায়? তাদের rupee convencyতে payment করা হবে—আরো মজা হল, এই Yugoslav firm gasgridএর যে pipe সরবরাহ করছেন তাতে লেখা আছে "Made in Italy".

[4-10—4-20 p.m.]

স্যার, যুগোস্লাভ ফার্মকে কনট্রাক্ট দেবার রহস্য কোথায় সেটা আমি জিজ্ঞাসা করছি? আমি অভিযোগ করছি তদন্ত হোক এবং তদন্ত হলেই সেখানে প্রকাশ পাবে ডাঃ রায়ের কিছু সুইস কারেন্সি ফাণ্ড আছে। এই যুগোস্লাভ ফার্মকে রুপি কারেন্সিতে পেমেন্ট করা হবে। রুপি-তে পেমেন্ট করা হলে ঐ শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্যের মাধ্যমে সেই টাকা ফেরৎ এলে সুইস কারেন্সিতে সেখানে পেমেন্ট হয়ে গেল। এইভাবে যুগোস্লাভ ফার্মের সংগে ওনার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচাযের মাধ্যমে তাঁর যোগ রয়েছে। স্যার, দুর্গাপুরে ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট বসান হল। এখানে আর একটা উপগ্রহ সি. কে. রায় তখন ছিলেন। ফার্টিলাইজার প্ল্যান্টের সংগে ফুড প্রোডাক্শান এণ্ড এগ্রিকালচার-এর সম্পর্ক আছে। এটা করা হবে কোন্ সময়ে ঠিক হল না যখন ফুড প্রোডাক্শন মিনিষ্টার তরুণবাবু আমেরিকাতে ছিলেন। তিনি আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ফাইল দেখতে চাইলেন এব বললেন যে এসম্পর্কে কিছুটা ইণ্টারেষ্টেড। ঐ উপগ্রহ সি. কে. রায় বললেন যে তা হবে না এবং একটা লম্বা লিষ্ট দিয়ে বললে সি. এম. নিজেই এটা ডিল করছেন। এভাবে বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আজ্ঞা করে সি. কে. রায় লিখে দিলেন যে এবিষয়ে ওঁর কিছু করার নেই। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি এই ফার্টিলাইজার প্ল্যান্টের মধ্যে ঐ শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্যের কোন হাত আছে কিনা? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি যে যেদিন মহারাণী দুর্গাপুরে এলেন সেদিন মুখ্যমন্ত্রী পাঞ্চেতে গিয়েছিলেন কি দেখতে? সেখানকার ডেভালাপমেণ্ট সম্বন্ধে দেখতে তিনি সেদিন গেলেন কেন? পাঞ্চেৎ স্কীম সম্পর্কে হঠাৎ তাঁর আগ্রহ হল কেন? সেখান থেকে ট্রাংক কল্ করলেন ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়ালের কাছে যে একটা ড্রাফ্ট তৈরী করে রাখ। কি একটা চিঠির জবাব রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে। কিসের জন্য না জনৈক ব্যক্তির ফরেন এক্সচেঞ্জের ব্যাপার। অর্থাৎ এ-ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংকের যে restriction আছে তাকে relax করাতে হবে। দুর্গাপুর থেকে ছুটে এসে রাইটার্স বিল্ডিংস্ বলে সেটা সই করে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে পাঠান হল। কোন্ সে ভাগ্যবান ব্যক্তি—ঐ শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। আমি আর একটা বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আশ্বাস পেতে চাই যে থর্মাল প্ল্যান্ট ব্যাণ্ডেলে যেটা হতে চলেছে—এশিয়ার মধ্যে সুবৃহৎ প্ল্যাণ্ট হবে—সেই পাওয়ার ষ্টেশানের মধ্যে ঐ শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্যের হাত যেন না থাকে। আমি জানি, মুখ্যমন্ত্রী বলবেন অসত্য কথা। আপার হাউসে ওঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ এসেছে এবং সব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমি বলব যে সৎসাহস যদি থাকে তাহলে সেইসব অভিযোগ সম্পর্কে কমিশন বসানো হোক। সুনীলবাবু বলেছেন যে এষ্টিমেট কমিটির মত কমিটি কেন বসান হবে না? এর উত্তরে আমি বলব যে এজন্যে হবে না কারণ শ্রীবৈদ্যনাথের মারফৎ যে আর্থিক মোক্ষলাভ তাঁর হোত, সেই মোক্ষলাভ তাহলে আর হবে না।

Shri Subodh Banerjee : মি: স্পীকার স্যার, এই খাতে অধিকাংশ ব্যক্তি দুর্গাপুর নিয়ে তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আমি দুর্গাপুর নিয়ে বলব না, আমি যে বিষয় নিয়ে বলব সে বিষয়ের উপর পশ্চিমবাংলার অনেকে চোখের জল ফেলছেন। অর্থাৎ নিম্নমধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও বস্তীবাসীদের কথা বলব। পশ্চিমবাংলা সরকার প্রায় বলে থাকেন যে কোলকাতার মোট জনসংখ্যার প্রায় ⅓ অংশ বস্তীবাসী। এই কোলকাতাকে পরিস্কার করার সাধু উদ্দেশ্যের কথা তাঁরা প্রায়ই প্রচার করে থাকেন। তাঁদের উদ্দেশ্য যদি সৎ হোত তাহলে নিশ্চয় আমরা পশ্চিমবাংলা সরকারের প্রশংসা করতে পারতাম। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়—এটা যে simply রাজনৈতিক চাল তা এই বাজেটের অংক দেখলেই প্রমাণিত হবে।

মি: স্পীকার স্যার, কংগ্রেস পক্ষের মাননীয় সদস্য অধ্যাপক শ্যামাদাস ভট্টাচার্য মহাশয় শুনেছি একজন অর্থনীতির ছাত্র এবং সৎ কংগ্রেসকর্মী, কাজেই এখানে তাঁর দেওয়া ফিগারের মাঝখান দিয়ে পশ্চিমবংগ সরকারের সততা প্রমাণিত হয় কিনা সেটা দেখাতে চাই। প্রথম কথা হোল, কেন্দ্রীয় সরকার শ্ল্যাম ক্লিয়ারেন্স-এর জন্য প্রথমে যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন তা যদি রাজ্য সরকার ব্যয় করতে পারতেন তাহলে রাজ্য সরকার এই টাকাটা পেতেন। কিন্তু তাঁরা এমনই করিৎকর্মা যে এই টাকাটা তাঁরা ব্যয় করতে পারলেন না এবং তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকাটা কমিয়ে তার জায়গায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা করলেন। তবে প্রথমে যদিও এই ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৫ বছরের মধ্যে খরচা করার কথাটা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কিন্তু শ্ল্যাম ক্লিয়ারেন্স-এর বিষয় এঁদের যেখানে ৫ বছরের মধ্যে ঐ ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা খরচ করার কথা সেখানে এরা অত্যন্ত কৃতিত্বের সংগে খরচ করেছেন ২৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা।

তারপর কোলকাতার জনসংখ্যা আজ ৬০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং তার ⅓ অংশও যদি ধরি তাহলে দেখা যাবে যে প্রায় ১৪ লক্ষ লোক বস্তিতে বাস করে। তবে তাঁদের জন্য ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট একটা কাজ করেছে এবং সেটা হোল যে, তাঁরা ২টি প্রোজেক্ট করেছে যার মধ্যে একটির টেনামেণ্টের সংখ্যা হচ্ছে ৮০০ এবং অন্য প্রোজেক্ট ইনভল্‌ভিং ৭৮৪ টেনামেণ্টস্ এবং এই কাজ কম্‌প্লিট করার পর তাঁদের সেটেলমেণ্ট হবে একথা বলা হচ্ছে। কাজেই বস্তিবাসীদের বসবাসের জন্য তাঁরা যে এই ৮০০ টেনামেণ্ট তৈরী করছেন এসম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলতে হবে যে ৫ বছরের মধ্যে বস্তী অপসারণের জন্য যে কাজ পশ্চিমবংগ সরকার করেছেন তা' অতীব প্রশংসনীয় এবং সংগে সংগে বস্তীবাসীদের অল্টারনেট য়্যাকোমোডেসন্ দেওয়ার যে ইচ্ছা তাঁরা প্রকাশ করেছেন, তা' যে অত্যন্ত সাধু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তারপর বস্তীবাসীরা ভালভাল প্রাসাদে বা বাড়ীতে থাকবে সেসব কথা ছেড়ে দিলে পর আসে নিম্নমধ্যবিত্তদের কথা যে, তাঁদেরও বাড়ী দিতে হবে। তবে কোলকাতায় ভীড় হয়েছে বলে প্রচুর টাকা খরচ করে নিউ ক্যালকাটা স্কীম করা হচ্ছে এবং কি দরদ এই নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য, না তাঁদের জন্য লো ইন্‌কাম গ্রুফ হাউসিং স্কীম করে তার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু স্যার, তাঁরা কেন্দ্রের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত এনেছেন ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা—এটা হচ্ছে receipts এবং তার মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৪ বছরে য়্যাক্‌চুয়্যাল এক্সপেণ্ডিচার হয়েছে ৮১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। তাহলে একদিকে দেখা যাচ্ছে যেখানে বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা সেখানে এরা নিয়েছেন ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা এবং খরচ করেছেন ৮১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। অথচ অন্যদিকে দেখা যায় যে ডেভালপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে ১ লক্ষ ২০ হাজার য়্যাপ্‌লিকেসন নিম্নমধ্যবিত্তদের কাছ থেকে এইভাবে এসেছে যে, আমাদের ঋণ দিন, আমরা বাড়ী করব। কাজেই যে টাকা তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তা' যখন তাঁরা নিম্নমধ্যবিত্তদের বাড়ী তৈরী করবার

ক্ষেত্রে ব্যয় করতে পারলেন না তখন কি আমাদের একথা বলতে হবে যে, নিম্নমধ্যবিত্তদের প্রতি পশ্চিমবংগ সরকারের দরদ আছে? অবশ্য ডাঃ রায় হয়ত বলবেন যে সুবোধের তো খুব দরদ আছে। কিন্তু আমার কথা হোল যে টাকা আপনারা কেন্দ্রের কাজ থেকে নিয়েছেন সেটাও যে খরচ করতে পারলেন না এটা কিরকম কথা? তবে শুধু তাই নয়, এদের শম্বুকগতি দেখে কেন্দ্রীয় সরকার আদতে যে টাকা বরাদ্দ করেছিলেন তা'ও শেষ পর্যন্ত কমিয়ে দিলেন। স্যার, এরা কেন্দ্রকে গালাগালি দেয়—অবশ্য আমিও দেই, কেন না আমি মনে করি যে কেন্দ্রের হাতে বাংলাদেশের স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে এবং দাবী উপেক্ষিত হচ্ছে?

[4-20 – 4-30 p.m.]

কিন্তু ডাঃ রায় কেন্দ্রের ঘাড়ে এই দোষ চাপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, এটা নিন্দনীয়। উনি কেন্দ্রের চেয়ে আরও বেশী দোষী। কেন্দ্র যে টাকাটা দিয়েছে বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্তকে লোন দেবার জন্য সেই টাকাটা নিম্নমধ্যবিত্তকে দেননি, জমা করে রেখে দিয়েছেন। স্পীকার মহাশয়, আপনি যদি লাল বইএর ২৪১ পাতা খুলে দেখেন তাহলে দেখবেন আগামী রিভাইজ্‌ড বাজেট বলুন বা ১৯৬১-৬২ সালের বাজেটের কথা বলুন সেখানে কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা নেবার কোন কথা নেই—কেন্দ্রীয় সরকারের যে টাকা নিয়েছেন সেই টাকা ডিসবার্স করেননি। আমাদের এই সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় subsidised industrial housing schemeএ শ্রমিকদের জন্য বাড়ী করবেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ হল ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, সরকার ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে টাকা নিলেন ৯১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। বরাদ্দ টাকা তাঁরা নিলেন না। আবার এই ৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকার মধ্যে খরচ করলেন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তাহলে বরাদ্দ ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার মধ্যে Industrial Housing Scheme করার জন্য ৫ বছরের মধ্যে খরচ করলেন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এরপরে বাংলাদেশের যত শ্রমিক আছে তারা দু'হাত তুলে ডাঃ রায়কে আশীর্বাদ করবে দীর্ঘজীবী হন—কারণ, আমি তোমাদের জন্য subsidised industrial housing schemeএ যে বাড়ী করে দিয়েছি তাতে তোমরা এক-এক জনের জন্য ১০ খানা ঘর পাবে। এরপরেও কি আমাদের প্রশংসা করতে হবে বাংলাদেশে যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে তা অত্যন্ত সুন্দর বাজেট? আসলে এর উদ্দেশ্য কি? এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল লোককে ভাওতা দেওয়া যে এত টাকা আমরা ওয়েলফেয়ার বাবদ খরচ করছি। অ্যাক্‌চুয়াল খবর তো জনসাধারণ জানে না। আমরা যারা নাকি বাজেটের পাতা ঘাটি, তারা জানি জানি যে এই ধাপ্পাটা দেওয়ার জন্য মোটামুটি একটা টাকা ওয়েলফেয়ার ফাণ্ডে ধরা হয় কিন্তু ওটা খরচ করা হয় না। এই ধাপ্পা নিন্দনীয় ধাপ্পা এবং চুড়ান্ত নিন্দা এর একমাত্র উপযুক্ত ভাষা এবং এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি প্রধানতঃ মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারে শুধু বিরোধী পক্ষ নয় সরকার পক্ষের সদস্যরাও অনেক কঠোর এবং তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখা গেল যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ক্ষেত্রে যে বিমাতাসুলভ মনোভাব রয়ে গেছে তার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে প্রধান সমস্যা হচ্ছে অ্যাডাল্ট ফ্র্যান্‌চাইজের সমস্যা, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের সমস্যা। সে সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী জালান সাহেব বল্লেন যে তাঁদের নতুন রিপোর্ট তৈরী হয়ে গেছে। তার পরও ২ বছর পার হয়ে গেল আজ পর্যন্ত সেই রিপোর্ট সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম না। সরকারের এ সম্পর্কে সোজাসুজি পলিসিটা কি?

তাঁরা একথা বলতে পারতেন যে আমরা কোন ক্ষেত্রে বিশেষতঃ মিউনিসিপ্যালিটিতে অন্ততঃ প্রাপ্ত-বয়স্ক ভোটাধিকার দেব না। কোন পলিসি ষ্টেটমেণ্ট তাঁরা করছেন না। আমরা জানি না কেন তাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ এইভাবে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছেন। এর ফলে একটা জিনিস সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে বাংলাদেশেতে যে সম্পর্কে আমি সরকার পক্ষের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মিউনিসি-প্যালিটিতে বর্তমানে যে ভোটাধিকার আছে তাতে এই কথাই বলতে হয় বাঙালী আজ নিজ বাস-ভূমে পরবাসী হবার পরিস্থিতিতে এসে পৌছেছে। এবং যা আইন দাঁড়িয়েছে তাতে হিন্দুস্থানী স্পিকিং যাঁরা তাঁদের বাড়ীর প্রত্যেকে ২১ বছর বয়সে রেট্ পেয়ার হলে ভোটার হতে পারেন কিন্তু বাংলাদেশের বাঙালী, যাঁরা দায়ভাগের সম্পত্তির অধিকারী তাঁরা বাড়ীপিছু মাথাপিছু একজন করে ভোটার হবেন। কাজেই একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে কয়েক বছর যাবৎ। আমি জিজ্ঞাসা করি কোন্ অধিকারে বাংলাদেশের বাঙালীদের যেখানে ভোটাধিকার প্রসারিত করা উচিত, সেখানে সংকুচিত করা হচ্ছে এবং অপর এক শ্রেণী যাঁরা বাংলাদেশের অধিবাসী নন অথচ বাংলাদেশে বাস করছেন, বাড়ী করেছেন এবং যাঁদের সম্পত্তি আছে শুধু সেই অধিকারে তাঁরা আরো বেশী সংখ্যায় ভোট দেবার অধিকারী হয়ে যাচ্ছেন। একথা জালান সাহেবকে বলা হয়েছে, কোন জবাব পাইনি। আমি জিজ্ঞাসা করি সরকারপক্ষের সদস্যদের কাছে এবং ডাঃ রায়ের কাছে যে এটা কোন্ জাতীয় নীতি যে বাঙালী রেট্ পেয়ারদের ভোটাধিকার বাড়ীপিছু কম, আর হিন্দুস্থানীদের ক্ষেত্রে সেখানে ওয়েটেজ হিসাবে ধরা হবে—আজকে মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানীরা বেশী করে ভোটাধিকার পাবে, এ কেন হবে? এই আইন পরিবর্তনের কোন উপায়ও দেখছি না, অথচ এইরকম বৈষম্যমূলক ব্যবহার চলেছে। ইংরাজরা যখন ছিল তখন একটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল কিন্তু বর্তমানে মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে এই বিশেষ ব্যবস্থা হিন্দুস্থানীদের জন্য কেন করা হয়েছে এ প্রশ্নের জবাব চাই। এর কোন সলিউসন আমরা দেখছি না। শুধু এটুকু নয় একটা কম্প্রিহেন্সিভ্ বিলের কথা বারবার বলা হয়েছে মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারে, তাও ধামা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। তার কারণ সম্ভবতঃ তাঁরা জানেন অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটি কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত অথচ তাঁরা সকলে একথা বলে থাকেন যে বর্তমানে ১৯৩২ সালের যে আইন আছে তা দিয়ে দৈনন্দিন কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে গেছে। একটা বিল আনবেন বলে কিছুকাল আগে জালান সাহেব আমাদের কাছে বলেছিলেন কিন্তু আগামী ইলেক্‌সনের পূর্বে তার কোন লক্ষণ আমরা দেখছি না। এগুলি হচ্ছে কতকগুলি নীতির প্রশ্ন। অপরদিককার প্রশ্ন হচ্ছে মিউনিসি-প্যালিটির আর্থিক স্বাচ্ছল্যের অনেক কথা অনেকে বলেন কিন্তু আমি বলবো ভাল না করতে পারি, মন্দ করবো এই নীতি তাঁরা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে কোলকাতার আশেপাশে যেসমস্ত মিউনিসি-প্যালিটিগুলি সেইসমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে পার্টিসনের পর লার্জ না করে নূতন বাসিন্দা গিয়ে পৌছেছেন। তাঁদের অধিকাংশই হয় রিফিউজী না হয় নানাভাবে তাঁরা গিয়ে সেখানে বসতি স্থাপন করেছেন। আমরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেখেছি তাঁবু দিয়ে লরী করে মাঠের মাঝখানে তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন এবং যে মানুষ আসছেন সেই মানুষ একদিন না একদিন তাঁদের এলাকার সমস্যার সমাধান করবেন কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এইসমস্ত সহরাঞ্চলগুলিতে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা কি আপনারা দেখেছেন? আমি একটা উদাহরণ দিই—দশ বছর আগে বেহালায় যার কাছাকাছি আপনারা নিউ ক্যালকাটা স্কীমের কথা ভাবছেন, সেই বেহালায় দশ বছরে পপুলেসন ডবল হয়ে গেছে—এক লক্ষ ছিল, দু' লক্ষ হয়েছে সেখানে এবং সেখানে স্বভাবতঃ অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্বাস্তু আকারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে বহু জমি আছে, সেই জমিতে তাঁরা বসতির ব্যবস্থা করেছেন। একবারও মিউনিসিপ্যালিটিকে কি জিজ্ঞাসা করেছেন বা কোন প্রস্তাবাকারে তাদের কাছে একথা রেখেছেন যে যাঁদের মাঠের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ফেল্লাম তাঁদের স্যানিটেসনের ব্যবস্থা কি হবে, তাঁদের হেল্‌থের ব্যবস্থা কি হবে, জলের ব্যবস্থা

কি হবে, রাস্তার ব্যবস্থা কি হবে প্রভৃতি? একথা কি আজ পর্যন্ত তাঁরা জানেন না যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে প্ল্যান পর্যন্ত পাশ করবার উপায় নেই। হাটমেণ্ট, ছোট ছোট কুটীর হয়ে গেল এবং কিছুকাল বাদে এইসমস্ত ফাঁকা জায়গা একেবারে বসতিতে পরিণত হয়ে যাবে। তাঁরা এটুকুও অন্তত: বলতে পারেন না যে মিউনিসিপ্যালিটির কাছে প্ল্যান দিয়ে যতটুকুন আইনমাফিক কাজ করতে হয় তার বিধিব্যবস্থা করা দরকার। শুধু তাই নয়, এসব অঞ্চলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে কিছু কিছু জায়গা নরককুণ্ডে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে যা আর কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে নেই।

[4-30—4-40 p.m.]

যেখানে এক লক্ষের জায়গায় দু-লক্ষ population হয়েছে, তাদের Tax দেবার কোন ব্যবস্থা নাই। তারা কোন tax দেন না—একটা peculiar ব্যাপার। অনেক জায়গায় সরকার অনেক জমির মালিক। ঐ বলা হয়েছে refugee বসতি করুন—refugeeরা বলছে প্ল্যান পাস করান যায় না। যেহেতু সরকারের ঘরে দলিলপত্র রয়ে গেছে। সরকারের কাছে ঐ মিউনিসিপ্যালিটির লক্ষাধিক টাকা পাওনা হয়েছে, demand notice করেও সরকারের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায় না। কি করে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি function করবে? আমাদের সেটা বুঝিয়ে দেন। Tax collectionএর কথায় পরে আসছি। ডাঃ রায়ের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি—কিভাবে এই মিউনিসিপ্যালিটিগুলি function করবে—আমাদের তিনি জানান। গভর্ণমেণ্ট কলোনী যেসমস্ত রয়েছে, সেই গভর্ণমেণ্ট কলোনীর দলিলপত্র সরকারের কাছে। তাঁরা বলছেন প্ল্যান দেব কি করে? আমরা তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স্ আদায় করতে পারছি না। অনেক বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে। তারপর দলিল mutation হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে হাজার হাজার কেস্ হয়েছে; mutation হচ্ছে না বলে মিউনিসিপ্যালিটিও তাদের প্রাপ্য ট্যাক্স আইন করে যা ধার্য্য করতে পারে, তা তারা ধার্য করতে পারছে না। ফলে হচ্ছে যেটুকু পরিমাণ ট্যাক্স আকারে প্রাপ্য ছিল, তা মিউনিসিপ্যালিটি গ্রহণ করতে পারছে না, এইরকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়—তার উপর সরকারের নিজস্ব যেসমস্ত জমি আছে, আমি জানি না সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের নিয়ম আছে কিনা তারা কোন ট্যাক্স দেবেন না। তারা তা দেনও না! আমি অন্য জায়গার কথা বলতে পারি না।

আমি আর একটু সময় চাচ্ছি। ওখানে বলতে চাই যে সরকারের দেয় ট্যাক্সের জন্য demand notice দিলেও তারা তার জবাব দেন না। এরপর litigationএর মধ্যে গেল তো কঠিন ব্যাপার। এ আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং ডাঃ রায়কে একটা কথা বলি—তিনি মাঝে মাঝে বলেন যে tax collection হয় না মিউনিসিপ্যালিটীতে। আমি তাঁকে আগে বলেছি, এখনও বলছি তিনি যে-কোন একটা মিউনিসিপ্যালিটির বাজেট করে দেন বাংলাদেশের, একটা ideal বাজেট।

তারপর দেখি সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটির অন্তত: ২৫ হাজার ছেলে—যাদের Primary Education দেওয়া দরকার, তা দিতে পারে না। এই বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে 100 percent improvement হয়েছে এবং ১০।১৫ ভাগ টাকা আদায় হচ্ছে। দু-লক্ষ population এর মধ্যে ২৫।৩০ হাজার ছোট ছেলেপেলে আছে, তাদের Primary Education বেহালা মিউনিসিপ্যালিটি দিতে পারে? তারা কেন, কেউ দিতে পারে? রাস্তাঘাট ড্রেনেজ নর্দমা কোন স্কীম দিতে পারে? ঐ যে ডু, ডুএর কথা বলেন, তাতে কি solution হতে পারে? এইজন্য

মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কিত যে নীতি বর্তমানে চলছে, তার নিন্দা করে আমি এই ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করছি।

Dr. Golam Yazdani: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পঞ্চায়েৎ ইত্যাদির জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তা অত্যন্ত কম। কারণ তাদের উপর নানারকম কাজের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের যথেষ্ট টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এই পঞ্চায়েতগুলোর টাকার উৎস হলো দুরকম—একরকম হচ্ছে ট্যাক্স ধার্য, আর একরকম হচ্ছে গভর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট। এই ট্যাক্স সম্বন্ধে বলতে পারি- জনসাধারণের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ রয়েছে। পঞ্চায়েৎ Actএ দু-রকম ট্যাক্স আছে—এক হচ্ছে বাধ্যতামূলক, আর এক হচ্ছে ইচ্ছামূলক। অথচ আজকে দেখতে পাচ্ছি ইচ্ছামূলক যেসমস্ত ট্যাক্স, সেগুলি বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করতে সরকার চেষ্টা করছেন। ঐ গরুর গাড়ীর ট্যাক্স, যেটা ইচ্ছামূলক, অথচ স্থানীয় B. D. O. এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করছেন অঞ্চল প্রধানদের উপর যে গরুর গাড়ীর উপর ট্যাক্স ধার্য না করে তাঁরা পারছেন না। মালদহের গাজোল পঞ্চায়েৎ যে বাজেট submit করেছিল গরুর গাড়ীর উপর ট্যাক্স ধরা হয় নাই বলে সেই তিনি ফেরৎ দিয়েছেন। তারপর বর্ধমানে 'কুর্মুন' বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে গরুরগাড়ির উপর ট্যাক্স বসান হয়নি বলে বি. ডি. ও.রা পঞ্চায়েতের বাজেট পাশ করেননি। আমরা ভাবছি হয়ত শেষপর্যন্ত হাইকোর্টে যেতে হবে এর বিরুদ্ধে। এইরকম সর্বত্র দেখা যায় যে গরুর গাড়ির উপর ট্যাক্স না করলে বি. ডি. ও রা বাজেট পাশ করতে চাচ্ছেন না। এটা আইনী না বে-আইনী? আজকে এই ট্যাক্স সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত বিক্ষোভ রয়েছে, এটা সরকারের অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন আছে। গভর্ণমেণ্ট থেকে যেসমস্ত ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে বা আদায় করা হচ্ছে, তার সংগে যদি আমরা অন্যান্য রাজ্যের ট্যাক্সএর তুলনা করে দেখি, তাহলে আমাদের এখানকার ট্যাক্সেসনের যে অবিচার তা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে, যেসমস্ত জায়গায় পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যেমন মাইসর, অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও রাজস্থান, যেখানে শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েতীরাজ হয়েছে বলে গভর্ণমেণ্ট দাবী করছেন, সেখানে ট্যাক্সেসন আমাদের মত এত বেশী হয়নি। সেখানে ট্যাক্স এত বেশী আদায় করা হয় না, অথচ সেখানে পঞ্চায়েতগুলি আমাদের পঞ্চায়েতের চেয়ে অনেক ভাল। তাদের অর্থ খুব বেশী থাকে এবং উন্নয়নমূলক কাজও সেখানে খুব বেশী হয়। সেখানে বাধ্যতামূলক ট্যাক্স রয়েছে, আবার ইচ্ছামূলক ট্যাক্সও রয়েছে। সেখানে জনসাধারণের উপর জোর করে ট্যাক্স আদায় করা হয় না। তার কারণ, তারা গভর্ণমেণ্ট থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য পায়। কিন্তু আমাদের এখানকার পঞ্চায়েতগুলি গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সেই পরিমাণে টাকা পায় না। প্রতিটি অঞ্চল পঞ্চায়েতের জন্য মাত্র এক হাজার করে টাকা দেবার ব্যবস্থা আছে। অঞ্চল পঞ্চায়েতের লোকসংখ্যা হল পাঁচ থেকে দশ হাজার পর্যন্ত, এতগুলি লোকের জন্য মাত্র এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। অথচ অন্যান্য রাষ্ট্রে অঞ্চল পঞ্চায়েতএ, যেখানে এক থেকে দু-হাজার পর্যন্ত লোক, তাদের জন্য এক হাজার টাকা এমনিই গভর্ণমেণ্ট থেকে দেওয়া হয় এবং অন্যান্য সোর্স থেকে আরও টাকা আদায় করা হয়। আমাদের এখানে অঞ্চল পঞ্চায়েতের ৫ থেকে ১০ হাজার লোকের জন্য যে মাত্র এক হাজার টাকা দেওয়া হয়, তাতে মাথাপিছু গড়ে ১০ থেকে ২০ নয়া পয়সার বেশী হয় না। এই সামান্য অর্থ দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ কি হতে পারে, তা একবার চিন্তা করে দেখুন। এই সামান্য অর্থ যা দেওয়া হয়, তাও আবার সময়মত দেওয়া হয় না। আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি মালদহ জেলায় গাজলে একবছর হল পঞ্চায়েত গঠন হয়েছে অথচ আজপর্যন্ত তাদের টাকা দেওয়া হয়নি; তার ফলে তাদের ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে; বই, পুস্তক ইত্যাদি সব প্রিন্টিং প্রেস থেকে ধারে ছাপিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। তারা চৌকিদারদের মাইনে দিতে পারছে না। মাত্র এই এক হাজার টাকা অঞ্চল পঞ্চায়েতের জন্য বরাদ্দ অর্থ হলে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগে দেড়শো, পৌনে দুশো টাকা করে পড়ে। এইটুকু মাত্র সামান্য সরকারী সাহায্যে তারা কতটুকু

উন্নতিসাধন করতে পারে, সেকথা আপনি একবার চিন্তা করে দেখুন। আমরা চাই গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে আরও বেশী পরিমাণ অর্থ দিয়ে, গ্রাণ্ট দিয়ে অঞ্চল পঞ্চায়েতকে সাহায্য করা উচিত। অন্যান্য অঞ্চলসমূহে পঞ্চায়েতরাজ যেখানে গঠিত হয়েছে যেমন মাইশোর, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, রাজস্থান, সেখানে এত টাকা কি করে তারা পায়? তার সোর্স কি? তারা ট্যাক্স খুব কম পরিমাণ জনসাধারণের উপর করে এবং গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে বেশী ট্যাক্স পায়। আমি সাধারণভাবে তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কারণ সময়াভাবে আমি বিশদভাবে আলোচনা করতে পারবো না। তাদের কেমনভাবে ব্যবস্থা আছে—২০ থেকে ২৫ নয়া পয়সা মাথাপিছু প্রত্যেক লোক দেবে, আর সেখানে লোকসংখ্যা হচ্ছে দেড় হাজার থেকে দু-হাজার পর্যন্ত। এই মাথাপিছু grant ছাড়াও, তারা আরও অন্যান্য যেসমস্ত সোর্স আছে সেখানে থেকে গভর্ণমেণ্ট grant পায় যেমন stamp duty, স্থাবর সম্পত্তির উপর surcharge করে পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়। এবং মাদ্রাজে matching grantএর একটা ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ বাড়ীর উপর যে ট্যাক্স আদায় করা হয়, সেই সমপরিমাণ অর্থ সরকার দিয়ে দেয়, এইটা হল matching grant. এই matching দিয়ে সেখানকার অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলিকে সরকার কর্তৃক সাহায্য করা হয়। তাছাড়া সেচ, জলাধার, সরকারী জমি অর্থাৎ ভূমি সমস্যার জন্য যেসমস্ত জিনিস আবশ্যক, সেগুলি পঞ্চায়েতরাজকে দিয়ে দেওয়া হয়। এইরকমভাবে বিভিন্ন রাজস্ব থেকে গভর্ণমেণ্ট grant দেওয়া হচ্ছে। আমার কথা হল, আমাদের এখানেও এইগুলি দেওয়া যায় কি না, বিবেচনা করে দেখা দরকার। এই এক হাজার ছাড়াও ঐরকম অন্যান্য সোর্স থেকে গভর্ণমেণ্ট grant তাদের দেওয়া যেতে পারে কিনা?

[4-40—4-50 p.m.]

এবং আমি আশা করি, গভর্ণমেন্টের এই সমস্ত জিনিসগুলি চিন্তা করে দেখবেন যে এই সমস্ত পঞ্চায়েৎ যে grant পায় Governmentএর কাছ থেকে সেটা আরও বাড়িয়ে পঞ্চায়েৎগুলিকে দিতে পারেন কিনা। তাহলে অঞ্চল পঞ্চায়েতের মধ্যে তার সীমানার মধ্যে যে সমস্ত পুকুর আছে, খেয়াঘাট আছে পতিত জমি আছে তা সমস্তই পঞ্চায়েৎকে দিয়ে দেওয়া উচিত এবং তা থেকে যে আয় হবে তা পঞ্চায়েতই নেবে এবং মাথাপিছু ১ হাজার টাকা কেবল না দিয়ে তাদের বরাদ্দ আরও বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। কেননা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত পিছু যে ১ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে তাতে অঞ্চল পঞ্চায়েতের উপর অবিচার হচ্ছে কেননা ৫ হাজার লোক হলেও ১ হাজার টাকা ২০ হাজার লোক হলেও ১ হাজার টাকাই দিচ্ছেন। সুতরাং এরকম না করে মাথা পিছু লোকের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমান অর্থ ধরে যেন দেওয়া হয়। এবং matching grant এটা দিতে হবে। বাড়ী ঘর থেকে যে সমস্ত tax আছে তার সমপরিমাণ অর্থ দিতে হবে। 7A Valuation Report of the Community Development যে সুপারিশ করেছে তাতে বলেছে Government grant will be made to match not only with the voluntary contribution of the village people but also with the tax paid by them to the Panchayet. অর্থাৎ সেই এলেকা থেকে যে tax বা আসছে সেই taxএর সমপরিমাণ অর্থ পঞ্চায়েৎকে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে তাহলে তারা উন্নয়ণমূলক কাজ করতে পারবে। সুতরাং আমার কথা হল উন্নয়ণমূলক কাজের জন্য পঞ্চায়েৎকে বেশী বেশী অর্থ দিতে হবে এবং যে সমস্ত সোর্সের কথা বললাম সে সম্বন্ধ চিন্তা করে দেখতে হবে।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী এখানে উত্থাপন করেছেন সেই দাবী সমর্থন করতে আমি উঠেছি। এই দাবী

সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি Durgapur Industries এবং coke oven সম্বন্ধে Houseএর মধ্যে যে সমস্ত আলোচনা দরকার আমি সেগুলি অত্যন্ত ধীরভাবে শুনেছি এবং সদস্যদের বক্তব্য ও মতামত খানিকটা বুঝবার চেষ্টা করেছি। Coke oven সম্বন্ধে আমি নিজেও খানিকটা জানার চেষ্টা করেছি এবং আমি যে তথ্য পেয়েছি তা আপনার সামনে রাখবো। দুর্গাপুর coke oven এবং statement of expenditure 1/4/60 থেকে 31/1/61 যদি দেখেন তাহলে দেখবেন—Development Scheme Second Five-Year-Plan Fertilizer Plan development of subsidiary industries এই খাতে Rs. 21·77 lakhs ধরা হয় Development of administration of industry at Durgapurএর বিভিন্ন বিভাগের যদি খরচের হিসাব দেখেন—Construction of Coke Oven by- product plant 77·36 lakhs. Expansion of coke oven plant Rs. 5·1 lakhs Power plant Rs.36·14 lakhs. Expansion of Power plant Rs. 8·50 lakhs, gas gridএ Rs. 80·36 lakhs, tar distillation plant Rs. ·13 lakhs.

Other works তাতে আমরা দেখছি 37 45 lakhs. তাছাড়া establishment আছে, সর্ব্বসাকুল্যে আমরা দেখছি 237·98 lakhs। এখানে আমরা D.V.C.কে কত electricity বিক্রি করেছি Durgapur Thermal Power Station থেকে তাতে আমরা দেখছি 27·89 lakhs। এখানে coke oven project, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই Houseএ যখন প্রথম ডাঃ রায় করবার জন্য প্রস্তাব আনেন সেদিন যেন বিরোধী পক্ষের বহু সদস্যদের, একটা ভাল জিনিস যখন হচ্ছে, তাদের মনে অত্যন্ত বেদনা সঞ্চার হয়েছিল। এই coke oven plant এবং Durgapur Industry যখন আস্তে আস্তে develop করছে তখন তাদের মনে আরো জ্বালা ধরছে। এই জ্বালা তাঁরা কিভাবে প্রকাশ করেছেন তা যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে এই Houseর বিরোধী পক্ষকে দুইভাগে ভাগ করা যাবে। এক দিকে হল communist বন্ধুরা, তাঁরা সেভাবে এই কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদের মতামত দিয়েছেন, আর হল P.S.P. এবং অন্যান্য বন্ধুরা। আমি প্রথমে, communist বন্ধুরা, বিশেষ করে গনেশবাবু যে কথা বলেছেন এবং তাঁদের পার্টির নেতা বাজেট আলোচনার সময় যে কথা বলেছেন সেইগুলি আপনার কাছে উপস্থিত করতে চাই। তাঁদের সবচেয়ে বড় আপত্তি হল—আমি বুঝবার চেষ্টা করছিলাম তাঁরা industrial development চান কিনা এবং তাঁদের একই রকম মতামত শুনে মনে হচ্ছে তাঁরা বাংলাদেশের development চান না—কারণ foreign capital আমাদের দেশে যেন না আসে এটাই তারা বলতে চান। কিন্তু foreign capital মানে এখানে যদি রাশিয়া থেকে টাকা আসে বা অন্য কোন communist country থেকে টাকা আসে তাহলে কোন আপত্তি নেই। আপত্তি কোথায়, communist country ছাড়া অন্য জায়গা থেকে যদি টাকা আসে এবং তার 51 percent share যখন দেওয়া হয় তখন ডাঃ রায় কেন foreign capital আনছেন বলে আপত্তি হয়। আমি আমাদের communist বন্ধুদের আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করতে চাই, স্বাধীনতার পর, এই কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে খাদ্যের চাহিদা মিটাবার জন্য কত কোটি টাকার খাদ্য বাইরে থেকে আনতে হয়েছে, তাহলে আমরা কি চিরদিনই বাইরে থেকে খাদ্য এনে খাওয়াবো, তাই যদি তাঁরা চান তাহলে বুঝতে হবে যে তাঁরা দেশের সমস্যা সমাধান করতে চান না। আর যদি সমস্যা সমাধান করতে চান তাহলে তাদের সামনে এমন কোন পথ যখন দেখতে চাই যে ভারতবর্ষে আজ fertiliser factory করবার জন্য যদি 51 percent share দিতে হয়, বাংলাদেশে সেই factory করবার জন্য যদি share দিতে হয় তখনই তারা আপত্তি করেন যে control চলে যাবে। কিন্তু রাশিয়ার হাতে যদি তা দেওয়া হয় তাহলে আর তাদের আপত্তি নেই। গনেশবাবু এই কথা বলেছেন। সেদিন জ্যোতিবাবুও বলেছেন যে salt lake reclamationএ বাধার communist

পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা মোশন এনেছিলেন—হয়ত তাঁর লোকের পক্ষে সেখানে ৩০।৩৫ হাজার টাকা খরচ করে বাড়ী করা সম্ভব হবে, কিন্তু ১৪ লক্ষ লোকের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকেরই সেখানে এই অর্থ খরচ করে বাড়ী করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ আমরা মনে করি যে এটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে খুব কৌশলে বলা হয়েছে যে পরে জমি উন্নত হলে সেখানে লোকে বাস করতে পারবে। কিন্তু তাদের বাস করার মত আর্থিক সামর্থ্য আছে কি না সে দৃষ্টিভংগী এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সরকারের প্রকাশ পাচ্ছে না। আমি মনে করি সরকারের এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত নয়, কেন না যেখানে বাংলাদেশে খাদ্যসমস্যা রয়েছে সেখানে এইভাবে কোটি কোটি টাকা খরচ না করে সেই অঞ্চলে ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করে যদি ৩টা খাল সংস্কার করা হোত তাহলে ৭০ হাজার একরে প্রতি বিঘায় ১০ মণ করে ধান এবং ৮।১০ মণ পাট ফলান যেত। ডাঃ রায়ের সামনে বলছি যে কৃষকদের এই জমি থেকে উৎখাত করে বাস্তুহারায় পরিণত করার সার্থকতা কি আছে। কোলকাতার লোকের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে তাদের স্থানান্তরিত করার যে কথা হচ্ছে সেই সংগে একথা ঠিক যে সেখানে যদি অফিস বা কারখানা স্থানান্তরিত করা না হয় তাহলে সেখানকার লোকে কাজ পাবে না।

অথবা সেখানে এমন কোন কলকারখানা করবেন বা এমন কোন উপার্জনের ব্যবস্থা করবেন যেটা ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের মানুষের অর্থকরী জীবনে একটা সার্থকতা এনে দেবে সে-সম্বন্ধে এই পরিকল্পনার মধ্যে কিছু বলা হয়নি। তারপর এই ৭০ হাজার একর জমি নষ্ট হওয়া এবং ২ লক্ষ ৩৭ হাজার লোককে উদ্বাস্তু করা ছাড়া সেখানে যেসমস্ত ছোট ছোট কুটিরশিল্পের মারফৎ তাঁতী, কুমার, কাঁসারী প্রভৃতি শ্রেণীর একটা বিরাট অংশ তাদের জীবিকা নির্বাহ করত সেগুলোও নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই এমতাবস্থায় আমি সরকারকে অনুরোধ করছি যে, এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাদের ভেবে দেখা দরকার যে, যেখানে আজ তারা ২০ কোটি টাকা খরচ করছেন সেখানে যদি ১ কোটি টাকা খরচ করে কোলকাতার লোকের সুবিধার জন্য আলো, রাস্তাঘাট এবং বস্তীর উন্নতি করতেন তাহলে আমার মনে হয় কোলকাতার লোক যাঁরা চাকুরী করেন বা কলকারখানায় কাজ করেন তারা এই ১২ ১৪ মাইল দূরে গিয়ে বসবাস করবার জন্য আগ্রহশীল হোত না। স্যার, কোলকাতার স্লাম ক্লিয়ারেন্সের যে প্রশ্ন ছিল তাতে সরকার অকৃতকার্য হয়েছেন, কাজেই আজ আমার এবং সেখানকার জনসাধারণের সরকার এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে অনুরোধ যে, এই পরিকল্পনা যখন সম্পূর্ণভাবে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার লোকের জীবনে বিপর্যয় এনে দিয়ে তাদের ছিন্নমূল বাস্তুহারায় পরিণত করবে তখন যদি তারা ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করে ৩টি খালের সংস্কার করে ঐ অঞ্চলকে শস্যশ্যামলা করে দেবার ব্যবস্থা করেন তাহলে ভাল হয়। তবে এ-ব্যাপারে কি করবেন তা' না জানলেও এটা দেখছি যে অন্যান্য দিকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে আপনারা যে পরিকল্পনা করছেন তা' জনসাধারণের জীবনে বিপর্যয় এনে দিচ্ছে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Sudhir Kumar Pandey: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আমার বক্তব্য পঞ্চায়েতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব। প্রথম কথা হোল পঞ্চায়েতগুলো প্রতিষ্ঠিত হবার পর জনসাধারণ পঞ্চায়েতরাজের উপহারস্বরূপ পেয়েছে কয়েক মণ ট্যাক্সের বোঝা। অর্থাৎ চৌকিদারী এবং ইউনিয়ন বোর্ডের আমলে যে চৌকিদারী ট্যাক্স ছিল অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হবার পর তা' কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বি. ডি. ও. এবং জেলা পঞ্চায়েতের অফিসাররা পঞ্চায়েত প্রধানদের ডেকে বলছেন যে, গরীব কৃষকদের কোথায় কি আছে দেখ যার উপর ট্যাক্স বসান যায় এবং এই হিসেবে তাদের গরুর গাড়ী এবং দোকানের উপর লাইসেন্স ফি ধার্য করবার জন্য বলা হোল। তবে শুনেছি যে, অনেক প্রধান নাকি তাঁদের কথা মেনে নিয়েছেন এবং অনেকে মানেননি। এবং যারা মানেননি তারা বি. ডি. ও.-কে জানিয়ে দিয়েছেন যে তোমরা কেন আমাদের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করছ?

স্যার, পুরাণ আইনে লেখা আছে যে, গাড়ীর উপর ট্যাক্স ধার্য করা হবে কি না সেটা নির্ভর করে অঞ্চল পঞ্চায়েতের নিজেদের ইচ্ছার উপর। তাহলে কেন তারা এই গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছেন? কিন্তু স্যার, আপনি শুনলে অবাক হবেন যে এরপর সুরু হোল বি. ডি. ও.-দের জুলুম এবং তারা অঞ্চল পঞ্চায়েতকে বললেন যে তোমরা যদি গরুর গাড়ী এবং ছোট ছোট দোকানদারদের উপর ট্যাক্স ধার্য না কর তাহলে তোমাদের বাজেট অনুমোদন করব না। অথচ একথা সকলেই জানেন যে, বাজেট অনুমোদন না করলে অঞ্চল পঞ্চায়েতের কাজকর্মে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এসব সত্বেও আমরা দেখেছি যে, আমাদের জেলা, মেদিনীপুর জেলা, বেলপাহাড়ী, ভগবানপুর থানা, তমলুক, মালদহের গাজল, মেমারী, লাভপুর থানা ইত্যাদি জায়গায় বি. ডি. ও.-রা এইভাবে ট্যাক্স বসানোর জন্য অন্যায়ভাবে অঞ্চল পঞ্চায়েতের উপর হস্তক্ষেপ করছেন এবং শুধু এরাই নয়, এদের সংগে পশ্চিমবাংলার সমস্ত বি. ডি. ও. এবং জেলা পঞ্চায়েত অফিসাররা মিলে অঞ্চল পঞ্চায়েতের উপ এই ধরণের চাপ সৃষ্টি করছেন। কিন্তু অঞ্চল পঞ্চায়েত থেকে বলা হচ্ছে যে, যেভাবে ট্যাক্স বেড়ে গেছে তাতে জনসাধারণের কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটা দিতে আমরা চাই না।

[5-25—5-35 p.m.]

কিন্তু এইভাবে আজকে একদিকে যেমন বড় বড় কথা বলা হচ্ছে যে গ্রামে পঞ্চায়েৎ-রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই পঞ্চায়েৎরাজের মারফৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা আমাদের রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে, অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি কার্যক্ষেত্রে আজকে যেটুকু ক্ষমতা পশ্চিমবংগ পঞ্চায়েৎ আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েৎকে দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতাটুকু নানারকম চাপের ফলে এবং নানারকম কায়দার ফলে বানচাল হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা পশ্চিমবাংলার সমস্ত বি. ডি. ও. এবং যাঁরা পঞ্চায়েৎ অফিসার তাঁরা বে-আইনীভাবে এবং অন্যায়ভাবে অঞ্চল পঞ্চায়েতের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন এবং নিশ্চয়ই গভর্ণমেণ্টের এতে সমর্থন আছে এবং গভর্ণমেণ্ট জানেন এই সমস্ত কাজ হচ্ছে। আমি এখানে দাবি জানাচ্ছি যে এর উপযুক্ত তদন্ত করা হোক। এ বিষয়ে মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার যিনি বি. ডি. ও. তিনি আরও একটু এগিয়ে গেলেন অঞ্চল পঞ্চায়েৎ থেকে যখন একটা বাজেট পেশ করা হল তখন বি. ডি. ও. সেই বাজেট কেটে তার সঙ্গে কয়েক শত টাকা বাড়িয়ে দিলেন। এইভাবে যদি অঞ্চলপঞ্চায়েতের একটা বাজেট অনুমোদন করার বা বাজেট তৈরি করার ক্ষমতা না থাকে সেখানে যদি বি. ডি. ও. খবরদারী করেন তাহলে এই ধরণের পঞ্চায়েৎ-রাজের কি মানে হয় এবং পশ্চিমবংগ পঞ্চায়েতের কি মূল্য থাকতে পারে একথা আমি জিজ্ঞাসা করছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি পঞ্চায়েৎগুলিকে ক্ষমতা না দিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করছেন এবং কেবল জনসাধারণের উপর ট্যাক্স আদায়ের জন্য পীড়নকারী যন্ত্রে পরিণত করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আমি গ্রামপঞ্চায়েতের কথা বলতে চাই। আমরা দেখছি পশ্চিমবংগ পঞ্চায়েৎ আইনের ৩১ কি ৩২ ধারার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলিকে টোটাল ৩৮ রকমের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি প্রশ্ন করতে চাই এই ৩৮ রকমের কাজের মধ্যে এ পর্যন্ত কত রকমের কাজের দায়িত্ব গ্রামপঞ্চায়েতের উপর রেখে দেওয়া হয়েছে? মাত্র ৩ কি ৪ রকমের বেশী দায়িত্ব পালন করতে গ্রামপঞ্চায়েৎকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। আজকে দেখতে পাচ্ছি যে যেখানে রিলিফ কমিটির রিলিফ বিতরণ হয় সেখানে গ্রামপঞ্চায়েতের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য রয়েছে অথচ সেই রিলিফের ব্যাপারে তার কোন ক্ষমতা গ্রামপঞ্চায়েতের উপর নেই, সরকার মনোনীত যে পঞ্চায়েৎসদস্য তাঁরা রিলিফ বিতরণ করছেন এবং নানারকম দুর্নীতি চলছে।

খাদ্য উৎপাদন ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে নানা প্রবন্ধে, নানা বক্তৃতায় আমরা দেখি যে গ্রামাঞ্চলে খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্ব আজকে গ্রামপঞ্চায়েৎকে দিতে হবে। কিন্তু সরকারের এ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় কোথাও কোনরকম পরিকল্পনা নেই যে খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে এই গ্রামপঞ্চায়েৎ-গুলিকে এইভাবে ব্যবহার করা হবে এবং এইভাবে সরকারকে তারা সাহায্য করবে। তারপর, কৃষি-লোন বিলি হওয়ার ব্যাপারে গ্রামপঞ্চায়েৎ অঞ্চলপঞ্চায়েতের ক্ষমতা নেই যার মনোনীত সদস্য তারা রিলিফ কমিটির ব্যাপারে বেশী করে জানবে কিন্তু সেখানে যে নির্বাচিত মেম্বার রয়েছে লোন বিলি হওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনরকম মতামত নেওয়া হয় না। সুতরাং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইভাবে গ্রামপঞ্চায়েৎগুলিকে ক্ষমতা দেবার পরিবর্তে তাদের যেটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা কেড়ে নিয়ে অকেজো ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করেছেন এবং তাকে পীড়নকারী যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

Shri Gopal Basu : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য রাখবার আগে একজন সদস্য সোভিয়েট এবং ইম্পিরিয়ালিষ্ট কান্ট্রি থেকে যে এড্ আনা হয়, তার মধ্যে পার্থক্য টানবার চেষ্টা না করে তাকে একসংগে মিলিয়ে দিয়ে যে সমস্ত বাজে কথা বল্লেন আমি একটু তার জবাব দিতে চাই। তাঁর একটু কাণ্ড থাকা দরকার যে সোভিয়েট থেকে যে হেল্প আসে তা ফ্রম ওয়ান ষ্টেট টু য়্যানাদার ষ্টেট্ আসে। প্রাইভেট্ সেকটরে তারা কোন ক্যাপিটাল খাটায় না এবং যে ক্যাপিটাল তারা দেয় তার সুদ ১ পার্সেণ্ট থেকে ৩ পার্সেণ্ট। আমেরিকা বা সাম্রাজ্য-বাদীদের কাছ থেকে যে ক্যাপিটাল আসে সেগুলি ষ্টেট লেভেলে আসে এবং তার ইন্টারেষ্ট হচ্ছে ৪ টু ৭ পার্সেণ্ট এবং সেখানে সেটা সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রাইভেট্ সেক্টরে তারা ক্যাপিটাল খাটায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৫ পার্সেণ্টের বেশী, কোন কোন জায়গায় সেণ্ট পার্সেণ্টও হয়। এর মধ্যে যদি তিনি একটা পার্থক্য করতে না পারেন তাহলে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ষ্টেট্মেণ্টেও এই জিনিষ পাওয়া যায়। কাজেই তিনি যদি হস্তিমুর্খ হন তাহলে আর কি করা যাবে। যা হোক আমার বক্তব্য হচ্ছে মিনিমাম্ ওয়েজেস্ য়্যাক্ট ইম্প্লিমেণ্ট করায় আগে থেকেই মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অবস্থা খুব খারাপ ছিল এবং নিম্নতম মজুরী ধার্য হবার পর তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। এবারের বায়বরাদ্দেও দেখা যাচ্ছে টাকাপয়সা কিছু বাড়ানো হয়নি। তাঁরা যতটুকু সাহায্য করেছেন সেটুকু নামেমাত্র করেছেন। এতে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি চলতে পারে না, অথচ তারা বলেন ট্যাক্স বাড়াও। ডাঃ রায় নিজে কাঁদুনী গাইলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা দেন না, অথচ মিউনিসিপ্যালিটিগুলির প্রতি উনি কি নজর দিয়েছেন, ও কতটুকুন দরদ দেখিয়েছেন? ডাঃ রায় যখন ক্যালকাটার মেয়র ছিলেন তখন উনি বলেছিলেন যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে যদি সাহায্য দেওয়া না যায় এবং তাদের বিভিন্ন ট্যাক্সের য়্যাপরসানমেণ্ট না হয় ন্যায্যভাবে তাহলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি চলতে পারে না অথচ আজ ডাঃ রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যখন আজকে বার বার বলছে যে আমাদের সেলস্ট্যাক্সের অংশ দাও; য়্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্সের অংশ দাও, মোটর ভেহিকেলস্ ট্যাক্সের অংশ বেশী করে দাও তখন সরকার একেবারে নীরব। সেই সমস্ত অংশ তাঁরা দেবেন না, মিউনিসি-প্যালিটিগুলিকে স্বয়ংসম্পূণ করবার কোন ব্যবস্থা করবেন না, খালি বলবেন ট্যাক্স বাড়াও এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলি থেকে ট্যাক্স আদায় হয় না বলে তাঁরা একজিকিউটিভ অফিসার নিয়োগ করেন। এই সমস্ত একজিকিউটিভ অফিসারগুলি নিয়োগ করেন পিঁজরাপোল থেকে এনে, অর্থাৎ যাঁরা রিটায়ার্ড লোক তাঁদের মধ্য থেকে লোক এনে একজিকিউটিভ অফিসার করে বসিয়ে দেওয়া হয়। ফলে আপনি দেখবেন যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে যখন কমিশনাররা নিজেদের হাতে সব ব্যবস্থা করতেন তখন যে রেট অব পার্সেণ্টেজে তাঁরা কর আদায় করতেন, আজকে একজিকিউটিভ অফিসার যাবার পর সেটা অনেক কমে গেছে। তাছাড়া পাব্লিক হেল্থ, মেডিকেল প্রভৃতি

ব্যাপারগুলি যেগুলি সমগ্রভাবে সরকারের কর্তৃত্বে থাকা দরকার সেগুলি পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির উপর রাখা হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপর এই সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্ট-এর পরিবর্তন দরকার কিন্তু এই আইনটা পর্যন্ত তাঁরা বদল করবেন না। যাঁদের কায়েমীস্বার্থ আছে যে শ্রেণীর ওঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই শ্রেণীকে বাঁচাবার জন্য ওঁরা এই য়্যাক্ট য়্যামেণ্ড করছেন না। যেমন বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্টে কনজারভেন্সী রিবেট্ আছে—সেখানে যদি ১ লক্ষ টাকার বেশী কনজারভেন্সী রেট হয় তাহলে রিবেট হচ্ছে ৭৫ পার্সেণ্ট এবং এগুলি বড় বড় কলকারখানার মালিকরা পায়। এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার এবং এটার সুরাহা হতে পারে যদি মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্টের পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্টের পরিবর্তন ওরা করবেন না এবং এই মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্টের বর্তমানের সংগে কোন সামঞ্জস্য নেই। এটা সাম্রাজ্যবাদী আমলের আইন, বর্তমান অবস্থায় এটা একেবারে অচল। অথচ সেটা তাঁরা রাখবেন।

[5-35—5-45 p.m.]

তারপর Universal Adult franchise এর কথা উঠেছে। সেই সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলতে চাই না। যদি কোন সভ্য সরকারের লজ্জা থাকতো, তাহলে এই সার্বজনীন ভোটাধিকার তাঁরা মেনে নিতেন। আমাদের এই সরকারকে বার বার করে বলা সত্ত্বেও তাঁরা এই Municipal Amendment Act আনবো আনবো করেও আনলেন না। তারা পদে পদে আমাদের প্রবঞ্চনা করে চলেছেন। এই যাঁরা মিউনিসিপ্যালিটীর রুলস্ করেন—গতবার সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটীর ইলেক্‌সনের মুখোমুখী গিয়ে সেই ইলেক্‌সন বানচাল হয়ে গেল। এবারও বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যাপার নিয়ে মামলা চলেছে। বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটীতেও এইরকম একটী মামলা হচ্ছে। এইরকম মিউনিসিপ্যাল Act হয়।

তাছাড়া আর একটী জিনিস দেখুন এই স্বাধীনতার পরে—বাংলা দেশ ভাগাভাগি করার পরে এদিক ওদিকে অনেক নূতন বসতি হয়েছে নূতন নূতন কলোনী হয়েছে। সেখানেও মিউনিসিপ্যালিটী সম্প্রসারণ করা দরকার। এই সরকার সেই সম্প্রসারণ করবেন না। যদি এই সম্প্রসারণ করেন, তাহলে সেখানে নূতন নূতন সহরও করতে পারেন। সেখানে পাব্‌লিক হেল্‌থের ব্যাপার, ড্রেনেজের ব্যাপার ও অন্যান্য ব্যাপারেও সেখানে উন্নতি হতে পারে। কিন্তু সরকার তা করবেন না। মিউনিসিপ্যালিটীকে টাকা সরকার বেশী দেবেন না, এই হচ্ছে অবস্থা। ফলে তারা sewageএর ব্যবস্থা করতে পারেন না। Water supplyএর ব্যবস্থা করতে পারেন না। একটা Sanitary Latrine সেখানে অনায়াসে করা যায়। যে লোন দেন মিউনিসিপ্যালিটীকে, তার রিবেট পাবেন personal holding এর মালিক। সেই রিবেট দিয়ে লোন শোধ করতে পারেন। ধার দিয়ে সাহায্যও সরকার করতে পারেন না। তাহলে সহরের স্বাস্থ্যের অনেকখানি উন্নতি হতে পারে।

এঁরা আবার বাত্‌লাচ্ছেন মেট্রোপলিটান ওয়াটার বোর্ড, আমেরিকা থেকে দুশো কোটী টাকা আসবে তা এখানে তারা নিয়োগ করবেন, তার হর্তাকর্তা থাকবেন এই সরকারের একটী নমিনেটেড্ বডি। যারা মিউনিসিপ্যালিটীকে long termএ টাকা দেবেন, যে পরিমাণ টাকা তাঁরা ধার দিচ্ছেন, তার দ্বিগুণ টাকা মিউনিসিপ্যালিটী থেকে আনা হবে। তাঁরা বিভিন্ন কায়দায় মিউনিসিপ্যালিটীর যেটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল, সেই গণতান্ত্রিক অধিকার তাঁরা লংঘন করছেন। আমি মনে করি বাংলাদেশে কেন পৃথিবীর কোন দেশে গণতন্ত্রকে এইভাবে রোধ করা যাবে না। এঁরাও রোধ করতে পারবেন না—দেওয়ালে নয়—কপালেও মাথা খুঁড়ে মরবেন।

Shri Jyoti Basu : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার প্রথমে একটী অনুরোধ আছে—আপনার মারফৎ সরকারের কাছে। এই যে সব ছাটাই প্রস্তাব দেওয়া হয়—, এগুলি স্বাভাবিক ভাবে সময়াভাবে আমরা প্রত্যেকটার উপর বলতে পারি না। সময় তাঁরা যা দেন, তাতে সদস্যরা প্রত্যেকটা বলতে পারেন না। সেইজন্য এটা ভাল হয়—এটা নিয়ে Speakers' Conferenceএ আলোচনা হয়েছে—, যে উত্তর যেগুলির দেওয়া যায়—, যেগুলি specific, নির্দিষ্ট আছে, যেগুলি মন্ত্রীমহাশয় বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট থেকে উত্তরগুলি এনে circulate করে দেন যেগুলির জবাব দিতে তিনি পারবেন না—বা সম্ভব নয় জবাব দেওয়া, তাহলে ভাল হয়। এই রকম একটা suggestion Parliamentএ হয়েছি এবং কিছু কিছু কাজও ইতিপূর্বে আরম্ভ করেছেন। আমি আশাকরি সরকার পক্ষ বিশেষ করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ভেবে দেখবেন।

Mr. Speaker : I think it was followed in the Lok Sabha.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : সেটা না জানলে কি করে উত্তর দেবেন ?

Shri Jyoti Basu : লোকের grivences যেগুলি বোঝা যায়—, সেটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন।

তারপর আপনি যেটা out of o·der বলছেন। Calcuttaয় হয়েছে—সেটা ঠিক হয়েছে—G-4, সেখানে ৩৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪ শো টাকার বরাদ্দ হয়েছে N. V. F.র জন্য নূতন যে নিয়ম আছে—A. E. R Economic act যেটা, সেই অনুপাতে সেই ৩৬ লক্ষ টাকা আপনারা কাটতে পারেন। কারণ আমি মনে করি—সরকার যখন বলেন—বিভিন্ন ব্যাপারে,—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে টাকার খুব প্রয়োজন আছে, তখন এই N. V. F এর জন্য এত টাকা কেন খরচ করছেন ? একটা নমুনা দেখুন,—খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে—, এই N. V. F.এর কোন প্রয়োজন নাই। আমরা দেখেছি—ষ্ট্রাইক ভাঙ্গবার জন্য এই National Volunter Force ব্যবহার করা হয়ে থাকে—পোর্টে হয়েছে, পুলিসের ব্যাপারেও হয়েছে। পুলিসরা তো সময় পায় না—, তাই এই যুবকদের নিয়ে ষ্ট্রাইক ভাঙ্গবার জন্য একটা permanent force নিয়োগ করা হচ্ছে। এটা কোন সভ্য দেশে হতে পারে না।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যখন কাজ পেলেন না, তখন তাদের দিয়ে ইট তৈরী করালেন। এই ইটত এমনিই তৈরী করা যেতে পারে—এখানকার বেকার যুবকদের দিয়ে। তার জন্য বছরে ৩৬ লক্ষ টাকা খরচ করে ন্যাসান্যাল ভলাণ্টিয়ার ফোর্স রাখার কি প্রয়োজন থাকতে পারে। ভলাণ্টিয়ার ফোর্স করেছেন অথচ তাদের সে রকম arms training দেওয়া হয় না। তাদের হাতে যদি arms দেওয়া হ'ত তাহলে বিপদের সময় তাদের কাজে লাগাতে পারতেন। সেইজন্য আমি মনে করি এই খরচ বন্ধ করা উচিত। Economy করা যদি দরকার মনে করেন, এবং এবিষয়ে যদি আপনারা serious হন, তাহলে এখুনি এখন থেকে economy সুরু করুন। আমরা দু-একটা ব্যাপারে দেখেছি যে economy করা যায় যদি সেখানে সরকারের ইচ্ছা থাকে। এ বিষয় এই হ'ল আমার মোটামুটি বক্তব্য। কারণ, তাদের কোন ভাল কাজে লাগান হয় না। Strike breaking activity ছাড়া আর কোন কাজে তারা লাগে না।

আমার আর একটা কথা হচ্ছে—দুর্ভাগ্যবশতঃ, এ সম্বন্ধে জবাব দিতে ইচ্ছে করে না। রানীগঞ্জের সদস্য এখানে বলতে বলতে অবাধে এমনভাবে কতকগুলি গালাগালি দিয়ে চলে গেলেন। তিনি বলেছেন "কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয়করণ চায় না, স্টেট সেক্টার চায় না; জাতীয় রাষ্ট্রায়ত্বের

শিল্প নয়, প্রাইভেট্ ব্যবসা হলে ওঁদের সুবিধা হয়"। এইরকম যে উক্তি, একেবারে মুর্খের মত উক্তি ; এর জবাব দেবার কিছু নেই। আমরা কমিউনিস্ট পার্টি মনে করি রাষ্ট্রায়ত্বের ক্ষেত্রে আমরা কি চাই, nationalisation এর ক্ষেত্রে আমরা কি চাই, আমরা কতটা প্রাইভেট্ সেক্টর চাই বা না চাই—অন্ততঃ কংগ্রেস সদস্যদের এইটুকু জানা আছে। তাঁরা এত অজ্ঞ নন বলে আমি মনে করি। আরও তিনি বলেছেন যে 'জয় ইন্জিনিয়ারিং' ওয়ার্কসপে স্ট্রাইক হয়নি, কারণ, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছে। বড়ই আপসোস্ বেচারীর। পেপার মিলে রানীগঞ্জে ওঁরা কেন ঢুকলেন এবং পরিশেষে মালিককে তাদের ইউনিয়নকে মানতে হল কেন? বড়ই আপসোস্। শ্রমিক ইউনিয়ন, আমাদের পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির ইউনিয়ন, সেই ইউনিয়নকে মালিক মেনে নিয়ে, তাঁরা গণতন্ত্রের আদর্শ স্থাপন করেছেন। এতে আপসোস্ প্রকাশ করবার কোন কারণ নেই। সেইজন্য আমি শুধু এইটকু বলে দিলাম। উনি যা বলেছেন, সেটা একটা মুর্খের মত উক্তি, এইরকম উক্তির জবাব দেবার কিছু নেই এবং আমার ইচ্ছাও ছিলনা জবাব দেবার, কিন্তু একজন আমাকে বলেছিলেন যে এর জবাব দেওয়ার দরকার আছে, তাই আমি এইটকু বললাম।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, various questions have been raised on the different items which are covered by the Vote on Account that I have proposed before the House.

Before I come to the particular points let me tell my great friend Shri Jatin Chakravorty that I did go to Panchet hill but I did not go to Durgapur. I did not telephone to anybody in the Finance Department. (Shri Jatindra Chandra Chakravorty : I shall produce the papers. .....) Will you kindly let me speak. I did not interrupt when all sorts of untruths were uttered and so let me also place the truth before the House. Sir, I never wrote any letter to the Reserve Bank, nor did I instruct anybody in the Reserve Bank. I do not possess any Swiss currency in Switzerland. It is true Mr. Baidya Nath Bhattacharyya has been of great help to me in getting the help of the different organisations in Russia, in Yugoslavia etc. because he has business contact with those countries. I did not pay him any charge or show him any favour or any particular point.

Now, I come to answer my friend Shri Ganesh Ghosh. As he has read, the ordinary rule is that when a company is formed 51 p.c. of the shares should be held by the India Government. Not only that is the rule of the Government of India but we in this Government are always insisting upon having 51 p.c. of the shares because we feel that it is not possible for us to control the organisation unless we have control on the shares.

[5-45—5-55 p.m.]

Sir, a lot has been said with regard to the deals of the Government of India or the Government of West Bengal and in that connection they have made comments on the relationship between these Governments and U.S.S.R., on the one hand, and the U.S.A. and other countries in the West, on the other. There is no doubt whatsoever that there is a vast difference in the ways in which trade and industry are carried on in these two groups of countries. In Russia, everybody knows that all industries

are controlled by the Government, but in the other group of countries as also in India, we allow both the private sector and the public sector to flourish. We have said that in our Constitution and in our factories we allow that. So, let us understand that particular proposition.

The second point is that if you want to get any machinery or plant from outside, whether it is from Russia or Japan or whether it is from U.S.A. or Germany, we have to look for foreign exchange. Some of my friends here think that I do these things suddenly, on the spur of the moment, according to my own sweet will. But that is absolutely incorrect. At every step I have to convince, first of all, the corresponding Ministry in the Government of India, the Planning Commission and the Economic Branch of the Finance Department and then only we can except to get permission to do any job In this connection, I might just revert for a little while to the suggestion made by my friend Mr. Sunil Das as regards the utilisation of the coal tar products. At the present moment, we are putting up a plant for distilling the crude coal tar for the purpose of producing pitch or road tar, napthalene and, Ammonia Oil. The Krebes scheme was to try and further develop some of these projects. We have been in communication with the French organisation—the Krebes—to help us, first of all, in finding out the know-how and, secondly, to give us the machinery and plant which are covered by foreign exchange. There was a great deal of discussion with the Government of India in the Commerce Ministry. They have been sometimes suggesting one method and sometimes suggesting another method—they particularly look into the whole affair from the all-India point of view. For instance, we suggested that we should have 20 tons of caustic soda. They said that we should try and get 60 tons of caustic soda. We accordingly altered our scheme. But then they said, no, no, we have got plenty of caustic soda and so you should reduce it to a lesser quantity. After a great deal of discussion, at present they have more or less agreed to our production of caustic soda, phenol, benzol, etc. They would not agree to our using excessive chlorine for the production of Ammonium Chloride because they think that its production is already sufficient in our country. Therefore, it is perfectly true that often our schemes have to be altered and changed according to direction of the Centre.

In the case of fertiliser, the Government of India has made one concession. I believe my friend Shri Ananda Gopal Mukherji referred to it in his speech and that is that the Government of India felt that unless we increase our production of food-grains in India, we have got to import food-grains from abroad.

Therefore if it is a question of establishing a fertiliser plant, they would even agree to have 51 percent. taken by a foreign firm if they would give us the know-how as well as the foreign exchange. As a matter of fact the arrangements so far with the Government of Japan and the Government of America has been this—in America the Congress every year allows a certain amount of money to be put in the Development Loan Fund. That Development Loan Fund amount is reported to the Government of India. The Government of India then allocate the Development Loan Fund Money for the development projects according to the necessity of the whole country. You may say, why do you take it from the Development Loan Fund ? This Fund is controlled by the Congress of the United States. They indicate how much money is to be spent in

lia. It is possible that out of that Fund money we may not get the ount we ask for. I may state for the information of the members of House that one thermal plant that we have projected of 150 megawatts Durgapur will obtain foreign exchange equivalent from the Develop-nt Loan Fund, the Government of India having recommended it and Loan Fund authorities having accepted it.

The question of Bandel is also on the same footing, viz., the Govern-nt of India feel that there is a great necessity for power in the eastern ie. As a matter of fact we shall have—with the Durgapur unit and Bandel unit—about 500 megawatts more, but the Government of dia in the Ministry of Irrigatian and Power feel that the western zone ould have more power. At least we could not go far because we have t to pay back after a certain time whatever loan we get. Therefore, in case of the Bandel Unit the matter is resting between the Development an Fund and the Economic Department of the Government of India.

With regard to the particular project of a fertiliser—Ganesh Babu ll remember I was shaking my head when he was talking—there has en no agreement yet of their having 51 percent. At the present oment, their proposition is that they will take only 25 per cent, give percent. to the public of India and 49 percent. is to be held by the vernment of West Bengal, so that we shall have 49 plus 25 i.e. 74 per-nt of the shares. That is the condition which existed before we agreed this arrangement. We have not yet finalised the scheme. We are in process of negotiation. In the process of negotiation every State is ntrolled and guided by the Government of India.

Even I in the Government of West Bengal cannot do anything unless Government of India approves of the particular method of approach far as this particular fertiliser factory is concerned.

-55—6-5 p.m.]

Now I come to the Howrah Improvement Trust. The position is this. e have been negotiating with the Government of India for allowing us surcharge to give rent free accomodation facilities to the people that me from outside within thirty miles from Calcutta i.e. to get Rs. 5 khs every year in order to be able to have an organisation which will y itself. But the Government of India has not yet agreed. We have itten and written and written again, but we have not received the swer. An aerial survey was made of the Howrah Improvement Trust ea. A master plan was made and Howrah Improvement Trust area s now been formed. The Trust has submitted to the Government ree general improvement scheme viz. Nos. 1, 7 and 8. There is general iprovement scheme No. 1 in which the capital expenditure is Rs. 46 khs. Modifications suggested by interested and affected parties and the owrah Municipality were considered both by Board of Directors and e Government. Regarding the other schemes with regard to flood aters within the Howrah Municipality, nothing can be done until the ooghly River itself is made more capable of carrying more flood waters. is true that the Trust have not been able to show any tangible work

up till now, but it will no doubt be appreciated that a great deal of preparation of ground work and localisation has to be done before the results can be seen.

Next question is with regard to the point raised by my friend, Shri Subodh Banerjee. It seems to me that Shri Subodh Banerjee's figures are not correct. So far as industribl housing scheme is concerned, there was an overall pattern of plan allocotion of 120 crores for housing. But the Government of India allotted to us 475 lakhs for subsidised industrial housing. But in 1958-59, not because we could not do it as was suggested by Shri Subodh Banerjee, they reduced the total overall cost from 4800 crores to 4500 crores. So the allotment was correspondingly reduced. There was a general reduction of 30 percent. from 84 crores in the plan allocation for different housing schemes in the Indian Union. On this basis the effect of plan allocation for subsidised industrial housing scheme in this State was reduced to 3·32 crores only against which the State expenditure will amount to 276 lakhs. This means that we utilised 83 percent of that under the State scheme. We have also sanctioned schemes for 4 crores 58 lakhs involving construction of 8970 tenements of which 5,740 tenements have already been completed and the remaining are under construction.

As regards the other housing in the slum clearance scheme, the total allotted was 280 lakhs, but due to some causes it was reduced by the Government of India in 19 8-59 to a figure of 190 lakhs. The totol amount that we have already spent for completion of total number of programmes is 48 lakhs. The total amount required under construction is 50 lakhs and the total tenements which have been sanctioned is one crore. So that the total amount that will be completed within a few months' time is 2 crores 9 lakhs against an allotment of 190 lakhs.

With regard to low income group housing, my friend has complained that a small amount has been spent but we have actually disbursed under this scheme 1 croie 28 lakhs 50 thousand 625 rupees and 400 houses are under construction at Kalyani. For the working girls, we have completed a hostel at Gariahat Road for 171 girls and another hostel for the working girls is under construction at Upper Circular Road at a cost of 3·73 crores. The total amount allotted by the Government of India was 275 lakhs and it was reduced to Rs. 184 lakhs by them. We have spent 1 crore 70 lakhs—not a very bad performance. Under the middle income group housing we have disbursed 25 lakhs to different people. We have also taken up works in different areas which amount to nearly 52 lakhs.

About the Durgapur industries, you will recall—if you look at the figures you will see—that there is a proposal of the Government to transfer the industries altogether to a public sector i.e. to form a comyany. This is in pursuance of a directive from the Government of India that State Governments should not undertake commercial ventures by themselves They can promote the ventures but should subsequently from either a corporation or a company. It is on that basis that the Durgapur industry is now to be transferred.

Sir, as regards the production of the Durgapur Power Plant, members will recall that some of our friends here have criticised very badly the

quality of coke that was produced and I confess that such criticisms, although they were not based upon any particular rational observation, were sufficient to stop the sale of coke for a little while. We then took the step to send the coke to different authorities like the Test House and so on and it was proved that the ash content of our coke is very low. Now we have got more orders than we can ever get and we can produce and as Shri Ananda Gopal Mukherjee told you, the production of tar and coal tar and benzol is such that we are able to sell them as much as and as quickly as possible.

[6-5—6-15 p.m.]

In this connection I may refer two points. First of all, Shri Ganesh Ghosh asked me, how is it that if the amount provided for in the Second Plan was 6 crores, 19 crores, is proposed to be spent during the five years. The position is quite simple. When we were framing the plans we had informed the Planning Commission and we got their reply that if we could make savings of different departments we could transfer, with intimation to them of course, some items from one head to the other, and it is because of that we were able to spend 19 crores. But one thing I will tell you, this 19 crores does not represent finished industrial plant. For instance, in this 19 crores, or during the Second Five Year Plan we had arranged for a second coke oven plant and Durgapur Electric Plant of 150 megawatts. For these items we had to put some money in the Second Five Year Plan and that is not included in this amount of 19 crores. It is not that every bit of the 19 crores represents finished plants, but many of them are in the process of construction.

Sir, with regard to the same project I may inform the House, as I said before, that this particular booklet which shows financial results of important schemes of Government is not a commercial account. It is purely a proforma account, i.e. it represents the quantity of money that we have taken out from the Consolidated Fund and the amount that has been spent in the course of the year. It does not represent whether that particular amount that we have taken out has been converted into any particular scheme or any particular plant although we are paying interest and depreciation from the beginning.

Sir, I have consulted many of the commercial magnets and also various persons who are conversant with commercial accobnting and they have told me that there is no industry which does pay a dividend from the beginning. As a matter of fact, the Government has recognised this particular point and they have made a rule that a new industry for the first five years, if the total income provided is not more than 6 percent. to be declared as dividend, will not have to pay income-tax. Similarly, with regard to the depreciation, for the first five years. This is to encourage new industry for being formed. Therefore, you should not take this particular figure in this book as something which represents the commercial value. For evample, Durgapur Project—at page 21 the total amount shown is—89. It does not give you the amount of coal or the amount of coke, or the amount of various other products which are still lying in the stock. The stock is not given. It is not a balance-sheet in that form. Secondly, though the interest charge, which is practically a

dividend in the case of commercial firms, it has been provided even from the first year of the beginning of the particular industry, but ordinarily it should not be so.

Now I come to the next item. Shri Jyoti Basu's objection to the Bengal Volunteer Force. I moy say at once that this Volunteer Force is not intended or has never been intended to go against of the trade union movements. I give you an example. When the workers in the municipality, three, four or five years ago, strock work, was it desirable to employ a certain number of pepple to remove all the filth from the streets of Calcutta and save Calcutta from various diseasei that might have resulted ?

There was a strike in the docks. Is it or is it not in the interest of the people at large—although it went directly against the people who struck work—that the work in the docks should not be impeded ? What's the harm if I put the Volunteer force for purposes such as this ? If there is a public function, if there is, say, a **Sanjatara** or something like that, is it or is it not proper that we should utilise this Force for such purposes ? Sir, the West Bengal National Volunteer Force same into being when we passed the West Bengal National Volunteer Force Act, 1949. Are we not responsible to see that the Act is kept in working order or the Force is kept on work ? It took over the activities of the **Bangiya Jatiya Rakshi Dal**. The primary object of the organisation is to impart basic military training for 75 days to the able-bodied youths selected from all the districts of the State, including Calcutta, so as to build up their courage, foster discipline and instil in them a sense of dignity of labour and above all, a sense of self confidence for developing them as good citizens.

Sir, it has been suggested that 'why should you put these men to brick building ?' Sir, I want to say that there is unemployment amongst our people and yet if the men have got a mode of earning honest livelihood, even if it is brick building, why should you object to it ? Sir, the organisation started with one training centre at Kalyani in 1249. The number of training centres have gradually increased to 4. Other Tarining centres have been established at Halisahar, Coochbehar and Kurseong. The total capacity is for training 4 four thousand recruits per year. Altogether we have trained 38, 204 people. After they have finished their training they go back to the villages, but they are required to work a period of 3 years from the date of their enrolment under the service of the Government. Government may extend the period to five years. Sir, we had used them for the border outposts and I have been told that their resistance to the incursions from the Pakistani forces has been of more value than even the Police forces. On occasions like the General Election, national calamities and during the last flood, we sent these Volunteer Force personnel to different areas for helping the people, for giving service such as water supply under the Corporation. Then we have on several occasions called upon the Volunteer Force for different purposes and the Force did very good work. Besides the District Battalion, in the training centres there is a Bangiya Agragami Dal which is equal to the pioneer forces consisting of 1238 officers and men who do the work of the sapers and miners. They have been trained in various trades like carpentary, blacksmithy, electrical wiring, masonary painting, fire fighting, etc. These trained youths are now employed in the mercantile

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 16 21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—other Miscellaneous Expenditnre—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukherji that the demand of Rs. 16 21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of the other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakraborty that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Dr. A. M. O. Ghani that the demand of Rs 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharyya that the demand of Rs 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57 Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Accoun of other State Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of Rs 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57 Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account o other State Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 16,21,63,00(for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other Stat(Works outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then pu and lost.

The motion of Shri Khagendra Kumar Roy Chowdhury that th(demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Majo Heads 57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capita Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduce(to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand o Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account o other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 10(was then put and a division taken with the following result :

NOES—125

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti

Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—58

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Kouar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidu Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 58 and the Noes 125, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :

NOES—126

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhttacharjee, Shri Shyamapada

Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanai'al
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu

Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswai
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—58

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul, Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 58 and the Noes 126, the motion was lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82 Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :

Noes—126

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Shyama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan

Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jagneswar
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandr
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

Ayes—59

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prov
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandr
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar

Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Fakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 59 and the Noes 126, the motion was lost.

6-25—6-35 p.m.]

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 16,21,63,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure —82-Capital Account of Other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :—

NOES—125

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerjee, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata

Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumder, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammod Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—59

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar

হয় না। বর্তমানে আমাদের যে চাহিদা রয়েছে, আজকে থেকে দশ বছর পরে চাহিদা আরও দশগুণ বেড়ে যাবে। সেইজন্য, সেদিক থেকে আমাদের বনবিভাগের কাজ আরও অনেক বেশী করে করা দরকার। সেদিক থেকে যদি দেখা যায়, তাহলে দেখতে পাবো তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা যে তুই লক্ষ একর জমি নিয়ে পরিকল্পনা করেছি, তা adequate হবে না, এবং এরজন্য যে টাকা ধার্য্য করা হয়েছে, তা দিয়ে এর চেয়ে বেশী করা সম্ভব হবে না। আমাদের এখানে বনবিভাগ থেকে যেসকল commercial undertaking গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে saw mill আছে। এই saw millএর জন্য খরচ হয়েছে সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, আর সেখানে লাভ হয়েছে তিন বছরে ৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। সাধারণতঃ যেকথা বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ বলে থাকেন যে আমরা state undertakingএ লাভ করতে পারি না, সেখানে আমি তাঁদের জোর করে বলতে পারি যে এতে আমাদের লাভ হয়েছে। আমরা এখানে তিন বছরে যা খরচ করেছি, তার পুরো profit, অর্থাৎ net profit উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে—depreciation প্রভৃতি বাদ দিয়ে। আপনারা জানেন সুন্দরবনে মধু খুব ভাল পাওয়া যায় এবং সুন্দরবনের মধু পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ। গত তিন বছরের আমাদের হিসাব দেখুন—আমরা এতে invest করেছি ৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা এবং তাতে লাভ করেছি ৫৩ হাজার ৯৪০ টাকা। এই মধুর ব্যাপারে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই—সুন্দরবনে যত মধু উৎপন্ন হয় তার থেকে একটা পার্সেণ্টেজ আমরা মণপ্রতি ৩৩।৩৪ টাকা দরে কিনে থাকি। এই percentage ১৩ থেকে ৩১ পর্যন্ত vary করে। আমরা তাদের কাছ থেকে এই মধু কিনে নিলে, তারা immediately একটা টাকা পেয়ে গেল, এবং যাতে করে তাদের মধুটা সস্তা দরে বাইরে বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে ছেড়ে দিতে না হয়; তার জন্যই আমরা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। দ্বিতীয়ত আমরা যে মধু কিনলাম, সেটার একটা মার্কেট প্রাইস্ ঠিক করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ তাদের সেই মধুর প্রাইস কি হবে বা না হবে। সেদিক থেকে সুন্দরবনের যে মধু, তার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং আরও যাতে উন্নতি করা যায় তার জন্য চেষ্টা চলেছে। সেখানে মধু সংগ্রহের ব্যাপারে একটা difficulty রয়েছে। সেটা হচ্ছে—যারা মধু সংগ্রহ করতে বনে যায়, সেখানে তারা অনেক সময় বন্য হিংস্র জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। হিংস্র জন্তুর হাত থেকে যাতে তাদের রক্ষা করা যায় তার জন্য ১৯৬০-৬১ সালে যে ১৮,৬২ জন লোক গিয়েছিল, তাদের মধ্যে তু-জন তু-জন করে নিয়ে ৯০০টি টিম করা হয়েছিল। কিন্তু এই ৯০০টি টিমের সংগে armed guard দেওয়া সম্ভব নয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে। তাই ব্যবস্থা করা হয়েছে—তারা যখন মধু সংগ্রহ করতে বনের মধ্যে যায়, তখন তাদের প্রত্যেকটি টিমের সঙ্গে তুটো করে creaper দেওয়া হয়, যাতে তার আওয়াজেহিংস্র জন্তুরা ভয়ে দূরে সরে যাবে এবং তাদের মধ্যে casualty'ও কমে যাবে।

তাছাড়া আমরা আরও ব্যবস্থা করেছি, ফরেষ্টে যারা কাজ করেন, তাদের সুবিধার জন্য আমরা বিভিন্ন রকম বন্দোবস্ত করেছি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা তাদের জন্য অনেক বাড়ী তৈরী করেছি এবং তাদের জন্য স্কুলের বন্দোবস্তও করেছি।

[6-35—6-45 p.m.]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাদের জন্য অনেক বাড়ী করেছি এবং school ঘরের বন্দোবস্ত করেছি এবং সাধারণভাবে যারা কাজ করে তাদের কিছু জমিও forestএ দিয়েছি যাতে করে সেখানে থেকে তারা জমি চাষ করে নিজেরা বন্দোবস্ত করে খাওয়াপরা চালিয়ে নিতে পারে। একটা কথা আমি বলতে চাই—আমাদের বনবিভাগ সম্বন্ধে প্রত্যেকের যে দৃষ্টি থাকা উচিত ছিল সে দৃষ্টি ছিল

কি ছিল না সে আমি বলবো না। কিন্তু আজকে প্রত্যেকের যাতে ভাল করে সজাগ দৃষ্টি থাবে সে ব্যবস্থা না করতে পারলে পশ্চিমবংগের soil erosion বন্ধ হবে না, বৃষ্টির বন্দোবস্ত হবে না এব একটা গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হবে। অতএব এবিষয়ে আমি সদস্যমহাশয়দের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বাজেট সমর্থন করে কাজে সহযোগিতা দেবেন আশা করছি।

Mr. Speaker : I take it that all the cut motions in Grant No. 5 have been moved.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mondal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharyya : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grnant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76000 for expenditure under Grnant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest' be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prova Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head '10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand to Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head ' 10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramshankar Prosad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,72 76 000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1.27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head ' 10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Turku Hansda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1 27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shi Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head ' 10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs 1,27.76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76 000 be expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1 27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure undet Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced to Re. 1.

Shri Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No 5, Major Head "10-Forest" be reduced to Re. 1,

Shri Saroj Roy: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তাঁর বক্তৃতার সময় একটা উপদেশ দিলেন যে প্রত্যেকের সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার নইলে বনবিভাগের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। গত ৯ বছর ধরে এ বিভাগকে অবহেলাই এর প্রধান কারণ, একটা জিনিষ প্রমাণিত হয়েছে যে বনবিভাগের, forest dept.এর policy বলে কিছু নাই। গত ৯ বছরে দেখলাম না বনবিভাগের কি policy, কিভাবে তারা কাজ করছেন, কি তার উদ্দেশ্য। সমস্যাকে তারা টুকরো টুকরো করে

দেখেন যেমন কাল ডাঃ রায় বললেন বাঁকুড়াতে soil erosion হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি এবং সেখানে গাছগুলি কেটে দেওয়ার ফলে এটা ঘটেছে এটা বললেন। এবং বললেন সেখানে তারা যদি ঘুঁটে পোড়ায় তাহলে গাছ থেকে যাবে, soil erosion বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বনবিভাগে Central Government থেকে policy হিসাবে যেটা formulate করে দেওয়া হয়েছিল, যেটা মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন বনসম্পদ জাতীয় সম্পদ সেটা শুধু যে দেশের ফসল উৎপাদন করে তা নয়, নদী রক্ষা করা বন্যা প্রতিরোধ করা, soil erosion বন্ধ করা ধূলিঝঞ্ঝা প্রতিরোধ করা এর কাজ এমন কি দেশের আবহাওয়া নির্ভর করে এই বনজঙ্গলের উপর। গত ৯ বছরে ২৫ পার্সেণ্ট বন হওয়া দরকার ছিল আমাদের এখানে ১৪ পার্সেণ্ট বেশী হয়নি। এবার বলেছেন ১২ পার্সেণ্ট, গতবারে বলেছিলেন ১৪ পার্সেণ্ট অর্থাৎ বনজঙ্গল ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে policy বলে কিছু নাই এখানে দেখছি এ ব্যাপারে আলোচনায় ১॥ ঘণ্টা সময় আমরা পেতাম এবারে দেওয়া হচ্ছে ১ ঘণ্টা। একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি, লাভের অঙ্কের দিকে অর্থাৎ জঙ্গল থেকে কতখানি Revenue আদায় হবে, কতখানি রাজস্ব বাড়বে সেদিকেই ডাঃ রায়ের একমাত্র লক্ষ্য। এখানে দেখছি ১৯৫৯-৬০ সালে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা Revenue পেয়েছিলাম, সেটা ১৯৬০-৬১ সালে ৫৬ লক্ষ ৫৮ হাজারে নেমে গেল, আমরা আশা করছি ১৯৬১-৬২তে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ১৭ হাজার নেমে যাবে। Revenue নামছে, জঙ্গল বাড়েনি, ধ্বংস হচ্ছে। গত ৯ বছরের বাজেট লক্ষ্য করলে দেখবেন এ বিভাগে বেশীরভাগ টাকা খরচ হয়েছে Buildings, Quarters ইত্যাদিতে। তুলনামূলকভাবে দেখলে তাই দেখা যাবে। গতবারে আপনার কাছে বলেছিলাম Sanctuaryতে জলপাইগুড়িতে যে Rest-house আছে তাতে বড় বড় officer যান সেখানে মদ ইত্যাদিতেই অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। সেজন্য যদি ভাল কিছু কিছু করতে চান তাহলে কয়েকটি জিনিষ করা দরকার।

আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, আপনার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আপনি একটা বড় department এর ভার নিয়ে আছেন, তার উপর আবার আর একটা department আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাকে যদি ভালভাবে করতে চান তাহলে কতকগুলি জিনিষ আপনাকে করতে হবে। প্রথম কথা soil erosion বন্ধ করতে হবে, কিভাবে কোথায় এবং কোন কোন জায়গায়। নদীগুলির জলপ্রবাহ ঠিক আছে কিনা। ধূলিঝড়ের জন্যও জঙ্গল রাখা দরকার। আর আপনার গ্রামাঞ্চলের পাশে যে জঙ্গল আছে তার পাশে যে সব ট্রেঞ্চ আছে, সেখানে কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে দেন তাহলে আর জমিগুলি নষ্ট হবে না। আর recordএ স্থানীয় কৃষকদের যে অধিকার আছে তা রাখতে হবে।

Dr. Prafulla Chandra Ghose : স্পীকার মহাশয়, একটা জিনিষের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই forest departmentএর বাজেটে দেখছি মন্ত্রীমহাশয় electric speedএ বক্তৃতা দিয়ে গেলেন এবং বক্তারাও এত কম সময়ে তাদের বক্তব্য ঐ electric speedএ বলে গেলেন যার ফলে আমরা তা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাহলে কি আমাদের এখানে শুধু vote দেবার অধিকার আছে, শুনবার কোন অধিকার নেই ?

Mr. Speaker : Dr. Ghosh, I am helpless in the matter. The Business Advisory Committee has fixed the time.

Dr. Prafulla Chandra Ghose : তা আলাদা কথা, যে ব্যবস্থা হয়েছে তা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মন্ত্রীমহাশয় তাঁর বক্তব্য electric speedএ বলে গেলেন যা আমরা বুঝতে পারলাম না। বক্তারাও সেইভাবে বক্তৃতা দিলেন। তাহলে কি আমরা শুধু vote দেবার জন্য এসেছি, তাহলে এই তামাশা করে লাভ কি ?

Mr. Speaker : You could have allotted more time. You know I cannot allow the time. There is the Business Advisory Committee.

Dr. Prafulla Chandra Ghose : আপনাকে একটা request করছি। আমি মনে করি এই তারিখের মধ্যে যদি বাজেট শেষ করতে হয় তাহলে আপনি ১২টা থেকে ৭টা পর্যন্ত House করেন, যেমন Parliamentএ আছে। সেখানে ৬-৭ ঘণ্টা করে House হয় সেইরকম এখানে করুন। তা নাহলে প্রত্যেক ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে হাতুড়ি ঠুকলে কি বুঝবো।

Mr. Speaker : I draw your attention to the fact that time has been allotted by all the parties here. Who have given this list ?

Shri Hemanta Kumar Ghosal : এটাও guillotine করে দিন তাহলে ভাল হয়।

Mr. Speaker : Who have given this list ? Your whip has given this list and are you going to disobey that ?

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, ১৯৫২ সালে আমাদের ঠিক করা হয়েছিল, ভারতে বনের পরিমাণ কম ছিল সেইজন্য national forest policy ১৯৫২ সালে করা হয়েছিল। তাতে ঠিক করা হয়েছিল শতকরা ৩৩ ভাগ বন করতে হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৮১ হাজার বন ভারতবর্ষে রয়েছে সেটা মোট জমির পরিমাণের ২২·৩ ভাগ। সুতরাং আমাদের বন করার আবশ্যকতা আছে। আজকে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে বাংলাদেশে শতকরা ১১ ভাগ বন রয়েছে এবং এটা পরিমাণের তুলনায় ঠিক। কিন্তু তিনি একথা বলতে পারেন নি ১৯৫২ সালে যখন বন করা হবে বলে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই ১৯৫২ সালের আগে শতকরা কতভাগ জমির উপর বন ছিল এবং আজকে এই ৯ বৎসর পর চেষ্টা করে তা কতদূর কি হয়েছে। সেখানে আরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে আমাদের দেশের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে শতকরা ৬০ ভাগ বন করতে হবে এবং সমতল অঞ্চলে ২০ ভাগ বন করতে হবে। বাংলাদেশে কি পরিমাণ বন করেছেন এবং তার মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে কত এবং সমতল অঞ্চলে শতকরা কত বন করেছেন সেটা আমাদের দেখবার কথা।

[6-45—6-55 p.m.]

স্যার, আমার মনে হয় যে-কোন পলিসি গ্রহণ করা হউক না কেন, বাংলাদেশের বনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে কারণ যেসমস্ত Departmentএর উপর ভার দেওয়া হয়েছে তাদের অযোগ্যতাই এর একমাত্র কারণ। বন হচ্ছে দেশের একটা প্রধান সম্পদ। এই বন থেকে উড়িষ্যা গুটিপোকার চাষ করে প্রচুর মাল উৎপাদন করে। গুটিপোকার রেশম উড়িষ্যা থেকে আমাদের এখানে আমদানী করা হয়। বাংলাদেশে মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় গুটিপোকার চাষ করবার উপায় থাকলেও বাংলাদেশের সরকার আজ পর্যন্ত এর ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তার বদলে সরকার চেষ্টা করছেন বন থেকে কি করে বেশী টাকা অন্যায়ভাবে বেআইনীভাবে আদায় হতে পারে। তারপরে স্যার আরেকটি কথা আমি বলতে চাই মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি জায়গায় যখন জ্বালানী কাঠের বন নীলাম করা হয় তখন সেখানকার Forest অফিসার একবার Sales Tax আদায় করেন তারপর যখন সেই ছোট ছোট গাছ যার পরিধি ৬ ইঞ্চির বেশী নয় সেগুলিকে যখন কুড়াল দিয়ে কেটে জ্বালানা কাট হিসেবে বিক্রী করা হয় তখন Sales Tax অফিসার আবার তাদের কাছ থেকে sales tax আদায় করেন। একই মালের উপর দুইবার করে Tax আদায় করছে—এবিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বন অঞ্চলে অধিবাসীরা

বন থেকে জ্বালানী কাঠ সরবরাহ করে সমতল অঞ্চলের অধিবাসীদের। কিন্তু এইসমস্ত ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এত বেশী টাকা আদায় করে— যদিও তাদের বেশী ক্ষতি হচ্ছে না, তারা সেই বাড়তি টাকা দামের উপর চাপিয়ে দেয় এবং জনসাধারণের কাছে বিক্রি করে। এবং গরীব জনসাধারণ সস্তা দামে কাঠ না পেয়ে তারা সার অর্থাৎ গোবর এবং খড় জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে, যার ফলে পশুখাদ্য খড় এবং সার দুটোই নষ্ট হচ্ছে। এই বনবিভাগের অব্যবস্থার ফলে এই জিনিস হচ্ছে। এবং বন অঞ্চলের অধিবাসীদের—যারা স্বাভাবিকভাবে কুড়ালের বাঁট, লাঙলের কাঠ ইত্যাদি বন থেকে কাঠ নিয়ে তৈরী করত তারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বন-বিভাগের কর্মচারীর দ্বারা। এই বিষয়ে বন-বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তারপর গোর নদীতে একটা ঘটনা ঘটেছে, এই বিষয়ে সরকারের এক্ষুনি নজর দেওয়া উচিত। সেখানকার অধিবাসীরা জংগলের ভিতর গরু চরিয়েছে বলে তাদের ২০০ গরুকে আটকে রাখা হয়েছে—খোয়ারে দেওয়া হচ্ছে না, আবার ছেড়ে দেওয়াও হচ্ছে না। এবং এইরকম অবস্থা বহুদিন ধরে চলেছে। সাধারণতঃ বনের তিনটা অবস্থা। একটা হল Protected বন, একটা হল Reserve বন আর একটা হল Unclassified বন। Protected বনের অবস্থা অর্থাৎ সুন্দর বনের অবস্থা। আজকে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা সামান্য একটা পারমিট নিয়ে বনের শুকনা কাঠ বা অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করে—আজকে তাও তারা পাচ্ছে না। সুন্দন বন যেটা পলিমাটি দিয়ে তৈরী হয়। এক এক সময় তার মাঝখানে উঁচু হয়ে যায়, সেখান থেকে যখন গাছগুলি কেটে নেওয়া হয় কিন্তু সুন্দর বনে যেখানে লোনা জল উঠে, সেখানে আর গাছ হয় না। সুতরাং সুন্দর বনে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে সামনে প্রচুর বন দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু ভিতরে একেবারে বন নাই বললেই হয়। সেখানে বনের উৎপাদন করতে হবে, গাছ যদি না লাগান যায় তাহলে সেখানে আর বন উৎপাদন হবে না। আজকে মেদিনীপুর অঞ্চলেও আমরা দেখতে পাই যে শালগাছ বা অন্যান্য মূল্যবান গাছগুলির কোন Protection দেবার ব্যবস্থা নাই। তার ফলে আজ শুধু Fire woodএ পরিণত হয়েছে। বাহাদুরী কাঠ Timber বাংলাদেশে এক তরাই অঞ্চল ছাড়া আর কোথায় দেখতে পাই না। আর বাংলাদেশে যেসমস্ত বন আছে সেখানে বাহাদুরী কাঠ না করে শুধু Fire wood করা হচ্ছে। এর ফলে দেশে যদি errosion হয় বৃষ্টি যদি কম হয় তার জন্য দায়ী আমাদের এই বন-বিভাগ। তারপর আমরা দেখতে পাই বনের চারধারে গরখাই দিয়ে মিষ্টি যাচ্ছে সমুদ্রে যার জন্য বনে ঐ জল যেতে পারছে না, তার জন্য বন বেশী জন্মাচ্ছে না। এইসব দিকে বন-বিভাগের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

Shrimati Labanya Probha Ghosh : জংগল রক্ষা, জংগল উৎপাদন এবং জংগলে উৎপন্ন জিনিসের সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থার নামে একদিকে যেমন বছরের পর বছর বিরাট পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ করে যাওয়া হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি দ্রুতবেগে ব্যাপক এবং বিশাল আকারে জংগলের পর জংগলে বিপুল জংগল সম্পদের প্রচণ্ড ধ্বংসকার্য্য অবাধে এগিয়ে চলেছে। আমাদের জাতীয় জীবনের অপরিহার্য এই মহান জংগল সম্পদ বিষয়ে একটি ভয়াবহ সংবাদের প্রতি মাননীয় সদস্যদের জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমি এমন অনেকগুলি বিশাল জংগলের কথা জানি যা' অপর্যাপ্ত বনসম্পদে পূর্ণ ছিল তা' আজ প্রায় একেবারে নিঃশেষ হয়ে এলো। এহেন মহান বন-সম্পদের কে এই ভয়াবহ ধ্বংসকার্য অনুষ্ঠিত করেছে তা জানতে সকলেই নিশ্চয়ই আগ্রহান্বিত। সাধারণ চাষীবাসীর হাত থেকে জংগলের কর্তৃত্বভার কেড়ে নিয়ে জংগল সম্পদের প্রভূত উন্নতি ও সুব্যবস্থা করবেন জনগণকে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন কংগ্রেস সরকার, অত্যন্ত দুঃখের কথা জংগল সম্পদের উন্নতি ও সুব্যবস্থা করা দূরে থাক্ সরকারের সচেতন দৃষ্টির সামনে এমনকি সরকারের সম্পূর্ণ সম্মতির মধ্যেই সরকারের ভারপ্রাপ্ত অফিসারেরা জংগল রক্ষার মহান্ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত

থেকেও সমাজের যেখানে যত সমাজ-বিরোধীদের অনুকূলে সুযোগের ক্ষেত্র রচনা ক'রে তাদের সংগে গোষ্ঠীবন্ধনের যোগে, বছরের পর বছর অবাধে বিরাট জংগল সম্পদকে সম্পূর্ণ উজাড় করে ফেললেন। ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক দূষিত চক্র একজোট হয়ে এই ভয়াবহ তাণ্ডব শুরু করেছে। আমার জেলার জংগল বিভাগ সম্পর্কে আমি এর প্রত্যেকটি বিষয়ে অগণিত দৃষ্টান্ত এবং প্রমাণ দিতে পারি যা অস্বীকার করবার কারো সাধ্য নেই। এই সেদিন লোকসেবক সংঘের সচিবেরা ও সংঘের অপর দায়িত্বশীল কর্মীরা জেলার বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে জংগল তদন্তে আহ্বান ক'রে শত শত লোকের সামনে তাঁরা ব্যাপক জংগল লুঠের যেসকল জলন্ত তথ্যাদি উদ্ঘাটন করেছিলেন ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল অফিসারদের তত্ত্বাবধানের মধ্যেই অবাধ জংগল চুরির যেসমস্ত অদ্ভুত কীর্তি-কাহিনীর রহস্য প্রকাশিত করেছিলেন তার সামনে জেলার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ও তাঁর সহকারী দায়িত্বশীল অফিসারেরা বহু জনসমক্ষে অবস্থা স্বীকার করতে বাধ্য হন। অসংখ্য দলিল ও জলন্ত বাস্তব ঘটনা যা রয়েছে—তার সামনে সরকারের জংগল রক্ষার চূড়ান্ত অযোগ্যতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। জংগলে আজ আর মোটা গাছ বল্‌তে কিছু নেই; জংগল এখন ঝোপে এসে দাঁড়িয়েছে—অত্যন্ত ভয়ের কথা জংগলে হাল জোয়ালেরও উপযুক্ত কাঠ আর নেই। চাষীদের ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় রক্ষিত গাছে কোনো রকমে চাষের উপকরণের জোগান আজ চল্‌ছে—ফলবান বৃক্ষ যা কাটার নির্দেশ নেই তা কেটে শেষ করা হয়েছে। লাক্ষা প্রভৃতি শিল্পকাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গাছপালাও আজ অবাধে ধ্বংস করা হচ্ছে। এমনকি আজ জ্বালানীর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সরবরাহও সম্ভব হচ্ছে না।

এই শোচনীয় অবস্থার মূল কারণ জংগল ব্যবস্থা বিষয়ে সরকারের চিন্তাহীন নীতি ও কর্মব্যবস্থায় চূড়ান্ত বিশৃংখলা। শাসন পরিচালনায় সীমাহীন অযোগ্যতার সংগে স্বার্থসাধন, দুর্নীতি ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনযুক্ত হয়ে এই শোচনীয় পরিণাম দেখা দিয়েছে। কংগ্রেসের অনুগ্রহ-ভাজনদের অবাধ সুযোগসুবিধার ক্ষেত্র যেমন আজ অবাধ দুর্নীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তেমনি কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিরোধীদলের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জংগলের স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধে ও রোড পারমিট প্রভৃতি পাবার বিষয়ে নগ্ন বৈষম্য চলেছে। এসবের বিচিত্র বহু উদাহরণও আছে। জংগলে কূপ নির্ধারণ ব্যবস্থার মধ্যে, জংগল কূপের কণ্ট্রাক্টার নিয়োগ ব্যবস্থার মধ্যে নিলামী ডাকের মধ্যে এবং জংগল বিষয়ে অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে অনেকগুলি রহস্যজনক পন্থা অনুসৃত হয়। তা জংগল সম্পদের অবৈধ ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যেই। কর্তৃপক্ষ সদিচ্ছার সংগে এসব জানবার আগ্রহ রাখলে আমরা তা সব নিশ্চয়ই জানাবো। অফিসারদের অবাঞ্ছিত আচরণের পটভূমিকায় অধঃস্তন জংগল কর্মচারীদের মধ্যে যে ব্যাপক বেপরোয়া দুর্নীতি দেখা দিয়েছে তাও যেমন নগ্ন তেমনি ক্ষোভজনক। জংগল বিভাগের অব্যবস্থায় জ্বালানী ও কাঠ পাওয়া আজ দুরূহ হয়ে পড়েছে—আইনতঃ যেসব শ্রেণীর লোকের জংগল সম্পদ পাবার অধিকার তাদের অংশ পাবার পথে বহু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে—জংগলের যারা মালিক ছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না এই তাদের অভিযোগ সাধারণ দুঃখীজীবি মানুষ যারা জংগলের ক্ষতি না করেও জংগলের শুকনো ডাল-পাতা, দাঁতন, লতা প্রভৃতি নিয়ে জীবিকা অর্জন করত জংগল বিভাগ তাদের অহেতুক বঞ্চিত ও বিপন্ন করেছে। জংগল রক্ষার সদিচ্ছা বা দৃষ্টি আদৌ সরকারের নেই—জংগল সম্পদ কম জেনেও সরকার পঞ্চবার্ষিকীর নামে অন্যায় দাবী ও চাপ দিয়ে চলেছেন সরকারের এক বিভাগ জংগল রক্ষার অভিনয় করছেন; আর অন্য বিভাগের কণ্ট্রাক্টার ট্রাকে ট্রাকে জংগল সম্পদ উধাও করেছে। রোড পারমিট আইন হাল জোয়াল আইন এসব অদ্ভুত আইন সরকারের অসীম চিন্তাহীনতার পরিচয়। লোকসেবক সংঘের ব্যাপক সত্যাগ্রহ দেখা না দিলে হাল জোয়ালের আজগুবি আইন সমগ্র জেলার চাষকে পণ্ড করে দিত। একে তো জঙ্গল রক্ষাব্যবস্থায় উপযুক্তসংখ্যক লোক নেই; অথচ জনসংযোগও

নেই—যা থাকলে উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য জঙ্গলের চেহারা অন্যরকম হোত। আজ প্রতিকারের পথ কোথাও নেই; কারণ এ সত্যিই জঙ্গলের আইন কিন্তু মানুষের এতবড় প্রয়োজনীয় বিষয়ে যদি আজও সরকার উদাসীন থাকেন সমাজজীবন ভয়াবহভাবে বিপন্ন হবে এ অবধারিত সত্য।

[6-55—7-5 p.m.]

Shri Turku Hansda : মাননীয় স্পীকার স্যার, বন বা জঙ্গলের জন্য মন্ত্রীমহাশয়ের চোখ এখনও ফোটেনি। উনি ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকেন, কি করে জঙ্গলের কথা বুঝবেন। সেখানে জঙ্গল কাটা হচ্ছে, ঘাস কাটা হচ্ছে। এরজন্য আপনারা কিছুই করছেন না। ১৪ বছর হল সরকার এখনও আদিবাসীদের জন্য কিছুই করেন নি। অর্থাৎ জঙ্গলে যারা আদিবাসী বাস করে তাদের জন্য বিশেষ কিছু করেন নি। আপনাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট আছে কিন্তু জঙ্গল একেবারে কেটে সাফ করে দিচ্ছে। আপনারা আর ২।৩ বছর পরে দেখবেন যে জঙ্গল একেবারে শেষ হয়ে গেছে। জঙ্গল যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে সেখানকার লোক আপনাদের অভিশাপ দেবেন। এই কথা বলে আমি শেষ করছি।

Shri Dhirendra Nath Banerjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, জাতীয় কোষাগার ভর্তি করার জন্য বন, খনি ও শিল্প। এইগুলিকে যদি সৎভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে জাতীয় কোষাগারে মূলধন বাড়বে। কিন্তু বন বিষয়ে যে নীতি নিয়ে সরকার চলছেন তাতে সরকারের পক্ষে অভাব মেটান সম্ভব নয়। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কুচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে এবং দক্ষিণবঙ্গে সুন্দরবনে যে বিরাট জঙ্গল রয়েছে তাকে বাড়ানোর জন্য যদি একটা সুপরিকল্পনা করা যায় তাহলে এ থেকে বিরাট মূলধন আমরা পাব। কিন্তু এখন বন নিয়ে যে কালোবাজারী হচ্ছে সেকথা সরকার জানেন। ১৯৬০-৬১ সালের যে বাজেট, তাতে আয়ের যা চিহ্ন তাতে দেখা যাচ্ছে ১ কোটি ৪ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, রিভাইজড ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা; ১৯৬১-৬২ সালে দেখছি ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। কিন্তু বাজেটে আমরা ১৯৬০-৬১ সালে খরচ ধরেছিলাম ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৯৭ হাজার সেটা রিভাইজড-এ হল ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৬৩ হাজার এবং আগামীতে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। অথচ আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের হিসাব করলে দেখা যায় যে এবার আমাদের ২২ লক্ষের কিছু বেশী খরচের উপর আয় দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু তারপর রিডাক্সন অব এক্সপেণ্ডিচার যদি ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের আয় প্রায় ৭।৮ লক্ষ টাকা কমে যাবে। স্যার, এই জঙ্গল থেকে আমাদের সরকারেরই রক্ষণাবেক্ষণে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা কোটি কোটি টাকা নিয়ে তাঁদের কোষাগার ভর্তি করছে, অথচ আমাদের জাতীয় আয় ততোধিক বাড়ছে না। কাজেই সত্যিসত্যিই যদি সরকার ভাল পরিকল্পনা নিতে পারতেন তাহলে আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য যে মূলধন দরকার তার অনেকটা এখান থেকে আসত।

তারপর বাংলাদেশের সমস্ত জেলায় যে পতিত এবং গোচারণ জমি ছিল তা বনবিভাগের আওতায় এসেছে এবং সেখানে টাকা-পয়সা খরচ করে যে বীজ লাগান হচ্ছে বা বনের উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে তার চাপে পড়ে সেখানকার উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সেখান থেকে সরকারের যে খুব আয় হচ্ছে তা নয় অথচ বনবিভাগের চাপে গ্রামাঞ্চলের দুঃস্থ জনসাধারণ আজ উৎপীড়িত হয়ে পড়ছে। কাজেই বন রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সরকারের যে কোন নীতি আছে তা বলা যায় না, বরং দেখা যাচ্ছে যে সেখানে চোরা কারবারী এবং বনবিভাগের দুর্নীতির ফলে তপন থানায় এরকম

একটা ঘটনা ঘটেছে যাকে বলা চলে যে বনবিভাগের দুর্নীতি চরমে উঠেছে এবং যার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই এইসব ঘটনা দেখলে মনে হয় যে উপরের তলায় দুর্নীতি রয়েছে। এবারে আর একটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই এবং সেটা হোল যে, যদি কোন গরু-বাছুর খোঁয়াড়ে দেওয়া হয় তাহলে গরু পিছু ১ৎ টাকা দালালরা পায় এবং তারপর যখন মালিক সেই গরু ছাড়িয়ে আনতে যায় তখন তাঁর কাছ থেকে বনবিভাগ ৪ টাকা ১৩ নয়া পয়সা জরিমানা হিসেবে আদায় করে। কিন্তু এই টাকা যাচ্ছে কোথায়? যা হোক্, এইসব দেখলে মনে হয় যে আমাদের বন বিভাগ একটা বন্য নীতি নিয়ে চলেছে এবং সেটা দেশের পক্ষে খুবই অকল্যাণকর।

Shri Mangru Bhagat :—माननीय स्पीकर महोदय, जंगल विभाग के बारे में, खास करके फारेस्ट में जो मजदूर काम करने वाले हैं उनके बारेमें दो-एक बातें निवेदन करना चाहता हूँ। मटरी थाना, धूवजोड़, नागागाड़ा आदि जंगलों के अन्दर जो मजदूर काम करते हैं उनको मजदूरी बहुत कम मिलती है। किसीए जगह तो मिलती मिलती ही नहीं है। लाखों रुपया इन जंगलो से सरकार को मुनाफा मिलता है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने आंकड़े दिखाकर साबित किया है कि जंगलो से सरकार को मुनाफा होता है। किन्तु मंत्री महोदय ने यह नहीं बतलायाकि जो लोग जंगलके अन्दर काम करते हैं उनको कितनी मजदूरी मिलती है। मैं जानता हूँ कि मजदूरी बहुत कम नहीं के बराबर मिलती है। इसका कारण यह है कि इन मजदूरों को २, १ बीघा जमीन फारेस्टके अन्दर दे दी जाती है। उसमें वे लोग जो धान पैदा करते हैं वह ३, ४ महीने से बेसी नहीं चल सकता है। बाकी समय लोगोंको भुखा ही रहना पड़ता है। लेकिन दुख है कि लाखों-लाखों रुपया सरकार इससे मुनाफा करती है।

सुनने में आता है कि जंगलमें काम करने वाले मजदूरों को डेढ़, दो रुपया मजदूरी दी जाती है किन्तु देखा जाता है कि नागागाड़ा, गायाकाटा, डायना आदि जंगलोंमें काम करने वाले मजदूरों को लिए एक पैसा की मजदूरी की बन्दोबस्त नहीं किया गया। फारेस्टमें आजकल कन्ट्राक्टरों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। पहले साधारण पाब्लीक, गरीब किसानों को एक गाड़ी पोचा लकड़ी ले जाने की लाइसेन्स एक रुपये में दी जाती थी, परन्तु साब वह बन्द कर दिया गया है। देखा जाता है कि परमिट लेने वाले हजार-हजार परमिट लेते है। गरीब किसानों को पोचा लकड़ी और पाता तक नहीं ले जाने दिया जाता है। कितना बड़ा अन्याय होता है? कहा जाता है कि माथा पर बोझा करके ले जाओ जिसका लाइसेन्स एक रुपया दस नया पैसा में दिया जाता है। भला आपही बताइए कि मैं-बहनें जंगलमें लकड़ी लेने किस प्रकार जाँयगी फिरभी जंगल विभाग का कहना है कि लकड़ी टोकर ले जाओ। इसलिए मेरा कहना है कि जैसे पहले एक गाड़ी पोची लकड़ी ले जाने का लाइसेन्स मिलता

रहा है, उसी प्रकार फिर लकड़ी ले जाने का बन्दोवस्त होना चाहिए। जो मजदूर मजदूरी करते हैं उनको पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए।

दूसरी बात सुनने मह कहनी है कि परमिट लेने वाले बहुत फाँकी देते हैं। दाम बहुत ज्यादे चार्ज करते हैं। चाय बगानमें लकड़ी भेजते हैं परन्तु घास बहुत लेते हैं। मैं सरकारसे निवेदन करेंगा कि फारेस्ट गार्ड की नियुक्ति करनी चाहिए। ताकि वे चोरा-कारोबार को पकड़एकें। फारेस्टमें काम करने वाले मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलती है इसकी जाँच होनी चाहिए।

वन विभाग के मन्त्री से मैं एक बात के लिए निवेदन करेंगा कि जो कुठिर बनाये गये हैं, वे जंगल के भीतर हैं। जंगलमें हाथी और बाघ रहते हैं। और भी जानवर रहते हैं इसलिए रहने वालों को बड़ी असुविधा होती है। इसलिए मेरा कहना है कि जंगल से 1, 1½ मील दूरी पर अगर कुठिर बनाये जाँय तो बहुत ही अच्छा होगा। और रहने वालों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।

[7-5—7-15 p.m.]

Shri Bhadra Bahadur Hamal : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার টাইম খুব কম সেজন্য কয়েকটি বিষয়ে আমি বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী তরুণবাবু বললেন যে জঙ্গল রক্ষা করতে হবে। আপনারা কি রকম করে রক্ষা করবেন ? আমি বলতে পারি যে সামসিং-এ লাটের পর লাট চুরি হয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। সেই চুরিকে ওয়ার্কাররা ধরেছে কিন্তু চোরদের কিছু হল না। তারা অফিসারদের সাহায্যে চুরি করে। জঙ্গল রক্ষা করার জন্য চোরদের কি করবেন ? আপনি যদি আমার সঙ্গে চলেন তাহলে আপনাকে দেখাতে পারি সামসিং ফরেষ্টের ভেতরে হাজার হাজার গাছ চুরি হয়ে যাচ্ছে। এইসব চোরদের আবার প্রোমোসান দেবেন। এই তো আপনাদের রাষ্ট্র! যে কন্ট্রাকটর এইভাবে চুরি করেছিল আমি বলতে পারি সে আপনাদের দলের লোক। আপনারা হাসছেন বটে কিন্তু কংগ্রেসীরা চুরি করে শেষ করে দিয়েছে। আর একটা কথা বলতে চাই যে ১৯৫৮ সালের ১৫ই জুলাই মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এই হাউসে বলেছিলেন যে ১৷৷/২ টাকা করে ওয়েজ দেওয়া হবে। কিন্তু তারা কত করে ওয়েজ পায় জানেন—১৯ নয়া পয়সা করে। কনজারভেটাররা পর্যন্ত এই চুরির জন্য দায়ী। তারা হাজার হাজার টাকা মেরে দিচ্ছে, ওয়ার্কারদের ওয়েজ দিচ্ছে না। আপনারা বলছেন স্কুলবাড়ী করছেন। দার্জিলিং-এ গেলে আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব সে বাড়ী নয়, গরুর ঘর। আসবাবপত্র দেওয়া হবে বলে বলেছেন, এটা আমার কথা নয়, এটা হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের কথা। কিন্তু আসবাবপত্রের সমস্ত টাকা চুরি করে শেষ করে দিয়েছে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা ইউনিয়ন করল, ইউনিয়ন করে দাবি করল বিধানসভায় মিনিষ্টার যা বলেছেন তা আমাদের দিতে হবে। তাদের কি হল জানেন ? কনসেনট্রেসান ক্যাম্পে তাদের ২।৩ দিন যেতে না দিয়ে আটকে রাখা হল। এইভাবে আপনাদের কল্যাণ রাষ্ট্র চলছে। তরুণবাবুকে লিখেছিলাম কিন্তু সেক্রেটারী রিপোর্ট দিলেন যে এনকোয়ারী হচ্ছে। এইভাবে উপর থেকে নীচু পর্যন্ত করাপসান চলছে। দার্জিলিং-এ চারকোলের হাট আছে। আপনি জানেন ১৩ আনা করে দেবেন বলে টেণ্ডার দেয় কিন্তু ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের অফিসাররা মিলে ১।০ করে

দিচ্ছে, ৭ আনা পার মাণ্ড বেশী করে দিচ্ছে। সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করি এটা কারা করছে? কনজারভেটর, ডি. এফ. ও. সমস্ত মিলে এইসব অন্যায় করছে। বহু জায়গায় এইভাবে চুরি হচ্ছে।

আপনি কি করে উন্নতি করবেন, চোরকে ধরবেন এবং সাজা দেবেন—তারা সব চুরি করে শেষ করে দিচ্ছে। দার্জিলিংএ চারকোল আসবার জন্য ট্রাক আছে কিন্তু সেই ট্রাক চারকোল আসবার কাজে ব্যবহৃত হয় না। আপনি সুখিয়াপোখরীতে গিয়েছিলেন ডেভেলপমেণ্ট মিটিংএ। ওখান থেকে ৩ মাইল দূরে কনজারভেটরের দুধ নিয়ে আসবার জন্য ওটা ব্যবহৃত হয়। তাঁকে ফ্রি দুধ দিচ্ছে কনট্রাক্টর। সেই দুধ ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের ট্রাক দিয়ে নিয়ে আসার কি দরকার আছে? এইভাবে টাকা নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলছেন। ডি. এফ. ও. ঘুম থেকে তিন মাইল দূরের দুধ খাবেন, কনজারভেটর সাহেবের দুধ আসবে দূর থেকে, এসব কাজে ট্রাক ব্যবহার করা হয়। ওয়ার্কারদের ওয়েজের দিকে কোন লক্ষ্য নেই। হেম নস্কর মহাশয় বলেছিলেন যে ১॥ টাকা থেকে ২ টাকা দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ট্রাক ব্যবহার হচ্ছে আপনি কি করবেন, ৭ আনা পার মাণ্ড বেশী নিয়ে জ্বালানী কাঠ বিক্রী হয় আপনি কি করবেন? কাজেই আপনারা জংগল রক্ষা করতে পারবেন না। সেখানে ওয়ার্কারেরা ইউনিয়ন করেছে—তাদের যে ডিমাণ্ড আছে তারা মন্ত্রী মহাশয়রা বলেছিলেন যে সেই ডিমাণ্ড দিতে হবে এবং সেই ডিমাণ্ড তারা সংগ্রাম করে আদায় করে নেবে। যারা চোর ধরে, জংগল রক্ষা করে চোর ধরার অপরাধে তাদের চাকরী গেছে—এই করে কিছু হবে না। মন্ত্রীরা থেকে সুরু করে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সব কোরাপসনে ভর্তি হয়ে গেছে। তারা জানে যে এই মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে সে চুরী করবে তাদের প্রমোসন হবে—তার মস্ত বড় বড় টাইটল পাবে, জংগলরত্ন হবে। জনসাধারণ জ্বালানী কাঠ পায় না, তাদের চিকিৎসার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে। তরুণবাবু, আপনি মস্ত বিপদের জিনিস হাতে নিয়েছেন—অদ্ভুত আইনকানুন করে রেখেছেন। আপনার সেক্রেটারী থেকে সুরু করে সবের মধ্যে মিলে গেছে এবং চোরদের মধ্যে আপনিও পড়ে গেছেন।

Shri Hemanta Kumar Ghosal : স্যার, মন্ত্রী মহাশয় কিছু বলার আগে আমি তাঁর কাছে ২।১টা প্রশ্ন করছি। সুন্দরবনে যেসমস্ত বাঁধ আছে সেই বাঁধের ধারে ধারে নূতন করে জংগল তৈরী করলে যেমন বাঁধ রক্ষা হবে তেমন জংগলগুলিও বাঁচবে, ফরেষ্ট বাঁচবে—এ-সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা আছে কিনা? আর মধুটা যে-দামে কেনেন তাতে অনেক টাকা আপনারা লাভ করেছেন। যারা মধু সংগ্রহ করে তাদের জন্য কিছু বাড়াবার কথা আপনারা চিন্তা করছেন কিনা?

[7-15—7-25 p.m.]

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বনবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হবার সময় আমি তাড়াতাড়ি বক্তৃতা করেছিলাম বলে আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাঃ ঘোষ সেটা ঠিকমত শুনতে পান নাই। তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। সময় অল্প ছিল বলেই বাধ্য হয়ে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বক্তৃতা করতে হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো আস্তে আস্তে বলবার চেষ্টা করবো।

আজকে সরোজবাবু ও পাণ্ডা মহাশয় বক্তৃতা দিতে উঠে বলেছিলেন যে এই 11·4 percent কিন্তু আগের বারে ছিল না। বর্তমানে আপনি বলছেন 14 percent। তার সহজ কারণ হচ্ছে আমি যখন বনবিভাগ নিয়ে বাজেট তৈরী করতে বলেছিলাম, তখন দেখলাম সুন্দরবনে ১৬০০

মাইল বন রয়েছে, ৮০০ স্কোয়ার মাইল নদী খাল জলাঞ্চল বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তা' থেকে। কাজেই 14 percent এর জায়গায় দেখা যাচ্ছে 11 percent। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমাদের ১৯ হাজার একর বনভূমি বেড়েছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১ লক্ষ ৭ হাজার একরের বেশী বনভূমি বেড়েছে। অতএব এখানে সেই প্রশ্নটা ঠিক হয় না। সরোজবাবু আরো বলেছেন—বহু বাড়ী তৈরী করা হচ্ছে। বহু বাড়ী আমরা নিশ্চয়ই করিনি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে টাকা খরচ করা হয়েছে, তার 0·9 percent বাড়ীঘর তৈরী করবার জন্য খরচ হয়েছে। তা কোন percentageএর মধ্যে আসে না। এইরকম ভুল ধারণা মনের মধ্যে থাকা উচিত নয়। আগের বারে য়্যাসেম্ব্লীতে যখন বনবিভাগ নিয়ে আলোচনা চলছিল, সেইসময় আমাদের এম.এল.এ.রা বিশেষ করে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলের বিভিন্ন এম.এল.এ.রা এমন কি আমাদের মন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ও এইসব অঞ্চলে যেসমস্ত বনভূমি রয়েছে, তার সম্বন্ধে তাঁরা আমাকে বলেছিলেন—বনের চারিপাশে যে ট্রেঞ্চ কাটা হচ্ছে, তাতে অসুবিধা হচ্ছে। আমি স্বভাবতঃ কৃষিমন্ত্রী হিসেবে interested, আমাদের যেটুকু জল আমাদের দেশে পাব—তা কি করে কৃষিতে লাগাতে পারি ? একে আমাদের দেশে সেচের ব্যবস্থা কম, খাদ্যোৎপাদনও কম হয়, সেইজন্যই প্রয়োজন যে-কোন উপায়ে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি কি করে করা যায়, তা করতে হবে। এরা যখন বলছেন ট্রেঞ্চ কাটায় অসুবিধা হচ্ছে, জল পাচ্ছেন না, তখন আমি Conservator General মিঃ লাহিড়ীকে ডেকেছিলাম—এ-সম্বন্ধে কি করা যায়। সেখানে একটী কমিটী করে দিয়েছি—যার সভাপতি আমাদের সহকর্মী স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। Agriculture Secretary মিঃ নন্দী, Agriculture Director, বন-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ লাহিড়ী সভ্য; আমাদের দুজন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী এর সেক্রেটারীর কাজ করতে সম্মত হয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখে আসবেন এবং সুপারিশ করবেন—কি করে কৃষি সম্পূর্ণভাবে জল নিতে পারে, যেখানে বন-বিভাগের ক্ষতি করে সেইসব জায়গায় তার দিয়ে ঘিরে দিতে। তাঁদের আরো কথা হয়েছে—তাঁরা যেখানে যাবেন, সেখানকার স্থানীয় এম.এল.এ.দের সংগে meet করবেন। আগে তার দিয়ে ঘিরতে গেলে বেশী খরচ হতো। অনেক সময় দেখা যায় তার চুরি হয়ে যায়। আপনারা এটা মানবেন, বন-বিভাগের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সরকারের বহু Property বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। যেসমস্ত জায়গায় গার্ড রয়েছে, তা দিয়েও এইসমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করা শক্ত। ট্রেঞ্চ কাটার পরেও দেখবেন কি করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারি, এই জলটা নিয়ে কৃষি-বিভাগ কাজে লাগাতে পারে।

আর একটা কথা বলা দরকার। আমাদের জনৈক এম-এল-এ বললেন—আগেকার দিনে আমাদের যেসমস্ত কাষ্টম্ ছিল, তা যেন লোকে এখনো ভোগ করতে পারে। আগে লোকে বন থেকে শুক্না কাঠ পাতা ইত্যাদি কুড়িয়ে আনতে পারতো, এখন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে Custom ছিল, সেখানে বন্দোবস্ত করা ছিল, সেখানে agreement করা হয়েছে। সে জায়গায় আমরা বন্ধ করিনি। আর যেখানে বন্দোবস্ত ছিল না—private forest থেকে তারা জোর করে শুক্না কাঠ পাতা নিয়ে আসতো, তা বন্ধ করা হয়েছে ! যেসমস্ত জায়গায় কাঠ আনবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে একবার আনবার জন্য শুকনা কাঠ পাতা দু' নয়া পয়সা করে নেওয়া হয়, আর মাসে ২৫ নয়া পয়সা করে কাঠ আনতে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আপনারা দেখতেই পারেন যে বেশী পয়সা নিয়ে বন্দোবস্ত আমরা করিনি।

এখানে হামাল সাহেব নানারকম দুর্নীতি, corruptionএর কথা বলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত corruptionএর কথা ডিটেলে নাম করে কোন জিনিষ না দেওয়ার ফলে, এখন এগুলির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তিনি যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন তা আমি

খোঁজ করে দেখবার চেষ্টা করবো। আমি তাঁকে এইটুকু বলতে পারি যে চুরী বন্ধ করবার জন্য যে চেষ্টা করা দরকার, সে চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কিন্তু যতদিন না আমাদের সমাজের মানুষের নৈতিক চরিত্র ভাল করে গড়ে তুলতে পারছি ততদিন পর্যন্ত কেবল পুলিশ গার্ড দিয়ে চুরী বন্ধ করা সম্ভব নয়। তিনি এখানে প্রশ্ন করেছেন যে দার্জিলিং এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন? আমি তাঁকে জানাতে চাই দার্জিলিং এলাকার মধ্যে আমাদের যে ফরেষ্ট রয়েছে, সেখানে ৩৮টা গ্রাম রয়েছে বা ফরেষ্ট ভিলেজ আছে। তারমধ্যে ২৩টা ভিলেজে আমরা স্কুল স্থাপন করতে পেরেছি। এখন ঠিক হয়েছে যে বাকী স্কুলগুলি শিক্ষাবিভাগ থেকে করা হবে, আমাদের আর করতে হবে না। ৩৮টা জায়গায় যদি ৩৮টা করতে পারতাম, তাহলে নিশ্চয় আমি খুসী হতাম। তারপর উনি যে কথা বলেছেন—লোকদের মাইনে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। ১৯টা হচ্ছে ১টা বললে, ভুল বলা হবে। এই নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেক্রেটারী এবং সি, জি-র সঙ্গে—তাদের আগেকার নিয়ম ছিল টাকা দিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাজ করিয়ে নেওয়া। এই কাজ করতে গেলে যে পরিদর্শন করা দরকার, তা ঢের বেড়ে গিয়েছে। অবশ্য এখন বন্দোবস্ত হয়েছে—চারজনকে ডেকে বললাম এই জায়গাটা ক্লিয়ার করো, টাকা পাবে; তিন, চার দিনে তারা কাজ শেষ করছে। এইভাবে দৈনিক তিন, চার টাকা একজন রোজগার করতে পারে। অর্থাৎ তারা যেটুকু কাজ করলো ঘণ্টা হিসাবে, সেই সময়টুকুর জন্য সে টাকা পেতে পারে। পরিষ্কারভাবে কাজ করলে পর আরও দু-টাকা আড়াই টাকা বাড়তি রোজগার করা অসম্ভব হবে না। তিনি দার্জিলিং থেকে চিঠি দিয়েছিলেন। আমি এখনও পর্যন্ত দেখে উঠতে পারিনি। আমি সেটা দেখে বিচার করে, যা বলবার আমি আপনাকে জানাবো। যাতে তারা খেয়েপরে বাঁচতে পারে তারজন্য তাদের আড়াই একর করে জমি দেওয়া হয়েছে; এবং যেখানে বন সৃষ্টি করা সম্ভব, তা করবার জন্য চেষ্টা করছি। আমাদের সুন্দরবন এলাকা সম্বন্ধে বিভিন্ন এম, এল, এ, এবং উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়া বিশেষ করে বলেছেন যে সেখানে শুরু জ্বালানী কাঠের অভাব রয়েছে। সয়েল ইরোসনের বড় প্রব্লেম রয়েছে, বাঁধ দেবার প্রব্লেম এবং আরও বিভিন্নপ্রকার প্রব্লেম রয়েছে। সে সম্বন্ধে আমি তাঁকে এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে জানাতে চাই সুন্দরব'কে আরও ভালভাবে গোড়ে তোলবার জন্য আমাদের তৃতীয় বার্ষিকী পরিকল্পনায় চেষ্টা করবো। সেখানে সয়েল ইরোসন্ বন্ধ করবার জন্য conservation মেথড্ নেবো। জ্বালানী কাঠ যাতে পাওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করবো এবং যেখানে বাঁধ হবে সেখানে আগে থেকে যত গাছ করতে পারি তার বন্দোবস্ত করবো। আর একটা জিনিষ, সেখানে যে বিভিন্ন রকম গাছ আছে, তারচেয়ে আরও ভাল ভাল গাছ করা যায় কিনা, তারজন্য চেষ্টা করবো। সেখানকার মধুর দাম সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন করেছেন। আমি তাঁদের জানিয়ে দিতে চাই মধুর আগে যে দাম ছিল তারচেয়ে বেশী দাম বাড়িয়েছি। দাম আরও বাড়ান যায় কিনা, তা বিবেচনা করে দেখবো।

এখানে বিভিন্ন কাট্ মোসান যা আনা হয়েছে, আমি তা অপোজ্ করছি এবং আমার মোসান যাতে এ্যাকসেপটেড্ হয় তারজন্য সকলকে অনুরোধ করবো।

[7-25—7-34 p.m.]

Mr. Speaker : About the suggestion of Mr. Subodh Banerjee, I do not agree with him but I will reconsider the matter.

Now, I put all the cut motions to vote except cut motions No. 5, 8, 40, 45 and 49 on which divisions have been asked for.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerji that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Haldar that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reducced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shyamaprasanna Bhattacharya that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramashankar Prosad that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 1,27,76 000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Turku Hansda that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 1 27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head '10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Haldar that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No 5, Major Head "10-Forest" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :—

NOES—94

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada

Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Sishuram
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Shrojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—41

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacherjee, Shri Panchanon
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar

Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 41 and the Noes 94, the motion was lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest", be reduced by Rs. 100, was then put and and a division taken with the following result :—

NOES—94

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Fadiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Datta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Mishra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrind a Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Sishuram
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari

Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, Shri Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Hoque, Shri Md.

AYES—41

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam, Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 41, and the Noes 94, the motion was lost.

The motion of Shri Saroj Ray that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest", be reduced by Rs. 100/-, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—93

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi

Banerjee, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Honb'le Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman. Kazi
Haldar, Shri Kuberchand
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri, Dhawajadhari
Mondal, Shri Sishuram
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantile, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, the Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—41

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chatterji, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Geosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

Ayes being 41 and the Noes 93, the motion was lost.

The motion of Shri Saroj Ray that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—94

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Dasgupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'cle Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima

Ishaque, Shri A. K. M.
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrendra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhwajadhari
Mondal, Shri Sishuram
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—38

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Modak, Shri Bijoy Krishna

Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

Ayes being 38 and the Noes 94, the motion was lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,27,76,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—94

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mo dal, Shri Sis uram
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna

Pal, Shri, Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—41

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

Ayes being 41 and the Noes 94, the motion was lost.

The motion of Hon'ble Tarun Kanti Ghosh that a sum of Rs. 1,27,76,000 be granted for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10-Forest" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. day after tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-34 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 3rd March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—2

3rd March, 1961

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Price Rs. 1·16 nP. English 1s-3d. per copy.

Vol. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—2

3rd March, 1961

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedui and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

'roceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 3rd March 1961, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 181 Members.

[3—3·10 p.m.]

Unstarred Question

(to which written answer was laid on the table)

Test Relief Work in Banagram subdivision

22. (Admitted question No. 134.) **Shri Ajit Kumar Ganguli :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) ১৯৬০ সালের মার্চ হইতে ১৯৬১ সালের ৩১এ জানুয়ারি পর্যন্ত বনগ্রাম মহকুমায় কোন্ কোন্ প্রকারের টেস্ট রিলিফের কাজ করান হইয়াছে ;

(খ) টেস্ট রিলিফ মারফত ইউনিয়নগুলিতে কয়টি রাস্তা হইয়াছে এবং তাহার দৈর্ঘ্য কত ;

(গ) এই রাস্তার জন্য কত লোক কাজ করিয়াছে এবং মজুরি হিসাবে কত গম এবং কত টাকা পাইয়াছে ; এবং

(ঘ) এইসব রাস্তা করিবার ব্যাপারে নিযুক্ত পে-মাস্টার ও মোহরারের সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট যোগ্যতা কি ?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen) :

(ক) নূতন রাস্তা তৈয়ারি, রাস্তা মেরামত এবং খাল সংস্কারের কাজ করান হইয়াছে।

(খ) মোট ৭৫½ মাইল দৈর্ঘ্যের ৩৬টি রাস্তা মেরামত এবং মোট ৪১½ মাইল দৈর্ঘ্যের ১৮টি নূতন রাস্তা তৈয়ার হইয়াছে।

(গ) মোট ২২৯,৮-৪টি মজুরের কাজ (man-days of work) হইয়াছে। মজুরি হিসাবে ১২,৬০৮ মণ ২৫ সের খাদ্যশস্য এবং ২৮,০৬৬ টাকা নগদ দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) সাধারণতঃ বিশ্বস্ততা এবং হিসাব রাখিবার জ্ঞান।

Calling attention to matter of urgent public importance

The Hon'ble Abdus Sattar : Sir, *A fatal accident occured in the* Coalite Chemicals Private Ltd., at 8, Girish Chandra Ghose Road, Calcutta, due to failure of napthalene centrifuse machine which disintegrated and a part of the machine hit the deceased Kedar Ahir, who was passing by at that time, causing his instanteneous death. Shri Ahir was not actually working at the machine at that time. It appears that the machine was of an old design and some parts of it including the upright cast iron column from which rotor shaft mounted was broken into pieces.

The machine had been in use for a long time and a new occupier took over the machine and the premises from the previous occupier about six months back. The new occupier applied for registration and licensing of the factory on 29-12-60 and the factory was registered.

Investigation is being carried on to ascertain the causes of the accident and fixing of responsibility.

Adjournment motion

Mr. Speaker : There is one adjournment motion tabled by Shri Panchugopal Bhaduri. I consider it important and the honourable members may discuss it at the time when the budget discussion over this and other matters take place. I have decided to read out the adjournment motion though I have refused consent.

"The House do now adjourn to discuss a matter of grave and urgent public importance and of recent oceurrence, viz., the failure of the State Government to check the sudden speculative rise of price of essential articles of public use and even the disappearance of some articles from the open market causing great suffering among the general public of the State of West Bengal."

Honourable member can discuss it when the demands for grants under the appropriate head will come up.

Shri Deben Sen : আমাদের এই বাজেটের কোন খাতে কোন item আছে যেখানে Central Government এর বাজেটের effect discuss করবো ?

Mr. Speaker : Food—Extra-ordinary Charges.

Shri Panchugopal Bhaduri : আপনি যদি urgency স্বীকার করেন, তবে এখনি discussionএ অসুবিধা কি ?

Mr. Speaker : Mr. Bhaduri, as you know, I have departed from the general rules which I have been following. I have read out the adjournment motion as I consider the honourable members must know and speak on it when the opportunity comes.

DEMAND FOR GRANT NO. 23

Major Heads : 40—Agriculture, etc.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 9,48,76,000 be granted for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agricultural, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural improvement and Research outside the Revenue Account."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ৯ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ উপস্থিত করলাম, তার মধ্যে ৬ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা developmentএর জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর খরচ করা হবে এবং এখানে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে যা খরচ করা হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যেখানে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল সেখানে এবার ৬ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে যাচ্ছি প্রথম বৎসরে। আমাদের এই কৃষি বিভাগের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে চাই পশ্চিমবঙ্গে যে জমি রয়েছে তার প্রায় ৮৭ ভাগ জমি আমরা কৃষির জন্য ব্যবহার করে থাকি। এটা যে শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে বেশী তা নয়, সমগ্র পৃথিবীতে এত বেশী land utilisation আর কোথাও হয়নি। এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে West Bengalএ 87 percent ; Andhraএ 41·4 percent ; Assam 9·4 percent ; Bihar 44·6 percent ; Bombay 55 percent। এমন কি Kerala, যেখানে density of population বেশী সেখানেও 47·1 percent। মধ্যপ্রদেশে 35 percent ; Madras 44 percent ; Orissa 66 percent ; Punjab 60 percent ; রাজস্থান 36 percent ; উত্তরপ্রদেশ 57 percent. জমি ব্যবহার করে থাকে। এবং আমরা জমি ব্যবহার করি 87 percent। অবশ্য এটা বিল বা জলা জায়গা এবং পাহাড় বাদ দিয়ে বলেছি, আমাদের যে জমি আছে তার মধ্যে 87 percent. আমরা ব্যবহার করি। তার ভিতর ধানের জন্য ব্যবহার করি 83·7 percent। আমার মনে হয় পৃথিবীতে এত বিরাট অংশ আর কোথাও utilise হয় না। এবং পৃথিবীতে যে রকম জমি কোথাও ব্যবহার হয় না আমরা সে ধরণের জমিও চাষের মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছি। আমাদের এখানে ধানের জন্য 83·7 percent জমি ব্যবহার হয় এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে Andhraএ 25·7 percent. of total land utilised, cultivation 25·7 percent. for Agriculture ; Bihar 64·2 percent ; Bombay 5·5 percent ; Kerala 45·2 percent ; M. P. 25·1 percent ; Punjab 4·1 percent ; Rajasthan 0·7 percent ; U. P. 22·8 percent। সমস্ত জায়গা থেকে পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশী জায়গা utilise করা হয়েছে ধানের জন্য।

Shri Bankim Mukherjee : এটা কি খুব কৃতিত্বের কথা ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : কৃতিত্বের কথা বলছি না, যেটা করা হয়েছে সেটাই বলছি। এবং তার ফলে বৎসরে বৎসরে marginal and sub-marginal land, অন্য জায়গায় হয়ত অন্য কোন চাষ করছে কিন্তু আমরা তাতে ধান চাষ করছি। তা সত্বেও আমি আপনার কাছে বলতে চাই যে কথা রাজ্যপালের বক্তৃতার সময় বলা হয়েছিল যে আমাদের production বাড়েনি তা ঠিক নয়। আমাদের এইরকম অবস্থা সত্বেও যেখানে ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে per acre Yield হোত 10·14 maund, আর সেখানে আজকে First Planএ হয়েছে 11·13 ; Second Planএ হয়েছে 11·26 ; এবং এই বৎসর হয়েছে 12·96।

[3-10—3-20 p.m.]

এখানে আরেকটা কথা বলতে চাই, আমরা যদি average হিসাব করে যাই তাহলে অনেক সময় আমরা যা করেছি তার ঠিক চিত্র পাওয়া যায় না, তার কারণ যে-জমিতে আমরা জলসেচের বন্দোবস্ত করতে পারিনি, যে জমিতে সার দিতে পারিনি, বীজ সরবরাহ করতে পারিনি, সেইসব জমিতে ফসল বাড়া সম্ভব নয়, যেটুকু বেড়েছে cultivation by modern methodsএর জন্যই বেড়েছে। আমরা যেটুকু করেছি সেটা দেখলে পরই বুঝতে পারবেন আমরা সত্যিকারের উৎপাদন বাড়াতে পেরেছি কি না। বর্ধমান, বীরভূম, হুগলী, মুর্শিদাবাদ এই ক'টা জেলাতে আমরা জল-সেচের বন্দোবস্ত করতে পেরেছি, এবং এই ৪টি জেলাতে আমরা বেশী করে সার এবং অন্যান্য জিনিস সরবরাহ করতে পেরেছি। এই ৪টি জেলার হিসাব যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব, ১৯৪৭-৪৮ সালে যেবৎসর স্বাধীন হয়, সেই বছর বর্ধমান জেলায় একরপিছু 10·48 mds উৎপাদন ছিল, তা 1960-61এ 16·42; বীরভূমে ১৯৪৭-৪৮ সালে ছিল 9·96, 1960-61এ হয়েছে 14·54; হুগলী জেলায় ছিল 10·67, ১৯৬০-৬১ সালে বেড়ে হয়েছে 15·42; মুর্শিদাবাদ জেলায় 8·83, ১৯৬০-৬১ সালে হয়েছে 12·69। আপনারা বলতে পারেন এই বছর ভাল বৃষ্টি হয়েছে। 1959-60তে বন্যা হয়েছিল। এখানে একটা হিসাব দিলে আপনারা দেখতে পাবেন যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে বর্ধমান জেলায় যেখানে উৎপাদন ছিল 10·48 mds সেক্ষেত্রে 1959-60এ বন্যা হওয়া সত্বেও 12 77, বীরভূম জেলায় 9·96 থেকে 12·53, হুগলী জেলায় 10·67 থেকে 11·18, মুর্শিদাবাদে 8·23 থেকে 8·10—মুর্শিদাবাদে ফলেছে, কারণ মুর্শিদাবাদের বেশীর ভাগ অংশ বন্যাপ্লাবিত হয়েছে বলে উৎপাদন হয়নি। অন্যান্য জায়গায় উৎপাদন বেড়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, average productionএর হিসাব দেখতে গেলে—আমি যেকথা বলছিলাম—তাহলে দেখতে পাব যে, যেখানে আমরা সব জিনিস দিতে পেরেছি সেখানেই বেশী করতে পেরেছি, তাতে সন্দেহ নাই। যেখানে আমরা এখনো পর্যন্ত irrigationএর বন্দোবস্ত করতে পারিনি সেখানে আমাদের পক্ষে উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হয়নি। একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন এখানে যে figure আছে, যে ৩৭ লক্ষ একর জমিতে irrigationএর বন্দোবস্ত হয়েছে it is not a very correct figure—তার কারণ হচ্ছে, যে ১২ লক্ষ একর জমিতে major irrigation করতে পেরেছি সেটা এবছর বেড়ে হয়েছে ১৪ লক্ষ একর—চিরকাল ধরে বাংলাদেশে ছোটখাট পুষ্করিণী ও খালবিল থেকে জলসেচ হয়ে এসেছে—সেটা ধরে মোট ৩৭ লক্ষ একর জমি। তারপর, আমাদের যেসমস্ত পরিকল্পনা করা হয় তার 50 percent deduct। কাজেই সত্যিকারের ২৩ লক্ষ জমিতে irrigation কার্যকরী রয়েছে। সেদিক থেকে আমাদের irrigation যা হয়েছে তাতে যা আমাদের food production যা হচ্ছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। তারপর average food productionএর আরেকটা লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হচ্ছে, ভাল বৃষ্টির অভাব ছাড়াও আরেকটা জিনিসের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—কৃষকদের holding জানলে পরই বুঝতে পারবেন আমাদের দেশে সত্যিকারের কৃষির উন্নতি করা কত কঠিন ব্যাপার। মাননীয় খগেনবাবু যদি টাকা পান, সিমেণ্ট পান, লোহা পান তাহলেই তাঁর পক্ষে রাস্তাঘাট করা সম্ভব। কিন্তু কৃষির কথা বলতে গেলে, কোন মন্ত্রী বা সরকারী কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব নয়, সরকার তো নিজে চাষ করে উৎপাদন করবে না। সাহায্য দিতে পারেন সরকার—এবং বর্তমানে যেসব অন্তরায় আছে কৃষির উন্নতির পথে, তা দূর করার জন্য ভাল বীজ ও সার সরবরাহের বন্দোবস্ত করতে পারেন, irrigation facilitiesএর ব্যবস্থা করতে পারেন। তাই আমি আপনাদের কাছে জানাচ্ছি, বাংলাদেশের কৃষকদের land holdingsএর কথা জানাচ্ছি—বাংলাদেশে less than 2 acres রয়েছে যাদের, তাদের সংখ্যা সমগ্র কৃষকসমাজের 34·5 percent, 2 to 3 acres যাদের তাদের সংখ্যা 15·2 percent; 3 to 4, তাদের সংখ্যা 12·3 percent, 4 to 5, তাদের সংখ্যা 8·6 percent, 5 to 10, তাদের সংখ্যা 20·3 percent, more

than 10 acres 9 percent। সুতরাং এটা পরিষ্কার করেই বোঝা যায়, বেশীসংখ্যক কৃষকদের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে তারা কোনপ্রকার উন্নতি করতে পারে সরকারের পুরো সাহায্য ছাড়া। এবং সরকারের পক্ষেও পুরো সাহায্য দেবার অনেক বাধা আছে। এপ্রসংগে আমি আপনাদের আরেকটা figure দেব, আমাদের যা requirement তা দেখলে পর আমরা দেখতে পাব 16 oz per head per day cereal দরকার। এই হিসাবে আমাদের খাদ্যবিভাগের মতে 10·5 প্রায় 17 oz দরকার; কিন্তু ভারত সরকারের হিসাবে তা অনেক কম। তাঁরা যে Expert Committee বসিয়েছিলেন তাঁদের মতে 16 oz minimum ধরতে হবে—বেশী ধরতে পারলেই ভাল হয়। আজকে যে population বাড়ছে—যদিও আমাদের census এখনো হয়নি—যে 25 percent বাড়ে সেটা যোগ করলে ২ কোটি ৬৩ লক্ষর জায়গায় ৩ কোটি ১৩ লক্ষ দাঁড়ায়—তাতে আমাদের minimum requirement 53 lac tons। এবং এই 53 lac tons cereal যা দরকার তা উৎপন্ন করলেই হবে না, উৎপন্ন করতে হবে আরো 10 percent বেশী। নিয়ে যাওয়া-আসা, তারপর ধানের বীজ রাখতে হয়। অতএব, হিসাব করলে দেখতে পাবেন, যদি 59 lac tons উৎপন্ন করতে পারি তাহলে আমরা খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারি। এই হচ্ছে আমাদের দরকার। তাতে গত ৪।৫ বৎসরে আমাদের যা উৎপন্ন হয়েছে, এবং এই বছর যা উৎপাদন হচ্ছে সেটা জানাতে চাই—১৯৫৬-৫৭ সালে হয়েছিল ৪৬ লক্ষ টন চাল, ২৫ হাজার টন wheat, 1957-58এ 48 lac tons, 1958-59এ 40 lac tons, 1959-60এ 41 lac tons, কিন্তু বেশী হয়েছে সেই বৎসর বন্যা সত্ত্বেও 1960-61এ 53 lac 50 thousand tons। এর থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন আমাদের যা দরকার তার থেকে ১২-১৫ লক্ষ টন ঘাটতি উৎপাদন হয় যার ফলে চালের দাম আমাদের দেশের নিম্নমধ্যবিত্তদের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে অনেক সময় চলে যায়। 1966এর population যদি ধরি তাহলে দেখতে পাব, population যা বাড়বে তাতে আমাদের requirement হয় 64 lac tons প্রতিবছর এবং এই 64 lakh tonsই আমাদের target। চালের উৎপাদন আমাদের বাড়াতে হবে 15 lac tons, আটার উৎপাদন ২ লক্ষ টন—মোট ১৭ লক্ষ টন। আমাদের average production ও consumption যদি দেখি—নিট্ প্রায় ৮ লক্ষ টন আমরা consume করি—তাহলে দেখব 45 lac tons চালের দরকার এবং তার সংগে ৪॥ লক্ষ টন (সাড়ে চার) যোগ করে 50 lacs আমাদের দরকার।

[3-20—3-30 p.m.]

আমাদের টোটাল সিরিয়াল যা দরকার তার চেয়ে কম হচ্ছে। ১৯৬৬ সালে ৬৪ লক্ষ টন দরকার এবং তার থেকে যদি ৮ লক্ষ টন বাদ দিয়ে দিই তাহলে চালের দরকার হবে ৫৬ লক্ষ টন। আর যদি এভারেজ ধরে নিই ৪২।৪৩ লক্ষ টন এবং তার সংগে যদি ১৫ লক্ষ টন বাড়াতে পারি তাহলে আমরা চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারব। আশা করি আমরা তা করতে পারব। আমাদের এখন যা টোটাল ক্রপ এরিয়া রয়েছে তার সংগে ৮ মিলিয়ন এ কারণ আমরা দো-ফসলা করে থাকি এবং আমাদের দেশে যদি খাদ্যোৎপাদন এবং অন্যান্য বিষয়ে এক উৎপাদন করতে হয় তাহলে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে অল্প জমিতে বেশী করে ধান উৎপন্ন করা। এজন্য জমিকে অন্যভাবে utilise করতে পারি তার বন্দোবস্ত করতে হবে - অর্থাৎ দো-ফসলা জমি বাড়ান দরকার। তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে আমাদের কৃষিবিভাগ ও সেচবিভাগ মিলে যে জমি ইরিগেট করতে যাচ্ছি তার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ একর। তারপর ডিপ টিউবওয়েল ও লিফট্ ইরিগেশানের দ্বারা আমরা ১ মিলিয়ন থেকে ১২ লক্ষ একর জমি ইরিগেট করতে পারব এবং এইভাবেই আমরা ডবল ক্রপিং করতে পারব। অতএব যেখানে ২ মিলিয়ন জমিতে ডবল

ক্রপিং রয়েছে সেখানে ৩ মিলিয়নের চেয়ে বেশী ডবল ক্রপিং করব বলে আশা করছি। আমরা ফার্টিলাইজার যা পেয়ে থাকি তার একটা হিসাব আপনাদের কাছে দিচ্ছি। আমাদের যা দরকার তার তুলনায় নিশ্চয় আমরা কম পেয়ে থাকি। এখন পর্যন্ত সিন্দ্রির কারখানায় যা তৈরী হয় তা ভারতের চাহিদার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সেদিক থেকে আমি বলব যে ১৯৫৫-৫৬ সালে যেখানে ১৫ হাজার ৫০০ টন, ১৯৫৬-১৯৫৭ সালে ৩২ হাজার টন, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৩৫ হাজার টন পেয়েছিলাম সেখানে ১৯৬০-৬১ সালে আমরা ৩৬ হাজার ৭০০ টনের বেশী পেয়েছি। আর একটা কথা বলব, ১৯৬০-৬১ সালে সেখানে ওরা ৪টা কোয়াটার্লি ভাগ করে দেয়। প্রথম কোয়াটার্লিতে প্রথম বছরে যেখানে ছিল ১০ হাজার ৮০০ সেখানে এ বছরে ২৪ হাজার ৮ টন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং আশা করছি এ বছরে ফার্টিলাইজার আরও বেশী পাব। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার পাওয়া না যাচ্ছে বা আমাদের নিজেদের ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টারী তৈরী না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নির্ভর করতে হবে গ্রীন ম্যানুওর ও কম্পোষ্ট এর উপর। এদিক থেকে আমরা কি করেছি সেটা জানাতে চাই। এই জিনিষটাতে যদি পুরো সমর্থন থাকে এবং সরকারী ও বেসরকারী ভাবে যদি প্রচারকার্য ভালভাবে চালাতে পারি তাহলে আমরা অনেক উন্নতি করতে পারব। আমরা ১৯৫৯-৬০ সালে ২ লক্ষ ২০ হাজার টন কম্পোষ্ট—টাউন কম্পোষ্ট সরবরাহ করতে পেরেছি এবং এ বছর ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টন করতে পেরেছি। এখানে আর একটা কথা বলব, সেটা হচ্ছে এই যেখানে আমাদের ফার্টিলাইজারের এত অভাব সেখানে আমরা সারের কাজ করতে পারতাম গোবর দিয়ে, কিন্তু সেটা use হয়ে যাচ্ছে fuel হিসাবে। আমি একটা হিসাব নিয়ে দেখলাম যে আমাদের টোটাল ক্যাটেল পপুলেশান ১৯৫৬ সালের সেনসাসে ১১ মিলিয়ন এবং তাদের থেকে ২২ মিলিয়ন টন গোবর আমরা পাই যার নাইট্রোজেন ভ্যালু হচ্ছে ৮৩ হাজার টন। আমাদের যা হিসাব তাতে আমরা ৮০ পার্সেণ্ট ঘুঁটে করে পুড়িয়ে ফেলি—অর্থাৎ প্রায় ৭০ হাজার টন। এইভাবে আমরা যে জিনিষকে ধান এবং অন্যান্য জিনিষের জন্য সার হিসাবে utilise করতে পারতাম সেটাকে আমরা fuel হিসাবে ব্যবহার করছি। সেজন্য আমি বলব যে পশ্চিমবাংলায় যত গ্রাম রয়েছে সেখানে সস্তা দরে বন্দোবস্ত করে যদি কয়লা সরবরাহ করতে পারতাম কিম্বা বনবিভাগ থেকে কাঠ বা forest farm করতে পারতাম তাহলে এই জিনিষটাকে আমরা কৃষির জন্য use করতে পারতাম। এবং তাতে করে ধান চাষের বেশী উৎপন্নের দিকে সাহায্য করতে পারতাম।

আমাদের এখানে গতবার যখন টিউবওয়েল সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল তখন সুবোধবাবু এবং আরও কয়েকজন সদস্য জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আমাদের যে টিউবওয়েলগুলো হয়েছে সেগুলো চালু করবার জন্য কি ব্যবস্থা করছেন? কাজেই আজ পর্যন্ত আমাদের কয়টা টিউবওয়েল হয়েছে এবং কয়টা চালু আছে তার একটা হিসেব দিচ্ছি। প্রথমতঃ, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে আমরা ৩৬টি টিউবওয়েল এনার্জাইস্ করেছিলাম এবং তার মধ্যে কোনটাতেই কোনরকম গোলমাল ছিল না। তারপর ১৯৫৯-৬০ সালে আমরা ৫৮টি টিউবওয়েল করেছিলাম এবং তার মধ্যে ৫৫টি এনার্জাইস্ করেছি এবং এ বছর যে ৭২টি টিউবওয়েল করতে যাচ্ছি তার মধ্যে ১০টি এনার্জাইস্ হয়ে গেছে এবং আরও ২০।২২টি ৩১শে মার্চের মধ্যে এনার্জাইস্ করতে পারব বলে আশা করি।

আমাদের পশ্চিমবাংলায় খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি করা যে একান্তই প্রয়োজন সেকথা আমরা সকলেই জানি এবং উৎপল কমিটিও এ সম্বন্ধে বলেছেন যে, আমাদের এখানে যে বিভিন্ন ধরণের ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড পড়ে রয়েছে সেগুলোকে ইউটিলাইজ করতে হবে এবং তাঁরা বলেছেন যে প্রায় ১ লক্ষ ১৩ হাজার একর জমি ইউটিলাইজ করা সম্ভব হবে। তবে এ প্রসঙ্গে আমি জানাতে চাই যে, সেকেণ্ড ফাইভ প্ল্যানে যেখানে আমাদের ৩৭ হাজার ৫০০ একর ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড রিক্লেম করবার টার্গেট ছিল সেখানে আমরা ৪১ হাজার ৩০০ একর ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড রিক্লেম করেছি এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়

৯৩ হাজার ৫০০ একর ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড রিক্লেম করব। তবে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ হবে না যদি এর সংগে সংগে আর কয়েকটা কথা না জানাই এবং সেগুলো হোল যে, যদি আমাদের অর্থ নৈতিক উন্নতি করতে হয় তাহলে কেবল ধানের উপর লক্ষ্য না রেখে ডাবল ক্রপিং বা অন্যান্য নানারকম চাষবাসেরও ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর জুট-এর দিক দিয়ে আমরা দেখেছি যে, এ বছর জুটের দাম অনেক বেশী পাবার ফলে কৃষকদের লাভ হয়েছে। তবে পশ্চিমবংগ সরকারের তরফ থেকে যে কথা বার বার বলা হয়েছে আমি মনে করি তা ন্যায্য—অর্থাৎ কৃষকদের জন্য যখন একটা খরচ হয় তখন যদি একটা মিনিমাম্ দাম জুট কমিটির কাছ থেকে পাই তাহলে এই জিনিষ বাড়াবার কাজে তাদের এন্‌কারেজমেণ্ট বা ইন্‌সেন্টিভ্ থাকবে। কিন্তু বেশী উৎপন্ন হলে যদি দাম কমে যায় তাহলে যদিও ন্যাচারালী জুট প্রোডাকসন্ কমে যাবে তবে আমরা উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করব এবং উৎপন্ন বৃদ্ধির সংগে সংগে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য যাতে তাঁরা একটা ন্যায্য মিনিমাম্ প্রাইস্ পায় তার চেষ্টা করব।

তারপর আমাদের দেশে ৩টি জিনিষের প্রচলন করতে চাই এবং তার মধ্যে একটা হচ্ছে সিসল্ প্ল্যাণ্টেসন্। এই জিনিষের সুবিধা হচ্ছে যে, যেখানে ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড রয়েছে এবং বৃষ্টি কম হয় সেখানে এই প্ল্যাণ্টেসন্ করা সম্ভব; তবে আপনারা এগ্রিকালচারাল ফেয়ারে গিয়েছেন কিনা জানি না, কিন্তু যদি যান তাহলে দেখতে পাবেন যে সেখানে এই সিসলের দ্বারা তৈরী দড়ি টাঙ্গান রয়েছে। তবে এই সিসল্ প্ল্যাণ্টেসন এর কথা বলতে গিয়ে একটা কথা বলতে চাই যে, আজ পর্যন্ত শুনেছি আমাদের ৪ কোটি টাকার রোপ্ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় এবং তারজন্য ৪ কোটি টাকার ফরেন্ এক্সচেঞ্জ খরচ হয়। কাজেই সিসল-এর দ্বারা দড়ি তৈরী করতে পারলে বহু লোকের আন্-এমপ্লয়মেণ্ট ঘোচান যেতে পারে। তারপর আমাদের দেশে কাপাস তৈরী হয় না বটে কিন্তু রামি থেকে যে ফাইবার আমরা পাই তা থেকে জামা, কাপড় প্রভৃতি তৈরী হতে পারে এবং জলপাইগুড়িতে ১০০ একর জমিতে আমরা যে এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলাম তাতেই দেখেছি যে রামি ভাল করে করলে তা থেকে আমাদের কতটা আর্থিক উন্নতি হতে পারে। তারপর মোথরা দিয়ে শিতলপাটি তৈরী হতে পারে এবং পশ্চিমবাংলায় রিফিউজিরা তা তৈরী করেছিল। অবশ্য এখন এই যে ৭৫ হাজার অ্যাডিসনাল ফ্যামিলী চলে এসেছে তাঁরা এই গাছের অভাবে আর এগুলো করতে পারছে না। সিসল শুষ্ক জমিতে হয় এবং মোথরা ওয়াটার লগ্‌ড জমিতে হয়, কাজেই এর দ্বারা বিভিন্ন জলাজমি ইউটিলাইজ করে আমরা বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারব। যা হোক, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কত ব্যয় হবে তা যখন আপনারা সকলেই জানেন তখন আমি প্রত্যেক সদস্যের কাছে এবং বিশেষ করে যতীনবাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, কেন না তাঁরা প্রত্যেকেই এই কৃষিবিভাগকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বলে স্বীকার করে এর জন্য বেশী টাকা খরচ করবার জন্য বলেছেন। তবে আপনাদের সকলের অবগতির জন্য আর একবার জানাচ্ছি যে, যেখানে আমাদের ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ছিল সেখানে আমরা ৬১ কোটি টাকা খরচ করতে যাচ্ছি।

[3-30 - 3-40 p.m.]

তবে খরচ করাটাই বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে এই টাকা খরচ করে কতটা খাদ্যউৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলাম। এই কাজ করবার জন্য আমাদের যে ডাইরেক্টরেট্ রয়েছে, ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলে যে অফিসার রয়েছে, থানা লেভেলে যে অফিসার রয়েছে এবং গ্রাম লেভেলে যে গ্রাম-সেবক রয়েছে তাদের ট্রেনিং করবার জন্য আমরা একটা বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা করছি। সেই সংগে সংগে

আমি একথা বলতে পারি যে যতই আমরা চেষ্টা করি না কেন, আজকে যদি এ-ব্যাপারে আমাদের সত্যিকারের সাফল্যলাভ করতে হয় তাহলে এ-ব্যাপারে প্রত্যেকের সম্পূর্ণ সহযোগিতা দরকার। কৃষি একটা জিনিস যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তার পথের অন্তরায় দূর করতে পারি মাত্র। আজকে কৃষি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যার উন্নতির উপর সমস্ত বাংলাদেশের উন্নতি নির্ভর করছে। সেজন্য এ-ব্যাপারে প্রত্যেকের সহযোগিতা চাইছি। আমরা যদি ১৫ লক্ষ টন চাল, ২।৩ লক্ষ টন আটা, ১০।`৫ লক্ষ টন আলু বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে আমাদের একশো কোটী টাকা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করতে পারি এবং সেই টাকা কন্‌জিউমার গুড্‌স কেনবার জন্য মার্কেটে আসবে তাতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেসান বৃদ্ধি পাবে, এবং সেই উপায়ে আন-এম্‌প্লয়মেণ্ট প্রব্‌লেম সল্‌ভ করতে পারব। সেজন্য এ-ব্যাপারে সকলের সমর্থন যাচ্ঞা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : All the cut motions are taken as moved.

Shri Gobardhan Das : I beg to move that the demand of Rs. 9,48.76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mandal : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Out'ay on schemes of Agricultural Improve-ment and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 1C0.

Shri Phakir Chandra Ray : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No, 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improve ment and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No 23, Major Heads "40-Agrlculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40 Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40 Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outeside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Brindaban Behari Basu : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Apurbalal Majumdar: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Khagendra Kumar Roy Chowdhury : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Accounts", be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Pakray : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture --Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agricultuee—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari: *I beg to movs that the demand of* Rs. 9,48,76,000 for expenditure under *Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural* Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40 Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement snd Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71, Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced to Re. 1.

Shri Renupada Halder: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced to Re. 1.

Shri Hare Krishna Konar: I beg to move that the demand of Rs. 9,48.76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced to Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71, Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Shri Rabindra Nath Roy: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced to Re. 1.

Shri Ramanuj Halder: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on scheme of Agricultural Improvement and Researeh outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Shri Syed Badrudduja: I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced to Re. 1.

Shri Gobinda Charan Maji : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Researeh outside the Revenue Account", be reduced to Re. 1.

Shri Niranjan Sen Gupta : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure, under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced to Re. 1.

Shri Chitto Basu : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Shri Phakir Chandra Ray : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be Reduced to Re. 1.

Shri Subodh Banerjee : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71, Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Dr. Golam Yazdani : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Shri Sunil Das : I beg to move that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced to Re. 1.

Shri Khagendra Kumar Roy Choudhury : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতা শুনছিলাম এবং আগামী অর্থনীতি যে সাফল্যলাভ করবে তার একটা চিত্র তিনি এখানে উপস্থিত করলেন। ফিগারের ব্যাপারে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে বছরের পর বছর ফিগারের অংকে তফাৎ এবং ফিগারের অংক বেড়ে যায়। তাতে অন্ততঃ আমার মনে হচ্ছে জমিতে সারটা না দিয়ে ফিগারে সারটা লাগিয়েছেন, জমির ফসল না বেড়ে ফিগার বেড়ে যাচ্ছে। এখন দেখছি ফিগারটা বাড়াবার জন্য যে সাল ওঁদের সুবিধা হয় সেই সালের হিসাব দিচ্ছেন। যাহোক, আমি একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে এত আমরা সাফল্য লাভ করছি কিন্তু চালের দর কমছে না কেন? বছরের পর বছর নাকি আমাদের উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু চালের দর মোটে কমছে না। এইসবের যদি একটু জবাব দেন তাহলে ভাল হয়। কোথায় কোথায় ত্রুটি আছে সেগুলি না বলে কেবল সাফল্যের কথা বলে গেলেন। কৃষির উৎপাদন বাড়ানর ব্যাপারে কতগুলি নীতির প্রয়োজন আছে। সেই নীতি

যদি ওঁরা গ্রহণ না করেন তাহলে কোনদিন কৃষির উৎপাদন বাড়াতে পারবেন না। সেই নীতি হচ্ছে কৃষককে বাদ দিয়ে, ক্ষেতমজুরকে বাদ দিয়ে, বর্গাদারকে বাদ দিয়ে ওঁরা যদি কৃষির উন্নতির জন্য, উৎপাদন বাড়াবার জন্য চেষ্টা করেন তাহলে তা কোনপ্রকারে সম্ভব হবে না এবং এই নিয়ে বরাবর বিরোধীপক্ষ সমালোচনা করে এসেছেন। একটা কথা তরুণবাবু বলেননি যে কনস্ট্রাক্টিভ্ সাজেসান নেই। কংগ্রেসপক্ষ থেকে মন্ত্রীরা এবং সদস্যরা বলেন যে আমাদের বক্তৃতার মধ্যে কনস্ট্রাক্টিভ্ সাজেসান থাকে না। আমরা কনস্ট্রাক্টিভ্ সাজেসান দিই। ওঁদের বলার কথা তাই ওঁদের বলতে হয় যে আমরা কনস্ট্রাক্টিভ্ সাজেসান দিই না। যাই হোক, কৃষককে বাদ দিয়ে ভূমি সংস্কার না করে কৃষির যে উন্নতি হয় না এটা গোড়ার কথা। এই গোড়ার কথা ওঁরা বুঝবার চেষ্টা করেন না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, দেশের বেশীর ভাগ লোক হচ্ছে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাদের যদি আয় বাড়ান যায়, তাদের যদি ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে তাহলে আভ্যন্তরীণ বাজারটাও বেড়ে যায়। সেদিক থেকে ওঁরা চান না, বরং উল্টো করেন। গ্রামের দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে গ্রামের অবস্থা কি। আমি কয়েকটা বই থেকে তথ্য দেব। এটা কমিউনিষ্ট পার্টির কোন বই নয়—এটা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল জিওগ্রাফী অব ওয়েষ্ট বেংগল Government of West Bengalএর Statistical Handbook। আর একখানা বই রয়েছে, সেটা হচ্ছে Agricultural Situation in India, Government of India বের করেছেন। এইসব বইতে যে তথ্য রয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে কৃষির উপর চাষ নির্ভরশীল রুরাল এরিয়ার লোক তাদের মাথাপিছু আয় হচ্ছে ১৮ টাকা, আর ক্ষেতমজুর যারা তাদের মাথাপিছু আয় ১৫ টাকা মাসে এবং ১৫ থেকে ৫৫ বছর বয়স যাদের যারা এই গ্রুপের মধ্যে পড়ে তাদের শতকরা ৩০ ভাগ হচ্ছে বেকার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে, বেশী জমি চাষে আনার ব্যাপারে, দোফসলা করার ব্যাপারে এদের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি না? তা যদি মনে করেন তাহলে একরকম নীতি হয়, আর তা যদি না করেন তাহলে আর একরকম নীতি হয়। আপনি অনেক তথ্য দেন। প্রফুল্লবাবুও প্রত্যেক বছর তথ্য দেন—কখনও মণে দেন, কখনও টনে দেন, কখনও ধানের হিসাব দেন, কখনও চালের দেন। ফেব্রুয়ারী মাসে একরকম দিচ্ছেন, জুন মাসে আর একরকম দিচ্ছেন লোককে বিভ্রান্ত করবার জন্য, ভুল বোঝাবার জন্য। আমি বিশেষ করে কতকগুলি তথ্য দিতে চাই। কৃষির উন্নতি হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা বুঝতে গেলে প্রথমে দেখা দরকার একর প্রতি উৎপাদন বাড়ছে কি না। মাথাপিছু উৎপাদন বাড়ছে কি বাড়ছে না—দেশে সমগ্রভাবে উৎপাদন বাড়ছে কি কমছে। তরুণবাবু একটু আগে হিসাব দিয়ে গেলেন ১৯৪৭ সালে কি হয়েছিল, আর ১৯৬১ সালে কি হয়েছে কিন্তু ১২ বছরের হিসাবটা না দিলে কিছু বুঝা যায় না—পরপর যদি হিসাব দেন তাহলে একটা সামগ্রিক চিত্র হাউসের সামনে থাক। আপনি ২।১ জায়গার হিসাব দিলেন—বর্ধমান বীরভূমের হিসাব, কোথা থেকে তথ্য পেলেন জানি না, বল্লেন আমরা ১৬ মণ করেছি ১২ মণ থেকে। আমি কতকগুলি তথ্য দিচ্ছি যার থেকে বুঝতে পারবেন কিভাবে কৃষির উন্নতি হচ্ছে। এটা আমি জানি না ওঁদের কাছে কনস্ট্রাক্টিভ্ না ডেস্ট্রাক্টিভ্ সাজেসান হবে। আমি তথ্য দিচ্ছি গভর্ণমেণ্ট অব্ ওয়েষ্ট বেংগলের পাব্লিস্ড বই থেকে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রোডাক্সন ছিল ৩৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৪ শো টন, ১৯৫১-৫২ সালে ৩৫ লক্ষ ৭ হাজার ৯৭০ টন, ১৯৫২-৫৩ সালে ৩৯ লক্ষ ৪২ হাজার ২৫০ টন, ১৯৫৩-৫৪ সালে ৫২ লক্ষ ২৪ হাজার ৯০০ টন, ১৯৫৪-৫৫ সালে ৩৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬ শো টন, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭ শো টন, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭ শো টন, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৪৩ লক্ষ ৬ হাজার টন, ১৯৫৮-৫৯ সালে ৪০ লক্ষ ৫৭ হাজার টন, ১৯৫৯-৬০ সালে ৪১ লক্ষ ৭২ হাজার টন, আর ১৯৬০-৬১ সালের হিসাব একটু আগে দিলেন। এর থেকে কি বুঝবো? তিনরকমভাবে হিসাব দিতে পারেন —এক হচ্ছে ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ১০ বছরের টোটাল প্রোডাক্সনকে ১০ দিয়ে ভাগ

করে য়্যাভারেজ করুন। আর এক রকমে হতে পারে, ১৯৫৩-৫৪ সালকে যদি মনে করেন যে ওটা উন্নতি হচ্ছে, আর ১৯৬০-৬১ সাল যখন অন্য কোন ক্যাপাসিটিজ হয়নি সেটাকে ধরেন তাহলে দেখবেন আমাদের কতটুকু বেড়েছে। আবার যদি ১৯৫০-৫১ সালের হিসাব ধরেন এখন পর্যন্ত দশ বছরের বাস্পীয় রূপ বাদ দিয়ে তাহলে মোটামুটি কি দাঁড়ায়? সেদিক দিয়ে বলি—যদি ১৯৫০ সালের য়্যাভারেজ ধরেন তাহলে এত বছরে আপনি ২ লক্ষ টন ফসল বাড়াতে পেরেছেন। যদি ১৯৫৩ সালকে য়্যাভারেজ ধরেন তাহলে ১৯৬০-৬১ সালে দেখবেন যে ১ লক্ষ টনের সামান্য কিছু বেশী উৎপাদন আপনাদের বেড়েছে। আবার যদি ১০ বছরের হিসাব একসংগে ধরেন তাকে দশ দিয়ে ভাগ করেন তাহলে দেখবেন ৩।৪ লক্ষ টন বেড়েছে এবং এই যে বেড়েছে এতে আপনাদের কৃতিত্ব কিছু নেই। আপনি একটু আগে বল্লেন শতকরা ৮৭ ভাগ জমি চাষের মধ্যে এনেছেন, আবাদযোগ্য করেছেন। কাজেই জমির পরিমাণ বেড়েছে বলে উৎপাদন বেড়েছে।

সুতরাং তাঁরা সংঘাতিক একটা কিছু করেছেন—২ লক্ষ টন ফসল বাড়িয়ে গত বছর ধরে। আর কি করে বুঝবো—আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছি!

[3-40—3-50 p.m.]

তারপর per Acre production কি হচ্ছে দেখুন! ১৯৫৩-৫৪ সালে ১০·৮১ মণ; ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৪·২৬ মণ; ১৯৫৫-৫৬ সালে ১১·১২ মণ; ১৯৫৬-৫৭ সালে ১১·৭৩ মণ; ১৯৫৭-৫৮ সালে ১০·৭৪ মণ; ১৯৫৮-৫৯ সালে ১০·৩৯ মণ; ১৯৫৯-৬০ সালে ৩·৩২ মণ। অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে 10·86 per acre থেকে ১৯৬০ সালে ৩·৩২ হয়েছে উৎপাদন। এটা তাঁদের ফিগার। আমরা কি উন্নতি করতে পেরেছি দশ বছরে 10·86 থেকে 10·32 এসেছি। এটা আপনাদের ধারণা—এতবড় অগ্রগতি আপনাদের হয়েছে।

এখন per capita production কি হয়েছে দেখা যাক। এই per capita production ১৯৪৭-৮ সালে ছিল 4·45; ১৯৪৯-৫০ সালে ছিল 4·73; ১৯৫৫-৫৬ সালে 4·75; আর ১৯৫৯-৬০ সালে 3·9। চমৎকার! এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে আমাদের উৎপাদনের দিক দিয়ে কত অগ্রগতি হয়েছে ১৩ বছরে; 4·73 থেকে 3·9-এ নামিয়ে নিয়ে আসতে পারায় আপনাদের বিলক্ষণ কৃতিত্ব আছে! আরো সার ইত্যাদি কত কি দিয়েছেন।

আজ ১৩ বছর ধরে আপনারা self-sufficient হতে পারলেন না। উনি ফিগার দিলেন—বর্তমানের এই লোকসংখ্যা যদি থাকে, তাহলে তাঁরা ১৯৬৬-৬৭ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবেন। পনের বছর ধরে শুনছি—ঐ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবার কথা। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী কিদোয়াই সাহেব যখন ছিলেন, তিনি বললেন—আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া দূরের কথা, আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েও অন্য দেশে খাদ্য রপ্তানী করি। আর এখন দেখা গেল এই খাদ্য আমদানীর ব্যাপারে আমরা আমেরিকার সঙ্গে ৫ বছরের একটা চুক্তি করেছি। তাতে এক কোটী টন খাবার সে দেশ থেকে আমরা এই পাঁচ বছরে আনছি। এমনই আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি যে ৫ বছরের চুক্তি করতে হয়েছে! তবে তরুণবাবু একটা জিনিষ উল্লেখ করেন নাই যেটা প্রফুল্লবাবু বরাবর উল্লেখ করে আসছেন—সেটা হচ্ছে এই রিফিউজি সমস্যা। তাই তিনি খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। সত্যি করে ওঁদের উন্নতির কথা যদি বলেন—আমি কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে তুলনা করে বলছি না; সমাজতান্ত্রিক দেশের নাম শুনলে ওঁরা আঁৎকে ওঠেন। অবশ্য তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারেন, তাতে দোষ হয় না। আমি ধনতান্ত্রিক দেশের কথা বলছি। তাঁরা জাপান

ও গ্রেটবৃটেনের মত ধনতান্ত্রিক দেশের কায়দায় কৃষি ও কৃষকের উন্নতি করতে পারেন। তাঁরা হয়ত বলবেন—আমরা অন্যের অনুকরণ করবো কেন? আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য আছে—জমিদার-জোতদারদের সহযোগিতা করতে হবে। অপরের স্পুটনিক যদি উপরের দিকে ওঠে, আমাদের স্পুটনিককে নীচের দিকে পাঠাতে হবে। ওঁরা জাতীয় ঐতিহ্য বলতে একরকম বোঝেন; আর আমরা একরকম বুঝি। ওঁরা এমন বুঝেছেন যে ১৩ বছরেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারলেন না।

গ্রামের অবস্থা আমরা কি দেখছি? আমরা কৃষিসংস্কারের কথা বারবার বলি, ওঁরা শোনেন না। ওঁরা ঐটা বাদ দিয়ে করবার চেষ্টা করেন। ২৫ থেকে ৫০ বৎসর বয়স্ক লোক যারা গ্রামে বাস করে, তাদের মধ্যে বেশীরভাগই হচ্ছে ভাগচাষী। এই সকল ভাগচাষীদের মাত্র দুই থেকে তিন মাসের মত খোরাক থাকে। পশ্চিমবাংলা সরকারের রিপোর্টের পুস্তকের মধ্যে আছে, ১৯৫১ সালের একটা ফিগারে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ৭ লক্ষ ভাগচাষী পরিবার, যাদের জমি নেই, বা খুব অল্প জমি আছে। ওঁরা সব সময় দাবী করে থাকেন যে আমাদের চেয়ে ভাল জানেন। উনি একটু আগে কতকগুলি ফিগার দিয়ে গেলেন, তাতে বললেন যে পশ্চিমবাংলায় সাড়ে ছয় লক্ষ ক্ষেতমজুর গ্রামের মধ্যে আছে। এই সমস্ত পরিবারদের বাদ দিয়ে আপনি কি করে উৎপাদন বাড়াবেন? রাইটার্স বিল্ডিং-এর কাছে উৎপাদন হবে?

তারপর টেষ্ট রিলিফের কথা বলেছেন। গ্রামে টেষ্ট রিলিফের জন্য যেভাবে খরচ করা হয়, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে গ্রামের অবস্থা কি? প্রত্যেক বছর দেখা যায় ভাগচাষীরা চাষ করলেই সেই সময় জমিদার, জোতদাররা পুলিশ সংগে নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয় এবং তাদের উৎপন্ন ফসল দখল করবার চেষ্টা করে। সুতরাং ভাগচাষীরা চাষ করবে কেন? তারা চাষ করতে ভরসা পায় না। উৎপন্ন যাতে বাড়ে তারজন্য চাষীদের ভাল বীজ, সার, সেচ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা উচিত। এবং সরকারের তরফ থেকে তাদের সাহস দেওয়া উচিত, তা না হলে তারা মনে করে যে তারা ফসল উৎপন্ন করলেই সেখানে জমিদার, জোতদারদের হীন আক্রমণ সুরু হবে। গ্রামের কংগ্রেস, পুলিশ তারা এসে তাদের উৎপন্ন ফসল কেড়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং তারা ফসল উৎপন্ন করতে সাহস করবে কি করে? চাষের জন্য তারা টাকা ঢালবে কেন? সুতরাং সরকারের এই ধরণের প্রচেষ্টায় উৎপন্ন বাড়ান যায় না, তাতে খালি ফিগার বাড়ান যায়। ফিগার তৈরী করা যায়। তাই আমি অনুরোধ করবো—আপনি সত্যিকার ফিগার দেবার চেষ্টা করুন। আপনারা বলেছেন আগামী বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেবেন। সেটা যাতে হয়, তার ব্যবস্থা করুন। তারপর আপনি গোবরের কথা বলেছেন। গোবরে হাত দিলে এবার ঘুঁটের দাম বেড়ে যাবে। কৃষকদের দিয়ে যদি কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হয় তাহলে তাদের প্রয়োজনীয় লোন সময়মত দিতে হবে। অবশ্য আপনারা কৃষকদের কিছু লোন সময় সময় দেন। যেমন—গ্রুপ লোন চালু করে, বলা হচ্ছে ২৫ টাকা করে তোমরা নাও। কিন্তু ঐ যে সামান্য ২৫ টাকা লোন দেন, তা দিয়ে জোড়া বলদের লেজও কেনা যাবে না। যে সামান্য লোন দেওয়া হয়, তাও তারা সময়মত পায় না। সার বিতরণ করা হয়, কিন্তু সে সার তাদের কাছে পৌঁছায় না, অথচ সার কলকাতায় কেনা, বেচা হয়। কৃষকদের জমির উপর যদি অধিকার দেওয়া না হয়, তাদের যদি ভাল বীজ ধান, সার প্রভৃতি সময়মত দেওয়া না হয়, তাহলে কিসে আপনি উৎপাদন বাড়াবেন? ওঁরা বড়াই করেন আমাদের সেচের ব্যবস্থা খুব ভাল। তাঁদের কি রকম চমৎকার সেচ ব্যবস্থা! জল হলে কি হবে বলা যায় না। হয়ত খুব জল হল, তার ফলে ১৪টা জেলা ভেসে গেল। মাননীয় সেচমন্ত্রী অজয়বাবু বলতে পারবেন যে আমার জেলাতে উত্তরভাগে সেচ পরিকল্পনা এমন হয়েছে যে সেখানে সেচের জলে কুলাচ্ছে না তারা বাধ্য হয়ে আকাশের জলের দিকে চেয়ে আছে। সুতরাং সেচের যদি উন্নতি না হয় এবং চাষ সম্পর্কীয় অন্যান্য ব্যবস্থা না হয় ও কৃষকের হাতে জমি দেওয়া না হয়, তাহলে উৎপাদন বাড়বে

পারে না। সুতরাং উৎপাদন বাড়াতে হলে এই কয়েকটি জিনিসের প্রতি সরকারের দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথম কৃষকের হাতে জমি দিয়ে, তাকে জমির মালিক করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কৃষকের খাজনার হার কমাতে হবে। তৃতীয়তঃ তাদের এক বিঘা বাস্তুজমি নিষ্কর করতে হবে। এবং তাদের progressive tax বন্ধ করতে হবে, এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সময়মত লোন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া তাদের উপর যে সার্টিফিকেট জারী করে লোনের টাকা আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে, তা রহিত করতে হবে। উনি জানেন উৎপাদন বাড়েনি। কারণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বাড়ানর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এখন এষ্টিমেটে দেখছি—৩ লক্ষ ৯০ হাজার টনের বেশী বাড়তে পারে না। যে কৈফিয়ৎ তাঁরা দিচ্ছেন, তাতে হবে না। ১২টি ডিপ্ টিউবওয়েল ইরিগেসন্ স্কীমে করবার কথা ছিল। তার মধ্যে মাত্র ৮টি কার্যকরী হয়েছে।

যে পরিকল্পনা নিচ্ছেন তাতে আমাদের সাজেশানগুলি যেন গ্রহণ করেন এবং একথা মনে না করেন যে আমাদের সাজেশান নিলে বেকায়দায় পড়বেন এবং ফলে সর্বনাশ হয়ে যাবে এবং লোক কমিউনিষ্ট হয়ে যাবে।

[3-50—4 p.m.]

Shri Mihir Lal Chatterjee : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তাঁর প্রারম্ভিক অভিভাষণে অনেক কথা আমাদের শুনিয়েছেন এবং বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন কিন্তু আমরা বাজেট পুস্তকে যে সকল তথ্য দেখতে পাই তাতে আমার মনে হয়, কৃষিবিভাগের যোগ্যতার চেয়ে অযোগ্যতাই বেশী। যেমন আমরা দেখি যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে Plan Projectএ খরচ হওয়ার কথা ছিল ৭ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখি ১½ কোটি টাকা খরচ করতে পারেননি। ১৯৬০-৬১ সালের হিসাবেও দেখি, কতকগুলি খাতে তিনি টাকা খরচ করতে পারেননি যদিও এই হাউস তাঁর বিভাগের জন্য টাকা বরাদ্দ করেছে। Distribution of Sludge এর জন্য হাউস থেকে বরাদ্দ করা হয়েছিল ২ লক্ষ ৭২ টাকা। কৃষি বিভাগের মুখপত্র বসুন্ধরা নামক কাগজে অনেক-কিছু প্রচার করা হয়, যথা, Sludge পৌঁছে দেওয়া হবে, নগদ টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু বাজেটে যদিও বরাদ্দ ছিল ২ লক্ষ ৭৫ টাকা—সরকার খরচ করতে পেরেছেন মাত্র ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। আবারও এবার চেয়েছেন ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। Distribution of Bone meal খাতে ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, খরচ করেছেন ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। কেন? এবারে চাইছেন ২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। Distribution of Super Phosphateএর জন্য বরাদ্দ ছিল ৫ লক্ষ টাকা, খরচ করতে পেরেছেন লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। এবারে চাইছেন ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। Development of memorial resources এর জন্য কৃষিবিভাগ গতবছর চেয়েছিলেন ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। এই House সেই টাকা বরাদ্দ করেছিল কিন্তু কৃষিবিভাগ খরচ করলেন মাত্র ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় কি হতে পারে? সরকার কি কাজ করছেন? এবারেও চেয়েছেন লক্ষ টাকা। আবার আর একটা খাতে compost scheme for under-developed Municipality খাতে দেখছি গত বৎসর ৮১ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল, সরকার এক পয়সাও খরচা করতে পারেননি। এবার ঐ খাতে ৩৯ হাজার টাকা চাইছেন। গত বৎসর যদি ফসল বেড়ে থাকে তো ভগবানের দয়ায় বেড়েছে, বৃষ্টি দেবতার দয়ায় বেড়েছে। এই House থেকে যে টাকা কৃষির জন্য বরাদ্দ ছিল তা যদি ঠিকমত কৃষিবিভাগ খরচ করতে পারতেন তাহলে ফসল অনেক পরিমাণে বাড়ত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ

থাকা সত্ত্বেও সরকার খরচ করতে পারেনি। মাননীয় তরুণকান্তিবাবু বলেছেন Agriculture Exhibition যেন দেখে আসি। আমি যেটা দেখে এসেছি। তিনি গিয়েছিলেন রাণীর সংগে—কাজেই আমার দেখা আর ওঁর দেখায় তফাৎ হবে। তিনি যদি মাদ্রাজ pavilionএ গিয়ে থাকেন তাহলে দেখবেন ১৯৫৯ সালে মাদ্রাজ রাজ্যে ১৭.৯ লক্ষ টন চাল উৎপন্ন করেছে, আর ৯৬১ সালে তার দ্বিগুণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪.১ লক্ষ টন হয়েছে। আর যদি acreage ধরেন তো দেখবেন সেখানে ১৯৫২ সালে ৪৪.৫ লক্ষ একর ছিল—সেট' বেড়ে গেছে ২৫ পার্সেন্ট এবং বেড়ে হয়েছে ৫৭.৩ লক্ষ একর।

যদি পাঞ্জাব pavilionএ যান, দেখবেন সেখানে তারা গর্বের সংগে chart এবং ছবি দিয়েছে, facts and figures দিয়েছে যে, আমরা ভারতবর্ষের ভিতর সবচেয়ে বেশী গম উৎপাদন করি। তারা তুলনামূলকভাবে figure দিয়ে দেখিয়েছে যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম দিকে কি পরিমাণে গম হোত, আর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কি পরিমাণে গমের ফলন বেড়েছে। তারা তুলা সম্বন্ধে কত ফলন বাড়িয়েছে, ভুট্টা ইত্যাদির উৎপাদন কি পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েছে, তা দেখিয়েছে। আর আপনার বাংলার pavilion, যেটা গর্বের সংগে দেখতে গিয়েছিলাম সবচেয়ে বড় pavilion, ৭ লক্ষ টাকা খরচ করছেন, সেখানে কিন্তু কোন তুলনামূলক হিসাব পাবার উপায় নেই। এইরকম কলংকজনক pavilion আর একটাও দেখিনি। মাদ্রাজ pavilionএ যান, রাজস্থান Paviiion যান, মধ্যপ্রদেশের Pavilionএ যান, পাঞ্জাব Pavilionএ যান, সেখানে আপনি তুলনামূলক হিসাব পাবেন যে, সেখানে কৃষি কি কি পরিমাণ বেড়েছে, আর আপনার বাংলাদেশের pavilion, যেখানে ৭ লক্ষ টাকা খরচ করা হল সেখানে একটা figure পাবার উপায় নেই। এটা খুবই লজ্জার কথা।

তারপর, Sir, আমি আর একটা কথা বলছি। Deep tube wellর কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর বক্তব্যে বলেছেন যে, সামনের বৎসর তাঁরা ১০-১২ লক্ষ একর জমিতে জল দিয়ে দুইবার ফসল ফলাবেন। দুইবার ফসল করতে গেলে deep tube well থেকেই তা করতে হবে। বাংলাদেশে সব জায়গায় ময়ূরাক্ষী নেই, সব জায়গায় দামোদর নেই, সব জায়গায় কংসাবতী নেই; বাংলাদেশে এমন কতকগুলি এলাকা আছে যেখানে deep tube well ছাড়া দুইবার ফসল হতে পারে না। অথচ deep tube well খাতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছিল ৯৫ লক্ষ টাকা। আর এই ৫ বৎসর অতিক্রম হবার পর এই deep tube wellএর কি কাজ আমরা দেখছি? মাত্র ৪১.২ লক্ষ টাকা সরকার খরচ করেছেন, আর ৫৪ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেননি। এই হচ্ছে সরকারের কৃষি বিভাগের কাজের নমুনা। যেখানে ১২৫টি deep tube well করার কথা ছিল সেখানে মাত্র ৩০টা করা হয়েছে, তথাপি তিনি বলছেন যে পশ্চিমবংগে তিনি দুইবার ফসল উৎপাদন করবেন। কাজের নমুনা দেখে আমার গভীর সন্দেহ আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে চাষের জন্য জল সরবরাহের কাজ কিছু জানি। আমি নিজে জল সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে, সরকারের সাহায্য না নিয়ে, নিজেদের চেষ্টায় একটা Co-operative মাধ্যমে Pump irrigation করে থাকি। এই ধরণের কাজ আপাততঃ সারা বাংলাদেশে আর কোথাও নেই। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে, যতই tube well sink করা হোক না কেন, মন্ত্রী মহাশয় কিছুতেই সেই tube well কাজে লাগাতে পারবেন না। কারণ এপর্যন্ত যত tube well তিনি করেছেন জল সরবরাহ করার জন্য, সে-কাজে লাগাতে পারেননি electric conneciionর বহু ঝামেলার জন্য। Deep Tube Well কার্যকরী করার পথে Electricity Department প্রবলতম বাধা। একথা শংকরদাস ব্যানার্জী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন, জগন্নাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, হরিদাস দে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন, তারা সকলেই বলবেন যে, জায়গায় জায়গায় deep tube well হয়ে পড়ে আছে, কোথাও

কোথাও দু' একবার জল সরবরাহ করা হয়েছে তারপর Electricity Departmentর নানা ঝামেলার জন্য কাজ অচল হয়ে পড়েছে। এবারও দেখছি deep tube wellর জন্য ২০ লক্ষ টাকা এই বৎসরের বাজেটে ধরা আছে এবং electric সংযোগের জন্য আরো ১৬ লক্ষ টাকা চাচ্ছেন, মোট ৩৬ লক্ষ টাকা এই ব্যাপারের বাজেটে চাওয়া হয়েছে। এ টাকাও আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন না। গত ৫ বৎসরের মধ্যে tube well কাজে লাগাতে পারেননি, tube well মাটির তলায় অকাজে পড়ে আছে। আবার এই বাজেটের টাকা খরচ করলে তা-ও নষ্ট হবে। আমি বলি শুনুন, এই deep tube wellগুলি পড়ে থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে Electricity Department। তারা কাজ করতে চায় কাবুলীওয়ালার অন্তর নিয়ে। তারা চায়, জল তোলা হোক্ বা না হোক্, বৃষ্টি হলে টিউব ওয়েলের জল সরবরাহের প্রয়োজন না হলেও, minimum electric charge দিতেই হয়। আর এই chargeর নমুনা কি বলছি, আমরা যে Co-operative Society করেছি, যাতে সরকার কোন টাকা দেননি, সেখানে দেখেছি ২১৭৫ টাকা minimum electric charge বৎসরে দিতেই হবে tube wellর জল লোকে চাষের প্রয়োজনে ব্যবহার করুক বা না করুক।

[4—4-10 p.m.]

এবং আরও ১০০০৲ টাকা জোগাতে হবে security deposit হিসাবে। Electricity বিভাগের বিরাট দাবী পূর্ণ করে সরকার কয়টা Tube well কার্যকরী করতে পারবেন? Tube wellএর জন্য সরকারী অর্থ সম্ভবতঃ লোকসানই হবে। জমিতে দুইবার ফসল উৎপন্ন করা ভিন্ন বাংলাদেশের ফসল করানোর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। চাষীকে জমির মালিক করতে হবে, যেখানে irrigationএর বন্দোবস্ত হয়েছে সেখানে বিশেষ করে চাষীকেই জমির মালিক করার পরীক্ষা সুরু করতে হবে। এটা যদি না করা যায় এবং absentee landlordই জমির মালিক হয়ে বসে থাকে তাহলে কোনদিন দু'বার করে ফসল হতে পারে না। জলের সদ্ব্যবহার হলে পর বেশী পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হতে পারে। যে যে জায়গায় এখন পর্যন্ত irrigation দেওয়া সম্ভব হয়েছে, সেখানে অবিলম্বে আইন করা প্রয়োজন যে, যদি জমি পতিত থাকে তাহলে জমির মালিকের সেই জমিতে চাষের অধিকার পরবর্তী বৎসর থাকবে না। Irrigation areaতে যে মালিক জমি চাষের কাজে লাগাবে সেই মালিকের জমিতে চাষের অধিকার থাকবে। স্যার, আরেকটা কথা বলব, আমাদের দেশে প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমরা পরমুখাপেক্ষী, চাল, গম, ডাল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের আসে উড়িষ্যা, রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশ থেকে। তারপর, আমাদের এখানে চিনির কি অবস্থা! Sugar cane cultivationএ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৬—১৯৬১ সালের মধ্যে আমাদের বরাদ্দ ছিল ১২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, আমরা খরচ করেছি ১০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। এবারকার বাজেটে আখের চাষ বাড়াবার জন্য মন্ত্রী মহাশয় চাচ্ছেন ৬ লক্ষ টাকা। Before partition of Punjab, পাঞ্জাবে মাত্র তিনটি চিনির কল ছিল, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তারা আরো চিনির কল করেছে, এখন তাদের সবশুদ্ধ চিনির কল দাঁড়িয়েছে ১০টা। আমাদের পশ্চিমবাংলায় আখের ফলন কোথায়? বাংলাদেশে partitionএর সময় একটামাত্র চিনির কল চালু ছিল, এতদিন পর Central Governmentএর টাকায় আর একটা মাত্র চিনির কল তৈরী হয়েছে। আম চাষের জন্য এ কয়বৎসর এত টাকা খরচ করা সত্বেও এই কলটির জন্য সামান্য প্রয়োজনীয় আখ আসে বিহার থেকে। আমাদের এখানে যে আখ আসে বিহার থেকে তার জন্য বেশী দাম দিতে হয়, খরচাও অনেক। তাই

আমার বক্তব্য হচ্ছে, আবার বক্তব্য যে, আখের জন্য বরাদ্দ এই টাকার সদ্ব্যয় হয় না। যদি এই টাকা সদ্ব্যবহার হত তাহলে যেক্ষেত্রে পাঞ্জাবে ৩টার জায়গায় ১০টা চিনির কল হয়েছে আমাদের বাংলাদেশে আরো বেশী চিনির কল হওয়া উচিত ছিল, হয়েছে মাত্র একটা। ময়ূরাক্ষী, দামোদর এলাকায় জলের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু জলের ব্যবহার কোথায়? রবিশস্যের জন্য ময়ূরাক্ষী অঞ্চলে ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে জল দেবার ব্যবস্থা আছে বলা হয়, কিন্তু জলের utilisation কোথায়? Utilisation নাই।

এই প্রসংগে আরেকটা কথা বলতে চাই। Agricultural marketing organisation-এর জন্য এই বছর বাজেটে ৫ লক্ষ টাকা ধার্য হয়েছে এবং agriculture directorate বাড়াবার ব্যবস্থা মন্ত্রী মহাশয় করছেন। কিন্তু চাষ অর্থাৎ প্রকৃত ফলন বৃদ্ধির জন্য কি ব্যবস্থা করছেন?

তারপর বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরণের ওজন প্রচলিত রয়েছে, এতে অনেক রকম প্রতারণা ও অন্যায় হয় চাষীদের উপর—ঢলতা, ঈশ্বরবৃত্তি ইত্যাদি নানারকম জিনিস তাদের থেকে আদায় করা হয়—এর প্রতিকারের জন্য এখানে বহুবার বলা হয়েছে। আবারো বলছি, মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করছি যে, বাংলাদেশের চাষীকে এসব অন্যায় exaction থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন।

Shri Sasabindu Bera : মিঃ স্পীকার, স্যার আজকে যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করা হয়েছে তা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর উপর সমস্ত জাতির বাঁচামরা নির্ভর করছে। দেশের খাদ্যাবস্থা দিনের পর দিন আশংকাজনক হয়ে উঠছে—আজকে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য অন্যদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। এবং শুধু তাই নয়, এটা আমাদের সবসময় বোঝা দরকার যে, ভিক্ষা করে, ঋণ করে, খয়রাতী সাহায্য দিয়ে জাতিকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখতে পারা যাবে না। ১৯৬০ সালের যে সকল রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিসংখ্যান সম্বলিত ১৯৫৯ সালের যে বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হয়েছে তাতে যে ৪০টি দেশের তথ্য তাঁরা সরবরাহ করেছেন, তাতে দেখান হয়েছে যে খাদ্যগ্রহণের দিক থেকে ভারতের স্থান সবচেয়ে নীচে, এবং খাদ্যগ্রহণের মান ভারত দিনদিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। ১৯৩৪—৩৮ সালে প্রতি ভারতবাসী গড়ে ১৯৫০ calory খাদ্য পেত, ১৯৫৪—৫৬ সালে দেখছি সেক্ষেত্রে ১৮৯০ calory খাবার খেয়েছে। এইভাবে যদি আমাদের খাদ্যাবস্থা চল্‌তে থাকে তাহলে জাতি কতদিন বাঁচবে? বিশেষজ্ঞরা এবং ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন যে, আমাদের দেশে ধন-বণ্টনের বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ভাগ্যে খাদ্য আরও কম জুটছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের কৃষি উৎপাদনের দিকে খুব বেশী নজর দিতে হবে একথা অনস্বীকার্য। সরকারী তরফ থেকে আমাদের দেখান হয় এই খাতে ব্যবহার টাকার অংক দেখি যে, তাঁরা এই ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন।

[4-10—4-20 p.m.]

কিন্তু টাকার অংকের দিকেও যদি দেখি তাহলে ১৯৫৭-৫৮, ১৯৫৭-৫৯, ১৯৫৯-৬০ সালে ৩ বছরের দেখলে দেখব যে ১৯৬০-৬১ সালে প্রকৃত ব্যয় দেখতে পাই না। ১৯৫৭-৫৮ সালে কৃষিখাতে ৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে, ১৯৫৮-৫৯ সালে ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে, ১৯৫৯-৬০ সালে ব্যয়ের পরিমাণ ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। বাজেটে অংকের যাদু দেখিয়ে আমাদের দেখাবার চেষ্টা করা হয় যে এই খাতে প্রতি বৎসর ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। Revised Budget, মূল বাজেট তুলনায় অনেক সময় বেশী বরাদ্দ

করা হয়। আমার সময় কম, তা' না হলে বাজেটের টাকার অংক আলোচনা করে দেখাতে পারতাম যে, বাজেট এবং Revised Budgetএর তুলনায় প্রতি বৎসর প্রকৃত ব্যয়ের সময় টাকা কত কমছে। অর্থাৎ এই বিষয়ে যে সরকারী উদাসীনতা চরম সীমায় গিয়ে পৌচেছে—এগুলিই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সরকারপক্ষ থেকে বলা হয় যে বহু অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু কার্যত যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা আমি বলব। পশ্চিমবাংলায় উৎপাদনের যে হিসাব মন্ত্রী মহাশয় দিয়েছেন তা' থেকে দেখছি যে ১৯৫৮-৫৯, ১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৬০-৬১ সালে যথাক্রমে ৪০'৫৭ লক্ষ টন, ৪১'৭২ লক্ষ টন এবং ৫৩'৫১ লক্ষ টন চাউলের উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু এবৎসরে সকলেই স্বীকার করবেন যে চাষের যে ভাল অবস্থা সেটা ভগবানের করুণায় সম্ভব হয়েছে, তা' না হলে হোত না। কারণ কৃষি-সংস্কারের জন্য যে জিনিসগুলি করা দরকার সেই পথগুলি সরকারপক্ষ থেকে অবলম্বিত হয়নি বলে আমাদের দেশে কৃষির ক্ষেত্রে সেই একই অবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশের উৎপাদনের সংগে অন্যান্য কয়েকটি দেশের উৎপাদন যদি তুলনা করি তাহলে দেখব যে আমরা কোথায় রয়েছি। ভারত-বর্ষের উৎপাদনের গড়—তশ্চিমবাংলা তার ব্যতিক্রম নয়—অন্যান্য কয়েকটা দেশের সংগে তুলনা করলে দেখা যাবে যে ভারতে যেখানে প্রতি একরে ধানের গড় বৎপাদন ১০৭৯ পাউণ্ড সেখানে মিশরে ২ হাজার ৯৩৫ পাউণ্ড, ইটালীতে ৪,৪২৫ পাউণ্ড, স্পেনে ৪,৫৫৮ পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়ায় ৫,২৯১ পাউণ্ড। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যদি চাষবাস করা যায় তাহলে উৎপাদন বাড়ান যেতে পারে, কিন্তু সে-চেষ্টা সরকার পক্ষ থেকে করা হয়নি। Land utilisationএর কথা বলা হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয় এখানে বলেছেন যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় স্বাভাবিকভাবে Land utilisation সবচেয়ে বেশী, কারণ জনসংখ্যার চাপ। তা' সত্বেও আমরা দেখছি, এখনও যে ল্যাণ্ড আছে সেই Landকে ulilise করে কাজে লাগান দরকার জনসংখ্যার চাপ ও আমাদের দেশের খাদ্যের অভাবের কথা বিবেচনা করে। ১৯৫৯-৬০ সালে ভারত সরকারের ভূতপূর্ব কৃষি ব মিশনার ডাঃ বি. এন. উৎপলের নেতৃত্বে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তাঁদের রিপোর্টে তাঁরা বলেছেন, যে পশ্চিমবাংলার কয়েকটা বড়বড় ফণ্ডে মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৪০ একর পতিত জমি আছে এবং সেগুলিকে উদ্ধার করে চাষের কাজে যদি লাগান যায় তাহলে পশ্চিমবাংলার কৃষিজমি পাওয়া যাবে। তাঁরা আরও বলেছেন এর জন্য খরচ হবে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ একর প্রতি ১৬ টাকার মতন এতে অতিরিক্ত ফসল হবে ৪২,৮২৫ টন এবং এর মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা। এদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ল্যাণ্ড নেই বলে বসে থাকলে হবে না—Land utilisationএর দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে হবে। এইসংগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকে উন্নত করার জন্য যা দরকার সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ডাঃ রায় সেদিন গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঠাকুরপুকুর ব্রতচারী গ্রামে তরুণ কৃষিজীবিকের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস আমাদের দেশে প্রবর্তন করতে হলে চাষের উন্নতির জন্য এর ফসল বাড়াতে হলে তার জন্য আমাদের কি কি দরকার সেদিকে সরকার তরফ থেকে তো তেমন কিছুই করা হচ্ছে না।

কৃষির উন্নতির জন্য আসল ব্যবস্থা হলো ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে কৃষকদের হাতে জমি দিতে হবে এবং তারজন্য যা করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী বক্তা অনেক বলেছেন। আমাদেরও তরফ থেকে বারে বারে বলা হয়েছে যে, জমিদখল আইনের সংশোধন করা উচিত কেননা এই আইনের ফাঁক দিয়ে কিছু কিছু মানুষের হাতে জমি রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই সেগুলো রুদ্ধ করে দেশের কৃষকদের হাতে জমি দেওয়া দরকার। তারপর সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে ৬ লক্ষ একর জমি পাওয়া যাবে, কিন্তু এখন বলা হয়েছে যে ২॥ লক্ষ একর জমি পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই জমি কখন পাওয়া যাবে এবং কবে পর্যন্ত বণ্টন করা হবে সেটা জানতে চাই। সরকার অবশ্য বলছেন সুরু করা হচ্ছে, কিন্তু কতদিন সময় লাগবে এই কাজ শেষ করতে সেটাও

জানতে চাই। তারপর কৃষিবিভাগ থেকে কৃষির জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফসল উৎপন্ন হয়নি এবং বিভিন্ন জেলায় যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে তাতে দেখছি যে চাষের উন্নতির জন্য যা করা দরকার তা করা হয়নি কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ আনা যায়নি এবং ডিমনেস্ট্রেসন ফার্মগুলি হয়েছে। কাজেই এমতাবস্থায় কৃষকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিশে তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড জমি থাকার জন্য যখন অসুবিধা হচ্ছে তখন সেই খণ্ড খণ্ড জমিগুলোকে একত্রিত করে বৃহত্তর আকারে সমবায় পদ্ধতিতে চাষবাসের দিকে তাদের আকৃষ্ট করা যায় কিনা সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে জলের ব্যবস্থাও করতে হবে। তারপর কৃষকদের যখন ঋণের প্রয়োজন তখন সেই ঋণ যাতে তারা সময়মত পেয়ে কৃষির উন্নতির কাজে লাগাতে পারে তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এই ভাবে যদি তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যায় তবেই কৃষির উন্নতি হবে। স্যার, আমাদের কৃষিবিভাগ থাকা সত্বেও এবং সরকার পক্ষ থেকে যা কিছু বলা হচ্ছে তা' সত্বেও আমাদের দেশের কৃষকদের মধ্যে কোন উৎসাহ দেখছিনা এবং তার ফলে একর প্রতি ফলন বাড়ছে না। তবে আমার মনে হয় এক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধা এবং ত্রুটি রয়েছে অ্যাডমিনিষ্ট্রেসনএর মধ্যে এবং ১৯৫৮ সালের নালাগড় কমিটিও তাঁদের যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তাতে এই অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ডিফিকাল্টিস্-এর কথা বলেছেন। কাজেই সেই রিপোর্ট-এর প্রতি দৃষ্টি রেখে যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেসন-এর গলদ দূর করা যায় তাহলে কৃষির উন্নতি হবে বলে আশাকরি।

Date for School Final Examination

Shri Mohammed Israil : স্যার, আমি একটা জরুরী বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সেটা হলো আগামী ২০শে তারিখ যে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কথা আছে সেটা যদি ২.শে তারিখ আরম্ভ হয় তাহলে ভাল হয়।

DEMAND FOR GRANT NO. 23

Major Heads : 40 Agriculture, etc.

Shri Parimal Ghosh : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই সভার কাছে আমি আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষির উন্নতির পথে যে সমস্ত বাধা আছে তার উপরেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। প্রথমতঃ, কৃষির জন্য বাজেটে বেশী টাকা বরাদ করা হয়েছে এবং কৃষির উন্নতির জন্য আর একটা বিশেষ ধাপ হিসেবে যে সার, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যবস্থা করা হয়েছে তারজন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং সেইজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যদিও কৃষি উন্নয়নকে টপ প্রাওরিটি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা সত্বেও আমরা দেখেছি যে কৃষির উন্নতি ঠিকমত হয়নি। তবে বাজেট বক্তৃতায় আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, ১৯৫৮-৫৯ সালে যেখানে চালের উৎপাদন ছিল ৪০'৫৭ লক্ষ টন, ১৯৫৯-৬০ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে ৪১'৭২ লক্ষ টন এবং এবারে তিনি আশা করেন যে সেটা বেড়ে দাঁড়াবে ৫৩'৫১ লক্ষ টন। কাজেই এথেকে বোঝা যায় যে ১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে ১৯৫৯-৬০ সালে যে উৎপাদন বেড়েছে সেটা যদিও খুবই ইনসিগ্নিফিকাণ্ট কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে এবছরে যেটা বাড়বে তার পরিমান হচ্ছে ১১'৭৯ লক্ষ টন। তবে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এ প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে পারছিনা এই যে বাড়তি ফসল উৎপন্ন হয়েছে তার কারণ সময় মত বৃষ্টিপাত ছাড়া আর কিছুই নয় এবং একথা আশাকরি সকলেই অনুধাবন করবেন। কাজেই এই সত্য আর একবার নূতন করে প্রমানিত হোল

যে, ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। এবং যে কথা এখানে বহু মাননীয় সদস্যেরা উল্লেখ করেছেন। তবে সুখের কথা যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ রয়েছেন।

[4-20 – 4-30 p.m.]

তারপর আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, সরকার গবেষণা লব্ধ ফলকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে অত্যন্ত অদূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন এবং তার উদাহরণস্বরূপ আমি দেখাতে পারি যে কতগুলো নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেছে। যেমন, সরিষার তেল—তা ওয়াগন ঘাটতির জন্যই হোক আর উৎপাদন কম হয়েছে বলেই হোক সাধারণ ক্রেতাদের তারজন্য খেসারত দিতে হচ্ছে। অথচ এই অবস্থায় কিছুটা উন্নতি করা যেত যদি বোস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-এ যেয়ে improve mutent variety evolve করা হয়েছে সেগুলো চাষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হোত।

স্যার, এক্ষেত্রে আমি আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের বার্থ সেণ্টিনারীর মধ্যে বোটানি সেকসান সম্বন্ধে যেটা আছে সে সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি। Exhibit No. 9 বলা হচ্ছে X-Ray induced higher yielding—Early flowering selections in mustard (Brassica Sp.)

Descriptionএ বলা হচ্ছে higher yielding-early flowering selections continue to breed true for these characters with increased percentage of oil.

তারপর Exhibit No. 11এ বলা হচ্ছে—

"Good edible of the X-irradiated progenies : Percentage of 'free fatty acids' along with other chemical characteristics of the oil of the irradiated progenies compared with the control".

এর descriptionএ বলা হচ্ছে—

"The percentage of free fatty acids in the oils of the progenies are not only lower than the control but also far more satisfactory on the basis of the government prescribed limit of 3 percent., with much lower rancidifiability".

তারপর Jute সম্পর্কে বলা হচ্ছে radiation induced jute mutants yield more fibreএর descriptionএ বলা হচ্ছে—

By irradiation of jute seeds with X-rays and radiophosphorus it has been possible to induce new types with yield more fibre. In the year 1947, following treatment with X-rays, a type named Tall Mutant was isolated, which was taller than the parent type and yielded 40-50 percent more fibre. This type is breeding true for the last 12 years. Types simulating to Tall Mutant were also isolated in 1953 55 and 1957 following treatment with radiophosphorus... ..

স্যার, সেজন্য আমি বলছি যে এসম্বন্ধে যদি কিছু করা সম্ভব হয় সরকার পক্ষ থেকে তাহলে আমি তাঁদের এ-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ, definite percentage of oil অনেক বেশী—এর কোন ব্যবস্থা সরকার এখন পর্যন্ত করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই।

স্যার, লোকাল ম্যানিওর্যাল রিজিনস্ বলে একটা সাব হেড এই বাজেটের মধ্যে আছে এবং কিছু টাকা তার মধ্যে বরাদ্দ আছে। কিন্তু তার কাজ সম্পর্কে কিছু বোঝা যায় না। একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি—বোরালের এক ভদ্রলোক এক সার বের করেছেন। সার সম্বন্ধে চাষী মানুষের খুব উৎসাহ দেখা গেছে। সাধারণভাবে দেখা গেছে সারটা দিলে ফসল সত্যই বেশী হয় এবং ফলমূলের আকার সত্যই বাড়ে। সারটি দামে সস্তা। Foliar feeding করাতে হওয়া মানে গাছ একটু বড় হলে সারটি জলে মিশিয়ে গাছের উপর ছিটিয়ে দিতে হয়। সারটি সম্পর্কে সরকারী মহলে জানাজানি হবার পর দেখা গেল যে ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার সারটির গুণাগুণ সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করছেন; এই সার সব জায়গার চাষীদের ব্যবহার করা সুবিধা হবে কিনা অনুসন্ধান করছেন। কিন্তু এর রিপোর্ট এখনও জানা গেল না এবং সারটির গুণাগুণ সম্পর্কে সরকারীভাবে কিছু বলা হল না। কিছুদিন আগে যুগান্তর কাগজে এসম্পর্কে একটা লেখা বেরিয়েছিল। তাতে লেখক আশা প্রকাশ করেছিলেন যে যদি গভর্ণমেণ্ট এই সারটি সব জায়গায় ডিষ্ট্রিবিউটের ব্যবস্থা করেন তাহলে আমাদের কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন অনেকাংশে বেড়ে যাবে। আমি এব্যাপারে লেখকের সাথে একমত।

স্যার, এবারে আমি একটা cash cropএর কথা উল্লেখ করব যার উপর একটা বিরাট ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠেছে এবং সেটা হচ্ছে আখ। স্যার, আপনি জানেন যে এই ক্রপটি আমাদের মুর্শিদাবাদ এলাকায় খুব ভাল হয় জলবায়ু এবং মাটির গুণে। কিন্তু বড় দুঃখের কথা এই যে গত ১০ বছর যাবৎ এর কোন উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। কারণ, মুর্শিদাবাদ জেলায় যে-কয়টি বড় ইণ্ডাষ্ট্রি ছিল তার মধ্যে বেলডাংগা সুগার মিল একটি। রাজ্যসরকার ইচ্ছা করলে এই মিলটাকে চালু করতে পারতেন অন্য জায়গায় মিল না খুলে। আমাদের জেলায় কোন হেভী ইণ্ডাষ্ট্রি নেই বলে আন-এমপ্লয়মেণ্টের সংখ্যা দিন দিন বিপদজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বেলডাংগায় মিল চালু হলে এই দিয়ে অন্ততঃ জেলার লোকের একটা সুবিধা হত এবং চাষীরা কিছু লাভবান হত। যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন মিলটা এখন নঃ যযৌঃ নঃ তস্থৌ অবস্থায় আছে। আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করছি যাতে মিলটাকে গভর্ণমেণ্ট চালাতে পারেন অথবা বিকল্প এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে করে আমাদের জেলায় ভাগীরথীর দুধারে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠতে পারে বিশেষ আমরা যখন জানতে পেরেছি তৃতীয় পরিকল্পনায় ফরাক্কা ব্যারেজের কাজ অনেকদূর এগিয়ে যাবে।

স্যার, S. A. S.' class I serviceএ আজ এমন একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেটার কোন সলিউসান যদি এখনই ঠিক না করা হয় তাহলে 3rd Five Year Planএ top priority দিলে এর ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার এই ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বার বার য়্যাডভারটাইজ করা সত্ত্বেও এ. ই. ও. পোষ্টের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক য়্যাপ্লিক্যাণ্ট পাওয়া যায় না এবং যাঁরা আসেনি তাঁরাই সিলেক্টেড হন কারণ লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যাঁরা সিলেক্টেড হন তাঁরাও শেষ পর্যন্ত জয়েন করেন না, কারণ তাঁদের পে স্কেল অতি জঘন্য ধরণের—১৫০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত। এসম্বন্ধে সরকারের একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমার কাছে কতকগুলি ফিগার আছে যা থেকে জিনিসটা বুঝতে পারা যাবে—১৮৯টা পোষ্টের মধ্যে টোটাল ভেকেন্সীর মধ্যে ৫৮টা পোষ্ট ভেকেণ্ট এখনও রয়েছে উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে। এইসমস্ত পদগুলি পূরণ করা হচ্ছে না যার ফলে এগ্রিকালচারের কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে চালু করা যাচ্ছে না। বার বার এজন্য য়্যাডভারটাইজ করা হয়—পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ৮০ জনের মধ্যে ২৮ জন সিলেক্টেড হন, তার মধ্যে মাত্র ১৪ জন জয়েন করেন। কাজেই অবস্থাটা কি তা সহজেই বুঝতে পারেন। যখন য়্যাডভারটাইজ করা হল তখন ২২ জনের জন্য য়্যাডভারটাইজ করা হল—৮ জন য়্যাপ্লাই করলেন,

৩ জন য়্যাপিয়ার হয়নি এবং তার মধ্যে ২ জন সিলেক্টেড হন। এটা বড়ই লজ্জার কথা যে একজন এগ্রিকালচার গ্রাজুয়েট এত কম বেতন পান সেখানে অন্যান্য টেকনিকাল গ্রাজুয়েট এমনকি ভেটারিনারী গ্রাজুয়েটের ২০০ টাকায় ষ্টার্ট করেন। যাঁরা শেষ পর্যন্ত জয়েন তাঁরাও চান্স পেয়ে সবাই চলে যায় এবং তাঁদের পক্ষে চান্স পাওয়াটাও খুব সোজা, কারণ যদি তাঁরা মাল্টিপার্পাস স্কুলে চাকরী করেন তাহলে অনেক বেশী তাঁরা মাইনা পাবেন। কাজেই এস. এ. এস. ক্লাস ওয়ানের পে স্কেল যদি বাড়িয়ে দেওয়া না হয়—তাহলে টেকনিকাল ষ্টাফ পে-তে সরকারের খুব অসুবিধা হবে এবং কোন পরিকল্পনা সার্থক করে তোলা যাবে না। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের পশ্চিমবংগে চলে আসছে। সেটা হল এম. এস. সি. (এ. জি.) এবং বি এস সি (এ. জি.)দের পে স্কেল একই ১৫০ থেকে ৩০০ টাকা অথচ আমাদের পাশের প্রদেশগুলিতে, যথা আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি জায়গায় এম. এস. সি. (এ. জি.)দের কতকগুলি ইনিসিয়াল ইনক্রিমেণ্ট দিয়ে দেয় কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলায় এই ব্যবস্থা না থাকায় যে একটা অদ্ভুত সিচুয়েসন সৃষ্টি হয়েছে সেটা আপনাদের জানাচ্ছি। পশ্চিমবংগ সরকার প্রত্যেকবার কিছু কিছু ষ্টুডেণ্ট আই এ আর আইতে এম এস সি পড়তে পাঠান এবং মাসে মাসে তাঁরা ১১৫।১২০ টাকা পশ্চিমবংগ সরকারের কাছ থেকে পান এই সর্তে যে তাঁরা যখন এম জি পাশ করে ফিরে আসবেন তখন অন্ততঃপক্ষে ৫ বছর তাঁরা গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস করবেন কিন্তু যাঁরা এম এস সি পাশ করে এলেন তাঁদের অধিকাংশই ডিমাণ্ড করলেন যে তাঁরা গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস করতে রাজী আছেন কিন্তু এম এস সি (এ. জি.) নিয়ে ঐ স্কেলে চাকরী করতে রাজী নন এবং তাঁরা আরো জানালেন যে আই এ আর আইতেই তাঁরা পি এইচ ডির চান্স পাচ্ছেন এবং তাতে ডিপার্টমেণ্ট বাধা দিতে পারেন না কারণ তাঁরা খুব ভাল করে জানেন যে একজন এম এস সি (এ. জি.)কে ১৫০—৩০০ টাকা স্কেলে রাখা খুব অন্যায়। স্যার, আমি নিজে জানি যে তাঁদের অনেকে এখন আই এ আর আইতে পি এইচ ডি করছেন, আর ওখানে যাঁরা চান্স পাননি তাঁরা এখানে চাকরীতে ঢুকেছেন রিসার্চ য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট হয়ে কিন্তু পার্ট টাইম রিসার্চ করার জন্য তাঁদের অন্য কোন ইনষ্টিটিউটে বাইরে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এটা বুঝা যাচ্ছে না তাঁরা যখন পি এইচ ডি হয়ে ফিরে আসবেন তখন গভর্ণমেণ্ট তাঁদের কোন্ স্কেলে মাইনে দেবেন। ১৫০—৩০০ টাকা স্কেলে কি? এসম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে আমি জানতে চাই।

[At this stage the speaker having reached time limit resumed his seat.]

[4-30—4-40 p.m.]

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : স্যার, মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে আমাদের দেশ খাদ্যে ঘাটতি—এটা একটা খুব বড় সমস্যা। একথা নিশ্চিৎ যে ভারতবর্ষে যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ কৃষিতে নিয়োজিত এবং বাংলাদেশে ৫৭ ভাগ মানুষ কৃষিতে নিয়োজিত—সেদেশে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করে ঘাটতি পূরণ করাটা কেবল ক্ষতিকর নয়, জাতির পক্ষে এটা অপমানকরও বটে। এটা অনেকেই জানেন প্রায় ১৫।১৬ শো কোটী টাকা খরচ করতে হয়েছে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে। এই ঘাটতি দূর করা উচিত, দেশের খাদ্য ফসল বাড়ানো উচিত—এটা খুব প্রয়োজন। কতকগুলি কারণ কৃষিমন্ত্রী দেখিয়েছেন। যেমন আমাদের দেশে, পশ্চিমবাংলায় শতকরা ২০ ভাগের মত বোধহয় সেচযুক্ত জমি আছে।

আমাদের বাংলাদেশের দো-ফসলী জমির পরিমাণ শতকরা ২০ থেকে ২১ ভাগের মত হবে। আর বাকী জমি এক-ফসলী বা সেচযুক্ত নয়। এই অবস্থা আমাদের বাংলাদেশে রয়েছে। এর

প্রতিকার করা নিশ্চয়ই সম্ভব। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে যে বেকার মানুষ রয়েছে, তাদের শক্তিকে কাজে লাগালে এই সেচের উন্নতি করা যায়। এই এক-ফসলী জমিকে দো-ফসলী করা যায়, যদি সেচযুক্ত যরা যায়। এর জন্য আমি বলেছিলাম—বর্তমান আইনের পরিবর্তন করা দরকার। ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা সম্বন্ধে কৃষি বিভাগের নিয়ম আছে যে দশ হাজার টাকার ছোট পরিকল্পনায় অর্ধেক জনসাধারণ দেবে, বাকী অর্ধেক সরকার দেবে। এটা হলে তবে সেচ হবে। এই নিয়মের পরিবর্তন করা দরকার যদি দেশের উন্নতি করতে হয়। তাহলে ফসলও বাড়তে পারে, চাষেরও উন্নতি হতে পারে। ফসল বাড়লে পর তাদের উদ্বৃত্তের অংশ নেওয়া হবে। আগে টাকা দিলে তবে সেচ হবে—এইরকমভাবে সেচ-পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হয় না। যেখানে সেচের জল পাওয়া যায় না, সেখানে যদি জলাশয় করা যায়, তাহলে ধান ছাড়াও সেখানে রবিশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। তাতেও অনেক একফসলী জমি দোফসলী হতে পারে। সেদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ নজর দেওয়া সম্ভব, তা' দেওয়া উচিত এবং দিলে অনেক ফসল বেশী পাওয়া যাবে। এরই জন্য আইনকানুনের পরিবর্তন প্রয়োজন।

তারপর পতিত জমি যা রয়েছে, যেখানে ভূমিহীন ভাগচাষী রয়েছে, যাদের একফোঁটা জমি নাই, তাদের ঐ পতিত জমি দেওয়া উচিত। সেদিকে সরকারের কোন চেষ্টা নাই। তাহলে পর সেই পতিত জমি তারা কাজে লাগাতে পারে, ফসল ফলাতে পারে। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন—শতকরা ৩৪ ভাগ কৃষকের ২ একরেরও কম জমি। এটা কৃষিমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন বাংলাদেশে প্রায় ৩০ লক্ষ ক্ষেতমজুর ও ২৯ লক্ষ ভাগচাষী রয়েছে। তাদের জমি নেই বললেই চলে। এই ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর মধ্যচাষী—এরাই হচ্ছে আমাদের দেশের মেরুদণ্ড, এরাই চাষ করে, বর্গাদারও বটে। কিন্তু তাদের দিকে সরকারপক্ষ থেকে কোন নজর পড়ে না। কেন্দ্রীয় সরকারের যে দ্বিতীয় Agricultural Report আছে, তাতে ক্ষেতমজুরদের অধঃপতন ও দুরবস্থার কথা যা বলা হয়েছে, সেদিকে আমাদের কৃষিমন্ত্রীর নজর থাকা উচিত। তাদের কাজ কমে যাচ্ছে, মজুরী কমে যাচ্ছে, তাদের দারিদ্র্য ও দেনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শিশুকেও জোর করে কাজে লাগান হচ্ছে। মেয়ে মজুরকেও কাজে লাগান হচ্ছে সস্তায় পাওয়া যাবে বলে। এতে করে তাদের দুঃস্থতা আরো বেড়ে যাবে। সেদিকে সরকারের খেয়াল থাকা উচিত। যদি শ্রমশক্তি কাজে লাগান যায়, তাহলে আমাদের উন্নতি হওয়া সম্ভব। তাতে বাধা কোন্‌খানে? তার বাধা হচ্ছে এইখানে, যাদের উপর সরকার নির্ভর করে টিকে আছে ঐ বড় বড় জমির মালিক জোতদার, তাদের গায়ে সরকার হাত দিতে পারেন না। ভূমিসংস্কার আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও সেই বড় বড় জমির মালিকের হাতে নানা কৌশলে জমি রয়ে গেল। টি বি রোগ যেমন মানুষকে ধ্বংস করে ফেলে, তেমনি এই বড় বড় জমির মালিক জোদ্দার গ্রামাঞ্চলে কৃষককে শুকনো করে ফেলেছে—ধ্বংস করে ফেলেছে, যারা চাষ করে তাদের সর্বনাশ করেছে। তাদের উপর নির্ভর করে এই সরকারকে বাঁচতে হচ্ছে। সেখানে হচ্ছে বাধা; সেই বাধা দূর না হলে কিছুই হবে না।

তারপর হচ্ছে সার বন্টন। এই সার বন্টনের যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা হচ্ছে দলীয় স্বার্থে; বর্ধমানে যে সারের বন্টনের ব্যবস্থা হয়েছিল, তা' দলের লোকের হাতে দেওয়ার ফলে আসল যারা চাষী—যারা সার চায় আর যাদের প্রয়োজন, তারা সার পেল না। সার সব দলের লোকের হাতে চলে গেল। তারা সার নিয়ে black-market করলো। কাজেই আমি বলবো শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের স্বার্থে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা দরকার। বড় বড় জমির মালিকদের হাত থেকে জমি নিয়ে এসে যারা জমি চাষ করে—তাদের হাতে দেওয়া প্রয়োজন। সেই কৃষকদের হাতে যাতে জমি আসে, তারা যাতে নিরাপত্তা পায়, এটা হচ্ছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজন। আমরা ভরসা করি না—সরকার সেই কাজ করবেন। কারণ তাহলে সরকারের গোড়াতে হাত পড়বে; দলগত

স্বার্থের কারণে সেটা তাঁরা করবেন না। সরকার নির্ভর করে আছে বড় বড় জমির মালিকের উপর।

ভূমিসংস্কার আইনের সিলেক্ট কমিটীতে দেখেছি—জনগণের স্বার্থে সামান্য আইনের পরিবর্তন তাঁরা করলেন না। বড় বড় জমির মালিক যারা জমি চুরি করছে, তাদের গায়ে হাত দেওয়া হ'ল না। একমাত্র জন-আন্দোলন ছাড়া অন্য উপায়ে এদেশের মুক্তি নাই। যদি কৃষির ব্যাপারে পরিবর্তন আনবেন মনে করেন, তাহলে এই বড় জমির মালিককে বাংলাদেশ থেকে লোপ করে দেন, কৃষককে জমি দেন, তাদের নিরাপত্তা দেন, ভরসা দেন। তাহলে যে ফলন হচ্ছে—তার ডবল ফলন হবে। এছাড়া গত্যন্তর নাই। শুধু এ-খাতে সে-খাতে খরচ বাড়িয়ে কৃষির উন্নতি করতে পারবেন না। যতক্ষণ না ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুতেই ফলন বাড়াতে পারবেন না। সমস্তকিছু নির্ভর করছে ঐ ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনের উপর। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Haran Chandra Mandal : মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মাননীয় কৃষি মন্ত্রীমহাশয় কৃষি খাতে ৯,৪৮,৭৬,০০০ টাকার দাবী আমাদের সামনে উত্থাপন করেছেন। এ বিষয় আলোচনা করতে উঠে আমি প্রথমে বলবো আজ পশ্চিম বাংলার শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার উত্তর অঞ্চলে ও সুন্দরবন অঞ্চলে,—এই দুই অঞ্চলে শতকরা ৯৫ জন লোক একেবারে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিকর্ম ছাড়া, এদের জীবিকা উপার্জনের আর কোন পথ নেই। কিন্তু কৃষকের হাতে যদি জমি না থাকে, তাহলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়বে কি করে? এবং কোথা থেকে উৎপাদন আনবে? বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক কৃষিকার্য করে খায়—এবং তাদের বর্গাদার জমিতে চাষ করে। আজকে আবরা দেখতে পাচ্ছি হাজার হাজার কৃষককে বেআইনী ভাবে তার জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। মালিকরা ভাড়াটিয়া গুণ্ডার সাহায্যে —কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করছেন। তারা জমি থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। কাজেই তারা কিসের উপর উৎপাদন করবে? খাদ্যশস্য উৎপাদন ও শিল্পের জন্য কাঁচা মাল যেমন পাট, আখ প্রভৃতি উৎপন্ন করা—একশত কৃষকের উপর নির্ভর করে। কিন্তু দেখা যায় সরকারের সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি নেই, তাদের প্রতি অবহেলা করছেন। চাষ উৎপাদনের জন্য যে সকল প্রয়োজনীয় জিনিস আবশ্যক, যেমন বীজ, সার, সেচ প্রভৃতি তা তারা সময় মত পায় না। কৃষকের জন্য ঋণের টাকা বরাদ্দ করা হলেও, তার সামান্য অংশ কৃষকের হাতে পৌঁছায়, বাকী টাকা জমা থেকে যায়। কাজেই তারা কি করে উৎপাদন বাড়াবে? অন্যদিকে ঋণের অভাবে কৃষকরা চাষ সময়মত করতে পারে না। ফলে ফসলও বাড়তে পারে না। আমি তার কতকগুলি প্রমান তুলে ধরছি। ধরুন একটা ইউনিয়নের মধ্যে—৫০ জন লোক গরু খরিদের টাকা চাইল, তাদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে দু-একজনকে দেওয়া হল, যারা সরকারের খুব গুণকীর্তন করে, আর বাকী লোকরা ঋণ পেল না। সরকারের পক্ষে এই রকম পক্ষপাত মূলক ব্যবস্থা করা অত্যন্ত অন্যায় বলে আমি মনে করি। সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়—যাদের গরুর প্রয়োজন, তাদের এই গরুর প্রয়োজন, তাদের এই গরু খরিদের জন্য ঋণের টাকা দেওয়া হয় না। অথচ যাদের গরু আছে—তারা টাকা পায়। সরকারের এই রকম অব্যবস্থা বন্ধ করা উচিত। তারপর বীজধান কৃষকরা প্রয়োজনানুযায়ী সময় মত পায় না। বীজধান প্রত্যেকটি কৃষককে দেওয়া সম্ভব নয় জানি। কিন্তু বীজধান কেনার জন্য যে যে পরিমান টাকা দেওয়া প্রয়োজন, সেই টাকা তাদের দেওয়া হয় না। যেখানে প্রচুর পরিমাণে বীজধান দরকার, সেখানে নাম মাত্র, ৬।৭ মণ করে বীজধান কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে। অথচ প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রচার পত্রে বাড়িয়ে দেখান হল। 'বসুন্ধরাতে' লেখা হল কৃষকের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী বীজধান বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যেক ইউনিয়নে ছয় থেকে সাত মণ দেওয়া হয়েছে, এর চেয়ে বেশী কেউ পায়নি।

তারপর সব চেয়ে প্রয়োজনীয় হল কৃষিঋণ তা কৃষকরা সময় মত পাচ্ছে না, এবং যাও পায়, তা অতি সামান্য। আমি নিজে একজন কৃষক, আমি ভুক্তভোগী, এবং আমি দেখেছি খাওয়া পরা মেটাবার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং চাষের জন্য প্রচুর পরিমানে কৃষিঋণের প্রয়োজন ; সেই কৃষিঋণ সরকার দেন না। সরকারের কৃষি বিভাগ থেকে নিয়ম করা হয়েছে যে প্রথম ক্রপের জন্য ২০ টাকা এবং সেকেণ্ড ক্রপের জন্য ১০ টাকা দেওয়া হবে। অর্থাৎ দুটা মিলিয়ে বছরে মাত্র ৩০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সামান্য ৩০ টাকা দিয়ে কি করে তাদের পক্ষে সম্ভব হবে সারা বছরের চাষ তোলা ?

[4-40—4-50 p.m.]

কৃষিঋণ কৃষকরা সময়মত পায় না এবং যা পায় তা অতি সামান্য। যেখানে ২০০।২৫০ টাকার প্রয়োজন সেখানে দেওয়া হয় ৩০ টাকা—এতে তাদের কিছুই হয় না। ফলে চাষীদের চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এত চড়া সুদ যে তা শোধ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। আপনি স্যার হয়ত জানেন গ্রামাঞ্চলে ঘড়ি নেই, সেখানে এই কথা থাকে, অমুক তারিখের মধ্যে যদি ৪ হাত যখন বেলা তখন তার মধ্যে ঋণ শোধ দিতে পার তাহলে তোমার জিনিস তুমি পাবে নইলে জিনিস আমার হয়ে যাবে, অর্থাৎ মহাজনের হয়ে যাবে। এ পরিস্থিতিতে কৃষকরা তাদের ফসলের দাম ঠিক মত পায় না—কেননা ফসল উঠলে যখন দাম কম তখনই তার জমি জিরোত বাঁচানোর জন্য অল্প মূল্যে ফসল বিক্রী করতে বাধ্য হয়। ১৬ টাকা ধানের বস্তা অর্থাৎ ১০।১০॥ মণ। ধানের বাজার কিছুদিন পরে উঠবে কিন্তু ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। আর যাদের টাকা আছে, যারা ঐ ধান গুদামজাত করে রেখে দাম বাড়ায় তারা এসে টাকা হাতে নিয়ে ঐ চাষীদের নাচায় এবং ৮ টাকা করে ধান কেনে, চাষীরাও ঐ সময় ঐ কম দামে প্রয়োজনের তাগিদে, সুদের টাকা শোধ দেবার জন্য ধান বিক্রী করতে বাধ্য হয়। এটা বন্ধ করা দরকার। ঋণ যে করে সুদের হার এত বেশী যে, যে পরিমাণ ধার করে অনেক সময় ৩ গুণ ৪ গুণ দিয়ে তা শোধ করতে হয়। তারপর চাষের খরচ চলে না তাই ৪০।৫০ বিঘার মালিক চাষীকেও সময় সময় reliefএর দরজায় ধর্না দিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হয়। সরকার এদিকে প্রচার করেন, অল্প সুদে ধার দেন কিন্তু তার পরিমাণ অতি নগণ্য ৩০ টাকায় কি হয় চিন্তা করে দেখুন !

Mr. Speaker : এটা agricultural loanএর মধ্যে বলবেন। এখাতে কেন ?

Shri Haran Chandra Mandal : পশ্চিমবাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী তথা কৃষিমন্ত্রী যদি বাস্তব কর্মী না হন তাহলে কোন দিন কৃষকের উন্নতি হবে এবং খাদ্যাভাব মিটবে না। আমি একবার কৃষিমন্ত্রীকে বলেছিলাম প্রকৃত অবস্থা চাষীর কি—চলুন সুন্দরবনে দেখে আসবেন। তিনি বললেন—তখন বর্ষাকাল ছিল সুন্দরবন তো কাদা, যাওয়া কষ্ট। কষ্ট তো হবেই, দেশের মানুষের সেবা করতে গেলে দেখা দরকার, যাওয়া দরকার শুধু কানে শুনলে কি হবে ? কেননা অনেকে অসত্য কথা শোনায়, কানে শুনে কিছু হবে না। এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি।

Shri Ledu Majhi : কৃষি বিষয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ হয়েছে সেজন্য আমরা আশঙ্কিত হচ্ছি আমাদের কৃষির শ্রাদ্ধ এবার বিপুল আকারেই হবে কারণ কৃষির উন্নতির জন্য যদি সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা না হয় খাপছাড়া ব্যবস্থায় কৃষির মারাত্মক ক্ষতিই হয়। সাহায্যের লোভ এবং আশায় চাষীর স্বাবলম্বনের ভরসাও নষ্ট হয়। এদিকে বিভাগীয় বিকৃত অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা চাষীকে ছন্নছাড়া করে। চাষীর নিজ জীবনের সমস্যাগুলিকে উপলব্ধি করে কৃষিবিভাগ যদি সাহায্য করতেন চাষীকে

নিজের পায়ে দাঁড়াবার উন্নততর ব্যবস্থা করতেন তবেই কাজ হোত। এতবড় কৃষিবিভাগ আছে কিন্তু দেশের কৃষির প্রসার নেই—উন্নতি নেই পৃথিবীতে হাইব্রীড জনারের বহু প্রশংসা আগে শুনতাম। আমাদের জেলায় জনারের ক্ষেত্র বিরাট কিন্তু সরকারী বিভাগ থেকে এ বিষয়ে কোনো চেষ্টাই ছিল না লোকসেবক সংঘের কৃষিবিভাগের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে হাইব্রীড জোনারের ব্যাপক প্রচেষ্টা লেছে কৃষির অন্যান্য প্রচেষ্টাও চলেছে, জেলার চাষীরা সামান্য কিছু ভরসাও পেয়েছে। আমাদের সংঘের কৃষিক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৩৫ মণ ৪০ মণ পর্য্যন্ত জনার আমরা ফলিয়েছি কিন্তু দুঃখের কথা এই ব্যাপক হাইব্রীড থেকে বা আমাদের জেলায় এক ছটাকও সুপার ফস্‌ফেট বা হাড়চূর্ণ পাইনি। তাঁরা সরবরাহ করতে পারেন নি সমবায়কে অবলম্বন করে যে কৃষিশক্তি গড়া দরকার তার কোনো দৃষ্টি বা পরিকল্পনা নেই। বিকেন্দ্রিত সেচ ব্যবস্থা যা সত্যই নির্ভরযোগ্য তারও চেষ্টা নেই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি আজকের মৃতপ্রায় চাষীসমাজকে সহায়তা দিতে পারছে না, এগুলি কেবল কংগ্রেসের ভোটের প্রচারবস্তু হয়েই আছে; কৃষিবিভাগগুলির অব্যবস্থাও তার ফলে লোকের ক্ষতির বহু দৃষ্টান্ত জমা আছে। এই পরিকল্পনা ও এই ব্যবস্থা নিয়ে আমরা কি নূতন ভারতের কৃষি গড়ে তুলতে পারবো?

Shri Ras Behari Pal: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তার সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান বাজেটে বেশী টাকা বরাদ্দ হয়েছে অন্যান্য বৎসরের চেয়ে এবং এর সংগে সংগে কতকগুলি নূতন ব্যবস্থাও হয়েছে। আমাদের এই প্রদেশে ও রাজ্যে কৃষিশিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে ছিল, যে অভাব ছিল, তারজন্য আমাদের অনেক অসুবিধা হয়েছে একটু আগে আমরা তা শুনেছি। সেখানে আবশ্যকমত graduate কৃষি পাওয়া যায় না, তারজন্য আমাদের extension block এবং অন্যান্য কাজে উপযুক্ত লোকের অভাব হচ্ছে। আমরা বর্তমান বাজেটে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে কলেজ আছে, বিড়লা কলেজ, সেখানে আরো বেশী পরিমাণে শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় কলেজ খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন block areaতে যে village level workersদের শিক্ষা দেওয়া হয় সেই শিক্ষার দ্বারা যথেষ্ট কাজ পাওয়া যায় না। সেইজন্য ১৪টি agricultural farming করে trainingএর জন্য Institute খোলার ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে উন্নত ধরণের যে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে, গবেষণার দ্বারা, যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করে যদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় তাহলে আমাদের কৃষি উন্নতির যথেষ্ট সাহায্য হবে।

[4-50—5 p.m.]

আমি মনে করি এই যে training centre খোলা হচ্ছে, এই training centre যদি সুপরিকল্পিতভাবে কয়েকটা গ্রাম নিয়ে খোলা যায় তাহলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ভালভাবে হতে পারে। মুর্শিদাবাদ জেলায় কাঁন্দি মহকুমার এক জায়গায় সরকারের যথেষ্ট জমি আছে, এখানে যদি এই ধরণের একটা প্রতিষ্ঠান খোলা হয় তাহলে অল্পশিক্ষিত যুবকদের কৃষিবিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তারপর কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জলের আবশ্যক। যদি প্রয়োজনমত জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অনেক জমিই দো-ফসলা জমিতে রূপান্তরিত হতে পারে। আর যেসব অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে, যেমন basin area ডুবে যায় সেইসব অঞ্চলে যদি জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে উৎপাদনে যথেষ্ট সহায়তা হতে পারে। তারপর, কৃষিজমিতে বন্যার জল যাতে না ঢুকতে পারে ও আটকে থাকতে পারে তারজন্য sluice gate ও calvert

ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ফসল উৎপাদনে সহায়তা হতে পারে। এবার দেখছি minor irrigation বাবৎ যথেষ্ট টাকা ধরা হয়েছে। Deep tubewell irrigationএর জন্য আগে যে টাকা ধরা হয়েছিল তা সমস্ত খরচ হয়নি। গত বৎসর মেদিনীপুর জেলায় গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে, তা ছাড়াও কিছু কিছু ছোটধরণের নলকূপ শীলাবতী নদীর দুইধারে বসানো হয়েছে যাতে করে ১০ হাজার একর জমিতে ২।৩ বার ফসল উৎপাদন হতে পারে। তারপর, এই বছর দেখছি পাঁচশতের উপর tank সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরজন্য যাতে ঠিক স্থান নির্বাচন করা হয় সেদিকে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখন পর্যন্ত নদী থেকে যে deep irrigationএর ব্যবস্থা আছে তাতে যদি pumpএর ব্যবস্থা করা যায় তাহলেও যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা আছে এবং সেসব hire purchase systemএ কৃষকদের দেওয়া যেতে পারে। মেদিনীপুর জেলায় এই ব্যবস্থায় অনেক কাজ হতে পারে। কেলেঘাই নদীর দুই ধারে, এবং শিলাবতী নদীর দু'ধারে এই ব্যবস্থার দ্বারা যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা আছে। অনেক অঞ্চল আছে যেখানে shallor tubewell করা যেতে পারে এবং windmillএর সাহায্যে জল পাওয়া যেতে পারে। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে যেসব ঝরণা আছে তাদের জল যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে প্রয়োজনানুসারে কৃষকদের সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে প্রচুর জমিতে একাধিক ফসল উৎপন্ন হতে পারে। তারপর, স্থানীয় যেসব co-operative society আছে তাদের মাধ্যমে যাতে করে সুষ্ঠুভাবে সার ও বীজ বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয় তার প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কয়েক বছর ধরে পঙ্গপালের উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, এদিকেও সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।

Shri Renupada Haldar : মাঃ স্পীকার মহাশয়, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জনের বেশী লোক পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৪ বৎসর পরেও আমরা আমাদের খাদ্যঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম হইনি। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কথা অনেক ফলাও করে বলা হয়—স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত সরকার বাংলা দেশের চিরনিষ্পেষিত কৃষকদের আর্থিক মানোন্নয়নের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। এ বৎসর ভাল উৎপাদন হয়েছে বলে সরকার কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এর মধ্যে সরকারের কোন কৃতিত্ব নাই, কারণ ফসল যা ভাল হয়েছে, তা সরকারের প্রচেষ্টায় হয়নি, হয়েছে প্রকৃতির দয়াদাক্ষিণ্যে। Irrigationএর ব্যাপারে দেখছি, small irrigationএ যে টাকা খরচ করার কথা ছিল, তা তারা খরচ করতে পারে না। অথচ হয় অনাবৃষ্টির দরুন, না হয় অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুন বাংলার কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয় বছরের পর বছর। এ বছর বীরভূমের মুরারই থানার ৬টি ইউনিয়নের চাষ নষ্ট হয়েছে, ২০ হাজার একর জমিতে জলের অভাবে চাষ করতে পারেনি এবং যারা চাষ করতে পেরেছিল, তারাও বিঘাপ্রতি ১।১৷৷০ মণের বেশী ধান পায় নি।

[5—5-20 p.m.]

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি বৃষ্টির অভাবে চাষীরা চাষ করতে পারেনি, এগুলি যদি দূর করতে হয় তাহলে small irrigationএর ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকার। আমরা এও দেখি যে বাংলাদেশে জলনিকাশের অভাবে খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গত ২ বৎসর আগে যে অনাবৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে বিভিন্ন জায়গায় ফসল চাষীরা যা আশা করেছিল সেভাবে করতে তারা সক্ষম হয়নি। এ বৎসরও অনেক জায়গায় চাষ নষ্ট হয়ে গেছে। অন্যান্য জায়গার কথা ছেড়ে দিয়ে আমি আমাদের জয়নগর থানার কথা বলতে পারি যে সেখানে প্রায় ১০।১২ হাজার একর জমির ফসল বৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকার জানেন যে চাষবাসের উন্নতি করতে হলে সুষ্ঠু জলনিকাশের ব্যবস্থা

রাখতে হবে। বিশেষকরে সুন্দরবন অঞ্চলে যে সমস্ত বাঁধবন্দী এলাকাগুলিতে জলনিকাশ করতে হলে ইরিগেশানের পারমিশান নিতে হয়। কিন্তু ইরিগেশান থেকে সময়মত পারমিশান পাওয়া যায় না যার ফলে সমস্ত আবাদী জমির ফসল নষ্ট হযে যাচ্ছে। অথচ সরকারের তরফ থেকে জল নিকাশ করার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয় না। তারপর আমরা দেখছি যে সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত লোন দেবার ব্যবস্থা আছে সেটা অত্যন্ত কম। অন্যান্য জায়গার সদস্যরা বলেছেন কৃষি লোন যেভাবে বিলি করা হয় তাতে কৃষকের উপকার হয় না এবং সময়মত সে লোনও গিয়ে পৌছায় না। আমাদের জযনগর থানায গত বছর যে লোন দেওয়া হয়েছিল তার পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ১২ হাজার টাকা। এইভাবে যেখানে ২ লক্ষ ৩০ হাজার লোক বাস করে সেখানে মাত্র এই টাকা দেওয়া হয়েছে। শুধু লোন নয়, বীজ ধান দেবার যে ব্যবস্থা আছে তাতে সেটা এমন সময় দেওয়া হল যখন তাদের চাষ শেষ হয়ে গেছে। নারকেল চারা ইত্যাদি যে সমস্ত চারা দেবার ব্যবস্থা আছে তার দাম অনেক বেশী, বরং বাজারে এর চেযে কম দামে পাওযা যায। ধনচে বীজ যা সরকার থেকে দেওয়া হয তার দাম ৪০ টাকা, কিন্তু বাজাবে ১৪।১৫ টাকায় পাওয়া যায়, তাছাড়া ধনচে বীজ না নিলে নাকি লোন দেওয়া হবে না একথা বলা হচ্ছে। সেজন্য আমি বলছি যে চাষের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে অন্যান্যগুলির সাথে সরকারের তরফ থেকে যথাসময়ে সস্তা দরে সার, বীজ ইত্যাদি নিয়মিত-ভাবে প্রযোজনমত সরকারের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[**After Adjournment**]

[5-20—5-30 p.m.]

Non-sitting of the Assembly on the 20th March, 1961 and postponment of the School Final Examination.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, may I have your permission to make a statement. Three points have been raised befoie me. One is the question whether the School Final Examination which is to start on the 20th March can be postponed because that is the Idd Day. So, I telephoned the Administrator, Shri Mitra and he has agreed to postpone the date—not to start on the 20th as had been arranged. This would give relief to the Muslim students.

The second point is that whether on the Idd Day people who sell fruits, vegetables will be allowed to hawk fruits etc. near the Musjids. As members are aware, there has been a case in the High Court not for hawking or making permanent obstruction to the roads and footpaths. Although I have not got the final judgment of the Court but what it appears in the Press is that the High Court Judge has held that is the duty of the policemen not to allow any obstruction. Personally I feel that this would not be an obstruction if the people do not place their articles fixed in a particular place but move about. So, I am instructing the Police to allow these men to hawk fruits and vegetables and food on the Idd Day without any let or hindrance so long as they do not obstruct the foothpath.

The third point is that there is a certain case which has occurred on the 26th February about which my friend Dr. Narain Roy has made a

mention. I have asked the Police to give me a full report as to what had happened and I may be able to give information to the House when the report comes.

Finally, Sir, this is not merely my job but it is a job to be decided between you and the members of Legislature including myself and that is that if we are prepared to meet on the afternoan of Saturday, the 18th March to finalise our budget, then we can declare 20th as a holiday so far as the Assembly work is concerned. The only work on the 20th we have for three hours is the guillotine arrangement. So, if the members are prepared to accept afternoon session on the 18th, say between 3 p.m. and 6 p.m. or 3 p. m. and 6-30 p m. or 7 p. m.—whatever the period is—then we can declare 20th as a holiday. I say for this reason as I understand from my Muslim friends that they are not quite sure as to whether the Idd will fall on 19th or 20th—it may be on the 19th or it may be on the 20th. Therefore, Sir, in order to make sure I thought of placing this before you and if you like you may get the opinion of the House.

Dr. Narayan Chandra Roy : স্যার, ঈদের দিনে আমাদের এলাকায় সামিয়ানা টানিয়ে অনেক লোক জলখাবার খায়, কাজেই এই দিনে জলের ফ্লো যাতে একটু বেশী করে হয় তার জন্য ব্যবস্থা করুন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : হাইকোর্ট যদিও খুব সেনসেটিভ তবে তাঁদের জাজমেণ্টের এ্যাকচুয়াল ওয়ার্ডিং আমি পাইনি except what I said in the Press. তবে মনে হয় এটা creating a permanent obstruction হবেনা, কাজেই I do not think it will be objected.

Dr. Narayan Chandra Roy : তাঁদের যখন বছরে এই একটি মাত্রই উৎসবের দিন তখন আমার মতে একটু রিল্যাক্সেসন করলেই ভাল হয়।

Mr. Speaker : I request Mr. Basu and Mr. Sen to come and have a talk with me in my chamber to arrange finally whether we should declare 20th a holiday or not.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : এটা ডিক্লেয়ার করবার প্রয়োজন হবে না। We do not sit.

Shri Jyoti Basu : অবশ্য শনিবার আমাদের একটু কাজ ছিল, তবে ঈদের জন্য যদি সোমবার ছুটি থাকে তাহলে শনিবার আমাদের দু-বেলা বসতেই হবে। তবে যদি আমাদের দিন পরিবর্তন করতে হয় তাহলে আবার একটা কনফারেন্স না করে এখানে বসেই তো তা ঠিক করে নিতে পারি।

Shri Deben Sen : আমারও মত যে, ঈদের জন্য সোমবার ছুটি দিয়ে তার পরিবর্তে শনিবার একটু বেশী সময় বসা ভাল।

Mr. Speaker : There would be two sittings on Saturday and 20th would be a holiday.

Shri Elias Razi : মিঃ স্পীকার, স্যার, বাংলার কৃষিজাত ফসলের কথা বলতে আমরা প্রধাণতঃ ধান এবং পাটকে বুঝি। কৃষি মন্ত্রী আমাদের বললেন যে এবারে বাংলাদেশে ধান প্রচুর উৎপন্ন হয়েছে। হয়ত কোন কোন জেলায় ধান উৎপন্ন হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে খুব একটা উৎফুল্ল হবার কোন কারণ নেই। মালদহ জেলার কথা আমি বলতে পারি যে সেখানে এবারে ধান ভাল উৎপন্ন হয়নি। এবং ভাল উৎপন্ন না হওয়ার কারণ লেট সোয়িং এবং সেখানে সম্পূর্ণ অনুকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দুটো পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে এল কিন্তু মালদহে এ পর্যন্ত সেচের উন্নতির জন্য কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয়নি। যদি ফলণকে বাড়াতে হয় তাহলে সেচের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় হরিশচন্দ্রপুরে যে মালিয়োর স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে সেই স্কীমের কাজ যাতে অতি দ্রুত সম্পন্ন করা হয় সে দিকে আমি কৃষি মন্ত্রী এবং সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

তারপর আর একটা ফসল পাট সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। আমাদের অর্থ মন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে পাটের ফলন বছরের পর বছর কমে যাচ্ছে। তাঁর বাজেট বক্তৃতায় প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী পাট ও মেস্তার উৎপাদন যথাক্রমে ১৯৫৮-৫৯ সালে হয়েছে ৩১.৬০ লক্ষ গাঁইট, ১৯৫৯-৬০ সালে হ্রাস পেয়ে হয় ২৫.৭৮ লক্ষ গাইট এবং ১৯৬০-৬১ সালে হয় ২৩.৮২ লক্ষ গাঁইট। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৫৮ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর পাটের উৎপাদন কমে এসেছে। এই পাট এমন একটা জিনিস যেটা বিদেশ থেকে ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে আসে। এই পাট যদি ভাল হয় এবং পাটের দর যদি ভাল পাওয়া যায় তাহলে গ্রামের শতকরা ৮০।৯০ জন লোক তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে এবং তাদের সাংসারিক বিভিন্ন রকমের খরচ এই একমাত্র পাট বিক্রীর টাকা দ্বারাই প্রায় নির্বাহ করে নিতে পারে।

[5-30—5-40 p.m.]

কিন্তু দুঃখের বিষয় পাটের উৎপাদন আজ তিন বছর ধরে প্রত্যেক বছরই কম হয়ে যাচ্ছে এবং কম হবার কারণ হচ্ছে এই যে পাটের দর কোন সময়ে ঠিক থাকে না, সব সময় বাজার দর বিপদজনক ভাবে ফ্লাকচুয়েট করে থাকে। যখন চাষীদের ঘরে পাট থাকে, যখন পাট উঠতে আরম্ভ করে তখন পাটের দর অত্যন্ত কম থাকে—২৫ টাকা থেকে আরম্ভ হয়। কোন সময়ে ২০ টাকা থেকে আরম্ভ হয়, এবারে আরম্ভ হয়েছে ৩৫ টাকা থেকে এবং সেটা উঠতে উঠতে ৮০।৮৫ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। যখন সমস্ত চাষীর ঘরে কিছু কিছু পাট থাকে তখন পাটের দর অত্যন্ত কম থাকে এবং যখন চাষীর ঘর থেকে পাট বেরোয় বড় বড় মহাজন, ব্যবসায়ীদের হাতে যায় তখন পাটের দর অত্যধিক বেশী হয়ে যায়। ফলে যারা অত্যধিক পরিশ্রম করে পাট উৎপাদন করে তারা তার লাভের অংশ কিছুই পায় না—লাভটা যায় বড় বড় মহাজন, ব্যবসাদারদের পকেটে। কাজেই পাটের একটা ন্যূনতম দর যদি ঠিক করা থাকে তাহলে চাষীরা প্রোডাকসন বাড়াবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারে। এবারে পাটের দর অত্যধিক বেশী হয়েছে পাট ভাল হয়নি বলে কিন্তু যদি চাষীরা বুঝতে পারে এবং জানতে পারে যে তারা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের একটা ন্যূনতম ন্যায্য দর পাবে তাহলে তারা পাটের উৎপাদন বাড়াবার উৎসাহ পাবে। এজন্য আমি কৃষিমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ জানাই যে পাটের ন্যূনতম দর অন্ততঃপক্ষে ৫০ থেকে ৫৫ টাকার মধ্যে বাঁধিয়া দিয়া চাষীদের তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য ন্যায্য দরে বিক্রী করার সঠিক বাজারের একটা কার্যকরী বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যদি চাষীকে বাঁচাতে হয়—তাদের উৎসাহিত করতে হয় এবং কৃষি

অর্থনীতি বা গ্রামীন অর্থনীতির মধ্যে পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে এই ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে—গ্রামের সমস্ত মহাজনদের হাত থেকে গ্রামের চাষীদের রক্ষা করতে হবে। চাষীরা আজ মহাজনদের কাছে ঋণে অত্যন্ত জর্জরিত এবং এর কারণ উপযুক্ত এবং সহজপ্রাপ্য সময়োচিত সরকারী ঋণের শোচনীয় স্বল্পতা। পরিণামে তারা পাট উৎপাদনের সময়ে ১/০ এক মণ পাটের বিনিময়ে মাত্র ১৫।২০ টাকা ঋণ নিতে বাধ্য হয়। পরে সেই এক মণ পাটের দাম ৩৫।৪০।৪৫।৫০ টাকা, এমন কি ৮০৲ টাকা পর্যন্ত উঠে। অতএব চাষীরা যে-উদ্দেশ্যে টাকা ঋণ নেয় সেই উদ্দেশ্য তো মোটেই সফল হয় না, বরং তারা আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি চাষীদের এই-সমস্ত মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করা না যায় তাহলে এই পাটের ফলন কোনরকমে বাড়তে পারে না বা চাষীদের অবস্থার কোনরকম পরিবর্তন হতে পারে না। এইসমস্ত মহাজনদের কঠোরহস্তে দমন করার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এদের জন্য যারা প্রকৃতপক্ষে পাট উৎপাদন করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে কোনদিন দেশের আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর নয়। সুতরাং এদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত দরকার বলে আমি মনে করি।

Shri Sudhir Chandra Bhandari: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ ১৪ বছর দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কৃষি-উৎপাদন সম্পূর্ণ প্রকৃতির খেয়াল-খুসীর উপর নির্ভর করছে। তার কারণে আমরা সরকারের কাছে শুনছি—একরে কোন বছর ৩ মণ, কোন বছর ১১ মণ কোন বছর বা ৯ মণ ফলন হয়েছে। সরকারের এ-ব্যাপারে কোন নিয়ন্ত্রণ করবার ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি না।

আর একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি—আমাদের দেশে যেভাবে ক্রমাগত উৎপাদন কমে যাচ্ছে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও উৎপাদন আমাদের কমে যাচ্ছে, এটা বাস্তবিকই চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে। এটা একটা মারাত্মক বিপর্যয়ের সূচনা করছে। এছাড়া আরো আমরা দেখতে পাচ্ছি—আমাদের দেশে ক্রমাগত জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে এবং তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে সরকারের কোন ভূমিকা এসম্বন্ধে দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া সেচের যা সুযোগ সুবিধা, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বহু ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি সেচের পরিকল্পনা কোনটাই কার্যকরী হচ্ছে না। মাত্র ২০ লক্ষ একরের মত জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য আমাদের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ যে কত, সেকথা মন্ত্রী মহাশয় এখানে রাখলেন না, শুধু লোকসংখ্যা ৩ কোটী ২০ লক্ষ—একথাই বললেন। এর জন্য একটা সুষ্ঠু পরি-সংখ্যান দেওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশের অক্ষরতা ও নিরক্ষরতা সম্বন্ধে যা দেখতে পাচ্ছি—১৪ বছরে শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যাপারে কোন উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না। কৃষির কাজও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়তনে চলছে, কোন একটা সমবায় পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করছি না। ব্যক্তিগত জমি এত টুক্‌রো টুক্‌রো ও বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে যে তাতে উন্নত ধরণের চাষ আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না। কৃষি উৎপাদনের এইসব নানারকম অন্তরায় রয়েছে। তা' ছাড়া কৃষিব্যবস্থা একেবারে আদিম ব্যবস্থায় রয়েছে। সেই কাঠের লাঙ্গল, যার দ্বারা দেড় ইঞ্চি দু' ইঞ্চির বেশী মাটি ওঠে না, এসম্বন্ধে সরকারের কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী দেখতে পাচ্ছি না। কৃষক চাষ আবাদ করবে কি করে—তার জন্য পর্যাপ্ত মূলধনও নাই। কৃষকরা মহাজনদের কাছে দেনার দায়ে ডুবে আছে। সেই ঋণভার থেকে কৃষকদের মুক্ত করার কোন ব্যবস্থা সরকারের নাই। যদিও সমবায়ের মাধ্যমে নানারকম লোনের আকারে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে—তা' কৃষকদের হাতে পৌঁছাচ্ছে না। কৃষিজাত ফসলের উপযুক্ত দামও তারা পাচ্ছে না। নানারকম ত্রুটী রয়েছে, যানবাহনের ত্রুটীও তার মধ্যে একটা; সেটাও তাদের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার পক্ষে অন্তরায়। কৃষকরা যেসময় ধানচাল বিক্রী করে, তখন দাম থাকে কম; তারা ফসল হাতে ধরে রাখতে পারে না।

তারপর তো সামান্য বৃষ্টিতেই বন্যা হয়ে যায়। গড়পড়তা বাংলাদেশে ৬০ থেকে ৭০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়—যার অর্ধেক মাটিতে টেনে নেয়। এই বন্যা সম্পর্কে যে তদন্ত কমিটী হয়েছে, তাব তদন্ত করতে কতদিন লাগবে জানি না। কৃষি উৎপাদন মোটেই লাভজনক হচ্ছে না। চাষবাস করতে যে টাকা খরচ হয়, ফসলের দামে তা উশুল হয় না, ক্ষতি হয়। কাজেই লাভজনক না হলে কৃষির উৎপাদন কিছুতেই এগুতে পারে না। আজ ১৪ বছরে এই জিনিসটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে শতকরা ২৫ থেকে ৩০ জন কৃষক ভিক্ষুকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে জমি চাষবাস করবে কারা এবং কিভাবেই বা কৃষির উন্নয়ন হবে? আর একটা ব্যাপার হচ্ছে—যারা প্রকৃত কৃষক, তাদের হাতে জমি নাই। জমির উপর তাদের দরদ কোথা থেকে আসবে? এই যে ভূমিসংস্কার আইন হলো, জমিদারী দখল আইন পাস হলো, কিন্তু এখন পর্যন্ত ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল না। খাদ্য-সমস্যার সমাধান করতে এই সরকার অসমর্থ। সরকার অবশ্য নানারকম কথা বলে থাকেন যে লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, মানুষের স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে ইত্যাদি অর্থাৎ লোক বেশী মরছে না। তাহলে লোক যখন বাড়ছে, তখন উৎপাদন কেন বাড়ছে না? লোক-সংখ্যা বাড়লে আরো লোক জমিতে খাটবে—ফসল বৃদ্ধি হবে। তা' তো হচ্ছে না! কেন আমরা একর-পিছু ৫০ মণ ফলাতে পারছি না? ক্রমাগত কেন ফলন কমে যাচ্ছে? আজ ১৪ বছরেও ফলন বাড়াতে সরকার পারছেন না। আমার মনে হয় এই সরকার গদীতে বসে থাকার কোন সার্থকতা নাই।

[5-40—5-50 p.m.]

Shri Ramanuj Halder : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিভিন্ন পরিসংখ্যান দেখে এবং কৃষক সমাজের বাস্তব অবস্থা লক্ষ্য করলে আমরা খুব হতাশ হই ও এক ভয়াবহ চিত্র দেখতে পাই। এই অসহায় কৃষক সমাজের উন্নতির উপর কৃষি উন্নতি বিপুল পরিমাণে নির্ভর করে থাকে এবং নির্ভর করে থাকে সরকারী ব্যবস্থাপনা। যে পরিমাণ টাকা এবার বরাদ্দ করা হয়েছে, তার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কিছু আশা সঞ্চার করা যায় যদি এই অর্থকে যথাযথভাবে নিয়োজিত করা যায়। কিন্তু এটা অবশ্য প্রাসংগিক বক্তব্য যে, বাংলাদেশের যেসমস্ত সমস্যা সংকুলতা রয়েছে, তার পরিপেক্ষিতে বিচার করলে সমস্যা সমাধানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে তুলনায় এর প্রতুলতা আদৌ নেই। একদিকে কৃষককুলের অবস্থা যেমন শোচনীয়, তেমনি ভূমি ও অন্যান্য সমস্যাও জটিল এবং পক্ষান্তরে এই বিভাগে সরকারী কর্মচারী যাঁরা নিযুক্ত আছেন এই কাজে,—এতে তাদের উপযুক্ততা বিবেচনা করে এই বিভাগে তাদের রাখা দরকার। অর্থাৎ যারা কৃষক সমাজের সংগে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, তাঁরা দেশের কল্যাণসাধনের চেষ্টায় অগ্রসর হবেন। এবং সংগে সংগে সরকারের লক্ষ্য রাখা দরকার—সরকারের অন্যান্য বিভাগের সরকারী কর্মচারীদের যে-হারে বেতন দেবার ব্যবস্থা আছে, এই বিভাগের কর্মচারীদের সেই হারে বেতন দেবার যেন ব্যবস্থা হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে সরকার কৃষি বিভাগের প্রতি কি পরিমাণ পক্ষপাতিত্ব পোষণ করে এবং তার ফলে এই বিভাগের কর্মচারীগণ কি অবিচার হচ্ছে। কৃষিমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা একটা পরিসংখ্যানের হিসাব পেলাম। কিন্তু আমি তাঁর কাছে আর একটা পরিসংখ্যান রাখতে চাই যে—পশ্চিমবংগের মোট ৫৫ লক্ষ পরিবারের মধ্যে অন্ততঃ ২৯ লক্ষ পরিবার কৃষির উপর নির্ভরশীল। এবং তার মধ্যে ১৫ লক্ষ পরিবার, তারা যে ফসল ফলায়, তাতে তাদের সারা বৎসর চলে না, তাদের ঘাটতি পরিবার বলা যেতে পারে।

এর মধ্যে ১২ পার্সেন্ট লোক ভূমিহীন, এই ১২ পার্সেন্ট লোক অন্যের জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বেকারের সংখ্যা ২০ লক্ষ ছিল, এখন তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিহীন মাঝারী কৃষকের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ। এই সমস্ত চিত্র বিবেচনা করলে আমরা দেখি বাংলার যে অগণিত জনসাধারণ লক্ষ লক্ষ মানুষ—যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়নি এবং কৃষকসমাজ যে ঋণভারে জর্জরিত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং আমি লক্ষ্য করে দেখেছি কৃষকের ছেলেদের সাধারণভাবে লেখাপড়া শিখে কৃষির মাধ্যমে উপার্জন করার ব্যবস্থা না পেয়ে তারা সামান্য বেতনের চাকুরির জন্য ঘুরে বেড়ায়। যেখানে কৃষকের গড় আয় ছিল ১১০৲ টাকা সেটা হয়ে গেছে ৯৯৲ টাকা। কাজেই চাষীর জীবনে যে শোচনীয় অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের লক্ষ্য রাখা দরকার। আমি দেখছি অধিকাংশ চাষী গৃহহীন, স্বাস্থ্য খারাপ দুর্বল বলদ নিয়ে চাষ করছে এবং এরা মাত্র বছরে ৪।৫ মাস চাষের কাজ করে বাকী সময় হাহাকার করে ঘুরে বেড়ায়। তারা যে ঋণগ্রস্ত সে সম্বন্ধে অনেক সদস্যই বলেছেন। এবং এই ঋণের সুদের হার ২৫ পার্সেন্ট নয় ৩.৪ মাসের সুদই শতকরা ২৫ টাকা এবং এটাও আদায় করা হয় বারি হিসাবে আশ্বিন মাসে। এ জিনিষ দিনের পর দিন চলেছে। চাষী যে ফসল উৎপাদন করে তা ২।৩ মাসের মধ্যে বাজারে বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয় এবং মহাজনদের ঋণের উপর আবার নির্ভর করতে হয়। এভাবে চাষী তার পুত্রকন্যা নিয়ে এক অতি শোচনীয় অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছে। আজকে বিংশ শতাব্দীতে যেখানে বৈজ্ঞানিক যুগে নানা পরিকল্পনা হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশের শতকরা ৫৭ জন লোক কৃষক বিষময় দারিদ্র্যে দুঃখময় জীবন যাপন করছে এবং করতে বাধ্য হচ্ছে।

আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আর একটি বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করছি। আমার মনে হয় মন্ত্রীমহাশয় এটা ভুল বলেছেন যে সিন্দ্রী fertilizer রসায়ণ সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমি বলি green manure এবং compost সারের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। আমি বলেছি রসায়ণ সার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে জৈব সার পরিমাণমত ব্যবহার করার বিশেষ প্রয়োজন। শুধু রাসায়ণিক সার দিলে আমাদের দেশের ভূমি উষর হয়ে যাবে এবং ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখা দেবে। মিঃ মাসানী এবং ডাঃ আমেদও একথা স্বীকার করেছিলেন যে শুধু রাসায়ণিক সার দিলে চলবে না। আমাদের দেশের কৃষকরা যে রকম অজ্ঞ তাতে কতটা পরিমাণ জৈব সার এবং কতটা পরিমাণ রাসায়ণিক সার দিতে হবে সে জ্ঞান তাদের নাই। এ বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

[5-50—6 p.m.]

উপযুক্তভাবে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের দেশের ভূমিতে ভবিষ্যতে আরও ফসল হানি হবার সম্ভাবনা থেকে গিয়েছে। একথা স্বীকার করতেই হবে জমির ফসল বৃদ্ধি নির্ভর করে যে উৎপাদন করে তার সামর্থের উপর, বুদ্ধি ও সঙ্গতির উপর, তবুও আসলে তাকে নির্ভর করতে হয় প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপর, তাকে নির্ভর করতে হয় সময়ের উপর, এখানে একটা time factor রয়ে গিয়েছে। কৃষির উন্নতি নির্ভর করে থাকে সেচ বিভাগের দায়িত্ব পালনের উপর, নির্ভর করে দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রেরণা দেবার উপর এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করা দরকার। ভূমির কথা বলতে গিয়ে বলতে হয় যে, কি পরিমাণ ভূমি রাখবো তার সর্বোচ্চ পরিমাণ যেমন ঘোষণা করা হয়েছে—তেমনি কত নিম্ন পরিমাণ ভূমি রাখা যাবে তাও ঘোষণা করার দরকার। Bargadar systemএ একজন কৃষকের হাতে যে পরিমাণ জমি দিলে সে কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে কৃষির উন্নতিসাধনের জন্য জড়িত থাকতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। তারপর

যতই সার প্রয়োগ করুন না কেন তাতে কিছু হবে না, আর একটা বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার তা হচ্ছে গো পালন। ঋণের কথা এখানে বহু সদস্য বলে গিয়েছেন যে এটা একটা প্রহসনের মত। একথা ঠিক যে, চাষীর হাতে যথাসময়ে যথাযথ পরিমাণে ঋণ গিয়ে পৌছায় না। তাদের শারিরীক সামর্থ নেই, আর্থিক সামর্থও নেই। সেইজন্য আমি মনে করি এইসব বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। আদর্শ কেন্দ্র স্থাপন করে দেখান দরকার। শুধু প্রচারের মাধ্যমে নয়। চাষীর ঘাড়ে কাঁঠাল রেখে, অন্য ব্যবস্থা না করে, শুধু প্রচারের মাধ্যমে ফসল বৃদ্ধির অগ্রগন্যতা লাভ করা যায় না। উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা দরকার বলে মনে করি। বিভিন্ন অঞ্চলে দু'ফসলা চাষ যদিও স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু তার পরিসংখ্যান ও প্রচেষ্টা বাস্তবিকই অতি নগণ্য। একটা বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আপনার মাধ্যমে আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের এখানে বনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। যে বন আমাদের এখানে রাখা দরকার তা আমরা রাখতে পারছি না। বাংলাদেশের মধ্যে শতকরা ৮৭ ভাগ জমি কৃষিকাজের মধ্যে এনেছেন। Intensive cultivation-এর দিকে দৃষ্টি না রেখে extensive ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমরা আমাদের অন্যান্য সম্পদ সৃষ্টির পথ ব্যাহত করছি। এবং শুধু তাই নয় এরজন্য কৃষিকার্য ভবিষ্যতে নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সার প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য মিহিরলাল চ্যাটার্জি বলেছেন। Municipalityর sludge ব্যাপারে আমরা জানি, বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে এই মলমূত্র নদী ও সমুদ্রে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সমস্ত মলমূত্র নদী ও সমুদ্রে ফেলে দেবার ব্যবস্থা থাকায় এইগুলি কাজে লাগান যাচ্ছে না। খাদ্য বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন বর্তমান বৎসরে। এটা আমি মনে করি এই সম্বন্ধে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য বহু পরিমাণে পুরস্কৃত হবে। অবশ্য সরকারী প্রচেষ্টা এর মধ্যে কিঞ্চিৎ থাকতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখেছি এখানে যে তুলনামূলক হিসাব আছে যদি তা দেখি তাহলে দেখবো, acreageএ যে খাদ্য-উৎপাদন বেড়েছে তা নামমাত্র।

এইসব দিক থেকে আমরা মনে করি যে, আজকে যদি কৃষকসমাজের উন্নতি করতে হয় তাহলে বিকল্প শিল্পের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আজ কলকাতা মহানগরীর পরিবর্ধন ও শিল্পউন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চলছে তাতে করে সমগ্র পশ্চিমবংগের বিশেষ কোন কল্যাণ হবে না। আজ পল্লীবাংলার নানা স্থানে বিকল্প শিল্পব্যবস্থাপনা প্রয়োজন যাতে করে অবসর সময়ে কৃষকসমাজ শিল্পকার্যে নিযুক্ত হতে পারে। আর কুটীরশিল্পের অবস্থা মৃতপ্রায়। যদি না সরকার কুটীরশিল্প পুনরুদ্ধার করে তাদের জন্য একটা বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করতে কৃতসংকল্প হন তাহলে কৃষককূলকে অনিবার্য ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করা যাবে না। মাঃ স্পীকার মহাশয়, আর একটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব—আজ আমাদের সাবেকী আমলের সংস্কার ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে এসে তাদের সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখতে হবে এবং তার সমাধানের জন্য অগ্রসর হতে হবে, তা নাহলে আমাদের অগ্রগতি সম্ভব হবে না।

Shri Basanta Lal Chatterjee : মাঃ স্পীকার মহাশয়, আমি আমাদের উত্তর দিনাজপুর সম্পর্কে কয়েকটা কথা প্রধানতঃ বলতে চাই। এবার আশ্বিন মাসে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য অনেক জমিতে ধান হয়নি, কোন কোন জমিতে মাত্র ৪ থেকে ৬ আনা ধান হয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুরে এইরকম অবস্থা হয়েছে। সেখানে যে সমস্ত হাজামজা নদী-নালা আছে সেগুলি সংস্কার করলে সেচের দিক থেকে অনেক সহায়তা হতে পারে। সরকারের কাছে এ নিয়ে দাবিদাওয়া করা সত্বেও সরকার কিছুই করছেন না। তারপর যে সমস্ত জমি নেওয়া হয়েছে তা কৃষকদের দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। অনেকক্ষেত্রে বর্গাদারদের মিথ্যা মামলায় জড়িত করে উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্বেও তাঁরা কোনপ্রকার ব্যবস্থাবলম্বন করছেন না। যদি না বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করা হয় এবং খাস জমি ও পতিত জমি চাষীদের মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করা হয় তাহলে

আমাদের দেশের কৃষিসমস্যা কোনদিন সমাধান হবে না। তারপর, সুষ্ঠুভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা না হলে পর কৃষকসমাজ ধনীমহাজনদের কবল থেকে কোনদিন মুক্তি পাবে না, কারণ তারা ঋণ নিয়ে সেটা শোধ করতে পারে না। সেজন্য কৃষকদের মধ্যে সময়মত যথেষ্ট পরিমাণে ঋণদানের ব্যবস্থা করা দরকার। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমার কাছে চিঠি এসেছে যে, ঋণ আদায়ের জন্য সেখানে certificate জারি আরম্ভ হয়েছে এবং ভীতিপ্রদর্শন করা হচ্ছে—টাকা না দিলে ঘরবাড়ী দখল করা হবে। তারপর, মজুরীর হার এত কম যে, তাতে কোন লোকের জীবিকানির্বাহ হতে পারে না। তারপর, যারা গরীব কৃষক যাদের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা নাই তাদের সমস্ত বকেয়া ঋণ মকুব করা দরকার, তা নাহলে যেটুকু জমি এখনো তাদের হাতে আছে তা বিক্রী করে দিয়ে তারা দিনমজুরে পরিণত হয়ে যাবে। তারপর, উত্তরবঙ্গের ৪টি জেলাতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রচুর—ভগবান যদি বৃষ্টি দেন তাহলে ফসল হয়, নতুবা হয় না। আজ উত্তরবঙ্গের জমিতে বিঘাপ্রতি ৩-৫ মণের বেশী ধান হয় না। জমি অনেক আছে যেখানে চাষ-আবাদ হতে পারে, কিন্তু জলাভাবের দরুণ চাষ হতে পারে না। তারপর, আজকের দিনে যে হারে খাজনা ধার্য করা আছে তা দেবার ক্ষমতা কৃষকদের আছে কিনা তাও ভেবে দেখবার বিষয়। তারপর, marketing society হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে এমন কিছু উপকার হচ্ছে না, কারণ যদি এইসব marketing society ধান কিনে ধরে রাখতে পারে তাহলেপরই কৃষকরা কিছুটা উপযুক্ত দাম পেতে পারে। কিন্তু মূলধনের অভাবের জন্য এসব marketing societyগুলি ভালভাবে কাজ করতে পারছে না। সেজন্য আমার অনুরোধ সরকারের কাছে তাদের যেন প্রয়োজনানুপাতে মূলধন সরবরাহ করা হয়। আমার শেষ বক্তব্য, উত্তরবঙ্গে জেলাগুলি সম্পর্কে সরকার যেন বিশেষভাবে ভেবে দেখেন।

[6—6-10 p.m.]

Shri Parbati Hazra : মাননীয় সভাপাল মহাশয়, কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থাপিত কোরেছেন আমি তার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি। গত দশ বৎসর ধরে দু'টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিমবাংলা তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের কাজে যে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বহুবিধ সমস্যা নিয়ে পশ্চিম বাংলার যাত্রা সুরু হয়, গত ১০ বৎসর ধরে পশ্চিম বাংলার ইতিহাস এইসকল সমস্যা সমাধানের এক সংহত এবং সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার ইতিহাস এবং এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে এই রাজ্যকে যে-সকল বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে—তার তুলনায় অগ্রগতির পরিমাণ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করতে হোলে কৃষির উন্নতিকে যে অগ্রাধিকার দেওয়া একান্ত দরকার সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে জাতীয় সরকার ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। কৃষি ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তখন দেশের মধ্যে না ছিল সুষ্ঠু সেচব্যবস্থা না ছিল উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা, না ছিল চাষযোগ্য পতিত জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা, না ছিল উন্নত ধরণের সার সরবরাহের ব্যবস্থা, না ছিল ফসলের রোগ দমনের ব্যবস্থা, তখন কৃষির বহুবিধ সমস্যা ছিল। আজ সরকার সেসমস্ত সমস্যাগুলি দূর করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন কোরেছেন এবং সেগুলি পর পর সমাধান কোরে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছেন। বৎসরের পর বৎসর কৃষি উন্নয়নের কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে কৃষিখাতে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছিল ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা আর বর্তমান বাজেটে কৃষিখাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৯ কোটি ৪৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। কৃষির উন্নতির মূল হচ্ছে সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা, এই সেচব্যবস্থার

উন্নতির জন্য সরকার বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই কার্যকরী করা হয়েছে এবং নূতন নূতন পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। মেজর ইরিগেশান স্কীম, স্মল ইরিগেশান স্কীম, ডিপ টিউবওয়েল ইরিগেশান, এক্সপ্লোরেটারী টিউবওয়েল ইরিগেশান, ট্যাংক ও বাঁধ ইম্‌প্রুভমেণ্ট এইসমস্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে। তার মধ্যে মেজর ইরিগেশান স্কীমগুলি বাদে বাকী সমস্তই কৃষি বিভাগ থেকে করা হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে পশ্চিম বাংলার মোট ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩ শত ৯৭ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল। ছোট বড় প্রভৃতি বিভিন্ন সেচপরিকল্পনার সাহায্যে ১৯৬০-৬১ সালে প্রায় ২৩ লক্ষ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সেচের জন্য গভীর নলকূপ বসানোর পরিকল্পনা পশ্চিম বাংলার ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ফুলিয়ায় ২০টি এবং হাবড়ায় ১৬টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে এবং ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নদীয়া এবং ২৪ পরগণা জেলায় আরও ৪০টি বসানো হয়েছে। তা' ছাড়া অন্যান্য জেলায় ৩৩টি এক্সপ্লোরেটারী টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই রাজ্যের সর্বত্র মোট ৩০০০ গভীর নলকূপ বসানো হবে। দেখা গেছে এরূপ একটি নলকূপের সাহায্যে ২০০ একর জমিতে সেচ দেওয়া যায়। তাহলে এরূপ ৩০০০ গভীর নলকূপের সাহায্যে প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে। ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষভাগ পর্যন্ত যত হাজামজা পুকুর উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলো থেকে প্রায় ২ লক্ষ ৯৮ হাজার একর জমিতে সেচের জল পাবে বলে আশা করা যায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২৮০০ হাজামজা পুকুর উদ্ধার করার কথা হয়েছে। তা' থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমি জল পাবে। উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহের জন্য বর্তমানে যে ১০০টি বীজ পরিবর্ধন খামার আছে, তার সংখ্যা বাড়িয়ে ২০০ করা হবে। কৃষি সম্প্রসারণ কৃষিশিক্ষা, এবং কৃষি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের দেশে রাসায়নিক সারের চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদন খুবই কম। এ' সারের পরিমাণ যাতে বৃদ্ধি পায় ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় দুর্গাপুরে একটি সারের কারখানা তৈরীর প্রস্তাব করা হয়েছে তা কার্যকরী হলে সারের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হবে। তাছাড়া স্থানীয় সূত্রে যে সার পাওয়া যায় যেমন টাউন কমপোষ্ট, স্কার্য, ভিলেজ কমপোষ্ট ইত্যাদি, এগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। সবুজ সারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ধঞ্চে বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তারপর নানারকম রোগের ও কীটপতংগের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষার ব্যবস্থা, (খ, পতিত জমি উদ্ধার (গ) ব্যাপক চাষের পরিবর্তে নিবিড় চাষের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া। (ঘ) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার (ঙ) ফলন বৃদ্ধির জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের ভিতর দিয়ে কৃষির উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে। গত কয়েক বৎসরের কৃষির উৎপাদনের যদি তুলনা করা হয় তাহলে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে আমাদের দেশে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের ধানের জমির পরিমাণ ৯৩,৪৫,৩০০ একর ছিল এবং চাউলের উৎপাদন হোত ৩৪,০৬,৪০০ টন। ১৯৫৯-৬০ সালে ধানের জমির পরিমাণ ১,০৯,১৫,৬০০ একর ছিল এবং চাউলের উৎপাদন হোত ৪১,৭১,৭০০ টন। এখন ১৯৬০-৬১ সালে চাউলের উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ৫৩,৫১,০০০ টন।

[6-10—6-20 p.m.]

১৯৪৭-৪৮ সালে পাটের জমির পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৬৬ হাজার একর এবং উৎপাদন হয়েছিল ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার গাট এবং ১৯৫৯-৬০ সালে পাটের জমির পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ২৪ হাজার একর এবং উৎপাদন হয়েছিল ২১ লক্ষ ৭০ হাজার গাট। তারপর ১৯৪৭-৪৮ সালে ৭৩ হাজার ৬০০ একর

জমিতে আলুর চাষ হয়েছে এবং ফলন হয়েছে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ১০০ টন এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩০০ একর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে এবং ফলন হয়েছে ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৫০০ টন। কাজেই এই ৩টি ফসলের উৎপাদনের হিসাব থেকে এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এবারে আমি আপনার সামনে আমার অঞ্চলের কৃষিজীবিগণ যে কয়েকটি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে সে সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই। প্রথম হোল কোল্ড ষ্টোরেজ-এর কথা। আজকাল বহু বেসরকারী কোম্পানী বিভিন্ন স্থানে বীজ সংরক্ষণের জন্য কোল্ড ষ্টোরেজ তৈরী করেছে এবং চাষীরাও এই কোল্ড ষ্টোরেজে তাদের আলুবীজ রাখার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এইসমস্ত কোল্ড ষ্টোরেজ-এর মালিকরা তাঁদের খেয়ালখুসীমত আইনকানুন তৈরী করে চাষীদের অনেক ক্ষেত্রে হয়রানী করে। প্রথমতঃ, তাঁদের ভাড়ার হার অত্যন্ত বেশী, দ্বিতীয়তঃ, মালের ক্ষয়ক্ষতি হলে তাঁরা তার জন্য খেসারত দিতে বাধ্য নয় এবং তৃতীয়তঃ, মণপ্রতি কমতি বেশী ধরা হয়। কাজেই চাষীদের এই যে নানারকম অসুবিধা রয়েছে সেগুলো বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে চাষীদের সুবিধার জন্য যাতে কোল্ড ষ্টোরেজ কণ্ট্রোল আইন প্রণয়ন করা হয় তার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, পল্লীঅঞ্চলে দেখা যায় যে কোন খাল বা পুকুরের পাশে যেসমস্ত চাষের জমি থাকে তার মধ্যে একেবারে খালের ধারে যার জমি পড়েছে সে তাঁর জমিতে খাল থেকে জল নিয়ে সেচের সুবিধা ভোগ করছে। কিন্তু তাঁর জমির দু'পাশ দিয়ে বা উপর দিয়ে খাল থেকে দূরের জমিতে অন্য কোন ব্যক্তিকে জল নিয়ে যেতে দেয় না। সুতরাং দেখা যায় যে এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে সেচের সুবিধা থাকা সত্বেও জলের অভাবে বহু জমিতে চাষ হয় না। কাজেই এ-ব্যাপাবে কোন আইন প্রণয়ন করে জনসাধারণের এই অসুবিধা দূর করবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। তারপর কৃষির উন্নতির জন্য চাষীদের যেসমস্ত ঋণ দেবার ব্যবস্থা আছে সেগুলো যাতে তারা সময়মত পায় এবং যে ফসল তারা উৎপন্ন করে তার জন্য যাতে একটা উপযুক্ত মূল্য পায় তার জন্যও মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। কেননা আমরা দেখেছি জমি থেকে যখন ফসল ওঠে তখন স্বভাবতঃই তার দাম কমে যায় এবং সেই সুযোগ বড বড ব্যবসাদার ও আড়তদাররা সেগুলো কিনে নিয়ে পরে বেশী দামে বেক্রী করবার চেষ্টা করে। তারপর এবছর যদিও আলুর চাষ যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু বার্মা থেকে যে সিড্ পোট্যাটো আমদানী করা হয় সেটা যাতে ভাল-ভাবে বিতরণের ব্যবস্থা থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। তবে এবারে এ-ব্যাপারে যথেষ্ট অব্যবস্থা দেখেছি এবং এও দেখেছি যে, মফঃস্বলের চাষীরা সেই সুযোগ পায় না এবং অপরপক্ষে ব্যবসাদাররা সেগুলো নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত অধিক মূল্যে মফঃস্বলের চাষীদেব কাছেই বিক্রি করেছে। সুতরাং, আজ আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি যে ঐ আলুবীজ যেন কোন কোন চাষী অঞ্চলে বিক্রী করবার ব্যবস্থা হয়। তারপর এগ্রিকালচারাল এক্সিকিউটিভ অফিসারদের খুব অভাব রয়েছে দেখেছি এবং এর ফলে বিভিন্ন জায়গায় ব্লকের কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এঁদের বেতনের দিকে লক্ষ্য রেখে যা'তে তাঁদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Dr. Golam Yazdani : মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি বাংলাদেশের কয়েকটা ফসল সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমি প্রথমে বোরো ধান সম্পর্কে বলব। বোরো ধান অন্যান্য ধানের তুলনায় খুব কম হয়। সমস্ত বাংলাদেশে যা ধান হয় তার ·৪২ পার্সেণ্ট বোরো ধান হয়। এই ধানটা এমন একটা সময়ে হয় যখন সাধারণতঃ দেশে খাদ্যসংকট দেখা দেয়—গ্রীষ্মকালে এই সমস্ত বোরো ধান হয়। কোন এলাকায় যদি খাদ্যসংকট থাকে তাহলে সেই এলাকায় বেশী বোরো ধান উৎপন্ন করে খাদ্যসংকট দূর করতে পারা যায়। অথচ আমরা দেখছি আস্তে আস্তে বোরো ধানের চাষ কমে যাচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৪৮·৫ হাজার একরে বোরো ধান হত, ১৯৫৬-৫৭ সালে সেটা কমে ৪৪·৪ হাজার একর হয়ে গেল। যেখানে প্রোডাকসান ছিল ৮·২ হাজার টন তার তুলনায়

অবশ্য খুব বেশী না বাড়লেও প্রায় ১৮ হাজার টনে থেকে গেল। এই বোরো ধান মালদহ জেলায় সব থেকে বেশী হয় প্রায় ৫০·৩ পার্সেণ্ট। তারপর মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলিতে হয়। এই যে ৪৪·৪ হাজার একরে বোরো ধান হয় তার মধ্যে মালদহে ২৪ হাজার একরে বোরো ধান হয়। যেখানে মালদহ জেলাতে ১৯৫৩-৫৪ সালে টোটাল প্রোডাকসন হয়েছিল ২৩·১ হাজার টন সেখানে ১৯৫৬-৫৭ সালে কমে গিয়ে ১১ হাজার টন হয়ে গেল অর্থাৎ আমরা দেখছি যে ক্রমশঃ এই ধানের চাষ কমে যাচ্ছে। এদিকে আমি মনে করি যে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই যে বোরো ধান হয় না তার কারণ হল এই যে বিলের মধ্যে জল থাকে না। বিলে জল থাকে না কেন তার কারণ যদি মন্ত্রীমহাশয় অনুসন্ধান করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে স্লুইস গেট নাই—বন্যার সময় যে জল আসে সেই জল নিকাশ হয়ে চলে যায়, বোরো ধানের জন্য থাকে না।

তারপর তামাকের কথা বলব। সারা ভারতবর্ষে যে তামাক হয় তার ৫ পার্সেণ্ট মাত্র বাংলাদেশে হয়। অথচ তামাক একটা অর্থকরী ফসল। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় দেশকে উন্নত করার জন্য অর্থকরী ফসল করতে চান। পাটের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন কিন্তু তামাক সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। অন্ধ্রে তামাক উৎপন্ন হয় ৪০ পার্সেণ্ট, বোম্বে হয় ২২ পার্সেণ্ট অথচ বাংলাদেশে তামাকের উৎপাদন অবিশ্বাস্য রকমে কমে যাচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে ৫২ হাজার একরে তামাকের চাষ ছিল সেখানে ১৯৫৬-৫৭ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৭·৮ হাজার একরে। যেখানে প্রোডাকসন ছিল ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৬·৬ টন সেখানে ১৯৫৬-৫৭ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৯·৫ টন। অথচ এই অর্থকরী ফসল বাড়াবার কোন প্রচেষ্টা নেই। এই যে তামাকের চাষ কমে যাচ্ছে এর কারণ হল তামাকের যে দর সেই দরের উপর লাইসেন্স ফি। তামাকের দর যেখানে ৮০ থেকে ১০০ টাকা সেখানে লাইসেন্স ফি, এক্সাইজ ডিউটি হল ৫০ থেকে ৬০ টাকা। তাহলে কি করে এই তামাক চাষ হতে পারে?

তারপর সুগার কেনের চাষ কমে যাচ্ছে। আগে ৬৩·৩ হাজার একরে আখের চাষ হত এখন সেটা কমে হয়ে গেল ৫৬·৪ হাজার একরে। ২৪ পরগণা, বর্ধমান, হুগলী, জলপাইগুড়ি জেলায় আখের চাষ কমে যাচ্ছে। তার কারণ হল আমাদের এখানে সুগার মিল কিছু নেই। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে বাংলাদেশে মাত্র দুটো সুগার মিল আছে, সেজন্য চাষীরা আখের চাষে উৎসাহ পায় না। আমরা দেখি যে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় বেশী বেশী করে আখের চাষ হয়, সেখানে সুগার মিল অনেক বেশী। আমাদের বাংলাদেশে চাষ হয় মাত্র ১·৮ পার্সেণ্ট যেখানে ইউ. পি.তে চাষ হয় ৫২ পার্সেণ্ট। চাষীদের উৎসাহ দিতে গেলে সুগার মিল করা প্রয়োজন।

আর একটা ফসল সম্বন্ধে আমি বলব সেটা হচ্ছে আম। মালদহের আম স্বাদে বিখ্যাত। এদিকে বাংলা সরকার কোন মনোযোগ দেন না। বছরে প্রায় ১॥ কোটি টাকার আমের কারবার হয়। কিন্তু কয়েক বছর যাবৎ আম হচ্ছে না। গত বছর মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার কারবার হয়েছে। চাষের উন্নতি করার জন্য সরকার থেকে কোন প্রচেষ্টা হচ্ছে না। মালদহে আম ভাল হচ্ছে না, আমের বাগান কেটে দিয়ে চাষ হচ্ছে। এজন্য আমের বাজারে দুর্দিন এসে গেছে। অথচ বাংলা গভর্ণমেণ্ট তার প্রতি কোন দৃষ্টি দেন নি।

[6-20—6-30 p.m.]

তারপর অন্যান্য জিনিষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলবো যে আজকে আমাদের বাংলাদেশে চাষের উন্নতি হচ্ছে না। তার কারণ হল এই যে আমাদের গভর্ণমেণ্ট যদিও মুখে বলছেন যে আমরা চাষের উন্নতি

করবো কিন্তু চাষের উন্নতি করতে গেলে যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা তাঁরা করছেন না। মাননীয় গভর্ণর যখন বক্তৃতা দিয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন—ভাল সার, ভাল বীজ, ইরিগেসন ইত্যাদি সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করবো কিন্তু তার সংগে তাঁরা একটা জিনিষ বার বার ভুলে যাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্কীম—ফ্লাড প্রোটেকসন স্কীম। আপনার ভাল চাষ, ভাল ফসল হল কিন্তু বন্যা হয়ে যদি সেগুলিকে ডুবিয়ে দেয় তাহলে ভাল বীজ, সার, সেচ ব্যবস্থা কোন কাজেই আসলো না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ফ্লাড প্রোটেকসন স্কীম সম্বন্ধে সবাই নীরব। সুতরাং যদি ফুড প্রোডাকসন বাড়াতে চান, চাষের উন্নতি করতে চান তাহলে এই ফ্লাড প্রোটেকসন স্কীমের দিকে আপনাদের নজর দিতে হবে। আর একটা জিনিষ বলে আমি শেষ করবো, সেটা হোল– আমরা দেখছি যে বিশেষ করে উত্তর বাংলায় বহু ফসল নষ্ট হচ্ছে এবং তার কারণ হিসাবে বসন্ত চ্যাটার্জী মহাশয় যেটা বল্লেন, আমিও বলি যে উত্তর বাংলা এমন অবহেলিত যে সেখানে সেচ ব্যবস্থার জন্য সরকারের কোন প্রচেষ্টা নেই—মাইনর ইরিগেসন স্কীম বলুন, মেজর ইরিগেসন স্কীম বলুন কোন ব্যবস্থাই নেই। এদিকে তাঁদের একটু অবহিত হওয়া উচিত কারণ তাঁরাই বলেন যে আমাদের বাংলাদেশে ফুড প্রোডাকসন বাড়াতে হবে। তারপর নর্থ বেংগলে দেখুন, সেখানে এগ্রিকালচারাল কলেজ বলে কিছু নেই অথচ সেখানে একটা এগ্রিকালচারাল কলেজ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। এই সমস্ত জিনিষগুলি চিন্তা করে দেখা দরকার। তা না করে যদি শুধু মুখে বলেন যে ফুড প্রোডাকসন বাড়াবো, এগ্রিকালচারের উন্নতি করবো তাহলে কিছুই হবে না। যে সমস্ত কথা আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন রায়চৌধুরী মহাশয় বলে গেলেন আমিও সেই কথাই বলি যে আজকে ভূমিহীন কৃষককে ভূমি দিতে হবে, ল্যাণ্ড রিফর্মস য়্যাক্ট আজকে সংশোধন করতে হবে এবং তারপর অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি যা করা দরকার তা করতে হবে। তা নাহলে চাষের উন্নতি হবে না এবং বাংলাদেশের ফুড প্রোডাকসন কোনদিন বাড়বে না।

Shri Sudhir Kumar Pandey : মিঃ স্পীকার স্যার, কৃষি বিষয়টা অনেক বিষয়ের সংগে জড়িত—ভূমিসংস্কার, সেচ, সমবায় এবং চাষীদের জিনিষের ন্যায্য মূল্য পাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু আজকের বাজেট আলোচনাকালে সেই সমস্ত বিষয় আলোচনা করা সম্ভব নয়, কারণ আলোচনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—এগ্রিকালচার নিয়েই আমাকে আলোচনা করতে হবে। এখানে আমাদের মন্ত্রী মহাশয় বলতে চেয়েছেন যে এ বছর কিছুটা খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। খাদ্য উৎপাদন যে বেড়েছে আমি মনে করি তাতে সরকারের কৃতিত্ব কিছু নেই—প্রাকৃতিক আনুকূল্যের জন্য খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে। খাদ্যোৎপাদন কখনও গান গেয়ে কিম্বা প্রচারবিভাগের সিনেমা দেখিয়ে অথবা বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে কিম্বা সংখ্যাতত্ব দিয়ে বাড়ানো যায় না। কৃষির উৎপাদন যদি বাড়াতে হয় তাহলে মূল কথা হচ্ছে অসহায় কৃষকের পাশে এসে তাদেব সহৃদয় বন্ধু হয়ে দাঁড়াতে হবে। তা না করে বক্তৃতা বা সংখ্যাতত্বের দ্বারা কখনও উৎপাদন বাড়বে না। আমরা তাই দেখছি ১৯৫৩-৫৪ সালে যা খাদ্যোৎপাদন হয়েছিল তার চেয়ে সামান্য মাত্র বৃদ্ধি হয়েছে এবং সেটাও প্রাকৃতিক আনুকূল্যের জন্য। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তাঁর বক্তৃতায় বল্লেন যে কৃষকরা উৎপাদন করবে, আমরা উৎপাদন করবো না। আমরা দেখি যে বছর বেশী উৎপাদন হয়, তখন বলেন—সরকারের সহায়তায় হয়েছে, আর যে বছর কম উৎপাদন হয় তখন বলেন কৃষকরা করতে পারলো না। আমি বলবো—এই সমস্ত অসহায় লোকগুলির পাশে দাঁড়িয়ে সরকার যদি তাদের সাহায্য করতে না পারেন তাহলে কৃষির উৎপাদন বাড়তে পারে না। আজকে কৃষকের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে?

চাষে উৎপাদন যদি বাড়াতে হয়, তাহলে কেবল জাপানী প্রথায় চাষ কর, চাষ কর বলে প্রচার করলেই তা' সম্ভব হয় না। জাপানী প্রথায় চাষ করতে গেলে কৃষকদের যে মূলধন দরকার সেই মূলধন কতজন কৃষকের আছে? ভাল বীজ, সার কিনে, ভাল বলদ কিনে সময়মত সেচ দিতে ও

চাষ দিতে কতজনে পারে? আজ সমস্ত বাংলাদেশের কৃষকসমাজ ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। আজ কৃষক সমাজের এমনি দুরবস্থা হয়েছে যে এক মণ ধান মহাজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে ছয় মাস পরে, সেই দেনা তাকে দেড়মণ ধান দিয়ে শোধ করতে হয়। আবার অনেক জায়গায় আছে—কৃষকরা অসহায় হয়ে যখন মহাজনের কাছে ধর্না দেয় টাকা ধারের জন্য, তখন মহাজন তার সংগে agreement করে নেয় শ্রাবণ ভাদ্রে যে টাকা দিচ্ছে, পৌষমাসে যে ধানের দর যাবে, তার চেয়ে এক সের করে ধান বেশী দিতে হবে। ফলে আমি হিসেব করে দেখেছি—৫২৲ টাকা লোন নিলে৬ মাসের মধ্যে তাকে ৮৪॥০ টাকায় সে-দেনা মেটাতে হয়। কত উচ্চ হারে তাকে সুদ দিতে হয় প্রতিমাসে! এই শুধু নয় বহু কৃষককে জমিহারা হতে হয় এই দেনার দায়ে। বন্যাপীড়িত অঞ্চলে ও অনাবৃষ্টি-পীড়িত অঞ্চলে যেখানে ফসল হয় নাই, সেখানে লোনের জন্য মহাজনদের কাছে ধর্না দিলে কৃষকদের সাফ্ কোব্লা করে জমি লিখে দিতে হচ্ছে এবং যে টাকা কৃষক পাচ্ছে, তার চেয়ে বেশী টাকা দলিলে লিখে দিতে হচ্ছে। তার মধ্যে agreement থাকে—এক বছর কি দু'বছরের মধ্যে সুদসমেত সমস্ত টাকা ফেরৎ দিতে না পারলে, কৃষকের জমি চলে যাবে। এইভাবে কৃষকরা তাদের জমি মর্টগেজ দিতে বাধ্য হচ্ছে। কেন আজকে দুঃস্থ কৃষক এইভাবে শোষিত হবে? আজ কৃষকের দুর্দিনে যদি সরকার কৃষকের পাশে এসে না দাঁড়ায়, তাহলে শুধু বক্তৃতা দিয়ে মহাজনদের শোষণের হাত থেকে দরিদ্র কৃষকসমাজকে রক্ষা করা যাবে না। আজ কৃষক মহাজনের কাছে যাচ্ছে কেন? কারণ যে লোন সরকার তাদের দিচ্ছেন, তা অতি সামান্য; তা' দিয়ে তাদের প্রয়োজনের এক শতাংশও তারা মেটাতে পারে না।

আপনারা কৃষি ফার্ম করেছেন, ভাল বীজ কৃষকদের বিতরণের জন্য। এসম্বন্ধে তো মন্ত্রী মহাশয় জানালেন না আমাদের, কোথায় কত বিঘা জমি নিয়ে কতগুলি কৃষিফার্ম হয়েছে; সেখানে কত বীজ উৎপাদন করা হয়েছে, তার কত পরিমাণ কত সংখ্যক কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আজ সরকার সময়মত এই বীজ জনসাধারণকে দিতে পারেন না। কোনভাবেই সরকার আজ কৃষককে উৎসাহিত করতে পারছেন না। যেসমস্ত ভাল ভাল জমি সেখানে সরকার কৃষিফার্ম করছেন, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করছেন। আর ডাঙ্গাজমিগুলি পড়ে আছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদ করে কি করে ফলন বেশী হয়, সেটা যদি সরকার এই কৃষিফার্মে দেখান, তাহলে কৃষকরা উৎসাহিত হতে পারে। তা নয়, যেখানে যেখানে ভাল ভাল জমি আছে, সেগুলি দখল করে নিয়ে তাঁরা কৃষিফার্ম করবেন। এভাবে কৃষকদের চাষের কাজে উৎসাহিত করা যায় না।

তারপর সার বন্টনের ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই—সার বিতরণের জন্য কয়েকটি মুনাফাখোর লোভী এজেন্টের হাতে ভার দেওয়া হয়েছে। আগে গ্রাম-সহকারীরা সার বিলি করতেন।

আজকে যদি বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদ করতে হয়, তাহলে কৃষকের বাড়ীর ছেলেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিশিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু সেব্যবস্থা আমাদের এখানে কোথায়? সেই Agriculture College কোথায়? একমাত্র হরিণঘাটায় সরকার একটা ডিগ্রি কলেজ করেছেন। ঝাড়গ্রামে পাড়াগায়ের ছেলেরা I.Sc. পাশ করে কৃষিশিক্ষা লাভ করতে পারতো, এখন ঝাড়গ্রাম থেকে Agriculture College সরকার তুলে দিচ্ছেন। এখন হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাস করবার পর কোথায় ছেলেরা যাবে? হরিণঘাটায় যাবে? আপনারা চক্রান্ত করছেন কৃষকের ছেলেরা যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিশিক্ষা না পায়, এবং কেবল ধনিকদের ছেলেরা যাতে সেই শিক্ষা পায়, তার ব্যবস্থা আপনারা করছেন। ঝাড়গ্রাম থেকে এই কৃষিকলেজ আপনারা তুলে দিচ্ছেন।

[6-30—6-40 p.m.]

আমি এইসম্পর্কে বলতে চাই আপনার বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে সমন্বয় না থাকার দরুণ কি হচ্ছে। মেদিনীপুরে শালবনী থানায়, বিনপুরে যে সরকারী বাঁধ ছিল, সেই বাঁধের দ্বারা জল সেচের ব্যবস্থা হত। কিন্তু বর্তমানে সেই বাঁধটী লিজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লেসীরা সেই বাঁধের মাঝে মাঝে এমন ব্যবস্থা করেছে, যার ফলে সেখানকার চাষীরা যে জল পেত, সে জল তারা পাচ্ছে না। চাষীরা বল্লো এ কি ব্যাপার। ইংরাজ আমল থেকে যে জল পেয়ে আসছি, সেই জল কেন বন্ধ করা হল? তখন সেখানে একটা গোলমাল দেখা যায়। লেসীরা পুলিশের কাছে গিয়ে নালিশ করলো, এবং পুলিশ সেখানে চলে গিয়ে দেখলো শান্তিভংগের আশংকা রয়েছে। চাষীরা শান্তিভংগ করছে, এই অপরাধে চাষীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস করলো। কিন্তু পুলিশ বুঝতে পারলো না যে চাষী যদি জল না পায়, জমি পতিত পড়ে থাকে, সেখানে চাষীর অন্তরে কি দারুণ অশান্তি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। সেই বেদনা বিক্ষুব্ধ চাষীর ব্যথা পুলিশ বুঝতে পারলো না। তার কারণ এই পুলিশ কৃষকদরদী পুলিশ নয়, তা যদি হ'ত তাহলে তাদের অন্তরের ব্যথা, দুঃখ, বেদনা বুঝতে পারত। আজকে বহু বিঘা জমি সেখানে অনুর্বর হয়ে রয়েছে। আজকে পশ্চিম বাংলার গ্রামের সর্বত্র এই-এইরকম একটা ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিয়েছে। মেদিনীপুরে নন্দীগ্রাম থানার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। এসম্বন্ধে এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেণ্টকে জানান সত্বেও, সেই বাঁধ নির্মাণের কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত করা হয়নি। তার ফলে প্রচুর ফসল হানি হচ্ছে। বড় বড় বক্তৃতা, সংখ্যাতত্ত্ব ইত্যাদি না দিয়ে, দ্বিধাহীন অন্তরে কৃষকের বন্ধু হয়ে, কৃষককে সাহায্য করতে যদি এগিয়ে আসেন, তবেই কৃষি উৎপাদন বাড়বে, নতুবা উৎপাদন বাড়তে পারে না।

Shri Hemanta Kumar Ghosal : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অনেকদিনের আলাপ আলোচনার পর, আজ দেখছি কৃষিমন্ত্রী অধিক ফসল বাড়ান এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটা তালিকা ও তার একটা টার্গেট দিয়েছেন। তাঁর হিসাব থেকে মোটামটি দেখলাম ১৯৫৩-৫৪ সালে ভাল weatherএ bumper crop হয়েছিল এবং তখন উৎপাদন হয়েছিল ৫২ লক্ষ টন। ১৯৬০-৬১ সালের উনি যে হিসাব দিয়েছেন, তাতে দেখছি ৫৩॥ লক্ষ টনের মত production হচ্ছে। ভাল weather থাকা সত্বেও। উনি বলছেন ১২ পারসেণ্ট বেশী cultivation করেছেন, বেশী জমি নিয়ে। তারপর দেখছি—major irrigations, small irrigations, manure—এইসমস্ত মিলিয়ে টোটাল খরচ করা হয়েছে দুশো কোটী টাকার মত। দামোদর ভ্যালী, মৌরাক্ষী, small irrigation সব মিলে—এক লক্ষ টনের কিছু বেশী খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ৫২ লক্ষ টন উৎপাদন হয়েছে, ১৯৫৫-৫৬ সালে তার চেয়ে কিছু বেশী হয়েছে, আর ১৯৬০-৬১ সালে ৫৩॥ লক্ষ টন। অর্থাৎ এবছর দেড় লক্ষ টন বেশী খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে বলে মনে করছেন। এর সঠিক হিসাব দেননি। আমার মনে হচ্ছে কোন একটা জায়গায় একটা জট রয়েছে, গণ্ডগোল রয়েছে। আমার মনে হয়—মূল গণ্ডগোল, আসল গণ্ডগোল হচ্ছে—কৃষকদের হাতে আজ জমি নেই। এইটাই হচ্ছে মূল গণ্ডগোল। উনি হিসাব দেবার সময় মোটামুটিভাবে যা বলেছেন, তাতে দেখা যায় কৃষকের হাতে যে জমি আছে তা দু' একর এরও কম জমি, এবং তাদের পারসেণ্টেজ হবে ৩৪ পারসেণ্ট এর মত। অর্থাৎ বাংলাদেশে ৩৪ পারসেণ্ট কৃষকের হাতে দু-একরের কম জমি আছে। তাহলে আপনারা কি করে প্ল্যানিং করবেন? সেখানে কিভাবে প্রডাক্সন বাড়াবেন? উনি যে ফর্দ দিলেন তাতে দেখছি ওঁর ইচ্ছাটা খুবই শুভ। এবারে দেখছি ওঁর খুব উৎসাহ হয়েছে কৃষি উৎপাদন বাড়ানর জন্য—তাঁর ইচ্ছাটা শুভ, ভাল ঠিক কথা। কিন্তু কোন্ সালে, কোথায় ঠেকছে, কোথায় বাধা, সেই আসল কথাটাত তিনি বললেন না।

তাহলে ২০০ কোটি টাকা খরচ করে এত planning করে এত manure করে যদি ১ লক্ষ

া বাড়ে তাহলে যে Target ১৫ লক্ষ টন সেটা করতে গেলে তো ৩ হাজার লক্ষ টন খরচ করলে :ব সে জায়গায় পৌঁছান যাবে। তাহলে আসলে গণ্ডগোলটা কোথায় সেটা দেখতে হবে। যে ায়গায় উৎপাদন বাড়বে, যাদ্বারা উৎপাদন বাড়বে সেই জমি, যারা উৎপাদক তাদের হাতে নাই। াকাশে পরিকল্পনা করলে তো আর খাদ্যের উৎপাদন বাড়বে না? খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে গেলে রা উৎপাদন করে তাদের সাহায্য করতে হবে—কিন্তু সে প্রস্তুতি কোথায়? তার ব্যবস্থা কোথায়? । পরিকল্পনা কোথায়? এটা হল আমার প্রথম বক্তব্য।

দ্বিতীয় কথা হল mechanised Agriculture না হলে হবে না, Resource থাকতে হবে। ামাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন—mechanised agriculture আমরা করবো না। । যদি না করবেন তাহলে কিসের ভিত্তিতে production বাড়বে সেটা বুঝতে পারলাম না। ombinationটা একবার দেখুন। Agricultural College হচ্ছে কল্যাণীতে আর technoগy শিখতে হবে খড়্গপুরে. এই দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টান প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। একটা সামগ্রিক ষ্টিভঙ্গী নিতে হবে বলে মনে করি।

তারপর agriculture এবং irrigation এ দুটো আলাদা করে তো আমি বুঝতে পারি না। ভাবে এ দুটো চলেছে তাতে দুটো সম্পূর্ণ বিরোধী। উৎপাদন বাড়াতে হবে অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে rigationএর সঙ্গে মিল নেই, অনবরত ঠোকাঠুকি। এর কি ব্যবস্থা আছে আমি জানতে াই।

তারপর agricultural loan সম্বন্ধে বলতে হয়। স্পীকার মহাশয় কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন া এটা এর মধ্যে নেই। আমি তো মনে করি, মানুষের মাথা বাদ দিলে যে অবস্থা হয় এই loanএর থা বাদ দিলে তাই হয়। Loanএর সঙ্গে, manureএর সঙ্গে, সেচের সঙ্গে—উৎপাদনের নাড়ীর ম্বন্ধ। এগুলির জন্য কি পরিকল্পনা আছে? যাতে ঠিক সময়মত বীজ যায় germination হয় কনা এবং চাষের আগে গিয়ে সেই seed পৌঁছে কিনা—যে পরিমাণ ঋণ দেন তাতে উৎপাদনের তটা সুবিধা-অসুবিধা হচ্ছে সেটা দেখা খুব দরকার আছে। আপনারা যে ঋণ দেন ১০।১৫ হাজার াকের জন্য ৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়, যে officersরা বিতরণ করেন তাদের গা বাঁচানই সম্ভব য় না এতে কি কখনো উৎপাদন বাড়ে? আপনারা target নিচ্ছেন দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ রবেন, বিদেশে রপ্তানী করবেন। এমেরিকার জাহাজে খাদ্য নিয়ে এসে এখানে pavelion রছেন এই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারপর আমাদের চাষীদের যে অবস্থা তাতে তাদের eeds কেনবার ক্ষমতা নাই, manure কেনার ক্ষমতা নাই এই তো বাস্তব অবস্থা। কাজেই ৎপাদন বাড়ানোর কি ব্যবস্থা আছে?

6-40—6-50 p.m.]

তৃতীয়তঃ, Sir, আমাদের দেশের কৃষকরা কোন্ soil-এ কি ফসল হতে পারে তা অভিজ্ঞতা াদের নেই। এখানে soil test করে কৃষকদের কাছে তা ধরে দেওয়া এবং হাতে-কলমে কাজ রে দেখিয়ে দেওয়া যে এইভাবে করলে আরও উৎপাদন হতে পারে সেইরকম arrangement নই। উপরের দিকে কিছু থাকতে পারে কিন্তু নীচের দিকে কিছু নেই। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থকে আমরা দেখেছি যে সমস্ত কর্মচারী যাদের মানুষের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে তাদের াচার মত অর্থ দেওয়া হয় না। ৬০-৭০-১০০ টাকা দিয়ে তাদের সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে। এর ফলে তারা অন্যভাবে বাঁচবার চেষ্টা করে যদিও তারা কৃষিবিভাগে কাজ করে। তাদের না

আছে বাসস্থান, না আছে তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাবার ব্যবস্থা, যার ফলে তারা এক জায়গায় বাস করে এবং সেখান থেকে একদিন এখানে থাকে, আর একদিন থাকতে পারে না। এদের যে টাকা দেওয়া হয় তা দিয়ে তারা সেই গ্রামে পড়ে থেকে কৃষকদের শিক্ষা দেবার ইচ্ছা থাকলেও তারা তা দিতে পারে না। তাদের মানুষের মত বাঁচবার কোন ব্যবস্থা নেই। এই সমস্ত লোকদের নিয়ে একটা কমিটি তৈরী করে তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সবশেষে বলতে চাই, বিপদ হচ্ছে—আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, চারটি জায়গায় এটা ঠেকে আছে। কালীবাবুর পুলিশ যদি সংযত হন, যে জমি তাঁরা জোতদারদের হাতে রাখাতে সাহায্য করছেন সেই জমি যদি তাদের হাত থেকে না নিতে পারেন তাহলে উৎপাদন বাড়বে না। অজয়বাবুর সংগে কৃষি বিভাগের কোন সংযোগ নেই। কৃষি বিভাগের সংগে পরিকল্পনা করে যদি জল দেবার চেষ্টা না করেন তাহলে হবে না, আর বিমলবাবু ঠুটো জগন্নাথের মত বসে না থেকে একটু তাদের হাতে দেবার ব্যবস্থা করেন তাহলে তরুণবাবু চলতে পারবেন, নাহলে যতই কপাল চাপড়ান না কেন আমরা কিছুতেই উৎপাদন বাড়াতে পারবো না।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যাঁরা বক্তৃতা দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের উত্তর দেবার মত সময় হবে না, তাহলেও কিছু কিছু উত্তর দেবার চেষ্টা করবো। আজকে খগেনবাবু প্রথম বক্তা ছিলেন। তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন যে, উৎপাদন যদি বেড়ে থাকে তাহলে চালের দাম কমছে না কেন। আমি যখন খাদ্য উৎপাদনের তথ্য দিয়েছিলাম তখন দেখিয়েছিলাম যে, আমাদের যা population তার উপর আমাদের দরকার বৎসরে ৫৯ লক্ষ টন, সেখানে পশ্চিমবাংলায় গত ৫ বৎসরে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে ৪০-৪২ লক্ষ টনের মধ্যে। অতএব খাদ্যের দর কমবার প্রশ্ন আসে না। আমি পর পর বৎসরের figure দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলাম যে ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিরাট বন্যা হয়ে গেল, ১৯৫৮ সালে drought হল এবং ১৯৫৯ সালে আবার একটা বিরাট বন্যা হল তা সত্বেও আমাদের খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। এখানে সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা বলেছেন আমি এখানে বলতে চাই যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জিতবার অবস্থা, আমাদের দেশ ত দূরের কথা, কোন দেশে হয়নি। তার কারণ আমি একদিন পড়ছিলাম, ক্রুশ্চেভ সাহেব এক জায়গায় বলেছেন—যে তাঁদের কৃষি ব্যবস্থার আরও পরিবর্তন করা দরকার।

একথা পৃথিবীর সবাই জানে তারজন্য আমাদের পার্শ্ববর্তী মহাচীনেও এই বিরাট দৈবদুর্বিপাকে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এই s বৎসরে আমাদের production বেশী হয়নি, তার মূল কারণ এই ৪ বৎসরের মধ্যে ২ বৎসর drought হয়েছে, কিন্তু তা সত্বেও আমাদের production 1950 levelএর চেয়ে বেশী হয়েছে। এর দ্বারাই প্রমাণ হয়, আমরা যদি প্রচেষ্টা না করতাম গত ১০ বৎসরে আমাদের production অনেক কমে যেত। এই বছর production বেশী হওয়ায় চালের দাম কমে গিয়েছে, এই বাড়ার জন্য আমরা কোনরকম কৃতিত্ব দাবী করতে চাই না। যদিও উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে প্রকৃতির দয়া ছিল, তাহলেও নানাস্থানে, ওয়েষ্ট দিনাজপুরে, ২৪ পরগণায় এবং আরও কোন কোন জায়গায় ভাল বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তৎসত্বে আমি একথা বলব এবং অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করব যে, druglit, বন্যা এবং অতিবৃষ্টি ইত্যাদি হওয়া সত্বেও বাংলাদেশের কৃষকসমাজের পরিশ্রমের ফলেই আমাদের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে চালের দাম তখনই কমা সম্ভব হবে যখন আমাদের চাহিদা অনুযায়ী বা তার বেশী আমরা উৎপাদন করতে পারব, এবং আমাদের যা চালের দরকার তা পূরণ করা সম্ভব হবে যদি কোনরকম unnaturally natural calamity না আসে, আটা দিয়ে এই চাহিদা পূরণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কারণ আমাদের দেশের taple food হচ্ছে চাল। 1957-59 এর figure যদি দেখেন তাহলে আমাদের ফসল উৎপাদন বাড়েনি

এটা বলা ভুল হবে। তারপর, যেকথা মিহিরবাবু বলেছেন—আমাদের ১।।০ কোটি টাকা খরচ য়নি, তাঁকে আমি বলতে চাই, তিনি ঠিকই ধরেছেন যে আমাদের ১।।০ কোটি টাকা খরচ হয়নি, কন্তু একথা তাঁর জানা উচিত ছিল, আমরা ৪০ পার্সেণ্ট target fulfil করতে পেরেছি—সম্পূর্ণ াকা যে খরচ হয়নি তার মূল কারণ হচ্ছে—তিনি deep tubewellএর কথা এখানে তুলেছেন— it the fag end of the Second Five Year Plan Planning Commission approve করেন, তার আগে তাঁরা আমাদের কাজের permission দেননি যার ফলে আমরা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারিনি। Deep tubewellএর জন্য যা আমরা খরচ করতে পারিনি তার বড় কারণ হল নেক দেরীতে আমরা sanction পেয়েছি Planning Commission থেকে। এখানে মিহিরবাবু একটা important কথা বলেছেন market regulate করা সম্পর্কে—আমাদের বিভাগ একটা market regulation আইন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে যার ফলে কৃষকদের কাছ থেকে বিভিন্নরকম যা অন্যায় করে আদায় করা হয় তা বন্ধ হয়ে market improve করবে। তারপর, তিনি land utilisation সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, West Bengalএ land utilisation 7 percent. আমাদের বন, জল এবং পাহাড় বাদ দিলে যা জমি আমাদের থাকে তার 87 percent. আমরা utilise করি এবং তার ফলে marginal and sub-marginal land চাষের ভিতর এসে গিয়েছে। তিনি আমার প্রতি কটাক্ষপাত করে বল্লেন যে, যখন Queen এসেছিলেন তখনই আমি কৃষিমেলাতে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে জানাতে চাই যখন ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ এসেছিলেন যদিন Soviet Vice-President এসেছিলেন তখনও আমি গিয়েছি—বিভিন্ন জায়গার stall আমি দেখেছি, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের stall আমি দেখেছি ; এখানে আমি একটা কথা বলব—পশ্চিমবংগ stall সম্বন্ধে বিভিন্ন জায়গা থেকে সুখ্যাতি শুনেছি।

6-50—7 p.m.]

যাই হোক, আমি তাঁকে বলতে পারি যে, মাদ্রাজ পাঞ্জাবে যে land utilisation হয় তার চেয়ে বেশী land utilisation আমরা করতে পেরেছি। মাদ্রাজের ৩৪ লক্ষ টনের তুলনায় আমরা ৩ লক্ষ টন উৎপাদন করতে পেরেছি। আমাদের এখানে বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী এবং সমস্ত irrigated areaতে আমাদের চালের production highest তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যেহেতু সমস্ত area নিয়ে productionএর average করতে হয় সেই কারণে চালের average production কম হয়ে যায়। সব জায়গায় এখনো irrigation দেওয়া সম্ভব হয়নি। তারপর, এখানে সুধীর ভাণ্ডারী মহাশয় বলেছেন কত জমিতে আমাদের চাষ হয় তা নাকি বলিনি, আমি পূর্বেই বলেছি 87 percent, 13 million acres আমরা চাষ করি, 15 million acres আমাদের সমতল, তার মধ্যে 13 million acresএ আমরা চাষ করি এবং that constitutes 87 percent of the total land—এবং আমরা যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি ও এই কয় বৎসরে আমরা যা জ্ঞানার্জন করেছি তাতে বলতে পারি এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশ প্রকৃতির কৃপা ভিন্ন সম্পূর্ণভাবে চলতে পারে না। এখনো আমরা প্রকৃতিকে জয় করতে পারিনি। তারপর, co-operatives সম্বন্ধে এখানে কথা উঠেছে। কংগ্রেসের নীতি ছিল এবং বর্তমানে ভারত সরকারও সেটা গ্রহণ করেছেন service co-operative করা। আমাদের পশ্চিমবংগ সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় rural West Bengalএ service co-operative করবার নীতি গ্রহণ করেছেন এবং এছাড়াও আমরা সবশুদ্ধ ১৬০টি Co operative form করতে চাচ্ছি as a pilot project যেখানে voluntary basisএ কাজ হবে। আপনারা যদি সকলে সহযোগিতা

করেন তাহলে আমরা কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য তার মাধ্যমে সার, বীজ ইত্যাদি সমস্ত কিছু channelise করব through these service co-operative forming। তারপর, দামের ব্যাপারের দিক থেকে এই co-operative forming এর সংগে warehouseএর ব্যবস্থা থাকবে যাতে করে কৃষকরা তাদের সাহায্য নিয়ে ভাল দাম পেতে পারে, এখনকার মত তাড়াতাড়ি বিক্রী করতে বাধ্য হবে না। ঋণ সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে পারি, যতদিন না আমরা বাংলায় পুরোপুরি service co-operative করতে পারব ততদিন প্রত্যেক কৃষককে ঋণ দেওয়া পশ্চিমবংগ সরকারের নীতি। আমরা cattle purchase loan দিয়েছি ২৮ লক্ষ টাকা, seed loan ৪০ লক্ষ টাকা, fertiliser loan ৫০ লক্ষ—এছাড়া এবছর অন্যান্য loan দিয়েছিলাম ৬৯ লক্ষ টাকা।

স্যার, কম্যুনিটি প্রোজেক্ট থেকে small irrigation purposeএ ২২ লক্ষ টাকা লোন দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসপক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যেকথা বলা হয়েছে সেটা ঠিক এবং আমরা জানি যে এর চেয়ে বেশী টাকা দিতে পারলে ভালই হোত। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কো-অপারেটিভ করতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা সম্ভব নয়। টাউন কম্পোষ্ট সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন সেখানে আমি বলতে চাই যে টাউন কম্পোষ্টকে কাজে লাগাবার জন্য আমরা নিশ্চয় চেষ্টা করছি। পশ্চিমবাংলায় ৭৯টা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ৩০টা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আমরা ২ লক্ষ টন টাউন কম্পোষ্ট নেবার জন্য টাকা বরাদ্দ রেখেছি। এছাড়াও আমরা প্রায় ১ কোটি টন ভিলেজ কম্পোষ্ট করবার বন্দোবস্ত করেছি। রামানুজবাবু যেকথা বলছেন সেটা সত্যি যে আমরা যত বেশী গ্রীণ ম্যানুওর দিতে পারব তত বেশী কাজ হবে। আজকে ডাঃ ঘোষ একটা কথাও বলেননি, কিন্তু বাজেটের সময় তিনি যেকথা বলেছিলেন সেটা খুব important. আমাদের এখানে germination সম্বন্ধে একটা এক্সপার্ট কমিটি এনেছিলেন। এর বীজ সরবরাহ করবার সময় তাঁরা সব ভাল করে দেখেছিলেন। আমি তাঁকে বলতে চাই যে আমাদের সরকারের এক্সপার্ট যাঁরা রয়েছেন তাঁরা যাতে পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টি দিয়ে দেখেন সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখছি। কিন্তু তাঁকে আমি জানাই যে 13 million acres জমি যার রয়েছে তার মধ্যে 11 to 12 million acres জমিতে ধান চাষ করে তার 1·5 million acresএর জন্য আমরা ভাল বীজ সরবরাহ করতে পেরেছি। সমস্ত ষ্টেটকে ভালভাবে saturate করতে আমাদের আরও ৪।৫ বছর লাগবে। এখানে শিক্ষা এবং স্মল ইরিগেশান সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। একজন বললেন যে নর্থ বেঙ্গলে এসব কিছু করা হয়নি। কিন্তু তাঁকে আমি ইরিগেশান সম্বন্ধে জানাতে চাই যে ডিপ টিউবওয়েল ইরিগেশান কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, ওয়েষ্ট দিনাজপুর, মালদহ এবং দার্জিলিংএর সমতল ভূমিতে সাকসেসফুল হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই প্ল্যান নেওয়া হয়েছে এবং যথেষ্ট করার পরিকল্পনাও রয়েছে। তাঁর কাছে এটা জানাতে চাই যে যেখানে স্মল ইরিগেশানএর জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল সেখানে তৃতীয় পরিকল্পনায় আমরা ৩২ কোটি টাকা রেখেছি এবং যেখানে ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা সমস্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য ধার্য সেখানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরে আমরা ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ধার্য করেছি। শিল্প সম্বন্ধে যাঁরা বলেছেন তাঁদের জানাই যে এগ্রিকালচারাল এডুকেশান এক্সটেনশানের জন্য আমরা বিশেষ জোর দিতে চাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে ৫৩ লক্ষ টাকা ছিল সেখানে তৃতীয় পরিকল্পনায় আমরা ৪ কোটি ' লক্ষ টাকা রেখেছি এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫৩ লক্ষের জায়গায় তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রথম বছরে আমরা ৬১ লক্ষ টাকা খরচ করছি। ট্রেনিংএর এডুকেশান দ্বারা পরিমলবাবু, হেমন্তবাবু ও রামানুজবাবু বলেছেন যে আমাদের ষ্টাফেদের মাইনে অত্যন্ত কম। তাঁকে আমি বলতে চাই যে এই ব্যাপারে অনেকটা আমি তাঁদের সংগে একমত। আমাদের বিভাগের তরভ থেকে এবং সরকারের তরফ থেকে যেটা করার চেষ্টা করি সেটা নির্ভর করে কাজের উপর। তবে এবিষয়ে যাতে খানিকটা চেঞ্জ করতে পারে সেদিকে

আমরা দেখব। আপনারা জানেন যে আন-রেডি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টাফেদের জন্য একটা যে কমিটি হয়েছে এবং আমরা তার মারফৎ সমস্ত জিনিসটা করবার চেষ্টা করছি।

[7—7-10 p.m.]

তারপর এগ্রিকালচার বিভাগের কর্মচারীদের উপর যখন দেশের এতবড় একটা সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে তখন তাঁদের অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের সমান পর্যায়ে আনার জন্য যে সব কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে তাঁদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। আমি আর বিশেষ কিছু না বলে শুধু একথাটা বলেই শেষ করব যে, ইরিগেসন সম্বন্ধে আমি এবং অজয়বাবু ঠিক করেছি যে আমরা একটা কমিটি তৈরী করব এবং যে কমিটিতে অজয়বাবু, আমি, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ২ জন সেক্রেটারী এবং আমাদের দুই বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা থাকবেন এবং আমরা চেষ্টা করব যাতে স্মল ইরিগেসন করতে পারি।

তারপর ল্যাণ্ড রিফর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে—এটা বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন যে, কংগ্রেস সরকারই জমিদারী অ্যাবলিসন করেছে এবং এতবড় একটা জিনিষ যা ১৫০।২০০ বছর ধরে চলে আসছিল সেটা এই সরকার দূর করেছেন শুধু তাই নয়, একসঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদ করে অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে আমরা প্রমাণ করেছি যে, উই আর রিয়্যালি ভেরি সিন্‌সিয়ার অ্যাবাউট আওয়ার ল্যাণ্ড রিফর্ম। তবে এ বিষয়ে আরও যা করা দরকার সে সম্পর্কে বিমলবাবু অবহিত রয়েছেন এবং আশা করি তাঁর এবং আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টায় আরও কাজ করতে পারব যাতে করে টিলার অব দি সয়েল এবং আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি। যা হোক, আজকে এখানে খাদ্যোৎপাদনের বাজেট বিতর্ক শেষ করবার আগে শুধু এটুকু আশা নিয়ে বসব যে, ইর্‌রেস্‌পেক্‌টিভ অব ইয়োর পার্টি এ্যাফিলিয়েসন আপনারা সকলে মিলে সত্যিকার চেষ্টা করবেন যাতে আমরা আরও ফসল বাড়াতে পারি। তবে মূল চাবিকাঠি যখন রয়েছে কৃষির উন্নতির উপর তখন যদি আমাদের সকলের চেষ্টা থাকে তাহলে একদিন যেমন আমরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে আমাদের দেশ থেকে দূর করেছিলাম ঠিক তেমনি এই দারিদ্র্যকেও দেশ থেকে দূর করতে পারব। এই কথা বলে যে সমস্ত কাট মোসন এসেছে তার বিরোধীতা করে আমার মোসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : I have declared that cut motions on agricultural loans are out of order. Division is wanted on amendments Nos. 15 and 20. Except these amendments I put the rest to vote.

[The motions were then put and lost]

The motion of Shri Gobardhan Das that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultual Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads 40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23 Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 9,48,76 000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture. and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 9,48 76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account' be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be Reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be Reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Chitta Basu that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads '40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultutal Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Brindaban Behari Basu that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads, "40-Agriculture—Agrinulture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultaral Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Khagendra Kumar Roy Choudhury that the demand ef Rs 9,48,76,000 for expenditure under Grant No, 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was than put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Rearch outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture– Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 9,48,76.000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capitat Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be raduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 9,48 76,C00 for expenditure under Grant No. 23 Major Heads "40-Agricultnre—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Radha Nath Chattoraj that the demand of Rs. 9,48,76,C00 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23. Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs, 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricul-Improvement and Research [outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account," be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account," be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Accounts," be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Dr Golam Yazdani that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Accounts," be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES - 105

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerjee, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan

Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalanand
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—45

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 45 and the Noes 105, the motion was lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 9,48,76,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71 Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—106

Abdul Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Biawas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hasda, Shri Lakhan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanti, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Sri Sowrindra Mohan
Modak,Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mandal, Shri Baidyanath
Mandal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Platel, Shri R. E.

Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Sreemati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—44

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Rav, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sengputa, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 44 and the Noes 106, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh that a sum of Rs. 9,48,76,000 be granted for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40-Agriculture—Agriculture, and 71-Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account," was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-10 p.m. till 9 a.m. on Saturday, the 4th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

'est Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—3

4th March, 1961

ished by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Price Rs. 1·85 nP. English 2s-9d. per copy.

Vol. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembl

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—3

4th March, 1961

'ublished by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Proce
and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 4th March, 1961 at 9 a. m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 174 Members.

[9—9-10 a.m.]

Calling attention to matter of urgent public importance.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : Sir, may I make a brief statement in connection with the calling attention notice given by Shri Hemanta Kumar Basu regarding the alleged police assault upon some students in Raniganj. The facts of the case are as follows :—

On 9. 2 61 three students of Raniganj T. D. B. College and seven students of Searsol High School were arrested in connection with the Jamuria P. S. case No. 3 dated 9. 2. 61 under sections 147, 323, 341 and 379 I. P. C. The brief facts of the case are that on 8. 2. 61 at about 9.55 hours Md. Zakir Khan, a Driver of bus No. WGH 4031 plying on Burdwan-Asansol route via Jamuria came to Jamuria P. S. and reported that one Sushil Chatterjee of Bizpur, a student of Raniganj High School along with another boy, boarded the bus at Bizpur for going to Kalla Hospital. They demanded to pay 12 nP. in place 44 nP. as fare on the ground that they were students. The conductor demanded full fare as they were not going to school and hence were not eligible for the concessional rate. At this the students got down from the bus after threatening the conductor. The fact was entered in Jamuria P. S. G. D. Entry 333 dated 8. 2. 61. On 9. 2. 61 at about 9.15 hours when the said bus was passing by the side of Bizpur village, about 40 to 45 persons, mostly students, surrounded the bus and assaulted the conductor and the cleaner. The driver managed to drive off the bus with three students inside. He came to the P. S. and on the complaint of the conductor, Nanda Majhi, a case was started and the three students were taken into custody. A little after seven students led by Harendra Chatterjee of Bizpur, a student of Raniganj College, went to Jamuria P. S. and demanded release of the three arrested students. On the identification of the conductor of this bus and other witnesses the seven students were also arrested. The passengers of the bus who had come to the

thana corroborated the statement of the complainant. It is not true that any of the arrested students was maltreated. The first three students were arrrested at 9.45 hours and the other students were arrested at 10.30 hours on 9. 2. 61. They were duly supplied with food and drink as per G. D. Entry 384 dated 9. 2. 61 at 12.10 hours on the same day. It is utterly incorrect to say that they were beaten in the lock-up. At 16.00 hours all the students were released on bail on the surety of their guardians. One student had sustained minor injuries during scuffle with the driver and the conductor of the bus. He was medically attended to by the Medical Officer, Jamuria Charitable Hospital. There were no injuries on the person of any other student. None of the students made any complaint of maltreatment during or after their release on bail by the police or before the President of the Union Board and other respectable persons who had come to intervene in their behalf. At 17.55 hours Secretaries of Unions of both the colleges came to the thana and lodged a written report with the O. C. with allegations against the Driver and the Conductor of the Bus No. WGH 4031 but they had not made any allegation about the police.

Discussion on matters of urgent public importance for short duration.

Shri Jyoti Basu : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গতকাল আমাদেব হাউসের সেক্রেটাবীর নিকট একটা নোটীশ দিয়েছি। জানিনা সেটা আপনাব কাছে পৌছেছে কিনা। Rules of Procedure এর ১৯৪ ধারায় Discussion on matter of urgent public Importance for short Duration এবং নোটীশটা আমবা তিন জনে সই কবেছি—আমি, গণেশবাবু ও অমর বসু মহাশয়। নোটীশটা হলো এই—সেণ্ট্রাল বাজেট যেটা হযেছে, তাতে আমবা দেখতে পাচ্ছি—৬০ কোটী টাকা নূতন ট্যাক্স বসান হযেছে। এগুলি আমরা মনে কবছি—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষেব উপব ধার্য্য কবা হয়েছে, নিত্য প্রযোজনীয় জিনিষের দাম বাডবে ইত্যাদি। এখন আমাদের উপাযটা কি আছে একমাত্র এ বিষযে আমাদেব বক্তব্য পেশ কবা ছাড়া—আপনি বলতে পারেন? এই বাজেট আলোচনা করতে গেলে যদিও সাধাবণ আলোচনা হযে গেছে, কোন একটা খাতে হয়ত কেউ কিছু বলে দেবেন, তাতে কি হবে। এটা তাব থেকেও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তারজন্য মনে করছিলাম এ জিনিষটা নিশ্চয়ই urgent public matter। এই নিয়ে খানিকটা এখানে আলোচনা হলে, সেই মতামতটা যদি কেন্দ্র গ্রহণ করে এবং অন্ততঃ দেখে, তাহলে এর পরবর্তীকালে, এখন ওখানে বাজেট আলোচনা চলেছে, কিছু উপকাব হতে পারে। আমাদের মতামতটা কেন্দ্র জানলো নানা রকম ট্যাক্সের জন্য আমরা আপত্তি করছি। এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ানোর জন্য আপত্তি করছি—এতে কিছুটা কাজ হয়। এর আগে আমরা দেখেছি দু একটী জিনিষের উপর ট্যাক্স ধার্য্যের পরে তা পরিবর্ত্তন করেছে। আমি বিশেষ করে মুখ্য মন্ত্রী ও অন্যান্য যাঁরা মন্ত্রী আছেন অনুরোধ করবো তাঁরা যদি এ বিষযে কিছু বলেন। আমাদের এ সম্পর্কে খুব বেশী বলার থাকবে না। আর এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা টাইমেব মধ্যে কিইবা বলা যাবে? আমাদের জনসাধারণের কি অসুবিধা হচ্ছে এ সম্পর্কে যদি মুখ্য মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা মতামত দেন, তাহলে কিছু হবে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী মোরারজী দেশাই তিনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে একটী নোট নিবেন যে বাংলা এসেম্ব্লীতে এই ধরণের আলোচন হচ্ছে নূতন নূতন ট্যাক্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সেই জন্য আমি মনে করি—স্পীকার মহাশয়, যা

নিয়ম আছে আরো যদি কিছু জানতে চান কেন আমরা কিজন্য আপত্তি করছি,—এ ছাড়া দু একদিনের মধ্যে এর আলোচনা করতে চাই। মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা আপনি করতে পারেন এই আলোচনার একটা date fixed করবার জন্য। আমাদের এই আলোচনা করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। একটা মতামত আমরা এখান থেকে দিতে পারি। আপনি notice করেছেন এটা কোন formal motion নয়, আলোচনাই এর একটা মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই জন্য আমি ওটা এখানে রাখছি।

Mr. Speaker : I am told that a notice was given by you and others yesterday evening. The notice has not been placed before me. I shall look into it and consult all of you and also the Chief Whip of the Government Party and shall come to a conclusion within a short time i.e. day after tomorrow.

DEMAND FOR GRANT NO. 42

Major Head : 57-Miscellaneous - Expenditure on Displaced Persons, etc.

[9-10—9-20 a.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 4,61,54,000 be granted for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons."

এই যে ৪,৬১,৫৪,০০০ হাজার টাকা এর Breakdown হচ্ছে 57 Miscellaneous-expenditure on Displaced persons এর জন্য ১,১৬,৬০,০০০ টাকা আর 82 headএ Capital Account of other State Works outside the Revenue Account এর উপর ৯৯ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা আর under expenditure on Displaced persons-Loans and Advances by State Government-Loan and Advances to Displaced persons এর জন্য ২,৪৫,০০,০০০ টাকা। আমাদের civil Budget Estimate এর ১১৪৭ পাতায় দেখতে পাবেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Revenue Head, 57 Miscellaneous ১,১৬,৬০,০০০ টাকা। এই টাকাটা খরচ হবে Relief and Rehabilitationএ উদ্বাস্তুদের জন্য। এর জন্য ১৯৬১-৬২ সালে মোট ৪,৭৪,৪৬,০০০ টাকা বরাদ্দ হচ্ছে এবং এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে ১১৪৭ পাতায় এবং ১১৫০ পাতায়। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাব এবং এ বাবদ আমাদের দাবী হচ্ছে ৩,৭৭,৮৬,০০০ টাকা। আর বাকী টাকাটা ১,১৬,৬০,০০০ টাকাটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বহন করতে হবে। আমি প্রত্যেক বছর যখন এই খাতে দাবী উত্থাপন করি তখন আমাদের ক্যাম্পে যে সমস্ত ভাইবোনেরা আছে, তাদের পুনর্বাসনের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা বলি, আমাদের যারা জবর দখল কলোনীতে আছে তাদের সম্বন্ধে বলি, আমাদের কলোনীগুলির

কিভাবে উন্নয়ন করা হবে তার সম্বন্ধেও বলা হয় এবং আমাদের যে সমস্ত কাজ এখনও বাকী আছে পুনর্বাসন সমস্যা সমাধানের জন্য, তার জন্য কি করা হয় তাও আমরা উল্লেখ করে থাকি। আমি যখন এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হই ১৯৫৭ সালে তখন campএ ২,২৩,০০০ লোক ছিল, আর Homesএ ৫৪,০০০ লোক ছিল অর্থাৎ এ দুটোতে প্রায় ২,৭৭,০০০ লোক ছিল। আর আজকের দিনে Camp এ আছে ৪৭ হাজারের কিছু বেশী লোক আর Homesএ আছে ৩৯,৫০০ লোক। অর্থাৎ Campএ আগে ছিল ২,২৩,০০০ হাজার সেটা কমতে কমতে এখন দাঁড়িয়েছে ৮৭,৫০০ আর Homesএ ৫৪ হাজারটা কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে ৩৯,৫০০। ১৯৬০-৬১ সালে এ বছর আমরা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি পশ্চিমবাংলায় ৪৬ হাজার Camp অধিবাসীর অর্থাৎ প্রায় ১৩ হাজার পরিবারের। আর বাংলার বাইরে পুনর্বাসন হয়েছে প্রায় ৯ লক্ষ লোকের প্রায় ২,২০০ পরিবারের। এবং তার মধ্যে দণ্ডকারণ্যে গিয়েছে এবছর ১৯৬১ সালে current yearএ ৩৫০০ জন প্রায় ৯৭২টি পরিবার। যারা দণ্ডকারণ্যে গিয়েছে তাদের অধিকাংশ কৃষক পরিবার। দণ্ডকারণ্যে প্রত্যেক কৃষক পরিবারকে ২১ বিঘা করে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে আর আমাদের পশ্চিম বাংলায় ৯ বিঘার উপর জমি দিতে পারিনি। এবং অনেক কৃষক পরিবার যারা বাংলাদেশে থাকবার জন্য খুব উদগ্রীব ছিল তারা ৯ বিঘার কমই জমি পেয়েছে। এমনও অনেক আছে, হাজার হাজার কৃষক পরিবার, যারা ৬৷৭৷৮ বিঘা জমি পেয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, অবশ্য তার সংখ্যা বেশী নয়, ৪৷৫ বিঘা জমি পেয়েছে। এবং এখানে যারা ৬ থেকে ৯ বিঘা পর্যন্ত জমি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, সে জমি খুব ভাল নয়, marginal বা submarginal জমি আমরা যাকে বলি সেই রকম জমি এবং তার উর্বরা শক্তি খুব কম। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে সমস্ত জলা জমি দেখে কৃষক ভাইরা সেখানে পুনর্বাসনের জন্য খুব উদগ্রীব হয়েছিল, আমরা মনে করলাম তাদের যখন এত আগ্রহ তখন সেই জলা জমি তাদের দেওয়া হোক। কিন্তু ১৯৫৬ সালের বন্যার সময় দেখলাম তাদের ঘরবাড়ী সমস্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাদের জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং অনেক জমিতে আবার বালি পড়েছে। সেই জমি উদ্ধারের আশা খুবই কম। আবার ১৯৫৯ সালে, তিন বৎসর পর, সেই সমস্ত জায়গা, সেই সমস্ত অঞ্চলে আবার বিপুল বন্যা হল এবং তাদের জমি আবার নষ্ট হল। সেই জন্য সেই সমস্ত জলাজায়গায় যারা পুনর্বাসন পেয়েছে তাদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই। এবং যে সমস্ত ডাঙ্গা জমি, marginal বা submarginal জমি, সেখানে যারা পুনর্বাসন পেয়েছে, তারা ৯ বিঘা করে জমি পেলেও সেখানেও তারা সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন পায়নি। এইজন্য আমরা বারবার বলেছি যে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন, দণ্ডকারণ্যে লোকের বসতি খুবই বিরল। সেখানে প্রতি বর্গমাইলে ১০০জন লোক বাস করে, যেখানে পশ্চিম বাংলায় প্রতি বর্গমাইলে ৯৪০ জন লোক বাস করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি এও জানেন, দণ্ডকারণ্যে খুব বনভূমি আছে। কোন কোন অঞ্চলে শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ বনভূমি আছে। এবং সেইজন্য আমরা অনেকে মনে করেছিলাম দণ্ডকারণ্যে বোধ হয় বাঙ্গালীরা বাস করতে পারবেনা, তার স্বাস্থ্য ভাল হবে না, তার আবহাওয়া বাঙ্গালীদের অনুকুল হবে না। কিন্তু আমরা সেখানে দেখলাম যে সেখানকার আবহাওয়া বাঙ্গালীদের পক্ষে খুবই অনুকুল। এবং কি উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট, কি মধ্য প্রদেশ গভর্ণমেণ্ট, তারা কেউই সব জঙ্গল কাটতে দেয় না। সেখানে জমি যা reclaimation যা হচ্ছে তা খুব হিসাব করে হচ্ছে ও যাতে জঙ্গল সব কেটে ফেলা না হয়। তাদের একটা সভা হয়েছিল, তাতে আমিও ছিলাম, তাতে ঠিক হয় যে সমস্ত জঙ্গল কেটে তারা সেখানকার সর্বনাশ করবেন না। এখানে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের জঙ্গল নেই। সেদিন বনবিভাগের মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ বলেছেন যে মাত্র শতকরা ১২ ভাগ জমিতে এখানে বন আছে। এবং ছোট ছোট বন যেগুলি আছে, সেগুলি ধরলে পর শতকরা ১৪ ভাগ জমিতে বন আছে। এখানে যাঁরা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁরা বলেন যে অন্ততঃ শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ জমিতে বন থাকা

উচিত। কাজে কাজেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে যাঁরা ভাল বাসেন, পশ্চিমবঙ্গের জমির উর্ব্বরা যাঁরা নষ্ট করতে না চান, পশ্চিমবঙ্গের জমির স্বাস্থ্যকে যাঁরা ভাল করতে চান তাদের উচিত হবে এবং তাদের সরকারের কাছে এই দাবী করা কর্তব্য হবে যে পশ্চিমবঙ্গে আরো বেশী করে বনভূমি সৃষ্টি করা হোক। কিন্তু আমরা এখানে উল্টোটা দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমস্ত জমি reclaim করে লোক বসান হোক, আশ্রয়প্রার্থী ভাই বোনদের।

[9-20—9-30 a.m.]

তাতে তাদের ভাল ও কল্যাণ হবে না—আর পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎও আমরা সর্বনাশ করব। কাজেকাজেই যদি তারা দণ্ডকারণ্যে ২১ বিঘা জমি পায় তাহলে সেখানে সত্যিই কৃষক পরিবারের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের সম্ভাবনা আছে যা এখানে নাই। দুঃখের বিষয়, আমরা উদ্বাস্তু ভাইবোনদের ঠিকপথে পরিচালিত করতে চাইলেও তাঁরা অনেক সময় আমাদের ভুল বোঝেন—তাঁরা বলেন আমরা এখানেই থাকব যারজন্য এখানে কৃষক পরিবারের সুষ্ঠুপুনর্বাসন হতে পারছে না। দণ্ডকারণ্যে যারা ব্যবসা করতে যাবে, ছোটখাট trades যারা করবে, কৃষক যারা নয়, তাদেরও জমি দেওয়া হবে ৪ বিঘা—যা এখানে আমরা দিতে পারছি না। আর পশ্চিমবাংলায় এতলোক থাকবার দরুণ একটা সর্বনাশা ব্যাপার হচ্ছে- আমি গতবারও বলেছিলাম, এবারও বলছি, পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যার অনুপাতে মাত্র শতকরা ১১ ভাগ আশ্রয়প্রার্থী ভাইবোন পূর্ববংগ থেকে এসেছে—কিন্তু এদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৩১ ভাগ যক্ষ্মারোগাক্রান্ত—শতকরা ৩১ ভাগ- এক ভীষণ ব্যাপার। সুতরাং এখানে যদি তারা ৫।৬ বিঘা অনুর্বরা জমি পান কি করে তাতে তাদের সংসার চল্‌তে পারে ? যেখানে জলসেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে তাদের কেউ জমি দেবে না। আমাদের পশ্চিমবংগে এখন পর্য্যন্ত ৫৫ হাজার একর জমি আমরা এসব উদ্বাস্তু ভাইবোনদের জন্য acquire করেছি, কিনে নিয়েছি, এবং অন্যান্যভাবে আরো দশ হাজার একর জমি আমরা সংগ্রহ করেছি- মোট ৬৫ হাজার একর জমি—এই জমির দাম প্রায় ৮০ কোটি টাকা। আমি দামের কথা এখন বলছি না—এই জমির অধিকাংশই marginal এবং submarginal। এই বছর আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মোটামুটি একটা হিসাব দিয়েছি, এসমস্ত কৃষক পরিবার এবং ছোটখাট যারা ব্যবসাবাণিজ্য করে তাদের সুষ্ঠুপুনর্বাসনের জন্য এবং যারা আংশিক পুনর্বাসন পেয়েছে, তাদের জন্য আমরা একটা ১৬ কোটি টাকার হিসাব দিয়েছি। তাছাড়া, আরো যেসমস্ত সমস্যা বাকী আছে সেগুলির সমাধানের জন্য একটা ৩৪ কোটি টাকার হিসাব দিয়েছি, যেমন শিবিরের বাইরে যেসমস্ত লোক আছে তাদের সাহায্য করা দরকার হলেও আমরা এখন তা বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু শিবিরের লোককে আমরা ঋণ দিতে চাই, তারজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩ কোটি টাকার একটা হিসাব দিয়েছি—তাঁরাও এই টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। পুনর্বাসনের জন্য যেসমস্ত জমি আমরা acquire করেছি তাতে আমরা এককালীন ৩৷ কোটি টাকা দিয়েছি, আরো ৫ কোটি টাকা দিতে হবে—এই ৫ কোটি টাকাও তাঁরা দিয়ে দেবেন। জবরদখল কলোনীগুলি আমরা মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করেছি—একটা হচ্ছে কলকাতার আশেপাশে, এবং কিছুটা ২৪ পরগণার মধ্যে—এবং এসব জবরদখল কলোনীর একটা অংশ Calcutta Corporation-এর মধ্যে পড়ে এবং এর মধ্যে টালিগঞ্জ অঞ্চল এসেছে। এসব জবরদখল কলোনী উন্নয়নের জন্য আমরা একটা estimate করেছি ৬ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা লাগবে, এর মধ্যে ২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার grant, সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন, এবং তাঁরা বলেছেন বাকী টাকাটার অর্ধেক Corporation দিক, আর অর্ধেক পশ্চিমবংগ সরকার দিক। এই অঞ্চলের উন্নতি হলেপর Calcutta Corporation-এরও কাজের সুবিধা হবে। আর ছোটখাট যেসমস্ত

জবরদখল কলোনী আছে সেগুলির উন্নয়নের জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা আমরা চেয়েছি—এই টাকাও পাওয়া যাবে। তারপর Sponsored Colony, সরকারী কর্তৃত্বে যেসমস্ত কলোনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের উন্নয়নের জন্য ৬ কোটি টাকা চেয়েছি—কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা সম্পূর্ণভাবে এখনো মঞ্জুর করেননি, কিন্তু in principle তাঁরা এটা মেনে নিয়েছেন। তারপর একটা কথা অনেকে বলেছেন, অনেক বাড়ী ১:০৭ premises তার কিছু অংশে মুসলমানও আছেন—অনেকের ধারণা শুধু মুসলমানের জমিই দখল করা হয়েছে, সংখ্যায় কিন্তু হিন্দুর বাড়ীই বেশী। এই সমস্ত বাড়ীর মালিক Competent Authorityর কাছে নালিশ করেছেন। কিন্তু সেখানে যেসমস্ত refugee বসেছেন তাদের protection দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সরকার তাদের alternative accommodation দিতে পারবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের উৎখাত করতে পারবোনা। অবশ্য দুএকটা case হয়েছে। তাদের protection দেওয়া হলেও ভাড়া ও rent সংক্রান্ত গোলযোগের জন্য আবার Competent Authorityর কাছে মালিকপক্ষ নালিশ করার ফলে তাঁরা বলেছেন এদের উৎখাত করার জন্য, কারণ ১৯৫১ সালের Act XVI দ্বারা তারা protected নয়। এই সব বাড়ীর মধ্যে আমরা একটা surveyতে দেখেছি ৪৫০টি বাড়ী regularisable। তাদের নিয়মমতো compensation দেওয়া হবে—অর্থাৎ যারা সেখানে আছে তারা সেখানেই থাকবে। কারণ, এসব বাড়ীতে যারা আছে তারা এখানেই আশেপাশে চাকরীবাকরী করেন, ব্যবসাবাণিজ্য করেন, তাদের দূরে জায়গা-জমি দিতে চাইলে—যেমন অনেককে আমরা দিয়েছি—তাঁরা বলেন, আমরা এখানে রুজিরোজগার করে খাচ্ছি, অনুগ্রহ করে আমাদের বাইরে পাঠাবেন না, কলকাতার আশেপাশেই দিন। কলকাতার আশেপাশে জমির মূল্য—তাঁরা এমন জায়গাও দখল করে আছেন যার মূল্য ১০ হাজার, ৯ হাজার টাকা কাঠা।

আরামবাগে গিয়ে দেখলাম যে সেখানেও জমি ২ হাজার টাকা কাঠা। আমি বলছি যে হাওড়া বা হুগলী বা কোলকাতায় বেশী দামে জমি কিনে বসবাস করান সম্ভব নয়। ১৭০০ মধ্যে আমরা মনে করি ৪৫০টা রেগুলারাইজেবল করেছি বাকীগুলি সম্বন্ধে সম্প্রতি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী এবং আমি যে আলোচনা করেছি তাতে আমরা বলেছি যে একটা সার্ভে হোক কারণ এদের হয়ত সরাণ যাবে না। আবার কোলকাতায় ১০ হাজার টাকা কাঠা কিনে বসান যায় না। অতএব বাকী ১২০০টাকে আমরা নিয়ে নেব এর আমরা সব টাকা হয়ত পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় দপ্তর দিতে চান না—তবে আমাদের যে একটা সিলিং আছে সেই সিলিং পর্য্যন্ত আমরা নিতে পারি। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে টাকা আমরা যোগাড় করব এবং একমাত্র উদ্বাস্তুদের বাড়ী কিনে নিয়ে মালিকদের টাকা দিয়ে দেব। এর ফলেই মুসলমান এবং হিন্দুদের যেসমস্ত বাড়ী দখল করে আছে তার একটা সমস্যার সমাধান করতে পারব। আজকে বিকেলবেলায় আমাদের একটা নন-অফিসিয়াল রেজোলিউশান আছে—এই সম্বন্ধে যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর যদি উঠে যায় তাহলে আমাদের কি হবে? সেজন্য আমরা খুব তাড়াতাড়ি সব জিনিষগুলি তাঁদের কাছে উত্থাপন করছি। শিক্ষা সম্বন্ধে যেমন কি হবে? শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা তাদের বলেছি যে—শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে—এর মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড ব্যয় যাবে এবং আশ্রয়প্রার্থী বালকবালিকার জন্য ১১ কোটি ব্যয়িত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ১১ কোটি টাকা দিতে রাজী কিনা সেসব বলেননি। এই ১১ কোটি টাকার মধ্যে Capital expenditure আছে, আবার recurring expenditure আছে। এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে যেমন স্কুল ইত্যাদি সব কিছু দিয়ে দেব, তেমনি মেডিক্যাল সম্বন্ধে মেডিক্যাল ও পাবলিক হেলথকে সব দিয়ে দেব। এ দেবার আগে তাঁদের সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করতে হবে। আমাদের যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা খুব বেশী। সেজন্য আমরা বলছি যে যক্ষ্মা রোগীদের জন্য শয্যা বাড়াতে হবে, ৫টা মোবাইল ইউনিটের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ডোমিসিলিয়ারী

ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। এরজন্য ১০টা চেষ্ট ক্লিনিক হবে এরমধ্যে ৮টা সরকারী ভাবে এবং ২টা বেসরকারী ভাবে। ৫ বছরের জন্য আমরা ৩ কোটি টাকা চাইছি সেটা আমরা পাব। এই ৩ কোটি টাকা আমরা যক্ষ্মা রোগীদের জন্য চাচ্ছি। তাছাড়া আমরা একটা হিসাব করেছি বাংলা দেশে লোক সংখ্যা এত, শয্যা এত আছে এবং রিফুজির সংখ্যা এত আছে। কাজেই এরজন্য জেনারেল বেড ও টি বি বেড ১ হাজার ৬৫০টা চাই।

[9-30—9-40 a.m.]

১ হাজার ৬৫০টি বেডের ১নং আমাদের ক্যাপিটাল কষ্ট হবে ২॥০ কোটী টাকা এবং সেটা তাঁরা দিতে রাজী হয়েছে। তারপর রেকারিং খরচের হিসেব নিকেশ যদিও তাঁদের সঙ্গে আমাদের হয়নি তবে তাঁরা বলেছেন যে, আমরা বেড করে দিলে যারা পুনর্বাসন পেয়েছে তাঁদের দায়িত্ব তোমাদের, কেননা তাঁরা তোমাদের হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা বলেছি যে, ৫ বছরের জন্য যা রেকারিং কষ্ট হবে তা তোমাদের দিয়ে দিতে হবে। তারপর এছাড়া আরও কতগুলো সমস্যা আছে এবং তার মধ্যে যাদের আংশিক পুনর্বাসন হবে তাঁদের জন্য ১৪ কোটি টাকা এবং আরও ২ কোটি টাকা এই মোট ১৬ কোটি টাকা আমরা চেয়েছি। শুধু তাই নয়, পল্লীঅঞ্চলে যে সমস্ত লোক ৪।৬।৮ বিঘা জমি পেয়েছে সেখানে আমরা বলেছি যে এতে তাঁদের পুনর্বাসন হবেনা কাজেই তাঁদের আরও জমি দিতে হবে। তা'ছাড়া আর একটা কথা হোল তাঁদের যদি ঐ রকম খারাপ জমি বা মার্জিনাল ল্যাণ্ড দেওয়া হয় তাতে তাঁদের কিছু লাভ হবেনা এবং সেইজন্য কেন্দ্রীয় সবকারকে আমরা একথাও বলেছি যে অন্ততঃ ভাল জমি লোকেব কাছ থেকে কিনে তাদের দেবেন। অবশ্য ভাল জমি কিনতে হলে ন্যায্য মূল্য দিতে হবে এবং সেইজন্য ৬ বিঘা জমির মধ্যে ৩ বিঘা তাদের ভাল জমি দিতে হবে এবং তারজন্য একটা বরাদ্দ করেছি এবং বলেছি যে, যাবা কম পরিমাণ জায়গা পেয়েছে তাদের অ্যাডিসনাল জমি দিতে চাই এবং তার জন্য টাকা দরকার। তারপর আমাদের যে সমস্ত সরকারী এবং বেসরকারী কলোনী আছে তাতে দেখেছি সেখানে যে জমি আছে সেই জমিতে যদি সেচের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ভাল ফসল হতে পারে। তবে তা করতে গেলে টাকা খরচ হবে কেননা হয়ত ডিপ্ টিউবওয়েল প্রভৃতি করতে হবে এবং সেইজন্যই আমবা বলেছি যে, তাদের যে জমি আছে সেই জমিতে যদি সুষ্ঠুভাবে সেচের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তাঁরা সেখানে ধান এবং আরও ২।১টা ফসল করতে পারবে এবং এইভাবে দুই ফসলী করতে পারলে তাদের ভালভাবে রিহ্যাবিলিটেশান হতে পারে কাজেই তারজন্য টাকা প্রয়োজন। তবে এতেও হয়ত কুলোবেনা সেইজন্য আমরা আরও বলেছি যে, যে সমস্ত চাষী পরিবার আছে তাদের হয়ত একটা পোলট্রি করে দিলাম বা ২টি গরু কিনে দিলাম এবং তার জন্য একটা হিসেব ধরেছি। শুধু তাই নয়, কুটির শিল্পের জন্যও টাকা চেয়েছি কেননা হয়ত কাউকে ঘানি করে দিলাম বা কাউকে ছোট তাঁত বা অম্বর চরকা করে দিলাম অথবা কারুর হয়ত ২টা বলদ রয়েছে তাকে একটি গরুরগাড়ী দিয়ে বললাম যে, যখন চাষ হবেনা তখন তুমি এতে মাল বয়ে রোজগার করবে। তবে এসব ব্যবস্থা করা ছাড়া ছোটখাট যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম দেবার ব্যবস্থাও করেছি। তারপর মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার বোধ হয় মনে আছে যারা আংশিকভাবে পুনর্বাসন পেয়েছে তাদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে যখন আমরা আলোচনা করেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন যে এঁদের আমরা নগদ টাকা দেবনা কেননা নগদ টাকা দিলে তা খেয়ে ফেলবে। তবে তাঁরা বলেছেন যে, তাদের জন্য হাঁস, মুরগী, জলসেচের ব্যবস্থা এবং চাষের উন্নতির জন্য টাকা দিতে রাজী আছি এবং সেই টাকা আপনাদের হাতে আমরা দেব আপনারা ব্যবস্থা করবেন। তবে এইভাবে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ছাড়া আরও একটা সুষ্ঠু স্কীম আমরা দিয়েছি এবং সেটা হোল পল্লীঅঞ্চলে যে সমস্ত কন্‌সেন্‌ট্রেটেড্ রিফিউজী আছে সেখানকার জন্য আমরা ২৫টি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট চেয়েছি এবং এটা দিতে তাঁরা রাজী

হয়েছেন। অবশ্য এতে বিদ্যুৎ দরকার হবে এবং সেই পাওয়ার পেলে ঐ ২৫টি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্টেটে আমরা অনেককে কাজ দিতে পারব। তারপর যারা শহরে বাস করছে অথচ কৃষক নয় তাদের অনেকেই আংশিক ভাবে পুনর্বাসন পেয়েছে বলে আমরা মনে করি এবং তারজন্য সার্ভে করে দেখেছি যে সিভিয়াস এ্যাণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রীর দ্বারা কিছু কাজের ব্যবস্থা করতে পারব।

Shri Niranjan Sen Gupta : কোথায় কোথায় করেছেন বলবেন কি ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : ডিটেইলস্ এখন বলতে পারবনা, পরে বলব, তারপর কুটির শিল্পের জন্য কিছু কিছু যন্ত্রপাতি আমরা লোককে দেব এবং এইভাবে যারা আংশিক পুনর্বাসন পেয়েছে তাঁদের জন্য কাজ করতে চাই। স্যার, যে কথা আমি একবার বলেছি সেটাই আবার বলছি যে এখন ক্যাম্পে ৮৭ হাজার লোক আছে এবং হোমএর লোক কমে গেছে কেননা তাঁদের আমরা পুনর্বাসন দিয়েছি। তবে আমি এই বিভাগে আসার পর হোমএর লোক ৫৪ হাজার থেকে কমে ২৭ হাজার হয়েছে এবং ক্যাম্পে ১ লক্ষ ২৬ হাজারের জায়গায় ৮৭ হাজার রয়েছে।

[9-40—9-50 a.m.]

এদের যদি আমরা এ পক্ষের এবং ও পক্ষের সকলে মিলে দণ্ডকারণ্যে যাবার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে তাদের কল্যান হবে এবং দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে সুকুমার সেন মহাশয় সেখানের চেয়ারম্যান হবার পর জিনিসগুলি খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হচ্ছে এবং আমাদের বাংলাদেশের প্রায় ২ হাজার পরিবার সকলেই rehabilitation sideএ চলে গেছেন এবং তাঁরা চাষের কাজ আরম্ভ করেছেন। তাঁরা এখন যে জমি রিক্লেম করেছেন তাতে লোক বসাবার ব্যবস্থা তাঁরা সম্পূর্ণ করেছেন। আমরা একবার নোটিশ দিয়ে আটকে দিয়েছিলাম এই কারনে যে তাদের জন্য সেখানে ব্যবস্থা হয়নি, শিবিরে রাখা হয়েছে, তাদের দিয়ে রাস্তার কাজ করান হচ্ছে; রাস্তার কাজ করতে তারা প্রস্তুত নয়—কাজেই কবে পুনর্বাসন পাবে তবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য শিবিরে বাস করতে হবে। তাহলে এখানে কি দোষ ছিল, এখানেও তো তারা শিবিরে বাস করতে পারত ? এখন সুকুমার সেন মহাশয় সেখানে যাবার পর সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে যদি যায় তাহলে ৮৭ হাজার লোকের economic rehabilitation হবে এ বিষয়ে আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। যদিও সম্প্রতি আমি যাইনি কিন্তু আমাদের চীফ সেক্রেটারী গিয়েছিলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের Rehabilitation Commissioner আবার যাবেন এবং আমরা যে সমস্ত খবর পেয়েছি তাতে জানতে পেরেছি যে সেখানে যারা পুনর্বাসন পেয়েছে জমি পেয়েছে তারা বড় বড় কুমড়া, লাউ, তরিতরকারি তৈরী করেছে, এখানে কতকগুলি নিয়ে এসে ছিলেন। এটা খুব গর্বের কথা। পরিশ্রম করে তারা সেগুলি উৎপন্ন করছে, আনন্দে আছে, এবং তাদের স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে।

Shri Hare Krishna Konar : ২৫শে ফেব্রুয়ারী Central Ministry of Rehabilitation, New Delhi ....

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : আপনি পরে বলবেন, উত্তর দেব। আমি বলছি সেখানে গেলেপর তাদের পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা হবে এ সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

যদি কোন মাননীয় সদস্য যেতে চান তাহলে দেখে আসতে পারেন, তিনি খুসী হবেন এবং বলবেন এখানে যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে করে লোককে পাঠান যেতে পারে। এই ৮৭ হাজার লোককে যদি আমরা সকলে মিলে পাঠাতে পারি তাহলে তাদের কল্যান হবে এবং পশ্চিমবংগের তাতে মঙ্গল হবে। আমি আপনাদের কাছে যে বরাদ্দ রেখেছি আশা করি এটা আপনারা মঞ্জুর করবেন।

Shri Satkari Mitra : কতদিনের মধ্যে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : যত শীঘ্র পারি। এরা যদি যেতে রাজী হয় তাহলে বর্ষার আগে পাঠাতে পারি এবং যদি পাঠাতে না পারি আবার বর্ষার পরে যাবে, তাতে ওদের দোষ হবেনা আমাদের দোষ হবে।

Mr. Speaker : All the cut motions are taken as moved.

Shri Mangru Bhagat : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82 Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account Expenditure on Displaced Persons Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,45,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons 82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukherjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82 Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Bejoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advanees to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Haridas Mitra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Provash Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82 Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenve Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re 1/-.

Shri Basanta Lal Chatterjee : *Sir, I beg to move that the demand of* Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/-.

Shri Jatindra Chandra Chakravarty : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/-.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/-.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/ .

Shri Gobinda Charan Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "47-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/-.

Shri Natendra Nath Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/-.

Shri Syed Badrudduja : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced ty Re. 1/-.

Shri Pabitra Mohan Ray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/-.

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/-.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Majoı Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/-.

Shri Bejoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/ .

Shri Suhrid Kumar Mullick Chowdhuri : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/-.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons 82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/-.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/-.

Shri Samar Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82 Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/-.

Shri Samar Mukhopadhyay : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা আমি শুনলাম এবং ইলেকসানের আগে বাস্তুহারাদের মন জয় করার জন্য এই ধরণের বক্তৃতা তাঁরা ভেবে চিন্তে করেছেন। প্রতিশ্রুতি আগে বহু শুনেছি কিন্তু প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে

আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে—সেটা না আঁচালে বিশ্বাস নেই। প্রফুল্ল সেন মহাশয় দণ্ডকারণ্য দিয়ে আরম্ভ করলেন এবং দণ্ডকারণ্য দিয়ে শেষ করলেন। আমিও দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে দু'একটা কথা শুধু এখানে বলতে চাই। লাউ কুমড়া এইসব দণ্ডকারণ্য থেকে আনিয়ে দণ্ডকারণ্যের সব প্রচার করা হয়েছিল এবং সুকুমার বাবুর ছবি সমেত স্টেটসম্যানে রিপোর্ট বেরিয়েছে—২৭শে নভেম্বর তাদের দণ্ডকারণ্য থেকে আনা হয়েছিল, খুব সেখানে অগ্রগতি হয়েছে। তাদের নিয়ে একটা প্রেস কন্‌ফারেন্স হয়, সেই প্রেস কন্‌ফারেন্সের রিপোর্ট স্টেটসম্যান কাগজে বেরোয়। যাদের আনা হয়েছিল তাদের প্রেসের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে যে দণ্ডকারণ্য থেকে কুমড়া লাউ তরিতরকারি এনেছেন কিন্তু ধানের অবস্থাটা কি? যিনি বক্তা ছিলেন গৌরাঙ্গ শীল তিনি বললেন ধানের অবস্থা সন্তোষজনক নয়—"The soil, I think, is exceptionally good for vegetables like sweet gourds and cucumbers, but it may not be as good for paddy." তারপর জলের ব্যাপারে যেটা নিয়ে খুব হৈচৈ হয়েছিল, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাঁর উত্তরে বলেন "But they still had their grievance about water." তারপর বলছেন "Our tank which was not fully dug last year is dry. Our masonry well is also incomplete. We have to depend upon tubewells which are in working order."

এটা আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের মে মাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তার আগে জলের ব্যাপার নিয়ে তুমুল প্রতিবাদ হয় এবং সেখানে একটা মস্তবড় সমস্যা আমাদের দেখানো হল—ট্রাক্টর দিয়ে কি রকম পুকুর কাটানো হচ্ছে। এই বলা হল বর্ষার জল ধরে এই সমস্ত পুকুরে জলের সমস্যা সমাধান করা হবে। প্রেস কন্‌ফারেন্স করা হচ্ছে বর্ষার পরে নভেম্বর ২৩শে তারিখে এবং সেই প্রেস কন্‌ফারেন্সে তাঁরা স্বীকার করছেন যে পুকুরগুলি ড্রাই এবং কুয়োতে কোন জল নেই। তারপর বলছেন We have to depend upon tubewells.

আমরা যখন দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলাম তখন টিউবওয়েলের দায়িত্ব যাদের উপর ছিল তাঁরা বলেছিলেন The tubewell is a failure এই হচ্ছে জলের অবস্থা। এটা আমার কথা নয় স্টেটসম্যানের দণ্ডকারণ্য থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা বলেছেন। তারপর জংগল সম্বন্ধে আমরা আশংকা প্রকাশ করছিলাম—ট্রাক্টর দিয়ে জমি ডেভোলপ করে দেখিয়েছেন যে ডেভোলপড্‌ হয়ে গেল, এখন চাষ করলে ফসল ফলবে। সেখানে আমরা বলেছিলাম যে এই ট্রাক্টর দিয়ে জংগল পরিষ্কার করলে মাটীর তলায় যেখানে শিকড় থেকে যায় সেখানে স্প্রাউট গজিয়ে উঠে এবং সেটা আমরা দেখে এসেছিলাম। বাস্তুহারারা তখন আপত্তি তুলেছিল এনিয়ে। "দণ্ডকারণ্যের কথা" বলে একটা বুলেটিন দণ্ডকারণ্য থেকে প্রচার বিভাগ পাঠান—সেই বুলেটিনটা পড়ে দেখছিলাম, সেখানে লেখা হয়েছে জংগল বন ছাপ করে জমি যে ডেভোলপ করা হয়েছে তাতে সেখানে উমেরকোটে ২১১টা গ্রাম আছে তার খুবই খারাপ অবস্থা। আগাছা, জংগল, বন গ্রামটারে ছেয়ে ফেলছে অথচ গ্রামের বাসিন্দাদের সেদিকে দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না। তারা হয়ত এই আশায় আছে যে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ থেকে জংগলগুলি সাফ করা হবে কিন্তু তারা মস্তবড় ভুল করেছে, অর্থাৎ এখানে আগাছায় গ্রামগুলি ভর্তি হতে আরম্ভ করেছে। এখন বাস্তুহারাদের গালাগালি দেয়া হচ্ছে যে আগাছা পরিষ্কার করার দায়িত্ব তোমাদের। তোমরা এই আশা নিয়ে থেক না যে ট্রাক্টার এসে আবার জংগলগুলি পরিষ্কার করে দেবে। তারমানে হচ্ছে একটার পর একটা গ্রাম আবার জংগলে পরিণত হবে—ঐ লোকগুলি সেখানে চাষ করতে পারবে না এবং তাদের গ্রাম পরিত্যাগ করে ডেজার্ট করে চলে আসতে হবে। অথচ সেখানে যন্ত্রপাতী সব কিছুই আছে।

জগন্নাথবাবু আগের দিন বক্তৃতায় বলেছিলেন যে পারেলকোটে যে লোকগুলিকে পাঠানো হল তারা পাচ মাস ধরে ডাক্তার পায়নি। তারপর ভানুপ্রতাপপুর থেকে একজন ডাক্তার নিয়ে গিয়ে সেখানে ঔষুধপত্রের ব্যবস্থা, মেডিকেল ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা, ডাক্তারের ব্যবস্থা কিছু হয়েছে। অথচ লোকের সামনে রঙ্গীন চিত্র তুলে বলা হচ্ছে তোমরা সেখানে গেলে সোনার রাজ্য আর রাজকন্যা পাবে। এই দণ্ডকারণ্যের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলাম। এখন আরবিট্রাবিলি বিভিন্ন ক্যাম্পে আবার নোটীশ জারী করা হচ্ছে কিন্তু এই সমস্ত তিক্তঅভিজ্ঞতা থেকে বাংলা গভর্ণমেন্ট কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন দেখি কেবল লোকগুলিকে ধরে ধরে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

[9-50—10 a.m.]

তিনি গতবারে স্বীকার করেছেন ১৪ হাজার ফ্যামিলীর উপর নোটীশ দেওয়া হয়েছিল—, ১৩শো গিয়েছিল। আমি সুকুমার বাবুর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলাম আপনারা এই পদ্ধতি নেবেন না, ভলাণ্টারিলী লোকে যাতে যায় তারজন্য চেষ্টা করুন; তাদের বোঝান, তাদের আস্থা অর্জন করুন, ওভাবে তাদের উপর নোটীশ দেবেন না। তিনি বললেন—কি করবো! লোক তো এমনি যেতে চায় না; তাই একটু জবরদস্তি করতে হয়। তাঁরা জানেন যে এক হাজার লোক নিয়ে যেতে হলে তিন চার হাজার লোকের উপর নোটীশ দিতে হবে। আগেকার তাঁদের হিসেবে ছিল যা নোটীশ দেওয়া হবে, তার ৫০% লোক যাবে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে এক হাজার লোক নিতে গেলে ১০ হাজার লোকের উপর নোটীশ দিতে হবে। এখন দেখছি বিভিন্ন ক্যাম্পে নোটীশ দিয়ে লোকগুলোকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাদের ডোল বন্ধ হয়ে গেছে। প্রফুল্লবাবু হিসেব দিলেন—১৮ হাজার উদ্বাস্তু ক্যাম্পে আছে। অর্থাৎ ১৮ হাজার ফ্যামিলী আছে। এরমধ্যে ১৪।১৫ হাজার হচ্ছে কৃষিজীবী ফ্যামিলী। তাদের উপর জবরদস্তি চালিয়ে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে density হাত থেকে save করবেন। তাঁরা ওদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে গিয়ে ভূমিহীন কৃষকদের জমি দেবেন। এটা বোগাস্ কথা। এই কথা বলে তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করতে চান। কিন্তু এজিনিষ আজ আর চলে না। এই ১৪।১৫ হাজার কৃষিজীবী পরিবারকে জমি দেবার মত জমি এখনো পশ্চিমবাংলায় আছে। তাদের প্রতি এই রকম নিষ্ঠুর ও নির্মম প্রথা গ্রহণ করা যায় না, তা সমীচীনও নয়। তাঁরা যে উদ্দেশ্যে তা করতে চাচ্ছেন, তা ব্যর্থ হবে।

এই বাস্তুহারাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে এবং ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন functionএ দেখেছি এই অবস্থা সম্পূর্ণ chaotic, চরম বিশৃঙ্খল পদ্ধতি, system বলে কোন জিনিষ সেখানে নাই। লোকগুলিকে অযথা harass করা হচ্ছে; তার কোন Justification নাই। বায়নানামা স্কীম তাঁরা বন্ধ করে দিয়েছেন—জোর করে তাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাবেন বলে। একবার বন্ধ হলো, আবার চালু হ'লো, আবার তা বন্ধ হলো। আবার যারা পার্টির লোককে ঘুষ দিতে পারলো, তারা বায়নানামা পেয়ে গেল। Harass করে কিরকম দেখুন। গত ১৯৫৮ সালে কলাবনী ক্যাম্পের রেবতী মোহন দাস, হরিবল্লভ দাস, সুর্য্যমনী দাসী—বায়নানামা করলো। তাদের উপর নোটীশ গেল ২৭।১০।৫৯ তারিখে তোমাদের বায়নানামা ক্যান্সেল, ও চলবেনা। তারপর ১৫।৩।৬০ তারিখে মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস থেকে জানান হলো তোমাদের বায়নানামা যেটা ক্যান্সেলেশান্ অর্ডার হয়েছিল, সেটা উইথ্ড্র করে নেওয়া হলো। এখন আবার তোমরা বায়নানামা করতে পার। দুবছর আগে যে বায়নানামা করেছিল, সে জমি তারা গিয়ে দেখে অপরে কিনে নিয়েছে। তাদের পুরান বায়নানামা নষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৫৮ সাল থেকে এর পেছনে ঘুরে ঘুরে তাদের দুশো টাকার উপর খরচ হয়ে গেছে। ডিপার্টমেন্টে গেলে একজন অফিসার দুঃখ করে

বললেন দেখুন আমরা সব মিথ্যাবাদী, আমরা একবার বলছি হবে, আবার বলছি হবে না, আবার বলছি হবে। এখন আর কিছু করতে পারবো না। এই বায়নানামার ব্যাপারে এইভাবে চরম বিশৃঙ্খলা চলেছে। বায়নানামা ল্যোক্যাল অথরিটী দেখে সেখানে আবার তাদের নোটীশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীমতী পূরবী মুখার্জীর Constituencyতে দেখলাম বিরাট পুলিশের ব্যবস্থা ; সেখানে তিনি electionএ সিট্ রাখার চেষ্টা করছেন। সেখানে এই সমস্ত রিফিউজী পরিবারের উপর নোটীশ দেওয়া হয়েছে—বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস থেকে চিঠি গিয়েছে—

This is to inform you that the Government has been moved for allotment of fund for the purpose.

মানে বায়নানামার জন্য। এর Memo No. 344 R.R. of 17-2-61.

টাকা চেয়ে পাঠাবার জন্য এখান থেকে অফিস থেকে চিঠি গিয়েছে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টে। শচীন্দ্র নাথ সরকার, যজ্ঞেশ্বর হালদার, পুলিন বিহারী মজুমদার—এদের ২রা মার্চ্চ থেকে ডোল বন্ধ হয়ে যাবে।

ঐ ডিপার্টমেণ্ট কিভাবে কাজ করে দেখুন। ১৯৫৯-৬০ সালে দণ্ডকারণ্যে জোর করে নিয়ে যাবার প্রতিবাদে যার তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, তাদের ডোল আজও বন্ধ আছে।

বারে বারে বলেছি Govt.এর কাছে, জ্যোতিবাবু বলেছেন, তারপর অনেক বিধানবাবুকে বলার পর তিনি চিঠি দিলেন ২০শে মে ১৯৬০ সালে, তাতে লেখা আছে I have directed the Refuge Relief & Rehabilitation Dept. to give them rehabilitation benefit on a priority basis. তারপর কিছু হল না। আবার ডাঃ রায়কে চিঠি লেখা হল ৩১শে আগষ্ট এবং তার একটা জবাব গেল Assistant Secretary থেকে ১৩ই অক্টোবর এবং সেটার জবাবে ডাঃ রায়ের চিঠির reference দিয়ে লেখা হল—I am directed to request you to refer to the Chief Minister's letter D. O. No. 476 P.S. dated 20th and to say that Government has nothing further to add except that with regard to those families whose names were removed from the camp, etc. etc. orders for their rehabilitation have already been passed on a priority basis তারপর শুনলাম order পাশ হয়ে গেছে কিন্তু Priority Basisএ Rehabilitation হলনা আজও। দুচারটা familyর হয়ত হয়েছে, দাশপাড়া campএর কয়েকটী হয়েছে এবং এর পেছনে অনেক লেকে থাকায় দুচারটা familyর rehabilitation হয়েছে। কিন্তু ২৷২৷৷ বছর ধরে এদের ডোল বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা খুব দুরবস্থায় রয়েছে। ডাঃ রায় লিখেছিলেন Direction দিয়েছি কিন্তু Deptt. not functioning তাছাড়া বহু রকম complain পাঠিয়েছি কোন প্রতিকার হয়নি।

কাল নির্য্যাতিত বাস্তুহারা political sufferer কয়েকজন লোক এসেছিলেন, তারা এসে বললেন Central Govt. ১ হাজার House Building Loan, Land Purchase Loanএর জন্য sanction করেছে বেহালায় বন হুগলীতে কোন জমি ১ হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছেনা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে Central Govt. একটা Direction দিলেন, Bengal Govt. সেটা execute করতে পাচ্ছেনা dead lock অচল অবস্থা হয়ে রয়েছে।

তারপর ঋণ আদায়ের ব্যবস্থায় খান্না সাহেব বলেছিলেন—যাদের অবস্থা নাই তাদের কাছ থেকে ঋণ আদায় করা হবে না। অথচ certificate জারী করা হচ্ছে, জোর জবরদস্তি করা হচ্ছে, করে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। আর বাংলাদেশে possiblity tap কি করেছেন? White Bookএ দেখলাম মাত্র ১৯ একর জমি ১৯৬০-৬১ সালে reclaim করে ৭ শত কত পরিবারের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। আর বাকী যে সমস্ত স্কীম আছে তাতে progress অত্যন্ত slow, chaotic অবস্থা হয়ে আছে। এই অবস্থার যদি পরিবর্তন না হয় বাস্তুহারাদের জীবনে চরম দুরবস্থা নেমে আসবে।

Shri Hari Das Mitra : স্যার, খান্না সাহেবের দপ্তর থেকে 28th February একটা note, একটা Bulletin বেরুল। তাতে দেখলাম পশ্চিমবঙ্গে refugeeদের জন্য মোটামুটী ১২৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আজকে এখন প্রফুল্লবাবু যে বক্তৃতা দিলেন তা আমি অতি মনোযোগ সহকারে শুনেছি তিনি বলেছেন ১৯৫৭ সালে যখন তিনি এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন তখন ২,৭৭,০০০ লোক campএ এবং হোমসে ছিল, এখন ১,২৬,০০০ আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি এটী কি death discharge and desertion এ কমে গেল, নাকি সত্যসত্যই তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়েছে? উনি নিজে গত বছর এই এসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন refugeeদের বাংলাদেশে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিতে পারিনি। অথচ আজকে যেটা বলছেন, তার সঙ্গে পূর্বকথার সামঞ্জস্য কোথায় বুঝতে পাচ্ছিনা।

10—10-10 a. m.]

পুনর্বাসনের কথা উঠলেই মোটা মোটা টাকার অঙ্কের ফিরিস্তি দেন। তবুও আমরা বলবো, এই টাকা খরচের ইতিহাস যদি তলিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে এই মন্ত্রীত্বের অস্থির চিত্ততা, unplanned economy, স্বেচ্ছাচারিতা, এবং একটা চরম ব্যর্থতার কলঙ্কময় ইতিহাস। আমি এই ব্যর্থতার একটা উদাহরণ, স্পীকার মহাশয় আপনাকে দিতে চাই। ১৯৫১ সালে ধুবুলিয়া camp থেকে ৬৫০০ লোক নিয়ে মেদিয়ায় একটা Govt. sponsored colony করা হয়েছিল, গোবরডাঙ্গা রেল ষ্টেশনের থেকে আধ মাইল দূরে। এই station থেকে ওখানে যেতে হলে সোজাপথে একটা বাওড় পড়ে। সেই বাওড় নৌকা করে পার হতে হয়, এবং সেই নৌকাও অনেক সময় পাওয়া যায় না। এখানে এই বাস্তুহারারা বাওড় পার হবার সময় ১৯৫৭ সালে দুইজন লোক জলে পড়ে মারা যায়। এই নিয়ে সেখানে একটা আন্দোলনও হয় এবং তারই ফলে মেহেরচাঁদ খান্না সাহেব সেখানে গিয়ে তা পরিদর্শন করে এসেছেন। পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানে দুই লক্ষ টাকায় ঐ বাওড়ের উপর একটা ব্রীজ তৈরির জন্য Scheme Sanction করে গিয়েছিলেন। এই বিষয় খান্না সাহেব যে চিঠি লিখেছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপকীর্ত্তির কথা আছে, সেটা আমি পড়ে দিচ্ছি। চিঠিটার No. 3/13/58H, Govt. of India, Rehabilitation dept. থেকে লিখেছে M. N. Chunder -- Union Minister agrees to consider their request for a bridge. The Govt. of West Bengal was accordingly requested to forward the plans and estimate of the said bridge. In July 1959, an estimate of Rs. 2 lakhs was received in this Ministry but technical data in support of the estimates were not furnished. Consequently sanction to an expenditure of Rs. 2 lakhs was issued in December 1959 and the State Govt. was requested to

forward detailed plans and estimates for approval of this Ministry before the tenders are accepted for the bridge. As the detailed plans and estimates as asked for were not forwarded by the State Govt. during the long period of 11 months for which sanction was issued in December 1959, the sanction was recalled. The question of issuing a fresh sanction would be considered if and when the detailed plans are received.

Sd M. N. Chunder,
Under Secy.
Govt. of India.

চিঠিটার তারিখ হচ্ছে 11th Jany. 1961 এবং লেখা হচ্ছে To the Secretary, Chhatra Kalyan Samiti, নদীয়া। আমরা জানতে চাই, অন্ততঃ প্রফুল্লবাবু এর জবাব দেবেন, আমাদের যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল—যদিও এতদিন হয়ে গেল—তবুও তিনি এই সম্বন্ধে কি করছেন। ১১ মাস কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমালেন, সামান্য technical data পর্য্যন্ত দিতে পারেননা, অথচ হাজার হাজার টাকা মাইনে দিয়ে অকেজো Engineerদের কেন রেখেছেন সেকথা বলতে হবে। এখানে প্রফুল্ল বাবু বসে আছেন, নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে ডুবে আছেন, অথচ ঐ মোদিয়া কলোনীর এই ৬৫০০ জন লোকের মধ্যে ২০০০ লোক desertion করে কলোনি ছেড়ে চলে গেল, এবং সেখানে গিয়ে আমি দেখে এসেছি তাদের plotএ অন্য লোককে বসাবার ব্যবস্থা করছেন। Sir, আজকে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ হচ্ছে certificate। চারধারে certificate জারী হচ্ছে এবং সেই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া হল না, যাদের গড়পড়তা আয় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের ধারে কাছেও এসে দাঁড়াতে পারেনি, সেই সমস্ত লোকের উপর certificate জারী করছেন। সরকারী কলোনি গয়েশপুর, তাহেরপুর, চাকদা এই সমস্ত অঞ্চলে ২০ হাজার যুবক যুবতী রাস্তায় ঘুরেবেড়াচ্ছে। তারা খেতে পাচ্ছে না। তারা দেনা শোধ করবে কি করে? অথচ double সুদে তাদের উপর এই সমস্ত certificate জারী করা হচ্ছে। তাদের শেষ সম্বল, ঘর বাড়ী, গরুবাছুর, এমন কি পরণের কাপড় এবং মাথা গুজবার ভিটে পর্য্যন্ত নিলাম করছেন। এই রকম অসংখ্য ঘটনার মধ্যে আমি কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে বলতে চাই। সার্টিফিকেট করে যাদের তাদের বাড়ী নিলাম করে ভিটে ছাড়া করা হয়েছে তারা হচ্ছেন পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় রায়গঞ্জে মনমোহন পাল এবং সেই জেলার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। নদীয়া জেলার চাকদা সহরের জগদীশ ঘোষের বাড়ীতে সেদিন বিবাহের অনুষ্ঠান তবুও জোর করে পুলিশ তার গাইগরু, আসবাবপত্র ছিনিয়ে নিলো। ওখানকার অদিতি নন্দী, বিনা Noticeএ Jeepএ এসে তাঁর বাড়ীতে হামলা করলো টাকা আদায় করবার জন্য। ঐ চাকদারই মনীন্দ্র লাহিড়ী, মন্মথ মজুমদার এঁদের বাড়ীতেও অনুরূপ হামলা হয়েছে। নদীয়ার নবদ্বীপ, গুপ্তিপাড়া, বীরনগর, শান্তিপুর ইত্যাদি জায়গায় উদ্বাস্তু তাঁতিরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাদের উপরও certificate জারী করে উৎপীড়ন করা হচ্ছে, ফলে তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন তাঁত পর্য্যন্ত নীলাম করে নিচ্ছে। কিস্তি দেওয়া সম্পর্কে নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেছিলেন যে পুনর্বিবেচনা করবেন, কিন্তু ক্ষুদে অফিসারদের জন্য তারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হচ্ছে। নবদ্বীপের শ্রীমতী সুহাসিনী সাহার করুণ চিঠি যে কোন লোককেই বিচলিত করবে, তাঁর case No. আমি বলে দিচ্ছি, 255A/56/57। প্রথম বন্যায় এঁরা ঘটিবাটি বিক্রী করেছিল, দ্বিতীয়বারের বন্যায় তাঁত বিক্রী করেছে এবং সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, তবুও তাদের উপর নির্মমভাবে সার্টিফিকেট জারী করা হচ্ছে। আজকের যুগান্তরে বেরিয়েছে নদীয়ার অফিসার কর্তৃক

রাখাল দেবনাথের ভাতের থালা লাথি-মেরে ফেলে দেওয়ার কাহিনী। তখন তাঁর কাকিমা অফিসারের পায়ে পড়ে অনুরোধ জানায়, কিন্তু তাঁকেও অপমান করা হয়। এটা যেকোন সভ্যদেশের পক্ষে কলঙ্ক। এই বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

[10-10—10-20 a.m.]

১৯৪৮ সালের Hand book of Government policy and plans for resettlement of refujee population by the Government of West Bengal. এই বইখানা প্রফুল্ল বাবুর কাছে নিশ্চয়ই আছে, নাথাকলেও আমার কাছে দেখে নেবেন, তার ৩নং পাতায় লেখা আছে, "Government will accept repayment only from the margin of surplus that will be left to the loanees after meeting their reasonable expenses for maintenance and keeping a reasonable amount for working capital." এগুলি হবার পর যে টাকা থাকবে সেই টাকা সরকার নেবেন, অথচ আজকে আমরা উল্টো চিত্র দেখছি। আমাদের কংগ্রেসপক্ষীয় বন্ধু শ্রীজগন্নাথ মজুমদার মহাশয়কে আমি অভিনন্দন জানাই, কারণ তিনি অন্ততঃ সাহস করে এই বাজেটে—Governorএর speech এবং আলোচনার সময় বলেছেন যে, যাদের দেওয়ার ক্ষমতা নাই তাদের certain amount মকুব করে দেওয়া হোক, তা নাহলে তাঁদের বাঁচান হবে না—তিনি চোখের সামনে প্রতিদিন দেখেছেন নদীয়া জেলার প্রকৃত চিত্র আমাদের এখানে Govt. colonyর কথা প্রফুল্লবাবু বলেছেন। শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি এই বিধান সভার বক্তৃতায় বারবার গয়েশপুর, তাহেরপুর, হবিবপুর, খোবাস মহল্লায় সুতাকল সুতাকল করে করে হয়রান হয়ে গেলেন—এসকল ব্যাপার ডাঃ রায়ের চিঠি আমি দেখেছি, তিনি ডাঃ ব্যানার্জিকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন ডাঃ ব্যানার্জি পাগল হয়ে যাবেন। তিনি আভাস দিয়েছিলেন এই সব জায়গায় সুতাকল হবে। অথচ সেখানে জমি পর্য্যন্ত acquisition করলেন না তাহেরপুরে জমি নিয়েও কল বসালেন না। বর্তমানে একটামাত্র সুতাকলের কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে। গয়েশপুরে যেখানে ১৭ হাজার লোকের বাস, সেখানে একটা হাঁসপাতালও করলেন না, জমিও aquire করলেন না, অথচ আপনারা বলেছিলেন ৫০ বেডের হাসপাতাল হবে। এসব তো কিছুই করলেন না, উপরন্তু সেখানে কয়েকজন T.B. রোগীকে যাও ঔষধপত্র দেওয়া হত তাও তাদের medical report নাই, এই অজুহাতে বন্ধ করে রেখেছেন। তারপর, গয়েশপুরে রাস্তার জন্য বড় বড় পিপে ভর্তি পিচ এসেছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই সেই পিপেগুলি অন্ধকারের সুড়ঙ্গপথে কোথায় চলে গেল বুঝতে পারা গেল না; মন্ত্রী মহাশয় এসম্পর্কে একটু খবর নেবেন কি? মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন কল্যাণী স্টেশনের পূর্বদিকে একটা hanger আছে, সেখানে প্রায় ১৫ শত লোক ৫ বৎসর ধরে বাস করছে। পূর্বে তারা যে কলোনীতে বাস করতো তার নাম লিচুতলা সরকারী কলোনি। বর্ষাতে ৫ বছর পূর্বে সে কলোনি ধ্বংস হয়ে যায় তারপর থেকে হ্যাঙ্গারে বাস করছে। আমি চোখের সামনে দেখেছি মেয়েরা সেখানে রেলের কয়লা কুড়ায় কলা শশা বিক্রি করে এবং নানারকম নারীত্বের অসম্মানজনক কাজ তাদের করতে হয়। অথচ এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে করলেন না। বন্যায় তাদের ঘরবাড়ী সব নষ্ট হয়ে গেল। স্যার, আমাদের পশ্চিমবংগে বেরুবাড়ীতে আরেকবার একশ্রেণীর ইহুদী জন্ম-লাভ করেছে। কল্যাণীতেও ঠিক এই অবস্থা হয়েছিল, ৩।৩।৪৯ তারিখে কল্যাণী সহরের পত্তনের সময় একত্রে ১৩ হাজার একর জমি সরকার হুকুম দখল করেছিলেন—সেই সব গ্রামের নিরীহ মানুষদের তো সুষ্ঠুপুনর্বাসনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া আজও শেষ হয়নি, যার ফলে তারা আজকে যাযাবরের জীবনযাপন করছে। এঁদের তো

একটা preference দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু এঁরা বারবার দরখাস্ত করা স্বত্বেও এদের ক্ষতিপূরণের জন্য হারাহারি কোন ব্যবস্থা আপনারা করলেন না। কল্যাণী অঞ্চলে অনেক যুবতীমেয়ে চাকরীর সন্ধান করছে, তাদের কাজ দিলে অনেকরকম কাজ তারা করতে পারে। সরকারী কল্যাণী সুতাকলের ম্যানেজার Mr. Chatterjeeর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তিনিও কিছু মেয়েদের মিলে নিতে রাজি হয়েছেন। আমি এ সম্বন্ধে Expert opinion নিয়েছি। মিলে মেয়েদের জন্য যথেষ্ট কাজ রয়েছে, এবং ঐ সকল কাজ ছেলেদের চাইতে মেয়েরা ভাল করতে পারে। আমি এ সম্পর্কে সরকারকে জানাচ্ছি, আমি ২ হাজার মেয়েকে হাজির করব ৩ দিনের মধ্যে তারা কল্যাণী মিলে কাজ করতে প্রস্তুত থাকবে। তারপর, স্থানীয় উদ্বাস্তুদের জন্য age relaxation যদি প্রয়োজন হয়, করা দরকার। শিক্ষার মানও তাদের বেলায় কিছু শিথিল করতে হবে। খান্না সাহেবের রিপোর্টে দেখলাম যে, উদ্বাস্তুদের employmentএর জন্য টাকা ধার দেওয়া হয়েছে। শংকরদাস বাবুর National Sugar Millএ ৩১ লক্ষ টাকা, Govt. এবং খান্না সাহেবের Refugee Dept. মিলে দেওয়া হয়েছে। এখানে চুক্তি ছিল ৯০০ উদ্বাস্তু লোককে চাকরী দেওয়া হবে। কিন্তু মাত্র ১০০ লোককে চাকরি দেওয়া হয়েছে। Professor অতুল সেন মহাশয়ের লক্ষ্মীনারায়ণ Cotton Mill চেয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা, পেয়েছে ১০ লক্ষ টাকা, লোক নেওয়ার কথা ছিল ৩০০ জন, ১২০ জন মাত্র উদ্বাস্তুকে কাজ দেওয়া হয়েছে। তারপর, আলামোহন দাস মহাশয়ের আরতি মিলে দেওয়া হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা, ৬০০ জন উদ্বাস্তু নেওয়ার কথা ছিল, নেওয়া হয়েছে ১৫০ জনকে। B C. Nunএর Bengal Fine Millএ তারা ১৫ লক্ষ টাকা পেয়েছেন, ৫০০ জন লোককে নেবার কথা ছিল, ৩০০ জন লোককে নেওয়া হয়েছে। এইরূপ ১২টা industryতে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা refugee Dept. থেকে পেয়েছে, এবং চুক্তি ছিল ৪৫০০ লোককে তাঁরা emploment দেবেন, কিন্তু ২৭০০ লোককে কাজ দিয়েছেন। যে চুক্তিতে তাদের টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই চুক্তি রক্ষা করতে তাঁদের বাধ্য করবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন আমরা সেটা জানতে চাই। স্যার, বিভিন্ন সরকারী কলোনিতে latrine loanএর জন্য বল্তে বলতে শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি মহাশয় হয়রাণ হয়েছেন কিন্তু বিশেষ কিছু হোলো না। তারপর, জবরদখল কলোনী সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তা যদি তাঁরা সত্যিই করতে পারেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁদের অভিনন্দিত করব। কিন্তু আমরা এই ১০ বৎসর ধরে অনেক কথাই শুনে আসছি, এতদিন পর কি এঁদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাংগবে? অর্পণপত্র সম্পর্কে যে জট পাকিয়েছে তাও আমরা খুলতে পারছিনা। সূর্যনগর, বিবেকনগর, নেহরু কলোনী, এদের acquisation processএ দেরী হওয়ার ফলে জমিদাররা অনেকে এর সুযোগ নিতে আরম্ভ করেছে। স্যার, আপনি জানেন পুলিশ নিতে হলে আগে Govtএর কাছে টাকা জমা দিতে হয়। কিন্তু এই জমিদাররা বিনাপয়সায় পুলিশ নিয়ে গিয়ে হাজির করে দিচ্ছে জবরদখল কলোনীর উদ্বাস্তুকে উচ্ছেদ করবার জন্য।

টালিগঞ্জ এলাকায় বিবেকানন্দ নগর কলোনীতে কয়েকবার আমাকে নিজে গিয়ে পুলিশ ঠেকাতে হয়েছে। গত সোমবার ২৭শে ফেব্রুয়ারী, আমাদের ডেপুটি মিনিষ্টার কাজেম আলি মির্জা সাহেবের জমিতে যে ১১টি উদ্বাস্তু ছিল—টালিগঞ্জ শান্তিনগর কলোনী—তাদের উপর পরোয়ানা জারি হল। কাজেম আলি মির্জা সাহেবের রুই হল ১২টার সময়, আর তার পরোয়ানা ১-৪০মিনিটের সময় নিয়ে গিয়ে হাজির হল। কোর্টের লোকজন, পেয়াদারা ডেপুটি মিনিষ্টারের বেলায় ঠিক সময় পেয়ে যাবেন, এবং কমপিটেন্ট অথরিটিও তাড়াতাড়ি সময় পেয়ে যাবেন। কলোনী রেগুলারাইজেসন হ'য়ে গেছে, কিন্তু তবুও মালিকরা কমপিটেন্ট অথরিটির কাছে গিয়ে, কলোনীর রিফুজিদের তুলে দিতে চাচ্ছেন এবং কমপিটেন্ট অথরিটি সেখানে পুলিশ পাঠাচ্ছেন। আমি বলতে চাই যে উদ্বাস্তুদের

যেসমস্ত কলোনী রেগুলারাইজ হয়ে গেছে সেই সমস্ত কলোনীতে কমপিটেণ্ট অথরিটি ইত্যাদি বন্ধ করুন। আমাদের আর কমপিটেণ্ট অথরিটির দরকার নেই। কমপিটেণ্ট অথরিটি আপনাদের কোন আইনকেই গ্রাহ্য করেনা। আপনাদের ডিপার্টমেণ্টের চিঠি তাঁর কাছে দেওয়া হয়েছে যে অমুক কলোনী এই এই plot রেগুলারাইজএর prcessএ রয়েছে। ডাইরেক্টার অফ রিহ্যাবিলিটেশান চিঠি দিয়েছেন, কমিশনার লিখেছেন, ডেভালাপমেণ্ট অফিসার লিখেছেন, কিন্তু competent authority তবুও মালিকের পক্ষে পুলিশ বারবার পাঠাচ্ছেন।

এবার আমি Russa Roadএর রেল ব্রীজের কথা বলব। বর্ষাকালে এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ী চলে না লোক পারাপার হতে পারে না নৌকা চালাতে হয়, আমি নিজে দেখেছি। একটা নতুন ব্রীজের জন্য ২২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা স্যাংশান হয়েছে। রেলের উপমন্ত্রী মাননীয় বন্ধু শানাওয়াজ সাহেবের কাছে আমরা কজন গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে লিখেছেন ১১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা রেল দেবে, সি. আই. টি ৫।৬ লক্ষ টাকা দিতে রাজী হয়েছে এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, কর্পোরেশান ও ট্রাম কোম্পানী মিলিয়ে যদি ৬ লক্ষ টাকা দেন তাহলেই ব্রীজের কাজ এখনই সুরু হবে। এখানে ৮০ ফুট চওড়া রাস্তা হবে ও ১৭½ ফুট উঁচুতে ব্রীজ তৈরি হবে তাতে টালিগঞ্জ এলাকার লোকের প্রচুর সুবিধা হবে ভবিষ্যতে ডুবে যাওয়া রাস্তার হাত থেকে তারা বাঁচবে। কর্পোরেশান, ট্রাম কোম্পানী তাদের এই টাকার অংশ কবে দয়া করে দেবে, সেসবের মধ্যে না গিয়ে, আমি ডাঃ রায়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করব যে সরকার থেকে এখুনি এই টাকাটা দেওয়া হোক যাতে অবিলম্বে এই ব্রিজের কাজ আরম্ভ হয় এবং রেলের কাছ থেকে যাতে immediate payment পাওয়া যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। টালিগঞ্জের সমস্ত অধিবাসী, সমগ্র পৌরসেবক অত্যন্ত উৎসুক হয়ে রয়েছে এই ব্রীজের ব্যাপারে। মাষ্টার প্ল্যানের কথা আমরা শুনলাম—মাষ্টার প্ল্যান বহু বিঘোষিত। এটা যদি সার্থক হয় তাহলে নিশ্চয় আমরা ধন্যবাদ দেব। এই বিষয়ে ৬ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ২ কোটি টাকা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট দেবেন এবং বাকী টাকাটা কলিঃ কর্পোরেশান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট দেবেন। আমি বলব যে সেণ্টারের ২ কোটি এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গলের ২ কোটি নিয়ে, immediately কাজ আরম্ভ করা হোক, কারণ ক্যালঃ কর্পোরেশান ২ কোটি টাকা দেবেন কি দেবেন না, বা কবে দেবেন তা এখনও ঠিক নেই। এই মাষ্টার প্ল্যান সার্থক হলে টালিগঞ্জ অঞ্চলের অনেক উপকার হবে। মুসলমানদের জমি ও বাড়ী সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, এখনই আপনার বক্তৃতায় সেইভাবে যদি কাজ করতে পারেন, তাহলে ভাল হয়। এদের বা উদ্বাস্তুদের alternative accomodation দিয়ে. এগুলি যদি acquire করতে পারেন তাহলে আমরা অভিনন্দন জানাব। আমি বলতে চাই টালিগঞ্জের বিক্রমগড় কলোনীতে প্রায় ১০০ বিঘা জমি আছে। এখানে একটা Co-oparative Society অরগ্যানাইজ করে, টালিগঞ্জ অঞ্চলের মুসলমানদের বাড়ীতে যারা আছে, তারা সকলেই সেই জমিতে রিহ্যাবিলিটেশান চাচ্ছে। ওরা বারবার দরখাস্তও করেছে। গভর্ণমেণ্ট এই Co oparative-Colony scheme accept করে অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করুন। তাহলে এ অঞ্চলের মুসলমান বাড়ীর সমস্যা সমাধান হবে।

[10-20—10-30 p.m.]

এই Assembly-তে কম্পেনসেসন্ সম্বন্ধে বহুবার একথা বলেছি যে, যদি ৫০ সালের অর্ডিন্যান্স জারী করে সমস্ত কলোনী রেগুলারাইস্ করে দিতেন তাহলে এই কমপেন্সেসন এর মধ্যে হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের যেতে হোতনা। কাজেই আজ আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হুসিয়ার

করে দিতে চাই যে, কম্‌পেনসেসন-এর ব্যাপার এত সহজে মিটবেনা এবং এই অন্যায় কম্‌পেনসেসন-এর বোঝা রিফিউজিরা কখনই তাদের ঘাড়ে নেবেনা। তবে এসব সত্ত্বেও যদি আপনারা তা করেন, তাহলে তারা লড়াই করবে; এবং সেই লড়াইয়ের সমস্ত দায়িত্ব দেশবাসী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘাড়ে চাপাবে।

তারপর টালিগঞ্জের বাসের কথা বহুবার বলেছি এবং আজ আবার প্রফুল্লবাবুকে অনুরোধ করব যে, যদি তিনি এই রিফিউজী অধ্যুষিত এলাকায় কিছু বেশী সংখ্যক সাটেল সার্ভিস, বাস এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার রাস্তার সম্বন্ধে তাঁর Chief মিনিষ্টার ডাঃ রায়ের হুকুম এবং সম্মতি নিয়ে ব্যবস্থা করেন তাহলে সেখানকার লোকের খুব সুবিধা হয়।

তারপর শুধু রেগুলারাইস্‌ করলেই যে স্কোয়াটার্স কলোনীর লোকের উপকার হবেনা সে কথাটা বোঝাবার জন্য আমি একটা জায়গার ঘটনা আপনাকে জানাতে চাই এবং সেটা হোল দিল্লীর কাছে ফরিদাবাদ। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে সেখানে মাত্র ২৫ হাজার লোক বাস করে এবং সেই ২৫ হাজার লোকের জন্য সেখানে ৩০।৩৫টি ছোট ছোট শিল্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এদিকে টালিগঞ্জের অবস্থা দেখুন যে, যেখানে ৩ লক্ষ লোক বাস করে যার ২॥ লক্ষ রিফিউজি। সেখানে তাদের জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় একটিও শিল্প গড়ে উঠেনি। কাজেই বলছিলাম যে, শুধু কলোনীগুলো রেগুলারাইস্‌ করলেই হবেনা, সঙ্গে সঙ্গে এসবেরও ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই তাদের উপকার করা হবে এবং সত্যিকারের সুষ্ঠু পুর্নবাসন হবে।

তারপর বেলঘরিয়ার একটা ব্যাপার নিয়ে আমি একবার অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোসনও দিয়েছিলাম এবং সেটা হোল যে, সেখানে স্বাধীন পল্লী বলে যে একটা কলোনী আছে; সেই কলোনীতে কয়েকজন পুলিশ অফিসার মিলে 'বি. সি. রায়, কো-অপারেটিভ সোসাইটি' নামে একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি খুলে সেখানে সিমেণ্টের খুটি গেড়ে বসাচ্ছেন এবং জোর করে জমি অধিকার করে নিয়ে সেখানকার সর্বসমেত ৬৭টি পরিবারের প্রত্যেকটি লোককেই অ্যারেষ্ট করেছে। স্যার, ডাঃ রায়ের নামে একটা সোসাইটি করে তাঁরা যে এইভাবে জমি নিয়ে নিল আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি, এবং এইসব পুলিশ অফিসারদের এ অন্যায় থেকে ক্ষান্ত হতে বলি।

তারপর দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে যদিও আপনারা অনেক কথা বলছেন যে, সেটা একটা স্বর্গরাজ্য হবে এবং এমন কি ভয় দেখাচ্ছেন কেরালা ও পাঞ্জাব প্রভৃতি জায়গা থেকেও নাকি লোকেরা এসে সেখানে হাজির হবে। কিন্তু আমি জানি দণ্ডকারণ্যের ব্যাপারে নানা রকম গণ্ডগোল চলছে এবং এ ব্যাপার নিয়ে আমি শ্রীসুকুমার সেনের সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। তবে সেখানকার বাস্তব অবস্থা কি সে সম্বন্ধে আপনাকে জানাতে চাই যে, কিছুদিন আগে আনন্দ বাজার পত্রিকায় বলেছে যে একটি চুক্তি অনুযায়ী যেখানে ৫৮টি ট্রাক্টর আসার কথা সেখানে মাত্র ৩০টি এসেছে এবং তারও বেশীর ভাগই অচল এবং এ ছাড়া আর একটি চুক্তি অনুযায়ী যেখানে ৭৫টি ট্রাকটর আসার কথা, সেখানে তার মধ্যে মাত্র ৫টি ট্রাকটার ডেলিভারী দেওয়া হয়েছে। অথচ এটা কিন্তু সকলেই জানেন যে সেখানে ট্রাক্টর ছাড়া চাষ করা সম্ভব নয়। কাজেই আজ আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, কেবল প্রোপাগাণ্ডা না করে, আপনারা উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সেখানে যান এবং তারপর যাতে সেখানে খুসীর সঙ্গে যেতে তাদের রাজী করাতে পারেন সেই রকম ভাবে চেষ্টা করুন। আর এ সব না করে যদি শুধু ৮৭ হাজার লোকের ডোল বন্ধ করেন, তাহলে যে কিছুই হবেনা সে কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Apurba Lal Majumdar: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই দপ্তর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে এই দপ্তর পরিচালনার ব্যাপারে সরকার যে ক্রিমিনাল নেগ্লিজেন্স দেখিয়েছেন তার তুলনা মেলেনা। কেননা গত ১৪ বছরে পশ্চিম বাংলার ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তুর জন্য সরকার যে ১২৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন সেই টাকার অধিকাংশই খরচ হয়েছে খয়রাতি সাহায্য এবং টি. বি. রোগীদের সাহায্যের ব্যাপারে এবং সরকারী হিসেব ধরলে দাঁড়ায় যে তাদের পুনর্বাসন ব্যতিরেকে খরচ হয়েছে ৭২ হাজার টাকার উপর। কাজেই দেখা যায় যে এই সরকারের অধিকাংশ পয়সাই এইসব দরিদ্র, সমস্যা জর্জরিত অনাদৃত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য ব্যয় না হয়ে অব্যয়িত অবস্থায় রয়েছে বা নষ্ট হয়েছে। যা হোক সরকারের কাছ থেকে যে হিসেব আমরা পেয়েছি তাতে বলব ৩২ লক্ষ লোকের জন্য যদি ১২৯ কোটি টাকা খরচ হয়ে থাকে তাহলে মাথাপিছু পড়ে ৩০৭ টাকা। তবে এই টাকা থেকে যদি আমরা খয়রাতি সাহায্য এবং অফিস মেনটেনেন্সএর ব্যাপারে যে খরচ হয়েছে তা বাদ দেই তাহলে দেখব যে অতি সামান্য টাকাই এঁদের পেছনে খরচ করা হয়েছে—অর্থাৎ সেই টাকার পরিমাণ দাঁড়াবে মাথাপিছু মাত্র ১৫০ টাকা। তাঁরা পুনর্বাসন খাতে ডাইরেক্টলি খরচ করেছেন মাত্র ৪৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, তার মানে মাথাপিছু উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য খরচ করেছেন ১৫০ টাকা। এই ১৫০ টাকা মাথাপিছু খরচ করে সরকারের তরফ থেকে দম্ভভরে বলা হচ্ছে যে তাঁরা পুনর্বাসন দিয়েছেন। এটা আমি মনে করি কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন সদস্য গ্রহণ করতে পারেননা। আজ আমরা দেখছি শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে আরম্ভ করে ২৪-পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ছোট ছোট কুঁড়েঘর করে কি অসহায় অবস্থায় কি দারুন জ্বালা এবং সমস্যা নিয়ে এই সমস্ত নিপীড়িত মানুষগুলি দিনের পর দিন জীবনীশক্তি ক্ষয় করে ক্ষয়িষ্ণুর পথে এগিয়ে চলেছে। শ্রীসেন আমাদের কাছে খুব বড় বড় কথা বললেন ১৪ বছর পরে তিনি নাকি নতুন করে পরিকল্পনা নিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আজকের দিনে তাদের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ যে কোথায় ধ্বসে গেছে সে সম্পর্কে কোন কথা বলেননি। এই যে ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু যারা দিনের পর দিন জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করে ফেলছে তাদের সম্বন্ধে আমি দু'একটা তথ্য দিতে চাই। কৃষিজীবী হিসাবে যে ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু আছে তাদের মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ হচ্ছে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা চরম দুর্ভাগের মধ্যে না খেয়ে আছে তাদের সংখ্যা শতকরা ৪৫.৩৩ ভাগ, যারা অভাবগ্রস্ত জীবনে একটা করুণ কাহিনী রয়েছে তাদের সম্পর্কে এই দীর্ঘ ১৪ বছরে কি করেছেন সে সম্বন্ধে শ্রীসেনের কাছ থেকে কিছু শুনতে পাইনি। যারা domestic service করে যারা distressed conditionএ রয়েছে তাদের সংখ্যা শতকরা ৬৪ ভাগ, unskilled labour distress এবং চরম অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে ৪০ ভাগ, skilled labour ১৬ ভাগ, যাদের learned profession তাদের সংখ্যা হচ্ছে ২০ ভাগ, যারা private business করে তাদের সংখ্যা ১৫ ভাগ এবং যারা সামান্য কিছু গভর্ণমেন্ট সার্ভিস করে তাদের সংখ্যা ৪.৬৪ ভাগ। সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবাংলার অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে এই যে দুরবস্থা তার চেহারা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব গ্রামীন জীবনে শতকরা ৭১ ভাগ চরম দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। যারা শহরাঞ্চলে আছে তাদের মধ্যে ৬১ ভাগ দুবেলা অন্ন সংস্থানের সুযোগ পায়না। এই statistics সরকারী তথ্য থেকে দেখাচ্ছি। সরকার আজ যদি এই চরম মানবিক দুর্গতির কথা স্বীকার করে যেন তাহলে গত ১৪ বছর ধরে এই সরকারের কি কর্তব্য আছে সে সম্পর্কে শ্রীসেন কোন জবাব দেননি কেন? মাথাপিছু ইনকাম সম্বন্ধে কিছু বলবনা কারণ একটু আগে একজন মাননীয় সদস্য সে সম্পর্কে বলেছেন যে পশ্চিমবংলার মাথাপিছু ইনকাম ভারতের মাথাপিছু ইনকামের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ নিচে রয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ফ্যামিলি পিছু কত ইনকাম হয় তা আমি আগেই দেখিয়েছি! পাঞ্জাব বা অন্যান্য যে সমস্ত অঞ্চলে টাউনসিপ গড়ে উঠেছে যেমন পাটুলিপুত্র, ত্রিপুরা এই সমস্ত জায়গার mimimum family income হচ্ছে ৯৬৲ থেকে ১০০৲

টাকার উপর আর পশ্চিমবংগে যে সমস্ত পরিবারের ৫০ টাকার কম আয় তাদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৫৮·২ ভাগ, যে সমস্ত পরিবারের আয় ৫০ থেকে ১০০ টাকা তাদের সংখ্যা শতকরা ২৮·৪ ভাগ, ১০০ টাকার উপরে যাদের আয় তাদের সংখ্যা শতকরা ১৩·৪ ভাগ। এই যে চরম দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের করুণ ছবি পশ্চিমবাংলার সমাজ দেহে দুষ্ট ক্ষতের মত রয়েছে আমরা আশা করেছিলাম কংগ্রেসের তরফ থেকে মন্ত্রীমহাশয় অন্ততঃ এই অনাদৃত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করবেন। আজ ১৪ বছর ধরে শুনে আসছি এদের সম্পর্কে নতুন করে পরিকল্পনা গ্রহন করবেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে এদের সম্পর্কে সেই রকম চিন্তাধারা দিয়ে কেন ব্যয়বরাদ্দ ধরেননি? বাজেটে এবারে যে প্রভিসান করেছেন তা অন্যবারের তুলনায় অনেক কম। মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব যে পশ্চিমবংগে যে ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু আছে তাদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার। একটু আগে মাননীয় সদস্য বলেছেন বিভিন্ন উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে আমরা শিল্প কারখানা গড়ে তুলে এদের কাজের সংস্থান করে দিতে পারিনি। সরকার স্কীম নিয়েছিলেন ১৭টা মাঝারি শিল্প করবেন, কুঠির শিল্পের ৪৬টা স্কীম নিয়েছিলেন এবং Rehabilitation Industries Corporation করেছিলেন এবং তাতে প্রায় ২০ হাজার লোকের কর্ম সংস্থানের একটা ছবি আমাদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। Rehabilitation Industries Corporation এর তরফ থেকে ১৪টা স্কীম নেওয়া হয়েছিল, তার মাধ্যমে শতকরা ৩০ ভাগ লোকের কর্মসংস্থানের কথা ছিল কিন্তু ৩০ ভাগ লোকের কর্মসংস্থান হয়নি এবং মাঝারি শিল্প একেবারে কার্যকরী করতে পারেন নি এবং কুঠির শিল্পের সমস্ত স্কীমগুলি বানচাল হয়ে গেছে। যদি শিল্পায়নের মধ্যদিয়ে Industries Corporation তৈরী করে অনেক বেশী কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থায় করতে না পারেন তাহলে টাকা অপব্যয় করে এইভাবে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে সোজাসুজি বলুন যে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব নেই, আমরা কিছু করতে পারবনা।

[10-30—10-40 a.m.]

গত বছরের অধিবেশনের সময় শ্রীসেন বাজেট বক্তৃতা প্রসংগে বলেছিলেন যে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে টাকা দিয়েছেন ঋণ হিসাবে ব্যবসা করার জন্য তার মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ মূলধন নষ্ট হয়ে গেছে। এখনকার যদি হিসাব নেন তাহলে দেখবেন ৬০ ভাগ কেন ৭৫ ভাগ ব্যবসায়ী ঋণ নষ্ট হয়ে গেছে মূলধন তাঁরা খেয়ে ফেলেছেন। আমি জানতে চাই তিনি নিজে যখন এই স্বীকৃতি দিয়েছেন এখন তাঁদের জন্য আর কোন বিকল্প পরিকল্পনা আছে কিনা? আমরা সেই ধরণের কোন পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত পাইনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী শ্রীখান্না গত ৭ই অক্টোবর তারিখে সংবাদপত্রে বেরিয়েছে—তিনি বলেছেন যে তাঁর ডিপার্টমেণ্ট তুলে দেবেন এবং ইতিমধ্যে আমরা জানি যে বিহার, উড়িষ্যা, মনিপুর, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশে যে রিহ্যাবিলিটেসন ডিপার্টমেণ্ট ছিল তাঁরা সেই ডিপার্টমেণ্ট গুটিয়ে দিয়েছেন। একমাত্র পশ্চিমবংগে কিছু ক্যাম্প রয়েছে অন্যান্য জায়গায় সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে তারা গুটিয়ে দিয়েছেন। এই পারপ্রেক্ষিতে তাঁরা বলেছেন the process of dissolution has already started এবং সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসের মধ্যে তাঁরা ডিপার্টমেণ্ট তুলে দিতে চাচ্ছেন। যখন আমরা দেখছি আংশিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে শতকরা ৯০ ভাগ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং যখন দেখছি ক্যাম্পের বাইরে বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ রয়েছেন যাঁদের কিছুই ব্যবস্থা হয়নি তখন এই ডিপার্টমেণ্ট তুলে দেবার কথা তাঁরা কি করে চিন্তা করেন? আমাদের স্মরণ

রাখা দরকার যে ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু যাঁরা পশ্চিমবংগে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগের বেশী উদ্বাস্তু কোনদিন কোন ক্যাম্পে যাননি তারা সরকারের কাছ থেকে হাউস বিল্ডিং লোন পাননি। তাদের সম্পর্কে কি কোন পরিকল্পনা সরকারের কাছে আছে? শুধু তাই নয়, একটু আগে শ্রীসেন তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে কম্পিটেণ্ট অথেরিটিতে যেসব মামলা হয়েছে সে সব মামলার রায়কে কার্য্যকরী করবার চেষ্টা করবেন। আমি উদাহরণ স্বরূপ একটা জেলার কথা বলতে পারি— হাওড়া জেলাতেই ১৭১টা মামলা হয়েছে কম্পিটেণ্ট অথোরিটির কেস, ৫।৭ শো পরিবার থাকতে পারেন কিন্তু তার বাইরে ৩ হাজার পরিবার আছেন যাঁরা মুসলমানের বাড়ীতে বসবাস করেন। ১৪ বছর ধরে তাদের কোন ব্যবস্থা হয়নি। আজ দেখছি সেই সমস্ত বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে এবং সেখানে গুণ্ডা লেলিয়ে সেই সেই লোকগুলিকে উৎখাত করা হচ্ছে। রিলিফ অফিসে গেলে তারা বলেন আমাদের করবার কিছু নেই। কাজেই আমরা দেখছি এই সমস্ত ক্যাম্প বহির্ভূত যে মানুষ বিরাট সংখ্যায় রয়েছেন তাঁরা আজ পর্য্যন্ত সরকারের কোন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি। যাঁরা জবর দখল করে নেই উদ্বাস্তুদের মধ্যে শতকরা ৭৩·৬৬ পার্সেণ্ট কোলকাতা সহরে ভাড়াটে বাড়ীতে আছেন এবং হাওড়া সহরে ২২·৭ পার্সেণ্ট আছেন তাদের সম্পর্কে কোন নীতি বা পরিকল্পনা সরকারের নেই।

এই যদি ক্যাম্পের অবস্থা হয়ে থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন ক্যাম্পের ২৩ হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে ১৫ হাজার কৃষিজীবী। এই ১৫ হাজার কৃষিজীবী উদ্বাস্তুকে সরকার বাংলার বাইরে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার চেষ্টা করছেন। বাংলার ভেতর আমরা ১ লক্ষ, সওয়া লক্ষ বিঘা জমি পেলে, এই ১৫ হাজার ক্যাম্প উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সম্ভব হতে পারে আমি বলবো পশ্চিম বাংলায় সেই পরিমাণ জমির অভাব হয়নি। সত্যই যদি তাঁদের sincerity of purpose থাকে এবং criminal negligence না করেন, তাহলে ওদের পুনর্বাসন এখানেই সম্ভব।

দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। বাংলা থেকে যে ১২ হাজার উদ্বাস্তু আগেই দণ্ডকারণ্যে তাঁরা নিয়ে গেছেন, তাঁদের পুনর্বাসন কতখানি হয়েছে? একথা মন্ত্রী মহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করি। সেই দণ্ডকারণ্যের পুরানো ক্যাম্প যুগানী ও খানা ক্যাম্প, সেখানকার উদ্বাস্তুরা এখনো ক্যাম্পেই রয়েছে। তাদের সেখানে কোন জলের ব্যবস্থা হয় নাই। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই কেবল নোটীশ দিয়ে জোর করে মানুষগুলোকে নিয়ে গেলেই পুনর্বাসন দেওয়া চলেনা। সরকারী তরফ থেকে যে criminal negligence এদের সম্বন্ধে করা হচ্ছে, আমি তার তীব্র ভাবে প্রতিবাদ করছি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, উদ্বাস্তু সমস্যা পশ্চিম বাংলার অত্যন্ত জটিলতম সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান যেভাবে ও যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করা প্রয়োজন এবং উচিত, আমার মনে হয়, সেটা করা হচ্ছে না। এর সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে এই সমস্যাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। উটপাখী যেমন বালির মধ্যে মাথা গুজে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অস্বীকার করে, তাঁরা ঠিক তেমনি ভাবে দেখছেন। এই সমস্যাকে চোখ বুজে থেকে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রথমে ধরুন যদি এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করাটা আন্তঃরিক হতো, তাহলে সেই সমস্যার সমাধান বর্ডার সিল্ করে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হ'ত না। যে প্রতিশ্রুতি দেশ বিভাগের আগে আমাদের নেতারা দিয়েছিলেন যে পূর্ববঙ্গ থেকে যাঁরা

আসবেন, তাঁদের খাদ্য, আশ্রয়, বাসস্থান সমস্ত কিছুর বন্দোবস্ত করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতিকে তাঁরা ভঙ্গ করে, বলতে গেলে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আজ পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিদারুণ দুর্বিপাকের মধ্যে ও চরম লাঞ্ছনার মধ্যে লৌহ-যবনিকার অন্তরালে রাখা হয়েছে। এখন যারা আসছে তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে—কোন সময়েই তারা এখানকার সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চাইবে না। এখন সংবাদপত্র মারফৎ যেটুকু সংবাদ আসছে যশোহর ও খুলনায় যে ঘটনা আজকে ঘটছে, আমাদের আশংকা আছে, আরো উদ্বাস্তু যদি ঐ লৌহ যবনিকা তুলে দেওয়া হয়, তাহলে বহু সংখ্যায় সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হতো উদ্বাস্তু হিসেবে। সেটাকে চাপা দিয়ে আজকে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা জানি এর পেছনে কংগ্রেস আজ যার কুক্ষিগত সেই বঙ্গেশ্বর অতুল্য ঘোষ মহাশয় হাওড়ায় কনফারেনস করে চাপ দিয়েছিলেন। তার ফলে এমনি করে উদ্বাস্তু আসা বন্ধ করা হচ্ছে। কারণ পূর্ববঙ্গ থেকে লোক এসে যদি পশ্চিম বাংলার লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাহলে হয়ত তাদের অসুবিধা হতে পারে। যা' হোক যাঁরা এখানে এসেছেন, যাঁরা রয়েছেন, তাদের সকলকে পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা হয় নাই এখনো ঠিকমত। কেবলমাত্র তাদের মধ্য থেকে ক্যাম্প রিফিউজী যারা, তাদের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। আর হাজার হাজার, লাখে লাখে অন্য উদ্বাস্তুরা সব পড়ে আছে। আর ক্যাম্প রিফিউজী সম্পর্কে তাঁদের যে দায়িত্ব তাও তাঁরা কোন রকমে তাড়াহুড়া করে শেষ করবার চেষ্টা করছেন। আগে এই ক্যাম্পের সংখ্যা ছিল ৭৮, এখন সেই সংখ্যা কমিয়ে দেখান হচ্ছে ৬৯টি। আমরা জানি খান্নার কাছ থেকে তাঁরা সুখ্যাতি পাবার জন্য এটা করছেন।

[10-40—10-50 a.m.]

অর্থাৎ আমরা জানি যে খান্নার কাছ থেকে সুখ্যাতি পাবার জন্য তাঁর নির্দেশ ঠিকমত পালিত হচ্ছে এটা দেখাবার জন্য এক ক্যাম্প থেকে নিয়ে আর এক campএ dump করে সংখ্যা কমতে হচ্ছে কিন্তু উদ্বাস্তুদের সংখ্যা যেমন ছিল তেমনি আছে। আমরা দেখলাম তাড়াহুড়া করে কয়েকদিন আগে ১লা মার্চ এম, পিদের Consultative Committee হল দিল্লীতে। সেখানে ১লা মার্চ তারিখে খান্না সাহেবের সভাপতিত্বে একটা সভা হয় কমিটির, সেখানে অন্যান্য রাজ্যের যে সমস্ত M. P. ছিলেন তারা ছিলেন খুব critical কেননা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ঠিকমত কাজ করছেনা, camp তুলে দেবার বন্দোবস্ত করছেন- সে জন্য সমালোচনা হয়েছিল। হয়ত সেই সমালোচনা ঠিক নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদের পুনর্বাসন দেবেন এবং নিশ্চয়ই সেভাবে কাজ করে চলেছেন। ৪ হাজার family এরা Target করেছিলেন তার মধ্যে ১২০০ শত familyর উপর ইতিমধ্যে notice জারী হয়েছে অন্যান্য প্রদেশের পার্লামেন্টের যে সমস্ত সদস্যরা এভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমালোচনা করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন সেই সমালোচনা সত্য কিনা তার জবাব মন্ত্রী মহাশয় দেবেন। আমি যা দেখছি সেই সমালোচনার কোন ভিত্তি নাই। তাছাড়া আজকে যে রকম আবহাওয়া সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা ছিল সে রকম আবহাওয়া সৃষ্টি সে পরিমানে হয়নি, উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাবার জন্য যাদের উপর নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাদের terrorise করার জন্য আমরা জানি সেইসব জায়গায় পুলিশ বসানো হয়েছে। অথচ শিয়ালদহ stationএ যে সমস্ত হতভাগ্য উদ্বাস্তুরা বছরের পর বছর কাটাচ্ছে আশা করেছিলাম, উপমন্ত্রী মহোদয়া শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী যখন মহিলা এবং এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্তা তখন তার সমবেদনা আছে এবং মমত্ববোধ বেশী আছে তাই সমস্ত উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করবেন, অথচ এই সমস্ত উদ্বাস্তুরা বার বার আমার কাছে এসেছে এবং এ এলেকার

কাছাকাছি যারা থাকে তারা বলেছে আমরা দণ্ডকারণ্যে যাবার জন্য প্রস্তুত আছি। অথচ বলা হচ্ছে Camp Refugee ছাড়া অন্য কাউকে দণ্ডকারণ্যে পাঠান হবেনা। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে এ সম্বন্ধে আন্দোলন হয়েছিল এবং ফলে বহু উদ্বাস্তু ভাইবোন যাচ্ছে যারা সেখানে রাজী ছিলনা কিন্তু আজকে দেখতে পাচ্ছি যারা গিয়েছে তারা সম্পূর্ণভাবে পুর্নবসতি পেয়েছে আন্দামানের মানুষের মত অবস্থা হয়নি। দণ্ডকারণ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে Ministry of Rehabilitation এর অধীনে যে উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসন হচ্ছে তাতে তারা বাঙ্গালী উদ্বাস্তুকে সেখানে নিতে চায়না পাছে সেখানে বাঙ্গালীর সংখ্যাধিক্য ঘটে। আন্দোলনে যাবার আগে আমরা বহু কথা বলেছি। এটা সত্য আমরা ভুল করেছিলাম কারণ আজকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু সেখানে গিয়েছে তারা সেখানে সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে পুর্নবসতি পেয়েছে। আজকে সত্যই যদি মানবিকতাবোধ মমত্ববোধ নিয়ে উদ্বাস্তুদের সেখানে বসানো যায় তাহলে উদ্বাস্তুরা সেখানে যাবার জন্য ইচ্ছুক থাকবে। আমি এখানে একটা সতর্কবানী উচ্চারণ করতে চাই—আজকে দণ্ডকারণ্যে নূতনভাবে বন্দোবস্ত হচ্ছে, সুকুমার সেনের মত নিষ্ঠাবান অফিসার যখন রয়েছে এবং সেখানে গিয়ে চেষ্টা করছে সেই সময় আমাদের সমস্ত দলের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা উচিত যাতে সেখানে প্রচুর সংখ্যায় উদ্বাস্তুরা যেয়ে পুর্নবসতি লাভ করতে পারে তার জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন আছে, কেননা আমরা আন্দামানে যে ভুল করেছিলাম আমার মনে হয় সে ভুল এখানেও করবো কেননা খান্না সাহেব যিনি এ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হয়ে বসে আছেন, বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের প্রতি যাঁর সহানুভূতির অভাব আছে তিনি ধমকাচ্ছেন, ভয় দেখাচ্ছেন যে এ বছর যদি পর্য্যাপ্ত সংখ্যক উদ্বাস্তু না যায় তাহলে Dandakaranya will be thrown open to persons of applicants from other States.

Sir, পাঞ্জাব থেকে, কেরল থেকে এত দিস্তা দিস্তা দরখাস্ত এসেছে এবং সেই দরখাস্তকারীরা এও পর্য্যন্ত বলেছে যে কেবলমাত্র colonisationর জন্য আমরা টাকা দিতে প্রস্তুত তা নয়, reclamationর জন্যও আজকে সরকার যে খরচ করছেন সেই খরচ পর্য্যন্ত আজকে তারা দিতে চাচ্ছে। Sir, এইজন্য আমি বলছি আজকে দণ্ডকারণ্যে আমাদের বেশী সংখ্যক উদ্বাস্তু নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে, আজকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য যে directorate, সেই directorateর officer যারা, তাদের আজকে সেই কর্ত্তব্য রয়েছে কিন্তু এই directorateএ Superannuated Officers এত বেশী থাকার জন্য তাদের কাছ থেকে কি করে মমতাবোধ আশা করতে পারেন, মানবিক চেতনা আশা করতে পারেন। এটা একটা Superannuated directorateএ পরিণত করেছেন। এখানকার যিনি Commissioner শ্রীশম্ভু ব্যানার্জি, তার post একটা cadre post হওয়া সত্ত্বেও তাকে extension দেওয়া হচ্ছে। এই Superannuated Officersরা যতদিন পর্য্যন্ত থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত এই আবহাওয়া সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। এই দিকে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এই রকম অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে বেশী করে উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যে নিয়ে নেওয়া যায় তারজন্য যেন তিনি চেষ্টা করেন।

Shri Jagannath Majumder : মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্লবাবু যে বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন আমি সেই বাজেটের সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এবং আমার বন্ধু যতীন চক্রবর্ত্তী যে কথা বলেছেন সে কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করি যে দণ্ডকারণ্য এখন একটা পুনর্বাসনের প্রধান জায়গা এবং আমরা যদি দলমত নির্বিশেষে, সকলেই সেই জিনিষ সমর্থন না করি এবং আমাদের বাস্তুহারা ভাইবোনদের সেই জায়গায় যাবার জন্য আমরা অনুরোধ না করি তাহলে যেমন করে আমরা আন্দামান হারিয়েছি ঠিক সেই রকম করে হয়ত আমরা দণ্ডকারণ্য

হারাবো। আমি কিছুদিন আগে আন্দামান গিয়েছিলাম এবং সেখানে যে সব বাস্তুহারা আছে আছে তাদের প্রত্যেককে ৫ একর করে জমি দেওয়া হয়েছে। এবং আমি তাদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে, প্রত্যেকেই সেখানে সুখী এবং তারা চায় তাদের আত্মীয় স্বজনকে সেখানে নিয়ে যেতে। গতবারে আমাদের বন্ধু, এখানকার সমস্ত M. L. A.রা মিলে দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলাম। এবং তারা দেখেছিলেন যে কতকগুলি ব্যবস্থা প্রথম দিকে যদি করে দেওয়া যায় তাহলে দণ্ডকারণ্যে refugee বসাবার পক্ষে সুবিধা হবে। এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি যে বর্তমানে সরকার এ ব্যাপারে অবহিত হয়ে সে কাজ করেছেন। বিশেষ করে যিনি সেখানকার প্রধান কর্মকর্তা তিনি নিজে বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালী refugee দের যাতে concentration camp এ বেশী দিন ধরে থাকতে না হয়, যাতে তারা গ্রামে চলে যায় সেজন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত December মাসের ভিতর ২ হাজার refugee সেখানে পাঠানোর কথা ছিল কিন্তু তার পরিবর্তে খুব অল্প সংখ্যক refugee সেখানে গিয়েছে। একটা জিনিষ আমি বিভিন্ন campএ ঘুরে দেখেছি যে camp বাস্তুহারারা সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত। যতীনবাবু বোধহয় জানেন যে camp refugee দের মধ্যে কতকগুলি বাধা আছে। আমি শুনেছিলাম যে campএ শুধুমাত্র যারা agricultural family তাদের থেকেই আগে নিয়ে যাওয়া হবে এবং যারা other than agricultural family তাদের নিয়ে যাওয়া হবে না। আমার মতে এই discrimination উঠিয়ে দেওয়া উচিত। Agricultural এবং non-agricultural family কে সর্ব ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের জন্য সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। এবং সেখানে যে জমি দেবার ব্যাপারে দেখতে পাচ্ছি একজনকে ৪ বিঘা, আর একজনকে ২১ বিঘা জমি দেওয়া হচ্ছে।

[10-50—11 a.m.]

Small traders family হিসাবে যাদের নাম লেখা আছে, তারা সহরে পুনর্বাসন এবং বেশী টাকা পাবে বলে artificially নাম লেখা আছে এবং দণ্ডকারণ্যে গেলে ২১ বিঘার পরিবর্তে ৪ বিঘা জমি দেওয়া হয় এভাবে discrimination করা হয়। সুতরাং এই discrimination উঠিয়ে দেওয়া দরকার। এখন যে ৮৭ হাজার refugee campএ রয়েছে তাদের সকলেরই যাওয়া উচিৎ এবং তাদের সকলের যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরী করতে গেলে এই discrimination তুলে দেওয়া উচিৎ। এবং agricultural family সকলকেই সেখানে নিয়ে যাওয়া উচিৎ। ক্যাম্পের বাইরে যে সমস্ত refugee আছেন যাদের ঠিক পুনর্বাসন হয়নি, আংশিক পুনর্বাসন হয়েছে, তাদেরও নেওয়া উচিৎ।

এরপর আমি নদীয়া জেলা বিশেষ করে বলতে চাই। সেখানে নির্বিচারে certificate জারি করা হচ্ছে, যারা পুনর্বাসন পেয়েছে বা পায়নি, চাকরী বাকরী বা আয় যাদের কিছু নাই, সকলের উপর certificate জারি করা হচ্ছে। এবং কর্মচারীরা তাদের খেয়াল খুসীমত অনেককে ছেড়েছেন, আবার অনেকের উপর অযথা জুলুম করেন। আমার আর একটা কথা হচ্ছে, house building loan গ্রামে ৫০০৲, সহরে ১২৫০৲ যা দেওয়া হয়, তার basic portion মকুব করা হোক। Certificate জারির ব্যাপারে আরেকটা কথা হচ্ছে, সুদের হার বেড়ে যাচ্ছে, তাদের ৩৷০% সুদ দিতে হয়, কিন্তু যেদিন থেকে certificate জারি করা হচ্ছে সেদিন থেকে সুদের হার 6¼% চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যাচ্ছে। এই Assembly থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে resolution পাঠান হোক যাতে করে house building loan এর basic portion মকুব

করা হয়। তারপর, ক্যাম্পের screening সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা চলছে—এরকম অনেক screening হয়েছে যেখানে উপযুক্ত case বাদ দিয়ে অন্য রকম হিসাব দেখান হয়েছে। আমি নিজে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছি এবং এরকম ঘটনার কথা District Magte. এর গোচরে এনেছি। এর অবসান হওয়া দরকার এবং যোগ্য caseএর পুনরায় screening এর ব্যবস্থা করা দরকার। তারপরের কথা হচ্ছে, ঋণের দরখাস্ত বহু হয়েছিল, এর একটা বাছাই হয়েছে, কিন্তু এই screeningও ঠিক হয়নি। অনেকের দরখাস্ত কোথায় গিয়েছে তার হদিশ পাওয়া যায় না। এর একটা ভালভাবে বাছাই হওয়া দরকার। এখন নতুন দরখাস্ত গৃহীত হয় না, পুরানো দরখাস্তের উপরই ঋণ দেওয়া হবে, সুতরাং যেগুলি ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে সেগুলি reconsider করার ব্যবস্থা করা দরকার। নদীয়া জেলায় বায়নানামা স্কীমে এখনো refugee campএ refugeeরা যাচ্ছে। কিন্তু নদীয়া জেলার ক্যাম্পে আর জায়গা নাই। প্রায় ৮ লক্ষ refugee family নদীয়া জেলায় আছে। নদীয়া জেলার বায়নানামা স্কীমে, কি সহরে, কি গ্রামে, আর যাতে refugee family, বিশেষ করে agricultural family না নেওয়া হয় তার জন্য বিশেষ করে বলছি। বাস্তুহারা অধ্যুষিত এলাকায় শিল্পায়নের কথা প্রফুল্লবাবু বলেছেন আমরা শুনে আনন্দিত হলাম যে, সহর এলেকায় ছোটখাট ও মাঝারি শিল্প করবেন এবং ১৬টি শিল্প এষ্টেট করবেন। এ প্রসঙ্গে আমি বলব আমাদের জেলায় অন্ততঃ রাণাঘাট সাবডিভিসনে দুটো শিল্প এষ্টেট করা হোক। নদীয়ার তাহেরপুর অঞ্চলে একটা সুতাকল স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু যে পার্টির সংগে বন্দোবস্ত হয়েছিল সেই পার্টি সুতাকল করেনি। সেখানে রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদির জন্য—যার দরকার নাই—হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু refugee দের জীবিকার জন্য যদি সহর এলেকায় আগে শিল্পায়নের ব্যবস্থা করা হত তাহলে আমার মনে হয় তারা খেয়ে পরে বাঁচত। আমাদের পশ্চিম বাংলায় আমরা দেখছি তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় দুটো সুতাকলের ব্যবস্থা আছে, State sponsored ; একটা তাহেরপুরে, আরেকটা ফুলিয়ায়। তাহেরপুরে শিল্পায়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, সেখানে অবিলম্বে একটা State sponsored সুতাকল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হোক, তাতে নদীয়া জেলার তাঁতীদের বহু উপকার হবে। গয়েশপুরে B. C. Nan একটা spinning mill করবে বলে সরকার থেকে বহু টাকা loan নিয়েছিল instalment এ। কিন্তু B. C. Nan Spinning mill refugee দের ভিতর হতাশার সৃষ্টি করেছে। এই ব্যাপারে একটা অনুসন্ধান করা দরকার, তাঁরা কত টাকা নিয়েছেন, কখন তাঁরা চালু করছেন, কখন তাঁরা mill complete করছেন এ নিয়ে অবিলম্বে একটা enquiry করা হোক, কারণ এতে আমাদের সুনাম নষ্ট হয়।

[11—11-20 a.m.]

আমাদের নদীয়া জেলায় গয়েশপুর, কাঠাগাছর আসেপাশে ভীষণ বেকার আছে। কল্যাণীতে একটা সুতোকল গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে তৈরী হচ্ছে এবং অন্যান্য মিলও হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রিফুজী বা স্থানীয় ছেলে মেয়েদের নেবার কোন ব্যবস্থা নেই। রিফুজী ছেলেরা যারা সেখানে কাজ করতে প্রস্তুত তারা বলছেন আমরা unpaid apprentice থাকতে প্রস্তুত ; ৩।৪ মাস তারা বিনা বেতনে কাজ শিখতে প্রস্তুত আছে। এসম্বন্ধে আশাকরি সরকার একটা ব্যবস্থা করবেন। ধুবুলিয়ায় কিছু জমি সরকার গ্রহণ করেছেন—মানে রিফুজি ডিপার্টমেণ্ট। আগে এই জমি মিলিটারীর দখলে ছিল এখন রিফুজি ডিপার্টমেণ্ট নিয়েছে। এই সমস্ত জমির বেশীর ভাগ মালিক মুসলমান হিন্দুও কিছু আছে। কিন্তু এই সমস্ত জমির কোন ক্ষতিপূরণ এখনও তাঁরা

পায়নি। বহুদিন থেকে পড়ে আছে। চাষীর জমি এইভাবে আটক রাখা হয়েছে; অথচ কোন ক্ষতিপূরণ তাদের দেওয়া হচ্ছে না। এইটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর আর একটা কথা হচ্ছে যে চাপরা, ফুলকালি, মধুপুর, শিকরা ইত্যাদি সব গ্রামে মুসলমান প্রত্যাগতেরা ১০ বছর ধরে প্রতীক্ষা করছে। তারা ই. পি. অ্যাক্টে দরখাস্ত করেছে এনকোয়ারী হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত কেসের আজ পর্য্যন্ত কিছুই হয়নি। ১৯৬১ ৩রা জানুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা বিবৃতি প্রকাশিত হয় যে যে সমস্ত রিফুজিরা মুসলমানদের বাড়ী দখল করে আছে তাদের সেখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে মুসলমানদের ভিটে ছেড়ে দেওয়া হবে। আজ পর্য্যন্ত কিছু হয়নি বলে বলছি যে এবিষয়ে একটা ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করবেন।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[After adjournment]

[11-20—11-30 a.m.]

Shri Panchugopal Bhaduri : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গত বছরের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ থেকে যখন উল্কাবৃষ্টির মত রিপোর্ট প্রদর্শন করতে সুরু করলেন তখন থেকেই একটা বিপদের সংকেত পাওয়া যাচ্ছিল। অবশ্য এটা তাঁদের অবলুপ্তির পূর্বাভাস এই বিপদের সংকেত হিসেবেই এটাকে আমরা নিয়েছিলাম কিন্তু শেষে গত ২৪।২৫শে ফেব্রুয়ারী তাঁরা তাঁদের কৃতিত্বের বিজ্ঞাপন দিয়ে একটি রিপোর্ট দিয়েছেব এবং সেই কৃতিত্বপূর্ণ বিজ্ঞাপনেরই খানিকটা পুনরাবৃত্তি করেছেন এই রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রী আজকের তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে। তবে এই কৃতিত্বের বিজ্ঞাপন ছাড়া আগামী দিনে যে সমস্ত কাজ করা হবে এবং বাস্তুহারাদের জীবনে যে সমস্ত সুব্যবস্থা আনা হবে সে সম্পর্কেও নাকি সদিচ্ছা এবং শুভ সঙ্কল্প তাঁরা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই সদিচ্ছা এবং শুভ সঙ্কল্প যদি বরাবর বিশ্বাস করতে পারতাম বা বিশ্বাস যোগ্য হোত তাহলে নিশ্চয়ই খুসী হতাম। যা হোক্, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এবারে আমি আপনার মাধ্যমে এই রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রীকে জানাতে চাই যে, তাঁর কপালে একটা কলঙ্ককালিমা লেগে রয়েছে এবং সেটা হোল শ্রীরামপুরের একটা জবরদখল কলোনীর আজ পর্য্যন্ত রেগুলারাইজেসন্ হোলনা এবং অর্পণপত্র দেওয়া হোলনা এবং যে কাহিনী শোনা যাচ্ছে তা হোল বাঙ্গুর ঐ জমির জন্য ন্যায্য দাম ৪৯ হাজার টাকার জায়গায় ৩ লক্ষ টাকা বেশী দাবী করেছে এবং এঁরা সেই দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে বলে ঐ জমি কেনা হচ্ছেনা এবং ঐ ক্যাম্প-কেও রেগুলারাইস করা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি এখানে প্রশ্ন করতে চাই যে, ভোটের জন্যই হোক বা সদিচ্ছার জন্যই হোক অথবা শুভ সঙ্কল্পের জন্যই হোক বা দেশের মানুষের প্রতি যে আনুগত্য থাকা উচিত তারজন্যই হোক শ্রীরামপুরের এই কলোনীর রেগুলারাইজেসন কেন পিছিয়ে থাকবে? সুতরাং যথাশীঘ্র সম্ভব ঐ বাঙ্গুরকে সংগত মূল্য দিয়ে ঐ কলোনী রেগুলারাইজেসন করার ব্যবস্থা করে যে সদিচ্ছার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তা' প্রমাণ করুন। তারপর শুধু অর্পণপত্র দিলেই যথেষ্ট হয়না। কেননা অর্পণপত্র দিয়ে রেগুলারাইস করার পর আবার ঐ সব জমি পুনর্দখলের প্রশ্ন ওঠে—অর্থাৎ ঐ সব জমির পুরাণ মালিকরা মাঝে মাঝে এসে ঐ জমি দখলের কথা পুনরায় চিন্তা করেন। যেমন, মহেশ উদ্বাস্তু শিবিরে একটা জবরদখল কলোনীর রেগুলারাইজেসন করা হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই জমির ভূতপূর্ব মালিক মাঝে মাঝে সেখানে এসে হুমকি দেন এবং যার ফলে এটা বাস্তুহারাদের হস্তচ্যুত হয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, ছোট ছোট জমি অ্যাকোয়ার করে কোন্নগর-এ আর একটা কলোনী করা হয়েছিল কিন্তু হাইকোর্ট থেকে সেই এ্যাকুইজিসন্ নাকচ করে দেওয়ার ফলে সেই

জমিতে যে সমস্ত বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি হয়েছিল তাতে এটা এখন তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এরকম একটা বিপদ দেখা দিয়েছে এবং সেইজন্য বাস্তুহারারা পুনর্বাসন দপ্তরের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছে যে আমাদের ঐ রকম একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে না রেখে যে কোন ন্যায্য মূল্যে ঐ জমি কিনে নিয়ে সেখানে আমাদের থাকতে দিন।

আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই যে শুধু অর্পণপত্র দিলে হবে না, জমিতে স্থায়ী অধিকার না দিলে বাস্তুহারাদের জীবনে কোন নিশ্চয়তা আসে না। অর্পণপত্র দেবার পর জমিতে স্থায়ী স্বত্ব এটা ভয়ানক দাবী। এটা দিলে পর খানিকটা নিশ্চয়তার মধ্যে মানুষ বসবাস করতে পারে। আমি আর একটা জিনিস আপনার কাছে নিবেদন করছি সেটা হচ্ছে জবরদখল কলোনীগুলিতে লোক ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে বাস করছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ৩৬টি মাত্র জবরদখল কলোনীর জন্য ডেভেলপমেণ্ট গ্রাণ্ট মঞ্জুর করা হয়েছে। এবং বাকি ক্যাম্পের জন্য যেখানে ডেভেলপমেণ্ট গ্রাণ্ট মঞ্জুরির প্রয়োজন আছে সেই জায়গা ডেভেলপ না করলে ঘরবাড়ী, পায়খানা, রাস্তা, জল, আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা না করলে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাস্তুহারাদের পক্ষে বেঁচে থাকা হয়না। কাজেই সেই ব্যবস্থা করতে হবে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বলতে চাই যে জবরদখল কলোনীর ডেভেলপের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা দরকার তার কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি আপনারা দিয়েছেন। আমরা কাগজে দেখেছি কিছু কিছু ক্যাম্পের জন্য টেণ্ডার কল করেছেন। কিন্তু যথাযথ ডেভেলপমেণ্টের ব্যবস্থা করার জন্য অগ্রণী না হলে কবে হবে? আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে এসে পড়ছে যে কথা আমার পূর্ববর্তী কোন কোন বক্তা বলেছেন যে এই জবরদখল কলোনী এবং আপনাদের ক্যাম্পে যারা আছে তারা ছাড়াও ১৩ লক্ষ বাস্তুহারা ক্যাম্প কলোনীর বহির্ভূত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনারা তাদের কোন ব্যবস্থা করেননি। আমার এলাকায় এদের সংখ্যা প্রায় ৮।১০ হাজার হবে। ১৯৫৪ সাল থেকে বায়না নামার জন্য ঘুরে ঘুরে কোন পথ না পেয়ে ১৯৫৯ সালে তারা ক্যাম্প জবরদখল করে, তখন তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং ফিরিয়ে এনে সেখানকার স্থানীয় এস. ডি. ও. তাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে আপনাদের কিছু ব্যবস্থা করা হবে। এখন শোনা যাচ্ছে এই যে ক্যাম্প কলোনী বহির্ভূত উদ্বাস্তু যারা গভর্ণমেণ্টকে আগে বিড়ম্বিত করেনি, কোন সাহায্য নেয়নি তারা আর কিছু পাবেনা, তাদের সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নেই। আমি আপনার কাছে বলতে চাই এই ক্যাম্প কলোনীর বহির্ভূত বাস্তুহারারা টি. বি. তে ভুগছে। শ্রীরামপুরে আমি শুনেছি যক্ষ্মা ওখানে intensive incidence, যক্ষ্মা এই জায়গাতে বাস্তুহারাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে যক্ষ্মা রোগী আছে। একটা ঘরে ৭।৮।১০ জন বাস করে, ঠাসাঠাসি করে থাকে, তাতে একজনের যক্ষ্মা অন্যজনকে সংক্রামিত করে। আমি আপনাকে বলব যে আপনারা ৮৭ হাজার ক্যাম্প পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাচ্ছেন কিন্তু বাইরে যে বিরাট সংখ্যক বাস্তুহারা রয়েছে তাদের সম্পর্কে কোন কর্তব্যের কথা আপনারা ভাবছেন না, এদের দায়িত্ব আপনারা এড়িয়ে যাচ্ছেন এরা শুধু নিজেরা যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হয়না এই যক্ষ্মা স্কুলের এবং কারখানার সমস্ত লোককে সংক্রামিত করে। তাছাড়া আমি আর একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ১৯৫৯-৬০ সালে যে বন্যা হল সেই বন্যার ফলে তাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গেছে এবং অতি কষ্টে তাদের বর্ষাকাল কেটেছে। জবরদখল কলোনীর লোকের সম্বন্ধে সম্প্রতি জানা গেছে তারা যেন ধোপার গাধা—"ন ঘরকা ন ঘাটকা"। তাঁরা রেফিউজী ডিপার্টমেণ্টের সাহায্য পাবেননা, রিলিফ ডিপার্টমেণ্টের সাহায্য পাবেননা—তাদের ভাঙ্গা ঘরে কোন রকম করে থাকতে হবে এবং সেজন্য তাঁদের যে রিলিফ দেয়া দরকার সেটা যেন ডিপার্টমেণ্ট দেবেন না? এই রকম অন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবস্থার প্রতিকার হওয়া উচিৎ এই আমার আবেদন।

[11-30—11-40 a.m.]

Shri Subodh Banerjee : স্পীকার মহাশয়, এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন খাতে আলোচনা করতে গিয়ে মোটামুটি ভাবে কয়েকটা জিনিষের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। ব্যক্তিগত ভাবে কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে তার চেয়েও মূলতঃ নীতিগত কতকগুলি জিনিষ ঠিক হওয়া দরকার যেখান থেকে আমরা এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিনে পারি। কোন রকম করে কিছু লোককে একটা জায়গায় ফেলে দেয়েই যদি পুনর্বাসন হয় তো সেই পুনর্বাসনের আমি বিরোধী। আমরা অর্থনৈতিক পুনর্বাসন চাই, আমরা এ সমস্ত লোকদের যে জায়গায় দেবো তারা সেখান থেকে জীবিকার্জন করতে পারবে। সেখানে স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াতে পারবে এই দৃষ্টিভংগী থাকার দরকার আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত আমাদের সেই দৃষ্টিভংগী না থাকার জন্য পুনর্বাসনের চেয়ে রিলিফ খাতে বেশী খরচ হয়ে গেল—১২৯ কোটী টাকা খরচ করলেন মোট, তার মধ্যে মাত্র ৪৭ কোটী টাকা পুনর্বাসন খাতে ব্যয় হল, বাকী টাকা রিলিফ এবং য়্যাডমিনিষ্ট্রেশন খাতে ব্যয় হয়ে গেল যার পরিমাণ ৮২ কোটী টাকা। এরপর আবার আপনি বলছেন ডোল খাওয়া তাদের অভ্যাস হয়ে গেল। ডোল খাওয়ার অভ্যাস তো আপনারাই করে দিয়েছেন এর জন্য দায়ী আপনাদের নীতি। আবার যে ৪৭ কোটী টাকা আপনারা পুনর্বাসন খাতে ব্যয় করলেন সেটাও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দৃষ্টিতে ব্যয় করলেন না কোন রকম ভাবে তাদের নিয়ে নিয়ে বসিয়ে দাও এই নীতি আপনারা গ্রহণ করেছিলেন এবং এই নীতি পরিবর্ত্তনের কোন শিক্ষা আজও পর্য্যন্ত দেখছিনা। এটা ভয়ংকর পরিতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দিগে দৃষ্টি দিয়ে আমি কয়েকটা সাজেসসন প্লেস করবো, মন্ত্রীমহাশয়কে চিন্তা করতে বলবো সেগুলি করতে পারেন কিনা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে। প্রথমে ধরুন ক্যাম্প রিফিউজির কথা—৮৭ হাজার ক্যাম্প রিফিউজী আছে পুনর্বাসন মন্ত্রী একথা বলেন—পরিবার সংখ্যা মোটামুটি গিয়ে দাঁড়ায় ২০ হাজার, ৪$\frac{1}{2}$ জন করে লোক। এই ২০ হাজার পরিবারের জন্য দণ্ডকারণ্যের কথা চিন্তা করছেন, অন্য কারো জন্য আপাততঃ সরকার চিন্তা করছেন এবং এই দণ্ডকারণ্য ডেভলপমেন্টের জন্য আপনারা ১০০ কোটী টাকা খরচ করতে যাচ্ছেন। তাহলে দাঁড়ালো কি? না, এই ২০ হাজার পরিবারের জন্য আপনারা ১০০ কোটী টাকা খরচ করতে যাচ্ছেন সেখানে আনসারটেন্টে রয়েছে যে আনসারটেন্টির পরিচয় সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি অব রিহ্যাবিলেটেসনের চিঠির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, অন্যান্য জিনিষ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। হাসিল করা জায়গায় আবার নূতন করে গাছ গজিয়ে উঠছে, বন হয়ে যাচ্ছে, চাষ করতে পারছেনা অসুবিধা হচ্ছে। তাহলে ১০০ কোটী টাকার কিছু আবার অপব্যয় হবে সে বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। কিন্তু আমি মনে করি ঐ যে ২০ হাজার পরিবার—পরিবার পিছু যদি আমরা একজনকে ইকনমিক্যালী রিহ্যাবিলিটেট করে দিতে পারি তাহলে ২০ হাজার পরিবার অনেকখানি ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশন হয়ে যেতে পারে। সেই বিশ হাজার পরিবারের একজন করে ২০ হাজার লোককে আমরা কি কাজ দিতে পারিনা—ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেসনের জন্য? আমি মনে করি এই ১০০ কোটী টাকা দণ্ডকারণ্যে অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ না করে এই টাকার যদি পশ্চিমবংগে ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে তোলা যায় তাহলে ২০ হাজার লোককে সেখানে চাকরী দেয়া যেতে পারে। আমি জানি আমার এই কথায় বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। সেজন্য গোড়ায় বলে রাখি যে আমি কৃষিতে পূর্ণনিয়োগের কথা বলছিনা—এটা ভয়ংকর কষ্টকর, কঠিন, এতে অসুবিধা আছে আমি জানি কারণ আমাদের এখানে বহু চাষীর জমির হাঙ্গামকে আমরা মেটাতে পারিনা, তার চেষ্টাও হচ্ছেনা কিন্তু আমরা এখানে ইণ্ডাষ্ট্রী করে ২০ হাজার লোককে যদি চাকরী দিতে পারি তাহলে অন্ততঃ ২০ হাজার ক্যাম্প ফ্যামিলীর ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেসন হয়ে যায়, সেখানে সাটেরনটি আছে কিন্তু কোন চেষ্টা এদিক থেকে হয় নি।

আর একটা প্রশ্ন উঠবে Agricultral family ও Non-Agricultural family. আমি জানিনা এই Agricultural family সম্বন্ধে সরকারের সঠিক কি দৃষ্টি ভঙ্গী। এই Agricultural familyকে যে Agricultureএ দিতে হবে এ কি থেকে লেখা আছে? জগতের Industrial Countryর দিকে তাকিয়ে দেখুন—ঐ Industrial labour কোথা থেকে এসেছে? তা এসেছে ঐ Agricultural family থেকে। সুতরাং আমাদের দেশেও তাই হচ্ছে। আগে তো Industry ছিল না। আগে ছিল কৃষি। সেই কৃষির যারা surplus hand,, তারাই এই Industrial labourকে feed করেছে। আমরা Agricultural family দিয়েই Industry কে feed করাই। তাহলে কি অসুবিধা আছে? যদি প্রয়োজন হয় এদের ট্রেনিং দেবার, তাহলে সেই ট্রেনিং তাদের দিতে হবে। এরদ্বারা যে আমাদের West Bengalএর অর্থনীতি পাকাপোক্ত হবে শুধু নয়, এর দ্বারা এই ২০ হাজার ফ্যামিলীকে অনিশ্চতার মধ্যে ফেলে না দিয়ে তাদের ৮৭ হাজার লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হবে, লোকগুলিও ভালভাবে বাঁচতে পারবে। আমি একথা আজ নূতন করে বলছি না, এর আগেও আমি economic rehabilitation এর জন্য suggestion দিয়েছি। আমি শুনেছি—জানিনা, মন্ত্রী দপ্তরের মধ্যে কেউ কেউ আমার এই suggestion সমর্থন করেছেন। এঁদের মধ্যে মিসেস্ মুখার্জী একজন আছেন। আমার যতটুকু মনে হয় তাদের economic rehabilitation এর জন্য এই suggestion যদি দিয়ে থাকে, তাহলে that is a correct suggestion. তাহলে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতির যথেষ্ট উন্নতি হতো এবং সাথে সাথে ওদের ও বাংলায় economic rehabilitation হতো।

তারপর কলোনীর refugeeদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাদের কি পজিশন। কিছু রিফিউজী মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ীগুলিতে রয়েছে। হাওড়ায় একটা বিরাট অংশ এইভাবে রয়েছে। আমি একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, আমরা কয়েকজন Derequisition বোর্ডের মেম্বার ছিলাম। আমি সেই বোর্ডে Land Revenue Work করেছি। concrete suggestion দেওয়া, estimate করা, consus করা কত লোক আছে, কত পরিবার আছে, এই জায়গায় কি করা যেতে পারে। কি পজিশন আজকে সেখানে? ছোট ছোট ভাঙ্গা ঘর, সেখানে কি huddled হয়ে আছে। কেন, সেখানে কি এই চেষ্টা হতে পারেনা? তা acquire করে সেখানে বাড়ী করা টেনামেণ্ট করা? গাঙ্গুলী বাগানের মত টেনামেণ্ট করতে বলিনা। Single room flat হিসেবে সেখানে বাড়ী গড়ে তোলা উচিত। এই রকম তৈরী করে এক একটা জায়গা পাঁচশো উদ্বাস্তু পরিবারকে rehabilltation দেওয়া যায়, বাসস্থান দেওয়া যায়। এদের জন্য সরকার economic rehabilitationএর কথা চিন্তা করছেন না। এক জায়গা থেকে নিয়ে তাদের অন্য এক জায়গায় দেবেন। এদের way of living কি, তারা কি ভাবে জীবিকার্জন করেন দেখুন। কেউ বা হকারী করে, বই বিক্রী করে, ছোট ছোট জিনিষ বিক্রী করে সংসার চালাচ্ছে। ওদের যদি এই জায়গা থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় থো্ করেন, তাহলে গোটা economyই বরবাদ হয়ে যাবে। তাদের সম্বন্ধে সরকার নতুন করে চিন্তা করে, তাদের আর্থিক দায়িত্ব নিয়ে তাদের বাসস্থান সুন্দর করে দেন, single room flat করে করুন। Improvement Trust যে ধরণের বাড়ী তৈরী করেছেন, সেই ধরণের করতে পারেন কিনা, চিন্তা করে তাঁরা দেখবেন।

তারপর কলিকাতার আশেপাশের কলোনীগুলোও সব এখনো regularised হলো না। কেন তা হবে না? যদি প্রয়োজন হয় জমির মালিক অত্যন্ত চড়াদাম চাচ্ছে, তার জন্য আইন করুন এবং কম দামে সেটা requisition করে নিন। যদি বলেন সংবিধানে এ জিনিস নাই, তবে সংবিধান পরিবর্তন করুন। আপনারা সংবিধান পরিবর্তন করে বেরুবাড়ীকে দিয়ে দিয়েছেন,

Prevention Detention Actএর জন্য সংবিধান পরিবর্তন করতে পারেন। আর এই refugee দের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজন হলে এই সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবেন না? সে পরিবর্তন করতে হবে যদি দরকার হয়। ঐ ভূঁয়ালকা, পোদ্দারদের মত জমির হাঙ্গরদের যে Non-agricultural land জমি যা তাঁরা ধরে রেখেছেন, তা জোর করে কেড়ে নিয়ে এই রিফিউজীদের দিয়ে দেওয়া দরকার। তা তো আপনারা করবেন না! তা করলে এই পুনর্বাসন সমস্যার অনেকখানি ফয়সালা হবে।

[11-40—11-50 a.m.]

Shri Satkari Mitra : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে উদ্বাস্তু খাতে মাননীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী ব্যয় বরাদ্দ করার সময় উদ্বাস্তুদের যে চিত্র আমাদের কাছে রেখেছেন বাস্তবিকপক্ষে শুধু বিরোধী পক্ষের সদস্যগণই নয় তাদের সমর্থকদের মধ্যেও অনেকে দেখিয়েছেন যে বাস্তব চিত্র ঠিক তার বিপরীত। আমার নির্ব্বাচন এলেকা এক বিরাট উদ্বাস্তু এলেকা সেখানে উদ্বাস্তু সংস্থান যা গড়ে উঠেছে তার সংখ্যা ২০।২৫ টির মত হবে। সেটা প্রধানতঃ Municipal এলেকা। আপনি সেগুলির ব্যবস্থা শুনলে আশ্চর্য্য হবেন। সেখানে Squatters Colony তো অনেকগুলি আছে তাছাড়া কয়েকটা Govt. Sponsord Colonyও আছে। এগুলির development-এর জন্য Govt. আজ পর্য্যন্ত কিছুই করেননি, এমন Govt. sponsord colonyতেও Latrine Loan দেওয়া হয়নি। হরিদাস বাবু নাকি খান্না সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাতে তিনি নাকি বলেছেন Latrine loan দেওয়া হবেনা। তাহলে অবস্থাটা যে কি সঙ্গীন হবে তা ভেবে দেখুন। Municipalityর মধ্যে হাজার হাজার family পায়খানা ছাড়া বাস করে যাবে বছরের পর বছর এ অবস্থাটা কি সঙ্গীন ব্যাপার স্বাস্থ্যের দিক থেকে, sanitation এর দিক থেকে সেটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনা।

তারপর আর একটা সমস্যা এর মধ্যে এসেছে। এই সমস্ত Municipality যেখানে উদ্বাস্তুরা বসবাস করছে সেখানে সম্প্রতি শায়ত্বশাসন মন্ত্রী মহাশয় Municipal tax ধার্য্যের ব্যবস্থা করায় এক বিরাট জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্বাস্তুরা সকলেই tax দিতে চান, Municepalityর ভোটার হতে চান নানা রকম অধিকার তারা অর্জ্জন করতে চান। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই অর্পননামাও দেওয়া হয়নি এবং মালিকানা বলে কিছু নাই এবং মালিকানা না হলে তাঁরা ratepayer হতে পারেন না—এই নিয়ে এক বিরাট জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষগুলি এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি করছে কিন্তু আমাদের সরকার এ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন সুষ্ঠু নির্দ্দেশ দিতে পারেন নি।

তারপর আমরা দেখেছি আমাদের এলেকায় B. T. রোডের ধারে বহু উদ্বাস্তু সামান্য বিপনির মত সংস্থান করে তাদের জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করেছে তার জন্যও এক বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে আমাদের সরকারের P. W. Dept. তাদের উপর উচ্ছেদের নোটিশ দেন কিন্তু পরে ২।৫ টাকা দিলেই সেই সময়ের মত সমস্যা মিটে যায়। এই করে ক্রমাগত এই বিপনিগুলির স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কোন প্রচেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। আমি গতবার মাননীয় মন্ত্রী খগেন বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি যে এ বিষয়ে যাতে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় কারণ একেই যানবাহন চলাচলের জন্য B. T. রোড যথেষ্ট প্রশস্ত নয় তারওপর পথচারীরা কষ্ট করুক

এটা ঠিক নয়। তারপর মুস্লিম পরিত্যক্ত বাড়ীগুলির কথাও মন্ত্রী মহাশয় জানেন। সেগুলির মূল্য কি করে নির্ধারণ করবেন জানিনা। ১০ বছর আগে দখল হয়েছে এই বাড়ীগুলি এর মধ্যে সেগুলি যথেষ্ট ভেঙ্গে চুরে গেছে। এগুলির মূল্য আগেই নির্দ্ধারণ করা উচিত ছিল। এ বিষয়ে স্থানীয় লোকের এবং নির্ব্বাচিত সদস্যদের সহযোগিতা নিয়ে উপকার হবে বলে আমি মনে করি।

Shri Niranjan Sengupta : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাস্তুহারা খাতে বৎসরের পর বৎসর একই কথা বলে যাচ্ছি এবং সরকারও শুনে যাচ্ছেন, অথচ বাস্তুহারাদের জীবনে কোন পরিবর্ত্তন খুব ভালভাবে হয়নি, এটা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন। এখানে যেসব আলাপ আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে আমি শুধু একটা কথা বলতে পারি ; বাস্তুহারা জীবনের সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত জিনিষগুলি সরকার যেভাবে করে চলেছেন তার মস্তবড় একটা দিক আছে যে তাঁদের ওঁরা liability করে তুলেছেন যাঁদের asset করতে পারতেন সমাজের। আমি বাস্তুহারা সম্পর্কে সব দিক দিয়ে বলছি না, আমি মাত্র দু'একটা বিষয়ে সম্বন্ধে, আপনার মাধ্যমে এই সভার নজর আকর্ষণ করছি। সেটা সরকারী কলোনী সম্পর্কে। এই সম্পর্কে কোন কথা বলতে গেলে প্রথমেই একটা কথা বলা দরকার যে, এমন দুর্ভাগা প্রপীড়িত মানুষ আজকে বাংলাদেশে আছে কিনা সন্দেহ। স্বয়ং প্রফুল্লবাবু নিজেও স্বীকার করেছিলেন (১৯৫৭ সালের ১১ই Decemberএ) যে এদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এবং তারপর যে Government Survey হয়েছিল, তাতে এঁদের সম্পর্কে report হচ্ছে, এদের অবস্থা মর্মন্তুদ। অথচ প্রফুল্লবাবুর department আজ পর্য্যন্ত এই সরকারী কলোনীগুলি সম্পর্কে কি করেছেন, সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি, তাই তার একটা খতিয়ান আমাদের কাছে রাখলে ভাল হয়। আজ ১০ বৎসর ধরে এরা এইভাবে দিন কাটাচ্ছেন, আমি জানি, সরকারী কলোনীতে বহু লোক আজকে দিনের পর দিন অনাহারে দিন যাপন করছেন এঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে এদের পুনর্বাসন করবেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোন শিল্প এই সরকারী কলোনীর আশেপাশে গড়ে তোলা হলনা। আমি যে অঞ্চল থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছি হালিসহর, সেখানে মল্লিকবাগে সরকারী কলোনীর প্রাচুর্য্য। বহু কলোনী সেখানে আছে, আমি যখন তাঁদের কাছে যাই তখন তাঁরা আমাকে বলেন যে, কংগ্রেসের পরামর্শ অনুসারে দেশ ভাগ হবার পর আমরা এখানে চলে এসেছি এবং আজ ১০।১২ বৎসর পয্যন্ত আমরা অমানুষের মত জীবন-যাপন করছি একথা আপনারা কংগ্রেসের লোকদের বলতে পারেন না? একথা আমরা বারবার বলেছি তাই প্রফুল্লবাবুর কাছ থেকে আজ জবাব চাই যে তাঁদের এইভাবে ফেলে রেখেছেন কেন? হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন কিন্তু একটা শিল্পও গড়ে উঠেনি কেন? তিনি প্রায়ই বলেন যে আমাদের Scheme আছে। Schemeএ ১০ বৎসর হল আছে কিন্তু কোথাও শিল্প গড়ে উঠেছে কি, একটা নজীর দেখাতে পারেন? এখানে বহু সদস্য বলে গিয়েছেন যে অমুক অমুক শিল্প গড়া জায়গায় হবে, কোথাও আংশিক হয়েছে। আমি বলতে চাই সরকারের যে Scheme আছে তাঁরা সেগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন না তাঁদের এই attitudeই এখানে দেখতে পাচ্ছি। আর একটা কথা আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি যে, ১১ই December ১৯৫৭ সালে প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন যে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার বাস্তুহারার জন্য ৬০ কোটি টাকার প্রয়োজন যারা partially rehabilitated হয়েছেন। অথচ সরকারী কলোনী বাস্তুহারাদের জন্য যে Survey সম্প্রতি করেছিলেন সেই Survey reportএ বলেছে যে ১২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা লাগবে। প্রফুল্লবাবু বলছেন ৬০ কোটি টাকা আর Survey reportএ আছে ১২ কোটি টাকা, অর্থাৎ সমস্ত দায়িত্ব থেকে তাঁরা আস্তে আস্তে মুক্তিলাভ করছেন। এবং এমন একটা সময় আসবে যখন সরকারী কলোনীর বাস্তুহারা এবং সমস্ত প্রকারের বাস্তুহারার দায়িত্ব থেকে তাঁরা হাত ধুয়েমুছে পরিষ্কার করবেন।

[11-50—12 Noon.]

এই সভায় কংগ্রেসপক্ষীয় অনেক সদস্যও আপনাদের বলেছেন, সমালোচনা করেছেন। আমাদের কথায় কান না দেন, অন্ততঃ তাঁদের কথাগুলি শুনুন। জগন্নাথবাবু যেকথা বলেছেন তার জবাব দিন। তারপর Squatters Colony সম্পর্কে বলব—আপনারা Squatters Colonyগুলির অর্পণপত্র দিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি আজ পর্য্যন্ত তাঁরা মালিকানা স্বত্ব ও জমি পেয়েছে কিনা, তার জবাব দেবেন। আপনারা বলেছিলেন reqature করা হলেপর Squrtters colonyর Squattersদের মালিকানাস্বত্ব দেবেন, কিন্তু দিয়েছেন কি? দেননি। তারপর এইসব Squrtters colonyগুলির জমির উপর যে দাম ধার্য করার আপনাদের মতলব আছে তাহচ্ছে, আপনারা জমির মালিকদের কাছ থেকে ১৯৩৯ সালের দামে নিচ্ছেন, কিন্তু Squattersদের কাছ থেকে আপনারা নিচ্ছেন ১৯৪৭ সালের দামে যখন জমির দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, Squatters colony সম্পর্কে competent authority ব্যাপার নিয়ে—গত দশ বৎসর ধরে এই competent authority ঝুলিয়ে রেখেছেন—এবং তাদের eviction notice এবং compensationএর বহর দেখে আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। বেশী বলার সময় নাই, তানাহলে আমি দু'একটা উদাহরণ দিতাম। এই competent court এমন compensation ধার্য করছেন যা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের নাই—তাঁরা পূর্ববংগ থেকে সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এখানে এসেছে এখানে এখন তাঁদের বলা হচ্ছে এত টাকা compensation দিতে হবে। নেতাজীনগর colonyতে একজনের উপর ৩ হাজার ৫০০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। সর্বশেষে একটা কথা বলব, squatters colony regularaisationএর ব্যাপারে আপনারা যে ভূমিকা নিয়েছেন তা অসংগত ও অন্যায়। এখন আপনারা এই dept তুলে দিচ্ছেন, তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাব যে, আপনারা যদি সত্যিই তাদের মংগল চান তাহলে তাদের মালিকানা স্বত্ব দিয়ে প্রকৃত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন। আপনারা যে নীতিতে চলেছেন তা ক্ষতিকারক এবং এতে বাস্তহারাদের জীবনে ঝড় উঠবে, আপনারাও শান্তি পাবেন না।

Shri Saroj Roy : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কিছুক্ষণ আগে মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনলাম। কেন যে বাস্তহারারা দণ্ডকারণ্যে যেতে চায় না সেখানকার অনুকূল আবহাওয়া সত্বে তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। আমরা যা বুঝেছি সেটা হচ্ছে তাঁরা জানতে পেরেছে সেখানকার আবহাওয়া তাদের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়, জীবিকা আহরণের সুযোগ সুবিধা নাই। এজন্য আজকে Govt. তাদের পূর্বেকার নীতি অর্থাৎ, কোনরকম corecion না করে voluntary system নেওয়া হবে, এই নীতি পরিবর্তন করলেন। স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে, 20th February তারিখে Ministry of Rehabilitation, New Delhi, যে report তাতে একটা জিনিস লেখা আছে, The voluntary system of movement of families from camps in West Bengal to Dandakaranaya failed in spite of the Dandakarnaya Week held in the second half of November to bring to the notice of camp families the facilities available to them in Dandakaranaya. এই কথা বলে তাঁরা একটা meeting ডাকলেন—তবে Chief Minister of West Bengal Union Minister of Rehabilitation এরা কি করলেন, That the voluntary basis should therefore be considered as having failed, it was then decided that recourse must in course of time be taken to other measures এই other measures হল, coercion, এবং পূর্বে coercion করা হবে না যা declare করা হয়েছিল তা

পরিবর্তিত হয়ে গেল। এইরকম প্রত্যেকটাক্ষেত্রে আমরা দেখি তাঁরা যেকথা বলেন সেই কথা রাখেন না। মাঃ স্পীকার মহাশয় এই প্রসংগে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব Comments on the notes submitted by the United Central Rehabilitation Council regarding the rehabilitation of refugeesএর প্রতি, মেদিনীপুরে উদ্বাস্তদের rehabilitationএর দিক থেকে বলছেন, In the district of Midnapore there are 1,234 blocks covering an area of 79,767 acres of culturable waste land. Therefore we can put in about 13,000 agricultural families there তারপর বলছেন, Thus it will appear that in these nine districts about 15,000 agricultural refugee families can be settled by allotting to each family six acres of such land provided we spend money for developing and irrigation of the land for growing *sabui* grass, *sisal* grass and certain quantities of *aus* and groundnut যেখানে তাঁরা নিজেরা বলেছিলেন যে ১৩ হাজার familyকে দেওয়া হবে সেখানে মাত্র ৪০০ লোককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অথচ সেখানকার ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তরা বারে বারে এই ব্যাপারে সরকারের কাছে চিঠি ও দরখাস্ত লিখেছে—তার কপিও আমার কাছে আছে। আজকে তারা কেন দণ্ডকারণ্যে যেতে চায়না তার নানা কারণ আছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এখানেই যখন তাদের পুনর্বাসনের সুযোগ রয়েছে, সেক্ষেত্রে সরকার কেন তাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে চেষ্টা করছেন। তাঁদেরই এই commitment ছিল যে সেই অঞ্চলে ১৩ হাজার পরিবারকে দেওয়া যায়, কিন্তু কেন তাঁরা সেটা করছেন না। সেখানে তাদের আর্থিক পুনর্বাসনের সম্ভাবনা রয়েছে, চাষআবাদের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এঁরা নিজেদের জঘন্য রাজনৈতিক চালের জন্য আগেকার প্রতিশ্রুতি পালন করছেন না। এঁরা অনেক বড় বড় কথা বলেন, উদ্বাস্তদের প্রতি দরদ দেখান। কিন্তু আমাকে মানবিকতার দিক থেকে তাদের প্রতি এদের এতটুকু দরদও নাই।

[12—12-10 p.m.]

ক্যাম্পে তারা কিভাবে জীবন যাপন করছে সেটা না দেখলে কিছুই বোঝা যাবে না। আপনাদের যদি এতটুকু সততা থাকত তাহলে কোন রকম তর্ক না করে আপনারা নিজেদের দোষ ত্রুটি স্বীকার করতেন। এই সমস্ত ভাইবোনদের প্রতি আপনাদের এতটুকুন দরদ নেই। রাজনীতি বাদ দিয়ে যদি মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে এদের দেখতেন তাহলে অন্য জিনিষ হোত। স্যার, ভুধকুন্ডতে যে পি. এল. ক্যাম্প আছে তাতে উদ্বাস্ত মহিলারা চাল চায়। পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি আজ সব কাজ গ্রহণ করেনিয়েছেন। সেখানে প্রথমে যখন স্ক্রিনিং করা হয় সেই স্ক্রিনিং অদ্ভুত ভাবে করা হয়েছিল। সেই স্ক্রিনিংএর পরে ৫টা ফ্যামিলির ডোল সেখানে দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং তাদের যখন আর কোন রকম উপায় রইলনা তখন তারা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করলেন। মহিলারা সব হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করলেন। সেই হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে হঠাৎ ক্যাম্প থেকে তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে মেদিনীপুর ক্যাম্পে নেওয়া হল। সেখানে একজন ৮৫ বছরের বৃদ্ধা উত্তমাসুন্দরী করগুপ্তা যার আর কেউ দেখবার নেই তিনিও হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা যেটুকুন ডোল পাওনা ছিল তাও কেটে দেওয়া হল। আজও এই নিয়ে কেস চলছে। এটা মন্ত্রীমহাশয় ও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানেন। কলবানী ক্যাম্প বলে একটা ক্যাম্পের Supdt.এর ইমমব্যাল বিহেবিয়ারের কথা সবাই জানে এর ডিপার্টমেন্টেও জানে। কিন্তু এই রকম লোককে ছাইটাই করা তো দূরের কথা এদের আরও প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে এঁরা রিহ্যাবিলিটেশান চান না বা উদ্বাস্তুদের প্রতি এঁদের কোন দরদও নেই।

Shri Jehangir Kabir : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, রিফুজি রিলিফ এণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন একটা কঠিন সমস্যা। এই সমস্যার উপর গত ১০ বৎসর ধরে অনেক আলোচনা হয়ে আসছে। এ বিষয় সরকার যে কিছু করেননি এটা ঠিক নয়, তবে যতটা করা উচিৎ ছিল ততটা নানা কারণে সম্ভব হয়নি। এই কারণগুলির মধ্যে একটা কারণ আমার মনে হয় যে উদ্বাস্তুরা যখন এই রাষ্ট্রে আসে, তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, কারা তাদের সমর্থন পাবেন এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলে। এর ফলে উদ্বাস্তুরা বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং সেই কারণেই রিফ্যুজিরা সরকারের পরিকল্পনা ঠিক মত গ্রহণ করতে পারেনি। অধিকাংশ রিফ্যুজিদের সম্পর্কে একথা বলা অন্যায় হবে না যে তারা যে সমস্ত সুযোগ পেয়েছিল, সেই সমস্ত সুযোগের তারা অপব্যবহার করেছে—যার ফলে তাদের রিহ্যাবিলিটেশান সম্ভব হয়নি।

সুবোধবাবু যে ইকোনমিক রিহ্যাবিলিটেশনএর কথা বলেছেন সেটা আমার কাছে ভাল মনে হয়েছে এবং আমার নিজের কনষ্টিটিউএন্সীতে এই জিনিসের অভাব আমি দেখেছি। হাড়োয়া থানার কুলটিতে যারা রিহ্যাবিলিটেটেড্ হয়েছে তাদের জমিতে চাষের সুবিধা নেই এবং এনভায়োর্ন-মেণ্টও এমন নয় যাতে সেখানে রিফিউজিরা ইকোনমিক্যালী রিহ্যাবিলিটেটেড হতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল থাকলে ইকোনমিক রিহ্যাবিলিটেসনএর যে কথা বলা হয়েছে আমার মনে হয় সেটা করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আমি রিফিউজী এবং রিহ্যাবিলিটেশনে মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যে উদ্বাস্তুদের স্বার্থে ১৪।১৫টি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে প্রচুর টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। রিফিউজীদের নিয়োগ করার যে প্রভিসন ছিল সেই প্রতিশ্রুতি যদি সেই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান পালন না করে থাকেন, তাহলে তাঁরা অন্যায় করেছেন এবং তা যদি হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের যে টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে, সেই টাকা তাঁদের ইণ্টারেষ্টসহ ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। কেননা রিফিউজীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে টাকা নিয়ে সেখানে রিফিউজীদের নেবেনা এটা অত্যন্ত অন্যায় কথা। আমি আর বিশেষ কিছু না বলে, রিফিউজী এবং রিহ্যাবিলিটেসনে মন্ত্রী মহাশয়কে আর একটা কথা বলতে চাই যে, এবারে বাজেট আলোচনার সময় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম যে এমন বহু ডিস্প্লেসড্ মুসলমান রয়েছে যাদের সম্পর্কে গত ১১ বছরের মধ্যেও কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তবে আজকে মন্ত্রীমহাশয়ের কথা শুনে আনন্দিত হলাম যে তাঁদের জন্যও শিগ্‌গিরই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হবে। যে সমস্ত মুসলমান বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, কম্পেনসেসন্ দিয়েই হোক বা অন্য কোন উপায়েই হোক তাদের জন্য সত্বর একটা ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্য হয়ে পরেছে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Hare Krishna Konar : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একথা কেউ অস্বীকার করেনা যে উদ্বাস্তু সমস্যা একটা গুরুতর সমস্যা এবং সেই জন্য প্রয়োজন ছিল এ সম্বন্ধে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত-ভাবে এবং গভীরতার সঙ্গে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। অথচ আজ এমন কি কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্যদের সমালোচনার ভঙ্গী থেকেও বোঝা যায় যে, এ ব্যাপারে সাফল্যের পরিবর্ত্তে হৃদয়হীনতা এবং অর্থ ও মানুষের শ্রম শক্তির চরম অপব্যবহারটাই বেশী করে দেখা যায়। স্যার, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, একটি দেশের অর্থনীতির যদি সামগ্রিক উন্নতি না হয় তাহলে এই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন করা সত্যই মুসকিলের ব্যাপার এবং যেহেতু সরকারের নীতি একটা দেশের অর্থনীতিকে নানারকম সঙ্কটে জর্জ্জরিত বলে সেইভাবে বলিষ্ঠ করতে পারছেনা সেইহেতু এঁদের জীবন হয়ে উঠেছে

আরও বেশী দুর্বিসহ। এখানে প্রফুল্ল বাবুর বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যে, যদি বাংলাদেশে বছর বছর একটা করে নির্বাচন হয় তাহলে অন্ততঃপক্ষে উদ্বাস্তুদের বোধ হয় কিছুটা সুরাহা হতে পারে। কিন্তু তিনি যা বললেন তার সঙ্গে বাস্তবের সত্যিই কি কোন সঙ্গতি আছে? আমার তো মনে হয় একে একটা নগ্ন প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু বলা যায়না। যেমন ধরুন তিনি যখন এটা বলছিলেন তখন বাংলাদেশের ক্যাম্পের বাইরে যারা আছে তাদের প্রতি তিনি খুব দরদ দেখালেন। কিন্তু আমি জানি হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় ঠাকুর কলোনী বলে যে কলোনী মৎস্যজীবীরা করেছিল তার কিছু অংশ, অর্থাৎ প্রায় ৫০।৬০ খানা ঘর ১৯৫৬ সালের বন্যায় গঙ্গাগর্ভে চলে যায় অথচ এখন পর্য্যন্ত তারা তাঁবুতে বাস করছে। এ ব্যাপারে হুগলী জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এনকোয়ারী করেছেন, বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সুপারিশ করেছেন এবং রিফিউজী ডিপার্টমেণ্টের অফিসাররা ১৯৫৮ সালে সাজেসন্ দিয়েছে যে কোন জায়গা এ্যাকোয়ার করুন। কিন্তু ৪ বছর কেটে গেল অথচ আজ পর্য্যন্ত সেই ৫০।৬০টি পরিবার তাঁবুতে পড়ে রয়েছে। কাজেই বুঝে নিন যে, এঁদের কি অদ্ভুত দরদ রয়েছে এই ক্যাম্পের বাইরের লোকদের প্রতি। তারপর দণ্ডকারণ্যের প্রসস্তি দেখছি খুব ভালভাবেই হচ্ছে। কিন্তু যদি এত ভালই হয়ে থাকে তাহলে মন্ত্রীরা যদি সদল বলে সেখানে নিয়ে থাকেন তাহলে হয়ত কিছুটা সুবিধা হতে পারে। তারপর সরকারী হিসেবে বাংলাদেশে ৩৮ লক্ষ এবং বেসরকারী হিসেবে ৪০লক্ষ লোক এসেছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি ৩৯ লক্ষের বেশী লোকের জন্য মাথা গোজবার জায়গা করা যায় তাহলে এই ১৮ হাজার গৃহস্থকে কি আর জোর করে না তাড়ালেই চলবেনা?

[12-10—12-20 p.m.]

বাংলাদেশের মাটিতে ঐ ১৮ হাজার পরিবারকে কিছুতেই জায়গা দিতে পারেন না? ওরা না দাঁড়ালে বাংলাদেশের কিছু উন্নতি হবেনা—আমি প্রফুল্ল বাবুকে বলি এর একটা সীমা থাকা উচিৎ। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একথা বলতে চাই যে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে প্রফুল্লবাবু এবং খান্না সাহেব আলোচনা করে ঠিক করলেন লোক সেচ্ছায় যাচ্ছে না, জোর করে পাঠাতে হবে। কেন যাচ্ছে না? যদি এটা সত্য হয় যে সেখানে ২৮ মন চাল হয়, যদি সত্যই অবস্থা ভাল হয় তাহলে লোক যাবেনা কেন? ভারত দর্শনের তীর্থ যাত্রীর মত ১০,১৫ জন করে ক্যাম্প রিফিউজীরা দণ্ডকারণ্যে যেতে পারে। ২৮ মণ করে একরে যদি চাল হয়, ভালভাবে যদি পুনর্বসতি হয় তাহলে লোক যাবেনা কেন? কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী Central Ministry of Rehabilitation বলেছেন ২ হাজার ২ শো ৯৯টি পরিবারকে আজ পর্য্যন্ত পাঠান হয়েছে। প্রফুল্লবাবু একটা অসত্য কথা বলেছেন সবাইকে rehabilitate করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা অনেক কম ফিগার দিয়েছেন—৬৫১টি গৃহস্থকে জমি দেওয়া হয়েছে। এই যে দণ্ডকারণ্য হচ্ছে এটা তাঁরা আরম্ভ করছেন ৫৫০টা ঢেঁকি দিয়ে আর শেষ করছেন একটা বিড়ি সেণ্টার করে। এই প্রয়াসের শেষ থাকা উচিৎ। ঢেঁকিটা এখানেও চলতে পারে বাংলাদেশের মত চাল নিশ্চই দণ্ডকারণ্যে হয় না। মাত্র ১৮ হাজার গৃহস্থের আপনি বায়না নামা বন্ধ করলেন কেন? জগন্নাথবাবু বললেন নদীয়ায় যেন বায়না নামা না দেওয়া হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি নদীয়ার জমিগুলি যে বড় বড় মহাজনদের কাছে চলে যাচ্ছে সেটা ঠেকাচ্ছেন? রিফিউজীরা যদি পয়সা দিয়ে ৫।৬ বিঘা জমি কিনে নিতে চায় তাহলে তাদের বায়নানামা দেবেন না কেন? জোর করে লোককে পাঠান ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। ১৯৫৮-৫৯ সালে বলেছেন মেদিনীপুরে ১৩ হাজার, বাঁকুড়ায় ১ হাজার, বর্ধমানে ৫ হাজার রিফিউজীদের চাষের জমিতে পুনর্বসতি করা না যায় তাহবে এই ১৮ হাজার পরিবারের পুনর্বসতির

ব্যবস্থা হতে পারেনা। এবং মানকড়ের পাশে দুর্গাপুরে কারখানা হলে সেখানে অন্নের ব্যবস্থা করা যায়, ছোট ছোট দোকান হতে পারে। যেহেতু একবার বরিশাল থেকে আসবার সময় কৃষিজীবী বলে লেখা ছিল সেহেতু তাদের সারা জীবন কৃষিজীবী থাকতে হবে। কৃষিজীবী বাড়ীর লোক কি দোকানদার হতে পারে না? তাতে দেখা যায় ২।৪ হাজার লোকের এখানে ওখানে বসতি হতে পারে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি দেখতে পাচ্ছি এই মানকড়ের ভবঘুরে ক্যাম্পের ১৭ জনকে জোর করে নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাদের দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে, ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ক্যাম্পে একই অবস্থা আমি এখানে দেখাতে চাইছি যে এই ১৮ হাজার পরিবারকে পিটিয়ে ডোল বন্ধ করে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার প্রয়োজন হয় না; যারা স্বেচ্ছায় যেতে চায় তাদের নিয়ে যান তার জন্য আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমি আর একটা কথা বলে বক্তৃতা শেষ করব। প্রফুল্লবাবু ৮ বছর আগে পাল্লা ঢাঁচাই ক্যাম্প করেছিলেন। কোন জায়গায় করেছিলেন, না ঘন বসতি গোচারণের মাঝখানে, সেখানে চারিদিকের গ্রামগুলির মধ্যে মুসলমান পপুলেশন যথেষ্ট আছে, পুনর্বাসনের জায়গা বেশী নেই, তার মাঝখান দিয়ে নেভিগেবল খাল, ডি. ভি. সির খাল যাচ্ছে। ২০,২৫ হাজার লোক ৮ বছর ধরে এক জায়গায় পড়ে আছে, অবস্থা মোটেই ভাল নয়। লোকগুলির স্থায়ী ব্যবস্থা করা যায় যদি আপনারা বায়নানামা allow করেন, যদি আপনারা পতিত জমিগুলি উদ্ধার করেন। এগুলি করা যায় কিন্তু আপনারা তা করবেন না।

Shri Bejoy Krishna Modak : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, উদ্বাস্তু সমস্যা জাতীয় সমস্যা। এই দপ্তর এই সমস্যা সমাধানে যে সীমাহীন শৈথিল্য দেখিয়েছেন সেখানে সরকারের পক্ষে সেটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। আমি আরো আশ্চর্য্য হলাম এই দপ্তর যতবেশী শৈথিল্য প্রদর্শন করছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের ততবেশী প্রতিশ্রুতির বহর বাড়ছে। এই দপ্তর যেসব মারাত্মক গাফিলতী এবং অবহেলার নজীর আছে। আশা করি কোন প্রতিশ্রুতি দেবার আগে মন্ত্রী মহাশয় সেসব নজীরগুলি শোনার পর বিহিত ব্যবস্থা কিছু করবেন। হুগলী জেলায় কয়েকটা ব্যাপারে যে মারাত্মক গাফিলতী প্রকাশ পেয়েছে সে সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই। প্রথমে আমি গুপ্তিপাড়ায় ঠাকুর কলোনী সম্বন্ধে বলছি। এই কলোনী প্রেসিডেণ্ট স্কীমে প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯৫০ সালে ধুবুলিয়া ক্যাম্প থেকে সেখানে ১১৫০ পরিবারকে নিয়ে এসে একটা স্কীম করা হয়। তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় এটা আরবান স্কীম করা হবে। তাদের সেখানে নিয়ে আশা হল। ৪ কাঠা করে জমি দেওয়া হল কিন্তু তাদের রুরাল স্কীমে সমস্ত সাহায্য দেওয়া হল। তাদের আরবান স্কীম বলে নিয়ে এসে তাদের সংগে প্রহসন করার কি প্রয়োজন ছিল? তাঁরা প্রতিবাদ করলেন, প্রতিবাদ করার পর আন্দোলন করলেন, আন্দোলন করার পর নানা কিছু হল। পার্লামেণ্টের একজন সদস্য ইনকোয়ারী করলেন, করার পর ১৯৫৪ সালে আর, আর, সি মহাশয় অর্ডার পাঠালেন যে এই কলোনীকে সরকারী কলোনীতে পরিণত করতে হবে, য়্যাকয়ার করতে হবে, ডেভেলপ করতে হবে এবং ১৯৫৬ সালে অকল্যাণ্ড থেকে সমস্ত কর্তৃপক্ষ সেখানে গেলেন, ম্যাপ তৈরী করলেন। করার পর তাঁরা বনটাকে য়্যাকয়ার করবার প্রপোজাল দিলেন। ১৯৫৯ সালে বর্দ্ধমান জেলার অংশ য়্যাকয়ার করবার জন্য গেজেটে প্রেলিমিনারী নোটিফিকেশন হল কিন্তু হুগলী জেলার অংশে কিছু হলনা। গেজেট নোটিফিকেশন হবার পরে কোন কাজ এগুচ্ছেনা। হুগলী জেলার ব্যাপার নিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সংগে নিজে দেখা করেছিলাম, আর. আর সির সংগে দুবার দেখা করেছি। সুদীর্ঘ ৩।৪ বছর পরে কাগজপত্র জেলা অফিসে গেছে। ল্যাণ্ড য়্যাকুইজিসন ডিপার্টমেণ্ট হুগলী জেলা থেকে তাদের চিঠি দিয়েছেন—চার বছর ধরে তারা ইনকোয়ারী করলেন। ল্যাণ্ড য়্যাকুইজিসন অফিসার লিখছেন এই কলোনীতে রিফিউজীদের জমি আছে। তাদের নাম রেকর্ডেও হয় নি এবং আশ্চর্য্যের কথা ৬ মাস আগে ল্যাণ্ড য়্যাকুইজিসন

অফিসার হুগলী জেলা থেকে আর. আর. সিকে চিঠি দিয়েছেন যে এই জমি পুর্নজরীপ করা হোক্। পুর্নজরীপ না করা হলে নয় এটা য়্যাকয়ার করা সম্ভব হবে না কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা তারা ছুটো রিমাইণ্ডার দিয়েছেন—৬ মাস পর্য্যন্ত আর. আর. সি, অকল্যাণ্ড ডিপার্টমেণ্ট এ ব্যাপারে কোন উত্তর পর্য্যন্ত দিচ্ছেন না। আমি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এ সম্পর্কে ইনকোয়ারী করে যাতে সেটাকে পুর্নজরীপ করে য়্যাকয়ার করে ডেভেলপ করার ব্যবস্থা হয় তার জন্য সেটা করবেন। আর একটা কথা বলতে চাই—মাননীয় হরেকৃষ্ণ কোনার মহাশয় যেটা বলেছেন তাতে তিনি বর্দ্ধমানের কথা বলেছেন। ১৯৫৬ সালের বন্যাতে সেখানে ১২৭টি পরিবার, তাদের ঘর ভেঙ্গে গেছে, গঙ্গা গর্ভে চলে গেছে। ১৯৫৯ সালের বন্যাতে ৪৮টা ঘর আবার ভেঙ্গে গেছে। এ সম্বন্ধে ইনকোয়ারী করা হয়েছে কিন্তু তাদের কোন প্রকার টাকা দেয়া হচ্ছে না, তারা হাউস রিপেয়ার লোনের সুযোগ পায় না। যেহেতু তাদের কলোনী য়্যাকয়ার করে সরকারী কলোনীতে পরিণত করা হবে সেহেতু তারা কোন সুবিধা পাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ১৯৫৭ সালে যে রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছিল তার মধ্যে বলেছিলেন যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য এবং রিফিউজীদের জন্য ৪ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই যে হতভাগ্য ২০০ পরিবার যাদের চালচুলো নেই, যারা এখনও পর্য্যন্ত তাবুতে বাস করছে আমি মনে করি তিনি এসম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করবেন। আর একটা কথা চন্দননগর সম্বন্ধে বলতে চাই—চন্দননগরে পিলখানায় ৩৭টা মৎসজীবী পরিবার ৭.৮ বছর ধরে পুর্নবসতির জন্য অপেক্ষা করছে। সরকারের যেখানে জমি আছে সেখান থেকে ২॥ কাঠা করে জমি বিলি করার জন্য স্থির করা হয়েছে কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা রেভিনিউ বোর্ড অর্ডার দিয়াছেন প্রতিটি প্লটের জন্য ১২॥০ টাকা করে খাজনা দিতে হবে এবং প্রতিটি প্লটের জন্য সেলামী ১৩০ করে টাকা দিতে হবে।

[12-20—12-30 p.m.]

প্রতি প্লট ১৩০৲ টাকা সেলামী। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন এই সব দুর্গতঃ দুস্থ রিফিউজী পরিবারদের কাছ থেকে রেভেনিউ বোর্ড খাজনা কি করে নিতে পারেন। আমি জানিনা এ সম্বন্ধে তাদের কোন আইন আছে কিনা।

চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটী সেখানে দুশো রিফিউজী পরিবারকে জায়গা দিয়েছে। এক টাকা করে কাঠা তাঁরা দিয়েছেন। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি রেভেনিউ বোর্ড কি করে এই দুঃস্থ গরীব রিফিউজী পরিবারদের কাছ থেকে ১৩০৲ টাকা করে সেলামী নেন? চন্দননগর কলাবাগান এলাকায় ১৮টী পুনর্বাসন প্রাপ্ত বাস্তুহারা পরিবার, যাদের চন্দননগরে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের আমলে ৯ বছরের মেয়াদে যেখানে পুনর্বসতি দেওয়া হয়েছিল। সেই ৯ বছর পার হয়ে গেছে লীজের মেয়াদ পেরিয়ে গেছে। এখন সেই জমির মালিক বলছে তাদের সেখান থেকে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আজ দু'বছর হলো এই সরকারী দপ্তর থেকে বলা হয়েছে সেই জমি acquire করা হবে, তা আজও করা হলো না। এই সামান্য ক্ষেত্রে ঐ ১৮টী পরিবারের জন্য যদি সেই জমি আজো acquire করা না হয়, তাহলে অন্য বৃহৎ ব্যাপারে সরকার কি করতে পারেন তা সহজে অনুমেয়। জমিদার তাদের উঠিয়ে দেবার নোটীশ দিয়েছে। অথচ এ সম্বন্ধে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।

পরিশেষে বলবো মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে অনেকবার ঘোষনা করেছেন বহু রিফিউজী পরিবারের আংশিক পুনর্বাসন হয়েছে। তাদের কর্ম সংস্থানের প্রশ্ন জটিল প্রশ্ন। আমি সরকারের কাছে একটা নিবেদন করতে চাই—বলাগড় থানায় ৪০ হাজার রিফিউজী আছে। সেখানে একটী শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহলে সেখানে তাদের কর্ম সংস্থানের প্রশ্নের সমাধান হয়। ওখানে আর একটী রেল কলোনীকেও acquire করতে হবে, develop করতে হবে। সেই বলাগড় থানায় সেখানে electricity নাই। সেখানে electricity যাতে যায় তার জন্য কি উদ্বাস্তু দপ্তর চেষ্টা করেছেন? সেখানে এই electricity নিয়ে গিয়ে একটী শিল্পনগরী গড়ে তোলা দরকার।

হুগলী জেলার বিভিন্ন অংশে ২৭টী উদ্বাস্তু কলোনী রয়েছে। তাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ১৯৫৭ সালে একটী রিপোর্টে মুখ্য মন্ত্রী বলেছিলেন ৬০ কোটী টাকা কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু দপ্তর থেকে নিয়ে এসে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হবে। তারপরে বললেন ৫৫ কোটী আর এখন বলছেন ১৬ কোটী টাকা নিয়ে ব্যবস্থা করবেন। আমি বলছি বিভিন্ন সরকারী কলোনীতে উদ্বাস্তুদের যাতে সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়, তার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। তা যদি না হয়, তাহলে বাংলাদেশের কোন উদ্বাস্তু সমস্যারই সমাধান হবে না—, তাদের দুঃস্থতা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্য্যন্ত তারা ভিখেরীতে পরিণত হবে।

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের সময় আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আবেদন জানিয়েছিলেন যে তাদের প্রিয়তম বন্ধু হিসেবে তিনি আমাদের কাছে এই কথা বলেছিলেন যাতে দণ্ডকারণ্যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা যায়, তারজন্য আমরা যেন চেষ্টা করি। তিনি এখন একটি মন্ত্রী সভার সদস্য হিসেবে এই উদ্বাস্তু বিভাগের ভার নিয়েছেন, যে মন্ত্রীসভার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ব্যবস্থা কায়েম রাখা এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থে তাদের সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করা। সেদিক থেকে আমি তাঁকে তাঁর অন্যতম গুণগ্রাহী হিসেবে অনুরোধ করবো—তিনি সকল কথা বিচার করে দেখুন যে, আজ উদ্বাস্তু সমস্যা আমাদের সামনে যা দেখা দিয়েছে সেই উদ্বাস্তু সমস্যাকে যে ভাবে এখানে বিভিন্ন সদস্যরা আলোচনা করেছেন তাতেই বুঝা যাচ্ছে কয়েকজন মুষ্টিমেয় দলের লোক উদ্বাস্তু সমস্যাকে সামান্য ব্যাপার বলেই মনে করে। অবশ্য পুঁজিপতিদের অনুগ্রহপূর্বক পদলেহনকারী কয়েকজন ছাড়া এটাকে গুরুত্ব যথেষ্ট দিয়ে থাকেন। অনেকে বলেছেন এই ব্যবস্থা হচ্ছে দেওলিয়া নীতি, অনেকে বলে এটা সরকারের ব্যর্থতার নীতি। রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণে দেখলাম তিনি বলেছেন আমাদের যা করনীয় ছিল তা করতে পারিনি। প্রতি বছর আমরা একথা শুনে আসছি। আমি সদস্যদের জিনিষটার সম্পূর্ণ গুরুত্ব অনুধাবন করতে বলি—। আমি অন্ততঃ U.C.R.C.র সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে প্রতিদিন campএ campএ গিয়েছি জেলায় জেলায় ঘুরেছি, আমি দেখেছি এই সমস্যাটা একটি ভয়াবহ সমস্যা নিয়ে জাতীর সামনে দেখা দিয়েছে। তাই উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে শুধু পৌছে দিলেই আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হতে পারে না—এদেশের মধ্যেই তারা থাকছে ইতিপূর্বে আমি রাজ্যপালের ভাষণের সময় দেখিয়েছি তাদের কেমন করে এখানে রাখা যেতে পারে। আমি মনে করি না—এ বিষয়ে ভালভাবে বিবেচনা না করে শুধু যদি বলেন দণ্ডকারণ্যে তাদের পাঠিয়ে দিলেই, পৌছে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তাহলে তা আমি বিশ্বাস করি না। সেজন্য অনুরোধ করবো একটা Judicial enquiry করা হোক। আর সেটা যদি সম্ভবপর না হয় তাহলে বিভিন্ন দলের সদস্যদের নিয়ে একটা Enquiry Committeeর ব্যবস্থা করা হোক্ তাহলে দেখা যাবে উদ্বাস্তুদের অবস্থা কি এবং তাদের জীবনে কি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে,

উদ্বাস্তু আজকে উড়িষ্যায় রয়েছে, বিহারে রয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে সেখানে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। তাদের এমনভাবে রাখা হচ্ছে। যাতে করে আমাদের জাতীর মধ্যে বেকার সমস্যা, দেশদ্রোহিতা এসমস্তের সৃষ্টি হয়। আমি জানি পুঁজিপতিদের যে রাষ্ট্রব্যবস্থা তাতে তারা এদের সহায়তায় শাসনব্যবস্থা কায়েম করে রাখবার ব্যবস্থা আছে। আমি আজকে মন্ত্রীমহাশয়কে যিনি খুলনা জেলার অধিবাসী এবং নিজেও উদ্বাস্তু এবং সহকারী মন্ত্রী যিনি আছেন শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি তিনিও পূর্ববাংলার অধিবাসীনী সুতরাং তাদের কাছে আহ্বান জানাই যে এভাবে সমস্ত উদ্বাস্তুদের আপনারা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবেন না। আমার যা বক্তব্য তা আমাদের সম্পাদক সাধারণভাবে সমর মুখার্জি মহাশয় রেখেছেন রাজ্যপালের ভাষণের সময়ও জানিয়ে দিয়েছি কিন্তু আজকে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং এ সম্পর্কে বলার প্রয়োজন আছে। Movement of displaced persons সম্পর্কে Ministry of Rehabilitation, New Delhiর কাছ থেকে যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে তাতে জানান হয়েছে দণ্ডকারণ্যে এ সমস্ত মানুষকে জোর করে পাঠিয়ে তাদের সমস্ত camp বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তারা এদেশের একটা অংশ, তারা এ দেশকে ভালবাসে তাই তাদের যদি জোর করে দণ্ডকারণ্যে পাঠান হয় তাহলে সেখানে তারা থাকবে না এবং দেশের সামনে একটা বিশৃঙ্খলার দেখা দেবে এবং সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের সামগ্রিক ছবি বদলে যাবে। কাজেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাবো।

12-30—12-40 p.m.]

Shri Ajit Kumar Ganguli : স্পীকার মহোদয়, চার বৎসর ধরে অনেক suggestion এবং সমালোচনা করেছি কিন্তু আজকে আপনার মাধ্যমে এই বিভাগের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মন্ত্রীমহাশয়ের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ আনছি আশাকরি তিনি সেই অভিযোগগুলির জবাব দেবার চেষ্টা করবেন। আর নইলে সেই অভিযোগের বিচার অন্য জায়গায় হবে। এই চারটি অভিযোগের মধ্যে একটি হচ্ছে নর হত্যা; দ্বিতীয় cheating প্রতারণা; তৃতীয় breach of trust—বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ; আর চতুর্থ হল নিষ্ঠুরতা। প্রথম নরহত্যা, বনগাঁর চাপাবেড়ে যতীন পাল, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরেনি বা পুড়ে মরেনি। সে শুকিয়ে মরেছে, তার শিশু সন্তান শুকিয়ে মরেছে। যদি তা তদন্ত করতে চান তাহলে তার বাড়ীর বাইরে একটু অপেক্ষা করতে হবে কারণ তার স্ত্রীর পরণে হয়ত তখন কোন কাপড় নেই এবং তারপর হয়ত দেখতে পাবেন তার স্ত্রী গামছা পরে এসেছে। এই হচ্ছে অবস্থা।

তারপর ট্যাংরা কলোনীতে একটা শিল্প করার কথা ছিল। সেখানে প্রায় ৩০ হাজার বাস্তুহারা আছে। কিন্তু কোন মাঝারী বা ছোট শিল্প সেখানে হল না। এমন কি বনগাঁ সহরেও করলেন না। শ্রীযুক্তা মায়া ব্যানার্জি গিয়ে দেখে এলেন। এ নিয়ে অনেক তদন্ত করা হল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছু করা হল না। এটাই হচ্ছে cheating। তারপর দেখুন এই ১৩ বৎসর ধরে সেখানে যে সব refugee আছে, নিলদর্পন কলোনী, ট্যাংরা কলোনী, নৃসিংহখোলা কলোনী, এখানে বাস্তুহারাদের ৬ বিঘা থেকে ৯ বিঘা করে জমি দেবার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে ৬ থেকে ৯ বিঘা জমি ত দূরের কথা, ৪ বিঘা জমি কয়জনের আছে বলতে পারেন? বলতে পারবেন না। তাহলে বলতে পারেন তারা বেঁচে আছে কি করে, বনগাঁয় লক্ষ refugee, তারা মরে যায় নি? না মরে যায়নি কিন্তু তাদের বেঁচে থাকার কৃতিত্ব সরকারের নেই। খবর নেবেন, আপনার

বিভাগে, Relif Department এ G.R.র জন্য প্রায় 70 percent বাস্তুহারা বেঁচে আছে। তাহলে বলতে পারেন যে আর 30 percent র নিশ্চয়ই পুনর্বাসন হয়ে গিয়েছে। স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই এই 30 percentরও পুনর্বাসন হয়নি। তাদের মা বোনদের আজকে যে অবস্থায় নিয়ে গিয়েছেন তা এখানে বলা যায় না। আমি জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে তাদের এইভাবে cheat করা হয়েছে।

তৃতীয় কথা বলবো যে তাঁরা বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেছেন। আপনি ঐ অঞ্চলের যিনি M. L. A. আছেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন স্বরূপ নগরে, যেখানে প্রায় ৩ হাজার বাস্তুহারা বাস করে। আপনারা জানেন যে এই ৩ হাজার বাস্তুহারা কি করে সেখানে আছে। সেখান থেকে কোন গাড়ী নিয়ে বনগাঁ সহরে আসা যায় না কারণ তার মাঝে একটা ব্রীজ করা দরকার। খান্না সাহেব সেটা দেখে এসে স্বীকার করেছেন যে সেখানে একটা ব্রীজ করা দরকার। ডাঃ রায়ও স্বীকার করেছেন এবং তার জন্য দুই লক্ষ টাকা Sanction হয় এবং এর একটা technical report দেবার জন্য State Government কে বলা হয়। কিন্তু প্রফুল্লবাবুর department সেই technical report সরবরাহ করতে না পারায় তারা সে টাকা পাচ্ছে না। অথচ এই তিন হাজার refugeeর জন্য যদি সে ব্রীজ হয় তাহলে তারা জীবিকা অর্জন করতে পারতো।

মিকিরহিল থেকে উদ্বাস্তু এসেছে—তারা কি করে vagrancy হল? তাঁদের কি মা বাপ নাই? আপনাদের নিজেদের খুশীমত কি এই vagrancy rule হবে? কি করে এদের vagrants বল্লেন? তাদের অখাদ্য দেওয়া হয় drydole হিসাবে, বছরে দুটো কাপড় আর দুটো জামা। মেয়েদের যে কাপড় দেওয়া হয় তা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করা যায় না। এগুলি একেবারে bandageএর কাপড়। কোন contractorকে এজন্য tender দেওয়া হয়েছিল? কোন মানুষ এ কাজ করতে পারে না। কিন্তু তাই আপনারা করছেন। মাঃ স্পীকার মহাশয়, certificate এর কথা জগন্নাথবাবু বলেছেন। প্রফুল্লবাবু একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন যে, এই যে তাঁরা court তৈরী করেছেন এই কোর্টে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে না। এর উপরেও আরেকটা court আছে যেখানে আপনাদের উদ্ধার পাবার রাস্তা নাই।

[12-40—12-50 p.m.]

Shrimati Maya Banerjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে পশ্চিমবাংলার এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য মাঃ মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যায়বরাদ্দ দাবী উথাপন করেছেন তার উপর প্রায় তিন ঘণ্টার উপর বিতর্ক হল। যথাসম্ভব বিভিন্ন পক্ষের সদস্যদের বক্তব্য আমি বুঝবার চেষ্টা করেছি। এই ব্যাপারে সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয় সেটা হল সরকার কোন নীতির মাধ্যমে বাস্তুহারা ভাইবোনদের পুনর্বাসন দিতে চান সেটা বোঝা দরকার। আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি—এখানে আমাদের বামপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে মতবিরোধ আছে—পশ্চিমবাংলায় থাকা এবং দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার ব্যাপারে ১৯৫৮ সালে এখানে তাঁরা সর্ববাদীসম্মতিক্রমে ঠিক করেছিলেন যে, পশ্চিমবাংলায় সুষ্ঠুপুনর্বাসন অর্থাৎ অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হবার সম্ভাবনা নাই, তারজন্য তাঁরা সর্বসম্মতভাবে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। আমি এখানে শুনে অবাক হয়ে গেলাম যে, মাননীয় সুবোধ ব্যানার্জির মত একজন বুদ্ধিজীবি নেতা কি করে বল্লেন যে মাননীয়া শ্রীমতি পূরবী মুখার্জী নাকি বলেছেন যে, ১০০ কোটি টাকা খরচ করে পশ্চিমবাংলাতেই উদ্বাস্তুদের

ল করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারত। এটা তাঁর অলীক কল্পনা। মাঃ পূরবী মুখার্জি খনো মন্ত্রী আছেন, এবং আমি নিজে এরকম কোন কথা জানিনা। যাইহোক, এখানে যে প্রস্তাব হীত হয়েছিল—দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে এবং সেখানে পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা করতে হবে—তাতেই ঃ সুবোধ ব্যানার্জির দায়িত্ব শেষ হয়েছে বলে আমি মনে করি না। মাঃ স্পীকার মহাশয়, ণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা নিয়ে যখন নাকি একটু অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল তখন এই হাউস থেকে ঠিক য়েছিল যে সবদলের সদস্য সেখানে যাবেন—তারপর এই মন্ত্রী মণ্ডলী সেখানে গিয়েছিলেন। াজকে এখানে মাঃ মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন দণ্ডকারণ্য Development Authorityর কথা রত সরকারের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছিল যারফলে বাংলাদেশের একজন কৃতী লোক আজকে র চেয়ারম্যান হয়েছেন। তখন বিভিন্ন পত্রিকা থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। াজকে সরকারের তরফ থেকে একটা দারুন প্রচেষ্টা চলছে যাতে করে আজকে যারা campএ য়েছে তাদের এই campএর জীবন যা আমরা কেউ পছন্দ করিনা তার অবসান ঘটানোর জন্য। াজ এখানে এসম্পর্কে প্রথম বক্তব্য উত্থাপন করেছেন শ্রীসমর মুখার্জি, এখানে এখন তিনি নেই—িনি আগামী নির্বাচনের কথা তুলেছেন এবং দেখলাম তিনি এই নিয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ল্লিক চৌধুরীও সেইধরণের কথা এখানে বলেছেন। এই প্রসংগে "হিন্দুস্থান টাইমসে" যে সংবাদ ঠেছে সেটা আমি পরে শুনিয়ে দিতে চাই—এই সংবাদটা উঠেছে গত ২৬।২।৬১ তারিখে—Soviet mbassader, India, বলছেন, এই রাষ্ট্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নয়, এই রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের দ্বারা চলছে া,—এই কথা তাঁদের দপ্তর থেকেই বলা হচ্ছে—Economic and technical co-operation etween India and the Soviet Union will increase manifold in the years head. In fact, there can be no fundamental difference between socialist ountries on technical and economic co-operation given by one socialist ountry to another socialist country.'

স্যার, তাঁরা যে নীতি প্রচার করেন তার সঙ্গে সমতা রেখে বললে ভাল হয়। ভিলাই সম্পর্কে তাঁরা যা বলেছেন তা থেকে এই প্রমাণিত হচ্ছে যে এটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নয়। এটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র য় বলে বাস্তহারা ভাইবোন, কৃষক ভাইবোন, মধ্যবিত্ত ভাইবোন ইত্যাদি সকলের সম্পর্কে এই রাষ্ট্র চিন্তা করেন। কাজেই পুনর্বাসন ব্যাপারে আমরা যে নীতি প্রকাশ করেছি তাতে কোন রকম ফাঁকি আছে বলে আমি অন্ততঃ মনে করিনা, সরকারও মনে করেন না। দ্বিতীয় কথা, আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্নভাবে পুনর্বাসনের কাজ কি হবে। এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয় এখানে ৫০ কোটি টাকার হিসাব একটা যে দিয়েছেন তারমধ্যে শিক্ষা, শিল্প, কলোনীগুলিকে রেগুলারাইজ করা ইত্যাদি সব কথা আছে। পশ্চিমবাংলার মধ্যে আগামী ৫ বছরে সুষ্ঠুপুনর্বাসন—অর্থাৎ সুরুতে যা লা হয়েছিল আজকে সেই কথা বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন কিভাবে হবে তার একটা ক কেনা হয়েছে। কাজেই বিরোধীপক্ষ থেকে বলছেন যে কিছু তাঁরা বুঝলেন না, সেটা শুনে আমি অবাক হলাম। কারণ এর মধ্যে বোঝার কিছু নেই। অর্থাৎ আগামী ৫ বছরে এই ৫০ কোটি টাকা বিভিন্ন ভাবে ব্যয়িত হবে এর যেরকম প্রয়োজন হবে সেরকম হবে। কাজেই সমর মুখার্জি মহাশয় এই ৫০ কোটি টাকার কথা শুনলে ভয় পেতে পারেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এই ন-ক্যাম্প বাস্তহারা ভাইবোন যারা পশ্চিমবাংলায় রয়েছে তাঁরা যদি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে হয়ত তাঁদের অসুবিধা হবে। সেজন্য তাঁরা বাস্তহারাদের দুঃখদুর্দ্দশার কথা চিন্তা না করে আসল ছবিটাকে গুলিয়ে দিয়ে ইলেকশানের কথা বললেন। এজন্য আমরা সরকার ও বাঙ্গালী হিসাবে দুঃখিত। যাইহোক মন্ত্রীমহাশয় এখানে কতকগুলি স্পেসিফিক কেস বলেছেন। হরিদাস মিত্র মহাশয় ১৯৫৬ সালের ফ্লাডের কথা বলেছেন। ১১৮টি পরিবার সেই ফ্লাডের সময় যুদ্ধের

কালের যে কতকগুলি সেড পড়েছিল সেখানে তারা আশ্রয়গ্রহণ করেছিল। তারপর তিনি নীরগুলা কলোনীর কথা বলেছেন। সেখানকার ৯০টি পরিবারের মধ্যে ৬৯টি পরিবার ফিরে এসেছেন। ইত্যাদি সম্বন্ধে মেনলি তিনি বলেছেন যে আমাদের প্রোগ্রেস ভাল হয়নি—একথা মন্ত্রীমহাশয়ও বলেছেন! ১৬টা বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মত টাকায় নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। যতজন বাস্তহারা ভাইবোনকে চাকরী দেবার কথা ছিল সেটা তাঁরা দেননি। একথা মন্ত্রী মহাশয়ও বলেছেন। অর্থাৎ সেখানে ৭ হাজার ৫৮১ জনকে দেবার কথা ছিল, মাত্র ২ হাজার ৩০৭ জনকে চাকরী দিয়েছেন। এজন্য অনেকে বলেছেন যে টাকা ফিরিয়ে নেওয়া উচিৎ, আবার কেউ কেউ বলেছেন যে সেখানে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। আমরা মনে করি সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল যে কেন দেরী হল? বাঙালী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরা দিয়েছিলাম। আমরা চাই যে একটু দেরী হলেও বাঙালীরা ব্যবসা শিখুন এবং শিল্প বাংলাটাকায় হোক। তাঁরা যে জিনিষটা জানতেন না সেটা করতে হয়ত একটু সময় লাগছে। কিন্তু বাস্তহারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে সেটা বাংলার গৌরব হবে। অনেকে মেসিন পাননি বলে হয়ত দেরী হচ্ছে, কিন্তু সেদিকে সজাগ দৃষ্টি আমাদের আছে।

[12-50—1 p.m.]

অপূর্ববাবু বলেছেন যে, ক্যাম্পের ব্যাপারে ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স দেখান হচ্ছে। কিন্তু আমি তা মনে করি না এবং অপূর্ববাবুও তো এটা ভাল করে জানেন কেননা গতবার তিনি আমার সঙ্গে ক্যাম্পে গিয়েছিলেন। তারপর বলা হয়েছে embarrassing notification হয়েছে এবং তাদের ডোল পুনর্বহাল করা হয়নি। কিন্তু হরেকৃষ্ণবাবু থেকে সুরু করে এই এবং ঐ সমস্ত বেঞ্চের লোকেরা যখন স্পেফিসিক্ কেস্-এ ডোল রেষ্টোরেসন্ করতে বা এঁদের সঙ্গে ক্যাম্পে বা যেখানে হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক হয়েছে সেখানে যেতে বলেছেন তখনই এঁদের সঙ্গে সেখানে গিয়েছি। তারপর বলা হোল পূজা এসেছে কাজেই এঁদের একটু থাকতে দিন, কিন্তু দণ্ডকারণ্যে পূজা হয়েছে এবং আমরা সেখানে কাপড় পাঠিয়েছি এবং তারাও সেখান থেকে খবর পাঠিয়েছে। তারপর নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী চলে গেল কিন্তু এখন কোঙার মহাশয় বলছেন যে, সমস্ত পরিকল্পনা পাল্টিয়ে দিন, কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পুনর্বাসনের প্রশ্ন যখনই উঠেছে তখনই আমরা বলেছি যে, সে জায়গা ভারত সরকার পরিচালনা করছেন এবং রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেসন্ সমস্যা সম্পূর্ণ ই ভারত সরকারের সমস্যা। অবশ্য কাজের এক্সিকিউসন-এ অনেক সময় অসুবিধা হয়েছে কিন্তু তা স্বত্বেও তাঁদের উপর আমাদের আস্থা রয়েছে, তারপর পশ্চিমবাংলায় সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়নি বলে যারা আরও ৫ বছর পেছিয়ে দেবার কথা বলেন তাঁরা কি চান যে, এই ১৭ হাজার পরিবার ৬ মাসের ডোল নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে টি. বি. রোগীর সংখ্যা বাড়াক? তাহলে তো বুঝতে পারছি না যে বাস্তহারাদের প্রতি তাঁদের কতখানি দরদ আছে। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে, কলোনী রেগুলারাইজ এবং তার ডেভলপমেণ্ট করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা আছে এবং সেই হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান, শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে অর্থ ব্যয় হচ্ছে। অবশ্য অনেক জায়গায় হাইকোর্টে কেস্ হচ্ছে বলে এবং অনেক জায়গায় মামলা হচ্ছে বলে রেগুলারাইস করা হচ্ছে না। তারপর সেদিন নিরঞ্জনবাবু তাঁর কনস্‌টিটিউএন্সী-র খবর জানতে চাওয়ায় আমি তাঁকে ডিটেল্ড রিপোর্ট দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি যে তাঁর কন্‌ষ্টিটিউএন্সী-তে কত লক্ষ টাকা যাচ্ছে। এ ছাড়া জগন্নাথ বাবু যে নদীয়ার কথা তুলেছেন সেখানে আমার বক্তব্য

হচ্ছে যে, আপনিও জানেন নদীয়ায় আমাদের অনেক টাকা খরচ হয়েছে এবং বায়নানামা নীতিগত ভাবে আমরা কোথায়ও বন্ধ করিনি। তবে যেহেতু ভূমি-সংস্কার আইন এসেছে সেইহেতু বায়নানামা ভাল করে চেক্ করা হয় যাতে করে দালালের হাতে পড়ে নষ্ট না হয়। তারপর অনেকে বলেন বর্দ্ধমানে দেবেন না, নদীয়ায় দেবেন না—তাহলে আপনাদের দরদ কোথায়? যা হোক্, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিকল্পনা রেখে আমারা প্রতি বছরেই স্বীকার করি যে আমাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়নি সেইজন্য আগামী বছরে আমরা এইভাবে এগুবো এবং সেই হিসেবে এবারের জন্য যে সামান্য টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা ঠিকই চাওয়া হয়েছে বলে মনে করি এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বাক্যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাকে সমর্থন করি। তবে এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা করা দরকার এবং সেই হিসেবে যে প্রতিশ্রুতি হরিদাসবাবু, অপূর্ববাবু এবং এস. ইউ. সি.-র সেক্রেটারী দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে যদি তাঁরা চলেন তাহলে ভাল হয়। অবশ্য আমাদের হতাশ হবার কারণ নেই কেননা আমরা আশাকরি সেই সহযোগিতা আপনাদের সকলের কাছ থেকে পাব।

তারপর কথা হোল আমরা যেমন দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলাম আপনারাও তেমনি গিয়েছিলেন, কাজেই যদি দোষ ত্রুটি কিছু থাকে তাহলে তা' স্খালন করা ভাল। কিন্তু তা না করে যদি কেবল অসহযোগিতার মনোভাব নিয়ে চলেন তাহলে ১৯৫৮ সালে যেভাবে আমরা প্রস্তাব পাশ করেছিলাম তাতে ভারতবর্ষের কাছে বাঙালী জাতি ছোট হয়ে যাবে। কাজেই আজ আমি আপনাদের সহযোগিতা এবং সমর্থন চাইছি এবং আহ্বান করছি যে, যাতে করে উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা দণ্ডকারণ্যে যেতে পারে তার জন্য আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একথা বলে আপনার কাছে আমার উত্তর রেখে আমি আমার আসন গ্রহণ করছি।

The Hon'ble Purabi Mukhopadyay : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার নামে এখানে যে কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। সুবোধবাবু এখানে তাঁর বক্তৃতার শেষে বলেছেন আমি যখন উদ্বাস্তু বিভাগের কর্ম্মী ছিলাম তখন নাকি ওঁর কোন কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে ক্যাবিনেটে পর্য্যন্ত তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে সুবোধবাবু ক্যাবিনেটের স্মাগল্ করা সংবাদ পেয়ে একথা বলেছেন কিনা জানিনা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার অকুণ্ঠচিত্তে এই দণ্ডকারণ্য স্কীম গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই প্রস্তাবে যাঁরা মতামত দিয়েছিলেন তারমধ্যে আমিও একজন অংশীদার। শুধু তাই নয়, দণ্ডকারণ্যের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সভা করা হয়েছিল তার বহু ক্যাম্প সভায় "দণ্ডকারণ্যে যাক্" একথা বলে আমি বক্তৃতা করেছি। কাজেই আমার সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হয়েছে তা ভুল। তারপর উনি বোধহয় দুটোর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন যে, যারা দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছেনা তাদের জন্য এখানে শিল্প স্থাপন করা হবে। তবে একথা আমি পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি এবং যতক্ষণ না এটা মিটবে ততক্ষণ বলব।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দণ্ডকারণ্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বিরোধীদলের অনেক মাননীয় সদস্য এবং হরেকৃষ্ণ কোনার মহাশয় বলেছেন এই ১৭।১৮ হাজার ক্যাম্প পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে কি সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে? আমি একথা আগেই বলেছি যে এই ১৮ হাজার পরিবারকে এখানে রাখবার স্থান নেই। আমি পুনরায় বলছি যে ক্যাম্প রিফিউজীদের যাবার পর যারা আংশিকভাবে পুনর্বাসন পেয়েছে বিশেষ করে কৃষক পরিবাররা তাদেরও যাবার সম্ভাবনা আছে এবং আমি মনে করি দণ্ডকারণ্যে কৃষিযোগ্য যেসমস্ত জমি আছে তাতে ২০।২৫ হাজার পরিবার কেন বোধ হয় ১॥ ২লক্ষ পরিবারকে পাঠাতে

পারব। কাজে কাজেই যদি এখনও এই ১৮ হাজার ক্যাম্প পরিবারকে পাঠিয়ে দিতে পারি তাহলে দরজা জানালা সমস্ত খুলে যাবে, আংশিকভাবে যারা এখানে পুনর্বসতি পেয়েছে বিশেষ করে কৃষকরা তাদেরও দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। কাজে কাজেই আমি পুনরায় অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যদের কাছে যে দণ্ডকারণ্যে যাবার পথে যেন কোনরকম প্রতিবন্ধক না হয়। অনেকে উল্লেখ করেছেন যে মহাশয়, আমরা বলেছিলাম জোর করে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবেন না— তাদের নাকি হাত পা বেঁধে মারতে মারতে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মোটেই নয়। তবে আমরা এটা জানি যারা ডোল বন্ধ করা সত্বেও কিছুতেই দণ্ডকারণ্যে যাবেনা তাঁরা হয় তাঁদের নিজেদের কল্যাণের কথা ভাবেননা নয়ত তাঁরা এখানে কোন না কোন প্রকারে রোজগার করছেন। অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন এবং আমরাও জানি যে দণ্ডকারণ্যে না গিয়ে যাঁরা এখানে থাকতে চান তাঁরা হয়ত কিছু কিছু রোজগার করছেন ; তাঁদের আমরা পাঠাতে চাইনা। তাঁরা যদি মাত্র ৬ মাসের ডোল নিয়ে এখানে থেকে যান তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই, জোর করে কাউকে পাঠাবনা। কিন্তু আমরা এখানে তাঁদের জমি, পুনর্বসতি দিতে পারবনা, তাঁদের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করতে পারবনা। আমি পুনরায় বিরোধীদলের সদস্যদের বলব এদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার ব্যাপারে সাহায্য করুন।

তারপর বায়নানামা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। অনেকে বলেছেন মহাশয়, আপনারা এত নির্মম নির্দয় যে আপনারা বায়নানামা বন্ধ করে দিয়েছেন। এটা ভুল কথা। আমি দেখেছি যে বায়নানামা ১৯৬০ সালে খুব বেশী হয়েছিল। আমার বন্ধু জগন্নাথ মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে নদীয়া জেলায় বায়নানামা করবে না। আমার বন্ধু স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন মহাশয় রক্ষা করুন, নদীয়া জেলাকে পার্টিসানের পর দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে, তারপর নদীয়া জেলায় লোক সংখ্যা বেড়ে গেছে— উদ্বাস্তু হবার পর দ্বিগুণ হয়েছে আগে ছিল ৭ লক্ষ এখন হয়েছে ১৫ লক্ষ আর নদীয়া জেলায় একটা লোককেও পাঠাবেন। তবে সেখানে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে পুনর্বাসন পেয়েছেন। কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন মহাশয়, আপনারা উদ্বাস্তুদের যে তাড়িয়ে দিচ্ছেন এর একটা গুঢ় উদ্দেশ্য আছে সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য—নির্বাচনে আপনারা জিততে চান। মাননীয় সদস্য কি জানেন না যে নদীয়া জেলায় ১০টি আসনের মধ্যে ৯টি আসন কংগ্রেস উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে ভোট পেয়ে লাভ করেছে! কাজে কাজেই উদ্বাস্তুদের আমরা সুষ্ঠুপুনর্বাসন করেছি, তাই তাঁরা আমাদের ভোট দিয়েছেন।

বায়নানামা সম্বন্ধে যেটা বলছিলাম ১৯৬০ সালে ৩৪৯৭ পরিবারকে বায়নানামায় আমরা জমি দিয়েছি, টাকা দিয়েছি। তার আগের বছর ২৪৩৫টা পরিবারকে, ১৯৫৮ সালে ৩০২২টি পরিবারকে। তাহলে সবচেয়ে বেশী দেয়া হয়েছে ১৯৬০ সালে কিন্তু সেইসব শেয়ালের এক ডাকের মত বলা হচ্ছে বায়নানামা বন্ধ করছেন। বন্ধ করেছে কোথায়, বরং বেশী করেই তো দিয়েছি। তবে একথা সত্য মাননীয়া উপমন্ত্রী মহাশয়া যেটা বল্লেন যে বায়নানামা ব্যাপারে অনেক দালাল জুটেছেন, তাঁরা এই উদ্বাস্তুদের নানাভাবে ভুল বুঝিয়ে এবং বিভ্রান্ত করে এমন সমস্ত জমি তাদের দিয়েছেন—অনেকক্ষেত্রে আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে তারা উদ্বাস্তুদের প্রতি দরদ দেখিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাদের সর্বনাশ করেছেন। আমরা সেটা চাইনা। বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য বন্ধুবর অজিৎ গাঙ্গুলী মহাশয় তিনি নানাভাবে অভিযুক্ত করলেন—বল্লেন মশাই আপনাকে ফাঁসি দেয়া উচিৎ, আপনি খুনের দায়ে দায়ী, অমুক লোক মারা গেছে, আপনি প্রতারণা করেছেন ইত্যাদি। এখানে আমি বলবো যে উল্টে তাঁদেরই ফাঁসি হওয়া উচিৎ, তাঁরাই উদ্বাস্তুদের প্রতি শত্রুতা করছেন, তাদের অকল্যাণ করছেন। আজকে যেখানে পশ্চিমবাংলায় শতকরা ৩০ ভাগ লোক ভূমিহীন কৃষক, যেখানে পশ্চিমবাংলায় কৃষকদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ লোক ভাগচাষী সেখানে তাঁরা কি আশা করেন যে এখানে উদ্বাস্তুদের

পুনর্বাসন হবে ? এই আশা করাটাই তো ভুল। আমি বলবো তাঁরা উদ্বাস্তুদের বন্ধু নন্। আমার এক বিশেষ বন্ধু বিরোধীদলের শ্রীপাঁচুগোপাল ভাদুড়ী মহাশয় বল্লেন যে আপনারা বড়লোকদের জন্য অনেক কিছু করছেন। বাঙ্গুরের নাকি জমি আছে। বন্ধুবর হয়ত জানেন না যে বাঙ্গুরের জমি ভেষ্ট করেছে, বাঙ্গুরের জমি আর নেই এবং সেগুলি ভেষ্ট করার দরুণ সামান্য কিছু কমপেনসেশান তিনি পাবেন। সকলেই জানেন যে কমপেনসেশনের পরিমাণ খুব কমে যাবে। কাজে কাজেই তিনি যা মনে করছেন সেটা ভুল। আগেকার কথা তিনি মনে করে রেখে দিয়েছেন। আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না, সময় নেই। আমি সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি এবং আমার মূল প্রস্তাবটাকে গ্রহণ করবার জন্য আবেদন করছি।

[1—1-13 p.m.]

Mr. Speaker : Division is wanted on cut motions Nos. 20, 28, 42, 58 and 117. I put all the other cut motions to vote.

The motion of Shri Mangru Bhagat that the demand of Rs. 4,61,54,0C0 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82 Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account Expenditure on Displaced Persons Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukherjee that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of

other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenve Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravarty that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was ihen put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was then put and lost,

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads: "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads: "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/ was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Majhi that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads: "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads: "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads: "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Ray that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads: "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukherjee that the demand of Rs 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads: "57-Miscellaneous Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of

other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/ was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Kumar Mullick Chowdhuri that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads: "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads: "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Govt.-Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads: "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—99

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das, Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra

Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hansda, Shri, Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'le Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Srimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—43

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh

Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarshi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 43 and the Noes 99, the motion was lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Ependiture on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—99

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Shyama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri, Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K.M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra

Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majumdar, The Hon'able Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ramlochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr Sisir Kumar
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble PrafullaChandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—44

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 44 and the Noes 99, the motion was lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads: "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—96

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Srimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.

Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—40

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shi Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basantalal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Srimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 40 and the Noes 96, the motion was lost.

The motion of Shri Haridas Mitra that the demandof Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82 Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons"be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—99

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerjee, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad

Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakrvarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhawaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Haore, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A.K.M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Alimeerza, Shri Syed
Khan, Srimati Anjali
Koley, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad, Ishaque Shri
Mukherjee, Shri Ramlochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—44

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri, Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarasbi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi. Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mitra Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray Dr. Narayan Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 44 and the Noes 99, the motion was lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 4,61,54,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads: "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced to Re. 1/-, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—98

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath

Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
M hato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Sri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—44

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath

Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 44 and the Noes 98, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 4,61,54,000 be granted for expenditure under Grant No. 42, Major Heads : "57-Miscellaneous-Expenditure on Displaced Persons-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Expenditure on Displaced Persons-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances to Displaced Persons", was then put and agreed to.

Mr Speaker : The House stands adjourned till 4 p.m. this afternoon.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 1-13 p.m. till 4 p.m. on Saturday, the 4th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

EVENING SESSION

[4—4-10 p.m.]

Non-Official Resolutions

Shri Sisir Kumar Das : Mr. Speaker, Sir, I beg to move that this Assembly urges upon the State Government to move the Third Finance Commission to provide for the allocation of divisible taxes between the Union and the States on the basis of collection and not on the basis of population as heretofore.

Sir, as you are aware, population has been more and more taken by the Finance Commissions to be the basis of allocation of divisible taxes between the Union and the States. First of all, in 1952 the first Finance Commission's recommendation was that 20 percent should be distributed on the basis of collection and the remainder 80 percent should be

distributed on the basis of population. Then the second Finance Commission had gone a step further. They recommended that it is better to abolish altogether the basis of collection and stick to the basis of population. In other words, what they wanted is that they would not give any weightage to the question as to where the tax is collected but what they adumbrated is to divide the income tax which is to be distributed among the States on the basis of population and the result has since 1935 been most horrifying so far as Bengal is concerned. I shall give you, Sir, some of the figures to show how Bengal has been affected since 1935 stage by stage. According to the Otto Niemeyer formulla Bengal was to get 20 percent, Bombay 20 percent and Madras 15 percent under the Government of India Act, 1935. Then U. P. was to get 15 percent, undivided Punjab 8 percent, Bihar 10 percent and so on and so forth.

After the partition Governor-General promulgated an order by which an **ad hoc** arrangement was made so far as the allocation of the income-tax was concerned. By that arrangement the share of West Bengal was reduced from 20 percent to 12 percent. But Bombay got one percent higher, i e. 21 percent, Madras got 3 percent more, i. e. 18 percent, Uttar Pradesh 19 percent and Bihar got 13 percent.

Then by Deshmukh award the proportion became this Madras 17·5, Bombay 21 and West Bengal 13·5 percent. It was never the collection basis. But due to clamour of West Bengal and Bombay only 20 percent was reserved and distributed on the basis of collection. Then what happened ? If you take the basis of collection to be the sole criterion then what should Uttar Pradesh get ? Uttar Pradesh should get only 4·8 percent, whereas West Bengal should get 35 percent and Bombay 39 percent. Therefore, what the Finance Commission did was not to accept the principle of collection at all. And in the last Finance Commission report, in 1957, the Commission has recommended that the principle of collection should be given a goodbye for all time to come. But as it could cause hardship at the moment they retained only 10 percent on the basis of collection to be distributed among the States. The result has been that we are now getting 11·25 percent. I think, under the Second Finance Commission it has gone down still further. It is prabably 10, something. Therefore, what should be the criterion ? I think the Second Finance Commission went on the basis that population should be the criterion because they thought that the other criterion, namely, the criterion of collection, could not be easily solved. What they are doing is this. Suppose, Tata Iron and Steel. It is situated at Jamshedpur. But its head office being at Bombay the collection of income-tax is made at Bombay, and therefore, though a certain portion of the income-tax should have gone to Bihar, as the total income-tax is collected at Bombay the benefit is derived by Bombay. Sir, the whole point is this. If you are going to distribute on the basis of population and not on the basis of collection then you are giving premium to the population. That State would get more which has a bigger population. Now, Sir, we are having family planning and we are reqired by the Government of India to limit the size of a family. But, at the same time, an opposite principle is working, namely, the more population you have in a State, the greater the share of income-tax. Therefore, there is no consistency in the policy of the Government of India—go on multiplying.

[4-10—4-20 p.m.]

Dr. Roy, our leader—The Leader of the house—knows very well that the Congress has been trying very hard so that the size of the population may be limited, and encouragement is being given in this way. What is the meaning of Article 270 of the Constitution? The State of West Bengal has all along learnt that the only meaning that can be put on Art. 270 is its attributability. That means what portion of the income-tax is attributable to a particular State—that is not very difficult to find out. If the per capita income of the population is found out then it will be very easy to find out what the State contributes and how much to the Central revenue by way of income-tax. But the Finance Commission has disposed of that argument in this way, namely, that there are no statistics whatsoever to find out per capita income of the population of each State. Therefore, Mr. Speaker, Sir, you will find in what position we are now placed. From 20 percent. the share of West Bengal has now come down to 10 per cent. and, as has been recommended by the Second Finance Commission, if the basis of collection should altogether be ignored, then we shall get still less. It will be about 7 percent., nothing more than that. Therefore, what is the real principle behind it? On what principle are they proceeding? Are they going to make the principle 'each according to his ability?' If that is the principle I can understand that. But that is not principle, The principle is not 'each according to his need' but 'each according to his ability'. You know, Mr. Speaker, Sir, that in a Socialist State the ideal to be achieved certainly is 'each according to his need' and every one will produced or contribute to the State according to his ability. That principle could not be followed even in Soviet Russia. What is the principle in Soviet Russia? In Soviet Russia, the salary is paid on the basis of 'each according to his ability' and not on the basis of 'each according to his need.' Therefore, how could this Government of India all on a sudden turn into a socialistic State on a false principle, namely, that the share of money is to be divided on the basis of population? There is a shrewd suspicion—and this suspicion is because U. P. is concerned—that if the 'collection basis' is adopted then nearly 4·5 percent. would go to the U. P. and the two States which will be benefited are Bombay and West Bengal they will be benefited by 37 percent. and 35 per cent. respectively. I do not know why that has not been accepted. Was it to please the Prime Minister or was it to please the Cabinet of India which is manned mainly by U. P. people? I think that is the cause. They want to give more to U. P. than to other States and that is why they have accepted the principle of population. Otherwise, it is very easy to find out what is the actual contribution to the income-tax derived from each State. They have stated that the Finance Commission has said that it is very difficult to attribute to a particular State how much is the amount of income-tax due to it. That is not very difficult and that can be easily ascertained.

Therefore, Sir, I move my Resolution that in order to do justice as between the States the principle, which has been given a go-by altogether, should be the sole criterion.

If the Finance Commission so desires they may find out what the per capita income of the States is and adjust it accordingly. Now, Mr. Speaker, Sir, you are also aware that the share of the States has been

increased from 55 per cent to 60 per cent. Even then Bengal has not got much advantage out of that because it is being given a niggardly treatment due to that principle being accepted by the Planning Commission. Therefore, I would request the State of West Bengal to urge with all vehemence that the principle that is to be adopted must be the principle of collection or the principle, namely, what is the percentage of income-tax paid by the people of West Bengal, by the companies situated in West Bengal and what amount is due to West Bengal on the basis of that principle.

Shri Bankim Mukherjee : Sir, I beg to move that—

(i) for the word "move" in line 2, the words "place before" be substituted.

(ii) for the words beginning with "to provide" in line 2 and ending with the words, "as heretofore" the following be substituted, namely :—

"Our viewpoint that in the matter of determination of the share of a State in the divisible income-tax pool, greater weightage should be given to the collection figures of income-tax in that particular State and that the amount of the divisible pool for income-tax of the States **vis-a-vis** the Union be higher than that at present.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শিশির বাবুর প্রস্তাব পড়লে পর একটু ভুল অর্থ হয়ে যাবে এবং তাতে খানিকটা জিনিস ভেগ্ আছে সেই কারণে আমাকে এই সংশোধনী প্রস্তাব আনতে হয়েছে। ওঁর প্রস্তাবে আছে on the basis of collection and not on the basis of population as heretofore. কিন্তু উনি নিজেও জানেন এবং বলেছেন যে দুটো বেসিস্ আছে, অর্থাৎ কলেক্সন্ বেসিস্ এবং পপুলেসন্ বেসিস্। অবশ্য কলেকসন্ বেসিস্ যে ১০% আছে সেটায় আমার আপত্তি আছে এবং ওঁর প্রস্তাব পড়লে মনে হবে এখানে যে পপুলেসন বেসিস্-এর কথা আছে সেটা একটু ভুল। তারপর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এ্যাসেম্বলী কখনও ফাইনান্স কমিশনকে মুভ করতে পারে না, উই ক্যান প্লেস বিফোর দেম। এ ছাড়া আর একটা জিনিস ওঁর প্রস্তাবে নেই এবং সেটা হচ্ছে অন্য যে সমস্ত divisible tax তার শেয়ার যেটা ষ্টেট পোর্শোন-এ ছিল ৪৫ সেটা এখন বেড়ে ৬০—৪০ হয়েছে। তবে আমি মনে করি এটা আরও বৃদ্ধি হাওয়া উচিত এবং ষ্টেটের ফেভারে এটা নেই বলেই আমাকে এই সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আসতে হয়েছে। এ ব্যাপারে আজ নয়, বহুদিন থেকেই পশ্চিম বাংলার নানা প্রকার অভিযোগ রয়েছে এবং সে সব ইতিহাসে গেলে পর যদিও অনেক সময় লাগবে কিন্তু এটা বলা যায় যে এ বিষয়ে প্রায়ই পশ্চিম বাংলার প্রতি খুব অবিচার করা হয়েছে, এবং পার্টিসনের পর এন. আর. সরকার তাঁর ১৯৫২/৫৩ সালে বাজেট স্পীচে বলেছিলেন যে কলমের এক আচরে পশ্চিম বাংলার ইনকাম ট্যাক্স ২০ ভাগ থেকে ১২ ভাগে নামান হোল এবং জুট ডিউটি ৬২% থেকে ২০%-এ নামান হোল। কাজেই কতবড় ভয়ানক রকম আর্থিক ক্ষতি পশ্চিম বাংলার হোল সেটা যেমন আমরা তখনও দেখেছি ঠিক তেমনি এখনও সেই প্রচেষ্টা দেখছি এবং মুস্কিল হচ্ছে যে, এখন পর্য্যন্ত যদিও কলেকসন্-টা বেসিস রাখা হয়েছে কিন্তু এটা হয়ত থাকবে না। কেননা সেকেণ্ড ফাইনান্স কমিসন বলেছেন, While as pointed out by our predecessors there may be a

case for weightage being given to collection in the restricted field of personal incometax, we have come to the conclusion that taking all factors into account collection should be completely abandoned in favour of population as the basis of distribution. As however we do not desire to cause a sudden break in the continuity we propose that the distribution of the states' share should be 10 p. c. on the basis of calculation and 90 p. c. on the basis of population.

[4-20—4-30 p.m.]

এবং এর ট্রেণ্ড বা এর অভিমুখ কোন দিকে সেটা আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। First Finance Commission 20 percent দিয়েছিলেন এবং 2nd Finance Commission খুব আপত্তি সত্ত্বেও সেটাকে রিডিউস করেছেন যে পপুলেশান বেসিসে ৯০ পার্সেণ্ট এবং কালেকসান বেসিসে ১০ পার্সেণ্ট; এবারকার 3rd Finance Commission এর সামনে যদি আমরা এ বিষয়ে জোরাল ভাবে আমাদের কেস না নিয়ে আসি না লড়াই করি তাহলে হয়ত কালেকসান বেসিস একেবারে উঠে যাবে এটা 2nd Finance Commission এর যা রিপোর্ট তা থেকে আশংকা করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এখন এ ব্যাপারে মোট বক্তব্যটা আমাদের কি, কেন আমরা কালেকসান বেসিস চাই এবং সে সম্বন্ধে আমরা যদি জোরাল একটা কেস না করতে পারি তাহলে কালেকসান বেসিস উঠে যাবে। সাধারণতঃ সমস্ত ভারতবর্ষের লোকই বেশীর ভাগ হচ্ছে কলকাতায় এবং বোম্বে ছাড়া প্রত্যেকটির স্বার্থ হচ্ছে পপুলেশান বেসিস কেন না ইনকাম ট্যাক্স হায়েষ্ট কালেকসান হচ্ছে কলকাতায় এবং বোম্বে। কলকাতা এবং বোম্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, স্বভাবতঃই এই দুইটি জায়গাতে হায়েষ্ট কালেকসান হয়। এই প্রসঙ্গে বোম্বে অভিযোগ করেন কিন্তু সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি বোম্বের মুখ্য মন্ত্রী এ বছর বলতে আরম্ভ করেছেন, তারা কেস তৈরি করছেন বোম্বে ষ্টেট এবার ফাইট করবেন যাতে কালেকসান বেসিস রাখা হয় কারণ, বোধ হয় গুজরাট পৃথক হয়ে যাবার পর পপুলেশান খানিকটা কমে গেছে এবং আজকে বোম্বে অন্ততঃ খানিকটা অনুভব করতে পারছেন নইলে এটা করতে পারতেন না। কাজেই সারা ভারতবর্ষ সাধারণ ভাবে ভাবছেন এটা পপুলেশান বেসিস হওয়া উচিৎ এবং এর যুক্তি আছে—সারা ভারতবর্ষে যা ইনকাম ট্যাক্স হয় তা concentrated হয় কলকাতা এবং বোম্বেতে এবং বড় বড় সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের ইনকাম ট্যাক্স সারা ভারতবর্ষের লোকজনের কাছ থেকে আহরণ করে এসে কেন্দ্রীভূত হয় এই জায়গায় এবং যখন ডিষ্ট্রিবিউট করতে হয় তখন খানিকটা এদিক থেকে হয়; যেমন শিশির দাস মহাশয় বললেন টাটার এ্যাকটিভিটি হল বিহারে কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স দেয় বোম্বেতে সেজন্য বিহার স্বাভাবিক ভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে তার উপর অন্যায় অবিচার করা হবে যদি কালেকশান বেসিসে করা হয়। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই যে যেখানে হায়েষ্ট ইনকাম ট্যাক্স উঠে সেখানে তার এ্যাডমিনিষ্ট্রেসান খরচ যথেষ্ট পরিমানে হয়। আপনা আপনি ইনকাম ট্যাক্স হয় না। কলকাতা এবং বোম্বের এ্যাডমিনিষ্ট্রেসান মেনটেন করা একটা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু গ্রাম দেশে মাথা পিছু যা administration cost একটা শহরের মাথাপিছু administration cost তার চেয়ে বহুগুণ বেশী এবং শহরের মাথা পিছু এ্যাডমিনিষ্ট্রেসান কষ্ট বা তার চেয়ে কলকতা এবং বোম্বের কেন্দ্রীভূত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল, পোর্ট, সিটির এ্যাডমিনিষ্ট্রেসান কষ্ট ঢের বেশী। সেজন্য আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যথা সম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা হোক, যথা সম্ভব ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার করে পশ্চাৎপদ দেশের দিকে এগিয়ে দেওয়া হোক। অবশ্য ভৌগলিক

সুবিধার জন্য, ন্যাচারাল রিসোর্সেসের সুবিধার জন্য কোথাও কোথাও ইণ্ডাষ্ট্রি কেন্দ্রীভূত হবে। কিন্তু যতশীঘ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেগুলিকে পশ্চাৎপদ দেশের দিকে নিয়ে যেতে পারব ততই সম্ভব হবে বিকেন্দ্রীকরন করা এবং পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে শিল্পে উন্নত করা। সে দিক থেকে গভর্ণমেণ্টের নীতি এবং দৃষ্টি থাকা উচিৎ। কিছুটা পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকারের সেই রকম কথাবার্তা শুনতে পাই যদিও সেই রকম নীতি বা পলিসি দেখতে পাই না।

কিন্তু আমি সেকথা বলছিলাম যে কোলকাতা সহরে যা ইনকাম ট্যাক্স হয় তারজন্য কি খরচটা আমাদের করতে হয়। প্রকাণ্ড ব্যবসাবাণিজ্যের একটা স্রোত্ চলেছে। তারজন্য লরী, যানবাহন প্রভৃতি চলেছে এবং তারজন্য কোলকাতা এবং আশেপাশে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এরিয়ায় সমস্ত রাস্তাঘাট যেভাবে ক্ষতবিক্ষত হয় তাতে করে কোন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বা বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয় সে ভাল বা তার পপুলেসন বেসিসে যে ইনকাম হবে তার দ্বারা মেরামত করা। একটা জিনিষ স্মরণ করিয়ে দিই গত যুদ্ধের সময় সারা ভারতবর্ষে খুব বেশী হয়ায় ব্যাকেজেস হয়নি কিন্তু এই কোলকাতা সহরে সেটা প্রচণ্ড রকমের করছিল এবং আপনাদের স্মরণ আছে এক একটা কনভয় প্রত্যেক রাত্রে চলতো ১ মাইল ½ মাইল ২ মাইল করে এবং তারজন্য কোলকাতায় রাস্তাগুলি ক্ষতবিক্ষত চুর্ণবিচুর্ই হয়ে গেছে। যুদ্ধের পর পশ্চিমবংগ সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার মিত্রশক্তির কাছ থেকে কোলকাতার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রায় বোধহয় ১০০ কোটী টাকা দাবী করতে পারতেন। সমস্ত কোলকাতা এবং আশেপাশের রাস্তাগুলি নূতন করে তৈরী করার দরকার ছিল। সেদিক থেকে আজ পর্য্যন্ত কোলকাতার রাস্তায় একবিন্দু উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। ব্যবসাবাণিজ্য যদি একটা জায়গায় কেন্দ্রিভূত হয়—তাহলে তায়জন্য য়্যাড্মিনিষ্ট্রেশন খরচ বাড়ে এবং অনেক কিছু খরচ বাড়ে। তারপর আরো যেসমস্ত ডিভিজিব্ল ট্যাক্স আছে তারমধ্যে দেখতে পাই এক্সাইজ। এক্সাইজ মাত্র ম্যাচ এবং টব্যাকো দেয়া হয়েছে কিন্তু দিনের পর দিন এক্সাইজের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং তাতে করে আয়ও বেড়ে যাচ্ছে। সেখানে মাত্র ২৫ পার্সেণ্ট দেয়া হয়েছিল। এক্সাইজ ডিউটী ধরা হয়েছিল কনজাম্পসান বেসিসে করা হবে না পপুলেসন বেসিসে। বলছিলেন কনজাম্পসনের ফিগার পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের ব্যপার কনজাম্পসনের ভিগার না পাওয়াটা। যখন ইণ্টারষ্টেট সেলস ট্যাক্স গভর্ণমেণ্টের কাছে তখন একটা কনজাম্পসন ফিগার পেতে হবে। এই সমস্ত জিনিষ ভাল যে রয়েছে আমরা মনে করি যে শুধু আমাদের এটুকু লড়লে হবেনা—আমি অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো যে এই ব্যাপারটা নিয়ে তাঁকে ফাইট করতে হবে। তিনি করছেনও খানিকটা কিন্তু তিনি একলা কেন করবেন, আমরা সমস্ত য়্যাসেম্বলীর মেম্বাররা যাতে একবাক্যে ফাইনান্স কমিশনের সামনে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে আনতে পারি এবং আমাদের কেস ভালভাবে রাখতে পারি তারজন্য তিনি কেন অগ্রণী হচ্ছেন না এটাই হচ্ছে আমাদের কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে জুট সম্বন্ধে আমাদের ঘোরতর আপত্তি সত্বেও সেটাকে কেন্দ্রকে দিয়ে দিয়েছেন। আজকে বাংলাদেশের একটা প্রচণ্ড আয় চলে গেছে জুটটাকে কেন্দ্রকে দিয়ে দেয়ার ফলে। আমরা মনে করি বাংলাদেশের জুট ট্রেড্ যদি বাংলা সরকার নিতে পারতেন তাহলে প্রচণ্ড রকমের একটা আয় জুট ট্রেড থেকে হোত এবং তাতে করে যে ফাটকাবাজারী আজকে চলেছে যারফলে চটকলের শ্রমিকরা ছাটাই হচ্ছে সেটা বন্ধ হতে পারতো এবং কৃষকরাও বাঁচতে পারতো। এদিক থেকে দেখা দরকার জুট তৈরী করতে যে স্বাস্থ্যহানী হয়, জল দূষিত হয় তার দাম কে দেবে? জুট ডিউটী সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিলেন কিন্তু জুট গ্রো করতে যে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে সেটার প্রতিকার কে করবে? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেন্দ্রিয় গভর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে সমস্ত কিছু কেন্দ্রিয় করণ করার চেষ্টা করছেন, এমন কি প্রাদেশিক ব্যাপারেও তাঁরা হস্তক্ষেপ করছেন। হেলথ্ মেডিক্যাল মেডিসিন এই সমস্ত জিনিষে দেখতে পাচ্ছি একটা

একটা করে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া হস্তক্ষেপ করছেন এবং সেখানে ফাণ্ড এ্যালটেড্ হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রিয় সরকার যেভাবে এক্সাইজ বাড়িয়ে চলেছেন, যেভাবে জনসাধারণকে দিনের পর দিন পেষণ করে চলেছেন তাতে করে কেনে রাষ্ট্রের পক্ষে নূতন কোন ট্যাক্সের কথা বল্লে পর সমস্ত লোকে বিদ্রোহ করে উঠবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[4-30—4-40 p.m.]

এই অবস্থায় কোন রাষ্ট্রের পক্ষে নূতন কোন revenue, নূতন কোন রাজস্ব বের করবার কোন পথ নাই। এইজন্য আমাদের শেয়ার বাড়াবার জন্য এখান দিয়ে চেষ্টা করতে হবে।

সর্বশেষ আমার একটা বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো তিনি আর একটা জিনিষ কেন চিন্তা করছেন না। ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি যা আছে, যেটা আমাদের ষ্টেট্ লিষ্টে আছে, যুদ্ধের সময় ইণ্ডাষ্ট্রি নিয়ে নেবে তাই একটা বাধা। ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট থেকে আইন করে গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রোল করবে, সেটা একটা বাধা। কলকাতা ও তার আশে পাশে ইণ্ডাষ্ট্রি, ট্রেডএষ্টাব্লিশমেণ্ট প্রচণ্ড রকম রয়েছে। তাদের উপর থেকে যদি কোন রকম ট্যাক্স আমরা পেতে না পারি, তাহলে কোন বড় ট্যাক্স এই Industrial Establishment and হাউসের উপর বসাতে হয়। তাহলে আমাদের কেসটা আরো জোরাল করতে পারি। এই constitution আসবার আগে যে সমস্ত রপ্তানী আমদানী হতো তার উপর Sales tax বাংলাদেশ বসায় নাই, কিন্তু মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে তা ছিল। আর এই constitution আসবার পর আমাদের আইন করবার বাধা এসে গেল। কাজেই আর তা করতে পারি নি। যেহেতু ওরা constitution এর আগে করে নিয়েছিল, তা থেকে তাদের প্রচণ্ড রকমের একটি আয় হচ্ছে। পাঁচ সাত বছর আগে আমি হিসেব করে দেখেছিলাম প্রায় ৭ কোটী টাকা বাংলাদেশে এই জন্য ক্ষতি হয়, আমরা তা পাইনা। যদি আমরা কোন প্রকারে সেই সময় লীগ গভর্ণমেণ্ট আগে থেকে করে রেখে দিতেন, তাহলে বাংলাদেশের আরো ৭ কোটী টাকা আয় বেড়ে যেত। এই প্রচণ্ড ক্ষতি compensate করবার জন্য West Bengalকে বেশী শেয়ার দেওয়া প্রয়োজন। এটা হচ্ছে আমাদের আর একটা কেস, যে বোম্বে ও মাদ্রাজ এই থেকে বড় রকম একটা revenue পান, অথচ কলকাতা পান না। আমাদের দাবী যদি আদায় না হয়, তাহলে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের fight করতে হবে। আর ঐ Industrial Estates এর উপর এমন ট্যাক্স্ বসাতে হবে যার দ্বারা এই যে মোটা loss যাচ্ছে, তা সেখান থেকে আদায় করতে পারবো। এ জন্য কোন ভয় আপনার নাই যে Industrial Estates এখান থেকে উঠে চলে যাবে। তার কারণ হচ্ছে যে কথা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেছেন যে, যে কারণে অন্য জায়গা শিল্পোন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাতে অনেক খরচ বেড়ে যায় cost of production বেড়ে যায়। Trade houses or Industrial houses এর পক্ষে ইচ্ছা করলেই কয়েক হাজার ও লক্ষ টাকা ট্যাক্স্ দেবার ভয়ে কলকাতা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নাই। এইটুকু চিন্তা করে এই সব দিক থেকে তিনি চেষ্টা করুন। আমি appeal করবো এই ব্যাপারে এতবড় গুরুতর ব্যাপারে সে সম্ভাবনা নাই। third finance commission এর basis জোরাল হতে পারে যদি সর্বদল মিলে এর collection এর জন্য finance commission ও Central Governmentএর কাছে দাবী করি, এটা নিয়ে fight করি। এই নিয়ে উদ্যোগী হই। আমরা যে সমস্ত losses এযাবৎ করেছি, তা আদায় করবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এই পলিসি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বীকার করা উচিত আমাদের case stronger. কেন্দ্রী করণ শিল্পে ব্যবসা বাণিজ্যে কোথাও হয়নি বিকেন্দ্রী করণই হয়েছে, বড় বড় শিল্পে হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্থানে বড় শিল্প করেছে, project করেছে, সমগ্র পঞ্জাবে ও

রাজস্থানে প্রচণ্ড উন্নতি হবার সম্ভাবনা সেই রকম project কি আমরা বেশী রকম পাচ্ছি? আমাদের বাঁচবার যে life line ফারাক্কা ব্যারেজ, আমরা কি নিশ্চয়ই তা পাচ্ছি—central poject যাতে বাংলাদেশের চরম উন্নতি হতে পারে? সেই জন্য আমি মনে করি পশ্চিম বাংলার case অত্যন্ত জোরাল। সর্বদল মিলিত ভাবে চেষ্টা করলে আমরা আমাদের দাবী আদায় করতে পারবো, যদি Finance Commission ও Central Governmentকে ঠিকমত move করতে পারি।

Shri Hemanta Kumar Basu : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, Income tax এবং অন্যান্য tax যা ceutre collection করে এবং যেগুলি বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশ থেকে সংগৃহীত হয় বিশেষত বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত হয় তার ন্যায্য পাওনা অংশ আমরা পাচ্ছিনা এই হল আমাদের অভিযোগ। বাস্তবিক partitionএর ফলে বাংলাদেশ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে, অর্থনৈতিক জীবন যে ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে, তাতে বাংলাদেশকে যদি পুনর্গঠন করতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের যে প্রাপ্য অংশ তা নিশ্চয়ই দাবী করবো এবং জোরের সঙ্গে জোর গলায় তা দাবী করছি। সেদিক থেকে আজকে শিশিরবাবুযে প্রস্তাব করেছেন এবং বঙ্কিমবাবু যে সংশোধনী নিয়ে এসেছেন তা পুরোপুরি সমর্থন করছি। 1st, 2nd এবং 3rd Finance Commission কিভাবে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করবে তাতে সন্দেহ আছে এবং 1st Finance Commission যে recommendation করেছিল দ্বিতীয় Finance Commission তার চেরা collection এর ভাগ আরও কমিয়ে দিয়েছে, আর তৃতীয় Finance Commission হয়ত সবটাই তুলে দেবে তাতে করে আমাদের যতটা অধিকার, যতটা ন্যায্য পাওনা তা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং সেদিক থেকে বিবেচনা করে আজকে আমরা জোরগলায় এই এসেম্বলী থেকে সর্বসম্মতি ক্রমে মুখ্য মন্ত্রীকে নেতা হিসাবে নিয়ে নিশ্চয়ই Finance Commission এর কাছে দাবী করবো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই যে অংশ এটা কি Population Basisএ হবে না Collection Basisএ হবে। আমি মনে করি Collection Basisএ নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। সেদিক থেকে আমি প্রথমেই বলেছি যে পশ্চিমবঙ্গ বিভক্ত হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবন যে ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে তাতে বাংলা, বাংলা Finance Commission এর কাছে জোর করে দাবী তুলতে পারে। সে অংশ পেলে আজকে বাস্তবিকই আমরা Industry গড়ে তুলতে পারবো বাজেটে যে ঘাটতি আছে তাও পুরণ হবে। আমাদের প্রাপ্য অংশ কেন আমরা পাব না? কাজেই দাবী জরালো দাবী উত্থাপিত করার পন্থা চিন্তা করতে হবে। আজকে Collection Basis যদি Income tax ভাগ করে না দেওয়া হয় তাহলে পর আজকে শাসন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবনা—বাংলা দেশ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই এসমস্ত বিবেচনা করে Collection এবং Population Basis এ দুটোর সামঞ্জস্য রেখে আমাদের দাবী উপস্থিত করতে হবে। 20% collection ছিল, সেটা কমিয়ে 10% করে দেওয়া হল, আজকে 20% থাকলেও আমাদের চাহিদা মিটবেনা কাজেই আজ আমাদের সকলে মিলে একসঙ্গে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে Finance Commissionএর কাছে দাবী রাখতে হবে এবং সে দাবী আদায় করতে হবে এটা আমাদের জীবন মরণ সমস্যা। এ বিষয়ে আমি মনে করি দেশের সমস্ত মানুষ একমত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি এ সম্বন্ধে একথা বলবো মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় অনেক সময় এক সঙ্গে প্রস্তাব পাশ করেন কিন্তু কার্য্যকরী করার পক্ষে নেতৃত্ব দিতে দুর্বলতা দেখান। আমি অন্ততঃ আশা করি এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করে তা কার্য্যকরী করার নেতৃত্ব দিতে দুর্বলতা দেখাবেন না এবং নিশ্চয়ই তিনি Finance Commissionএর কাছে জোরের সঙ্গে এটা উপস্থিত করবেন।

[4-40—4-50 p.m.]

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে সংশোধনী প্রস্তাব বঙ্কিমবাবু এনেছেন এবং গত কালও সেটা এনেছিলেন। কিন্তু গত কালের সংশোধনী প্রস্তাবে শক্ত শব্দ ছিল ; আজকের সংশোধনী প্রস্তাব নরম তাতে মনে হয় এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এটা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। এবং এইজন্য আমি খুশী হচ্ছি যে বাংলাদেশের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করবার সুপারিশ Niemeyer Awardএ করেছে সেটা স্বীকার করে নিলেও, ডাঃ রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন তখন তাঁর অধীনে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীনলিনী সরকার যে mischief করেছিলেন, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য যদি তিনি এই দাবী আজকে জোরের সঙ্গে করেন তাহলে আমরা খুবই সুখী হব। Sir, population basisএ যদি আমাদের টাকা divisible poolএ দেবার প্রস্তাব হয়ে থাকে এবং কার্য্যকরী হয়ে থাকে তাহলে সেটা বাস্তবিকই অন্যায় এবং অবিচার। কারণ বাংলাদেশে যে population কমেছে সেজন্য দায়ী বাংলা দেশ নয়, বাংলা সরকার নয়, বাংলাদেশের জনসাধারণ নয়, সেজন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলাদেশকে আজকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, ⅔ অংশ চলে গিয়েছে, সেইজন্য population কমে গিয়েছে এবং এরজন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যাতে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ে তারজন্য দাবী করেছিলাম মানভূম, ধলভূম, ও সিংভূম কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা আমাদের দেয়নি। সুতরাং population যদি কম হয়ে থাকে তাহলে সেজন্য দায়ী আমরা নই, সেজন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। সেদিক থেকে বাংলাদেশের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবিচার কেন্দ্রীয় সরকার করছে তার কারণ হল—সে কারণটা সকলেই জানেন, কেন্দ্রীয় সরকারও জানে—বাংলাদেশ এবং কলকাতা আজকে বামপন্থী মতবাদের দিকে ঝুঁকেছে এবং leftish state যেগুলি ভারতবর্ষের মানচিত্রে আছে বাংলাদেশ তারমধ্যে একটা। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার সবসময়ে তাদের controlএ রাখতে চায় সেইজন্য আজকে যে টাকা আমাদের পাওয়া দরকার তা দেওয়া হচ্ছে না। এখানে যদিও একটা সর্ব্ববাদীসম্মত প্রস্তাব সংশোধীত আকারে গ্রহণ করা হচ্ছে তবুও আমাদের আশংকা থেকে যাচ্ছে। কারণ, যেকথা হেমন্তবাবুও বলেছেন, আমাদের এখানে বহু প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করেছি, মুখ্যমন্ত্রীকে accommcdate করবার জন্য, কংগ্রেসকে accommodate করবার জন্য, অনেক সময় আমাদের অনেক প্রস্তাবের অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে গ্রহণ করেছি যেমন বেরুবাড়ীর প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার জন্য কেন্দ্রের উপর যে চাপ দেওয়া প্রয়োজন সেই চাপ দেবার জন্য আমরা কংগ্রেস পক্ষকে accommodate করে সর্ব্ববাদীসম্মত প্রস্তাব পাশ করলেও তা কার্য্যকরী করা হয়নি। বাংলাদেশে বাঙ্গালী ছেলে, Sons of the soil, তাদের চাকরীর জন্য আমরা প্রস্তাব এনেছিলাম, যে প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যেভাবে সংশোধন করে দিয়েছিলেন, সেইভাবে আমরা গ্রহণ করেছিলাম কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী রূপ দেওয়া হয়নি।

সুতরাং বঙ্কিমবাবু যে কথা বলেছেন এই বিধান সভা থেকে সবদলের প্রতিনিধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চলুন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, সেখানে গিয়ে বাংলাদেশের বিধান সভায় সর্ববাদীসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, এবং দলমতনির্বিশেষে যে প্রস্তাব গ্রহণ করবে, সেই কথা জোরের সংগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করুন, তদন্ত কমিশনের কাছে রাখুন। কিন্তু এরপর যদি কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই প্রস্তাব অনুসারে আমরা যে দাবী করছি তা না মানেন তাহলে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব, তিনি সাহস করে এগিয়ে আসুন, এবং বাংলাদেশে একটা sanction তৈরী করুন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয় আমাদের এই দাবী মানতে। এই যে সংশোধনী প্রস্তাব বঙ্কিমবাবু

এনেছেন তার সাথে শিশিরবাবুর প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি এবং আশা করব এটা সর্ববাদীসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হবে।

The Hon'ble Bidhan Chandra Roy : Sir, I have listened carefully all the arguments of Shri Sisir Das which he has put forward in moving his resolution. I have also gone through the amendment that has been moved by Shri Bankim Mukherjee. I would suggest to Shri Bankim Mukherjee, if I may, that the word "our" as it appears in the resolution "urges upon the State Government to place before the Third Finance Commission 'our' view point" will not be suitable. It would be better perhaps if you say "urges upon the State Government to place before the Third Finance Commission the view point of the Assembly". However, it is verbal thing.

My friends have said all that could be said with regard to the proposal that is now being discussed by the House. I will draw the attention of the members to Articles 268 and 269 before I come to Article 270. There you will find that in such stamp duties and such duties of excise on medicinal and toilet preparation as also in such matters as succession to properties etc., the Constitution says that the net proceeds in any financial year of any such duty or tax, except in so far as those proceeds represent proceeds attributable to the Union territory, shall not form part of the Consolidated Fund of India but shall be assigned to the States within which that duty or tax is leviable in that year. Obviously with regard to some of the taxes the Constitution has prescribed a formula which fits in with our approach which are discussing today. But when we come to Article 270, there is a difference. Here also I draw the attention of the House that the collection that is made on income other than agricultural income shall not form part of the Consolidated Fund of India. That is the most important part. The Constitution says, the money that is realised on income other than agricultural income by the Government of India, a portion of it which is prescribed, will be paid to the State. It will not form part of the Consolidated Fund of the Government of India, i. e., as I have said, we have a right to that portion of the income. Whatever that portion is, is a different matter, but it does not come out of the Consolidated Fund of the Government of India. So, we are not waiting for favour from the Government of India for giving us that portion. That is our right under the Constitution. That is the first point I want to draw your attention to. I am sure, my friends must have noticed that.

[4-50—5 p.m.]

Therefore the point is that according to the Constitution, the taxes on income other than agricultural incom shall be levied by the Government of India in the manner provided in clause (2) of Art. 270 and that manner is what we are discussing at the present moment. But what I am saying is that we are only asking the Government of India or the Finance Commission to give us what is our due. Whether you give more to the U. P. or to Bombay or more to Madras, that is a different matter. But once your having decided what portion should go to the Centre-whether it is 60 : 40 or whether it is 50 : 50, that is again a different matter and that is to be recommended by the Finance Commission—I say that the

portion that is given to the States is what the State have a right to demand. That is my first point. Therefore we made the following submission before the First Finance Commission, namely, that the Finance Commission has, first of all, to determine, as has been mentioned in the Article, the amount of proceeds attributable to Part 'C' States. Now, Sir, I want to place this matter also before the House. You are prescribing in the Constitution one method of finding out what is the amount of taxes levied which can be attributed to Part 'C' States, now called 'the Union Territories.' At the time when we placed the matter before the Finance Commission they were called Part 'C' States. My first submission, therefore, is that it is no use your escaping the duty of finding out what is the amount of taxes attributable to a particular area. The Constitution imposes upon the Finance Commission the duty of finding out what that amount is. The second step, we said, is to determine the percentage to be prescribed under Art. 270 of the Constitution. As I said just now, after this percentage has been determined the amount that is to go to the States is the States' property. The task of the Commission was merely to return the sum to the States from which the taxes have been raised. We said that the Commission is, therefore, to determine the proceeds attributable to each State composing a group in the same manner in which the proceeds attributable to Part 'C' States have been determined. I am telling you that none of the Finance Commissions has yet determined the amount attributable to Part 'C' States i.e., the Union Territories, because they consider the particular amount under Article 270(3) as deemed to have been attributable to Part 'C' State i. e., the Union Territories—that is neither here nor there. The proceeds thus will ensure that the Part 'A' States, as we said, as a group as also individually, will divide the proceeds of incomn-tax with the Centre in the prescribed ratio and Art. 270 will be used only for a legitimate purpose, namely, for transferring money but not for the purpose of taking money from one State and giving it the other.

The next question that we discussed with the Finance Commission was how to determine the collection figure. We suggested that we take all the collections that have been made in a particular State. We might adjust such payment as might have been made by an assessee in a particular State into the treasury of another State—that may be adjusted. But it is not difficult to find out the amount that is collected in a particular State. The First Finance Commission said that 'the elements, which in our opinion should enter in the appropriate scheme of distribution of income-tax, thus are: (1) general measure of needs furnished by the population ; and (2) contribution.'

In our discussion they wanted to tell us, they did tell us that they are going more on the basis of population because of the general need of the people of that State which has got more population than the other. It will be perfectly justifiable, the First Finance Commission said, in our view to give a moderate weightage to the factor of contribution. It is per tinent to bear in mind the fact that there is all over the country a core of income which could be treated as of local origin. Having regard to an essential postulate, they said, of the definiteness of the factors, the figures of collection furnished is the only index available in respect of

contribution though they are inadequate. They said that taking a broad view 20 per cent of the State's share of the divisible pool would be distributed among the States on the basis of collection and 80 per cent on the basis of population. Our share was 11·25 as has been mentioned by Shri Sisir Das. The Second Finance Commission altered the position to our disadvantage. They said that while, as pointed out by our predecessors, there may be a case for weightage being given to collection in the restricted field of personal income tax, we have come to the conclusion that taking all factors into account, collection should be completely abandoned in favour of population as the basis of distribution. In the year 1959 the Government of India has passed the Finance Act by which they are now treating the tax paid by companies as Corporation tax which means this that whatever income-tax is now collected is according to the wording or language of the Second Finance Commission 'collection in the restricted field of personal income-tax'. In olden days of the total collection of income-tax a large portion used to go from the Companies. According to the Finance Act of 1959 they have now reduced the income-tax to a personal tax. Therefore, this objection of the Second Finance Commission no longer holds good. It is possible now to determine the amount of money which an individual pays in a particular State. Of course the Government of India when they passed the Finance Act had made some allocation to meet the deficit. But my proposition is that whatever income now arises is of local origin and its attributability cannot be of any doubt. The case for allocation of net proceeds of income-tax on the basis of collection is, therefore, very much stronger after the passing of the Finance Act than it was before. As a result of the amendments made to companies' taxation there is a strong case also for increasing the percentage of income-tax which will come to the divisible pool.

[5—5-10 p.m.]

Sir, I have got here last five years' total amount of money that used to be collected from income tax year to year in which I have got one column for income tax and the other for corporation tax. If you take the year 1959-60 you will find the personal tax which I call income tax was Rs. 137 crores and the corporation tax Rs. 116 crores. In 1960-61, the personal tax has come down from Rs. 137 crores to 105 crores and the corporation tax was 135 crores. Which means that corporation tax will get into the Consolidated Fund of India. The income tax remains outside the Consolidated Fund of India. Therefore, the time has come when we shall put it as strongly as possible before the Finance Commission that -(1) the divisible pool between the Union and the States should be much higher because the total amount which now goes to the Consolidated Fund, after the new amendment of the Finance Act, will be very large. In fact, it will become nearly 60 p.c. of the total tax. Therefore, whatever tax be levied should be wholly given to the states and the amount should depend not merely on population but upon collection. I have made a rough calculation and I find—as Shri Sisir Das has also said—that our share is going lower and lower—from 20 p. c. it came down to 12 p. c. and went up to 13.5 p. c and then came down to 11.25 and now it is 10.08 p.c. The peculiarity is that if you take the collection as the basis Bombay raise, the highest 93 crores—I am taking total amount both income tax and personal tax—and West Bengal raises, 78 crores. But M. P. or U.P. raise, only 7 crores and yet they get 16.36 of the divisible taxes. I do not say that U. P. should not be given that, but I would say that this

is putting premium on inactivity. If an area which does not contribute to the collection of income tax and if it is given share on the basis of population, there is no incentive for the people of that area to increase their total tax. Now, if you take the total collection of income tax for 1960-61—as far as I could gather—it was 105 crores and the corporation tax 135 crores. Of the 105 crores, U. P. only has 4·9 or 5 crores, Bombay has got 40 crores, Bengal 22 crores. Therefore this matter should have the unanimous approval of the House particularly in view of the fact that Shri Bankim Mukherjee has said that if necessary the Constitution should be changed. Now that the Finance Act has come and you have divided up the corporation tax from individual income tax, you should place the whole matter on the same basis namely, that the amount of income-tax which is collected should be payable to the States and the amount that should be paid to each State out of the divisible pool should be based upon the amount of money collected in each State. Again I say that I do not want to be parochial in this matter. I do not say that backward places should not get any help. If 100 happens to be the divisible pool, you may leave apart 20% of it for the States that are backward, but the remaining 80% should be divided among the other States according to the amount collected in each State. Sir, it is not very difficult, as I am told, to ascertain the amount of collection made in a particular State. What the last two Finance Commissions said was—I think it was referred to by Mr. Sisir Kumar Das also—that although the collection has been made, say, in Bombay, the collection is not attributable to Bombay because the collection has been made out of the resources which were collected in different parts of the country. Therefore, if you want to give some concession to this point of view, it is important that after deducting 20% or 30% of the total divisible pool which will be given to the States which are backward, the remainder should go to the remaining States and this should be distributed according to the amount of attributability of a particular State.

Sir, with these words, I fully endorse the resolution of Mr. Sisir Kumar Das, as amended by Mr. Bankim Mukherjee and with the little verbal alteration that I have suggested. I hope it will be passed unanimously. If the members are desirous of pursuing this matter, I would suggest that, after a little while when we are more or less ready with our figures and proposals to be placed before the Finance Commission, we sit together with some members of the opposition side who think about these things and discuss our points of view and emphasize certain points because I am perfectly certain that the Finance Commission would be impressed if a proposition goes to them not merely from the Government but from the Government, backed by the Assembly.

Sir, with these words, I support the resolution.

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁর বক্তব্য রাখার পর এ বিষয়ে আর কিছু বলার মত স্থান আমাদের আছে বা আমার আছে বলে মনে করি না। খালি একটা কথা আমি এখানে তুলে ধরে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে Transfer of revenue resources

from the Union to the Statesএর হিসাবে দেখতে পাব এটাকে দু'টো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—এক ভাগ হচ্ছে Statutory revaluation আর একটা হচ্ছে Other transfer of the revenue in the discretion of the Union Government। ১৯৫১-৫২ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে প্রথমটার খাতে 55·41 crores, ১৯৫২-৫৩ সালে হচ্ছে 82·14 crores এইভাবে যেতে যেতে revised budget ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্য্যন্ত গিয়ে আমরা দেখি 157·40 crores এটা হচ্ছে Statutory revaluation। Other transfer of the revenue in the discretion of the Union Government যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব ২৯·৭১ হচ্ছে ১৯৫১-৫২ সালে, ১৯৫২-৫৩ সালে হচ্ছে ৩১·২৬ ক্রোর্স এইভাবে ১৯৫৮-৫৯ সালে গিয়ে আমরা দেখি ৯৮·৯৭ ক্রোর্স এবং রিভাইজ্‌ড বাজেটে গিয়ে দেখব ১০৬·৬৯ ক্রোর্স। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মনে করি এর মধ্যে আমরা একটা অত্যন্ত বিপদের সূচনা দেখতে পাচ্ছি। সেই বিপদের সূচনা হচ্ছে এই যে ১৯৫১-৫২ সালে statutory revaluation খাতে যেখানে ৫৫·৪১ ক্রোর্স ছিল সেখানে other transfer of the revenue এ দেখছি ২৯·৭১ ক্রোর্স এবং সেটা বাড়তে বাড়তে গিয়ে ১৯৫৮-৫৯ সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১০৬·৬৯ ক্রোর্স। আমি এখানে বলতে চাই যে এই খাতে যে টাকা দিনের পরদিন বেড়ে যাচ্ছে তা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ যেন Ministry, Government of India discretionary fund এর মত হয়ে গেছে। এর কোন বেসিস নেই যে বেসিসে আজকে টাকা বিভিন্ন ষ্টেটকে দেওয়া হবে।

[5-10—5-20 p.m.]

আজ যদি ২৯·৭১ ক্রোড়স থেকে বাড়তে বাড়তে ১০৬·৬৯ ক্রোড়সে গিয়ে পৌছায় ১৯৫৮-৫৯এ তার পরের হিসাব আমরা পাচ্ছি না—তাহলে আমরা সেখানে দেখবো জাষ্ট অন পলিটিক্যাল প্রেসার আজকে টাকা ডিষ্ট্রিবিউট করা হচ্ছে—। আজকে যদি প্রত্যেক ষ্টেট তাদের চাহিদা অনুযায়ী টাকা পায় তাহলে সেখানে তাঁরা সেই ষ্টেটের ন্যায্য পাওনাকে উপেক্ষা করতে পারতেন না। যদি পপুলেশন কে তাঁরা একমাত্র ক্রাইটেরিয়া ভেবে নিয়ে মোট টাকা এভাবে বিলি করেন তাহলে আমারা নিজেরা মনে করি সেটা অন্যায়। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এখানে নূতন কথা একটাও বলতে পারি না কিন্তু ডাঃ রায় যা বলে গেছেন তার পুনরাবৃত্তি করে আমি জানাচ্ছি যে আজ আমাদের এখানে যে সেণ্ট্রাল রেভিনিউ পাচ্ছি, যে অনুপাতে টাকা তারা এনে দিচ্ছেন সেটা আমাদের এখানে ল য়্যাণ্ড অর্ডার মেণ্টেন করতে, পুলিশ মেণ্টেন করতে, আদায় য়্যামিনিটিজ মেনটেন করার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত। যেখানে বড় ইণ্ডাষ্ট্রী গ্রো করে উঠে সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রী গ্রো করার সংগে সংগে অন্যান্য য়্যামিনিটিজ অনেক দিতে হয়। এরজন্য ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব অনেক বেশী, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের য়্যাসিষ্টান্স সেখানে কেহই যাবে না। এখানে দুর্গাপুরের কথা তুল্লে অপ্রাসংগিক কিছু হবে না—দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে যে ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে উঠছে তার থেকে যদি প্রাদেশিক সরকারের আয়ের হিসাব আমরা দেখি তাহলে দেখবো আয় বাড়ার ক্ষেত্র কিছু নেই, প্রাদেশিক সরকার সেখানে কিছু নূতন ট্যাক্স করে আয় বাড়াতে পারছেন না কিন্তু সেখানে য়্যামিনিটিজ দিতে হবে। ধরুন যেখানে ৫ হাজার লোকের বসতি ছিল বা একটা ইউনিয়নে যেখানে ১৩ হাজার লোকের বসতি ছিল সেখানে সবশুদ্ধ মিলে ২৫ হাজার লোকের বসতি হবে—ট্রাফিক যা ছিল তা ১ শো গুণ বেড়ে যাচ্ছে, ক্রাইম পজিসন যা ছিল তা বেড়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন সুখ সুবিধা যা ছিল তা বাড়তে আরম্ভ করেছে। দেশের

প্রয়োজন মেটাবার জন্য যদি আয় না পান এবং সমস্ত ব্যয় যদি তাদের সোর্স থেকে করতে হয় তাহলে সেগুলি করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া আমি যে হিসাব দেখালাম এর থেকে দেখা যাচ্ছে সেণ্ট্রাল ফাণ্ড তারা শুধু এডুকেশন বেসিসে ডিষ্ট্রিবিউট করছেন না, ডিসক্রিসানারী বেসিসেও ডিষ্ট্রিবিউট করছেন যেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে আমি মনে করি। কাজেই যে প্রস্তাব এখানে এসেছে সেই প্রস্তাবকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি এবং আমরা চাই পশ্চিমবংগের দাবীকে স্বীকার করা হোক্। তা না হলে পশ্চিমবংগের বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

Shri Sisir Kumar Das : Mr. Speaker, Sir, I accept the amendment of Shri Bankim Mukherjee and the verbal amendment of Dr. Bidhan Chandra Roy.

In conclusion, I would like to say a few words and the time at my disposal being very short, I will speak as briefly as possible. Sir, the Finance Commission have not consider the point, viz. that due to industrialisation, the cost of living has increased very much. If you compare the cost of living index with U. P. and other places, you will find that people there can get better foodstaff with the same amount of income, because the cost of living index is certainly much lower. That is a point which should be taken into consideration. Due to concentration of people at one place and due to want of foodstaff in Bengal and due to want of other foodstuff, viz. rice, meat and milk which are very highly priced, people do not get sufficient nouiishment and in order to obtain sufficient nourishment, people have to spend much more, and it is the headache of the State of West Bengal to make provision for such people to find out how they will be fed. But these things have never been considered by the Finance Commission and, therefore, I would suggest that these things also should be incorporated in any statement that may be sent to the Finance Commission.

With these words, Sir, I commend my motion, as amended, to the acceptance of the House.

Mr. Speaker : There is a motion of Shri Sisir Kumar Das and there is an amendment of Shri Bankim Mukherjee. Now I put the amendment of Shri Bankim Mukherjee as verbally altered by the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy.

The motion of Shri Bankim Mukherjee, as verbally ameded by the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy, that (in the non-official Resolution No. 1 of Shri Sisir Kumar Das)—

(i) for the word "move" in line 2, the words "place before" be substituted.

(ii) for the words beginning with "to provide" in line 2 and ending with the words, "as heretofore" the following be substituted,

namely :—

"the viewpoint of this Assembly that in the matter of determination of the share of a State in the divisible income-tax pool, greater weightage should be given to the collection figures of income-tax in that particular State and that the amount of the divisible pool for income tax of the State **vis-a-vis** the Union be higher than that at present."

was then put and agreed to.

Mr. Speaker : I now put the main resolution as amended,

The motion of Shri Sisir Kumar Das, as amended, namely—that this Assembly urges upon the State Government to place before the Third Finance Commission the viewpoint of this Assembly that in the matter of determination of the share of a State in the divisible incom-tax pool, greater weightage should be given to the collection figures of income-tax in that particular State and that the amount of the divisible pool for income tax of the State vis-a-vis the Union be higher than that at present, was then put and agreed to.

Mr. Speaker : The resolution is passed unanimously.

We now pass on to the next Resolution.

Shri Jyoti Basu : Sir, I beg to move that—Whereas there are 22,000 refugee families from East Pakistan who are still now in camps of West Bengal awaiting rehabilitation and their rehabilitation is being delayed by imposition of various restrictions by the West Bengal Government in their way of rehabilitation in this State ;

Whereas a large number of families who have been thrown out of camps without being rehabilitated thus lowering down the figures of camp population who are in urgent need of rehabilitation ;

Whereas steps have not yet been taken for providing economic rehabilitation to the partially rehabilitated families who are in acute distress ;

Whereas the bulk of the problem of regularisation of squatters' colonies and the problem of large number of squatters in private houses are still lying not only unresolved, but most of them are facing eviction through realisation of compensation under orders from Court ;

Whereas the problem of several other sections of refugees still remains unresolved ;

Whereas many of the refugees sent for rehabilitation in other States have not found proper rehabilitation ;

Whereas from all these it will appear that bulk of the problem of rehabilitation still remains unresolved and no assessment of the magnitude of the problem has yet been made ;

This Assembly expresses its deep concern at the decision of closing the Rehabilitation Ministry and Rehabilitation Departments in States within 12 to 15 months as set out in a statement issued from the Prime Minister's Secretariat in July last and closure of Rehabilitation Departments in Orissa, Tripura, etc., by this time. This Assembly considers such a step to be premature which only betrays a serious underestimation of the problem of rehabilitation that is still now unresolved and fraught with grave consequences. Such a step, if implemented, will ultimately throw the burden of rehabilitation of refugees of this State and others who may come back from other States due to improper rehabilitation on the strained resources of this problem-ridden State ;

This Assembly is, therefore, of the opinion that the State Government should move the Central Government so that the Ministry of Rehabilitation should continue for a further period till the displaced persons in different States find proper rehabilitation. This Assembly also resolves that the West Bengal Government should (a) withdraw all restrictions in the way of rehabilitation of camp refugees through biananama, change of category, etc., and implement the proposed schemes in West Bengal, (b) arrange for rehabilitation of families who have been thrown out of camps through screening and such other steps, (c) expedite steps for providing gainful occupation of the partially rehabilitated families, (d) expedite work of regularisation of squatters' colonies and rehabilitation of squatters in private houses and withhold all cases for realisation of compensation, etc., (e) make an assessment of the problems of rehabilitation that are still unresolved, (f) impress upon the Union Government to see that the refugees sent for rehabilitation in other States are properly rehabilitated in order to prevent their desertion to West Bengal.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আমার নাম দিয়ে শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাবটা এখানে রাখছি। ওটা বড় প্রস্তাব বলে আর পড়ছি না।

এবিষয়ে আজকে সকালবেলায় এই বাস্তুহারাদের বিষয়ে অনেক আলোচনা এখানে হয়ে গেছে এবং সরকারপক্ষের মনোভাব আমরা কিছুটা তা থেকে বুঝতে পেরেছি। আমি যখন মাননীয় প্রফুল্ল সেনের বক্তৃতা শুনছিলাম, তখন কতকগুলি জিনিষ লিখে নিচ্ছিলাম। আর সেখানে দেখলাম উনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রথমে অনেকগুলি ফিরিস্তি দিয়ে গেলেন যে কেন্দ্রের কাছে কি কি স্কীমে, কি কি ব্যাপারে, কি কি বিষয়ের উপরে আমরা টাকা চেয়েছি। তিনি বললেন—আমি যতটা শুনতে পেলাম ১৪ কোটী টাকার স্কীম দেওয়া হবে, তারপরে বললেন ৩৪ কোটী টাকার স্কীম দেওয়া হবে; তারপরে বললেন, ৩ কোটী টাকার আর একটা স্কীম দেওয়া হবে, আবার বললেন ৫ কোটী টাকার স্কীম দেওয়া হবে। তারপর তিনি বললেন - যে জবরদখল কলোনীর জন্য ৬ কোটী আর কয়েক লক্ষ টাকা কেন্দ্রের কাছে চাওয়া হয়েছে। তারমধ্যে ২ কোটী টাকা কেন্দ্র দেবে বলে বলেছেন। আর সরকারী যে কলোনী আছে তাতেও ৬ কোটী টাকা তাঁরা চেয়েছেন। এবং কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগতভাবে রাজী হয়েছেন যে দেওয়া উচিত। কত কি দেবেন তা এখনো জানান নাই।

শিক্ষার ব্যাপারে ৫ বছরের জন্য ১১ কোটী টাকা চাওয়া হয়েছে; চেষ্ট ক্লিনিকের জন্য ৩ কোটী টাকা, সাধারণ বেডে ৫ বছরের জন্য কয়েক কোটী টাকা recurring expenditure হিসেবে চাওয়া হয়েছে। এখানে যাঁরা আংশিকভাবে পুনর্বাসন পেয়েছে বিশেষতঃ যারা চাষী uneconomic holdingএর মালিক—তাদের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। Deep Tubewellএর জন্যও টাকা চাওয়া হয়েছে। তারপর শিল্পের জন্যও টাকা চাওয়া হয়েছে; গ্রামে এবং সহরে ছোট ছোট ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। এইভাবে সব যোগ দিয়ে দেখলাম—প্রায় ৭০ কোটি টাকার উপর।

(The Hon'ble P. C. Sen : না, ৫০ কোটী টাকা।)

যাই হোক ৫০ কোটী চাওয়া হয়েছে—বিভিন্ন খাতে। এখন আমার যে প্রস্তাব এ থেকে বুঝবেন কত জরুরী এটা যে ৫০ কোটী টাকা চাওয়া হয়েছে। তাহলেও কেন্দ্রের কাছে টাকা চাওয়া মানে যেখানে এই টাকা বাস্তুহারাদের জন্য আলাদা করে খরচ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এটা কোন General বাজেটের মধ্যে আসতে পারে না।

[5-20—5-30 p.m.]

এটা General কোন বাজেটের মধ্যে আসতে পারে না এবং আপনার বোধ হয় মনে আছে, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যখন বক্তৃতা দেন তখন তিনি বলেছিলেন যে টাকা আমরা কেন্দ্র থেকে পাব, অথবা আমরা যে টাকা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচ করবো সেই টাকার উপর টাকা কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগতভাবে দিতে রাজী হয়েছেন, বাস্তুহারাদের ব্যাপারে টাকা দেবার জন্য নীতিগতভাবে তারা রাজী হয়েছেন তবে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে—এগুলি আপনারা State Budgetএর ভিতর দিয়ে করুন, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন তোমাদের agent হয়ে করবো কিন্তু নীতিগতভাবে খরচ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আমাদের এখান থেকে যেটা জরুরী প্রস্তাব এনেছি সেটা হল প্রথম থেকেই আমরা বলছি যে এই বাস্তুহারা Dept. উঠিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কেন্দ্রের যে Dept. আছে তাতে তারা ঠিক করেছেন যে তারা তা তুলে দেবেন, এ সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছেন। এখন বাস্তুহারা Dept. যদি তারা তুলে দেন এবং তারপর বাস্তুহারাদের বলেন আমাদের এই Scheme আছে ও স্কীম আছে তাহলে এখন স্বাভাবিকভাবে কেন্দ্র বলবে বাস্তুহারা সমস্যা বলে তো কিছু নাই! মোটামুটিভাবে তো সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে তখন বাস্তুহারা Dept. তুলে দিলে পর, সাধারণ বাজেটের মধ্যে যেমন এদিকওদিক টাকা যেমন দিয়ে থাকেন ধরুন যেমন রাস্তাঘাটের সমস্যার জন্য দিয়ে থাকেন তেমনি চিকিৎসা সমস্যা, রাস্তাঘাটের সমস্যার যেমন বেশী কিছু টাকা দিয়ে থাকেন তেমনি কিছু বেশী টাকা দেওয়া যাবে কিন্তু এত বাস্তুহারা সমস্যা উঠে গেছে বলে কেন্দ্রে কোন Dept.-ই থাকবে না এটা দেখাবার জন্য।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কেন্দ্রের আর একটা কাজ আছে এবিষয়ে। উড়িষ্যার বাস্তুহারা বিহারে গিয়েছে, দণ্ডকারণ্যেও গিয়েছে, আসামেও উদ্বাস্তু রয়েছে। এখন সেখানে নূতন করে পরিকল্পনা হচ্ছে। আমাদের কথা হচ্ছে আগামী ৫ বছরও এই Dept. রাখতে হবে—কেননা এসব জায়গার উদ্বাস্তুরা এসে এসেম্বলী ঘোরাফেরা করেছে, উড়িষ্যা থেকে কিছু লোক এসেছে, বিহার থেকেও এসেছে তারা বলেছে যে সেমস্ত বাস্তুহারার পুনর্বসতির কথা ছিল অনেকের পুনর্বসতি হয়নি যেখানে পুনর্বাসনের কথা ছিল সেখানে—গণ্ডগোলের জন্য টাকা খরচ না করায় বালি ঢাকা—পড়ায় ৪ বছরে ফসল যা তৈরী করেছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। এরকমভাবে আমরা দেখছি বিহারে যারা গিয়েছে, উড়িষ্যায়, দণ্ডকারণ্যে যারা গিয়েছে তাদের ব্যবস্থা হয়নি, আন্দামানেও এখনও হচ্ছে, সেখানে ব্যবস্থা হয়নি কাজেই সমস্যা—ভারতবর্ষে রয়ে গিয়েছে। সেই কারণে প্রথমেই বলেছি যে এই Dept. তুলে দেওয়া উচিত নয়। আর পুনর্বাসন যে হয়নি সে তো ঠিক আমি শুধু কেন্দ্রকে দোষ দিইনা। কেন্দ্রের দোষ যেমন আছে রাজ্য সরকারেরও তেমনি দোষ আছে। যা করণীয় রাজ্য সরকার করেনি। তাদের অপদার্থ বললে চটে যান কিন্তু এত খরচ করেও যদি পুনর্বাসন না হয় তাহলে অপদার্থ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি অন্য কথায় যাচ্ছি না, কিন্তু এই অপচয় এবং অপদার্থতার জন্যই কোটি কোটি টাকা খরচ করেও পুনর্বাসন হয়নি। সমস্যা যদি না যায় তাহলে আমরা অনেক খরচ করেছি, আমরা দপ্তর তুলে দেবো—একথা বলে কোন লাভ নাই—এটার কোন Logic হয়না।

যেমন দণ্ডকারণ্য ব্যর্থ হয়েছে তারজন্য কে দায়ী? তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকারকে এ কথা বললে হবে না যে আমরা কয়েক কোটি টাকা খরচ করেছি তা ব্যর্থ হয়ে গেল সেইজন্য department তুলে দেওয়া হোক। তেমনি আমাদের সমস্যা আছে কিনা দেখতে হবে। আমি বলছি সমস্যা আছে। এবং আমি একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয়কে, তিনি বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন, তিনি নিজে বলেছিলেন শুধু আংশিকভাবে

যারা পুনর্বাসন পেয়েছে তাদের আরো একটু ভাল করে পুনর্বাসন দেবার জন্য আরো ৬০ কোটি টাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই যে প্রস্তাব রয়েছে এর মধ্যে সমস্ত সমস্যা আছে শিক্ষা, General bed, হাসপাতালের ব্যাপার সমস্ত মিলিয়ে বলা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন বলে মনে করি। আর একটা কথা হচ্ছে, এই department উঠে যাবার দরুণ যে অবস্থা হবে সেটা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় মনে রাখবেন। তিনি ৩।৪ বার দিল্লীতে গিয়েছেন, কিন্তু Planning Commissionর সঙ্গে বসে আজ অবধি ঠিক করতে পারলেন না যে এখানে কত টাকা আমরা পাবে। কোন কথা নেই। বাজেট খুলে দেখুন সেখানে কোন কথা নেই যে আমরা কত টাকা পাবো। এখানে সেইজন্য আমরা এ কথাটা রেখিছি। এবং এই প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ছয়টি কাজের কথা আমরা বলেছি। বিভিন্ন সমস্যার উপর ছয়টি কাজ তাদের বাকী আছে। যেমন বায়নানামার ব্যাপার। নীতিগতভাবে এটা উঠিয়ে দিচ্ছেন না, এবং বন্ধ না করলে বায়নানামা দিতে হবে। যাদের নানাকারণে campর বাইরে করে দিচ্ছেন, যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের পুনর্বাসন বাকী আছে। সেইরকম যারা আংশিকভাবে পুনর্বাসন পেয়েছে, শিল্পে হোক বা জমিতে হোক, তাদের জন্য পুনর্বাসন বাকী আছে। এ কাজ করতে হবে। তারপর squatter's colony তে তারা টাকা দিতে পারছে না বলে তারা অর্পন পত্র পাচ্ছে না। অথচ এটা ১০ বৎসর ধরে পড়ে আছে, এই সমস্যার সমাধান হল না। সেটার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে। সেই রকমভাবে আমরা কতকগুলি কাজের কথা এখানে বলেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি একথা মনে করিয়ে দিতে চাই শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয়কে যে Industrial Rehabilitation Scheme যেটা আছে, সেটা বার বার সকাল বেলাও বলা হয়েছে এবং marginal land and submarginal landর কথা যা অনেকবার বলেছেন, সেসব কথা আপনারাই কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার তারজন্য রাজী হয়েছিল ১০ কোটি টাকা দিতে। আপনারা বলেছিলেন যে আমরা Industries Rehabilitation Scheme সুরু করবো এবং বিরলাজীকে তার Chairman করবেন কিন্তু এ সবের ফল কিছুই হল না। কি করেছেন? কতকগুলি টাকা শুধু বিতরণ করলেন। এই কথা বলেছিলেন যে marginal and submarginal land এ বাস্তুহারা চাষীদের কিছু ব্যবস্থা হবে কিন্তু সে ব্যবস্থাও ব্যর্থ হল। Industries কিছুই করলেন না। এখন বলছেন যে আমরা Submarginal land এ শেষ হয়ে গিয়েছে আর কোথায় জায়গা দেবো। জমির হিসাব আমরা একরকম দেবো, আপনারা একরকম দেবেন। এখনও আমরা বিশ্বাস করি যে বহু মানুষকে এখনও জায়গা দেওয়া যায়। জমি আছে, যদি সে জমি উর্দ্ধার করা যায়। একটা কথা মনে রাখবেন এই বাস্তুহারাদের নাম করে বহু টাকা আপনারা পেয়েছেন নইলে কেন্দ্রীয় সরকার এত টাকা আপনাদের দিতো না। সেজন্য আপনাদের কৃতজ্ঞ থাকা দরকার এই বাস্তুহারাদের কাছে। এই টাকায় দোতলা বাস বাস্তুহারাদের নাম করে হয়েছে। অবশ্য এটা ভাল কাজ হয়েছে কারণ এখানে কিছু পশ্চিমবাংলার এবং কিছু পূর্ববাংলার ছেলেরা চাকরী পাচ্ছে। তাহলেও আরো কাজ বাকী আছে যা অবশ্য করণীয় এই পশ্চিমবাংলায় বাকী আছে আসামে, বাকী আছে উড়িষ্যায়। তাহলে কেন department উঠে যাবে। এটা লজ্জার কথা, আমিও স্বীকার করি যে এটা উচিত নয় যে, বৎসরের পর বৎসর এই বাস্তুহারা department থাকবে আর কতকগুলি মানুষের নামে হবে বাস্তুহারা।

[5-30—5-40]

কিন্তু আমরা কি করতে পারি যদি এই সরকার অপদার্থ হয়, যদি কোন কাজ না করতে পারে—আমি কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুই সরকারকেই বলছি। আবার মজার ব্যাপার এই দুই একজন কংগ্রেস সদস্য আমাদের দোষ দেন—আমি এটা বুঝতে পারলাম না, আপনারা

যদি তাদের জমি দিতেন, economic holding করে দিতেন, তাহলে কি আমরা বাস্তুহারাদের বলতাম তোমরা নিও না। আপনারা জমি দেবেন না, চাকরী দেবেন না কিছুই করবেন না। যদি আপনারা চাকরী দিতেন তাহলে আমরা কি বলতাম যে কংগ্রেসী সরকারের তোমরা চাকরী করো না, যখন কমিনিষ্ট সরকার হবে তখন চাকরী নিও। এসব কথা বলার কোন মানে আমি বুঝতে পারি না। কে তাদের নিয়ে রাজনীতি করছে—এসব অবান্তর কথা কেন আপনারা বলেন, আর বলে কোন লাভও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করি নিজেদের দোষ ঢাকতে গিয়ে কেন এই সব কথা বলেন? তারপরে আরেকটি কথা আমি বলতে চাই যে সব বাড়ী বাস্তুহারা দখল করেছে—এর মধ্যে মুসলমানদের বাড়ী আছে আবার কিছু কিছু হিন্দুদেরও বাড়ী আছে—আপনারা বলছেন ১৭০০ বাড়ীর মধ্যে ৪৫০টা আমরা করব। এই একটা সামান্য সমস্যা তাও আপনারা সমাধান করতে পারছেন না। আপনারা এখন এগুলি release করতে পারলেন না। বহু মুসলমান আছেন যাদের আমরা জানি গরীব লোক বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছেন ৫০ সালের থেকে বাস্তুহারা দখল করে বসে আছেন তাদের কেউ কেন বাস্তুহারা হিসাবে গণ্য করা হবে না বাস্তুহারারা যেমন alternative accommodation, বাড়ী করার জন্য ১২০০ টাকা এবং নানারকম লোন পাচ্ছে তেমনি এই সমস্ত মুসলমান যারা গৃহচ্যুত হয়েছেন তাদেরকে কেন এই সমস্ত লোন দেওয়া হবে না। এটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তারাও তো বাড়ী হারিয়েছেন। যে সব বাস্তুহারারা ঐ সব বাড়ী বসেছেন তাদের ঐ খানেই রেখে দিন। আর মুসলমানদের ঐ সমস্ত জায়গার আশে পাশে বাড়ী করবার টাকা দিন। তারা Compensation পেলে, একটু বেশী টাকা পেলে এই কয়টি লোকের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। আমি বলি ভোটের কথা বলেন তাহলে তারাতো বেশীর ভাগ ভোট আপনাদেরই দেয়—কংগ্রেসকেই দেয়। তাহলে তাদের জন্য কেন ব্যবস্থা হল না। এর কারণ হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রতি আপনাদের একটুও দরদ নেই, efficiency নেই। সুতরাং আমি বলছি Squatters' Colonyই বলুন আর alternative accomodationএর কথাই বলুন আপনারা কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। এইজন্য আজও আমরা দেখছি অর্পণ পত্র দেওয়া যাচ্ছে না—বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে। একটা অনিশ্চিত অবস্থা। Squatters' Colony গুলি regularise না হয় তাহলে সেখানে রাস্তাঘাট করা যাচ্ছে না, Municipalityর যে সমস্ত amenities তাও দেওয়া যাচ্ছে না। আজকে কিরকম জঘন্য, কিরকম নোঙরা অবস্থায় এইগুলি আছে। কিরকম অনিশ্চিত অবস্থায় এরা আছে। সেজন্য আমি বলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক কাজ এখনও বাকী আছে। যদি এই সমস্ত সমস্যার সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে গেলে এখনও ৫।৬ বছর লাগবে। সেইজন্য আমি বলছি এখুনি এই Dept. তুলে দেওয়া উচিত নয়। প্রফুল্ল সেন মহাশয় ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে থেকে আমি সুস্পষ্টভাবে জানতে চাই কত টাকা আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছেন। এই বাজেটে ৪ কোটী টাকা আপনি চাইছেন—কি হবে এই টাকায়? সব জায়গার বরাদ্দ শেষ হয়ে গেল আর আমরা কিছুই জানতে পারছি না। আর এই সব যদি ফাঁকির কথা হয় তাহলে আপনি এখানে বলে দিন যে সব ফাঁকির কথা আপনি বলে দিন যে টাকা আমরা পাব না, সুতরাং তোমরা রাস্তায় বেরিয়ে যাও, তোমাদের জন্য কিছু করা গেল না। যেমন দণ্ডকারণ্যের ব্যাপার আপনারা করেছেন—সমস্ত ব্যর্থতা আপনাদের, সমস্ত দোষ আপনাদের—আর এখানে বলছেন আমরা কি বাস্তুহারাদের চাবুক মেরে তাড়াচ্ছি? আমি বলি চাবুক মেরে কেন তাড়াবেন, পেটের চেয়ে বড় চাবুক তো আর কিছু নেই। আপনারা যদি Dole বন্ধ করে দেন তাহলে কি আপনারা তাদের বাধ্য করছেন না? আমি বলি কেন example দিয়ে কি নেওয়া যায় না। তাহলে নিশ্চয় যাবে। অর্থ নৈতিক ব্যাপার যেখানে নিশ্চয় তারা যাবে। আমি বলি ওখানে আগে সব ব্যবস্থা করুন, দরদ দিয়ে সবরকম সাহায্য করুন—এতে যদি একটু দেরী হয় হউক। তাহলে নিশ্চয় তারা যাবে। আমার শেষ

বক্তব্য যদি আপনারা আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহলে এটাই বুঝা যাবে যে দেশের সরকারেরও এই অভিমত যে এই Dept. আরও কিছুদিন continue করুক, অন্তত আমরা এটা বুঝব আর তা না হলে আমরা বুঝব সবই আপনাদের ফাঁকির কথা।

Shri Sunil Das : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। সমর্থন করতে উঠে এই প্রস্তাবের পক্ষে আমি সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলতে চাই। কিছুদিন আগেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগ নিয়ে আলোচনা হয়ে গিয়েছে। সেই বিতর্কে প্রারম্ভিক বক্তৃতায় এবং উপসংহারের বক্তৃতায় সরকার পক্ষ থেকে যা বলা হয়েছে তাতে এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতার দিক তারা স্বীকার করে নিয়েছেন। সেদিক থেকে এই প্রস্তাব খুব দীর্ঘ আলোচনার অপেক্ষা রাখে বলে আমার মনে হয় না। গত বছর ১৯৬০ সালে, বাজেট অধিবেশনে লোক সভায় কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না মহাশয় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন সেই মনোভাবের বিরুদ্ধে লোক সভার দলমতনির্বিশেষে বিভিন্ন সদস্য প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কংগ্রেসী, অকংগ্রেসী সকল দলের সদস্য মেহেরচাঁদ খান্নার নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আমি বলতে চাই পুনর্বাসন দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি, যদি যেতে হয় তিনি যান। একটা কথা বারে বারে আমরা শুনতে পাই সেটা হচ্ছে Residual Problem। এই কথা বলতে পুনর্বাসনমন্ত্রী কি বুঝেন তা আমি ঠিক জানিনা। তিনি কি চান কিছু নগদ বিদায় দিয়ে পুনর্বাসন দপ্তর গুটিয়ে ফেলতে ? Residual Problem পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়। পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন সমস্যার সামান্য ভগ্নাংশ সমাধান হয়েছে। তারপর পুনর্বাসন সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে সরকার নূতন সমস্যার সৃষ্টি করেছেন, নতুন জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। Residual সমস্যা একদিকে অসমাপ্ত রয়েছে আরেক নতুন সমস্যা বেড়েছে বই কমেনি।

[5-40—6-0 p.m.]

আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তা জ্যোতিবাবু যে কথা বলেছেন আমি তাঁর সঙ্গে একমত যে সামগ্রিকভাবে সমস্যা যদি আমাদের সামনে না থাকে, সমস্যায় সামগ্রিক সত্যা সম্বন্ধে জাতি যদি অবগত না থাকে তাহলে সে সমস্যার সমাধান হয়না। তা ছাড়া সরকারের স্বীকৃতির দিকে তাকালে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে তাঁরা সমস্যার সমাধানের দিকে কতটা অগ্রসর হয়েছেন পুনবাসনের জন্য। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে ১৯৫৭ সালে এই পুনর্বাসন মন্ত্রী direct responsibilities নিয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সেই প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কতটা এবং কি গতিতে তা পালিত হচ্ছে তার প্রচুর আলোচনা হয়েছে। এছাড়া আমি একটা সংখ্যা আপনার মারফৎ এই হাউসের সামনে পেশ করব। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী ১৯৫৭-৫৮ সালে যখন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি তখন বলেছিলেন ৫৫ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের দায়িত্ব তাঁরা নিচ্ছেন। সেই ৫৫ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের দায়িত্ব নেবার পর ৪ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তারপর যে উদ্বাস্তুর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা প্রায় liquidation-এর মত এবং আর বাকী যা অসমাপ্ত রয়ে গেল সে দায়িত্ব যদি এইভাবে পালন করতে হয় তাহলে ৫ বছর আরও কেটে যাবে। দায়িত্ব পালন করার যে পদ্ধতি তিনি দেখিয়েছেন সেই পদ্ধতিতে যদি অবশিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে অগ্রসর হন তাহলে আরও ৪।৫ বছর লেগে যাবে। কারণ গত ৪ বছরের মধ্যে যে সংখ্যক উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার অর্দ্ধেক সংখ্যক উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করেছেন বলে তিনি দাবী করতে পারেন। এই পুনর্বাসন সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কি সেটা আমরা এই হাউসে এবং হাউসের বাহিরে প্রকাশ করেছি। এছাড়া বিভিন্ন ক্যাম্পে পশ্চিমবাংলা

থেকে যে সংখ্যক উদ্বাস্তু পাঠান হয়েছিল তার সংখ্যা সরকারী ভাবে কিছু গৃহীত হয়নি। কিন্তু আমাদের যে অনুমান তার ভেতর এক লক্ষ উদ্বাস্তু ভবঘুরে হয়ে বেড়াচ্ছে। এটাকে পুনর্বাসন বলা যায় না। এছাড়া নন-ক্যাম্প যারা উদ্বাস্তু তাদের সম্বন্ধে এই হাউসে আমাদের রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে—জ্যোতিবাবুও এটা আগে বলে গেলেন—আরও ৬০ কোটি টাকা প্রয়োজন যদি সম্পূর্ণভাবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করতে হয়। ২০ লক্ষ উদ্বাস্তু নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বসতি হয়েছে এবং তারা সামান্য মাত্র আয় করে জীবন ধারণ করছে। সুতরাং এদের সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধান হওয়া সুদূর পরাহত। তাছাডা যে সংখ্যক উদ্বাস্তু সরকারী সাহায্য পেয়েছেন তার ভেতর শতকরা ৫০ ভাগের সম্পূর্ণভাবে পুনর্বসতি হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কারণ তাদের যা গড় আয় তাতে তারা এখনও পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের গড আয়ের কাছে পৌছাতে পারেনি। Residual Problem-এর সামান্য ভগ্নাংশের সমস্যার সমাধান হয়নি। অথচ এই residual problem-ই হল আসল সমস্যা এবং এর সমাধান না করলে কিছুই হবে না।

তা' ছাড়া আজ সকালবেলা মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর কাছ থেকে স্কোয়াটার্স হাউস-এর কথ শুনেছি যে, তিনি এই স্কোয়াটার্স হাউস গুলো এ্যাকোয়ার করবেন। কিন্তু এ্যাকোয়ার করবার জন্য যে সময় প্রয়োজন সেই সময় অতিক্রান্ত হতে হতে আরও অন্ততঃপক্ষে ৫ বছর কেটে যাবে এব সেদিক থেকে এই পুনর্বাসন দপ্তর গুটিয়ে ফেলবার যে কথা উঠেছে সেটা অত্যন্ত অবাস্তব। তাছাড় ১৯৬০ সালে খান্না সাহেব যে এডুকেসনাল গ্রান্টের কথা বলেছিলেন সেক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা স্বাভাবিক এডুকেসনাল গ্রান্ট সম্পর্কে সম্মতি আনতে অন্ততঃ আরও ৫ বছর কেটে যাবে। তারপ ৪৪১টি গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড কলোনীর মধ্যে মাত্র ৪৪টি ফুল্লী ডেভলপ্ হয়েছে এবং ১৪৭টি স্কোয়াটার্স কলোনীর ভিতর মাত্র ৯১টি রেগুলারাইস করেছে এই ১১ বছরে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আরও ৪৬টি কলোনী রেগুলারাইস করতে অন্ততঃপক্ষে আরও ৫ বছর কেটে যাবে। তারপর টি. বি. পেসেন্ট এবং রিহ্যাবিলিটেসন ডিপার্টমেণ্টের এমপ্লয়ীদের এমপ্লয়মেণ্টের প্রশ্ন এর সঙ্গে রয়েছে। কেনন কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরে বহু কর্মচারীকে সারপ্লাস্ বলে ডিকলেয়ার করা হয়েছে এব আমাদের সরকারেরও ১২৫ জন কর্মচারী গত নভেম্বর মাস থেকে উদ্বৃত্ত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যে বিষয় যে এঁদের কোন বিকল্প কর্মসংস্থান-এর ব্যবস্থা করা হয়নি অথচ যেটা খাদ্য দপ্তরের বেলা করা হয়েছে। কাজেই এমতাবস্থায় দেখা যায় যে, এই সমস্ত রেসিডুয়ারী প্রোব্লেমের জটিলত আমাদের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সেই হিসেবে উদ্বাস্তু বিভাগ গুটিয়ে ফেলবার প্রশ্ন ততদিন আসেনা যতদিন পর্য্যন্ত না জাতীয় সমস্যারূপে এই সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান হয়। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[At this stage the House was adjourned till 6 p. m.]

[After adjournment]

[6—6-10 p.m.]

Shri Chitto Basu : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্যামা প্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নামে যে প্রস্তাব আছে আমি তার সমর্থনে দাঁড়িয়েছি। স্পীকার মহাশয়, এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা পশ্চিমবাংলার ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের কাজ এখনও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি। শুধু তাই নয়, তাদের পুনর্বাসনের কাজে ক্রমাগত যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সেই জটিলতার কথা, সমস্যার

গভীরতার কথা এবং ব্যাপকতার কথা আজ প্রাতঃকালীন অধিবেশনে আমরা আলোচনা করেছি। এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেন্দ্রীয় সরকার যে পুনর্বাসন দপ্তরকে তুলে দেওয়া হবে বলে ঘোষনা করতে চলেছেন তাতে উদ্বাস্তু সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরূপ মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। মেহের চাঁদ খান্নার বাঙালী উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে যে বিমাতৃসুলভ মনোভাব আছে এ কথার উল্লেখ আমরা এই ভবনে বহুবার করেছি। বাংলাদেশের হতভাগ্য অসহায় উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে তার প্রতিকার করার জন্য সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবি তুলে আমরা বারবার আলোচনা করেছি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের আশংকা যে কেন এত গভীর হ'ল সে কথা বলতে গিয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে গত ৭ই অক্টোবর ১৯৬০ সালে শ্রী খান্না ঘোষণা করেছেন যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা কার্যকরী করার পূর্বেই এই দপ্তর তুলে দেওয়া হবে। তিনি প্রকাশ্যে এ কথা বলেছেন যে The process of dissolution of the Ministry has already begun। ইতিমধ্যে এই দপ্তর তুলে দেওয়ার কাজ সুরু হয়েছে এবং সেই কাজ যে সুরু হয়েছে তার প্রমাণ কি—প্রমান হচ্ছে ইতিমধ্যে ত্রিপুরা, উড়িষ্যা এবং বিহার এবং অন্যান্য ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। Permanent liabilities camp Education Ministry-র সঙ্গে যোগকরে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যখন আমাদের দেশ বিভাগ গ্রহণ করা হ'ল তখন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করে পশ্চিমবংগের দিকে আসতে শুরু করল। সেদিন আমাদের জাতীয় সকরার একথা ঘোষণা করেছিলেন যে তাদের ভারতবর্ষে সুষ্ঠু পুনর্বাসন পাবার এবং ভারতীয় নাগরিক হিসাবে নাগরিকের পরিপূর্ণ অধিকার ভোগ করবার অধিকার রয়েছে। সেই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নৈতিক দায়িত্ব আমাদের জাতীয় সরকারের রয়েছে। আজ আমাদের বিবেচনা করা যাক যে নৈতিক দায়িত্ব আমাদের জাতীয় সরকার গ্রহণ করেছিলেন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে তাদের সমস্ত অধিকারকে সংরক্ষিত করবার সেই দায়িত্ব কি তাঁরা পালন করেছেন? যে সুযোগ প্রদান করার কথা ছিল সেই সুযোগ কি এই সমস্ত হতভাগ্য উদ্বাস্তরা পেয়েছেন? আমাদের রাজ্য সরকারও একথা মনে করেন যে ব্যাগকভাবে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়নি, অনেক residual problem রয়েছে, অবশিষ্ট অনেক প্রবলেম রয়েছে। অবশিষ্ট যেসব প্রবলেম রয়েছে তার পরিমাপ করতে গিয়ে ১৯৫৮ সালে এই রিলিফ বিভাগ থেকে একটা পুস্তিকা প্রচার করা হয়েছিল, তাতে তাঁরা হিসাব করে বলেছিলেন যে প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে যে অবশিষ্ট পুনর্বাসনের কাজ রয়েছে তাকে সফল করবার জন্য। আজ আবার সকালে তিনি যে সমস্ত স্কীমের কথা বললেন তাতে প্রায় ৫৫ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে এই অবশিষ্ট পুনর্বাসন সমস্যাকে সমাধান করবার জন্য। কাজেই একথা আমরা বুঝতে পারিনা রাজ্য সরকার যখন নিজে স্বীকার করেছেন যে আমাদের এই রাজ্যের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি এখনও অবশিষ্ট সমস্যা রয়ে গেছে এবং তার সমাধানের দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেছেন, এই দায়িত্বভার তাঁরা কি করে কার্য্যকরী করতে পারবেন যদি কেন্দ্রীয় দপ্তর না থাকে? এই সমস্যা শুধু এখানে নয়, আমরা জানি বাংলাদেশের বহু উদ্বাস্তু পরিবার উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে গিয়েছেন এবং আমরা এ কথাও জানি যে যারা নাকি বাংলাদেশের বাইরে গেছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ পরিবারকে পুনর্বাসন সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান হয় নি বলে বাংলাদেশের বুকে ফিরে আসতে হয়েছে।

আজ তাকিয়ে দেখুন শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে তাকিয়ে দেখুন কোলকাতা সহরের অপরাপর অংশের দিকে দেখতে পাবেন সেই সমস্ত প্রদেশ থেকে প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের দুঃখ দুর্দ্দশা কতখানি অসীম। তাঁরা যদি পুনর্বাসনের সুযোগ কোন রকম না পান তাহলে পরে বাংলাদেশের বুকে

সমাজ জীবনে একটা দুষ্ট ক্ষতের মত তাঁরা চিরকাল থাকবেন যার ফলে আমাদের বাংলাদেশের সমাজ জীবনের ক্রমাবনতির হাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারবো না। কাজেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর অবলুপ্ত করার সংগে সংগে আমাদের আশংকা হচ্ছে অবশিষ্ট সমস্যার সমাধান হবে না। উদ্বাস্তু যাঁরা অপর প্রদেশ থেকে ফিরে আসবেন তাঁদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থাকবেন না। এখনও পর্য্যন্ত যে সমস্ত রেসিডিউয়াল ওয়ার্ক রয়েছে। যেমন কমপিটেন্ট অথোরিটির কেসগুলো, মুস্লীম পরিত্যক্ত বাড়ীগুলিতে যাঁরা বসবাস করছেন তাঁদের পুনর্বাসনের কথা, ভাড়াটে বাড়ীতে যাঁরা বসবাস করছেন তাঁদের পুনর্বাসনের কথা এবং শুধু তাই নয়; যারা যক্ষ্মারোগী তাদের কথা, এড্‌ুকেসানাল ষ্টাইপেণ্ড কথা এবং সর্বোপরি যে সমস্ত জবর দখল কলোনী রয়েছে সেগুলি রেগুলারাইজেসন করার কথা এবং রেগুলারাইজেসন করবার পরে ডেভেলপ করবার কাজ—এই সমস্ত কাজগুলি আমাদের রাজ্য সরকার করতে পারবেন না যদি এই দপ্তরের অবলুপ্তি ঘটে। আমার মনে হয় রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে অবহিত আছেন। কারণ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি হয়ত জানেন যে আমাদের সামনে একটা বিল প্রচার করা হয়েছে য়্যাক্ট সিকস্‌টিন অব ১৯৫১-এর আরো তিন বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করবার জন্য। মাননীয় ভূমি রাজস্বমন্ত্রী এই বিল রচনা করে আমাদের সামনে পাঠিয়েছেন। কাজেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ যে আরো কিছুকাল স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন আমাদের রাজ্য সরকারও একথা মনে করেন বলে আমার ধারনা। সুতরাং যে প্রস্তাব আমরা পেশ করেছি সেই প্রস্তাবের স্বপক্ষে আমাদের কংগ্রেসী সদস্যদের অভিমত প্রকাশ করা উচিৎ, কেননা তাঁরাও আজকে একথা বলেছেন, অতীতেও একথা বলেছেন এবং সর্বোপরি য়্যাক্ট সিকসটিন অব ১৯৫১-এর আরো তিন বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তাব তাঁরা এনেছেন। সুতরাং আমি একথা বলবো যদি আমরা বাংলাদেশের এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে চাই তাহলে শুধুমাত্র আমাদের এই দপ্তরকে টিকিয়ে রাখলেই হবে না—আমরা যে কয়েকটা প্রস্তাব রেখেছি তাকে কার্য্যকরী করা দরকার। অবশিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান করতে গেলে, রেসিডিউয়াল প্রব্লেমগুলির সমাধান করতে গেলে যে কয়েকটা কাজ করা দরকার তারও কথা এই প্রস্তাবে উল্লিখিত আছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পক্ষ থেকে এবং যাঁরা নাকি তাঁদের এই করুণ জীবনের সংগে সম্পর্ক রাখেন তাঁদের পক্ষ থেকে আমি একথা বলি যে আজকে এই জিনিষটাকে আপনারা বিবেচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন যাতে সরকার তাঁদের দায়িত্বকে এড়িয়ে চলে যেতে না পারেন।

[6-10—6-20 p. m.]

এবং এই কথা আমি বলি - কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই রাজ্য সরকারের এই দপ্তরের নিষ্ক্রিয়তা, ঔদাসীন্য, অবহেলা এবং সর্বোপরি তাদের দুর্নীতি-প্রবণতা এই সমস্যাকে আরো জটিলতর করে তুলেছে। এই সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হোক্, চিরকাল ক্যাম্পে বসে বসে উদ্বাস্তুরা ডোল খাক্,—চিরকাল আমাদের রাজ্যের পুনর্বাসন দপ্তর স্থায়ীভাবে থাক,—চিরকাল আমরা এক শ্রেণীর লোককে উদ্বাস্তু বলে পরিচিত করি—এটা আমরা চাই না। আমরা চাই যারা রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে বিশেষ করে রাজনৈতিক চক্রে পড়ে—এই দুঃসহ জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়েছে,—যার উপর তাদের কোন কণ্ট্রোল ছিলনা, যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য দেশ বিভক্ত করা হয়েছিল,—তারই শিকার হিসেবে—বলি হিসেবে—আমাদের দেশবাসী আমাদের আত্মীয়রা এই অবস্থায় পড়েছে, তার দায়িত্ব সরকারকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে হবে এবং তা এই

কারণে গ্রহণ করতে হবে যে তাঁরা এই সম্পর্কে প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার জন্য তাঁরা এই কাজ করেছেন বা করে আসছেন। সুতরাং আপনার মাধ্যমে আমার বক্তব্য হলো এই যদি আমাদের এই সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে আমি এই কথা বলবো—আরো খানিকটা মানবিক ও সংবেদনাশীল মনোভাব নিয়ে—এই সমস্যার ত্বরিত সমাধান করবার জন্য,—এই জটিল সমস্যাকে আরো সহজ ও সরলীকরণ যাতে করা যায়, তার ব্যবস্থা করা উচিত। সেইজন্য বলি এই দপ্তর না তুলে দিয়ে জিইয়ে রাখা উচিত কেননা সমস্যাকে ত্বরিত সমাধানের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলবো মেহেরচাঁদ খান্না আমাদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন এবং যে কথা তিনি বলতে সাহস করেন—The process of dissolution has already started.

একথা আমরা তাঁকে কার্য্যকরী করতে দেবনা। বরং খুব তাড়াতাড়ি ঐ residual problem যা রয়েছে, সেই Problem গুলি সমাধান না করলে শুধু মাত্র উদ্বাস্তুদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে,—তা নয় সামগ্রিকভাবে আমাদের বাংলাদেশের জীবনে একটা বড় বিপর্য্যয় দেখা দেবে। বিভিন্ন অঞ্চলে আপনি জানেন ইতিমধ্যে এই ধরণের সামাজিক বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে। সেই বিপর্য্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য এই দপ্তরকে আরো ভালভাবে পুনর্বসতি করে ভালভাবে কাজ করে যাওয়া উচিত। এই কথা বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাচ্ছি।

Shri Sankardas Bandyopadhyay : Mr. Speaker, Sir, the resolution which has been brought before this House is, in my humble opinion, a very serious matter. It seems that the honourable member who has sponsored this resolution is of the view that there is a possibility that the Rehabilitation Ministry and the Rehabilitation Department of the State are likely to be closed down within twelve or fifteen months. I am not really sure where the honourable member got this idea. If it is said that the Hon'ble Prime Minister is responsible for this move, I do not think it has been a correct appreciation of what the Prime Minister said. I can assure you that on my own I had a talk with a very important Minister of the Centre who has something to do about this matter. At one point of time it was said that on a certain day all camps will be closed, people will be given six months' dole and if people are willing to accept it, well and good ; otherwise Government will wash their hands off and they will have no responsibility in the matter. No sooner had I heard this than I asked our present Chief Minister, Dr. Roy. I said, I had been told that there is a possibility of all the camps being closed down and people will be asked to quit and vacate the camps on receipt of six months' dole. What would you say to that ? He said, it is unthinkable, it is inhuman, and so long as I am there, I will not allow this to be done. What I had been told by an important Central Minister I conveyed to the Chief Minister, but the Chief Minister turned it down at once. I have all along been under the impression that the camps cannot be closed down unless something is done about rehabilitating these people. Therefore, so far as I am concerned, speaking for myself, what little I know, there is no possibility of this Government supporting this—it connot wash its hands so far as these displaced persons are concerned. It is a human problem. It is not a matter which we can treat lightly. It is not a matter regarding which we can talk to much in the House. People are there. They have come from East Bengal. We have promised them something when we took them in. It was some sort of an indirect assurance

given to them that if they came to West Bengal we would make some provision for them. Whether it was directly said or not, does not matter. Fact remains that that assurance was given and we in West Bengal mean to implement the assurance given. / I do not think that the State Government feels about this matter in any other way. Assuming for the moment that the Central Ministry closes the Rehabilitation Department. That does not mean certainly that the work which the State Government has undertaken, namely, to rehabilitate them, will come to an end. When I say so, I say with utmost confidence, and I dare say that at the opportune moment, if the time comes, the Ministers responsible will give this assurance to the House that we do not mean to throw out the refugees to their fate and wash our hands. We will continue to help these unfortunate individuals so long as they are not rehabilitated. But one thing must be borne in mind. Ten long years have been spent up. Lot of criticism has come. I have myself criticised the activities of the Government, of officers and so on. I think the time is ripe and opportune when something should be done with possible expedition to help these people, these unfortunate individuals, who are lying in the camps.

When I go to my own village and pass through the Dhubulia Camp, I find a large number of people in the Camp. Very often I stopped my car and talked to the people. I have asked them, what do you wish to do? They have told me that given opportunities, given employment, they are ready to take up the work. I fully believe, I have no desire to minimise the matter, I am quite certain, if arrangements are made, they will be willing to take up the matter. But the whole point before the House today is, is there any real basis for the apprehension which the honourable members find, viz. that the camps are going to be closed down?

[6-20—6-33 p.m.]

What little I know of this administration from the talks that I have had with the ministry, I do assure this House that such a thing is never going to happen. Even if some structural changes are made by the Centre, that does not mean that the work of the rehabilitation is going to stop in West Bengal, until we have completed our job in this State. But one thing I would like to tell you that so many schemes have come forward before us, for instance, the **Bayenanama** scheme. I heard a great deal about it. The **Bayenanama** scheme is certainly good in a way, but some people, as it must happen, who were more out to make money than to help the refugees, immediately pounced upon the scheme. A lot of money was paid and then it all ended in a smoke. To my mind, in the matter of this refugee rehabilitation business there has been a good deal of loss of money. Where people have taken money, instead of rehabilitating themselves, we all know many persons have run away to East Pakistan. After taking money, building a little corrugated iron shed, I know it myself—they have sold them overnight and walked across the border. These are facts to which we cannot shut our eyes.

In connection with a law case I found insolvents guaranteeing other insolvents. One of the learned Judges asked me, Mr. Banerji, you are

with the Government. How do you permit this? I said, Sir, it is not always possible for the Government to check. There are many officers in the Department who have helped these things. Government makes an endeavour to stop them. But the Government is not in a position to check every wrong that is done. The **Bayenanama** scheme was done with the best of intentions. But we all know how it has been misused.

Now, an important point has been raised today that 'This Assembly is, therefore, of the opinion that the State Government should move the Central Government so that the Ministry of Rehabilitation should continue for a further period ..."In my opinion, whether the Ministry of Rehabilitation is there or not, that does not matter. The question is, will money be forthcoming from the Central Government to the State Government to implement the schemes that they have in mind? That is an important matter and, as far as I know—I say it with confidence—whether the Ministry of Rehabilitation is there or not the State Government will continue to do the work and they will demand money so long as this work remains unfinished. I think in due time when the time of the Hon'ble Minister will come, he will tell you exactly the same thing that I am telling you today. It was never in the mind of the West Bengal Govt., and I can tell you this as a result of the conversations I had with the Chief Minister. He said that it is a human problem. I cannot treat the refugees in an inhuman manner. They have come into this country. We know all their sorrows, we know all their miseries; we must try to do something for them and we shall go on making endeavours untill the work is complete. I think that is perfectly the correct position.

Rehabilitation in West Bengal, we all members on this side of the House and on the other side know that rehabilitation, so far as agriculturists are concered, is not a simple matter. It is a question of finding out land for them. In my own district, we had a population of 7 lakhs. We have now in the district of Nadia a population of 4 lakhs-7 lakhs of people have come. It has not been possible to find land for them because all the good lands, all the agricultural lands, were already under cultivation. You know it very well that at a certain point of time—I think between the year 1949 and the year 1951, the Muslims ran away from Nadia to Pakistan. As soon as matters settled down in the district of Nadia they all came back and we were honour-bound to see that they got back their own land. And as far as I know the majority of them had been able to get back their own land. Where do we find land for the refugees—that is the question. That is a very important matter. You know the district of Nadia is not a very fertile land. An agriculturist needs at least five acres of land, but it is not so easy to provide every agriculturist family with five acres of land. The density of population makes it impossible to do so. I had been to the various areas in our own constituency which is just on the border. There are thousands of refugees I know who make a precarious living, but to find additional land for the refugees who have not been rehabilitated is a very difficult proposition indeed. I know the West Bengal Government are making efforts to find land but my opinion is that it will be an extremely difficult proposition for them to do so. They will not be able to find land. After the Estates Acquisition Act was passed and after the Land Reforms Act was brought in we all know that an ordinary person is not allowed to retain more than 75 bighas of land. But how many persons have land measuring more

than 75 bighas ? What is the land available which the Government can usefully employ for the purpose of rehabilitation. Whatever may be said, it leaves me utterly unconvinced that sufficient land will be available which can be given to the refugees. Looking up to the papers I find that with great difficulty the Government may be in a position to rehabilitate about 900 agriculturist families. These are Government papers and there is no hide and seek about them. There are 87,000 persons now in camps. Out of them 17,000 families are agriculturist famili.s according to the Government. Outside the camps there are 4·3 lakhs of them. Let us assume that there are 17,000 agriculturist families in West Bengal among the refugees. Just try to give them five acres of land each. It means you will have to find out 85,000 acres of land. Where is that land coming from ? I would be very much interested to know from the Hon'ble Minister who is going to address the House later on. To my mind it is an impossible proposition to ask the agriculturists to take up industrial work. They are not minded that way. If they had been taken to the factories when they were young, they could have done that work, but can you expect the people who are elderly, who are middle-aged, who have done nothing but agricultural work in their life—can you expect them to take up industrial work and become industrial workers overnight ? That, in my opinion, is an impossible task. Some land will be available I have no doubt about that but the quantity of land that will be available is so little that it is hardly enough to meet the proposition with which we are faced.

Coming to industrialisation I have very often thought about this problem myself There is not the slighest doubt that in India certainly West Bengal is one of the places where industry thrives. We have practically all the jute mills here, other industries have grown up here, namely, aluminium factories and other factories are there, glass factories are there, and round about Asansol steel factories and so on are growing up everyday.

The industries are growing right enough bu the difficulty is that the industrial workers come from various parts of India. You find Biharies..........

Mr. Speaker : Mr. Banerjee, how long will you take ?

Shri Sankardas Bandyodadhyay : As long as you will permit me.

Mr. Speaker : Then resume your speech on the next day.

Shri Sankardas Bandyopadhyay : Sir, it is an important matter and if necessary we may take another day to consider this resolution. It is a matter which does not concern, if I may say so with respect, this side of the House or the other side. It is a matter which touches and concerns the State of West Bengal as a whole and I dare say every Bengalee is interested to see that something is done to the refugees.

Shri Ganesh Ghosh : Is there any possibility of unanimity by putting any amendment ?

Shri Sankardas Bandyopadhyay : You may put some and we shall try to arrive at some formula which will be acceptable to the House. Sir, this a matter which I have looked into a little carefully and I feel that it is a very very serious matter. It is no good attributing blame to anybody and everybody but it is a matter which should be considered by the House very closely and very carefully. You have to look into the facts and figures so that some formula can be evolved. The whole thing is this : Government, I dare say, will not deny and cannot deny that the work is incomplete.

Mr. Speaker : The time allotted to this business, i.e. 2½ hours, is over. According the provison of rule 31, this matter will be taken up on the next day when the private members' business is fixed. By consulting the different parties I shall fix the time to be given to this resolution.

The House stands adjourned till 3 p.m. on Monday, the 6th March 1961.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-33 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 6th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—4

6th March, 1961

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Price Rs. 1·75 nP. English 2s-8d. per copy.

Vol. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—4

6th March, 1961

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calclutta, on Monday the 6th March, 1961, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 173 Members.

Unstarred Questions

(to which written answers were laid)

Failure of submission of return in "B" Form by intermediaries

23. (Admitted question No. 69.) **Shri Ananga Mohan Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন থানাতে ২৫ একরের কম জমির স্বত্বাধিকারী যে-সব জোতদার "B" Form দাখিল করেন নাই, বর্তমানে সরকার হইতে notice দিয়া তাঁহাদের সমস্ত জমি মায় বসতবাটী সরকারে vest হইয়াছে বলিয়া জানান হইতেছে ; এবং

খ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি ?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble Bimal Chandra Sinha):

(ক) রায়ত বা কোর্ফা নহেন এরূপ মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ যাঁহারা খাস জমি আইনের ৬ ধারামতে খাসে রাখার জন্য "বি" ফর্ম দাখিল করেন নাই এবং সেই হেতু উক্ত জমি রেকর্ডে সরকারে বর্তাইয়াছে। দেখান হইয়াছে, সেই-সকল খাস জমির দখল লইবার জন্যই ১০(২) ধারামতে নোটীশ দেওয়া হইতেছে।

(খ) রায়ত বা কোর্ফা নহেন এরূপ মধ্যস্বত্বাধিকারিগণের খাস জমি, ২৫ একরের কম হইলেও সেই জমি খাসে রাখিতে হইলে "বি" ফর্ম দেওয়া বাধ্যতামূলক। সুতরাং "বি" ফর্ম দাখিল না করিলে উক্ত জমি আইনতঃ সরকারে বর্তিয়া যায়।

যদি ঐরূপ কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী ভুল বা অন্য কোন কারণবশতঃ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে "বি" ফর্ম দাখিল করিতে সক্ষম না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আইনের ৪৪ (২ক) ধারা অনুসারেও তিনি রেকর্ড সংশোধন করাইতে পারিতেন। আইনে প্রদত্ত এই অতিরিক্ত সুযোগ যদি গ্রহণ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকার নিরুপায়।

Distribution of land to landless Agriculturists in Midnapore

24. (Admitted question No. 73.) **Shri Ananga Mohan Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলাতে কত জমি সরকারের নিকট vested হইয়াছে ; এবং

(খ) উক্ত vested জমি কখন এবং কোন্ নীতিতে landless agriculturist-দের মধ্যে বণ্টন করা হইবে ?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble Bimal Chandra Sinha :

(ক) জমিদারী-দখল আইনের ৪৪(২), ৫ক ও দখল লওয়া সম্বন্ধীয় মোকর্দমাসমূহের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কত জমি সরকারে সঠিক বর্তাইয়াছে বলা সম্ভব নহে।

(খ) যে-সকল জমি এ পর্যন্ত সরকারের দখলে আসিয়াছে, সেই সকল জমি ভূমি-সংস্কার আইন চালু না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ আইনের ৪৯ ধারা অনুযায়ী জমিহীন কৃষক কিংবা যাঁহাদের দুই একর কিংবা তদপেক্ষা কম জমি আছে তাঁহাদিগকে বৎসর বৎসর বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে কিন্তু তাহার পূর্বেই জলপাইগুড়ির মত জমি বিলি করার চেষ্টা করা হইতেছে।

Patient Statistics of Banagram Chest Clinic, 24-Parganas

25. (Admitted question No. 115.) **Shri Ajit Kumar Ganguli:** Will the Hon'ble Minister of State in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৬১ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কতগুলি রোগী বনগ্রাম চেষ্টক্লিনিক বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসিয়া রোগ পরীক্ষা করাইয়াছেন : এবং

(খ) উক্ত রোগীদের মধ্যে কতজন যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) :

(ক) ১,৫৫৮।

(খ) ৩৮৩।

Drainage System in Bally Municipality

26. (Admitted question No. 119.) **Shri Jatindra Chandra Chakravorty:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that there is no arrangemnent for underground Drainage System (Sewerage) in the town of Bally (Howrah);

(ii) that the conditions of the existing surface drains are very bad and that they are connected with ponds and tanks nearabout them ; and

(iii) that many representations for the underground Drainage System have been made from the public to Chief Engineer, Public Engineering, Government of West Bengal ?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps the Government have taken or propose to take in this matter ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) : (a) (i) Yes.

(ii) The general condition is bad, but no detailed survey has been made.

(iii) No ; but the Municipal authorities have submitted a proposal for preparation of a surface drainage scheme.

(b) Chief Engineer, Public Health Engineering, West Bengal, is preparing a surface drainage scheme which will be financed by the Municipality.

Sadar Hospital at Balurghat

27. (Admitted question No. 132.) **Dr. Dhirendra Nath Banerjee :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Public Works Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর হাসপাতালটির নির্মাণের জন্য কোন্ কোন্ কন্ট্রাক্টারকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল ; এবং

(খ) ঐ হাসপাতালটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইতে কত সময় ও কত টাকা লাগিয়াছে ?

The Minister for Public Works Department (The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta) :

(ক)—

(১) মেসার্স সিং ব্রাদার্স ;

(২) মেসার্স মালদা কন্‌ষ্ট্রাকসান্ কোং ;

(৩) (মৃত), পি, সিংহ ;

(৪) শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সিংহ ; এবং

(৫) শ্রীলালবিহারী দত্ত।

(খ)—

(১) পাঁচ বৎসর নয় মাস ;

(২) ১২,০৩,৮০০ টাকা।

[3-to—3-10 p.m.]

Notice for discussion regarding Union taxes.

Shri Jyoti Basu : স্পীকার মহাশয়, প্রোসিডিওর রুলসএ ১৯৪ ধারা অনুসারে আমি একটা নোটিশ দিয়েছিলাম। আমাদের উপর কেন্দ্র থেকে নূতন করে নানা রকমের কর ধার্য্য হয়েছে এবং তার দরুণ জনসাধারণের যে অসুবিধা হচ্ছে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। আপনি বলেছিলেন যে চিন্তা করে, আলোচনা করে জানাবেন, কিন্তু এখন আমরা জানতে চাই যে কবে সে দিনটা আমরা পাব।

Mr. Speaker : I have not yet come to any definite decision. I shall let you know day after tomorrow.

Questions

Shri Ajit Kumar Ganguli : স্যার, নূতন আইন অনুসারে 'Questions' এর উত্তর লিখিত ভাবে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যে কোশ্চেন করার দিন তার উত্তর কি পাওয়া যাবে না? তাহলে এখন কি করতে হবে?

Mr. Speaker : I can't help it. You kindly submit separate specific questions on which you want answer.

Calling attention to matter of urgent public importance.

Shri Shaikh Abdulla Farooque : স্পীকার স্যার, আমার একটা 'calling attention' ছিল সেটার কি হল?

Mr. Speaker : It is not fixed for today.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : Dr. Narayan Chandra Roy gave notice calling attention to a matter of urgent public importance, viz. revision of emoluments of the teaching staff of the R. G. Kar Medical College and Hospital, Calcutta, under rule 198 of the Assembly Procedure Rules. Most of the teaching staff of the R. G. Kar Medical College and Hospital, Calcutta, had been appointed by the Council of the Medical Education Society, Bengal, on permanent basis. The staff on the clinical side were not entitled to any remuneration while those on the non clinical side used to get a nominal remuneration ranging from Rs. 100 to Rs. 300 per month. The age of retirement was 62 years extendible up to 65 years in the interest of the institution. Extension beyond 65 years was also permissible in exceptional cases.

Under Section 3(5) of the R. G. Kar Medical College and Hospital Act, 1958, the Government is under an obligation to retain the services of these officers on not less advantageous terms after the taking over of the institution by the State on the 12th May, 1958. It was therefore, decided to give some remuneration to the staff on the analogy of those admissible to similar staff employed in the State institutions on whole-time or honorary basis. A formula was devised for this purpose according to which the honorary staff on the clinical side would received honorarium

of Rs. 100 or Rs. 250 per month according to their status, while the teaching staff of the non-clinical departments would be employed on whole-time non-practising basis, their pay and other emoluments being fixed in the grade of Rs. 250-650 after giving credit for half the period of their services rendered in the institution in whole time capacity. Provision was made for grant of teaching and non-practing allowances to the whole-time teaching staff under the scheme. Those who would opt. for the new terms would be required to retire on attaining the age of 60 years.

Government order sanctioning the revised emoluments as stated above was issued on the 10th October 1960, It involved an extra expenditure of nearly Rs. 3 lakhs per annum. The option fot the revised terms was to be exercised by the officers within a period of one month from the date of issue of the Government Order which was subsequently extended to the 31st December 1960. But the teaching staff jointly and severally submitted representations to Government for slight liberalisation of the terms offered. The teaching staff of the non-clinical departments in particular appealed to Government for a higher initial pay and non-practising allowance than those offered under the scheme in view of the fact that they were required to give up private practic in order to be eligible for the new benefits.

The staff also asked for clarification on various aspects including pension, gratuity, provident fund, leave, training facilities, emoluments of the non-medical teaching staff of the I. Sc. section, etc, which were not covered by the Government order already issued. They also prayed for retrospective effect to the revised emoluments from the 12th May 1958, i.e. the date of taking over of the institution by the Government instead of from the 1st April 1960 as already ordered.

The points raised by the staff are being carefully examined by Government with a view to determining how far it would be possible to concede the demands without any embarrassment to the State exchequer. It will obviously take time to arrive at decisions on so many points in consultation with the Finance Department. So the time for exercise of option by the staff was extended up to the 28th February 1961 but as it has not been possible to finalise the matter even with that date, the time has been further extended till 30th April, 1961 by which date, it is expected, the final decision will be out. The order extending the time for option till 30th April 1961 has been communicated to the Principal of the institution both verbally and in writing.

DEMAND FOR GRANT NO. 20
Major Head : 37-Education.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 18,45,82,000 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education".

In requesting the House to take into consideration the demand and approve of it, I would point out in the first instance that it has not been possible for us to confine our activities to the reduced budget provision of Rs. 13,75, 69,000 in the last year of the current Five-Year Plan. In fact after arriving at the peak year, i.e. the third year of the Second Five Year Plan instead of climbing down we have been compelled to maintain the higher level of expenditure to carry out our development programme.

[3-10—3-20 p.m.]

To substantiate my point I would refer to the Red Book as well as to the White Book relating to development schemes wherefrom honourable members may please see that our actual expenditure on Education under this Head rose to about 13 crores in the 3rd year, i.e., 1958-59, and instead of declining thereafter as is usual, under a quinquennial planning programme, mounted upto about 16 crores in 1959-60, i.e. in the fourth year of the plan, and our expenditure for 1960-61 instead of halting or being frozen at the budget provision of 13·75 crores has on revision come up to 15.80 crores, i.e., nearly the same amount as was actually expended in the previous year, i.e. 1959-60. So our Education Budget as it apears under Head 37 is going to over-reach our target and exceed our Plan provision by several crores. In fact our expenditure on development schemes as will be seen in the White Book, has exceeded the Second Plan provision by about 7½ crores, i.e., from 21.96 crores to 29.38 crores. It cannot, therefore, be said that so far as the Education Department is concerned, it has not been able to utilise the provisions that were made for the current Plan but, as a matter of fact, expenditure under this head has over-reached the target considerably.

I would now venture to state the quantum of progress that has been achieved with the resources placed at our disposal in the development of educational facilities in this State at each level and in each sphere. So far as Primary Education is concerned, it is true we have not been able to make it compulsory and universal as yet, although with that object in view we had amended the Bengal (Rural) Primary Education Act so far back as in 1950 by the two amending Acts (Acts XXIV & LVII) of that year. New members may not be in the know of it but members of the time may remember that besides making statutory provision of the requisite machinery we had submitted a 10 year Plan of universal and compulsory primary education before the Legislature and had it approved although we had hardly any development plan i.e. resources to implement the same in view at the time However, without sitting idle we proceeded with the implementation of the plan of compulsory primary education with such resources as were available and in pursuance of the scheme, compulsion was introduced in 5745 villages out of a total of 35,000 villages in the State of West Bengal and the number of pupils enrolled under compulsion was 3,35,814. If further progress was not made in the introduction of compulsion it was because of the difficulty of constituting attendance committees which were the essential machinery for enforcing compulsion. However, without wider enforcement of compulsion, the number of schools increased and enrolment in primary schools went on apace and, availing of the additional resources provided under the First Five Year Plan, the number of schools which was 14,783 in 1950-51 with a total enrolment of 14,16,526 came to be 23,081 in 1955-56 with a total enrolment of 21,79,037 i e. enrolment increased by more than 50 per cent by the end of the First Five Year Plan. Progress was accelerated by the provision made under the Second Five-Year Plan and in 1959-60, i.e. the fourth year of the Second Five-Year Plan, the total number of primary and junior basic schools rose to 27,209 with a total enrolment of 25,59,860 and it is anticipated that by the end of the current year, i e., the last year of the Second Five-Year Plan, the total number of primary with junior basic schools will be about 28,000 with a total enrolment of 26,44,000 excluding the two lakh children in Classes III to V of secondary schools. Thus the total increase in the

number of schools and enrolment by the end of the Second Five-Year Plan since the first year of independence will be of the order of 15,000 schools with an increased enrolment of about 16 lakhs students.

This progress has been achieved not at a small cost. For, whereas the total direct expenditure on primary education was Rs. 1 crore 15 lakhs 68 thousand 942 in 1947-48, the total direct expenditure on primary education at the end of 1959-60, i. e. the 4th year of the Second Plan, has come up to Rs. 6 crores 75 lakhs 80 thousand 924 showing an increased annual expenditure of more than Rs. 5 crores.

In this connection members may be curious or rather anxious to know what improvement in the salary scales and conditions of service of primary teachers has been effected during the post-independence period. Members are aware that primary school teachers in the State belong to three categories viz.: Matric and trained teachers to Category A, Matriculate or non-Matriculate trained teachers to Category B and non-Matriculate untrained teachers to Category C. Just before independence in 1946-47 the total emoluments of an A category teacher including dearness allowance were Rs. 32.50. By the end of the First Five Year Plan his emoluments came to be Rs. 62.50 and subsequently these were increased to Rs. 67.50, an extra allowance of Rs. 5/- being paid to Head Teachers. Emoluments of a teacher belonging to Category B similarly increased from Rs. 24.50 to Rs. 57.50 in 1954-55 and thereafter to Rs. 62.50 and those of a teacher belonging to C category from Rs. 20.50 in 1946-47 to Rs. 40 in 1954-55 and had further increased to Rs. 52.50 thereafter. The scale of pay of teachers of junior Basic Schools which was fixed at Rs. 35 to Rs. 80 in 1949 50, i. e., in the pre-Plan period, has come to be Rs. 55 to Rs. 90 since 1956-57 with an additional allowance of Rs 15/- for Head Teachers. These improvements have been effected by an additional expenditure of about 3 crores during the first Plan period and a further addititional expenditure of Rs. 3.29 crores during the Second Plan period.

While this is the record, none too spectacular yet undeniably substantial, of the progress achieved in the sphere of primary education in respect of schools, enrolment and revision of teachers' salary, we propose to make such further advance under the Third Five Year Plan as been indicated in the Draft Plan circulated to the members of this House. There they will see that no less an outlay than of 17 crores has been proposed in the Third Five Year Plan for the development of primary and basic education with the object of making primary education compulsary, universal and free throughout the State and improving the quality of primary education by its orientation to basic education as far as possible. It will be seen in the Draft Plan that about Rs. 3½ crores has been provided for further improvement of conditions of service of teachers of primary schools.

Regarding secondary education, to have a correct picture of the progress made so far one has to remember that while on the eve of transfer of power, i. e., in 1946-47 the number of secondary schools in West Bengal was 1746 with a total enrolment of 3,87,829, at the end of the Second Five Year Plan in 1960-61 the number of schools has come to be 4089 with a total enrolment of 8,46,200 students. To upgrade the secondary schools and improve the quality of secondary education

and courses of study our School Education Reorganisation Committee recommended in 1949 that schools should be re-organised as XI-class schools providing for diversified courses of study. Those recommendations came to be confirmed after about five years by the more elaborate enquiry of the Mudaliar Commission appointed by the Central Government and the Dey Commission appoited by the State Government. And the recommendations of the Mudaliar Commission having been adopted by the Central Advisory Board of Education, secondary schools are being reorganised on the pattern of XI-class high schools with diversified courses.

Up to 1959-60, 585 High Schools were upgraded on the XI-class pattern with 1225 diversified courses. The number of such upgraded schools is going to be about 730 at the end of Second Five Year Plan with more or less 1480 diversified courses. Thus 41 per cent of the High Schools are going to be upgraded on the pattern of XI-class High Schools in our State. And I can assure you that if we can give effect to this upgrading of High Schools, certainly the quality of secondary education will improve.

So far as the improvement of facilities for secondars education is concerned, it may be noted that a step has been taken in making Junior Secondary Education free for girls throughout the rural area by an annual grant of Rs. 22 lakhs and for which an increased provision of Rs. 24 lakhs has been made in the budget for the next year. It is also proposed to make wider opportunities available for Junior Secondary Education both for boys and girls by setting up more Junior High Schools in this State which may go to accommodate the larger number of students that will seek admission as a result of introduction of compulsory primary educationt in this State and thus pave the way for reaching the target laid down in the Constitution of India. It is also our idea to provide for better opportunities for secondary education to children belonging to the poorer section of the people by offering larger number of free student-ships in Secondary Schools.

Besides sanctioning grants for conversion of Class X High Schools into Class XI High Schools special grants have also been sanctioned to Class X High Schools and Junior High Schools for improvement of teaching facilities by providing for improved accommodation, teaching appliances and craft sections. Under this scheme 118 X-class High Schools have been sanctioned grants at the rate of Rs. 50,000 each and 286 Class X High Schools at the rate of Rs. 15,000 each up to 1960-61. Craft teaching has been introduced in 60 Junior High Schools during this period. For improvement of schools, libraries and reading rooms grants have been sanctioned up to Rs. 1 lakh 96 thousand 61 to 586 Secondary schools of such sums as Rs. 5,000 or Rs. 2,500 to a school.

The scheme for construction of hostel accommodation for students has made fair progress. 156 units of hostel with accommodation for 3120 students have so far been sanctioned. To provide residential accommodation for teachers of Secondary Schools, particularly in rural areas 146 units of twin teachers' quarters for housing facilities for 292 teachers have so far been sanctioned. Provisions have been made in the Third Five Year Plan to secure conversion of more X-class schools into Higher

Secondary Schools and Multipurpose Schools and to confer further benefits on the lines indicated above and about Rs. 50 lakhs has been provided in the budget for the next year.

In order to make up for the present shortage of Science teachers with Honours degree or Masters degree for teaching elective Science course in Class-XI High Schools a Contents Training Course both theoretical and practical of six months' duration in Physics, Chemistry and Biology has been instituted in 5 selected Degree Colleges for existing Science teachers with pass degree. On successful completion of training these teachers will be competent to teach elective science course in the upgraded schools. The annual intake in these colleges is 350. It is expected that all such existing sceince teachers, of high schools i.e. who have not taken Honours degree, may be trained in the Contents Training Course by the end of the Third Five Year Plan period. This is a new innovation which has been introduced in this State, and so far as my information goes, such training has not been introduced in other States as yet.

So far as revision of the conditions of service and emoluments of the Secondary teachers are concerned, the scales of pay of teachers of aided secondary schools were first introduced in 1948-49. Their scales of pay were once revised in 1954 and again in 1957. During the Second Five Year Plan a sum of Rs. 192.70 lakhs has been spent on revision of pay scales of secondary school teachers and about 28,000 teachers of secondary schools have come to enjoy the benefit of the revised scales of pay. Further revision of pay of teachers of aided secondary schools during the Third Five Year Plan period is in contemplation and for this purpose a provision for Rs. 125 lakhs has been made in the draft Third Five Year Plan and a sum of about Rs. 20 lakhs has been included in the Budget for the next year.

To improve the quality of education imparted at the primary and secondary stages we have not overlooked the necessity of expansion of training facilities which were of a very limited extent in pre-independence days. In fact Bengal was very much backward in this respect. Thus the total number of training institutions for Primary Teachers on 31. 3. 51 stood at 53 including 11 Basic Training Schools established in pursuance of the recommendation of the School Education Re-organisation Committee but with a total intake of 1460 scholars only.

At the beginning of the Second Five Plan 3 P. T. Schools that were below the requisite standard were closed down, but the 11 Junior Basic Training Schools were re-organised into Junior Basic Training Colleges. With 4 more Junior Basic Training Colleges that came to be established the 50 training institutions had 1809 seats. But during the Second Plan 6 new Junior Basic Training Colleges were sanctioned which together with the pre-existing 15 such colleges came to have 3150 seats and 29 Primary Training Schools with 8 Training Institutions for women had enlarged provision for 1690 seats. Thus towards the end of the Second Five Year Plan we are in a position to offer training to 4840 scholars annually.

Facilities for the training of teachers of Secondary Schools have substantially increased. At the end of the First Five Year Plan period there were 10 Post-Graduate Training Colleges and 3 Undergraduate

Training Colleges for training Senior Basic Teachers with an intake of 1485 and 190 teachers respectively. At the end of the Second Five Year Plan period the number of Post-Graduate Training Colleges stands at 17 and that of the Undergraduate Training Colleges at 10 with an intake of 2465 and 750 teachers respectively.

For further improvement and expansion of teachers' training facilities (including training in guidance) Rs. 50 lakhs have been provided in the Third Five Year Plan and about Rs. 2 lakhs have been included in the Budget for the next year.

One thing, however, has to be mentioned in this connection viz., the necessity of the revision of the syllabus and course of studies for the B. T. Examination, which at the present moment do not provide for contents teaching as the training course in some advance countries do. We have no doubt made a make-shift arrangement for science teaching to which I have referred before. But it is not for us to revise the syllabus ; it is for the University to move in this matter.

In the matter of improvement of facilities for collegiate education the following figures showing the number of colleges and their enrolment may be of interest to the members of this House :

In 1947-48 there were 55 colleges with an enrolment of 36,232 students.

Just before the plan period i.e., in 1950-51 there were 90 colleges with an enrolment of 51,330.

Now in 1960 61 at the end of two plan periods there are 125 colleges with an enrolment of about 1,30,000.

This is how the alleged শিক্ষাসঙ্কোচ (**Siksha Sankoch**) has come to pass !

One of the main development projects during the Second Plan has been conversion of colleges and college education into the Three Year Degree Course pattern under the University Grants Commission Scheme.

[3-30—3-40 p.m.]

This State went ahead of other States in providing grants to match the grants made by the University Grants Commission for improving the scales of pay of the college teachers and providing for additional Honours courses of study etc., Upto March 1960 the total amount spent by the State Government in furtherance of the scheme was Rs. 70,92,010. Total amount spent up to date as State share is Rs. 81,82,142 and the total number of colleges benefited thereby is 96.

43 units of hostels for students have been sanctioned for colleges in West Bengal under the University Grants Commission scheme on the State Government agreeing to yay Rs. 33·34 lakhs as State share. Under the State plan 22 units have been sanctioned for college teachers up to 1959-60. Under the low cost housing scheme 294 units of staff quarters have been sanctioned for 52 colleges on loan basis during the Second Plan.

During the Second Plan attempt has been made to provide more stipends for meritorious but needy students. 1174 stipends and scholarships have been granted in addition to 782 that existed before. It is expected that expenditure on this head during the current year will be approximately 3.19 lakhs. This scheme will be continued and extended during the Third Plan as funds may be available.

About the amenities provided for college students during the Second Plan, mention must be made of the four Day Students Homes which have been established to provide opportunities for quiet study in the crowded city area to about 4000 students, 1000 in each such Home on an average. Annual expenditure on the four Homes is about Rs. 3·80 lakhs. The success of our scheme has led to its acceptance by the University Grants Commission.

Members would like to know what has been done to set the new universities on their feet.

The Burdwan University Act, 1959, was brought into operation with effect from the 15th June, 1960, and the University formally opened on that date. The Burdwan University started admission to post-graduate teaching in six Arts subjects, namely, English, Bengali, History, Economics, Sanskrit and Pure Mathematics from the current academic year and appointed requisite staff. The number of students in the post-graduate classes this year is about 200. One post-graduate hostel for 40 men students has been started at Golap Bag and another hostel for 20 has been started for women students of the post-graduate departments at Banabas. An advance grant of Rs. 4,68,000 has been sanctioned to meet the running expenses of the University. A total Area of 189 acres is being acquired for the University at a cost of Rs. 15 lakhs.

The Kalyani University Act, 1960, was brought into operation with effect from the 1st September, 1960, and the University was established with effect from that date. The Birla College of Agriculture at Haringhata and the Teachers Training College at Kalyani have ceased to be affiliated to the University of Calcutta and have come to be constituent colleges of the University of Kalyani with effect from that date in persuance of sub-section (3) of Section 5 of the said Act.

An advance grant of Rs. 5.19 lakhs has been placed at the disposal of the University of Kalyani to meet its running expenses. A total area of 590 acres of land has been acquired for the Kalyani University by the State Government at a cost of Rs. 23.31 lakhs and an additional area of 500 acres of land is proposed to be acquired for the University. A building grant of Rs. 31 lakhs is being placed at the disposal of the University to take up the construction of college and residential buildings and hostels for the students. Classes for Arts and science teaching under the University of Kalyani are proposed to be started in the next academic session.

Keeping in view the requirements of the existing and the newly set up Universities and the initial cost of the establishment of two new Universities, viz., the North Bengal University and the Tagore University, a total provision of Rs. 3 crores and 30 lakhs has been proposed under the Third Five Year Plan for Development of Universities (including post-graduate studies and research and in the Budget estimate for 1961-62

Rs. 51.07 lakhs has been included under Head 37-Education and Rs. 20 29 lakhs under Head 81-Capital Accounts.) In this connection mention may be made of the development of engineering education here in West Bengal at the Degree and Post-Graduate levels.

The intake of B. E. College under its improvement scheme was increased from 120 to 160 in 1947 and to 180 in the year 1953. In the year 1956 the course of Mining Engineering was sanctioned and a new Dept. of Tele-Communication Engineering was opened in 1957 and the total sanctioned intake of the college came to be 400.

Post-graduate courses in Civil, Electrical Mechanical and Metallurgical Engineering were started in the Bengal Engineering College with help from the Government of India in the year 1953. For the Post-graduate courses Government of India sanctioned certain teaching posts as well as grant for equipment, as a result of which the college has been able to undertake the Teacher-Training Programme of the Government of India admitting annually 25 teacher-trainees who are graduates in Engineering to a 3 Year course.

The college also has undertaken on behalf of the Council of Scientific and Industrial Research various research schemes (as many as 25) in various departments of the college by the professors for which research expenditure and Senior and Junior scholarships are being paid for by the Government of India.

A centre for Rural Housing Research and Training has been established in the Architecture, Town and Regional Planning Department of the College since the year 1959-60. This centre is engaged in research for rural housing in the eastern zone.

The college has Seismological station serving as a centre of study for the International Geophysical year (I. G.) Proposal is now under consideration of the Government of India for starting a branch of Earthquake Engineering at the B. E. College which is likely to commence from the beginning of the academic session 1961-62.

With the introduction of the 5 year Integrated Degree courses the college started taking Higher Secondary Science and Technical stream boys from the year 1960-61. On account of this change in the Higher Secondary Education pattern the total undergraduate student population of the college is rising and will be approximately 2000 by the year 1961-62, as a direct result of increasing the 4 year to a 5 year Degree course approved by the Calcutta University.

Besides the provision for Engineering Education in the Bengal Engineering College the Jadavpur University is engaged in imparting Engineering Education both at the Graduate and Post-Graduate levels to about 1900 students besides 1600 students who are admitted under Arts and Science Faculties.

The Regional Engineering College at Durgapur, which has started functioning from the current academic session is going to be fully developed under the Third Five Year Plan. The ultimate intake to

various Degree Courses of this college will be 250 per year to a 5 year Integrated Course of the Burdwan University. It is an autonomous institution managed by a Board of Governors. The developmentt plan of this college envisages an expenditure of about Rs. 183 lakhs and the ultimate recurring expenditure which will be about Rs. 26 lakhs. The recurring expenditure will be borne on 50 : 50 basis by the Government of India and the State Government for a period of 5 years and thereafter it will have to be borne by the State Government entirely.

Development of Technical Education a vital and urgent necessity for a State like West Bengal where there is such a heavy concentration of industries received early consideration.

As it was, in 1947-48, no Technical Institution below graduate level was under the control of the Education Department. In 1949-50, 37 (non-government) (aided) Technical Schools both for boys and girls came under the control of the Education Department from the Department of Commerce and Industries.

Prior to First Five Year Plan 3 institutions were upgraded and developed to cater for Diploma Courses in Civil, Mechanical, Electrical Engineering and Draughtsmanship courses in the light of the recommendations made by the Higher Engineering Education Committee set up by the Government of West Bengal in 1948. In addition to these, Overseer Course was started in the College of Engineering and Technology at Jadavpur. The 3 institutions for Diploma Courses had a total annual intake of 360, and the annual intake of the Overseer Course at Jadavpur was 66.

As additional resources were available during the First Five Year Plan period, 7 new polytechnics were set up. The number of polytechnics thus came to be 10, of which one is now defunct with a total annual intake of 1440.

Draughtsmanship Course of two years' duration with a total annual intake of 180 was started in 5 polytechnics.

These Institutions had a total capacity of 4320 students for the Diploma Courses.

During the Second Five Year Plan 12 polytechnics have been sanctioned of which 7 have come to function. When all these polytechnics will be coming to function, it is expected in the near future, we shall be in a position to offer additional 5370 seats for technical education at the diploma level and training altogether (4320 plus 5370)-9690 students for diploma courses and 360 students for draughtsmanship courses.

Inadequate as the provision is for meeting industrial requirements of this State, it is proposed to establish during the Third Plan period 8 more Engineering Institutions for Diploma Courses with a total capacity of 4320 students.

Part-time Diploma Course in Civil, Mechanical and Electrical Engineering is proposed to be introduced in six existing polytechnics with a total capacity of 1200 students.

[3-40 -3-50 p.m.]

One more institution for Training of Foreman (Sandwych System is proposed to be established for a total number of 200 students. Fifteen Junior Technical Schools with a total capacity of training three thousand students will be established during the Third Plan period.

The following amount will be required on account of the schemes and has been included in our estimates under the Third Five Year Plan for expenditure during 1961-62: for Buildings Rs. 31.72 lakhs and for Equipments Rs. 34.05 lakhs—total Rs. 65.77 lakhs.

Sir, I know that statistics are abhorred by certain people, but, after all, statistics are the yardstick to measure and show the progress that has been made in a particular State and in a particular sphere. With these statistics, before him how can one truthfully say that we have not made any progress so far as development of education in West Bengal is concerned.

So for as improvement in the quality of education is concerned, that improvement can be effected not simply from the Writers' Buildings, but can only be effected inside the schools and colleges. After all, the Government at the Writers' Buildings do not go there to give the boys either intellectual or moral education or education in discipline.

Sir, I have given these figures just to enable friends to appreciate the progress that has been made in education in this State. I know there are other persons who will dislike these statistics and get irritated by these because their thesis is that no improvement has been effected in this State so far as education is concerned.

Sir, with these words, I move my demand.

Mr. Speaker : All the cut motions are taken as moved.

Shri Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Benarashi Prosad Jha : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Heed "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37 Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Nath Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sengupta : Sir, I beg to move that the demand o Rs 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37 Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37 Education" be reduced by Rs. 100.

Srimati Labanya Prova Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar : Sir I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee ; Sir, I beg to move that the demand of Rs 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri : Sir, I beg to move that the demand o Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demanc of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs 18,45,82,000 for expenditure under Grand No. 20, Major Head "37 Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demanc of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Heac "37-Education" be reduced by Rs. 100

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : Sir, I beg to move that th demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Majo Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to move that the demand o Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20. Major Head "37 Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand c Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37 Education" bereduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head ' 37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Pakray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchugopal Bhaduri : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head ' 37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Shaikh Abdulla Farooquie : Sir, I beg to move that the demand of Rs 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Ray Chowdhuri : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head '37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand c Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37 Education" be reduced by Rs 100.

Shri Pravash Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand c Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37 Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand o Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37 Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,00(for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" bc reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that the demand oi Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. -0, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir, I beg to move that the demand oi Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta : Sir, I beg to move that the demand oi Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shri Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shri Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shri Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shri Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shri Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shri Syed Badrudduja: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shri Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shrimati Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1.

Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 5,00,000.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 5,00,000.

Dr. Prafulla Chandra Ghosh: মাঃ স্পীকার মহাশয়, আমার পরম দুর্ভাগ্য যে, শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় যা পড়ে গেলেন তার অধিকাংশ জিনিসই বুঝতে পারিনি—তিনি লিখিত জিনিস পড়েছেন, লিখিত জিনিস না পড়লে এত তথ্য ও figures কারুর মুখস্থ থাকতে পারে না। কিন্তু এটা যদি আমাদের তিনঘণ্টা আগেও circulate করা হোত তাহলে আমরা সেটা পড়েশুনে সমালোচনার জন্য প্রস্তুত হতে পারতাম। এখন সমালোচনা করতে গেলে হয়তো সমালোচনার নামে আলোচ্য বিষয়ের উপর অধিকারই করব বেশী, তাই তাঁর এই জিনিস পড়া ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যখনই শিক্ষা বিষয়ক কোন ব্যাপারে আমরা সমালোচনা করি তখনই শিক্ষামন্ত্রী আমাদের প্রতি একটা শব্দ ব্যবহার করেন, allery। দুই বৎসর আগেও এই কথা বলেছেন, কাগজের রিপোর্টে দেখছি council-এ ও এই কথা বলেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, এটা যুক্তি নয়, এটা গালাগালি। এবং গালাগালি যেই দিক সেটা অশোভন জিনিস, মন্ত্রীদের পক্ষে বিশেষ করে অশোভন—মন্ত্রীরা যদি এই কাজ আরম্ভ করেন তাহলে এই Assembly মেছোহাটায় পরিণত হবে। এবং তার দায়িত্ব মন্ত্রীদেরই বেশী একথা আমি রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে বলতে চাই। দায়িত্ব উভয়পক্ষেরই আছে, কিন্তু অধিকতর দায়িত্ব মন্ত্রীদের। সুতরাং আমরা পরস্পরের মত খণ্ডন করার জন্য নানারকম যুক্তি না দেখিয়ে যদি পশ্চিমবাংলার শিক্ষার দিক থেকে যা কল্যানকর সেই কথা বলি তাহলে আমার সময়ে আমরা আমাদের কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করব। গত বৎসরের চেয়ে এবারকার বাজেটে ২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা বেশী খরচ ধরা হয়েছে—কিন্তু একমাত্র বেশী টাকা খরচ হলেই যে জিনিসের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হয় তা নয়, খরচের মাপকাঠিতে শিক্ষাবিস্তার ও মানোন্নয়নের নির্ধারণের চেষ্টা করা logic নয়, সেটা নিছক অপযুক্তি, আশা করি শিক্ষামন্ত্রীমহাশয় একথা স্বীকার করবেন। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটেনের অনুকরণে করা হয়েছে এবং ইংরাজ চলে যাবার পরও সেই ধাঁচই রয়ে গিয়েছে পুরোপুরি না থাকলেও একথা সকলেই স্বীকার করবেন ঐ ধাঁচটাই রয়ে গিয়েছে। যাই হোক, Britain in 1960-এর মধ্যে যে সমস্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে লেখা আছে ১৯৫৯-৬০ সালে ব্রিটেনের শিক্ষা ব্যয় ছিল ৯০০ মিলিয়ন পাউণ্ড, অথবা ১২০০ কোটি টাকা। এই পুস্তকের ১০৮ পৃষ্ঠায় আছে, It is estimated that the total public expenditure on education including University education will exceed nine hundred million pounds in the year 1959-60.

ব্রিটেনের লোকসংখ্যা ৫'২ কোটি, মোট ছাত্র সংখ্যা ৯০ লক্ষ। সেই অনুপাতে যদি করতে হয় তাহলে আমাদের পশ্চিমবাংলার খরচ হওয়া উচিত ৭২০ কোটি টাকা যা নাকি সুদূর ভবিষ্যতেও হওয়া সম্ভব নয়। এবং আমাদের বাংলাদেশের সমস্ত আয় শিক্ষার জন্য ব্যয় করেও তা সম্ভব নয়। রাশিয়া বা আমেরিকায় শিক্ষা ব্যয় আরো বেশী। কাজেই অন্ততঃ অর্থনৈতিক কারণেই ব্রিটেনের অনুকরণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা করা চলবে না—আমাদের নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। তারপর আমাদের দেশের ধুরন্ধর শিক্ষাবিদরা হামেশা বলে থাকেন, ব্রিটেন, রাশিয়া আমেরিকা অগ্রসরশীল দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অগ্রসর একথা ঠিক। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ একবার যখন আমাদের অভয় আশ্রমে গিয়েছিলেন, সন্ধ্যাবেলায়

বসে আছেন, এমন সময় দূরের গ্রাম থেকে কীর্তনের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন, আমাদের দেশের লোক সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর করে কীর্তন করে, আর পাশ্চাত্যদেশে করে মদ খেয়ে, কারা বেশী অগ্রসর। কাজেই অনগ্রসর বা অগ্রসর এবং বিচার অর্থ নৈতিক মানে হয় না। আজ রাশিয়া আমেরিকার রাষ্ট্রনায়করা বলছে, আমাদের মারণাস্ত্র দিয়ে আমরা পৃথিবী ধ্বংস করতে পারি। কিন্তু এতো অগ্রসর হওয়ার চিহ্ন নয়। অগ্রসর হওয়ার কথা সেখানেই বলতে পারা যায় যেখানে সকল মানুষের উন্নতি, শুধু অর্থ নৈতিক মানোন্নয়ন নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিও চিন্তা করা হয়। আজ আমাদের দেশে কি অবস্থা? ১৪ বৎসর হতে চল্ল আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু কি অবস্থা আজ হয়েছে দেশের। আজ দেশ থেকে ত্যাগের আদর্শ লোপ পেয়েছে।

[3-50—4 p.m.]

এর অর্থ এই নয় যে কোন ত্যাগী লোক নেই। কিন্তু সাধারণ ভাবে ত্যাগ ভাবনা সব লোপ পেয়েছে এবং এই লোপ পাওয়ার জন্য যা কিছু দায়িত্ব ভার কতটা হরেণ বাবুর তা ভাববার বিষয়। কারণ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এটা নির্ভর করে। শুধু স্কুল, কলেজ, ছাত্র এবং টাকার খরচের ফিরিস্তি দিলে কিছু লাভ হবে না। তারপর বাজেটে দেখছি শিবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপ্যালের মাইনে বৎসরে ২৯ হাজার টাকার চেয়ে বেশী—অর্থাৎ ২ হাজার ১০০ টাকার মত হবে। আবার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের মাইনে তাঁর চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ যারা বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করছেন তাঁরা যেন নূতন ব্রাহ্মণ। এই রকম ভাবে নূতন ব্রাহ্মণ বা শ্রেণী সৃষ্টি করে ভারতবর্ষের কল্যাণ হবে না। পৃথিবীর বিজ্ঞানে খুব উন্নত দেশে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অধ্যাপকের মাইনের মধ্যে এই রকম পরিমাণ তফাৎ নেই যা এখানে রয়েছে। এর ফলে ভাল ছাত্ররা সব বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকছে এবং বাকীসব অন্য দিকে। এখন দেখছি যে অঙ্কের চর্চা মেয়েরাই রক্ষা করছে। ছেলেদের মধ্যে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না করে শুধু যদি ফিরিস্তি দিই তাতে বাংলাদেশের কল্যাণ হবে না। হরেণ বাবু ধর্ম শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সংবিধানের ২৮ ধারা অশুভ প্রতিবন্ধক। সেখানে আছে No religious instructions shall be provided in any educational institutions wholly maintained out of State fund. হরেন্দ্র বাবু যদি মনে করেন এটার বদল হওয়া দরকার তাহলে—এখানেও কংগ্রেস সরকার, সেখানেও কংগ্রেস সরকার—একবার কি তিনি লিখেছেন যে এটার পরিবর্ত্তন করা উচিৎ? বেরুবাড়ী ভাগ হবার জন্য সংবিধানের পরিবর্ত্তন হতে পারে, কিন্তু মানুষের ভাল করার জন্য কি সংবিধানের পরিবর্ত্তন করা যায় না? সেজন্য আমি বলছি যে সংবিধানের পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা তাঁরা করুন। আমি অবশ্য একথা বলছিনা যে বাধ্য করে কাউকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে। অভিভাবকদের যদি মত না থাকে তাহলে কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের ধর্ম শিক্ষা দেওয়া উচিৎ নয়—একথা আমরা স্বীকার করি। ইংলণ্ড, ইউরোপ প্রভৃতি সমস্ত দেশেই এই ব্যবস্থা রয়েছে। হরেন বাবু বৃটেন, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে যে ব্যবস্থা রয়েছে সেই ব্যবস্থা প্রচলন করুন না কেন? কাজেই দেখছি এই যে এই শিক্ষা জাতির মৃত্যুকে ডেকে আনবে। সমস্ত জাতিকে বাঁচাবার জন্য আমরা শিক্ষা চাই। আশা করি হরেন বাবু এদিকে দৃষ্টি দিবেন। এখন তো ধর্মের নামে সব অধর্ম চলছে। জব্বলপুর, খুলনা, সোদপুরে যা হয়ে গেল সে তো ধর্মের নামে অধর্ম চলেছে। আমি সেই ধর্ম শিক্ষার কথা বলছি যে ধর্ম শিক্ষার দ্বারা জাতির চরিত্র গঠন হবে এবং তাতে দেশের মঙ্গল হবে।

তারপর শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের নীতির মধ্যে কোন স্থিরতা দেখছি না। এখানে সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয় যে সর্বোচ্চস্তর পর্য্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হবে। কিন্তু কবে

যে হবে তা জানি না। আজ চারিদিকে চীৎকার শুনছি যে ইংরাজীর মান বাড়াতে হবে, ইংরাজী ভিন্ন বিজ্ঞান শিক্ষা চলবে না। এখানে একটা কথা বলব, ভারতের অনেক দিন শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—তিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা দিয়েছেন বলে শুনিনি। কোন ইংরাজের সঙ্গে দেখা করতে হলে তিনি দোভাষী নিয়ে যেতেন। মাদ্রাজের মুখ্য মন্ত্রী শ্রীকামরাজ নাদার তিনি ইংরাজী খুব অল্পই জানেন। মন্ত্রীদের জন্য যদি ইংরাজীতে পারদর্শিতার দরকার না হয় তাহলে অন্যের বেলায় কেন এটা হবে বুঝি না ?

দ্বিতীয় কথা বলা হচ্ছে যে বিজ্ঞানের জন্য ইংরেজী দরকার। তবে আমি অন্য দেশের কথা না বলে শুধু জাপানের কথা বলব যে, কারিগরি এবং বিজ্ঞানে জাপান বোধ হয় এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর দেশ এবং সেখানে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা জাপানী ভাষায় লিখিত ইংরেজীতে নয়, কিছুদিন পূর্বে জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কিন্তু আমি দেখলাম যে তিনি ইংরেজী জানেন না। তিনি জাপানী ভাষায় কথা বললেন এবং তাঁর স্ত্রী দোভাষী হিসেবে আমাকে তা' ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে যারা ইংরেজী জানেন না সেই পণ্ডিতরা এখন মন্ত্রী হয়ে চিৎকার করছেন যে ইংরেজীর মান উন্নত হওয়া উচিত। যা হোক্, জাপানে যখন জাপানী ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তার মৌলিক গবেষণাও জাপানী ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন আমাদের দেশেও সেই প্রকারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। স্যার, এঁরা কেবলই বলেন যে কোথায় পুস্তক আছে ? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি সেই পুস্তক লেখাবার জন্য আপনারা কি করেছেন ? কাজেই বলি যে, একটা কমিটি করুন এবং তাতে যদি আমাদের সাহায্যের দরকার হয় তাহলে আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি মত সাহায্য আমরা দেব। কিন্তু এরা বলেন ৫ বছরের মধ্যে করব। অবশ্য একথা ঠিক যে এমিল ফিসারকে দিয়ে যদি পুস্তক লিখেন তাহলে সেটা যে রকম হবে আমাকে দিয়ে লেখালে সে রকম কোন দিনই হবেনা—কারণ তিনি অনেক বড় বিজ্ঞানী। কিন্তু তা সত্বেও যদি আরম্ভ না করি তাহলে তো কোন দিনই হবেনা। তারপর আমি কয়েকটা খবরের কাগজে দেখলাম কোন কোন লেখক তাতে লিখেছেন যে এই দেশের লোকেরা কিসের জন্য অক্সিজেন-এর বদলে অম্লজান কথাটা বলে ? কিন্তু আমি তাঁদের বলতে চাই যে, যে ইংরেজী শব্দ অক্সিজেনের বদলে এখানে অম্লজান বলে সেই ইংরেজী শব্দ অক্সিজেনকেই তো জার্মান ভাষায় Sauerstaff বলে, অর্থাৎ substance that produces acid. কাজেই অক্সিজেনকে বাংলায় অম্লজান বললে যদি অপরাধ হয় তাহলে জার্মান ভাষায় তাকে Sauerstaff বললে অপরাধ হয়না কেন ? সুতরাং কথা হচ্ছে যে, আমাদের যা ভাষা তাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে !

তারপর ভাষা সম্বন্ধে যখনই প্রশ্ন ওঠে তখনই আমার মনে হয় মাতৃভাষা সকল স্তরের শিক্ষার বাহণ হওয়া উচিত। আমাদের ভারতবর্ষের ১৪টি ভাষা সংবিধানে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এই ১৪টির মধ্যে একটি কথ্য ভাষা নয় এবং সেটি হোল সংস্কৃত। কাজেই এই ১৩টি ভাষার ছাত্ররা যাতে অন্ততঃ পক্ষে নীচ থেকে উপর পর্য্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তারপর কোন কোন ভাষার যদি অল্প সংখ্যক লোক থাকে তাহলে তাঁদের জন্য সারা ভারতবর্ষে একটা না একটা বিশ্ববিদ্যালয় করা উচিত যাতে সকলের প্রতিভা বিকাশ লাভ করতে পারে। এরপর প্রশ্ন আসে সরকারী চাকুরীতে কোন্ ভাষা হবে ? তার উত্তর যে, মাতৃভাষায় যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে সরকারী চাকুরীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভাষাও মাতৃভাষায় হওয়া উচিত। তবে যদি পরীক্ষায় পাশ হয় তাহলে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করবার পর অর্থাৎ যেমন "ল" বা আইন পাশ করতে হয় ঠিক তেমনি হিন্দী বা ইংরেজী যেটাকেই আপনারা রাখুন না কেন

as official languages—not national languages তার একটা কার্যকরী স্থান লাভের জন্য পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু তা না করে যদি কেবল ষ্টীম রোলার চালিয়ে ইংরেজী বা হিন্দিকে করতে চান তাহলে যারা মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করবে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে এবং এই অবিচার ভারতবর্ষের মানুষ আর বেশী দিন সহ্য করবে না।

[4-4—4-10 p.m.]

আমি হিন্দি, ইংরাজী শেখার বিরোধী নই; হিন্দি, ইংরাজী কেন ইউরোপের একাধিক ভাষা শিখুক, ভারতবর্ষের একাধিক ভাষা শিখুক, সব আমি চাই। এর অর্থ এই নয় যে জবরদস্তি করে চালাবার ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। পৃথিবীর কোন দেশ ১১ বছর পূর্বে কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেয়না —অন্ততঃ দেয় বলে আমি জানিনা। আর আমাদের পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্র ধুরন্ধররা ঠিক করেছেন যে ৪টি ভাষা শিখতে হবে ১৪ বছরের মধ্যে—বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি এবং সংস্কৃত। এর ফলে ছাত্রদের মস্তিস্কের উপর চাপ বৃদ্ধি হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে, মস্তিস্কের বিকাশের জায়গায় চাপের চোটে মস্তিষ্ক শেষ হয়ে যাবে। তবে সুবিধা আছে তাঁদের যাঁরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। বড় বড় যাঁরা মন্ত্রী বা সেক্রেটারী তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের এইসব স্কুলে দেননা তাঁরা লরেটো, ডুন, ডায়োসেসান স্কুল বা মিশনারী স্কুলে শিক্ষা দেন। বাংলাদেশের সাধারণ বাড়ীর লোক ঐ স্কুলে তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে পারেননা। যেদিন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের এইসব স্কুলে দেবেন সেদিন বুঝতে পারবেন শিক্ষা কি অবস্থায় এসেছে। হরেণবাবু একটু শুনুন, আজ ৬॥০ বছর ধরে সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড বাতিল করে রেখেছেন। কবে সেকেণ্ডারী বোর্ড হবে, না হবে, কি হবে কিছুই জানিনা। আপনি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর এ্যাপয়েণ্ট করেছেন। বললেই তো পারেন সেকেণ্ডারী এডুকেশান সরকারের হাতে রাখব তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম। কিন্তু এই সরকার চাচ্ছে যাকে বলে ব্যতিরেকী কর্তৃত্ব চায়—এ জিনিস চলতে পাবেনা। প্রতি বছর দেখি ডি. পি. আই. এর মাইনে ধরা আছে। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী হরেণবাবু আর সেক্রেটারী ধীরেন সেন মহাশয় যতদিন পর্যন্ত আছেন ততদিন পর্যন্ত যোগ্য ডি. পি. আই. পাওয়া যাবেনা—কি হয়েছে, কারণটা কি শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি? প্রতি বছর শিক্ষা সচীব ডি. পি. আই. হবেন।

তারপর বুনিয়াদী, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এই সমস্ত নানা রকমের স্তর করে নানা রকম পৃথক ব্যবস্থা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছেন। যেমন ধরুন অধিকাংশ স্কুলে ১০ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক আর ১১ বছর পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক। কাজেই ১০ বৎসরের স্কুলের পাশ ছেলেদের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম শেষ করা ১ বছরের মধ্যে কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই ১০ বছরের মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্য ১১ বছরের যে স্কুল আছে তার ৯ শ্রেণী আর ১০ শ্রেণীর পাঠ্য যদি এক রকম হয় তাহলে ১ বছরে পারা সম্ভব, তা না হলে ১ বছরে পারা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।

তারপর বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে বলছি। বুনিয়াদী শিক্ষা মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে শিল্পের মারফৎ হবে বলেছেন ইংরাজী বাদে ম্যাট্রিক পর্যন্ত যে মান হয় সেই মান হবে। কিন্তু আপনারা বলবেন বুনিয়াদী স্কুল পাশ হয়ে ঐ ৯ শ্রেণীতে ভর্তি হতে হবে। কিন্তু এটা সময়ের অপচয়, মস্তিস্কের অপব্যবহার, এ জিনিস হতে দেওয়া উচিৎ নয়। এর যদি সামঞ্জস্য না করতে পারেন তাহলে কিছুতেই চলবেনা। তারপর সরকারের ঝোঁক দেখছি আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রতি। আমাকে কিছুদিন পূর্বে একটা আবাসিক বিদ্যালয় দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে ৪শো ছাত্রছাত্রীর জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে। ২ শো ছাত্রছাত্রী ছিল ৪শো হয়ে যাবে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এর জন্য ১০ লক্ষের

উপর টাকা খরচ হয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম প্রায় সবই সরকারের টাকা। এই ১২ লক্ষ টাকা ৪শো ছাত্রছাত্রীর জন্য খরচ হচ্ছে।

এইভাবে যদি আবাসিক বিদ্যালয় করতে হয় সারা পশ্চিমবাংলায় তাহলে ২॥ শো কোটী টাকা খরচ করতে হবে সকল ছাত্রের যদি ব্যবস্থা করতে হয় সেটা কোন রকমে সম্ভবপর নয়। অতএব আবাসিক বিদ্যালয় ব্যয় বহুল। এই আবাসিক বিদ্যালয় ভাল কি মন্দ সেকথা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। একদল বলবেন আবাসিক বিদ্যালয় ভাল নয়, আর একদল বলবেন ভাল। একদল বলবেন হ্যারো, ইটন, অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ দ্যাখ, আর একদল বলবেন জার্মানীর হাইডেলবার্গ, গুটেনবার্গ দ্যাখ। সেখানে শতকরা ১০ ভাগ বোধ হয় আবাসিক বিদ্যালয়ে থাকে, অধিকাংশই কোন না কোন লোকের পেয়িং গেষ্ট হিসাবে থাকে। কাজেই সে তর্কের মধ্যে আমি যেতে চাইনা। যদি ধরে নিই আবাসিক বিদ্যালয় ভাল তাহলেও বলবো এটা ব্যয় বহুল জিনিষ—আমাদের দেশের পক্ষে এটা সম্ভবপর নয়। যেখানে আমরা প্রত্যেক বিষয়ে খরচ কমাবার জন্য সচেষ্ট সেখানে এই জিনিষ আমরা করতে পারিনা। বড়লোকদের ছেলেদের জন্য এই ব্যবস্থা হতে পারে। সেখানে ছাত্রদের মাসে খাওয়া, থাকা, টিউসন ফি প্রভৃতি নিয়ে ৮০ টাকা খরচ। কয়জন লোক নিজের ছেলেকে স্কুলে পড়াবার জন্য ৮০ টাকা মাসে খরচ করতে পারে? হেরেলভোক স্কুল বা অভিজাত স্কুল করার জন্য আমাদের জনসাধারণের টাকা নেই। আজকাল আবার কিছু কিছু স্কুল তৈরী হচ্ছে, সেখানে ৪০।৫০ টাকা করে মাইনে। রাস্তায় যেতে যেতে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখি—চেহারা তো আমার চেয়েও একপোঁচ আলকাতরা বেশী দেয়া আছে। তাদের পোষাক টোষাক দেখে মনে হয় আমরা কি ইংলণ্ডে আছি, না জার্মানীতে আছি, না ফিনল্যাণ্ডে আছি কোথায় আছি তা বুঝতে পারি না। নূতন ইংরাজ হওয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছে। সেই সমস্ত স্কুলে ৪০।৫০ টাকা এতো যে মাইনা নেয় এটাকে আইন করে বন্ধ করা উচিৎ। আমি জানিনা শংকরদাসবাবু কি বলবেন, তিনি একজন বড় ব্যারীষ্টার তিনি হয়ত বলবেন এটা তাদের ফাণ্ডামেটাল রাইটে হাত দেয়া হয় কিন্তু আমি বলছি fundametal misuse of human rights এবং তা যদি হয় তা হলে আইন করে এটা করা উচিৎ। একদিন মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ সালে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন দ্যাখ প্রফুল্ল, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলছে যে বাংলাদেশে শিক্ষিত আর অশিক্ষিতদের মধ্যে যে তফাৎ, দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের মধ্যে সেই তফাৎ এটা কি ঠিক? তখন আমি বলেছিলাম এতটা তফাৎ নেই, তবে অনেক পরিমাণ তফাৎ আছে, তার কারণ সেখানে শিক্ষিতেরা যে ভাষায় কথা বলে তা অশিক্ষিতেরা বুঝেনা। এত ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করে যে তারা তা বুঝতে পারে না। এই যে অবস্থা এই অবস্থা দূর করতে হবে। আমাদের আর একটা জিনিষ য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান এডুকেশন। এডুকেসন ইজ এডুকেশন, তার মধ্যে আবার য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কি? এই রেসিয়াল এডুকেশন মানে কি? প্রথম যখন ছিল ইংরাজ থাকা পর্যন্ত সেটা কিছুদিন না হয় চলতে পারে কিন্তু চিরদিন কেন চলবে, য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সেটা আমি বুঝতে পারি না। মিঃ নরোনা এখানে নেই তিনি যখন ঢাকা কলেজে পড়তেন আমি তখন তাঁকে জানতাম, আমি তখন ঢাকা কলেজে রিসার্চ স্কলার ছিলাম। তিনি বি. এ. পাশ করলেন এবং তিনি ইংরাজীর ছাত্র ছিলেন য়্যালো ইণ্ডিয়ান। আমি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান নই, আমি হিন্দু কিন্তু তাঁর চেয়ে আমি সুপিরিয়ার বা ইনফিরিয়ার নই। এডুকেশনে সকলের জন্য এক ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ, তাহলে জাতির কল্যাণ হবে। য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান এডুকেশন আলাদা করে হওয়া উচিৎ নয়। য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের কাছে আমার অনুরোধ এই যে বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁদের সম্পূর্ণভাবে মিলে যেতে হবে তাঁদের কল্যাণে। অবশ্য যদি বলতে চান ইংরাজী তাঁদের মাতৃভাষা তাহলে সেই মাতৃভাষায় তাঁরা শিক্ষালাভ করুন কিন্তু সে সব স্কুলে যেন অন্য লোকও ঢুকতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান এডুকেশন বলে

যেন আলাদা এডুকেশন না থাকে। তারপরে দেখছি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইন্‌সপেক্টরের যে মাইনে আমাদের অন্য ইন্‌সপেক্টরদের তার চেয়ে অনেক কম মাইনে, য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইন্‌সপেক্টরদের মাইনে বেশী। জাতিগত হিসাবে মাইনে এ কি ব্যাপার? তারপর সংবিধানে নির্দেশনামা আছে সংবিধান হয়ে যাবার ১০ বৎসরের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে।

কিন্তু যখন নাকি কাজে লাগাবার সময় এলো—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জ্ঞান হলো—আমি তো আগে বুঝতে পারিনি যে এত টাকা খরচ হবে। তিনি সব ব্যাপারই পরে বুঝতে পারেন। এত টাকা খরচ করা—সে তো অসম্ভব। অর্থাৎ তিনি না বুঝেই Constitutionএ দস্তখত করতে রাজী হয়েছিলেন।

[4-10—4-20 p.m.]

এখন বলছি—৬ থেকে ১১ বৎসরের ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাংলাদেশের যদি লোক সংখ্যা ৩ কোটী ২০ লক্ষ হয়, তাহলে ঐ সংখ্যা হবে প্রায় ৪০ লক্ষ। আর এই ৪০ লক্ষ ছেলেমেয়ের জন্য সওয়া লক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন—যদি মাথা পিছু একজন শিক্ষক প্রতি ৩২ জন ছাত্র ধরি। আর সেই একজন শিক্ষকের মাইনে যদি ৭৫৲ টাকা হয়, তাহলে ঐ সওয়া লক্ষ শিক্ষকের জন্য মাইনে দিতে হবে বাৎসরিক সওয়া এগার কোটী টাকা। এর সঙ্গে অন্যান্য খরচ ধরে মোট ব্যয় দাঁড়াবে ১৫ কোটী টাকা। এই সামগ্রিক ব্যয় ১৮ কোটী টাকা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে কি করতে হবে? প্রাথমিক শিক্ষকরা যে মাইনে পান হরেনবাবুর স্কুলবোর্ডের সমস্ত বিশৃঙ্খলাতে তাঁরা মাইনে ঠিকমত পান না; যাতে এই প্রাথমিক শিক্ষকরা ঠিকমত মাইনে পান—, তারজন্য স্কুলবোর্ডগুলি উঠিয়ে দিয়ে—, টাকা তো সব আপনারাই দেন—দু' রকমে, তিন রকমে—, সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা এক হাতে নেওয়া হোক্। অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষকরা সময়মত মাইনাটা পাক্—। সেটা তো আপনারা দিতে পারেন।

তারপর মাইনে সম্বন্ধে বলছি, এই মাইনার নিম্নহার ও উচ্চহার সর্বক্ষেত্রে নির্দ্ধারণ করা উচিত। গত পাঁচ-ছয় দিন আগে বাংলাদেশের এক বিজ্ঞানীকে আমি টেলিফোন করছিলাম—একটা খবর নেওয়ার উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন—৭ হাজার টাকা মাইনার প্রস্তাব করেছে একটা কমার্শিয়াল ফার্ম; এর উপরে বাড়ী গাড়ী সবই ব্যবস্থা আছে। এই যখন অবস্থা হয়, সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে লোক পাওয়া যাচ্ছে না কেন, তা সহজেই বোঝা যায়। তাই আমি বলছি সর্বক্ষেত্রে বেতনের উচ্চহার ও নিম্নহার বেঁধে দিতে হবে। জি, ডি, বিড়লার ক্ষেত্রেও এই হার বেঁধে দিতে হবে, জে, আর, ডি, টাটার ক্ষেত্রেও বেঁধে দিতে হবে, মায় হরেন রায়চৌধুরীর ক্ষেত্রেও বেঁধে দিতে হবে। তা না হলে ব্ল্যাক-মার্কেটের মানি—সব কিছু খারাপ করে ফেলবে। এই রেশান মানি হবে, টাকা রেশন করা হবে জিনিষ নয় নট্ গুডস্। এই যদি আপনারা করতে পারেন, তবে হবে। শিক্ষকদের মাইনে বাড়ালে শিক্ষকদের নোট ছাপান, প্রাইভেট পড়ান ও কোচিং ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। এম-এল-এ হলে শিক্ষকের পদ ত্যাগ করতে হবে। এম-পি বা এম-এল-এ ও থাকবেন, ওদিকে আবার শিক্ষক থাকবেন, সেটা চলবে না। অবশ্য আমি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাওয়া বন্ধ করতে চাই না। এক সঙ্গে দুটো থাকা চলবে না।

আর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি দেওয়া উচিত। বছরে এক হাজার করে। তিন বছরে তিন হাজার বৃত্তি যদি ৭৫৲ টাকা করে দেন, তাহলে ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হবে বটে; কিন্তু এই টাকা দেওয়া সম্ভবপর।

তারপর স্কুলের পরীক্ষার ভার হেড্ মাষ্টারদের উপর দিয়ে দেওয়া উচিত। এই পরীক্ষা ব্যবস্থা ঠিক করবার জন্য আমেরিকা থেকে আপনারা বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসছেন। আমাদের দেশে কি কোন দেশী বিশেষজ্ঞ নাই? মন্ত্রীরা তো নিজেদের ব্যাপারে নিজেরা ভুল করেন। সব ব্যাপারে কি ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে expert নিয়ে আসতে হবে? আর এই সমস্ত নিয়ে যত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন আপনারা? ভারতবর্ষের ক্রটীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার ক্রটীকে একত্রিত করবেন না। বাজেটের মধ্যে টাকার অঙ্ক আছে বটে কিন্তু তার মধ্যে কোন বাস্তব দৃষ্টি নাই—, এই বাজেট বাংলাদেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Satyendra Narayan Majumder : মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী যখন কম্পিত কণ্ঠে পড়ে যাচ্ছিলেন তার দীর্ঘ লিখিত ভাষণ, যার অনেক কিছুই আমরা বুঝতে পারিনি। ডাঃ চ্যাটার্জী বলেছিলেন—উনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলছেন, আমি মনেকরি ওটা আবেগের কণ্ঠ নয়, ওটা তাঁর বিবেকের দংশন, হয়ত তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হবে বলে শেষ মুহূর্তে তাঁর মনে সে কথা এসে থাকতে পারে। সময় বেশী নাই—, কাজেই যতটা সম্ভব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখছি।

বরাদ্দ টাকা বাড়ানোটাই যদি শিক্ষার মূল হয়, যেটা আমি শিক্ষা মন্ত্রীকে বহুবার বলেছি. আবার নূতন করে বলে লাভ নেই, তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে যে জিনিষটা দেখি—সেই টাকার অঙ্ককেই প্রধান বলতে হয়। এখানে দেখছি ১৮ কোটী ৪৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা বেড়েছে। তার মধ্যে দেখছি ১৪ কোটী ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা রাখা হয়েছে ডেভেলপমেণ্ট স্কীমের জন্য অর্থাৎ এই টাকাটা খরচ হবে কিভাবে—তা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা দপ্তর ও শিক্ষা অধিকর্তা যিনি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

Patronage distribution ও দুর্নীতির চূড়ান্ত সুযোগ এখানে রয়েছে। আমি তার একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কি ধরণের জিনিষ হচ্ছে—তা এই বইটায় আছে। এই বইটার নাম হচ্ছে—'প্রকৃতির পরিচয়'—চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য লেখা। বই এর ভূমিকায় লেখা আছে—আমাদের এখানকার শিক্ষার যিনি অধিকর্তা, তিনি ভূমিকার লেখক। ভূমিকায় লেখা আছে ভূগোল ও বিজ্ঞানের মূল তথ্যগুলি শিশু মনের উপযোগী করে লেখা হয়েছে বলে বইকে recommend করা হয়েছে।

এই বই-এ অজস্র ভুল রয়েছে। শিশু মনের কি রকম উপযোগী করে লেখা হয়েছে,—আমি তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বই এর ১৭।১৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে ধ্রুবতারার দূরত্ব কিভাবে অংক কষে বের করতে হবে তার একটা diagram দেওয়া হয়েছে। তারপর সূর্য্য ঘড়ি, তার একটা diagram দেওয়া হয়েছে। এই রকম নানারকম জিনিষ রয়েছে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য।

ভুল এই ধরণের সব আছে, যা আমাদের ছেলে মেয়েদের পড়ান হচ্ছে। ভুল আছে, যেমন ধরুন, লেখা আছে বই-এর এক জায়গায়—পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে এলো কবে? বলা হচ্ছে, ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর মাস থেকে। এটা ছাপার ভুল হয়েছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। প্রত্যেক পাতায় বিভিন্ন রকম ভুল রয়েছে। তারপর দেখা যায় ভারতের প্রদেশ সম্বন্ধে দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে বোম্বে এবং গুজরাট। মহারাষ্ট্রের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তারপর লেখা হচ্ছে—ধানই হচ্ছে প্রধান উৎপন্ন ফসল। পাঞ্জাবের মধ্যে দুইটি জাতি আছে—হিন্দু এবং শিখ। তাহলে মাষ্টার তারা সিং-কে গালাগালি দিয়ে লাভ কি? প্রধান মন্ত্রী—যিনি শিক্ষার

অধিকর্তা হয়ে বসে আছেন, তিনি দ্বিজাতি তত্ব প্রচার করছেন; তাহলে মাষ্টার তারা সিং-এর দোষটা কোথায়?

কুচবিহার সম্বন্ধেও একটা ভুল ধারণা দিয়েছেন। এই রকম ধরণের বহু ভুল জিনিষ এই বই-এর মধ্যে লেখা রয়েছে। বইটা পড়লেই দেখা যায় যে টাকার অপব্যবহার কি ভাবে করা হয়। আমরা শুনেছি ভূগোল লেখার জন্য একজনের উপর ভার দেওয়া হয়, বইটা লেখার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, তার সবটা তিনি পান না। তিনি ভার দেন আর একজনের উপর। শেষ পর্য্যন্ত যিনি লেখেন তিনি পান মাত্র অর্দ্ধেক টাকা। এই রকম ভাবে একখানা বই দু-তিন জনে লেখার ফলে সেখানে অজস্র ভুল থেকে যায়। শুনছি তাঁরা বলেছেন মাষ্টার মশাইরা ভুল সংশোধন করে পড়াবেন, কাজেই বইটা withdraw করবার প্রয়োজন নেই। ওঁদের ছেলে মেয়েদের মাষ্টার মশাইরা যখন fail করাবেন, এবং fail হবার পর তাঁরা বুঝতে পারবেন। এই বইটা যদি মন্ত্রী মহাশয়কে উপহার দেওয়ার প্রয়োজন না থাকত, তাহলে আমি ছুড়ে ফেলে দিতাম। এই হচ্ছে শিক্ষা দপ্তরে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের শিক্ষা উন্নয়নের একটা নমুনা। তাঁদের যদি লজ্জা থাকত, তাহলে তাঁরা একথা বলতেন না।

তারপর প্রাথমিক শিক্ষার কথা। আমাদের এখানে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে গেলেন। আজকে যখন এখানে দাঁড়িয়ে প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলতে যাচ্ছি তখন মনে পড়ছে বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষকরা আন্দোলনের রাস্তা নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আগামী ১৪শে মার্চ তাঁরা এখানে এসে অবস্থান ধর্মঘট করবেন। কেন? কি তাঁদের দাবী? তাঁরা বারবার যে দাবীগুলি করেছিল, তার মধ্যে তাদের একটা দাবী হচ্ছে মাগ্‌গি ভাতা সহ সবনিম্ন একশো টাকা এবং সহরের ভাতা ২৫ টাকা। এই সম্পর্কে অনেক কথা শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় বলে গেলেন—তাঁদের নাকি অনেক মাইনে বাড়ান হয়েছে। সংবাদ পত্রে দেখেছি—বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন সেই মাইনে চলে কিনা দেখুন। আমিও অনুরোধ করবো তিনি এবং তাঁর অধিকর্তা একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৫১ টাকা নিন এবং তাতে চলে কিনা দেখুন। অবশ্য তাঁদের মাইনে না নিলেও চলে। তবু তাঁরা এখানে একটা ত্যাগের দৃষ্টান্ত রাখুন।

[4-20—4-30 p.m.]

তারপর আর একটা দাবী হচ্ছে ওরা তারিখে যাতে তারা মাইনে পান ঠিকমত। একথা বহুবার বলা হয়েছে কিন্তু তারা ঠিকমত মাইনা পাননা। School Board এর উপর দোষ চাপিয়ে লাভ কি? অন্য সব ব্যাপারে ক্ষমতা আছে কিন্তু এটার বেলায় নাই কেন? এর জন্য প্রাথমিক শিক্ষককে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করতে বাধ্য হতে হয়েছে। অবশ্য ওদের নিয়মে আত্মহত্যা বলে কিছু নাই, অন্য কারণে হয়েছে। Providend fund এর প্রতিশ্রুতি, gratuity-র প্রতিশ্রুতি বানচাল হতে চলেছে, এঁরা দোষ দেন School Board-কে আর School Board দোষ দেন এদেরকে। কয়েক হাজার শিক্ষককে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। তারপর প্রাথমিক শিক্ষকদের নির্য্যাতন থেকে রেহাই করা। বহু দৃষ্টান্ত এখানে Dr. চ্যাটার্জি দিয়েছেন, তদন্ত করেছেন? এই School Board এর খামখেয়ালীর জন্য শিক্ষকদের এরকম বদলী করা হয় এই রকম অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করতে হয় কেন? তারপর স্কুল বোর্ডের দুর্নীতির কথা আমি সময়াভাবে বলতে পাচ্ছিনা। School Board সম্বন্ধে অনেকগুলি cu tmotion দিয়েছি তাতে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। বিশেষ একটা বিদ্যালয়ে এত বড় ঘটনা ঘটল যা মন্ত্রীসভা পর্য্যন্ত গড়িয়েছে, অনেক কাণ্ড হয়েছে, সে বলে আর লাভটা কি?

তারপর সরকারকে যে বিষয়টা বারবার বলা হয়েছে এবং তারা এড়িয়ে গেছেন সেটা হল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটা রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা, প্রাথমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করা। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা চলেছে তা দূর করা একান্ত প্রয়োজন কিন্তু তা কিছুই করেন নি। ডাঃ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের কথা বলেছিলেন আমিও বলবো যে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সিড়ি স্থাপনের প্রয়োজন। গোড়া থেকে নীচের তলা থেকে আরম্ভ করে রাজমিস্ত্রী যেমন ধাপে ধাপে সিড়ি তৈরী করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও তেমনি করা দরকার কিন্তু আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা তা সিড়ি বিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো তিনি যেন একবার রবীন্দ্র শত বার্ষিকীতে শিক্ষা সম্বন্ধে যে লেখাগুলি তা দয়া করে পড়েন। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যে জিনিষ দেখছি তাতে তাদের আসন্ন আন্দোলনে সংগ্রাম করার জন্য কেন প্রস্তুত করছেন? ইচ্ছা করে না বাধ্য হয়ে? কেননা সেখানে দেখা যায় যে দাবীগুলি অনেকদিন ধরে রয়েছে, গভর্ণমেণ্ট সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু কাজে পরিণত করেন নি। যেমন মাইনের হার পরিবর্ত্তনের জন্য, বেতন বোর্ড গঠনের জন্য, চাকুরির নিরাপত্তার জন্য Service Commission গঠনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু এখনও কার্য্যে পরিণত হয়নি। ইতিপূর্ব্বে স্বয়ং সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করবেন বলে বহুবার বলেছেন। রাজনৈতিক কারণে বরখাস্তের কথা বহুবার বলা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় রাজনৈতিক কারণে বরখাস্ত হয়নি বলেছেন, শোনা যায় subversive activity-র জন্য তারা বরখাস্ত হয়েছেন। এ যদি হয় তাহলে তো খাটের নীচেও subversive activity হবে! ভয় তো শুধু তাঁর নয়, বড় কর্ত্তা, যিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর। সেই অজুহাত দিয়ে লাভ কি? ডাঃ চ্যাটার্জি বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, cut motion দিয়েছেন, এই যে কারণ, রাজনৈতিক কারণে victimisation তা কতদূর পর্য্যন্ত গিয়েছে দেখুন মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে পুলিশ Inspector গিয়ে জিজ্ঞাসা করে ABTA-র মেম্বার হলেন কেন? WBTA-র মেম্বার হলেন না কেন? এই ঔদ্ধত্য আসে কোথা থেকে? এ যদি হয় তাহলে কালীবাবুর দপ্তর শিক্ষার ভার নেন তাহলেই তো অনেক শোভন হয়, ভাল হয়! এ জিনিষ চলেছে বরাবর এখানে।

এই জিনিস বরাবরই চলছে। আজকে এখানে আপনারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, regimentation কথায় কথায় বলছেন কিন্তু এই ধরণের ব্যাপার চলছে। এখানে শুধু রাজনৈতিক পার্টিই নয়, A.B.T.A. র member হলেও অন্যায় হয়ে গেল। এ জিনিস একজন পুলিশ অফিসারের খেয়াল মত হয় না, এটা সরকারের খেয়ালখুশী মত হয়, এই অবস্থাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষকদের বেতন পেতে বহু দেরী হয়। Trainingএ যারা যায় তাদের deputation allowance যা দেওয়া হয় সেই deputation allowanceও তারা দেরী করে পায়। তারপর অনেক আন্দোলনের পর যদিও বা তাদের কতকগুলি দাবী মেনে নেন কিন্তু সেখানেও দেখছি অঙ্গহানি হয়। যেমন শিক্ষামন্ত্রীমহাশয়—যখন শিক্ষকরা আন্দোলন সুরু করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন—অবশ্য কতকগুলি দাবী তাদের মেনে নিলেন কিন্তু আসল দুইটি দাবী যুক্তি সঙ্গত হওয়া সত্বেও মেনে নিলেন না। মাধ্যমিক শিক্ষকদের যেমন trainingএ পাঠাবার পর deputation allowance দেওয়া হয় সেইরকম প্রাথমিক শিক্ষকদেরও দেওয়া হোক আর Junior Madrashaগুলি শিক্ষকদের Junior high schoolর শিক্ষকদের মত experience আছে, তাদের সেইভাবে ধরা হোক কিন্তু এটা মেনে নেন নি। অন্য কতকগুলি দাবী মেনে নিয়েছেন। তারপর মূল কথা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ মধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠন। এই কথা আমি বিশেষ করে বলতে চাই কারণ এই সম্পর্কে শিক্ষকরা অভিযোগ করে আসছে। এখানে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়, ১৯৫৭ সালে যখন বিধান পরিষদে এই বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন বিরোধীপক্ষ থেকে বলা হয়েছিল

যে এই আলোচনা স্থগিত রেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতামত নেওয়া হোক। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় তখন তাতে এমনভাবে আপত্তি করেছিলেন যে এই বিল তখন স্থগিত রাখলে একটা ভীষণ কাণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু আজ ১৯৬১ সালের মার্চ্চ মাসে দাঁড়িয়ে বলছেন যে এটা ব্যর্থ হয়েছে। ডাঃ রায় আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু মূলমতের ঐক্য হয়নি। এই অবস্থা হয়ে আছে। এখন এই বোর্ড নামে মাত্র রেখে দিয়েছেন Administrator একজন বসিয়ে দিয়ে। এর ফলে এখানে এখন চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এবং এই গুলি যখন তুলে ধরা হয়, তখনই তাঁরা বলেন যে আমরা করিনি বোর্ড করেছে। অর্থাৎ এখানে সেই Dr. Jekyl and Mr. Hydeর গল্প মনে পড়ে যায়। সে গল্প উনি জানেন কি না জানি না। Dr. Jekyl ঔষধ প্রয়োগ করে Mr. Hyde হয়ে লোকের উপর দৌরাত্ম করতো। এইভাবে তিনি দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করতেন। এখানেও তাঁরা তাই করছেন। এ জিনিস বন্ধ করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে যদি সত্য সত্যই সংগঠন করতে হয় তাহলে তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠন করুন। এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায় সেই জিনিস করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এটা ঠেকিয়ে রেখেছেন বৎসরের পর বৎসর। এখানে যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তা এত অল্প সময়ে বলা মুশকিল। মাধ্যমিক শিক্ষার এখন যে অবস্থা হয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি,—যে কথা ডাঃ ঘোষ বলছেন—আজকাল একটা fashion হয়েছে ছেলেদের সাহেব স্কুলে পড়ান। এর ফল কি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি, আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের ছেলেরা সাহেব স্কুলে পড়ে। তারা ফোর এ্যানাস না বলে ফো এ্যানাস বলে, এই যা শিখেছে। কিন্তু আমরা যারা ফোর এ্যানাস বলি তাদেরও তাতে কিছু অসুবিধা হয় না। এই জিনিষ আপনারা সৃষ্টি করছেন। তারপর মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার নামে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, যেমন Syllabusর কথা গতবারেও বলেছিলাম, এবারেও অন্যান্য বন্ধুরা বলেছেন। এই বিষয় শিক্ষকদের যে দাবী, যে শিক্ষকদের মনোনীত কমিটি গঠন করা হউক। এবং এই কমিটি সর্ব্বনিম্ন স্তর থেকে সর্ব্বউচ্চ স্তর পর্যন্ত তারা সুপারিশ করবে কিন্তু এই দাবী গ্রহণ করতে সরকারের কি আপত্তি থাকতে পারে। উচ্চ মাধ্যমিক একাদশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্য একই ধরণের পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত করার দাবীর প্রতি উপেক্ষা করার ফলে দশম শ্রেণীর স্কুল থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের Pre-University Courseর ছাত্রদের বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিতর integration র অভাবের জন্য এই পরিণতি। তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্তি হয় নাই যেগুলি ছাত্রদের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়তে হয়। যার ফলে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। Higher Secondary পর্য্যা[য়] এমন অনেক বিষয় বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে যা এখন পর্য্যন্ত ডিগ্রী কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যেমন Fine Arts, কৃষি, কারিগরী। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম ডিগ্রী পড়াবার ব্যবস্থা কলকাতা ছাড়া অন্যত্র নেই। মানব বিদ্যার ভূগোল নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদে[র] মফঃস্বলে ভূগোল নিয়ে পড়ার সুযোগ নেই। বিজ্ঞানে মফঃস্বলের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা[য়] ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারপর পাঠ্য পুস্তক ও ঠিকভাবে তৈরী করা হয়নি অথচ তাদের উপর জোর করে Three year degree course চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

[4-30—4-40 p.m.]

কিন্তু শিক্ষা সমন্বয়ের অভাবে নতুন ধরণের জিনিস করতে গিয়ে যে প্রস্তুতি দরকার তা না থাকা[য়] একদিকে টাকা খরচ হচ্ছে, আরেকদিকে ছেলেমেয়েদের মাজে বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন। তাদে[র] শিক্ষা দেবার নাম করে তাদের মনের বিকাশের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করছেন, শিক্ষাসংস্কারের মূল উদ্দেশ্য

তাতে ব্যর্থ হচ্ছে। টাকা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, ১৮ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটো জিনিষ দেখছি। School code সইএর জন্য আচার্য্যের কাছে পড়ে বহুদিন ধরে তার জন্য কলেজ শিক্ষকদের আবার উপাচার্যের ঘর ঘেরাও করতে হয়। আচার্যের যিনি সেক্রেটারী তিনিই হচ্ছেন আবার শিক্ষা অধিকর্তা— তাঁর ঘরে কোথাও পড়ে আছে, তাঁর হয়তো পছন্দ হয়নি! যাই হোক, একটা উত্তর তো দেবেন। যদি আপনার বিবেকদংশন থাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করি এই জিনিসটা কেন হয়? কলেজকোড অনুমোদনে দেরী হচ্ছে কেন? এজন্য কেন কলেজ শিক্ষকদের demonstration করতে হয়? Matching grantএ প্রত্যেক বৎসর গণ্ডগোল হয় তাঁরা বলেন আমারা হিসাব পাইনি, কলেজগুলু থেকে বলেন আমরা হিসাব পাঠিয়ে দিয়েছি—সরকারী ফাইল কোথায় হারিয়ে যায় আমরা জানি। কলেজস্তরে শিক্ষা সংশোধনের যে নীতি এরা নিয়েছেন তা পরিস্কার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সবাই একথা বলেছেন। আমরা কেউ না বল্লেও, শিক্ষাবিদরাই বলেন তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু সেই বিকল্প ব্যবস্থা তাঁরা করেননি। এই প্রসংগে কলেজী শিক্ষা ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি— রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "মস্তিস্কের সংগে স্নায়ুজালের অবিছিন্ন যোগ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিস্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে।" প্রশ্ন করা যেতে পারে কেমন করে যেতে পারে—তার উত্তরে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, পরীক্ষার একটা বেরাজাল দেশজুরে পাতা হোক, এমন সহজ ও ব্যাপকভাবে তাব ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে স্কুল কলেজের বাইরে থেকেও পরীক্ষার পাঠগুলি সেচ্ছায় আয়ত্ব করার উৎসাহ জাগে। কিন্তু এরা করছেন ঠিক লণ্টোটা, এমন সব বই দিছেন যাতে তার ধার কাছ দিয়েও কারুর যাবার ইচ্ছা নাহয়। তারপর রাশিয়ার কথা একটু বলি—আমার কথা নয়, রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি বলে একটা বই আছে—১৯৩০ সালে তিনি রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তখনকার রাশিয়া বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক পশ্চাৎপদ ছিল, এবং প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পরও তার ধাক্কা তখনো তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেননি—সেই সময় তিনি রাশিয়ায় গিয়েছিলেন—সেই সময় তিনি কি বলেছিলেন সেই কথা এখানে শুনিয়ে দিতে চাই—রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল সেখানকার চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায় আজ ৮ বৎসর পূর্বেও ভারতীয় জনসাধারণের মতো নিঃসহায়, নিরন্ন, নির্য্যাতিত ও নিরক্ষর ছিল। অনেক বিষয়ে তাদের দুঃখভার আমাদের দেশের থেকে বেশী বই কম ছিলনা। অন্ততঃ তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে ১৫০ বৎসরে আমাদের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি। শুধু রবীন্দ্রমাথের পূজা করলেই হবেনা, তাঁর লেখাগুলো পড়তে হবে। আরেকটা কথা আমি বলতে চাই—শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথা আমরা নিশ্চয় স্মরণ করব—বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সর্বোচ্চস্তরে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষাদান করার জন্য সেই যুগেই তিনি আবেদন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে এবং বলেছিলেন এর মাধ্যমেই আমাদের নবজাগরণ আসবে। বিভিন্ন বিষয়ে সহজ পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক করার জন্য অগ্রনী হতে হবে। কিন্তু আজ সমস্ত জিনিসই কুক্ষীগত করে রেখেছেন শিক্ষাদপ্তর।

Shri Sasabindu Bera : মাঃ অধ্যক্ষমহোদয়, শিক্ষাখাতে বেশকিছু টাকা ব্যয় করা হচ্ছে এবং এ বছরেও অনেক টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কিন্তু ব্যয়িত টাকার অঙ্কে শিক্ষার অগ্রগতির সঠিক পরিমাপ হয় না, সেই টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হচ্ছে সেটা হিসাব করে দেখা দরকার। আমি প্রথমেই বল্তে চাই যে, শিক্ষাখাতে যত টাকাই বরাদ্দ হোকনা কেন, সরকার এখনো পর্য্যন্ত কোন সুষ্ঠু নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারেননি। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এখনো ইংরাজ আমলের ১৯১৯ এবং ১৯৩০ সালের আইনই বর্তমান আছে এবং সেই হিসাবে আমরা এখনো ইংরাজ আমলেই বাস করছি বলা যেতে পারে অবিলম্বে এই দুটো আইন বাতিল ক'রে এবং একটি সুসংবদ্ধ আইন

।চনা ক'রে আজকে কিকরে সময়োপযোগী নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তারপর, স্কুলবোর্ডগুলি যে ভাবে সংগঠিত হয়েছে তাতে এগুলি সরকারের সমর্থকদলের দলীয় স্বার্থসিদ্ধির স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে যে ন্যায়নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষ বিচারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন তার একান্ত অভাব এই স্কুলবোর্ডের কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করলেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দলীয় স্বার্থ ও স্বজনপোষণ সেখানে দিনের পর দিন স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের স্থানান্তরের প্রশ্নে স্কুলবোর্ডগুলির কার্যক্রম দেখে আমার মনে হয় যে, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা বোর্ডের হাতে রাখা উচিৎ নয়। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোন নীতি নাই তা সহজেই বুঝতে পারা যায়, এবং তার দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে দেখান যেতে পারে যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অন্ততঃ পল্লী অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু আবার শুনতে পাচ্ছি যে, এই বছর থেকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরাজী শিক্ষা শুরু করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর পরীক্ষার ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, আগে প্রাইমারী ফাইন্যাল পরীক্ষা চলছিল, মাঝখানে কয়েক বৎসরের জন্য তা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল; আবার তা আরম্ভ করা হ'য়েছে। তারপর প্রাইমারী পরীক্ষার যে প্রথা ও পদ্ধতি তা বিজ্ঞান সম্মত নয়। সুতরাং আজকে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ খামখেয়ালীর রাজত্ব চলছে। তারপর secondary educationএর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। Secondary Education প্রসংগে প্রথমেই যে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার সেটা হচ্ছে, এখনো Secondary Education Board পুনর্গঠন করা হলনা, এবং কেন করা হলনা তা যদি বিচার করে দেখা যায় তাহলে দেখাযাবে যে, সরকারের ইচ্ছা সরকারের মনোমত অর্থাৎ পুরোপুরি সরকারী তাঁবেদার লোক দিয়ে সেকণ্ডারী বোর্ডটি গঠিত করা—কিন্তু নানান বাধা ও প্রবল আপত্তির ফলে তা করতে পারছেন না বলেই আজও বোর্ডের পুনর্গঠন করা হোল না। তারপর, School Finalএর syllabus এবং Higher Secondary এবং এই দুটোর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই—সেখানে একটা দ্বৈত ব্যবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছেন। মুদালিয়র কমিশন যে সুপারিশ করেছিল সেই সুপারিশগুলিকে বিকৃত করে কেন্দ্রীয় সরকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন তাই আমরা নিতে বাধ্য হচ্ছি—যদিও তা গ্রহণ করা বা কাজে লাগাবার সুযোগ আমাদের এখানে নাই। তারপর, বিদ্যালয়গুলিকে যথাসময়ে টাকাকড়ি দেবার কোন ব্যবস্থা নাই। Deficit Grantএর ভিত্তিতে অর্থ সাহায্যের দায়িত্ব যে সব স্কুলের বেলায় নেওয়া হ'য়েছে, তাদের সাহায্যের টাকা এরূপ নিয়মিত ভাবে দেওয়া উচিত যাতে তাদের কোন সময়ে পরমুখাপেক্ষী না হ'তে হয়। Upgradingএর প্রশ্ন যা আজ অত্যন্ত সপষ্টভাবে আমাদের সামনে এসেছে তাতে বর্তমানের দ্বিধাজরিত নীতি পরিহার করে একটা নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। গত মে মাসে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের অধিবেশনে সুপারিশ করা হয়েছিল যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে Higher Secondary পর্য্যায়ে উন্নীত করা উচিৎ। কিন্তু আমরা যে রকম শম্বুক গতিতে অগ্রসর হচ্ছি তাতে সেই আশা সুদূর পরাহত। কাজেই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দ্বৈত ব্যবস্থা এখনো বহুদিন থেকে যাবে এবং তার দুর্ভোগ আমাদের ভুগতে হবে। তারপর, যথাসময়ে বিদ্যালয়গুলি বোর্ডের মাধ্যমে টাকাকড়ি পায়না একথা পূর্বেই আমি বলেছি। প্রাথমিক শিক্ষকদের সন্তানদের Higher Secondary পর্যায় পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকার হ'তে তাদের বেতন দেওয়ার যে ব্যবস্থা স্বীকৃত হ'য়েছে, দু'বৎসর হ'য়ে গেল তাও দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নি।

[4-40—4-50 p.m.]

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারী কুক্ষির মধ্যে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা চলেছে। ডাঃ লক্ষণ স্বামী মুদালিয়র ১৯৬০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বম্বেতে দাদাভাই নৌরজী

মেমোরিয়াল লেকচার দিয়েছিলেন তাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা যে সর্বনাশের সূচনা করেছে সে সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছিলেন। তিনি অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সরকার পক্ষ এবং সরকারের সমর্থক গোষ্ঠী সর্বস্তরে শিক্ষাকে নিজেদের কুক্ষিগত করার যে চেষ্টা চালিয়েছেন সেই চেষ্টা আমরা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই চেষ্টা আমরা দেখছি। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছি যে স্কুল বোর্ড কি ভাবে কাজ করে। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই কাজ কেমন ভাবে চলছে তার দৃষ্টান্ত দিই। এ বিষয়ে আমি হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া হাইস্কুলের কথা বলব। এখানে দেখাগেল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের চক্রান্তে সেখানকার ম্যানেজিং কমিটিতে হঠাত সুপারসিড্ করা হল এবং সেখানকার ব্লকের যে ব্লক অফিসার অর্থাৎ বি. ডি. ও. তাঁরে য়্যাডমিনিষ্ট্রেটার নিযুক্ত করা হল। তাঁকে বলা হল যে এ বৎসরের মধ্যে ম্যানেজিং কমিটিকে রিকনষ্টিটিউট করতে হবে। কিন্তু বোর্ডের সেই নির্দেশে কাজ হল না। সেই য়্যাডমিনিষ্ট্রেটার বি. ডি. ওর কার্য্যকাল আবার এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হল এবং নির্দেশ দেওয়া হল যে ১৯৬০ সালের মে মাসের মধ্যে ম্যানেজিং কমিটিকে রিকনষ্টিটিউট করতে হবে। সে সময়ও কেটে গেল এবং য়্যাডমিনিষ্ট্রেটার সেই অবস্থায় থাকলেন। শেষকালে জনসাধারণের আবেদন নিবেদন, ডি. এম.এর কাছে রিপ্রেজেন্টেশান ইত্যাদির ফলে দেখা গেল সেকেণ্ডারী বোর্ডের সেক্রেটারী ২৪।১।৬১ তারিখে ই। সি ১৩৪৯নং মেমোরানডাম মারফত বি. ডি. ও. কে জানিয়েছেন বোর্ড স্বয়ং য়্যাডমিনিষ্ট্রেটরকে নিয়ে স্কুলের জন্য একটা য়্যাডহক ম্যানেজিং কমিটি গঠন করবেন। উইথ ইমিডিএট এফেক্ট কিন্তু উইথ ইমিডিএট্ এফেক্ট বললে কি হয়। সেই এফেক্ট করবার মত ব্যবস্থা করা হল না। সেই চিঠিতে লেখা হল যে এ' য়্যাড হক কমিটির প্রেসিডেণ্ট হবেন বি. ডি. ও. এবং আর ৫ জন বেসরকারী সদস্য থাকবেন। শুধু তাই নয় এ চিঠিতে য়্যাড হক কমিটির ৫ জন সদস্যকে এইকথা জানিয়ে দেবার জন্য বি. ডি. ও. কে লেখা হল। বোর্ড এ ৫ জনের পরিচয় বা ঠিকানা জানেন না। এই রকম অবস্থা যে বোর্ড যে য়্যাডহক কমিটি করেছেন সেই তার পরিচয় জানেন না। এটাই মজার জিনিষ যে নামগুলো কোন সূত্রে এল তা কেউ জানেনা। এই নোটিশ আজ পর্যন্ত তাও কার্য্যকরী হয় নি। বি. ডি. ও. এখনও সেখানে য়্যাডমিনিষ্ট্রেটার রয়েছেন এ তার ক্ষুদে ভোগলকী শাসন আজও চালাচ্ছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এইভাবে সরকারী শাসন খুবই নিন্দনীয় এবং শিক্ষা বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ডাঃ লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়রের বক্তৃতাগুলি অনুসরণ করলেই সপষ্টই এসব জিনিস বোঝা যাবে। আর একটি বিষয়ের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তৃতা শেষ ক'রব। আজকে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে আশাকরি সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই আনন্দ বাজার পত্রিকায় বলা হয়েছে খৃষ্টান পাদ্রীরা কি ভাবে বিদ্যালয়গুলোতে অন্যায়ভাবে ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করছে। বালুরঘাট ভোলা এলাকায় জেলা স্কুলবোর্ড পরিচালিত একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় খৃষ্টান পাদ্রীদের হাতের মধ্যে আছে। সেখানে তারা ছাত্রদের খৃষ্টান ধর্মে প্রলুব্ধ ও দীক্ষিত করবার জন্য নানারূপ পুরস্কার দিচ্ছেন এবং যারা এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তাদের এই সকল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে না এবং বলা হচ্ছে যে তোমরা এখনো অন্ধকারে আছো আলোতে এলে এসব পাবে। তারা রাষ্ট্রবিরোধী সমস্ত কার্য্যকলাপ করেন। সরকারের এবং দেশনেতাদের বিরুদ্ধে তাঁরা কথা বলেন সেখানে জাতীয় সংগীত গাইবার কোন ব্যবস্থা নেই, বরং সেখানে নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয় আরম্ভ হবার পূর্বে চোখ বুঝিয়ে যীশুর গান গাওয়ান হয় আমার বক্তব্য হচ্ছে যে পার্বত্য এলাকায় এই যে চেষ্টা খৃষ্টানরা চালাচ্ছেন এটা নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। দরকার। পশ্চিমবাংলার উত্তর পার্বত্য এলাকায় পাদ্রীদের এই যে কাজ এ শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ নয়। এমন কি কলেজ ওঁবড় বড় বিদ্যালয়ের মধ্যে এগুলি প্রায়ই হচ্ছে বিশেষ করে মিশনারী ইনষ্টিটিউশানগুলিতে। সেখানে কলেজের প্রফেসারদের বাদ দেওয়া হচ্ছে না। শিক্ষার নামে ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা চলছে। সেখানে কলেজের প্রফেসারদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে

ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চলছে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত যিনি ধর্মান্তরিত হলেন না তাঁকে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। সম্প্রতি দার্জিলিংএ সেণ্ট জোসেফ কলেজের একটি ঘটনার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে শ্রীরামকুমার গুপ্ত বলে এক ভদ্রলোক ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দী শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং পরে তিনি পার্মানেণ্ট হলেন। এঁর কাজের বহু প্রসংশাপত্র আছে কলেজ কর্তৃপক্ষের দেওয়া। শেষ পর্য্যন্ত এঁকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা হয় এবং নানাপ্রলোভনও দেখান হয়। কিন্তু তিনি প্রলুব্ধ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত গত নভেম্বর মাসে তাঁর পার্মানেণ্ট চাকুরী থাকা স্বত্বেও তাকে বরখাস্তের নোটিশ দেওয়া হয়। উপায়ান্তর না দেখে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন ক'রেছেন, কিন্তু কোন প্রতিকার আজ পর্যন্ত হয়নি—তাঁর চিঠির জবাবও দেওয়া হয়নি। খৃষ্টান পাদ্রীদের এইরূপ আচরন আর এই অধ্যাপক মহাশয়ের উপর বিনা কারণে এই অন্যায় ব্যবহারের অবিলম্বে প্রতিকার হওয়া দরকার। আশাকরি সরকার এ বিষয়ে সত্বর দৃষ্টি দিবেন।

Shri Syamadas Bhattacharyya : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করেছেন তা সমর্থন করতে গিয়ে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে যে, এখন পর্য্যন্ত বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যদের যে সমস্ত বক্তৃতা শুনলাম তাতে আগে আগে তাঁদের কাছ থেকে যে অভ্যস্ত বুলি শুনতাম অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্কোচ হচ্ছে, শিক্ষার সংহার হচ্ছে সেটা এখন আর শুনছিনা। অবশ্য আমার মনে হয় অভ্যস্ত বুলি কেউ সহজে ছাড়তে পারে না এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির ফলে যে অভ্যাস জন্মে সেই অভ্যাসের ফলেই তাঁরা এসব কথা বলতেন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন তথ্য দিয়ে কেউ ঐকথা বলতে পারে না কারণ শিক্ষা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ যদি দেখি তাহলে তার জন্য পরিসংখ্যান বা তথ্যের প্রয়োজন নেই যে কোন চক্ষুস্মান ব্যক্তিই জানেন বা দেখেছেন যে গ্রামে এবং শহরাঞ্চলে বিভিন্ন দিকে শিক্ষার প্রসার লাভ করেছে। তা ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রকাশিত পুস্তকে যে সমস্ত তথ্য রয়েছে তাতে তার উপর আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। তারপর ১৯৫৬/৫৭ সালের হিসেব যদি দেখি তাহলে দেখব যে পশ্চিম বাংলার ৬ থেকে ১১ বছর পর্য্যন্ত যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা আছে তার মধ্যে শতকরা ৮৬ জন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে এবং ১১ থেকে ১৪ বছর পর্য্যন্ত ছেলে মেয়েদের শতকরা ২৫ জন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। কাজেই এই হিসেব থেকেই বলা যায় যে সর্বভারতীয় যে সমস্ত তথ্য বা পরিসংখ্যান রয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করলে এই পরিসংখ্যান অনেক বেশী প্রশংসার দাবী রাখে। তবে তাঁদের একথা আমি বিশ্বাস করি যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছু করনীয় আছে যা' করা হয়নি এবং এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের বহুবিধ অসুবিধার কথা বলা হয়েছে। আমিও মোটামুটি স্বীকার করি যে, প্রাথমিক শিক্ষকরা যে খুব অল্প বেতন পান এবং তাও তাঁরা আবার প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্য সময় মত পাননা; কাজেই এর প্রতিকার অবশ্যই করতে হবে। তবে এই উপলক্ষে মাননীয় সদস্য সত্যেনবাবু শিক্ষকদের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন। কিন্তু আমি বলব যে, সংগ্রাম করলে এবং পরিকল্পিত পথে তাঁদের সঙ্গে নামলে হয়ত কারুর কারুর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে, কিন্তু তাতে শিক্ষকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে এবং শিক্ষার মান নীচু হবে। তবে আমি মনে করি যে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই বর্দ্ধিত আয়ের কিছু অংশ শিক্ষকদের পাওয়া উচিত এবং সেই হিসেবে বর্ত্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেসিক ট্রেন্ড শিক্ষকরা যে ৫৫৲ টাকা থেকে ৯০৲ টাকা বেতন পান সেটা আমার মতে আরও বাড়ান যেতে পারে। অবশ্য তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃদ্ধি করবার কথা আছে, কিন্তু আমার মনে হয় এখনই বাড়ান সম্ভব এবং অন্ততঃপক্ষে ডি. এ. টা দ্বিগুণ করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। তবে ডাঃ ঘোষ যে কথা বলেছেন অর্থাৎ শুধু মাইনে বাড়ালেই হবেনা সে কথা আমিও স্বীকার করি যে শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু শিক্ষকদের মাইনে

বাড়ালেই হবেনা। অবশ্য এটা একটা দিক তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে যোগ্য শিক্ষকের অভাব এবং যার ফলে উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। তবে আমার মনে হয় আমরাও একটু ভুল পথে গিয়েছি, অর্থাৎ বড়বড় অট্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণের জন্য যে পরিমান নজর আমরা দিয়েছি বা অর্থ ব্যয় করেছি সেটা না করে যদি তার আগে যোগ্যতর শিক্ষক সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা করতাম তাহলে বোধ হয় ভাল হোত। অবশ্য উপযুক্ত শিক্ষক পেতে হলে শিক্ষকদের সিক্ষণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই হিসেবে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে আশা করি শিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থা আরও উন্নততর করা হবে।

[4-50—5 p.m.]

শিক্ষন শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। সেটার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় কতকগুলি তথ্য দিয়েছেন—সেই শিক্ষন শিক্ষা ব্যবস্থা আরও দ্রুততর এবং সম্পূর্ণতর করা হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বলি এম, এ, এবং এম, এসসি, পাশ করা যুবকদের কোন বিদ্যালয় এবং স্কুল কলেজে পাওয়া যায় না। এরজন্য অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুতর দায়িত্ব আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে, constituent college আছে সেই constituent college গুলিতে এম, এ, এবং এম, এসসি, পড়াবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এখন দু'টো কলেজ আছে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ। এই দুটো কনস্‌টিটিউয়েণ্ট কলেজে আজ পর্যন্ত এম, এ, এবং এম, এসসি, পড়াবার কোন ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের হাতে করা সম্ভব হয়নি এবং অন্য কোন কলেজ কনস্‌টিটিউয়েণ্ট কলেজ বলে পরিগণিত হয়নি। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে ইউনিভার্সিটি আইন বদলানর দরকার হতে পারে।

তারপর শুধু প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য নয় মাধ্যমিক এবং কলেজীয় শিক্ষকদের মাইনে বৃদ্ধি করবার প্রয়োজন হবে। এ সম্বন্ধে ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট কমিশানের রিপোর্ট দেখেছিলাম যে কলেজের শিক্ষকরা যাতে অন্ততঃ প্রাশাসনিক বিভাগের প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীদের সমতুল্য বেতন পান তার একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা রয়েছে এবং সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। ইউনিভার্সিটির প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয় যে সিনেটের নির্বাচন আসন্ন। এ্যাফিলিয়েট কলেজের টিচার্স কনস্‌টিটিউয়েন্সি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা সিনেটের পক্ষে ৭ জন, এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের · জন। আমার মনে হয় এই সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। অবশ্য এই প্রসঙ্গে এ কথা বর্তমানে বলতে পারি না কিন্তু ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট যদি প্রয়োজন হয় সংশোধন করা উচিৎ কেননা affiliated college teachers constituency'র মোট সদস্য সংখ্যা ২॥ হাজার বিভিন্ন কলেজে আর্থিক সংস্থান ও সামর্থ বিবেচনা ও অনুসন্ধান করে ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশনের নীতি প্রয়োগ করবার দায়িত্ব এবং কলেজের দেয় সাহায্যের পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্য আমার মতে একটা ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিটি স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি বলছিলাম যে সামগ্রিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। আমার মনে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য শিক্ষা ক্ষেত্র আমাদের পরিকল্পনার সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে। অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যে অপচয় হয় সেগুলি নিবারণ করা প্রয়োজন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটা কথা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে educational machinery must be geared to the needs of the country। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থা করা

য়েছে—প্রতি বছর ডিপ্লোমাধারী ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হবে সে দিকে লক্ষ্য রেখে ঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষা ক্ষেত্র প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখতে ই এই রকম কোন পরিকল্পনায় চিন্তা দেওয়া হয়নি। আমার মনে হয় উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে এমন কোন কথা নেই এবং সকলে যে ইচ্ছা করে প্রবেশ করতে য় তা নয় অনন্যোপায় হয়ে কর্মসংস্থানের অভাবের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বারে ভিড় করে। আমার তে বিকল্প কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা, বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রসারের ব্যবস্থা করা উচিৎ এবং পযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিৎ। আমি এই শিক্ষা সম্পর্কে র একটা কথা বলতে চাই। কলেজের শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে কলেজে ছুটির সংখ্যা ত বেশী যে ভাল করে পড়াশোনা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে কলকাতার কলেজের গৃহগুলিকে রীক্ষাকালে আসন করবার জন্য প্রয়োজন হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় চেয়ে নেয়। দীর্ঘদিন ধরে রীক্ষা চলে, তার ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে কলেজ বন্ধ রাখতে হয়, সেজন্য শিক্ষায় বাধা ট। আমার মনে হয় এ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ এবং কলেজের গৃহগুলিকে না নিয়ে ন্যান্য জায়গায় যাতে পরীক্ষাগুলি পরিচালিত করা যেতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিৎ। ই কটা কথা বলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় যে বরাদ্দ চেয়েছেন সেই বরাদ্দের প্রতি আমি পম্পূর্ণ মর্থন জানাচ্ছি।

Shri Subodh Banerjee : স্পীকার মহাশয়, বন্ধুবর অধ্যাপক শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় রোধীপক্ষের দিকে একটা ঢিল নিক্ষেপ করলেন। তিনি বল্লেন বিরোধীপক্ষ অকট্ কোটেড্ ট করেন। আবৃত্তি সাধারণতঃ অধ্যাপকরাই করেন। মার্শাল, প্লেটো প্রভৃতি ব্যক্তিরা যা নোট য়েছিলেন সে গুলি অধ্যাপকবৃন্দ, অবশ্য কিছু কিছু সকলে নন, আবৃত্তি করে চলেছেন দেখতে পাই। মরা আবৃত্তি বিশেষ করি না। আমি বাস্তব ঘটনা দেখাচ্ছি এবং বাস্তব ঘটনা হচ্ছে সরকারের তি শিক্ষা সংকোচ এবং শিক্ষা সংহার নীতি যেটা আমার বন্ধুবর শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃতায় খুলে গেল। গোড়ায় উঠে তিনি বল্লেন যে উচ্চশিক্ষা সকলের জন্য খোলা থাকতে পারে না। ই আওয়াজটা ওঁরা নূতন করে তুলেছেন – উচ্চ শিক্ষা বলুন, যে শিক্ষাই বলুন সকলের জন্য সে পথ লা থাকবে না। কাদের জন্য সে পথ খোলা থাকবে—খোলা থাকবে মন্ত্রীদের সন্তানদের জন্য, ই. সি. এস. অফিসারদের ছেলেদের জন্য। ইউনিভারসিটির ফিগারের দিকে তাকিয়ে দেখলে তে পারবেন যে গত দশ বৎসরের মধ্যে কোলকাতা ইউনিভারসিটির য়্যাডমিসণ সীটস কিছুই ড়ে নি। আমাদের শিক্ষামন্ত্রীমহাশয় গর্ব করেন যে পশ্চিমবাংলা এগিয়ে চলেছে শিক্ষার ব্যাপারে স্তু সরকারী তথ্য, ইউনিভারসিটি গ্রান্টস কমিশনের তথ্য আমি তুলে ধরে দিতে চাই, উনিভারসিটি শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার। আমাদের দেশে যতগুলি গ্রাজুয়েট কলেজ থেকে পাশ রে ইউনিভারসিটির দোর ডিঙ্গিযে, আর তার মধ্যে যতগুলি ইউনিভারসিটিতে ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ য় তার মধ্যে পশ্চিমবাংলা সবাইয়ের পেছনে পড়ে আছে। অন্যান্য জায়গায় ও কংগ্রেসী রাজত্ব লছে, অবশ্য কংগ্রেসী রাজত্ব সকল জায়গায় সমান একথা আমি বলবো, আগ্রায় দেখছি পার্সেণ্টেজ ব পোষ্ট গ্রাজুয়েট ৩৪ পার্সেণ্ট, এলাহাবাদ ৪২ পার্সেণ্ট দিল্লী ৩৬ পার্সেণ্ট, আর ক্যালকাটা ১৩ র্সেণ্ট। যত ছেলে যে বি. এ. পাশ করছে তার ১৩ পার্সেণ্ট গিয়ে কলেজে ঢুকতে পারছে। এদিকে র্ব করছেন আমরা শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছি, শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে—এই তো সুযোগ রে দিয়েছেন। যারা পাশ করছে তাদের ১৩ পার্সেণ্ট গিয়ে সেখানে মাথা ঠুকে ঢুকতে পারছে না। যালকাটা ইউনিভারসিটি য়্যাকট ১৯৫১ সালে পাশ হল, তাতে প্রভিসন ছিল কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট লেজ বাড়ানো হবে যেখানে এম. এ. পোষ্ট গ্রাজুয়েট পড়ানো হবে—তা আজও হল না। আমি নি শিক্ষামন্ত্রী বলবেন আমি কি করতে পারি, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি করছে না। প্রয়োজন

হলে তো অন্যান্য ক্ষেত্রে আপনারা অনেক জায়গায় সুপারসীড করেন নিজেদের স্বার্থে, আর এখানে প্রয়োজন হলে তা পারেন না। কতকগুলি কনষ্টিটিউয়েণ্ট কলেজ করার জন্য ক্যালকাটা ইউনিভারসিটিকে চাপ দিতে পারেন না? আজও কনষ্টিটিউয়েণ্ট কলেজ হল না, ছেলেরা কলেজে ঢুকতে পারবে না। শিক্ষাসংকোচ নীতি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই নয়, কলেজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি আশুতোষ কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজের কথা বলবো। ছেলেরা আমার কাছে আসে ভর্তি করিয়ে দেয়ার জন্য। আমার অনেক অধ্যাপক বন্ধু আছেন আমি চেষ্টা করি। ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করা ছেলে কলেজে ঢুকতে পারলো না। কেন ঢুকতে পারে না বলতে পারেন? কলেজে আপনারা য়্যাডমিসান রিডাকসন করে দিয়েছেন। কি অধিকার আছে আপনাদের এই রকম করার? যদি অল্টারনেট য়্যারেঞ্জমেণ্ট করে ছেলেদের জন্য কলেজ বাড়ানোর চেষ্টা করতেন তাহলে বুঝতে পারতাম। তা না করে রিডাকসন করছেন, কলেজে ঢোকার পথ বন্ধ করছেন, আর বড় গলা করে বলছেন আমরা শিক্ষাসংকোচ, শিক্ষাসংহার করি নি। এর নাম যদি শিক্ষাসংকোচ এবং সংহার না হয় তো শিক্ষাসংকোচ এবং সংহার কাকে বলে? চলে যান সেকেণ্ডারী এডুকেসনের দিকে—আমি জিজ্ঞাসা করি শ্যামাদাসবাবুকে, বুকে হাত দিয়ে বলুন কটা ছেলেকে তিনি হাইয়ার সেকেণ্ডারী সায়েন্সে ঢোকাতে পেরেছেন, কটা ছেলেকে মাল্টিপার্পাস টেকনলজীতে ঢোকাতে পেরেছেন? ছেলেরা ঘুরে ঘুরে চলে যাচ্ছে, ঢুকতে পারছে না।

[5—5-20 p.m.]

সিট্ নাই—ছেলেরা সব ফিরে চলে যাচ্ছে।

স্কুলগুলি become a problem, become a head-acha to the guardians.

আর বড় গলা করে বলা হচ্ছে আমরা টাকা খরচ করছি, শিক্ষা বেড়ে চলেছে। এ বুঝি পড়া? আশুতোষ মুখার্জী বলেছিলেন—ঘরে ঘরে গ্রাজুয়েট করে দেব। আর ওরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন—ঘরে ঘরে আলোর রশ্মি ঢুকতে দেব না; সব গাধা বানিয়ে ছেড়ে দেব। আবার বলছেন প্রগ্রেস করছেন! হ্যাঁ, প্রগ্রেস করছেন ঠিক উল্টো মুখ করে। তাইজন্য তাদের দৃষ্টি বদলাচ্ছেন। ঐ টোট্যাল দিয়ে হবে না, পার্সেণ্টেজ নিয়ে করতে হবে।

তারপর তিনি বললেন—উদ্দেশ্য একই রয়েছে। আগে ইংরেজ চাইতো যাতে এ দেশের লোক লেখাপড়া শিখতে না পারে। কারণ লেখাপড়া শিখলে এরা শাসনের কায়দা ধরে ফেলবে আর এখন আমাদের কংগ্রেস শাসকদেরও ঠিক সেই ভয়। তার জন্যই এরা আমাদের দেশে ছেলেদের লেখাপড়ার পথ বন্ধ করে দিচ্ছেন, শিক্ষার সংকোচন করছেন।

তারপর শিক্ষার ষ্টাণ্ডার্ড সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি—এই ষ্টাণ্ডার্ড অব্ এডুকেশন কি তাঁরা তুলতে পেরেছেন—এই তের বছরের শাসনের পরে? এ সম্বন্ধে আমি একটা কথা বলবো—এডুকেশান সেক্রেটারী ডাঃ ডি. এম. সেন কিছুদিন আগে এক বক্তৃতায় বলেছেন—বাংলাদেশে যে শিক্ষা দেওয়া হয়—সে কলকাতার দুধের মত—; তাতে যেমন দুধ ছাড়া আর সমস্ত কিছুই আছে, তেমনি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ঐ শিক্ষা ছাড়া আর সবই আছে। তারজন্য দায়ী কে? এর দায়িত্ব কি সরকার অস্বীকার করতে পারেন? তাঁরা কি এর জন্য কোন চেষ্টা করেছেন যে শিক্ষার উন্নতি করতে গেলে ভাল শিক্ষকের দরকার? ভাল শিক্ষকের জন্য কি তাঁরা চেষ্টা করেছেন? তাঁরা কি ভাল শিক্ষকের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ বেতনের ব্যবস্থা করেছেন? ভাল ভাল লোক সব বেশী মাইনে পেয়ে মার্চেণ্ট অফিসে চলে যান।

তারপর গভর্ণমেণ্ট স্কুল ও প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাঁরা যাবে কেন? সরকার কোন গ্রেড্ এই প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকদের জন্য বাড়ান নাই, গ্রাচুইটী, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড মাইনে ইত্যাদি তাদের সমান করবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই, গভর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষকদের সমান পর্য্যায়ে আনবার কোন চেষ্টা আপনাদের নাই।

তারপর স্পীকার মহাশয়,—আপনি জানেন কি না জানিনা। ছেলেরা যারা সায়েন্স পড়তে আসছে, তারা সায়েন্সের বই পাচ্ছে না। কারণ ফরেন এক্সচেঞ্জ প্রব্লেমের দরুণ বাইরে থেকে সায়েন্সের ভাল বই আসছে না, সেইজন্য তারা বই পড়তে পারছে না। আপনারা কি কোন চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশের যারা ভাল ভাল অধ্যাপক আছেন, তাঁদের দিয়ে বই লেখাবার জন্য এবং অল্প দামে তা বিক্রী করবার জন্য? তার কোন চেষ্টা কি আজ পর্য্যন্ত হয়েছে? তা হয় নাই। ছেলেরা B. Sc. Honours-Physics ইত্যাদি পড়বার জন্য—বই পাচ্ছে না। পুরান বই খুঁজে পেতে যোগাড় করে কোন রকমে এনে পড়তে হয়। কাজেই এরা শিক্ষার সম্প্রসারণ তো করছেন না, করছেন শিক্ষার সংহার, শিক্ষা সংকোচ। মালটীপারপাস্ স্কুলে গেলেও তাই দেখবেন কোন লাইব্রেরী নাই। একজন প্রফেসর ক্লাসে আঙ্গুল দেখিয়ে বলতেন—This is a test tube.

এই দাঁড় করিয়েছেন অথচ control ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। একটা ফ্যাসিষ্ট মনোভাব তাঁদের সর্বক্ষেত্রে ফুটে বেরিয়েছে। তাঁরা টাকা খরচ করতে পারেন। কিন্তু শিক্ষার প্রসার এর দ্বারা হবে না। তাঁরা শিক্ষাকে একটা কবজীর মধ্যে আনতে চেষ্টা করছেন মাত্র। এর দ্বারা সাধারণ মানুষের চিন্তা শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে, শিক্ষার গতিকে ব্যাহত করা হচ্ছে ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes]

[After adjournment]

[5-20—5-25 p.m.]

Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় আজকে আমাদের জানিয়েছেন যে গত বছর অর্থাৎ চলতি বছরে যে টাকা ধরা হয়েছিল বাজেটে খরচের জন্য, তার চেয়ে এবার অনেক বেশী খরচ ধরা হয়েছে। কিন্তু এই খরচের কথা শুনে আমরা আনন্দ পাইনি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি না এই টাকা খরচ করে কোন ফল হবে। খরচ বছরের পর বছর বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু দুর্নীতিও সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বেড়ে যাচ্ছে। অব্যবস্থা ও অরাজকতা সমস্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান। অর্থাৎ যাঁকে সামনে ধরে রাখা হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় তিনি কিছুই করেন না, বা বোঝেন না। পিছন থেকে একজন তাঁকে যেমন চালান তিনি তেমনি চলেন। আজকে দেখলেন না, প্রহসনটা? লিখে দিয়েছেন একজনও বলে দিয়েছেন সবটা পড়ে দিতে হবে, তাই তিনি সেটা পড়ে গেলেন। ম্যাট্রিকুলেসন্ ক্লাশের ছেলেরা যেমন মুখস্ত পড়ে তেমনি তিনি মুখস্ত পড়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। তাঁর একটা কথাও আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না। সুতরাং ঐ যে তাঁর পিছনে লোকটি বসে থাকেন Education Secretary এবং D. P. I. আবার তাঁর একটা নূতন পদ হয়েছে—Secretary to the Chancellor—যে পদের অধিকার বলে ইউনিভার্সিটির সঙ্গে নানা মসকরা তিনি করছেন। তাদের অনেক কাজ তিনি বাতিল করছেন বা কোনটা রুখে দিচ্ছেন। কেন না তিনি Chancellor

এর সেক্রেটারী। একটি লোককে কেন্দ্র করে যদি বাংলা দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের আশা করেন তাহলে অত্যন্ত ভুল হবে। শিক্ষার কিছু উন্নতি হবে না, সমস্ত টাকাটা অপচয় হবে এবং কিছুদিন বাদে শেষে দেখবেন আপনার ফিরে যাবারও কোন পথ নেই। দুর্নীতি শিক্ষা ক্ষেত্রে এত বেশী এসেছে যে তার শেষ নেই। একটা নূতন কৌশল নেওয়া হয়েছে। এডুকেসন্ বোর্ডের যিনি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর তিনি এখন বিশেষ কিছু কাজ কর্ম দেখেন না। কারণ তাঁর শরীরটা ভাল নেই, সবকিছু দেখতে পারেন না। তাঁর সামনে যা কিছু ধরে দেওয়া হয় তাতেই তিনি সই করে দেন। তিনি স্বনামধন্য সায়েন্টিষ্ট, বড় একজন পণ্ডিত লোক, কিন্তু এডমিনিষ্ট্রেটর হিসাবে যে কাজের উপযুক্ত, তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাছাড়া তাঁর শরীরটাও ভাল নয়, এটা সত্য কথা। তার সুযোগ নিয়ে কয়েকজন এসিস্‌টেণ্ট সেক্রেটারী এই এডুকেসন্ বোর্ডকে চালাচ্ছেন, দেখবার কেউ তার উপর নেই। তারা এখন একটা চমৎকার প্ল্যান করেছেন। সেটা হচ্ছে স্কুলগুলি একটার পর একটা করে নিজেদের কবলে এনে নিজেদের লোক দিয়ে চালাচ্ছেন। ৮৫টা এই রকম স্কুল নেওয়া হয়েছে এবং হয় তাতে ad hoc কমিটি করা হয়েছে আর নয় administrator দিয়ে চালান হচ্ছে। প্রতি স্কুলে কিছু কিছু মতদ্বৈত থাকে, ম্যানেজিং কমিটিতে বিবদমান লোক থাকে, তাঁরা চান একটা ঝগড়া হোক। সেই ঝগড়াটা মিটিয়ে না দিয়ে এডুকেসন্ বোর্ড এর কাজ হচ্ছে সেই ঝগড়াটাকে বাড়িয়ে দেওয়া এবং অচল অবস্থা সৃষ্টি করে রাতারাতি এড্ হক্ কমিটি বসিয়ে দেওয়া।

[5-25—5-35 p.m.]

এবং Ad hoc Committee-র যিনি Secretary হয়ে যান তিনি হচ্ছেন বোর্ডেরই মানুষ। Board এর Asstt. Secretary সমর সরকার। যাকে পাঠিয়ে দেন তিনিই সেখানে গিয়ে বসেন। ৮৫টি এরকম স্কুল আছে। যাদের হল Ad hoc Committee না হয় Administrator এর কবলে আনা হয়েছে এবং পাইকারী হিসাবে Secretary appoint করা হয়েছে। ৬৭টি স্কুলে এরকম Ad hoc Committeeর একই লোককে Board এর nominee হিসাবে Secretary করা হয়েছে। তিনি হয় কোন রাজনৈতিক দলের সংশ্রবে আছেন, না হয় কোন মন্ত্রীর আশ্রিত, তাঁর নাম হচ্ছে রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ মিত্র তিনি হচ্ছেন ৬টি স্কুলের Secretary, nominee of the Board—তার মধ্যে ৪টি মেয়েদের স্কুল এবং দুটি পুরুষদের। তারপর যেই তিনি Committeeর মধ্যে গেলেন গিয়ে সমস্ত জিনিষটাকে কব্জা করে ফেললেন আর তিনি তাই চান। আমি কাগজপত্র পড়েছি, আমি দাবী করতে পারি যে যদি একটা অনুসন্ধান কমিটি করে enquiry করা হয় তাহলে Education Board এর আসল রূপ প্রকাশ পেয়ে যাবে। প্রথমে ধরুন তিনি ৬টি স্কুলের Secretary, বড় বড় স্কুলের—মহারাজা পলিটেকনিকেল ইনষ্টিটিউট, Baptish Girls' School এরকম সমস্ত স্কুলের Ad hoc Committeeর Secretary. তাছাড়া তার ব্যবহার মেয়েদের প্রতি অত্যন্ত খারাপ। কোন মেয়েছেলে Secretary কি পাওয়া যায় না School Control করার জন্য? সেখানে এত রূঢ় ব্যবহার করেন যে তা অবর্ণনীয়, এই হল শিক্ষা' এই হল শিক্ষার sample! তাঁর একটী স্কুলে Head Mistress হচ্ছেন resident, এটা হল Baptish Girls' School; তিনি school এবং hostelএ দুয়েরই In-charge. ছুটির সময় একজন করে শিক্ষিকা Depute করেন সেখানে থাকবার জন্য, নিজেও থাকেন। যদি তিনি বাইরে যান তবে অন্য শিক্ষিকা তাঁর পরিবর্তে hostel এর কাজ দেখা শুনা করেন। Secretary বললেন আপনি এ করতে পারবেন না। তিনি হলেন রায় বাহাদুর মন্ত্রীদের পেটোয়া লোক। এককালে দালালী করতেন। তিনি বললেন কিনা এখানে প্রধান শিক্ষিকার পরিবর্তে শিক্ষিকাদের কাজ

দিবে না। আমি দেবেন্দ্র নাথ মিত্র হব এই hostel এর In-charge ছুটিতে আমি hostelএ থাকবো। সেটা refer করা হল Secretary of the Education Board সময় সরকারের কাছে, তিনি ditto দিয়ে ছেড়ে দিলেন। রায় বাহাদুর দেবেন মিত্র মেয়েদের স্কুলের hostel এর In-charge হয়ে hostelএ থাকতে আরম্ভ করলেন, নিজেরা একবার অনুভব করুন সমস্ত ব্যাপার! (একটু সময় দিতেই হবে স্যার, অনেক বলবার রয়েছে যে!) আমার কাছে নথিপত্র আছে, সমস্ত কাগজ পত্র পড়ে দেখেছি, তিনি মামলা মোকদ্দমা করেন, বইয়ের কারবার করেন, জিনিষপত্র কেনা বেচার কারবার করেন। আর সমস্ত Contractor হচ্ছে নিজস্ব লোক, আত্মীয় স্বজন তার মধ্যে কোন কোন officer এর যোগাযোগ আছে—২ একটা খবর আমারও জানা আছে। অদ্ভুত একটা পাপচক্র চলেছে চতুর্দ্দিকে। কোন School এ মতদ্বৈধ যদি থাকেও for the time being superside করা দরকার হয় তাহলে কি উচিত হবে ৬।৭ বছর ধরে তাকে superside করে ফেলে রাখা। তার তাড়াতাড়ি কোন রকম ব্যবস্থা করা বা নূতন Election করা কি কর্ত্তব্য নয়?

তারপর District School Board সম্বন্ধে যা হচ্ছে সেটা গ্যারাকলের ব্যাপার। District School Board এ কংগ্রেসী কর্ত্তারা বসে আছেন।

এই District School Boardএ, প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, সেখানকার কংগ্রেস কর্ত্তারাই তার সভাপতি হয়ে বসে আছেন। এটা শিক্ষামন্ত্রীমহাশয় বা D. M. Sen, আটকাতে পারেন নি। সুতরাং কোথায় তাদের সততা। এই School Board ঠিক একটা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। এখন এই ২৪ পরগণা District School Board যেটা আছে তার President কে ছিলেন? তার President ছিলেন President of the 24-Parganas District Congress Committee। মাঝে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আপনারা শুনেছিলেন, সংবাদপত্রেও কিছু অভিযোগ বেরিয়েছিল। তারপর সব চাপা পড়ে গেল। আমি, এর ভিতরের অনেক সংবাদ জানি। ভেতরের সংবাদ হচ্ছে কি? যদিও কংগ্রেস পক্ষ থেকেই অভিযোগ করা হয়েছিল, নাম দেননি তাঁরা। নাম না দিয়ে একটা অভিযোগপত্র পণ্ডিত নেহেরুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তার সঙ্গে দর্পণের কিছু cuttingও ছিল। পণ্ডিত নেহেরু চিঠি লিখলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে, My dear Bidhan, এই রকম অন্যায় ব্যাপার হচ্ছে। তুমি অনুসন্ধান কর যাতে জনসাধারণের সন্দেহ নিরসন হয়। পণ্ডিত নেহেরুর চিঠি, কাজেই তিনি সেটা উপেক্ষা করতে পারলেন না, তিনি সেটা Anti-corruption and Enforcement এ পাঠিয়ে দিলেন। Anti-corruption and Enforcement এই বিষয় thorough enquiry করে এবং যিনি এর Secretary Dr. N. Das I.C.S. তিনি নিজের supervisionএ প্রত্যেকটি জিনিষ অনুসন্ধান করার পর দেখেন যে সেগুলি সব সত্য। এরপর এই President সম্বন্ধে তিনি একটা বিবৃতি পাঠালেন—investigation report, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি লিখলেন ডাঃ রায়ের Private Secretaryর কাছে। তাতে তিনি লিখলেন যে, As the report will show most of the malpractices alleged in the anonymous petition have been found to be true. সেই বিবৃতি পড়ে অবাক হতে হয়। কংগ্রেসের যে গাড়ী সেই গাড়ীতে যে petrol পোড়ে তার দাম দেয় School Board এবং কংগ্রেসের যে গাড়ী নিয়ে সভাপতি নাকি School Boardর ও কাজও করেন। তারপর ঠিক হল যে, ভাতা নেবেন এবং সেই ভাতার নাম করে ২৬শত টাকা মেরে দিলেন। শুধু তাই নয় এই গাড়ীর driverর মাইনেও School Board দেয়। তারপর সেই report থেকে আরো বেরিয়েছে যে, তার সেখানে ৫টি প্রিয় firm আছে যাদের contract দেওয়া হয় এবং ৫লক্ষ টাকার মধ্যে ৩ইলক্ষ টাকার কাজই তাদের দেওয়া হয়েছে। যদিও সেখানে

একটা নিয়ম আছে যে, যেসব contractorদের salestax clearance certificate এবং incom tax clearance certificate নেই, তাদের tender accept করা হবে না। কিন্তু এই সম firm, তারা কোন রকম clearance certificate না দেখান সত্বেও তাদের tender accept ক হল। এবং এই certificate দেখাবার আগেই তাদের টাকা দেবার order হয়ে গেল। এ এর মধ্যে দুইটি tender Presidentর নিজের হাতে লেখা, এবং এই দুইটিকেই order দেও হয়েছে। এই দুইটি order থেকেই forgery প্রমাণিত হয়। মোট কথা আগাগোড়া crimin breach of trust। যাই হোক এই forgeryর জন্য যা recommendation করা উচি ছিল against this president তা করা হল না এবং natural procedureএ যা করা উচি ছিল তা করা হল না। তা না করে এই matterটা অশোক সেনের কাছে refer করা হল কিন্তু তাঁর jurisdictionএ কি এটা আসে? তবুও তাঁকে refer করা হল। এবং অশোক সে তিনিও একটা লম্বা report দিলেন।

আমি challenge করছি এই রিপোর্ট দেখুন, অশোক সেন যে রায় দিয়েছেন—তিনি বলেছেন—Offence not punishable under the Indian Penal Code. I diffe from him. It is punishable under the Indian Penal Code at every stage He should be removed from the Board.

যে টাকা তিনি নিয়েছেন সেই টাকাও তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নিতে বলা হয়েছে। Le the moneys be recovered from him. What is that if it is not an offence?

এরকমভাবে যদি দুর্নীতি চলতে থাকে তাহলে পর এত টাকা খরচ করে শিক্ষার কি ব্যবস্থা করতে পারবেন? যে টাকা বরাদ্দ হয় তার ১৬ আনা যদি খরচ হয় তাহলে দেশের লোক কিছুটা উপকা পাবে। তাঁদের সঙ্গে নীতিগত পার্থক্য আমাদের যাই থাকুক, সব টাকা ব্যয়িত হলে, কিছুটা ভালে হবে একথা বলব। আরেকটা কথা বলব, Secondary Board এর কীর্তি তো শুনলেন, আরেকট শুনুন, এক ভদ্রলোক সেখানে কাজ করেন, তিনি Nandaghunti Expeditionএ গিয়েছিলেন তিনি মাইনে পাবেন, সেই মাইনে তাঁকে না দিয়ে এঁরা আটকে রেখেছেন। কিন্তু এদিকে contractorদের চুরির প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

[5-35—5-45 p.m.]

Shri Dhirendra Nath Banerjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শিক্ষা জাতীর মেরুদণ্ড তৈরী করে। কিন্তু সেই শিক্ষা ক্ষেত্রেই বর্তমানে সরকারী নীতি প্রাথমিক মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক কলেজী শিক্ষা, কারীগরি শিক্ষা ও স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতির বিভিন্ন স্তরে অপরিকল্পিত পরিকল্পনার ফলে যে বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা বাড়িয়া চলিয়াছে. তাহাতে জাতীয় জীবন বিপর্যয়ের পথে আগাইয়া চলিয়াছে এবং শিক্ষিত যুবক যুবতীরা গ্রামে ও শহরে ঘর ছাড়িয়া দিশাহারা বেকার হইয়া পথে দাঁড়াইতেছে। কোন জাতীয় সরকারের পক্ষে ইহা কি গর্বের? ইহার প্রতিকারে সরকারের অমার্জনীয় ব্যর্থতা লক্ষ্য করছি। আমরা জানি, ফলের অপেক্ষা না রেখেই এই সরকার "গৌরী সেনের" টাকা ব্যয় করতে সিদ্ধহস্ত। তাই এই বছরের বাজেটে ও রেভিনিউ থেকে নিট আয়ের ২১·১ ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয় করবেন। যা ১৮,৪৫,২,০০০। কিন্তু, তবুও এ বিশৃঙ্খলা দূর হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কোন পরিবর্তিত সুষ্ঠু পরিকল্পনার আভাস এতে নাই। ছয় বছরের

মধ্যে ও মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি কি হবে, গলদঘর্ম হয়েও সরকার স্থির করতে পারলেন না। এডমিনিষ্ট্রেটরের হাতেই সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। এ কেমন সরকার? এখন প্রথমত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাটাই আমি আলোচনা করব। এখানেও কোন সুষ্ঠু পদ্ধতি নাই। প্রাথমিক শিক্ষা—(১) বুনিয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা একটা আউট গ্রোথ আবের মত হয়ে আছে। (২) সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা কোন সুষ্ঠু পদ্ধতি নাই এখানেও সরকারের দৃষ্টি ভঙ্গী অপরিচ্ছন্ন দৃঢ়তা নাই।

বুনিয়াদি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেলেমেয়েদের ঝোঁক বুঝে হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাধান্য পেয়েছে পুথীগত শিক্ষার থেকে। বানীপুর থেকে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ট্রেনিং দিয়ে এই সব স্কুলে পাঠান হয় এর একটা কারিকুলামও আছে। যার সুরু ও শেষ এই ৪ বছরের পাঠশালাতেই। আর এর কোন স্বীকৃতি নাই। এটা হচ্ছে false growth। এরপর আবার এই ছাত্রদের সাধারণ শিক্ষা নিতে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই পড়তে হবে যেখানে এই বুনিয়াদি শিক্ষার আর কোন বুনিয়াদি নাই। তখন, এই ছেলেমেয়েরা পেছনে পড়ে থাকে, সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষায়ও কোন নীতির বালাই নাই। পাঠ্য তালিকায় কোন সুনির্দিষ্ট "approved" ব্যবস্থা নাই। সরকার "কিশলয়" জাতীয় পাঠ্য ঠিক করে চালুও করেছিলেন কিন্তু তাতেও তারা ঠিক stick করতে পারছেন না। এ বাদেও বহু বইয়ের চাপ ছেলেমেয়েদের উপর চাপান হচ্ছে। তাদের পক্ষে কতটা সহনীয় তার পরিমাপ না করেই। কিশলয় ও প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যেন একটা ফাটকা ব্যবসায় একটা নিম্নস্তরের নীতি "Freedom of business for the unemployed intelligentsia খুলে রাখা হয়েছে। ভুল, শুদ্ধের বিচার ব্যতিরেকেই পাঠ্য পুস্তক চালাবার সুযোগ দেয়া হচ্ছে, লেখক, পাবলিশার, Printing Press ইত্যাদিকে। আর এতে যোগান দিচ্ছে জেলা স্কুল বোর্ডগুলির স্বেচ্ছাচারী নীতি। এর পরিবর্তন প্রয়োজন। নতুবা, জাতীয় অর্থ ও সামর্থ্যের অপচয় বাড়বেই। এই সংগে উল্লেখ করি প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষক এদের উপর স্বেচ্ছাচারীতা, অবহেলা সরকার ও বোর্ডগুলির উচিত নয়। তাতে আমাদের ছেলেমেয়েদেরই সর্বনাশ, দেশেরও সর্বনাশ। প্রাথমিক শিক্ষকদের অর্থনীতিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন, তাদের উন্নতি করা প্রয়োজন তাদের দাবী দাওয়া অন্যান্য শিক্ষকদের সমপর্য্যায়ভুক্ত বিবেচনা করা প্রয়োজন। আর সমস্ত স্কুলবোর্ড শিক্ষক, অভিভাবক মণ্ডলী, রাজ্যের চিন্তাশীল শিক্ষাবিদদের নিয়ে স্তরে স্তরে বিভিন্ন শিক্ষা পর্য্যায়ের সংগে মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ও অপরাপর শিক্ষা স্তরের সংগে মিলিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

Shri Gobardhan Das: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রাথমিক শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল বালকদের একমাত্র স্কুলে ভর্ত্তি করা হবে, কিন্তু কম বয়সের ছেলে মেয়েদের স্থান থাকলে ভর্ত্তি করা হয় না, এতে উহার শিক্ষালাভ করে সরকারী চাকরী পেতে নির্দিষ্ট ২৪ বৎসর বয়স পার হয়ে যায়। শিক্ষা ফ্রি হইয়াছে কিন্তু ঐ সংগে পুস্তক দিলে আরও ভাল হইত, (শিক্ষা) কিন্তু বাধ্যতামূলক হয় নাই এতে শিক্ষা বিস্তারের পথে বাধা।

প্রাথমিক স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক স্কুলে যায়, এমনি সিলেবাসের ব্যবস্থা যে তারা ফেল করতে বাধ্য কারণ প্রাথমিক স্কুলের ছেলেমেয়েরা ইংরাজী জানে না, অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত হয় না। দ্বিতীয় কথা যে কিশলয় বই যা সরকারী ব্যবস্থায় ছাপান হয় তাহা যথাসময়ে যথেষ্ট সময়ে মিলে না, ফলে পড়া বন্ধ থাকে ২।৩ মাস স্কুলে পুস্তকহীন অবস্থায় ক্লাসে হাজিরা দিতে হয়। নবপরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার কাজে শিক্ষকরা হলেন প্রধান পুরোহিত, তারা গড়ে তুলতে চলেছেন দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিককে, তাদেরই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে চলেছেন আজ তাদের আলস্য, সংকীর্ণতা, উদ্যমহীনতা, সংকীর্ণ

দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে এগিয়ে আসতে হবে একাজে। জাতি গঠনের বিরাট দায়িত্বের কথা ভুলিলে চলিবে না দধিচীর মত নিজের জীবন দান করে অশিক্ষা, অসত্য ও অধর্মের দানবকে ধ্বংস করবার বজ্র নির্মানের ভার তাঁদের উপর, তাঁরা হবেন আদর্শ চরিত্র, হবেন সমাজ সংস্কারক কর্মী আদর্শ নাগরিক এঁরা জাতির মেরুদণ্ড জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু এঁরা বাঁচবে কি করে? এঁদের বাঁচতে হলে কমপক্ষে বেতন ১২০-১২৫৲ টাকা হওয়া অতীব প্রয়োজন। উহাদের ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড চালু করা ও মাসের নির্দিষ্ট সপ্তাহে বেতন দিবার ব্যবস্থা করে, ঐ শিক্ষকদের সমস্ত অভাবকে সরকারকে হাত নিয়ে টেনে আনতে জাতি গঠনের মহান ব্রত। কিন্তু প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সম্বন্ধে ২ বৎসর পূর্বে সরকার যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তাহা এখন কার্য্যকরী হয় নাই এবং আরও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে শিক্ষকদের পুত্র কন্যাদের বিনা বেতনে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ, তাহা এখনও কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহা অতি দুঃখ ও লজ্জার কথা।

[5-45—5-55 p.m.]

Shrimati Labanya Prova Ghosh : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বর্তমান শিক্ষাধারার জীবন্তন অর্থ ও বুদ্ধি শক্তির যে অজস্র অপচয় ঘটছে—দুর্নীতির অবাধ পরিপোষণের যে ধারা বিসদৃশ হয়ে দেখা দিয়েছে সেই সবও আজ ম্লান হতে চলেছে শাসন কর্তৃপক্ষের শিক্ষানীতি বিষয়ে অপরিসীম বিভ্রান্তির সামনে। পুরাতন শিক্ষাধারা, বুনিয়াদি শিক্ষাধারা, টেকনিক্যাল শিক্ষাধারা, নতুন চিন্তাধারা সবকিছু মিলে সামঞ্জস্যহীন একটা কবন্ধের অভ্যুদয় হয়েছে। পুরাতনের মোহ এবং সংস্কারও ছাড়া যাচ্ছে না—নতুনের প্রতি আগ্রহের ভানও আছে অথচ বিশ্বাস নেই, প্রগতিপূর্ণ ধারার প্রতি মোহ আছে কিন্তু সে বৈপ্লবিক সাহস বা সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারাবোধ নেই। ফলে কোনো একটা সুপরিস্ফুট ধারা গড়ে উঠছে না। এই শিক্ষাধারার মধ্যে প্রতি বৎসর অগণিত ছাত্রছাত্রী পাশ করে বেরিয়ে আসছে—কিন্তু তাদের জন্যে কর্ম নেই—অজস্র বেকারের দল তাদের দীর্ঘশ্বাসে আকাশ আলোড়িত করে তুলছে অথচ জাতীয় চাহিদারও অন্ত নেই। বহু ব্যবস্থা চাই, যোগ্য লোক চাই, চাহিদা পূরণ করা চাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার এক অলীক মোহের মধ্য দিয়ে অগণিত ছেলে বেরিয়ে আসছে তাদের জীবিকার জীবনধারা থেকে। তাদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্র থেকে তারা বেরিয়ে আসতেই চায়। অগণিত চাষীর ছেলে, কামারের ছেলে, ছুতোরের ছেলে, আরো কতো জাতীয় কর্মীর ছেলে তথাকথিত শিক্ষালাভ করে তারা তার পিতৃপুরুষের জীবিকায় ফিরে যেতে চায় না; তারা তথাকথিত সম্মানিতের কাজ চায়; তারা চাকরী চায়; দেশগঠন করবার জন্যে কিম্বা দেশের চাহিদা মেটাবার জন্যে নয়। সহজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সম্মানিত হবার জন্যে। কিন্তু আজও এই সমাজদৃষ্টিভঙ্গী কেন? দেশের যে বিরাট চাহিদা রয়েছে তার আসল জোগানের ক্ষেত্র রচিত হবে—আমাদের সমাজের বর্তমান বিশাল যে জীবনধারা-কর্মধারা তাকে আশ্রয় করেই। পুরাতন ব্যবস্থা ধারা হাতে নিয়ে আমাদের দেশের চাষী অনুভব করবে—দেশের নূতন চাহিদার মহান জোগানে তাকে আজ প্রস্তুত হতে হবে। নূতন জগতের বৈজ্ঞানিক ধারা তাকে পেতে হবে। তার ছেলেপুলেরা তারই ব্যাকুলতা নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে তার পারিপার্শ্বিক সমাজ ও তার অকিঞ্চিতকর আয়োজনের ধারাকে কিভাবে তার ক্ষমতাসাধ্য উপায়ে উন্নত আয়োজনে গড়বার নূতন শিক্ষা লাভ করে আনন্দিত মনে সে দেশের উন্নততর জোগানে অগ্রসর হবে। কামারের ছেলে, ছুতোরের ছেলে, কুমোরের ছেলে এবং আরো অন্যান্য জাতীয় কর্মীর ছেলে এই সম-প্রেরণাই অনুভব করবে। শিক্ষা জীবনে তারা এসে দেখবে তাদের পিতৃপুরুষের কাজ মর্য্যাদার কাজ—মহান দায়িত্বের কাজ—জাতীয় পরিকল্পনায় মহান চাহিদার কাজ। কিন্তু আজ শিক্ষাধারা তা দিতে পাচ্ছে

না। তারা এসে দেখছে তার সমাজ ধারা আর্থিক ধারা আজ অবজ্ঞাত উপেক্ষিত। সুতরাং সে 'ছোট লোকের বৃত্তি' চায় না; সম্মানিতের চাকরী চায়। দেশের সমগ্র শিক্ষাধারা আজও অবিরত আমাদের জীবনে এই দুর্ভাগ্য এনে দিচ্ছে। আমাদের শিক্ষাজীবনে কৃষির স্থানও আছে—ছেলেরা সে কৃষিকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে। তার মধ্য দিয়ে তারা কৃষিবিহীন কৃষি পণ্ডিত হতে চায়—গায়ে তাদের মাটি লাগবে না, উৎপাদনের ঝামেলা তাদের সহ্য করতে হবে না, গেঁয়োচাষী উৎপাদন করবে আর তার ফল তারা দুহাতে পকেটে ভরে নিয়ে যাবে সম্মানিতের ঐশ্বর্য্য গড়বার জন্য। আমাদের শিক্ষাজীবনে আজ টেকনিক্যাল শিক্ষা উগ্র হয়ে উঠেছে দেখছি। সে টেকনিক্যাল শিক্ষাধারা আমাদের মাটির—আমাদের ধারার প্রতি যেন কোন দৃষ্টিই রাখতে চায় না। নূতনতর বিশাল আকারের আয়োজন যেন সবটা পরগাছার মত আমাদের দেশের ঘাড়ে চাপাতে চায়। নূতনতরো বিশাল আকারের আয়োজনেরও প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তা সবটা নয় তা দেশের ধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নয়। বিশাল যে চাষীগোষ্ঠী ও জাতীয় কর্মীগোষ্ঠী উৎপাদনের পুরাতন সাধনধারা নিয়ে বসে আছে, তার উপযোগী তার সাধ্যের মধ্যে সহজলভ্য উন্নত উপকরণের সরবরাহের দিকে সে দায়িত্বপূর্ণ আন্তরিক চেষ্টা এই টেকনিক্যাল শিক্ষাধারার মধ্যে কই? তার সমস্যাকে বোঝবার চেষ্টা আজ কই? বিদেশের উন্নত সমাজগুলির অগ্রগতির আয়োজন দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে একদিনেই তাকে পরিপূর্ণভাবে অনুকরণ করতে চাই। সেজন্য দেশ এবং দেশের সমস্যাকে আমরা ভুলেছি। আমাদের যে বিরাট কৃষিমেলা চলেছে তার মধ্যেও আমাদের এই রোগেরই প্রকাশ। গান্ধীজী বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্যে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাধারার মনস্তাত্তিক দিকের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমাজের এই মহান দিকটির কথা ভেবেছিলেন। তাঁর বুনিয়াদী বাদ দেবার আমাদের সাহস হয়নি, অথচ সে দৃষ্টিও নেই—তাই এককোণে অগত্যার আসন তার জন্য রয়েছে। কিন্তু সমাজের মূল সমস্যাটার কথা আজ বাদ দিলে চলবে কি করে? আসল ব্যাপার হয়েছে যাদের হাতে পরিচালনা তাঁদের চিন্তায় জট পাকিয়ে গেছে। পরিচালনা যখন দুর্বল ও বিভ্রান্ত হয় তখন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার রোগ দেখা দেয়। আমাদের শিক্ষাধারার আজ এই অবস্থা। জানি না আমাদের শাসনতান্ত্রিক শিক্ষাবিদরা—সমাজের এসব সমস্যার কথা ভাববার আগ্রহবোধ করবেন কি না—অথবা হয়তো তাঁদের অবকাশই হবে না। কিন্তু একথা সত্য যে, আমাদের শিক্ষাধারার মধ্যে দেশের অগণিত মানুষের জীবনধারা, সমাজধারা, আর্থিক ধারার উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাই আজ জাতীয় শিক্ষার সবচেয়ে বড সমস্যা।

Personal Explanation

Shri Hansadhwaj Dhara: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যখন হাউসে ছিলাম না তখন বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী মহাশয় ২৪ পরগণা জেলা স্কুল বোর্ড এবং তদানিন্তন সভাপতি সম্পর্কে কিছু কথা এখানে বলেছেন। তবে যেহেতু আমি ঐ সময় সভাপতি ছিলাম সেই হেতু আমাকে একটা পার্শোনাল এক্সপ্লানেসন এ সম্পর্কে দিতে হচ্ছে। যা' হোক্, তিনি ২৪ পরগণা জেলা স্কুল বোর্ডের নামে যে সমস্ত অনুসন্ধান, রিপোর্ট এবং জিপগাড়ী ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে বলতে চাই যে, ২৪ পরগণা জেলা স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে যে দরখাস্ত করা হয়েছিল এবং সে সম্পর্কে যে অনুসন্ধান করা হয়েছিল তার সত্যতা সম্পর্কে এই হাউসে এবং কাউন্সিলে অনেকবার বলেছি, অর্থাৎ গত ২ বছর ধরে সমস্ত দলিলপত্র নিয়ে মাননীয়া উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী কাউন্সিলে তার উত্তর দিয়েছেন এবং এই হাউসে আমি উত্তর দিয়েছি। কিন্তু তা সত্বেও আজকে যখন তিনি নূতন করে প্রশ্ন তুলেছেন যে ওখানকার জেলা কংগ্রেস কমিটির একটা

জিপগাড়ী স্কুলবোর্ড ব্যবহার করে এবং স্কুলবোর্ডের সভাপতি ২৬ শত টাকা মেরে দিয়েছে তথ তার উত্তরে জানাতে চাই যে, এগুলো সম্পূর্ণ অসত্য কথা এবং জেলা কংগ্রেস কমিটির কোন জিপগাড় ছিল না।

Shri Sudhir Chandra Ray Chowdhury : আমি জিপ বলিনি—গাড়ী বলেছি।

Shri Hansadhwaj Dhara : যা হোক্, জেলা কংগ্রেস কমিটির কোন গাড়ী বা জিং ছিল না। তবে জেলা স্কুল বোর্ডের কোন জিপ ছিল না বলে একটা প্রাইভেট জিপ রিকুইজিসন কর হয় এবং তা' শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি নিয়েই করা হয় এবং তারজন্য যে বিল ড্র করা হয়েছে সেট শিক্ষা দপ্তর থেকে টি. এ. হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে তা' প্রেসিডেন্টের টি. এ. হিসেবে আইন সঙ্গত প্রাপ্য বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং তার সমস্তটা না হলেও কিছুটা ড্র করা হয়েছে যা হোক্, বিপক্ষ দলের মাননীয় সদস্য এ সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন তার উত্তরে তাঁকে এট জানিয়ে দিলাম।

Shri Sudhir Chandra Ray Chowdhury : স্যার, তাহলে আমাকেও একট পার্শোনাল এক্সপ্লানেসন দিতে হচ্ছে এবং তা হোল অ্যান্টিকরাপ্সন ডিপার্টমেণ্ট যে ইনভেষ্টিগেসন রিপোর্ট দিয়েছিলেন এবং যার উপর শ্রীঅশোক সেন রায় দিয়েছিলেন সেই ইনভেষ্টিগেসন রিপোর্ট যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে সেটা আপনি এখানে সাবমিট করুন এবং তাতেই আমার কথার সত্যতা প্রমানিত হবে।

Mr. Speaker : That is not a personal explanation.

Shri Sudhir Chandra Ray Chowdhury : ভাল কথা, তবে উনি এখানে রিপোর্টটা দাখিল করুন।

Shri Manoranjan Hazra : অন এ পয়েণ্ট অব প্রিভিলেজ। স্যার, যখন এ রকম ঘটনা আমরা প্রায়ই শুনি তখন যদি সরকার পক্ষ থেকে রিপোর্টের একটা কপি মেম্বারদের দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাঁদের সুবিধা হয়।

Speaker : That is no point of privilege.

Shri Apurbalal Mazumdar : As public money is involved in the matter, তখন সেটা মেম্বারদের কাছে প্লেস করা হোক।

Shrimati Manikuntala Sen : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের উপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতা শুনলে মনে হয় পশ্চিম বাংলার সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ভার এখন বোধহয় সরকারই বহন করেন কাজেই পশ্চিম বাংলায় যে সব ছেলে মেয়েরা পড়ে তাদের অভিভাবকদের এখন আর কোন ব্যয়ভার বহন করতে হয়না। তবে সৌভাগ্যের কথাই হোক আর দুর্ভাগ্যের কথাই হোক শিক্ষা মন্ত্রীর পক্ষে ঐ ব্যয় যা' ছেলে মেয়েদের বাপ-মাদের বহণ করতে হয় তা বোধ হয় করতে হয়না। কিন্তু যদি বহণ করতে হোত তাহলে তিনি মাত্র ২॥০ কোটি টাকার দাবী এনে ঐ রকম প্রসন্ন হাসী হাসতে পারতেন না। বরং আমার মনে হয় আজকাল ছেলে মেয়েদের পড়াতে গেলে তাদের বাপ-মাকে যে কতখানি বিব্রত বোধ করতে হয় এবং শিক্ষার

ব্যয় বেড়ে বেড়ে যে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তার যদি কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শিক্ষা মন্ত্রীর থাকত তাহলে তিনি এই রকম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বক্তৃতা না করে আর একটু নত হয়ে সঙ্কোচ এবং বিনয়ের সঙ্গে বলতেন। স্যার, আপনি জানেন যে, ভর্ত্তির সময় যখন উপস্থিত হয় তখন ছেলেমেয়েদের বাপ-মাকে কি ঘোরাঘুরিই না করতে হয় এবং এটা শুধু স্কুলে ছেলেমেয়েরে ভর্ত্তী করবার ব্যাপারেই নয়, সে ক্লাশ ওয়ান, টু, থ্রী থেকে আরম্ভ করে একেবারে কলেজ পর্য্যন্ত।

[5-55—6-5 p-m.]

সমস্ত জায়গায় গার্জেনরা ছেলেমেয়েদেব ভর্তি করতে পারেনা, ভর্তি যদি বা কোন রকমে করে মাইনে দিতে পারেনা এবং মাইনে যদি কোন রকমে যোগাড় হয় বই দিতে পারেনা। এই যে খরচ বৃদ্ধি এ প্রায় প্রফুল্লবাবুর বক্তৃতার মত—ফসল বাড়ছে কিন্তু দাম কমছেনা; ঠিক তেমনি শিক্ষা দপ্তরের খরচ বাড়ছে আর শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় আত্মতৃপ্তিতে প্রসন্ন হাসিতে হাউসকে হাসাবার চেষ্টা করছেন। এই যে শিকার খরচ কমছেনা সেটার কি উত্তর দিচ্ছেন?

আমি এবার মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটি আমাদের সামনে যে রিপোর্ট রেখেছিলেন এই রিপোর্টের কথা অনেক বার হাউসে বলেছিলাম আমি বিস্তৃত তথ্যের মধ্যে যাবনা, আমার মনে হয় শিক্ষা মন্ত্রী হয়ত সেটা পড়েন নি, পড়লে তিনি কিছু উল্লেখ করতেন স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে। দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটি রিপোর্টে শেষ পর্যন্ত বলেছিলাম যে আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ শো কোটি টাকা এই বাবত খরচ করতে হবে। কেন্দ্র তো তার ধারে কাছ দিয়ে যাননি মাত্র ১৩ কোটি টাকা দিয়েছেন। ও দিয়ে কিছু হবে? কিন্তু পশ্চিমবংগে কি করেছেন—পশ্চিমবংগে বরাদ্দ দেখছি প্রথম দুটি পরিকল্পনায় কমিটেড্ এক্সপেণ্ডিচার বাদে যোগ বিয়োগ করে জানিনা সঠিক কিনা, ২৮ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা মাত্র মেয়েদের প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী, হায়ার এডুকেশান তারপর সোসাল এডুকেশান আছে, বেসিক আছে, স্কুল মাদার আছে, তারপর promotion for attendance ইত্যাদি সব আছে, সব মিলিয়ে খরচ করা হবে। এই খরচ দিয়ে কিছু হবে? খরচ বাড়লে, টাকার অংক থাকলেই যে এডুকেশানের প্রসার হবে তা বোঝা যায় না। ছেলে এবং মেয়েদের এই শিক্ষা ক্ষেত্রে যে একটা সংখ্যার ব্যবধান বিরাট আকারে আছে সেটাকে যদি আপনারা ঘুচিয়ে দিতে চান তাহলে দেশমুখ কমিটি যেটা বলেছেন শেষ পর্যন্ত আপনারা সেটা মানবেন কি? যদি না মানেন তাহলে এই সব কমিটি টাকা পয়সা খরচ করে করা কেন? সেই কমিটি বলেছেন ২৫ পার্সেন্ট ব্যবধান ঘোচানর জন্য আগামী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে। তার টার্গেট কোথায়? প্রাইমারী এডুকেশান, সেকেণ্ডারী এডুকেশানে এই ব্যবধান ঘোচানর জন্য কোন ঘোষনার কোন লক্ষণ নেই। কলেজ এডুকেশানে দেখছি মাত্র ৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ধরা আছে। ও তো বাড়ী করতে খরচ হয়ে যাবে। সুতরাং কলেজ এডুকেশান তাতে কি করে হবে? আর একটা বিষয় বলছি টেকনিক্যাল এডুকেশানে মেয়েদের প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না কেন? একেবারে বিরূপতা কেন? আমরা দেখতে পাচ্ছি টেকনিক্যাল স্কুল বাড়ান হবে, পলিটেক্নিক ৮টা বাড়ান হবে, জুনিয়ার টেক্নিক্যাল স্কুল ১৫টা বাডান হবে কিন্তু স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে নেই। আমরা দেখছি ছোট একটা কর্মকেন্দ্র যদি গৃহিনী মেয়েদের জন্য খোলা হয় তাহলে সেখানে ১২।১৩।১৪।১৫ বছরের মেয়েরা বসে আছে দেখি। তাদের বাপ-মা পড়াতে পারেনা, বিয়ে দিতে পারেনা, অথচ তাদের কোন জায়গা নেই। এই টেকনিক্যাল স্কুলে তাদের যদি প্রবেশ করতে না দেন তাহলে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে কি করে? যে স্কুলগুলি খোলা হচ্ছে তার মধ্যে

মেয়েদের প্রবেশের কথা আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন প্রচার নেই, কোন প্রতিশ্রুতি নেই দেশমুখ কমিটি যে সুপারিশ করেছিলেন এই সমস্ত একেবারে লোক দেখান জিনিস—এ সম্পর্কে কোন রকম দৃষ্টি নেই। এমন কি এখানে একটা স্পেশাল কমিটি স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য তৈরি করছেন। সেই কমিটি গঠিত হয়েছে কিনা সরকারী এবং বেসরকারী লোক দিয়ে তা জানিনা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই কমিটি আপনাদের কাছে কি সুপারিশ করেছেন সেটা জানতে চাই স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের দিক থেকে আমি শুনেছি, ভদ্র বাহাদুর জামাল প্রশ্ন করেছিলেন দার্জিলিংএ পাহাড়ী মেয়েদের জন্য গভর্ণমেণ্ট স্কুল আজ পর্যন্ত খোলা হয়নি। তাহলে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের মানে কি? কাট মোশানে আছে নেপালী ভাষা ইউনিভার্সিটি কোর্স থেকে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে নেপালী ছেলেরা কি করে পড়বে? তাদের জন্য কি ব্যবস্থা হচ্ছে? সর্বশেষে যেটা আমি বলতে চাই সেটা যদি সত্য হয় তাহলে সেটা অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। আপনারা জানেন সাখোয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল মিসেস সাখোয়াৎ হোসেন খুলে ছিলেন। এটা একটা প্রসিদ্ধ স্কুল ছিল। কালক্রমে এটা গভর্ণমেণ্টের হাতে আসে এবং হাতে আসার পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে স্কুলটির মুসলমান ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা কমতে কমতে ৯৫০ সালে যেখানে মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ শো জন সেখানে ১৯৬০ সালে ৪৩ জন হয়েছে এবং শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা মাত্র ৩ জন—একজন সিনিয়র, ২ জন জুনিয়র। তাঁরা অভিযোগ করেছেন কোন অবিচ্ছিন্ন কৌশলে মুসলমান ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ যদি সত্য হয় তাহলে গভর্ণমেণ্ট স্কুলে এর চেয়ে কলংকবিশেষ আর কিছু নেই। এটা তদন্ত করা হোক এবং তদন্ত করে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এই অভিযোগের উত্তর দেবেন।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী কয়েক দিস্তা স্পীচ দিলেন, অনেক তথ্যটথ্য দিলেন। আমার মনে পড়ে গেল একজন লইয়ার বলেছিলেন when you have got a very bad case to plead go on shouting in English, at least some stupid people will be impressed. তিনিও তাই করলেন। মন্ত্রীমহাশয় জানেন যে আমি বামপন্থী ক্রিটিসিজম করি না। তরুনবাবু নেই—তরুন বাবুর পিতার কাগজ অমৃত বাজার পত্রিকা ১২।৩।৬০ সালে বলেছিলেন the opinion widely prevalent among all sections of people is that education in West Bengal is in an awful mess. এবং তার যমজ ভ্রাতা যুগান্তর পত্রিকা ১৪ই কার্তিক ১৩৬৭ সালে লিখেছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এই কয়েক বছর যাবৎ যে চেষ্টা হয়েছে তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির পরিবর্তে যে বিশৃংখলাপূর্ণ এবং অনেকটা অবাঞ্ছনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে একথা এই রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত পরিচিত কোন ব্যক্তি স্বীকার না করে পারবেন না। অতএব আমাদের দিকে আর কটাক্ষ করবেন না, আমাদের য্যালার্জির কথা আর বলবেন না। এই য্যালার্জি except the Minister and his able Secretary. এমন কি কংগ্রেস মেম্বারদের কথাও বলছি—তাঁদের সবারই য্যালার্জি আছে। অতএব য্যালার্জি যখন ব্যাপক ভাবে আছে এবং তার মধ্যে মন্ত্রী এবং তাঁর সেক্রেটারী যদি একসেপসন হন তাহলে বুঝতে হবে মন্ত্রী এবং তাঁর সেক্রেটারী যদি প্যাথলজিক্যাল কণ্ডিসনে রয়েছেন, নর্মাল কণ্ডিসনে নয়। উনি বল্লেন ষ্ট্যাটিসটিকস না হলে চলে না। সত্যই ষ্ট্যাটিসটিকস না হলে চলে না কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যে ষ্ট্যাটিসটিকস করেছেন—ষ্টাটিসটিক্যাল সার্ভে, ওয়েষ্ট বেংগল তার যে ষ্টাটিসটিকস ডিষ্ট্রিক্ট ওয়াইজ পাব্লিস্ করেছেন তাতে কি বেরিয়েছে সভাপাল মহাশয়, আপনি তা শুনলে আশ্চর্য্য হবেন। মেদিনীপুর জেলায় ৬ টু ১১ ইয়ার্স গ্লাস তার পার্সেণ্টেজ হচ্ছে ৯২ পার্সেণ্ট, নদীয়া ১০১ পার্সেণ্ট—এটা শংকরবাবুর ডিষ্ট্রিক্ট বলে বোধ হয় স্পেশাল ফেবার করেছেন, হাওড়া ৮৫ পার্সেণ্ট, হতভাগ্য কোলকাতা যেখানে

আমরা শুনি সবাই লেখাপড়া করে সেখানে ৪৩ পার্সেন্ট, চমৎকার ষ্ট্যাটিসটিকস। আর কিছু না হোক, ভারত রত্ন না হোক্ ষ্ট্যাটিসটিকস রত্ন করে দেওয়া উচিত। আমি আবার রিপিট করে বলছি এই ডিপার্টমেণ্ট কিরকম ষ্ট্যাটিসটিকস দেন। ১লা এপ্রিল ১৯৫৬ সালে ষ্ট্যাটিসটিকস পাঠালেন সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের যে বাংলাদের ছেলেরা সেণ্ট পার্সেন্ট স্কুলে লেখাপড়া শিখছে এবং আরবানে গার্লস ৬ টু ১১ সেণ্ট পার্সেন্ট পড়ছে। তারপরে সেণ্ট পার্সেন্টের উপর যদি কোন প্রগ্রেস করে থাকেন তাহলে বলতে হয় মায়ের গর্ভে যে সমস্ত সন্তান সন্তুতি আছে তারা সব সেখানে কি পাঠশালা খুলে বসেছে ?

[6-5—6-15 p.m.]

আবার ঐ statisticsএর কথা কেন বলছেন ? সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট All India Serving করেছিলেন, তার statistics publish করেছেন। India Govt.এর সেই সার্ভের মধ্যে কেন আপনারা participate করেননি ? India Govt. তাদের চিঠি লিখেছিলেন। আমি সেবার বলেছিলাম – গভর্ণরের স্পীচে এবং আজও বলছি—এটা হচ্ছে একটি academic treason. কেননা whole Indiaর মধ্যে স্বাধীনতার ১৩ বছর পরে All India surveyর মধ্যে academic Geography বাংলাদেশকে মুছে ফেলে বিধবা করে দিয়েছেন কে ? আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলিনা, তিনি অসহায় হয়ে বসে আছেন তার ঐ শিক্ষাসচিবের পাশে। বাংলাদেশে একটা কথা আছে এই রকম— মুর্গী পেক্‌ড স্বামী আর আমাদের এখানে হচ্ছে সচিব পেক্‌ড মন্ত্রী। কি করবেন বলুন! তিনি এই অবস্থার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। আমার ৩৮টা কাটমোশান আছে, আমি তার উপর স্পীচ্ দিচ্ছিনা স্যার। সেগুলি যদি দয়া করে তিনি পড়ে দেখেন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন, তার মধ্যে specific letter Number দেওয়া আছে মেমো নাম্বার, ডেট্ নাম্বার, সব কিছুই দেওয়া আছে। তারপরেও তিনি ঠিক কি করে তা সমর্থন করেন আমি বুঝতে পারিনা। একটা instance দিচ্ছি— সিঙ্গুর গোলাপমোহিনী গার্লস্ স্কুলে ১৯১০ সাল থেকে একটা মস্ত বড় কেলেঙ্কারী চলছে। ২৫।৩০ বছরের স্কুল, তার মধ্যে একমাত্র হেড্ মিষ্ট্রেসই পার্মানেণ্ট, আর কেউ পার্মানেণ্টে পরিণত হয় নাই। আমি আপনাকে জানাচ্ছি - এটা আমার কথা না, এটা আপনাদের আনন্দ বাজার, যুগান্তর ও শ্রীরামপুরের কংগ্রেসী পেপারে বেরিয়েছে ; তার সমস্ত ডেট্ দিয়ে বলে দিচ্ছি। ২৫।৯।৫৯ সালে পল্লীডাক কাগজে Teacher's demand for enquiry বেরুল। ৪।১২।৫৯ তারিখে পল্লীডাকে editorial বেরুল। ১৩।১২।৫৯ তারিখে ইঙ্গিত কাগজে letter for enquiry বেরুল। ৮।১।৬০ তারিখে পল্লীডাকে staff reporter ঐ স্কুল সম্বন্ধে complaint বেরুল। ২২।৪।৬০ তারিখে দর্পণ কাগজ কলকাতা তার editorial বেরুল। ২০।৪।৬০ তারিখে পল্লীডাকে আবার বেরুল letter for enquiry. কলকাতার ২৪।৪।৬০ তারিখে আনন্দ বাজার পত্রিকায় বেরুল letter for teachers' demanding enquiry and exposure. ১০।৪।৬০ তারিখে পল্লীডাকে staff reporterএর complaint বেরুল। ১৬।৫।৬০ তারিখে আনন্দ বাজারে বেরুল teachers' letter of complaint. ১৫।৭।৬০ তারিখে যুগান্তরে complaint letter বেরুল গার্জিয়ানের। ৭।১।৬১ তারিখে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের staff reporter এর complaint বেরুল। তারপর কি করলেন জানাচ্ছি। শুধু কাগজে বেরুল তা নয়। ওঁদের Assistant Inspectress of School Mrs. Sengupta তিনি পরিদর্শন করে adverse report দিলেন ঐ স্কুলের উপর। এরপর D. M. Hooghly তিনি অর্ডার দিলেন—B. D. O. Singur এর enquiry করবেন। তার রিপোর্টগুলি পড়ে দেখবেন। তিনি রিপোর্ট দিলেন Nothing is fair in the School.

Everything is wrong in the school. এই সব বললেন। কিন্তু D.M. এর অর্ডারে B.D.O. enquiry করলেন, রিপোর্ট দিলেন; তারপর কি হল জানিনা স্যার, উপরে তাদের uncle আছে কিনা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। সেখানে সেটা চাপা পড়ে গেল। যে enquiryর কথা ছিল খোন সেথকে আর সে enquiry হল না। তাতেও তাঁরা ছাড়লেন না। আবার কাগজে complaint বেরুল। Last year S.D.O. চন্দননগর চিঠি লিখলেন, আমি enquiry করবো তিনি করবেন বললেন, enquiry date জানাবো বললেন। তারপর আবার কুম্ভকর্ণের নিদ্রা গেলেন। এসব বলা উচিত না। আমরা জানি—মন্ত্রীমহাশয় ধার্মিক লোক। কিন্তু ধার্মিক লোক যদি হন, তাহলে এ জিনিষগুলি জানেন—যখন সেখানে রয়েছে, তখন enquiry করবেন না কেন আমরা জানি আপনি education departmentএর অনেক বিষয় আপনি দোষী নন্ এবং সেকথ লোক পরম্পরয়া শুনতে পাই—আপনি বলেন—আমি কি করবো, D. M. Sen রয়েছে। তাহলে অসহায় হয়ে মন্ত্রী হবার দরকার কি? আমি শুধু এইটুকুই বলি—দেশবন্ধুর সময়ে আপনাকে আমাদের ছাত্রাবস্থায় যা দেখেছি, এখন তার ছায়া মাত্র—only a shadow of Rai Harendra Nath Chowdhuri of those days.

আমি একথা বলবো আপনার সেক্রেটারীকে যদি আপনি বাগে রাখতে না পারেন, তাহলে অন্ততঃ ওখান থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়া উচিত। আরো বলি Secondary বোর্ডে এইতো সেদিন বেরিয়ে গেল—প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেলে দেড় বছর করে সবাইকার জেল হয়ে গেল। সেখানে জজ যা কোশ্চেন করেছিলেন, সেটা যদি দেখেন, তার মধ্যে ছাড়েন, Assistant সেক্রেটারীকে। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি কি করে কি করেছিলেন? সেকেণ্ডারী বোর্ডকে supersede করেছিলেন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল বলে? আর এবার কি করেছেন? এবার তো সব Bay of Bengal পর্যন্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এখনো রেখে দিয়েছেন Administratorকে, এখনো রেখে দিয়েছেন Secondary বোর্ডকে। কেন ওঁদের ফাসান হয় না? Superannuated লোকদের রেখে দিয়েছেন। আবার এদিকে বলেন কর্মসংস্থান করতে হবে। Superannuate হয়ে তাঁরা বসে আছেন। D. P. Roy Chowdhury সেক্রেটারী, A. K. Roy, financial Adviser P. K. Sen—officer on duty, P. C. Das officer on special investigation, H. K. Sen, security officer তিনি আগে পুলিস অফিসার ছিলেন। তাঁর সিকিউরিটী অফিস কি রকমখাতাতে ঠোঙ্গা তৈরী হয়। তাঁর security officerএর কাজ কি রকম? প্রশ্নপত্র ফাঁস। তারপরও তাঁদের মাইনে দিয়ে পুষে রাখার চেয়ে সেখানে গোয়ালঘর করে দেওয়া ভাল তাহলে তাদের একটা আশ্রয় হয়। এই হচ্ছে তার Education Dept. আমার যে ৩৮ cutmotion আছে, তা দয়া করে পড়ে, তারপর গিয়ে ডিপার্টমেণ্টে ঝাড়ু দিয়ে সেখানের সে angeans' stable পরিষ্কার করুন—সেখানে যে কয়টি পশুভাবাপন্ন লোক আছে, তবে বুঝবো Corruption—এই জন্য বলি দুটো জিনিষ বাংলাদেশে স্থায়ী হয়েছে, thrive করছে, দুটো Science, একটা হচ্ছে Science of Dhappalogy, আর একটী হচ্ছে Science of Garalogy.

Shri Abani Kumar Basu: Mr. Speaker, Sir, I rise to support the demand put forward by the Hon'ble Education Minister. While doing so I will make a few observations. Sir, within the limited time at my disposal I will try to place my viewpoints before the House.

Sir, Dr. Ghose has referred to the directive laid down in the Constitution for providing universal free education. That constitution

directive itself speaks of a robust optimism which the framers of the Constitution had in their mind. That was a target. But if you look at the Constitution, you will find that the Constitution says that all the State Governments should endeavour to reach that target. Sir, so far as this State Government is concerned, we have almost fulfilled the target. Between the age group of 6 and 11 we have covered almost 85·7 per cent and of the age group of 11 to 14 we have covered 27 per cent. It may also be noted that when the Planning Commission realised difficulties about the availability of resources, the Planning Commission revised the target which Dr. Ghose possibly knows. Sir, it is gratifying to note that the Government has made a provision to the extent of Rs. 58 lakhs 12 thousand for the introduction of universal education.

Sir, as regards primary education, I feel that we are far ahead of the all-India figure. The all-India coverage is 55·5 per cent and in the State of West Bengal it is 85·7 per cent. We are second only to Kerala so far as coverage is concerned. But, Sir, on the subject of primary education I will be referring to a gloomy aspect, namely, that out of the total number of enrolment my figure is that only 68 per cent of the pupils complete their education up to class IV and the rest 32 per cent abandon their study. Sir, this means a heavy national loss. I would request the Hon'ble Minister to find out ways and means to remedy the situation.

Sir, as regards university eduction, I find that the provision on non-Government colleges has decreased to the order of Rs. 13 lakhs 82 thousand. So far as university education is concerned, I find that great importance has been attached to technical instruction but those students who do not find admission in those technological institutions must have some place to read in. Therefore, Sir, I will plead with the Education Minister to increase the provision on non-Government college.

But at the same time I know that admission to University is limited by strict admission test. It may not be out of place to mention that certain discrimination is made in the educational institutions. I am quoting from the report of the Dey Commission. The Dey Commission finds that while a Government School spends Rs. 75,400, the expenditure of an aided school in this State is Rs. 19,600. This is the existing state of affairs in Government and non-Government colleges. I feel that if education is to play an important part in national life this discrimination should end and equality reached.

[6-15—6-25 p.m.]

As regards the cost of education, it is gratifying to note the 24·9 per cent of the total expenditure has been provided for education. It is the highest of any single item and the increase has been of the order of 3·1 per cent of the revised estimate for 1960-61. But the Government's burden is the lowest in India in this State although the per capita cost is highest, namely, Rs. 82.70 per cent of the total expenditure on secondary education comes from fee collection. While the all India figure is 64·0, in West Bengal it is 59·9. This may be partly due to a very large number of privately managed institutions, but I would request the Education Department to gradually take over all these educational institutions now managed privately.

As regards the quality of education I would like to say a few words In spite of all development projects taken up till now we find that th qualitative progress is very gloomy. Everywhere whether it is in college or in school we find overcrowding, and we find that individua attention to student cannot be paid by teachers. This is reflected by th result of the examinations in all India competitive tests. We find that ou boys are not able to compete with other boys. This is also reflected in the inter-State examinations where we find that the number of 3rd Division candidates has far excelled the number of candidates placed in the 2nd and 1st Divisions. The curriculum is fairly heavy so that th students have got to take help of cheap market notes. This state of things should be remedied and the Education Department, the educationa experts, should think how to improve the quality of education.

As regards the teachers I would say that a provision to the extent o Rs. 1 crore 86 lakhs 52 thousand has been made for increasing the pay scale of the Primary teachers. At the present moment their pay scal is very neggardly to say very frankly. We cannot but confess thi position. I am really glad to note that the Education Department ha made provision for improving their pay scale. At the same time I find that a very small provision has been made for the improvement of th pay scales of the Secondary teachers. This is of the order of about 6 lakh 76 thousand. Sir, I would request the Government to consider the cas for increasing the pay scales of the Secondary teachers. I find tha Rs. 1·25 crores....

[At this stage the honourable member having reached the time limit resumed his seat.].

Shri Manoranjan Hazra : মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে এই শিক্ষা খাতে আলোচনার সময় আমার স্বভাবতই মনে পড়ে যে এত আলোচনা হচ্ছে এর মূল কোথায় যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কয়েকটি শ্রেণীর উপর, তার শিক্ষা তার সেই শ্রেণী চরিত্রগুলিকে বহন করবে। আমাদের এই কৃষি প্রধান দেশে এখনও সেই পুরানো সামন্ততান্ত্রিকদের সঙ্গে আপোষ করে চলা হচ্ছে এবং অন্য দিকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে আপোষ করে চালা হচ্ছে। সেইজন্য শিক্ষাকেও তাদের শ্রেণীস্বার্থে ঢালাই করে চালান হবে এটা ত সোজা কথা সেইজন্য গ্রামে দেখতে পাচ্ছি আপাততঃ সরকার গ্রামাঞ্চলে আট শ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবৈতনিক করেছেন। ভাল কথা নিশ্চয়ই আমরা এটাকে অভিনন্দন জানাবো। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করি, গ্রামে যেখানে মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায় না, তারা তাদের কয়জন মেয়েকে আট শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াতে আসবে। কাজেই সেখানে তারাই এর সুবিধা নিতে পারবে যারা গ্রামের উচ্চশ্রেণী ও ধনিকশ্রেণী। অন্য দিকে সহরাঞ্চলে, যেখানে গ্রামাঞ্চলে Class IV পর্য্যন্ত অবৈতনিক এবং মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক সেখানে সহরাঞ্চলের জন্য কি করা হয়নি। কিন্তু সহরে কি দরিদ্র লোকেরা বাস করে না? সহরে মধ্যবিত্ত লোকেরা তাদের জীবন যাত্রার জন্য খরচ খরচা করে কয়টা ছেলে মেয়েকে তারা স্কুলে পাঠাতে পারে? তাহলে এখানে কেন অবৈতনিক করা হচ্ছে না। এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বর্গীয় পান্নালাল বোস, তিনি যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন বলেছিলেন, একাদশ শ্রেণীর জন্য যে খরচা হবে সেই খরচ astronomical figureএ reach করে গিয়েছে। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে

একাদশ শ্রেণীতে লেখাপড়া শিখতে যে খরচ হবে এবং কলেজ শিক্ষায় যে খরচ হবে তাতে সমস্ত শিক্ষাটা ধনিকশ্রেণী ও সামন্ত তান্ত্রিক শ্রেণীর স্বার্থে তা ব্যবহার করা হবে। এখন এই শিক্ষাখাতে আমি দু'একটি কথা বলতে চাই। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই শিক্ষা বিভাগে দুর্নীতি কিভাবে চলেছে সে সম্বন্ধে অন্যান্য সদস্যরা বলেছেন। আমি এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। জীরাট কলোনী High School ১০ শ্রেণীর এবং সেখানে co-education আছে। সেখানে কলকাতার এক বিখ্যাত ভদ্রলোক তার একমাইলের মধ্যে আর একটা স্কুল করলেন এবং স্কুলের কর্তারা বললেন যে এই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষা না দিলে তাদের আর পড়তে দেওয়া হবে না। School Committeeর এই আদেশে ছাত্র ছাত্রীরা সেখানে যখন পরীক্ষা দিতে গেল তখন তাদের বলা হল যে তোমরা এই স্কুলের ছাত্র নও, অতএব তোমাদের পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না। তবুও তারা যখন জোর করে পরীক্ষা দিতে গেল তখন তাদের মধ্যে ৮১ জন ছাত্র ছাত্রীকে ধরা হল এবং এখনও ১৭ জন ছেলেমেয়েকে জেলে পুরে রাখা হয়েছে।

[6-25—6-35 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শিক্ষার আরেকটা দিক আছে, সেটা হল জনশিক্ষার, লোকশিক্ষার দিক। আমি গত ১০ বৎসর ধরে এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। গ্রামে আজকে যাত্রা ও কবিগানের মাধ্যমে আমাদের পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের যথেষ্ট scope রয়েছে, অথচ এর কোন ব্যবস্থা হচ্ছেনা। যারা কংগ্রেসের পক্ষাবলম্বন করে তাদের প্রচার কার্য্য করে বেড়ায় তাদেরই টাকা দেওয়া হয় এগুলি বন্ধ করা দরকার। আপনারা রবীন্দ্রনাথের নামে বিশ্ববিদ্যালয় করতে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনারা করতে পারবেন কি? রবীন্দ্রনাথের মত মহামানবের নাম নিয়ে আপনারা সামান্য কিছু টাকা দেবেন। তারপর একটা বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হয় না। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী বৎসরে উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য যারা ব্যবস্থা করছে তাদের উপর আপনারা amusement tax চাপাচ্ছেন। আগামী ৮ই মে রবীন্দ্রনাথের ১০০ বৎসর পূর্ণ হচ্ছে। আমি প্রস্তাব করছি সেদিন এই Assemblyর একটা special অধিবেশন করা হোক এবং আপনারা বাংলাভাষাকে রাজ্যভাষা ও সরকারী ভাষা বলে ঘোষণা করুন।

Shri Amarendra Nath Basu : শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যে ছাটাই প্রস্তাব সেটা হচ্ছে কলকাতায় একটা stadium নির্মাণে সরকারের ব্যর্থতা। বোধ হয় ১৯৫০ সালে এই বিধান সভায় গৃহীত হয়েছিল stadium নির্মাণ করার সংকল্প। তখন আমার যতদূর মনে হয় একটা কমিটি হয়েছিল, তখন শুনেছিলাম বর্ধমানের মহারাজা এবং ময়ুরভঞ্জের মহারাজা এই কমিটিতে ছিলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন এইসব বড় বড় ধনীদের দ্বারা কাজের সুবিধা হবে। কিন্তু কয়েক বছর কেটে গেল, এখন পর্যন্ত আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা—কতদূর তিনি কি করতে পেরেছেন আমরা জানতে পারিনি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, বড় বড় ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন না করে সরকার নিজেরা যে ভাবেই হোক একটা stadium করার ভার নিন। আমার বিশ্বাস তারদ্বারা সাধারণ মানুষের দেখবার সুবিধা হবে, টিকিটের দাম কমবে, সরকারেরও আয় কমবে। তারপর, আরেকটা কথা বলব, ১৯৫৩ সালে Sports Act একটা আইন এখানে পাস হয়েছিল খেলাধূলার উন্নতির জন্য। তখন আমরা আশা করেছিলাম এবং মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকেও এই আশা পেয়েছিলাম যে, বাংলাদেশে খেলাধূলার উন্নতির জন্য তাঁরা সচেষ্ট হবেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কতদূর কি করেছেন এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা। আমি যতদূর জানতে পেরেছি, এখন আমাদের খেলোয়াড়রা কিছুই পান না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Stadium is not my charge.

Shri Amarandra Nath Basu: এই Sports Act ভালভাবে চালু করবার জন্য, খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য তাঁদের ভালো করে শিক্ষিত করার জন্য আপনারা কি করেছেন আমি জানতে চাই। বাংলাদেশের মানুষ আশা করেছিল এইযে ভারত বনাম পাকিস্থানের খেলা হল সেই খেলা দেখবার সুযোগ তারা পাবে। কিন্তু তাঁদের সেই আশাপূর্ণ হয়নি। আমি পুনর্বার মন্ত্রী-মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তাঁরা যেন এই ব্যাপারে উদ্যোগী হন।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বাজেট পড়তে পড়তে দেখলাম টাকার অঙ্ক কিছু বেড়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাও আবার বেড়েছে চিরাচরিতপ্রথায়। Development খাতে কিছু বেড়েছে, আর রবীন্দ্র রচনাবলীর জন্য কিছু বেড়েছে। এই প্রসংগে আমার মনে পড়ল ১৯৩০ সালের কথা যখন কংগ্রেস একটা platform ছিল—১৯৩০ সালে যখন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজাতীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হত, তখন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় পুনা কংগ্রেস conferenceএ আমাদের যা শিক্ষা ব্যবস্থা drafted হয়েছিল, তা আমরা এখনো গ্রহণ করতে পারিনি। তখন আমরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আজ আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু তাজো আমরা আমাদের দেশবাসীকে নিজেদের কাছে টেনে আনতে পারিনি। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যাঁরা শাসকশ্রেণী, যাঁরা উপরের তলার লোক, তাঁদের কাছ থেকে দেশের অগণিত জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আজকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে—শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সমাজের প্রত্যেক স্তরে আজকে corruption, nepotism, bribery।

[6-35—6-45 p.m.]

শিক্ষার দুটো দিক আছে—একটা অর্থকরীর দিক, আর একটা মনঃশ্চরিত্রের দিক। মনঃশ্চরিত্রের দিক থেকে শিক্ষাকে যদি সর্বাঙ্গীন করতে হয় তাহলে ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশান দরকার। প্রাইমারী ষ্টেজ থেকে সেকেণ্ডারী ষ্টেজ চলে যাওয়ার মধ্যে একটা ইন্টিগ্রেশান থাকবে। প্রাইমারী ষ্টেজে যাঁরা থাকবেন তাঁরা সেকেণ্ডারী ষ্টেজের সঙ্গে পরামর্শ করে বেরিয়ে যাবেন। সেকেণ্ডারী ষ্টেজের সঙ্গে ইউনিভার্সিটি বা টেকনলজিক্যাল এডুকেশানের সঙ্গে একটা মিল থাকবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যে প্রাইমারী ষ্টেজ থেকে সেকেণ্ডারী ষ্টেজে যেতে পারল না, তার যেদিন সুবিধা হবে সেদিন একটা ব্যবস্থা থাকবে যে সে প্রাইমারী থেকে সেকেণ্ডারী ষ্টেজে যেতে পারবে। ১৯৬ সালের সেই প্রাইমারী বোর্ড এখনও চলছে। একে যদিও গণতান্ত্রিক বলা যায় না, কিন্তু তবুও তাতে কিছু রিপ্রেজেন্টেসন ছিল। এই সেকেণ্ডারী বোর্ড কিভাবে সাজান হয়েছে সে কথা বলা হয়েছে এবং সেখানে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা চলছে সে সম্বন্ধে ২।১ টা কথা বলব। ইউনিভার্সিটির ব্যাপার জানেন না সেখানে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে কয়েকজন টাকা খরচ করে সেখানে নিজের দল নিয়ে গিয়ে ইউনিভার্সিটি চালাচ্ছেন। অর্থাৎ আজকে আমাদের শাসকশ্রেণী যাঁরা বসে আছেন wrong man in the wrong place—এতে গলদ থাকা ছাড়া আর কিছু থাকতে পাবে না। মুদালিয়ার কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেই রিপোর্টে কিছুটা অন্ততঃ ছিল। অর্থকরী দিক দিয়ে নিজেদের কথা বললে বুঝতে পারত, কিন্তু আজকালকার ছেলেরা সে সব বোঝে না। ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করাটাই বড় দরকার, শিক্ষাটা বড় দরকার

নয়, কেননা পাশ করেই চাকরী হবে। Standard of Education কিরকম হয়েছে না একটা গাড়ীর য়্যাকসিডেণ্ট যে হবে সেটা ইঞ্জিনিয়ার ভাবেন না। বরং সে ভাবে যে পাশ করে কি মাইনে সে পেতে পারে এর সেদিকেই তার চেষ্টা বেশী হয়। মুদালিয়ার কমিশন বাদ দিয়ে আমি প্রাথমিক এবং ইউনিভার্সিটি এডুকেশানের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা চলছে সেই কথাই বলব একজন অভিভাবক হিসাবে—এম. এল. এ. হিসাবে নয়। আমি দেখছি ৩টা কোর্স আছে। সবচেয়ে বেশী গলদ আছে Class VIII, Class IX, Class X, Class XI। Class VIII to Class XI পর্য্যন্তই সবচেয়ে বেশী ভার। আমি বিজ্ঞান বা টেকনোলজি সম্বন্ধে বলব না। Class VIII এবং Class IX এ ১২ থেকে ১৫ বছরের ছেলেদের লজিক, সাইকোলজি পড়ান হচ্ছে এই সাইকোলজির মধ্যে যে সমস্ত সিলেবাস আছে সে সব বি. এ. ক্লাসের অনার্সের ছেলেরা বুঝতে পারে কি না জানি না। এই সিলেবাস এমনভাবে তৈরী যে যদি তেমন ছেলে হয় তাহলে কিছু না পড়ে হাইয়াব সেকেণ্ডারী সে পাশ করতে পারবে না, আবার হয়ত সত্যিকারের পড়তে গিয়ে সে হয়ত কিছু শিখল না। কাজেই আজ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বাঙালী ছেলেরা ফিরে আসছে। ছেলেরা খারাপ হয়েছে বলে নয়, এমন কুব্যবস্থা এডুকেশানের মধ্যে হচ্ছে তা বলবার নয়। এখন যা হচ্ছে সব মুনাফার জন্য হচ্ছে। ডাঃ চ্যাটার্জী বলে গেছেন ৬ জন সুপারয়্যানুয়েটেড বসে আছেন। সিলেবাস কমিটিতে কারা আছেন তাদের নাম যদি জানতাম তাহলে আলোচনা করতে পারতাম। সিলেবাস দেখলে মনে হয় তাঁরা তাঁদের পাণ্ডিত্য জাহির করেছেন—ছেলেরা কি বুঝবে সেটা তাঁরা ভাবলেন না। বিজ্ঞান, আর্টস সব জায়গায় এই রকম অবস্থা। তাঁরা বলেন মেয়েরা না কি ইনডকট্রিনেশান করি। আমি Class—8, Class—9 এর একটা বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। Class—8এ ১২ থেকে ১৪ বছরের মেয়েরা পড়ে সেখানে যে বই পড়ানো হয় তা থেকে তারা বুঝবে কি জানি না। একটা উদাহরণ দিই। গল্পে উপনিষদ—লেখক ডাঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত, যাজ্ঞবল্ক ও গার্গীর কথা—সেখানে আছে "গার্গী তুমি অক্ষয় পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন, তিনি স্থূলও নহেন, সুক্ষ্মও নহেন; তিনি হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন; তিনি বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন; তিনি রসও নহেন, গন্ধও নহেন; চক্ষুও নহেন, শ্রোত্রও নহেন; মনও নহেন, প্রাণও নহেন। তিনি কাহাকেও ভোগ করেন না, কেহই তাহাকে ভোগ করে না। তিনি সর্ব বিশেষণ শূন্য এক ও দ্বিতীয়।" আমার কন্যাকে যখন তার শিক্ষয়িত্রী এটা বুঝিয়ে দিতে পারলেন না তখন সে আমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য বলে। আমি তাকে বললাম যে আমি যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করব তখন এটা নিয়ে চিন্তা করব। কিন্তু আমার নিজের মনে দুঃখ থেকে গেল যে as a father I have failed in my duty.

Shri Bhupal Chandra Panda: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বাজেটের জেনারেল ডিসকাসন এর সময় প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের হার এবং তাঁদের অনিয়মিত বেতন দানের কথা বলেছি এবং এখন এটা বুঝতে পারছি যে বৃটিশ আমলের তৈরী প্রাথমিক শিক্ষা আইনকে এই শিক্ষা দপ্তর এতদিন পর্য্যন্ত যে অনুমোদন করে যাচ্ছেন তার কারণ হোল এই আইনের বদৌলতে তাঁরা জেলায় জেলায় স্কুল বোর্ড তৈরী করেছে এবং সেই স্কুল বোর্ড কংগ্রেস দলীয় পাটোয়া লোকেদের দ্বারা ভর্ত্তী করে নিজেদের কাজ ভালভাবে সুসম্পন্ন করবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি অন্য স্কুল বোর্ডের কথা না বলে শুধু মেদিনীপুর জেলা স্কুল বোর্ডের কথা বলব যে, সেখানে যাঁরা কংগ্রেসের আনুগত্য স্বীকার না করেন কিংবা সেই স্কুল বোর্ডের হুকুম তামিল করবার জন্য প্রস্তুত না থাকেন বা কোন কারণে যদি তাঁদের বিরাগ ভাজন হন তাহলে তাঁদের উপর বদলীর অর্ডার হয়। যেমন, একজন শিক্ষকের বাড়ী নন্দীগ্রামে কিন্তু তাকে তাঁর বাড়ী থেকে অনেক দূরে ঘাটাল মহকুমার একপ্রান্তে বদলী করা হোল। তারপর সত্যরঞ্জন পাল নামে আর একজন

শিক্ষককে কেশপুর থানা থেকে বিহার বর্ডার বেলপাহাড়ীতে বদলী করা হয়েছে। ত এইভাবে তাঁরা যে বদলীর অর্ডার জারি করছেন তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য হোল প্রাথমিক শিক্ষক যাতে ভালভাবে কাজ কর্ম না করতে পারেন তারই ব্যবস্থা করা। এই কারণে স্থানীয় প্রাইমা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এবং গ্রামবাসীগণ এর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তা তাঁরা কর্ণপাত করেন নি। শুধু তাই নয়, তাঁদের বদলীর অর্ডার আরও একটা কারণে আসে ে সেটা হোল যদি কেউ কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে ইউনিয়ন বোর্ডে নির্বাচিত হন। যেমন, আমা ৯নং ইউনিয়নের একজন প্রাথমিক শিক্ষককে যেহেতু গ্রামবাসীগণ ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচ কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে জিতিয়ে দিল সেইহেতু তাঁকে সেখান থেকে অনেক দূরে বদলী করে দেং হোল। তখন সেই ভদ্রলোক নিরুপায় হয়ে আমাদের কাছে সব বললেন এবং এও বললেন আমি ইতিপূর্বে দরখাস্ত করে সব জানিয়ে দিয়েছি কিন্তু স্কুল বোর্ড এ সম্পর্কে কর্ণপাত করে ফলে সে হাইকোর্টে যায় এবং এইভাবে আমরা দেখেছি যে ৬ জন শিক্ষককে এই রকম অন্যা বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য হাইকোর্টের আশ্রয় নিতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে স আর একটা কথা বলব যে, পুলিশ রিপোর্টকে ভিত্তি করে যখন তখন ছাঁটাই এবং বরখাস্ত করা হচে তারপর নন্দীগ্রাম থানার ৭নং ইউনিয়নে মোহনজানাবার প্রাইমারী স্কুল নামে একটা স্কুল চলছে কিন্তু আমরা জানি যে, এইনামে কোন গ্রাম ৭নং ইউনিয়নে তো দূরের কথা সেই থানাতেও নে অথচ আজ কয়েক বছর ধরে সেই স্কুল চলছে এবং সেই স্কুলের শিক্ষক কংগ্রেসের লোক হও জন্য তাঁকে বদলী করা হচ্ছেনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে সেখানে আর একটা স্কুলের জন্য বোর্ডের নামে জায়গা লিখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সেই স্কুলে শিক্ষক দেওয়া হচ্ছেনা এবং যদিও বা ৮ মাস আগে শিক্ষক দেওয়ার জন্য অর্ডার হয়েছিল কিন্তু সেই শিক্ষক এসে আর পৌছালনা। ত গরীব গ্রামবাসীরা আজ ৫ বছর ধরে শিক্ষকের জন্য অনুরোধ জানান সত্ত্বেও সেই স্কুলে যে শিক্ষ দেওয়া হচ্ছেনা তার কারণ হোল সেখানে স্বজনপোষণ চলছে।

[6-45—6-55 p.m.]

Shri Tarapada Dey : মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় শিক্ষা সম্পর্কে যে বরাদ্দ রেখেছেন আর যে তথ্য দিয়েছেন তাতে মনে হয় বাংলাদেশে শিক্ষা সমস্যা খুব বড় কিছু নে কিন্তু আমরা যদি ঠিক ভালভাবে দেখি তাহলে দেখব আমরা কোথায় আছি। আমরা চেয়েছি শিক্ষার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন এবং আমরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে সমাজের কাজে নিযুক্ত হব, খেতে পরতে পা এইভাবে শিক্ষার পুনর্গঠন হোক এটা আমরা চেয়েছিলাম। কিন্তু যদি আমরা প্রাথমিক শিক্ষা থে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত দেখি তাহলে দেখতে পাব সরকার ঠিক তার উল্টো ব্যবস্থা করেছেন। এমন শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলীয় চক্রান্তের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং দলটাকে মস্তবড় করে দেখা হচ্ছে, ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত পংকিল হয়ে উঠছে। প্রাইমারী স্কুল পরিচালনা করেন ডিস্ট্রিক্ট স্কুলবো ডিস্ট্রিক্টবোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত সিলেকসান কমিটি যখন শিক্ষক নিয়োগ করেন তখন তাঁরা প্র সার্টিফিকেট দেখেন সেই শিক্ষক কংগ্রেসের কাজ করেন কিনা। যদি তিনি কোনদিন কংগ্রে কার্যের সমালোচনা করেন তাহলে তাঁকে দূরদূরান্তে ট্রান্সফার করা হয়, তখন তাঁর পক্ষে সেখানে ব করা সম্ভব হয় না। ডোমজুড় থানায় এইরূপ ভাবে একজন শিক্ষক বিষ্টুপদ হাজরার বিরুদ্ধে মি অভিযোগ আনা হয় এবং তাঁকে দূরদূরান্তে ট্রান্সফার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে তি ন্যাশানাল ফ্লাগের অপমান করেছেন—এই মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে ডোমজুড় বাদুর গোট প্রাইম স্কুল থেকে ৩০ মাইল দূরে আমতার কোন এক ভোজান প্রাইমারী স্কুলে ট্রান্সফার করা হ'ল। (

ম ছোট, মাষ্টার মহাশয়ের থাকবার কোন জায়গা নেই। ডোমজুড় থেকে ভোর ৫টার সময় রিয়ে রাত্রি ৯টার সময় ফিরে আসতে হয়। তিনি এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নান। তারপর এনকোয়ারী হয় এবং তারপর তাঁকে জানান হয় যে আপনি জেলা কংগ্রেসের ম্পাদকের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি তা করেছিলেন। তখন তাঁকে কংগ্রেসের সভ্য হতে বলা হয় নছি তিনি কংগ্রের সভ্য হয়েছেন, এই ব্যাপার হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপার জানেন, মন্ত্রীমণ্ডলীর ক্ষ থেকে এই চক্রান্ত করা হচ্ছে এবং তাতে বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষা বিপর্যস্ত হচ্ছে। আমি াঃ রায়ের কাছে রঞ্জিত মুখার্জীর নাম জানিয়েছি তিনি একটা স্কুল করেছিলেন—সিলেকসান বোর্ডে ওয়া সত্বেও তাঁকে নেওয়া হয়নি। ডাঃ রায়কে জানানর পর তিনি বললেন তিনি নাকি ন্যাশানাল াগের অপমান করেছেন। যখন এই যুবক সিলেকসান কমিটির কাছে যান তার ১ বছর বাদে স্কুল াংসান হয়। সুতরাং তিনি কি করে এই স্কুলের ন্যাশানাল ফ্লাগের অপমান করতে পারেন ানিনা। ডাঃ রায় তার কোন উত্তর দেননি। বলা হয় তিনি জেল খেটেছেন। আমি তখন াঃ রায়কে এই কথা লিখি যে হয়ত রাজনৈতিক অপরাধে ২ মাস ইমপ্রিজনমেণ্ট হয়েছিল। াঃ রায় তার কোন উত্তর দেননি। উত্তর যে দেননি তার কারণ এইভাবে দলীয় চক্রান্তে প্রাথমিক শক্ষকদের আটকে রাখতে চান। সব জায়গায় এই দলীয় চক্রান্ত চলেছে। যদি শিক্ষকরা তাদের ক্থা না শুনে তাহলে তাদের দূর দূরান্তে ট্রান্সফার করা হয়। কিন্তু তা সত্বেও শিক্ষকদের কায়দা করতে পারেনা। শিক্ষকদের আজ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা মাত্র ৬২৷৷০ টাকা মাইনে দেওয়া হয়, াও আবার তাদের চাকরির স্থায়ীত্ব নেই; তাদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা নেই। এরপর তাদের াথার উপর সব সময় ট্রান্সফারের খড়্গ ঝুলছে। ৬২৷৷০ টাকায় কি করে সংসার চলতে পারে তা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনা। প্রাথমিক শিক্ষক যারা সুকুমারমতি ছেলেদের মানুষ করবেন, রা জাতি গঠন করবেন তাদের প্রতি যদি এই রকম চুড়ান্ত অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা এবং অপমান প্রদর্শিত য় তাহলে সমস্ত জাতির শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই প্রাথমিক শিক্ষকরা আজ অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছেন তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করবার জন্য তারা ২৮শে মার্চ থেকে আন্দোলন সুরু করবেন। জানি না সরকার পক্ষ কি করবেন। আমরা দেখছি মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেলায় তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। খাদ্য আন্দোলনের সময় হয়েছে। জানিনা প্রাথমিক শিক্ষদের ভাগ্যে কি আছে। তা যদি করেন তবে আমি একথা বলতে পারি যে ইতিহাসের মোড় তারা ঘোরাতে পারবেন না, তাদের আন্দোলনকে রোধ করবেন না কারণ প্রাথমিক শিক্ষকদের পেছনে সমস্ত মানুষ দাড়িয়ে তাদের দাবীকে আদায় করতে বাধ্য হবেন। আমি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ২/.টা কথা বলতে চাই। মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে গত বৎসর ,ড, পি, আইএর পক্ষ থেকে একটা সার্কুলার যায়—সেই সার্কুলারে ঠিক হয় প্রত্যেক স্কুলকে ১১ ক্লাস ছাড়া মঞ্জুরী দেয়া হবেনা। এ বিষয়ে য়্যাসেমব্লীতে আলোচনা হয় এবং আমরা তখন মাননীয় কংগ্রেস সদস্যদের বলি তারা দলবেধে নিয়োগী সাহেবের কাছে যান এবং তারপরে আমরা দেখতে পাই সেই অর্ডার তারা ক্যানসেল করেছেন ১৯৬২ সাল পর্য্যন্ত। আমরা আবার শুনছি সেটাকে কার্য্যকরী করবার পরিকল্পনা এখনও তাদের আছে, ১৯৬২ সালের পর থেকে সেটা কার্য্যকরী করা হবে। আমি এর প্রতি সমস্ত মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কারণ এটা করলে সমস্ত শিক্ষা ব্যাহত হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার একেবারে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাবে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এখানে আলোচনা অধিকাংশই মাতৃভাষায় হয়েছে এবং আমাকেও বাংলায় বলতে বলা হয়েছে। সেজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দ সহকারে বাংলায় বলছি। প্রথম কথা হচ্ছে ডাঃ ঘোষ যে

ভাষন দিয়েছেন তাঁর অনেক কথার সংগে আমি সম্মতি জানাতে পারি। তিনি বলেছেন যে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া দরকার কেন তা দেওয়া হচ্ছে না? কি করে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠন হবে? এ বিষয়ে ডাঃ ঘোষের সংগে আমি একমত যে নৈতিক শিক্ষা এমন কি ধর্ম শিক্ষা দেওয়া সত্যই দরকার। ডাঃ ঘোষ বলেছেন এ বিষয়ে আমি ইতিপূর্ব্বে কোন অভিমত প্রকাশ করিনি এবং ধর্ম শিক্ষা বা নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার বিষয় কোন কথা বলিনি এর উত্তর হচ্ছে আমি একাধিকবার এ সম্বন্ধে বলেছি। যখন ড্রাফট কনষ্টিটিউসন সম্বন্ধে ১৯৪৮ সালে এই ঘরে আলোচনা হয় তখন আমি এই আর্টিকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম। তখন ডাঃ ঘোষ এর আমরা সকলে একই দলে ছিলাম অর্থাৎ কংগ্রেস দলে ছিলাম। ডাঃ ঘোষ সেটা ভুলে না গেলেই পারতেন। তখন আমি বলেছিলাম—

[6-55—7-5 p.m.]

As regards Article 28 I have some remarks to make. Clause 1 of the Article prohibits for all time to come religious instruction in State schools and colleges. It is difficult to find a parallel for such a completely negative attitue towards religious education. On the contrary religious instruction has been lately made compulsory in England under section 25 of the English Act of 1944 and even in other countries. Even article 124 of the USSR Constitution is not so emphatic in prohibition. Whether it is expedient or practicable in our country to provide for religious instruction in our schools and colleges that can only be a question of policy. It can be persued or prohibited as the Government of the day may think it proper, but to create a permanent bar and to prohibit it by the Constitution of the country may be deemed to be a violent swing of the pendulum to the left Such a prohibition, if enacted, may mean the immediate closure of all Government Madrasas and even Sanskrit instructions I think it is my duty in particular to point out the same.

আমি বলেছিলাম এটা থাকা উচিত নয়।

Dr. Prafulla Chandra Ghose : একটা কথা আপনি মন্ত্রী হিসেবে ভারত গভর্ণমেন্টের কাছে কিছু লিখেছিলেন কি না জানতে চাই?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : মন্ত্রী হিসেবে ভারত গভর্ণমেন্টকে এ বিষয়ে কিছু বলবার আমার কি অধিকার আছে। Constitution amendment করুন। নতুবা একমাত্র পার্লামেন্টের সদস্যরা বলতে পারেন Constitution এর এই অংশটুকু সংশোধন করুন। কিন্তু তাঁরা কেউ তো সে কথা বলছেন না। যাহোক সম্প্রতি আর একবার এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার সুযোগ হয়েছিল সেটা হচ্ছে Central Advisory Board of Education এর মিটিংএ সম্প্রতি একটা রিপোর্ট আলোচনার জন্য এসেছিল। ডাঃ ঘোষ বোধ হয় জানেন গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে নৈতিক এবং ধর্মশিক্ষা স্কুলগুলিতে দেওয়া যায় কিনা—সে সম্বন্ধে একটা কমিটী নিযুক্ত করেছিলেন ডাঃ শ্রীপ্রকাশজীকে সভাপতি করে। তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে। সেই শ্রীপ্রকাশ কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছিল—Central Advisory বোর্ডের মিটিংএ। সেই মিটিংএ আমি বলেছিলাম যে শ্রীপ্রকাশজী কমিটী যে রিপোর্ট করেছেন, তাতে শুধু নৈতিক শিক্ষার কথা কেন বললেন? ধর্ম শিক্ষার কথাও বলা উচিত ছিল। আমি বলেছিলাম—

সদা সত্য কথা বলিবে—এটা নৈতিক শিক্ষা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল থেকে আমরা পড়ে আসছি সদা সত্য কথা বলিবে। সত্য কথা বলবার জন্য ছেলেদের মনে একটা আগ্রহ থাকবে, সে সত্য কথা বলতে চাইবে তার জন্য একটা রুচির সৃষ্টি হবে—এটা কিন্তু অন্য ব্যাপার Real Education কেন ?

যদি আপনারা আজকে হরিশ্চন্দ্রের গল্পের কথা বলেন—রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের দৃষ্টান্ত সামনে ধরে রামায়ণ পড়ান, তাহলে দেখা যাবে—ছেলেদের মনে সত্য কথা বলবো এই আগ্রহ সৃষ্টি হবে। শ্রীপ্রকাশজীর কমিটী যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে তাঁরা ধর্ম শিক্ষার কথা বলতে পিছিয়ে গেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের Article of the Constitution যেটা আছে, সেটা সংশোধন করা দরকার। Central Advisory Board meeting এও আমি বলেছি এ সম্পর্কে যে Article আছে তার amendment হওয়া উচিত। কারণ সেই Article এর মধ্যে একটা অসঙ্গতি আছে। সেই Article এর মধ্যে প্রোভাইসোটা দেখবেন—মিশনারী স্কুলগুলি ধর্ম শিক্ষা দিতে পারবে। তাইতে আমি বলেছিলাম মিশনারী স্কুল যদি ধর্মশিক্ষা দিতে পারে, তাহলে আমাদের সাধারণ স্কুলে ধর্মশিক্ষা না দেবার কারণ থাকতে পারে না। কেবল মিশনারী স্কুল ধর্ম শিক্ষা দেবেন কেন? মিশনারী স্কুল—সম্পর্কে ইংলিশ অ্যাক্টের একটা বিধান আছে under the Act of 1944 section 25 বিলাতে মিশনারীরা যে স্কুল স্থাপন করবেন তাতে তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে পারবেন অবশ্য ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্র যদি কেউ থাকে, তাকে তাঁরা বাধা করবেন না তাদের সেই ধর্মশিক্ষা নিতে। আর গার্জিয়ানকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে, আমি নিজ ধর্মমত অনুসারে আমার ছেলেকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

অর্থাৎ যেমন ক্যাথলিক স্কুলে প্রটেস্‌ন্টাস্‌ ছেলে যদি পড়তে যায় তাহলে তার গার্ডিয়ানকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হয়, তাকে বলতে হয় 'আমি আমার ধর্মমত অনুসারে তাকে ধর্ম শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছি'। আর যেগুলি নন্‌-ডিনোমিনেসনাল স্কুল, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানদের স্থাপিত স্কুল, সেই স্কুলগুলিতে যে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে সেটা হবে according to the catechism a prayer book that will be prepared by the local authorities অর্থাৎ Local authority যে ধর্মশিক্ষা পদ্ধতি স্থির করে দেবেন, সেই অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হবে। আমি এমন কথা বলে ছিলাম যাদের আমরা materialistic countries বলি, তাদের দেশে যদি এই রকম ব্যবস্থা থাকে তাহলে আমাদের দেশে কেন এই ব্যবস্থা হবে না। সেইজন্য উল্লিখিত Article of the constitution সংশোধন করা উচিত। অতএব আমাদের গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে প্রকারান্তরে জানাতে বাধা হয় নি।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আর একটা বড় কথা প্রফুল্লবাবু যা বলেছেন, সেটা হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যম বিষয়ে। উনি বলেছেন যে স্কুলে সব জায়গায়তেই তো মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। ১৯৪৮ সালে আমি প্রথম কর্মভার গ্রহণ করি। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে আমাদের বিভাগ থেকে একটা resolution publish করা হয়। তাতে বলা হয় মাতৃভাষার মাধ্যমে সমস্ত স্কুলে শিক্ষা দিতে হবে। সেই resolution অনুসারে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল দার্জিলিং স্কুলে নেপালী ছাত্রেরা ক্লাশ ৮ পর্য্যন্ত তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়তে পারবে। কারণ তখন নেপালীকে কলকাতা ইউনিভার্সিটির ম্যাট্রিকুলেশন্‌ এর পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষনীয় ভাষা বলে গ্রহণ করেন নি। তারপর আমাদের ডিপার্টমেণ্ট থেকে ডাঃ স্নেহময় দত্ত বিনি ডি, পি, আই ছিলেন তিনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিকে বুঝিয়ে, কিছুদিন পরে নেপালী ভাষাকে ম্যাট্রিকুলেশন এর পাঠ যোগ্য ভাষা বলে

স্বীকার করিয়ে নেন। তখন ঐ ভাষার text বুক হল। ফলে দার্জিলিং হাই স্কুলে দুটো সেকসন্ খোলার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একটা সেকসন্ এ নেপালী হবে মিডিয়াম আর একটা সেক্সনে হবে বাংলা মিডিয়াম। কারণ সেখানে অনেক বাঙালী আছেন। ঠিক সেই নীতি আমরা Sakhawat Memorial Girls' School সম্বন্ধেও নিয়েছিলাম। ডাঃ ঘোষ যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন শিক্ষা দপ্তরটা তাঁর নিজের হাতে ছিল। কিন্তু তিনি ভিন্ন আদেশ দিয়েছিলেন। আমি order দিয়েছিলাম যে Sakhawat Memorial Girls' স্কুলে ঐ রকম দুটো সেক্সন থাকা চাই। একটাতে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে, আর একটা সেক্সনে উর্দ্দুর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। কারণ এটাও সত্য যে কলকাতা সহরে এখন অনেক মুসলমান আছেন, যাঁদের মাতৃভাষা বাংলা নয়। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের আমলে বাংলার মুসলমানকেও যেমন উর্দ্দু শেখাবার চেষ্টা করা হয়েছিল; তার পরিবর্ত্তে আমরা ব্যবস্থা করেছি সাকোয়াট মেমোরীয়াল গার্লস স্কুলে বাঙ্গালী মুসলমান মেয়ে যারা থাকবে তারা যা'তে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়তে পারে, এই সুযোগ তাদের দিতে হবে। Sakhawat Memorial Girls' স্কুল সম্বন্ধে এই নির্দ্দেশ, আমার অর্ডার ছিল। তখন বোধ হয় শ্রীযুক্ত শৈবাল গুপ্ত সেক্রেটারী ছিলেন। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতে হবে এই নীতি পশ্চিম বাংলা গভর্ণমেণ্ট সবার আগেই গ্রহণ করেন। ঐ নীতি গ্রহণ করা হয় ১৯৪৮ সালে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা ইউনিভার্সিটিকে কি করে বলবো যে মাধ্যম হওয়া চাই বাংলা? তবে আজকে যদি ইউনিভার্সিটি নিজেই সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ভাল কথা।

[7-5—7-15 p.m.]

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙলা মাধ্যম হয়নি এমন দোষ ত্রুটির কথা আমাদের বললে হবে না। আর যদি বলেন University কে বাধ্য করুন তাহলে তো dictatorship এসে যাবে, তাহলে democratic ব্যবস্থা থাকবে কি করে? আর ডাঃ ঘোষকে আমি স্মরণ করিয়ে দিই সম্প্রতি যে Vice-Chancellors' conference হয়েছিল তাতে দেখা গেছে সব পর্য্যায়ে মাতৃভাষা উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হবে এমন সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করেন নি। শুধু তাই নয় এ সম্বন্ধে একটা Committee Government of India গঠন করেছিলেন অর্থাৎ Kunzu Committee তাতে সাক্ষী দিতে গিয়ে ডাঃ রাধাকিষেণ এই মত প্রকাশ করেছিলেন মনে হয় যে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যম সম্পূর্ণ প্রাদেশিক ভাষা করা ঠিক হবে না। ডাঃ ঘোষ জানেন কিনা জানি না প্রথম স্বাধীনতার আমলে বোম্বাই সরকার একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করেছিলেন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে ইংরেজী আর কেউ পড়বে না—তারপর বোম্বাই সরকারকে ইংরেজী পুনঃপ্রবর্ত্তন করতে হয়েছে। এমন কি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়েও মাধ্যম বিষয়ে ভাষা শিক্ষার সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আর একটা জিনিষ—বিজ্ঞান শিক্ষা দেশীয় ভাষায় দিতে গেলে পরিভাষা স্থির হওয়া দরকার। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এটা ঠিক না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাদেশিক ভাষায় দেওয়া যেতে পারে কি না, তা দেওয়া সার্থক হবে কি না—সেটা চিন্তার বিষয়। একটা কমিটী হয়েছিল এ সম্বন্ধে রাজশেখর বসু মহাশয়কে সভাপতি ক'রে তাতে Intermediate এর পাঠ্য পর্য্যন্ত পরিভাষা ঠিক হয়েছিল তারপরে আর কিছু ঠিক হয়নি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের এক মিটিংএ একথা হয়েছে যে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে আগে পরিভাষা স্থির করতে হবে তারপর পাঠপ্রবর্ত্তন করতে হবে। পরিভাষা সংস্কার সম্বন্ধে নানা মত আছে। Hyperbola parabola সম্পর্কে বলয় শব্দ ব্যবহার হবে না বৃত্ত শব্দ ব্যবহার হবে এ নিয়ে তর্ক আছে। ফলে পরিভাষা নিয়ে কেন্দ্রীয়

সরকার কমিটি করেছেন তাঁদের দ্বারা বিজ্ঞানের পরিভাষা ঠিক করার কথা হচ্ছে। পরিভাষা আগে ঠিক হলে তখন প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে পড়ান ঠিক হবে। অধিকাংশ শব্দ অবশ্য সংস্কৃত-মূলক শব্দ হতে পারলে হবে আর যেখানে না হবে সেখানে International পরিভাষা গ্রহণ করতে হবে। যতদূর আমি জানি Central Advisory Board এর meetingএ ঠিক হয়েছিল উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশীয় অর্থাৎ ভারতীয় পরিভাষা ঠিক করা কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠিক তা করা যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আর একটা বিষয় সমালোচনা হয়েছে—বলা হয়েছে যে Anglo-Indian School গুলিতে দেশীয় ছাত্রের ভর্ত্তি হওয়া আইন করে বন্ধ করে দিন, Nationalise করে নিন নতুবা বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছে এবং তার ছাত্রদের সঙ্গে দেশের লোকের কোন সংযোগ থাকছে না। কিন্তু আমরা কি করবো। কিন্তু আজকে constitutionএ যে fundamental rights দেওয়া হয়েছে তাতে Anglo Indian Schools অবশ্যই চলতে পারে আমরা কি করে বলতে পারি তুলে দাও। Anglo Indian School এ যে special aid দেওয়া হয় ১০ বছর পরে সেই special aid দেওয়া হবে কি না সেটা তর্কের বিষয় হতে পারে। কিন্তু এই special aid দিন আর নাই দিন স্কুল বন্ধ করে দেওয়া বা আমাদের দেশীয় ছাত্রদের সেখানে প্রবেশাধিকার বন্ধ করা যাবে কি করে? সেখানে যারা পড়ে তারা তো ভারতবর্ষেরই লোক। যদি তাদের অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের সেখানে পড়াতে চান discipline রক্ষার ব্যবস্থা ভাল বলে তাহলে তা'তে আমরা কি করবো, বন্ধই বা করবো কেন? তাছাড়া এটা করা হবে unconstitutional. আমাদের মধ্যে যদি কেউ এমনও মনে করেন যে, তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিলাতে পাঠিয়ে শিক্ষা দেবেন তাহলে সেটাই বা বন্ধ করবেন কি করে। প্রতিপক্ষ থেকে বলেছেন শিক্ষামন্ত্রীর ছেলেমেয়েদের পাঠিয়েছেন এই স্কুলে। শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ীর কারো Anglo Indian Schoolএ পড়ার দরকার হয়নি এবং কেউ পড়েওনি। আসল কথা হচ্ছে, আমাদের সংবিধানে যে fundamental rights আছে, তাতে এসব বন্ধ করা যায় না। একথা ঠিক, আজকে যারা এই সব Anglo-Indian Institutionএ পড়তে যায় তার অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা আমাদের ভারতীয় পিতামাতার সন্তান। আজকে Anglo-Indian Schoolএ Anglo-Indianএর সংখ্যা বেশী নয় বরং তাঁরা সেখানে minority। এর প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষার ব্যবস্থা। আমি তাঁর নাম করবো না, অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় আমাদের বাঙালী একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন Triple boycottএর সমর্থক এবং সেকারণে তাঁর ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে B. A. পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারেনি কিন্তু তাঁর পৌত্রআজকে Anglo-Indian Schoolএ পড়ছে। আমি ছেলেটির পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এটা কি সত্য? তিনি আমাকে বলেছিলেন যে হাঁ। সত্য কথা। আজকে যার ক্ষমতা আছে, যাঁর আর্থিক ক্ষমতা আছে, তিনি যদি মনে করেন যে মাসে ৬০৲ টাকা মাইনে দিয়ে পড়াবেন তাহলে তাকে কি করে বন্ধ করবো। প্রফুল্লবাবু বলেছেন আইন করে বন্ধ করা উচিত কিন্তু আইন করে তা বন্ধ করা সম্ভব নয়। ডাঃ ঘোষের কথা বেশী করে বললাম কারণ যে কথাগুলি তিনি বলেন সে কথাগুলি তিনি তাঁর দিক দিয়ে চিন্তা করে বলেন তাঁর একটা দৃঢ়মত আছে কিন্তু আমি সব সময় তার সঙ্গে একমত হতে পারি না। তবুও তাঁর মতের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে।

তারপর কথা হচ্ছে, শিক্ষকদের মাইনে সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছি এবং এখনও বলছি টাকার যদি সংস্থান হয় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবো। একথা পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি।

[Noise from opposition Bench]

আমরা দুইবার শিক্ষকদের মাইনে বাড়িয়েছি এবং আপনারা তাঁদের রাস্তায় দাঁড় করাবার আগেই সরকার যে সকল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে তাদের মাইনে বেড়েছে। সত্যেন মজুমদার মহাশয় তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, একদিন এই শিক্ষকদের জন্য আমাদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। একথা ঠিক, এবং একথা আমরাও জানি যে, তাঁরা যদি সরকারে আসেন তাহলে আমাদের অনেককেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং আমাদের অনেককে বন্দুকের গুলির আঘাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। সুতরাং সত্যেন মজুমদার মহাশয়ের একথা বলবার প্রয়োজন নেই কারণ জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর চেয়ে আমার অনেক বেশী। তারপর তিনি বলেছেন যে, শিক্ষার বিভিন্ন মানের মধ্যে সংগতি নেই। অর্থাৎ Class X এবং যে Pre-University course তার মধ্যে কোন সংগতি নেই।

(Shri Satyendra Narayan Mazumdar : আমি মোটেই তা বলিনি।)

বিভিন্ন স্তরের মধ্যে শিক্ষার অসংগতি আছে একথা বার বার অনেক বক্তাই বলেছেন। আমি বলি একথা ঠিক নয়। কারণ এক স্তরের ছেলের শিক্ষা শেষ করে উচ্চ স্তরে প্রবেশের যদি কোন বাধা সৃষ্টি হয় তাহলে বলতে পারেন যে intgration হয়নি। Pre-university course এর কথা তুলেছেন।

[7-15—7-25 p. m.]

এই Pre-university course কি আমরা প্রবর্তন করেছি? Three years Degree Course University Grants Commisionএর স্কীম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুতেই তা নেবেননা, প্রথমে বলেন তারপর গ্রহণ করলেন কেন? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করার পর এখন আবার collegeদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আমাদের matching grants দেওয়া হচ্ছেনা এর উপর processionএর পর procession, প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ কাগজে অনবরত প্রতিবাদ হতে থাকলো। University Grants Commission এর রিপোর্ট যখন বেরুল তখন দেখা গেল the West Bengal Govt. is the first Government which has provided for matching grants.

সুতরাং এই রকম প্রতিবাদ processionএর মূল্য কি আমি জিজ্ঞাসা করি। কোন মূল্যই নাই। এটা University Grants Commission এর scheme, এবং এটা তাঁরা সমগ্র ভারতে চালাবার চেষ্টা করছেন। একটার পর একটা প্রদেশ গ্রহণও করছে। কাজেই এটা প্রাদেশিক সরকারের স্কীম বা ব্যবস্থা নয়। সুতরাং এনিয়ে এখানে সমালোচনা করছেন কেন? উপরে যান, দিল্লীতে গিয়ে সমালোচনা করুন যদি কিছু করতে পারেন।

তারপর, প্রকৃতি পরিচয় বইএর ভুল সম্বন্ধে বলেছেন, যদি ভুল থেকে থাকে নিশ্চই শিক্ষাধিকার থেকে সংশোধন করে দেওয়া হবে। তারপর আরেকটা কথা বলা হয়েছে, course heavy করা হয়েছে আমি স্বীকার করি একাদশ বার্ষিক স্কুলের কোর্স বেশ heavy। আমি বাড়ীতে আমার নাতিদের বই দেখলাম—বাস্তবিকই কঠিন, তবে আমরা পড়িনি বলে এখন পড়ান হবেনা একথা হতে পারেনা। কথা হচ্ছে, তাদের শিক্ষার স্তর বিভাগ ঠিক হয়েছে কিনা, তাদের বুঝিয়ে দেবার জন্য উপযুক্ত লোক বা শিক্ষক আছে কিনা, তাদের শিক্ষার মানটাকে এমন ভাবে graded করা হয়েছে কিনা যাতে করে ছাত্রেরা নিচুথেকে ক্রমশঃ উপরের শ্রেণীতে যখন যাবে তখন তাদের বুঝবার ক্ষমতা

হয় কিনা ? যদি উপযুক্ত শিক্ষক থাকেন, সেই রকমভাবে যদি বুঝান হয় তাহলে ছাত্রেরা নিশ্চই বুঝতে পারবে—আমরা বুঝতে পারতাম কিনা সেদিক দিয়ে বিচার করলে চলবেনা। তারপর geography, solid geometry, special geometry এমন সব বিষয় পাঠ্যসূচীর মধ্যে রয়েছে আমি আমার নাতিদের বইএ দেখলাম যা সাধারণ ছেলের পক্ষে বুঝা কঠিন। কিন্তু এই course কি আমরা করেছি ? আমাদের শিক্ষাধিকার থেকে এই course নির্ধারণ করা হয়নি। এগুলি করেছেন প্রত্যেক বিষয়ের expertরা মিলে। ডাঃ মিত্রকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যেহেতু এ সব পাঠ্যধারা prescrible করেছেন Secondary Board থেকে করেছেন তাতে তিনি বলেছেন, Expert Committee থেকে করা হয়েছে, প্রত্যেক বিষয়ে Expert Committeeর মতামত নিয়ে এই course বা বই prescribe করা হয়েছে। আপনারা বলেন এখানে dictator ship চালু করা হচ্ছে, আপনারা মনে করেন যা কিন্তু হচ্ছে সবই Writers' Buildings থেকে হচ্ছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

তারপর Dr. Hiren Chatterjee গোলাপমোহিনী স্কুলের দুর্নীতির কথা বলেছেন। আজকাল দুর্নীতি সকলের মাথায় ঘুরছে অনবরত। গোলাপমোহিনী স্কুলের ব্যাপার নিয়ে সরকার কিছুই করেননি অর্থাৎ তিনি বলেছেন, কারণ তাঁর মতে সরকার পক্ষ নিজেরাই দুর্নীতিপুষ্ট। শিক্ষাধিকার থেকে এই বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছিল এই তদন্তের রিপোর্ট আমার হাতে রয়েছে—"After careful study of the affairs of the school, the following findings are noted :

(1) The complainants Srimati Bina Roy and Srimati Jharna Datta have raised their discontentment after a lapse of more than two years of their discontinuation of service from this school.

(2) The other complainants have lodged complaints against the Headmistress and the Secretary although they passed their opinion individually, at the time of her last inspection, that they had no complaint against them. The undersigned during her inspection on 24.7.59 enquired of each individual regarding her opinion about the Headmistress and the Secretary. Everyone of them assured her that they had no reason to make any complaint.

(3) All the complainants lodged complaint after their resignation from service of their own accord or being discontinued from service by the Managing Committee on proper and justified grounds."

The Managing Committee is not at least composed of the members of our Directorate.

"None of the persons who said that they had complaint against the Managing Committee belonged to the existing staff."

[7-25—7-35 p. m.]

শ্রীমতী মনিকুন্তলা সেন মহাশয়া বলেছেন যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ ব্যবস্থা করিনি এবং এই প্রসঙ্গে তিনি দেশমুখ কমিটির কথাও বলেছেন। তিনি বোধ হয় জানেন না যে দেশমুখ কমিটি ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেননি, দেশমুখ কমিটি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট করেছিলেন। দুর্গাবাই দেশমুখ

কমিটি যে সমস্ত recommend করেছিলেন সেই সব recommendation অনুসারে আমরা কি করেছি—সে সম্বন্ধে আমরা বই বিলি করেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তিনি সে সব দেখেননি। তিনি যদি সে বই দেখতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও ইউনিভার্সিটি শিক্ষা ইত্যাদি প্রত্যেক স্তরেই আমরা দেশমুখ কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্ত্রীশিক্ষা যাতে বিস্তার লাভ করে সেই ব্যবস্থা করেছি। দেশমুখ কমিটির রিপোর্ট অনুসারে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। Sir, I oppose all the cut motions.

Mr. Speaker : Division is wanted on ten cut motions, viz. Nos. 44, 69, 84, 94, 123, 125, 126, 135, 217 and 247. I put all the other cut motions to vote.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grand No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Natendra Nath Das that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Panchugopal Bhaduri that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head '37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shaikh Abdulla Farooquie that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Ray Chowdhuri that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expend.ture under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Chandra Roy that the demand of Rs 18,45,82,000 for expenditure under Grant No 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhyay that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 18,45,82,00(for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" b(reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand o: Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand o: Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that th(demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Majo: Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand o: Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sengupta that the demand o: Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that th(demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Majo: Head "37-Education' be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand o Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that th(demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Majo: Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand o Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand o Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand o Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Roy Choudhuri that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 5,00,000 was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidl Ghani that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 5,00,000 was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—108

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das, Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath

Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hazra, Shri Parbati
Ishaque, Shri A. K.M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'able Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ramlochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopa.
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—47

Banerjee Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri, Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjce, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath

Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Gani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 47 and the Noes 108, the motion was lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—109

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattachaayya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das

Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Sri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri, Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri, Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shakarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—47

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar

Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherjee, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Fakir Chandra
Roy Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 47 and the Noes 109, the motion was lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 18,45,82,000 for the expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—109

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narabahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumder, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra

Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmee, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherji, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Khrishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnaraya
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—46

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumder, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani. Dr. Abu Asad Md
Panda, Shri Bhupal Chandra

Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 46, and the Noes 109, the motion was lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—108

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Samarjit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar Shri Mahananda
Hazra, Shri Parbati
Haore, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahabir Rahaman Choudhury Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajdhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar

Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Malta
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabanioaujan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajanikanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Sukla, Shri Krishnakumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—47

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shi Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basantalal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Srimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoraujan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnatn
Majhi Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Sri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 47 and the Noes 108, the motion was lost.

[7-35—7-40 p.m.]

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—108

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A.K.M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Srimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar

Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—47

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Majhi, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 47 and the Noes 108, the motion was lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 18 45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—109

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerjee, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Srimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A.K.M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahabir Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive

Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Sia-ul-huque, Shri Md.

AYES—45

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 45 and the Noes 109, the motion was lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—109

Abdus Satter, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerjee, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad

Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamdas
Blanche, Shri C. L.
Brahmamaudal, Shri Debendra Nath
Chakrvarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhawaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hazra, Shri Parbati
Haore, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A.K.M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Alimeerza, Shri Syed
Khan, Srimati Anjali
Koley, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhori
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad, Ishaque Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ramlochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—45

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 45 and the Noes 109, the motion was lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—109

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Shyama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath

Das, Shri Sankar
D s Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Sri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—46

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri, Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru

Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdur, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mandal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda. Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 46 and the Noes 109, the motion was lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—108

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Shyamadas
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani

Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Mazirudd n Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Pijush Kanti
Mukherjee Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Srimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
SinghaDeo, Shri Sankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—46

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra

Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, *Shri Renupada*
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarshi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumbar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 46 and the Noes 108, the motion was lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 18,45,82,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—108

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed

Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Mazíruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—45

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu

Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bejoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Probhash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 45 and the Noes 108, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that a sum of Rs. 18,45,82,000 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education", was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 2-30 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-40 p.m. till 2-30 p.m. on Tuesday, the 7th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—76· 5

7th & 8th March, 1961

blished by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Price Rs. 1·50 nP. English 2s-3d. per copy.

l. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

Vest Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—6

7th & 8th March, 1961

blished by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure
and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 7th March, 1961, at 2 30 p.m.

Present :

Mr Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 12 Hon'ble Ministers, 6 Deputy Ministers and 153 Members.

[2-30—2-36 p.m.]

Obituary reference

Mr. Speaker : Honourable Members, it is with a feeling of deepest sorrow that I rise to perform the melancholy duty on behalf of the Assembly and myself—that of expressing profound sorrow and sense of irreparable loss at the passing away of one of the most distinguished sons, patriots and statesmen of India, Pandit Govind Ballabh Pant.

Son of late Pandit Monorath Pant, he was born in the village Khunt in the district of Almora on September 10, 1887. Educated at Almora, Muir Central College, Allahabad, and Allahabad University, he was enrolled as an Advocate at the Allahabad High Court in 1909. He was imbued with an ardent nationalistic spirit ever since the University days. He gave evidence before the Southborough Commitee and succeeded in bringing the Kumaon Division under the scope of the Montford Reforms. He became a Member of the A. I. C. C. in 1916. He was leader of Swaraj Party, U. P. Council for 7 years. He became the President of the U. P. Congress Committee in 1927. He took prominent part in the Anti-Simon Commission agitation and twice imprisoned for participating in the Civil Disobedience Movement during 1930-32. He became the leader of the Congress Party in the U. P. Assembly in 1937 and formed his first Government as Premier in that year ; but his Government resigned in 1939 on the issue of the participation of India in War. He offered individual **Satyagraha** launched by the Congress in November, 1940, and was jailed for one year. He was arrested and kept in detention in the Ahmednagar Fort from August 9, 1942 to March 31, 1945. He played an important role in the negotiations which took place with the British on the question of grant of Independence to India. He formed his Second Government on April 1, 1946. He was the Chief Minister as well as the Minister-in-charge of General Administration, Planning & Cooperation, Government of Uttar Pradesh. During the tenure of his office from April, 1946 to December, 1954, the State made an allround progress, notable achievements being abolition of Zemindary, reorganisation of the educational system and improvement of administrative machinery so as to meet the requirements of democracy and a Welfare

State. He was a Menber of the Constituent Assembly of India and its various Committees and Sub-committees. He became the Minister for Home Affairs, Government of India in January, 1955, and remained in that office till his death. He was a dynamic figure, a great Parliamentarian and a brilliant administrator and a man of quick decision and firm action. He was awarded BHARAT RATNA in 1957. He has truly died in harness, full of years, and honours and glory.

Ladies and gentlemen, I would request you to stand in your seats for two minutes in silence as an expression of our homage to the spirit of the great departed. I also beg to tender our most sincere condolences to the bereaved family of Pandit Govind Ballabh Pant.

[Members rose in their seats and remained standing for two minutes in silence.]

Thank you, ladies and gentlemen. The Secretary will do the needful in this connection.

The House is adjourned for the day out of respect to the memory of Pandit Govind Ballabh Pant.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow. The programme fixed for tomorrow will be taken up tomorrow. As regards the programme which has been fixed for today, this will be notified in a bulletin to be issued subsequently.

Adjournment

The Assembly was then adjourned at 2-36 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 8th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 8th March 1961, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 182 Members.

Unstared Questions

(to which written answers were laid)

[3—3-10 p.m.]

Establishment of Government Girls' High School in the subdivisions of Darjeeling district

28. (Admitted question No. 42.) **Shri Bhadra Bahadur Hamal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত দার্জিলিং, কার্শিয়াং এবং কালিম্পং মহকুমায় মেয়েদের সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

(খ) থাকিলে কোন্ কোন্ মহকুমায় কতগুলি করিয়া এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আছে?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri):

(ক) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

(খ) এই প্রশ্ন উঠে না।

Establishment of a Junior High School in Souren Basati in Rangli-Rangliot police-station

29. (Admitted question No. 46.) **Shri Bhadra Bahadur Hamal:**

(ক) দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত রংলী-রংলীয়ট থানার সোরেন বস্তি-অঞ্চলে জুনিয়ার হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

(খ) থাকিলে, এই পরিকল্পনা কবে কার্যকরী করা হইবে?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Na Choudhuri) :

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Revised rates of revenue of land

30. (Admitted question No. 71.) **Shri Ananga Mohan Das :** W the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Departme be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে—

(১) সেটেলমেণ্ট অপারেশন-এর পর সরকার কর্তৃক খাজনার নূতন হার নির্ধারিত হইবে এবং

(২) দুই একর বা তদ্‌নিম্ন জমির মালিকগণ খাজনা মাপ পাইবেন ?

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হঁ্যা হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) সরকার কর্তৃক কোন খাজনার নূতন হার নির্ধারিত হইয়াছে কিনা ;

(২) হইয়া থাকিলে, উক্ত খাজনার হার কি ; এবং

(৩) দুই একরের কম জমির বা বাস্তুভিটার মালিকগণ খাজনা মাপ পাইতেছেন কি ?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble Bima Chandra Sinha) :

(ক) (১) জমিদারী দখল আইন ও ভূমিসংস্কার আইনের ধারাগুলি এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য।

(২) ভূমিসংস্কার আইন দেখুন।

(খ) (১) সাঁজা খাজনার হার নূতনভাবে নির্ধারিত হইয়াছে।

(২) জমিদারী দখল আইনের সংশোধিত ধারা দেখুন।

(৩) (ক) (২) প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

Grant of pension to political sufferers

31. (Admitted question No. 118.) **Shri Saroj Roy :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানায় কয়জনকে political pension দেওয়া হয় ও তাহাদের নাম কি ; এবং

(খ) কি কি কারণ নির্ধারণ করিয়া political pension দেওয়া হয় ?

The Chief Minister and Minister for Finance (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy) :

(ক) রাজনীতিক বৃত্তি বা ভাতা (political pension) সাধারণতঃ রাজনীতিক নির্যাতিত ব্যক্তির ঠিকানানুযায়ী (যে ঠিকানায় কেবলমাত্র গ্রাম, ডাকঘর ও জিলার নাম থাকে কিন্তু থানার নাম থাকে না) মঞ্জুর করা হয়। সুতরাং রাজনীতিক বৃত্তি প্রাপকের ঠিকানা থানা অনুসারে দেওয়া সম্ভব নয়।

(খ) রাজনীতিক নির্যাতিত ব্যক্তিগণকে সাহায্যদানের জন্য সরকার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই পরিকল্পনানুযায়ী সরকার নিম্নলিখিত কারণ নির্ধারণপূর্বক বিশেষ বিবেচনা সহকারে রাজনীতিক বৃত্তি বা ভাতা (political pension) দিবার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন :—

(১) যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল অতিবাহিত করিয়াছেন এবং যাহার ফলে অংশগ্রহণকারীরা পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হইয়াছেন ;

(২) যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ নিয়োজিত করায় কারাবরণ করিয়াছেন বা আটক থাকিয়াছেন এবং বর্তমানে বৃদ্ধ, অক্ষম বা কোন কাজের অনুপযুক্ত হইয়াছেন অথবা আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতেছেন ; এবং

(৩) স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের ফলে যাঁহাদের ফাঁসি হইয়াছে বা যাঁহারা কারাগারে অন্তরীণ বা আটক থাকাকালীন নিহত হইয়াছেন অথবা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন অথবা যাঁহারা আটক থাকাকালীন ভগ্নস্বাস্থ্য বা রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন তাঁহাদের পরিবারবর্গ যদি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয় এবং সরকারী সাহায্য ব্যতীত তাঁহাদের জীবনধারণ যদি একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাঁহাদের ক্ষেত্রেই সরকারী সাহায্যের বিষয় বিবেচিত হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে—

(ক) স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী রাজনীতিক নির্যাতিত ব্যক্তিগণের সাধারণতঃ কারাবরণ বা অন্তরীণ কাল অন্ততঃপক্ষে ৫ বৎসর হওয়া চাই, বিশেষক্ষেত্রে বিবেচনাসহকারে সরকার তাহা শিথিল করিতে পারেন, এবং

(খ) স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী নির্যাতিত ব্যক্তিগণ বর্তমানে কোন রাজনীতির সহিত কিংবা রাজনীতিক কোন সংগঠন বা সংস্থার সহিত সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিবেন না কিংবা অনুরূপ কোন সংগঠনের কোন প্রকার নির্বাচনাত্মক পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না।

Distribution of vested land to Agriculturists of Sunderbans

32. (Admitted question No. 126.) **Shri Hemanta Kumar Ghosal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী দখল আইনের বলে সুন্দরবন অঞ্চলে মোট কত বিঘা জমি সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে ;

(খ) উক্ত জমি বিতরণের কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং

(গ) থাকিলে, কখন সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে ?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble Bimal Chandra Sinha) :

(ক) ১৯৫৩ সালের জমিদারী দখল আইনের ৫(ক), ৪৪(২ক) ও দখল লওয়া সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা সমূহের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কত জমি সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা সঠিক বলা সম্ভব নহে।

(খ) জমি বিতরণ বিষয়ে সরকারী পরিকল্পনা ১৯৫৫ সালের ভূমি-সংস্কার আইনের ৪৯ ধারা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(গ) যে সমস্ত কৃষি জমি সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সেই সকল জমি ভূমি-সংস্কার আইনে ৪৯ ধারা চালু না হওয়া পর্যন্ত ভূমিহীন কৃষক ও ২ একরের কম জমির মালিকদিগকে এক এক বৎসরের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে। Record-of-rights ও মানচিত্র প্রস্তুতের কার্য শেষ হইলে স্থায়িভাবে ঐ জমি ঐ সমস্ত লোকদিগের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থাও শীঘ্র পরিবর্তনের চেষ্টা করা হইতেছে।

Calling attention to matter of urgent public importance

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : Sir, I am very glad that I have got an opportunity to make a statement on this matter. With the implementation of the Estates Acquisition Act the raiyats and the non agricultural tenants holding land under the ex-intermediaries became direct tenants of Government with effect from the 1st day of Baisakh 1362 B.S. In 1956, various parts of the State were affected by flood. In December, 1956 Government directed that the tenants should not be pressed for payment of rents and that tahsilders should accept such payments as were voluntarily made by them. Remission statements were called for from the affected areas and remission of about Rs. 5 lakhs was granted in several districts. Again in 1957 there was a failure of crops in some parts and the relief in the matter of payment of rents was sanctioned. Some remission was also granted for the years 1364 and 1365 B.S. In the meantime rents and cesses which fell into arrears were going to be barred by limitation. The Local Officers were then directed to file certificates only to save limitation. I again draw the pointed attention of the House today that directions are given every year that the officers should file certificates not for the purpose of execution but just to save limitation. In 1959 various parts were again devastated by natural calamities. In order to give relief to the areas affected by such calamities, the local officers were instructed to stay execution of certificate proceedings and not to put any pressure on the tenants for payment of rents. In view of the continued distress caused by natural calamities proposals for remission of rents were called for from different districts. The matter has not yet been finalised because the existing rules require some detailed enquiry, which will be finalised soon. Incidentally it may be pointed out that tenants having two acres or less of agricultural land in certain areas were also granted remission of rent for 1366 B.S. That is the position.

Shri Jyoti Basu : আপনি যেটা বললেন সেটা অফিসাররা জানেন তো ?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : All the Collectors have been circularised, and I heard from some Collectors that they have circulated his also to their subordinate officers.

Government Business

Financial

Budget of the Government of West Bengal for 1961-62

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : Sir, I lay before the Assembly he Budget Estimate of the Damodar Valley Project for the year 1961-62. The report of the Flood Enquiry Committee could not be presented esterday due to the adjournment of the Assembly yesterday.

Demand for Grant No. 11

Major Heads : XVII-Irrigation, etc.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee : Sir, on the recommendation f the Governor I beg to move that a sum of Rs. 6,80,86,00) be granted or expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation-Working Expenses—18-Other Revenue expenditnre financed from Ordinary Revenue—51B-Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68-Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A-Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A-Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account."

Demand for Grant No. 46

Major Head : 80A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee : Sir, on the recommendation f the Governor I beg to move that a sum of Rs. 5,9),87,000 be granted or expenditure under Grant No. 46, Major Head "80A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project."

তৃতীয় পঞ্চবাষকী পরিকল্পনার প্রথম বছরের, ১৯৬১-৬২ সালের, ব্যয় বরাদ্দের আলোচনা সুরু রার আগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর একটি হিসাব দেওয়া ভাল। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সেচ বন্যা নিয়ন্ত্রণের হিসাব বাদে পশ্চিমবংগের সেচ বিভাগের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর পাঁচ বছরে কার বরাদ্দ ছিল ৮ কোটি ৯২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাবদ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় ৫ বছরে পশ্চিমবংগের জন্য বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। মোট বরাদ্দ ডায় ১১ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। কিন্তু এই পাঁচ বছরে এই বিভাগে খরচ হবে ১৩ কোটি ৭ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা, অর্থাৎ মোট বরাদ্দ অপেক্ষা খরচ হবে ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৯ হাজার কা বেশী। এছাড়া কৃষি বিভাগের ৫৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন বিভাগের ২২ লক্ষ ৮৮ জার টাকা ও ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য ৩ লক্ষ টাকা এই সেচ বিভাগের হাত দিয়ে এই পাঁচ বছরে

খরচ হবে। ডি. ভি. সি. এই রাজ্যের সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পাঁচ বছরে খরচ করছে সুদসহ প্রায় ১৯ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। পশ্চিমবংগের কৃষি বিভাগ সেচ ও জল নিকাশের জন্য এই পাঁচ বছরে যে টাকা খরচ করেছেন তার হিসাব এখানে দেওয়া হল না। এছাড়া কলিকাতার পূর্বদিকে লবন হ্রদ পরিকল্পনা বাবদ ৪৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, সুয়েজ গ্যাস তৈয়ারী কাজ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার ও কলিকাতা কর্পোরেশনের আউট ফল চ্যানেল সংস্কারের জন্য ৪৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে সেচ বিভাগের হাত দিয়ে খরচ হবে।

স্বাধীনতা লাভের সুরুতে, ১৯৪৭-৪৮ সালে, পশ্চিমবংগের সেচ বিভাগ ৩,৫৪,৩৯৭ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছিল, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে, ১৯৫৫-৫৬ সালে, এই বিভাগের সেচ এলাকা দাঁড়ায় ৬,১৯,১০৯ একরে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে, ১৯৬০ ৬১ সালে, এই এলাকা দাঁড়াচ্ছে ১২,৩০,৩২০ একরে। আশা করা যায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই সেচযোগ্য এলাকা দাঁড়াবে ২১,৪৬,০০০ একরে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ডি. ভি. সি.র সেচ আরম্ভ হয়নি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীর হিসাবের মধ্যে পশ্চিমবংগে ডি. ভি. সি.র সেচ এলাকা ধরা হয়েছে কিন্তু কৃষি বিভাগের সেচ এলাকা ধরা হয়নি। কৃষি বিভাগের এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায় সেচ এলাকা এর সাথে যোগ দিলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সর্ব প্রকারের মোট সেচ এলাকা হবে ৫ লক্ষ একরের কিঞ্চিদধিক।

[3-10—3-20 p.m.]

পশ্চিমবংগে মোট আবাদী জমি ১৯৪৭-৪৮ সালে ছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৪১ হাজার একর ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ১ কোটি ২৩ লক্ষ ১৪ হাজার একর, ১৯৬০-৬১ সালে আনুমানিক ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ২১ হাজার একর। সুতরাং শুধু সেচ বিভাগ মোট আবাদী জমির শতকরা ৩.১২ ভাগে সেচের ব্যবস্থা করেছিল ১৯৪৭-৪৮ সালে। সেচ বিভাগ ও ডি. ভি. সি. মিলে ১৯৫৫-৫৬ সালে শতকরা ৫.০২ ভাগ আবাদী জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছিল সেচ বিভাগ ও ডি. ভি. সি. মিলে ১৯৬০-৬১ সালে সেই হার দাঁড়াচ্ছে শতকরা ৯.১ ভাগে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দাঁড়াবে শতকরা ১৫.৭৮ ভাগে আবাদি জমি ১ কোটি ৩৬ লক্ষ একর ধরে। এর সংগে কৃষি বিভাগের ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় সেচ এলাকা যোগ করলে ঐ শতকরা হার দাঁড়ায় ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৮.১২ ১৯১৫-৫৬ সালে ২২.৪৬ এবং ১৯৬০-৬১ সালে ২ .০৪ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দাঁড়াবার কথা শতকরা ৪৩.৩৮ ভাগে।

পশ্চিমবংগের অনেক জলবদ্ধ এলাকায় হয় আদৌ ফসল ফলত না, না হয় প্রচুর ফসল হানি হত। স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত এই রাজ্যে সেচ বিভাগ ৮ লক্ষ ৭৭ হাজার একরে জল নিকাশের ব্যবস্থা করেছে, যার ফলে বছরে বছরে প্রচুর বাড়তি ফসল পাওয়া যাচ্ছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর গোড়া থেকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙন নিরোধের জন্য, পশ্চিমবংগে সেচ বিভাগ ৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং ডি. ভি. সি. গোড়া থেকে সুদ সহ ১৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা খরচ করছে যার ফলে বহু সহর ও বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল উপকৃত হচ্ছে। প্রত্যক্ষভাবে সেচ বিভাগের করণীয় না হলেও এই বিভাগ কলিকাতা কর্পোরেশনের জল নিকাশী আউট ফল চ্যানেল দুটির সংস্কারের এবং নোংরা জল থেকে সুয়েজ গ্যাস তৈরীর ভার নিয়েছে। কলিকাতা সহরের বাইরে, পূর্ব দিকে, উত্তর লবণ হ্রদ অঞ্চলে পৌনে চার বর্গ মাইল

এলাকাকে হুগলী নদীর পলি বালি দিয়ে ভরাট করে বাসোপযোগী করার ভারও এই সেচ বিভাগ নিয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা সুরু করার আগে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার। মরণোন্মুখ ভাগিরথী নদীকে বাঁচান, কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা বজায় রাখা এবং আনুসংগিক আরও কতকগুলি উপকারের জন্য ফারাকা অঞ্চলে গঙ্গার বুকে বারাজ বা পাকা বাঁধ তৈরীর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছেন। মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের শেষে আমি এই বিধান সভাকে এই সুখবর জানিয়েছিলাম যে ফারাকা বাঁধের সম্পর্কে কিছু কিছু গঠনের কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে এই বারাজের জন্য উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বারাজের উপর দিয়ে রেল লাইন এবং পাকা রাস্তা যাবে এই বারাজ তৈরী হলে হুগলী, ভাগিরথী ও গঙ্গার খাতে সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবংগ থেকে বিহার ও উত্তর প্রদেশে প্রায় বার মাস নদী পথে মাল চলাচল সম্ভব হবে। কলিকাতা ও কয়েকটি সহরের পানীয় জলে লবণাক্ততা থাকবে না।

আরও একটি সুখবর দিতে চাই। মেদিনীপুর জেলার হলদী নদীর মোহানায়, সুতাহাটা থানার হলদিয়া অঞ্চলে, কলিকাতা বন্দরের একটি উপ-বন্দর নির্মাণের জন্য, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, কলিকাতা বন্দরের বরাদ্দের মধ্যে ৭ কোটি টাকা ধরা আছে। এই কাজে মোট ২৫ কোটি টাকা খরচ হতে পারে। খড়্গপুর থেকে হলদিয়াকে রেল ও রাস্তা দিয়ে যুক্ত করতে হবে, তার খরচের হিসাব এই ২৫ কোটি টাকার মধ্যে ধরা নেই।

কেন্দ্রীয় সরকার, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উত্তরবংগে, জলপাইগুড়ি জেলায়, তিস্তানদীর বুকে একটি বারাজ তৈরী করে গঙ্গা বারাজ থেকে তিস্তা বারাজ পর্যন্ত একটি নাব্য খালের দ্বারা সংযোগ করার ব্যবস্থা করছেন। এই খালের সাহায্যে পশ্চিমবংগের বেশ কিছু অঞ্চলে সেচ দেওয়া যাবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সেচ বিভাগের জন্য ডি. ভি. সি,র হিসাব বাদে ১৯ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এ ছাড়া টালিগঞ্জ পঞ্চান্ন গ্রাম ড্রেনেজের জন্য ২৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, কলিকাতা কর্পোরেশনের বানতলা কুলটি আউট ফল চ্যানেল সংস্কারের জন্য ৫৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা, সার্কুলার ক্যানেল ভর্তির জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা, রূপনারায়ণ নদ ও হিজলী টাইডেল ক্যানেল উন্নতির জন্য ১৯ লক্ষ টাকা ও মাইনর ইরিগেশন খাতে ৪০ লক্ষ টাকা ধরা আছে। মোট বরাদ্দ দাঁড়ায় ২১ কোটী ২৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। এই সেচ বিভাগের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ সহ মিলিত ব্যয় ছিল, ডি. ভি. সি.র হিসাব বাদে ২৭ কোটী ৮১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। শুধু তৃতীয় পরিকল্পনায় ঐ মিলিত ব্যয়ের চেয়ে মাত্র ৬ কোটী ৫১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা কম বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এ ছাড়া মাইনর ইরিগেশন এবং ড্রেনেজ স্কীম ও তিনটি ভূমি সংস্কার স্কীমের জন্য আরও ৪ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন বিভাগের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হতে পাওয়ার কথা আছে। এই টাকা পেলে সেচ বিভাগের হাত দিয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ২৬ কোটী ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা খরচ হওয়ার কথা, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর যুক্ত খরচ হতে মাত্র ১ কোটী ৭২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা কম।

সেচ বিভাগের তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দের মধ্যে ৫ কোটী ২৫ লক্ষ ৩ হাজার টাকা ধরা আছে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য। যে জল নিকাশের কাজে ৫০ হাজার টাকার বেশী খরচ হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে তাকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিভাগে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ বিভাগ ভূমি ক্ষয় নিবারণের জন্য বন বিভাগ থেকে ৭৩ লক্ষ টাকা পাবে।

উপরোক্ত হিসাবগুলি বাদে, সেচ বিভাগ, তৃতীয় পরিকল্পনার কালে উত্তর লবণ হ্রদের জন্য ১ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা এবং সিউয়েজ গ্যাস তৈরীর জন্য ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে পশ্চিমবংগে ডি. ভি. সি. ৪ লক্ষ ১০ হাজার একর নূতন এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করবে বলে আশা করা যায়।

সেচ বিভাগের ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় ৭৮ হাজার একর, কংসাবতী পরিকল্পনা ৩ লক্ষ একর, করতোয়া তালমা পরিকল্পনা ১৩ হাজার একর এবং অন্যান্য পরিকল্পনা ১ লক্ষ ৪ হাজার একর, মোট ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার একর নূতন এলাকায় সেচের ব্যবস্থা হবে।

এই তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে কৃষি বিভাগ ১০ লক্ষ ৭০ হাজর একর নূতন এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করবে।

আলোচ্য বর্ষে ১৯৬১-৬২ সালে, এই সেচ বিভাগ কি কাজে কত টাকা খরচ করচে তার বর্ণনা এখানে দিলাম না কারণ বাজেটের ছাপা বইয়ে সে সবই পাওয়া যাবে।

শুধু জানিয়ে রাখি যে পূর্ব বছরের চলতি ছোট বড় ১৩টি সেচের কাজ, ৩১টি জল নিকাশের কাজ ও ১৪টি বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হবে। তা ছাড়া নূতন কাজ হিসাবে ২টি সেচের কাজ ও ৪টি জল নিকাশের কাজ ও ৯টি বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ ধরা হবে। এ ছাড়া সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত চলতি ৯টি সেচের কাজ ও ২১টি জল নিকাশের কাজ করা হবে।

আমাদের নদী বিজ্ঞান গবেষণাগারে, রিভার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে, অনেকগুলি মৌলিক গবেষণা হচ্ছে—যেমন, নদী কেন ও কি ভাবে আঁকা বাঁকা পথ নেয়, যে নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে তাতে কেন ও কি ভাবে নদীতে খাতের অবনতি হয়, নদী ভাঙন প্রতিরোধে পাথর পাওয়া না গেলে পরিবর্তে কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, ইত্যাদি। কোন কোন গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পুরা সাহায্য পাওয়া যায়।

আমাদের পরীক্ষাগারে (Laboratory) ইলেকট্রনিকের নূতন ব্যবস্থা হয়েছে, কয়েক প্রকার নূতন যন্ত্রও তৈরী হয়েছে। এখানে জল বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি নূতন ল্যাবরেটারী তৈরী করা হয়েছে।

আমাদের সেচ বিভাগের বিভিন্ন সমস্যা ছাড়াও, বিহার সরকার, কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স, ডি. ভি. সি., ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্ ইনষ্টিটিউট, দুর্গাপুর ষ্টিল প্ল্যান্ট প্রভৃতি, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের এই নদী বিজ্ঞানাগারের সাহায্য নেন।

সুন্দরবনে ডাচ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে যে নূতন ধরণের কাজের কথা পরে বলছি তার তথ্যানুসন্ধান এই নদী বিজ্ঞানাগারই করছে।

এই নদী বিজ্ঞানাগারে শিক্ষিত ছাত্রকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিবার অধিকার দিয়েছেন। কাউনসিল অব্ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের একজন গবেষণায় নিরত ছাত্র এখানে আমাদের ডিরেক্টারের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করছেন।

এই চলতি বছরে, এপ্রিল মাসে, সুন্দরবনের বাঁধ রক্ষার ভার ভূমি রাজস্ব বিভাগের হাত থেকে পুনরায় সেচ বিভাগের হাতে এসেছে। সুখের বিষয় এই যে পূর্ব পূর্ব বৎসরের তুলনায় চলতি বছরে

সুন্দরবনের বাঁধের ভাংগনের সংখ্যা ও গুরুত্ব অনেক কম ছিল। তিনটি বড় ভাংগন বাদে সবগুলিই খুব অল্পদিনের মধ্যে মেরামত করে ফেলা হয়। ঐ তিনটির মধ্যে দুটি সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছিল কিন্তু একটি আবার ভেংগে গেছে, পুনরায় মেরামত করা হচ্ছে। তৃতীয়টি খুলেই রাখা হয়েছে যাতে পলি পড়ে প্লাবিত অঞ্চলের নিচু জমি ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠে।

সুন্দরবনের অনেকগুলি ছোট বড় ভেড়ীকে বন্ধ করে দিয়ে বর্তমান ২২০০ মাইল বাঁধকে আরও লম্বায় ছোট অথচ অনেক বেশী শক্ত করা এবং আরও কিছু জমি কৃষির উপযোগী করা সম্পর্কে ডাচ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে তথ্যানুসন্ধান ও পরিমাপের কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে।

কলিকাতা সহরের সম্প্রসারণের জন্য উত্তর লবণ হ্রদের পৌনে চার বর্গমাইল জলাভূমিকে হুগলী নদীর পলিমাটির সাহায্যে উঁচু করে বাসোপযোগী করার জন্য একটি বিদেশী কোম্পানীকে কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে। এর প্রাথমিক কাজও সুরু হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত এই কাজে ১৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা লাগবে। এই কাজ আন্দাজ ৮ বছরে শেষ হবে।

১৯৫৯ সালের বন্যার পর যে পশ্চিমবংগ বন্যা তদন্ত কমিটি, ১৯৫৯ গঠন করা হয়েছিল, তার প্রাথমিক রিপোর্ট হুবহু ছাপিয়ে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে।

ঐ রিপোর্টে দেখা যাবে ১৯৫৯ সালের বন্যার জন্য অনেকে ময়ুরাক্ষী ও দামোদর পরিকল্পনাকে যেভাবে দোষ দিয়েছেন সেটা সত্য নয়।

এই তদন্ত কমিটিকে এখনও চালু রাখা হয়েছে। কমিটি মাঝে মাঝে এক একটি পরিকল্পনা তৈরী করে দেবে যাকে রূপ দেবার চেষ্টা করবে এই সেচ বিভাগ।

ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনার জলকর আদায় নিয়ে কোন কোন রাজনৈতিক দল নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে আসন্ন নির্বাচনের মুখে নিজেদের আসর জমাবার চেষ্টা করছেন।

এই বিষয়ে খুব বিশদ ভাবে জানিয়ে হাজার হাজার বিজ্ঞপ্তি প্রায় প্রতি বছর বিলি করা হয়েছে, এ বছরেও হয়েছে। অনেকে আইনগত নিয়মকানুন ও বিজ্ঞপ্তিগুলির নির্দেশ যথাসময়ে ও যথা নিয়মে পালন না করে অসুবিধায় পড়েছেন। তাই আপত্তি জানাবার সময় উত্তীর্ণ হলেও সরকার সকল প্রকারের আপত্তি জানাবার সময় ২৮।২।৬১ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

[3-20—3-30 p.m.]

জল অভিকর বা ওয়াটার রেট অথবা উন্নয়ন অভিকর বা ইমপ্রুভমেণ্ট লেভি অত্যধিক হারে ধরা হয়েছে বলে জনগণকে উত্তেজিত করা হচ্ছে, এমন কি এই হারে কর না দেবার জন্য সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে, যদিও সুখের বিষয় এই যে, জনগণ এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হচ্ছেন না, যার ফলে এই আন্দোলন মোটেই জমে উঠছে না।

আগেই জানিয়ে রাখি যে এই উন্নয়ন অভিকর হল সেচের জল দিবার জন্য বাৎসরিক ধার্য কর। সেচ এলাকায় জমির মূল্য বৃদ্ধির জন্য এক কালীন উন্নতি সাধন কর বা ডেভলপমেণ্ট লেভি পশ্চিমবংগের কোথাও বসেনি। এমন কি সেরকম আইনও এ রাজ্যে নেই।

বক্রেশ্বরের এলাকা বাদে ময়ুরাক্ষী এলাকায় খরিফ চাষের একর প্রতি বার্ষিক জল অভিকর বা উন্নয়ন অভিকর ধার্য হয়েছে ১৯৫৪-৫৫ সালে ৬॥০ টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৭৸০ আনা, ১৯৫৬-৫৭

সালে ৯ টাকা তারপর প্রতি বৎসর ১০ টাকা হিসাবে। এই হারকে কোন প্রকারেই অত্যধিক বলা যায় না।

বেংগল ডেভলপমেণ্ট য়্যাক্ট অনুসারে ১৯৫৫ সালে একজন চীফ এষ্টিমেটিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি বহু সহকর্মী নিয়ে এই কয়েক বছর ধরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বছর বছর সর্বপ্রকার জমিতে বহুসংখ্যক প্লটে ধান ও খড়ের ফলনের হিসাব নিয়ে একর প্রতি বাৎসরিক ফলনের একটি গড় হিসাব বার করে সর্বসাধারণকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং কোন আপত্তি থাকলে প্রমাণাদিসহ লিখিত ভাবে তা জানাতে বলেছেন। আপত্তিগুলি বিবেচনা করে তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত সরকারকে জানাবেন। সরকার তখন চূড়ান্তভাবে উন্নয়ন অভিকর ধার্য করছেন। আপাততঃ তদর্থক বা এডহক ভিত্তিতে এই অভিকর ধার্য করেছেন, যদি চূড়ান্তভাবে ধার্য করার সময় দেখা যায় এডহক রেট বেশী হয়ে গেছে তাহলে ভবিষ্যতের অভিকর থেকে ঐ বাড়তি টাকা মকুব করা হবে। কিন্তু বর্তমান এডহক রেট কম হয়েছে দেখা গেলেও তাকে বাড়ান হবে না।

বাড়তি ফলনের হিসাব না পাওয়ায় কয়েক বছর অভিকর ধার্য করা ও আদায় করা বন্ধ ছিল। ১৯৫৭ সালে আইনের সংশোধন করে এডহক রেট আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে। তাই বকেয়া কর আদায়ের এইভাবে ব্যবস্থা হয়েছে যথা ১৯৫৪ ৫৫ সালের কর আদায় হবে ১৯৫৮-৫৯ সালে, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৬-৫৭ সালের কর আদায় হবে ১৯৫৯-৬০ সালে, ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯ সালের কর আদায় হবে ১৯৬০-৬১ সালে, ১৯৫৯ ৬০ ও ১৯৬০-৬১ সালের কর আদায় হবে ১৯৬১-৬২ সালে। এইভাবে আদায় হলে আর বকেয়া আদায় বাকি থাকবে না। তারপর এক এক বছরের কর আদায় হতে থাকবে।

বেঙ্গল ডেভলপমেণ্ট এ্যাক্ট-এ আছে শুধু সেচের জন্য কয়েক বছরের গড়ে বাৎসরিক যে বাড়তি ফসল হবে তার মূল্যের অর্ধেক পর্যন্ত কর ধার্য করা যাবে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাড়তি ফসল ফলিয়ে তার মূল্যের অর্ধেক জমির মালিক ও অর্ধেক সরকার নিলে অবিচার হয় বলে মনে করি না। কিন্তু গত কয়েক বছরের ধান ও খড়ের মূল্য ধরলে সরকার ১০ টাকা হার ধরলেও বাড়তি লাভের সিকিও নিচ্ছেন না। তবু আপত্তি।

হিসাব করে দেখা গেছে যে যদি ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সর্বাধিক সেচ এলাকায় প্রত্যেক একরের জল অভিকর ১০ টাকা হারে ষোল আনা আদায় করা সম্ভব হয় যা কখনই সম্ভব নয়, তাহলেও ঐ এক বছরের সুদসমেত পৌনঃপৌনিক বা রেকারিং খরচের অর্ধেক টাকাও পাওয়া যাবে না। তবু বলা হচ্ছে হারটা অত্যধিক হয়ে পড়েছে।

জল অভিকর একর প্রতি খরিফ চাষের জন্য বাৎসরিক সর্বোচ্চ হার পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা যাক। মহীশূর ১৫ টাকা, উত্তর প্রদেশ ১৪ টাকা, বোম্বাই ১২ টাকা, কেরল ১০ টাকা, অন্ধ্র ১০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গ ১০ টাকা, পাঞ্জাব ৯ টাকা ৮৮ নঃ পঃ, মধ্য প্রদেশ ৯ টাকা ৩৭ নঃ পঃ, বিহার ৯ টাকা, রাজস্থান ৯ টাকা। কাজেই পশ্চিমবাংলার হারকে অত্যধিক বলা চলে না।

পশ্চিমবাংলা ও আর দু' একটি রাজ্য ছাড়া ভারতের প্রতিটি রাজ্যে উন্নতিসাধন কর বা বেটারমেণ্ট লেভি আদায়ের আইন আছে এবং কোথাও কোথাও আদায়ও হচ্ছে, এমন কি কেরালায় যে ২৮ মাস কমিউনিষ্ট শাসন চলেছিল সে সময় তাঁরা ১০ টাকা হারে জলকর ছাড়াও বেটারমেণ্ট লেভি আদায় করেছেন, অথচ পশ্চিমবাংলার কমিউনিষ্টবন্ধুরা এখানে আপত্তি ও আন্দোলন করছেন।

কংসাবতী জলাধার পরিকল্পনার কাজ ভালভাবেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানেও কমিউনিষ্টবন্ধুরা সরল গ্রামবাসীগণকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করে সংঘর্ষ ও বিপদের মুখে ঠেলে নিয়ে তারই সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রভাব বাড়াবার চেষ্টা করছেন।

বহুবার ঐ এলাকার জনগণকে সরকারের নীতি ও কাজের ধারা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার এখন দেওয়া হচ্ছে।

ক্ষতিপূরণের হার আইনানুসারে তাঁরা যতটা বেশী আদায় করতে পারেন, তা করুন আমাদের কোনই আপত্তি থাকতে পারে না, কিভাবে আদায় করতে হবে তাও অনেকবার ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যদি কোন নূতন বাধা-বিপত্তি না আসে এবং ঠিক ঠিক কাজ চলে তাহলে ছয়টি গ্রামের ক্ষতিপূরণ আগামী মার্চ মাসের মধ্যে আর নয়টি গ্রামে আগামী জুন মাসের মধ্যে এবং আরও ১৮টির আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। এইগুলির অধিকাংশ গ্রামই আপাততঃ আংশিকভাবে এ্যাকোয়ার করা হচ্ছে। গ্রামগুলির নাম ইতিপূর্বে জানান হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থামত কাজ চললে পরবর্তী বর্ষাকাল অর্থাৎ ১৯৬২ সালের জুন, জুলাই মাস নাগাদ ড্যাম তৈরীর ফলে এই ৩৩খানি গ্রাম আংশিকভাবে জলে ডুবে যাবে। সরকার এই সব গ্রামাঞ্চলে গিয়ে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে চাইলে যদি কেউ না নেন তাঁর টাকা তাঁর নামে ট্রেজারীতে জমা হয়ে যাবে, পরে তিনি সহরে গিয়ে ট্রেজারী থেকে টাকা নিতে বাধ্য হবেন। সে টাকা আইনানুসারে আর গ্রামাঞ্চলে বিলি করার জন্য যাবে না।

যে সব গ্রাম বা গ্রামের অংশ ভবিষ্যতে কংসাবতী জলাধারে ডুবে যাবে সেই এলাকার অধিবাসী-গণকে নিকটবর্তী গড়বেতা থানায় সেচ এলাকাভুক্ত সরকারী খাস জমিতে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন দেবার ব্যবস্থা সরকার করেছিলেন, সেখানে ব্যক্তিগতভাবে জমি দেওয়া ছাড়াও, রাস্তা, বিদ্যালয়, পাবলিক হল প্রভৃতি কিছু কিছু কল্যাণমূলক কাজ করারও ইচ্ছা ছিল এবং সেকথা ঐ জলাধার অঞ্চলের অধিবাসীদের জানানোও হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা বাঁকুড়া জেলা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর জেলায় যেতে রাজী হচ্ছেন না। যে দু'চারজন যেতে চাচ্ছেন অপরে তাঁদের বারণ করছেন। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে সকলের পুনর্বাসনের মত সরকারী জমি পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই টাকায় ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে।

সেচ বিভাগের কাজের খবর যতটা সম্ভব দেওয়া গেল। আশা করি মাননীয় সদস্যগণ এই ব্যয় মঞ্জুর করবেন।

এবারে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ব্যয় ও সে ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গের অংশ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটি হিসাব উপস্থাপিত করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন, এই কর্পোরেশনের তিন অংশীদার, কেন্দ্রীয় সরকার, বিহার সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ইহার বিভিন্নমুখী কাজের জন্য যে ব্যয় তা দামোদর ভ্যালি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অংশমত তিন সরকারকে বহন করতে হয়। কর্পোরেশনের মুখ্য কাজ হল তিনটি, যথা—১। বন্যা নিয়ন্ত্রন ও ২। সেচের জন্য জলের ব্যবস্থা, ৩। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবহন। এ ছাড়াও কর্পোরেশন দামোদর উপত্যকায় সাধারণভাবে উন্নয়নমূলক কিছু কিছু কাজে হাত দিয়েছেন। দুর্গাপুর থেকে ত্রিবেণী গঙ্গা পর্যন্ত একটি নৌবহ খাল, ভূমি সংরক্ষণ ও তৎসংশ্লিষ্ট গবেষণা ও ব্যবহারিক প্রচার, পরীক্ষামূলক কৃষি, বন উৎপাদন, ম্যালেরিয়া নিবারণ, মৎস্য চাষ, মাঝারি শিল্প পরিচালনা, ট্যুরিজমের প্রসার প্রভৃতি এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত।

মোটামুটিভাবে বলা যায় বিদ্যুৎ ও সাধারণভাবে উন্নয়নমূলক খাতের ব্যয় তিন গভর্ণমেণ্টের অংশ সমান সমান। সেচ খাতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কোনও অংশ নাই। বিহারের অতি সামান্য এবং পশ্চিমবঙ্গের বাকী সবটাই। আর বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের দায় সাত কোটি টাকা, অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, বিহারের কিছু অংশ নাই। সুরু থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত মোট ব্যয়ের হিসাব থেকে এই হারাহারির আর্থিক দিকটা আরও একটু পরিস্কার হবে। সামগ্রিক ব্যয় সুদ সহ ১৪০ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশে পড়েছে ৩৪ কোটি ৬৩ লক্ষ, বিহারের ২৭ কোটি ৯৬ লক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৭৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ শতকরা কমবেশী ২৫, ১৯ ও ৫৬ ভাগ।

চলতি বৎসরে ১৯৬০-৬১ সালে, কর্পোরেশনের সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দ ৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অংশে দেয় যথাক্রমে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। ১৯৬১-৬২ সালের বাজেট বরাদ্দ সর্বসাকুল্যে ১২ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। যথা—

বিদ্যুৎ—	৮ কোটি ১৭ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা
সেচ—	২ কোটি ১৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা
বন্যা নিয়ন্ত্রণ—	৭০ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা
অন্যান্য—	১ কোটি ১৯ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা
মোট—	১২ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা

হারাহারি অংশ—

কেন্দ্রীয় সরকার	৩ কোটি ১২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা	শতকরা ২৫.৫ ভাগ
বিহার সরকার	৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা	শতকরা ২৫.৫ ভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার	৬ কোটি ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা	শতকরা ৪৯ ভাগ।
মোট—	১২ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা	

ডি, ভি, সি-র ১৯৬১-৬২ সালের দাবীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫ কোটি ৯০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা বাজেটে বরাদ্দ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে কর্পোরেশনের বাঁধ ও জলাধারগুলির দরুণ বিদ্যুৎ সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রনের আনুপাতিক অংশ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের আপত্তি আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই আপত্তি সম্বন্ধে সালিশী করবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সালিশীর ফলে অনুপাতের যদি কিছু পরিবর্তন হয় যথাসময়ে উপরোক্ত হিসাবেরও কিছু পরিবর্তন হবে।

নৌবহ খাল সম্পর্কিত ব্যয় পূবে সেচের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে সাবসিডিয়ারি অবজেক্টস-এর মধ্যে স্থান পেয়েছে।

ডি, ভি, সি বারো বৎসর পেরিয়ে তেরোয় পড়েছে। এই বারো বৎসরে কর্পোরেশনের কাজের মোটামুটি খতিয়ান হল এই :—

তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেট হিল বাঁধ ও তৎ সম্পর্কিত কলোনী নির্মাণ। তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেটে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

বোকারোয় ১৫০ মেগাওয়াট শক্তিবিশিষ্ট তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা।

দুর্গাপুর ব্যারেজ, পঁচাশী মাইল নৌবহ খাল ও সেচের জন্য ছোট বড় খাল, মোট দৈর্ঘ্য ১৫৫০ মাইল।

বিদ্যুৎ পরিবহন লাইন ৯২০ মাইল ও তৎসংশ্লিষ্ট সাব-ষ্টেশন ও রিসিভিং ষ্টেশন।

ভূমি সংরক্ষণ, ব্যবহারিক কৃষি ও তৎসম্পর্কিত গবেষণা ব্যবস্থায় হাজারীবাগ জেলায় দেওচাঁদা ও বর্ধমান জেলায় পানাগড়ে এক্সপেরিমেণ্টাল ফার্ম।

দুর্গাপুরে একটি স্পান পাইপ ফ্যাক্টরি, বর্ধমানে একটি কোল্ড ষ্টোরেজ ও তিলাইয়ায় একটি তালা-চাবির কারখানা।

উপরোক্ত কাজগুলি প্রায় সবই সম্পূর্ণ, যা কিছু বাকী আছে যথাশীঘ্র সম্ভব তা সম্পূর্ণ হবে। এ ছাড়া বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য বোকারোয় ৭৫ মেগাওয়াট শক্তিবিশিষ্ট একটি চতুর্থ ইউনিট, দুর্গাপুরে ১৫০ মেগাওয়াট শক্তিবিশিষ্ট দুটি ইউনিট এবং হাজারীবাগ চন্দ্রপুরায় ২৫০ মেগাওয়াট শক্তিবিশিষ্ট দুইটি ইউনিটের কাজ চলছে, এগুলি সবই তাপ বিদ্যুৎ পরিকল্পিত। বোকারোর কাজ শেষ, দুর্গাপুরের সমাপ্তপ্রায়। চন্দ্রপুরায় অবশ্য কিছু দেরী হবে। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে পাশাপাশি পরিবহন ব্যবস্থারও প্রয়োজনমত প্রসার করা হচ্ছে।

[3-30—3-40 p.m.]

ডি, ভি, সি-র বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করছে বড় বড় লৌহ ইস্পাতের কারখানা, কয়লা, তামা ও অভ্রের খনি, চিত্তরঞ্জন লোকমোটিভ ও হিন্দুস্থান কেবলস্ প্রভৃতি। আবার পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, রেলওয়েজ ও কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনও ডি, ভি, সি-র বিদ্যুৎ শক্তির গ্রাহক। এ ছাড়াও বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে বহু কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প এই বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করছে। চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে তাই কর্পোরেশন তাঁদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন। ১৯৫৯-৬০ সালে বিদ্যুৎ থেকে কর্পোরেশন ৬ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা আয় করেছেন। চলতি বছরে অনুমিত আয় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ, অতঃপর আরও বেশী হবে। এই আয় অবশ্য এখনও কর্পোরেশনের সামগ্রিক ঘাটতি পূরণে অক্ষম কিন্তু আশা করা যায় অদূরভবিষ্যতে এই বিদ্যুৎশক্তি থেকেই কর্পোরেশন স্বচ্ছলতা না হউক, অন্তত আয়-ব্যয়ে সমতা লাভ করতে সমর্থ হবেন।

ডি, ভি, সি-র বর্তমান জলাধারগুলির বন্যা নিরোধ ক্ষমতা ও সেচ শক্তি সম্বন্ধে এই সভার বিশেষ আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। ১৯৫৯ সনের বন্যা হওয়ার পর গ্রামাঞ্চলেও কিছু বিরূপ সমালোচনা হতে শোনা গেছে। মিঃ ভুর্ডুইন তাঁর রিপোর্টে সর্বসমেত আটটি বন্যা নিরোধক বাঁধের সুপারিশ করেন। বহু বিবেচনার পর চারটি বেছে নেওয়া হয় এবং এই চারটিই এখন চালু আছে। ১৯৫৬ সালে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার পূর্বে ৫০ বছরে সে রকম ঘটেনি। ১৯৫৯ সালের পরিস্থিতি তার পূর্বে ১০০ বছরের মধ্যে কখনও ঘটেনি। বিশেষজ্ঞদের অভিমতে শ্রীভুর্ডুইনের প্রস্তাবিত ৮টি ড্যাম থাকলেও এই দুই বছরের বন্যা নিরোধ করা সম্ভব হত না, কারণ সর্ব নিম্নের মাইথন ও পাঞ্চেট বাঁধের ও নিম্নাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গে অত্যধিক বৃষ্টি হয়েছিল। অন্যান্য কারণ তো ছিলই। ১৯৫৯ সালের বন্যার জন্য ডি, ভি, সি আদৌ দায়ী কিনা সে খবর বন্যা তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টে মাননীয় সদস্যরা পড়েছেন।

দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে সেচের জন্য পরিমাণ মত জল ছাড়া হয়। এজন্য আছে রাইট ব্যাঙ্ক ও ও লেফট্ ব্যাঙ্ক দুটি যেন ক্যানেল ও তার বহু শাখা-প্রশাখা। পূর্বতন ইডেন ও দামোদর ক্যানেলও এখন ডি, ভি, সি সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত। এই দুটি ক্যানেলের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অথচ নূতন কেনেলগুলির রক্ষণাবেক্ষনের ভার কর্পোরেশনের। এই দ্বৈত পরিচালনায় সাধারণভাবেই যেসব অসুবিধা ঘটে তার নিরসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডি, ভি, সি-র সঙ্গে পরামর্শ করে ডি, ভি, সি ক্যানেলসমূহের রক্ষণাবেক্ষনের ভারও নিজেরা গ্রহণ করবেন স্থির করেছেন। বন্দোবস্তের কিছু বাকী আছে বলে এখনও হস্তান্তর সম্ভব হয়নি তবে যত শীঘ্র সম্ভব এই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করার ইচ্ছা আছে।

ডি, ভি, সি-র জলে পুরাতন দামোদর ও ইডেন ক্যানেলের অন্তর্গত প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার একর সেচ এলাকা নিয়ে পশ্চিমবাংলার প্রায় ৯ লক্ষ ৭৩ হাজার একর খারিফ জমিতে সেচ হওয়ার কথা। ১৯৫৬-৫৭ থেকে আরম্ভ করে ক্রমবর্ধমান হারে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে, যদিও ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ সালের বন্যায় প্রবাহ ব্যবস্থার নানারূপ ক্ষয়ক্ষতি করে বাধার পর বাধা সৃষ্টি করেছে। গত খারিফ মরশুমে জল দেওয়া হয়েছে আন্দাজ ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার একর জমিতে পুরাতন সেচ এলাকা নিয়ে। সরেজমিনে কত একরে জল পৌঁছেছিল তার খতিয়ান এখনও অবশ্য সম্পূর্ণ হয়নি। রবিখন্দে এক লক্ষ একর মত জমিতে সেচ হওয়া সম্ভব হবে, তবে এ পর্যন্ত নানা কারণে কার্যতঃ রবিশস্যের জন্য সেচ বেশীদূর এগুতে পারেনি।

সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থার জন্য গ্রামাঞ্চলে আরও খালের প্রসার দরকার। কর্পোরেশনের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তার ব্যবস্থা হয়েছে। এইসব ছোট খালের বিস্তার পরিধি হবে যতটা সম্ভব এক এক প্লটে ১৫০ একর।

নৌবহ খালটি সম্পূর্ণ হয়েও দুর্ভাগ্যক্রমে চালু হতে পারেনি। পাল্লা রেগুলেটর পুনঃনির্মাণ ছাড়াও খালের মোহনার দিকে ১৯৬০ সালের বন্যায় যে ক্ষতি করেছে তার সুব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই দরকার। কিছুটা খাল ত্রিবেণীর কাছে কুন্তী নদীর খাতেই বইবে। এই অংশে বন্যার সময়ে খালের পাড় ভেঙ্গে এত মাটি পড়েছে যে নৌবহনের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এইসব কাজ এবং নৌবহ খাল চালু করা সম্পর্কে আর যা যা বাকী কাজ সমস্তই ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি শেষ হয়ে যাবে আশা করা যায়। এই খালে কত টন মাল চলাচল করবে বলে ধরা হয়েছে তার থেকে খাজনা কি পাওয়া যাবে, আর্থিক দিকে খাল স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করবে কিনা, যথাসময়ে এর খতিয়ান এই সভায় পেশ করা হবে। বর্তমানে এই হিসাব অনিশ্চয়তা বহুল, সুতরাং দুরূহ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবহন খাতে ৫৮ কোটি ৩ লক্ষ, সেচ খাতে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ও অন্যান্য খাতে ১০ কোটি ৩৫ লক্ষ, মোট ৭৭ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ডি, ভি, সি বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন। উক্ত পরিকল্পনা এখনও মঞ্জুরী-সাপেক্ষ।

উক্ত হিসাবের মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্বৃত্ত কাজও কিছু আছে, আবার পরিকল্পিত কাজেরও কিছু কিছু চতুর্থ বার্ষিক পরিকল্পনায় গিয়ে শেষ হবার কথা।

দামোদর উপত্যকার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

কতকগুলি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় কর্মচারী, বিশেষতঃ শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই করবার প্রয়োজন এসে পড়ে। অংশীদার সরকারত্রয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় অধিকাংশ ছাঁটাই কর্মচারীদেরই পুনর্বার কর্মসংস্থান করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ১৯৬০ সালের

ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৪৫২ জন ছাঁটাই কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১৪০ জনের বিকল্প কর্মসংস্থান তখনও বাকী ছিল।

ডি, ভি, সি-র কার্যক্রম, পরিকল্পনা ও পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত ব্যয়বরাদ্দ সাধারণভাবে এই বিধানসভার অনুমোদন লাভ করবে এই আশা করি।

Shri Bhupal Chandra Panda: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,80,86 000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86 000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mondal: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, I move that the demand of Rs. 6 80,86 000 expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Binoy Krishna Chowdhury: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80, 86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80 86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prova Ghosh: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Pakray: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Iraigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj : Sir, I move that the emand of Rs. 6 80.86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc , be reduced to Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Turku Hansda : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Pravash Chandra Roy : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc , be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu : Sir, I move that the demand Rs. 6 80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVI Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar : Sir, I move that the demand Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVI Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,0 for expenditure under Grant No, 11, Major Heads : XVII-Irrigation, et be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,0 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, et be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,0 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I move that the demand of Rs. 6 80,86,0 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad : Sir, I move that the demand Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVI Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I move that the demand Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVI Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kuma Basu : Sir, I move that the demand Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVI Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Sisir Kumar Das : Sir, I move that the demand Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVI Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I move that the demand o Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri : Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads 'XVII-Irrigation, etc., be reduced by Re. 1.

Shri Renupada Halder: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII-Irrigation, etc., be reduced by Re. 1.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII Irrigation, etc., be reduced by Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I move that the demand of Rs. 6 80 86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII-Irrigation, etc., be reduced by Re. 1.

Shri Subodh Banerjee: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII-Irrigation, etc., be reduced by Re. 1.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I move that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII-Irrigation, etc., be reduced by Re. 1.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I move that the demand of Rs. 5,90,87,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head: 80A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account-Damodar Valley Project, be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: Sir, I move that the demand of Rs. 5,90,87,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head: 80A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Accounts-Damodar Valley Project, be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, I move that the demand of Rs. 5,90,87,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head: 80A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account-Damodar Valley Project, be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: Sir, I move that the demand of Rs. 5,90,87,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head: 80A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Accounts-Damodar Valley Project, be reduced by Rs. 100.

Shri Haridas Mitra: Sir, I move that the demand of Rs. 5,90,87,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head: 80A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account-Damodar Valley Project, be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I move that the demand of Rs. 5,90,87,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head: 80A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Accounts-Damodar Valley Project, be reduced by Rs. 100.

Further statement on calling attention to a matter of urgent public importance

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : Sir, may I crave your indulgenc just for a few moments. I forgot to mention while making my statemen about canal tax and reorganisation of the dues. About canal tax, separat instructions have been issued by the Irrigation Department.

Demand for Grant No 11

Shri Dasarathi Tah : অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সেচমন্ত্রী মহাশয় এই দশম ব পদার্পণ করে সেই একই কথা চর্বিত চর্বণ করলেন। ভদ্রলোকের এক কথা, তার দ্বিতীয় কিছু হবা উপায় নেই। জামাতা বাবাজীবন বিবাহের সময় শ্বশুর মহাশয়কে বলেছিলেন যে আমার বয়স ২ বছর। ১০ বছর পরে যখন শ্বশুর মহাশয় মৃত্যুশয্যায় তখন জামাতা বাবাজীবন তাঁর শয্যাপা উপস্থিত—তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন বাবাজীবন তোমার বয়স কত, তিনি বল্লেন ২০ বছর। শ্বশু মহাশয় বল্লেন সে কি বাবা, দশ বছর আগে তোমার তো ২০ বছর ছিল। তিনি বল্লেন আমা পূজনীয় পিতৃদেব আমাকে বলেছিলেন মৃত্যুকালে যে কথার কোন বেচাল করো না, এক ক রেখো। এখানেও তাই দেখছি, অজয়বাবু প্রথম কয়েক বছর খুব কবিতা-টবিতা করে আমাদে কাছে যে ছবি অংকিত করেছিলেন এখনও সেই দেখছি—শেষকালে মূর্চ্ছা এবং পতন, অথা ডি. ভি. সি.র যেসমস্ত পরিকল্পনা এবং আশা আকাংখা ছিল সেগুলি সব ব্যর্থ হয়েছে একথা তি বলে গেলেন—এই অর্থ বুঝতে পারলাম। নেভিগেব্‌ল চ্যানেল হয়নি, রবিশস্যে জল জোগা পারেননি, খারিপ শস্যে এত জল দেবার কথা ছিল কিন্তু শেষ পযন্ত কোন হিসাব পাওয়া যায়নি ছেলের এক চোখ কানা, আর একটা চোখে দেখতে পান না—শেষ পর্যন্ত এই অর্থ দাঁড়ালো অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দামোদর এলাকার লোক—আমাদের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট, বিশেষ ক আমাদের সেচমন্ত্রী মহাশয় দামোদর পরিকল্পনা নিয়ে বেশী ঢাক পিটিয়েছেন যে সারা ভারতব ডি. ভি. সি. এক নম্বর পরিকল্পনা। দামোদরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে, দামোদরকে সংযত করা হবে এ ছিল পরিকল্পনা। অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ৮টা ড্যামের জায়গায় ৪টা ড্যাম হয়ে কোনটাই সম্পূর্ণ করতে পারলেন না—এটা খানিকটা ঘোষণা, ওটা খানিকটা এইর পরিকল্পনা হচ্ছে। ৪টা ড্যাম সৃষ্টি হবার পরেও দামোদরে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ হয়নি, বন্যার আশংকা যথে রয়েছে এ জিনিস আমরা হাতেনাতে দেখতে পাচ্ছি। এক্সপার্টরা বলেছেন, ভুরভি সাহেব বলেছিলেন এবং তারপর এক্সপার্টরা অত্যন্ত চিন্তা করে ঠিক করেছে যে ৪টাতে বন্যা নিয়ন্ত্রিত হবে। সেচমন্ত্রী একবছর বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন যে শেষদিকে দুটো জলাধার হল মাইথন এবং পাঞ্চেৎ এই দুটো হয়ে গেলে নদীর দুদিককার কিনারা কিছুতে উপছাবে না কিন্তু দেখলাম যে প্রতি বছর উপছাচ্ছে—এই সমস্যার সমাধান হয়নি। বন্যা নিয় ছিল দামোদর ভ্যালীর এক নম্বর উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই দামোদরের অরক্ষি অঞ্চলের অধিবাসী, আমরা বিশেষভাবে জানি—গত বছর সেচমন্ত্রী মহাশয় সেখানে গিয়েছিলেন-সেখানে যেসমস্ত হানাখাল রয়েছে তাতে একেবারে মাইলের পর মাইল বন্যাতে প্রপীড়িত হয়ে যা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে যেটা বারাসতী হানা সেটাকে বাঁধবার জন্য সেচ বিভাগকে বারবা অনুরোধ করা হয় এবং সেই অনুরোধ তাঁরা রক্ষা করলেন কখন, না যখন জনসাধারণ নিশ্চিতভা সেই বাঁধকে বেঁধে ফেলেছে এবং পাকা করেছে তখন। অবশ্য সেটুকু যা করেছেন তার জন্য আম ধন্যবাদ দিয়েছি—জনসাধারণের বাসনার উপর কাঠি মেরে দিয়ে আপনারা যে ব্যবস্থা করে আনে তার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি।

[3-40—3-50 p.m.]

কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে প্রতিটা কাজে দেখছি সে সেচ বিভাগই হোক, আর যে বিভাগই হোক্—সেখানে দেখা যায় তার বরাদ্দ ঐ সেচ বিভাগের মত বর্ষাকালে গিয়ে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রী মহাশয়ের সদিচ্ছা আছে খাওয়ানোর, কিন্তু খাওয়ান হয় পিত্তি পড়িয়ে, তাতে কোনটাই কাজে লাগে না।

মোহনপুর হানা সম্বন্ধে বলেছি, সেটা চারশো ফুট চওড়া; বারাসতী হানাও ঐ চারশো ফুট চওড়া। জনসাধারণের পরিশ্রম ও পয়সা—সর্বসাকুল্যে মাত্র মানুষের মজুরী দিয়ে ১১ হাজার টাকা দিয়ে ঐ দুটো হানা complete করে দেওয়া যেতে পারে। এক মোহনপুরের হানার জন্য এক লক্ষ টাকার বেশী নিয়েছে তার সুনির্বাচিত কণ্ট্রাক্টর। এখনো তা সুবিধা থাকা সত্বেও তিনি complete করলেন না। এবারও সেটা রেখে দিয়েছেন। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে ধর্না দিয়ে বলেছি—অন্ততঃ-পক্ষে ওটা জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। আমি প্রস্তাব দিচ্ছি—তাঁর মনেপ্রাণে যদি ধারণা থাকে দামোদরের ৮টা বাঁধ বেঁধে বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয়েছে, তাহ'লে left embankment, right embankmentএর মধ্যে left embankment তুলে দেন; তাহলে right embankmentএর লোকের একটু আশা হবে যে সরকার বাহাদুরের আত্মপ্রত্যয় এসেছে। তা না হলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও কলকাতা বন্দর রক্ষা করবার জন্য ৩ ফুট, চার ফুট মাটি বছরের পর বছর বামতীরে ফেলবেন বা অন্যদিক দিয়ে কিছু করবেন। আর দক্ষিণ তীরের লোকেরা দুর্ভোগ ভুগবেন; এটা চলতে পারে না। একটা হানা বাঁধতে গেলেও বিশেষজ্ঞদের দিকে আপনারা তাকিয়ে থাকবেন। সেচমন্ত্রী সেখানে ঠুটো জগন্নাথ।

এই ডি-ভি-সি'র বরাদ্দ আমাদের কাছে কেন আসে। ডি-ভি-সি হচ্ছে সেচমন্ত্রীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, তাঁর ভাত খান, কিন্তু ভর্তা মানেন না। বারবার একথা বলেছি—ডি-ভি-সির দ্বারা তো flood control হ'ল না। কিন্তু বৃষ্টির সময় ও বর্ষাকালে চার পাঁচ মাস দু-পাশের লোকে নৌকায় যাতায়াত করতো আগে, এখন সারা বছরই তাদের নৌকায় যাতায়াত করতে হয়। এর কি কোন প্রতিকার আপনাদের দ্বারা হবে না? এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, শ্রবণ ও আকর্ষণ করেছি এবং চোখে আঙুল দিয়েও দেখিয়ে দিয়েছি—অন্ততঃ এইটা ঠিক করে দেন যাতে ডি-ভি-সি মাসের প্রথম পনের দিন বা শেষ পনের দিন জল ছাড়বে, আর পনের দিন জল ছাড়বে না। এ-সম্বন্ধে কাগজে নোটীশ দিয়ে জানিয়ে দেন—কোন্ পনের দিন আপনারা জল ছাড়বেন, কোন্ পনের দিন জল ছাড়বেন না। ইংরেজী মাসের বা বাংলা মাসের প্রথম পক্ষ নদীতে জল ছাড়া হবে, তারপর আর হবে না, এইটা ঠিক করে দিন। ওখানে সদরঘাটে একটা টেম্পোরারী ব্রীজ করবার জন্য খগেনবাবু অর্ডার দিয়েছিলেন; আর এদিকে অজয়বাবুর ডিপার্টমেণ্ট হঠাৎ সেই জায়গায় জল ছেড়ে দিলেন। ফলে সমস্ত ব্রীজ জলের তোড়ে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে। দক্ষিণ দামোদরে শ্যাম-সুন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে তাঁকে কদলী দিয়ে সম্মান করতেন যদি যেতেন। ডাঃ রায়ের আর যাওয়া হ'ল না।

তারপর আপনারা যা করেছেন—বছরের পর বছর বলছেন flood control করছেন। কিন্তু flood control কোন দিক দিয়েই হচ্ছে না। এই হলো প্রথম কথা। দু-নম্বর হচ্ছে—আমরা ভারী চমৎকার করেছি—তিন সরিকের ব্যবস্থা করেছি। ডি-ভি-সির এক সরিক আমরা, বিহার এক সরিক এবং সেণ্ট্রাল এক সরিক। ভারী মজা বন্যা নিয়ন্ত্রণের। সেচের বেলাতে তোমরা পশ্চিমবংগ সবটা দাও, ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারে তোমরা অন্য জায়গায় সব দেও আর পশ্চিমবংগ তার হিস্যা দাও। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ব্যাপার! চন্দ্রপুরা ডি-ভি-সি'র মধ্যে হলেও তার

অংশ দাও পশ্চিমবংগ। বোকারোকে দিয়েছেন এবং ভিলাইয়ে, মাইথনে-পাঞ্চেতে যে ইলেকট্রিসিটি হয়েছে, তারও অংশ আপনারা দিচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে আমাদের যেখানে যেসমস্ত প্রজেক্ট আছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি—তার ব্যাপারেও আজ যখন কথা উঠেছে—বেলপাহাড়ী এবং আয়ার বাঁধ হবে কি না! আমার ধারণা এই বেলপাহাড়ী এবং আয়ার বাঁধ নূতন তৈরী হলেও এর দ্বারা বন্যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হবে না। সেখানে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ আর বেশী খরচ করতে পারবে না। অন্য জায়গায় তাঁর হিস্যা নাই বলে আমরা শুনেছি। এখানে ডি-ভি-সির সংগে তার কি সম্পর্ক? বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্র যা আপনারা বোকারোতে বসিয়ে দিয়েছেন, সেটা অতিরিক্ত বলে আমরা মনে করি। আর চন্দ্রপুরাতে যেটা করছেন সেটাও অতিরিক্ত বলে মনে করি। যদি এই হয়, তাহলে ব্যাণ্ডেলে যে কতকগুলি টাকা খরচ এর জন্য করা হবে, এটা ডি-ভি-সি'র মধ্যে ফেলে দিয়ে অন্তত: বিহার ও সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এর হিস্যা নেওয়া যেতে পারে। উনি সব কথা বললেন ও মন্ত্রী মহাশয় একটা কথা বললেন না—তাঁর দিকে গ্রাহ্য না করে এর হেড কোয়ার্টার এখান থেকে অন্যত্র উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়—তার জন্য আমাদের জরিমানা দিতে হবে, দক্ষিণা দিতে হবে ৯২ লক্ষ টাকা। সে বিষয়ে তো তিনি একটা কথাও বলছেন না! তাই বিশেষভাবে অনুরোধ করি—বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে করতে গেলে আরো দুটো ড্যাম বেলপাহাড়ী ও আয়ার বাঁধ বাঁধা প্রয়োজন বলে সরকার প্রতিশ্রুতি দেন। সে বিষয় একটি কথাও তিনি বলছেন না। তাই আমি তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে করতে গেলে আরও দুটা বেলপাহাড়ী ও আয়ারএর প্রয়োজন। তার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিন। অন্য দিক দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ব্যবস্থা হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত ডি-ভি-সি'র জল ছাড়ার যেন একটা সুষ্ঠু নীতি থাকে, তার ব্যবস্থা আপনি করুন। এবং দামোদরের দুই তীরবর্তী অরক্ষিত অঞ্চলে যেখানে বন্যার কোন protection নেই, সেখানে বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হোক। কলকাতার দিকে বা বর্ধমানের দিকে বাঁধ রাখার সংকল্প যদি সরকারের থাকে তাহলে ওপারে বাঁধ রাখার ব্যবস্থা করা হোক। যদি প্রয়োজন মনে করেন বিভিন্ন জায়গায় স্লুইজ গেট নির্মাণ করা দরকার, তাহলে স্লুইজ এবং জল-নিকাশি ব্যবস্থা করুন, তাতে আমাদের আপত্তি নেই।

তারপর ক্যানেলের কথা বলেছেন—অধিকংশ জায়গায় ক্যানেল ৩৩ মাইল করা হয়েছে। আপনারা এক মাইল কেটেছেন, দু-মাইল ফাঁক,—এইরকম ভাবে রেখেছেন। অতএব এখনও পর্যন্ত বহু জায়গায় ক্যানেল complete হয়নি; এবং bridge ও culvertও হয়নি, তার ফলে সেখানে লাঠালাঠি চলেছে। জনসাধারণ, চাষীর জন্য যেটুকু করা দরকার, সেটুকু করা উচিত। কারণ দু-মাইল, আড়াই মাইল ঘুরে গিয়ে চাষ করতে হয়, সেখানে মানুষ যেতে পারে না। ইরিগেশনের সুবিধার জন্য হিমানীপুর বলে একটা গ্রাম উচ্ছেদ হল এবং তারা উঠে গেলে সেটা নিয়ে একটা নূতন হিমানীপুর বলে নামকরণ হল। কিন্তু তাদের ক্যানাল বরাবর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এবং জামালপুরের দিকে কানা নদী, ডাকাতিয়া খাল sufficient ব্রীজ দেওয়া দরকার, সেগুলির দিকে কোন চেষ্টা নেই। তারপর তিনি lower দামোদরের কথা একবারও বললেন না। আমি বারবার বলেছি—আমরা বিশেষজ্ঞ নই, মন্ত্রী মহাশয়ও বিশেষজ্ঞ নন; কিন্তু, বিশেষরূপে যাঁরা অজ্ঞ, তাদের কাছ থেকে নীতি নিয়ে, পরামর্শ নিয়ে বলুন lower দামোদর আমরা যেটা চেয়েছিলাম জামালপুরের কাছে একটা ব্যারাজ সৃষ্টি করে নদীর ধার উঁচু করে দিয়ে জল সরবরাহ করা যায় কি না! এ সম্বন্ধে আমরা বহুদিন থেকে suggestion দিয়ে আসছি, সেটা সত্যিকার কতখানি কার্যকরী তা মন্ত্রী মহাশয় বলেননি। তারপর electricএর ব্যাপার। সেটা বাস্তবে হল এই 'যার বেটার বিয়ে তার পাতে ডাল নেই'। সেইজন্য আমি বলছি—'আমার বন্ধু আনবাড়ী যায়, আমারই আঙ্গিনা দিয়া'। অর্থাৎ কলকাতায় ঐ electricity ১০ পয়সায় দিচ্ছেন আর আমাদের বর্ধমানে সেই electricity দিচ্ছেন সাড়ে পাঁচ আনায়। এই ত দেখলাম আপনাদের বাহাদুরী। তারপর

ট্যাক্সের কথা। তাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য তিন, চার বছর ফেলে রেখেছেন, তাদের উপর এই দেনার বোঝা চাপিয়ে রেখেছেন। এখন এই চাষীদের সরকারী দেনার পাপ থেকে রেহাই দিন, এবং তাদের বকেয়া সমস্ত ট্যাক্স সম্পূর্ণভাবে রেহাই দিয়ে নূতন খাতা পত্তন করুন।

আপনি হিসাব দিয়ে বললেন অর্ধেকের বেশী নিচ্ছি। আপনাদের হিসাবটা ঐরকম, নিজের পক্ষে ঝোল টানেন। যেমন ডাইরেক্টরী পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপনে দেখি ম্যালেরিয়া হবার সময়, ও ঔষধ ব্যবহার করবার পর ম্যালেরিয়া রোগীর কি অবস্থা। বড় বড় মশা চড়াই পাখীর মত, আর রোগী তার কামড়ে একেবারে কংকালসার হয়ে গিয়েছে এবং সে যে লাঠিটা ধরে আছে—সেটাও একেবারে সরু। এবং দেখা গেল আরোগ্য হবার পর, সেই লোকটি বেশ মোটা হয়েছে এবং তার হাতের লাঠিটাও মোটা হয়ে গিয়েছে। এইত আপনার হিসাব।

[3-50—4 p.m.]

অতএব দামোদর canal exhibition করে দেখিয়ে দিলেন শেয়ালের ল্যাজের মত ধানের শীষ হয়েছে, গোদের উপর বিষফোড়ার মত। ভাল জমি, ভাল চাষী দিয়ে তারপর একটু লাল জল ছেড়ে দিলেন তখন দেখলাম এত ফসল হয়েছে। অতএব এত যখন লাভ হয়েছে অর্ধেক কেন দেবে না? চাষ তো করেন নি, যত দুর্ভাগ্য তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়ের কৃষিমন্ত্রী, আর অজয়বাবু বামুনচাষী নিয়ে যত কারবার। এতে আমরা দেখছি এঁরা মনে করেন canalএ জল দিলেই ভাল চাষ হয়। দুধ খুব ভাল কিন্তু পেটরোগাকে যদি খাওয়ান হয় তাহলে বারবার পায়খানায় যেতে হয় এটা তো জানা কথা। Canal ভাল হলেই হবে না, যে বছর বৃষ্টি হয় না সেবছর কাজে লাগবে কিন্তু canalএর পানি এবং বৃষ্টির পানি মিলিত হয়ে যে ক্ষতি হয় তখন অংক কষে তো টাকা ফেরৎ দেন না? সেজন্য বার বার বিবেচনা করে বলেছি ৫ টাকার বেশী গড় tax হওয়া উচিত নয়। কাজেই tax বেশীও নয় কমও নয়, চাষীও বাঁচে, যে চাষী উৎপাদন করছে জাতীয় কল্যাণ যে রাস্তায় করছে সেটা যাতে বন্ধ না হয় অন্যদিকে তারও কিছু লাভ হয় সেইরকম নেন। আপনার সংগে ভাগে চাষ করবে এরকম অবস্থা তো ছিল না যে ½ লাভ হলে অর্ধেক দিতে হবে! আর এটা একেবারে সংবিধানবিরোধী হবে যদি এটাকে ভালভাবে বিবেচনা করা যায়। সেজন্য বলছি অন্ততঃ-পক্ষে বলতে পারতেন Part Payment হিসাবে আদায় করছেন, তা না করে একবারে ৪।৫ বছরের একসংগে আদায় করছেন। এসব বিবেচনা করে বলি ৫ টাকা করুন। এদিকে পরের টাকা নিয়ে তো খুব নবাবী করছেন আর ঘরের যেগুলি আদায় পড়ে রয়েছে সেগুলি আদায় করছেন না—এদিকে দৃষ্টি দেবেন এটাই বিশেষ করে বলতে চাই। এবং অন্যান্য যেসমস্ত সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেবেন তার মধ্যে Lift Irrigation সম্বন্ধে দেখছি কিছু বলেননি। সস্তায় জলবিদ্যুৎ হবে—সমস্ত কিছু হবে—সস্তায় দেবেন দেখলাম, কিন্তু নদীর ধারে যেখানে জল উঠে না—তার জন্য Lift Irrigation এর কি ব্যবস্থা আছে, সেগুলি দরকার। আগে একটা হিসাব দিয়েছিলেন—যে জায়গায় canal irrigation হয় না সেখানে সস্তায় Tube well irrigation হবে ঠিক হয় অথচ সে জায়গায় Lift Irrigationএর ব্যবস্থার জন্য কোন কিছু করেননি। আপনারা ৪টি বড় বড় বিশাল হ্রদ করেছেন, আমরা বাঙ্গালী, হিসাব চাইছি মাছে কত আয় হয়। আজকে যে মাছ পাকিস্তান থেকে আসে ডি-ভি-সি বাঁধে সে মাছের বাচ্চা দেখান হয়েছিল—শুধু আসল মাছের বাপ-মাকে দেখান হল না—সেটাই আজ অজয়বাবুর কাছে বলি। আর তিনি যে চিরকুমার, খাদ্য বিভাগে, অর্থ বিভাগে এবং সেচবিভাগে চিরকুমার তাই কোন দায়িত্ব নাই এবং ধর্মভাব পর্যন্ত নাই। সেজন্য বলি এসমস্ত কোথায় গেল, আয়ের বেলায় কিছু নাই, কেবল বড় বড় কথা বলে ভাল ভাল ভাষা বলে যদি কাগজ

কলমে লেখা হয় এবং এতে উন্নতি হয়েছে একথা তোমাদের মানতেই হবে এ নীতি তারা নিয়েছে সেই পরশুরামের কবিরাজের মত উন্নতি হয় জানতে পারনি। উন্নতি হচ্ছে আমরা জানতে পারছি পাঁজিতে ২৭ হাত জল লেখা হল কিন্তু দেখা গেল এক ছটাকও জল পড়েনি কাজে আপনার সমস্তই ভাঁওতা, নিতান্ত বাজে কথার পরিচয় দিলেন এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধু হিসাবে একেবারে অপদার্থতার পরিচয় দিলেন।

Shri Benoy Krishna Chowdhury : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রথমেই আমি সেচমন্ত্রী মহাশয়ের আজই বিধানসভায় Flood Enquiry Committee Report পেশ করাটা গুরুতর আপত্তিকর বলে মনে করি। কারণ এটা একটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয় এবং এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত আলোচনা করার কোন অবকাশ নাই। অথচ আজই এই report পেশ করলে পর তার উপর সদস্যরা কিভাবে আলোচনা করতে পারেন সহজেই বুঝতে পারেন। তবু এ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় বলতে চাই কারণ এখানে যেকথা বলা হয়েছে সেটা হল বিধানসভায় গত ১০ বছর ধরে বন্যার কারণগুলি বার বার করে তুলে ধরা হয়েছে এবং আমরা Communist Partyর তরফ থেকে memorandum Flood Enquiry Committeeর কাছে রেখেছিলাম। তাতে এক জায়গায় Summary করে বলে দিয়েছি—The 1959 flood were caused by the combination of these various factors described below :—

(a) Heavy and concentrated rainfall,

(b) Lack of adequate soil cover in the catchments of all the rivers,

(c) Badly deteriorated condition of the Bhagirathi-Hooghly, Rupnarain and lower reaches of their tributaries and other drainage channels,

(d) Releases from the Mayurakshi and Damodar Valley Reservoirs,

(e) Encroachments in the flood plains of the rivers, and

(f) High tide levels in the Hooghly and the Rupnarain

এখানে এই বিষয়গুলি আপনাদের অনেকের স্মরণ আছে এবং মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে আমি এই কথা বার বার বলেছি এবং আজকে এই কথা স্বীকার করা হয়েছে যে soil erosion হচ্ছে। এই যদি হয় এবং সেখানে নদীগুলির উপরের অববাহিকা অঞ্চলে যদি বন সৃষ্টি করে soil erosion নিবারণ করতে হয় এবং তা নিবারণ করার জন্য অন্যান্য যেসব পদ্ধতি আছে যেমন গোচারণ নিবারণ করা, চাষের pattern বদল করা এবং undulation তার মধ্যে terracing cultivation ইত্যাদি করা, এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আজকে এই Enquiry Committee Report বের হবার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাজেটে, ১৯৫৬-৫৯ সালে, এই তিন বৎসরে যে গুরুতর বন্যা হয়েছে তারপর অন্ততঃপক্ষে এই জিনিসটা যাতে নিবারণ করা যায় তার ব্যবস্থা কি করা হয়েছে। কারণ আমরা জানি ভাগীরথী, তার যে ক্রমঅবনতি তা বন্ধ করার জন্য প্রধান উপায় ফারাক্কা ব্যারেজ কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ এবং তারজন্য ১০।১৫ বৎসর অপেক্ষা করতে পারা যায় না, বিশেষ করে আমাদের ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ সালের অভিজ্ঞতার পর। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এখানে এমন কিছু করা উচিৎ যার দ্বারা অন্ততঃপক্ষে বন্যার deterioriation, বছর কমে যায়। এই সম্পর্কে কি করা হয়েছে? এবং যে সমস্ত নদী বিভিন্ন জায়গায় lower reaches-এ যে সমস্ত নদী বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগুলি

অন্ততঃপক্ষে re-excavation করা হয় এবং যাতে জল দ্রুত বের হয়ে যায় সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেদিক থেকে যদি এই বৎসরের বাজেট বরাদ্দ দেখি তাহলে এখানে আশা করার কিছু নেই। অন্যদিক থেকে অতীতেও বলা হয়েছিল, সেখানে এই অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল যে অক্টোবর ১লা ও ২রা রাত্রে মাইথন ও পাঞ্চেৎ-এ একসময়ে ২ লক্ষ cusees জল ছাড়া হয়েছে যদিও এই reportএ একসঙ্গে কোন সময়েই ২ লক্ষ cusees জল ছাড়া হয়নি বলা হয়েছে। এবং এই জল ছাড়ার সময় সেখানকার নীচের অঞ্চলে জল থৈ থৈ করছিল সেখানে সেই ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে সেটা তখন কল্পনা করা হয়নি। সেখানে আমার নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল যে এর মাঝে যে respite সেখানে ১৫ দিন অন্ততঃপক্ষে সেই level কম রাখার দিক থেকে কি করা হয়েছিল। সেখানে আমার নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল যেটা স্বীকার করা হয়েছে সেই সময় এইরকম precipitation ছিল। এছাড়া সেই সময় মাইথন পাঞ্চেৎএ flood cushion level dangerous ছিল। যতটা সেখানে জল থাকা দরকার তা ছিল না। সেখানে reservoir controlএ বহু উঁচুতে জল ছিল। কেন এই অবস্থা হল। ময়ূরাক্ষীর ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছিল তা স্বীকার করা হয়েছে। ময়ূরাক্ষীতে জল রাখা সম্ভবপর ছিলনা বলে সেই সময় এই সমস্ত জল release করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে কথা হচ্ছে reservoir control করা ও reservoir release করা সম্পর্কে যাতে unwise release না হয় সেইজন্য অন্ততঃপক্ষে বন্যা নিয়ন্ত্রণের খাতিরে অন্ততঃ বর্ষার সময় এটা দেখা দরকার। কিন্তু এখানে সর্বপ্রথম priority দেওয়া হচ্ছে Hydro-Electricityকে যা দেওয়া উচিত ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য। সেইজন্য এখানে যাতে কেউ priority লঙ্ঘন না করে তার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেদিক থেকে সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন আছে।

[4—4-10 p m.]

কিন্তু সে সমস্ত দিক থেকে দেখা যাবে যে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাই এত বিলম্বে আলোচনা করার কিছু সুযোগ দেবার জন্য এটা উত্থাপন করা হয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, তার সাথে সাথে এই recommendation যেটা জানা গিয়েছে অন্ততঃপক্ষে তার থেকে এটা বুঝা গিয়েছে—এটা একটা patent জিনিস, এর জন্য Enquiry Committee গঠন করার প্রয়োজন ছিলনা—প্রত্যেকটা বিষয়ে আপনাদের পুরাণ ফাইল থেকে দেখা যাবে, এই হাউসেও বারে বারে এই বিষয় আলোচনা হয়েছে—যে জিনিস জানা, গত দশ বৎসর সদস্যরা সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন—সেজন্য আমার মনে হয় পশ্চিম বাংলার সামগ্রিক স্বার্থে ও সমস্ত লোকের স্বার্থে বন্যা নিয়ন্ত্রণের এই প্রশ্নটা এমন একটা লঘুচিত্ততা নিয়ে যেভাবে দেখা হয়েছে সেভাবে দেখা উচিৎ নয়। এই বন্যানিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটাকে যথোচিৎ গুরুত্ব দিয়ে যা করণীয় তা করার জন্য, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। যাঁরা এই ব্যাপারে তথ্য অনুসন্ধান করেছেন, সেই Enquiry Committeeর সামনে requisite data নাই—এবং data না থাকলে এই বৈজ্ঞানিক যুগে কোন বৈজ্ঞানিক কাজ করতে পারেন না। আমি এখানে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি উপযুক্ত data যাতে পাওয়া যায়, sufficient data পাওয়া যায় তার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার জন্য কত টাকা এবং উন্নয়নের ব্যাপার সম্পর্কে কত টাকা বরাদ্দ করেছেন। আমি expert নই, তবুও আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাতে আমি একথা বলতে পারি যে যা করা হয়েছে সেটা নামমাত্র - এবং তা দিয়ে কখনো বোঝা যায়না এই সরকার এখনো অবহিত হয়েছেন—আমার মনে হয়না এসম্পর্কে টাকা সংগ্রহের জন্য আপনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তারপর meteriological department এর প্রশ্ন—meteriological department এর একটা

Section যেটা হাজারীবাগে হবার কথা ছিল সেটা দ্রুত সংঘটিত করা যাতে করে lower regionএ খবর transmit করা যেতে পারে—ঝড়ের সময়, যদি cyclonic weather থাকে তাহলে অনিবার্য ও স্বাভাবিকভাবেই telephonic systen নষ্ট হয়ে যায় যার জন্য অন্ততঃপক্ষে radiogram করার অন্য ব্যবস্থা করা দরকার। সেদিক থেকে কি করা প্রয়োজন? না, আমি শুধু বলতে চাই যে, এই ব্যাপারটা এত গুরুতর পশ্চিম বাংলার দিক থেকে যে এটাকে লঘুচিত্ততার ভাব নিয়ে দেখার কোন অর্থ হয় না। এই ব্যাপারে আমার Enquiry Committeeর চেয়ারম্যানের সঙ্গে মিঃ মানসিংহের সঙ্গে আমার আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল, তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি—এবং বাংলাদেশে বহুদিন ছিলেন বলে তাঁর আমাদের সমস্যা সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা আছে—আমার কথা হচ্ছে, এই কমিটির কার্যকাল বাড়ান দরকার এবং এ সম্পর্কে আরো data নিয়ে ইংরাজীতে যাকে বলা হয়, একটা master plan নিয়ে, a master plan for control of flood in West Bengal তারজন্য একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ। শুধু রিপোর্ট পড়ে কাজের পরিকল্পনা করলেই হবে না। তারপর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে,—যে বিষয়টা নিয়ে এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে সেচ ও সেচকর। এটা প্রমাণ হয়েছে, ১৯৫৩ এবং এই বছরের ফলন থেকে এটা প্রমাণ হয়েছে যে, সরকারের তরফ থেকে যত কিছুই প্রচার করা হোকনা কেন, এখনো পযন্ত ফসল ফলে যদি বৃষ্টি হয়—তা নাহলে হয় না। সমস্ত রকম ব্যবস্থা কৃষিবিভাগে থাকা সত্ত্বেও যে বছর সুবৃষ্টি হয় ধান ফলে, অন্যকিছুর সাহায্যের দরকার নাই। আমাদের এখানে সেচব্যবস্থার ত্রুটির কথা বারে বারে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় যেক্ষেত্রে গড়পড়তা বৃষ্টিপাত ৫৫-৬০ ইঞ্চি সেখানে অন্ততঃপক্ষে দক্ষিণ অঞ্চলে, বর্ধমান বিভাগের বিভিন্ন জেলায় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হলে পর সেচের জলের কোন প্রয়োজন হয় না। সেজন্য অতীতে যে Irrigation Act ছিল, যখন লোকে স্বেচ্ছামূলকভাবে জল নিত, তখন আকাশের অবস্থার উপর নির্ভর করে জল নিত, তখন লোকের উপর development act-এ জোরপূর্বক জল চালানোর কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু এখন প্রশ্ন যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে, সেচব্যবস্থার জন্য, কি ময়ূরাক্ষী, কি দামোদরভ্যালীতে, আকাশের বৃষ্টি না থাকলে, অনাবৃষ্টি হলেতো কথাই নাই, কম বৃষ্টি হলেও, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছু কম হলে, আপনারা সেচের জল দিতে পারেননা—এটা নির্মম সত্য কথা। সেজন্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বৃষ্টি না হলে অথবা বৃষ্টি যদি কম হয় তাহলে পর কেমন করে জল পাওয়া guaranteed করতে পারেন—এটাই এখন আসল প্রশ্ন, এবং এই প্রশ্নের আলোচনার ভিতরে আমরা দেখেছি যে, দামোদরের reservoir জলের ব্যাপারে আপনারা অনেক বেশী commitment করেছেন so many commitments হয়েছে যাতে করে multipurpose scheme error purpose schemeএ পরিণত হয়েছে। সেই যে জল তার কতটা যে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠছে তাদের জন্য assure করতে হবে এবং কতটা পরিমাণ অন্যান্য ব্যাপারের জন্য assure করতে হবে এবং এগুলি করা কি বাকী থাকবে? আমরা রিপোর্টে পড়েছি এবং তাতে দেখেছি যে, আপনাদের কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে কি করে augmentation of water services হতে পারে, সেচের দিক থেকে নয়, শিল্প গড়ার দিক থেকে। আয়ার ড্যাম শেষপর্যন্ত সেচের জন্যও নয়, বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্যও নয়—বোকারোর ৪র্থ steel plant যদি হয় তাহলে প্রয়োজনীয়তায় জল সরবরাহের জন্য আয়ার পরিকল্পনা, আয়ার পরিকল্পনা বন্যানিয়ন্ত্রণ ও সেচের জন্য নয়। সেজন্য এত commitment নিয়ে আজকে যদি বড়াই করে বলেন সুন্দর সেচের ব্যবস্থা করেছেন তাহলে আমি বলব আপনি সত্যের অপলাপ করছেন, এবং একটা নির্মম ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, সমস্ত D.V.C. থাকাসত্ত্বেও যে বছর ভগবান আপনাদের বিরূপ করেন সেবছর আপনিও অক্ষম, ভগবান যদি সদয় হন তাহলে আপনাকে কেন লোকে কর দেবে? সেজন্য আমি বলব যতক্ষণ পর্যন্ত না এই গুরুতর ত্রুটি দূর করে আপনি অন্ততঃপক্ষে তাদের assure করতে পারছেন যে অনাবৃষ্টির বছরও জল দিতে পারবেন ততদিন—

তার আগে লজ্জায় মুখ দেখাবেন না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এটা আমার কথা নয়, U.N.O. যে দুইজন কৃষিবিষয়ক expert এখানে অনুসন্ধানকার্য করতে এসেছিলেন তাঁদের একজনের সাথে আমার রাজভবনে আলাপ হয়েছিল Community Development Project Boardএ আমি থাকার দরুণ তাঁরা প্রথমেই ধরেছিলেন—আপনি হয়তো হিসাব করে বলে দেবেন যে, দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে আমি এত cusee জল ছাড়লাম, কিন্তু সেই জল rail line এবং দুইধারের মাঠে গিয়ে পৌঁছাল কিনা সেটা আপনি দেখেননা, আপনি শুধু canal কেটে দিয়ে আপনার দায়িত্ব থেকে খালাস। মাদ্রাজে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখে এলাম তারা কেমন করে প্রতিটি মাঠে একএকটা drain এর মতো করে দিয়েছে যাতে প্রতিটি জমিতে জল যাচ্ছে। কিন্তু সেরকম কোন ব্যবস্থা আমাদের এখানে নাই—তার ফল হচ্ছে, এই defect এর জন্য এখনো পর্যন্ত আপনি সময়মতো ও পর্যাপ্ত পরিমাণে জল দিতে পারেননা—আপনি জল ছেড়ে দিয়েই খালাস, সেই জল জমিতে গিয়ে পৌঁছাল কিনা তা আপনি দেখেন না। আমাদের এখানে তার ব্যবস্থাও করা হয়নি। সেই ব্যবস্থা আগে হোক, প্রতিটি জমিতে জল যাক, তারপর জমির মালিকের কাছ থেকে কর আদায় করবেন। আপনাদের department এর কর্মচারীরাও কিছুই বোঝেননা, তাঁরা মাঠের নাড়া থেকে কত ধান হল আন্দাজ করেন। সুতরাং দুইদিকেই ত্রুটি—এই ত্রুটি দূর করতে হলে প্রথমতঃ অনাবৃষ্টির বছর জল guaranteed করা দরকার, দ্বিতীয়তঃ সেই জল যাতে actual fieldএ গিয়ে পৌঁছায় তার জন্য field channel করা দরকার প্রতি গ্রামে—এ না করলে আপনার সেচব্যবস্থা incomplete.

[4-10—4-20 p.m.]

এই incomplete ব্যবস্থার ভেতর আপনারা সেখানে আর টাকার কথা বলতে পারেন না। তৃতীয়তঃ একটা জিনিষ জানা দরকার যে জলকরের ব্যাপারে একটা নীতি থাকা দরকার। এখানে আপনারা যে নীতির কথা বলেছেন সেটা মারাত্মক নীতি। আমি আগে বলেছিলাম যে আপনারা এইভাবে নেবেন না। আমি বুঝি যে খরচ লেগেছে, বিদেশ থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং যে কোন দায়িত্বশীল লোক এটা বোঝে যে টাকা শোধ করতে হবে। সেজন্য বলেছিলাম যে ডি, ভি, সি-র মোট খরচ কত এবং এর দ্বারা যে যে কাজ হচ্ছে তাতে কারা কারা কি পরিমাণে উপকৃত হচ্ছে সেসব বিবেচনা করে কোন অংশের কাছ থেকে কি পরিমাণ আদায় করবেন সেটা দেখতে হবে। সেখানে বিদ্যুৎ তৈরী করছেন, চাষের জন্য জল দিচ্ছেন। কিন্তু এদিকে চাষীর অবস্থা চরমে উঠেছে। নানারকমভাবে কেন্দ্রীয় বাজেটে পরোক্ষভাবে যে করের বোঝা ৬১ কোটি টাকার মত তাদের ঘাড়ে চাপালেন তাতে সেখানে তাদের পিঠের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে এবং এর উপর যদি আরও ট্যাক্সের বোঝা তাদের উপর চাপান যায় তাহলে তাদের অবস্থা সাংঘাতিক হবে। এখানে taxationএর কোন principle নেই, তাদের taxation capacity আর আছে কিনা সেটা জাজ করতে হবে। অন্যদিকে সস্তায় বিদ্যুৎ বড় বড় শিল্পপতি যারা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে তাদের দেওয়া হচ্ছে। আমরা জানি কোলিয়ারী, রাণীগঞ্জ, ইত্যাদি সমস্ত এলাকায় এই বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে। Bengal Coal, Equitable Coal Co., সোদপুর, শিবপুর ইত্যাদি জায়গায় তারা নিজেরা পাওয়ার হাউস রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে, আর bulb purchaseএর দ্বারা তারা কোটি কোটি টাকা মুনাফা রেখে বিদ্যুৎ সাপ্লাই করছে। এখানে তাদের উপর সামান্য ১ নঃ পঃ বাড়ালে কি ক্ষতি হয়? গত বছরের বাজেটে দেখলাম ৭ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিক্রি করে তাঁরা লাভ করেছেন এবং আরও যে সমস্ত পরিকল্পনা আছে তাতে আরও অনেক কোটি টাকা শুধু বিদ্যুৎ বিক্রী করে হবে। ডি, ভি, সি থেকে যারা bulp purchase করে অর্থাৎ সেই সমস্ত শিল্পপতি যারা প্রচুর মুনাফা করছে তাদের যদি

একটু রেট বাড়ান যায় তাহলে কোন ক্ষতি হয় না। টেনিসি ভ্যালির অনুকরণ করে আপনারা এ জিনিষ করেছেন। সেই ট্যানিসি ভ্যালি বিদ্যুতের দ্বারা প্রচুর লাভ করে। আমি আপনাদের চীন সোভিয়েট ইত্যাদি দেশের কথা বলব না—কারণ এলার্জি আছে, কিন্তু আপনারা কানাডা, আমেরিক ইত্যাদি সমস্ত দেশে তারা ফ্রি জল দেয় বা নামমাত্র একটা কর ধার্য করে। Water Utilisatior Committeeর Reportএ তাঁরা বলেছেন যে এ না হলে হবে না। ইংরাজ আমলে দীর্ঘ লড়ায়ের পর বর্ধমান জেলায় ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকার যে capital expenditure এণ্ডারসান ক্যানালের জন্য সেটা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট write off করেছিলেন। সেই সময় ২॥/০ ঠিক হয়েছিল। আমর বলেছিলাম যে এই capital expenditure তাঁরা দেশের স্বার্থে করেছিলেন। কিন্তু curren expenditure অর্থাৎ প্রতি বছর ক্যানেল সিস্টেম চালু রাখতে যে খরচ হয় সেটা হিসাব করে ২॥/০ হয়েছিল। আপনারা বলছেন যে ৫·৫ লক্ষ টাকা দরকার। কিন্তু আমি বলব যে curren expenditureএর দিক থেকে বিচার করে সব ঠিক করুন।

Dr. Brindaban Behari Basu : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১৯৬১-৬২ সালের সেচ খাতের জন্য যে ব্যয়বরাদ্দের মঞ্জুরী আমাদের কাছে রাখা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যা যে এই বাজেটের একটা মোটা অংশ বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার জন্য খরচ করা হচ্ছে এবং অপরপক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা ও পুরাণো নদী-নালা, খাল প্রভৃতিগুলো যে তাদের স্বাভাবিক গতিতে সেচের এবং জল নিকাশের কাজে সাহায্য করে আসছে, তাদের দিকে অল্প গুরুত্বই দেওয়া হয়েছে আমি প্রথমে আমার বক্তব্য হাওড়া জেলার জলনিকাশ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেচ পরিকল্পনার মধ্যে রাখব এবং বলব যে হাওড়া জেলায় দামোদর নদীর যে অংশ জামালপুর থানার বেগর হানা থেকে আরম্ভ করে ভাগীরথীর মুখ পর্যন্ত গিয়েছে এবং যেটাকে নিম্ন দামোদর বলা হয় সেই অংশের মূ সংস্কার প্রয়োজন। স্যার, আপনি জানেন ১৯৫৯ সালের বন্যায় হাওড়া জেলার একটা বৃহৎ অং বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছিল এবং সেই বন্যার কারণ তদন্ত করবার জন্য যে এনকোয়ারী কমিশ গিয়েছিল তখন তাদের কাছে এই নিম্ন দামোদর সম্বন্ধে আমরা আমাদের অভিমত জানিয়েছিলাম নিম্ন দামোদরের এই অংশটিতে বালি এবং পলির স্তর পড়ে কোথাও কোথাও ক্ষেতের জমির সমা উঁচু হওয়ার ফলে কোথায় যে নদীর গতিপথ তা বোঝা যায় না এবং হাওড়া জেলার এই অংশ মোটামুটিভাবে হুগলী জেলা থেকে কিছু নিম্নস্তরে আছে বলে যখন হুগলী জেলায় অতিবৃষ্টি হয় তখ হাওড়া জেলায় বন্যা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কাজেই এইসব কারণে নিম্ন দামোদরের আমূল সংস্কা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তারপর কানা নদী হাওড়া জেলার বন্যা এবং সেচ পরিকল্পনাকে ব্যাহ করবার জন্য প্রধান দায়ী এবং এই কানা নদী তারকেশ্বর, জঙ্গীপাড়া এবং জগৎবল্লভপুরের মধ্য দি রাজাপুর ড্রেনেজ ক্যানেল পর্যন্ত গিয়েছে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্থানীয় প্রভাবশালী লোকের মাঝে মাঝে ক্রস্ বাঁধ করে জল নিয়ে নিচ্ছে এবং তার ফলে নীচে জল যায় না। তবে মাননী সেচমন্ত্রী মহাশয় যখন জগৎবল্লভপুর থানার বাঁধ উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন তখন আমরা আশ করেছিলাম যে হয়ত তাঁর এই বাধ সম্বন্ধে একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে এবং এও মনে করেছিলাম এই বাঁধ বে-আইনী হলে হয়ত ভবিষ্যতে স্থানীয় লোকের কাজে লাগবে। শুধু তাই নয়, সেখা একটা স্লুইস্ গেট করবার জন্য তাঁর কাছে এক পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছিল কারণ যে বাধ মানু ব্যবহার করছে তার উপর তো আর আইন প্রয়োগ করা যায় না। তবে এসব সত্ত্বেও একথা বল যে এতে লোকের অসুবিধা হচ্ছে কারণ নীচের অংশের মানুষরা এই বাধ থাকার জন্য জল পাচ্ছে না কাজেই সেচমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অল্পসংখ্যক বাঁধ এবং স্লুইস্ গেট করবার জন্য যে পরিকল্পনা দেও হয়েছে সেগুলো যেন তিনি বিবেচনা করেন। তারপর কেঁদুয়া প্রজেক্ট-এর কথায় আসি। কেঁদু প্রজেক্ট হাওড়া জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট এবং যেটার জন্য প্রায় ২০।২৫ বছর ধরে আন্দোল করা হচ্ছে। অবশ্য কেন্দুয়া প্রজেক্ট সাফল্যের দিকে এসেছে কিন্তু যখন থেকে এই প্রজেক্টের কা

আরম্ভ হবার কথা ছিল তাতে মন্ত্রীমহাশয় আমাদের সেটা মডিফাইড করে দিয়ে তার স্লুইস্ গেট এবং লক্ গেট বন্ধ করে দিলেন এবং তার ফলে দেখা গেল এবারে যে চাষ হয়েছিল তার ২০।২৫ একর জমি ক্ষতিগ্রস্থ হোল, অর্থাৎ বীজ অঙ্কুরিত হবার পর লোনা জল ঢুকে যাবার ফলে ধানগুলো সব নষ্ট হয়ে গেল। অবশ্য কেন্দুয়া প্রজেক্ট যখন হোল তখন আমরা এই আশঙ্কাই করেছিলাম এবং বাস্তবে আজ দেখলাম যে সেটাই হোল। তবে স্যার, কেঁদুয়া প্রজেক্টের মুখে যদি একটা লক গেট করে দেওয়া সম্ভব হোত তাহলে এবারে হাওড়া জেলা শস্য পরিপূর্ণ হোত। তারপর রাজাপুর ড্রেনেজ ক্যানেল যেটা হাওড়ার নিষ্কাশনী ক্যানেল তার আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন এবং উলুবেড়িয়ার মুখে যেখানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছে তার সংস্কারের জন্য বহুবার আলোচনা হয়েছে। তবে গত বছর হঠাৎ দেখা গেল ৫০।৬০ জন কুলি এসে তাঁবু খাটিয়ে রইল এবং কয়েক ফুট মাটি ফেলে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু এতে নিষ্কাশনী ব্যবস্থা তো হোলই না উপরন্তু গঙ্গার মুখে যে বেশী পলি পড়েছিল সেখানে জল ষ্ট্যাগ্‌নেণ্ট হয়ে রইল। তারপর হাওড়ার সরস্বতী নদীর ১০।১২ বছর পর্যন্ত কোন সংস্কার করা হয়নি অথচ এটা হাওড়ার একটা বিরাট এলাকা এবং সদর সাবডিভিসন-এর সেচের কাজে সহায়তা করে। সুতরাং আজ আমি এইসব দিকে মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া হাওড়া ড্রেনেজ স্কীম এবং হাওড়া ও হাওড়া শহরতলীর ময়লা নিষ্কাশনী চ্যানেল সম্বন্ধেও বহুবার সরকারের কাছে বলা হয়েছে।

[4-20—4-30 p.m.]

মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের তরফ থেকে যেটার একটা আমূল সংস্কার করা দরকার সে সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কিছু করা হয়নি। ইদানীং হাওড়ার কয়েকটা অংশে সেচের জন্য ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় কতখানি জমি সেচ পরিকল্পনার মধ্যে আসছে, কি ট্যাক্স তার উপর ধার্য করা হবে এ সম্বন্ধে স্থানীয়ভাবে বি, ডি, ও-র মারফৎ সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়নি। আগামী শুকনার সময় কৃষকরা যে পরিমাণ সেচ তা থেকে পেতে পারে সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা তাদের মধ্যে আসেনি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার জন্য স্থানীয় ডেভেলপমেন্টের মারফৎ যে সমস্ত পরিকল্পনা আছে গত বছর বাজেটে দেখা গেছে জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড় ব্লকের মধ্যে এত অল্প টাকা ধার্য করা হয়েছে যারজন্য ছোটখাট সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। ছোট ছোট ডেভেলপমেণ্ট পরিকল্পনা যেগুলি কন্ট্রিবিউটরী মেথডে হচ্ছে সেগুলি সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করার জন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। মোটামুটিভাবে এই বাজেট জনসাধারণের কল্যাণ করতে পারবে বলে আশা করা যায় না। সেজন্য এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shrimati Labanya Prova Ghosh : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কোনো স্বাধীন দেশে যখন বড় বড় পরিকল্পনা গৃহীত হয় তখন সেইগুলি আমলাতান্ত্রিক জবরদস্তি ও লাঠির জোরে জনমতের বিরুদ্ধে গ্রহণ করতে হয় না। তার প্রয়োজনীয়তা জনগণকে বুঝিয়ে—জনমতের অনুকূলে তাদের সানন্দ সম্মতি অর্জন করে তার কাজ সহজে অগ্রসর করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আমরা দু' একটি পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত হলাম—যার ধারা অগ্রসর হয়েছে জনমতকে তিক্ত এবং জনচিত্তকে ভীতিগ্রস্ত করেই আমাদের রাজ্য সরকারের কাজের ধারাই স্বতন্ত্র দেখছি। কাঁসাই পরিকল্পনার দুটি ক্ষেত্রেই দেখলুম একদিকে জাতীয় কল্যাণের নামে সরকারী মুগুর, দণ্ড, লাঠি ও সড়কী আবির্ভূত হয়েছে—অন্যদিকে ভীতিগ্রস্ত মরিয়া মানুষের দল ক্ষিপ্ত হয়ে আন্দোলন করছে, মাটি আঁকড়ে সরকারকে অভিশাপ দিচ্ছে, সত্যাগ্রহ করছে, আর তার ওপর সরকারী বুটজুতো পড়ছে। কাজের

তো এ আদৌ বাঞ্ছিত ধারা নয়। চিরদিনকার চির চেনা চির অভ্যেসের মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া সোজা কথা নয়। মানুষ তিল তিল করে নিজের বাস্তুকে আশ্রয় করে দুঃখের ধনসম্পদ আশা আকাঙ্খা গড়ে তুলেছে—সেই বাস্তু থেকে উচ্ছেদ হয়ে চলে যাওয়া যে কত মর্মান্তিক ব্যাপার তা ভুক্তভোগীই জানে। উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়ে মানুষ যদি ক্ষিপ্ত হয়, মরিয়া হয়—তার প্রতি দরদ নিয়ে সরকারকে অগ্রসর হতে হবে, লাঠি নিয়ে নয়। কাঁসাই পরিকল্পনায় পুঞ্চা প্রভৃতি থানার কিছু গ্রাম জলমগ্ন হবে এই সংবাদে এ অঞ্চলের মানুষ যখন ব্যাকুল হয়ে ছুটোছুটি করছিল তখন তাকে বোঝাবার আশ্বাস দেবার কোনো সরকারী চেষ্টাই হয়নি। যা ঘটবে তারচেয়েও অনেক বেশী ক্ষতির গুজব বহুস্থানের মানুষকে আন্দোলিত করেছিল। কিন্তু তাদের প্রতি দরদ নিয়ে তাদের কাছে যাওয়া দূরে থাক সরকারী কর্মচারীদের অবাঞ্ছিত আচরণ অবস্থাকে আরও বিভ্রান্তিজনক ও সংঘাতের সম্ভাবনা পূর্ণ করে তুলেছিল। আমাদের মধ্যস্থতায় যদিও অনেকখানি শান্তির পরিবেশ দেখা দিয়েছে কিন্তু সুষ্ঠু ও সহানুভূতিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা শৃঙ্খলাপূর্ণ পুনর্বাসন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত—সম্পূর্ণ শান্তির পরিবেশ হতে পারে না। এসব সাধারণ ব্যাপার যা সহৃদয়তার সঙ্গে সহজে ব্যবস্থা করা চলে সেগুলি সম্পর্কেও সরকারীপক্ষের অনর্থক উপদ্রব-সৃষ্টির ধারা মানুষকে সরকারের প্রতি সবিশেষ তিক্ত ও বিরক্ত করে রেখেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের দাবীর প্রতি কর্তৃপক্ষের মনোযোগ থাকা প্রয়োজন। বাঁকুড়া জেলার সীমানায় কাঁসাই-এর যে পরিকল্পনা হচ্ছে তার ফলে পুরুলিয়া জেলার অনেকগুলি গ্রামও সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই কাঁসাই পরিকল্পনা নিয়ে ক'দিন আগে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীরা সত্যাগ্রহে অগ্রসর হয়েছিলেন। এসব ব্যাপারে এইরকম পরিস্থিতির উদ্ভবই বা কেন হবে? এসব গ্রামবাসী তাঁদের অভিযোগ জানাবার জন্যে সম্প্রতি আমাদের ডেকেছেন।

আমরা আশা করি, সরকার ও আমাদের সকলের যোগাযোগে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে।

পরিকল্পনা যেমন করতে হবে, তেমনি তা সুষ্ঠু চিন্তাধারায় জনমতগঠনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই করতে হবে।

ইংরেজের আমল গেছে, কিন্তু তার লাঠি-সড়কীর আমলের ধারা আজও যাবে না—এ সত্যিই ক্ষোভের এবং দুঃখের।

Shri Haran Chandra Mondal : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সেচমন্ত্রী ৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী মঞ্জুরের জন্য আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন সেই প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করছি। এই ৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার মধ্যে ডি-ভি-সি'র খরচ হচ্ছে ৫ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা, বাকী টাকাটা অন্যান্য খাতে খরচ হচ্ছে। দেখা যায় পশ্চিমবাংলার একটা বৃহৎ অংশ সুন্দরবন অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থা নেই। সেখানে বাঁধের জন্য এবং জল নিকাশীর জন্য টাকা খরচ হয়, স্লুইস গেট প্রভৃতি মেরামতের জন্য খরচ হয় কিন্তু সেখানে ডেভেলপমেণ্টে যে টাকা খরচ হয় তাতে অর্থের অপচয় হচ্ছে—সরকারী অর্থ ঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না। বাঁধ মেরামতের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সরকার প্রতি বছর যে পরিকল্পনা নেয় সেই পরিকল্পনায় জুন মাস থেকে আরম্ভ করে গোটা বর্ষাকালে বাঁধ মেরামতের কাজ হয়। এটা কারো অবিদিত নয় যে নরম মাটিতে বাঁধ দিলে বাঁধ ধ্বসে পড়ে যায় এবং যেসমস্ত কনট্রাকটররা এই-সমস্ত কাজ করে তারা যেমন-তেমন করে বাঁধে মাটি দিয়ে খাতায় কলমে মেজারমেণ্ট দিয়ে টাকা তুলে নিয়ে চলে যায়। বাস্তব অবস্থায় দেখা যায় যে বাঁধগুলি ঠিকমত হয় না এবং সেজন্য প্রতি বছর

বিভিন্ন জায়গায় সেগুলি ভেঙ্গে যায় এবং এই ভাঙ্গার ফলে ফসল নষ্ট হয়। সরকারী দপ্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে সেইসমস্ত কথা বলতে আসলে তাঁরা বড় বড় কথা শুনিয়ে দেন—আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি, ইঞ্জিনীয়ারদের সংগে পরামর্শ করছি কি হবে না হবে সে-সম্বন্ধে। আমি কয়েকবার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলাম যে সাতজেলিয়া বাণী খাল, দত্তনদীর বাঁধ ও বাসন্তী ইউনিয়নের নারায়ণতলি খাল এই কয়েকটা খালে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যদি বাঁধ করে দেয়া যায় তাহলে হাজার হাজার বিঘা ধানী জমি সেখানে বেরোয় এবং প্রতিটা খালে ৮।১০ মাইল করে মেনটেনান্স কষ্ট্ বেঁচে যায়—সেবিষয়ে কোন লক্ষ্য নেই। কেবল বড় বড় বুলি আওড়ে তাঁরা বহাল তবিয়তে আছেন। জলনিকাশী ব্যবস্থাগুলি ঠিকমত হচ্ছে না এবং যেসমস্ত কনট্রাকটর মারফৎ স্লুইস গেট নির্মাণ হচ্ছে তারা লোনাজল দিয়ে মাটী জমাট করে। কাজেই সেগুলি বেশীদিন থাকে না। অনেক জায়গায় দেখা যায় যে সিমেণ্টের পরিবর্তে তারা সেগুলি কাদা দিয়ে গেথেছে। এইভাবে একদিক দিয়ে কাদা দিয়ে গাথছে, অন্যদিকে চুরি হচ্ছে। সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো যে জল নিকাশের জন্য বা বাঁধ মেরামতের জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে যে টাকা খরচ হচ্ছে সেদিকে আপনারা যদি একটু সুনজরে তাকিয়ে কাজ করেন তাহলে কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। আমরা দেখেছি জমিদারের আমলে এত বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, বড় বড মাথা ছিল না। তারা নিজেদের কর্মচারী নিয়ে গ্রাম্য মোড়লদের পরামর্শক্রমে কাজ করতো। আমার মনে হয় এইসমস্ত ওভারসীয়ার, সার্ভেয়ার যেসমস্ত যুবক ছেলেরা আছে তাদের বাঁধ সম্বন্ধে কোন আইডিয়া নেই। স্টুডেন্ট লাইফ থেকে বেরিয়ে তারা চাকরী পায়। যাহোক এর দ্বারা সরকার কিছুটা বেকার সমস্যা যোগাচ্ছেন, তারা কিছুদিন খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে কিন্তু তাদের যে কাজ করা দরকার সে কাজ তারা করে না। কোন কনট্রাক্টর যদি সৎলোক হিসাবে কাজকর্ম করতে চায় তাহলে সেখানে ঘুষ না দিতে পারলে তার বিরুদ্ধে কেস ঠুকে দিয়ে বসে থাকে। কাজেই এইসমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যারা সৎলোক যারা ঠিকমত কাজকর্ম বোঝে তারা এইসব কাজে যেতে চায় না। কাজেই অসৎ লোকেরা সেখানে সরকারের দরজায় গিয়ে ভীড় জমাচ্ছে এবং তাদেরই কনট্রাক্ট দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থা চলছে!

[4-30 - 4-40 p.m.]

সেইজন্য বলছি আজকে আপনারা যে বড় বড় বুলি আওড়িয়েছেন, তার দ্বারা কিছুই হবে না। আপনি বাস্তব অবস্থা দেখুন। এই জলনিকাশী, বাঁধবন্দী, বাঁধ মেরামত ও সেচ পরিকল্পনা ইত্যাদি যা গ্রহণ করেছেন, তা যদি আপনারা স্থানীয় লোকের সংগে পরামর্শ করে, সাধারণের সংগে যোগাযোগের ভিত্তিতে করতে পারেন, তাহলে এইসমস্তগুলি হতে পারে। এখানে পার্টি পলিটিক্স নিয়ে চললে হবে না। গত ২৭।২।৬১ তারিখে গোসাবা ইউনিয়নের একটা জায়গার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। সেই বাঁধ এখনো বাঁধা হয় নাই। কংগ্রেসপক্ষের ওয়ার্কার অবিনাশ মণ্ডল, ধীরেণ মণ্ডল এ-ব্যাপারে চেষ্টা করছেন। সুধাংশু মৌজা ও দয়াপুর মৌজা এখনো জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। এজন্য দরখাস্তও দেওয়া হচ্ছে। এইসমস্ত ব্যাপার যদি আপনারা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা না করেন, তাহলে দেশের মধ্যে অশান্তি হবে, বাঁধবন্দীও ভালভাবে হবে না। তাছাড়া দেশের লোকের অবস্থাও খারাপ। এইসমস্ত ব্যাপারের জন্য আমরা অনেকবার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এসেছি। কিন্তু তিনি কিছু করবেন বলেও করেন নাই। এক কবিরাজ ছিল—রোগী যখন শ্লেষ্মায় ঘড়ঘড় করছে, তখন বলা হলো এখন উপায় কি? কবিরাজ মশায় বললেন—রস গ্রহণ হবে ধীরে ধীরে। মন্ত্রী মহাশয়ও রস ধীরে ধীরে গ্রহণ করছেন। এতে সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু হবে না। দয়া করে আপনারা

দেশের দিকে একটু তাকান। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের হাজার হাজার লোক মিছিল করে এসেমব্লী হাউসের দিকে এসেছে। তাদের দাবী সাড়ে ছয় টাকা যে ক্যানেল কর ছিল, সেটা আজ দশ টাকা করা হয়েছে। এই দশ টাকা কর তারা দিতে পারছে না। অধিকন্তু ১৩৬৫-৬৬ সালে দু-বছর অনাবৃষ্টি হয় ও দামোদরের জল এসে তাদের ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। আজ তাদের ঘরে খাবার নাই। তার উপর তাদের প্রেসার দেওয়া হচ্ছে, সার্টিফিকেট জারী করা হচ্ছে সেই কর আদায় করার জন্য। তাই তারা মিছিল করে এসেছে। বহু আবেদন নিবেদন করে করেও কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে না। কৃষকরা দলে দলে গ্রাম থেকে মিছিল করে এসেছে। আপনি তাদের ঐ কর রেহাই করুন, দু-বছরের বকেয়া কর মকুব করুন। আর দশ টাকা কর না ধরে ৫৲ টাকা ধরুন। যাতে অর্থের অপচয় না হয়—দেশের লোকও বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। গরীবের ছেলেরা চাকরী নিয়েছে, আজ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হচ্ছে—তারা দেশের ক্ষতি করছে। এটা চেক্ দেওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষতি করার মূল কারণ হচ্ছে সরকার। সরকার যদি এসম্বন্ধে সুব্যবস্থা করেন ভাল হয়। সরকারের সুপ্রীম অথরিটীর যদি মিশনারী স্পিরিটে কাজ করার ইচ্ছা থাকতো, তাহলে কি এই ছোটখাট কর্মচারীরা চুরি করতে পারে? আমি পাড়াগাঁর চাষী, আমি অন্যান্য বক্তাদের মত গরম গরম বক্তৃতা দিতে পারবো না। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো—যাতে ভাল-ভাবে সমস্ত দিকগুলি বিচার করে দেখেন এবং দেশের দেশের মানুষের যাতে উপকার হয়, সেই বাঁধবন্দীগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য যেন তিনি সুব্যবস্থা করেন।

শ্রদ্ধেয় হেমন্তবাবু যে কাট্ মোশান দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন—সুন্দরবনের ২২০০ মাইল পাকা বাঁধ করার কথা। আমি তা বলছি না। সেখানে পাকা বাঁধ হতে পারে না। কারণ লোনা জলের লোনা নদীর ভাঙনে তা ঠিক থাকতে পারে না—নষ্ট হয়ে যাবে। কাঁচা বাঁধ ঠিকমত maintenance করা গেলে হতে পারে। আগে ওখানে fertilise worker হিসেবে প্রতি মাইলে একজন করে বেলদার ছিল; আপনারা সেখানে ৫।৭ মাইল অন্তর একজন বেলদার। তাদের ৬ মাসের চাকরী। তারা ঠিকমত কাজ করতে পারছে না। এখানে বাঁধরক্ষার জন্য বরাবরের জন্য বেলদার নিযুক্ত করা উচিত। যখন কে. পি. সেন আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁর কাছে এই বাঁধের ব্যাপারে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন আমি ১২ বছর বসিরহাটে সাব-ডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, আমি সুন্দরবনের ব্যাপার সব জানি—কি করে সেখানে কাজ করতে হয়।

Shri Rajkrishna Mondal: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ দাবী করেছেন, সেটা আমি সমর্থন করতে উঠে সুন্দরবন সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলতে চাই। সুন্দরবনে ২২ শো মাইল বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করে সরকার যে ফসল করেছেন, সেটা খুবই সন্তোষজনক হয়েছে। বিশেষ করে এবছর গড়ে প্রায় দশ মণ করে ফসল হয়েছে। এই বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে তিন জায়গায় বাঁধ ভেঙেছে উনি বলেছেন, আর সব জায়গার বাঁধ ঠিক আছে। মাঝে মাঝে কোথাও বঁধ ভাঙলেও তৎক্ষণাৎ সেটা মেরামত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

এই বাঁধ ইরিগেশনের হাতে এসেছে গত এপ্রিল মাসে এবং তারপর ইরিগেশন দপ্তর থেকে এই বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১ কোটি ৪২ লক্ষ ২২ হাজার ৫৪২ টাকা ব্যয় করেছেন। আর এখানে যেসমস্ত পুরাণ স্লুইস গেট আছে সেগুলি রিপেয়ার করবার জন্য ৫৮ লক্ষ ১২ হাজার ৩৯৬ টাকা ব্যয় করেছেন। তাছাড়া এখানে তিনটা স্লুয়েজ বক্স যা করা হয়েছে, তার জন্য ৪২ লক্ষ ৫৯ হাজার ১১ টাকা খরচ করা হয়েছে। এই যে সুন্দরবনে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে তার জন্য মোট ব্যয় সরকারের ইরিগেশন দপ্তর থেকে করা হয়েছে ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৮৮ টাকা; আর এবছর সেখানে বরাদ্দ হয়েছে ৫৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫০০ টাকা। এই যে ২২ শো মাইল বাঁধ, এই

২২ শো মাইল বাঁধকে কমান যেতে পারে। তার মধ্যে অর্ধেকের বেশী ছোট ছোট খাল আছে তার দু-ধার দিয়ে। এই খালের মুখগুলি যদি ভরাট করে বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে অনেকখানি জমি reclaim হয়ে যেতে পারে এবং তাতে ফসলও বাড়তে পারে। At the same time এইসব বাঁধও অনেকখানি কমে যাবে। এই কাজে সরকার মন দিয়েছেন, এই কাজ দ্রুত হওয়া দরকার। সুন্দরবনে বাঁধ প্রতি বছর করা হয়, এর জন্য একটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন; এবং তা করতে গেলে আমার suggestion হচ্ছে এই সুন্দরবনে বাঁধ করবার পরে, তার ধার দিয়ে যদি বন লাগান যায় এবং সেই বন যদি সংরক্ষণ করা যায় তাহলে প্রতি বৎসর সেখানে বাঁধ দেবার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য বন রাখবার জন্য বন সৃষ্টি বিভাগের দপ্তর থাকলেও কৃষি ও সেচমন্ত্রী উভয়ে এর সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেইজন্য উভয় দপ্তর মিলে যদি বন সৃষ্টি করা যায় বাঁধের দু-ধার দিয়ে তাহলে অনেক বাঁধ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এই হচ্ছে আমার অনুরোধ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে। সুন্দরবনের ফসল আমরা আরও যাতে বাড়াতে পারি সেদিকে সরকারকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। প্রতি বছরের ফসল দেখে মনে হয়, সেটা আরও বাড়ান যেতে পারে। সুন্দরবনে যেসমস্ত খাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, জল-নিকাশী খাল, সেই খালগুলি ভালভাবে খনন করা প্রয়োজন। সেই খালগুলি আগে থেকে যদি খনন করা যায় তাহলে আরও ফলন বেড়ে যাবে। এই খাল খননের কাজ, অবশ্য, সরকার কিছু কিছু করছেন; কিন্তু এবিষয়ে আরও বেশী করে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, যাতে করে আগামী বৎসর সেখান থেকে আরও অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করা যায়।

[4-40—4-50 p.m.]

আর সুন্দরবনে উঁচুনীচু জমি আছে। জমিদার বাঁধের প্রচলন করেছিল আমরা জানি। সেই উঁচুনীচু জমির মাঝখান দিয়ে বাঁধ দিয়ে জমি সংরক্ষণ করা হত। উঁচু জমিতেও ফসল হতে পারে cross বাঁধ দিয়ে। জমিদারী প্রথা চলে যাবার পর cross বাঁধ দেওয়া হয় না। Irrigation Department নদীর বাঁধ করছে, T. R. work-এও কিছু কিছু বাঁধ হচ্ছে কিন্তু সেগুলো যথেষ্ট নয়। সেজন্য Irrigation দপ্তর থেকে মাঠে cross বাঁধ দিয়ে ফসল রক্ষা একান্ত প্রয়োজন। Cross বাঁধ সৃষ্টি করে আর একটা উপকার হয়। জমির একটা অংশে লবণাক্ত জল ঢুকলেও অন্য অংশে সেই জল না যাবার ফলে ফলন পাওয়া যেতে পারে। লবণাক্ত জল থেকে রক্ষা পেতে হলে cross বাঁধ দেওয়া দরকার। আমরা দেখেছি এইসমস্ত অঞ্চলে নদীর বাঁধ যদি দৈবদুর্বিপাকে ভেঙ্গে যায় তাহলে ২০।২৫ স্কোয়ার মাইল লবণজলে ভেসে যায় তাতে অনেক জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু cross বাঁধ দিলে এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় না। সেজন্য সরকারের কাছে cross বাঁধ দেবার জন্য অনুরোধ করছি। Sluice gate যেসমস্ত আছে তা রক্ষা করার চেষ্টা হচ্ছে তাতে ফলন ভাল হয় কিন্তু এটা sufficient নয়, আরও বেশী করে বসানো প্রয়োজন। যেসমস্ত sluice gate মাটির নীচে চলে গেছে সেগুলি আবার করা দরকার। যা করা হয়েছে তার চেয়ে আরও বেশী প্রয়োজন। অবশ্য তারজন্য টাকা বরাদ্দ করা আছে কিন্তু সেটা sufficient বলে আমার মনে হয় না। আজকে আমার বন্ধু সদস্য হারাণচন্দ্র মণ্ডল বলেছেন যে cement এর পরিবর্তে কাদা দিয়ে contractor sluice gate তৈরী নাকি করেছে। তা যদি হয় তো আমি বুঝতে পাচ্ছিনা সত্যই সেই অঞ্চল ঘুরে যদি তিনি এরকম ঘটনা পেয়ে থাকেন সেই ঘটনা কেন সরকারের কাছে জানাননি তিনি সরকারের নজরে আনতে পারতেন এনেছেন কিনা জানিনা। এরকম ঘটনা সরকারের নজরে আনা উচিত ছিল।

আর একটা জিনিস হচ্ছে দৈবদুর্বিপাকে যে সমস্ত বাঁধবন্দী সুন্দরবনে ভাঙ্গে তারজন্য executive

দপ্তরের স্থানান্তরিত হওয়া দরকার। প্রতি মহলে প্রতি বিভাগের executive সেখানে থা দরকার যাতে দুর্ঘটনা ঘটলে নোটিস আসামাত্র সেখানে কাজ হতে পারে সেজন্য executive দ মফঃস্বলে হওয়া প্রয়োজন। কিছু কিছু হচ্ছে কিন্তু থাকবার জায়গা নাই বলে কিছুদিন থেকে চ আসে। আমি তাই তাদের জন্য বাড়ী করতে বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Deputation of peasants about remission of water rate

Shri Hemanta Kumar Basu: Sir, বীরভূম-মুর্শিদাবাদ ক্যানেল কর প্রতির কমিটি; বীরভূম কৃষি সংকট প্রতিরোধ কমিটি; এবং যুক্ত কৃষকসভা ও অগ্রগামী কৃষকসভার প্রতিনিধি এবং প্রায় ২।৩ শত কৃষক তারা সরকারের কাছে এই Assemblyতে এসেছে, তা উপর যে অত্যধিক কর কর ধার্য করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করার জন্য এবং কর যাতে কমে দাবী নিয়ে এখানে এসেছে। তাছাড়া তাদের উপর যে certificate জারী করা হচ্ছে তা করার জন্যও তারা দাবী নিয়ে এসেছে। অজয়বাবুর কাছে তারা এই বিষয় একটা memorandu দিতে চায়।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, এদের মধ্যে অনেকে হেঁটে এসে অনেকে ট্রেনে এসেছে, ঐ memorandumটা মন্ত্রীমহাশয়কে দেবার জন্য।

Demand for Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation, etc. an Demand for Grant No. 46, Major Head: 80A-Capital outla on Multipurpose River Schemes etc.

Shri Gangadhar Naskar: মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সদস্য হারাণ মণ্ডল মহাশ সুন্দরবন অঞ্চলে যে ২২ শত square mile রাস্তা পাকা করবার কথা বলেছেন সেটা ঠিক ন তা এই cut motion দেখলেই বুঝতে পারবেন। স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আ সেচ মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সোনারপুর আড়াপাচ পরিকল্পনায় সেখা ৫০ square mile স্থানের জল নিকাশের ব্যবস্থা করার কথা হয়েছিল কিন্তু সেই জলনিকাশের ব্যব যা করা হচ্ছে তাতে তা কার্যকরী হবে না। কারণ আজকে সেখানে এক কেলেঙ্কারী দেখছি ক্যানিং অঞ্চলের উত্তরভাগে pump machine দিয়ে জল নিকাশ করছেন। লক্ষ লক্ষ টা খরচ করে সেখানে ডাবর গেট্ করেছিলেন সেই ডাবর গেট্ অচল হয়ে গেল। ক্যানিং-র সম অঞ্চলে গত বৎসর উত্তর দিকে pump machine দিয়ে জল বের করবার চেষ্টা হয়েছিল এ বারইপুর, সোনারপুর অঞ্চলে জল নিকাশ একেবারেই হয়নি। যার ফলে এখানে ১০ লক্ষ বি জমি পতিত হয়ে আছে। ভাঙ্গড়ের একটা অংশে এবং গড়নবেড়ে অঞ্চলে pump দিয়ে সেচ বিভা কাজ সমাধান করছেন। ডায়মণ্ডহারবারে যে sluice gate আছে সে gate মেরামত ক হয় না। সেই অঞ্চলেও জল pump machine দিয়ে বের করতে হয়। এবং যে জল বের ক হচ্ছে তা সেই pumpর মুখের খাল ভরাট হয়ে যাবার জন্য এই জল অন্য Unionএ চলে যা এর ফলে সেচকার্য ঠিকমত হয় না। আর একটা কথা হচ্ছে, যে দুইটি বন্যা হয়ে গেল তার ম দেখছি যে অতি বৃষ্টি হলে সেই সেচব্যবস্থা কোন কাজে আসে না। ১৯৫৮ সালে যখন অতিবৃ হল তখন জল নিকাশ হয়নি যার ফলে সেই জল ঘর-বাড়ীতে ঢুকে গিয়েছিল এবং বহু ফসল হয়েছিল। ১৯৫৯ সালেও এই pump চালু ছিলনা যার ফলে হাজার হাজার বিঘা জমি নষ্ট হয়েছি এবং ঘরবাড়ী নষ্ট হয়েছিল যার জন্য তাদের আবার relief দিতে হয়েছিল। আর কয়েক বৎস পর এই pump অচল হয়ে যায়। তারপর পিয়ালী ও বিদ্যাধরী নদীর সংস্কার না করার জন্য এ নদীতে চড়া পড়ে গিয়েছে।

[4-50—5-10 p.m.]

বর্ষার সময় জলে ভর্তি হয়ে যায়, অতিবৃষ্টি হলে জলে ভর্তি হয়ে যায়, সেজন্য কিছুদিন পরে দেখবেন এই পাম্পিং মেসিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে যদি পিয়ালী নদী সংস্কার করা না হয় এবং সাথে সাথে দুইধারের রাস্তা মেরামত না করা হয়। এজন্য নদীর গভীরতাও বৃদ্ধি করা দরকার। গতবৎসর আমি আঞ্চলিক ভিত্তিতে বাঁধ দেবার কথা বলেছিলাম, কারণ একজায়গার জল আরেক জায়গায় গিয়ে ক্ষতি করে। আর ৩০ ভাগ জমিই নীচু, উঁচু জমির জল নীচে থেকে এসে ধান নষ্ট করে দেয়। আঞ্চলিক ভিত্তিতে বাঁধ দিলে অনেক জমি রক্ষা পেতে পারে। পিয়ালী নদী সংস্কার না হলে pumping machine কিছুতেই চালু হবে না। ডাবুং গেট অবিলম্বে সংস্কার করা না হলে ক্যানেল অঞ্চলে ১০১ স্কোয়ার মাইল এলেকার জলনিষ্কাশন করার ক্ষমতা পাম্পিং মেসিনের নাই। আমি এদিকে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এটা সংস্কার না করার জন্য ক্যানিং নদীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এবার আমি কলকাতা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলব। কর্পোরেশনের যে খাল সেই খাল গতবৎসর সংস্কার করা হয়েছিল। এর তলা পলিমাটি পড়ে আশেপাশের চাষের জমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। কলকাতা সহরে সামনের কয়েক বৎসরের মধ্যে জলসরবরাহ সঙ্কটাকার ধারণ করবে। বিদ্যাধরী নদীতে চর পড়ে গিয়েছে, তার মানে একমাত্র কর্পোরেশন খাল দিয়ে জলনিকাশ হতে পারে। কর্পোরেশন খাল এবং বিদ্যাধরী মজে গিয়েছে। সুন্দরবনের নদীগুলি থেকে বর্ষাকালে খালকাটা হয়—যেসব contractorদের এসব খালকাটার জন্য দেওয়া তারা অধিকাংশ টাকা পকেটস্থ করে। ছোট ছোট সেচপ্রথা চালু করার জন্য এখানে বহুবার বলা হয়েছে। ছোট ছোট খাল কাটা হলে আমাদের অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ ফসল উৎপাদন হতে পারে। গত দশ বৎসর ধরে এই সেচবিভাগ চালু আছে, কিন্তু সেচব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে কি? ১৯৫৯।৬০ সালে যে শস্যহানি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। শেষে আমি একথা বলব যে, ছোটখাট নদী ও খালবিল সংস্কারের দিকে যেন বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়। আমি সেচবিভাগের মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, অবিলম্বে যদি না সেচপ্রথা ভালভাবে কার্য করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহলে বাংলাদেশ অচিরে দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হবে।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[After Adjournment]

[5-10—5-20 p.m.]

Shri Natendra Nath Das : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচবিভাগে Development খাতে মোট টাকা বরাদ্দ ছিল ১ কোটী ৩১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ অংশে এসে আমাদের খরচ দাঁড়িয়েছে ১ কোটী ৫ লক্ষ টাকা মাত্র, অর্থাৎ ২৬ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ব্যয় হল না। আমি আশা করি সেচমন্ত্রী মহাশয় আলোকপাত করবেন কেন এই টাকা ব্যয়িত হল না। তারপর, ১৯৬০-৬১ সালেও দেখছি development কাজের প্রায় ৬০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল, বাকী টাকা ব্যয় করা হল না। নদী নালা, খাল বিল সংস্কারের জন্য এই বিধানসভায় আমাদের তরফ থেকে বহুবার দাবী করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি সরকার আমাদের কোন কথায় কর্ণপাত করেন না। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় কেলেঘাই নদী সংস্কারের জন্য আমরা বহুবার দাবী উত্থাপন করেছি, এই নদীটা আমাদের

বাল্যাবস্থা থেকে আমরা দেখছি লোকের কাছে দুঃস্বপ্নের মত হয়ে আছে। ভগবানপুর ও পটাশপুর থানা ৩।৪ বছর অন্তর এই নদীর জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায়। উপর থেকে মাটি গড়িয়ে এসে এই নদীর lend উঁচু করে দিয়েছে যার ফলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে নদী সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে সেখানে সামান্য জোরে উপর থেকে জল এলে, বা একটু বেশী বর্ষা হলে কেলেঘাই danger level পেরিয়ে যায়। অথচ একটা canal কেটে কেলেঘাই-এর জল যদি রসুলপুর নদীতে ফেলা হত এবং নদী সংযত করা হত তাহলে পার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চলে প্রচুর রবিশস্য উৎপন্ন হত এবং মাছের চাষও করা সম্ভব হত। কিন্তু সরকার সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না।

কিন্তু সেদিকে সরকারের দৃষ্টি নেই। তারপর কাঁথি বেসিন, দুগ্ধা বেসিনের কথা বহুবার এখানে আলোচনা করেছি। আমরা দেখছি কাঁথি বেসিন ও ময়না বেসিনকে সেচমন্ত্রী মহাশয় 3rd 5 yr. plan এর মধ্যে দিয়েছেন। কিন্তু এটা বোধ হয় সামনে ইলেকশান বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ ১৯৬১-৬২, ১৯৬২-৬৩ সালে কিছু নেই, অথচ ১৯৬৩-৬৪ সালের কাঁথি বেসিনের জন্য টোটাল ৮ লক্ষ টাকা এবং ময়না বেসিনের জন্য টোটাল ৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ তমলুকে ৮ লক্ষ টাকা এবং ময়না ৮ লক্ষ টাকা। এ সবই ইলেকসানের জন্য করা হবে এবং লোককে বলা হবে যে আমরা এটা করব তোমরা কংগ্রেসকে ভোট দাও। যাই হোক কাঁথি ও ময়না বেসিনের বিষয়ে কিছু আশা পাওয়া গেল কিন্তু যে দুগ্ধা বেসিন সম্বন্ধে ভুবনবাবু বারবার চীৎকার করেন এবং আমিও প্রতি বৎসর বলি, অথচ সে-সম্পর্কে কিছু দেখছি না। সরকারী মতে এটা স্বীকৃত হয়েছে যে ২৩ স্কোয়ার মাইলের বেশী জায়গা এর দ্বারা উপকৃত, কিন্তু শুনলে অবাক হবেন যে গত বৎসর এখানে কোন ফসল হয়নি এবং এবৎসরও দুগ্ধা বেসিন এরিয়ায় একটুও ফসল হয়নি। এই দুগ্ধা বেসিন থেকে জেলা প্রতিনিধি—অর্থাৎ ডেপুটেশান—সেচমন্ত্রীর কাছে এসেছিল প্রতিকারের প্রার্থনা নিয়ে তখন তিনি বলেছিলেন যে এখানে ধানচাষ হবে না, মাছ চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে যে জায়গা শুকিয়ে যায় সেখানে মাছ চাষের পরিকল্পনা তিনি কি করে নিলেন আমি বুঝতে পারি না। মগরা, আমরাই, বাধিয়া ইত্যাদি জায়গায় উপর্যুপরি ৩ বছর কোন ফসল হয়নি। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে এবিষয়ে কোন প্রতিকারের আশা করা যায় না। সরকার থেকে ব্যয় করতে পারছেন না বলে প্রতি বৎসর টাকা ফিরে যাচ্ছে, অথচ দুগ্ধার জল নিকাশের কোন ব্যবস্থাই তারা করলেন না। এই দুগ্ধা বেসিনের জন্য আমাদের District Development Committee বলেছিল যে ৫৮ লক্ষ টাকা খরচ করে কুঁদি এবং ভেকুয়া এই দুটো নদী দিয়ে জল নিয়ে যাওয়া হয় এবং বালিঘাই খালের silt clear করা হয় এবং ১২ মাইল সমুদ্র পর্যন্ত যে ক্যানেল গেছে সেটাকে widen করে যদি সমুদ্র পর্যন্ত চালু করা হয় তাহলে ২৮টা গ্রাম নিয়ে ২০ হাজার একর যে জমির কিছু সুরাহা হতে পারে এবং ফসল হতে পারে। এটা যদি করা হোত তাহলে এই যে বহু লোক সেখানকার উদ্বাস্তু হয়ে গেল, মারা গেল, উঠে চলে গেল—তা হোত না। আমরা আশা করেছিলাম যে সেচমন্ত্রী মহাশয় মেদিনীপুরের লোক হয়ে এদিকে দৃষ্টি দেবেন, কিন্তু তিনি তা না দেখাতে আমরা দুঃখিত। 2nd 5 yr. plan শেষ হয়ে গেল, 3rd 5 yr. plan-এ Contai, ময়নার নাম পেলাম, কিন্তু দুগ্ধার কোন নাম পেলাম না। মানসিং কমিটি যখন গিয়েছিল তখন তাঁদের কাছে সব বলা হয়েছিল। যাই হোক, এবিষয়ে যদি তিনি একটু দৃষ্টি দেন তাহলে প্রভূত কল্যাণ উনি করবেন। তারপর আর একটা কথা হচ্ছে যে Contractorকে দিয়ে সেখানে যেসমস্ত কাটান হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে মাটি কেটে তারা খালের উপরেই রেখে দেয় এবং তার ফলে হয় এই যে সেই মাটি আবার ধুয়ে খাল খাল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

[5-20—5-30 p m.]

আমাদের বাজেটে দেখছি কলাবেরিয়া এবং ইটামগরা খালেরও সেই অবস্থা এবং আমার এক

বন্ধু বলেছিলেন যে একধার থেকে কেটে যাওয়ার ফলে মাটি থেকে যাচ্ছে এবং পরে যখন জল হোল তখন আবার ভরাট হয়ে যাচ্ছে। অজয়বাবু অবশ্য মানসিং কমিটির কাছে বলেছেন যে যথাসময়ে করতে পারিনি, তবে কমিটি এক জায়গায় বলেছেন It was re-excavated in the previous year but the earth dumped within the Canal itself flowed back into the Khal. এই যখন ইতিহাস তখন আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে এইসমস্ত খালের যেন সংস্কার করা হয় এবং সংস্কার করে মাটিগুলো যেন ঠিকভাবে ফেলা হয় যাতে করে আবার কনট্রাকটরকে পয়সা দিতে না হয়। তারপর বাংলাদেশকে আজকাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেসন করা হচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে কতিপয় জায়গা আছে, যেমন মেদিনীপুরের অধিকাংশ স্থান, কাঁথী, তমলুক প্রভৃতি জায়গা ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজ করা সম্ভব হবে না—এগুলি কৃষিপ্রধান হয়েই থাকবে। কাজেই বাংলাদেশের সব জায়গা যখন দুর্গাপুর হবে না তখন যেসমস্ত খাল বুজে গিয়েছে সেগুলোর সংস্কার করা প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজ কয়েক বছর ধরেই কাটমোসন দিচ্ছি, গত বছর দিয়েছি এবং এবারেও দিয়েছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কোন কাজই হচ্ছে না। অথচ আমি আমার কনষ্টিটিউয়েন্সী সম্বন্ধে জানি যে, বেনিয়াজি খাল, বামুনিয়া খাল প্রভৃতির মুখে চড়া পড়ার ফলে সেখান থেকে জল নিকাশ হয় না। কাজেই যদি ড্রেনেজ প্রব্লেম এবং ইরিগেসন প্রোব্লেম সল্‌ভ না হয় তাহলে কি করে চাষ হবে? শুধু তাই নয়, আজকে এই স্পুটনিকের যুগে যদি জলের জন্য আমাদের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় যে জল হলে তবে ফসল হবে তাহলে কি করে চলবে? কাজেই এগুলোর ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তবে এ জিনিস করার আরও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেটা হোল যে, জল বেশী হলে যখন দেখছি দামোদর থাকা সত্ত্বেও দেশ ভেসে যাচ্ছে তখন এইসমস্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং জলের অভাব পড়লে যাতে সেই জল সাপ্লাই করতে পারেন তারও ব্যবস্থা থাকা দরকার। যা হোক্, ১০ বছর শাসনভার গ্রহণ করে আপনারা কি জিনিস করেছেন তা' যদিও জানি না তবে আশা করি ১০ বছরের শেষে নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কিছু চেষ্টা করবেন যাতে করে এই অবহেলিত বেসিনগুলোর ব্যবস্থা হয় এবং যে যে অঞ্চলের জল নিকাশের কথা বললাম সেগুলোর প্রতিকার হয়। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Renupada Halder: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, ইরিগেসন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি এ কথাই বলব যে, পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ জেলাতেই আজ পর্যন্ত ইরিগেসন-এর কোন ব্যবস্থা হয়নি এবং জলসেচ ব্যবস্থার যে প্রতিশ্রুতি সরকার থেকে দেওয়া হয়েছিল আজ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে তা তাঁরা কার্যকরী করতে পারেন নি। আমরা দেখছি সেচ ব্যবস্থা কয়েকটা বড় বড় পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে ছোট ছোট পরিকল্পনাগুলো করা হয়নি। তবে বড় বড় পরিকল্পনার মধ্যে যেমন ময়ূরাক্ষীর কথা বলতে পারি যে, ময়ূরাক্ষীর অধীনে যে সমস্ত অঞ্চল আছে তার মধ্যে বীরভূম জেলার মুরারই থানায় গত ২ মাস আগে আমি গিয়ে দেখলাম যে ৬টি ইউনিয়নের চাষ জলের অভাবে নষ্ট হয়েছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার যে তার কিছু দূরেই ময়ূরাক্ষীর জল আসে, কাজেই সেখান থেকে অল্প একটু ড্রেন বা খাল কেটে দিলেই সেখান থেকে জল এসে ঐসব জমিতে চাষ হতে পারত। কাজেই এই যে ৬টি ইউনিয়নের চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হোল তার ফলে সেইসব মানুষের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়া তো দূরের কথা তাদের বাসস্থান ছাইবার জন্য যে খড় প্রয়োজন তার ব্যবস্থাও তাঁরা করতে পারছেন না। এ ছাড়া জল নিকাশের যে ব্যবস্থাগুলি করলে চাষীদের পক্ষে ভাল হয়, চাষের পক্ষে ভাল হয় সেই সমস্ত দিকে সরকারের কোন দৃষ্টি নেই। সুন্দরবন এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অবস্থার কথা আমি বিশেষভাবে জানি। সেখানে স্লুইস গেটের অভাবে জল নিকাশ হয় না। অনেক জায়গায় পুরাণো স্লুইস গেট রয়েছে; সেগুলি সিল্‌টেড হয়ে যাবার ফলে

জল আদৌ তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না। এগুলি অবিলম্বে করার দরকার আছে। আমি জানি কুলপী থানায় সাতপুকুর স্লুইস গেট খারাপ হয়ে গেছে এবং সিলটেড হয়ে যাবার ফলে সেখান দিয়ে জল যাচ্ছে না, যার ফলে ওখানকার মথুরাপুর কুলপী থানার বহু জমির জল নিকাশ হচ্ছে না, প্রচুর চাষ-আবাদ নষ্ট হচ্ছে। ধোসা স্লুইস গেট সম্পর্কে বলতে চাই যে সেখানে ইংরাজ আমলে যে গেট ছিল সেটা আজও ভাল অবস্থায় রয়েছে কিন্তু যেটা সরকারপক্ষ থেকে গত ২ বছর আগে তৈরি হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণরূপে খারাপ হয়ে গেছে, তার মধ্য দিয়ে জল যাচ্ছে না। সেখানে জল নিকাশের একটা ব্যবস্থা করা আশু দরকার। আমরা দেখেছি কুলপী থানার ধোসা ঝিংরের খালের উপর স্লুইস গেটের ব্যাপার নিয়ে সরকারের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করা হয়েছে, সেখানকার স্থানীয় অফিসার এস. ডি. ও., সার্কেল অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছি। যদি ঝিংরের খালের উপর একটা স্লুইস গেট করে দেওয়া যায় তাহলে সেখানে ৭ হাজার একর জমির জল নিকাশ হতে পারে। কিন্তু সরকার আজ পর্যন্ত কিছু করছেন না। এইরকম জয়নগর থানায় মনী নদীর পাশে যদি একটা স্লুইস গেট করে দেওয়া যায় তাহলে অন্ততঃপক্ষে ১০ হাজার একর জমির জল নিকাশ হতে পারে। কিন্তু তারও আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি। আমরা দেখছি যে সিকিরমূলাতে যদি একটা স্লুইস গেট করে দেওয়া যায় তাহলে ৯, ১০ ও ১২ নম্বর ইউনিয়নের যে সমস্ত জমিতে বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে জল ঢুকে সমস্ত চাষ-আবাদ নষ্ট করে দেয় তার জল ঐ গেটের মধ্য দিয়ে নিকাশ হতে পারে এবং চাষ-আবাদও ভালভাবে হতে পারে। আমরা দেখেছি গোপালগঞ্জ, কৈখালি প্রভৃতি যে সমস্ত জায়গা রয়েছে, গুড়গুড়ি ইউনিয়নের মধ্যে কতকগুলি জায়গা রয়েছে ঐ সমস্ত জায়গাতে স্লুইস গেট করে দেওয়ার জন্য প্রতি বছর ইরিগেশান ইঞ্জিনিয়ার, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করলে তাঁরা কেবল আশ্বাস দেন কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না। চৌভাঙ্গীতে একটা স্লুইস হওয়া দরকার, সেখানে প্রতি বছর জল নিকাশের অভাবে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কয়েক বছর আগে জল জমে সেখানের মানুষের চাষ-আবাদ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেখানে স্লুইস গেট দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে বহুবার বলা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি। এ বছর বাঁধ মেরামতের কাজের জন্য ইরিগেসান খাতে প্রভিসান হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যখন এটা ইরিগেসানের হাতে ছিল তখন তাঁরা টেণ্ডার কল বা কণ্ট্রাকটর ইত্যাদি নিযুক্ত করার কাজ এত দেরীতে করেন যার ফলে বাধ ভেঙ্গে গেলে সেটা মেরামত হতে অনেক দেরী হয়, ফলে চাষ-আবাদের ক্ষতি হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বাঁধ মেরামতের কাজ বা তৈরী করার কাজ যে সমস্ত কণ্ট্রাকটারের হাতে দেওয়া হয় তারা বেশী করে টাকা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করে। এইভাবে টাকা অপচয় হবার সুযোগ রয়েছে এবং বর্ষাকালে এই সমস্ত কাজ করতে দেওয়া হয়। সেজন্য আমি বলতে চাই যদি সরকার চান যে সুন্দরবন এলাকায় সুষ্ঠু জল নিকাশের ব্যবস্থা করা দরকার এবং বাঁধ মেরামত করা দরকার তাহলে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সরকারকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। তাছাড়া আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে যে সমস্ত অঞ্চলে ছোটখাট কালভার্ট করলে খানিকটা জল নিকাশ হতে পারে সেখানে কালভার্ট দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকারপক্ষ থেকে নেই। সেই সমস্ত অঞ্চলে রাস্তাঘাট কেটে বারবার জল বের করে দিতে হয়। আমি যে সমস্ত কথা বললাম এগুলি না করে শুধু বড় বড় পরিকল্পনার কথা বললেই জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হবে না, চাষ-আবাদের কোন সুবিধা হবে না। তাই আমি বলব সমগ্র দিকটা বিবেচনা করার আশু দরকার আছে। সে বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি যেভাবে দেওয়া হচ্ছে তাতে করে চলবে না।

[5-30—5-40 p.m.]

Shri Ledu Majhi : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, যে কথা আজ কয়েক বৎসর ধরে আমরা বারম্বার বলেছি, আজও সেই কথা বলতে হবে। কৃষিপ্রধান আমাদের এই দেশের বর্তমান

অর্থনৈতিক জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা আজ সেচ। কিন্তু এই সেচ ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়ে যে বিরাট ঐকান্তিক আয়োজন বরাদ্দ ও সংকল্পের শক্তি থাকলে তা অগ্রসর হোত তা কিছুই এই সরকারের মধ্যে নেই। হাজার রকম বিষয়ে কাজ আরম্ভ করে এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে সবকিছুই পণ্ড হতে চলেছে, জাতীয় জীবনে যে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী তারই লক্ষ্যে সর্বাঙ্গীন শক্তি নিয়োগ করা দরকার ছিল। সেই জরুরী জাতীয় বিষয়গুলির অন্যতম মহান বিষয় সেচ। তার প্রতি জাতীয় সঙ্কল্প ও দৃঢ়তা নিয়ে কোনো কিছুই আজও পর্যন্ত করা হোল না। সেচ বিষয়ে বড় বড় পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি বড় বড় সেচ পরিকল্পনা হয়তো আংশিক সফল হয়ে আগামী দিনে দেখাও দেবে কিন্তু জল পাবার পর কৃষিতে অগ্রসর হয়ে চাষী হয়তো কোনো জোগান বা উপায়ই পাবে না। সেজন্য আজকে চাই—বিকেন্দ্রিত ধারায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে সর্বাঙ্গীন কৃষিব্যবস্থার অসংখ্য পরীক্ষা ও তার সার্থক সাফল্য। একমাত্র এর দ্বারাই জনসাধারণ ভরসা পাবে, অসংখ্য দূরে থাক এরূপ ভরসা দেবার দৃষ্টান্ত সরকারের হাতে কি দু' চারটাও আছে? গ্রামের জীবনে আজও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থার ধারা গড়ে ওঠেনি। সেচবিভাগের যে কর্ম আয়োজন তাও জনচাহিদার উপযোগী নয়। তার উপযোগী বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সন্ধান বা সহায়তাও নেই। দ্রুত সহজলভ্য টেক্‌নিক্যাল সহায়তার পরিবেশও নেই, দেশের চাষী আজ বড় বড় পরিকল্পনার দিকে চাতকের মত তাকিয়ে আছে, আর সরকার তাকে জল না দিয়ে শুধু আশ্বাস দিয়ে মহাপাতকের কাজ করছেন।

Dr. Radhanath Chattoraj: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৫৪ সাল থেকে ময়ূরাক্ষীর জলাধার থেকে জল দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। তার লক্ষ্য ছিল ৬ লক্ষ একর জমিতে জল দেওয়া হবে এবং ১ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে ধার্য ছিল যে আমরা রবি-চাষের জন্য জল দেওয়া হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ পর্যন্ত তাঁরা সেই টার্গেটে পৌছাতে পারলেন না। তার কারণ তাঁরা জনসাধারণের কোন সহযোগিতা গ্রহণ করেন নাই। জনসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করলে আরও বেশী পরিমাণ জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হোত। কারণ এমন বহু জায়গা আছে যে জায়গায় তাঁরা যদি কৃষকদের সাহায্য ও পরামর্শ নিতেন তাহলে জল তোলা সম্ভব হোত। এমন কি অনেক জায়গায় তাঁরা ক্যানেলের ব্লু-প্রিন্ট পর্যন্ত পাশ করে গেছেন এবং সেই কারণে হয়ত জোতদারের জমি, সে ধার দিয়ে তাঁরা ক্যানেল কাটেন নি, না কেটে সাধারণ অল্প জমির মালিকদের জমির উপর দিয়ে কেটে গেছেন যার ফলে স্থায়ীভাবে একটা অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তারপর আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি—নানুর থানা, দাসকল থানার উত্তর দিকে যে ক্যানেল কাটা হয়েছে যেখানে, যদি আর একটু উত্তর-চেপে কাটা হত তাহলে একটা বিরাট অঞ্চলে জল দেওয়া সম্ভব হত কিন্তু সেখানে জল পৌছাচ্ছে না অথচ সেই সমস্ত জায়গায় ট্যাক্স আদায়ের জন্য নোটীশ যাচ্ছে। সুষ্ঠভাবে এবং জল না পাওয়ার জন্য কৃষকদের মধ্যে বহু গোলমাল সৃষ্টি হচ্ছে। লোককে সুষ্ঠুভাবে জল দেওয়ার জন্য আপনারা কোন ব্যবস্থা করেন না। সবচেয়ে মারাত্মক জিনিষ হল সরকারের ট্যাক্সনীতি। ইরিগেসন য়্যাক্ট অনুযায়ী তাঁরা জল দিতে আরম্ভ করেন কিন্তু যে বছর ভাল বৃষ্টি হয়, সে বছর কোথাও উক্ত draft অনুযায়ী কেউ জল নিতে চায় না।

সেখানে দেখলেন যে বৎসর ভাল বৃষ্টি হয়, সে বৎসর চাষীরা সেই জল নিতে চায় না। তারপর Development Act অনুসারে তাঁরা জল দিতে লাগলেন। এই Development Act-এ বিধান ছিল—উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ ট্যাক্স করা হবে। কিন্তু তাঁরা সেটা প্রমাণ করতে পারলেন না যে ফলন কতটা বৃদ্ধি হল না হল, তারপর তাঁরা একটা amendment নিয়ে এসে একটা বিধানের ব্যবস্থা করলেন—বর্তমানে ৬৷৭ বৎসরের ট্যাক্স জমে গেছে। এখন সেই ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা চলেছে।

আপনারা জানেন পৃথিবীর কোন দেশেই ক্যানেলের জলের উপর ট্যাক্স নাই। চীন ও রাশিয়ার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এমনকি আমেরিকা ও জাপানেও ক্যানেলের জলের উপর কোন ট্যাক্স নাই। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো যে ক্যানেলের জল দিয়ে যদি কৃষকদের খাদ্যোৎপাদনে উৎসাহী করা যায়, তাহলে প্রচুর ফসল জন্মাবে। একদিকে যেমন খাদ্যের ঘাটতি এর দ্বারা পূরণ হবে, তেমনি অন্যদিকে কৃষকদের হাতে পয়সা আসবে। চাষীর হাতে পয়সা গেলে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য তারা বেশী কিনবে, সেইসঙ্গে সরকারও বেশী sales tax পাবে এবং সেই sales taxএর দ্বারা রাজকোষ পূর্ণ হবে। কিন্তু আমাদের দেশের সরকারী নীতি তার সম্পূর্ণ উল্টো। এই Canal tax নির্ধারণের কোন নীতি নাই। কৃষকের পকেটে যদি ২০৲ টাকা পুরে দিয়ে ১৫৲ টাকা দাবী করা হয়, তাহলে হয়ত সেটা সে দিতে পারে। আর আমাদের সরকার ফসল উৎপন্ন হতে না হতেই কৃষকদের ঘাড়ে চাপাতে আরম্ভ করলেন অতিরিক্ত ট্যাক্স। সরকারের এই ক্যানেলকর নির্ধারণের নীতি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন বিরোধী। সেইজন্য আমি একটা উদ্ধৃতি এখানে দিচ্ছি—

"It has been suggested that to overcome this initial reluctance to avail of the benefits of irrigation, there should be no assessment charged in the first year or two. It is expected that after the farmer has become convinced of the utility of irrigation by observing actual improvement in his production, he will be willing to pay the proper rates .... Foodgrain Committee Report."

এই হচ্ছে আপনাদের ফুডগ্রেন কমিটীর রিপোর্ট। এটা কোন কমুনিষ্ট পার্টির লোক বলছে না। এটা আপনারা বলেছেন, আপনাদের দিল্লীর কংগ্রেসের বড়কর্তারা বলেছেন। তাঁদের এক কথায় আপনারা Constitutionকে amendment করে পাকিস্তানের হাতে বেরুবাড়ীকে তুলে দিতে পারেন, অথচ এই জলকর কমাতে পারেন না। দিল্লী থেকে নিযুক্ত কমিটী বিশেষকরে বলেছেন—এই জলকর নেওয়া উচিত নয়।

"For example, unless the double cropping is introduced, there is little prospect of additional production from the Mayurakshi Project and the irrigation system of The D.V.C., West Bengal".

এখানে তাঁরা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে double cropping ব্যতীত ময়ূরাক্ষীতে বেশী উৎপাদন হবে না। এখানে তাঁরা বলছেন—

"Such changes can be brought about only if sufficient inducement by way of concession or exemption from water charges for the second crop is given to the cultivator during the first few years."

সেইজন্য আমি অনুরোধ করছি—উপরি-উপরি আমাদের জেলার উপর দিয়ে দুটো ফ্লাড্ চলে গেছে। ফলে ৬ বছরের যে Canal tax জমে গেছে, সেই বকেয়া ক্যানেল কর মকুব করে দেন এবং দশ টাকার হার কমিয়ে ৫৷৷০ টাকা হারে আদায় করুন; তাহলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হয় এবং কৃষকরাও আরো বেশী করে খাদ্যোৎপাদনে উৎসাহী হয়। আপনারা সেই বকেয়া কর আপনাদের পুলিস ফোর্স নিয়ে আদায় করতে পারেন। কিন্তু তাতে অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে না; বরং দেশের মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তুলবেন। সেইজন্য অনুরোধ করবো—যাতে এ ব্যাপারে ভালভাবে তদন্ত হয়, যে সমস্ত defects canal areaয় রয়েছে, সেগুলি সংশোধন করে আরও বেশী subsidiary channel কাটা হয় তার ব্যবস্থা করুন। একটা subsidiary channel কাটার কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি বলেছিলেন—কৃষকরা তা কাটবে। এখানে Foodgrain Enquiry কমিটী বলছেন—

"Though the headworks were completed, construction of the subsidiary channels was left to the farmers and was considerably delayed. We recommend that the responsibility for the construction of the subsidiary channels should generally be on the Irrigation Department."

এই কথা আপনাদের কমিটী বলেছেন। আর আপনারা করছেন কি ? না, যে কাজ আপনাদের করবার—আপনারা সেটা কৃষকের ঘাড়ে ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ আপনাদের এষ্টিমেটিং ডিপার্টমেন্ট বলছেন—ওখানে উৎপন্ন হয়েছে ১৭·১৪ মণ ধান থেকে ৩৬·৯৬ ; তারপর সেটা বেড়ে হল ৪২·৯৫, তারপর হল ৭৩·২৫। তাঁরা লিখেছেন ওটা সংশোধন সাপেক্ষ। ৫ বছরের মধ্যে তাঁরা ওখানে আসেন নি।

[5-40—5-50 p.m.]

আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আপনাদের এষ্টিমেটিং অফিসার গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোন-দিন ক্যানেল এলাকা দেখেননি। আপনি গ্রাম পঞ্চায়েতে চলুন, সেখানে গিয়ে সভা ডাকুন, জিজ্ঞাসা করুন তাদের কত ফসল বৃদ্ধি হয়েছে, এবং সেই বৃদ্ধির অনুপাতে খাজনা ধার্য করুন। তা না করে, কলকাতা থেকে একটা এষ্টিমেট্ করে দেওয়া হল, এর কোন মানে হয় না। এতে সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যাতে সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত না হয়ে ওঠে, খাজনা ভালভাবে, সুষ্ঠুভাবে আদায় হয় তার জন্য আপনি ব্যবস্থা করুন। ফ্লাড এন্‌কোয়ারী কমিটির রিপোর্ট আজ আমরা পেয়েছি, কিন্তু এই রিপোর্ট ভালভাবে পড়ে উঠতে পারিনি। আমার যেসমস্ত সাজেসন্‌স, তা' আমার কাট্ মোশানের মধ্যে দিয়েছি। সেগুলিই আমার মোটামুটি বক্তব্য। হিজোল ও লাঙ্গলহাট বিল ড্রেনেজ স্কীম সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে উক্ত বিল এলাকা রয়েছে, পূর্বপ্রান্তে রেল লাইন থাকার দরুণ জল নিকাশের অসুবিধা হচ্ছে। সালের হতে চৌরীগাছা পর্যন্ত যে রেল লাইন গিয়েছে, সেখানে ব্যাপকভাবে ক্যালভার্ট নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন আছে।

তারপর দেখা যায় ময়ূরাক্ষী ক্যানেল এলাকায় কর আদায়ের যেসমস্ত নোটিশ জারী করা হয়েছে, তা' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তকর। সেখানে বহু কৃষক আছে, যারা বহুদিন আগেই তাদের জমি বিক্রয় করে দিয়েছে, তাদের উপর নোটিশ ও সার্টিফিকেট জারী করা হয়েছে। যে জমিতে জল ওঠেনি বা পূর্বে সেখানে জমি ছিল, এখন সেখানে বাড়ী হয়েছে ; সেইসমস্ত জমির মালিকদের উপর নোটিশ ও সার্টিফিকেট জারী করা হচ্ছে। অধিকাংশ নোটিশে জমির মালিকের কোন্ কোন্ দাগ জমিতে জল উঠেছে তার সঠিক বিবরণ নেই ; অথচ উক্ত Departmentএ প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর কর্মচারী ও অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে অথচ কাজ হয় না। ফলে চাষীদের অযথা হায়রাণ ও অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। এই অবস্থা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য আমি সেচমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি এসম্বন্ধে ভালভাবে তদন্ত করে, ভেবে-চিন্তে যাতে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তার ব্যবস্থা করুন।

ক্যানেলের বহু জায়গায় সাঁকো তৈরী হয়নি। বীরভূম জেলার লাভপুর থানার কেশেরা গ্রামের দক্ষিণে ময়ূরাক্ষী সাউথ মেন ক্যানেলের উপর পারাপারের সেতু নির্মাণের জন্য স্থানীয় জনসাধারণ ও আমি বহুদিন ধরে মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়-এর কাছে আবেদন নিবেদন করার পর, তিনি রাজী হয়ে প্রতিশ্রুতি দেন যে সেখানে ম্যাসোনারী সাঁকোর পরিবর্তে একটা কাঠের সাঁকো তৈরী করে দেবেন। কিন্তু চার বছর হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত সেই সাঁকো তৈরী হল না। সেখানকার কৃষক

জনসাধারণকে তিন চার মাইল ঘুরে কৃষিকার্য করতে যেতে হয়। তাদের এইসকল অসুবিধাগুলি দূর করা বিশেষ দরকার। সেইজন্য আমি পুনরায় মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো কেশেরা গ্রামের এই ক্যানেলটার উপর পারাপারের জন্য ঐ কাঠের সাঁকোটা অবিলম্বে যাতে তৈরী হয় তার জন্য ব্যবস্থা করুন। তাছাড়া বীরভূম জেলার লাভপুর থানার বুনে বলদে ঘাটী রাস্তার উপর ক্যানেলের সাঁকো বা কজওয়ে তৈরী করা একান্ত আবশ্যক। তিনি সেটা করবেন বলে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কাজ সুরু করা হয়নি। ফলে সেখানকার জনসাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। আমি পুনরায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো—এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে যাতে অবিলম্বে এটা তৈরী হয় তার জন্য ব্যবস্থা করুন।

তারপর দেখা যায় লাভপুর থানার মিলনপুর গ্রামের কাছে কোপাই ও বক্রেশ্বর নদী মিলিত হয়ে লাঘাটার নিম্ন হতে কুয়ে নাম ধারণ করেছে। বর্ষার সময় সাঁওতাল পরগণার পূর্বাংশে ও বীরভূম জেলার সদর মহকুমার অধিকাংশ জায়গার বৃষ্টির জল এই নদী দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। উপরন্তু ময়ুরাক্ষীর সাউথ মেন ক্যানেলের উদ্বৃত্ত জল উক্ত নদীতে এবং অববাহিকা অঞ্চলে পড়ছে, তদুপরি উক্ত নদীর মোহনা মজে গিয়েছে। এটা সংস্কারের জন্য এপর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করা হল না। কুয়ে নদীর মোহনা এটা সংস্কার করলে ঐ এলাকার প্রচুর জমি উদ্ধার করা সম্ভব। সংস্কারের নামে যে টাকা sanction করা হয়েছে তা' অতি সামান্য। এই বৎসরই মোহনা সংস্কার কার্যে খরচ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা' না করে সমস্ত কাজকে তাঁরা বিলম্বিত করছেন। সেইজন্য আমার দাবী হল—৫৷৷০ টাকার মধ্যে ক্যানেল কর ধার্য করতে হবে। বকেয়া ক্যানেল কর মকুব করতে হবে। খামখেয়ালীর মত টেষ্ট তৈরী করে জল না পাওয়া সত্বেও যেসমস্ত জমির উপর কর ধার্য করা হয়েছে, তা' বাতিল করতে হবে। জোর-জুলুম করে ক্যানেল কর আদায় বন্ধ করতে হবে। প্রত্যেকটি সার্টিফিকেটের মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার ক্যানেল কর মকুব করতে হবে। বরো ধানের সেচ কর মকুব করতে হবে।

আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Sishuram Mandal: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় আজ সেচ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী করেছেন আমি সেই দাবী সমর্থন করছি। বাঁকুড়া জেলার সেচব্যবস্থা নির্ভর করে বাঁধ পুকুর এবং জলাশয়ের উপর। এই বাঁধ পুকুর বহুদিন ধরে পঙ্কোদ্ধার না হওয়ার ফলে সেচের অনেক অসুবিধা হয়। ফলে Tank Improvement-এর মাধ্যমে পুকুর প্রভৃতির উদ্ধার করে সেচের উন্নতিসাধন করছে কিন্তু এখন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কমে গেছে তাছাড়া জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে বাধপুকুরের মালিক যারা তারা উৎখাত হয়ে যাবার ফলে বাঁধপুকুরের উপর আর জলসেচের জন্য নির্ভর করা চলে না। এজন্য সরকার থেকে যে বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা থেকে বাঁকুড়া জেলা কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। দামোদর পরিকল্পনায় দুর্গাপুরে যে ব্যারাজ হয়েছে সেই জলাধার থেকে Right Bank Main Canal দিয়ে যে জল আসছে তাতে সোনামুখী থানা এবং পাত্রসায়ের থানার প্রায় ৭ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে একটা কথা বলতে পারি, দামোদর সেচ-পরিকল্পনা থেকে যেসমস্ত জমি জল পেতে পারে সেইসমস্ত জমি জল যাতে নিশ্চিতভাবে পেতে পারে সে ব্যবস্থার প্রয়োজন। কেননা সময়ে যদি জল না পাওয়া যায় তাহলে সেচের সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সময়ে জল না পাবার জন্য অনেক সময় যে ফসল হতে পারত তা' সম্ভব হয় না—সেজন্য এদিকে সেচ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা জিনিস দামোদর পরিকল্পনায় পাত্রসায়ের থানায় বোধাই খালের মধ্য দিয়ে বহু জমিতে সেচ হত কিন্তু সেই বোধাই খাল মজে যাওয়ায় সেটা সম্ভব হচ্ছে না। সেটার সংস্কার করা দরকার। আর শুভঙ্কর দাঁড়ার কতকটা অংশ পুনরুদ্ধার করে যদি সেটা যোগাযোগ করা যায় তাহলে পাত্রসায়ের থানার আরও বেশী জমিতে জল যেতে পারে। আমি দামোদর কর্তৃপক্ষের সংগে এ নিয়ে কথা বলেছি, তারা বললন এখন কোন Scheme তারা নিতে পারবেন না, এটা West Bengalকেই করতে হবে। সেজন্য সরকারের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি। আশা করি এ-বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিয়ে এই খালের সংস্কারের ব্যবস্থা করে জল-সেচের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করে দেবেন।

[5-50—6 p.m.]

আর একটা কথা, বাঁকুড়া জেলায় কাঁসাই পরিকল্পনা যদি তৈরী হয় তাহলে বাঁকুড়া জেলার প্রায় ৩ লক্ষ একর জমি জল পাবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী হতে, সমাপ্ত হতে ৮ বৎসর সময় লাগবে এটা সরকারী হিসাবেই জানা যায়। এটার যদি সুষ্ঠুভাবে কাজ চলে তাহলে এই জিনিস হতে পারে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কংসাবতী embankment areaর শেষ না হচ্ছে,—যা হতে আরো ৮।১০ বৎসর লাগবে—ততদিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সেচের জন্য অন্যরকম ব্যবস্থা করা দরকার। শুনেছি কংসাবতী জলাধার শিলাবতী নদীতে বাঁধ দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জমিতে জল দেবার ব্যবস্থা হবে। এটা যদি হয় তাহলে ভাল হবে। তাহলেও ৮।১০ বৎসর বসে থাকা যায় না। এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি বড় সেচ-পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমিতে জল পাবে। কিন্তু বাঁকুড়া জেলায় ১০ লক্ষ একর চাষের জমি রয়েছে। আরো বহু জমিতে চাষের জন্য জল সেচের ব্যবস্থা করা দরকার। সাধারণতঃ বাঁকুড়া জেলার জমি হচ্ছে ঢেউ খেলান জমি, কোথাও উঁচু কোথাও নীচু। বিহারের মত জমি। সেইজন্য বহু জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই ব্যবস্থা কি কি ভাবে হতে পারে সেগুলি সেচ-বিভাগকে বিশেষ করে দেখতে হবে। কেননা pump machineএ সেচের ব্যবস্থা খুব অনিশ্চিত হয়ে গেল। Tank improvementর জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ নিতে হবে। তাছাড়া আর একটা নূতন সংকট বাঁকুড়া জেলায় দেখা গিয়েছে, সেটা হচ্ছে বন বিভাগ তাদের জংগল সংরক্ষণের জন্য, জংগলের উন্নতির জন্য জংগলের চার দিকে পরিখা খনন করে দেওয়া হয়েছে চার ফুট করে। এর ফলে উঁচু জায়গা থেকে জল এসে পরিখায় পড়ে এবং স্বভাবত পরিখার শেষ দিক দিয়ে সেই জল নিকাশ হয়ে যায়। এর ফলে দেখছি বহু জমিতে বর্ষার সময় আবাদ হোত কারণ উঁচু জায়গা থেকে জল গড়িয়ে জমিতে এসে পড়তো, এখন সেই জল পরিখার মধ্যে এসে পড়ায় এইসব জমিতে সেচ ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এবং যার ফলে বাঁকুড়া জেলায় বহু জমি অনাবাদী রয়ে গিয়েছে। এবিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে যিনি কৃষিমন্ত্রী তিনি অবশ্য বলেছেন যে তদন্ত করা হবে। এবং সেচ বিভাগের কর্তৃপক্ষদেরও নিয়ে একটা কমিটি করা হবে। অবশ্য পরিখা যা খনন করা হয়েছে তা বুজিয়ে দেওয়া যাবে না কিন্তু কমিটি তদন্ত করে কি ব্যবস্থা করেন তা দেখবার আছে। যদি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হয় তাহলে স্বভাবতই সেচ ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হবে। তাছাড়া আমাদের বাঁকুড়া জেলার একটা অংশ, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দপুর মেদিয়া এইসব জায়গা প্রধাণতঃ বড় বড় পরিকল্পনার কোন সুযোগ সুবিধা পায় না সুতরাং এই অঞ্চলের লোকদের বৃষ্টিপাতের উপরেই নির্ভর করে থাকতে হয়। এইসব অঞ্চলে যদি ভালভাবে সেচের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে এখানে যে ২।৩ বৎসর খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে সেই খাদ্যাভাব আরো তীব্র হয়ে উঠবে। সেইজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করবো যে এইরকম জায়গায় lift irrigationর ব্যবস্থা করা যায় কি না সেটা দেখতে হবে। এখানে lift irrigation করতে গেলে

বড় diameterর করতে হবে। কিন্তু deep tube well এখানে সফল হয়নি কারণ নীচে পাথর থাকার জন্য।

সেখানে যদি বিদ্যুতের সাহায্যে lift irrigation করা যায় তাহলে আমার মনে হয় এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে বিদ্যুৎ কোথা থেকে সরবরাহ হবে। দুর্গাপুর thermal electric plant থেকে আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হতে পারে। একটা thermal plant হয়ে গিয়েছে, এবং তার power বাড়াবার জন্য আরেকটা plant constructed হচ্ছে। এখন দরকার জায়গা নির্বাচন করা। Lift irrigationএর জন্য যে suggestion এখানে উপস্থিত করা হয়েছে তা আমি সমর্থন করি। তারপর, deep tube well করবার যে experiment করা হয়েছিল তা দেখা গিয়েছে সফল হয়নি। আমি মনে করি সস্তায় বিদ্যুতের সাহায্য পেলে তা দিয়ে irrigationএর বেশী সম্ভাবনা আছে।

Application from women processionists for employment, education, etc.

Shri Jyoti Basu : ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—অনেক মহিলা এসেছেন, তাঁরা একটা দরখাস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে দিতে চাচ্ছেন স্পীকারের মাধ্যমে এবং এর মধ্যে অনেক কিছু লেখা আছে। আসল কথা হল, মেয়েরাও আজকাল রুজিরোজগার করতে এগিয়ে আসছে, technical শিক্ষার ব্যাপারে তারা এই দরখাস্ত করছে। এই জিনিস আমাদের দেশে হয় না। মেয়েরা আজকাল চাকরীও করতে চায় কিন্তু পায়না—এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

Mr. Deputy Speaker : একটা resolution দিন।

Shri Jyoti Basu : আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে—১৪৪ ধারা আমাদের দেশে যেন একটা permanent ব্যবস্থা হয়ে গেল—এখানে ধারে কাছে কেউ আসতে পারবে না। আপনি কি মনে করেন কোন বিপদ আছে যদি তাঁরা কেউ কেউ এখানে এসে লনে বসেন ?

Mr. Deputy Speaker : Mr. Speaker এলে তাঁকে বলবেন।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : শ্রীমতি পূরবী মুখার্জী এবং শ্রীমতি মায়া ব্যানার্জী তো তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারেন।

Shrimati Manikuntala Sen : ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, ৪৩ হাজার ৭৩০ জনের স্বাক্ষরযুক্ত একটি petition আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উপস্থিত করতে চাই—এই দরখাস্ত আপনি দয়া করে মুখ্যমন্ত্রীকে দেবেন। আমি আশাকরি এই হাউস থেকে সমস্ত দলের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা মেয়েদের সঙ্গে দেখা করবেন। তাদের তো এখানে আসতে দেওয়া হল না। সকলের কাছে আমার আবেদন, প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা ওঁদের কাছে যান এবং তাঁদের কি কর্তব্য বলে আসুন।

Shri Hemanta Kumar Basu : আমি অনুরোধ জানাচ্ছি মেয়েদের এখানে এসে তাঁদের বক্তব্য বলতে অনুমতি দেওয়া হোক।

Mr. Deputy Speaker : আমি তো বলেছি Speakerকে বলবেন।

Demand for Grant No. 11

[6—6-10 p.m.]

Shri Phakir Chandra Ray : মাঃ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, যেখানে canal irrigation প্রচলিত village channel সেখানে একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। আমরা জানি যে বর্ধমান জেলায় যখন লোকে দামোদর ক্যানেল ও ইডেন ক্যানেল এই দুটো ক্যানেলের জল চাষের কাজের জন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিয়ে যাবার জন্য কৃষিবিভাগের কাছে যেত তখন তাদের বলা হত village channel হবে, চাষীদের জমি ছেড়ে দিতে হবে! এখন দেখা যাচ্ছে village channelএর উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার দরুণ জলের পূর্ণ ব্যবহার হতে পারছে না। মাঃ সেচমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে চ্যানেলের ব্যবস্থা হবে। আপনার মাধ্যমে আমি তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনি পরিষ্কার বলে দিন যদি দরকার হয় সরকার জমি acquire করবেন। একটা চ্যানেল হলে পর বহু চাষী পরিবার উপকৃত হতে পারে। জমিও চাষীরা ছেড়ে দিতে রাজী আছে, কিন্তু তাদের অর্থবল নাই, কাজেই চ্যানেল হয়নি। এতদিন চাষীরা অসুবিধা ভোগ করেছে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় village channel হলে তাদের অসুবিধা দূর হবে কিনা তিনি পরিষ্কার করে বলে দিন।

আর একটা কথা হচ্ছে, আমাদের জল সরবরাহ করেন সেচ বিভাগ এবং কর আদায় করেন রাজস্ব বিভাগ; জল দেবেন ডি. ভি. সি., তার ম্যানেজমেণ্ট করবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট। দামোদরের সেচের জন্য যে ক্যানেল তা দেখাশুনা করবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কিন্তু নেভিগেশান ক্যানেল যেটা সেটা ডি. ভি. সি.-র হাতে থাকবে। আমাদের পশ্চিম বাংলা সরকারকে ডি. ভি. সি.-র খাতে সবচেয়ে বেশী টাকা দিতে হচ্ছে কিন্তু তার সুযোগ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য রাষ্ট্র পায়। অথচ ডি. ভি. সি.-র হেড অফিস পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাইথনে চলে যাবে। ডি. ভি. সি.-র কর্মচারীর temporary বা permanent এর মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিমবাংলার লোক ছিল। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরে দেখা যাচ্ছে কি technical hand কি clerical staff এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের লোককে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেখানে ডি. ভি. সি-তে বেশী টাকা দিচ্ছে সেখানে ডি. ভি. সি.-র পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গের বেশী হাত থাকা দরকার। এ বিষয়ে বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাবও গৃহীত হয়, কিন্তু তার ফল কি হল সেটা যেন সেচমন্ত্রী মহাশয় জানান।

Shri Tarapada Dey : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রীমহাশয় প্রতিবৎসর একটা বিরাট তথ্য দিয়ে বলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের সমালোচনা কিছু করার নেই। সেচমন্ত্রী মহাশয়ের এসব বলা সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে প্রতিবৎসর হাওড়া জেলায় বন্যা নেবে আসছে এবং অজন্মা হচ্ছে। দামোদর পরিকল্পনা যখন আরম্ভ হয় তখন থেকেই আমরা দেখছি যে এই পরিকল্পনা হাওড়া জেলায় কোন মঙ্গলসাধন করেনি বরং দুর্ভাগ্য এনে দিয়েছে। মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন যে এর প্রতিকার তিনি করবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কিছুই করেননি। দামোদরের গতি বন্ধ হয়ে যাবার কথা যখন তাকে বলেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন যে প্রাকৃতিক নিয়মে বন্ধ হয়েছে। আমরা বলেছিলাম যে প্রকৃতি যদি দায়ী হয়ে থাকে তাহলে নিম্ন দামোদর অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ বিঘা যে জমি আছে তারজন্য কেন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না। সেখানে বন্যা হবার পর একটা এনকোয়ারী করেছিলেন, কিন্তু সেই এনকোয়ারীর পর বন্যার হাত থেকে হাওড়া জেলাকে কিভাবে বাঁচান যাবে তা আজ পর্যন্ত আমাদের জানাননি।

[6-10—6-20 p.m.]

তারপর হাওড়া জেলা যদিও ঘাটতি অঞ্চল কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে যদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাহলে এই অঞ্চলের ঘাটতি কমতে পারে। অবশ্য তাদের প্রধান যেটা অঞ্চল সেটা হোল নিম্ন দামোদর অঞ্চল কিন্তু কেঁদুয়া অঞ্চল এবং হাওড়া ড্রেনেজ অঞ্চলগুলো যদি ভাল করে কেটে দেওয়া যায় তাহলে অনেক বেশী ফসল হতে পারে এবং যার দ্বারা এই হাওড়া জেলার ঘাটতি অনেক পরিমাণে কমতে পারে। তারপর আপনাদের এই ১৩ বছরের রাজত্বে যদিও বা কেঁদুয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন কিন্তু তাও দেখছি আবার আধাআধিভাবে- আমরা যা' চেয়েছিলাম তা করা হয়নি। স্যার নিম্ন দামোদরের কথা বলতে পারি যে এতে হাওড়া জেলার অধিক অংশ পড়ে অথচ তিনি যদিও কাজের অনেক ফিরিস্তি দিলেন কিন্তু সেই নিম্ন দামোদর পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করলেন না। তারপর রাজাপুর ড্রেনেজের কথা যদি বলা যায় তাহলে দেখবেন যে সেখানে কোন পরিকল্পনা নেই অথচ ঐ রাজাপুর ড্রেনেজে হুগলী জেলার প্রচুর জল এসে পড়ে যা রাজাপুর ড্রেনেজ গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য এরা যদিও বলছেন যে, সরস্বতী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এবং তারপর রাজাপুরকে রক্ষা করা হবে, কিন্তু আমরা দেখছি যে, সরস্বতী পরিকল্পনার কোন কথা এবং রাজাপুর ড্রেনেজ সংস্কার করে তাকে ভালভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা তো হোলই না উপরন্তু রাজাপুর ড্রেনেজ যেখানে তার নিজের জলই বহন করতে পারে না সেখানে আবার তার মধ্যে ডি. ভি. সি.-র খাল থেকে জল এনে ছেড়ে দেওয়া হোল। তারপর হাওড়া ড্রেনেজ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এ কথাই বলব যে, এ সম্বন্ধে আমি প্রতি বছরেই বলি কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় তার কোন উত্তর দেন না। কিন্তু আমি এটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হয়ে কি করে তিনি এই এতবড় একটা অপরাধের প্রতিকার না করে সেটা সহ্য করে যাচ্ছেন? স্যার, হাওড়া ড্রেনেজের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং সেই কারণে ১৯৫৩ সালে যখন মিউনিসিপ্যালিটির জল সেখানে ফেলে দেওয়া হয় তখন আমরা তার প্রতিবাদ করি এবং তখন সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে এই জল পরিষ্কার করা হবে এবং যাতে হাওড়া ড্রেনেজের কোন ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু তা করার ফলে কোনা অঞ্চল উঁচু হয়ে গেছে এবং তার ফলে তার পেছনের দিকে বালি থানার অন্তর্গত ২টি ইউনিয়ন—অর্থাৎ বালি ইউনিয়ন এবং জগদীশপুর ইউনিয়ন ঐ জলে ভর্তি হয়ে থকে। আমার মনে হয় এ ঘটনা অনেক মাননীয় সদস্যেরাই জানেন, তবে যদি না জানেন তাহলে একবার গিয়ে দেখে আসুন যে এখনও সেখানে জল রয়েছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে যাতে করে এর প্রতিকার করা যায় সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি বা বার বার এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা সত্ত্বেও কিছু বলেন নি। তবে আমার মনে হয় অন্ততঃ বালি থেকে আরম্ভ করে যদি সেই ড্রেনেজ ভাল করে কাটা যায় তাহলে হয়ত আংশিকভাবে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে গেলে হাওড়ার জলের জন্য অন্য জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য এতে আমি একথা বলছি না যে হাওড়া ড্রেনেজ বন্ধ করে দিন—আমি বলছি যে একটা পরিকল্পনা নিয়ে যাতে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির জল অন্য জায়গায় যেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে মন্ত্রীমহাশয় এ খবরটি আমাকে দিতে পারেন নি যে, হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এই জল অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করেছে কিনা। কাজেই যদি এইসব কথার উত্তর দেন, তাহলে আমরা খুসী হব। তারপর মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, এবারে আমি সেচমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আর একটা গুরুতর অভিযোগ আনছি এবং তা হোল বাজেটের লাল বইর ২৮৬-২৮৮ পাতা যদি খোলেন তাহলে একটা অদ্ভুত জিনিষ সেখানে দেখবেন যে পশ্চিমবাংলায় যত সেচ স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে তার একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে।

সেই তালিকার মধ্যে অনেকগুলি জায়গার কোন ঠিকানা দেওয়া নেই। আমার মনে হয়

সেগুলির ঠিকানা দেওয়া উচিত। যেগুলির ঠিকানা দেওয়া আছে তার মধ্যে দেখা যায় হাওড়া জেলায় মাত্র ১॥ খানা স্কীম—কেঁদুয়া স্কীম আছে, আর বাকি ১৯ খানা স্কীম আছে মেদিনীপুর জেলায়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কংসাবতী পরিকল্পনা আছে এবং তারজন্য ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা খরচ হবে। মেদিনীপুর জেলার উন্নতি হোক, হাওড়া জেলার উন্নতি হোক, অন্যান্য জেলার উন্নতি হোক এটা আমরা চাই। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয়ের তাঁর নিজের অংশের এবং বন্ধু রজনীবাবুর দুটো কনষ্টিটিউয়েন্সীতে বেশী করে স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে। এই যদি হয়, তাহলে সরকারী অর্থের অপব্যবহার করার কোন অধিকার এঁদের নেই! মেদিনীপুরের আমি অধিবাসী নই কিন্তু যা শুনেছি, তাতে এর এনকোয়ারী করা উচিত এবং এনকোয়ারী করে সাজা দেওয়া উচিত। এগুলি চোরাকারবারী ছাড়া আর কিছু নয়। একবার পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বলেছিলেন—চোরাকারবারীদের ল্যাম্প পোস্টে ঝুলিয়ে গুলি করা হবে। সৌভাগ্যের বিষয় পণ্ডিত নেহরু বদলে গেছেন, ভুলে গেছেন সেই সমস্ত কথা, তা না হলে অজয়বাবুকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করার ব্যবস্থা করা হত।

Shri Bijoy Krishna Modak : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, সেচখাতে ব্যয়বরাদ্দের আলোচনার সময় প্রথমে একটা জিনিষের প্রতি মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ব্যয়বরাদ্দ হয়েছিল সেই পুরো খরচটা তাঁরা করতে পারেন নি। এটার কারণ কি? ব্যয়বরাদ্দ যা স্বীকৃত হয় সেই খরচটা না করার কারণ কি? দ্বিতীয় কথা আমি বলতে চাই, এটা লক্ষ্য করা গেছে যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচখাতে এবং কৃষিখাতে এই দুটো মিলিয়ে অন্ততঃ ৬০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। তার মধ্যে কৃষিখাতে মাইনর ইরিগেসান স্কীমে ৪০ কোটি টাকা বোধ হয় খরচ করা হবে। আমরা চিরকাল একথা বলে আসছি যে বৃহৎ পরিকল্পনার সাথে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা ইন্টিগ্রেটেড হওয়া উচিত এবং এবারে তৃতীয় পরিকল্পনায় এটা স্বীকৃত হয়েছে। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে কৃষিখাতে ৩ হাজার ডিপ টিউবওয়েলের জন্য ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ারের জন্য কিনা জানি না ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং লিফ্‌ট ইরিগেসানের জন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এটা খুব সুখের বিষয় যে এই দুটো পরিকল্পনার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ডিপ টিউবওয়েলগুলির ব্যবস্থা কোথায় হবে সে সম্পর্কে তাহলে বলা উচিত ছিল এবং দুটো বিভাগ একত্রিত হয়ে এইসব আলোচনা করা উচিত ছিল। বৃহৎ পরিকল্পনা যেসব অঞ্চলে আছে যেমন হুগলী জেলার কথা বলতে পারি, বলাগড় এবং আরামবাগ বৃহৎ পরিকল্পনার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেখানে তার সঙ্গে ক্ষুদ্র পরিকল্পনা একত্রিত হওয়া উচিত। সেদিক থেকে আমি বিশেষ করে বলতে চাই যে বৃহৎ পরিকল্পনা হওয়ার ফলে হুগলী জেলার খানাকুল, আরামবাগ এবং বলাগড় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর অন্যান্য জায়গা উপকৃত হচ্ছে। মেদিনীপুরে কংসাবতী প্রোজেক্টের দ্বারা বহু অঞ্চল উপকৃত হবে কিন্তু মেদিনীপুরের গড়বেতা অঞ্চল, এমনসব অঞ্চল আছে যেগুলি পরিকল্পনার বহির্ভূত অঞ্চল হবে। এইসব জায়গায় ডিপ টিউবওয়েল, লিফ্‌ট ইরিগেসান প্রভৃতি ক্ষুদ্র পরিকল্পনার যাতে ব্যবস্থা হয় সেদিকে এই বিভাগকে নজর দিতে হবে। এখানে একটা কথা বলতে চাই, ডিপ টিউবওয়েল যেসব জায়গায় হচ্ছে তার ওয়াটার রেট কি হবে—খরচ কি হবে এইসব বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয় আলোচনা করে দেখবেন। আমাদের রাইটার্স বিল্ডিং-এর নাম করা ইঞ্জিনিয়ার মিঃ মণ্ডল তিনি বললেন—ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার না হলে ডিপ টিউবওয়েল যেসব জায়গায় হচ্ছে সেখানে ওয়াটার রেট রেকারিং খরচ নিয়ে ২৩ থেকে ২৪ টাকা পড়বে। ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার হলে ১১।১২ টাকা পড়বে। ডিপ টিউবওয়েল করতে গেলে ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার দেওয়া দরকার। বাঁকুড়া জেলার একজন সদস্য বললেন—ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার না হলে ডিপ টিউবওয়েলের খরচ অত্যন্ত কস্টলি।

[6-20 – 6-30 p.m.]

আপনি জানেন বলাগড় অঞ্চলে দুটো স্কীম উত্তর বেহুলা, নিম্ন বেহুলা করা হয়েছে। সেখানে

আগে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এর দ্বারা সেটা ব্যাহত হয়েছে। এইসব জায়গায় ইলেকট্রিক সাপ্লাই সরবরাহ করা এবং ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি একটা খবর দিচ্ছি যে একটা ডিপ টিউবওয়েল বসাবার কথা হয়েছিল দুবছর আগে এবং এখানে ব্লকে যখন মিটিং হল তখন মিটিং-এ ঠিক হল কোথায় বসানো হবে কিন্তু দু'বছর কেটে গেছে, এখনও পর্যন্ত সেই ডিপ টিউবওয়েল বসেনি। সেখানে ডিপ টিউবওয়েলের সংগে সংগে যদি ইলেকট্রিক পাওয়ার না যায় তাহলে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আর একটা কথা বলছি—বৃহৎ পরিকল্পনা যেসব জায়গায় করা হয়েছে হুগলী জেলায় আরামবাগ এবং বলাগড় বাদ দিয়ে বাকী সব অঞ্চলে দামোদরের জল ১৯৫৮ সালে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৯ সালের ১০ই ডিসেম্বরের গেজেটে আপনারা নোটিফাই করেছেন যে ১৯৫৮ সালের জন্য ওয়াটার-রেট দিতে হবে এবং তখন আপনারা নোটিফাই করে বলেছিলেন—যাদের যাদের জমিতে জল গেছে কি যায়নি তাদের অবজেকসন দেবার জন্য নোটিফিকেশন দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা যতখানি জানি, গরীব চাষী যতখানি জানে ১৯৬০ সালে আবার আপনারা গেজেটে নোটিফাই করেছেন যে সেসব জায়গায় চাষীদের যেসব আপত্তি ছিল তার শুনানী হয়ে গেছে, তার পরবর্তীকালের খাজনা দিতে হবে—১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালের খাজনা, ওয়াটার রেট দিতে হবে। আমার বক্তব্য, গ্রামাঞ্চলে এত তাড়াতাড়ি করে বিনা প্রচার করে এইভাবে ওয়াটার রেট চালু করা উচিত নয় এবং সেসব জায়গায় পুনর্বার তাদের সুযোগ দেওয়া উচিত যাতে করে তারা তাদের প্রতিবাদ এবং বক্তব্য জানাতে পারে। আর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে হুগলী জেলার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে গংগার চারিপাশের যে সহরগুলি রয়েছে এদিকে হুগলী জেলার দিকে গংগার পাড় ভাঙ্গার ফলে ত্রিবেণী অঞ্চল থেকে উত্তরপাড়া পর্যন্ত প্রত্যেক সহর প্রতি বছর ভেঙ্গে চলেছে এটা কাগজে দেখেছেন এবং আমার কাছে খবর রয়েছে চুঁচড়ার একটা সড়ক, চন্দননগরের রাস্তাঘাট, শ্মশানঘাট, এবং বাড়ী পর্যন্ত নদীর ভাঙ্গনে পড়ে গেছে, তলিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে। শ্রীরামপুরের শ্মশানঘাটের সেই অবস্থা কলেজের সামনে, পলিটেকনিক স্কুলের সামনে সেই অবস্থা, রিষড়ার সেই অবস্থা। সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে সেখানকার জনসাধারণ বারবার করে ৫ বছর ধরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, প্রতিকারের জন্য লিখছে। এই য়্যাসেম্বলী হাউসে অনেকবার করে বলা হয়েছে এবং মন্ত্রী মহাশয় অনেকবার জবাবও দিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারকে লেখা হয়েছে, কখনও বলেছেন প্ল্যান সাবমিট করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখলাম যে কিছু কিছু জায়গায় মেরামতের জন্য খরচ দেওয়া হয়েছে। রিষড়া, শ্রীরামপুর এবং চুঁচড়ার একটা জায়গায় সেই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কিন্তু চন্দননগর সম্বন্ধে আমি গতবার বলেছিলাম—চন্দননগর সম্পর্কে যা কমিশনের রিপোর্ট, ওয়ান ম্যান কমিশন যেটা রেকমেণ্ড করেছেন সেখানকার সমস্ত স্কুলগুলি যে ক্ষয়ে যাচ্ছে সেগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু আশ্চর্যের কথা শ্রীরামপুর এবং রিষড়া সম্পর্কে টাকা বরাদ্দ হয়েছে অথচ চন্দননগর যার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুত ছিলেন সেটা কিরকম করে বাদ গেল, আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এর জবাব দেবেন।

সর্বশেষে এই কথা বলতে চাই যেখানে বৃহৎ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেখানে নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে, আমি কয়েকটা ঘটনার কথা এখানে বলছি। আপনি জানেন ভদ্রেশ্বরের কাছ দিয়ে যে জলনিকাশী ব্যবস্থা আছে, ন'পাড়া গেট, সেখানে লক্ গেট আছে, ধনেখালির জল ও পাণ্ডুয়ার জল সেখানে যখন আসে ১৯৫৯ সালের বন্যার সময়, তখন সেই ন'পাড়া গেলে এক হাজার লোক জোর করে গেট খুলে দিতে চাইলো। সমস্ত জায়গাটা তখন ওয়াটার লগ্‌ড্ হয়ে যাচ্ছিল, চাষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ফলে তাদের বিরুদ্ধে কেস হয়। প্রত্যেক বছর যখন ঢল হয়, তখন রেল লাইন রক্ষা করবার জন্য লক্ গেট করতে হয় এবং তার জন্য গোলমালও হয়। এর যদি একটা প্রতিকার চিরকালের মত করতে হয়, তাহলে সেখানে একটা পুলিশ আউট-পোষ্ট রাখতে হবে। আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এর একটা ব্যবস্থা করবেন। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

Shri Narendra Nath Sen : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সেচমন্ত্রী মহাশয় Irrigation খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ দাবী করেছেন, সেটা আমি সমর্থন করি এবং এই প্রসংগে কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলের বহুদিনকার একটা অভিযোগের বিষয় বর্ণনা করতে চাই।

স্যার, আদিগংগার সংস্কারের কথা অনেকবার এখানে বলেছি। কলকাতার এই আদিগংগা সংস্কার না হলে, যেভাবে তা' বুজে যাচ্ছে, তাতে কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলের বৃষ্টির জল নিকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। এই প্রসংগে আমি কয়েকটা বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই। একটা হচ্ছে কালিঘাটের শ্মশান ঘাটে যারা শবদাহ করতে যায়, তাদের দুরবস্থার কথা জানাতে চাই। এখানে গংগায় পলি মাটী পড়তে পড়তে শ্মশানঘাটের কাছে যে স্নানের ঘাট আছে, তা' একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। তার ফলে যদি কাউকে শবদাহ করে ও শবদাহের পূর্বে যদি গংগার জল আনতে হয় এবং শবদাহের পরে স্নান করতে যেতে হয়, তাহলে এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে তবে যেতে হবে।

তারপর চেতলায় যে কাঠের পুল আছে, তার উত্তর দিকে অনেক দূর হেঁটে গিয়ে জলে নামতে হয়। এটা অচীরে সংস্কার হওয়া দরকার। ঠিক সেই ঘাটের পাশে যে জায়গায় মাটী জমে গেছে, সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে এত দুর্গন্ধময় করে রাখা হয় যে সেখানে এক মুহূর্তও দাঁড়াবার সাধ্য থাকে না। এ-বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এটা যদি অবিলম্বে দূর করার ব্যবস্থা করা না হয়, তবে যারা এখানে শবদাহ করতে যাবে, তাদের পক্ষে তা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এই আদিগংগা খিদিরপুর অঞ্চল থেকে বন্ধ হয়ে এসেছে। ফলে সেখানের অর্ফ্যানগঞ্জ বাজারের বিরাট ব্যবসাকেন্দ্রটীও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই মাল চলাচলের বড় কেন্দ্রটী আজকে বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এই জায়গাটা অনতিকাল মধ্যে সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। এই অঞ্চলে আগে গ্রামাঞ্চল থেকে বহু লোক নৌকা করে ব্যবসা বাণিজ্য করতে আসতো। সেগুলিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কলকাতায় জল সরবরাহ করবার জন্য ও বৃষ্টির জল দূর করবার জন্য Metropolitan Water Supply and Sewerage Board গঠনের পরিকল্পনা হয়েছে। যদি আদিগংগা সংস্কার না করা যায়, কলকাতার দক্ষিণাঞ্চল যদি দিনের পর দিন জলে ডুবে থাকে, তাহলে তা' কোন-কিছুতেই দূর করা যাবে না। ওখানকার অবস্থা এত খারাপ যে, গংগা বুজে গিয়ে এমনই অবস্থা হয়েছে যে বর্ষাকালে আদিগংগার দুধারের বাড়ী ও রাস্তাগুলি জলে ডুবে যায়। এই অসুবিধা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলের এই বিরাট অভিযোগ বহুদিন থেকে রয়েছে। আমি আশা করি, মন্ত্রী মহাশয় next Five Year Planএর মধ্যে এটা অন্তর্ভুক্ত করে এই আদিগংগা সংস্কারের চেষ্টা করবেন এবং অবিলম্বে এই জায়গাগুলি বিশেষ করে শ্মশানঘাট এলাকায় যাতে সংস্কার করা যায়, তার চেষ্টা করবেন।

[6-30—6-40 p.m.]

Shri Bejoy Bhusan Mandal : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেচ খাতে ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করবার পূর্বে, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনার মাধ্যমে উত্থাপন করবো। যেমন যদি কেঁদুয়া ক্যানেল সংস্কার করা দরকার মনে করেন, তাহলে উলুবেড়িয়ায় হুগলী নদীর সামনে স্লুইস গেট করা বিশেষ প্রয়োজন হবে; এবং তার সাথে সাথে কিছু কিছু খাল সংস্কার করাও দরকার আছে। সেই সকল খালগুলির একটা

হচ্ছে গুজাপুর খাল। সেখানকার ব্রীজ বন্ধ করে সুইস গেট করলে সেখানে আমতা ও উলুবেড়িয়া অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। গুজাপুল যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে বনস্পতি খালও সংস্কার করা দরকার, এবং সেটা সংস্কার করে ষ্টুয়ার্ট খালের মধ্যে এনে ফেললে সেখানকার জমিতে দুটা, তিনটা ফসল হতে পারে এবং বন্যার হাত থেকেও ঐ এলাকার জনসাধারণ রেহাই পেতে পারে।

তারপর বোয়ালিয়া খাল বহুদিন সংস্কার না করার ফলে, অতি ভয়াবহ অবস্থায় রয়েছে। দামোদরের জল ঐ বোয়ালিয়া খালে ঢুকে সেখানকার গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত জমিজমা থাকে তা বন্যার জলে ডুবে যায়; এবং সেখানকার সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ঐ খালটা ইমিডিয়েটলি সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। তারপর চাঁপা খালটা সংস্কার করলে, সেখানকার তিনটা ইউনিয়নের বহুল পরিমাণে জমি উদ্ধার হবে। এবং এই তিনটা ইউনিয়নের জমি উদ্ধার করতে হলে হুগলী নদীর মুখে সুইস গেট নির্মাণ করা প্রয়োজন আছে। সেটা করতে পারলে আমি মনে করি চাষীদের আর জল সেচ দিয়ে ফসল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে না। এই কয়েকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Shri Bhupal Chandra Panda : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেচ খাতে ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমে কংসাবতী পরিকল্পনা সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলতে চাই। কংসাবতী এলাকা একটা রিসার্ভড্ এলাকা, সেখানে কংসাবতী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছিল, সেই আন্দোলন সম্পর্কে গত ২৩।২ তারিখে মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটা ডেপুটেসন আসে, এবং সেই ডেপুটেসনে একটা মিমাংসার কথা আলোচিত হয়, এবং তদনুযায়ী ২৭।২ তারিখে ঐ রিসার্ভড্ এলাকায় যে সমস্ত আন্দোলন চলছিল, কৃষকগণ এই আলোচনার ভিত্তিতে তা উইথড্রন করেন। কিন্তু একটা কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—আপনার সঙ্গে যে কথা আলোচিত হল, তদনুযায়ী কেন এখনও পর্যন্ত কাজ হচ্ছে না? এখনও বন্দী-শিবিরে ঐ এলাকার যে সমস্ত আন্দোলনের ধৃত ব্যক্তি, প্রায় ৬০ জন মেয়ে ও পুরুষ জেলে আটক রয়েছে। এবং যে সমস্ত লোকের উপর ৭ ধারা নোটিস জারী হয়ে রয়েছে বা তাদের বিরুদ্ধে কেস চলছে, সেগুলি এখনও পর্যন্ত কেন তুলে নেওয়া হচ্ছে না? আন্দোলন উইথড্রন হ'ল, কিন্তু তাদের উপর সেই ভিক্‌টিমিজেসন্ কেন বন্ধ হচ্ছে না? আমি আশা করি এর উত্তর নিশ্চয় মন্ত্রীমহাশয় দেবেন।

এই প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা বলবো—উনি এখানে যে কথা বলেছেন ঐ এলাকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে, সেখানে তিনি সত্যকে গোপন করেছেন। তিনি সত্যকে গোপন করেছেন এইজন্য বলছি, ঐ যে ৩০টি গ্রামের যে কৃষক, তাদের উঠে আসতে হবে গ্রাম ছেড়ে, এবং তাদের পরিপুরক বাসস্থানের জন্য গড়বেতায় যে খাসমহল, তা তাদের দেখান হয়েছিল। কিন্তু উনি জানেন সেই খাসমহল জেলা বালুতে পূর্ণ। ওঁর যে সমস্ত কর্মচারীবৃন্দ, তাঁদের সঙ্গে করে তাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন তা দেখাবার জন্য এবং তাঁদের উপস্থিতিতে তাঁরা এটা দেখিয়েছেন এবং এর প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা আপত্তি করে জানান যে, আমাদের ঐ রকম জায়গা থেকে তুলে নিয়ে এসে এই রকম বালুময় স্থানে বাস করবার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এখানে আমরা কি করে বসবাস করবো? আমার অনুরোধ, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যেন এই ব্যবস্থাটা একটু ভাল করে বিবেচনা করে দেখেন।

উনি যেকথা বলেছেন যে, বাঁকুড়ার লোক মেদিনীপুরে থাকতে চায় না—একথা ঠিক নয়। যদি তাদের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই থাকবে—আমি একথা তাঁকে দিতে পারি।

দ্বিতীয় আর একটা কথা হল, ১১ ধারায় যে সমস্ত নোটিশ দেওয়া হয়েছে—সেই নোটিশে জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ, এবং তার যথার্থ মূল্য কত তার কোনটাই ঠিক নাই। অন্ততঃ মূল্য দেওয়ার কথা হচ্ছে। কিন্তু কোন জমির জন্য কত—বসত বাটির জন্য কত এবং জমির জন্য কত যদি তা নির্দিষ্ট না বলে দেন, তাহলে কি করে বুঝবো তারা পাচ্ছে কি পাচ্ছে না! সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করবো, তারা যেন ক্ষতিপূরণ পায় এবং উঠে আসার আগেই সেটা পায়। আর এই যে ক্ষতিপূরণ সেটা নামমাত্র যেন না হয় সেদিকে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এখন নিম্ন কাঁসাইয়ের ব্যবস্থা। এ সম্পর্কে আমরা আতঙ্কিত। কারণ দামোদর এবং ময়ুরাক্ষীর ফলাফল দেখে এই ধারণা হয়েছে যে, কংসাবতী পরিকল্পনা হলে নিম্ন কংসাবতীর না জানি কি অবস্থা দাঁড়াবে! সেখানে Drainageএর যে অবস্থা তাতে তাড়াতাড়ি করে Reservoir ছাড়লে আবার সে রকম বন্যা হবে কিনা—তাতে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে। নিম্নাঞ্চলের যে অবস্থা তাতে বিশেষ করে উনি জানেন, তমলুক মহকুমার প্রতিনিধি জানেন এই কাঁসাই, কেলেঘাই মিলিত হওয়ার পর হলদী নদী মজে এসেছে, তার মধ্যে এত বেশী চড়া পড়েছে, এখন তার মধ্য দিয়ে Drainageএর কোন সুবিধা নাই। সুতরাং Reservoir করার উপর অনেকখানি নির্ভর করে—শুধু উপরের বন্যারই বিপদ নাই। তারপর মেদিনীপুর এবং সুন্দরবন এলেকায় আর একটা বিপদ হল লোণা জল এবং লোণা জলের বন্যা। ইতিপূর্বে আমার মনে আছে এ সম্পর্কে কিছু কিছু suggestion দিয়েছি, ওখানে যে সমস্ত Drainage, খাল ইত্যাদি করা হয় তাহলে দুটি কাজ হয়—লবণজল ঠেকান যায়, বর্ষার জল থেকে আংশিকভাবে রক্ষা করতে পারবো, জমিতে মাছের চাষ হতে পারে এবং এই জমি নিয়ে আমন ফসল তোলার পর সেখানে গম চাষ হতে পারে। এবং অন্যান্য চাষ হতে পারে। কিন্তু উনি অনেক বেশী টাকা খরচ হবে বলে রাজী হচ্ছেন না। উনি বলেন, ৪ লক্ষ টাকা খরচ হবে। কিন্তু একবারই তো খরচ হবে। কিন্তু বছর বছর Drainage, বাঁধ ইত্যাদিতে হাজার হাজার যে টাকা খরচ হচ্ছে, সেটা তো বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এককালীন খরচ করতে ক্ষতি কি? তাতে যদি ফসল বাড়ে। মন্ত্রীমহাশয়ের Agricultural Departmentএর মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। কাজেই তিনি যেন সেদিকে দৃষ্টি দেন। কেন্দুয়া প্রভৃতি খালের মুখে যদি sluice gate করা হয় তাহলে বর্ষার জল মাঠের জমিতে আটকে রাখা যায়, তাতে আমন ফসল এবং অন্যান্য ফসলের চাষ হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা চিন্তা করতে বলি—আমাদের জমি কয়েকটি Billএর মত দেখা যায়, যেখানে underground water pressureএ উঠছে; যে pressureএ experiment করার জন্য ইতিপূর্বে Tubewell দিয়েছেন। তিনি জানেন সেই জায়গায় Tubewell বসান উচিত, সেখানে automatically জল উঠে।

[6-40—6-50 p.m.]

এখানে auto flowর যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা কেন করা যায় না। বিশেষ করে এখানে দেখতে পাচ্ছি, নারায়ণগড় থেকে এই দিকে যাচ্ছে। এবং এটা অনুসন্ধান করলে তা দেখা যাবে। এর দ্বারা কৃষির আরও উন্নতি হবে বলে মনে হয়। আর একটা কথা আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো—তিনি এককালে যখন জাতীয় সরকার গঠন করেছিলেন এবং যে জায়গায় আত্মগোপন করে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, সেই জায়গার দুরবস্থার কথা তিনি ভুলে গিয়েছেন। আমাদের নন্দীগ্রামে ১ নং, ২ নং ও ১০ নং Unionএর বহু মৌজা বর্ষাকালে ডুবে থাকে, water-logged হয়ে থাকে। সেই water-loggedএর ফলে অনেক অসুবিধা হয়। কারণ ঐ এলাকার পার্শ্ববর্তী ভগবানপুর

থানার অন্তর্গত কলাবেড়িয়া খালে ঐ মৌজাগুলির জলনিকাশীর পথ বন্ধ করা আছে। এই জলনিকাশের কোন অসুবিধা হবে না, যদি তা সংস্কার করা হয়। এখানে একটা কথা, সেখানে জমিদারের যে বাঁধ রয়েছে, বর্ধমান estatesএর, সেই বাঁধকে কেন তুলে দেওয়া যায় না। এখন এই জমিদারী abolish করার পর সেই বাঁধ কি তুলে দেওয়া যায় না? নিশ্চয়ই যায় এবং মন্ত্রীমহাশয়ের দপ্তর এটা নিশ্চয়ই করতে পারেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Report of the Business Advisory Committee

Mr. Speaker : The Business Advisory Committee at its meeting held this day in my Chamber considered the question of re-allocation of time for remainning Demands for Grants for the financial year 1961-62 and for Bills and other business. The decision arrived at by the Committee is laid on the Table.

Shri Jagannath Kolay : I beg to move that the third report of the Business Advisory Committee in respect of the re-allocation of time for the disposal of the remaining Demands for Grants for the financial year 1961-62 be agreed to by the House.

Mr. Speaker : I hope the House accept it.

[There was no objection]

The report is accepted.

Shri Hemanta Kumar Basu : Sir, I want to speak.

Mr. Speaker : Your time has been allotted to another member of your party as I heard that you won't be coming.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : Mr. Speaker, Sir, এতক্ষণ ধরে খুব মনোযোগের সঙ্গে আমি আলোচনা শুনছিলাম। আমি অল্প সময়ের মধ্যে হয়ত সব কথার জবাব দিতে পারবো না, অতএব প্রধান প্রধান কথাগুলির জবাব দেবার চেষ্টা করবো। শ্রীদাশরথি তা এখানে উপস্থিত নেই। তিনি বলেছিলেন যে ৭টা damএর জায়গায় ৪টা dam হয়েছে, তাই বন্যা নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না। আরও dam তৈরী করা দরকার। আরও dam তৈরী করা দরকার কিনা—এই নিয়ে আলোচনা চলছে, বাংলা সরকারের সঙ্গে D.V.C. এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য। তাছাড়া, শিল্পাঞ্চলে জল সরবরাহ করার জন্য আর একটা dam দরকার বলেছেন। সে বিষয় তাঁর সঙ্গে আমাদের সকলেরই একমত। তাছাড়া মোহনপুর সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলেছিলেন, তাতে এই কথা বলতে পারি যে—ground level পর্যন্ত এটা ভরাট করা হয়েছে। তারপর তিনি সেখানে সেখানে গিয়ে দেখে বলেছিলেন আরও উঁচু করে দিন, নইলে জলের সঙ্গে বালি এসে যাবে। কিন্তু আরও উঁচু করলে এই হানা দিয়ে জল ঢুকে বর্ধমান জেলা ও হুগলী জেলায় জল যায়।

তিনি বলেছেন বন্যা নিয়ন্ত্রণের খরচ সবটা পশ্চিমবাংলা দেবে কেন, সেচের খরচ সবটা পশ্চিমবংগ দেবে কেন। বিহারে যে-অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ হয় তাতে আমরাই উপকৃত হই। বিহার পায় মাত্র 0·5 percent, বাকী সব আমাদের পশ্চিমবংগ পায়, সেজন্য এটা আমাদের দেয়। Central Government বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সবশুদ্ধ ৭ কোটি টাকা দিয়েছেন, আর দেবেন না, তারপর যা খরচ হবে, আমাদের দিতে হবে। সেচের জন্য তাঁরা দেবেন না। Headquarters সম্বন্ধে যেকথা

বলা হয়েছে, যখন there perticipating Governments, বিহার, Central Government, West Bengal Government-এর representatives, অর্থাৎ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী—তাঁরা তিনজন D. V. C. Advisory Boardএ আছেন,—একসংগে বলেছিলেন তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী D. V. C. Headquarters কোথায় হবে তাতে আমরা interfere করব না একথা বলেছিলেন, D. V. C. যেখানে মনে করবে সেখানেই করবে—এখনো সেই কথাই আছে। সম্প্রতি তারা বলছেন মাইথনে নিয়ে যাবেন—মাইথন ও পঞ্চেটে ভাগ করে দেবেন এবং কলকাতায় কিছু থাকবে এই কথাও হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা finally বলেছেন মাইথনেই সব অফিস নিয়ে যাবেন। এতে অনেক টাকা পড়ে, যেহেতু সমস্ত D. V. C.র খরচ অর্ধেকের বেশী আমাদের পশ্চিমবাংলা দেয়, সেকারণে এই খরচটা overhead খরচ হিসাবে অর্ধেকের বেশী আমাদের দিতে হবে। এমনিতেই আমরা টাকা পাচ্ছি না, সুতরাং এই টাকা, প্রায় ৭০।৮০ লক্ষ টাকা আমরা আপাততঃ দিতে পারছি না এই কথা বলা হয়েছে। আমরা বলিনি Headquarters নিতে পারবে না, আপাততঃ এত টাকা আমরা দিতে পারব না, তাই আমরা তাঁদের অপেক্ষা করতে বলেছি। তারপর, electricity সম্বন্ধে, কলকাতায় ২ আনা/১০ পয়সায় দেয়, কিন্তু পল্লী অঞ্চলে ৬।৭ আনা খরচ হয়—Calcutta Electric Supply Corporation অনেকদিনের পুরাণো প্রতিষ্ঠান, তাদের নানারকম যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা আছে, তাই তাঁরা এত সস্তায় দিতে পারে D. V. C. যা দিতে পারে না। তাহলেও Calcutta Electric Supply Corporation বাদ দিলে, আজকে electricityতে hydelই হোক, আর thermalই হোক—D. V. C. rate বেশী নয়। তারপর, lift irrigationএর কথা বলা হয়েছে—lift irrigation Agriculture Department করে Irrigation Department করে না। বিনয়বাবু অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন, তিনি ভাল করে study করেন এবং প্রতিবারই লক্ষ্য করেছি তিনি খুব ভালো আলোচনা করেন। তবে আমাদের রিপোর্ট দিতে দেরী হয়েছে বলে তিনি পড়তে পারেননি বলে এমন কথা বলেছেন যা রিপোর্ট পড়লে বলতেন না। ময়ূরাক্ষী এবং দামোদরের ১৯৫৯ সালের বন্যাকে গভীরতর করার জন্য সেচ বিভাগ ও D. V. C.র দায়িত্ব কতখানি তা রিপোর্টে ভালো করে বলা আছে—২০ নং পৃষ্ঠায় সেটা দেখা যাবে—আমাদের যেটুকু দায়িত্ব তার বেশী দায়ী করা উচিত নয়, যেহেতু কমিটি ভালোভাবে তদন্ত করেই রিপোর্ট দিয়েছেন। তিনি একটা কথা ভুল বলেছেন যে আমাদের ড্রাম থেকে যে জল দেওয়া হয় তা' বৃষ্টি কম হলে বা বৃষ্টি না হলে আমরা আদৌ দিতে পারি না এবং সেইবছর আমাদের সেচ এলাকায় মোটেই চাষ হবে না। একথা ঠিক নয়। যেবছর drought গিয়েছে সেবছর যদি তিনি এই অঞ্চলে ঘুরতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, আমাদের সেচের জলে ভাল ধান হয়েছে অথচ সেচের বাইরের এলাকা জ্বলেপুড়ে গিয়েছে, মোটেই ধান হয়নি। আমাদের জল সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে October মাসে যখন আকাশে বৃষ্টির জল থাকে না। সেখানকার লোক আমাদের কখনো এই কথা বলেনি যে, এই বছর আকাশের জল ভালো হয়েছে, ক্যানেলের জলের আমাদের দরকার নাই। তারা ক্যানেলের উপকারিতা বুঝেছেন, তাই তারা ট্যাক্স দেন। আমরা বেশী আদায় করছি, একথা এখানে বহুবার শুনেছি—ট্যাক্স বেশী আদায় করছি কি না এবং কিভাবে আদায় করছি তা আমি প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছি—তখন হয়তো অনেকে ভালো করে শোনেননি—যাই হোক, এর জবাব আমাদের কাছে আছে—আমি এখানে আর পুনরুক্তি করতে চাই না।

[6-50—7 p.m.]

এখানে একটা কথা বলা হয়েছে যে test note কিছু নাই। Settlementএর যা record থাকে সেই অনুসারে, Settlement map অনুযায়ী মৌজা মেপে নিয়ে গ্রামবাসীদের সাক্ষাতে সেচের

জমি দাম দিয়ে নেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের কয়েকজন সেই Test Noteএ স্বাক্ষর দেন—একথা এড়িয়ে গেলে চলবে না—test noteএ যাঁরা স্বাক্ষর করেন তারা চোখ বুজে করেন একথা আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই। তারপর, আপত্তি জানাবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং তার জন্য তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরেকটা কথা বলেছেন, বিদ্যুতের ট্যাক্স নিন, সেচের ট্যাক্স ছেড়ে দিন বা কমিয়ে দিন। বিদ্যুৎ যাঁরা নিচ্ছেন তাঁরা কোন-না-কোন শিল্পে লাগাচ্ছেন এবং সেই শিল্প থেকে যে জিনিস উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলি সাধারণের ব্যবহারযোগ্য জিনিস। কাজেই শিল্পে ব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য যদি আমরা বেশী charge করি তাহলে সেই শিল্পে উৎপাদিত জিনিসের দাম বেড়ে যাবে। এটা আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি আমাদের সেচ কর অতিরিক্ত নয়। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, আপনারা capital expenditure তুলবেন না, receivingটা তুলুন। আমার বক্তৃতায় আছে Capital দূরের কথা receivingও 50 percent বেশী কোন বছর উঠে না, cent percent আদায় হলেও উঠে না, cent percent কোন বছরই আদায় হয় না। তারপর, বৃন্দাবনবাবু বলেছেন, হাওড়ার সেচ বিশেষ-কিছু হয়নি। হাওড়া ছোট জেলা, তৎসত্ত্বেও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩৯ লক্ষ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে—এর পরও যদি তিনি বলেন কিছু হয়নি তাহলে আমার বলবার কিছু নাই। নিম্ন দামোদরের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কেতুয়া প্রজেক্টে যাতে লোনাজল না ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরস্বতীর উপরের দিক সংস্কার করা হয়েছে, নীচের দিকটা সংস্কার করা হয়নি। ডোমজুড় নদীর উপর এমনসব পাকা বাড়ী হয়েছে যে আর গভীর করা অসম্ভব হয়েছে। রাজকৃষ্ণবাবু বলেছেন সেচ অফিসারদের সুন্দরবন অঞ্চলে যেতে হয় সেখানে নানারকম অসুবিধা হয় - এই অসুবিধা দূর করার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে—তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেখানে বাড়ী তৈরী হবে, যাতে তাঁরা সুন্দরবনে গিয়ে থাকতে পারেন। গঙ্গাধর নস্কর মহাশয় বলেছেন ভাজুব গেট থেকে সোনারপুর-আড়াপাঁচে পাম্প করা হচ্ছে—আমি যতদূর জানি সোনারপুর-আড়াপাঁচ—যেখানে pumping area—সেখানে bumper crop হয়েছে, কোন ক্ষতি হয়নি।

তিনি বলেছিলেন যে ১৯৫৯ সালে অতিবৃষ্টিতে সেই পাম্প কার্যকরী হয়নি কেন? এতবড় অতিবৃষ্টিতে কার্যকরী করার মত পাম্প আমাদের নেই—স্বাভাবিক বৃষ্টি হলে ঐ পাম্প কার্যকরী হোত। টালিস নালা সংস্কার সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেছেন। টালিস নালার ব্যাপারে একটা ডাচ কোম্পানীকে আমরা প্রোজেক্ট করতে দিয়েছি তাঁরা এখনও ফাইন্যাল রিপোর্ট দেন নি। নটেনবাবু বলেছেন যে আমরা টাকা খরচ করতে পারিনা, তিনি একটা বিশেষ জায়গা দেখিয়েছেন—হয়ত আমরা সেই আইটেমে টাকা খরচ করতে পারিনি—কিন্তু ওভার অল খরচ আমাদের 2nd Five year Plan-এর জন্য যা টাকা ছিল তার চেয়ে ২ কোটি ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা বেশী খরচ করেছি। এই খরচগুলো কেন হয়নি তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের Land acquisition এর জন্য payment করতে দেরী হয়ে যায়। বিশেষ করে ময়ূরাক্ষীর land payment বিহারের সঙ্গে করতে হচ্ছে বলে সেখানে দেরী হচ্ছে। আর একটা কথা হচ্ছে যে এবছরের খরচের টাকা খরচ না হলে সেটা পরের বছরে চলে যায়। Contai basin এর সঙ্গে ইলেকসনের কি সম্বন্ধ আছে জানি না। Contai Basis Project আমরা 3rd plan-এ ঢোকাতে পেরেছি, এখন Complete project করার জন্য সেণ্ট্রাল থেকে পারমিশন আনতে হবে। দুইটী বেসিনের যেটুকুন করতে পারিনি সেইটুকু কি করে প্ল্যানে ঢোকান যায় তারজন্য চেষ্টা হচ্ছে বলে দেরী হচ্ছে। চট্টরাজ মহাশয় বলেছেন যে আমরা ডেভালপমেণ্ট য়্যাক্ট মানছিনা, আমরা এড্‌হক ট্যাক্স করছি। আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁর জানা উচিৎ ছিল যে ডেভালাপমেণ্ট য়্যাক্ট এমেণ্ড করে যা হয়েছে সেই অনুসারেই আমরা করছি। ভারতবর্ষের এমন একটা প্রদেশ নেই যেখানে জলকর নেই। এমনকি কম্যুনিস্ট শাসিত

কেরালাতেও জলকরের উপরে তারা আবার ডেভালাপমেণ্ট ট্যাক্স আদায় করেছে—জমির মূল্য-বৃদ্ধির উপর।

তারপর চিফ্ এষ্টিমেটিং অফিসারের কথা তুলে বলেছেন যে, উনি কোলকাতা থেকে এইসব বাজে বাজে খবর নেন এবং কি বলতে কি বলেন। কিন্তু আমরা এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছি তা' ফাঁকি দেবার জন্য নয় এবং তাঁকে একটা হিসেব দিয়ে দেখাচ্ছি যে, ৭ বছর ধরে Chief Estimating Officer যে এষ্টিমেট এবং ক্রপকাটিং করছেন তাতে বছরে গড়ে ১০০ জন করে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে এবং এই লোকগুলি বছরে ৩ হাজার ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেণ্ট করছেন। তবে কোন বছর ৩ হাজার আছে আবার কোন বছর ১,৭০০ আছে, সেই হিসেবে গড়ে মোট ২১ হাজার ৪০০ ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেণ্ট ঐ এলাকায় হচ্ছে। তারপর, এই ক্রপ কাটিং করবার সময় যাঁরা ক্রপ কাটিং করেন তাঁরা একটি কাগজে কার জমি নেওয়া হল, কার ফসল কাটা হোল, কাটবার সময় তাঁর অনুমতি নেওয়া হয়েছে কিনা, ধানগাছগুলো কাটতে স্থানীয় কোন শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি জিনিস লিখে তার একটা হিসেব রাখেন এবং ধান ঝাড়াইয়ের পর সেই খড় ফেরৎ দিয়েছেন! স্থানীয় লোকের সাক্ষাতে ওজন করে যা ওজন হয় তার জন্য সহি নেন এবং এই করে ২১ হাজার মণ ক্রপ কাটিং তাঁরা করেছেন।

ময়ূরাক্ষী সম্বন্ধে বলেছেন যে, এমন লোকের উপর নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে জমি হস্তান্তর করে দিয়েছে। কথা হোল যে, দু-জনে মিলে হস্তান্তর করেছেন, আমাদের জানাননি। আমাদের অফিসে যে রেকর্ড আছে তাই দেখে notice পাঠান হয়। এক চিঠি দিয়ে যদি জানান যে, অমুকের কাছ থেকে অমুকে কিনেছে তাহলে আমরা নাম খারিজ করে নিই। ঘরে বসে বসে যদি হস্তান্তর করেন তাহলে আমরা আর কি করতে পারি—আমরা তো আর জ্যোতিষ নই, তাছাড়া, ৩১ বছর হোল সেটেলমেণ্ট রেকর্ড হয়েছে। বর্তমান সেটেলমেণ্ট এখনও ফাইনাল হয়নি তাই এটাকে আমরা স্বীকার করতে পারি না।

তারপর, শিশুরাম মণ্ডল মহাশয় বলেছেন কংশাবতী এলাকায় ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেণ্ট বন্ধ রাখা হয়েছে। হ্যাঁ, এটা প্রথমে বন্ধ রাখা হয়েছিল কিন্তু পরে খোলা হয়েছে। কেননা যখন দেখা গেল কংশাবতীকে রূপ দিতে আরও ৭।৮ বছর লাগবে তখন আমরা সেচবিভাগ থেকে বলেছিলাম যে জনসাধারণ ইচ্ছা করলে tank improvement করতে পারবেন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। লিফ্ট ইরিগেসন এবং পাম্প ইরিগেসন এর কথা যা বলা হয়েছে তার উত্তরে বলব যে এগুলো এগ্রিকালচারের ব্যাপার কাজেই এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না।

[7—7-10 p.m.]

ফকির রায় মহাশয় ভিলেজ চ্যানেল-এর কথা যা বলেছেন। তার উত্তরে বলব আমরা এই আইনসভা থেকে যে নূতন আইন পাশ করেছি তাতে দেখবেন ডি. ভি. সি.-র জন্য যে টাকা রেখেছি সেটা রেখেছি বড় বড় ব্লকগুলো ছোট অর্থাৎ ১৫০ একরের মধ্যে করবার জন্য। প্রত্যেকটি গ্রামে বা প্লটে যাবার জন্য যে ভিলেজ চ্যানেল তা' গ্রামবাসীদের করতে হবে। তবে তা করতে যদি কোন গ্রামবাসী বাধা দেয় তাহলে তার জন্য আইনে সাজা দেবার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এটা নয় যে কেউ বাধা দিলে ভিলেজ চ্যানেলের কাজ চলবে না। তবে তিনি যে বলেছেন যে গ্রামবাসীদের টাকা নেই, তার উত্তর হচ্ছে যে, এতে টাকার প্রয়োজন নেই, কোদাল এবং হাত হলেই খাল কাটা যায়। তারপর তারাপদবাবু হাওড়ার কথা তুলে কেঁদুয়া খালের কথা বলেছেন এবং হাওড়া ড্রেনেজের

কথা বলেছেন যে, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নোংরা জল হাওড়া ড্রেনেজে পড়ে বলে সেখানে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, কিন্তু সেই দুর্গন্ধযুক্ত জল যদি সায়েন্টিফিকালী ট্রিট করা যেত তাহলে এটা ঠিক থাকত। কিন্তু এটা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি করতে পারবেনা—এটা হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট করবে। তারপর তিনি আর একটা অভিযোগ করে বলেছেন যে, মেদিনীপুরে যেরকম কাজ হয়েছে হাওড়ায় সেরকম হয়নি। আমি হিসেব দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি এবং তিনি যেন একথাটা মনে রাখেন যে হাওড়া থেকে মেদিনীপুর জেলা অনেক বড়। এছাড়া আরও যে কথা বলা হয়েছে যে অজয়বাবু এবং রজনীবাবুর এলাকায় অনেক কাজ হয়েছে তার উত্তরে বলব যদি হিসেব করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, মেদিনীপুর জেলায় কমিউনিস্ট বন্ধুদের এলাকায় আমাদের এলাকা থেকে ২০ গুণ বেশী কাজ হয়েছে।

মেদিনীপুরে কংসাবতী পরিকল্পনা এলাকা হচ্ছে কমিউনিষ্ট বন্ধুদের এলাকা। বিজয় মোদক মহাশয় বলেছেন যে, যেখানে বড় বড় ইরিগেশান নেই বিশেষতঃ হুগলীর যেখানে ইরিগেশান হচ্ছে না সেখানে ডিপ টিউবওয়েল হওয়া উচিত। এ বিষয়ে নীতিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমি একমত। আশা করি তিনি কৃষিবিভাগের সঙ্গে এই নিয়ে যোগাযোগ করবেন। গ্রামাঞ্চলে পুনরায় আপত্তির সুযোগ দেওয়া যাবে কিনা এখন বলতে পারি না। গঙ্গার দু'ধারে ভাঙ্গন হচ্ছে। আমরা বহু টাকা খরচ করে কতকগুলি জায়গা করেছি, আর কতকগুলি জায়গার জন্য স্কীম তৈরী করছি। এই ভাঙ্গনের কাজটা আমাদের ফ্লাড ডিপার্টমেণ্ট থেকে তৈরী হয় এবং সেটা State Technical Committeeকে দিয়ে পাস করাতে হয়। সেণ্টার থেকে টাকা নিতে হয়। এবারে সেণ্টার বললেন—ঘাট, মন্দির রক্ষা করার জন্য আমরা টাকা দেব না। এইসবগুলি আমাদের দেখাশুনা করতে হয়। আমরা অনেক কাজ করে যাচ্ছি, এখনও কাজ বাকি আছে। আমরা কতকগুলি স্কীম তৈরী করছি।

চন্দননগর সম্বন্ধে বিশেষ করে বলতে চাই যে—আমার যতদূর মনে আছে চন্দননগরে ৪টা ব্লক করে ভাঙ্গন রক্ষা করার জন্য ৪টা স্কীম করেছি। এই টাকাটা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের দেওয়ার কথা ঝা কমিটির নির্দেশ অনুসারে। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট বললেন—ওটা যখন বাংলায় আছে, তখন তোমাদের কিছু দিতে হবে। আমরা বললাম—১০ পার্সেণ্ট দেব। যেহেতু সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট টাকা দেবেন, অতএব প্রত্যেকটা প্রোজেক্ট তাঁদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। আমরা ৪টা প্রোজেক্ট পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—তাঁদের টেকনিক্যাল কমিটি দিয়ে কতকগুলি কুইরি করে পাঠিয়ে ছিলেন। এই প্রোসিডিওর এখনও চলছে। এটা ওঁরা পাঠালেন, পাঠাবার পর দেখা গেল, ইতিমধ্যে গঙ্গার ভাঙ্গন অদল-বদল হয়ে গেছে—আবার নতুন করে স্কীম করতে হচ্ছে। নরেন সেন মহাশয় টালিস নালার কথা বলেছেন। সেটার জবাব দিয়েছি। তিনি বলেছেন যে কালীঘাটের সামনে গঙ্গাটা বুজে যাচ্ছে, এখানে খানিকটা খুলে দিন। আমরা দেখছি এইরকম একটা নদী বা খালে কিছুটা অংশ গভীর করে পুকুরের মত করে দিলে ১২ মাসের মধ্যে ভরে যায় যদি ভাঁটার সময় scour করার শক্তি না থাকে। কাজেই ওটা সম্ভব হবে না। মণ্ডল মহাশয় বনস্পতি খাল চওড়া করে দেওয়ার কথা বলেছেন। ওটা হবে না, ওটা আলাদা করে করা হচ্ছে—যাতে হুগলীতে ফেলতে পারি, তার চেষ্টা করছি। এখানে কংসাবতী আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে—আন্দোলন উইথড্রন হ'ল কিন্তু বন্দী মুক্তি হ'ল না। কিন্তু এটা জেনে রাখা ভাল যে, তাঁদের হরেকৃষ্ণবাবু আমাকে যে কাগজটা দিয়ে গেলেন তাতে লেখা আছে—Sd/ অমুক। আমি বললাম—অরিজিন্যাল স্বাক্ষর না হলে Sd/ দিয়ে গভর্ণমেণ্ট কাজ করতে পারে না, আপনি অরিজিন্যাল স্বাক্ষর দিয়ে কাগজটা আনবেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এনে দেব। কিন্তু তিনি আনেন নি। বন্দী মুক্তি দরকার তাঁদেরই, এখানে আমি কোন সত্য গোপন করিনি।

তারপর কথা হচ্ছে, গড়বেতার জমি সম্পর্কে। গড়বেতায় তাঁরা নিজেরা দেখে এসেছেন—আমরা যে জমি দিতে পারব, সেই জমিতে সেচ দেব বলেছি। সেই জমি পছন্দ না হলে নেবেন না, আমি জোর করছি না। তাঁরা দেখে এসেছেন বিনা সেচে সেখানে ধান ফলছে। কিন্তু উনি বললেন, সব বালিময়। আমি জানি না, একমাত্র কাঁথি ছাড়া মেদিনীপুর জেলায় আর কোন জায়গায় বালি আছে কিনা।

তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, কতদিনে ক্ষতিপূরণ পাবে? আমি বক্তৃতায় বলেছি যে ৬টা গ্রাম পাবে মার্চ মাসে, ৯টা গ্রাম পাবে জুন মাসে, আর বাকী ১৮টা গ্রাম পাবে ডিসেম্বর মাসে। উঠে আসার আগে পাবে কিনা? নিশ্চয়ই। উঠে আসার আগে টাকা না দিয়ে কাউকে তুলতে পারি না। পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেবো কিনা? নিশ্চয়ই পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেবো। কংসাবতী পরিকল্পনা হলে নিম্ন কাঁসাইয়ের কি হবে? আমি খোঁজ নিয়েছিলাম, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বললেন, যে কংসাবতীর যে ক্যাচমেন্ট এরিয়া তার এত উপরে গিয়ে ড্যাম করছি, পশ্চিমবাংলার শেষপ্রান্তে গিয়ে, যতটুকু ক্যাচমেন্ট এরিয়াচ আমরা জল ধরবো তার নীচের ক্যাচমেন্টে আমরা কিছুই করতে পারছি না। কাজেই নিম্ন কংসাবতী তারজন্য বিশেষ কোন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এটাই হল আমাদের বিশেষজ্ঞদের অভিমত। খালের মুখ বন্ধ করলে বেশী টাকা খরচ হবে বলে আমি খালের মুখ বন্ধ করতে রাজী হইনি একথা ঠিক নয়। এর চেয়ে বড় কথা আছে। স্লুইস করলে ঐ খাল দিয়ে নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। আমি অন্য জায়গায় করতে গিয়ে বাধা পেয়েছি। আমার নিজের এলাকায় স্লুইস করা বন্ধ করতে হয়েছে—নৌকা চলাচল বন্ধ হবে বলে। ডি, ভি, সি জল ছাড়ার জন্য খবর দেবার একটা বিস্তৃত পরিকল্পনা ঠিক করেছেন। কাদের কাদের জানাবেন, কতদিনে জানাবেন, কিভাবে জানাবেন এই সমস্ত তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন। হঠাৎ তাঁরা জল ছেড়ে দেবেন না। তবে ইলেকট্রিসিটির জল সে সামান্য জল, খুব বেশী নয়। সেই জল যখন ইলেকট্রিসিটি তৈরী হয় তখন ছেড়ে দেওয়া হয়। কাজেই হঠাৎ জল ছেড়ে দিয়ে তাদের বিপন্ন করবেন, এটা আমি মনে করি না। এই বলে আমি সমস্ত কাট মোশান অপোজ করছি।

[7-10—7-20 p.m.]

Mr. Speaker: Except cut motion Nos. 16,34,104, 118 and 132 on which divisions has been asked for, I put all the other cut motions under Demand for Grant No. 11 to vote.

[The motions were then put and lost]

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Das that the demand of Rs. 6.80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 6 80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc , be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reducced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc,. be reduced to Rs 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shyamaprasanna Bhattacherjee that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 6 80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 6,80 86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 6 80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Turku Hansda that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc , be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11 Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigatton, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 6,80 86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads 'XVII-Irrigation etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 6,80,86,000 foı expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII-Irrigation, etc , be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation, etc., be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII-Irrigation, etc. be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII-Irrigation, etc., be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII-Irrigation, etc., be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads: XVII-Irrigation,

etc., be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

Noes—115

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Barman, The Hon'ble Shyama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chand a
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Afaque, Shri Choudhury
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive

Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—42

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Dr. Brindaban Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben

The Ayes being 42 and the Noes 115 the motion was lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads:

XVII-Irrigation, etc. be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—114

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Afaque, Shri Choudhury
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari

Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—42

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Dr. Brindaban Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben

The Ayes being 42 and the Noes 115 the motion was lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads:

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads : XVII-Irrigation, etc. be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—114

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Afaque, Shri Choudhury
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar

Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon ble Prafulla Chandra
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Trivedi. Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—42

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben

The Ayes being 42 and the Noes 114 the motion was lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation Working Expenses—18-Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B-Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68-Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A-Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A-Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—114

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Baudyopadhyay, Shri Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Syamapada
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Afaque, Shri Choudhury
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar

Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Rash Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Sankarnarayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—41

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben

The Ayes being 41 and the Noes 114, the motion was lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 6,80,86,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation-Working Expenses—18-Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B-Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68-Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A-Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A-Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :

NOES—114

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Mishra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Afaque, Shri Choudhury
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar

Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Hoque, Shri Md.

AYES—42

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mondal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Muhhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben

The Ayes being 42 and the Noes 114, the motion was lost.

[7-20—7-24 p.m.]

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji that a sum of Rs. 6,80,86,000 be granted for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII-Irrigation-Working Expenses—18-Other Revenue expenture financed from Ordinary Revenue—51B-Other Revenue Expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68-Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A-Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A-Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account, was then put and agreed to.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 5,90,87,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "86A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account-Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 5,90,87,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "86A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account-Damodar Valley Paoject", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 5,90,87,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "86A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account-Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Haridas Mitra that the demand of Rs. 5,90,87,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "86A-Capital outlay on Multipnrpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 5,90,87,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "86A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 5 90,87,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "86A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :

NOES—113

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerjee, Shri Saukardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Barman, The Houb'le Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Syamapada

Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Brahmandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dev, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimari Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Afaque, Shri Choudhury
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammad Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri, Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hossain, Shri
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan

Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—42

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Chatterji, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijov Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben

The Ayes being 42 and the Noes 113, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji that a sum of Rs. 5.90 87,000 be granted for expenditure under Grant No. 46, Major Head "80A-Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project, was then put and agreed to.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 7. 24 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 9th March 1961, at the Assembly House, Calcutta.

ol. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—7'6

9th March, 1961

ublished by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Price Rs. 1·30 nP. English 1s-11d. per copy.

/ol. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

Nest Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART-7 '6

9th March, 1961

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 9th March, 1961, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 192 Members.

Unstarred Questions

(to which written answers were laid)

[3—3-10 p.m.]

Service conditions of Sub-Overseers working in different departments

33. (Admitted question No. 23.) **Shri Phakir Chandra Ray :** Will the Hon'ble Minister in charge of Finance Department be pleased to state—

(*a*) the number of Sub-Overseers working in different departments of the Government of West Bengal ;

(*b*) the difference, if any, between the terms and conditions of service of Sub-Overseers and those of Overseers on the one hand and the difference between the terms and conditions of service of Sub-Overseers and those of L.C.E.'s on the other ; and

(*c*) if the Government have received any representation from the Sub-Assistant Engineering Service Association praying for recognition ?

The Chief Minister and the Minister for Finance (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy) : (*a*) About 213.

(*b*) The difference between the terms and conditions of service of Sub-Overseers and those of Overseers is as below—

Pay —The Sub Overseers are generally appointed on the scale of pay of Rs. 100—225. But the Overseers are appointed on the scale of pay of Rs. 125—250.

Other conditions of service, e.g., leave, pension, etc.—Nil.

The L.C.E. is a qualification and not a category or class of Government servants. Persons who are Licentiates in Civil Engineering are usually appointed as Overseers, though in the Agriculture Department they may also be appointed as Sub-Overseers, when they are allowed higher initial pay of Rs. 125 per month *plus* usual allowances.

(*c*) Yes.

Committee for recruitment of special cadre teachers

34. (Admitted question No. 120.) **Dr. Hirendra Kumar Chatterjee :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) the names of the districts where Committees to recruit special cadre teachers have been constituted by the Government ; and

(*b*) the names and designations of the members of the Committees in each district ?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri) : (*a*) All the districts in this State.

(*b*) The constitution in respect of each district is shown in the statement annexed.

Statement referred to in reply to clause (b) of unstarred question No. 34

Personnel of the Selection Committee set up in different districts for interviewing and selection of Primary School Teachers under the Unemployment Relief Scheme (1958-59)

Two members will form a quorum.

District Inspector of Schools will be the Convener.

Bankura

President, District School Board.
Vice-President, District School Board.
District Inspector of Schools, Bankura.
Headmaster, Bankura Zilla School.
Headmistress, Bankura Mission Girls' High Shool.

Birbhum

President, District School Board.
Vice-President, District School Board.
District Inspector of Schools, Birbhum.
Headmaster, Birbhum Zilla School.
Headmistress, Suri R. T. Girls' High School.

Burdwan

President, District School Board.
Vice-President, District School Board.
District Inspector of Schools, Burdwan.
District Inspectress of Schools, Burdwan.
Headmaster, Burdwan Municipal High School.

Cooch Behar

Headmaster, New Town Girls' High School.
Headmaster, Jenkins High School.
Headmistress, Suniti Academy.
District Inspector of Schools, Cooch Behar.

Darjeeling

President, District School Board.
Vice-President, District School Board.
District Inspector of Schools, Darjeeling.
Headmistress, Maharani Girls' School.
Secretary, Ramkrishna Vedanta Asram, Darjeeling.

Hooghly

President, District School Board.
Vice-President, District School Board.
District Inspector of Schools, Hooghly.
Headmaster, Hooghly Collegiate School.
Headmistress, Ghutia Bazar Benodini Girls' High School.

Howrah

President, District School Board.
Vice-President, District School Board.
District Inspector of Schools, Howrah.
Headmaster, Howrah Zilla School.
Headmistress, Howrah Girls' High School.

Jalpaiguri

President, District School Board.
Vice-President, District School Board.
District Inspector of Schools, Jalpaiguri.
Headmaster, Jalpaiguri Zilla School.
Headmistress, Jalpaiguri Government Girls' High School.

Malda

President, District School Board.
A member of the District School Board.
(There is no Vice-President.)
District Inspector of Schools, Malda.
Headmaster, Malda Zilla School.
Headmistress, Barlow Girls' High School.

Midnapore

President, District School Board.
Vice-President, District School Board.
District Inspector of Schools, Midnapore.
District Inspectress of Schools, Midnapore.
Headmaster, Midnapore Collegiate School.

Murshidabad

President, District School Board.
Vice-President, District School Board.
District Inspector of Schools, Murshidabad.
District Inspectress of Schools, Murshidabad.
Headmaster, Krishnath Collegiate School.

Nadia

President, District School Board.
Vice-President, District School Board.
District Inspector of Schools, Nadia.
Headmaster, Krishnagar Collegiate School.
Headmistress, Krishnagar Government Girls' High School.

24-Parganas

President, District School Board.
Vice-President, District Board.
District Inspector of Schools 24-Parganas.
District Inspectress of Schools, 24-Parganas.
Headmaster, Ballygunj Government High School.

West Dinajpur

President, District School Board.
Vice-President, District School Board.
District Inspector of Schools, West Dinajpur.
Headmaster, Balurghat High School.
Headmistress, Balurghat Girls' High School.

Purulia

AD HOC COMMITTEE

Deputy Commissioner, Purulia—*President.*
Shri Jimut Bahan Sen, M.A. (Edin)—*Member.*
Shri Sagar Chandra Mahato—*Member.*
Shri Girish Chandra Majumdar, M.A.—*Member.*
Shrimati Saila Bala Ghosh, Secretary, Palli Bharati, and Organiser, Mahila Samity—*Member.*
Swami Hiranmayananda, Adhyaksha, Ramkrishna Mission Bidyapitha—*Member.*
The Chairman, Purulia Municipality (ex-officio)—*Member.*
District Social Education Officer, Purulia (ex-officio)—*Member.*
District Inspector of Schools and District Superintendent of Education, Purulia (ex-officio)—*Secretary.*

Calling attention to matter of urgent public importance.

Shri Sunil Das : আমি একটা calling attention notice দিয়েছিলাম Health Dept. এর Minister এর কাছে Medical College এ যে strike হচ্ছে সে সম্বন্ধে, কবে উত্তর দেবেন বলে দেবেন।

Mr. Speaker : সেটা আমিই পরে বলে দেবো। উনি বলবেন না।

Statement by Minister re : Taxi permits in Howrah Town.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Under the provisions of Section 38 of the Motor Vehicles Act, 1939, read with Section 22 of the Act, a transport vehicle cannot ply in any public place or in any other place for the purpose of carrying passengers or goods unless it carries a certificate of fitness issued by a competent authority. Seventy-three taxis plying in the rural areas of Howrah, which were found to be plying without the certificate of fitness, were directed by the R. T. A., Howrah, to stop plying and their road permits were cancelled by the R. T. A., Howrah, in their meeting held on the 22nd February, 1961. Twenty-three out of these seventy-three taxis, however, which had valid certificate of fitness upto June, 1960 or later dates have since been directed to resume plying on temporary permits. The remaining 49 taxis which had valid certificate of fitness upto 1959 or even earlier years have not been allowed to resume plying.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : May I have a copy of that ?

Mr. Speaker : You will get it tomorrow morning.

DEMANDS FOR GRANT NO. 2

Major Heads : 7-Land revenue, etc.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 9,21,19000 be granted for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System".

Sir, only some time back, a very lengthy debate was held on the occasion of the Estates Acquisition (Second Amendment) Bill, 1960, and there was a threadbare discussion of the different aspects of land reforms. It is, therefore, not my intention today to go over the same ground again and I shall, therefore, confine myself to drawing the attention of the House briefly to a few salient points only.

Sir, when land reforms were undertaken, what were the main objects ? The first immediate object, of course, was to remove all intermediaries and thus bring the actual cultivators in direct contact with the State.

But though this was the immediate and the first objective, this was not certainly an end in itself. The second and perhaps the more important objective was to secure surplus lands and distribute them among the landless peasants and small holders.

This again, I would say, is not the final end. For, even land distribution has no meaning, unless it is a step, of course the first essential step, in initiating a series of economic reforms for the improvement of the condition of the peasantry. I at least feel that these were the three main objectives with which land reform was introduced. In fact, generally speaking, these are the main objectives of land reforms anywhere in the world.

Sir, so long I have had to report to this House year after year only the efforts that we were making in that direction. I explained what we were doing ; what we were trying to do ; what were the difficulties ; how much time would I take and so on and so forth. We could report efforts only ; results were yet to come. Land system is extremely complicated in West Bengal, and land reforms are not so easy in this State as they are in many other States of India. Due to the Permanent Settlement, tiers upon tiers of interests had grown upon land ; various legal and economic forces created peculiar problems, and the Land Revenue Department had to struggle with this vast problem for all these years.

Now I have a different report to make to this House this year. I am indeed glad to tell this House that our strenuous efforts for all these years have started bearing fruit, and as time passes, we shall have greater and greater grip over the situation.

Sir, the first objective was the abolition of all intermediary interests. That has been done.

Sir, the second objective was distribution of surplus land to the landless peasants and the small holders. We have started that work also. Already about 10,000 acres have been distributed in Jalpaiguri, and work is continuing there. Within the next few months we hope to raise this figure to about 20,000 acres. We would be shortly extending the operations in other districts. It is true that this land distribution is not the final step according to the Land Reforms Act, but there is no doubt that this land distribution would be practically the final land distribution even under the Land Reforms Act, for in this distribution the principles laid down in the Land Reforms Act are being followed. For securing surplus land maximum efforts are being made to secure possession of vested lands, and we have already got 2,70,000 acres of agricultral land. Maximum efforts are also being made to pursue 5A cases and we have already got back more than 41,800 acres of land. Efforts are also being made to secure surplus land from tea gardens, mills and factories and a number of notices have already been given.

Sir, another vast problem that arose in this connection was payment of compensation to the ex-intermediaries. Sir, it need not be repeated here that the middle classes, particularly the lower middle classes in West Bengal, depended in the countryside on income from land. Zemindary abolition undoubtedly put them into great difficulty and it was necessary to start compensation payment as early as possible.

[3-10—3-20 p.m.]

Sir, I am glad to report to the House that, that work has also begun in full swing, and as days pass, it will rapidly gather momentum and the work will be completed as soon as possible. We have already hung up 18,631 final compensation rolls. We have started preparation of sixteen lakh rolls out of which 7,86,000 are nearly complete. We have scrupulously stuck to the assurance that small ex-intermediaries should be paid first. We have begun with them and we shall reach the bigger intermediaries last and that would take some time. So in this matter too the Land and Land Revenue Department has started discharging their duties.

Sir, from the report that I have just made to this House it may perhaps be claimed that the preliminary duties entrusted to the Land & Land Revenue Department have started to be discharged. I know fully well that it would take yet some time to distribute all the surplus lands in all the districts. I also know fully well that compensation payment which has just begun will take some more time to be completed. But we can now claim that the processes have begun. It is now only a question of time to complete them. As days pass, these processes will gather momentum and our preliminary responsibilities will be discharged. From now, it would be our duty not only to complete these processes as early as possible but also to cast our glance further and start thinking about further measures such as the introduction of the Land Reforms Act and taking other necessary action. I think in this way we shall be able to fulfil the expectation.

Sir, I would like to take this opportunity of referring to the question of eviction of bargadars over which complaints are frequently made by my friends on the opposite side. I can assure the House that this Department has always kept a keen watch over the matter and it will be evident from the figures of the last four years that the number of eviction is definitely decreasing from year to year. The figures are as follows :—

1957	....	2,279
1958	....	2049
1959	....	1846
1960	....	1440

I would now speak something about the remission of rent and relief of rent. I think I would not take up the time of the House by going over that question because I made a statement only yesterday to this House about the action we have taken and if anything has to be said on that account, I think I shall mention them at the time of the reply.

Mr. Speaker : All the cut motions are taken to be moved.

Shri Dhirendra Nath Banerjee : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Haldar: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head '7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grand No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhakta Chandra Roy: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mondal: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumder: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemidary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc. on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: I beg to move that the demand of Rs. 9,21 19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,100 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi: I beg to move that the demand of Rs 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2. Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Pravash Chandra Roy: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary Sytem", be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65 Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc, on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100

Dr. Bindaban Behari Basu: I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the sbolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc , on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Sisir Kumar Das : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1.

Shri Haran Chandra Mondal : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary Sytem", be reduced to Re. 1.

Shri Dhirendra Nath Banerjee : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1

Shri Renupada Halder : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1.

Shri Gobinda Charan Maji : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc , on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1.

Shri Sudhir Kumar Pandey : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1.

Shri Subodh Banerjee : I beg to move that the demand of Rs 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1.

Shri Bijoy Krishna Modak : I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65 Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1.

Shri Radhanath Chattoraj ; I beg to move that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1.

Shri Hare Krishna Konar : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমি রাজস্ব খাতে আলোচনা করতে গিয়ে আমি আজকে চাই না এসম্বন্ধে কোন মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনার অবতারণা করতে। কারণ, এর আগে বারে বারে এগুলি করা হয়েছে রাজ্যপালের ভাষণেও আমি এসম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলেছি—তবুও এখানে একথা পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন আছে যে, যদি অল্প লোকের হাতে বেশী জমি কেন্দ্রীভূত থাকে; যদি প্রায় অর্ধেক লোক গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন থাকে তাহলে অর্থনীতির নিয়মানুসারেই উৎপাদন ব্যাহত হতে বাধ্য, খাদ্য নিয়ে মজুতদারী হতে বাধ্য, কৃষকদের ঋণের পরিমাণ বাড়তে বাধ্য এবং সমবায় প্রচেষ্টার সংকীর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের সরকার এদিকে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য আজো দৃষ্টি দেন নি। আমাদের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী মহাশয় ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে একথা নিশ্চয়ই জানেন যে, ভূমি সংস্কার ব্যতীত কৃষি এবং দেশের উন্নতি করা যায় না। তিনি কতগুলি ফিরিস্তি দেন তারা কি কি করেছেন, কিন্তু একথাতো তাঁকে কখনো বলতে শুনিনি আমাদের গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীনের সংখ্যা কমেছে, ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীর সংখ্যা কমেছে, কৃষকদের ঋণভার কমেছে। এটা কি সত্য নয়, একথা কি তিনি অস্বীকার করতে পারেন, জমি কবুলিয়ত না করে দাদনের ঋণ পাওয়া যায় না। একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন, এই আইনে ৬০।৪০ সম্পর্কে যাই লেখা থাকুক, একমাত্র যেখানে কৃষক আন্দোলন অত্যন্ত শক্তিশালী সেসব জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় ৬০,৪০ কার্যকরী হয়নি। গত কয়েক বছরে কোথাও কি মালিকপক্ষ ভাগচাষীকে আধাআধির বেশী দিয়েছে? আজকে গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার eviction হয় যেগুলি courtএ আসে সেগুলি ছাড়া, একথা কি বিমলবাবু জানেন না? জানেন। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের দিকে তাকিয়ে, সরকারের এবং শোষক শ্রেণীর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এগুলি তার পক্ষে গোপন করা প্রয়োজন। এবং তিনি এখানে এসে আমাদের কাছে যেসব ঘটনা কোর্টে আসে তার হিসাব দেখান। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একথা দেখাতে চাই যে, এমনকি ভূমি সংস্কারের এবং জমিদারী দখল আইনের যা মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল তা পর্যন্ত কার্যকরী করা হয়নি—বরং তাকে sabotage করতে এবং ধ্বংস করতে মন্ত্রীরা সাহায্য করেছেন—তাকে কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁরা মোটেই দৃষ্টি দেননি। অত্যন্ত callous এবং casual মনোভাব নিয়ে এটা পরিচালিত হয়েছে। Malafide transfer-এর কথা বিমলবাবু একবার তাঁর বক্তৃতায় নিজেই স্বীকার

করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এটা কি তাঁর dept-এর কর্তব্য ছিল না এগুলি কি করে ধরা যায়—কিন্তু সেই উদ্যোগ ও সেই প্রচেষ্টা কই? বরং দেখা যাবে যেখানে কৃষকরা নিজেরা অগ্রণী হয়ে জমিদার এবং Govt. এর সম্মুখীন হয়েছে সেখানে শেষ পর্যন্ত সহযোগিতার পরিবর্তে তারা মারই পেয়েছে বেশী। কোন সাহায্য পায়নি একথা বলব না, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা মার পেয়েছে বেশী। বিমলবাবু বলেছেন, গত দুবছরে ৪১ হাজার একর বেআইনী ধরেছেন—ভালোকথা, কিন্তু ৪১ হাজারের বেশী হলনা কেন? আমি এখানে একটি উদাহরণ দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমাদের এই Govt. কি ধাঁচের কাজ করছেন। একটা ঘটনার কথা বলি—নাম চান, আমি পরে দেব—৪।৫ দিন আগেকার ঘটনা—মালদহ জজ কোর্টের রায়ে সেখানকার ৩জন বড বড জোতদার, ৫(ক) ধারায় যাদের Revenue Dept. cancel করে দিয়েছিল তারা জজ কোর্টে আপিল করে ১৩০০ বিঘা জমি ফেরৎ পান। আমি জিজ্ঞাসা করি এক্ষেত্রে সরকারের কোন করণীয় ছিল নাকি? আরেকটা case বলি,—বিমলবাবু লিখে নিতে পারেন—কিশোরী প্রসাদ ভকত, বাসুদেব ভকত, রাধাপ্রসাদ ভকত– এদের হবিবপুর, বামুনগোলা এবং West Dinajpurএ প্রায় ৭।৮ হাজার বিঘা জমি আছে; কিন্তু তারা ৫০ জনের নামে বেনামী করে রেখেছে—এসব আমরা ধরেছি—এবং প্রায় ৩ হাজার বিঘা জমি আমরা আটক রেখেছি, আইনতঃই বলুন, আর বেআইনীভাবেই বলুন।

[3-20—3-30 p.m.]

তিনি যখন বলেছেন এগুলো সব অন্য নামে আছে তখন আমরা কৃষকসভা থেকে দাবী করেছিলাম যে তাঁদের উপস্থিত করা হোক। কিন্তু উনি তাঁদের উপস্থিত করলেন না, বরং দেখলাম যে অনেক চেষ্টা করে বিহার থেকে এক একটা করে সেপারেট পাওয়ার অব অ্যাটর্নী নিয়ে এসেছে। তখন আমরা বলেছিলাম যে পাওয়ার অব অ্যাটর্নী চলবেনা, তাঁদের হাজির করুন কারণ আমরা জানি তাঁদের অস্তিত্ব নেই। অবশ্য হয়ত বলতে পারেন যেহেতু এদের পাওয়ার অব অ্যাটর্নী আছে সেইহেতু এইসব বেনামী জমি আইনের নাম করে বা লিগ্যাল এবং টেকনিক্যাল কেস এ বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই ৩ জন লোক যে ৩ হাজার বিঘা জমি আটকাচ্ছে তখন is it not the duty of the Government to probe into the matter? টেক্‌নিক্যাল ব্যাপার নিয়ে আপনারা সাপাই গান, কিন্তু তা ধরার প্রচেষ্টা কোথায়? তবে আমরা ধরেছি, আটকিয়েছি কাজেই আপনারা এনকোয়ারী করুন এবং দরকার হলে হাই পাওয়ার কমিটি বসান। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা বারবার রেভিনিউ মিনিষ্টারকে একথা বলতে শুনেছি যে, দেখুন আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছুই করতে পারছিনা কেননা কোর্ট আমার হাতের মধ্যে নেই এবং আমরা হাইকোর্ট ও আইনের দাস। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, বাংলাদেশের সম্বন্ধে যদি একথা খাটে তাহলে বিহার, ইউ. পি., পাঞ্জাব এবং অন্ধ্র প্রদেশে কি হচ্ছে? কাজেই জমি বার করবার জন্য যদি একাগ্রতা থাকত তাহলে sanctity of private property-র নাম করে সরকার কোর্টের হস্তক্ষেপ নাকচ করতে পারতেন। অবশ্য বিমলবাবু হয়ত বলবেন যে গত বছরের আগের বছরে ১০ টাকা লাইসেন্স ফি নিয়ে যে সমস্ত ভেষ্টেড ল্যাণ্ড দিয়ে দিয়েছি তার অনেকগুলো জজকোর্ট এবং হাইকোর্ট থেকে ষ্টে অর্ডার হয়ে গেছে বা এও হয়ত বলবেন যে সেগুলো জেনেশুনে টেক্‌নিক্যাল গ্রাউণ্ডে ক্যান্‌সেল্ করা হয়েছে। কিন্তু তাহলে highest level of the congress committee-র তরফ থেকে কি চেষ্টা করা হচ্ছে? কেন এই কংগ্রেস যে কংগ্রেস সারা ভারতে রাজত্ব করছে তাঁদের ভেতর থেকে কন্‌ষ্টিটিউশন-কে পরিবর্তন করা হচ্ছেনা? স্যার, অনেকে দেখি বারেবারেই এই কথাটা বলেন যে, Marxism

outmoded. কিন্তু আজ দেখছি সেই বুড়ো মার্কস-এর কথাটাই সত্য বলে প্রমানিত হোল যে ল এ্যাণ্ড জাষ্টিস্ ভেষ্টেড ইণ্টারেষ্ট-কে সার্ভ করবার জন্যই তৈরী হয়। কেননা তা না হলে কেন এঁরা সে দিকে চেষ্টা করছেন না? অবশ্য আমি জানি যে বিমলবাবুর একার কোন ক্ষমতা নেই, কিন্তু তিনিও যখন এ. আই. সি. সি.-র একজন মেম্বর তখন কেন তিনি এটা নিয়ে highest level-এ আলোচনা করলেন না? কাজেই ঐ যা বলেছেন—অর্থাৎ আমরা চেষ্টা করছি তবে হাইকোর্ট আটকে দিচ্ছে,—ওসব লোক দেখানোর জন্য বলা ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপর মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এবারে আমি দেখাতে চাই যে, ২ বছর ধরে চেষ্টা করার ফলে যে ভেষ্টেড ল্যাণ্ড হাতে এল তার দখল নিতে গিয়ে বর্গাদাররা ১০৲ টাকা করে লাইসেন্স ফি দিয়েছিল। কিন্তু ১০ হাজার বিঘা জমি জলপাইগুড়িতে বন্দোবস্ত দিয়েছি বলে যা উনি বললেন তাতে আমরা দেখেছি যে সেই বন্দোবস্ত নিতে গিয়ে গত বছরের আগের বছর ওখানকার শতশত কৃষককে জেল খাটতে হয়েছে এবং সেকথা তিনিও জানেন। অবশ্য এগুলো কৃষকরা দখল করেছে। সে যা হোক্, এখন তিনি বলছেন ৩ বছরের বন্দোবস্ত দিচ্ছি—ওয়েল এ্যাণ্ড গুড—কিন্তু কথা হচ্ছে সেগুলোর লাইসেন্স ফি নিয়ে ফেরৎ দিয়েছেন টেকনিক্যাল এবং লিগাল গ্রাউণ্ডে সেগুলো ফেরৎ আনবার জন্য কি প্রচেষ্টা করেছেন? কোন প্রচেষ্টা করেন নি। স্যার, এই ভাবে আমি মালদহ এবং অন্যান্য জায়গায় নানা রকম সিরিয়স্ প্রব্লেম দেখেছি এবং সেই জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির একজন কর্ম্মী এবং কৃষকসভার সেক্রেটারীর হিসেবে উইথ ফুল রেসপনসিবিলিটি আমি একথাই বলতে চাই যে, যে সব জমির লাইসেন্স ফি পাওয়া গেছে এবং যেগুলো গভর্ণমেণ্টে ভেষ্ট করেছে সেগুলোর দখল আমরা ছাড়বনা, কাজেই ঐসব জমি পাবার জন্য আপনাদের লিগ্যাল ব্যবস্থা করতে হবে। তবে একটা জিনিস দেখে খুবই আশ্চর্য্য হলাম যে, জোতদাররা জমি চুরি করায় আমরা যখন তাঁদের ধরিয়ে দিয়ে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করলাম তখন আমরা হলাম অপরাধী, কৃষক হোল অপরাধী। কাজেই এই যে উনি এখানে এসে এই করেছি সেই করেছি বলে বক্তৃতা করছেন এগুলো ভাল নয়—বরং আমার মনে হয় যা ভুল আছে তা' বলা উচিত বা স্বীকার করা উচিত।

তারপর পুলিশ অ্যাক্সন সম্বন্ধে আমি আগেরবার বলেছিলাম এবং আজকে একথা ঘোষণা করতে পারি যে, "ধান ছাড়বনা" এই কথা বলে গত ৩ মাসে গ্রামাঞ্চলে যে আন্দোলন আমরা করেছিলাম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই আইন সভায় এবং তার বাইরে যে প্রচেষ্টা করেছিলাম তার প্রেসারে রেভিনিউ মিনিষ্টার এবং চিফ্ মিনিষ্টার জনমত শুনেছিলেন এবং তার ফলে যদিও পুলিশ জুলুম কিছুটা কমেছে কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কাকদ্বীপ এবং মথুরাপুরে ১৪৫ ধারায় ধানের গাদা আটক করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, বসিরহাটের মত জায়গায় ভেষ্টেড ল্যাণ্ডের ধান আটক করে রেখেছে এবং পুলিশ যাওয়া সত্বেও তার প্রতিকার তো হয়ইনি বরং হয়রানি এবং কেস্ চলছে।

তারপর খাজনা সম্বন্ধে উনি যদিও অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, যেখানে ১৩৬৬ সালে একটা সিরিয়স্ বন্যা হয়ে গেল সেখানে উনি গত কাল ঘোষণা করলেন যে আমরা ৫ লক্ষ টাকা রেমিসন দিয়েছি। এটা কি একটা বলবার কথা? আমার তো মনে হয় একথা বলার সময় তাঁর লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল কেননা ১৩৬৬ সালে বন্যা হয়েছে আর উনি রেমিসনের খবর দিচ্ছেন মাত্র গতকাল। শুধু তাই নয়, আরও আশ্চর্যের কথা হোল যে, যেখানে ঐ বন্যায় ১০০ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে সেখানে এতদিন পরে তিনি মাত্র ৫ লক্ষ টাকা

রমিসনের কথা ঘোষণা করে তার জন্য আবার কৃতিত্বের দাবী করছেন। যা হোক্‌, তারপর ৩ বছর টাকা ছাড় দেননি বলে যে সব জমির উপর সার্টিফিকেট জারি হয়েছে তাতে উনি লেছেন যে, যদিও সার্টিফিকেট জারি হয়েছে তবে বলে দিয়েছি যে, এক্সিকিউট কোরোনা— দখ রেমিসন দেওয়া যায় কিনা। কিন্তু আমার প্রশ্ন হোল ১৯৫৯ সালে বন্যা হয়েছে অথচ আজ ার্য্যন্ত কেন রেমিসন দেওয়া হয়নি? কাজেই এ থেকে এই জিনিসই বোঝায় যে গভর্ণমেণ্ট কোন সদ্ধান্ত না করে শুধু শুধু ভাঁওতা দিচ্ছেন। এখানে বলছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্ডার দিয়েছি যে, াপনারা খবর পাঠান। কিন্তু তাঁরা খবর পাঠাবে তারপর ৫ বছর বিচার করতে কেটে যাবে, াহলে কি নেকৃষ্ট ইলেকসনের পরের ইলেকসনে দেবেন? কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা ১৯৫৯ ালের বন্যার রেমিসন যে আপনারা আজও পর্য্যন্ত দিতে পারলেন না তাহলে আপনারা করছেন কি? ারপর ১৩৬৬ সালে যে ৬ বিঘা পর্য্যন্ত নন-ক্যানেল এরিয়া বাদ দেবেন বলে আপনি এবং া: রায় বলেছিলেন তারই বা কি করলেন? আমরা যে দরখাস্ত করেছিলাম সেগুলো চেপে দওয়া হোল, তারপর যখন মিটিং করে, ডেপুটেসন পাঠিয়ে এবং সর্বোপরি খোসামোদ করা হাল তখন এঁরা বললেন আমরা করছি, নোটিশ দিচ্ছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যে কিছুই করা হালনা তার কারণ জানতে চাই। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যেটা এঁরা দিয়েছেন সেটা বড় কথা য়, বরং কি করে এড়িয়ে যাবেন সেই চেষ্টা বা কৌশলটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা।

তারপর নিস্কর জমির বেলায় খাজনা চাপিয়ে দিতে দেখছি একটুও বিলম্ব হয়না। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি অন্য জায়গায় যে খাজনা আদায় করা হয় তাতে একমাত্র সাজা জমির খাজনা ছাড়া াপনারা আর কি করেছেন? কেন এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে বাস্তুভিটা ১ বিঘা করা যায়না বা ার বেলায় কেন লিগ্যাল ডিফিকালটিস হয়না? কাজেই আসল কথা হোল যেখানে নিস্কর মির উপর খাজনা চাপাতে হবে বিমলবাবুর দৃষ্টি রয়েছে কেবল সেইখানে। স্যার, আমি াবলিক মিটিং-এ একটা কথা প্রায়ই বলে থাকি যে, শকুন যতই উপরে উঠুক না কেন তার দৃষ্টি াগাড়ের দিকে থাকবেই। এখানেও দেখছি ঠিক সেই রকম—অর্থাৎ বিমলবাবুর দৃষ্টি পড়েছে কবল কত রকম রেকর্ড আছে দেখ এবং যে জমির উপর খাজনা নেই তাতে খাজনা ধার্য কর। বারে আমি আইসোলেটেড ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলছি যে, ১৯৫৬ সালের বন্যার ব্যাপারে এবং তারপর ১৯৫৯ সালের বন্যার ব্যাপারে কিছু হয়নি এবং বাস্তুভিটার ব্যাপারেও আজ পর্য্যন্ত াপনারা কিছু করেন নি। তারপরে এবারে বাজেটে দেখছি ৮ কোটি টাকা খাজনা আদায় রবেন এবং সেটেলমেণ্ট হচ্ছে বলে একটু খরচ বেশী হয়ে খরচের পরিমান দাঁড়াবে গিয়ে ॥ লক্ষ টাকায়। তাহলে রেমিসন দেওয়া যাবেনা কেন? আমার মনে হয় যেখানে গভর্ণমেণ্টের াজেটে ১০০ কোটি টাকার বেশী খাজনা আদায় হয় সেখানে ২ কোটি টাকা নিশ্চয়ই রিলিফ দওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এঁরা তা' দিচ্ছেন না।

3-30—3-40 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার শেষ কথা হচ্ছে উচ্ছেদের বিষয়। এখানে অনেক কথা বলা য়েছে; পূর্বেও আমি বলে গেছি যে উচ্ছেদ যদি বন্ধ করতে না পারেন তাহলে এটাকে বাঁচাতে ারবেন না। উনি যদি চান আমি রাজী আছি, স্পীকার মহাশয় আপনি এ্যাসেম্ব্লি থেকে ংগ্রেসের লোকদের নিয়ে একটা কমিটি করুন। গ্রামাঞ্চল চলুন, আমরা দেখিয়ে দিতে পারি ০।৫০ ছেড়ে দিন ৬০।৪০ও পায়না। এভিকসান কোথায় বন্ধ করেছেন? এটা তর্কের ব্যাপার নয়,

কোন লোক দেখান ব্যাপার নয়. কোন যুক্তি তর্ক দিয়ে আগু্যমেণ্ট করার ব্যাপার নয়। আপনারা এটাকে বাঁচাতে পারবেন না যদি এভিকসান বন্ধ না করেন। আমি গত বছর এ্যাসেমব্লিতে বিমল বাবুর কাছে বলেছিলাম বাঁকুড়ায় কিভাবে tampering of records হয়েছিল। আমি তাঁকে নিজে নোটও দিয়েছিলাম কিন্তু কোন স্টেপ নেওয়া হয়নি ; জগন্নাথ কোলে মহাশয় জানেন। আমি কেসের জাজমেণ্টের কপি দিতে পারি—তাতে লেখা রয়েছে "It is, therefore, quite clear that the disputed lands were recorded in the khas khatian of Mukherjee, et.etc. Records were tampered after, etc.etc. the period of final publication, as this tampering is substantiated by the correlated settlement records and papers, etc. etc" এটা ১ বছর আগে জানিয়েছিলাম কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু করা হয়নি। কিন্তু কিন্তু ভেণ্ডারের বাড়ীতে করা হয়। কোনখান থেকে রেকর্ড বের করে আনা হয় তা বিমলবাবু এবং তাঁর ডিপার্টমেণ্টের জানা উচিৎ। আজ পর্যন্ত তার কোন স্টেপ নেওয়া হ'লনা। আজ পর্যন্ত রেকর্ড রুম থেকে রেকর্ড বের করে আনা হয়েছে। জগন্নাথবাবু আছেন, তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারি, [এই নোটগুলি তিনি জানেন। গত কয়েক বছর ধরে বন্যা এবং খাদ্যসংকটের ফলে কৃষকরা বেনামী করতে বাধ্য হয়েছে জমিগুলি বিক্রি কোবলা করে দিয়ে। আমি নদীয়ায় দেখলাম এবারে মহাজনরা আর ফেরৎ দিতে চায়না—তারা সাফ দখল করে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু খুব মুস্কিল আছে। আমি অর্ডার দিয়ে এসেছি কৃষক সভা থেকে যে যেখানে যেখানে পারবে শক্তি আছে সেখানে দখল রাখবে, তারপর দেখা যাবে কি হয় না হয়। এটা আপনাদের দেখা উচিৎ বিশেষ করে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমানের বন্যা অঞ্চলে এর একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা দরকার, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Jagadananda Roy : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যদিও আমার কোন কাটমোশান দেয়া নেই তাহলেও আমি কয়েকটার বিভাগের প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিম বংগে অল্প জমিতে বহুলোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই গ্রামে বাংলায় শতকরা পঁচাত্তর জনেরও বেশী লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে কৃষক। কৃষকের সহিত ভূমি ব্যবস্থার নীতি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। কৃষকদের উন্নতি অবনতির সাথে দেশের অর্থনীতি ও খাদ্যনীতির পুরোপুরি সম্বন্ধ রয়েছে। তাই ভূমি এবং ভূমি রাজস্ব বিভাগ জন জীবনে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বলে আমি মনে করি। যদিও সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই দ্বিধাবিভক্ত পশ্চিম বাংলাই ভূমির উপর জন সংখ্যার চাপ বেশী এবং প্রতি বর্গ মাইলে ৭৯৯ জন লোকের বাস; তাহলেও একথা সত্যি এই সমস্যা সঙ্কুল বাংলাদেশকে কংগ্রেস সরকার ভূমি নীতিকে ঠিক ঠিক পথে নির্ধারিত এবং পরিচালিত করতে না পেরে দেশে বিচিত্র সমস্যায় ভরে তুলেছেন। যার জন্য এই বাংলাদেশে ভূমিতে যারা সোনা ফলায় যে সব ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর সারাদিন রৌদ্রে বৃষ্টিতে শ্রম করে, তাদের পেটে অন্ন জোটে না। ভূমি হীনকে ভূমি দেওয়া গ্রামের সমগ্র ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রশ্নটি সরকার বড়ই গৌনভাবে অতি অস্থিরতার সহিত গ্রহণ করার ফলে প্রতি জেলায় জেলায় এক ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনা শেষ হয়েছে ২য় পরিকল্পনা প্রায় শেষ হতে চলেছে, ভূমি সংস্কারের নামে পরিকল্পিত উন্নয়নের দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, স্থিতাস্থাই বজায় রাখা হয়েছে। পশ্চিম বংগে জমিদারী প্রথা বিলোপের পরেও ভাগ চাষীদের প্রজা বলে স্বীকার করা হয় নাই। যারা ক্ষেত মজুর তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। ক্ষেত মজুরদের ভূমিতো নেইই, অন্যের ভূমিতে খেটে খাওয়ার সুযোগও কমে আসছে। সরকারী ভূমি-নীতির অব্যবস্থা ও ব্যর্থতার সুযোগে জোত জমি বিখণ্ডিত হয়েছে এবং অংশীদারের ও বৃদ্ধি ঘটেছে।

৩০।৪০ বৎসর যাবত অনেক পুরান ভাগচাষী যে সব জোতদারের জমি চাষাবাদ করত সেই সব ভাগচাষীরা এই দুর্নীতি গ্রস্থ শাসন ব্যবস্থার কবলে পড়ে অধিকাংশই তারা যে সব জমি হতে উচ্ছেদ হয়ে ভূমি হীন, ক্ষেতমজুর বা বেকারে পরিণত হয়েছে। ১০(২) জমিতে ভাগচাষীরা একদিকে ব্লক তহশীলদারের বা খাস মহলের খেসারতের টাকার জুলুম, অবৈধ ঘুসের টাকা যোগান অন্যদিকে জোতদার কর্তৃক আবাদি ফলনের ভাগের জুলুম নতুবা উচ্ছেদ, এই সব গোলযোগের মধ্যে পড়ে তারা বেহুস হয়ে পড়েছে এসব বিষয়ে আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করতে চাই।

উত্তর বংগে বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলার ফলাকাটা থানার কথাই বলছি উক্ত থানার ৫নং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও মণ্ডল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নৃপেন্দ্রচন্দ্র বোস (ওরফে মানিক বোস) তিনি ১৫০ হালের অধিক জমির মালিক। অধিকাংশ জমির তিনি রিটার্ণ দেন না। তিনি তার স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা ৭ জন বন্ধু, যথা তারাপদ রায়, মতি বোস, রজনী ঘোষ ইত্যাদির নামে, নিজের কর্মচারীদের নামে এছাড়াও গ্রামে বিশ্বস্ত ২।৪ জনের নামে বহু জমি বেনামী করে রেখেছেন। ফলাকাটা থানার বড় জোতদার মানিকচাদ আলোয়াল নিজের স্ত্রী, পুত্র, শালা তারপর এষ্টেটের ম্যানেজারের নামে এছাডা ওখানে মহাকাল বাড়ী নামে একটি আশ্রম আছে তার পূজারী পণ্ডিতজীর নামে ৭৫ বিঘা এমন কি যে নামে ওখানে কোন লোকই নাই সেইসব নামেও জমি বেনামীতে রেখেছেন। উক্ত থানার বেলতলী ভাণ্ডানীর কানু বর্মন, ওয়াবর নগরে মজিদ মিঞা, ৩নং ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেণ্ট আমিরুদ্দিন. ফকিলুদ্দিন মিঞা, ৬নং ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হরিশংকর রায় প্রধান এরা প্রত্যেকেই নানা জনের নামে বেনামী করেছে এবং যতটুকু পরিমাণ জমি সরকার কর্তৃক খাস হয়েছে, ভাগচাষীরা সরকারকে একর প্রতি ১০ হারে খেসারত দিতেও অদ্যাবধি জোতদারেরা ভীষণ জুলুম করে রসিদ ছাডা ফসলের ভাগ নিয়ে যাচ্ছে এযাবত যারা ফসলের ভাগদিতে গররাজী হয়েছিল তারাও সব জমি থেকে অনেক আগেই উচ্ছেদ হয়েছে। এই সব বেনামী সম্পত্তি এবং খাস দখলীয় জমির ফসলের ভাগ এবার আমরা পি. এস. পির থেকে কৃষকদের দিতে বারণ করে দিয়েছি। যার ফলে জোতদার কর্তৃক পুলিসের ব্যবস্থা সিজ্ ওয়ারেণ্ট উচ্ছেদের কেস্ ১৪৪ ধারা ১০৭, নানাপ্রকার নির্য্যাতনে ভাগচাষীরা আজ চঞ্চল হয়ে পড়েছে ১নং ধনীরামপুর ইউনিয়নে মেছুয়া ওয়াকফ ষ্টেটে ৬০ ঘর অধিবাসীর খাস জমির ১৩৬২. ৬৩. ৬৪ সালের খেসারতের টাকা দিয়েও তাদের আজ পর্য্যন্ত ২।৩ বৎসরের ধান পুলিশ দিয়ে সীজ করে রাখা হয়েছে। তার পর জমিতে ১০৭, ১৪৪, ৩৭৯ ধারা প্রয়োগ ভাগ চাষবোর্ডে উচ্ছেদের সিজ নানাভাবে আজ তাদের মধ্যে অধিকাংশ অধিবাসী উচ্ছেদ হয়ে গেছে। বাকী যারা আছে ফলাকাটা বি. ডি. ও.র কাছে জেনেছে এবারে তারাও উচ্ছেদ হয়ে যাবে। কাদম্বিনী চা বাগান সংলগ্ন জোত নং ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬ ও ১০৭ জোতাধীনে বহু একর জমি খাস হয়েছে। বাগানের মালিক বীরেন ঘোষ ও ম্যানেজার মনি দত্তের কুচক্রান্তে কোন লোকই জমি সুবিধামত ভোগ দখল করতে পাচ্ছে না। কৃষ্ণনগরে ১৫০ ঘর বাস্তহারা সরকারের কিছু খাস পতিত জমিতে নিজের চেষ্টায় বাড়ী ঘর নিজেরা কলোনী করে প্রতি পরিবার পিছু ৮।৯ বিঘা পরিমাণ জমি চাষাবাদ করে গত ১২ বৎসর পরিবারের ভরণপোষণ করছে। সরকারের নিকট বহু আবেদন করে আজও তারা সেই সব জমির মালিকানা স্বত্ব নিজের নামে স্বীকৃতি পায় নাই। ব্লক তহশীলদারেরা গ্রামে গিয়ে নিরক্ষর লোকদের জমি দেবার নাম করে বহু টাকা ঘুস আদায় করছে। ৩ একর জমির খেসারত ৩০ টাকার জায়গায় ১৫০।২০০ টাকা লোকদের কাছ থেকে নিচ্ছে। ময়নাগুড়ি ধুপগুড়ি, মালবাজার রাজগঞ্জ, আলিপুর দুয়ার ও মাদারী থানায় গরীব কৃষকদের উপর সর্বদিক দিয়া অন্যায় ভাবে অত্যাচার জুলুমের ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হয়তো অনেকবারই বলেছেন জলপাইগুড়ি জেলায় সর্বপ্রথম ভূমি বণ্টন শুরু হয়েছে এবং অনেক জমি ইতি মধ্যে বিলি হয়েছে। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি যে এ জেলায় মোট উদ্বৃত্ত জমি কত একর

পেয়েছেন কত সংখ্যক ভূমিহীন কৃষক আছে, জমির পরিমাণ হিসাবে কত পরিবার জমি পাবে। এর উত্তর হয়তো সঠিক পাবো না আমি জানি। ভেষ্টেড ল্যাণ্ড যে সব কৃষকের হাতে আছে, জি এল. আর. ও. অফিস থেকে ব্লক তহশীলদারেরা কৃষকদের তিন বছরের জন্য লাইসেন্স দিচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে তিন বৎসর পর এদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। নিরীহ গরীব কৃষকদের খাস মহল অফিসের কর্মচারীরা অবাধে শোষণ করছে। লাইসেন্সের ব্যাপারে হাল প্রতি ৪।৫ শত টাকা করে দাবী করছে যেখানে একহাল জমির দাম ৪০০০।৪৫০০ হাজার টাকা সুতরাং কৃষকরা তোমরা যখন বিনা টাকায় জমি পাচ্ছো তখন মাত্র এই টাকা দিবেনা কেন? জমি নিজের হবে এই উল্লাসে গোপনে গরু ছাগল গয়না সব বিক্রী করে তারা টাকা দিচ্ছে। জমির লাইসেন্স পাওয়ার পরেই অন্য কোন জোতদারের নিকট কতক বিঘা জমি বন্ধক রেখে আবার চড়া সুদে টাকা কর্জ নিচ্ছে।

[3-40—3-50 p.m.]

ভূমি বণ্টনের নামে নিঃস্ব-দরিদ্র কৃষকদের নিকট হতে এমনিভাবে বে-আইনী ঘুষ ও জোতদারের জুলুম বন্ধ করে জমি যাতে সত্যিই কৃষকের হাতে গিয়ে পড়ে এবং বহুপ্রকার বিষয়ের প্রতি আশু প্রতিকারের আশায় ফালাকাটায় ৫০।৬০ হাজার কৃষক গত ফেব্রুয়ারী মাসের ২০শে ও ২৭শে তারিখে গণডেপুটেশনের মারফৎ J. L. R. ফালাকাটা, ও D. C. ও A. D. C. জলপাইগুড়ি,— এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এই ডেপুটেশনে আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়েছে। উক্ত জেলার A D. C.—মিঃ ভার্মা—, আমার মনে হয়, বাঙ্গালীকে দেখতে পারেন না। তাই প্রতিটী জনসাধারণের সহিত অভদ্রতাসূচক ব্যবহার করেন। অচিরে সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে ওখান থেকে তাকে সরাণ হোক্।

এই ভাবে সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিমূলক অভিসন্ধি ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে দিনের পর দিন সমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। এই সব অবস্থার আশু পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এতে করে খাদ্য সমস্যাও মিটবে না।

সর্বশেষে আমি এখানে কয়েকটী প্রস্তাব রাখতে চাই। আশাকরি মন্ত্রী মহাশয় এর প্রতি বিশেষভাবে নজর দিবেন।

গরীব কৃষকদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সরকারের তরফ থেকে অর্থ সাহায্য করা হউক। নইলে সমস্যার সমাধান হবে না। তার কারণ যেভাবে compensation দেওয়া হচ্ছে, তাতে সে রকম কোন আশা নাই। প্রথম থেকে ১০৲ টাকা compensation দেওয়া যখন তারা সুরু করেছিল, তখন তাদের কাছ থেকে ব্লকতহশীলদাররা ভাওতা দিয়ে—তোমাদের জমি দেওয়া হবে বলে কৃষকদের কাছ থেকে বেশী পরিমাণ টাকা আদায় করেছে। এখন পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে আগে যে কথা তারা বলেছিল তোমাদের জমি দেব সে কথা সত্যি নয়! কৃষকরা ছাগ ও গরু সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রী করে জমি পাবার লোভে ব্লকতহশীলদারদের টাকা দিয়েছে। বেশী টাকা নিয়ে তারা সামান্য টাকা রসিদে লিখে দিয়েছে। এখন এই সব প্রজাদের যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ দিতে হবে। তাদের ঐখন গরু কেনারও টাকা নাই। যাতে তারা চাষবাস করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি না দিলে তারা মারা যাবে। এই অবস্থায় তাদের হাতে জমি দিলেও তা অন্যের

হাতে গিয়ে পড়বে। দ্বিতীয়বার আবার তারা ভূমিহীন হয়ে পড়বে। এ সম্বন্ধে A.D.C. ও D.C. ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তারাও এসম্পর্কে খুববেশী চেষ্টা করেন নাই। দ্বিতীয়বার ২১ তারিখে যে ডেপুটেশনে গিয়েছিলাম সেখানে D.C, A.D.C. জলপাইগুড়ি এবং S D.O. উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এই সমস্যা সম্বন্ধে বললেন—কোথায় সমস্যা? কি ব্যাপার? কি হবে? নানারকম কথা বললেন। তারপর শেষ পর্যন্ত কথা দিলেন যেভাবে হোক এর প্রতিকার করবার চেষ্টা করবো। যে অবস্থা তখন ছিল, এখনো তার কোন রকম পরিবর্তন ঘটেনি। কাজেই মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাবো এই সব বিষয়গুলির প্রতি তিনি যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

ফালাকাটা থানার সন্নিকটে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তোর্ষায় যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, Irrigation embankment তাতে বহু কৃষকের জমি নষ্ট হয়ে গেছে, নদীগর্ভে চলে গেছে। কোন কোন কৃষকের ১০।১২ বিঘা পর্যন্ত জমি এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল। তাছাড়া বাঁধে যে সমস্ত জমি পড়েছে, তৎসহ সম্পূর্ণ নষ্ট জমির জন্য উপযুক্ত খেসারৎ দেওয়া হোক্। এই অনুরোধ মন্ত্রী মহাশয়কে জানাচ্ছি।

Shri Apurba Lal Majumdar : মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি দুটি বিষয়ের প্রতি রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমটা হল ceiling of holdings এ বিষয়ে আমি বহুবার বলেছি—দুটা নীতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে গ্রহণ করা হয়েছে; তার একটা নীতি হল পরিবার ভিত্তিক সিলিং ঠিক করা, আর একটা হল personal, অর্থাৎ ব্যক্তি ভিত্তিকে সিলিং ঠিক করা। আমরা দেখছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়, যেমন উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান, কেরেলা, আসাম, দিল্লী, এই সমস্ত জায়গায় পরিবার ভিত্তিক, অর্থাৎ একটা পরিবারের সমস্ত সদস্যের যে মোট জমি আছে, সেই জমির উপর সিলিং এর ভিত্তি করেছেন। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় এটা ব্যতিক্রম করেছে।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : কত, কত জমি রেখেছেন?

Shri Apurba Lal Majumdar : যেমন দিল্লীতে সমস্ত পরিবার ভিত্তিক সিলিং হয়েছে ৩০ একর পর্যন্ত।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : ড্রাই, না ওয়েট?

Shri Apurba Lal Majumdar : কেরেলায় ৩৭॥০ একর এবং আসামে ৫০ একর জমি সিলিং হয়েছে।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : Standard acre বলতে কি বোঝেন?

Shri Apurba Lal Majumdar : 30 acres in Delhi—এইটা হল standard একর। কিন্তু আপনি দেখুন রাজস্থানে ৩০ একর, উত্তর প্রদেশে ৪০ থেকে ৮০ একর এবং উড়িষ্যায় ৩০ থেকে ৯০ একর পর্যন্ত। এটা ঠিক যে সব জায়গায় ফ্যামিলী ভিত্তিতে এই সিলিং হয়েছে, সেই সব জায়গায় হয়ত জমির পরিমান আমাদের পশ্চিম বাংলায় যে ২৫ একর ধরা হয়েছে তার চেয়ে বেশী আছে। কিন্তু এই নীতিগত পার্থক্যের দিক থেকে যদি বিচার করে দেখেন, তাহলে

দেখা যাবে ব্যক্তির ভিত্তিক দিক দিয়ে malafide transfer এর দিকে সাহায্য করা হয়েছে এঁদের familyর যে description সেটা হল joint Hindu family—যেটা মনে করে বাপ স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য লোককে একত্রিভুত করে যে সিলিং করেছেন। সেই সিলিং পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে যদি প্রযোজ্য হত তাহলে এতখানি malafide transfer সম্ভবপর হত না বাংলায় যে ভাবে, যে নীতিকে ভিত্তি করে সিলিং করা হয়েছে, আমি তার প্রতিবাদ জানাই এবং ফ্যামিলি ভিত্তিক হবার জন্য আমি রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—।

দ্বিতীয়তঃ রেণ্ট সম্পর্কে আমি মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এইটুকু বলতে চাই যে আমাদের দেশে রেণ্ট যে ভাবে fixed হয়েছে, যে রেণ্ট disproportionate to income, অর্থাৎ জমি থেকে যতটা আয় হয়, তার উপর ভিত্তি করে proportionate rent বা proportionate খাজনা আমাদের দেশে আদায় করা হয় না। যার জন্য পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করে আমরা দেখছি এই অত্যাধিক রেণ্টের চাপে আমাদের গ্রামের লোকের জীবন আর্থিক দিক বিশেষ ভাবে জর্জরিত। দ্বিতীয়ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রেণ্ট সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে one-sixth of the produce fixed করতে বলা হয়েছে—ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টে। অবশ্য ল্যাণ্ড রিফর্মস্ এ্যাক্টে সেটা কার্যাকরী হয়নি। এই সম্পর্কে আমি শুধু এইটুকু দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে আমাদের এখানে দেখা যায় যে জমির বড় বড় farm এর যারা মালিক এবং সেই বড় বড় farmএর মালিকানা যাদের আছে, তারা জমির full optimum utilisation করেন না। আমি rural credit survey রিপোর্টএ দেখেছি—যারা ছোট ছোট জমির, ফার্মের মালিক, তারা optimum cultivation করতে পারেন নি creditএর অভাবে। কিন্তু বড় ফার্মের যারা মালিক, যাদের প্রচুর টাকা আছে, তাদের সম্পর্কে ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট কমিটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তারা জমির maximum utilisation করেন নি। কাজেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ করে যারা মিডিয়াম বা ছোট ছোট small land-holders, তাদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় দেখা যায় এই ট্যাক্স বা রেণ্ট অত্যন্ত oppresive হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া আরবান এলাকায় দেখেছি বিশেষ করে মেদিনীপুর ও ঐ সমস্ত অঞ্চলে যে জমি বিক্রয় করে বা ল্যাণ্ড নিয়ে অনেক সময় অনেকে ফটকাবাজী করছেন। সেগুলি চেক করবার জন্য সরকার থেকে কোন প্রচেষ্টা হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় সেটা করা দরকার।

[3-50—4 p.m.]

সেটা করতে হলে এই জমিগুলি saleএর মধ্যে যে period পাশ করে সে period এত কম হয়ে থাকে যে এই period এর ভিত্তিতে আমার যদি tax বাড়িয়ে দিই তাহলে জমির ফাটকাবাজী বন্ধ করা যায় এবং Depression periodএ বিশেষ করে লক্ষ্য করে থাকি গরীব চাষী যাদের হাতে small medium sizeএর জমি আছে তারা এই despression Period জমি বিক্রী করে দেয় ফলে জমিগুলি non-agricultural tenantsদের হাতে গিয়ে বর্তায়। পশ্চিমবাংলায় অনেক পরিমাণ জমির এই অবস্থা দেখবেন।

দ্বিতীয়তঃ security of tenureএর ব্যাপারে দেখি আমাদের personal cultivation Land Reform Actএ এত wide scope বিক্রীর যে অনেক জমি তাতে সাধারণ মানুষের হাতে বড় জোতদার জমিদারের হাতে চলে যায় বিশেষ করে cultivation involves three

elements—risk of cultivation, personal supervision and labour. যেখানে labour তারা প্রয়োগ করবেনা সেই সমস্ত ক্ষেত্রে conditional, কারও কারও ক্ষেত্র বাদে যেমন ordows minor and mental and physical infirmities এ সমস্ত কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া আমাদের personal cultivationএর সংজ্ঞা কমিয়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য Planning Commissionএর Reportএ একথা বলেছে 2nd 5yr. plan Reportএ Personal cultivation form করতে না পারলে আমাদের জমি হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে যার জন্য ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে আমি এদিকে ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Shri Mangru Bhagat : माननीय स्पीकर महोदय, मैं जलपाईगुड़ी के इलाके के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उतला बाड़ी में इस्माइल चौधुरी नामक एक जमीन्दार है। किसान उसकी जमीन को जातते थे। उस जमीन को सरकारके आदमी जाकर जमीन के बारे में लिखा-पढ़ी बन्द कर दिये। खजना उस जमीन की अदायी की गई। किन्तु इसके लिए जब हमलोग कोर्ट में गए। किन्तु कोर्ट वेदखली में दखल नहीं दिया। वहाँ पर कहा गया कि लिखा-पढ़ी ठीक नहीं हुई है। इसके बाद वे किसान तहसीलदार के पास गए। उनसे अपनी जमीन के बारे में दरखास्त किया। तहसीलदार साहबने कहा कि हमतो ठीक लिखे हैं। इसके बाद इस जमीन के लिए इस्माइल चौधुरी ने किसानों पर मामला दायर किया। आप लोग कहते हैं कि हम लोग किसानों को जमीन दिलाते हैं। जो जमीन किसान जोतते हैं आज लेलिया जाता है और किसानों के उपर मामला दायर किया जाता है। किसानों को तग किया जाता है। यही तो किसानों के लिए सरकार का कानून है।

दूसरी बात यह है कि एक नबाब साहब है। जिनके पास जलपाईगुड़ी जिलामें बहुत सी जमीनें है। १४ चाय बगान हैं। बातावाड़ी एक नम्बर युनियन में कमसे कम देखा जाता है कि ढाई सौ, दो सौ एकड़ जमीन है। उस जमीन को लेने के लिए बहुत से किसानों ने आन्दोलन किया। किसान उस जमीन पर खेती करने के लिए मांग रहे थे। लेकिन किसानों को वह जमीन नहीं दिया गया। महावली नामक किसान सात बीघे जमीन चास करता था उसपर उसका कब्जा था। लेकिन उससे कहा गया कि जमीन उसके दायाद के नामसे है। इसपर उसका कोई अधिकार नहीं है। तब इसके बाद तहसीलदार के पास केस किया गया। इसकी सुनवाइ के लिए १२ फरवरी का दिन तैय किया गया। किन्तु १२ ता॰ को तहसीलदार नहीं गए। १३ तारीख को गए। उस दिन किसान लोगों के साथ हमभी गए थे। तहसीलदार वहाँ नहीं आये। बातावाड़ी एक नम्बर युनियन में चाय बगान के मैनेजर के बंगले में गए। वहाँ पर ही ठहरे। सारा दिन किसान बैठे रहे। तब जाकर एक साइकिल देकर एक आदमि को भेजा गया कि कौन २ से किसान आये हैं उनको बुला ले आओ।

यह भी कहा गया कि वहाँ पर जो किसानों का प्रतिनिधि हो उसे भी बुलाकर ले आओ।

हमने किसानों से पूछा भाइ तुमलोग जमीन चाहते हो न कि चाय बगान की मांग करते हो। हमने किसानों से कहा कि कांग्रेसी तहसीलदार तो बाताबाड़ी चाय बगान के मैनेजर के बंगले में ठहरा है। अगर चाय बगान मांगते हो तो आपलोग वहाँ जाइए। किसानों ने कहा कि हम लोग तो जमीन चाहते हैं चाय बगान नहीं चाहते हैं। हम लोग यहाँ जमीन के लिए बैठे हैं। चाय बगान के लिए नहीं बैठे हैं। हमलोग कांग्रेसी तहसीलदार जो बाताबाड़ी चाय बगान के मैनेजर के बंगले में बैठा है उससे चाय बगान की जमीन नहीं चाहते है। किसान सारादिन वहाँ पर बैठे रहे मगर दुख है कि तहसीलदार साहब वहाँ नहीं गए। यही तो कांग्रेसी राज्यमें किसानों को जमीन देने की व्यवस्था है।

तीसरी बात मैं चाय बगान के बारे में कहना चाहता हूँ। चाय बगान में बहुत ज्यादा जमीन खाली पड़ी हुई है। उस जमीन को किसान पाने के लिए बहुत दिनों से चेष्टा कर रहे हैं किन्तु उनको नहीं दियाजा रहा है। जलपाईगुड़ी जिले में और अलीपुरद्वार में हजार हजार बीघा जमीन खाली पड़ी है। उसके लिए सरकार क्या बन्दोबस्त कर रही है? क्या खेती हरों को जमीन देने का बन्दोबस्त सरकार कर रही है? हम यह जानते हैं कि सरकारका लेबर डिपार्टमेन्ट चाय बगान के बेकार मजदूरों को काम दिलाने में असमर्थ है। राजस्व मंत्रीभी चाय बगान की फाल्तु जमीन और जंगलकी जमीन को किसानको खेती करने के लिए देने में असमर्थ है। जिस परती जमीनको पाकर किसान अपना जीवन बिताना चाहता है। दुख है कि किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

चाय बगान के मैनेजर लोग तरह-तरह के जुल्म करते हैं। नाना प्रकार के बाधा देते हैं। क्यो? इसलिए कि सरकार किसानों और मजदूरों की परवाह नहीं करती। इसलिए मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि किसानों को बचाइए। उन्हें मारिए नहीं। अगर मारिएगा तो जवाब देना पड़ेगा। अगर किसानों को आप लोग नहीं बचाइएगा तो किसानों की आह से आप लोगभी मरिएगा। मंत्री लोगों को गरीब किसानों के दुख से महीन चावल नहीं मिलेगा। अमेरिका का बाजरा खाना पड़ेगा। और उसे खा-खाकर आप लोग पाखाना करेंगे बोमी करेंगे और तब इस तरह से उनकी आह से आप लोगों को मरना पड़ेगा।

Shri Ananga Mohan Das : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে Land Revenue Budget এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তার সমর্থনে, এবং আমি, এই Land Revenue Budget নিয়ে আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমালোচনা করা হয়েছে, তার উপর কয়েকটা কথা বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে, যে জমি দখল করা হয়েছে, অর্থাৎ যে সমস্ত vested land Government পেয়েছেন তার পরিমান মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন ২ লক্ষ একর। সেই জমি আরো বেশী হতে পারতো কিন্তু বন্ধুরা বলেছেন যে জমি বেআইনীভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সে বেআইনী জমি ধরার অসুবিধা হচ্ছে কারণ যে জমি বেআইনী হস্তান্তর করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে বহু বড় জোতদারগণ managerর নামে বা তার চাকরের নামে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে managerর নামে বা চাকরের নামে জমি বেনামী করে জমি যদি দেওয়া হয় তাহলে তাকে বেনামী বলা যায় না। কারণ সেই জমি সে পেয়ে যাবে—তার উপরেই সেই জমির অধিকার বর্ত্তাবে। ভবিষ্যতে সে যে সেই জমি ছেড়ে দেবে তা মনে হয় না, বিশেষ করে মানুষের মন, সে যে জমি পাচ্ছে তার সঙ্গে যদি তার স্বার্থ জড়িত থাকে তাহলে স্বভাবতই সে তা ছাড়তে পারেনা। সুতরাং এইগুলিকে বেনামী বলা যায় না। তবে family membersদের নামে যদি জমি রেখে দেওয়া হয় তাহলে সেটা বেনামী বলা যেতে পারে। ছেলের নামে, স্ত্রীর নামে পৌত্রের নামে যদি জমি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে বেনামী বলতে পারেন। তবে একথা সত্য যে কিছু কিছু জমি বেনামী হয়েছে। এবং সেইজন্য Governmentও Screening করতে আরম্ভ করেছেন এবং এই Screening করার মধ্যে দিয়ে হয়ত ৩ লক্ষ একর জমি পেতে পারেন। কিন্তু এই ৩ লক্ষ একর জমিও vest করবে না কারণ মুশকিল হচ্ছে তা করতে হলে একজন লোককে তার ceiling অনুযায়ী জমি দেবার আগে তার কি পরিমাণ জমি আছে তা দেখতে হবে।

[4—4-10 p.m.]

কাজেই এই সমস্ত বিচার করে জমি বণ্টন করতে যে কিছুটা দেরী হচ্ছে তা সমর্থন যোগ্য। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাব যত তাড়াতাড়ী এই কাজ করতে পারা যায় তাই করুন। জলপাইগুড়ি জেলায় যেমন আরম্ভ করেছেন অন্যান্য জেলায় তাই করুন। তারপর জমির খাজনা সম্বন্ধে সরকার একটা নির্ধারিত নীতি ঘোষণা করেছেন, যদিও এটা এখন পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় নি। তারপর property right এর compensation দেবার ব্যাপারে যদি কোন গণ্ডগোল থেকে থাকে তাহলে এই আইনের সংশোধন করা উচিৎ এবং জমির খাজনা ঠিক করা উচিৎ। একথা সত্য যে, জমি বণ্টন না করা পর্যন্ত খাজনা ঠিক করা যাচ্ছেনা। তারপর খাজনা ছাড় সম্বন্ধে একটা কথা বলার আছে। গত বৎসর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে বলেছিলেন ২ একর জমি ছাড় দেওয়া হবে—তখন স্বাভাবিক ভাবে বহু দরখাস্ত পড়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরও খাজনা নেওয়া হচ্ছে। এ সম্পর্কে বারবার দরখাস্ত করে কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলব আমার নির্বাচক মণ্ডলী পিংলা থানার ৮নং য়ুনিয়ন, ৯নং য়ুনিয়ন বন্যা হয়েছে। তাদের বলা হয়েছিল খাজনা ছাড় দেওয়া হবে, কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে খাজনা চাওয়া হচ্ছে। এক জায়গায় খাজনা ছাড় হবে, আরেক জায়গায় খাজনা আদায় করা হবে—এই নীতি পরিহার করা দরকার। সরকারের তরফ থেকে বলা হয় collector এর কাছ থেকে রিপোর্ট না পাওয়ার জন্য এই রকম হয়। এই বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বৎসর খাজনা আদায় ভাল হবে শুনে খুসী হলাম। এবার এইখাতে ৪০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। চাষের উন্নতি করতে গেলে বাঁধ মেরামত, খাল সংস্কার ও ঋণের জন্য আরো বেশী টাকা ধরা হলে ভাল হত বলে আমার মনে হয়। ফসল ভাল হলে cultivatorরা কোন আপত্তি করবে না, কারণ চাষ হলে তারা খাজনা

দিতে পারে। আদায়ের খরচ বাবত তহশীলদারদের জন্য ৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। তহশীলদারদের বিষয়ে একটা কথা বলব—তারাই গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে খাজনা আদায় করে officerরা office manage করছেন। তাদের বেতনের হার ২৭ টাকা, তার উপর শুধু একটা কমিশন দেওয়া হয়। কিন্তু খাজনা আদায় নাহলে কোন কমিশন পায়না। এদিকে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, এদের জন্য একটা নির্দিষ্ট বেতন ঠিক করা উচিৎ। বর্গাদারদের ব্যাপারে অনেক আলোচনা এখানে হয়েছে। একথা ঠিক যে বর্গাদাররা ভালো মানুষ, এবং বর্গাদারদের সংগে মালিকদের কোনদিন খারাপ সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আজকাল নানারকম প্রচার কার্য্যের ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্কের কিছুটা অবনতি ঘটেছে। এবং একথাও ঠিক যে, কোন কোন জোতদার খারাপ ব্যবহার করে। বর্গাদাররা জোতদারদের কাছে রসিদ চাইলে তারা অনেক সময় রসিদ দেয়না। এদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Shri Basanta Kumar Panda : মাঃ স্পীকার মহাশয়, ইলেকশানের পূর্ববৎসরে ভূমিরাজস্বমন্ত্রীর যে বাজেট হওয়া উচিৎ এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। জমির উন্নতি, কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, ভূমি সংস্কার—এসবের কিছুই ব্যবস্থা হয়নি। যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা জমিদারদের compensation পাইয়ে দেবার ব্যাপারেই হয়েছে। গত বৎসরের ২ কোটি থেকে এবার ৫ কোটির ব্যবস্থা করা হয়েছে—এবং তার দরুণ ৬ থেকে ৮॥ কোটি রাজস্ব খাতে বেড়েছে। Election-এর পূর্ববৎসরে বাংলাদেশের বর্গাদার, মধ্যবিত্ত শ্রেণী—এঁদের খানিকটা সুযোগ করে দিয়ে হাতকরার জন্য কিছু বেশী বরাদ্দ করা হয়েছে। আসলে ভূমিসংস্কারের কোন ব্যবস্থা হয়নি,—কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি, তাদের জমি দেওয়া, খাজনা মকুব, দেনা মকুব ইত্যাদি যা কংগ্রেসের বহুদিনের ঘোষিত আদর্শ ছিল তার কিছুই এখানে দেখতে পাচ্ছিনা। ফজলুলহক সাহেব কি করেছিলেন? বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের amendment করে বলেছিলেন জমিদাররা preamption right পাবেন না, এটা প্রজারা পাবে এবং ১৯৩৮ সাল থেকে ১৫ বৎসরের জন্য কোনরকম খাজনা বৃদ্ধি করা চলবে না। Moneylenders আইন করেছিলেন যারফলে কৃষক-খাতকের জমিতে খানিকটা স্বত্ব হল এবং পুঞ্জীভূত যা দেনা আছে মকুব হয়ে যাবে।

[4-10 – 4-20 p.m.]

তারপর ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্য্যন্ত যেভাবে কৃষকদের খাজনা জমে গেছে তা যদি দেখি তাহলে দেখব যে, তাদের খাজনা এবং দেনার পরিমাণ স্যাচুরেশন পয়েন্টে গিয়ে রিচ্ করেছে এবং জমির দামের শতকরা ১২।১৪ আনা খাজনা হয়ে গেছে। তারপর ল্যাণ্ড রিফর্ম সম্বন্ধে যে কথা আমরা বার বার বলেছি সে কথায় যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে কান দিয়েছিলেন কিন্তু মন্ত্রীসভা বা তাঁর দল সে বিষয়ে কান দেননি এবং সেটা হচ্ছে যে ল্যাণ্ড রিফর্ম আইন এবং এস্টেট অ্যাকুইজিসন আইনের বিশেষ পরিবর্ত্তন করা দরকার—অর্থাৎ ৫, ৫ক এবং ৬ এই ৩টি আইনের বিশেষ পরিবর্ত্তন করা দরকার। ৬-তে দেখছি জমিদার মূল্যবান জায়গা, হাট, বাজার, গঞ্জ, কাছারি প্রভৃতি দখল করে রেখেছে বলে তা জনসাধারণের হাতে আছে না এবং তা ছাড়া মেছোঘেরীর নাম করে লক্ষ লক্ষ, বিঘা জমি বেনাম করে দখল করে রেখেছে এবং জমিদারীর বাইরে প্রচুর জমি আনরেজিষ্টার্ড ডিডস্ বা আমোক্তারনামার মারফতেও বেনাম করে রেখেছে।

স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই একথা জানেন যে, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে এমন কোন বিধান নেই যে আমলনামা লিগ্যালাইজড। বরং গোটাকতক জুডিসিয়াল রায়-তে দেখা গেছে যে, নন রেগুলেটেড এরিয়ায় যে জমি বাঁধবন্দী হবার আগে বন্দোবস্ত দিতে হয়েছিল সেই সময় হুকুমনামা বা আমলনামা বলে দখল দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলেই এই প্রজাস্বত্বের সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এটা জাজমেণ্ট, কোডিফাইড ল্স্ নয়। সুতরাং আজ যদি একথা বলা হয় যে আমলনামা আমরা স্বীকার করবনা তাহলে যে সব বড়লোকেরা তাঁদের বিভিন্ন লোকের নামে বহু জমি বেনাম করে রেখেছে সেগুলো ডিষ্ট্রিবিউট করার সুবিধা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত সেটা করা হোলনা। তারপর যেখানে হিসেব করে দেখা হয়েছিল ৬ লক্ষ একর জমি সরকারের হাতে আসবে সেখানে তিনি গত বাজেটে বলেছিলেন যে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার একর জমি এসেছে এবং তার মধ্যে চাষের জমি ২ লক্ষ একরের কম। এর দ্বারা তাহলে ডিষ্ট্রিবিউসন কি হবে? তারপর আইনে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে, অতিরিক্ত জমি সরকারের হাতে আসার পর তার মধ্যে আবার টেম্পোরারী একটা ব্যবস্থা হবে। কিন্তু সরকারী কর্মচারী, জে. এল. আর এবং তহশীলদাররা যা করছেন তা দেখে মনে হয় যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের নামে আর একটা নূতন জমিদারী প্রথা তৈরী হয়েছে। অবশ্য উনি বলছেন ১৩ ধারায় সেরকম ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু আমরা জানি ১৩ ধারা সেজন্য নয়। যাহোক্ আসলে কথা হোল ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাক্টের '৪৯ ধারায় এরকম ব্যবস্থা আছে যে, অতিরিক্ত জমি যা পাওয়া যাবে তা সেখান থেকে নিয়ে সেই অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষক বা যে সমস্ত ২ একরের কম জমির চাষী আছে তাদের মধ্যে সেগুলো বিলি করা হবে। কিন্তু আপনারা করছেন কি, না যতটা জমি হাতে এসেছে সেগুলো সম্বন্ধে সেখানের বর্গাদারদের বলছেন ১০৲ টাকা করে খাজনা দাও তোমাদের বিলি করছি। কিন্তু প্রশ্ন হোল যে সব জমি এখন বর্গাদারদের দিচ্ছেন তা' কি এঁদের হাতে রাখবেন না আবার যখন জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হবে তখন আর একটা ধাক্কার মধ্যে গিয়ে পড়বেন? সুতরাং সরাসরি সেই আইন করে ফেলুন যে, যে মুহূর্ত্তে আপনি কারুর কাছ থেকে জমি নেবেন সেই মুহূর্ত্তে সেই জমি প্রাপকের হাতে চলে যাবে, কেননা তা নাহলে দেখবেন যে আবার একটা ইণ্টারমিডিয়েট ষ্টেজ তৈরী হবে। তবে শুধু তৈরী হবে তা নয়, আপনি যদি খবর নেন তাহলে দেখবেন যে, যে সমস্ত জে. এল. আর এবং তহশীলদাররা রয়েছে তাঁরা এক নূতন জমিদারীর সৃষ্টি করছে এবং ক'ার নামে বন্দোবস্ত দেবে, কার নামে দাখিলা কেটে দেবে এই নিয়ে সেখানে ঘুস চলছে এবং সেই ঘুসের পরিমাণ হচ্ছে একর-প্রতি ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। কাজেই এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে, একটা জমিদারীর বদলে শুধু আর একটি নূতন জমিদারীই সৃষ্টি হচ্ছে অথচ যারা শেষ পর্য্যন্ত প্রাপক তাঁদের জন্য কোন ব্যবস্থা হচ্ছেনা।

তারপর আপনাদের ৮০ কোটি টাকা কম্‌পেনসেসন দিতে হবে বলে যা বলেছেন তাতে দেখছি যে তার উপর ৩% হারে যে সুদ চলেছে তাতে বছরে ২॥ কোটি টাকা এবং সেই হিসেবে ভেষ্টিং হবার পর আজকে এই ৬ বছরে ১২ কোটিরও বেশী টাকা সুদ হিসেবে দিতে হবে। কিন্তু আমরা বারে বারেই বলেছি যে কম্‌পেনসেসন দেওয়ার ব্যাপারে আপনারা অত্যন্ত শম্বুকগতিতে চলেছেন এবং যারফলে গত ৪ বছরে আপনারা ৬ কোটি টাকার বেশী কম্‌পেনসেসন দিতে পারেননি। অবশ্য এবারে ইলেকসন্ সামনে দেখে এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীরা জোট বেঁধে সমিতি গঠন করেছে বলে এবারে তাঁরা ৫ কোটি টাকা দেবেন বলে বলেছেন এবং সেটা হয়ত ইলেক্‌সন-এর উপঢৌকন হিসেবে ব্যবহার হতে পারে, কিন্তু আমার বক্তব্য

হচ্ছে যে, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত লোক যারা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের নামে একবার উৎখাত হয়ে গেল সেই সব ছোট ছোট জমিদার এবং তালুকদারদের রিহ্যাবিলিটিসনের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য বাংলাদেশে যদিও এমন জমি নেই যাতে করে সকলকে জমিতে রাখতে পারি কিন্তু বাংলাদেশে এমন অনেক ইণ্ডাষ্ট্রি রয়েছে যেখানে সকলকে রাখা যায়। কিন্তু আমাদের সরকার এতই দুর্বল যে, তাঁরা এখানকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্টদের ফোর্স করতে পারছেনা যে, যে সমস্ত জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি উৎখাত হয়েছে তাঁদের এবং তাঁদের তহশীলদার, ম্যানেজার প্রভৃতি যে সমস্ত কর্মচারী ছিল তাঁদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে তোমাদের ওখানে কাজ দিতে হবে। অথচ আমরা অন্যদিকে দেখছি যে বিহার গভর্ণমেণ্ট টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীকে ফোর্স করে বলছে যে, তোমাদের এখানে যে সমস্ত ভ্যাকান্‌সী হবে তার একটা কোটা তাঁদের দিতে হবে। কাজেই আপনারা যখন সে সব কিছুই করছেননা তখন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে জমি সংক্রান্ত ব্যবসা থেকে যারা উৎখাত হোল তাদের জন্য একটা কোটা রাখতে হবে এবং বাংলাদেশে যে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট আছে তাদের বলতে হবে যে এই সব লোককে তোমাদের ওখানে কাজ দিতে হবে। তারপর স্যার, কয়েকদিন আগে মাননীয় সদস্য শঙ্করদাস ব্যানার্জ্জী কনষ্টিটিউসনের দোহাই দিয়ে বলেছিলেন যে, আমরা কিছুই করতে পারিনা। কিন্তু আমার কথা হোল যে, যদি আপনি আর্টিকেল ৩১ দেখেন তাহলে দেখবেন সেখানে এমন ব্যবস্থা রয়েছে যাতে ইচ্ছে করলে আমরা যে কোন ইণ্ডাষ্ট্রি-কে নিয়ে নিতে পারি এবং তারজন্য যে কোন দাম ফিক্স করতে পারি। যেমন, অরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী নেওয়ার সময় প্রবল আপত্তি উঠেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তা যখন হাইকোর্টে গেল তখন দেখা গেছে যে আর্টিকেল ৩১-এর সাহায্যে আমরা যে কোন প্রাইভেট সম্পত্তিকে নিতে পারি যদি সেটা জনসাধারণের জন্য প্রয়োজন হয়। আপনারা বলছেন আর্টিকেল ৩১-এতে প্রাইভেট সেক্টরের দোহাই আছে। কিন্তু আসলে তা' কিছু নেই, কেননা ৩১ এবং ৩১-এ এত ব্যাপক যে, যে কোন সম্পত্তি আমরা এই পাপাসে নিয়ে নিতে পারি এবং তারজন্য যে কোন দাম আমরা দিতে পারি এবং ঠিক এই হিসেবে যদি আমরা অরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীকে ১৲ টাকাও দাম দিতাম তাহলেও সেটা আদালতের বিচার্য্য বিষয় হোতনা। অবশ্য এটা ঠিক যে যতদিন পর্য্যন্ত আপনারা প্রজা দরদী সেজে ঐ ট্রেজারী বেঞ্চে বসে থাকবেন ততদিন পর্য্যন্ত এই আর্টিকেল ৩১-এর প্রপার অ্যাপ্‌লিকেসন হবেনা এবং প্রাইভেট সেক্টরের নাম করে এই সমস্ত ক্যাপিটালিজম চলবে। সুতরাং আমরা আশা করিনা যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে বাংলাদেশে যারা উৎখাত হোল তাঁদের রিহ্যাবিলিটেসন-এর ব্যবস্থা আপনারা করবেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলাদেশের মেরুদণ্ড এবং যারা ভূমির উপর থাকত বলে এককালে ব্রিটিশের চাকুরী না করে বাংলাদেশের ঐতিহ্য রক্ষা করেছিল এবং চাকুরী করেনা বলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে রেজিষ্ট করেছিল সেই সমস্ত লোক যখন আজ সেই জমি থেকে উৎখাত হয়ে গেল তখন তাঁদের একটা জায়গা দিতে হবে তো। কিন্তু আপনারা তাঁদের জন্য কিছুই করলেননা। স্যার, বাংলাদেশের কৃষকদের হাতে জমি দিতে হবে। কিন্তু কৃষক কে? কৃষকদের মধ্যে অসংখ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে যারা কিছু চাষ করে আর কিছু ভাগে দেয় এবং যে বর্গাদার শ্রেণী আছে তার মধ্যে অধিকাংশ পড়বে ভূমিহীনের মধ্যে বা ২ একর পর্য্যন্ত জমির মধ্যে এবং যাদের জন্য এই আইনে ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, এই যে আপনারা মাথাপিছু ২৫ একর করে রেখেছেন তার মানে কি? শুধু তাই নয়, দোফসলী জায়গায় ২৫ একর, একফসলীতেও ২৫ একর এবং বালুকাময় ভূমি যেখানে অল্প ধান হয় সেখানেও ২৫ একর বলে যা করে রেখেছেন তা' বিজ্ঞান সম্মত কথা নয়। আমার মনে হয় ১ ফসলীর চেয়ে ২ ফসলীতে

কম হওয়া উচিত এবং এই এক ফসলী সম্বন্ধে আমাদের পার্টির বক্তব্য হচ্ছে যে, মাথা পিছু ১০ বিঘার বেশী হবেনা এবং ফ্যামিলি পিছু ২৫ একরের বেশী হবেনা এবং তারপরের বক্তব্য হচ্ছে যে, ফ্যামিলিকে ডিফাইন করতে হবে, দরকার হলে আইন এ্যামেণ্ড করতে হবে এবং এইভাবে যে সমস্ত জমি বেনাম করা হয়েছে এবং যে সমস্ত খারিজের কেস হয়ে গেছে সেগুলোর রিভিউর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর আপনারা সমস্ত খাজনা জমা করে রাখতে চান এবং এইভাবে দেখছি ১৩৬২ সাল থেকে নিম্নরের উপর খাজনা না চাপিয়ে একসঙ্গে বলছেন ৬ বছরের খাজনা দাও। আমি আপনাদের কাছে ৪ বার ডেপুটেসন দিয়ে বলেছি যে মেদিনীপুর জেলায় বাঁধ সংরক্ষণের জন্য এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট ট্যাক্স বলে একটা ট্যাক্স চাপান হয়েছে এবং আপনি জানেন যে সেই আইনের বিধানে জমিদার, তালুকদার, মৌরসীদার, পত্তনীদার বা যে কোন দার বা যে রায়ত বা আণ্ডার রায়ত তাঁকে ঐ খাজনা দিতে হয়। কিন্তু এষ্টেট এ্যাকুইজিসন-এর পর ঐজাতীয় জমির অধিকারী আর কেউ নেই—যারা আছে তাঁরা সকলে রায়ত বা আণ্ডার রায়ত বা নন্ এগ্রিকালচারাল টেনাণ্ট। কাজেই এদের কাছ থেকে কি করে এটা আদায় করবেন তা আমি বুঝতে পারছিনা। আপনি বলেছেন যে আপনার ডিপার্টমেণ্ট এ নিয়ে চিন্তা করছে। কিন্তু এই ৬ বছরের চিন্তার ফল কি দাঁড়াল সেটা জানতে পারি কি? তারপর আর একটা কথা বলতে চাই যে, যে সমস্ত জমি বেনামী হয়ে রয়েছে সেই বেনামীর জন্য ৫ক কেসগুলো সম্বন্ধে আর একবার নূতন করে রিভিউর ব্যবস্থা করা হোক। অবশ্য এটা আমি জানি আপনার উপরে যে চাপ রয়েছে তাতে আপনি হয়ত এটা করতে পারবেননা, কেননা আপনার পেছনে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেন না কিন্তু তবুও আমি বলব যে, যদি আপনি বাংলাদেশে একজন প্রজা দরদী মন্ত্রী হিসেবে আপনার নাম রেখে যেতে চান তাহলে অন্ততঃ যাতে তাড়াতাড়ি করে কৃষকের হাতে জমি যায় তার ব্যবস্থা করুন। আপনার ব্যক্তিগত সততার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে কাজেই আর যখন বেশী সময় নেই—কেননা নূতন ইলেকসন এসে যাচ্ছে—তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবিষয়ে একটা ব্যবস্থা করুন।

[4-20—4-30 p.m.]

সেজন্য আপনার কাছে আমি আবেদন করছি আপনি এটা করুন। আর কমপেনসেসান সম্বন্ধে আগে যে সমস্ত লোকের জমি ছিল তাদের আপনি এ্যাড ইণ্টারিম কমপেনসেসানের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু যেসমস্ত লোক শুধু খাস জমির মালিক ছিল যাদের জমি ভেষ্টেড হয়েছে তাদের এ্যাড ইণ্টারিম কমপেনসেসান দেওয়া হচ্ছেনা। খাস জমির মালিক কোন রকম কমপেনসেসান পাচ্ছেনা, নতুন করে ইণ্টারমিডিয়ারী সাজিয়েছেন Fourth amendment of the constitution'র আর্টিকেল ৩১এ অনুসারে। তবুও আমি বলব আপনি যখন মানুষের সম্পত্তি নিচ্ছেন আবশ্যক হলে মানুষের সম্পত্তি নেওয়া দরকার, তখন যেসমস্ত লোক উৎখাত হয়ে গেল তাদের ব্যবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না করতে পারেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমস্ত কাজকে ইনহিউম্যান বলে মনে করি। সেইজন্য বলছি এই বাজেট সুগার-কোটেড পিলের মত আসলে প্রজার মঙ্গলের জন্য এই বাজেটের কোন উদ্দেশ্য নাই।

Shri Sasabindu Bera : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ভূমি সংস্কারের অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল সরকারের হাতে কিছু জমি আনা এবং সেই জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা এবং সেইজন্য Estates Acquisition Act পাশ করা হয়েছিল এবং ভূমি সংস্কারের জন্য Land Reforms

Act এসেছিল। স্যার, এটা যদি মনে করা যায় যে কিছু জমি সরকারের হাতে এনে সেই জমি কৃষকদের হাতে বণ্টন করে দেওয়া হবে তাহলে আমি মনে করি পূর্বেকার ভূমি সংস্কার আইনকে সংশোধন করা দরকার। পূর্বে হিসাব ছিল অন্ততঃ ৬ লক্ষ একর জমি তাঁরা উদ্বৃত্ত পাবেন। কিন্তু আজ তাঁরা দেখছেন, এখনও তাঁরা বাকি হিসাব নিকাশে আসতে পারেন নি, ২॥ লক্ষ একরের বেশী জমি তাঁরা পাবেন না। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে পারিবারিক যে সিলিং সেই সিলিংকে কমিয়ে দেওয়া উচিৎ এবং বেআইনী হস্তান্তরের সমস্ত ছিদ্রকে অনুসন্ধান করে সমস্ত জমি সরকারের হাতে আনা উচিৎ। পশ্চিমবাংলায় ১৪ লক্ষ ভাগচাষী এবং কৃষি মজুর রয়েছে; তাদের কথা চিন্তা করে এই ব্যবস্থা সরকার যদি না করতে পারেন তাহলে আমি একথা বলতে চাই যে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় তাঁদের সততার অভাব আছে। ভূমি বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে জমি বণ্টনের পূর্বেকার নীতি পরিবর্তন করে এখন ৩ বছরের মেয়াদী বণ্টনের ব্যবস্থা করেছেন এবং খাজনার হার স্থানীয় খাজনার ১॥ গুণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাস্তবিক যারা যোগ্য যাদের জমি পাওয়া উচিৎ তাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করা উচিৎ এবং Land Reforms Act'র মধ্যে যে বিধানগুলি রয়েছে বণ্টনের ক্ষেত্রে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিৎ। আমরা দেখছি যে বণ্টনের ক্ষেত্রে দলাদলি এবং ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের প্রশ্ন এসে পড়ে এবং Land Reforms Actএ যাদের জমি পাওয়া উচিৎ বলে উল্লেখ করা আছে তাদের জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। ১৩৬৬ সালের খাজনার যখন প্রশ্ন উঠেছে তখন বলা হচ্ছে খাজনা রেহাই করা হবে অন্ততঃ সেচ বহির্ভূত এলাকায়। কিন্তু তাও করা হয়নি। হাওড়ায় বহু প্লাবিত এলাকার খাজনা রেহাই করা হয়নি—সামান্য টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডে খাজনা আদায় চাওয়া হচ্ছে। যারা দরখাস্ত করেছিল তাদের দরখাস্তে যেহেতু President, Union Boardএর recommendation নেই শুধু সেই তুচ্ছ কারণেই তাদের রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। যাদের চাষ জমি সমেত বাস্ত জমি ৬ বিঘা হবে তাদের রেহাই দেওয়া হবে কিন্তু যাদের শুধু ১ বিঘা, ১০ কাঠা বাস্ত আছে তাদের কাছ থেকে খাজনা চাওয়া হচ্ছে। এটা কিভাবে করা হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারি না। খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে জুলুম করা হয়, কারণ, আমরা জানি যারা আদায় করে তারা পুরানো আমলের আদায়কারী, প্রজাদের উপর জুলুম করাই তাদের অভ্যাস। আমি উদাহরণ দিচ্ছি—বারাসাত এলাকায় একটা সার্টিফিকেট কেস হয়েছে, সেই কেস নম্বর হচ্ছে 2005 B 6061, সেখানে দেখছি ৩৮ নয়া পয়সা খাজনার জন্য সার্টিফিকেট জারি করা হয়েছে। এর কারণ কি? এর কারণ আমার মনে হয় প্রজার কাছে যদি ঠিকমত চাওয়া হয় তাহলে সে ৩৮ নয়া পয়সা খাজনা দিতে পারে, কিন্তু আমি শুনেছি প্রজার কাছে খাজনা আদায় করতে গিয়ে তার দেয় খাজনার অতিরিক্ত কিছু আদায় চাওয়া হয়, প্রজারা তাতে অনেক সময় রাজী হন না, সেইজন্য তাদের সার্টিফিকেটের সামনে উপস্থিত হতে হয়। এই সমস্ত দুর্নীতি চলছে। এগুলি থেকে তাদের মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ।

তারপর দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তরের ক্ষেত্রে খাজনা ছিল না এখন সেক্ষেত্রে খাজনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ নিষ্কর যেগুলি ছিল সেই নিষ্করগুলি এখনও রাখা হয়েছে। দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তরের উপর যে কেন খাজনা চাওয়া হচ্ছে আমি জানি না। দেবোত্তর সম্পত্তির উপর থেকে দেবতাদের সেবার কাজ চলছিল, সেই সম্পত্তির উপর খাজনা এখন সরকার পক্ষ থেকে আদায় করা হচ্ছে। সেই টাকা সেবায়িতদের হাতে তুলে দেয়া না হয় তাহলে দেবতারা উপবাস করে থাকবেন। এদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি। কমপেনসেসন দেওয়ার কাজ এগুচ্ছে বলছেন। কিন্তু কিভাবে এগুচ্ছে? অন্ততঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্বাধিকারী তাঁদের কমপেনসেসনের ক্ষেত্রে যাতে শীঘ্র সমস্ত পাওনা তারা পেতে পারেন তারজন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা দরকার।

আর একটা কথা আমি বিশেষভাবে বলতে চাই সেটা হচ্ছে সরকারী প্রয়োজনে রাস্তাঘাট ইত্যাদির জন্য যেখানে ল্যাণ্ড য়্যাকুইজিসন করা হয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে গরীব কৃষকদের সামান্যমাত্র জমি হয়ত রাস্তার তলায় চলে গেল, সেই জমির যে কমপেনসেসন সেই কমপেনসেসন দিতে অত্যন্ত দেরী হয়। এরকম ভাবে দেরী করলে এই সমস্ত গরীবদের উপর অত্যাচার অবিচার করা হয়। আমি জানি মন্ত্রীমহাশয় হয়ত বলবেন যে এসব ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং যাওয়াও উচিৎ যার জন্য কিছু দেরী হয় কিন্তু এত বেশী দেরী হওয়া উচিৎ নয়। অনেক সময় দেখেছি ৫।৬ বছর পর্য্যন্ত সামান্য জমির মালিক কৃষক তারা কমপেনসেসন পাচ্ছে না। এ সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ কারণ ভূমিই হচ্ছে আমাদের দেশের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি। কাজেই এদিকে সরকারের খুব বেশী দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আর একটা কথা বলে আমি শেষ করছি—আমরা দেখছি যে এ বৎসরের বাজেটে লক্ষাধিক টাকা বরাদ্দ হয়েছে সরকারের ভূমি সংস্কার নীতির ফলে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে গ্রাম্য অর্থনীতিতে তা দেখবার জন্য। আমি সরকারের এই শুভ বুদ্ধির জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানাই কিন্তু সেই সঙ্গে বলি সরকারের ভূমি সংস্কার নীতির ফলে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে গ্রাম্য অর্থনীতিতে, কৃষি অর্থনীতিতে তা যদি দেখতে হয় তাহলে প্রয়োজনীয় তদন্ত কার্য্য যেন নিরপেক্ষভাবে হয় যাতে গ্রামের প্রকৃত অবস্থাটা এসে পৌছায়। সরকারী বিভাগের উপর যদি এই কাজ ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে আমরা জানি তারা সব সময় রোজি পিকচার সরকারের কাছে হাজির করেন এবং দেশের প্রকৃত চিত্র আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করেন না এবং আমাদের এই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করেন না। কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের একটা সঠিক নীতি গ্রহণ করা উচিৎ। আমি আশাকরি জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে তাঁরা এই ইনকোয়ারীর কার্য্য করবেন যাতে করে ভূমি ব্যবস্থার একটা প্রকৃত চিত্র এবং ভবিষ্যতের প্রকৃত সম্ভাবনার একটা সঠিক চিত্র আমরা পেতে পারি।

Shri Haran Chandra Mondal: মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আজকে ভূমি রাজস্বখাতে যে দাবী মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন আমি সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আপনার মাধ্যমে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরকারী ভূমি রাজস্ব আদায়কারী টাকা ১৯৬০-৬১ সালে ৫ কোটী ৮০ লক্ষ ৩ হাজার, সংশোধিত বাজেটে ৬'৭০'৭ হাজার ধরা হয়েছে। দেখা যায় যে ৯০ লক্ষ ৪ হাজার টাকা বেশী আয় হচ্ছে। ১৯৬১-৬২ সালে আদায় ধরা হয়েছে ৮ কোটী ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। এবার দেখছি ১৯৬০-৬১ তে ৪ কোটী ২৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, সংশোধিত বাজেটে ৫ কোটী ১৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। ১৯৬১-৬২র খরচ ধরা হচ্ছে ৪ কোটী ২১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। হিসাব দৃষ্টে দেখা যায় ১৯৬০-৬১ তে উদ্বৃত্ত টাকা ১ কোটী ৫৫ লক্ষ ৩৮ হাজার, সংশোধিত বাজেটে ১ কোটী ৫৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। ১৯৬১-৬২ তে উদ্বৃত্ত টাকা ৩ কোটী ৮৫ লক্ষ ৫৭ হাজার। এতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় চলতি বৎসরের তুলনায় আগামী বছরে সরকারের হাতে রেভিনিউ খাতে ডবল টাকা বাড়তি থাকছে। এর থেকে বুঝা যায় এই টাকা আদায় করতে দরিদ্র কৃষক জনসাধারণ এবং নিম্নতম কর্মচারীদের উপর সরকারী যন্ত্রের যে চাপ বাড়বে তাতে একটা সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। তার কারণ অজন্মায় ধান হয় না এবং বহু দিক দিয়ে ফসল হানী হয়। হাজাশুকা বন্যা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে যে ফসল হানী হচ্ছে তাতে লোকে খাজনা দিতে পারছে না, আপত্তি করছে। তার উপর আবার টাকা আদায় করবার জন্য, টাকা বাড়ানোর জন্য একটা পরিকল্পনা তাঁরা নিচ্ছেন।

[4-30—4-40 p.m.]

সুতরাং এটা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় এই টাকা আদায় করার সময় এক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তার কতকগুলি কারণ মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে জানাচ্ছি যে ভূমি সংস্কার আইন আজ দীর্ঘ কয়েক বৎসর হলো—জমিদারী দখল করার পর, এখনো পর্যন্ত ভূমি সংস্কার আইন তিনি সংশোধন করতে পারলেননা। তার ফলে আজকে কতবড় একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ভূমি সংস্কার আইনের ৫(ক) ধারার যে গলদ আছে, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংশোধন সিলেক্ট কমিটী থেকে যে ভাবে হয়ে এসেছিল, তাতে আশা করা গিয়েছিল কিছু কিছু জমি গরীব কৃষকদের হাতে আমরা দিতে পারবো। সেই select কমিটীর বিল আইন সভায় এলো এবং কয়েক দিনের মধ্যে আবার সেটা তুলে নেওয়া হলো। জানিনা কাদের স্বার্থে তা হলো। সেটেলমেন্টের মধ্যে যে গলদ আছে, সেই সেটেলমেন্টের গলদ তাঁরা ৬ বছরেও সংশোধন হলো না। কাদের স্বার্থে এই জমি আপনারা আটকে রেখেছেন? মুর্শিদাবাদ জেলার ১৬ জন সদস্যের মধ্যে এমন ৫।৬ জন সদস্য আছেন, যাঁরা ছয়-সাতশো একর জমি স্বনামে বেনামে দখল করে বসে আছেন। ফসলের সময় দেখা যায়—সমস্ত ফসল ঐ একই গোলায় এসে উঠছে। ১৩৫৬ সালের চেকমিলে বন্দোবস্ত দিয়ে, আমল নামা দিয়ে দিয়েছেন এবং ১৩৬১ সালে বর্গাদার রসিদ দিয়ে টাকা আদায় করছেন। এই রকম প্রমাণ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ যদি ধরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কি তিনি গ্রাহ্য করতে পারেন না? এবিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তাঁকে। ভূমি সংস্কার আইনের উপযুক্ত সংশোধন না করলে কৃষকের হাতে জমি আসছে না। একদিকে হাজার হাজার বর্গাদার জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, আর একদিকে দেখা যাচ্ছে, compensationএর টাকা বেড়ে যাচ্ছে—৬০ কোটী টাকা থেকে ৭৭ কোটী হচ্ছে। আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি ৬০ থেকে ৭৭ কোটী টাকা কারা পাবে? গরীব মধ্যবিত্ত জমিদার যারা তারা পাবে না। ঐ ট্রেজারী বেঞ্চ আলো করে বসে আছেন যেসব জমিদার বা যারা জমিদারের প্রতিনিধিত্ব করতে ওখানে বসে আছেন, তাঁরা সেই টাকা ভোগ করবেন। বাঁকুড়ার এক বিধবা ভদ্র মহিলা compensationএর টাকা না পেয়ে রেল লাইনে suicide করতে গিয়েছিল। তারা যে ঢাক ঢোল পেটাচ্ছেন যে compensationon দেওয়া হবে এটা বসন্তবাবু যা বললেন—ইলেকসনকে সামনে রেখে মধ্যবিত্ত লোকদের বিভ্রান্ত করবার প্রোপাগ্যাণ্ডা তাঁরা চালাচ্ছেন, এর ফলে যা হবে, তা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি। জমিদারীর ক্ষতিপূরণের টাকা গরীব জমিদাররা পাবে না, সে টাকা চলে যাবে ধনী জমিদারদের হাতে। সকলে আমরা জানি শঙ্করদাস ব্যানার্জী মহাশয় এই হাউসে বলেছিলেন জমির খাজনা সরকার রেহাই করে দিন। অত্যন্ত ভাল কথা তিনি বলেছিলেন। আজ কেন তিনি নীরব হয়ে গেলেন? কাদের স্বার্থে?—তাদের দলীয় স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য? ভুলে যান তিনি একজন বিশেষজ্ঞ মানুষ, স্বনামধন্য মানুষ। তিনি যদি আবার খাজনা রেহাই দেবার কথা বলেন, তাহলে সুখী হব। বিমলবাবু তাতে বলেছিলেন খাজনা তুলে দিলে কি হবে? আমার মোটা টাকা লাভ হবে, কলকাতা সহরে আমার ২৫ একর জমি। ধনী যাঁরা তাদের লাভ হবে। একথা কি সত্য যে তিনি ভুল বোঝাবার চেষ্টা করেছেন মাত্র? আমি জানি ৫, ৭, ১০ বিঘার মালিককে দেড় টাকা খাজনা দিতে গিয়ে বাড়ীর ছোট ছেলের কাঁসার থালাটী পর্যন্ত বিক্রী করে খাজনা দিতে হয়েছে। তা' না হলে তাকে ভিটাচ্যুত হতে হতো। বন্যাপীড়িত অঞ্চলের মানুষের দুঃখ কষ্ট কি করে আপনারা বুঝবেন। তাদের খাজনা মকুব হলে সুখী হতাম।

তাঁরা কি করে মনে করেন যে সব টাকা তাঁদের, গরীব জনসাধারণের জমা এই টাকা নয়। আপনাদের কাছে এক লাখ টাকা তুচ্ছ মনে করতে পারেন, কিন্তু গরীবদের কাছে এক নয়া পয়সা

থাকলে, তারা তা মোহর মনে করে। কাজেই আজকে গরীব জনসাধারণকে খাজনার হাত থেকে রেহাই দেওয়া উচিত। রেভিনিউ থেকে যত টাকা আয় হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা সরকার খরচ করে থাকেন, ফলে জনসাধারণকে কষ্ট ভোগ করতে হয়।

এই ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারীদের কার্য্যকলাপের ফলে, গরীব জনসাধারণ নানাদিক থেকে মামলা, মোকদ্দমায়, দাঙ্গায় জড়িত হয়ে, তাদের কোর্ট, কাছারী করতে করতে হয়রাণ হতে হচ্ছে। আমি মনে করি এই ডিপার্টমেণ্টকে তুলে দেওয়া দরকার।

প্রকৃতির সম্পদ হচ্ছে জমি। সুতরাং পৃথীবর সেই সম্পদ সর্বসাধারণ, সকল মানুষ সমান ভাবে ভোগ করবেন। আজকে কেন কয়েকজন বড় লোক, জোতদার, জমিদার সমস্ত জমিকে কুক্ষিগত করে রেখে দেবেন, আর হাজার হাজার সাধারণ মানুষ জমির অভাবে হাহাকার করবে, লাঞ্ছনা ভোগ করবে।

যে কথা শ্রদ্ধেয় বসন্তবাবু বলেছেন যে আজ আমাদের দেশে সর্বত্র চুরীর রাজত্ব চলেছে, তা আমি বিশ্বাস করি। জে. এল. আর.রা on year contractএ paddy land বিলি করছেন এবং সেগুলি unsuccessfull areaতে চলে যাচ্ছে। কিছু টাকা ঘুষ নিয়ে সকালে একজনকে জমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন, আবার বিকালে সেই জমিই আর এক জনের নামে বন্দোবস্ত করছেন। তাঁরা জমি নিয়ে এই ভাবে ছিনিমিনি খেলছেন!

আমাদের দেশে সুন্দরবন অঞ্চলে যে সকল পাণীয় জলের পুকুর ছিল, সেই পুকুরগুলি লিজ দেওয়া হচ্ছে। ডি. এস. এর সাহায্যে ঐ সকল লিজের বন্দোবস্ত হচ্ছে। পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে যে যাঁরা পুকুরগুলি লিজ নিচ্ছেন, তাঁরা ঐ সকল পুকুরগুলির মধ্যে নোনাজল ঢুকিয়ে দিয়ে নষ্ট করে দিচ্ছেন।

আর একটা প্রব্লেম যে সমস্ত আদিবাসীরা চিরদিন ঘাটের ঘাট-মাঝি ছিল, আজকে তাদের সেই ঘাট থেকে ছিন্ন করে বড় বড় পুঁজিপতিদের ঐ ঘাট জমা দিচ্ছেন।

একটা ঘাট নীলামে আড়াই হাজার, তিন হাজার টাকায় ডাকা হল। তারপর দেখা গেল সেখানে প্রকৃত যে লোক তিন হাজার টাকার ঘাট ডেকে ছিল, তাকে না দিয়ে, অফিসারদের পক্ষের একজন পৃষ্টপোষক লোককে মাত্র পাঁচশো টাকায় সেই ঘাট লিজ দেওয়া হল। কি করে এ রকম হল? আশ্চর্য্যের ব্যাপার। তার কারণ জানা গেল জে. এল. আর.কে এক হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছেন। এইগুলির কি আপনি তদন্ত করেছেন? এই যে সেখানে ঘুষের রাজত্ব চলেছে, এর একটা প্রতিবিধান করুন, নতুবা এই ডিপার্টমেণ্ট তুলে দিন। আপনি সুবিচার করুন, তা নাহলে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না, সর্বত্র মারামারি কাটাকাটি চলতে থাকবে। আমি আশাকরি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করে, যা করণীয় তার ব্যবস্থা করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Shri Monoranjan Misra : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব সমর্থন করতে উঠে আমার বক্তব্য এখানে রাখতে চাই।

ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ নীতি—জমিদারী উচ্ছেদ আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রায়ত এবং কোর্ফা রায়তগণকে ও মধ্যস্বত্বাধিকারী (intermediary) রূপে গণ্য করা হইয়াছে এবং রায়ত নির্বিশেষে

তাদের প্রত্যেককেই ২৫ একরের বেশী কৃষি জমি রাখার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। রায়তের সামাজিক মর্য্যাদা, তাহার জীবন যাত্রা পদ্ধতি এবং সর্বোপরি তাহার পরিবারে লোক সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আইনটী প্রণীত হইয়াছে। কারণ :—(১) এই আইনে যিনি রায়ত হইবেন কেবলমাত্র একজন বালক লইয়া গঠিত পরিবারের বালকটীকে বা কেবলমাত্র একজন নিঃসন্তান বিধবা লইয়া গঠিত পরিবারের বিধবাকে যে পরিমাণ কৃষিজমি রাখার অধিকারী করা হইয়াছে পুত্র, পুত্রবধু পৌত্রপৌত্রী কন্যা প্রভৃতিতে ৩০।৪০ জন ব্যক্তি লইয়া গঠিত পরিবারের কর্তারূপী অতি বৃদ্ধ রায়তকেও সেই পরিমাণ কৃষিজমি রাখার অধিকারী করা হইয়াছে। বাংলাদেশে এইরূপ বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের সংখ্যা বিরল নহে। অর্থ বা ভূসম্পত্তি মানুষের ভরণপোষণের জন্যই প্রয়োজন। মানুষের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রায়ত শব্দের উপর গুরুত্ব দিয়া জমির সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে? (২) ৫০ একর কৃষিজমির মালিক কোন একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা তাহার বিধবা স্ত্রী ও দুই অবিবাহিত পুত্র রাখিয়া ১৯৫০ সালের ৫ই মে তারিখের অব্যবহিত পূর্বে পরলোক গমন করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী দুইপুত্রকে ৫০ একর জমি রাখার অধিকারী করিয়া গেলেন এবং মৃতের বিধবাপত্নী সহ ৩ জন লোক বিশিষ্ট একান্নবর্ত্তী পরিবার উক্ত ৫০ একর জমি রাখার অধিকারী হইলেন। অপর পক্ষে ৬ জন পুত্র এবং তাদের সন্তানাদিতে ৩০,৪০ জন লোক বিশিষ্ট অপর এক একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তারূপী ৯০ বৎসরের অতিবৃদ্ধ পিতা ১৯৫৩ সনের ৫ই মে তারিখের পর দুর্ভাগ্যক্রমে জীবিত থাকিয়া তাঁহার ছয় পুত্রের বৃহৎ পরিবারকে মাত্র ২৫ একর কৃষি জমি রাখার অধিকারী হইলেন; উক্ত অতি বৃদ্ধ ব্যক্তির বৃদ্ধ বা প্রায় বৃদ্ধ ৬ পুত্রের বৃহত পরিবার ভুক্ত ব্যক্তিগণের ভরণপোষণ, শিক্ষা বিবাহ ও চিকিৎসাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য মাত্র ২৫ একর জমিতে সম্ভব হইবে কি? উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দুইটিতে দেখা যাইতেছে আইনের মার প্যাঁচে ৩ জন লোক বিশিষ্ট পরিবার ৫০ একর জমি রাখার এবং ৩৫।৩৬ জন লোক বিশিষ্ট পরিবার মাত্র ২৫ একর জমি রাখার অধিকারী হইয়াছে। ইহা কি বৈষম্যমূলক ও অবিচার মূলক হইতেছে না?

[4-40—4-50 p.m.]

পাওনাদারদের দেনা এড়াইবার কৌশল হিসাবে বা নানাপ্রকার আইনের সুবিধা অসুবিধার জন্য বা পিতার সহিত একত্র থাকাকালীন ভাইগণকে অংশ দিবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় বা ইচ্ছাপূর্বক কেহ কেহ স্ত্রী বা পুত্রের নামে ভূসম্পত্তি বা কৃষিজমি অর্জন করিয়াছেন। মনে করুন এইরূপ একটি পরিবারের কর্তা তাহার পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে ২৫ একর জমি পাওয়ায় এবং তিনি তাঁহার স্ত্রী ও দুই পুত্র প্রত্যেকের নামে ২৫ একর করিয়া জমি অর্জন করায় মাত্র ৪ জন লোক বিশিষ্ট উক্ত পরিবার ১০০ একর জমি রাখার অধিকারী হইয়াছেন। অপর পক্ষে পিতা তাঁহার কয়েকজন পুত্র এবং পুত্রগণের সন্তানাদি লইয়া ৫০ জন লোক লইয়া গঠিত একান্নবর্ত্তী পরিবারের ৮০।৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ পিতা জীবিত থাকায় এবং সেই পরিবারের সমস্ত ভূসম্পত্তি কর্ত্তারূপী পিতার নামে অর্জিত হওয়ায় (যাহা একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারে সাধারণতঃ হইয়া থাকে) সেই পরিবার মাত্র ২৫ একর অর্থাৎ মাথা পিছু ১ একর কৃষি জমি রাখার অধিকারী। উক্ত সামান্য পরিমাণ জমি কি উক্ত বৃহৎ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের দুই বেলায় দুই মুঠো অন্ন সংস্থানের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট? উপরোক্ত দৃষ্টান্তে কি দেখা যায় না আইনের কৌশলে বা মারপ্যাঁচে মাত্র ৪ জন লোক লইয়া গঠিত পরিবার ১০০ একর জমি রাখার অধিকারী আবার ৫০ জন লোক লইয়া গঠিত কোন বৃহৎ পরিবার অদৃষ্টের পরিহাসে মাত্র ২৫ একর কৃষি জমি রাখার অধিকারী হইয়া পথে বসিতে বা অনাহারের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

আবার হিন্দু পরিবার সমূহের মধ্যে কতকাংশ দায়ভাগ এবং কতকাংশ মিতাক্ষরা আইনানুসারে শাসিত। মিতাক্ষরা আইনে শাসিত পরিবারের পুরুষ ব্যক্তিগণ জন্মগত সূত্রে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী এই আইনে ৪ জন পুরুষ ব্যক্তি সমন্বিত কোন পরিবার ১০০ একর জমি রাখার অধিকারী অপরপক্ষে দায়ভাগ শাসিত ৩০।৩৫ জন ব্যক্তি লইয়া গঠিত পুত্রদের সহিত একান্নবর্তী কোন বৃহৎ পরিবারের কর্তারূপী পিতা জীবিত থাকায় এবং ভূসম্পত্তি তাঁহার নামে অর্জিত হওয়ায় উক্ত পরিবার মাত্র ২৫ একর কৃষিজমি রাখার অধিকারী হইতেছে। ইহা কি যুক্তি সংগত ?—শুধু তাই নয় settlement operationএর সময় দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা আইনকে কোন কোন ক্ষেত্রে মানা হইয়াছে আবার বহুক্ষেত্রে মানা হয় নি। এইভাবে settlement হওয়ায় আইনের জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে। বহু রায়তকে উচ্চ আদালতের আশ্রয় লইতে হইবে যার ফলে বহু লোককে অহেতুক অর্থব্যয় ও মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অথচ এরূপ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে সরকারের হাতে Vested Land এর তহবিল সৃষ্টি করা হইয়াছে। আইনের বিধানে যখন সেটেলমেণ্ট Record খণ্ডিত হইবে তখন Vested Landএর পরিমাণ কি হইবে ? অথচ এইভাবে Recorded Vested Land জমীহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। মোট কথা Land Reform Act রচিত হইয়াছে কেন ? আজকে এই আইনের উদ্দেশ্য স্মরণ করা দরকার। উদ্দেশ্য এই নয় কি একই পরিবারের হাতে অধিক জমি কেন্দ্রীভূত হওয়ার দরুণ কৃষির উন্নতি বিধান, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যহত হওয়াতে জমিকে বহু লোকের মধ্যে বিতরণ করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া খাদ্য সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আজ চিন্তা করার সময় আসিয়াছে এই আইন যেভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কি ? আইনটী যেভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন নামে জমি ক্রয় করিয়া আইনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিতে পারে না কি ? যদি অল্প সংখ্যক লোক বিশিষ্ট একান্নবর্তী পরিবারের বিভিন্ন নামে ২৫ একরের বহু বেশী জমি অর্জনের অধিকার গ্রহণ করিয়া থাকে তবে তদপেক্ষা বৃহত্তর সংখ্যক লোক সমন্বিত পরিবারের একই নামে ২৫ একরের অধিক জমি রাখার মধ্যে অপরাধ কি থাকতে পারে ? আমি মনে করি ১৯৫৩ সনের ৫ই মে তারিখটি অনেক বৃহৎ পরিবারের পক্ষে মৃত্যু দিবস হিসাবে গণ্য হইবে। আইনের পরিহাস বহুপুত্র সমন্বিত কোন এক পিতা ১৯৫৩ সনের ৪ঠা মে পরলোক গমন করিয়া উক্ত পুত্রগণের প্রত্যেককে ২৫ একর কৃষি জমির অধিকারী করিয়া গেলেন, আর ১৯৫৩ সালের ৫ই মে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সমসংখ্যক পুত্র বিশিষ্ট অপর একজন পিতা তাঁহার পুত্রগণকে পথের ভিখারী করিয়া গেলেন। মানুষ নানা উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া দুর্দিনের জন্য এবং ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের জন্য সেই অর্থের কতকাংশ সঞ্চয় করিয়া থাকে। কেহ ব্যাংকে, কেহ ব্যবসায়, কেহ কেহ ভাড়া দিবার জন্য বাড়ী নির্মাণে কেহ বা অন্যান্য প্রকার লাভজনক কার্য্যে কেহ অর্থ বিনিয়োগ করে। পল্লীগ্রামের লোকের জমির উপরেই আকর্ষণ বেশী এবং অন্যপ্রকার সুবিধা না থাকায় তাহার ভবিষ্যতের জন্য জমি ক্রয়ে অর্থ বিনিয়োগ করে। অন্যান্য প্রকার উপার্জনের উপর বা সমস্ত পশ্চিমবংগের ধনাগার কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকার উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া পল্লী অঞ্চলের কতকগুলি বৃহৎ পরিবারকে এরূপ অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে ? পল্লীগ্রামের যাহাদের ২০০।২৫০ বিঘা জমি আছে এরূপ মধ্যবিত্ত পরিবার পল্লীর সমাজে যথেষ্ট মর্য্যাদাসম্পন্ন এবং নিজ নিজ পরিবারের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কন্যার বিবাহ দিতে বা পুত্রপৌত্রাদির শিক্ষা প্রদান বিষয়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট ব্যয় করিতে হয়। পুত্র কন্যা সমন্বিত ৪।৫টি পুত্রের বৃদ্ধ পিতাকে যদি ২।৩টি পৌত্রীর বিবাহ দিতে হয় এবং ২।৩টি পৌত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে হয় তাহা হইলে ২৫ একর জমির অধিকাংশই বিক্রীত হইয়া যাইবে। ভরণপোষণের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। এই ভাবে বহু মর্য্যাদাসম্পন্ন বৃহৎ পরিবারকে তিলে তিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইবে।

ইহা অনস্বীকার্য্য যে (১) ভূসম্পত্তি মানুষের জন্য 'রায়ত' শব্দের জন্য নিশ্চয়ই নহে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে পরিবারের লোক সংখ্যার অনুপাতে জমি বন্টিত হওয়া উচিত। (২) জমির উচ্চসীমা নির্দ্ধারণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। জমির প্রকার ভেদ এবং উর্বরাশক্তির পরিপ্রেক্ষিতে জমীর উচ্চ সীমা নির্ধারণ করা দরকার। পশ্চিম বাংলা সরকারের ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রশংসার বিষয় কিন্তু এই নীতি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। সমস্ত পশ্চিম বঙ্গের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল মাত্র দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রকার Irrigation Project গৃহীত হইয়াছে এবং যাহার ফলে এতদঞ্চলের জমির উৎপাদন বৃদ্ধি সন্তোষজনক হইয়াছে ইহারাও ২৫ একর জমির অধিকারী আর যে সমস্ত অঞ্চল Irrigation Scheme থেকে বঞ্চিত এক-ফসলা জমি, বালুঅধ্যুষিত জমি (Sandy Land) গঙ্গার ভাঙ্গন অঞ্চলের অনিশ্চয়তাপূর্ণ জমি যেমন মালদহ জেলা প্রভৃতি উত্তর বঙ্গীয় কতিপয় অঞ্চল যেখানে জমির উক্তরূপ অবস্থা এরূপ অঞ্চলেও ২৫ একর জমির উচ্চতর মান নির্ধারণ কি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে? মালদহ জেলায় বিশেষতঃ আমার এলাকায় গড়পড়তা বিঘায় ১॥ মণ ফসল উৎপাদন হয় তা ছাড়া পর পর ৪ বৎসর হইতে অজন্মা এই জেলা এদের জমির উৎকর্ষ সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত ২৫ একর জমির মান নির্ধারণ কি যুক্তিসঙ্গত হইবে? সরকারকে এবিষয়ে অনুধাবন করিতে অনুরোধ জানাই। আইনের ত্রুটি দূরীকরণের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনার মাধ্যমে রাখতে চাই। (ক) গড় হিসাবে—পশ্চিম বঙ্গের প্রতি পরিবার (Family) ৪ হইতে ৫ জন ব্যক্তি লইয়া গঠিত। কোন পরিবারে ৪ কিম্বা ৫ জনের অধিক ব্যক্তি থাকিলে এবং সেই পরিবারের অধিকারে ২৫ একরের বেশী কৃষি জমি থাকিলে সেই পরিবারকে প্রতি ৪ বা ৫ জনের জন্য ২৫ একর করিয়া কৃষিজমি রাখিবার অধিকার দেওয়া হউক, এই ব্যবস্থায় ছোট বড় সকল পরিবারই আইনের নিকট সমব্যবহার পাইবে। অধিকন্তু সরকারও এই ব্যবস্থায় লাভবান হইবেন কারণ আইনটি যে আকারে রচিত হইয়াছে তাহার সুযোগ গ্রহণে বিভিন্ন উপায়ে একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির নামে রক্ষিত ২৫ একরের বেশী জমি সরকারে বর্ত্তাইবে। (খ) কিম্বা সরকার কর্তৃক কৃষিজমি আদি যে সমস্ত ভূসম্পত্তি গৃহীত হইবে বর্ত্তমান বাজার দরে তাহার এককালীন নগদ মূল্য দেওয়া হউক। পশ্চিমবঙ্গের ভূসম্পত্তিতে পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রত্যেকের সমঅধিকার প্রদানের স্বীকৃতি স্বরূপে এবং প্রত্যেকের প্রতি আইনের সমদর্শিতা রক্ষার জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকাসহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রকার ভূসম্পত্তি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হউক। কিম্বা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ভূসম্পত্তি রাষ্ট্রয়াত্ব করিয়া শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্বসহ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকের খাদ্য বস্ত্র প্রদানের দায়িত্ব সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়া হউক। পরিশেষে তহশীলদারগণের ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর পর্য্যায়ে অনতিবিলম্বে জানা একান্ত দরকার। এ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার দরকার হইয়াছে। সামান্য ২৭ টাকা বেতনে আর কতদিন এই হতভাগ্য তহশীলদারগণ কাজ চালাইয়া যাইবেন? এদেরও ত সংসার আছে? আশা করব সরকার এ বিষয়ে সমবেদনাসূচক দৃষ্টি দিবেন। বিলম্বিত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সমগ্র উত্তরবঙ্গকে বিশেষকরে সমগ্র মালদহ জেলার জমির নিকৃষ্ট এবং বিচিত্র অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন স্থানে জলসেচনের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য এই বিভাগকে অবশ্যই চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে এইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করার বিষয়ে চাপ দিবেন আশাকরি। কেননা এই বিভাগই নীতিগত ভাবে জমির উন্নয়নের জন্য দায়ী। মালদহে পর পর অজন্মা হইতেছে। এজেলায় সবস্তরের মানুষের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে। প্রায় প্রতিটি মানুষ আজ সরকারের নিকট ঋণগ্রস্থ। ঋণ আদায়ের জন্য জোর তাগিদ চলিতেছে। আমি প্রস্তাব করব বকেয়া ঋণ ও খাজানা বিশেষ দুর্দশাগ্রস্থ এলাকায় মকুব দেওয়া হউক— এবং উহা অসম্ভব মনে হইলে সুদ মাপ দিয়া সর্ব্বপ্রকার মকুব দেওয়া সম্ভবপর না হইলে তাহার আদায় suspend রাখা হউক। ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হউক। সুদ মাপ দিয়া ঋণ আদায় করার নির্দ্দেশ জেলা কর্তৃপক্ষকে অনতিবিলম্বে

জানান হউক। শুধু তাই নয় Loan Collection—যাতে Slow Speedএ হয় এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। মোটকথা সুদ মাপ দিয়ে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গৃহীত হইলে ঋণভারগ্রস্থ মানুষ যেকোনপ্রকারে ঋণ পরিশোধ দিতে চেষ্টিত হইবে এবং দুস্থ মানবতার নামে আমার সরকারের নিকট এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইবে বলিয়া বিশ্বাস রাখি।

[4-50—5-15 p.m.]

Shri Renupada Halder: Mr, Speaker, Sir, ভূমিরাজস্ব খাতে ব্যায় বরাদ্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা দেখছি যে পশ্চিমবঙ্গে ভূমির উপর নির্ভরশীল পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মতে শতকরা ৬০ ভাগ এবং এই ভূমির উপর নির্ভরশীল সে সমস্ত লোক তাদের জমি দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা দেখেছি তার মধ্যে শতকরা ৭০ জনের হাতে জমি আদৌ নেই। সেইজন্য এই শতকরা ৭০ জন লোকের হাতে যদি জমি না থাকে তাহলে বাংলাদেশের চাষীর ভাল হতে পারেনা এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতি বৎসর কি গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। মন্ত্রীমহাশয় গত কয়েক বৎসর ধরে চাষীর হাতে জমি দেবার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত তা কার্য্যকরী হয়নি। আমরা আজ দেখছি পশ্চিমবাংলার সর্ব্বত্র ভূমিহীন চাষীরা আজ পর্য্যন্ত জমি পায়নি। আমরা দেখেছি যে সমস্ত জমিতে চাষীরা আগে চাষ করতো সেই জমি তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এদের হাতে যাতে সেই জমি থাকে, এই জমি যাতে তাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়, তার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে হয়নি। আমরা দেখছি ভূমি সংস্কার আইন ও মধ্যস্বত্ব বিলোপ আইন যা পাশ করে সরকারের চাষীদের ভাল করার কথা ছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত চাষীর ভাল হওয়া ত দূরের কথা, তা অন্য দিকে চলেছে। যারা ভাগচাষী ছিল তারা আজ উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে।

আমরা দেখি গত দশ বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ ভাগচাষী এই আইনে এবং বেআইনী ভাবে উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। বিমলবাবু এখানে যে সরকারী তথ্য দিয়েছেন তাতে আমার মনে হয় তিনি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। তিনি এখানে স্বীকার করেছিলেন যে, বহু ভাগচাষীকে জোরপূর্বক জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে; যেখানে চাষীরা সংঘবদ্ধ, সেখানে বেশী উচ্ছেদ করতে পারা যায়নি একথা সত্য। আমরা দেখছি যে সমস্ত vested land সরকারে হাতে এসেছে সেই সমস্ত জমিতে দুবার খাজনা আদায় করা হচ্ছে—একবার হয়তো একজন তহশীলদার খাজনা আদায় করেছে, কিন্তু মালিক আবার High Courtএ case করে পাওনা আদায় করেছে এই করে একজন চাষী দুবার খাজনা দিতে বাধ্য হয়েছে। জমিদার-জোতদাররা সরকারের কাছে একটা হিসাব দাখিল করেছে, সেই হিসাব পাবার পর নোটিশ পর্যন্ত করা হয়নি এবং সরকারের হাতে নিয়ে নেবার কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছেনা। এই অবস্থায় দেখছি অনেকক্ষেত্রে চাষীদের উপর certificate জারি হচ্ছে। মন্ত্রীমহাশয় বলবেন তামাদী রক্ষা করবার জন্য certificate জারি করছে, অন্য কোন কারণ নাই। আমরা মনে করি যদিও তাই হয়, এই certificate issue করার cost তাদের উপরই চাপবে, এবং সাথে সাথে তার সুদও চাপবে। একেই তারা খাজনা দিতে পারেনা, তার উপর এই সুদ, এই বিরাট ব্যায় ভার বহন করার ক্ষমতা তাদের নাই। তারপর যে সমস্ত জমি বেনামী করে রাখা হয়েছে তা ধরার ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে করা হয়নি। বাংলাদেশের বহু জোতদারের খবর মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ভাবে তারা বেনামী করে রেখেছে এবং মন্ত্রীমহাশয়ও এখানে নিজে স্বীকার করেছেন যে, বহু জমি বেনামী করে রাখা হয়েছে। আত্মীয় স্বজনের নামে বেনামী করা ছাড়াও দেবোত্তরের নাম করে বহু জমি রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই বিষয়ে

সরকারের উচিৎ এগুলি অনুসন্ধান করে যথোচিৎ ব্যবস্থাবলম্বন করা। এখানে অনেকে ২একর জমি পর্য্যন্ত খাজনা মকুব করার জন্য বলেছেন। যে সমস্ত জমি বন্যায় ভেসে গিয়েছিল—আমাদের এলেকায় জয়নগর, মথুরাপুর প্রভৃতি জায়গায়, বা বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় যেখানে চাষ হয়নি সেগুলি ভালো করে দেখে খাজনা মকুব করা দরকার। শিল্পক্ষেত্রে যেমন অলাভজনক ব্যবসায়ে income tax দেওয়া হয়না তেমনি জমির ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা করা দরকার—যে জমিতে কোন প্রকার উৎপাদন হয়না, আয় হয় না, লাভ হয় না, সেইসব জমিতে আদৌ খাজনা ধার্য্য করা উচিৎ নয়। তারপর মেছোভেরী উচ্ছেদ করার ব্যাপারে গত ২।৩ বৎসরে মাত্র ২।১ জন মালিকের উপর নোটিশ জারি করা হয়েছে—কিন্তু সেগুলিও আজ পর্য্যন্ত নেবার ব্যবস্থা করা হয় নি। এই মেছোভেরীর জন্য বাংলাদেশের বহু জমির চাষ আবাদ নষ্ট হয়।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[After adjournment]

[5-15—5-25 p.m.]

Shri Bhadra Bahadur Hamal: माननीय स्पीकर सर, चाय बगान में हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, लेकिन सरकार अभी तक उन जमीनों को लेने में असमर्थ रही है। न जाने क्यों उन जमीनों पर सरकार हाथ तक नहीं लगा रही है। जो थोड़ी सी जमीन सरकार ने अपनी ली है वह भी.........।

[এ ভয়েস ফ্রম দি কংগ্রেস বেঞ্চেস—বাংলায় বলুন]

প্রথম যখন এঁরা জমিদারী নিয়েছিলেন সেই সময় থেকে ৩৭৸৵• দিতে পারবনা বলে সংগ্রাম করে আসছিল। কিন্তু যখন Estates Acquisition Act-এ বিমল বাবুর ডিপার্টমেণ্ট নিয়ে নিলেন তখন ৩৭৸৵০ গরীব চাষীরা দিতে পারছে না বলে ১৫০ জনের উপর সার্টিফিকেট জারী হল। বিমল বাবুকে তারা অনেক চিঠি দিয়েছে, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে রিপ্লাই না পাওয়াতে তারা আমাকে এসে বলে। আমি বিমল বাবুকে চিঠি দিয়ে বললাম যে ৩৭৸৵০ থেকে কিছু রিলিফ আপনি দিতে পারেন কিনা? কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় তার কোন রিপ্লাই দিলেন না। আপনাদের খাস মহলই ডিপার্টমেণ্টের যত খাজনা আদায় করে। চা বাগানে ধান হয় না ভুট্টা হয়। সেখানে সেটেলমেণ্ট হয়ে গেল, কিন্তু objection কবে দিতে হবে সেটা কেউ জানতে পারল না। আমি সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টকে লিখেছিলাম যে objection দেবার ডেট বলে দেবেন যে কবে দিতে হবে। কিন্তু চা বাগানের মালিকদের সঙ্গে যোগ সাজস করে তাঁরা ডেট বললেন না বলে তারা সে সুবিধা পেল না। চা বাগানে বহু পতিত জমি আছে, সেখানে অনেক চাষ হতে পারত, কিন্তু সেসব জমি আপনারা কৃষকদের দেননি। গরু ছাগল সেখানে আর ঘাস খেতে পারছে না। মণ্ডল আর আমীন যোগ সাজস করে মণ্ডলকে সব দিয়ে দিয়েছে। আমীনকে দেখলেই গ্রামের লোক ভয় করে। মুরগী কেউ ভয়ে ছাড়তে সাহস পায়না।

जो थोड़ी सी जमीन सरकार ने अपने हाथ में ली है, उस जमीन का खजना ३७ रु० १४ आना है। सायद बंगाल देशमें यह सबसे अधिक खजना है। उस जमीनपर थोड़ा-बहुत भुट्टा और भुट्टा के सिवाय और कुछ नहीं होता। परन्तु इतना अधिक खजना वसूला जाता है, जो हिन्दुस्थान में कहीं नहीं वसूला जाता है।

আমি বিমল বাবুকে বলি যে যেখানে এক হাজার টাকা রেভিনু ষ্ট্যাম্পে সই করে নেয় জমি দেব বলে, কিন্তু তারপর সব ফাঁকা। বিমল বাবু যখন দার্জিলিং-এ মিটিং-এ গিয়েছিলেন তাঁকে তখন আমি বলেছিলাম যে দেখুন এইভাবে সব চুরি করছে। এর উত্তরে তিনি আমাকে তখন বলেছিলেন যে আপনার কথা সত্য নয় যে রেভিনু ষ্ট্যাম্পে সিগনেচার করেছে। আপনার "মঙ্গল" যে আছে সেই "মঙ্গল" প্রত্যেকটা কমিটিতে আছে। তারা প্রত্যেকে হাজার টাকা করে মেরে দিয়েছে। এদের বিরুদ্ধে আপনারা কিছুই করেননি। অথচ দেখা যাচ্ছে যে ওরা সব প্রোমোশান পেয়ে গেল। আবার দেখছি যে ডেভালাপমেণ্ট কাউন্সিল আছে। কিন্তু সেখানে কিছুই কাজ হয় না। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের আসলে cheating করলেই, চুরি করলে, ঘুস নিলে প্রোমোশান পাওয়া যায়।

दूसरी बात उच्छेद बहुत जोरों पर चल रहा है। जिनके पास थोड़ी सी जमीन है उससे उनका उच्छेद किया जा रहा है। स्पीकर सर, आप शायद आप जानते हैं कि जिस समय से अतुल्यो घोष ने पद-यात्रा की है उसी के बाद से जोरों से उच्छेद प्रथा चालू है।

আপনাকে চিঠি দিয়েছিলাম যে গঙ্গারাম এই রকম করেছে, কিন্তু আপনি কোন রিপ্লাই দিলেন না। আমি প্রায় ১০।১২টা চিঠি খাজনা এবং সার্টিফিকেটের বিষয় দিয়েছি, কিন্তু কোনটার উত্তর দেননি। আপনি কি করে কৃষকদের কল্যান করবেন জানিনা। সেজন্য সেদিন আপনাদের Land Revenueর পলিসি কি সেটা বুঝতে পারছি না।

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয় প্রথমে বললেন যে তাঁর আশা হচ্ছে যে এবার তাঁদের জমিদারী ক্রয় আইনের ফল ফলতে সুরু করেছে। আমরা আশা করেছিলাম যে চাষী কিছু জমি পাবে, আমাদের সে আশা কমে যাচ্ছে। অবশ্য জমি ক্রয় আইনের ফলে হয়েছে এটা যে আগে যে টাকাটা জমিদারদের ঘরে যেত সেটা এখন সরকারের কাছে আসছে। কিন্তু জমিদারী ক্রয় আইনের পরে কৃষকের কিছু উপকার হল কিনা সেটা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে চাষীদের কিছু জমি যা জমিদারদের অধীনে ছিল তার খাজনা একটুও কমেনি, তার জমির যতটুকু নিরাপত্তা ছিল এখন তা কমে গেছে। কারণ রসিদে এমন লেখা হয় যে জমির সত্বের উপর কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে না। তারপর খাজনা আদায়ের ব্যাপারে আগে যেমন কোর্ট থেকে নালিশ করে জমিদাররা খাজনা আদায় করত এখন সেই আদায় করার ব্যাপার আরও বেশী কড়াকাড়ি হয়ে গেছে। সেজন্য কৃষকরা জমিদারী ক্রয় আইনের সুফল এখনও পায়নি, বরং তারা কুফল পেয়েছে। এর দ্বারায় যে পরিমান চাষী উচ্ছেদ হয়েছে এবং যে পরিমান চাষী জমি পেয়েছে তাতে লাভের চেয়ে তাদের ক্ষতিই হয়েছে বেশী এবং কৃষকদের চেয়ে বড়লোকদের সুবিধা এই আইনের দ্বারা আগের চেয়ে অনেক বেশী হয়েছে। সেজন্য আমরা দেখছি যে এই আইন পাশ করে সরকার বড় বড় মালিকদের স্বার্থে সব কিছু বিসর্জন দিচ্ছেন। সেজন্য বলছি যে পরিবার ভিত্তিতে সিলিং করলে আরও বেশী জমি পাওয়া যেত, কিন্তু সেটা সরকার করছেন না। উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য যথাযথ আইন করার কথা আমরা বলেছি, কিন্তু সেসব দিকে সরকারের লক্ষ্য নেই। এমন কি এক বিঘা বাস্তু নিষ্কর করার আইন যেটা পাশ করা হয়েছে সেটাও বছর বছর আদায় করছেন। এটা কি অন্যায় নয় যে যেটা পাশ করেছেন সেটা চালু করছেন না এবং না করে অন্যায় ভাবে

গরীবদের কাছ থেকে এক বিঘা বাস্তুর খাজনা আদায় করছেন। সেটেলমেণ্ট না হলে এইকাজ করা যাবেনা এমন কোন কথা নয়। এক বিঘা বাস্তুর খাজনা বাদ দিয়ে আদায় করা হোকনা কেন? আপনারা ভাবছেন কিছু টাকা কমে যাবে বলে এই কাজ করছেন, কিন্তু এটা খুব অন্যায়। দ্বিতীয় কথা, মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে যেখানে অনাবৃষ্টি হয়েছে সেখানে খাজনা রেহাই দেবেন, কিন্তু আমি হাওড়া জেলার উদাহরণ দিয়ে বলছি যে সেখানে তৌজী ম্যানুয়াল অনুযায়ী খাজনা রেহাই দেওয়া হল না। গত ১৯১৮-৫৯ সালে বন্যার সময় অনেক জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু তৌজী ম্যানুয়াল অনুযায়ী খাজনা রেহাই দেওয়া হল না। ম্যানুয়ালে এমন কোন নিয়ম নেই যে জনসাধারণ দাবী করলেই খাজনা রেহাই দেওয়া হবে, তাতে নিয়ম আছে যে ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে খোঁজ নিয়ে ব্যাপক ভাবে কি আংশিক ভাবে দেওয়া হবে সেটা তিনি ঠিক করবেন। কিন্তু সেসব কিছুই হল না।

[5-25—5-35 p.m.]

অর্থাৎ কৃষকদের উপর জুলুম করার আইনগুলি ঠিক চালু হবে কিন্তু যেখানে তাদের রেহাই দেবার আইন থাকবে সেখানে সেগুলি কার্যকরী হবে না। মন্ত্রী মহাশয় এ ব্যাপারে একটু উত্তর দেবেন এবং এটার যাতে প্রতিকার হয় তার চেষ্টা করবেন। এখানে একটা কথা বলব যে ১ বিঘা বাস্তুর ব্যাপারটা কি করলেন সেটাও তিনি জানাবেন। আমরা দেখছি চাষী, মজুর, মধ্যবিত্তদের আন্দোলন ছাড়া ভূমি সংস্কারের কোন ভরষা নেই। সরকার যে পথে যাচ্ছেন এতে দেশের মঙ্গল হবেনা, কৃষির উন্নতি হবেনা, শিল্পের বিকাশ হবেনা, গ্রামের দারিদ্র ঘুচবেনা; এতে কেবল বড় বড় জমির মালিকদের স্বার্থ রক্ষিত হবে এটাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এই বড় বড় জমির মালিকদের রেখে দেশের উন্নতি করতে পারবেন না। আমরা জানি বড় বড় জমির মালিক অনেক জমি চাষ করে, বিনা ক্যাপিট্যালে প্রচুর ধান পায়। তারা চায় না বাংলাদেশের কৃষকের উন্নতি হোক; তারা চায় বাংলাদেশের কৃষকরা দুর্ভিক্ষে মরুক, তারা চায় জমি তাদের হাতে পুঞ্জিভুত হোক। আপনারা সেই বড় বড় মালিকদের স্বার্থে চলছেন, সেজন্য আপনাদের ভূমি সংস্কার নীতি বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। কৃষকরা যাতে বাঁচে, বেকাররা যাতে কাজ পায় সেই পথে আপনারা অগ্রসর হন, নিশ্চয়ই আপনারা জয়ী হবেন এবং বাংলাদেশের জনসাধারণ আপনাদের সহযোগিতা করবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Bhabataran Chakravarty : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করি এবং মধ্যস্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণের জন্য এ বছর যে বেশী টাকা ধরেছেন তার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। জঙ্গলের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে যাতে সত্বর কোন ব্যবস্থা হয় সেদিকে মন্ত্রী মহাশয় যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আমাদের বাঁকুড়া জেলাতে অনেক এলাকায় জঙ্গল আছে এবং জঙ্গলের মালিকরা কয়েক বছর যাবৎ কোন ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন এ কথা মন্ত্রী মহাশয় সবিশেষ জানেন। তবে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি নির্ধারণ করার ব্যাপারে যে অসুবিধা হয়েছিল সে কথা আমরা জানি। সম্প্রতি যে সংশোধন হয়েছে তাতে আমরা আশা করছি যে শীঘ্রই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার একটা ব্যবস্থা হবে। তবে যারা সাটনামা ইত্যাদি দখল করতে পারবে না তাদের ক্ষেত্রে কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিৎ সেটা নির্ধারণ করার ভার বন বিভাগের কর্মচারীদের উপর দেওয়ার বিধান আছে। এই সংশোধনের আগে বন বিভাগের

কর্মচারীরা কোন কোন এলাকায় যেভাবে ক্ষতিপূরণের পরিমান নির্ধারণ করেছিলেন তাতে কিছু কিছু অসন্তোষ আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে বন বিভাগের কর্মচারীদের উপর ক্ষতিপূরণের পরিমান নির্ধারণ করার সম্পূর্ণ ভার না দিয়ে তিনি যেন নিজে তার ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে কিনা বিবেচনা করে দেখেন। ছোট ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারীদের আগে ক্ষতিপূরণ দেবেন এই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন জেনে আমরা মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নদীয়া জেলাতে তাঁরা ইতিমধ্যে ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ সহ একটা তালিকা প্রকাশ করেছেন।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : শুধু নদীয়ায় নয় প্রত্যেক জেলায়।

Shri Bhabataran Chakravarty : মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে প্রত্যেক জেলাতে তৈরি করেছেন। এটা জেনে আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি এবং আমরা আশা করব ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারীরা যাতে দ্রুত ক্ষতিপূরণ পায় সে বিষয়ে তিনি সচেষ্ট হবেন।

৭৫ বিঘার বেশী জমি যাদের ছিল সেটা সরকারে বর্তেছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা যেন সত্বর করা হয় এই অনুরোধ আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জানাচ্ছি। যে সমস্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীদের জমি খাসে রাখতে দেয়া হয়েছিল তাদের এই কয়েক বছর কোন খাজনা নেওয়া হয়নি। সম্প্রতি ৬ বছরের খাজনা এক সংগে নেওয়ার জন্য কোন কোন জায়গায় তহশীলদারেরা চাপ দিচ্ছেন। এমন কি আমার নির্বাচন এলাকা পাত্রসায়রে আমি সম্বাদ পেলাম—যদিও এ. ভি. এম. তিনি একটা ছাপা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন এবং স্থানীয় খবরের কাগজে জানিয়ে দিয়েছেন যে চৈত্র মাসের মধ্যে ২।৩ কিস্তিতে খাজনা দেয়া হলেও বিনা সুদে নেয়া হবে তাহলেও আমি পাত্রসায়ার থেকে সম্বাদ পেলাম যে সেখানকার তহশীলারেরা এক সংগে ৬ বছরের খাজনা না দিলে নেবেননা জানিয়েছেন। ৪ বছরের খাজনা কেউ হয়ত দিতে গেলেন তাঁর খাজনা নেয়া হয়নি, তারা নিতে অস্বীকার করেছেন—এ বিষয়ে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি অনুরোধ করবো চৈত্রমাসের মধ্যে যারা দিতে না পারবেন—কারণ অনেক চাষীর হয়ত এমন একটা রুজিরোজগার নেই যার দ্বারা তাঁরা খাজনা দিতে পারেন কাজেই ধান বিক্রী করে তাঁদের খাজনা দিতে হবে। তাঁরা যদি চৈত্রের পরও সে খাজনা দেন তাহলে যেন বিনা সুদে তা নেয়ার ব্যবস্থা করেন। আমাদের জেলাতে সারের ধান কবছর আদায় করা হয়নি। এ বছর ধান দেশে ভাল হয়েছে- আমার জেলাতেও মোটামুটি ভাল হয়েছে। তবে কোন কোন এলাকা এমন আছে যেখানে হয়ত ভাদ্র মাসে আবাদ সুরু হয়েছে। কাজেই সব এলাকাতে সমান ধান হয়েছে একথা বলা যায় না। যে এলাকায় ধান হয়নি বা যে এলাকায় ধান হয়েছে সেখানে ৬ বছরের এক সংগে সারের ধান আদায়ের জন্য চেষ্টা হচ্ছে। সেটা যেন তাঁদের কিস্তিতে দেবার সুযোগ দেয়া হয়। রাজস্ববিভাগ এই আদায়ের ব্যবস্থা করেন। অনেক জায়গায় অজন্মাহেতু তারা কয়েক বছর কৃষিধান দিতে পারেন নি। এ বছর ধান হয়েছে অতএব একসংগে ৫।৬ বছরের কৃষিধান দাও এই বলে একটা চাপ দেয়া হচ্ছে। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে নজর রাখতে অনুরোধ করি যে তাদের দেবার সামর্থ আছে কিনা সেটা দেখুন। অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন পল্লীগ্রামে অধিকাংশই খড়ের ছাউনীর ঘর গত বছর অনেক জায়গায় খড়ের দর ৭০।৮০ টাকা পর্য্যন্ত হয়েছিল এবং তার জন্য অনেকে নিজেদের বাসস্থানের ঘরগুলি পর্য্যন্ত ছাউনী দিতে পারেনি। এবছর তাদের ঘরগুলি ছাউনী দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। ইতি মধ্যে একসংগে অনেক রকম খরচের চাপ তাদের উপর এসে পড়েছে। কাজেই এসব বিষযে একটু বিবেচনার সংগে কাজ করার জন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি সত্যকার হয় তাঁদের সেই দেয় খাজনা তাদের প্রাপ্য

ক্ষতিপূরণ থেকে যেন কেটে নেয়া হয় সে বিষয়ে বিবেচনা করবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। ভূমি সংস্কার আইনের কিছু কিছু ধাপ চালু হয়েছে। জরীপের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার ফলে ভূমি সংস্কার আইন সম্পূর্ণরূপে চালু করা সম্ভবপর নয় জানি কিন্তু গরীবলোকেরা যে বাস্তু এবং তার সংলগ্ন জমি এক বিঘা পর্য্যন্ত বিনা খাজনায় রাখতে পারবে এই যে বিধান ভূমি সংস্কার আইনে আছে, আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যদি সম্ভবপর হয় তাহলে সেটা সত্বর চালু করুন। অবশ্য বা অনুমান করা গিয়েছিল যদিও তারচেয়ে অনেক বেশী টাকা ক্ষতিপূরণ দিলেন আমাদের সরকারকে দিতে হচ্ছে এবং সরকারী আয়ের কোন অংশ বর্ত্তমানে কমানো সম্ভবপর নয়, তবুও এই ধারাটাকে চালু করা সম্ভবপর কিনা সেটা মন্ত্রীমহাশয়কে বিবেচনা করবার জন্য অনুরোধ জানাছি।

[5-35—5-45 p.m.]

আমার সর্ব্বশেষ কথা হচ্ছে আমাদের বন্যাপীড়িত এলাকায় যাদের শস্য একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমাদের বাকুড়া জেলায় আমার নির্ব্বাচনী এলাকায় বড়জোড়া সোনামুখী, পত্রসায়র ও আমাদের চীফ্ হুইপের এলাকায় বন্যাতে অনেক শস্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাদের জন্যেও কিছু খাজনা মকুবের কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা বা তা সম্ভবপর কিনা—এটা বিবেচনা করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাই।

আর একটী কথা বলি। এই মধ্যবিত্ত সমাজই হচ্ছেন সমাজের প্রাণ এবং সমাজের প্রাণ এবং সমাজের যা কিছু কৃষ্টি সংস্কৃতি ইত্যাদির ধারক ও বাহক ছিলেন, তারা এই ভূমি সংস্কার আইনের ফলে আজ গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। তাদের সমাজ জীবন আজ যে ভাবে বিপর্য্যস্ত হয়েছে, তাতে তাদের পক্ষে আজ টিকে থাকাই দায় হয়ে উঠেছে। তাদের দ্রুত আবশ্যক ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। আপনারা পল্লীর—গ্রামাঞ্চলের কৃষি অর্থনীতির যে সমীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে এই আইনের ফলে সমাজের উপর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তারা সমাজে পুনরায় দাঁড়াতে পারবে কিনা, তাদের পুনর্বাসনের জন্য কোন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কিনা সেটা বিবেচনা করবার জন্য আমরা মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Basanta Lal Chatterjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কৃষকদের হাতে সেচের ভার, ভাল বীজ ও সার ইত্যাদি দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। নতুবা জমিতে ফসল বৃদ্ধি করা কিছুতেই সম্ভব নয়। মন্ত্রী মহাশয় আমাদের কাছে বার বার বলেছিলেন অনেক জমি জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে সরকার পাবেন। পরে এক প্রশ্নোত্তরে দেখেছি তিনি বেশী জমি পান নাই, খুব সামান্য জমি পেয়েছেন। বংশীহারী থানায় ও অন্যান্য থানায় দুবছর যাবৎ জোতদার, তহশীলদাররা ধানের ভাগ নিয়ে গণ্ডগোল করছে। এবিষয়ে আজও কোন ব্যবস্থা হলোনা। আমরা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দরখাস্ত করেছি। দেবত্তোর ও শ্মশানের জন্য জমি না থাকায় ক্রমশঃ খুব মুস্কিল হয়ে পড়ছে। পাট পচানোর জন্য পুকুর থেকে সেচের যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, সেই পুকুরগুলি খাসে রাখার ব্যবস্থা না রাখলে খুব অসুবিধা হচ্ছে। খাসের জমি, পতিত জমি, ন্যস্ত জমি ১০৲ টাকা একরে খাজনা ধার্য্য করা অন্যায় হয়েছে। এটা আরো কম করা দরকার এবং সেই জমি পাকাপাকিভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া দরকার। গ্রাম্য তহশীলদাররা কেন সর্বত্র খাজনা চেয়ে অনেক বেশী টাকা আদায় করে থাকেন। তাঁরা বলেন তাঁদেরই মাসিক ২৭৲ টাকা বেতনে কুলায় না। কাজেই প্রজাদের কাছ থেকে আরো বেশী করে আদায় করে। S.L.R. রায়গঞ্জ তার কাছে দরখাস্ত করেও কোন সুবিচার

পাওয়া যায়নি। এবিষয়ে একটা তদন্ত করা প্রয়োজন যাতে কাউকে এক পয়সা বেশী খাজনার অতিরিক্ত দিতে না হয়—তা দেখা প্রয়োজন।

ভাগ চাষ বোর্ড হতে ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সেটা বন্ধ করে বর্গাদারদের উচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষার কোন ব্যবস্থা হ'ল না। এই জমিদার—জোতদারদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে দেখা গেল—ভাগচাষী উচ্ছেদ হয়ে গেল। বড় জমির মালিকরা বেনামীতে বহু জমি লুকিয়ে রাখলো। ফসলের ভাগ নিয়ে বিবাদ লেগে আছে মীমাংসা হচ্ছে না। বড় হাটগুলি এখনো জমিদারদের খাসে। সেই হাটের খাজনা অত্যধিক। গরু ছাগলের জন্য অত্যন্ত চড়া হারে খাজনা চার্জ করে! তারজন্য বহু দরখাস্ত করেও কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। এই হাটে বর্ষাকালে বড্ড কাদা হয়ে যায় মাটি দেওয়া হয় না। হাটের মধ্যে কোন প্রস্রাবখানাও নাই। জল খাবারেরও কোন ব্যবস্থা নাই।

তারপর আপনারা যে ৫ কোটী টাকা ক্ষতিপূরণের জন্য দিচ্ছেন। তাতে এই ব্যবস্থা করুন যারা বড় বড় মালিক তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা কম দিয়ে, যাতে দেশে শিল্পের বিস্তার হতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। তারথেকে মুনাফা পাবেন, তার দ্বারাই তাদের সংসার চলবে। আর যারা গরীব মধ্যস্বত্বাধিকারী তাদের টাকাটা একসঙ্গে দিয়ে দেন। তাহলে সেই টাকার দ্বারা তারা একটা ব্যবস্থা জীবিকার জন্য করতে পারেন। তাদের আংশিক টাকা দেবেন না।

জরিপ বিভাগের কর্মচারীদের বেতন অত্যন্ত কম দেওয়া হয়। এবং তহশীলদার ও অন্যান্য কর্মচারী যারা আছেন, তাদেরও খুব কম বেতনে রাখা হয়েছে। সেটেল্‌মেণ্ট বিভাগের কর্মচারীরা প্রতি বছর কন্‌ফারেন্স করেন এবং তাদের দাবীদাওয়া পেশ করেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের সুব্যবস্থা হচ্ছে না। কাজেই সেটেল্‌মেণ্ট বিভাগ উঠে যাবার পরে যাতে তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা হয়, সেটা আপনি অনুগ্রহ করে দেখবেন।

আমি পূর্বে বলেছি, আবার বলছি যদি সেচের ব্যবস্থা, জমির ব্যবস্থা, টাকার ব্যবস্থা করা যায় এবং আমাদের দেশে যারা কৃষক, যারা নিজ হাতে চাষ করে, যারা ভূমিহীন, তারা যদি জমি পায় তাহলে তারা এই দেশকে খাদ্যে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারবে, তানাহলে দেশের খাদ্য সংকট কিছুতেই দূর হবে না।

Shri Syamadas Bhattacharyya : Mr. Speaker, Sir, the land reforms programme, as indicated by the Planning Commission, has two main objects—one is removal of the impediments that stand in the way of greater production and the other is social justice. With these two objects in view, the West Bengal Government has proceeded firmly and steadily to implement and formulate the measures of land reforms. We have in this State taken the earliest opportunity to give a go-by to the anti-diluvial Zemindari system which was no more suitable to our conditions here.

We have given the raiyats, the tenants, more rights than they enjoyed in many other States in India. We have given them security of tenure which is not enjoyed by many raiyats and tenants in other parts of India even now. Therefore, Sir, I hope that my friends on the Opposition will agree that the West Bengal Government had done something in regard to the implementation of the land reform measures as indicated by the Planning Commission.

As the Hon'ble Revenue Minister has already stated that payment of compensation to the ex-intermediaries has already started and he has also assured us that the claims of the small intermediaries will receive priority—we express our thankfulness for this proposal.

Sir, it has also been stated by the Hon'ble Minister that unlawful transfers of surplus lands by the big Zemindars and other intermediaries have been attemted to be stopped, although not with the measure of success that we expected to achieve. But every attempt will be made to find out surplus lands if they have been transferred unlawfully. Sir, eviction of **bargadars** is a point which has been made out by my friends on the Opposition. On this we want, of course, a firm measure to be adopted by the Government and there should be no eviction of any **bargadar** and there should be a declaration that eviction of **bargadars** should be stopped, except on a **bona fide** ground of personal cultivation as indicated in the Land Reforms Act and also in the Planning Commission report.

[5-45—5-55 p.m.]

Sir, regarding the distribution of surplus land the programme has already been started according to the principle of distribution as laid down in Section 49 of the Land Reforms Act. In this connection we want that the provisions of the Land Reforms Act should be introduced in its wisest measure as early as possible. We should like to point out that regarding homestead lands the particular provision of the Land Reforms Act so far as it states that homesteads to the extent of one third of an acre should be exempted from payment of revenue should be implemented as early as possible. Regarding the land revenue payable for the year 1366, I mean regarding the lands which were devastated by floods an announcement by the Government is overdue and we want that the announcement should be made very early. Regarding exemption from payment of land revenue of owners who had land up to two acres for the year 1366 B.S. there have been a good deal of complaints from serveral people or a large number of persons in the villages to the effect that their petitions were not found in the offices. In these cases their petitions should be considered symathetically. Another point is that the provisions of the land reform measures which we have enacted in two important Acts should be circulated as widely as possible in plain and simple language intelligible to an ordinary raiyat in the villages in the absence of which, I am afraid, many of the provisions cannot be suitably implemented. For example, I know in some cases notices under Section 10, sub section (2) of the Estates Acquisition Act were served. The raiyats were put to much difficulty for not understanding the notices and they spent money for nothing. If we had this particular plan of distribution of literature in simple and plain language intelligible to the raiyats, the raiyats could be saved from much trouble and the main objective of the land reforms programme would be achieved. Sir, in regard to the land reforms programme there are many other points which require consideration. The bargadars or share-croppers are of course there. They must be given protection. We have given security of tenure to the raiyats, but we want that the land revenue should be collected on some scientific basis as indicated in the Land Reforms Act. We want also that Chapter V of the

Land Reforms Act should be implemented, so far as consolidation of holding for co-operative farming of lands is concerned. There must be paid particularly due regard to the problem of indebtedness of the rural people. The rural people are groaning under increasing pressure of indebtedness, and we must do something to remove their indebtedness. We also think that several lakhs of landless families and also several lakhs of families who have very small plots of land—they require special protection.

With these words, Sir, I congratulate the Land Revenue Minister for the Budget he has placed before the House and I support it wholeheartedly.

Shri Saroj Roy : স্পীকার মহোদয়, মন্ত্রীমহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছেন, land reform is not easy in this country but it has started bearing fruits. কিন্তু এই যে fruits দিচ্ছে সেটা to our opinion the fruits are bitter and poisonous. কারন যদি তাঁর বক্তৃতা লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে তিনি একটা electionর বক্তৃতা দিলেন। Treasury Bench থেকে যে কথা বলা দরকার তা নাবলে আগামী নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে কতকগুলি কথা বলে গেলেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের দিকে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন গরীব কৃষক, ভাগচাষীদের কোন উপকার হয়নি, eviction বন্ধ হয়নি, ছোট ছোট যারা intermediaries, তারা আজকে সন্তুষ্ট হয়নি। সামগ্রিক ভাবে তাঁরা যে চেষ্টা করেছেন তারদ্বারা বড় বড় জোতদার জমিদার ছাডা আর কারো উপকার হয়নি। মন্ত্রীমহাশয় যে বক্তৃতা দিলেন তাতে এই জিনিষটাই দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় যে জিনিষ দেখা গেল, এই ছয় বৎসর পর, বিশেষ করে এই বৎসরেও খাজনা আদায়ের যে জুলুম চলেছে তা বলে শেষ করা যায় না। সামগ্রিকভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। ১৯৬১-৬২ সালে এই কয়েক বৎসরের খাজনা সুদসহ আদায় করার চেষ্টা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ব্যাপক ভাবে certificate জারী করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা, Land Reforms Actএ বাস্তুভিটার জন্য এক বিঘা জমির খাজনা থাকবেনা বলা হয়েছিল কিন্তু ক্ষেত মজুরদের সামান্য বাস্তুভিটার জন্য এই ৪।৫ বৎসরে সুদসহ তাদের খাজনা আদায় করার জন্য Notice জারী করা হচ্ছে। এবং এই ক্ষেত মজুরদের যদি একসঙ্গে ১০।১২ টাকা দিতে হয় তাহলে তাদের শেষ সম্বল ঘটিবাটী পর্য্যন্ত বিক্রী করতে হবে। এই রকম ২।১টি case নয়, হাজার হাজার উদাহরণ আমি এখানে দিতে পারি। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত খাজনা আদায় করা হচ্ছে, তা আইনের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে আবার বে-আইনীভাবেও হচ্ছে। আমার কাছে এর প্রমাণ আছে। এখানে যে settlement হয়েছিল সেই settlement অনুসারে ঠিক হয়েছিল যে এক একটা মৌজায় ১½ কাহন করে খড় দিতে হবে। কিন্তু পরে সেটা ঠিক হয়েছিল যে তার ১ টাকা মূল্য দিলেই হবে। কৃষকদের যখন বলা হল যে ১½ কাহন খড় দাও তখন তারা এনিয়ে মকর্দমা করলো এবং মুনশেফ কোর্টে পূর্ব্বে যে settlement ছিল তাই হল। কিন্তু তারপর দেখছি courtর রায় থাকা সত্বেও তাদের উপর Notice দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কয়েকটি case আমার কাছে আছে সেখানে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে ১৯৬২-৬৩ সালে, সেখানেও certificate জারী করা হয়েছে। মন্ত্রীমহাশয় হয়ত বলবেন যে এইগুলি ভুল হয়েছে। যদি জানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পরে ঠিক করবেন। কিন্তু এই গরীবদের পক্ষে তা শক্ত হয়ে পড়ে জেলায় গিয়ে তদারক করা। তারপর খাজনার হার কিভাবে হচ্ছে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি যা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। খড়্গপুরে কয়েকটি জায়গায় বাস্তুভিটায় একরপ্রতি ২৫০।৩০০ টাকা খাজনা ধরা হয়েছে। কারণ জমিদারের আসলে যে

property ছিল সেই propertyগুলির ভাড়া ৫০ নয়া পয়সা ছিল। এখন তার ১২ গুণ করে নিয়ে যা দাঁড়ায় তাতে সে খাজনা ২৫০।৩০০ টাকা গিয়ে দাঁড়ায়। খড়্গপুরে এই রকম অনেক বস্তির নাম করা যায়, ভগবানপুর, ছত্রিশ গড় ইত্যাদি, ব্যাপকভাবে সেখানে এই রকম অত্যাচার চলছে এবং মন্ত্রীমহাশয়ের দপ্তরে জানান সত্বেও তারা কিছু করছেন না।

[5-55—6-5 p.m.]

সুতাহাটার সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন। ১৯৫৯ সালে ঘাটালের যে সমস্ত জায়গায় বন্যা হয়েছিল, সে সমস্ত জায়গায়ও খাজনা আদায়েরজন্য গোড়া থেকে certificate জারী হচ্ছে এবং শুধু সেখানেই নয়, আমার constituency গড়বেতা ও কেশপুর থানাতে যেখানে বন্যা হয়েছিল সেই জায়গা সম্পর্কে local authorities খাজনা মকুব করার জন্য জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও certificate জারি করা হচ্ছে। মধ্যস্বত্বাধিকারীদের সম্পর্কে এখানে অনেককথা বলা হয়েছে, আমার যতদূর স্মরণ হয় মন্ত্রীমহাশয় একবার বলেছিলেন ছোট ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারীদের compensation যা পাওনা আছে তাথেকে খাজনা কাটান দেওয়া হবে—তাদের পাওনা compensationএর টাকা থেকে যদি না নেওয়া হয় তাহলে তাদের অত্যন্ত বেকায়দায় ফেলা হবে—তারা সরকারের কাছ থেকে যে টাকা পাবে তার থেকে যদি কেটে নেওয়া হয় তাহলে সেটা reasonable হবে। Congress bench থেকে একটু আগে শ্যামাদাসবাবু বল্লেন, the eviction of the bargadars should be stopped. কখন stop করবেন? ছোট ছোট ভাগচাষীরা কিভাবে উচ্ছেদ হচ্ছে আমি এখানে তার একটু নমুনা দেব। কংগ্রেসের পাণ্ডা শ্রীসুধাংশু মাইতি তিনি এবং তাঁর ৬ ছেলে প্রত্যেকেই মেদিনীপুর টাউনে থাকেন, গ্রামের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নাই—তিনি তার জমি বিক্রী করে দিচ্ছেন এই অজুহাতে তাঁর অধীনস্থ ভাগচাষীকে নানাভাবে উচ্ছেদ করে দিচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে কি তাদের কোন protection নাই? মন্ত্রীমহাশয় হয়তো বলবেন, আইনতঃ উচ্ছেদ করছে, আমি কি করতে পারি। জমি বিলি সম্পর্কেও নানারকম corruption চলছে! আমি একটা উদাহরণ দেব—গোপীবল্লভপুরের তহশীলদার প্রতাপ ঘোষ যে সমস্ত জমি distributed হচ্ছে বা যে সমস্ত জমি Govt.এ vested হয়ে গিয়েছে সেগুলি চাষীদের না দিয়ে প্রতি বিঘায় ৫০ টাকা করে নিয়ে অন্য জায়গায় বিলি করছে। এই একটা concrete example দিলাম, এরকম example আরো অনেক রয়ে গিয়েছে। মন্ত্রী মহাশয় এখানে অনেক ভালো ভালো কথা বলেন, কিন্তু আমরা actual fieldএ গিয়ে দেখি সেদিক থেকে কিছুই হয়নি। ভূমিসংস্কার আইন এবং জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ করার পর ক্ষেৎমজুর, কৃষক, বর্গাদার এবং ছোট ছোট মধ্য স্বত্বাধিকারীদের জীবনে কোন কোন উন্নতি হয়নি, বরং অবনতিই হয়েছে। এই আইন যেটাকে বৈপ্লবিক আইন বলা হয়—এই net result, অর্থাৎ যে ফল প্রসব করছে তা ভাল ফল নয়, বিষাক্ত ফল।

Shri Abani Kumar Basu : Mr. Speaker Sir, I rise to support the demand placed by the Hon'ble Revenue Minister. I do so because I find in this demand a picture of social justice reflected in it. This demand envisages payment of compensation to poor intermediaries whose lands have vested in the Government. It also envisages the re-distribution of land among landless peasantry of West Bengal. It also points out that steps have been taken and are proposed also to be taken to stop malafide transfer of land and eviction of bargadars from land.

As regards re-distribution of land, although steps have recently een taken to re-distribute surplus land, I feel that the pace of :-distribution should be speeded up and all arrangements should be made.

এই ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিলি করা সরকারের উচিত বলে ামি মনে করি। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম বাংলাই একমাত্র রাজ্য যেখানে Land Revenue Act সর্বপ্রথম চালু হবে যদিও সর্বত্র এখন পর্য্যন্ত পুরাপুরি চালু হয়নি। এ বিষয়ে ামি সরকারের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এখানে একটা বিষয়ে আমি বিমলবাবুর ষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে Land Revenue Act-এ যেখানে বাস্তু জমি দেবার কথা আছে সটা আজ পর্য্যন্ত চালু হয় নি। যাতে বাস্তু জমি দেওয়া হয় তার জন্য তাঁকে অনুরোধ করছি। ারপরে Highest ceiling যেটা বাঁধা হয়েছে এটা আরও কমিয়ে দেওয়া উচিত। এতে য়ত দুই একটা ফ্যামিলির ceiling বাঁধা কিছুটা মস্কিল তাহলেও ceiling কমানর জন্য ামি অনুরোধ করব। আজকে বাংলাদেশে ছোট চাষী এবং বর্গাদারের সংখ্যা হচ্ছে ৭ লক্ষ। াবং ক্ষেত মজুরের সংখ্যা ৭ লক্ষ। এই ১৪ লক্ষ লোকের ক্যানেল এরিয়াতে economic Holding ৫ একর করে জমি দিতে হয় তাহলে কম পক্ষে ৭০ লক্ষ একর surplus land দরকার হয়। কিন্তু সরকার revised যে হিসেব দিয়েছেন তাতে আমরা ২॥০ লক্ষ একর surplus জমি সরকারের হাতে এসেছে তাও এখন পর্য্যন্ত আমরা বিলি বণ্টন করে উঠতে ারিনি। তারপর মধ্যস্বত্ব ভোগীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এখনও করা হয়নি। আর এই সমস্ত ছোট ছোট মধ্যস্বত্ব অধিকারীরা তারা জমির উপর যে আয় হত তার থেকেই তারা সংসার চালাত, কিন্তু তারা এখন চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে সেটা আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুধাবন করতে অনুরোধ করছি।

[6-5—6-15 p.m.]

আজকে তাদের দিকে যদি দেখি তাহলে দেখব যে আর্থিক দিক দিয়ে তারাই সবচেয়ে বেশী কষ্টে আছে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। আর একটি বিষয় বলব যে সমস্ত বন্যা অঞ্চলে জমির ধান একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে বা অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়ে গেছে তাদের যে খাজনা রেহাই করার কথা ছিল তা আজ পর্য্যন্ত চালু করা হয়নি। বিমলবাবু কালকে একটি প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে ২ একর পর্য্যন্ত যাদের জমি আছে তাদের খাজনা মকুব করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই হুকুম হয়ত তাঁর নীচের কর্মচারীদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়নি যার জন্য আমরা দেখছি যে গ্রামাঞ্চলে যারা বাস করে তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় যাদের ২ একরের উপর জমি রয়েছে তাদের অবস্থার কথা এখনও সরকারের বিবেচনাধীন। এখানে আমি সোস্যাল জাষ্টিসের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আমি একথা বলতে চাই যে জমিতে কোন ফসল উৎপন্ন হয়নি সেই জমি থেকে খাজনা আদায় করা নিশ্চয় সোস্যাল জাষ্টিস হতে পারে না। আমি সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব এ বিষয়ে তৎপর হয়ে তিনি যেন বন্যা পীড়িত অঞ্চলে যেখানে শতকরা ৫০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়েছে সেই এলাকার খাজনা মকুব করার ব্যবস্থা করেন। এই সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা কথা বলব যে ছোট ছোট চাষীরা বা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সরকারের হাতে যে সারপ্লাস ল্যান্ড এসেছে সেইসব জমি বিলি করা হোক। কম্পেনসেশানের কথা বলতে গিয়ে আমার বন্ধু

হচ্ছে যে বণ্ড পেমেণ্ট কম্পেনসেশান দেবার যে প্রস্তাব হয়েছে সেই বণ্ড পেমেণ্টে কম্পেনসেশান যদি দেওয়া যায় তাহলে নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা তাদের একোনমিক রিহ্যাবিলিটেশান সম্পূর্ণ হয় না। কারণ টাকা যদি এক সঙ্গে দেওয়া হয় তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ বিষয়ে সরকারকে একটা অনুকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করব। এই সব কথা বলে মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করছি।

Dr. Golam Yazdani: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে ভূমি সংস্কারের নাম করে, সারপ্লাস জমি বন্দোবস্ত দেবার নাম করে গ্রামাঞ্চলে কি রকম দুর্নীতি চলছে সে সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলব। মালদহ জেলার সদর থানায় দেখবেন যে ভেষ্টেড জমি চাষীদের যা বন্দোবস্ত দিয়েছেন তাতে একটা দুর্নীতি ধরা পড়েছে। শুধু মালদহ সদর থানায় নয় সমস্ত থানায় এই রকম অভিযোগ রয়েছে এবং এই সমস্ত দুর্নীতির সঙ্গে যে জে, এল, আর, ও-র যোগসাজস আছে সেটা আজ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই বিষয়ে পদ্ধতিটা হল যে ভেষ্টেড জমি বন্দোবস্ত যখন দেওয়া হয় তখন চাষীদের বলা হয় যে একর প্রতি ১০ টাকা নয় বিঘা প্রতি ১০ টাকা এবং এইভাবে সর্বসমেত ১১ টাকা আদায় করা হচ্ছে। এই ৪৪ টাকার হিসাব হল এই যে ৩ বিঘায় ৩০ টাকা, দরখাস্ত ফি ৫ টাকা এবং অফিসার বাবুদের জলখাবার বাবদ ৯ টাকা। এমনও দেখা গেছে যে একজন চাষী এক একর জমি নেবার জন্য ৪৪ টাকা দাখিল করল, কিন্তু কিছুপরে দেখা গেল তাকে ঠকান হয়েছে। সে এ বিষয়ে ঊর্দ্ধতন কর্মচারীদের কাছে দরখাস্ত করাতে জে, এল, আর, ও-র উপরে তদন্তের ভার পড়ল। তিনি তদন্ত করতে গিয়ে তাকে সব বাঙলায় জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু তিনি ইংরাজীতে সমস্ত লেখেন। এ থেকেই বোঝা যায় তিনি কি লিখেছিলেন। যাই হোক যখন রিপোর্ট বেরুল তখন দেখা গেল যে তার কিছুই হলনা এবং অভিযুক্ত তহশীলদার বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তদন্তের স্বরূপ চাষীরা জানতে পেরেছে বলে তারা নিজেদের নাম প্রকাশ করতে রাজী নয়। কারণ ভবিষ্যতে তাদেরই ভেষ্টেড ল্যাণ্ড নিয়ে বিনা কারণে ঐ সমস্ত জে, এল, আর, ও, তহশীলদার ইত্যাদিরা হয়রানী করবে। তহশীলদারদের মধ্যে এইযে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে তারা মাইনে অতি কম পায়। আশা করি সরকার এ বিষয়ে মনোযোগ দেবেন। আমি আর একটা বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। খেজুরিয়া থেকে মালদহ পর্য্যন্ত যে রেল লাইন গেছে সেটা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের। এর জন্য বহু জমি দখল করা হয়েছে। রেল পয্যন্ত তৈরী হয়ে গেছে—প্রায় দুই বছর হল—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে এর জন্য ক্ষতিপূরণের টাকাও পর্য্যন্ত দিয়ে দিয়েছে, অথচ আজ পর্য্যন্ত সেই ক্ষতিপূরণের টাকা জমির মালিকরা পাচ্ছে না। সেখানকার জমির মালিকদের অবস্থার কথা জানান হয়েছিল, কিন্তু কোথায় যে আটক পড়ে রয়েছে যার জন্য সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়া সত্ত্বেও তা পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। এজন্য জমির ফসল হানি হবার জন্য খাজনা মকুবের জন্য আমরা দাবী করেছি। আর একটা বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব যে আম হোক বা না হোক তার জন্য খাজনা দিতে হবে এটা নির্দ্দিষ্ট আছে। এক বিঘা আম বাগান থেকে ৩০০ টাকা আয় হবে এই রকম একটা দর কষে খাজনা ধার্য্য করা হয়। আমরা কয়েক বছর ধরে দেখছি যে আম ভাল হচ্ছে না, অথচ খাজনা মকুব হচ্ছে না বা কম হচ্ছে না। এর ফলে যারা গরীব যাদের সামান্য আম বাগান ছিল তারা আজ সেসব আম বাগান কেটে বিক্রি করে দিচ্ছে। আমি মনে করি আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এদিকে দেওয়া দরকার। বন্যা বা অন্য কিছু যেখানে হয়েছে সেখানে যেমন লোকে খাজনা রেহাই পাবার জন্য দাবী করে তেমনি মালদহ জেলার গরীব আম বাগানের মালিকরা দাবী করছে তাদের আম ফসল না হবার জন্য খাজনা মকুব করা হোক।

তারপর মালদহে ব্যাপক উচ্ছেদ সম্পর্কে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ বিষয়ে বহুবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কিন্তু সে সমস্ত কেস কম হওয়া তো দূরের কথা বরং দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। সেখানে জোতদারদের দ্বারা যেমন এক ধরণের অত্যাচার হচ্ছে তেমনি সরকার পক্ষ থেকে চাষীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করার জন্য বড় বড় মালিকদের পুলিশের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। সেখানে আমরা দেখিয়েছি যে কি রকম ভাবে বেনামী হস্তান্তরিত জমি রেখে দিচ্ছে বা আম বাগান করে কি রকম উদ্বৃত্ত জমি অন্য ভাবে রেখে দিচ্ছে তার হিসাব নেই। এ সম্পর্কে যদি মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করেন তাহলে দেখবেন যে বুল বুল চণ্ডী বলে একটা জায়গা আছে যেখানে বাবুল বাগান বলে একটা বিরাট ময়দান আছে সেখানে প্রচুর বাবলা গাছ আছে এবং এই গাছ দেখিয়ে সেই বিরাট পরিমাণ জমি জোতদাররা হাতে রেখে দিয়েছে। সেখান দিয়ে যে একটা হাই রোড গেছে সেই হাই রোডের পাশে টাকা দিয়ে তারা জমির বন্দোবস্ত রেখে দিয়েছে। আর একটা কথা হচ্ছে যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আইন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে কিম্বা তার আগে জমিদাররা খাল, পুকুর, ডোবার পাট পচানোর জন্য বন্দোবস্ত দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর সে জায়গা পাওয়া যায় না এবং এখন সাধারণ লোকে বন্দোবস্ত নিয়ে সেসব জায়গা ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। এই সব বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[6-15—6-25 p.m.]

Shri Pravash Chandra Roy : মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় রাজস্বমন্ত্রীর কয়েকটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম হচ্ছে আজকে আমাদের কেবল ২৪ পরগণা জেলার বজবজ বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চল নয় সারা পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে সার্টিফিকেট জারির একটা আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। স্যার, আপনার মারফৎ শুধু মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীর নয়, মুখ্যমন্ত্রীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই জন্য যে একএকটা কৃষক পরিবার, গরীব মধ্যবিত্তদের উপর ৩টা করে সার্টিফিকেট জারি করা হয়েছে। একদিকে খাজনা আদায়ের জন্য ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী সার্টিফিকেট জারি করছেন, অন্যদিকে কৃষি বিভাগ থেকে কৃষিঋণ আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারি করা হয়েছে এবং আর একটা দিক গো-ঋণের জন্য সার্টিফিকেট করা হয়েছে। গত ৩ বছর প্রায় প্রতি গ্রামে শস্যহানী ঘটার পর আজকে যখন কৃষক বা গরীব মধ্যবিত্তরা সামান্য দু'মুঠো ধান পেয়েছে যে ধানের টাকা হচ্ছে তাদের সংসার চালাবার শেষ সম্বল সেই ধানকে জলের দরে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে কৃষকরা ভাদ্র মাসে এই সরকারের ৩ রকমের সার্টিফিকেট জারির ফলে। এইভাবে পশ্চিমবাংলার কৃষকরা বাঁচতে পারেনা। তাঁরা মুখে বলছেন কৃষকদের তাঁরা বাঁচাতে চান কিন্তু তাঁরা যে নীতি অবলম্বন করেছেন তাতে তাঁরা বাংলার কৃষককে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করেছেন। তাই আমি আপনার মারফৎ রাজস্বমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী ও গো-ঋণ বিভাগের মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আবেদন করতে চাই যে এই সার্টিফিকেট জারি অবিলম্বে তাঁরা প্রত্যাহার করুন। আমাদের এই সার্টিফিকেট জারির সুযোগ নিয়ে তহসিলদাররা কৃষকদের মধ্যে একটা আতংকের সৃষ্টি করেছেন এবং যারা হয়ত ২ বছরের খাজনা দিতে চাইছে তাদের ২ বছরের খাজনা না নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাতে অস্থাবর করে তাদের গরু বা অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রী করে না দেওয়া হয় সেইজন্য তারা ১।২ বছরের খাজনা দিতে চাইছে কিন্তু তহশিলদাররা তাদের কাছ থেকে খাজনা নিচ্ছেনা। এমন ঘটনাও আমরা জানি যে তাদের কাছ থেকে ঘুষ আদায় করা হচ্ছে। যেখানে হয়ত ৩০ টাকা খাজনা সেখানে ৪০ টাকা করা হচ্ছে। এই রকমভাবে গ্রাম এলাকায় ব্যাপকভাবে ঘুষ চালু হয়েছে। অন্য দিক থেকে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী

মহাশয় বলেছেন যে আমি ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা শুরু করেছি। কিন্তু যেখানে ৭ বছর পূর্বে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়ে গেছে সেখানে আরও পূর্বে এই ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করা উচিৎ ছিল। তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে নিশ্চয়ই আমরা খুসী। ২ মাস আগে যখন ক্ষতিপূরণের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন এসেছিল তখন আমরা দাবি করেছিলাম যে যারা গরীব মধ্যবিত্ত তাদেরও একসঙ্গে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করা হোক যাতে তারা ছোট খাট ব্যবসা-বাণিজ্য করে সংসার চালাবার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু রাজস্বমন্ত্রী আমাদের সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। গরীব মধ্যবিত্তদের যদি তিনি ২৫ বছর ধরে ক্ষতিপূরণ দেন তাহলে ব্যবসা বাণিজ্য করে তাদের সংসার প্রতিপালনের জন্য কোন রকম একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হতে পারবেনা। সেজন্য মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আবেদন করতে চাই ২৫ বছর ধরে ক্ষতিপূরণ দেবার যে নীতি তিনি নিয়েছেন সেই নীতি পরিত্যাগ করে ছোট ছোট গরীব মধ্যবিত্তরা যাতে এককালীন অথবা তাদের ঠিক সুবিধা মত কিস্তিতে কিস্তিতে পায় সেইভাবে দেবার সুযোগ করে দিন।

তারপর বেনামী জমীর কথা বলছি। মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন যে আজ পর্য্যন্ত তিনি ২ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমি পেয়েছেন। তিনি তো বিধান সভায় বলেছিলেন যে পশ্চিমবাংলায় ৬ লক্ষ একর জমি পাওয়া যাবে।

তিনি বলেছিলেন ৬ লক্ষ একর জমি পশ্চিম বাংলায় পাওয়া যাবে এই ঘোষণা তিনি বিধান সভায় করেছিলেন।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : আমি নয়।

Shri Provash Chandra Roy : কিন্তু সেই ৬ লক্ষ একরের জায়গায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার একর মাত্র আজকে তিনি বলছেন পাওয়া গেছে। তাহলে আর ৩ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমি গেল কোথায়? সেগুলিকে কি ভাবে ধরা হবে তার কোন বন্দোবস্ত তিনি আজও পর্য্যন্ত করতে পারলেন না। সেই ৩ লক্ষ ৩০ হাজার একর যে জমি কমপক্ষে আরো আমাদের পাবার কথা সেই জমি যাতে আমরা পেতে পারি সেজন্য আমরা তাঁকে বেনামী জমি ধরবার জন্য কতকগুলি সাজেসান দিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম যদি বেনামী জমি ধরতে চান তাহলে তা ধরা সম্ভব এবং তা যদি করতে চান তাহলে পর অন্ততঃ প্রত্যেক ইউনিয়নে একটা করে কমিটি করে দিন যে কমিটিতে প্রতিনিধি থাকবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিও থাকতে পারে। কৃষকরা জানে কোন কৃষকদের মালিকের কত হাজার বিঘা জমি ছিল, কোন মালিক কার নামে জমি বেনামী করেছে। সেজন্য প্রত্যেকেই ইউনিয়ন ধরে ধরে বেনামী ধরবার জন্য একটা করে কমিটি গঠন করবার জন্য তাঁর কাছে আমরা বারবার দাবী করেছিলাম কিন্তু সেই দাবী তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতা যদি তাঁর থাকতো তাহলে বেনামী ধরার জন্য সত্যকার যে বাস্তব পন্থায় আমরা সাজেসশান দিয়া ছিলাম তা তিনি গ্রহণ করতেন কিন্তু সেই বেনামী ধরার প্রকৃত পথকে তিনি গ্রহণ করেননি, উল্টে উদ্বৃত্ত জমির মালিকরা, বড়বড় জোৎদারেরা যাতে সেসব জমি রাখতে পারে তার সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন। সুতরাং বেনামী ধরবার প্রকৃত পথকে গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে আমি অনুরোধ করছি। তারপরে আজকে চার বছর অতীত হয়ে গেছে নূতন হারে খাজনা ধার্য্য করার আইন পাশ হয়ে গেছে। যদি সেই নতুন হারে খাজনা ধার্য্য করা হোত তাহলে পরে বর্ত্তমানে যে হারে খাজনা রায়তী প্রজারা দিচ্ছে তার অর্দ্ধেক হারে তারা খাজনা দেবার সুযোগ পেতে পারতো কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তিনি সেটা ধার্য্য করতে পারেননি। তাই আমরা দাবী করেছিলাম যতদিন

পর্য্যন্ত না নূতন হারে খাজনা ধার্য্য তিনি করতে পারছেন ততদিন পর্য্যন্ত অন্ততঃ কৃষকদের কাছ থেকে অর্দ্ধেক হারে তিনি খাজনা আদায় করুন কিন্তু আমাদের সেই প্রস্তাবও তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। যারা ঠিকা চাষী বা গুলচাষী বা সাজাচাষী এবং কোর্ফাচাষী তাদের কাছ থেকে পূর্বহারে খাজনা তিনি আদায় করছেন। কোর্ফা চাষীরা তাদের উর্দ্ধতন মালিকদের প্রতি বিঘায় ৬।৭।১০ টাকা করে খাজনা দিত আজও সেই হারে খাজনা আদায় করছেন এবং গুল এবং সাজাচাষীদের যে খাজনা সেই খাজনা আজও রয়ে গেছে। আমাদের ২৪ পরগণা জেলায় সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে উদ্বৃত্ত জমি সম্পর্কে ১০(২) জারী করার জন্য আমরা হাজার হাজার দরখাস্ত দিয়েছি। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আজকে দু'বছর ধরে আমাদের জেলায় অন্ততঃ কয়েক হাজার দরখাস্ত পড়ে আছে কিন্তু আজও পর্য্যন্ত ১০(২) জারী করা হয়নি। যদি এই ১০(২) ধারা জারী করা হয় তাহলে ২৪ পরগণা জেলায় আরো ১ লক্ষ বিঘা জমি পাওয়া যেত এবং সেই জমি সরকার বিলি করতে পারতেন এবং এক বিঘা করে যে নিস্কর করে দেবার কথা বলে বাস্তুভিটা অবিলম্বে সেটা বন্দোবস্ত করার জন্য আমি আপনার মারফৎ তাঁর কাছে দাবী করছি।

[6-25—6-35 p.m.]

Shri Bhakta Chandra Roy : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব খাতে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বলতে হয়—বাংলাদেশে বিশেষ করে পল্লী বাংলার আশা আকাঙ্ক্ষা এমন কি জীবন মরণের সমস্যা এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। কাজেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বরাদ্দ এটা। এই বরাদ্দকে একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থার মধ্যে আনতে হোলে, আমাদের রাজস্বমন্ত্রী স্বীকার করছেন তা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কিন্তু এই দুরূহ কাজ তিনি নিজে স্বীকার করছেন বটে, কিন্তু যখন আমাদের বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুটো আইন এখানে পাশ হয়, তখন বাংলাদেশের জনসাধারণ বিশেষ করে পল্লীবাংলার জনসাধারণ নিজেদের অভিশাপমুক্ত হলো, তথা পল্লীবাংলার অর্থনীতি গড়ে উঠবে বলে আশা করা গিয়েছিল এবং সেই আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যদিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু কার্য্যকরীক্ষেত্রে আমরা নৈরাশ্য বোধ করছি। সেইজন্য আমি বলবো—যাদের জন্য আইন পাশ হয়েছে, সেই আইনের মধ্য দিয়ে আরো তাদের উৎসাহ সঞ্চারের প্রয়োজন আছে, তাদের সহযোগিতা নেওয়ারও একান্ত প্রয়োজন আছে। তা কার্য্যকরী করতে গিয়ে আজকে রাজস্ব মন্ত্রী বলছেন—তাঁর আশানুরূপ জমি পাওয়া না গেলেও ২ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমি তিনি পেয়েছেন। কি রকম জমি তিনি পেয়েছেন সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান তিনি নিয়েছেন কি? আমি তাঁকে এ বিষয়ে সন্ধান নেবার জন্য বলছি। এই সন্ধান নিতে গিয়ে একটা ভাল পথ আপনি গ্রহণ করতে পারেন। কোথায় কোথায় আপনি জমি পেয়েছেন, সেগুলি যদি একটা তালিকা করে প্রত্যেক অঞ্চলে এমন কি প্রত্যেক মৌজায় মৌজায় জনসাধারণকে জানিয়ে দেন, তাহলে তাদের কাজের পক্ষে খুব সুবিধা হবে। মৃত ইউনিভার্সিটী এই কলকাতা ইউনিভার্সিটীর statistical bureau মারফৎ enquiry করছেন, তাদের কাছ থেকে একটী সন্ধান পেলাম কুচবিহারে ১০০ একর জমি একজন Vest করে দিয়েছে সরকারের কাছে। তারা সেটা তদন্ত করেছে তাঁদের findings হচ্ছে সেই জমি তোর্ষা নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে। তাহলে ঐ ২ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিও ঐভাবে তোর্ষা নদীর গর্ভে বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়েছে কিনা সেটা enquiry করে দেখা প্রয়োজন।

আর একটা হচ্ছে কোথায় কোন জমি লুকিয়ে আছে, কিভাবে বেনামী করা হয়েছে তার খবরও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী পাচ্ছেন না। আমরা কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করে যে enquiry করছি, তার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু তার হদিস পেয়েছি। আমাদের অঞ্চলে দুটো জায়গায় তদন্ত করেছি। আমরা

ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি যেভাবে তাঁরা তদন্ত করে যাচ্ছে তাতে তাঁরা কৃতকার্য হয়েছেন। দুটো এলাকায় তারা যেভাবে সম্পত্তি গোপন করিয়াছে, তাতে প্রকৃতপক্ষে বলা যা বাংলাদেশের আইনকে তারা challenge করেছে। প্রকাশ্যভাবে এরা তা বলছে। অন্যান্য জেলা যেভাবে গোপন করে জমি মালিকরা যাচ্ছে, তাতে তারা তবু একটী নীতি অবলম্বন করেছে বর্দ্ধমানের যে দুটীর কথা বলছি—এরা Practically দেশের প্রচলিত আইন করে challeng করে চলেছে। এক হচ্ছে খাগুখেড়ুর নন্দ-হাজরাপার্টি ; আর এক হচ্ছে পুটশুড়ির বিশ্বরূপ-গণপার্টি এক একজনের হাতে এক হাজার বিঘা জমি রয়েছে - তাদের উদ্বৃত্ত জমি। এখানকার কথা রাজস্ব মন্ত্রীকে বলবো হাইকোর্টে কেস হয়েছে। তাদের উদ্বৃত্ত জমি আটক করবার জন্য resettlement resurvey বন্ধ করা হয়েছে। একথা বিমলবাবু জানেন, বিনয়বাবু জানেন, দাশরথিবাবু সেট হাউসে প্লেস্ করেছেন। এই ব্যবস্থা Labour Ministerও হাউসে Place করেছেন। এই পার্টি আইনকে challenge করে সেই উদ্বৃত্ত জমি ভোগ করে আসছে। আইনের কর্তারাও এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। আমি বলবো—রাজস্বমন্ত্রী যদি কোন ব্যবস্থা এ সম্বন্ধে করতে না পারেন' তাহলে পল্লীবাংলার বুকে আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রাণ সঞ্চার করবার জন্য এবং বাংলা অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্য যে আইন আপনি করেছেন, তার সম্যক সুযোগ আপনি নিতে পারবেন না। যে সাহায্য ও সুযোগ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমি সেইজন্য Suggest করবে আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা দরকার এবং কোন মৌজায় কার কত জমি সম্পত্তি তাদের বলুন, কৃষকে জানিয়ে দেন। তাহলে সেখানকার কৃষক কার্য্যকরীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারবে, Socia work করতে পারবে। উদ্বৃত্ত জমি ধরিয়ে দিতে এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক ভাবে তার আপনাদের সাহায্য করতে পারে—যাতে করে ভূমিহীন লোকেরা সরকারী আওতায় আসতে পাে এবং নূতনভাবে বঞ্চিত না হয়।

এই কথা বলে মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো—ঐ কৃষকদের স্বার্থে যদি এই আইনকে জয়যুক্ত করতে চান, তাহলে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে আসুন। এই আঞ্চলিক কমিটি মারফৎ কাজ হলে, কাজ ভাল হবে, সহজ হবে।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : Mr. Speaker, Sir, I have bee listening to the speeches made by the honourable members. I do no think any fresh points have been made out. One, two or three point were repeatedly harped upon in all the speeches and I shall try to repl to them. One was the question of ceiling. That question was ver exhaustively discussed when the West Bengal Estates Acquisition (Thir Amendment) Bill, 1958 came.

I at that time pointed out to the House and I still claim with som pride that West Bengal is the most progressive State in this matter—t mention one instance—I am not decrying anybody there was no ceilin in Bihar, there was no ceiling in Orissa, there was no ceiling in man other states and all the ceilings are being very recently imposed and ther even the ceilings are of a much higher limit than the limit set down i the Act in West Bengal. We are first to introduce the ceiling and we ar the first to resume all surplus lands. There Bengal has led the way. Tha is the first point.

The second point is that it is being repeatedly said that if you lowe the ceiling, you will get more lands. I at that time pointed out and the

House in its wisdom fixed a limit and accordingly vast settlement operations have taken place, vast operations for resumption of lands over ceilings have taken place and now instead of finalising it if you again put the matter into the melting pot then you will be giving handle to those who bring chaos and try to make benefit out of chaos. Sir, a nation's march knows no end. If later on the House sees that the ceiling should be altered, you will lose no time in doing that. But before you finish one thing, you cannot jump up and do another thing—you cannot telescope the two operations—that simply cannot be done. Simply I put this question frankly to the honourable members of this House. Very well I get the lands. But do you expect much land in West Bengal-whether they are lying fallow or whether some people are not cultivating them in one way or another ? Why not give them more reforms, more protection ? Why not give them more security ? Would not that serve the same purpose ? You can think about this question also instead of only crying hoarse over the other question now, namely, cutting down the ceiling. Is it not a fact that once the Communist Party also did not agree to the ceiling. They said that it did not matter whether 500 acres or 1000 acres were held by a holder. I do not know whether this is true but I heard that, that was a suggestion made during the Select Committee proceedings at that time.

Shri Hare Krishna Konar : Wherefrom has the Hon'ble Minister got his information ? He should not make a statement on a hearsay in this House.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : That is what I heard However, we should now take up only one question ...

6-35—6-45 p.m.]

The second point is one which I would again repeat today. I have stated in my opening speech that the preliminary duties that were entrusted to this department we have started discharging them. Now, we are in a position and I have already started thinking about going further and taking me asures to quicken the introduction of the provisions of the Land Reforms Act and so on. Many members have expressed their anxiety—their natural anxiety—and I am one with them—their is no difference here—that the beneficent provisions of the Land Reforms Act should be introduced as soon as possible, e.g. the remission of rent of **bastus** and all that. So long we could not do that because settlement operations were in progress and there were many difficulties. Now, we are nearing the end of those difficulties and as soon as the preliminaries are over, the provisions of the Land Reforms Act would be introduced and the benefits given to the tenants under the Land Reforms Act would be provided. There would be no difficulty about that.

The third point is that some people have, I understand, felt a lot of confusion about the remission of rent for two acres. As the honourable members know, there was an agreement between Dr. B. C. Roy and Dr. P. C. Ghosh, but that was not for all time to come—that was for one particular year—and that was only for certain non-irrigated areas. I

know that very strict instructions have been issued to all the Collectors regarding this matter. I have called for reports as to how much has actually been remitted. The idea has gained currency that two acres have been exempted for all the time to come. I want to clear up this misunderstanding.

The fourth point that I would like to refer to is that I quite realise that there might be difficulties here and there, there might be some troubles here and there, there might be some local troubles here and there, but these local troubles, I think, are not for discussion here in this House. Of course, they may be referred to in this House if they affect the question of policy, but otherwise they should not better be discussed here. They may write to me about those matters. There are D.Ms and A.D.Ms and if they cannot settle them, these may be brougt to my notice and I shall be happy to take any action that may be necessary.

Now, I would like only to say that I seek your co-operation for, as I said and I repeat, land reforms is a very difficult process. If you look to other countries, you will find that land reforms have never succeeded in isolation. Land reforms have proceeded side by side with industrial revolution. On the one hand, people have gone out of land and, on the other, they have been absorbed in industries. That is the history of the world, that is the great economic process that we find everywhere. Now, we are trying to force the pace of that economic process through our plans and policies. Now we are in the throes of a crisis. Now we are going through the pangs of a new birth. Therefore, if you only look at the pangs and if you do not believe that a new birth is coming, a new dawn is coming, well, you shall not be able to achieve your goal. It requires tremendous courage, it requires tremendous enthusiasm and tremendous faith of the people to carry this thing through. Wherever there has been real reform, it has been done really not by laws—of course, laws are there, but there must be tremendous courage, tremendous faith and tremendous enthusiasm on the part of the people to achieve it.

I hope it will encourage the people to have that strength of mind, that enthusiasm, that faith which will carry them through and to see a new era.

I oppose all the cut motions.

Mr. Speaker : Except cut motions Nos. 39, 123, 124 and 152, on which division has been asked for, I put the rest of the cut motions to vote.

[The motions were then put and lost.]

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads ' 7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumder that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemidary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc. on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary Sytem", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65 Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindaban Behari Basu that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc , on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc , on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary Sytem", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc , on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65 Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

[6-45—6-50 p. m.]

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc, on the abolition of the Zemindary System" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—119

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal Shri Sudhir
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Afaque Shri Choudhury
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal

Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singh, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque Shri Md.

AYES—51

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri, Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mitra, Shri Haridas
Mandal, Shri Haran Chandra
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra

Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 51, and the Noes 119, the motion was lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—119

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerjee, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Srimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A.K.M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Afaque, Shri Choudhury
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri

Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—51

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Majhi, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mitra, Shri Haridas

Mondal, Shri Haran Chandra
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 51 and the Noes 119, the motion was lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—120

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir

Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Afaque, Shri Choudhury
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—51

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku

Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Haran Chandra
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 51 and the Noes 120, the motion was lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 9,21,19,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—118

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar Shri Mahananda
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Haore, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada

Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Afaque, Shri Choudhury
Mahammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajdhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Khrishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanish Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—51

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath

Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mitra Shri Haridas
Mondal, Shri Haran Chandra
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 51 and the Noes 118, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that a sum of Rs. 9 21,19,000 be granted for expenditure under Grant No. 2, Major Heads '7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zemindary System", was then put and agreed to.

Mr. Speaker : Now the honourable members know that there will be two sittings tomorrow. In the morning Private Members' Business will be taken up and in the evening Financial Business will be taken up.

The House stands adjourned till 9 a.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-50 p.m. till 9 a.m. on Friday, the 10th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

)l. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

Vest Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—8

10th March, 1961

shed by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Price Rs. 1·94 nP. English 2s-10d. per copy.

'ol. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—8 ˙)

10th March, 1961

ublished by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure
and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 10th March, 1961, at 9 a.m.

Present :

Mr Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 202 Members.

Unstarred Question

(to which written answer was laid)

[9—9-10 a.m.]

Adoption of Bengali language for official purposes

35. (Admitted question No. 139.) **Shri Jatindra Chandra Chakravorty :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state what steps have been taken by the Government to give effect to the non-official resolution unanimously adopted by the House on 26th March, 1958, regarding adoption of Bengali language for official use and administrative purposes ?

The Chief Minister and Minister for Home (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy) : A Bill to provide for the adoption of Bengali language to be used for official purposes of the State of West Bengal including purposes of legislation has already been drafted. The different administrative departments of this Government have been consulted as to the difficulties, if any, that are likely to be faced when the provisions of the Bill, if enacted, would have to be given effect to. After consulting the departments, steps have been taken to prepare Bengali equivalents of English terms and expressions which are difficult to translate, particularly those of a technical character like legal and scientific terms.

Steps have also been taken to find out ways and means to overcome the difficulties, administrative and practical, as pointed out by various administrative departments. The question of providing a large number of Bengali typists, stenographers and typewriters is also being examined.

NON-OFFICIAL RESOLUTIONS

Shri Sankardas Bandyopadhyay: Mr. Speaker, Sir, on the last occasion I told honourable members of this House about the intention of the Government so far as is known to me. I think I made it quite clear, and in due course I expect, that the assurance which I am giving to this House will be supported by honourable members of the Treasury Bench, namely, that there is no question of closing down these camps at an early date.

Mr. Speaker: Are you speaking on your amendment ?

Shri Sankardas Bandyopadhyay: I am speaking on the original resolution.

Mr. Speaker: It is better that you move your amendment and then speak on it.

Shri Sankardas Bandyopadhyay: Very well, Sir. I beg to move that for the words beginning with "whereas there are" and ending with "desertion to West Bengal" the following be substituted namely :—

"Whereas the problem of re-settlement and rehabilitation of East Pakistan refugees has remained only partially solved :

Whereas very active steps have recently been taken by the Dandakaranya Authority to reclaim lands and start industrial units for settling refugees in the Dandakaranya Area so as to enable them to get economically rehabilitated :

Whereas West Bengal cannot provide for any cultivable land for agriculturist refugees :

and

Whereas 80 percent. of the Squatters' Colonies have been regularised and the remainder are in the process of being regularised—

This Assembly urges upon the Government, both in the Centre and the State, to continue taking all steps for early rehabilitation of the refugees."

If this amendment is accepted by the honourable members of this House, it clearly indicates what the Government policy is going to be. it is a clear admission that the work of rehabilitation has not been completed and it has been made quite clear by the amendment that the Government still proposes to regularise matters so that the refugees may be economically rehabilitated. I think the problems and the details are fairly well known to the members of this House and it is no good repeating or urging the arguments in support of the points. The main point is, do we propose to rehabilitate those who have not been rehabilitated or who have been partially rehabilitated. The acceptance of this amendment would, I think, provide the necessary assurance for the purpose.

Shri Jyoti Basu: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে যে য়্যামেণ্ডমেণ্টটি রাখা হয়েছে সেটি

পড়ে এবং সংক্ষেপে যে বক্তৃতা করা হোল তা' শুনে মনে হচ্ছে আমাদের প্রস্তাবের যে উদ্দেশ্য ছিল তা' এখন আর একেবারেই থাকল না এবং সমস্ত জিনিষটি যেভাবে জোলো করে দেওয়া হোল তা'তে আমাদের প্রস্তাবটি নিগেটিভ হয়ে গেল বলেই আমার ধারণা। কারণ এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হচ্ছে যে, স্কোয়াটার্স কলোনীর ৮০ পার্সেণ্ট রেগুলারাইজ্‌ড হয়ে গেছে। কিন্তু এই রেগুলারাইজ্‌ড বলতে কি এটাই বোঝেন যে বেছে বেছে কিছু রিফিউজীদের অর্পণপত্র দিলেই কতগুলো কলোনী রেগুলারাইজ্‌ড হয়ে গেল এবং তার জন্য আর বিশেষ কোন খরচ করবার দরকার নেই? এটা বললে তো হবে না। কিন্তু এ থেকে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট কি বুঝবেন? তাঁরা তো এটাই বুঝবেন যে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে এবং বাকী ২০ পার্সেণ্ট যা রয়েছে তাও হয়ে যাবে। অথচ এটা আজ কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে এইসব স্কোয়াটার্স কলোনীর জন্য এখনও প্রচুর কাজ বাকী রয়েছে এবং তার জন্য প্রচুর টাকাও দরকার। কিন্তু সে সব বিষয় তো কোন কিছু পরিস্কার করে এখানে লেখা নেই। তারপর বলা হোল বাংলাদেশে কোন জমি নেই। কিন্তু একথা না বললে হয়ত কিছু টাকা আপনারা পেতেন এবং তা' দিয়ে যে জমি পড়ে রয়েছে তা' উদ্ধার করে তার কিছুটা বাস্তুহারাদের এবং কিছুটা বাংলাদেশের কৃষকদের দিতে পারতেন। শুধু তাই নয়, আগে আপনাদের হাতে ১১ লক্ষ একর জমি ছিল এবং যার মধ্যে কিছুটা কাল্‌টিভেবেল থাকা সত্ত্বেও এখানে বলা হোল আমাদের কিছু নেই। তারপর প্রথম প্যারাগ্রাফে আছে পার্শিয়ালী সল্‌ভ্‌ড— অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে, Resettlement and rehabilitation of East Pakisthan refugee has remained only partially solved. কিন্তু এই পার্শিয়ালী সল্‌ভ্‌ড বললে হবে না। তারপর বাজেটের দিন বক্তৃতা প্রসংগে প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন যে আমাদের ৫ বছরে ৫০ কোটি টাকা দরকার, তবে আগে হিসেব ছিল যারা পার্শিয়ালী রিহ্যাবিলিটেটেড হয়েছে তাদের ফুল্‌লী রিহ্যাবিলিটেট্‌ করবার জন্য ৬০ কোটি টাকা দরকার। অবশ্য তিনি যে এখন সমস্ত জিনিস উড়িয়ে দিয়ে কম করে ৫০ কোটি টাকা ধরছেন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই কেন না উনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন, কিন্তু টাকার অংক কম করে এই যে উনি বলে দিলেন পার্শিয়ালী রিহ্যাবিলিটেটেড এতে আমাদের আপত্তি আছে কারণ বাংলাদেশে এখনও এই সমস্যার সমাধান হয়নি। কিন্তু যদি কোন কেন্দ্রীয় মিনিষ্টার এটা পড়েন তাহলে তিনি কি বুঝবেন? তিনি তো এটাই বুঝবেন যে কিছু বাকী আছে তা আমরা দিয়ে দেব। অথচ আপনি বলছেন ৫০/৬০ কোটি টাকার দরকার— অর্থাৎ তাহলে তো দেখছি যে ছিটেফোঁটা নয়, বরং আপনি বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে যাচ্ছেন। তারপর দণ্ডকারণ্যের ব্যাপারে আমি যাব না কারণ এটা তার মধ্যে আসে না। কিন্তু এটা কেন বলা হোল—অর্থাৎ cultivable land for agricultural refugees? এটা যখন এর মধ্যে আসে না তখন এটা না বললেই পারতেন। তবে এটা দেখলে মনে হবে যেন দুটো জিনিস আছে— অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার কিছু জমি উদ্ধার করে বাস্তুহারাদের দেবার জন্য দেবে। যা হোক্‌, যেভাবে সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে তাতে আমাদের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া হয়েছে কাজেই আমরা এটা মানতে পারি না। কিন্তু আমার একটা ব্যাপারে খুবই আশ্চর্য লাগছে যে, যখন অনেক কাজ বাকী পড়ে রয়েছে তখন রিফিউজীদের ব্যাপারে এই ডিপার্টমেণ্টটা থাক আমাদের এই প্রস্তাবটা কেন মেনে নিতে পারলেন না? তারপর আমি আগেই বলেছি যে, বিহার এবং উড়িষ্যার সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবং ডিপার্টমেণ্ট বন্ধ হওয়ার আগেই এখন সরকার বলতে আরম্ভ করেছেন আমরা রিফিউজীদের সম্বন্ধে কিছু জানি না, আমাদের বাজেটে সাধারণ যে খরচ তা থেকে আমরা কিছু দিতে পারব না, কেন্দ্র থেকে আলাদা যদি কিছু গ্রাণ্ট থাকত, তাহলে কিছু দিতে পারতাম এতদিন যা দিয়েছেন। আমি একটা পুরাণো প্রস্তাবের কথা মনে করিয়ে দিই— ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল শ্রীআনন্দ গোপাল মুখার্জীর নামে সংশোধন করে যে প্রস্তাব আপনারা এখানে গ্রহণ করেছিলেন তাতে লেখা আছে।

'That the Rehabilitation Ministry should not be closed down in 1961 as reported until the arrangements for complete rehabilitation of refugees in Dandakaranya and other places are made more effective.' এই হচ্ছে ১ নম্বর। তারপর ৪ নম্বর হচ্ছে 'That adequate fund should be allocated by the Government of India in the Third Five-Year Plan for the general development of the State economy with the particular object of the economic integration of displaced persons in the State.'

[9-10—9-20 a.m.]

অথচ এই ৪ নম্বরটা হয়নি। General Third Five Year Plan বেশী বেশী টাকা দেবেন এর একটা প্রতিশ্রুতি আছে কিন্তু কত দেবেন কিছু নেই। মুখ্যমন্ত্রী বাজেট স্পীচে বলেছেন যে আমরা যেরকম যেরকম স্কীম দেব প্ল্যানিং কমিশান বলেছেন সেইভাবে আমাদের টাকা দেবেন। আমরা জানি না কত টাকা দেবেন—লিমিট কোথায়? আনলিমিটেড টাকা তো দেবেন না। এটা হলে প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নেই। এপ্রিল মাসে কংগ্রেস পক্ষের একজন সদস্যের নামে প্রস্তাবটা সংশোধন করে পাশ করিয়ে নেবার পর ২৩শে জুন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এবং অশোক সেনের সংগে দেখা করবার পর পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা বেরুল ১২ থেকে ১৫ মাসের মধ্যে বাস্তুহারাদের সমস্ত কাজ প্রায় শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা ডিপার্টমেণ্ট উঠিয়ে দেব। আপনারা এপ্রিল মাসে এক রকম বলছেন, জুন মাসে প্রাইম মিনিষ্টার আর এক রকম বলছেন। তাহলে এর অর্থ কি হ'ল? সরকারের কাছে আমাদের কথার মূল্য নেই কিন্তু আপনাদের নিজস্ব কথা—শ্রীআনন্দ গোপাল মুখার্জীর নামে যে প্রস্তাব এনে এখানে পাশ করলেন তারও কোন মূল্য নেই। সুতরাং আমরা বুঝছি যে এইভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করে য়্যাসেম্বলী ফ্লোরে কোন কথা বলা এগুলি হচ্ছে ১০ জন লোকে যখন বলছে তখন তাদের ভাঁওতা দেবার জন্য যা বলবার বলে দাও, তারপর আমরা যা করবার দিল্লীতে গিয়ে নতুনভাবে করব। এ ছাড়া অন্য কি ইণ্টারপ্রিটেসান দিতে পারি? এই হচ্ছে আমাদের অসুবিধা। আমরা যদি নানারকম কথা বলি, এটাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে উনি বলবেন অনর্থক আমাকে ক্রিটিসাইজ করা হচ্ছে, গালাগালি দেওয়া হচ্ছে। আমি বলব এটা ফ্যাক্টস্। তারপর এমনভাবে ইমপ্রেসান ক্রিয়েট করা হয়েছে—শ্রীখান্না আমাদের নানারকম প্রশ্নের ফলে শ্রীসমর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে চিঠি লিখেছেন যে আমাদের বাস্তুহারাদের সম্পর্কে যে কাজ সেগুলি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং this process has already started and is expected to be completed within about a year. ২৯শে আগষ্ট এই কথা তিনি বলেছেন। সেজন্য সমস্ত জিনিসটা ওদের দিকে যাচ্ছে যে কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে ১০।১২ বছরের মধ্যে একথা উনি লিখছেন ডিপার্টমেণ্ট এখন বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু ডিপার্টমেণ্ট বন্ধ করলে কি করে বাস্তুহারাদের টাকা দেবেন? কেননা পুনর্বাসনের কাজ এখনও হচ্ছে না—উড়িষ্যায় হচ্ছেনা, বিহারে হচ্ছে না, অন্যান্য জায়গায় হচ্ছে না।

এবং দণ্ডকারণ্যের কাজ সুরু হয়েছে বলেছেন—তাহলে কে সেটা দেখবে? সেই অথোরিটি যেটা কেন্দ্র থেকে হয়েছে তারা দেখবে না, কেন্দ্রের মিনিষ্টার থাকবে না, দেখবে না, টাকা বরাদ্দ হবে না এবং কিছুদিন পর দেখবেন দণ্ডকারণ্যের কথা আমরা ভুলে যাবো। যা যা হয়েছে, হয়েছে এর বেশী কিছু করা যাবে না যদি মিনিষ্ট্রি উঠে যায়, ডিপার্টমেণ্ট যদি না থাকে। কেবল এই হবে বাস্তুহারাদের শিক্ষাখাতে কিছু দিয়ে দাও, মেডিকেল খাতে কিছু দিয়ে দাও। আলাদা করে জিনিষটা রাখছেন না যার ফলে এটা দাঁড়াবে যেটা আগের দিন বলেছিলাম—আমাদের প্রস্তাব যদি

না মানেন তাহলে কোন টাকাই পাবেন না, বাস্তুহারাদের জন্য কোন খরচ হবে না। শংকরদাসবাবু বল্লেন এইমাত্র বক্তৃতা দেবার সময় আমি এখানে যা বলছি, আপনাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সেই প্রতিশ্রুতি আশা করি মন্ত্রী মহাশয়রা যখন বক্তৃতা দেবেন তখন সেটা তাঁরা অনুমোদন করবেন কিন্তু এর কি মূল্য আছে? ধরুন—এক্ষুনি দাঁড়িয়ে আমি জানি ওঁরা শ্রীশংকরদাস ব্যানার্জী যা বলেছেন সেটাকে অনুমোদন করবেন—ঠিক আছে, আমরা করবো কিন্তু প্রস্তাবের যদি কোন মূল্য না থাকে, প্লেজড কথায় যদি কোন মূল্য না থাকে তাহলে এরই বা কি মূল্য থাকবে? এটা ত এ পার্টির, সে পার্টির কোন ব্যাপার আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা এখানে টাকা চাচ্ছি, ডিপার্টমেণ্ট রাখতে বলছি—এতে অসুবিধা কি? যেটা য়্যামেণ্ডমেণ্টে বলা হয়েছিল, খুব ভাল কথা বলা হয়েছিল। শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জীর যে য়্যামেণ্ডমেণ্ট থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান করতে গিয়ে যখন টাকা ধার্য করবেন তখন এটা মনে রেখে যেন টাকা ধার্য করেন। সেজন্য আমরা আবার প্রস্তাব দিয়েছি, প্রস্তাব মুভ করেছি। কাজেই আমার কথা হচ্ছে যদিও এতে কোন পার্টির ব্যাপার নেই—জানি না কাকে জব্দ করার জন্য এটা য়্যামেণ্ড করতে হল, কেন এভাবে জিনিষটাকে করলেন। আমরা যদি ৫০।৮০ কোটি টাকা চাই তাতে কেন এক হবেন না, ডিপার্টমেণ্ট যদি রাখতে চাই তাতে কেন এক হবেন না? যাহোক, আমি আর এ নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না, কারণ এসব কথার যে কোন মূল্য নেই—সেসব দলিলপত্র আমি দেখিয়ে দিলাম। কাজেই আমাকে বলবেন না যে অনর্থক কড়া কথা বলেছি। এটা দেখছি তাঁরা কোনরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পণ্ডিত নেহেরুর কাছে। প্ল্যানিং কমিশনের কাছে—এই ডিপার্টমেণ্ট উঠানোর ব্যাপারে নানারকম উজ্জল চিত্র তুলে ধরেছেন যে বাস্তুহারা সমস্যার আমরা সমাধান করে দিয়েছি। তা' না হলে বোধ করি তাঁদের বদনাম হচ্ছে। এইসব ফাঁকিঝুকি করতে গিয়ে তাঁরা বাস্তুহারাদের ভোগাবেন এবং পশ্চিমবাংলায় অর্থনীতিতে বিপর্যয় ঘটাবেন। এতগুলো মানুষ এদের রাস্তার ভবঘুরে করবেন, সেই পথেই চলেছেন। এই পার্শিয়ালী রিহ্যাবিলিটেটেড যারা, যাদের জন্য ৬০ কোটি টাকা খরচ না করলে কিছু হবে না বল্লেন তাদের জন্য খরচ করতে পারবেন না। কাজেই আমরা দেখছি যে পরবর্তী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কোনরকম উপকার হতে পারে না, বরং অপকারই হবে এটাই আমরা মনে করি। আমি আশা করি এখনও যখন সময় আছে তখন আপনারা একটু ভেবেচিন্তে দেখুন। আর একটু সময় যদি চান তো নিন। ভেবেচিন্তে এইসব য়্যামেণ্ডমেণ্ট আমুন এবং আমাদের প্রস্তাবটা মানতে পারেন কিনা দেখুন।

Shri Deben Sen: মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে য়্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে এবং তার পক্ষে যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে আমি সেটা গ্রহণ করতে পারছি না। প্রথমতঃ দেখছি যে মূল প্রস্তাবের খালি হোয়ার য়্যাজ কথাটা রাখা হয়েছে, আর একটা এ কথা মূল প্রস্তাবের নেই। যদি একথা ধরে নিই যে কংগ্রেসপক্ষ রেফিউজীদের সম্বন্ধে কিছু করবার জন্য খুব ব্যস্ত—তাহলে পর একটা অরিজিনাল প্রস্তাব কংগ্রেসপক্ষ থেকে বা শ্রীশংকরদাস ব্যানার্জী মহাশয় আনলেন না কেন? তিনি যে য়্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন তার উদ্দেশ্য আমাদের মূল প্রস্তাবটাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে এবং কিভাবে দেওয়া হয়েছে দেখুন। মূল প্রস্তাবের অপারেটিভ পোরসানে দুটো কথা আছে। একটা কথা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যেন তাঁদের বিভাগ এখান থেকে তুলে না নেন—এটা রাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে কিছু নয় বরঞ্চ এটা রাষ্ট্র সরকারের পক্ষেই আমরা ওকালতী করেছি যে যদি তুলে দেওয়া হয়—তাহলে আমাদের পশ্চিমবংগ সরকারের এত টাকা নেই যে তাঁরা রেফিউজীদের জন্য একাজ করতে পারেন।

[9-20—9-30 a.m.]

সুতরাং সেই যে আমাদের দাবী, তার কোন উল্লেখ এই amendmentএর মধ্যে নেই। Amendmentএর যে operative portion আছে, operative portionএর মধ্যে আছে—

This Assembly urges upon the Government both in the centre and in State to continue taking all steps for early rehabilitation of the refugees.

Where? শঙ্করদাস ব্যানার্জী মহাশয় তা উল্লেখ করেন নাই। তিনি উল্লেখ করেছেন দণ্ডকারণ্যে খুব কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। তাহলে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য দণ্ডকারণ্যে Rehabilitation করা হবে একথা বলা হচ্ছে। আমাদের বক্তব্য ছিল দণ্ডকারণ্যে কবে কি হবে জানি না; তবে দণ্ডকারণ্যে লোক পাঠাবার আমরা বিরুদ্ধে নয়। দণ্ডকারণ্যে বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত এখানে যারা রিফিউজী রয়েছে তাদের যেন রাস্তায় ফেলে না দেওয়া হয়। এই amendmentএ তাদের রাস্তায় ফেলে দেবার বিরুদ্ধে কোন কথা নাই। শুধু তা নয়, আর একটা প্রস্তাব শঙ্করদাস ব্যানার্জী মহাশয়—টাউনশিপ সম্বন্ধে এনেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে—whereas in Calcutta refugee lives are becoming impossible.

সুতরাং রিফিউজীদের সম্বন্ধে তাঁদের যে মনোভাব সেই প্রস্তাবে ফুটে উঠেছে, তিনি slums সম্বন্ধে বলেছেন—slums উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা বলেছেন congestion দূর করা উচিত। রিফিউজীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—Life is becoming impossible.

যাদের জন্য life impossible মনে করছেন, তাদের জন্য একটা amendment দ্বারা তাঁরা সব করবেন, এই assurance আমরা মানতে চাই না। তিনি assurance দেওয়ারই বা কে? এ assurance মুখ্যমন্ত্রী তো দিচ্ছেন না!

আমাদের আর একটা দাবী— কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের ডিপার্টমেণ্ট যেন তুলে না দেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর দাবী ছিল—তোমরা সব ক্যাম্প বন্ধ করে দিচ্ছ ও ডোল বন্ধ করে দিচ্ছ, বায়নানামা বন্ধ করে দিচ্ছ। তারা তো দণ্ডকারণ্যে চলে যায়নি। এবং চলে গিয়ে যারা আছে, তাদের কি অবস্থা হচ্ছে—তারও বর্ণনা দেন নাই। একেবারে ফাঁকি amendment। সুতরাং সেই ফাঁকি মেজরিটীর জোরে আপনারা পাস করিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু আমরা অসহায়! এই amendment কে আমরা বাস্তবিকপক্ষে মেনে নিতে পারি না। আমি আশাকরি যে বক্তব্যগুলি এখানে রাখলাম, তার জবাব দেবেন এবং রিফিউজীদের বাঁচাবার জন্য অগ্রণী হবেন এবং চেষ্টা করবেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I rise at the early stage in order to contradict certain statements which my friend Shri Jyoti Basu has made. He suggested—insinuated—that we must have given an undertaking to the Central Government—we must have told them that we have finished the rehabilitation problem and there is nothing more to be done and we can close down the camps and we must have also given some undertaking to the Planning Commission that the rehabilitation problem has practically been solved. Sir, if that be so what is the significance of the very first paragraph of Shri Sankardas Banerjee's amendment "Whereas the problem of re-settlement and rehabilitation of East Pakistan refugees has remained only partially solved". Does not

that language convey more than what is contained in the original resolution moved by Shri Jyoti Basu ? Does it not say that so far as this Government is concerned we feel that the settlement and re-settlement and rehabilitation of East Pakistan refugees has not been completed ? We have said before and Profulla Babu will give you details that we need at least Rs. 65 crores on the basis of such information that we got then. It may be that the figures given now and the figures given three months later may not agree—may be different for the simple reason that there may be more refugees later on, for that reason there should not be any doubt about the veracity of the figures given at the moment.

Now, I come to the second question that has been raised, viz. why do we not accept the resolution that has been placed before the House ? Sir, I will tell you exactly how I look at it. The first paragraph of the resolution says : "Whereas there are 22,000 refugee families from East Pakistan who are still now in camps of West Bengal awaiting rehabilitation and their rehabilitation is being delayed by imposition of various restrictions by the West Bengal Government", etc. Sir, we challange that statement. I say that it is not correct—neither is the number given of the refugees correct nor the suggestion that restrictions are being placed by the West Bengal Government. Naturally, we cannot accept the resolution which is not based upon facts.

Then the second paragraph says : "Whereas a large number of families who have been thrown out of camps without being rehabilitated thus lowering down the figures of camp population", etc. Here the suggestion is that we drive the refugees out of camps in order to lower the camp population. Do you mean to say that we can accept this proposition with any amount of self-respect ?

Then, in another paragraph it has been said : "Whereas the bulk of the problem of regularisation of squatters' colonies and the problem of large number of squartters in private houses are still lying not only unresolved but most of them are facing eviction through realisation of compensation under orders from Court." Sir, the two groups have been jumbled together. Squatters' colonies belong to one group, viz. people who have come from East Pakistan and occupied houses belonging to the people of West Bengal. Now, those who are squartters in private houses belong to a different group altogether. They belong to that group of people who have occupied houses belonging to either Muslims or Hindus—persons who have not gone away from India to Pakistan but whose houses having been left vacant, the refugees have come to occupy them. You will notice that this group is covered by a separate Act of this Legislature and what did the opposition do at the time when the Eviction of Persons Bill was being discussed in the Assembly ? It was the Opposition who wanted and decided that no person shall be evicted from a particular house unless the Government is able to provide alternative accommodation to such a squatter near about that place. Now, as regards squatters outside Calcutta and 24-Parganas, there are about 12,000 or 13 000 of them—I am speaking from memory—and most of them have been settled. But, as regards squatters in Calcutta, the difficulty is that supposing a man has squatted in your house and he has got some employment somewhere nearby. Now, according to your Act—and not according to the Government's wishes—although the competent authority thinks that this man

should remove from that placc and this man should pay compensation—this payment of compensation is again the Legistature's doing, I did not do it—according to your Act, the squatter can remain there but he must pay compensation, but he cannot be removed from there until the Government is able to find alternative accommodation for him. I confess that we have failed to find alternative accomodation for many of these squatters—a large number of them could not be given land near the place where they had squatter and near which they have got employment.

Now, Sir, if the Opposition want to pass a resolution blaming the Government and putting a wrong complexion on the whole issue and they ask me to accept the resolution, I am sorry I cannot oblige them.

Then in another paragraph of the resolution, it has been said : ',Whereas many of the refugees sent for rehabilitation in other States have not found proper rehabilitation." Sir, where is the evidence ? They have got no evidence except the dame rumour. As far as I know, there have been a few persons who have come away from other States because they were not satisfied with the condition of affairs in those States. But there are a very large number of refugees who have settled either in Bihar or U. P. or Saurashtra and so on—they have also gone to Andamans. So, why should they say that those who were sent for rehabilitation to other States have not been rehabilitated ? I met some people who have eome from Andamans. They are very satisfied and they want more people to go there.

Then, in another paragraph, it has been said "This Assembly expresses its deep concern at the decision of closing the Rehabilitation Ministry and Rehabilitation Departments in States within 12 to 15 months..." etc.

[9-30—9-40 a.m]

It is true that during the discussion on Dandakaranya Project with the Prime Minister at which the Minister of Relief and Rehabilitation was present the suggestion made was that instead of the Relief and Rehabilitation Department and the Ministry controlling the affairs of Dandakaranya, there should be a separate individual preferably a Bengali who can control the affairs—as Chairman of the Dandakaranya Development Authority. It was suggested to the Prime Minister that the Relief and Rehabilitation Ministry need not function in that area except for a certain period during the taking over. After that whatever work is left over might be taken over by some other Department. He never said—to my knowledge—that the Relief and Rehabilitation work has been over. As a matter of fact, since then more than three or four crores of rupees have been spent in getting various machinery and equipment for the Dandakaranya Project Does that indicate that the thing is over ? I do not think so. If I know anything of what was stated by the Prime Minister on that occasion, he said that this matter is to go on for some years because rehabilitation of a large number of people cannot be completed within a certain fixed period. As a matter of fact, our experience and the experience of the world with regard to rehabilitation of refugees in other parts of the world show thht it takes years before you consider the thing to be over.

Then he says, "This Assembly also resolves that the West Bengal Government should withdraw all restrictions in the way of rehabilitation of camp refugees through biananama". My friend Shri Prafulla Chandra Sen will give the answer as to whether that restriction has been imposed or not.

So this resolution—although the ultimate object might have been to safeguard the interests of the Relief and Rehabilitation Department and to continue their operation for some time to come—is couched in such language that it cannot be accepted. On the other hand, if you see the amendment of Shri Sankardas Bandopadhyay—it begins by saying that we think that the problem of re-settlement has remained only partially solved, and part of the method of solution of the problem is the opening up of the Dandakaranya project as also the regularisation of the squatters' colonies. My friend Shri Jyoti Basu is perfectly correct in saying that about 80 percent. of the squatters' colonies have been regularised. They have not been developed and a scheme for development and expenditure for development of those colonies has been placed before the Central Ministry for their acceptance and, I believe, they will accept it. So the position is that the squatters have gone to a particular area ; they have built their cottages etc. without reference as to whether or not the area is suitable for proper water-supply, whether there is any communication and roads, whether the level of the area is such that these things could be continued for any length of time. I believe a certain number have been developed—I think it is 16 or 17. The number of regularised colonies for which development projects have been undertaken is not very large but we are pursuing the matter ; we have not given it up, nor do we think that the squatters' colonies have been properly developed although they have been regularised. Therefore, we suggest that a resolution be put in which will indicate to the Government of India—which will indicate to the Central Ministry—that we do not think that the problem is over ; that we have started the Dandakaranya project ; and that although you have given us payment for squatter' colonies they are not yet completed because the development has not taken place In this connection, I may be pardoned if I take the time of the House a little longer Altogether up till now in the shape of relief and rehabilitation grant and rehabilitation loans the money that has been spent is about 124 crores but due to various causes that money has not shown the result that one would expect.

What we have been able to do is that we have been able up till now to train 39,983 refugees in various ways of which 25,354 are women and I would like to convey to Shrimati Manikuntala Sen that 14,629 women have been trained in different types of vocational training, i.e. weaving, tailoring, book-binding, furniture and mat-making, silk spinning and polytechnics of different types and so on. Now we have got a corps of trained men and women who could be utilised even in Bengal for the purpose of developing our industry. Sir, I am not one of those who believe that every man who has come over from East Pakistan is an agriculturist and everyone should be rehabilitated as an agriculturist I am beginning to think that the quantum of land in Bengal is such that an average cultivator of West Bengal has not got more than two to three bighas of land. However you develop it and however you have seeds and manure and water, etc. to develop it, it will not give any yield which can rehabilitate a family of five. By rehabilitation I mean that the per capita income should be

Rs. 25/- per head. Now if you have three bighas of land and if you have thirty maunds of paddy which raise Rs. 300/-, Rs. 150/- goes for cultivation and Rs. 150/- only is left over for a family of five for the whole year. I do not think we can consider this situtiou with any complacency. Therefore, we have got to develop our Industries. My friend, Shri Jyoti Basu, thinks that it is wrong. But I believe that it would be a good thing if you can integrate the trained men, specially from among the refugee men and women, to different types of industries that we develop. Sir, you can easily imagine the way in which the jute cultivation in Bengal has developed for the last ten years It has developed from six lakh bales to nearly 23 lakh bales. How has that happened ? If it is left merely to the West Bengal people, they might not have developed the jute cultivation in that fashion, because they do not know the method. It is only the refugees who helped us in developing the jute in this State. Similarly, Sir, we are now practically finalising a scheme for development of various crops apart from the paddy crop. When they are properly developed, they will change the economic character of this State. There are three crops that I am thinking of and I may share my thoughts with my friends here although there may be some who may or may not agree. One is the *Ramie* crop. We have no cotton grown in this State but *Ramie* has been shown to be such product which can be utilised for various forms of manufacturing textiles.

[9-40—9-50 a.m.]

If you could just imagine, the Ramie fibre is so strong that it can be mixed up with jute or mixed up with cotton ; we may have bags made of Ramie fibre which would be ten times stronger than jute bags and we may have shirts made of cotton and Ramie which would last about fifteen years. Therefore, that is one of the things which can be developed and which we are developing. We have grown Ramie in about 1200 or 1300 acres of land in North Bengal. Similarly, there is the question of development of Sisal plantation. I went to see sisal plantation the other day and I was surprised to find that there are not merely about 1200 acres full of sisal plantation but there are two hundred local people who are working there and earning an income of Rs. 1/8/- to Rs. 2/- on an average per day for taking away the pulp of the sisal and bringing out the fibre. It has not been perfected yet—the method of separating the fibre from the pulp has not been done correctly. But I am told by experts that the pulp itself contains a large quantity of a substance which might serve as a manure. It is grown in the **danga** area in the Birbhum district where till recently there has been practically no vegetation worth the name. In fact the District Officer told me a very interesting thing that till about two years back he had to give the people there grant of relief in the form of test relief but for the last two years he did not have to give it because the people are earning themselves through sisal cultivation. Similarly, there is a particular vegetation which is called Muthro from which we get **Sitalpati**. That particular trade is almost getting defunct because the cultivation of Muthro is not being properly done. We have now more or less finalised the scheme for developing Muthro. Similarly, with regard to sugar it is possible that we have spent a large sum of money for developing sugarcane. But even if we do not get sugar produced from sugarcane through big miles, we can have smaller mills

which might utilise the local Khandsari Gur and make it into sugar. I am mentioning these things for this reason that apart from the question of man's utilising the land for the purpose of growing paddy there are still various other ways in which we can utilise the tecnical knowledge and the training which these people have got in order to develop the industries in Bengal. But what I am saying is that at this stage it is not perhaps proper to categorise the different types of methods in which such employment can be given. Therefore this amendment is a bold statement indicating two things, namely, first, that the relief and rehabilitation work is not complete and the Government of India should know that it is not complete and secondly, that the Government of India be asked to continue all steps for early rehabilitation of the refugees. I feel that the object of the original resolution and the amendment is ultimately the same, namely, to see that the scheme for relief and rehabilitation of refugees is not stopped at any stage and that relief and rehabilitation operations should be continued in Bengal or in other States or in Dandakaranya which I prefer to keep open for the time being. But I feel that by this particular resolution that has been placed by Shri Jyoti Basu, he cannot ask us to discredit ourselves. It is not possible because it is not based on truth. I therefore support the amendment of Shri Banerjee and oppose the original resolution.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : মাঃ স্পীকার মহাশয়, মাঃ মুখ্যমন্ত্রী খুব বিশদভাবে জ্যোতিবাবুর প্রস্তাব এবং শঙ্করদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সংশোধনীর উপর বলেছেন। আমি দু'-একটা কথা আপনার গোচরে আনতে চাই। প্রথমে জ্যোতিবাবু বল্লেন, আপনারা বলেছিলেন ৬০ কোটি টাকা লাগবে যারা আংশিক পুনর্বাসন পেয়েছেন তাঁদের পুরো পুনর্বসতির জন্য। ৬০ কোটি নয়, সেদিন আমি বলেছিলাম ৫৫ কোটি ৬০ কোটি নয়। সেদিন আমি যে হিসাব দিয়েছিলাম, তা এখানে circulate করা হয়েছে, মাননীয় সদস্যরা সেটা পেয়েছেন। যেদিন আমি এ সম্পর্কে বরাদ্দের দাবী তুলি সেদিন জ্যোতিবাবু নিজেই একটা হিসাব করেছিলেন ৭৩ কোটি টাকা, আমি correct করে দিয়েছিলাম ৫৫ কোটি নয় ৫০ কোটি। কাজে কাজেই আমাদের যে সমস্ত কাজ অসমাপ্ত আছে—এটা সত্যি যে, regularisation হলেই বা অর্পণপত্র দিলে পরই squatters colony বা অন্য কলোনীর কাজ হয়ে গেল তা আমিও মনে করি না। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাদের কোন মতপার্থক্য নেই। সেদিন আমি বলেছিলাম টালিগঞ্জ এলেকায় যে সমস্ত squatters colony আছে তাদের সুব্যবস্থা ও developmentএর জন্য ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা চাই। এ নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছি—তাঁরা বলেছেন ২ কোটি টাকা তাঁরা নিশ্চয়ই দেবেন, বাকী টাকার মধ্যে অর্ধেক কর্পোরেশন, অর্ধেক পশ্চিমবাংলা সরকার দেবেন। Squatters colonyর development আমরা করব, এই মন্ত্রীমণ্ডলী থাকতেই হোক, আর অন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর মারফতেই হোক। একটা কথা আমি বলতে চাই যে, আমরা কোন restriction করিনি একটিমাত্র ছাড়া, যেখানে আমরা মনে করব পুনর্বাসন সুষ্ঠু হবে না, বায়নানামা আমরা দেব না। নদীয়া জেলার ১০জন এই আইনসভার সদস্যের মধ্যে ৯ জনই আমাদের কাছে বারবার বলেছেন, মাঃ মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বলেছেন আমাদের নদীয়া জেলায় লোক পাঠাবেন না। কাজেকাজেই বিশেষ কারণ না থাকলে আমরা বায়নানামা স্বীকার করে নেব না। সেদিন আমি আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম ২ হাজার ৮৮০ পরিবারকে আমরা বায়নানামা করে পুনর্বাসন দিয়েছি এই current yearএ। পশ্চিমবাংলায় এ পর্যন্ত ৩৪ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী ভাইবোন এসেছেন, তার মধ্যে আসামে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার বিহারে ৬৭ হাজার, উত্তরপ্রদেশে ১৬ হাজার, উড়িষ্যায় ১২ হাজার, মধ্যপ্রদেশে ১ হাজার, আন্দামানে ৪ হাজার। আন্দামান থেকে একটি লোকও desert করেনি, কেউ ফেরৎ আসেনি, উড়িষ্যা ও বিহার

থেকে কিছু desertion হয়েছে, সম্প্রতি একটিও হয়নি, উত্তরপ্রদেশ থেকে একটিও হয়নি, রাজস্থান থেকেও কিছু হয়েছে, ত্রিপুরায় হয়েছে বলে আমি শুনিনি, আসাম থেকে সাম্প্রতিক গণ্ডগোলের জন্য কিছু কিছু হয়েছিল, এখন তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন। Desertion অন্য প্রদেশ থেকে বেশী হয়েছে তা নয়, আমাদের বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা থেকেও হয়েছে—অর্থাৎ যেখানে নিকৃষ্ট জমি সেখানে তাদের পুনর্বাসন হচ্ছে না, সেখান থেকে তারা চলে আসছে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে যারা আছে তাদের মধ্যে অনেকেই সেসব জায়গা থেকে এসেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় আমরা অনেককে পুনর্বাসন দিয়েছিলাম, সেখানে জলাজমি হওয়ার দরুণ তারা চলে আসতে বাধ্য হয়েছে।

[9-50—10 a.m.]

কাজেই আমরা restriction নিশ্চয় দেব। নদে জেলায় ৭ লক্ষ অধিবাসী ছিল, আজ সেখানে ৭ লক্ষ রিফ্যুজি গেছে। সুতরাং এই অবস্থায় কোন চিন্তাশীল লোক একথা বলবেন না যে সেখানে আরও লোক পাঠান। সেখানে আরও বেশী লোক পাঠালে সেখানকার লোকের অসুবিধা হবে। আর একটা কথা অনেকে বলেছেন যে আমাদের রিফ্যুজি রিহ্যাবিলিটেশান মিনিষ্ট্রি রাখতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের যে শিক্ষালয় রিফ্যুজির অধীনে আছে সেগুলোকে আমরা এডুকেশান ডাইরেক্টোরেট-এ দিয়ে দেব। আমরা দেখলাম যে আমাদের পশ্চিম বাংলায় রিফ্যুজি ডিপার্টমেণ্ট থেকে ১৩ হাজার ৮০০ প্রাইমারী স্কুল আমরা করেছি এবং ২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়ছে। মাননীয় জ্যোতিবাবু কি মনে করেন এই যে ২ লক্ষ রিফ্যুজি ছাত্রছাত্রী পড়ছে এবং ১৩ হাজার প্রাইমারী স্কুল যে আছে সেসব আমাদের এডুকেশান ডাইরেক্টোরেট কাজ আর একটা ডুপ্লিকেট এডুকেশান ডাইরেক্টোরেট রিফ্যুজি ডিপার্টমেণ্ট থেকে হবে? আমি বলি যে সেটা হতে পারে না। মাননীয় সদস্যদের আমি একথা বলে দিচ্ছি যে বোধহয় আগামী বছর থেকে প্রাইমারী স্কুলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক পয়সাও দিবেন না। আমাদের এই মিনিষ্ট্রি থেকে বা এডুকেশন মিনিষ্ট্রি থেকে ক্যাম্পে এখন ১১২টা প্রাইমারী স্কুলে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়ছে। ক্যাম্পে যতগুলো প্রয়োজন আমরা অত দিচ্ছি না। এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট আমাদের ইওান্ট্রি......।

Shri Subodh Banerjee : প্রাইমারী এডুকেশান আপনাদের 3rd 5-Year Planএ free প্রাইমারী করে দিচ্ছেন না। কিন্তু what about Secondary Education ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : আমাদের এই বিভাগ থেকে সেকেণ্ডারী স্কুলস্ করা হয়েছে ৩৩৬টা, আর ২১টা কলেজ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য কি বলতে চান যে আমাদের আর একটা এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট খুলতে হবে রিফ্যুজি রিহ্যাবিলিটেশান মিনিষ্ট্রির আণ্ডারে ?

Shri Subodh Banerjee : সেণ্টার টাকা দেবেন কিনা ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : এডুকেশানের বিষয়ে তাঁরা প্রথম থেকে বলেছেন যে আমরা একটা phased help দেব—1st year 100 percent.; 2nd yearএ 75 percent. and 3rd yearএ 50 percent. আমরা এত স্কুল-কলেজ করব বলে যখন বলি তখন ওঁরা বলেন—These men should belong to yours State. Why should we

give it from outside ? তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে হয়ত কিছু পেতে পারি, কিন্তু this is the scheme that we have taken up.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : ইণ্ডাষ্ট্রি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলব যে refugee businessmen, rehabilitation finance administration বলে আমাদের একটা বোর্ড ছিল এবং তার থেকে ব্যবসা করার জন্য আমরা লোককে ৮৯ টাকা দিয়েছি। আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি ফলো-আপ করার মত তেমন কোন মেসিনারী নেই। মাননীয় সদস্যরা এটা জানেন যে Rehabilitation Industries Corporation বলে একটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান ছিল। কেন্দ্র থেকে রিফ্যুজি ব্যবসায়ীদের ইণ্ডাষ্ট্রিতে সাহায্য করবার জন্য ২ কোটি টাকার উপরে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টে এমন কোন কিছু নেই যাতে সেগুলো আমরা call-up করতে পারি। তাঁরা ৫ কোটি টাকা দিয়েছেন, আমাদের রিহ্যাবিলিটেশান মিনিষ্ট্রি আরও ৫ কোটি টাকা রেখে দিয়েছেন। এই ১০ কোটি টাকা কাকে দেওয়া হবে, না হবে সেসব যাঁরা ভাল ইণ্ডাষ্ট্রি বোঝেন তাঁরাই দেখবেন, তবে আমাদের বিভাগ থেকে একজন লোক সেই বোর্ডে আছেন। এ সবই আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডারে। এই সমস্ত কাজ রিহ্যাবিলিটেশান মিনিষ্ট্রির মাধ্যমে কখনও করা সম্ভব নয়। অসমাপ্ত যা আছে সে সমস্ত কাজ করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা চাচ্ছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাজীও হয়েছেন। তাঁরা কত টাকা দেবেন সেটা আমরা ২।৩ মাসের মধ্যে ফাইন্যাল করতে পারব। সেগুলি স্কোয়াটার্স কলোনী সম্পর্কে হোক, আর যে সমস্ত হিন্দু মুসলমানের বাড়ী দখল করেছেন তার সম্পর্কে হোক—এর কাজ শেষ হবে। কাজেই আমরা কোন restriction করিনি। আমরা পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা করব বিভিন্ন বিভাগে যা যা নিয়মিত কাজ করবার ক্ষমতা আছে তাদের হাতে দিয়ে। কলোনী ডেভালাপমেণ্ট এবং ক্যাম্পের হোমস আমরা দিতে চাচ্ছি এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টকে। কাজেই এই সমস্ত হোমস-এর কাজ যতদিন শেষ না হবে, নিশ্চয় আমরা অন্য মিনিষ্ট্রির হাতে সে ভার আমরা দিয়ে দেব।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আন্দামানে যেমন যেমন জমি রিক্লেম করছে আমাদেরও তেমন তেমন খবর পাঠাচ্ছে এবং আমরাও সেইভাবে লোক পাঠাচ্ছি। তবে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এ প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই যে, আন্দামানে লোক পাঠাবার ব্যাপারটা কোনদিনই আমাদের হাতে নয়—সেটা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের হোম মিনিষ্ট্রির আণ্ডারে। তবে সেখানে কাজ করতে গিয়ে আমরা মনে করি যে হোম মিনিষ্ট্রি আছে বলে আমাদের অনেক সুবিধা হচ্ছে। যা হোক, আমরা কোন কাজ অসমাপ্ত রাখব না—সব কাজ শেষ করব। সুতরাং মাননীয় সদস্য শঙ্করদাস ব্যানার্জী মহাশয় যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করে এবং জ্যোতিবাবুর মূল প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Jyoti Basu : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, আমি যা বুঝলাম তাতে দেখছি বক্তৃতা দিয়ে আর কোন লাভ নেই ; কারণ আপনাদের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট বা ইণ্ডাষ্ট্রিস্ ডিপার্টমেণ্ট বা অন্য কোন ডিপার্টমেণ্টের মারফৎ কাজ করান হবে কিনা সেটা এখন অবান্তর প্রশ্ন। তবে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল যে, যদি ঐ ইণ্ডাষ্ট্রিস্ ডিপার্টমেণ্ট থাকত তাহলে তাঁরা হয়ত কিছু কাজ বা কিছু টাকা পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত বাস্তুহারারা আছে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারতেন। যেমন ধরুন এবং আমরাও জানি যে এই ইণ্ডাষ্ট্রিস্ রিহ্যাবিলিটেসন স্কীম হোত না যদি না আপনারা বলতেন যে আমাদের বাস্তুহারা সমস্যা বলে একটা বিশেষ সমস্যা আছে। আবার ঠিক সেইরকমই আরও একটা জিনিষ হয়েছে—অর্থাৎ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যেমন ঐ বাস্তুহারাদের নাম করে অনেক বাস্ এবং ডবল ডেকার বাস্ কিনেছেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : কিন্তু তা'তে তো বহু লোক এমপ্লয়েড হয়েছে।

Shri Jyoti Basu : হ্যাঁ, তা' হয়েছে এবং সেইজন্যই তো বলছি যে, যদি ডিপার্টমেণ্ট থাকে তাহলে তাতে আপনাদেরই সুবিধা হবে এবং অপরপক্ষে যদি না থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আপনাদেরই বিপদে পড়তে হবে। যা হোক্‌, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে যাঁর সেল্‌ফ রেস্পেক্ট আছে সে কখনও আমাদের প্রস্তাব মানতে পারে না। কিন্তু এতে সেল্‌ফ রেস্পেক্ট কোথায় এসে লাগছে? এপ্রিল মাসে আপনারা কংগ্রেসপক্ষ থেকে প্রস্তাব এনে এখানে পাশ করালেন যে ডিপার্টমেণ্ট উঠিও না আর ওধারে জুন মাসে প্রাইম মিনিষ্টার আর এক রকম কথা বলে পরে একটা ষ্টেটমেণ্ট দিলেন যে ১৪/ ৫ মাসের মধ্যে উঠিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই এখানে সেল্‌ফ রেস্পেক্ট-এর প্রশ্ন য়্যারাইস্‌ করে না এবং আমরাও সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। তবে আবার এখন মার্চ মাসে যখন আর এক রকম কথা বলছেন তখন ঐ সেল্‌ফ রেস্পেক্ট-এর কথা না তোলাই ভাল এবং এ নিয়ে আমাদেরও কোন ঝগড়া নেই। তবে অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা বলছি যে, যা দেখেছি তাতে এই জিনিসটাই বুঝেছি যে, বাস্তুহারাদের সমস্যা যদি বড় করে দেখাতে না পারি তাহলে ওঁরা টাকা বরাদ্দ করবে না। যেমন ধরুন, আজ কেন মুখ্যমন্ত্রীকে ফাইনান্স কমিশনের কাছে একথা বলতে হচ্ছে যে, আমাদের কলেকসন বেসিসে টাকা দিচ্ছে না?

যা হোক্‌, তারপর কথা হোল এটা কি বাংলাদেশের সমস্যা? কে তাদের বাস্তুহারা করেছে? কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারকেই এই ভার নিতে হবে এবং সেটাই আমি বলেছি। তবে দেখুন, তর্ক করে যদিও কোন লাভ নেই কিন্তু আমার ধারণা সমস্ত জিনিসটা যেভাবে করলেন তা'তে আপনারাও যেমন বিপদে পড়বেন ঠিক তেমনি বাস্তুহারাদেরও বিপদে ফেলবেন।

তারপর আমি বলেছি যে, সেই ডিপার্টমেণ্টের দ্বারা ঐসব শীতলপাটি প্রভৃতি তৈরী করা হবে এবং সেইসব করবার জন্য আলাদা করে টাকা চেয়েছিলাম। তবে তার জন্য যখন আপনারা কোন স্কীম সাবমিট করতে পারেননি তখন আমাদের ভয় হয় যে, ডিপার্টমেণ্ট উঠে গেলে হয়ত তাঁরা বলবেন যে বাংলাদেশকে অনেক টাকা দিয়েছি কাজেই আর দেব না। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষের কাছে যদি এরকম একটা ডিপার্টমেণ্ট থাকত বা যদি তাঁরা বুঝত যে এরকম একটা সমস্যার জন্য এরকম একটা ডিপার্টমেণ্ট থেকে গেছে তাহলে এই টাকা দিতে তাঁদের হয়ত একটু কম অসুবিধা হোত। এই হচ্ছে আমাদের আশংকা।

The motion of Shri Sankardas Bandyopadhyay to substitute the original resolution of Shri Jyoti Basu was then put and a division was called.

[When the division bell ceased ringing]

[10—10-10 a.m.]

Shri Jyoti Basu : এটা কিসের উপর ভোট হবে? আপনি যেভাবে বললেন সেইভাবে ভোট হতে পারে না। আপনি বললেন as substituted—তার মানে কি ওঁরা আলাদা প্রস্তাব আনছেন? এই রকম তো হয় না। য়্যামেণ্ডমেণ্ট আসতে পারে কিন্তু আলাদা কোন প্রস্তাব আসতে পারে না। আপনি যেভাবে বললেন সেইভাবে ভোট নিতে পারেন না। এখন শুনছি ওটা

আমার কাছে নেই, whereas কথাটা কেটে দিয়েছেন। তাহলে আলাদা প্রস্তাব এটা out of order, এটা আসতে পারে না।

Mr. Speaker : I put it as an amendment. I will take 'Whereas' from the original resolution. য্যামেণ্ডমেণ্টের whereasকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি। I will put it as an amendment to the original resolution.

Shri Deben Sen : কোথা থেকে কোন্ পর্যন্ত য্যামেণ্ডমেণ্টে এল ?

Mr. Speaker : I can do it. Whereas থাকবে আর সব য্যামেণ্ডমেণ্ট।

Shri Deben Sen : খালি whereas কথাটা থাকবে আর কিছু থাকবে না, is it perfectly order ?

Mr. Speaker : Yes, it will be in order. I first put this amendment to vote.

The motion of Shri Sankardas Bandyopadhyay that for the words beginning with "there are" and ending with 'desertion to West Bengal" the following be substituted namely :—

"The problem of re-settlement and rehabilitation of East Pakistan refugees has remained only partially solved :

Whereas very active steps have recently been taken by the Dandakaranya Authority to reclaim lands and start industrial units for settling refugees in the Dandakaranya Area so as to enable them to get economically rehabilitated :

Whereas West Bengal cannot provide for any cultivable land for agriculturist refugees :

and

Whereas 80 percent. of the Squatters' Colonies have been regularised and the remainder are in the process of being regularised—

This Assembly urges upon the Government, both in the Centre and the State, to continue taking all steps for early rehabilitation of the refugees."

was then put and a division taken with the following result :—

AYES—84

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Syamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Chakravarty, Shri Bhabataran

Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Khagendra Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Ishaque, A. K ,M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Rash Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Sankarnarayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

NOES—32

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna

Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Ghosh, Shri Ganesh
Hansda, Shri Turku
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Sen, Shri Deben
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 84 and the Noes 32, the motion was carried.

Mr. Speaker: I will now put the original resolution, as amended, to vote.

The motion of Shri Joyti Basu, as amended, viz.—

Whereas the problem of re-settlement and rehabilitation of East Pakistan refugees has remained only partially solved :

Whereas very active steps have recently been taken by the Dandakaranya Authority to reclaim lands and start industrial units for settling refugees in the Dandakaranya Area so as to enable them to get economically rehabilitated :

Whereas West Bengal cannot provide for any cultivable land for agriculturist refugees :

and

Whereas 80 percent. of the Squatters' Colonies have been regularised and the remainder are in the process of being regularised—

This Assembly urges upon the Government, both in the Centre and the State, to continue taking all steps for early rehabilitation of the refugees,

was then put and agreed to.

Discussion on Matter of Urgent Public Importance under rule 194 (regarding increased Central Taxes)

Discussion regarding a heavy tax burden proposed to be imposed by the Centre while presenting the Central Budget which has vitally and adversely affected the people of this State due to rise in prices of commodities and disappearance of many commodities of daily necessities of life (in expectation of getting an exorbitant profit in blackmarket) causing unbearable hardship and agony to the common people.

Shri Jyoti Basu : স্পীকার মহাশয়, আমাদের অসুবিধা হচ্ছে যে আমরা যে রুলে এই প্রস্তাবটা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেখানে এটা লেখা আছে যে কোনরকম আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা এই প্রস্তাব বা মোশান রাখতে পারব না। কাজেই আমরা একমাত্র আলোচনা করতে পারি। সেখানে লেখা আছে যে যিনি আনবেন তিনি বলবেন। আপনি টাইম ফিক্স করে দেবেন। আমরা দেড় ঘণ্টা ফিক্স করেছিলাম এর আগের দিন। যাঁরা যাঁরা বলবেন, তাঁরা আপনার থেকে পার্মিশান নিয়ে বলতে পারবেন এবং সেই নামগুলি আছে। তাঁরা পার্মিশান চাচ্ছেন আপনার কাছ থেকে।

Mr. Speaker : Let us come to a final decision on this matter.

এটা ছিল অপোজিসন ৬০, আর কংগ্রেসপক্ষ ৩০ মিনিট। অন্য ম্যাটারে তাই হয় এই ম্যাটারেও তাই হবে কি?

Shri Jyoti Basu : কেন হবে না? কেউ বেশী চাইলে আপনার বেশী দিতে আপত্তি কি, টাইম তো আছে। যাক্ আমি যেটা বলছিলাম—আমাদের অসুবিধা হচ্ছে যে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা কোন প্রস্তাব রাখতে পারছি না, কেবল আলোচনা করতে পারছি এবং এই আলোচনা যদি কোনরকমে কেন্দ্রে পৌঁছে যায় তাহলে আমাদের একটু সুবিধা হতে পারে যে তাঁরা সে বিষয়ে কিছু চিন্তা করতে পারেন। কারণ এই যে কর ধার্য হচ্ছে এটা সুপারিশের পর্যায়ে এখনও আছে—এইভাবে আমরা দেখছি।

[10-10—10-20 a.m.]

আর এ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টেও আলোচনা চলছে—সেটার ফল সঠিক কতটা কি হবে জানি না। এ বিষয়ে সময়োপযোগী আমি কিছু আলোচনা এখানে করবো। এখন প্রথম কথা আমি বলতে চাই—এই যে নূতন ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে কেন্দ্রে ৬৩·১৭ কোটী টাকা, এটা সম্পূর্ণ জনসাধারণের বিরুদ্ধে। এর প্রায় সমস্ত টাকাটা জনসাধারণের কাছ থেকে তোলা হবে, তাদের পকেট কেটে, গরীব মানুষের কাছ থেকে তা আদায় করা হবে। আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই ৬৩ কোটী টাকার মধ্যে ৩ কোটী টাকা হচ্ছে প্রত্যক্ষ ট্যাক্স; আর বাকিটা হচ্ছে interim tax এই জিনিষ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কিছু নূতন নয়। এই যে পরোক্ষ ট্যাক্স এটা আমরা দেখছি, ক্রমশঃ বাড়ান হচ্ছে। এটাও নূতন কিছু নয়। গত ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত দশ বছরের একটা হিসাব দেখছিলাম, তাতে দেখছি প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের অংশ ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে, শতকরা ৪৩ থেকে ২৯ হয়ে গেছে। আর পরোক্ষ ট্যাক্সের অংশ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে তা শতকরা ৪৭ থেকে ৭১ হয়েছে। এটা করতে সুবিধা এই, এটা জনসাধারণের স্কন্ধে চাপান যায়। নানারকম জিনিষের দাম বাড়ান যায়। এই হচ্ছে সরকারের ট্যাক্স নীতি। এর ফলে কি হয়েছে? নূতন নূতন ট্যাক্স বসেছে লোকের উপর। এমন সব জিনিষের উপর ট্যাক্স বসান হয়, জিনিষের দাম বাড়িয়ে যা আদায় করা হয়, তার ফলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হিসাব হচ্ছে সমস্তরকম জিনিষের দাম শতকরা ২৫ ভাগ বা তারও উপর বেড়ে গেছে। যেমন ধরুন আরও দেখছি মাছ, ডিম, মাংস এইসবের দাম প্রায় শতকরা ৩৪ ভাগ বেড়ে গেছে গত ৪ বছরের মধ্যে। আর সেই ৪ বছরের মধ্যে কয়লার দাম শতকরা ৩৯ ভাগ বেড়ে গেছে। যেই ওখানে কিছু ধার্য করলো, অমনি কয়লার মার্চেণ্টরা, বড় বড় ব্যবসাদাররা সেটা জনসাধারণের স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন। এখন আমরা দেখছি নূতন ট্যাক্স যা ধার্য হয়েছে, তার দু'রকম ফল হবে। একরকম হচ্ছে—হঠাৎ দেখলাম অনেক জিনিষ কিছু কিছু উধাও হয়ে গেল। অনেক জিনিষের দাম অহেতুক বেড়ে গেল।

যেটা বাড়বার কথা নয়। কেন্দ্র থেকে মন্ত্রীমহাশয় বলছেন—এতো বাড়বার কথা নয়! কিন্তু তবু বেড়ে গেল। যা হোক মোটামুটি যা দাঁড়াবে, কেরোসিনের দাম ১৪ নয়া পয়সা থেকে বোতল প্রতি ২২ নয়া পয়সা, দেশলাই ৬ নয়া পয়সা থেকে ৭।৮ নয়া পয়সা, সিগারেট প্রকারভেদে ২ নয়া পয়সা থেকে ১০ নয়া পয়সা—দশটার প্যাকেট, সুপারি ৭৲ টাকা থেকে ৮৲ টাকা হয়ে গেল প্রতি সের। তাছাড়া আরো মারাত্মক যেটা কাপড়-চোপড় মাঝারী রকমের যেগুলো এর মধ্যে দেখছি, আপনাদের কত বাড়বে জানি না, ২৫ নয়া পয়সা প্রতি গজে গড়পড়তা বেড়ে গেল। এবং এর আগে ও পরে হঠাৎ এই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হবার মুখে আমরা দেখলাম কলকাতা ও তার আশে-পাশে মাংসের দাম বেড়ে গেল, মাছের দাম বেড়ে গেল—ছ' আনা, আট আনা সের প্রতি। গত ছয় মাসের মধ্যে সরিষার তেলের দাম বেড়ে গেল—মণ যেখানে ৭০৲ টাকা ৭২৲ টাকা ছিল, সেখানে এখন দাঁড়িয়েছে ৯৫৲, ৯৬৲, ৯৭৲ টাকা মণ প্রতি। এই সমস্ত জুড়ে নূতন যা বাড়লো জিনিষের দাম —আর ছয় মাসের মধ্যে যা বেড়েছে, এইসব নিয়ে আমরা দেখছি একটা গরীব পরিবার ধরলে ৪৲।৫৲ টাকা তাদের মাসিক খরচ বেড়ে গেল।

এটা মনে রাখতে হবে—কেন্দ্রীয় সরকারের কতকগুলি বাজেট আলোচনা সম্বন্ধে, তাঁরা যে বই-পত্র দিয়েছেন, তাতে দেখলাম সেখানে আছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাথাপিছু সত্যিকারের যে আয়, সেটা শতকরা ৫'৬ পাঁচ বছরে বেড়েছে। Real income যা হয়েছে উনি বললেন সেই একই সময় পাঁচ বছরের মধ্যে tax revenue per capita—অর্থাৎ taxএর বোঝা মাথা পিছু শতকরা পাঁচ ভাগ বেড়ে গিয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে—মানুষের সত্যিকারের যে ইনকাম সেটা বাড়লো না, বা যেটুকু বাড়লো সেটা wiped out হয়ে গেল। মনে রাখবেন এই ট্যাক্সের ব্যাপারে—সরকার যদি কিছু ট্যাক্স বাড়ান তাহলে দেখি বড় বড় শিল্পপতি, ব্যবসাদার ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের কোন অসুবিধা হয় না, তারা জিনিষের আরও বেশী দাম বাড়িয়ে দেয়। কাজেই মানুষের সত্যিকারের যে আয় তা বাড়লো না। এটা বাড়বার কথা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। ১৪ বছর হয়ে গেল আপনাদের রাজত্ব, দুটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লো না। হয় একই জায়গায় রইলো, আগে যা ছিল; আবার অনেক মানুষের সত্যিকারের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেল। এই জিনিষ আমরা দেখছি। গতকাল আমাদের এ্যাসেম্বলীর সদস্যদের কাছে একটা copy দিয়ে গিয়েছেন Association of small power loom units, West Bengalএর পক্ষ থেকে। এই যে power loom industry, এতে প্রায় তিন হাজার বাস্তুহারা কাজ করেন, এরা বলেছেন the imposition of excise duty on fine and medium varietis of clothএর উপর না বসাবার জন্য। যেটা এবার ধার্য হয়েছে ৩৭ টাকা ও ৩২ টাকা। The imposition of excise duty on four power loom, i.e Rs. 37 and Rs. 32 for production of fine and medium varieties of cloth respectively, has virtually sounded a death knell to all of the small power loom units numbering about 150. এই কথা তাঁরা বলেছেন। আমি খুব ভাল করে এ বিষয় তদন্ত করতে পারিনি, তবে যেটুকু ওঁদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম—তাঁদের দাবীদাওয়া যা এখানে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে ফাইন্যান্স মিনিষ্টার কেন্দ্রে লিখেছেন এবং বলেছেন যে এই power loom units বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এই চারটা power loomএর উপর যে নূতন excise duty ধার্য করেছেন কেন্দ্র থেকে, সেটা দেশের গরীব মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে। যেখানে অসংখ্য লোক, প্রায় তিন হাজার বাস্তুহারা কাজ করে, তাদের কি অবস্থা হবে একবার সরকার চিন্তা করে দেখুন। এই যদি অবস্থা হয়, এইভাবে যদি নূতন বাজেট আমাদের সামনে পেশ করা হয়, তাহলে পরে শেষে আমাদের কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবেন জানি না। বোধহয় আপনার মনে নেই, আমি আর একবার মনে

কমিয়ে দিচ্ছি—কংগ্রেসপক্ষ থেকে, তাঁদের পার্টি থেকে, সরকার থেকে যা বলা হয়, তা সমস্ত কিছু তার বিরুদ্ধে। কিন্তু এটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে—কংগ্রেস মন্ত্রীদের, তাঁরা বলেন একরকম, আর তাঁরা করবেন আর একরকম। যেটা ইংরাজীতে বলে hypocrisy, আর বাংলায় বলে ভণ্ডামী, তাই তাঁরা করছেন। ওঁরা খুব ভাল ভাল কথা বলছেন, আর কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় অন্যরকম, তার বিপরীত। এই যে ৬৩ কোটী টাকা ট্যাক্স ধার্য হয়েছে—এক এক সময় মনে হয় এটা কমিয়ে বলা হয়েছে। কারণ ১৭ শো কোটি টাকা নূতন ট্যাক্স বসবে বলে ঠিক হয়েছে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বছরে। তার মধ্যে ১১ শো কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে বসাবার কথা হয়েছে। ৬০ কোটি টাকা এক বছরে হলে, পাঁচ বছরে ৩০০ কোটি টাকা দাঁড়ায়। তার মানে এটা নির্বাচন বছর বলে, একটু কম করে বসান হ'ল, আরও পরে বসবে। এই যদি কম হয়, তাহলে তো সর্বনাশ। ৬৩ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। আপনাদের এখানে কি বক্তব্য আছে সেটা স্পষ্ট করে বলুন। হয়ত প্রশ্ন উঠবে ট্যাক্স না বসালে রাজস্ব চলবে কি করে? কি করে এইসমস্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবো? সেখানে আমার কথা হচ্ছে নিশ্চয়ই ট্যাক্স কিছুটা বসাতে হবে সেবিষয় সন্দেহ নেই। কারণ অন্য পথে আপনি যাচ্ছেন না। সেটা হচ্ছে আরও শিল্পকে জাতীয়করণ করুন। রাষ্ট্রায়ত্ব যে শিল্প, তার থেকে আপনি আয় বাড়ান, প্রফিট্ বাড়ান—ট্যাক্স না বসিয়ে সাধারণ মানুষের উপর। এই পথ জনকল্যাণ রাষ্ট্রের যদি হয়, তাহলে এই পথে আপনার যাওয়ার কথা। কিন্তু আপনি এই পথে যাচ্ছেন না। কাজেই এই ট্যাক্স আপনাকে বসাতে হবে। আমি যেকথা গত কয়েক বৎসর ধরে বলে আসছিলাম, তার প্রতিবাদ করে শ্রীশংকরদাস ব্যানার্জী মহাশয় বলেছিলেন—এটা ঠিক নয়। জি. ডি. বিড়লা আমেরিকায় গিয়ে এই কথা বলেছেন আমেরিকান শিল্পপতিদের এখানে ডেকে আনবার জন্য—"তোমাদের ভাবনা কিসের, আগের ভারতবর্ষ আর নেই, পাঁচ বছরের মধ্যে এখন ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গড়ে উঠেছে।"........

[10-20—10-30 p.m.]

তোমাদের ভাবনা কিসের, আগেকার অবস্থা আর নাই ভারতবর্ষের। এখন ৫ বছরের জন্য—tax holiday for five years for new ventures. যদি আপনারা নতুন করে শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন, ব্যবসা বাণিজ্য করেন ভারতবর্ষে আসুন, এই অবস্থা চলছে। ৫ বছরের জন্য tax free, concessionএর ব্যবস্থা হচ্ছে।

তারপর ঢাকঢোল বাজিয়ে বলা হচ্ছে wealth tax উঠিয়ে দিয়েছেন। Capital পত্রিকা চীৎকার করে বলছে capitalistরা মরে গেল! Capital gains tax apply করছে না, tax an inter corporate dividends, wealth tax ইত্যাদি যা বসান হয়েছিল যেগুলি কোম্পানীর ঘাড়ে চাপত সেগুলি কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারপর wealth tax, expenditure tax, gift tax, capital gains tax ইত্যাদি থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরে ১৫ কোটি টাকা করে average সরকার পাচ্ছেন বলে হিসাব করে বলা হয়েছিল। পাবার কথা কত? প্রফেসর Kaldor যাকে পণ্ডিত নেহেরু ডেকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি হিসাব করে বলেছেন ১০০ কোটি করে বছরে পাবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু বছরে পাচ্ছেন ১৫ কোটি টাকা। Death duty কিছুই পান না—কেন না কিছু Lawyer, শংকরদাসবাবুর মত যারা তারা ভাল করে ব্যবস্থা করে দেন যাতে মৃত্যুকর না দিতে হয়। কিন্তু বাজেটে ১৯৬১-'৬২ সালের যে বাজেট তাতে দেখছি গরীবের উপর থেকে ৬৩ কোটির মধ্যে ৬০ কোটিই আদায় করা হবে। আরও দেখলাম নূতন যে বাজেট

তাতে Bonus shareএর উপর tax কমিয়ে দেওয়া হল, শতকরা ৩০ থেকে ১২½ পার্সেণ্ট করা হল। Royalties বিদেশী কোম্পানীর উপর সেটাও কমিয়ে দেওয়া হল, ৬০ পার্সেণ্ট থেকে ৫০ পার্সেণ্ট করা হল। আর কখন করা হচ্ছে, এসব আদায় করা হচ্ছে না? এমন একটা সময়—গত কয়েক বছর ধরে দেখছি সমস্ত Industryতে ভারতবর্ষে হিসাব করে দেখছি তাতে লাভ হচ্ছে ৬৮ পার্সেণ্ট। এরকমভাবে যখন লাভের অংশ বেড়ে যাচ্ছে সেইসময় নানারকম concession দেওয়া হচ্ছে। সেজন্যই বলি এইটা কংগ্রেস সরকারের Tax নীতি যে সাধারণ মানুষের উপর ভার চাপিয়ে মুষ্টিমেয় ধনী লোকদের concession দেওয়া। এটা চিন্তা করুন। কিন্তু রব উঠেছে Eastern Economistএ, সমস্ত সংবাদপত্র পড়ে দেখি, চীৎকার করছে দিনরাত, সর্বনাশ হয়ে গেল, আমাদের উপর এত tax হলে ব্যবসা হবে না, বাণিজ্য হবে না। ইংরেজরা বিদেশ থেকে এসে বলে এত tax থাকলে, সুবিধা না দিলে কি করে হবে? তার ফলে কংগ্রেসপার্টির সরকার থেকে তারা যা ঘোষণা করেছিলেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় সমস্ত থেকে তারা দূরে চলে যাচ্ছে ফলে ভণ্ডামীর মুখোস পর্যন্ত রাখতে পাচ্ছে না—এ জিনিষই আমরা দেখছি, তাই জনসাধারণ শংকিত, আমরাও শংকিত।

সেইজন্য আজকে প্রত্যেক জায়গায় মানুষের এর প্রতিবাদ করা উচিত। শোভাযাত্রা করে, সভা-সমিতি করে জানান উচিত যে আমাদের মতে জনসাধারণ রাজী নয়, উপরের দিকে করতে হয় করুন, আমরা এটা বহন করতে রাজী নই। এবং এটা মনে রাখবেন, আমি আগেও দেখিয়েছি, এই tax structure যেটা খাড়া করেছেন তাতে দেখছি এই পরিকল্পনার শতকরা ৭৫ ভাগ তাদের উপর থেকে আদায় করা হবে, indirect tax বেশী হচ্ছে এবং direct tax কমে যাচ্ছে। সেইজন্য আমরা বলছি টাকা যে নাই তা নয়। সেই টাকা আদায় করা হয় না। আমরা এমন মানুষ জানি, আলিপুরে তিনি ৫১ লক্ষ টাকা খরচ করে বাড়ী করেছেন, একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। কি করে হল? আপনাদের যে আইন-কানুন আছে যাতে tax ফাঁকি না দিতে পারে, যে tax ধার্য আছে তাই যদি ঠিকভাবে আদায় করা হয় তাহলে অনেক টাকা মানুষের হাতে আসতে পারে। কংগ্রেস রাজত্বে যেসব আইন-কানুন আছে সেটা যদি ঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে এটা করা যেতে পারে। তা না, তারা liquid money কিভাবে Safe Vaultএ রাখছে, কিভাবে চুরি হচ্ছে এটা দেখবে কে? কিন্তু তা দেখবার লোক নেই। কারণ আপনারা দেখবেন সমস্ত পুলিশ বাহিনী, সমস্ত গুপ্তচর যা তাদের আছে, তারা এসব ছেড়ে দিয়ে Communist কি করছে তা দেখা হচ্ছে। যেন তারা দেশদ্রোহীতার কাজ করছেন। কিন্তু যারা আইনকে ফাঁকি দিয়ে, নির্মমভাবে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে মানুষকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে তারা দেশদ্রোহী নয়। এই হচ্ছে দেশ-প্রেমিকের কাজ। সেইজন্য তাদের ধরা হয় না। আজকে কংগ্রেসপক্ষের বন্ধু যারা এখানে আছেন তাদের অন্ততঃ এটার প্রতিবাদ করা উচিত। জানি তাদের মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই।তথাপি তাঁদের বলবো যে এর প্রতিবাদ করার চিন্তা করুন, এতে আপনাদেরও মংগল হবে, দেশেরও মংগল হবে।

Shri Deben Sen : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমি কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট Speechএ যেকথা বলেছেন সেটা এখানে আমি বলছি। তিনি বলেছেন taxation in a developing economy plays a vital part, তিনি নিজেই বলছেন এই tax ধার্য করছেন It is more than a mere budgetary device to pay the cost of administration. It is an instrument of economic policy. আমি সেই policy কি বলতে চাই। আমাদের মতে এই বাজেটকে খালি capitalistic budget এই কথা বললেই সম্পূর্ণ বলা হল বলে মনে করি না। আমি মনে করি ভারতবর্ষে দেশী এবং বিদেশী পুঁজিপতি আমাদের অর্থনীতি এবং সরকারের উপর সম্পূর্ণ দখল আদায় করবার জন্য এই বাজেট হয়েছে এবং এটাই তার ঐতিহাসিক

ঘটনা। আমি এখানে সেই ঘটনাই বলতে চাই। এই ঘটনার সংগে আমাদের পশ্চিমবংগের অর্থ-মন্ত্রীও যুক্ত হয়ে আছেন। তাঁর financial statement যেটা আমাদের কাছে দিয়েছেন সেটা আমি পড়ে আশ্চর্য হচ্ছি। তাতে তিনি এত জোরদারের সংগে private capital, foreign and Indiaর পক্ষে ওকালতী করেছেন তা পড়ে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন Normal economic forces should be allowed free play, এটা আমরাও স্বীকার করি। তাতে বলা হয়েছে যেখানে কয়লা আছে, যেখানে লোহা আছে সেখানে industry হোক্। কিন্তু তিনি খালি তাই বলেননি, তিনি বলেছেন and the ready available capital। Normal economic forcesর কথা বলেছেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে চাই এই ready available capital বলতে কি বুঝায়? এটা কি আমাদের Government Revenue Capital অথবা Government Planএ যে টাকা আসছে public borrowingএ অথবা grant capitalএ যা বিদেশ থেকে আসছে সেই capital, না private enterpriseর capital সেটা দেশী হোক্ কিম্বা বিদেশী হোক্।

[10-30—10-40 p.m.]

ডাঃ রায় এখানে আমাদের জানিয়েছেন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য যা চেয়েছিলেন সেই টাকা পরিকল্পনা কমিশনের কাছে পাননি, National Development Councilএর কাছে পাননি। সুতরাং এই readily available capital Government of Indiaর কাছে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি এই statement দেবার আগে বিড়লাকে, Bengal Chamber of Commerceএর Mr. Williamsকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমেরিকা বা অন্যান্য দেশের private capitalistদের সংগে পরামর্শ করে এই statement লিখেছেন, নইলে তিনি একথা বল্লেন কি করে? এই সূত্রে Mr. Williamsএর একটা বক্তৃতার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—তিনি as Chairman in the Annual Conference of Bengal Chamber of Commerce এই বক্তৃতা দিয়েছেন ২৫শে ফেব্রুয়ারী, আর আমাদের অর্থমন্ত্রী এই বক্তৃতা দিয়েছেন ২০শে ফেব্রুয়ারী—

"It is one of the results of our natural inheritance in this area (meaning Calcutta) that we have been able to develop a great export trade, but to maintain it is essential that the export cost should be reduced."

তাঁর বক্তৃতার natural inhertance কথাটা বুঝতে পারিনি, এর অর্থ কি East India Companyর বংশধর হিসাবে তাঁদের একটা right হয়ে গিয়েছে?—সেই বক্তৃতায় তিনি কয়েকবার জব চার্ণকের কথা ব্যবহার করেছেন—তিনি কলকাতা করে দিয়েছেন— সিরাজদ্দৌলা যে এটা খয়রাতি দিয়েছিলেন সেই কথা ভুলে গিয়েছেন—একথা তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা কলকাতাকে free city নাকি করতে চান আমি বুঝতে পারছি না। তিনি এই natural inhertance কথাটা বলেছেন আমি তার objection দিচ্ছি। তারপর দেখুন, দিল্লীতে একটা Investors' centre হয়েছে, সেই Investors' centreএর Chairman গগনবিহারী মেটা তিনি বলছেন, This envestment centre is expected to act as a catalectic agent between the Indian interpreneur and the foreign investors. অর্থাৎ লাইনটা দেখুন। আমি বলতে চাই, এই capitalistic অগ্রগতির দুটো দিক—একটা Government

line, আরেকটা Non-Government line। Government line পুষ্ট করছেন মোরারজী দেশাই, বিধানচন্দ্র রায় এবং যেটা Non-Government line যেটা পুষ্ট করবার জন্য অনেক লোক রয়েছে—আমি তাঁদের নাম করতে চাই না। গগনবিহারী সেটা কোন্ পর্যায়ের আমি জানি না, তিনি সরকারীও বটে, আবার বে-সরকারীও বটে। শ্রীগগনবিহারী যেটা to the protection of besarkari into the sarkari belt—তিনি catalectic agent হিসাবে কাজ করবেন। তিনি বলছেন, আমাদের দেশে foreign private capital আসছে না এজন্য তিনি দুঃখিত—এবং এশিয়ার ভিতর Indiaই সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত দেশ যেখানে foreign private capital আসতে পারে। সুতরাং লাইনটা দেখুন, এই private foreign capital এবং private Indian capital এরা সকলে মিলে আজকে আমাদের Governmentএর উপর সম্পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করছেন—আমি এখানে তার উদাহরণ দেব—Bonus share tan 30 percent জায়গায় 12½ percent হয়েছে; যা reserve হয়েছে bonus share করে জড়িয়ে দেবেন।—Calcutta Electric Supply Corporationর ৮ কোটি paid capital, ১৬ কোটি reserve এবং প্রায় ২৬ কোটি working capital। তারপর internal financing হয়েছে, জুট মিলে ২৫ কোটি capital, ১০০ কোটি working capital, ২২ কোটি reserve। সুতরাং আজকে এই reserveগুলো চলে যাবে সমস্ত কোম্পানীর shareholderদের কাছে। আমাদের বলা হয় reserveএর উপর আমাদের কোন অধিকার নাই, সম্পূর্ণ অধিকার labourerদের। তারপর দেখুন, customs, যেটা foreign liquor তার থেকে আসবে ২৪ লক্ষ টাকা; কিন্তু সুপারি থেকে ৫৭ লক্ষ টাকা—যাঁরা খুব ভালো dinner খেয়ে foreign liquor খাবেন তাঁদের দিতে হবে ২৪ লক্ষ টাকা, আর যাঁরা পান খাবেন সুপারি দিয়ে তাঁদের দিতে হবে ৫৭ লক্ষ টাকা। Excise duty—আমরা হিসাব করে দেখলাম, ২৮ কোটি excise duty আসবে, এবং মধ্যে প্রায় ১২ কোটি আসবে কেবল cotton fabrics, cotton yarn and staples, এবং এর সবটাই consumerদের ঘাড়ে এসে পড়বে। তারপর, newsprint, সমস্ত ছোট ছোট খবরের কাগজগুলি উঠে যাবে। সুতরাং এই ট্যাক্স ধার্যের নীতি জনসাধারণের কল্যাণে এটা আমরা কি করে ধরব। আমি এই প্রসংগে বলতে চাই—এই ট্যাক্স ধার্য করার সময় কি আমাদের State Government consulted হয়েছিলেন, আমাদের Finance Minister consulted হয়েছিলেন? যদি হয়ে থাকেন তাহলে কি উত্তর দিয়েছিলেন, যদি consulted না হয়ে থাকেন তাহলে আজকে তাঁদের বক্তব্য কি আমরা জানতে চাই। আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলছেন, additional excise duty on mill-made silk fabrics will be levied in lieu of Sales Tax levied by the States সুতরাং states have agreed they were consulted—এই itemএর উপর agree করেছেন; তামাক, কাপড়, newsprint ইত্যাদি সবগুলির উপর they were consulted and they accepted। আমাদের অর্থমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, আমাদের এখানে আর taxation হবে না—কিন্তু high price কি tax নয়?

এই যে tax না বসিয়ে excise duty বাড়িয়ে দেওয়ার কৌশল করেছেন তিনি তার কিছুটা share পাবেন, share তিনি পান আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু এটা কি প্রকারান্তরে মোরারজী দেশাইকে দিয়ে ট্যাক্স বসিয়ে বেংগল সরকারের আয় বাড়ানোর চেষ্টা নয়? আমাদের কাছে সরাসরি না এসে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। জ্যোতিবাবু direct tax, indirect taxএর মধ্যে কোন্টা নীতিগতভাবে হওয়া উচিত এই প্রসংগের অবতারণা করেছেন, এখন আমি সেই প্রসংগে যাচ্ছি না।—আমরা দেখছি গত বছরের বাজেট এখানকার capitalistsরা সমর্থন করেছিলেন—এবারো তাঁরা সকলে একবাক্যে এই বাজেট সমর্থন করছেন। Eastern Economists বলেছিলো deficit financing করো না, ট্যাক্সের রাস্তায় যাও। মোরারজী দেশাই

সেই রাস্তায়ই গিয়েছেন। তারপর, Third Five Year Plan প্রাক্কালে এঁরা direct taxগুলো সবই তুলে দিয়েছেন, ধরেননি, এবং যেসব direct tax আছে তাও এক-এক করে তুলে দিচ্ছেন। এর একটা উদাহরণ জ্যোতিবাবু দিয়েছেন। আমি আগেই bonus shareএর কথা বলেছি। Tax exemption for foreign technicians for three years to be further extended for the years. তাঁদের উপর tax থাকবে না। তারপর, Hotelএর উপর tax ধরেননি—রাস্তায় রাস্তায় যেসব হোটেল আছে তারা এটা পাবে না, অশোকা হোটেল বা এইধরণের হোটেল, তাদেরই এই tax থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই বাজেট আমরা accept করতে পারি না। আমি প্রস্তাব করি পশ্চিমবংগ সরকার এগিয়ে আসুন, কেন্দ্রের কাছে একটা strong deputation পাঠান হোক এই tax ধার্য করার প্রতিবাদ করে। জ্যোতিবাবু ঠিকই বলেছেন, সামনের বছর ৪০০ কোটি additional tax বসবে। এইভাবে যদি ট্যাক্স বসে তাহলে আমাদের মৃত্যুর পথে যেতে হবে।

[10-40—10-50 a.m.]

Shri Hemanta Kumar Basu : স্যার, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকের নিত্য-ব্যবহার্য জিনিষের উপর ট্যাক্স চাপিয়ে—চা, সুপারি, তাঁতশিল্প, কাগজ, কাঁচজাত দ্রব্য ইত্যাদি যেভাবে ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন, তাদের অর্থ নৈতিক জীবন বিপন্ন করছেন তাতে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কাজেই পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে এই য়্যাসেম্বলীতে সেই ট্যাক্স ধার্য সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য রাখার ও মত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। কাজেই এদিক থেকে আজকে আইন পরিষদে এই ট্যাক্স বৃদ্ধি করার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাবার জন্য সকলে সমবেত হয়েছি। স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন সমস্ত জিনিষের দাম অত্যধিক বেড়ে যাচ্ছে এবং জিনিষের দাম বেড়ে যাবার জন্য যারা কারবারী লোক তাদের হাতে শক্তি যাচ্ছে এবং দেশের জনসাধারণকে শোষণ করবার সমস্ত সুযোগ তাদের হাতে যাচ্ছে। কাজেই এই বাজেট যে একটা ক্যাপিটালিষ্ট বাজেট সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশের দরিদ্রদের প্রতি দৃষ্টি রেখে যদি এই ট্যাক্স হোত তাহলে নিশ্চয় নিত্যব্যবহার্য জিনিষের উপর এই ট্যাক্স ধার্য হোত না। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁর বাজেটের উপরে বলেছেন ১ লক্ষ টাকায় ৪৮ হাজার টাকা, অনেক সুপার ট্যাক্স-এর নানারকম ট্যাক্স ধনী সম্প্রদায় দিয়ে থাকেন এবং এই কথা বলে তিনি ধনীদের জন্য চোখের জল ফেললেন, কিন্তু গরীবদের হয়ে তাঁর মুখ থেকে কোন কথা শুনছি না, তাঁর চোখের জলও পড়ছে না। আবার একথাও ঠিক যে বড়লোক যত আয় করছে ট্যাক্সও তত ফাঁকি দিচ্ছে এবং তাদের উপর যত ট্যাক্সই চাপান না কেন তাঁরা তত ট্যাক্স ফাঁকি দেবে। তাঁরা গাড়ী, বাড়ী এবং যথেষ্ট উপার্জন করেছেন, তা' সবই গরীবকে মেরে? আমাদের খাদ্য সমস্যার জন্য সরকারকে আমরা বাধ্য করিয়েছিলাম Anti-profiteers in Bill পাশ করতে। কিন্তু পরে সেই বিল তুলে নেওয়া হল, কারণ তারা কম রক্ত শোষণ করতে পারছে এবং লাভ দিন দিন কমে যাচ্ছে।

আজকে মোরারজী দেশাই এরকম একটা আইন করে নূতন করে ট্যাক্স বসালেন অথচ তিনি একবার ভাবলেন না যে দেশের গরীবলোকের অর্থ নৈতিক জীবন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে তাঁদের এখন দিন চলা দায় হয়ে উঠেছে। স্যার, এঁরা বলছেন আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে। কিন্তু সেই বর্ধিত আয়ের অংশ কোথায় বা কা'র পকেটে যাচ্ছে তা' আমরা তো দূরের কথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যে জানেন না সেটা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। অবশ্য এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান করবার

জন্য তিনি একটা কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করেছেন কিন্তু আয় যতই বাড়ুক তার অংশ যে গরীবের পকেটে যাচ্ছে না এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কাজেই এমতাবস্থায় এই যে ৬০/৬৩ কোটি টাকার ট্যাক্স দেশের গরীব লোকদের উপর চাপান হচ্ছে আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি। তারপর আর একটা কথা এ-প্রসংগে বলব যে, আমরা এই পরিষদ থেকে যদি কোন প্রস্তাব পাশ করি তাতে মনে হয় তেমন কোন ফল বোধ হয় ফলবে না, কেন না আমরা অনেক সময় সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করার পর দেখেছি যে কাজের সময় কেন্দ্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে এঁরা কাজ করেন এবং কেন্দ্র যদি চোখ রাঙান তাহলে আইনসভার সর্বসম্মত প্রস্তাবের কথা ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো গাইতে আরম্ভ করেন। তবে আমরা যাঁরা দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছি তাঁদের নিশ্চয়ই কিছু করণীয় রয়েছে এবং সেই জন্যই বারে বারে প্রতিবাদ করে বলছি যে, গরীবদের উপর বেশী করে ট্যাক্স চাপান যে অত্যন্ত অন্যায়, অসংগত এবং অত্যাচারমূলক সেবিষয় কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং ফাইনান্স বিল এখনও যখন পার্লামেণ্টে পাশ হয়নি—শুধুমাত্র তা' নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন আমাদের যা মতামত তা' পার্লামেণ্ট এবং অর্থমন্ত্রীর কাছে উপস্থিত হওয়া উচিত। স্যার, ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রায়ই গণতন্ত্রের কথা বলেন এবং দেশের গরীব জনসাধারণের দুঃখ দেখে চোখের জল ফেলেন। কিন্তু আসলে সত্যই যদি এই গরীবদের প্রতি তাঁদের কোন দরদ থাকে তাহলে আইন-সভার এই আলোচনার পর দেশের গরীবদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁদের অর্থনীতির নীতি পরিবর্তন করা উচিত। অবশ্য ৬০ কোটি টাকা খুব বেশী নয় এটা ঠিক কিন্তু সংগে সংগে এটাও তো ঠিক যেকথা আমাদের বিরোধীদলের নেতা বলেছেন যে, ১৭০০ কোটি টাকা ট্যাক্স চাপিয়ে তোলা হবে। কাজেই এইভাবে ট্যাক্স না চাপিয়ে কলডোর সাহেবের কথা অনুসারে যেসব বড় বড় ধনীরা কোটি কোটি টাকার ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে তাদের কাছ থেকে তা' আদায় করে তাঁদের প্রতি কড়া-দৃষ্টি রাখতেন বা ঐ ট্যাক্স আদায় করবার জন্য তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতেন তাহলে শুধু এই ৬৩ কোটিই নয়, বহু কোটি কোটি টাকার ট্যাক্স বেরিয়ে আসত এবং এইভাবে ১৭০০ কোটি টাকা তোলা এমন-কিছু শক্ত হোত না। তবে সে রাস্তায় না গিয়ে এই যে আপনারা গরীব জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের উপর ট্যাক্স চাপাচ্ছেন, আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি।

[10-50—11 a.m.]

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সরকারের কর ধার্য করবার যে নীতি সে সম্পর্কে অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা বলেছেন। স্যার, আমি কয়েকটা জিনিসের মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যক্ষ কর ৩ কোটি টাকা এবং পরোক্ষ কর প্রায় ৬০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা জনসাধারণকে বহন করতে হচ্ছে অর্থাৎ ট্যাক্সের বোঝা প্রত্যক্ষ কর থেকে ২০ গুণ জনসাধারণকে বহন করতে হচ্ছে। স্যার, কংগ্রেস সরকারের নীতি হচ্ছে জনসাধারণের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা চাপানো। আমরা এটাও জানি যে পশ্চিমবংগের জনসাধারণকে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের প্রোপোজাল মিলিয়ে মাথাপিছু ৪১ টাকা করে ট্যাক্স দিতে হয় যেটা বোম্বাই রাজ্য ছাড়া অন্য রাজ্যের মধ্যে সব থেকে বেশী। এবারে যে বাজেট এসেছে তার ফলে যারা ক্ষুদ্র শিল্পপতি যাদের মধ্যে বেশীর ভাগ হচ্ছে বাঙালী তাদের উপর একটা মস্তবড় আঘাত এসেছে। আমরা জানি যে ছোট বিদ্যুৎচালিত তাঁতশিল্প যেগুলি প্রায় অবলুপ্তির পথে এখন তাদের উপর হুমকি হচ্ছে যে ২ মাস অগ্রিম যদি ট্যাক্স না দেওয়া হয় তাহলে ৪টা তাঁত বিশিষ্ট কোন ইউনিট বাজারে মাল ছাড়তে পারবে না। এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ছোট ছোট বাঙালী শিল্পপতিদের উপর মস্তবড় একটা আঘাত এসেছে, স্যার, এই ট্যাক্সের প্রোপোজালের ফলে আজকে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের উপর কি

প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেটা আমি একটু বলতে চাই। মধ্যবিত্ত গৃহস্থমহলে হাহাকার পড়ে গেছে। কাগজে বাজার দর যেটা বেরোয় তার থেকে মোটামুটি অনেককিছু খবর পাওয়া যায়। Statesmanএ হাসিফ বলে যে কলম বেরোয় তার মধ্য দিয়ে দেখান হয়েছে যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের নিত্যনৈমিত্তিক যেসব জিনিসপত্রের প্রয়োজন তার উপর ট্যাক্স চাপানর ফলে কিভাবে দাম বেড়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে জিনিষগুলির উপর ট্যাক্স বসান হয়েছে তার রিফ্লেক্স এ্যাকসান অন্যান্য জিনিষগুলির উপর হচ্ছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের আয় বাড়ল না অথচ রাতারাতি ১॥ গুণ খরচ বেড়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে দেশে বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে। শিশুর দুধ এবং রোগীর পথ্য কেড়ে নেবার প্রচেষ্টা চলছে এই ট্যাক্স প্রোপোজালের মধ্য দিয়ে। যে সমস্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার সাবমার্জিন্যাল লেভেলে থাকে তাদের যদি হঠাৎ ১০।১৫ টাকা খরচ বেড়ে যায় তাহলে সেই বাড়তি খরচ সংকুলান করার মত অবস্থা তাদের থাকে না। ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি একটা সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। স্যার, আজকে যে সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসান হয়েছে তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি লুজ টি যার উপর মাত্র ট্যাক্স বসবে ২·৫ টু ৮ নয়া পয়সা পার কিলোগ্রাম সেখানে বাজারে দেখছি ৪ থেকে ৮ আনা পার পাউণ্ড বেড়েছে। ৬০ কাঠি দেশলাই-এর উপর যখন ট্যাক্স বসানর খবর এল তখন দেশলাই-এর দাম বেড়ে গেল আমাদের ৮ নয়া পয়সা দিয়ে দেশলাই কিনতে হয়েছে, অনেক জায়গায় ৭ নয়া পয়সায় বিক্রী হয়েছে, দু'দিন বাদে আবার ৬ নয়া পয়সায় বিক্রী হচ্ছে। কেরোসিনের কথা লেখা হয়েছে যে সুপিরিয়র কেরোসিন ছাড়া ট্যাক্স বাড়ান হবে না। ২ টাকা দিয়ে বাজারে যে তেল কিনতাম এবারে ২ টাকা ১০ আনায় তা বিক্রী হচ্ছে। স্যার, মাছ বাঙালীর প্রধান খাদ্য, তার দর দেখছি ৫।৫॥ টাকা পর্যন্ত। বাঙালী মাছ-ভাত খায়, তরুণবাবুর হাতে ঐ দুই দপ্তর আসার পর তার আর কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনে কি দারুণ সংকট দেখা দিয়েছে। বড় বড় মুনাফাবাজীদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং এই বাজেট যেন তাদের সুইচ টিপে দেয় এবং মুনাফাশিকারীরা মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘাড়ের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

স্যার, এ ছাড়াও আর একটা বিষয়ের প্রতি আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এ সম্পর্কে একটা ফুল ডেজ ডিবেট হওয়া উচিত অন্যদিন—মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির হাউস রেন্টের বিষয়ে। যদিও এটা অপ্রাসঙ্গিক তবুও এ সম্পর্কে একটা ফুল স্কেল ডিবেট হওয়া দরকার। স্যার, আজকে দেখছি ২৫ টাকা যে সমস্ত রেণ্ট সেসবগুলি ৭৫।১০০ টাকা হয়েছে, অর্থাৎ ৩০০ পার্সেণ্ট থেকে ৪০০ পার্সেণ্ট হয়েছে, তার উপর সেলামী দিতে হয় এই হচ্ছে অবস্থা। আজকে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারকে কেউ বাড়ী ভাড়া দিতে চায় না—য়্যাডভ্যাটাইজমেণ্টে আজকাল ছেপে যায় যে তারা সাউথ ইণ্ডিয়ান ভাড়াটে চায়। স্যার, সেজন্য এ সম্পর্কে একটা ফুল স্কেল ডিবেট একদিন আমাদের হাউসে হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। স্যার, কেন্দ্রীয় বাজেট প্রকাশ করার আগে প্রায় সকল স্তরের লোক এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ ধারণা করেছিলেন যে জনসাধারণের পকেটে হাত পড়ে ইলেকসনের বছরে প্রি-ইলেকসন বাজেট যাকে বলা হয়—এইরকম কোন বাজেট নিশ্চয়ই মোরারজী দেশাই মহাশয় করবেন না, এতবড় বুকেরপাটা তাঁর হয়ত হবে না কিন্তু স্যার, এটা দেখে আমরা বিস্মিত হলাম, অনেকে হতবাক্ হলাম কিন্তু বিস্মিত হবার কারণ নেই, কারণ আমরা তো স্যার, জানি যে কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে কারা টাকা যোগায়। তহবিলদারদের আগামী ৭।৮ মাসের মধ্যে নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা দিতে হবে। স্যার, পশ্চিমবাংলায় আমরা জানি যে রাজ্য বিধানসভা বিধানমণ্ডলীর নির্বাচনে এবং লোকসভার প্রার্থীর জন্য প্রায় এক কোটি টাকার মত খরচ করতে হবে এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেই টাকা আদায় করা হবে। ব্যবসায়ীরা নিজের ঘর থেকে বা মূলধন ভেঙ্গে সেই টাকা সংগ্রহ করবেন না। সেই টাকা সংগ্রহ করে নির্বাচন তহবিল তৈরী করবার যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল সেটা মুনাফাশিকারীদের হাত দিয়ে করে

দেয়া হয়েছে। সেজন্য এই যে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে আমি বলতে চাই এটা হোল ইলেকসন রাইজ ইন প্রাইসেস। স্যার, আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই যে আমাদের দেশবাসীকে এই মূল্যবৃদ্ধির শিকার হয়ে কংগ্রেসের ভাণ্ডার আজকে পূর্ণ করতে হবে এবং এটা কংগ্রেসী প্যাটার্ণ, পার্টি ফিসক্যাল পলিসি। কারণ আমরা দেখেছি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর বৃদ্ধির যে সমস্ত কেলেংকারী হয়ে থাকে—যেমন চিনির ব্যাপারে হয়েছিল—সেই সময় কংগ্রেসের রিলিফ ফাণ্ডে চিনির ব্যবসায়ীরা এসে টাকা দিয়ে গেল দুইপক্ষ পাল্টাপাল্টি করে। বিধান সভায় আমরা সেটা বলেছি। কেরোসিনের দর বৃদ্ধির সময় যে কেলেংকারী হয়েছিল সে আমরা জানি। আমরা জানি যে কংগ্রেসের যে রিলিফ ফাণ্ড তার সংগে তাদের যোগাযোগ ছিল। আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর যে বাড়ছে তা দিয়ে নির্বাচনী তহবিল সৃষ্টি করা হবে। স্যার, এটা কেবলমাত্র বিরোধিদলের কথা নয়। কারণ স্যার, আপনি দেখেছেন ৭ই তারিখে কংগ্রেসের একজন নেতা, হাই কমাণ্ডের লোক ছিলেন শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব, তিনি অত্যন্ত দুঃখের সংগে স্বীকার করেছেন কংগ্রেসের ভাণ্ডার কোথা থেকে আসে এবং সেই ভাণ্ডারে যারা টাকা যোগায় তারা সেই টাকা বিনা সর্তে দেয় না। সেজন্য তিনি বলেছেন এসব টাকা কোনও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আসে তাদের একটা মুনাফার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। তারা বিনা সর্তে এই টাকা দেয় না। তিনি স্বীকার করেছেন যে আজকে সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে সেই ভাণ্ডারে কারা টাকা যোগায় তারা একটা সর্ত স্বীকার করিয়ে নেয় যার ফলে কংগ্রেসের যে পলিসি সেটা পর্যন্ত তারা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। সেজন্য এই ট্যাক্সের বোঝা আজকে এই নির্বাচনী বছরে বাড়াবার যে সাহস সেটা এজন্য হয়েছে। আজকে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত জনসাধারণের উপর ট্যাকসের বোঝা চাপিয়ে জিনিসপত্রের দর বাড়িয়ে ব্যবসায়ীদের একটা সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীরা নির্বাচনের সময় ওঁদের নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার সুযোগ করে দেবেন বলে।

[11—11-10 a.m.]

Shri Abani Kumar Basu : মিষ্টার স্পীকার স্যার, আজ কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন লোকসভায়, সে-সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে গেলে প্রথমে দেখি যে অপ্রত্যক্ষ করের যা প্রস্তাব করা হয়েছে, তা হচ্ছে ৬০·৮৭ লক্ষ টাকা এবং সেই জায়গায় প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৩ কোটি টাকা। পূর্বে পূর্বে উদাহরণ আছে যে যখন প্রত্যক্ষ করের প্রস্তাব করা হয় তখন সাধারণ মানুষের যে reaction হয়, সেটা দেখে অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলি revise করেন। আমি আশা করবো যে বর্তমানে যেভাবে প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার সংশোধন করবেন। আমরা সেই সংগে সংগে দেখতে পাই যে, আমাদের যে available resources আছে এবং available estimated expenditure আছে তাতে ঐ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৬৫০ কোটি টাকা gap থাকে। তার মধ্য থেকে যে রাজ্য contribution ছাড়া ১১৬৫০ কোটি টাকা এই কেন্দ্রীয় সরকারকে যেভাবেই হোক—খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু সেই সংগে সংগে আমি মনে করি এটা শুধু আমার কথা নয়, যাঁরা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্—তাঁদেরও কথা যে অপ্রত্যক্ষ কর যত কম পরিমাণ হয়, ততই দেশের পক্ষে মংগলজনক। সেটা তাঁরা sound economic principle বলে মনে করেন। আমরা এখানে দেখতে পাই যে প্রস্তাবিত কর সাধারণ মানুষের জীবনে একটা দুর্বিসহ বোঝার মত হয়ে দাঁড়াবে। আজ সারা ভারতবর্ষের নিম্নমধ্যবিত্ত, কৃষিজীবী যারা ভারতবর্ষের সমগ্র মানুষের অন্ততঃ পক্ষে ৮০ ভাগ, তাদের উপর এই বোঝা এসে চাপবে। সাধারণ দরিদ্র মানুষের উপর শুধু করের বোঝা চাপাচ্ছেন তা নয়, এখানে

দেখছি Luxury goods যেমন রেডিও সেট্স্ refrigerators, air-conditioners ইত্যাদি—তার উপরেও অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা চাপানোর প্রস্তাব হয়েছে। আমি যদিও একথা স্বীকার করি টাকার প্রয়োজন আছে; সেই সংগে একথাও বলার দরকার আছে বলে আমি মনে করি যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে কোম্পানীর ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হচ্ছে—বোনাস্ পেমেণ্ট, Dividend on Preference shares—তাদের উপর থেকে ট্যাক্সের বোঝা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে মানুষ বাড়ী তৈরী করলে যা annual value হয়, তার থেকে ছয়শো টাকা করে তিন বছরের জন্য কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটাও দেখতে পাই যে, প্রস্তাবিত কর সাধারণ মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর ভারী বোঝা চাপাচ্ছে। সুপারি, তামাক, কাপড়, কেরোসিন তেল, দেশলাই ইত্যাদি যা সাধারণ দরিদ্র মানুষ ব্যবহার করে—তার উপর এই করের বোঝা চাপছে। তাছাড়া ঐ যে একটা কথা বলা হয়েছে—Reflex action সেই Reflex actionএর প্রভাব মানুষের যে খাদ্যদ্রব্য, পূর্বের Reflex action থেকে রেহাই পায়নি। আজ মাছের দাম, মাংসের দাম, চালের দাম—প্রত্যেকটা জিনিষের দাম আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। সোডা য়্যাস্, গ্লিসারিণ যেটা তার উপরও কর ধার্যের প্রস্তাব করা হয়েছে; তার ফলে সাবানের দামও বেড়ে যেতে পারে altogether fresh target of custom duty দেওয়া হয়েছে—শুধু তাই নয়, Capital goodsএর উপর ট্যাক্সের প্রস্তাব করা হয়েছে। তার ফলে cost of production বেড়ে যাবে এবং সেই cost of production-এরও ব্যয়ভার দরিদ্র মানুষকে বহন করতে হবে। এইজন্য আমি মনে করি এই deficit financing নিয়ে ৬৪ কোটি টাকা কেন্দ্রকে তুলতে হবে। এই deficit financingএর ফলে আসবে inflation. যার জন্য দরিদ্র মানুষের পকেট থেকে টাকা আরো বেরিয়ে যাবে।

কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করবো—এই কোম্পানীকে tax holiday না দিয়ে এ-বিষয়ে সুচিন্তিতভাবে চিন্তা করে এই ট্যাক্স সম্বন্ধে তারা সংশোধন করবেন বলে আমি আশা করি। আমরা মনে করি এখানে নানারকমভাবে এই টাকা যা আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পূর্ণ করতে প্রয়োজন, সেই টাকা উদ্ভাবন করা যেতে পারে। মাননীয় জ্যোতিবাবু বলেছেন এবং আমিও মনে করি আজকে আমাদের দেশে অনেক লোক ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন—যারা tax dodger, তাদের দেখে দেখে খুঁজে খুজে বের করা দরকার। এইভাবে আমরা আজকে দরিদ্র মানুষের উপর যে ট্যাক্সের বোঝা চাপাচ্ছি, সেটা যদি কিছুটা কমিয়ে দিতে পারা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই উপকার হবে, এই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও সুসম্পন্ন হবে। আজকে দরিদ্র জনসাধারণের উপর করের বোঝা চাপিয়ে কখনো কোন পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে না। সেইজন্য আমি আজকে এখানে এই প্রস্তাব রাখছি যে যেসমস্ত indirect taxation যা সাধারণ মানুষকে affect করে, সেগুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন। এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Amarendra Nath Basu : শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী যে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব এখানে এনেছেন, সেখানে এখনও আলোচনার স্তর আছে। আমরা এই আলোচনার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে চাই এই—করের বোঝা বাংলাদেশের মানুষ বহন করতে পারে না এবং আর পারবেও না। শ্রদ্ধেয় জ্যোতিবাবু যেকথা বলেছেন সেকথা সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি দু-একটা কথা বলবো। আমরা সকল সময় কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের মুখ থেকে শুনি, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিতজীও একথা বলেছেন যে ধনী আরও ধনী হয়ে যাচ্ছে এবং গরীব, আরও গরীব হয়ে যাচ্ছে। এটা সত্য কথা। কিন্তু এই যে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব এসেছে ৬০ কোটি আর ৩ কোটি টাকার, এর দ্বারা গরীবকে আরও গরীব করবার জন্য তাদের ঘাড়ে আরও

বোঝা চাপান হচ্ছে এবং ধনীদের এই করের বোঝা যাতে না বইতে হয়, তার জন্য তাদের রেহাই দেওয়া হচ্ছে। এই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একটার পর একটা চলেছে। প্রথম দুটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়ে, এখন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের সামনে এসেছে। আমাদের উচিত ভারতবর্ষের মানুষকে উৎসাহিত করা যাতে তারা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সফল করবার জন্য উৎসাহের সংগে এগিয়ে আসেন। সাধারণ মানুষ এই পরিকল্পনাকে সফল করবার জন্য যাতে সমস্তরকম কাজে নিযুক্ত হয় সেদিকে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সাধারণ মানুষের উপর এই বোঝা চাপানর ফলে—সারা ভারতবর্ষে, বাংলাদেশে ত নিশ্চয়ই, সাধারণ মানুষের মনে যে বিক্ষোভ আসবে তাতে পরিকল্পনাকে সফল করবার জন্য আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো বলে আমি মনে করি না। এই বোঝা বইতে না পেরে মানুষ ধীরে ধীরে যে পথে যাবে, সে পথ হচ্ছে, হয় সে মরে যাবে, আর নয়, সে বাঁচবার জন্য যে-কোন উপায় নিয়ে তাকে সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে হবে।

[11-10—11-20 a.m.]

কিন্তু আজ আমার মনে হয়, এই বিধানসভায় আমরা যে আলোচনা করছি তার ভাষা যদি এক হয় তাহলে আমরা সকলে মিলে এই কথা জানাতে পারবো কেন্দ্রকে যে এটা তাদের চিন্তা করা উচিত। এর সংগে ফলস্বরূপ আসবে, বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দর যা এখন আছে তা এমনিতেই দুর্মূল্য, তার উপর আরো বেড়ে যাবে। সেটা যাতে না হয় তার জন্য এই সভার কর্তব্য হবে এই কথা বলা। এবং এটা আরো স্পষ্টভাবে কংগ্রেসপক্ষ থেকে বলা উচিত। কংগ্রেসের বলা উচিত। কংগ্রেসের বলা উচিত যে এই বোঝা বাংলাদেশের মানুষ বহন করতে পারবে না। অনেকে নীতির কথা বলেছেন, একজন বলেছেন, আমাদের এই বক্তব্য শুনে হয়ত কেন্দ্রমন্ত্রীর কিছুটা তাঁর চিন্তার পরিবর্তন আসতে পারে। তিনি হয়ত এখন এত কর নাও চাপাতে পারেন। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। যদি আমরা সঠিকভাবে আন্দোলন না করি, এবং আমাদের বক্তব্য আরো জোরের সংগে না রাখি, তাহলে কেন্দ্রের কাছ থেকে কোন সুবিধা পাবো বলে মনে করি না। এখানে একথা চিন্তা করা দরকার যে শুধু এইভাবে আমাদের বক্তব্য রাখলে তারপর আমাদের উপায় কি হবে।

Shri Subodh Banerjee : স্পীকার মহোদয়, এই যে আজ কর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে ধরে নেওয়া আমার মনে হয় ঠিক হবে না। এটা কংগ্রেস সরকারের পরিকল্পনার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রথম পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এই tax ধার্য করার বিচার করা দরকার। আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাড়তি tax হিসাবে জনসাধারণের কাছ থেকে ১ হাজার কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে; আর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাড়তি কর হিসাবে আদায় করা হবে ১৬৫০ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনার কথা ছেড়ে দিলাম। তাহলে এই ১০ বৎসরে জনসাধারণের উপর কম করে ২৬৫০ কোটি টাকা তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। সেখানে জনসাধারণের জাতীয় আয় এই ধরণের বাড়েনি। তাহলে দেখা যাচ্ছে কি, যে planningএর জন্য টাকা জনসাধারণের কাছ থেকে নিংড়ে আদায় করা হচ্ছে, আর অন্যদিকে জনসাধারণের প্রকৃত আয় কমে যাচ্ছে। এই পরিকল্পনা জনসাধারণ সমর্থন করবে কেন। অবস্থা কিরকম সংগীন একটা অংক দিলেই বুঝতে পারবেন। জাতীয় আয়ের শতকরা ৮·৫ ভাগ আদায় হচ্ছে tax revenueএ, সেখানে কর, রাজ্যে, এই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য তুলতে

যাচ্ছেন শতকরা ১১ ভাগ। জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগ কর রাজ্য থেকে তোলা হবে এটা একটা horrible state of affairs, চিন্তা করা যায় না। তাহলেও বুঝতাম যে এই কর রাজ্য থেকে direct tax, অর্থাৎ income tax, corporation tax etc. থেকে আপনারা tax আদায় করে নিচ্ছেন আর জনসাধারণের necessaries of lifeর উপর থেকে tax বাদ দিচ্ছেন। যে-কোন welfare stateএ generally commodity production তিন ভাগে ভাগ করে থাকে, necessaries, comforts and luxaries। এবং necessaries চিরকালই চেষ্টা করা হয়ে থাকে করের বাইরে রাখবার জন্য। কিন্তু আমাদের এখানে ঠিক তার উল্টোটা হচ্ছে, অর্থাৎ necessariesর উপর কর ধার্য করা হচ্ছে এবং সেই necessaries যা গরীব জনসাধারণের ব্যবহার্য। আজকে প্রতি বৎসর দেখছি ৬৩ কোটি ১ লক্ষ টাকা আদায় করছেন, আর কেন্দ্রীয় কর হিসাবে আদায় হচ্ছে ৬০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। কি কি জিনিষ দেখছি, সুপারি, কেরোসিন তেল, দিয়াশলাই, কাঁচা তামাক, সুতার কাপড়, কাগজ, Non-alcoholic ঔষধ, vegetable oil ইত্যাদি। আশ্চর্যের কথা, স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন সুপারি বড়লোকে খায় না। গ্রামের সাধারণ মানুষ খায় এবং মধ্যবিত্তরা খায়। এক সের সুপারির দাম ৭ টাকা। এর উপর আবার tax হচ্ছে। এমনিতে ৩½ টাকা tax দিতে হয় আবার নূতন করে tax বাড়ছে kilogram প্রতি ৮০ নয়া পয়সা।

Mr. Speaker : This wiil be applicable to the ladies most.

Shri Subodh Banerjee : Ladies শুধু নয়, এটা মধ্যবিত্তরাও খায়। এইরকম ধরুন, তেল, যা তা নিত্য ব্যবহার করে, এর সের প্রতি কত tax দিতে হয় জানেন? সের প্রতি সরিষার তেলে নেওয়া হচ্ছে প্রায় ১৫ নয়া পয়সা। সের প্রতি যদি ১৫ নয়া পয়সা tax দিতে হয় তাহলে তার দাম বেড়ে গেল এবং হল ২৮০। সেইভাবে ধরুন কাঁচা তামাক, এটা কারা ব্যবহার করে, বিড়ি শুখাপাতা? তার উপর দেখুন চড়া হারে Tax দাম বসাচ্ছেন। এইরকম দৃষ্টিভংগী নিয়ে যা সাধারণ লোকে ব্যবহার করে তার উপর tax বাড়িয়ে দিচ্ছেন। খোলা 'চা' kilogram প্রতি ৩ নয়া পয়সা, আর প্যাকেট প্রতি ৬ নয়া পয়সা। খোলা 'চা' কে খায়? মধ্যবিত্ত ও গরীব তারাই ব্যবহার করে এবং তার উপর tax হল। আর যে চা export হয় তার export duty কমে গেল। কেন? Dollar earning করতে হবে। কিন্তু foreign exchange earning কোথা থেকে হবে কারণ চা কোথায় বেশী consumption হয়? বেশীর ভাগ Great Britainএ। সেখানে auction sale হয় এবং তারা এর উপর কোটি কোটি টাকা লাভ করে। তাদের জন্যই export duty কমে গেল। আর তার তিন গুণ আদায় করা হল আমাদের মত গরীব, নিম্ন মধ্যবিত্ত, তাদের উপর দিয়ে খুচরা চায়ের দাম বাড়িয়ে দিয়ে। যারা সুপারি ব্যবহার করে তাদের উপর বেড়ে গেল কিরকম tax, না সের প্রতি প্রায় ১৲ টাকা। কেরোসিন তেলের উপর বেড়ে গেল, চা কফির উপর করা হল, কাঁচা তামাক যেমন মতিহারী, তার উপর বেড়ে গেল; সুতার কাপড় তার উপর বেড়ে গেল; কাগজ যা দিয়ে নাকি ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবে তার উপর tax বসিয়ে দিলেন। যদি বলতেন bank paperএ বসাচ্ছেন তাহলে বুঝতাম যে তা richmenরা ব্যবহার করে। তা নয়, সাধারণ কাগজের উপর tax করা হচ্ছে। এবং যে পরিমাণে tax আদায় হচ্ছে তার figure দেখলে দেখা যাবে যে তার পরিমাণ huge। যেমন সুপারি ৫৭ লক্ষ টাকা; তামাক ৮৯ লক্ষ টাকা; সুতা কাপড় ৬৮ লক্ষ টাকা; চা ১৮৯ লক্ষ টাকা; কেরোসিন তেল ২ লক্ষ টাকা। এবং এখানে যেসমস্ত planning হচ্ছে তার সংগেও আমাদের fundamental difference আছে। আমরা মনে করি না কয়েকটি শিল্প গড়ে তুললেই সেই পরিকল্পনাকে সমর্থন করতে হবে।

তাহলে ইংরাজদেরও সমর্থন করার কথা উঠে। কারণ ইংরাজরাও এখানেও কয়েকটি Jute mill করেছিল অথচ তাদের সমর্থন করা উচিত। কিন্তু আমরা তা' করিনি। আমাদের প্রধান কাজ-গুলি ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করা। আজকে এখানে কয়েকটি শিল্প গড়ে তুলেছেন বলেই যে সেটাকে support করতে হবে তা মনে করি না। আমরা মনে করি এখানে যে অর্থনীতি সেই অর্থনীতিকে বদলাতে হবে। এই অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি। তাছাড়াও এই taxationএর মাঝে পড়েছে excess profits tax, bonus share ইত্যাদি এইগুলির সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। আর গরীব মানুষ যেগুলি ব্যবহার করে তার উপর tax বসছে সের প্রতি ১৲ টাকা। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন taxর জন্য দাম বাড়ে না, profiteeringর জন্য বাড়ে। অর্থনীতির ছাত্ররা জানেন এইসমস্ত necessaries of life যেগুলি মানুষ না কিনে পারে না, যেগুলির in-elastic demand সেক্ষেত্রে priceর মধ্যে tax ঢুকে যায়। সেইজন্য সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর প্রতিবাদ করার দরকার আছে।

[11-20—11-31 a.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী লোকসভায় যে বাজেট উপস্থাপিত করেছেন এবং নতুন যে করধার্যের প্রস্তাব এনেছেন এখন আমরা সে-সম্বন্ধে আলোচনা করছি। আমার মতে এই আলোচনা এখানে না করে লোকসভায় হওয়া উচিত—লোকসভায় কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের লোকও আছেন, প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির লোক আছেন, ফরোয়ার্ড ব্লকের লোক আছেন, বোধহয় R. S. P.র লোকও আছেন। কেন্দ্রীয় বাজেট রচনার সময় কর ধার্যের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কখনো প্রাদেশিক সরকারের সংগে আলোচনা করতে পারেন না, করা উচিতও নয়। আমরা আমাদের এখানে যে কর ধার্য করি তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে কখনো আলোচনা করি না এবং আমি মনে করি করাও উচিত নয়। আমাদের এখানে প্রত্যক্ষ ট্যাক্স কিরকম, এবং কি পরিমাণ আদায় করা হবে, অপ্রত্যক্ষ indirect tax কি পরিমাণ হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। Kaldor মহাশয় বলেছিলেন যে, direct tax আরো কমিয়ে দাও, 50 percent বেশী করো না। কিন্তু আপনি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জানেন যে আমাদের direct taxation উপরের দিকে ৮৮ পার্সেণ্ট পর্যন্ত, আমরা কমাইনি। আবার indirect tax, যেগুলি খুব নিত্য ব্যবহার্য জিনিস তার উপর আমরা tax করিনি। মাননীয় সদস্য সুবোধ ব্যানার্জী মহাশয় যা বল্লেন, যেগুলি comfortsএর ব্যাপার তার উপর কিছু কিছু বেড়েছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশী বেড়েছে যেগুলিকে আমরা বলতে পারি luxury goods তাদের উপর এবং luxury goods আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ব্যবহার করেন বড়লোকেরা। Income taxও বেশীর ভাগ বড়লোকেরা বহন করেন, wealth taxও তারাই বেশীর ভাগ দেন এবং expen-diture tax যেটা বছরে ৩৬ হাজার টাকা দিতে হয়, সেটাও বড়লোকের কাঁধেই পড়েছে। এবার যেসমস্ত জিনিষের উপর কর ধার্য করা হয়েছে সেগুলি যে খুব নিত্য ব্যবহার্য, একবারে না হলেই চলবে না আমি তা' মনে করি না। সুপারির কথা মাননীয় সদস্য সুবোধ ব্যানার্জি মহাশয় বলেছেন, আমি সুপারি খাই না, অনেকেই সুপারি খান না, অনেক গরীব লোকও সুপারি খান না। আমাদের এখানে সুপারির উপর কর ধার্য হয়েছে, তাতেও ৭ টাকা দাম হয়নি, (আপনি জানেন না, ৭ টাকা হয়ে গিয়েছে from the opposition Benches)—সুপারির বাজার দর tax বসবার আগে ৫।০ টাকা সের ছিল, এখন লোকে ৬।০ টাকায় সুপারি পাচ্ছে, ৭ টাকা বিক্রী হচ্ছে না। এখানে অনেকে

বল্লেন চায়ের উপর খুব বেশী ট্যাক্স বসেছে—চা না হলেই চলবে না আমি তা' মনে করি না যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই চা খান। এই চায়ের উপর, প্রতি ১০০ কাপে ১॥ নয়া পয়সা বেড়েছে, এমন কিছু কর ধার্য হয়নি। কফি, একটা পরিবার যদি মাসে ২০০ কাপ কফি খায় তাহলে ২০ নয়া পয়সা মাত্র বাড়ে। তারপর, সরষে তেলের কথা, মাননীয় সদস্য সুবোধ ব্যানার্জী মহাশয়ের দেখছি একটা ভুল ধারণা আছে—সরষে তেলের উপর কোন কর ধার্য হয়নি, আমাদের পশ্চিম বাংলায় সরষে তেলের উপর কোন কর নেই, (শ্রীসুবোধ ব্যানার্জী :—Vegetableএ ?) vegetable productsএ আছে, oilএ নাই। যেমন, ডালডা। ডালডার উপর যা duty বসেছে তাতে আমরা দেখছি একটা পরিবার যদি মাসে ৪ কিলোগ্রাম vegetable product ব্যবহার করে, ডালডা ব্যবহার করে, মাত্র ১২ নয়া পয়সা সেই পরিবারকে বেশী দিতে হবে। দিয়াশালাই, ৫০ কাঠির দিয়াশালাই বাক্স, তাও এমন কিছু নয়, ৬ নয়া পয়সায় আমরা পাই। আমাদের এখানে কেরোসিন, যেটা নিকৃষ্ট, inferior, তার উপর কোন tax বসেনি, এটাই গরীব লোকেরা গ্রামে গ্রামে ব্যবহার করেন। Superior Kerosine এক বোতলে ২ নয়া পয়সা বাড়বে। হুঁকোর তামাক ইত্যাদি ইত্যাদি, এক কিলোগ্রাম তামাকের উপর ৩ নয়া পয়সা—তিন নয়া পয়সা এক সের, এক ছটাক, এক তোলায় বাড়বে, আমি মনে করি না এমন কিছু বাড়বে। আমাদের এখানে কার্পাসজাত বস্ত্র—সব বস্ত্রের উপর কর বসেনি—আমি এটা হিসাবে দেখছিলাম—৫ গজি সাড়ীতে ১২ নয়া পয়সা মাত্র বাড়বে। যেমন বস্ত্র—৫॥ গজি শাড়ী যার দাম এখন আছে ১৬ টাকা, নতুন কর ধার্য হলে পর ৩২ নয়া পয়সা মাত্র বাড়বে। সিগারেট, ১০টা সিগারেট কিনলে আধ নয়া পয়সা মাত্র বেশী দিতে হবে। কাজে কাজেই, মাননীয় সদস্যরা যেসব কথা বলেছেন তা' আমরা অনেকদিন থেকেই শুনছি। আমাদের কথা হল direct tax বড়লোকের শিরেই বেশী, প্রায় ৮৮ ভাগ, indirect taxও আমরা কমিয়ে দিতে চেষ্টা করি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের উপর। মাননীয় সদস্য জ্যোতিবাবু বলেছেন সরষে তেলের দামের কথা। অনেক কথাই তিনি বলেছেন। আমাদের এখানে যে চালের দাম, ডালের দাম কমে গিয়েছে সেই কথা তিনিও বলেননি, অন্য কেউও বলেননি। তরিতরকারির দাম যে কমে গিয়েছে সেই কথাও কেউ বলেননি।

Shri Bijoy Singh Nahar : দাম বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও এবং দোকানে থাকা সত্ত্বেও দোকানদাররা যে বেশী দাম নিচ্ছে তার কি ব্যবস্থা করছেন ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : আমাদের কোন ব্যবস্থা করার উপায় নাই। মাননীয় সদস্যদের স্মরণ থাকতে পারে—খুচরা দোকানীদের উপর কোনরকম control করা সম্ভব নয়।

সবশেষে আমি বলতে চাই স্বাধীনতার পর আমরা পশ্চিমবংগে বছরে ৩২ কোটি টাকা রাজস্ব পেতাম আজকে ১০০ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই যে ৭০ কোটি টাকা বেশী রাজস্ব বেড়েছে তার incidence গরীবের উপর পড়েছে তা নয়। যাই হোক, কিসে কিসে কর ধার্য হবে, direct কতটা হবে, indirect কতটা হবে এসব বিষয় আমরা এখানে আলোচনা করেও কোন সিদ্ধান্ত করতে পারব না, এটা লোকসভায় আলোচনা করা দরকার। লোকসভায় বিভিন্ন দলের সদস্যরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন—শ্রীঅশোক মেহতা অভিনন্দন জানিয়েছেন শ্রীমোরারজী দেশাইকে। আমাদের এখানে আলোচনা করে লাভ না থাকলেও, মাননীয় সদস্যরা তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন, আমরাও আমাদের বক্তব্য রাখলাম।

আরও অনেক দলের লোক তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন, কাজেই আমাদের আর এবিষয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। মাননীয় সদস্যরা যেমন তাঁদের মত প্রকাশ করলেন, আমরাও আমাদের মত প্রকাশ করতে ক্ষান্ত হব না।

Shri Jyoti Basu : স্যার, একটা কথা আমি বলব। যত কিছু সুপারিশ হয়েছে তার সমস্তটাই উনি সমর্থন করলেন এটা আমরা দেখলাম। যাই হোক, এগুলি ওঁর ভণ্ডামির মুখোস ছিল সেটা এখন উনি খুলে ফেলেছেন দেখে আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker : The discussion is over. The House stands adjourned till 3 p.m. today.

Adjournment

The House was adjourned at 11-31 a.m. till 3 p.m. on Friday, the 10th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

[3—3-10 p.m.]

GOVERNMENT BUSINESS

Laying of Audit Report on the accounts of the West Bengal State Warehousing Corporation

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the Assembly the Audit Report on the Accounts of the West Bengal State Warehousing Corporation for the period from the 20th March, 1958, to the 31st March, 1959.

Calling attention to matter of urgent public importance

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, with reference to the point that has been raised by Shri Farooquie regarding the problem of giving holiday on the Birth Centenary of Rabindranath, what I will point out to my friend is that as far back as September, 1960, i.e. last year when we were considering the question of holidays for the year, we had set down that on the 8th May we have a holiday so far as West Bengal Revenue and Magisterial Courts are concerned. That is a Local Holiday. Since then the Central Government has issued a notification under the Negotiable Instruments Act that the 8th of May should be declared a holiday in connection with commemoration of Birth Centenary of Rabindranath. The notification issued by the Central Government is enough for the purpose of declaring 8th May, 1961, to be observed as public holiday in West Bengal. The West Bengal Government is going to republish the said notification in the Official Gazette for general information.

Demand for Grant No. 48

Major Head : 82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account

The Hon'ble Dr Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 28,06,000 be granted for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account".

Sir, this amount is necessary for the purpose of various development schemes with regard to transport—both of water transport as well as road transport. This also includes an amount which has been provided under the Head 'Tourism' which is a subject which has been declared to be the function of the Transport Department. The items that composed the total amount of Rs. 28,00,000 are as follows :—

Construction of car park around Dalhousie Square. Sir, with a view to re-modelling traffic arrangements and thereby removing acute traffic congestion in the area around Dalhousie Square which is the centre of Governmental and commercial activities in Calcutta, a scheme for the construction of a car park and State Bus Stand around Dalhousie Square was included in the Second Plan at an estimated cost of Rs. 12 lakhs.

The initial works in connection with the scheme, namely, removal of the statues, erection of fencing, shifting of ground hydrants, dismantling of latrines, oonstruction and extention of garages etc are in progress. As the scheme is not expected to be fully implemented during the Second Plan period, it has been included in the Third Five Year plan for execution. For the year 1961-62 a sum of Rs. 2 lakhs 62 thousand has been accordingly included in the budget.

Improvement of Chowringhee from Dharamtolla Junction to Whiteaway crossing and construction of a subway. With the object of removing the prevailing traffic conjestion and thereby minimising the chances of road accidents, a scheme for improvement of the important area of Chowringhee from Dharamtolla Junction to the Whiteaways crossing and construction of a subway etc,, was included in the fourth year of the Second Five Year Plan. Matters relating to utilisation of land by Calcutta Corporation for the purpose of diversion of existing sewers and construction of additional sewers and watermains are not expected to be finalised within the limited period of the Second Five Year Plan. The scheme has been included in the Third Five Year Plan and a sum of Rs. 1 lakh 36 thousand has therefore been provided for works in this connection in the budget estimates of 1961-62.

Construction of a bus station at Belgachia—To remove accute traffic congestion and minimise chances of road accidents around the important traffic centre at Shambazar five-point crossing, a scheme for construction of a bus station at Belgachia was included in the last year of the Second Five Year Plan. The land on which the bus station has been proposed to be erected not being ultimately available, the scheme has to be transferred to the Third Five Year Plan for implementation. A sum of Rs. 1 lakh 53 thousand has been provided for works in connection with this scheme during 1961-62.

Improvement of bus service in Calcutta and construction of a depot and equipments—From the point of view of acute problem of congestion in public transport prevailing in the city of Calcutta, implementation of measures aiming at orientation, diversion and general improvement of the transport conditions requires special consideration. To meet the growing expansion of the city and relieve acute congestion in public transport a scheme for construction of a depot with provision of necessary equipments has been included in the Third Five Year Plan for implementation at an estimated cost of Rs. 27·50 lakhs. A sum of Rs. 5 lakhs has been provided for this work this year.

For the improvement and better regulation of traffic in the congested area around Dalhousie Square which is the centre of Governmental and commercial activities in Calutta, remodelling of the traffic arrangements in the vital area has been imperatively necessary With a view to ensure public safety a scheme for the construction of two subways at the north-east and north-west corners of Dalhousie Square at an estimated cost of Rs. 7 lakhs 98 thousand and Rs, 7 lakhs 20 thousand respectively has been included in the Third Five Year Plan. The total estimated cost of these schemes would be Rs. 15 lakhs 18 thousand. A sum of Rs. 3 lakhs has been provided for works in this connection in the budget estimate of 1961-62.

Improvement of road and parking facilities in front of Sealdah Railway Station. There is a heavy traffic in front of the Sealdah Station and congestion is so serious that there are frequent accidents. With a view to ensure improvement of the deplorable condition and for better regulation of traffic and for minimising the chances of accidents a scheme at a total cost of Rs. 12·33 lakhs has been formulated in consultation with the Railways, the Corporation of Calcutta and the Calcutta Tramways and included in the Third Five Year Plan for execution. The total cost of the scheme includes the cost of acquisition of railway land, engineering works, namely, bus stand including pucca approaches and pavements, waiting sheds, lavatories etc. A sum of Rs. 2 lakhs has been provided for work in this connection in the budget estimate of 1961-62.

With the improvement achieved in the field of transport as a result of the execution of the First and the Second Five year plans there has been heavy increase of traffic in front of Howrah Railway Station. The present yard was built many years ago and it is not sufficient to meet the present needs. There have been frequent traffic jams in front of this area or in the vital approaches due to want of sufficient moving space in the yard. The whole position was studied by the representatives of Government, Chief Engineer, Eastern Railway and the Calcutta Improvement Trust and a scheme for remodelling of parking areas and road approaches in front of Howrah Station has been included in the Third Five Year Plan at an estimated cost of Rs. 26·09 lakhs. The total cost of the scheme includes the cost of land, engineering works like development of bus and tram stations at selected site, realisement of tram tracks, work of dismantling etc. A sum of Rs. 5 lakhs has been included in the budget estimate of 1961-62.

[3-10—3-20 p.m.]

At present there is no central bus stand at Baraset which is the terminus of five important bus routes, viz., 79, 81, 87, 88 and 95, in

addition five more heavily used routes pass through Baraset. With a view to relieving acute traffic congestion in the Shyambazar crossing caused by the suburban bus routes at the place, the position was reviewed by the Government at a high level conference and it was decided to undertake a scheme of construction of a central bus stand on a piece of Government land measuring 1·24 acres at Baraset in the district of 24-Parganas at a total cost amounting to Rs. 2 lakh 78 thousand. The scheme provides for overall accommodation of a total number of 26 buses, 25 buses of the terminal routes, at the rate of 5 buses per route, and 1 bus of the wayside routes. The scheme also covers construction works such as high islands between two consequtive rows of buses, wide footpath, waiting sheds etc.

Sir, Darjeeling, besides being a source of great attraction, is fast growing as an important town. The problem of acute parking difficulties and traffic congestions at the Bazar and main road of the Darjeeling town has been keenly felt for a long time. It was, therefore, decided in consultation with the municipal authorities to extend the existing motor stand at Lebong Cart Road at an estimated cost of Rs. 61,000. Due to paucity of fund Darjeeling Municipal authorities expressed their inability to undertake the work. Accordingly with a view to ensuring betterment in the parking facilities and the regulation of traffic in this important centre as well as on the ground of public safety, the scheme has been included in the Third Five Year Plan.

Inland Water Transport.—To cope with the problem of acute shortage of inland water transport crews, such as Masters, Drivers, Serangs, as well as from the point of view of systematic recruitment of trained crew personnel from amongst Indian nationals for the inland steam vessels, a crew training scheme has been included in the Third Five Year Plan for execution at a total estimated cost of Rs. 12·35 lakhs. The scheme provides for development of the existing small Inland Water Transport Training Centre at Garden Reach Kidderpore, and extension of the scope of higher training for about 150 boys instead of 100 boys at a time as at present.

The Indian Botanical Garden at Sibpore, is a source of great attraction for all sections of the people residing in the over-populated and congested areas of Calcutta and its suburbs all the year round for its natural beauty, evironments as well as educative value. Tourists both at home and abroad take great interest in visiting the Gardens. It has been felt that the amenities and facilities now available in the Gardens are proving to be grossly inadequate for the growing requirements of the visitors. It has, therefore, been decided to implement a scheme for construction of a jetty with a cafetaria at Botanical Gardens at a total cost of Rs. 1·65 lakhs.

To promote tourism construction of Rest Houses at different places has been contemplated, viz. Low Income Group Rest Houses at Chittaranjan Low Income Group Rest House at Bishnupur, Low Income Group Rest House at Suri, Low Income Group Rest House at Digha or Frazerganj, whichever is found suitable, Low Income Group Rest House at Nabadwip, Low Income Group Rest House at Darjeeling. Along with that an amount has been provided for tourists' publicity as also for providing buses for the tourists. These practically cover the total amount of Rs. 28 lakhs that I have asked for under this head.

There is one item which has not yet been finalised, viz. as to what we could do with regard to development of small air-strips in the different districts of West Bengal. Not only the Government but also the public sometimes find it necessary to move from one part of the State to the other quickly. There are several airstrips in different districts erected during the war period which require hauling up, levelling and so on and so forth. Instructions have been issued to get an estimate of the cost necessary which we can include in the supplementary estimates.

Mr. Speaker : All the cut motions are taken as moved.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82-B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,06.000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82-B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82-B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82-B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82-B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,06 000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82-B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82-B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhayay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82-B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82-B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Shri Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82 B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced to Rs. 1.

Shri Niranjan Sen Gupta: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকের এই খাতে আলোচনার সময় এত অল্প সময় ধার্য হয়েছে, তাই এবং আমার ভাগ্যেও খুব কম সময় পড়েছে। সুতরাং আমি শুধু দু-একটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করবো। গেলবারের বাজেটে আমি সরকারের Regional Transport Authority গঠনপ্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবং সরকারের নীতির তীব্র নিন্দা করেছিলাম। ডাঃ রায় সেই সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, may I interrupt for a few moments. According to the Motor Vehicles Transport Act, the Regional Transport Authority and the Central Transport Authority are independent bodies consisting of some officials and some non-officials. We do not give any directions to them unless there is an appeal from the State Transport Authority to the Government."

Shri Niranjan Sen Gupta: আপনার কাছেও কথা আছে। আপনি বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী, এ জিনিষটা আপনার হাতে ছিল। আমি যে জিনিষটা সম্বন্ধে আপনার কাছে অবতারণা করবো, সেটা হচ্ছে—Regional Transport authority, যাদের statutory body করে দিয়েছেন। তারা আগে ছিল, এখনও তারা আছে। তারা একটা দলের সমর্থক নিয়ে গঠিত। আমি গেলবার বাজেট আলোচনাকালে বলেছিলাম, আপনার এর জবাব দেওয়া উচিত। দলীয় স্বার্থে এই Regional Transport authority ব্যবহৃত হচ্ছে।—আপনার সরকারী নীতির, এ একটা দিক। কারণ, আমি বলবো আগামী দিনের নির্বাচন আসছে। বাসের পারমিট এবং বাস-সংক্রান্ত সমস্ত কিছু জিনিষ এই Regional Transport authority পরিচালনা করেন। আপনি বাংলাদেশের ১৬টি authority সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখুন সেখানে কংগ্রেসের লোক ছাড়া বাইরের কোন লোক আছে কি না! কংগ্রেসের লোক ছাড়া বাইরের কোন লোক, বা বিরোধী পক্ষের কোন লোক সেখানে নেই। যাঁরা সেই authorityতে আছেন, তাঁদের মধ্যে এই whole Houseএর একটা অংশের কোন লোকই নেই, সেখানে নেওয়া হচ্ছে কেবল কংগ্রেসের লোক। এর জন্য হয় কি একবার দেখুন। যারা বাস-এর পারমিট পায়, তারা কিরকম বাস চালান তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। হরিণঘাটায় নদীয়া Regional Transport authorityর এলাকা। হরিণঘাটা টু কাঁচরাপাড়া রুটে বাস চলছে। শুনে আশ্চর্য হবেন, সেখানে এমন বাস sanction করেছেন যে তাতে দাঁড়ান যায় না। যারা এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা সেই বাসে চড়ে হরিণঘাটা থেকে কাঁচরাপাড়ায় যাবেন, তাঁদের মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আসতে হয়। তাঁদের অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হয়। গেলবারে এই ঘটনাটি আপনার দৃষ্টিতে এনেছিলাম, কিন্তু তার কোন জবাব আপনার কাছ থেকে পাইনি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: সেই বাসগুলি গভর্ণমেণ্টের বাস নয়, প্রাইভেট বাস।

Shri Niranjan Sen Gupta : প্রাইভেট বাস হলেও ত আপনার দায়িত্ব আছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : যদি গভর্ণমেণ্ট বাস না হয়, প্রাইভেট বাস হয়, তাহলে তার উপর আমি কণ্ট্রোল করবো কি করে? তাহলে তাদের তাড়িয়ে দিতে হয়।

Shri Niranjan Sen Gupta : Regional Transport authority তাদের সেই রুটে বাস চালাবার পারমিট দিলেন কেন? তাঁরা ত সেটা withdraw করতে পারেন। যে বাস রুটে, বাসে চড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারা যায় না এবং এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা ধরে মাথা নীচু করে করে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, তাদের পারমিট কেন দেবেন! প্রাইভেট বাস হোক, পাবলিক বাস হোক বা যে-কোন বাস হোক, তার সংগে আপনার সম্পর্ক আছে; এবং আপনি ইচ্ছে করলে তাকে ক্যানসেল্ করে দিতে পারেন। আপনি এখানে কেন তা' বন্ধ করে দিচ্ছেন না! তার মানে আপনার ওখানে একটা মালিকানা স্বত্ব কায়েম করছেন। তাঁরা বড়লোক, তাদের বাস ক্যানসেল করলে হয়ত সরকারকে বিপদে পড়তে হবে।

[এ ভয়েস্ ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ—লোক্যাল পিপিল্‌রা কখনও কি আপনার কাছে য়্যাপিল করেছিল! না, আর. টি. ও.র কাছে য়্যাপিল করেছে?]

আমার কাছে তারা য়্যাপিল করেছে, আমার কাছে তাঁরা ডেপুটেসন পাঠিয়েছে।

[এ ভয়েস্—Regional Transport authorityর কাছে যদি তাঁরা য়্যাপিল না করে থাকেন বা কিছু না জানিয়ে থাকেন, তাহলে ট্রান্সপোর্ট অথারিটি কি করে, কি ব্যবস্থা করবেন?]

State Transport authority বা Regional Transport authorityর কাছে appeal করে কোন লাভ নেই। ডাঃ রায় জানেন, তারা কোন জবাব পর্যন্ত কখনও দেয় না। দ্বিতীয়ত কলকাতায় road accidents সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আপনি হয়ত বলবেন Calcutta Transport Corporation তারা বাস চলাচলের ভার নিয়ে নিয়েছেন। আমার এতে কিছু করবার নেই। কিন্তু আজকে ক্যালকাটার রাস্তায় যেসমস্ত বাস used হয়, সেগুলি State Transportএর হোক বা অন্য কারও হোক, সেই busগুলি অত্যন্ত defective. আমি তার দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

[3-20—3-30 p.m.]

Leyland Comet যা এনেছেন সেগুলির Hand Brake এবং Foot Brake ভাল না। কলকাতার রাস্তায় accident হলে Driverকেই হয় দোষী করা হয় না হয় Pedestrianদের দোষী করা হয়, গালাগাল দেওয়া হয়। এ গেল দুটো দিক। কিন্তু আর একটা দিক আছে সেটা হল সরকার এই busগুলির Import করে। এই বাসগুলি যখন রাস্তায় ছাড়ে check করে ছাড়া হয় না—এই হল Transport Authorityর বিরুদ্ধে অভিযোগ। আমি শতাধিক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। ৩০-৯-৬০ তারিখে WBS 1353 হাওড়া station থেকে নেমে ট্রামে এসে ধাক্কা লাগে, ব্রেক ধরে না সেই Bus। এই accidentএ Driver আহত হল, হাসপাতালে আছে, এক পয়সাও তাকে দেওয়া হয়নি। Drivers সেই accident এড়াবার চেষ্টা করেন। কলকাতায় যে Busগুলি আনা হয়েছে সেগুলি পুনরায় পরীক্ষা করা দরকার। এই

Driverএর কোন দোষ নাই। সরকারেরই দোষ। এদিক বিবেচনা করে বাসগুলিকে পুনরায় check না করা পর্যন্ত withdraw করার ব্যবস্থা নেবেন এই অনুরোধ করছি।

Shri Panchanan Bhattacharjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একটা সামগ্রিক দৃষ্টি-ভংগী নিয়ে বলছি যে সমগ্র ভারতে Transportএর যে অবস্থা সেটা অত্যন্ত খারাপ। এ-সম্বন্ধে বারংবার India Road Congressএর সাবধানী উচ্চারিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার এ নিয়ে বিশেষ-কিছু মাথা ঘামান না। আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশের যোগাযোগ দরকার। Transportএর ব্যবস্থা এবং রাস্তাঘাট সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সেদিকে কোন ব্যবস্থা নাই। যথা পশ্চিমবাংলার কথাই ধরা যাক্। পশ্চিমবাংলায় সাধারণতঃ Civil Worksএ রাস্তা হচ্ছে, Community Development মারফৎ রাস্তা তৈরী হচ্ছে, National Extension Service মারফৎ রাস্তা তৈরী হচ্ছে এবং Local Development মারফৎ রাস্তা তৈরী হচ্ছে। এই রাস্তার সংগে Transportএর যে সম্পর্ক আছে, আবার খালের সংগে জলপথের সংগে রাস্তার যে সম্পর্ক আছে সেটা উন্নয়ন করার কোন ব্যবস্থা নাই। এক-এক বিভাগের রাস্তাঘাট সেই সেই বিভাগের অর্থে হয়। Transport Advisory Committee, Masani Committee যা কেন্দ্রীয় সরকার করেছিলেন, ১৯৫৯ সালে যে report বেরিয়েছিল সেই report পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে পশ্চিমবংগ Transport Advisory Committeeর মিটিং হয়নি, সেজন্য খুবই দুঃখিত। আমি আপনার মারফৎ মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যে India Road Congressএর reportএ বলা হয়েছে যে আজকে রাজ্য সরকারের না হলেও কেন্দ্রে একটা Road Board হওয়া দরকার। এই Road Boardএর function বলে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবংগে একটা Road Board হওয়া দরকার যার মধ্যে Transport Advisory Committeeর কোন প্রতিনিধি থাকবে, যার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের রাস্তাঘাট যারা তৈরী করে তাদের প্রতিনিধি থাকবে এবং রাস্তাঘাট যারা মেরামত করবে তাদেরও প্রতিনিধি থাকবে এবং মোটরগাড়ী লরী ইত্যাদি যা চালান হয় তার সংগে রাস্তার নিরাপত্তা এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা আলোচিত হবে। রোড বোর্ড পশ্চিমবাংলায় গঠিত হওয়াও দরকার। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে আগাগোড়া ভুলপথে রাজ্য সরকার চলেছে। রাজ্য সরকার একটা উপকার করতে পারেন কিন্তু করেন না। কল্যাণসুন্দর যে বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছেন কল্যাণী রিপোর্টে তাতে তিনি বলেছেন পশ্চাদগামী দেশ আমাদের সুতরাং এখানে রাস্তাঘাট বেশী না যদি গড়ে উঠে তাহলে টাকা খরচের অর্থ হয় না। কিন্তু এই পর্যন্ত ৫ কোটি টাকা State Transportএ খরচ করা হয়েছে। কিন্তু এই ৫ কোটি টাকা যদি পুঁজি হিসাবে অন্য কোথাও নিযুক্ত হত তাহলে অনেক লোক চাকুরি পেত।

৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবংগ সরকার নূতন পন্থায় শত শত লোকের জন্য ব্যবস্থা করতে পারতেন, আরো নানা কায়দায় এই যে বাস চলাচল তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। All India Motor Union congressএর এই বৎসর জানুয়ারী মাসে যে অধিবেশন হয়, যার সভাপতি অমৃত লাল কাউল, তারা বলেন যে এই High Courtর রায় তারা মানে না। All India Motor Union Congressর প্রস্তাবে আছে যে বিভিন্ন রাজ্যে Transport Finance Corporation গঠিত হওয়া দরকার। লরী যারা কেনে, এটা সকলেরই জানা কথা, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও জানেন যে ৪০।৫০ হাজার টাকা দিয়ে কিনবার মত সামর্থ্য অধিকাংশ লোকের নেই। যারা দু-তিন হাজার টাকা যোগাড় করে তারা hire purchase systemএ কেনে, ফলে তাদের লাভ পিঁপড়েতেই খায়, তারা সে লাভ কোনদিন চোখেও দেখতে পায় না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য পশ্চিমবংগে Transport Finance Corporation হতে পারে। এখানে ৫ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। যাই

হোক তাতে কিছু কাজ হবে কিন্তু আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে এর দৃষ্টিভংগীর মধ্যে ভুল রয়েছে। বেলঘরিয়ায় State Transportর একটা গ্যারেজ আছে। সেখানে প্রায় ১ লক্ষ মোটর ও লরী মেরামত হতে পারে কিন্তু আজকে কয়খানা গাড়ী সেখানে মেরামত হচ্ছে? সুতরাং ৯৯ হাজার গাড়ী যদি অন্য জায়গায় মেরামত হয় তাহলে এর বাসও সেখানে মেরামত হতে পারে। সেখানে যদি অন্য গাড়ী মেরামতের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে পশ্চিমবংগ সরকারের সে প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। সেজন্য আমি দৃষ্টিভংগীর কথা বলছিলাম। তারপর সারা ভারতবর্ষে মোটর লরীতে কত মাল বহন করতে পারে তার একটা picture আমরা Masani report থেকে পাই। তাতে দেখছি যে মধ্যপ্রদেশে ১৮৪০০ lb., বিহারে ২৭ হাজার পাউণ্ড আর পশ্চিমবংগে ৩১ হাজার পাউণ্ড। তার উপর লরী জোরে চলে বলে রাস্তা খারাপ হয়ে যায়। এই লরী যে-বেগে চলে তার ফলে নানাপ্রকার accident হয়। সেই speed control করার জন্য Masani reportএ Suggest করেছে যে লরীর পিছনে ছোট traillorর ব্যবস্থা করলে কম খরচে বেশী মাল বহন করতে পারবে এবং এই traillor থাকার জন্য speed কম হবে ও accident কম হবে। কলকাতার বাইরে এইরকম ব্যবস্থা করতে বাধা নেই। আইনের সামান্য সংশোধন করলেই সে ব্যবস্থা হতে পারে। তারপর Motor Vehicles Actএর মধ্যে rule 98 কেন ঢুকিয়ে রেখেছেন। এর ফলে বেকার, মধ্যবিত্ত যুবক permit পেলেও আসলে দেখা গেল পাঞ্জাববাসী বা রাজস্থানবাসী কোন ভদ্রলোক এটা লেখাপড়া করিয়ে নিয়েছেন এবং তারাই তা' দিয়ে উপার্জন করছেন। বাঙালী ছেলেরা ঘুরে ঘুরে permit পেলেও বাধ্য হয়ে তা' বিক্রী করে দিতে হয়। বেনামীতে এটা বিক্রী করতে বাধা নেই। আমার বক্তব্য এই বেনামী বিক্রয় বন্ধ করার জন্য নূতন ব্যবস্থা করা দরকার। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো, Co-operative Relief Society যদি করা হয় তাহলে এ-সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। তারপর driving licence যত্রতত্র দেবার ফলে তার পরিণাম কি দাঁড়ায় তা বলছি। আমি জানি এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একজন রাজস্থানী কাজ করতো, চাকরের কাজ, জল তুলতো, তাকে একটা driving licence পাইয়ে দেওয়া হল। এবং এইসব লরীর সবচেয়ে বেশী দুর্ঘটনা ঘটে প্রফুল্লবাবুর constituency মধ্যে দিয়ে যখন যায় ঐ শ্রীরামপুর এলাকায় এরকম bogus driver's licence দেবার জন্য। দেখা দিয়েছে এমন বহু লোকে লরী চালায় যার চালাবার যোগ্যতা নেই। সুতরাং এর কড়াকড়ি করা দরকার। এবং সেইভাবে Motor Vehicles Act সংশোধন করা উচিত। আমি যদিও মনে করি যে transport যদি ঠিকভাবে করা যায় তাহলে বহু লোকের employment হতে পারে এই transportর মারফৎ।

[3-30—3-40 p.m.]

আমাদের পশ্চিমবাংলায় কতগুলি নদী নালা ও জলপথে যাতায়াতের ও মাল পরিবহনের চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের ছোটবয়সে আমরা দেখেছি কলকাতা থেকে যাতায়াতের steamer service ছিল। আমাদের দেশে যেসমস্ত নদীনালা ও খালবিল আছে সেগুলির সামান্য সংস্কার করলেই এগুলির উপর দিয়ে নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা হতে পারে, ছোট ছোট ষ্টিমার চলাচলের ব্যবস্থা হতে পারে—এ-সম্পর্কে পশ্চিমবংগ সরকারকে অবহিত হতে বলি। আমরা যদি মনে করি আমরা সভ্য হয়েছি—আমি এখানে আরেকবার বলেছিলাম থানার কথা—তাঁদের তো আমরা মনে করি অসভ্য কিন্তু তাঁদের per capita national income আমাদের চেয়ে ১৬ গুণ বেশী, মালয় আমাদের তুলনায় অসভ্য, তাঁদের per capita national income ১২॥ গুণ আমাদের চেয়ে—সিলোন প্রভৃতি দেশ আমাদের তুলনায় পশ্চাদগামী। কিন্তু Masani

Committeeর পরিসংখ্যান আমি একটু পড়ে দিচ্ছি, শুনুন, road mileage সিলোনে per sqr. mile of territory 35, Indiaতে 25, সিলোনে per lakh of population 115, Indiaতে per lakh of population 82। Motor vechicles per lakh of population সিলোনে ১০৩, ইরাকে ৬১১, ফিলিপাইনসে ৪৮৩, ভারতে ৭৯। সুতরাং motor transport সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু Motor Vechiles Actএ অন্যায় বাধা আছে। Tyreর যে black marketএর সুপ্রশস্ত রাস্তা আজকাল তৈরী হয়েছে সেটা রোধ করার জন্য ব্যবস্থা করুন। Motor Parts নিয়ে black marketing white market এই হচ্ছে। আমার একটা Citroen গাড়ী আছে, তার একটা parts যার মূল দাম ১২ টাকা তা' ১২৮ টাকায় কিনতে হয়েছে। ৪০ কোটি টাকার motor parts বছরে আমাদের দরকার, ভারত সরকার foreign exchange ২৮ কোটি টাকার permit ছিল—সুতরাং এই যে ১২ কোটি টাকার difference, তা' inflation হয়ে সবশুদ্ধ ৮৫ কোটি টাকায় বিক্রী হয়। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় transportএর জন্য ২৫০ কোটি টাকা ছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবাংলার অংশ অনেক কম—সুতরাং অনেক কাজ হতে পারবে না। Transport Finance Corporation তো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন সমস্ত transport ব্যবস্থা ধীরে ধীরে nationalise করার জন্য অগ্রসর হতে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যদি টাকা সংগ্রহ করা যায় তাহলে আমাদের transportএর সমস্ত সমস্যারই সমাধান হতে পারে—তাতে করে আমাদের অনেক সমস্যারই সমাধান হবে। সুতরাং নদীনালা সংস্কার, রাস্তাঘাট সম্প্রসারণ করে transportএর উন্নতিবিধানের জন্য সচেষ্ট হোন।

Dr. Kanailal Bhattacharjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, হাওড়া জেলা গ্রামাঞ্চলে যেতে হলে একমাত্র উপায় হচ্ছে Taxi। এবং এই Taxiর Permit দেন এবং Control করেন হাওড়া R.T.A.। এখন এর সংখ্যা হচ্ছে ১৩০টি, এর মধ্যে কয়েকদিন হল ৭৩টি গাড়ী হাওড়া R.T.A. বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ সম্বন্ধে এরা বলেন যে এদের Certificate of fitness নেই আমি এই সম্বন্ধে calling attention motion দিয়েছি। হাওড়া R.T.A. Sergeant পাঠিয়ে তাদের certificate of fitness দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা' তারা করেননি। এদিকে রাস্তাঘাট খারাপ থাকার জন্য এই গাড়ীগুলি তারা সময়মত certificate of fitness নিতে পারেননি। এর ফলে একটা Deadlock সৃষ্টি হয়েছে এবং জনসাধারণের আসা-যাওয়া একেবারে বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। যখন এইরকম deadlock হয়ে গিয়েছে তখন কর্তৃপক্ষ আইনের একটা ফাঁক দিয়ে ২৪ খানা গাড়ীকে আরও কিছুদিনের Permission দেওয়া হল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি তাদের আবার দেওয়া হল তাহলে Cancel করে দিলেন কেন? তার কারণ হল R.T.A. তাদের খেয়াল খুসীমত চলেন। সেজন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যেন তিনি এবিষয়ে একটু দৃষ্টি দেন এবং যে ৫০ খানা গাড়ী এখনও বন্ধ হয়ে আছে তাদের অন্ততঃ আরও তিন মাসের জন্য Permission দেন। এবং তারা এই তিন মাসের মধ্যে যদি certificate of fitness না নিতে পারে তাহলে বন্ধ করে দেবেন। তা না হলে হাওড়া গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের যাতায়াতের পক্ষে ভীষণ অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, তা' দূর হবে না। এবং হাওড়া R.T.A. যাতে নিয়মিতভাবে Sergeant পাঠান তার ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে হাওড়ার গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের হাওড়া সহরের সংগে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে শুধু হাওড়া R.T.A. এর খামখেয়ালীর জন্য।

তারপরে আমি আরেকটা বিষয়ের প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে কলকাতা থেকে হাওড়া Station আসতে হলে হাওড়া ব্রীজের আগে Strand Roadএ সবসময় একটা

chronic jam লেগে থাকে। তার জন্য সাধারণ যাত্রীদের পক্ষে ভীষণ অসুবিধা হয়। বিশেষতঃ যেসব যাত্রী ট্রেন ধরতে যায় এই Traffic Jamএর জন্য অধিকাংশ সময়ই ট্রেন ফেল করে। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন Third Five Year Planএ হাওড়া Bus Standএর উন্নতি করবেন কিন্তু তাতে Strand Roadএর jam কমবে না এবং বর্তমান অসুবিধা দূর হবে না। সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব আরেকটা ব্রীজ মেটিয়াবুরুজ ওখান দিয়ে করা সম্ভব কি না—এবং এ-বিষয়ে তিনি কিছু চিন্তা করছেন কি না এটা যদি আমরা জানতে পাই তাহলে খুসী হব। কলকাতা থেকে হাওড়া এবং হাওড়া Station যাতায়াতের পক্ষে এখন যে Chronic Traffic Jam হয় তার সুরাহা হতে পারে। এইরকম আরেকটা ব্রীজের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না সেটাই জানতে চাই।

[3-40—3-50 p.m.]

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: মাননীয় স্পীকার মহাশয় কলকাতার State Bus প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী বহন করে কিন্তু sitting accomodation দেওয়া দূরের কথা standing accommodation দিতে পারে না। আমাদের মা বোনেরা তাদের ছেলে ভাইয়েরা যখন অফিসে যায় তারা ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করতে পারে না তারা ফিরে আসবেই।

কংগ্রেসের দিক থেকে তাঁরা এই ষ্টেট বাসকে সমর্থন করবেন, কারণ তাঁরা অনেকেই এই ষ্টেট বাসে চড়েন না। যেমন শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জীকে যাঁরা সরকারী জীপে চড়ে বেড়ান তাঁরা সমর্থন করবেন। ডাঃ রায় একদিন রেড রোড দিয়ে আসছিলেন সেদিন তিনি এক্সপ্রেস ষ্টেট বাসের ভীড় দেখে গাড়ী থামিয়ে যাত্রীদের বললেন তোমরা পড়ে যাবে। সেদিন সবাই ভেবেছিল যে বোধ হয় নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হল। আমরাও ভেবেছিলাম যখন ডাঃ রায়ের নজরে পড়েছে তখন একটা কিছু নিশ্চয় ভাল হবে। কিন্তু তা হয়নি, বরং যা ছিল তাই আছে। স্যার, ষ্টেট বাসের ভীড় ষ্টেট বাসের অফিসারদের বা চেয়ারম্যানকে সহ্য করতে হয় না। এখন যিনি এর ডাইরেকটার জেনারেল তিনি ডাঃ রায়ের পেটোয়া লোক—তালুকদার সাহেব। ডাঃ রায়ের ৪ পাশে বহু উপগ্রহ যে ঘুরে বেড়ান তাঁদেরই একজন ইনি। উনি যখন চীফ সেক্রেটারী ছিলেন তখন এঁর জন্য চীফ সেক্রেটারী এর Director General of Transport দুটো পোষ্টকে এক করা হয়েছিল। এই করার জন্য আই, এ, এস, অফিসাররা এক সঙ্গে মিলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা মেমোরাণ্ডাম দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে চেয়ারম্যান করে সরালেন। স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করছি চীফ সেক্রেটারীর মাইনে দিয়ে ওঁকে State Transport Corporation-এর চেয়ারম্যান রাখার প্রয়োজন কি ছিল। এঁর অবদান কি জানা দরকার। এই তালুকদার সাহেব অতি ধূর্ত লোক। মহাষ্টমীর দিন ইনি বাসের ভাড়া বাড়ালেন, কারণ এই ভেবে যে জনসাধারণ সেই সময় পূজা নিয়ে ব্যস্ত বলে কোন আন্দোলন হবে না। অর্থাৎ পেছন থেকে ছুরিকাঘাত হল। সেজন্যই বলা রাষ্ট্রীয় পরিবহন নয়, রাষ্ট্রীয় শোষণ। আর একবার যখন টেষ্ট ক্রিকেটের টিকিট নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে। টেষ্ট ম্যাচে লোকে ব্যস্ত, কোন আন্দোলন হবে সেই সময় তিনি ভাড়া বাড়ালেন। বরানগরে কার বাড়ীতে যান? ওখানে অনেকের গুরুদেব আছে। আমাদের আই, জির গুরুদেবের বাড়ীতে যেন। স্যার, গুরুদেবের জয় হোক - সে সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু ৩ হাজার ৭৫০ টাকা মাইনে দিয়ে এই চেয়ারম্যান রাখার কি দরকার? আইন অনুসারে আমি দেখছি চেয়ারম্যান

হচ্ছেন advisory capacityতে এর এই পোষ্টে বিনা মাইনেতে কিম্বা এক টাকা নাম মাত্র মাইনে দিয়ে একজন এক্সপার্ট রাখা চলত। ভাড়া না বাড়িয়ে যদি চেয়ারম্যান সরিয়ে দেওয়া হয় কিম্বা এক টাকা মাইনে দিয়ে এক্সপার্ট রাখা হয় যাদের ট্রাফিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে তাহলে ৫০ হাজার টাকা আমাদের দেশের বাঁচত। স্যার, আমি যতদূর শুনেছি—I am subject to correction—অন্যান্য রাজ্যে State Transport পুলিশের হাতে। কিন্তু এখানে আই, সি, এস অফিসার সেটা দখল করে আছেন যার ট্রাফিকের কোন experience নেই। অথচ উনি Transportএর Director হওয়ার ফলে প্রতিদিন কোলকাতা শহরে ষ্টেট বাসের চাকার তলায় নরবলি হচ্ছে এবং তিনি তার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি এবিষয়ে ডাইরেকটারকে দোষ দেব না, বরং ডিজেল ইঞ্জিনের এত বড় সব গাড়ী সঙ্কীর্ণ রাস্তায় ভীড়ের মধ্যে যেভাবে ড্রাইভাররা চালায় তার জন্য তাদের মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করা হোক। স্যার, এই সমস্ত গাড়ী কেনার সময় চুরি, maintenanceএ চুরি, রিপেয়ার-এ চুরি, ম্যানেজমেণ্টে জোচ্চুরী। স্যার, আসল অপরাধী হলেন চেয়ারম্যান। আমি এখানে একটা বৌভাতের গল্প বলব। কিছুদিন আগে তাঁর ছেলের বৌভাতের সময় অধিকাংশ State Transportএর গাড়ী ব্যবহার করা হয়েছিল কন্যাপক্ষের যাতায়াত করার জন্য। সেই গাড়ী গুলির নম্বর 5876, 9798, 5855, 893 এবং আর একটা বড় Plymouth 6573 এ ছাড়া অন্য আরও সব গাড়ী ব্যবহার করা হয়েছিল। এই বিয়েতে অনেক বড় বড় লোক নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিলেন—এঁদের মধ্যে ছিলেন ভূতপূর্ব চীফ সেক্রেটারী শ্রী এম, এন রায়। তিনি এসে দেখে মন্তব্য করেছিলেন এটা তো দেখছি State Transportএর বৌভাত।

স্যার, ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের প্রাইভেট গাড়ী ছাড়া ডবল ডেকার বাস-এর ৩ জন ড্রাইভারকে বেলেঘাটা ডিপো থেকে উইথড্র করার ফলে বাসের সংখ্যা কমে যায় এবং এ ছাড়া আরও ২ জন ড্রাইভারকে ১৫ দিন ধরে বিয়ে উপলক্ষে কাজে নিযুক্ত রাখা হয়। তারপর উপরতলার অফিসারদের অভ্যর্থনার ভার ছিল এ.টি.এস্-দের উপরে, পরিবেশন করেছেন জোনাল এবং ট্রাফিক ইন্সপেক্টররা এবং এটো ফেলা ও ঝাঁট দেওয়ার কাজ করেছেন কিছুসংখ্যক ড্রাইভার এবং কণ্ডাক্টররা। স্যার, তিনি নিজে একটা গাড়ীতে চড়েন এবং বাড়ীর মেয়েরা ২টি গাড়ী ব্যবহার করেন এবং ঐ ২ খানা গাড়ীর লগ-বুক লিখেছেন ওঁরই প্রিয় এ. টি. এস. রায় চৌধুরী এবং মিঃ মিত্র এবং এই দুজনই মিঃ তালুকদারের পর ক্ষমতাশালী। অবশ্য এঁরা পুরস্কার পেয়ে থাকেন—অর্থাৎ অসুখ হয়েছে বলে ঐ রায়চৌধুরী মহাশয় মাসে ২৫০৲ টাকা ex-gratia payment পান। তবে স্যার, আমি ট্রেড ইউনিয়ন করি কিন্তু অসুখ করলে ২৫০৲ টাকা ex-gratia payment পান এরকম ঘটনা আমি কখনও দেখিনি।

এবারে আমি আর. টি. এ.-র কথায় আসতে চাই। স্যার, একথা সকলেই জানেন যে, মধ্যবিত্ত বাঙালী এবং নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের সাহায্য করবার জন্য অধিকসংখ্যক বেবী ট্যাক্সি যাতে তাঁরা পায় তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আজ দেখছি তাঁদের আর্থিক দুর্গতির সুযোগ নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির ফলে এই ব্যবসা বাঙালীর হাত থেকে অবাঙালী শোষকশ্রেণী এবং ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি তাতে দেখছি যে, ট্যাক্সির পারমিট সাধারণতঃ ট্রান্সফরেব্‌ল নয়—তবে যদি পারমিট হোল্ডার মরে যায় তাহলে শুধু সেই ক্ষেত্রেই তার legal heirএর কাছে ট্রান্সফর করা যায়। কিন্তু কোলকাতায় যে আর. টি. এ. আছে তার সেক্রেটারী হচ্ছেন মিঃ বি. সি. ব্যানার্জী এবং আমার কাছে ৪টি নম্বর আছে—অর্থাৎ WBT 1418, WBT 1487, WBT 1500 এবং WBT 1902—তাতে আপনি যদি এন্‌কোয়ারী করেন তাহলে দেখবেন যে, অত্যন্ত বে-আইনীভাবে কণ্ট্রাক্ট কেরিয়ার্স (প্রাইভেট) লিঃ নামে একটা কোম্পানীকে

৪টি ট্যাক্সি ট্রান্সফর করে দেওয়া হয়েছে এবং এই কণ্ট্রাক্ট কেরিয়ার্স (প্রাইভেট) লিঃ-এর অন্যতম কর্তা হচ্ছেন এই কংগ্রেস দলের পাণ্ডা শ্রীশিবকুমার খান্না।

তারপর ট্যাক্সি হায়ার পার্চেস-এর যে ব্যবস্থা আছে সে-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যদি কোন বাঙালীর ট্যাক্সির পারমিট থাকে এবং তিনি যদি হায়ার পার্চেস করতে যান তাহলে তাঁকে নানারকম হার্ডসিপ্ ভোগ করতে হয়—অর্থাৎ মাড়োয়ারীরা তাঁর কাছ থেকে 82 percent ইণ্টারেষ্ট চার্জ করে। কাজেই এমতাবস্থায় আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যদি ষ্টেট ব্যাংক বা ওয়েষ্ট বেংগল কো-অপারেটিভ ব্যাংক-এর মারফতে এঁদের ফাইনান্স করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে বাঙালীর ট্যাক্সির ব্যবসা চলবে এবং সেইসব বাঙালীরা খেয়ে-পরে বাঁচবে।

[3-50—4 p.m.]

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, রাতারাতি বাসের ভাড়া বাড়ানর জন্য ৮৩, ১৬, ১৬এ এবং বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ডাঃ রায়ের কাছে বহু ডেপুটেসন যাওয়ার পর ডাঃ রায় কিছুটা ভাড়া কমিয়ে দিতে রাজী হলেন এবং সেই হিসেবে ভাড়া কিছুটা কমেছিল। কিন্তু হঠাৎ ১ বছর আগে দেখা গেল যে, ঐ ১৬, ১৬এ প্রভৃতিতে আবার নূতন করে ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঐ ১৬, ৮৩, ১৫ প্রভৃতি যখন বেহালা অঞ্চলে ঢোকে তখন সেখানে যে বাস রুট আছে সেই বাস রুটের ভাড়ার তুলনায় এঁরা সব ক্ষেত্রেই ২/৩ নয়া পয়সা করে বেশী ভাড়া আদায় করে।

বর্তমানে ভাড়ার বা ভিড়ের দিক থেকে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেটা পুনরায় বিবেচনা করার জন্য ডাঃ রায়ের কাছে উপস্থিত করেছি। এই বেহালা ডায়মণ্ড হারবার রাস্তায় যেখান থেকে এই-সমস্ত রুটগুলি চালিত হয় সেখানে প্রায়ই য়্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে এবং এই য়্যাক্সিডেণ্টের হার প্রতি বছর বেড়ে যাচ্ছে। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ ডাঃ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে একটা চিঠি দিয়েছিলাম যে, এই যে রেলপথটি ছিল বা আজও আছে—এই রেলপথটিকে পরিবহনের রাস্তা হিসাবে গণ্য করা হোক। সেই রেলপথটা শক্ত রাস্তা এবং ডায়মণ্ড হারবারের একটা অংশে লরি প্রভৃতি সেখান থেকে যদি ডাইভার্ট করে দেওয়া যায় তাহলে য়্যাক্সিডেণ্টের হার বহুল পরিমাণে কমতে পারে এবং পরিবহনে এত প্রচণ্ড ভিড় হয় যে তা বর্ণনা করা যায় না। অথচ সেই রাস্তাকে পরি-বহনের রাস্তা করা হচ্ছে না। আমরা লক্ষ্য করেছি সেই রাস্তা আস্তে আস্তে দখল হয়ে যাচ্ছে। তাঁকে চিঠি লিখলাম, তিনি জবাব দিলেন এটা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের ব্যাপার, আমাদের নয়। কিন্তু যে রাস্তা মজুত আছে সেই রাস্তা কার? আমরা দেখছি সেই রাস্তা অনেক পরিমাণে চলে গেছে। যেখানে ডায়মণ্ড হারবার রোডকে প্রশস্ত করার কথা পর্যন্ত ভাবা হয়েছে সেখানে তার পাশে শক্ত রাস্তাকে যদি লরি রোড পরিবহনের রাস্তা করা হোত তাহলে বহু পরিমাণে পরিবহন ব্যবস্থা সুশৃংখল হোত এবং প্রতি বছর যে পরিমাণে য়্যাক্সিডেণ্টের হার বেড়েছে তা বহুল পরিমাণে নিবারণ করা সম্ভব হত। স্যার, এই প্রসংগে আমি আর একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে হোম ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেণ্টের ভবানীপুরে পুল কারের অফিস আছে এবং এই পুল কারের অফিস থেকে রাইটার্স বিল্ডিংসে ছুটো গাড়ী ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সবসময় মজুত থাকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, সেক্রেটারী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রয়োজন মাফিক কাজে লাগবার জন্য। আমাদের কাছে এইসমস্ত রিপোর্ট আছে যে এই গাড়ী যেটা ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত মজুত থাকে সেটা সকাল ৭॥/৮টার মধ্যে

ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ মল্লিকের বাড়ীতে ব্যবহার করা হয়। তারপর আবার ৫টার পরেও এই গাড়ী ৮/৯টা পর্যন্ত কোন্ কাজে ব্যবহৃত হয় তা' আমরা জানি না। কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটির দরকার হবে না, যদি একটু খবর রাখেন, একটা সাধারণ কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে এটা পেয়ে যাবেন, কেতাব মাফিক এন্‌কোয়ারী করলে কোন লাভ হবে না। তারপর একজন নন্-গেজেটেড্ টেকনিক্যাল ম্যানকে ষ্টেট বাস সর্বসময়ের জন্য দেওয়া আছে। তিনিও এইসমস্ত গাড়ী তাঁর নিজের কাজে ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর গাড়ী পাবার কথা নয়, তিনি কার য়্যালাওয়েন্স পান, মিঃ মল্লিক কার য়্যালাওয়েন্স পান, অথচ দেখা যাচ্ছে এই গাড়ীগুলি এইরকম কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের যেসমস্ত ইনফরমেশান আছে তার যদি সরকারী কর্মচারীদের এভিডেন্স নিয়ে এন্‌কোয়ারী করেন তাহলে আসল সত্য ঘটনা উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। একটা নিয়ম আছে যে, গাড়ীতে মিটার রাখতে হবে। কিন্তু গাড়ীগুলিতে মিটার থাকে না কেননা তাহলে দেখা যাবে কত মাইল চলেছে—ফলে বহুল পরিমাণে পেট্রল চুরি হয়। এইসমস্ত ব্যাপার ঘটছে।

সুতরাং যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম পরিবর্তন না করা পর্যন্ত অন্ততঃ জানা কথা যে সরকারী গাড়ীগুলিতে মিটার থাকবে। মিটার যদি লাগানো হয় তাহলে বহু পরিমাণে এইসমস্ত জিনিষ দূর হতে পারে। এইরকম বিবিধ উপায়ে যে চুরি হয় এটা এক ধরণের দুর্নীতি। যদি সমস্ত ডিপার্টমেণ্টে ইন্‌কোয়ারী করেন তাহলে দেখতে পাবেন এইসমস্ত দিক থেকে অভিযোগ আছে এবং এর প্রতি আমিও ডাঃ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপরে বলেছি বিশেষ করে সাধারণভাবে ড্রাইভার প্রভৃতির কাছ থেকে যে এইসমস্ত বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তিরা যখন বাইরে থেকে আসেন তখন টেম্পোরারী ড্রাইভারদের এইসমস্ত কাজে রাখা হয়। এদের মধ্যে একটা গ্রিভান্স আছে যে এই-সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যখন আসেন তখন এইসব পুরাতন পার্মানেণ্ট ষ্টাফেদের মধ্য থেকে কেন নেওয়া হয় না। এর মধ্যে অন্য যে ব্যাপার আছে সেটা উল্লেখের ব্যাপার নয়। যাহোক্ এদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক বেশী ডিপেণ্ডেব্‌ল হচ্ছে পার্মানেণ্ট ষ্টাফেরা - এদের কয়েকটা কথা প্রধানতঃ ডাঃ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি আজকে এখানে উপস্থিত করছি এবং বিশেষ করে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, গত কয়েক মাসের মধ্যে ডায়মণ্ড হারবারের মধ্যে ক্রমাগত দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আমি আবার অনুরোধ করবো যে একটা রাস্তা যে রাস্তাটা জরুরী রাস্তা সেটা হয় বিলি ব্যবস্থা করা হোক্, না হয় সেটা কি বিক্রী করার কথা ভাবছেন, মিউনিসিপ্যালিটিকে দিবার কথা ভাবছেন—কি করছেন? সেই রাস্তা যেটা ছিল, সেটা শক্ত রাস্তা, ট্রেনের রাস্তা নূতন করে বিশেষ সারাবার ব্যাপার নেই। সেই রাস্তা দিয়ে লরী প্রভৃতি চালানোর যদি ব্যবস্থা করা হয় তাহলে শুধু ঐ এলাকায় যে উন্নতি হবে তা নয়, সাধারণভাবে দুর্ঘটনাগুলিও নিবারিত হতে পারে এবং যেসমস্ত টাউন প্ল্যানিং ট্যানিং-এর কথা বলছেন ক্রমাগত ভীড় এখানে বাড়ছে বলে বলছেন—যদি মানুষের যাতায়াতের ব্যবস্থার একটা সুযোগ ভালভাবে করে দেওয়া হয় তাহলে কোলকাতা থেকে লোকে একটু দূরে যাবার জন্য ব্যস্ত হবে না। আমি বলি ডাঃ রায় যেটা বল্লেন করবেন বা করে উঠতে পারেননি—বাসের পক্ষে যদি মান্থলি বা কুপন সিষ্টেম করেন, কোলকাতা সহরের মানুষ যদি ট্রেনের মত মান্থলী ফেসিলিটিজ পান—এইরকম ফেসিলিটিজ যদি এক্সটেণ্ড করা হয় বাস রুটের ক্ষেত্রে তাহলে কোলকাতার আশেপাশে যাঁরা ভাড়াটে আছেন যাঁরা নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে আসেন তাঁরা অনেক সস্তায় সহজে আসবার সুযোগ পাবেন। যতদিন কে. এফ. রেলওয়ে ছিল ততদিন বিপুল পরিমাণ লোক যাঁরা কোলকাতায় চাকরী করতে আসতেন তাঁরা ডেলী প্যাসেঞ্জারী করতেন। তাঁরা ভাড়া বৃদ্ধি এবং যাতায়াতের অসুবিধার দরুণ এবং অন্যান্য কারণে কোলকাতায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছেন। কাজেই যদি মানুষ আশেপাশে যেতে পারেন তাহলে অনেক পরিকল্পনা রূপায়ণ করা সম্ভব হবে।

[4—4-10 p.m.]

Shri Narayan Chobey : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মফঃস্বল অঞ্চলের বাস সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আপনি জানেন যে বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন মফঃস্বলে বিহার কিম্বা উত্তর প্রদেশের বাসগুলি আমাদের দেশের বাসের চেয়ে অনেক ভাল। তার তুলনায় আমাদের বাংলাদেশের মফঃস্বলের বাসগুলির শোচনীয় অবস্থা। আমি ২।১টা উদাহরণ দিতে চাই। ধরুন আমাদের জেলা মেদিনীপুর জেলার সবচেয়ে বড় সহর খড়্গপুর, ২ লক্ষ লোক সেখানে বাস করে এবং জেলা হেড কোয়াটার্স মেদিনীপুরে প্রায় ১ লক্ষ লোক বাস করে। এর মধ্যে বাস চলাচল করে মাত্র ৯টা এবং তার মধ্যে অধিকাংশ বাস অত্যন্ত পুরাতন, থেমে যায়। ২।১টা বড বাস ছিল কিন্তু ইদানীং আর. টি. এ. বড় বড় বাসগুলি উইথড্র করে নিয়েছেন। শ্রীনিরঞ্জন সেন মহাশয় যে অভিযোগ করলেন, আমারও সেই অভিযোগ—বাসে দাঁড়ানো যায় না, মাথায় লেগে যায়।

এবং ইদানীং যে দু-চারটি বাস ছিল R.T.A.র, মেদিনীপুর-খড়্গপুর ব্রীজটা খারাপ হয়ে যাবার ফলে সেগুলো withdraw করে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ওখানে খুব ভীড় বেড়ে গেছে, accidentও অত্যন্ত বেশী হচ্ছে। এই অঞ্চলের ভাড়া অত্যন্ত বেশী—ঐ ৮ মাইল রাস্তার জন্য ছয় আনা ভাড়া। ঐ ৮ মাইল রাস্তা যেতে ৫০ মিনিট সময় লাগে, দেড় মাইল রাস্তা যেতে ২০ মিনিট সময় নেয়। এই বাস লাইনে কোন টাইম্ টেব্ল্ নাই। কখন বাস চলবে কি না চলবে, তার কোন বালাই নাই। R.T.A. এর কথা তারা মানে না। তারা বলছে R.T.A.কে তোমাদের টাইম্ টেব্ল্ মানব না। অন্যান্য বাস কোম্পানী R.T.A.র কথা মানলেও C.T.S. কোম্পানীর কোন টাইম্ টেব্ল্ নাই। তারা যখন-তখন গাড়ী চালায়। আগে চিত্তবাবু ঐ কোম্পানীর মধ্যে ছিলেন, এখন নাই। C.T.S. কোম্পানীর গাড়ী কোন আইন-কানুন মানে না। ঐ ব্রীজ খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে অন্যান্য বাস চলে না, কিন্তু C.T.S. কোম্পানীর বাস তার উপর দিয়ে যায়। এছাড়া বড় বড় প্রাইভেট লরী মাল বোঝাই দিয়ে যায়। যে-কোনদিন accident হতে পারে। এদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর মফঃস্বল বাসে ফার্ষ্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস আছে। ড্রাইভারের বাঁদিকে দুটো সিট ফার্ষ্ট ক্লাস, তার পেছনে যে খাঁচা সে হলো লেডিজ্ সেকেণ্ড ক্লাস, তারপরে থার্ড ক্লাস। ভাড়াও অন্যান্য লাইনের তুলনায় ওখানে বেশী। এই ভাড়ার বৈষম্য তুলে দেওয়া দরকার। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র বাসে এই যে ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস আছে, সেটা R.T.A.ও জানেন ; বড় বড় মালিককে কিছু পাইয়ে দেওয়া ছাড়া এর আর কোন উদ্দেশ্য নাই। এই পার্থক্য থাকার কোন অর্থ হয় না। আপনারা যখন শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলছেন, তখন এই বাসে অন্ততঃ এই ফার্ষ্ট ক্লাস ও সেকেণ্ড থার্ড ক্লাসের পার্থক্য তুলে দেন। এই আমার আবেদন।

আর মফঃস্বলে ভাড়ার রেটটা খুব বেশী। এর কোন স্থিরতা নাই। আমার মতে কলকাতা ও হাওড়ার বাস ভাড়ার তুলনায় আমাদের মফঃস্বল অঞ্চলের বাস ভাড়া সামান্য বেশী হওয়া উচিত। যে রেট বর্তমানে আছে, তা' অত্যন্ত বেশী। ৮ মাইলের জন্য ছয় আনা ভাড়া না করে ১৫ কি ১৬ নয়া পয়সা ভাড়া হওয়া উচিত।

আর একটা জিনিষ দাবী করছি। মফঃস্বল সহরে কোন বাস-ষ্ট্যাণ্ড নাই। জল খাবার ব্যবস্থা নাই, দাঁড়াবার জায়গা নাই—এমন কি প্রস্রাবের জায়গা পর্যন্ত কোন বাস-ষ্ট্যাণ্ডে নাই। বীরভূম টাউন থেকে বিহারের কোন কোন অঞ্চলে যে বাস যায়, সেখানেও বাস-ষ্ট্যাণ্ড নাই। বিভিন্ন মফঃস্বল সহরে এই বাস-ষ্ট্যাণ্ড হওয়ার দরকার আছে। এইদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এছাড়া পুরাণ পুরাণ বাস চালু করা হচ্ছে, তার পারমিট দেওয়া হচ্ছে। এদিকেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মেদিনীপুর-খড়্গপুর লাইনে দুটো বাস আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ অনেককে মেরে বৈকুণ্ঠে চলে গেছে। এখন R.T.A. যেন ১৯৫০ মডেলের বাসের পারমিট না দেন। যাতে সেই পুরাণো মডেলের বাস চালু না হয়, তার জন্য ভেহিক্‌ল্‌ ইন্সপেক্টরের লক্ষ্য রাখা উচিত। আশা করি সরকার এদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

আমি আর একটা কথা বলতে চাই—মেদিনীপুরে R.T.Aতে কিভাবে bus licence permit দেওয়ার মধ্যে nepotism, favouritism চলে। আমার জেলাতে পাঁশকুড়া থেকে নরঘাটা পর্যন্ত বাস চলে। এবং নরঘাটায় bridge হলে পর, সেখান থেকে সুতাহটি হয়ে মেচদা পর্যন্ত বাস চলে। এই লাইনের বাসগুলি extension পেয়ে গেল তমলুকের উপর দিয়ে, যেহেতু সেখানকার দলের মাতব্বর লোকদের সঙ্গে R.T.Aর খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। অথচ তেরঘেরী-নন্দনগ্রামে পাঁশকুড়া-মেচাদা বাস রুটে, তাঁরা extension পেলেন না; যেহেতু সেই কোম্পানীর যিনি মালিক, তার সঙ্গে R.T.Aর সেরকম কোন ঘনিষ্ট সম্পর্ক বা চুক্তি নেই। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ—বাস সার্ভিসকে এই দুর্নীতির হাত থেকে মুক্ত করা হোক।

Shri Bijoy Singh Nahar : মাননীয় স্পীকার মহোদয়, State Transport বাস নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, আমি সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই না; তবে এইটুকু বলবো কলকাতা সহরে যেরকম জোরে, speedএ বাসগুলি চলে এবং রাস্তার মোড়ে না দাঁড়িয়ে, রাস্তার মাঝখানে যেভাবে দাঁড়ায়, তাতে লোকের যাতায়াতের খুব অসুবিধা হয় এবং এর ফলে রোড accident বেড়ে চলেছে। এদিকে সরকার যদি একটু কড়া দৃষ্টি দেন তাহলে ভাল হয়।

তারপর আমি আর একটা ব্যাপার, tourism সম্বন্ধে বলতে চাই। প্রতি বছর বাংলাদেশে দার্জিলিং এ বেড়াতে ও দেখতে বাইরে থেকে বহু tourist আসেন। তাদের সেখানে থাকার এবং ট্রান্সপোর্ট সম্বন্ধে সরকারের আরও বেশী করে কিছু করা দরকার আছে বলে আমি মনে করি। কারণ এবারে আমি সেখানে গিয়ে দেখে এসেছি—season timeএ দার্জিলিং-এ গেলে ম্যালের পথে থাকবার জায়গা পাওয়া যায় না, এমন কি হোটেলেও স্থান পাওয়া যায় না। সরকারী দপ্তর ম্যালের কাছে ভাল ভাল বাড়ীগুলি নিয়ে নেওয়ার ফলে, বাইরে থেকে যাঁরা সেখানে যান, তাঁরা থাকবার স্থান পান না। ফলে সেই অঞ্চলের লোক যারা এই সকল touristদের কাছ থেকে কিছু অর্থ রোজগার করত, তা থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং সরকারী দপ্তর যদি ম্যাল থেকে দূরে চলে যায়, তাহলে সেখানে যাঁরা বেড়াতে আসেন, তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা সেখানে হতে পারে। তাছাড়া সেখানে আরও বহু জায়গা রয়েছে, সেইসব জায়গায় বহু লোক যাতে বেড়াতে যেতে পারে তারজন্য সরকারের চেষ্টা করা উচিত। সেদিকে যাবার জন্য যাতে ভাল রাস্তা তৈরী হয় এবং সেখানে touristsদের থাকবার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা যাতে হয়, তারজন্য আমি বিশেষভাবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইউ, পি, অঞ্চলে হিমাচলের দিকে আমি দেখেছি—সেখানে অনেক সোজা ভাল ভাল রাস্তা তৈরী হয়েছে এবং সেদিকে যখন দর্শকরা, touristরা বেড়াতে যান, সেই অঞ্চলের লোকেরা পয়সা পায়। সেই ব্যবস্থা সেখানকার ষ্টেটের সরকার করেছেন। আমি বাংলা সরকারকে অনুরোধ জানাবো—tourism interestএর দিকে বিশেষ নজর দিয়ে ব্যবস্থা করুন।

বাংলাদেশের দার্জিলিং জেলায় নানা জায়গা আছে, যেখানে ভালভাবে যাওয়া এবং থাকা যায় তার ব্যবস্থা করুন। যেমন সমুদ্রের ধারে দীঘা প্রভৃতি কতকগুলি জায়গা আছে, তেমনি দার্জিলিং অঞ্চলে যাতে লোকেরা sight seeing এর জন্য যেতে পারে এবং তাদের দৃশ্য দেখাবার ব্যবস্থা হয়,

তারজন্য চেষ্টা করা উচিত। সন্নিবাহরে দর্শকদের খাবার ও থাকবার কোন ভাল ব্যবস্থা নেই, সেটা করবার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। অর্থাৎ tourismএর দিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[4-10 – 4-20 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হল চন্দননগরে একটা ফেরী service হওয়ার কথা ছিল। এখানে জালানসাহেব নাই। তিনি জানেন এই ফেরী serviceএর জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল এবং তার মধ্যে একটা penalty clause ছিল যে অমুক তারিখের মধ্যে যদি ফেরী সার্ভিস না চালু হয় তো দৈনিক ১০০ টাকা fine হবে। এই ইজারা নিয়েছিল একজন কংগ্রেসী। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে ফেরী সার্ভিস হয়নি। আর fine যদি হিসাব করা যায় তাহলে আজ পর্যন্ত তার পরিমাণ লাখ চল্লিশেক হবে। কিন্তু দয়াময় গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসীদের গায়ে হাত দেন না। এখন পর্যন্ত সেখানে ফেরী সার্ভিস হল না। ডাঃ রায় এবং জালানসাহেব জানেন যে ওখানে দুখানা নৌকাডুবি হওয়ার ফলে জনসাধারণের প্রাণ গেল। জনসাধারণের প্রাণ গেল তো কি হল, ওঁরা কংগ্রেসী সভ্যের কাছ থেকে fine আদায় করলেন না এই নিষ্ঠুর কাজের জন্য।

তারপর ৬ নম্বর বাসের কথা একটু বলি। যখন প্রথম উঠেন প্রথম seatএ কাপড় পরে উঠেন যেন উত্তমকুমার, তারপর দু'হাত তুলে যখন দাঁড়ান, ধূলোবালি লেগে তখন গৌরাঙ্গের মত হয়ে যায়। তারপর 3rd stageএ চাপে পড়ে কাপড় যখন কিছুটা উঠে আসে তখন মনে হয় গান্ধীজী, আর 4th stage যখন নেমে যাবে বাস থেকে তখন মনে হয় ত্রৈলঙ্গস্বামী অর্থাৎ উলঙ্গস্বামী। আমার আর বেশী কিছু বলার নাই, আমি শুধু সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—৬ নম্বর বাসরুটে ভীড়ের চাপে এই যে উত্তমকুমার stage থেকে "ত্রৈলঙ্গস্বামীতে" transformation হয়ে যায় এবং চন্দননগরে যে উদয় সিং মহারাজ যিনি ইজারা নিলেন অথচ ফেরী চালু করল না fineও দিতে হল না। বহুলোক ইজারা না হবার ফলে ভুগছে বিশেষ করে যারা ওপারে জুট মিলে কাজ করে আবার এজন্য চাইছেন grant দাও। এতে Transport হচ্ছে না, নরহত্যা হচ্ছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I have heard the various remarks made by my friends—many of them are very suggestive and contain constructive ideas.

Shri Panchanan Bhattacharjee said "Meeting হয় না।" All I can tell him is that the Transport Advisory Committee meets every Tuesday at 10-15 a m. and that has been going on for the last 13 years that I have been the Chief Minister. When I am not in Calcutta, the meeting is not held, but practically all through the year we meet and we discuss not merely the question of transport by bus or by rail but how to interlink the movement of goods and passengers between North Bengal and Calcutta and between Calcutta and the surrounding areas.

Apart from that, the appellate board of the R. T. A. i.e., the State Transport Authority meets practically once every month. Therefore, I do not know what he means by saying "meeting হয় নি।" He has raised the question of the Transport Finance Corporation. I think he said that

this would not require the sanction of the Government of India. That is not so; we will have to get the Government of India's permission. In any case I have been asking my Department to try, as in the case of the taxi, and see whether we cannot have a co-operative—corporation—through which loans can be given to those who want to have bus services and so on. The difficulty comes in this way. Some cycle rickshaws were put out of the route when Tollygunge was taken over into the Calcutta Corporation—the Police Commissioner would not allow them to take passengers inside the Police Commissioner's jurisdiction. They came to me; I argued with them. We agreed to have a co-operative society. We gave them Rs. 40,000 to buy nine small cars for the purpose of working in the rural areas—not exactly rural areas—from Shambazar to Bongaon, Shambazar to Barackpore and so on. Unfortunately they did not succeed. There is difficulty of realising the money that we have given or taking back the machines that we have given.

It is true that many of the lorries have too much load to carry; they go about overloaded. We have been trying to find out the best way of preventing it. We have not succeeded but we hope to succeed.

As regards the Road Board we have not got any Road Board in West Bengal but we shall consider this point as we go along.

As regards River Transport, it is perfectly true that we have a sort of nucleus of a river transport going on in the canals but they are very poor. A special man has been appointed to look after the river transport condition.

With regard to the question of availability of tyres and motor parts, the tyre companies came to me on several occasions. I think we have been able to make headway but I do not think that black-marketing in tyres has stopped altogether.

As regards my friend Dr. Bhattacharyya's question about a cartificate of fitness of the taxi, the rule is that a taxi within a particular period has to apply to the R. T. A for getting a certificate of fitness. The application must come from them. It appeared to me, hearing Dr. Bhattacharyya, that he thinks that the R. T. A. should go back and find out whether the taxis have got the certificate of fitness. That cannot be done. It is the other way round.

I agree with him that there should be another bridge to connect the east and west banks of the river Hooghly—whether it is at Matiabruj or anywhere else I do not know. I have put that matter before the Central Government. We will see what happens.

As regards the circular railway, I have mentioned it in this House several times—in fact I have written to the Railway Board recently—the position they take up is that the circular railway would be of no value unless it is electrified and that would come in only after the Suburban Railways have been electrified.

[4-20—4-30 p.m.]

Now my friend, Shri Jatindra Chandra Chakravorty, has made certain

charges against Mr, Talukdar. This is a reference to the State Transport Corporation which has nothing to do with the Government. It is an independent one. But he thinks that the Chairman has been guilty of utilising the buses on the occasion of ceremony in his house. I have just got a telephone message. He says he never took a bus at all for a particular incident. Shri Chakravorty always gives facts and figures which are found not to be correct. I pity him for the statement he makes.

As regards the complaint that some contracting parties have taken four taxis, I will make an enquiry.

Now I come to the question of accident. There is no doubt that accidents do occur. I find that the total number of fatal accidents in 1958 59 is 63 and in 1960 it is 70. That shows the total number of accidents is increasing. We have been trying to take Bengali Drivers as far as possible. Some of the Bengali Drivers are not properly trained. We have, therefore, started a training centre for drivers under an officer who has been trained in the United Kingdom and he is taking young men and getting them trained. Therefore, I hope that they will be able in future to drive without any accident. While the accidents are on the increase, there is no doubt also that the difficulty of the moving public is also great because of the paucity of buses. At present we have got 725 vehicles. There is a plan to increase the number of buses during the Third Five-Year Plan by a considerable number. We shall have 1030 buses. In the meantime, I have suggested to the Corporation to put in shuttle services from particular points up to Dalhousie Square, say, Ballygunge Station, Kalighat, Shyambazar, Sealdah and so on so that they can go backward and forward at the time of the peak load during office hours. They are examining the question.

Then, Sir, with regard to the question of amenities, we are trying to go ahead for providing amenities to the passengers. Last year I gave figures—I have not got figures with me today—that Bombay has got different rates and the Bombay fare rates are much higher than the rates in Calcutta.

Sir, with regard to the question of Diamond Harbour Road Railway to be taken over, that road to be utilised as an accessory road for the bus service was examined. I wrote to the railway people. They have not yet agreed in that respect. We shall probably be able to get help in that matter.

Sir, as regards tourism about which my friend, Shri Bijoy Singh Nahar has suggested, there is no doubt whatsoever that we ought to increase our facilities for tourism. At the present moment there is a programme for having a road up to Sandakpur at a cost of Rs. 40 lakhs. Government of India will be paying half and we will be paying half. We are going to take it up as soon as possible. Similarly, there is to be established at Tiger Hill a tourist bungalow at a cost of Rs. 4 lakhs. There is also to be established a tourist bureau in Darjeeling.

And I know there are certain other places where tourist bungalows would be established very soon.

Sir, for the purpose of observing as to how the R. T. A's are working in the different areas and what are the difficulties of the passengers so far as accommodation in buses and fare structure in the districts are concerned, we have appointed an officer particularly to go round and find out what the difficulties are. It is possible that some of these difficulties can be removed with a certain amount of looking after. The only thing I say is that in most of the districts the bus services are run by private owners and it is not always possible for the Government to insist upon a particular standard to be followed by these bus owners. But we hope that with the appointment of the new officers the amenities of the travelling public in the mofussil may be improved.

As you are also aware, there is a programme of having a new road from Calcutta to Durgapur -Express Highway-which is going to be taken up and the Government of India has practically agreed to it. The only thing is that the finalisation of the scheme has not yet been approved by the Ministry of Transport. We are hoping to get it finalised very soon. That will certainly improve the conditions of travelling from Calcutta to Durgapur which is fast becoming a place of big industrial enterprise.

Sir, with these words I commend my motion for the acceptance of the House.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : What about the ferry service to Chandernagore ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I will look into that.

Shri Narayan Chobey : What about the first, second and third classes in the buses ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I have asked the departmental officers to look into that.

Sir, I oppose all the cut motions and propose the acceptance of my motion.

Mr. Speaker : With the exception of cut motion No. 10 on which division has been wanted, I put all the other cut motions to vote.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhyay that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

[4-30—4-50 p.m.]

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 28,06,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—92

Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Blauche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath

Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Afaque, Shri Choudhury
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Wangdi, Shri Tenzing

AYES—50

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal

Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Juanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Saroj
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 50 and the Noes 92, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 28,06,000 be granted for expenditure under Grant No. 48, Major Head "82B-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment]

[4-50—5 p.m.]

Demand for Grant No. 43

Major Heads : 47A—Community Development Projects, Etc.

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs 3,59,82,000 be granted for expenditure under Grant No. 43, Major Heads "47A-Community Development Projects—National Extension Services and Local Development Works—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by Stace Government—Loans and Advances under Community Development Projects".

Sir, having regard to the present size of the C. D. programme which extends to as many as 190 Blocks in various stages of operation covering 56·2 percent. of the total rural population of the State, the grant asked for is rather inadequate. This is because the overall funds made available to the State by the Government of India for the Third Five Year Plan as a whole and for the next year in particular are considerably short of the actual requirement under the different sectors of activity under the Plan. The Community Development programme is a comprehensive one, embracing such diverse fields of activity as agriculture and animal husbandry, health and sanitatian, education and social education, communication, village industries etc. A steady progress has been maintained in all these fields of activity during the current year.

The creation of an alert, enthusiastic and self-reliant village community is regarded as even more important than physical achievements in the shape of creating amenities with Government funds, because in a poor country like ours mere Governmental assistance without the active and whole-hearted participation of the people themselves in activities concerninng their own welfare would not be productive of any lasting results. It has, therefore, been the principal aim of the C. D. programme to involve the rural people in its many sided activities and to bring to their door various information of educative value to them as also improved knowledge and technique pertaining to their normal avocation, such as, agriculture, village crafts.

The extension agency at the Block level consisting of various subject-matter specialists with the Block Development Officer as their leader takes care of this important aspect of the programme. Generally, the monetary provision available in the Block budget for achieving certain physical results catches popular attention. But the role of the C. D. programme in the field of extension activity. which is more or less invisible like that of a catalyst, is to bring forth the latent energies and untapped resources of the rural people for achieving community objectives. It is only rousing the mighty sleeping giant which the village community to-day is that we can hope to change the face of the countryside.

With a view to securing this objective so vital for the success of the programme, a number of concrete measures have been adopted chief amongst which are ;

(a) making the Block Development Committees more broad-based by increasing the number of elected representatives of the people and doing away with the nomination of non-official members ;

(b) entrusting the Block Development Committees with the detailed planning and implementation of the C. D. programme in the block ;

(c) increasingly associating the Panchayats with the implementation of the C. D. programme ;

(d) where Panchayats do not exist, entrusting local committees of beneficiaries with the execution of schemes of local nature, such as, **katcha** road, drinking water wells ;

(e) the training of village leaders in the programme of rural development in general and in improved agricultural practices in particular, so that these trained men may propagate their newly-acquired knowledge among their co-villagers ;

(f) the setting up of people's organisations, such as, Youth Clubs, Mahila Samities, Bratidals, etc. ;

(g) the training of M.P.s and M.L.A.s and members of Block Development Committees and Panchayats in the C. D. programme.

All these measures have ultimately one object in view, namely, the education of the villager, not in the narrow and conventional sense of the term, but in its wider perspective. Unless the villager has an adequate realisation of the basic problems confronting him, the means at his command to fight those problems, and the goal in view, he cannot be expected to feel enthused even to give a nodding approval to the programme held before him, far less to plunge himself whole-heartedly into it. Government have been deeply conscious of this from the very beginning and have located the headquarters of the Blocks in the heart of the villages so that the extension workers may easily come in close contact with the village people.

The block has been accepted as the unit of overall planning and development which means that the organisation set up at the Block level will have a role to play in the planning and implementation of developmental activities not only of my Department but also of other Departments in so far as they relate to the Block. The Block organisation has thus removed a real want and already other Departments of this Government are utilising the services of this organisation for carrying out some of their activities. Moreover, in times of natural calamities, such as, floods, famine, etc., the services of this organisation have come very handy to the villager. The Census Operation of the Government of India just concluded is another instance showing to what advantage they have utilised the Block organisation for this work.

As agriculture and village industries are the twin pillars on which the village economy rests, special emphasis has been laid on these two sectors of the programme. In view of the acute problem of food supply in the country, increased production of food has been given top priority and the time of the village Level Worker has been devoted almost exclusively to this particular field of activity.

Lack of water supply particularly during the dry months, is a major obstacle in the way of our agriculture. As the cultivator is mostly poor with small holdings, he can get the best out of his land by double cropping, if some easy and cheap source of irrigation can be made available to him. As I told you last year, my Department was able, in collaboration with the State's Rehabilitation Directorate, to devise a simple pump operating a shallow tubewell with the idle animal power availabe with the cultivator. The operation of the pump in two Demonstration Farms of Government has yielded encouraging results and the demand for such pumps from different Blocks is steadily increasing. The manufacture of 100 pumps has already been taken on hand in the first

instance. As against this the demand for 129 pumps has already been received out of which the supply of 54 pumps has so far been arranged. Government propose to undertake large-scale manufacture of this pump for distribution to the cultivators as loan in kind to be recovered from them in easy instalments.

As regards village industries under the C.D. programme this has made good strides during the current year. The objective of the programme is to provide training to traditional artisans in improved methods of production and in the use of improved tools. A large number of industries, such as blacksmithy, carpentry, weaving, footwear making, textile printing, mat making, brick and tile making, fruit preservation, tailoring, etc. had been approved by Government for starting training-cum-production centres and the different blocks were asked to select one or more out of them for the purpose according to their suitability in the block from the point of view of availability of raw material, marketing facility of finished products, etc. The intention is that the trainees, on completion of their training, would set up their own industries preferably on co-operative basis.

The number of training-cum-production centres started so far and to be started within the 31st March, 1961, comes to 343. They are spread over 136 Development Blocks. The number of persons trained in the different centres up to March 1960 is 1702 and the number under training during the current year is 2800. Training of women in different crafts has also been given due importance. Out of the aforesaid 343 centres, as many as 82 are for women. The number of women trained up to 31. 3. 60 is 210 and the number under training during the current year is 702. Last year the total expenditure under the Industries Programme was Rs. 9,38,000. This year the total funds so far allotted to the different blocks for the industries schemes comes to Rs. 28,47,000. This would show that activities under this sector have greatly expanded during the current year.

One of the schemes taken up under the industries sector deserves special mention. This is a Training-cum-Production Centre in cheese-making started in Kalimpong II Block where the climate for this scheme is favourable. Cheese-making is a pioneering venture in this country and I am glad to be able to say that this scheme has met with success. The cheese produced in this centre is already on the market. This has opened up avenues of gainful employment to the hill people.

With these words, Sir, I commend my motion to the acceptance of the House.

Mr. Speaker: All the cut motions are taken to be moved.

Shri Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: '47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Mihir Lal Chatterji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Brindabon Behari Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Pakray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: '47A—Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59 82,C00 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads "47A—Community Development Projects, etc." be reduced to Re. 1.

Shri Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43. Major Heads "47A—Community Development Projects, etc." be reduced to Re. 1.

[5—5-10 p.m.]

Shri Sudhir Kumar Pandey: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, CDP এবং NES blockএর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় কয়েক মাইল রাস্তা, কিছু লোন বিতরণ এবং পানীয় জলের জন্য কিছু কূপ খনন এই সমস্ত কাজগুলি হচ্ছে। কিন্তু CDP এবং NES blockএর যে লক্ষ্য সরকার ঘোষণা করেছেন তাতে তার মাধ্যমে গ্রামের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে, গ্রামের সামাজিক জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন সাধন করা হবে। সেদিক থেকে NES block এবং CDP'র কার্যধারাকে যদি বিচার করতে হয় তাহলে একথা নিশ্চয়ই বলতে হবে যে এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। যেসব জায়গায় NES block এবং CDP নেই সেসব জায়গায় যদি কিছু কিছু রাস্তাঘাট হয়, টিউবওয়েল হয়, কূয়া হয় আর NES block এবং CDP এলাকার মধ্যে যদি এই সমস্ত কতকগুলি কাজ করা হয়ে থাকে তাহলে এর বৈশিষ্ট্য কি থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। আজকে NES blockএর কার্যধারাকে যদি সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হয় তাহলে এমন একটা পদ্ধতিতে পরিচালিত করা দরকার যাতে ব্যাপকভাবে জনসাধারণ তার মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে সক্রিয়ভাবে। সেদিক থেকে দলমতের ঊর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই সমস্ত কাজ করতে হবে এবং কোথায় NES blockএর কাজ কি হচ্ছে না হচ্ছে, কোথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে সেগুলি যাতে বিরোধীপক্ষের এম. এল. এ., এম. পি. এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের লোক জানতে পারে এবং সাজেসান দিতে পারে এবং সমালোচনা করতে পারে তারজন্য রাজ্যপর্যায়ে

ডেভেলপমেন্ট কমিটিতে বিরোধী দলের এম. পি. এবং এম. এল. এ.-দের নেওয়া দরকার। যে সমস্ত ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটি হয়েছে সেগুলিকে অনেক আলোচনা এবং সমালোচনার পর সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে! কিন্তু তা হলেও ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটিকে বাজেট পরিবর্তনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যেমন ধরুন ব্লক ডেভেলপমেন্টের ষ্টাফের জন্য জীপ খরচ, ফার্নিচার খরচ, আরও অন্যান্য যাতায়াত খরচ, প্রচুর খরচ হয়। তারজন্য ১২ লক্ষ টাকার একটা বাজেট আছে, সেই ১২ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা এই বাবত খরচ হয়। ডেভেলপমেন্ট কমিটি ষ্টাফের এই সমস্ত খরচ কাটছাঁট করে অন্যদিকে দিতে পারেন কিন্তু ডেভেলপমেন্ট কমিটিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

আমি দাবী করছি এইসমস্ত ক্ষমতা তাদের দিন্। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে ব্লক ডেভেলপ্ কমিটির মিটিং ২।৩।৪ মাস অন্তর একবার করে হয় ২।৩ ঘণ্টা কিম্বা ১।১॥ ঘণ্টার জন্য। তাদের কয়েকটা প্রপোজাল দেওয়া হয়, বি-ডি-ওর সামনে রাখা হয় অমুক রাস্তা, কুয়া হচ্ছে এবং এই করে আবার ২।৩ মাস পরে ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটির মেম্বাররা সেই জায়গায় ছোটেন। এইভাবে কি গণ-উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়? আজকে ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটি করে, আরো ছোট ছোট কমিটি করে যেসমস্ত জায়গায় গ্রাম-পঞ্চায়েৎ অঞ্চল-পঞ্চায়েৎ হয়েছে সেইসব জায়গায় গ্রাম-পঞ্চায়েৎ অঞ্চল-পঞ্চায়েৎ করে উন্নয়নমূলক কাজগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য তাদের উপর সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া উচিত। যখন তরুণকান্তিবাবু সি. ডি. পি-র মন্ত্রী ছিলেন তখন ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে এন্-ই-এস ব্লক এরিয়ায় পঞ্চায়েৎ স্থাপন হয়ে যাবার পর একমাত্র ঘরবাড়ী তৈরী করার কাজ ছাড়া আর অন্যান্য সমস্ত কাজ পঞ্চায়েতের উপর দেওয়া হবে কিন্তু আমি জানি না দু-বছর পার হয়ে গেছে পঞ্চায়েৎ গঠন হয়েছে, তা' সত্ত্বেও কেন পঞ্চায়েতের উপর এইসমস্ত কাজের দায়িত্ব এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। পঞ্চায়েতের উপর সমস্ত কাজের দায়িত্ব না দিয়ে শুধু কণ্ট্রাক্টরের উপর নির্ভর করার ফলে একদিক হচ্ছে কি—না, জনসাধারণ এতে কোন উৎসাহ পাচ্ছেন না কারণ তাঁরা মনে করছেন না যে এটা আমাদের কাজ। তাঁরা মনে করছেন এটা বি-ডি-ওর কাজ, গ্রাম সেবকদের কাজ, অফিসারদের কাজ। যেহেতু তাঁদের সেখানে কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয় না ইমপ্লিমেণ্টেসনের ব্যাপারে তাঁদের অংশ গ্রহণের জন্য কোন আহ্বান জানানো হয় না সেইহেতু কোন উৎসাহ সৃষ্টি হয় না। অন্যদিকে কি হয়—ব্লক ডেভেলপমেণ্টে প্রচুর টাকা অপব্যয় এবং অপচয় হয়। যেমন উপমা দিতে পারি—পানীয় জলের জন্য যেসমস্ত কুয়া করা হচ্ছে তাতে সি-ডি-পি এবং এন্-ই-এস ব্লক থেকে ১৮॥ শো থেকে ২৫॥ শো টাকা বরাদ্দ হয় সর্বনিম্ন কিস্তি তার অর্ধেকের কম টাকাতে সেই-সমস্ত কুয়া করা যেতে পারে যদি গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেগুলি করা যায়। এটা বক্তৃতার কথা আমি বলছি না—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

আমাদের এলাকায় দুটো একটা গ্রাম-পঞ্চায়েৎ রয়েছে। সামান্য টাকায় গত বছরের বাজেটে কিছু করতে পারেনি। দু-বছরের বাজেটে দুই ফুট রিংএর একটা কুয়া করেছে পাঁচশো টাকার মধ্যে। আর চার ফুট ডায়ামেটারের কুয়ো করতে গিয়ে ৫০০৲ টাকার জায়গায় আটশো টাকা খরচ হতে পারে। ঐ সাড়ে আঠারো শো টাকা কেন খরচ হবে? গত ৮।৯ বছরে আপনারা এইভাবে কত টাকা যে অপব্যয় করে এসেছেন শুধু কণ্ট্রাক্টরের উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় হচ্ছে Public Contributionএর ব্যাপার। এটা যেন বাধ্যতামূলক জিনিষ। পাবলিক যদি ½ অংশ টাকা দিতে না পারে, তাহলে রাস্তা হবে না, যতই তার প্রয়োজনীয়তা থাকুক। পাবলিক ½ অংশ যদি না দিতে পারে, আড়াই শো টাকা জমা দেবার সংগতি নাই—গ্রীষ্মকালে ২।৩ মাইল দূর থেকে পানীয় জল এনে খেতে হয়, তাহলে আপনারা সেখানে কুয়ো দেবেন না—সেখানকার গরীব লোক যদি কলেরা হয়ে মরেও যায়। এই যদি ব্যবস্থা হয়, তাহলে কেমন করে আপনারা জনগণের

মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবেন। যেখানে গরীব এলাকায় প্রকৃতপক্ষে কুয়ো দরকার, রাস্তা দরকার, সেখানে তা' হচ্ছে না। কিন্তু যেখানে ধনী লোক আছে, যারা নিজেরা কুয়ো কাটাতে পারে, তারা ঐ ⅓ অংশ টাকা দিয়ে সেখানে কুয়ো পেয়ে গেলেন, রাস্তার ব্যাপারেও তাই হচ্ছে।

সেইজন্য এখানে আমি Suggestion রাখতে চাই গ্রাম পঞ্চায়েৎ-এর কাজ ও C.D.P.র কাজ যদি একসংগে আপনারা করেন, তাহলে ভালভাবে সব কাজ হবে, কম টাকায় হবে এবং দ্রুতগতিতেও চলবে। আপনারা এই ⅓ ও ⅔ অংশের বাধ্যবাধকতা তুলে দিন অবশ্য যেখানকার লোকেরা পারবেন, তাদের Priority দিতে পারেন। কিন্তু যদি গ্রাম পঞ্চায়েৎ মনে করেন অমুক জায়গায় রাস্তা করা নিতান্ত দরকার, কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েৎ ফাণ্ড এত কম যে, তা' দিয়ে ঐ রাস্তা হয় না। অথচ সেই গ্রামের লোকের এমন অবস্থা নাই যে আপনাদের সম্পূর্ণ টাকা জমা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েৎ ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা দেয় এবং পাবলিক কিছু টাকা দেয়, তাহলে সেই টাকাটা নিয়ে সেখানে তারা রাস্তা করবেন। পাণীয় জলের ব্যাপারে, কুয়ো ইত্যাদির ব্যাপারেও সেখানে করবেন না?

তারপর যেটা প্রধান কথা—কৃষি উন্নয়নের ব্যাপারে সমস্ত C.D.P. এলাকায় বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই। এখানে হয়ত কিছু সার ও বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু কৃষি উন্নতির দিক দিয়ে কিছুই হয় নাই বললেই চলে। তার কারণ Irrigation ব্যাপারে অসুবিধা ছিল। পাঁচ বছরে মাত্র ১০০৪০্ টাকা খরচ করতে পারেন। C.D.P.তে Small Irrigationএ দশ হাজার টাকায় পাঁচ বছরে ৩।৪টার বেশী Irrigation Scheme হতে পারে না। C.D.P.র প্রধান কথা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষীরা চাষবাস করতে শিখবে। আস্তে আস্তে কৃষি বিষয়ে চাষীদের ট্রেনিং দেওয়া। কিন্তু যারা গ্রামসেবক ইউনিয়নের মধ্যে থাকে, তাদের কৃষি বিষয়ে জ্ঞান এত কম যে তারা বিশেষ করে গ্রামবাসীদিগকে শিক্ষা দিতে পারে না। সমস্ত কিছু নির্ভর করে সেই Agricultural Extension অফিসারের উপর, পোকা লাগলে কি করতে হয় গ্রাম-সেবকরা কিছুই বলতে পারবেন না। Agricultural Extension অফিসারদের ডেকে নিয়ে যেতে হবে, তাঁরা বলবেন, পরীক্ষা করে ব্যবস্থা করবো। ইউনিয়নে যে গ্রামসেবক আছে, তাদের ভাল করে কৃষির ব্যাপারে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করুন। চাষীদের যেটা দৈনন্দিন দরকার হয় কৃষির ব্যাপারে, তাদের এই কৃষির ব্যাপারে ট্রেনিং প্রাপ্ত হওয়া দরকার। তা' না হলে চাষীকে সময়োপযোগী পরামর্শ দিতে পারবে না। তা' যদি গ্রাম-সেবকরা না পারে, তাহলে ঐ গ্রামসেবক রাখার দরকার কি? তাই আমি দাবী করি—অন্ততঃ কৃষির ব্যাপারে ঐ গ্রামসেবকদের ট্রেনিং ইত্যাদি দেওয়া বিশেষ করে প্রয়োজন আছে।

[5-10—5-20 p.m]

দ্বিতীয়তঃ কৃষিব্যাপারে হচ্ছে চাষীকে সময়মত বীজধান, সার ও লোন দেওয়া হয় না। ধানগাছে পোকা লাগছে, তার জন্য পোকা মরার ঔষধ যাতে কৃষকরা সময়মত পায় তার বন্দোবস্ত করতে হবে। ব্লক এরিয়ায় বা নন্-ব্লক এরিয়ায় কৃষকদের চাষের সুযোগ, সুবিধার বিশেষ কোন পরিবর্তন আসেনি। আমি এবিষয়ে কয়েকটা উপমা দিতে পারি। মেদিনীপুরে বীণপুর থানায় বেলপাহাড়ী ব্লক এরিয়ায় অন্ততঃ খুব কম্‌সে-কম দশ হাজার বিঘা ধানজমিতে ব্যাপকভাবে পোকা লেগেছে। তার ফলে সেখানে এক বিঘা জমিতে এক মণ, দেড় মণের বেশী ধান হবে না। B.D.O.রা সাধারণতঃ জীপে করে বর্ষাকালে সেখানে যান এবং চাষীদের অবস্থা দেখে চলে আসেন, বিশেষ কিছু ব্যবস্থা তাঁরা সেখানে করতে পারেন না। B.D.O.রা যখন সেখানে গিয়ে হাজির হলেন, তখন সেখানকার

চাষীরা তাঁদের বললেন দেখুন দশ হাজার বিঘা জমিতে পোকা লেগে সব ধান সাফ হয়ে গেল, কোন ঔষধ দিয়ে যাতে পোকা মারা যায় তার ব্যবস্থা করুন। B.D.O.রা বললেন আমরা দেখছি কি করতে পারি, আমরা ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর দেখা গেল খানিকটা জার্ম কিলার পাউডার আশ্বিন মাসের শেষের দিকে পাঠিয়ে দিলেন এবং যখন ঐ ঔষধ চাষীদের কাছে এসে পৌঁছাল তখন আর তার দরকার নেই। ব্লক এরিয়ায় যেখানে immediate help দরকার, সেখানে চাষীরা সাহায্য সময়মত পাচ্ছে না। দেখা যায় Agricultural Extension অফিসারদের যাতায়াতের জন্য jeep ইত্যাদি সবকিছুর বন্দোবস্ত রয়েছে, অথচ সেখানে ধানগাছে পোকা লেগেছে, চাষীরা সময়মত সাহায্য চাইছে, তা' তারা পাচ্ছে না। কেন এইরকম অব্যবস্থা হয়, কেন তারা সময়মত ঔষধ ইত্যাদি পান না? আমি চাই আপনি এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে একটা ব্যবস্থা করুন। আমার আর একটা কথা হচ্ছে এই কুটীর শিল্প সম্বন্ধে। আমাদের গ্রামে কুটীর শিল্পের জন্য লোন দেওয়া হচ্ছে, তা' আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু নন্-ব্লক এরিয়ায় যা লোন দিয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী লোন ব্লক এরিয়ায় কুটীর শিল্পের জন্য দিয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি 'আপনি কি নিজে বিশ্বাস করেন যে বিভিন্ন ব্লক এরিয়াতে কুটীর শিল্পের কোন সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে? বলুন হ্যাঁ।

দ্বিতীয়তঃ উন্নয়নের সমস্তপ্রকার কাজ B.D.O.র উপর নির্ভর করছে। সুতরাং তারা যদি রাজনীতির মধ্যে ও অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তাদের দ্বারা কোন ভাল কাজ আশা করা যায় না।

তমলুকে পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের সময় B.D.O.রা নানারকম দুর্নীতিতে জড়িত হয়েছেন।

বিরোধী পক্ষের যেসমস্ত nomination paper, তার মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে নাম কাটা হয়েছে। 'র'এর জায়গায় 'ব' বসিয়ে অন্যের নাম করে, তাঁরা কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করেন। তারপর সেখানকার পঞ্চায়েৎ এ-সম্বন্ধে একটা enquiry করে এবং পুনরায় District পঞ্চায়েৎ অফিসারের আদেশ অনুযায়ী সেইসমস্ত মেম্বরদের nomination paper দাখিল করা হয়েছে। B.D.O.দের দুর্নীতি হাতে-নাতে ধরা পড়বার পরও তাঁরা সেখানে বহাল তবিয়তে বসে আছেন। তাহলে জন-সাধারণের এইসকল B.D.O.দের উপর কেমন করে আস্থা থাকতে পারে। এবং তারা কি সাহায্য তাঁদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করতে পারে?

হাওড়া জেলায় উদয়নপুর ব্লকে B.D.O.রা বলছেন সেখানে dry dole দেবার কোন প্রয়োজন নেই এবং সেখানে উন্নয়নমূলক কোন কাজ করা হবে না। আমি মনে করি এইসমস্ত B.D.O.দের বিরুদ্ধে step নেওয়া উচিত। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Gobinda Charan Maji : মাননীয় সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে আমাদের শোনালেন যে পশ্চিমবংগের মত অনগ্রসর দেশে সরকারী সাহায্যে সব কাজ করা সম্ভবপর নয়, সেখানে স্থানীয় লোকের সহযোগিতা চাই। তাই C.D.P., N.E.S. Blockএর প্রবর্তন হওয়ার আগে এই ধারণা আমাদের ছিল বা সরকার পক্ষের কর্মকর্তারা এই কথা শুনিয়ে ছিলেন যে বিকেন্দ্রীভূত সমাজ ব্যবস্থায়, গ্রামের জনসাধারণের আর্থিক এবং কৃষিসম্পদ-এর উন্নতির জন্য তারা একটা নিঃশব্দ বৈপ্লবিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করছেন। আমরাও আশা করেছিলাম তাই।

আমাদের কাছে যেসমস্ত সরকারী নথিপত্র দেওয়া হয়েছে, যেসমস্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখতে পাচ্ছি এইসমস্ত বড় বড় তথ্য সন্নিবেশিত।

যেসব পুঁথিপত্র সরকার থেকে আমাদের কাছে দেওয়া ছিল সেসব report থেকে আমরা দেখছি তাতে আছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন—

It is desired to promote better life for the whole community with the active participation of the people. The Community Projects are of vital importance "not so such for the material achievement that they would bring about but much more so, because they seem to build up the community and the individual and to make the latter the builder of his own village centres and of India in the larger sense."

এইসমস্ত কথা আমরা report থেকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এক-একটা Block এলাকায় বহু officer সন্নিবেশিত করা হয়েছে, আমাদের কাছে যেসব কাগজপত্র আছে তা' থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আশেপাশের যেসমস্ত এলাকা C.D.P., N.E.S. Blockএর অন্তর্ভুক্ত সেইসমস্ত এলাকায় আমরা দেখতে পাবো ১০।১২টি officer আছে—B.D.O., Asstt. Development Extension Officer, Agricultural Asstt. Development Officer for Social Education, Asstt. Development Officer, Co-operative, Veterinary Asstt. Surgeon, Medical Officer, Sanitary Inspector Health etc. এতগুলি officer এক-একটা জায়গায় আছে। আমাদের গ্রামীণ সমাজে সাধারণ চাষী ও মজুরদের একটা officer ভীতি আছে, সাধারণতঃ Circle Officer, S.D.O. যারা আছে তাদের কাছে তাদের পৌঁছুতে অসুবিধা হয় সেজন্য আমি মনে করেছিলাম এক-একটা এলাকাকে ছোট ছোট করে ভাগ করে দিলে B.D.O.র অধীনে যেসমস্ত ছোট ছোট officer আছে তাদের কাছে approach করতে গ্রামের লোকেরা সহজেই পারবে। এই আমার idea ছিল কিন্তু আমি অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি আমার এই ধারণা ভুল। কারণ এই B.D.O.র অধীনে যেসব কর্মচারী আছে তারা আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পোষণ করছে। এরা সবাই suit পরে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন B.D.O. থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কর্মচারীরা গ্রামসেবক পর্যন্ত suit পরে, জীপ গাড়ীতে চলাফেরা করে। পাড়াগাঁয়ের লোকের মনে এখন জীপভীতি এসে গিয়েছে। 1957এর যে report—Committee on Plan Projects, New Delhi, এই report থেকে দেখতে পাচ্ছি তারা Jeep withdraw করতে চলেছেন.. ....

"We have heard in many areas the complaint that jeeps intended for developmental work in block area are often misused inside and outside the blocks. Apart from these allegations of misuse, which have a sad effect upon the local population, we consider that the use of the jeeps is not merely unnecessary but has adverse effects upon the entire official machinery working in the Community Development Block. We, therefore, recommend that all jeeps should be withdrawn from the blocks."

Government আমাদের সামনে বড় বড় তথ্য দেন কিন্তু সরকার তার কতটুকু গ্রহণ করেন, কতটুকু মেনে চলেন?

এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের যেসমস্ত বিভিন্ন বিভাগের বাজেট আমাদের সামনে দিয়েছেন তার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে চাই। তিনি মোট ২ কোটি ৮০ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার বাজেট আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, তার মধ্যে Community Development Projectএ ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৭০ হাজার, N E.S. Blockএ ৭৫ লক্ষ ৮৩ হাজার এবং Local Development ৩৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। Local Development সম্বন্ধে বহু কথা বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী মাননীয় সদস্যও অনেক কথা বলেছেন।

[5-20—5 30 p.m.]

আমি পুনরায় বলতে চাই, কারণ যে জিনিষ ভাষণে বলেছেন যে অনগ্রসর দেশের উন্নতি করতে গেলে যেসমস্ত জিনিষ প্রয়োজন সেগুলি এই বিলের মধ্যে দিয়ে আলোচনা হবে। সেইজন্য আমি বলতে চাই, যেকথা আগেও আলোচনা হয়েছে, যেসব অঞ্চলের লোকের আর্থিক দুরবস্থা আছে, যেখানে one-fourth, one-third, half যা দেবার নিয়ম আছে তা' দিতে পারে না, সেসব অঞ্চলে পঞ্চায়েৎ যদি বিবেচনা করে—সেখানে সমস্ত কাজটা বিনা পয়সায় হওয়া উচিত, তাহলে সরকার থেকে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আপনারা non-block এলাকার জন্য ৩৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দিয়েছেন। তার মধ্যে Supervisionর জন্য ৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দিচ্ছেন আর Non-Block এলাকার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করবেন, আমাদের যে কাগজপত্র দিয়েছেন তার থেকে দেখতে পাচ্ছি। ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জানাচ্ছি যে, আজপর্যন্ত যেসব এলাকায় block গঠিত হয়েছে তা' পশ্চিমবংগে পরিমাণের তুলনায় শতকরা ৫৬ ভাগ। অর্থাৎ শতকরা ৪৪ভাগের জন্য এখানে ৩০লক্ষ টাকা রাখছেন। শতকরা ৪৪ভাগ বাংলাদেশের জন্য এই৩০লক্ষটাকাদিয়ে সমস্ত চাষের উন্নতি করবেনকিভাবে,সেচের উন্নতি করবেন কিভাবে,industrya উন্নতি করবেন কিভাবে, সেটা আমরা ভাবতে পারি না। যা'ই হোক এটা বাড়ান দরকার বলে মনে করি। আপনারা গত বৎসর Animal husbandrya জন্য ১৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা খরচ করেছেন। আজকে বলতে চাই, এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে পুস্তিকা দেওয়া হয়েছে তাতে আছে কৃষিরজন্যঅধিক ব্যয় বরাদ্দ করে Block সংগঠনগুলিকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। এইকথা বলা হয়েছে। অথচ বর্তমান বৎসরে কৃষি খাতে কম টাকা ধরেছেন। আমার মনে হয়, India Governmentর যেসমস্ত recommendation আছে, Planning Committeeর যেসমস্ত recommendation আছে, সেইসব recommendation আমাদের পশ্চিমবংগ সরকার গ্রহণ করেন না। যা'ই হোক্ কৃষি খাতে কিছু কম দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য খাতে বেশী টাকা দেওয়া হয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে agriculture বাবদ খরচ করেছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি যে ৮·৯৭ লক্ষ মণ fertiliser বিলি করেছেন। কিছু কিছু fertiliser বিলি হয়েছে আমরা জানি এবং improved seed প্রায় ২ লক্ষ টনের উপর বিলি হয়েছে এবং ১৯ হাজার agriculture demonstration করেছেন। এখন এই agriculture demonstration জিনিষটা কি একথা বাজেট আলোচনার সময় এবং রাজ্যপালের বক্তৃতায় আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, বড় বড় রাস্তার ধারে সার দিয়ে ও সার না দিয়ে চাষ এই plackard দেওয়া হয়। আমরা ছোট ছোট officerদের কাছ থেকে শুনেছি যে বড়কর্তারা বলেন, বড় বড় রাস্তার ধারে এটা দিতে হবে যাতে বড় বড় officerরা এবং অন্য লোকেরা তা' দেখতে পায় যে সার দিয়ে চাষ করে কি হয়েছে এবং সার না দিয়ে চাষ করে কি হয়েছে। এমনকি আমরা National Agriculture Faira দেখেছি যে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট সঞ্জীবন রেড্ডি, তিনি একই কথা বলেছেন, রাস্তার দুইধারে কৃষি উন্নতির একটা জিনিষ আমরা দেখছি, সার দিয়ে এবং সার না দিয়ে চাষ বলে plackard দেখতে পাচ্ছি। Agriculture Demonstration বলতে এই কথাই বুঝতাম, যদি গ্রামের মধ্যে যেয়ে গ্রামসেবক বা যারা B.D.O. ও অন্যান্য Officerরা আছেন তারা অন্যান্য চাষীরা যেভাবে চাষ করছে তার মাঝে গিয়ে উন্নত ধরণের বীজ ও সার দিয়ে তাদের দেখিয়ে দিতে পারতেন যে, যেখানে ১০ মণ ধান হচ্ছে সেখানে ১২ মণ করা যায় এবং তাহলে বুঝতাম যে আপনার Block Development Officerরা কিছু কিছু কাজ করছে।

আপনি আরো বলেছেন ১৭ হাজার একর জমি reclaim করেছেন, কোথায়? পশ্চিমবংগ বিধানসভার সভ্য হিসাবে এমন তথ্য বিস্তারিতভাবে আমাদের কাছে জানান উচিত ছিল, কারণ এগুলি জানার অধিকার আমাদের আছে। তারপর, ৪৪ হাজার একর irrigationএর underএ আনা হয়েছে। এই irrigation schemeএ উদয়নারায়ণপুরের blockএর কথা আমি জানি—এই

ব্লকে দুয়েকটা কূয়ো হয়েছে যাতে করে চাষীরা জল পেতে পারে। তারপর, fertiliser এবং seed সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে পারা যায়, বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি—আমি নিজে non-block areaর অধিবাসী, block areaতে Circle Officerরা seed ও fertiliser ২ মাস আগে দিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু Block Officerরা তাঁদের অধীনস্থ লোক ও কর্মচারী থাকলেও Block areaতে সেখানকার অধিবাসীদের উন্নত ধরণের বীজ ও fertiliser যথাসময়ে চাষীদের হাতে পৌঁছে দিতে পারেননি। Rural Healthএ মোটা টাকা খরচ করেছেন এই বৎসর—১৬ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। Rural latrine করেছেন মাত্র ৩ হাজার ৭০০ টাকার—আপনি ৩৫০টি block করেছেন, আপনার department যদি বুঝে থাকেন যে, বাংলাদেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এগুলির প্রয়োজন, তাহলে এর সংখ্যা এত কম হল কেন? একটা blockএ একটা করেও আপনারা করতে পারলেন না? Social Educationএ দেখা যাচ্ছে ৩৪ হাজার লোককে literate করেছেন। Education Centre হয়েছে ৫ হাজার ৩০০টি। আমরা হিসাব করে দেখেছি এক একটা কেন্দ্র থেকে...... (?) অক্ষর জ্ঞানদান করতে পেরেছেন। তারপর, communicationএ দেখা যায় মাত্র ৫৪০ মাইল কাঁচারাস্তা করেছেন। আপনারা বলেছিলেন গ্রাম্যজীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দেবেন। কিন্তু এত বছরে এত টাকা খরচ করে আপনারা মাত্র ৫৪০ মাইল রাস্তা তৈরী করেছেন। ২,৫১০ মাইল রাস্তা সংস্কার করেছেন। এগুলি আমি সরকারী তথ্য থেকেই বলেছি, এগুলি আমার বানানো কথা নয়।

[5-30—5-40 p.m.]

Shri Hansadhwaj Dhara: মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, Community Development Project নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে। এই বাজেটে আলোচনাকালে শ্রীগোবিন্দ মাঝি মহাশয় মন্ত্রী মহাশয় প্রদত্ত হিসাব নিয়ে যেসব সমালোচনা করলেন তা' যদি সত্যি হয় তাহলে আমরা এক পা-ও এগুতে পারিনি এটা পরিষ্কার। বাংলাদেশের সমস্ত গ্রামে সময়মত উন্নয়নের ব্যবস্থা C.D P.র মাধ্যমে হবে এই আমরা ঠিক করেছি। কিন্তু এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য Business Committee মাত্র ২৷২॥ ঘণ্টা ধার্য করা হয়েছে—তাতে ফল হয়েছে কোথায় কতটা রাস্তা হয়েছে, কোন্খানে কল হয়েছে, পঞ্চায়েৎ electionএ কোথায় দুর্নীতি হয়েছে এসব কথা বল্তে না বল্তে সময় শেষ হয়ে গেল। এর উদ্দেশ্য কি এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না, তার জন্য উপযুক্ত কর্মচারী তৈরী হয়েছে কি না এবং সেইভাবে কার্য পরিচালিত হচ্ছে কি না তা' বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার জন্য যথেষ্টসময়দেওয়াউচিতছিল। কারণ, গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন ব্যবস্থা এই C.D.P. programme এর মাধ্যমেই হবে। আজ C.D.P. এবং N.E.S. blockএর কার্যসূচীর মাধ্যমে গ্রামবাসীদের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে কিছু সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেবার সংকল্প আমরা গ্রহণ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, C.D.P. programme যেখানে পরিচালিত হচ্ছে তাতে আমার মনে হয় আমরা কেউ আজ যে বিরাট পরীক্ষা চলছে তাতে বিশ্বাসী নই—অথবা আমরা এই বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছি না। যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা আমরা বলি, সেই গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণের জন্য আজকে আমাদের Community Development Projectএর যে programme গ্রহণ করা হয়েছে সেই প্রোগ্রামের ভিত্তিতেই আমাদের কার্যক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে গ্রামীণ বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য। এই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের নীতি ও পদ্ধতির উপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এবং সেইভাবেই

যদি আমাদের কাজ চালিত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে পথে যাব বলে আমরা সংকল্প করেছিলাম সেই পথেই আমরা যাচ্ছি। তা' না হলে কিছু কিছু রাস্তাঘাট, কয়েকটা co-operative সংস্থা করে আমরা কিছুই করতে পারব না। Community Development Project বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য শুধুমাত্র জায়গায় জায়গায় কিছু কিছু কাজ করতে পারলেই হবে না। Extension Service C.D. programmeএর agency of the organisation, সুতরাং C.D.P. Extension Workএর সংগে এগিয়ে যাবে এই পদ্ধতি আমরা ঠিক করেছি।

সি. ডি. পি-কে মেটিরিয়াল ভ্যালুর দিক দিয়ে বিচার করবার চেষ্টা হচ্ছে। সেজন্য ১ লক্ষ টাকার বাজেট, এত মাইল রাস্তা করা হবে, এতগুলো স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এতগুলো কোঅপারেটিভ করতে হবে ইত্যাদি সব টার্গেটের মাধ্যমেই থেকে যাচ্ছে। যেখানে সি. ডি পি-র সামাজিক এবং গণতন্ত্রের উন্নয়ন যেটা শিক্ষামূলক ব্যবস্থা সে ব্যবস্থা হচ্ছে না। তার কারণ এঁরা সেই অঞ্চলের এক একটা সমস্যাকে টার্গেট করেছেন, আর সি, ডি. পি-র লক্ষ্য হচ্ছে একটা মানুষকে টার্গেট করা—এইরকম ফাণ্ডামেণ্টাল ডিফারেন্স রয়েছে। সি. ডি. পি. ঠিক করেছেন যে আমরা একটা মানুষকে টার্গেট করে তার সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন করার চেষ্টা করছে। মেটিরিয়াল যা দরকার—অর্থনৈতিক উন্নতি সেজন্য এক্সটেন্সান সার্ভিস রয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে সামাজিক বিচারে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করা, তাকে শিক্ষা দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রোগ্রাম সেটা একেবারে মাটির তলায় পড়ে গেছে। আজকে যাঁরা এই সি. ডি. পি. ও এন. ই. এস. ব্লক পরিচালনা করছেন তাঁরা এটা বিশ্বাস করেন কিনা সেটা দেখতে হবে। আজকে গ্রামের উন্নতি করব বলে ঠিক করেছি এবং আমরা মেটিরিয়াল ভ্যালুর দিকেই অগ্রসর হচ্ছি কিনা সেসব দেখতে হবে। গ্রামের উন্নতির দিক দিয়ে মোটামুটি দেখলে ৫টা জিনিষ দেখতে হবে। Extension serviceএর মাধ্যমে সি. ডি. পি. অঞ্চলে কাজ হতে পারে—সেটা হচ্ছে উৎপাদনের ক্ষেত্র পুরাতন পদ্ধতিতে চালু রাখার জন্য আমাদের যে অল্প উৎপাদন হচ্ছে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে capital formation—আমাদের যে resourcesএর অভাব তা সৃষ্টি করতে হবে। তৃতীয় হচ্ছে, যাদের unemployment এবং under-employment যা গ্রামের মধ্যে আছে তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থ হচ্ছে, science and technology গ্রামের লোককে শিক্ষা দিতে হবে এবং তার ব্যবস্থা করতে হবে। পঞ্চমতঃ, disintegration in societyর মধ্যে cohesion আনতে হবে। এই ৫টি বিষয় দূর করবার জন্য C.D.P. প্রোগ্রামের main হওয়া উচিত এবং এর দ্বারাই উন্নতি করা সম্ভব। আমরা সমস্ত জিনিষটার অর্থনৈতিক উন্নতির জায়গায় সেদিকে মেটিরিয়াল ভ্যালু করছি। কিন্তু এমন অবস্থায় মানুষ আছে তার অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হলে তারজন্য অনেককিছু করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নতির পদ্ধতির সঙ্গে গণতান্ত্রিক দিক দিয়ে সে মুক্তি পেল না, জোতদারের হাত থেকে সে জমি পেল না। এই হলে কোথায় তার extension service হবে? Educational programme সেটা ভুল করে সারা বাজেটের পাতায় এন. ই. এস. ব্লকে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে দেখানোর জন্য মেটিরিয়াল ভ্যালু দেখান হচ্ছে—অর্থাৎ এত মাইল রাস্তা হয়েছে, ৩টা স্কুল হয়েছে, ৪টা জীপ, village level workers-এ এত পুরুষ, মহিলা কাজ করছে। এইভাবেই আমরা সমস্ত দেশে C.D.P. works দেখতে পাচ্ছি। আজ যদি এই পদ্ধতিতে না গিয়ে তাহলে C. D. Programme-কে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে, কারণ there are various other things করতে হবে। আপনারা ঠিক করছেন C. D. Programmeএর মধ্য দিয়ে করবেন। গ্রামের মানুষের মধ্যে যে শক্তির অপচয় হচ্ছে সেই শক্তিকে কাজে লাগাবেন ঠিক করেছেন। এই অপচয় হচ্ছে দুটো দিক দিয়ে—একটা শিক্ষার অভাব, আর একটা হচ্ছে সংস্থা। শিক্ষার অভাব যেখানে সেখানে মেটিরিয়াল এডুকেশান দিলে হবে না। যে শিক্ষার মাধ্যমে চাষী, শিল্পী উন্নততর নাগরিক হতে পারে সেই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা C. D. Programmeএর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রচেষ্টা হয়েছে বলে

আমার জানা নেই। অন্যদিকে যে সংস্থাকে মেনে চলবে সেই পঞ্চায়েৎ বা সমবায় আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত কোনখানে সত্যিকারের গড়ে ওঠেনি। যুবসঙ্ঘের কথা মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন। কিন্তু যে সমস্ত ক্লাব গ্রামে ছিল তাদের কিছু কিছু টাকাপয়সা দেওয়া হয়েছে—তার মানে যুবসঙ্ঘের মধ্যে তাদের নিজেদের উন্নতির জন্য তাদের যে শক্তি আছে, আত্মচেতনা ঘটেছে ওদের কাজের ফলে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যে পাঁচটা শিক্ষার কথা বলেছি সেই শিক্ষার আভাস গ্রামে নেই। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে আমরা যেটুকুন দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা মেটিরিয়াল ভ্যালু দেবার চেষ্টা হচ্ছে। C. D. Programmeএর মধ্যে absolutely educational programme যেটা সেই programme সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

[5-40—5-50 p.m.]

যাঁরা করবেন তাঁদের ফেইথ আছে কিনা জানা দরকার। তারপর আমি দেখলাম কমিউনিটি ডেভলপমেণ্টের সেক্রেটারী বি. মুখার্জী, আই. সি. এস্. বলেছেন যে, আই হ্যাভ গট ফাইভ ফেইথস্ এবং সেগুলো হোল—ফেইথ ইন রুরাল ডেভলপমেণ্ট, ফেইথ ইন দি ক্যাপাসিটি অব্ দি রুরাল পিপল, ফেইথ ইন ডেমোক্রেসী, ফেইথ ইন সোশ্যাল জাষ্টিস এবং ফেইথ ইন সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজী। কিন্তু এই ৫টি ফেইথে যদি ওঁদের অফিসারদের বিশ্বাস না থাকে তাহলে তাঁরা কি করে সেগুলো মানুষের জীবনে পর্যবসিত করবেন? তবে আমি বিচার করে দেখেছি যে এই ৫টি ফেইথের মধ্যে এঁদের দেড়টা আছে এবং তার মধ্যে একটি হোল রুরাল ডেভলপমেণ্ট। আমি বিশ্বাস করি রুরাল ডেভলপমেণ্ট ওঁরা চায়, কিন্তু ওদের সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজীর যে অফিসার আছেন তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলছেন, তিনপুরুষ ধরে চাষ করছ কাজেই যা করছ তাই কর। কাজেই দেখা যাচ্ছে সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজীর যে বিশিষ্ট অফিসার এঁদের আছে সেই দেড় ফেইথ বিশিষ্ট অফিসার দিয়ে এঁরা ৫ ফেইথ বিশিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েছেন সি. ডি. প্রোগ্রামে কাজ করবেন বলে। সেইজন্য আজ আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, যে সমস্ত অফিসারদের দিয়ে এটা পরিচালনা করবেন তাঁরা এটা বিশ্বাস করেন কি? তা নাহলে এটা বন্ধ করে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করুন। তবে আপনারা যদি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ মেথড ভাল মনে করেন তাহলে দেয়ার আর সো মেনি ডিপার্টমেণ্টস্ তাঁদের দিয়ে কাজ করান, আর তা নাহলে সমূহ বিপদ হবে। আসল কথা হোল যা করব ঠিকভাবে করব আর তা নাহলে অন্য পদ্ধতিতে যাব। যা হোক্, তারপর যাঁদের অনুকরণে এটা করছেন সেই আমেরিকা বলছে যে—ভারত সরকারী কর্মচারীদের উপর বেশী করে নির্ভর করছে, স্থানীয় সমস্যা ছেড়ে দিয়ে সমস্ত দেশের সমস্যা একাকার করে এন. ই. এস. ব্লককে ব্যাহত করা হচ্ছে এবং সি. ডি. পি. জনসাধারণের কর্মসূচীর আকারে না থেকে সরকারী কর্মসূচী হয়েছে। কিন্তু যে সি. ডি. পি. জনসাধারণের প্রোগ্রাম সেটা যদি সরকারী কর্মচারীদের প্রোগ্রাম হয়ে থাকে তাহলে কি তাঁরা গিয়ে চাষবাস করবেন, কো-অপারেটিভ করবেন, এক্সটেন্সন সার্ভিস নেবেন বা টেকনোলজী নেবেন? তারপর স্যার, যাঁরা এসব পরিচালনা করবেন তাঁদেরই ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সেই পরিচালনার ভার ছিল সার্কেল অফিসারের উপর কিন্তু এখন উল্টে হোল বি.ডি.ও., ছিল ইউনিয়ন এগ্রিকালচারাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট উল্টে হোল ভিলেজ ওয়েলফেয়ার ওয়ার্কার। তাহলে কি করে হবে? তারপর উনি ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং এই ট্রেনিং আফ্‌টার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে যেনথিপত্র আছে তার দ্বারা আমি দেখাতে পারি যে, ওঁদের কমিউনিটি ডেভলপমেণ্টের যে রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট আছে তার প্রিন্সিপাল মিঃ ঈশ্বরণ, আই. সি. এস্. যিনি বোম্বের চিফ্ সেক্রেটারী ছিলেন তিনি রিসার্চ করে বলেছেন যে, এই সমস্ত ট্রেনিং যা আফ্‌টার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হচ্ছে তা সমস্ত ফেইল করছে কাজেই পোষ্ট ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হোক। অর্থাৎ চাকুরীতে

আনবার আগে লেখাপড়া শিখিয়ে তারপর কাজে দেওয়া হোক তা নাহলে সমস্ত নষ্ট হবে, সমস্ত ফেইল করবে। কাজেই মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে নিবেদন করছি যে টার্গেট দিয়ে প্রোগ্রাম না করে ম্যান্ দিয়ে করুন এবং তার মধ্যে আপনাদের ফিলসফি, কনসেপ্ট এবং অবজেক্ট থাক। তারপর স্যার, আজকাল যে সমস্ত অফিসাররা আরবানে গিয়েছে তাঁরা যদি আরবান মনোভাবাপন্ন না হয় বা তাঁদের মনোভাব যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে হোল প্রোগ্রাম নষ্ট হবে এবং ইট উইল বি এ রেভিনিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেসন এ্যাণ্ড নট এ কমিউনিটি ডেভলপমেণ্ট প্রোগ্রাম। কাজেই আজ আমি আপনার কাছে নিবেদন করব যে, আপনি আর সি. ডি. ও. রিক্রুট না করে আগে ট্রেনিং দিয়ে উপযুক্ত লোক তৈরী করে তারপর তাঁদের নিয়ে আসুন। আমি দেখেছি আমেরিকায় এন. ই. এস্. ব্লক আসবার ২৫।৩০ বছর আগে তাঁরা সেখানে ইন্‌ষ্টিটিউট খুলেছেন। কাজেই আপনারাও সেরকম করুন। তা নাহলে আপনার দুধ নেই অথচ আপনি দুধ বিতরণের প্রোগ্রাম নিলেন—তা কি করে হবে। তারপর অফিসাররা দোষ করলে বা ঘুষ নিলে আপনারা তাঁদের শাস্তি দেন এবং এটা দেওয়াও উচিত। কিন্তু সি. ডি. ও.-দের শাস্তি হওয়া উচিত যদি তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে কখনও দুর্ব্যবহার করেন বা যদি তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে না চান বা যদি জনসাধারণ তাঁদের কাজের জন্য তাঁদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়। কারণ যে কাজের জন্য যে লোক রাখা হয়েছে তাকে সেই কাজের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে হবে। কাজেই শুধু ভাল লোক হলেই চলবে না, মানুষের সঙ্গে মিশতে পারা চাই এবং যে মিশতে পারবে তাঁকেই নেওয়া উচিত। তারপর আরবান এডুকেটেড পিপল এই বইর মধ্যে দেখলাম যে আজকাল ছেলেরা লেখাপড়া শিখছে। কিন্তু লেখাপড়া শিখে ব্লকের মধ্যে যাদের বাড়ী তারা দরখাস্ত করলে চাকুরী পায় না বা সাগর ব্লক সমুদ্রের মধ্যে সেখানের লোক দরখাস্ত করে চাকুরী পায় না অথচ সেখানে যে হেড ক্লার্ক আছেন তাঁর ভাইপো সেই চাকুরীতে বসে গেল। এই করে কি এন. ই. এস. ব্লক হবে? যা হোক্ আমার সর্বশেষ কথা হল যে, এটা হচ্ছে সত্যিকারের একটা বিপ্লবাত্মক কর্মসূচী এবং এর মধ্য দিয়েই দেশকে বাঁচান যাবে। তবে আপনাদের হাতে পড়ে এটা যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Chitto Basu : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে সি. ডি. পি. এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিয়েছেন তা আমরা শুনেছি। সর্বপ্রথম আমি ওপক্ষের হংসধ্বজ ধাড়া মহাশয়কে অভিনন্দন জানাই কেননা তিনি এতদিন পরে এই সি. ডি. পি. সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক কথা উত্থাপন করেছেন এবং সেই মৌলিক কথা উত্থাপনের মধ্য দিয়ে এই যে প্রোগ্রাম—এই প্রোগ্রামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য যাঁরা প্রোগ্রাম রচনা করেছেন তাঁরাও আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু সেগুলিকে সরকার কার্যকরী করতে পারেননি। সরকার যদি এ কথা নিজে স্বীকার করেন যে শুধুমাত্র বিভিন্ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ করে সেই অর্থ খরচ করাটাই হচ্ছে তার অগ্রগতির মাপকাঠি তাহলে আমি দেখাব খরচের মাপকাঠির ক্ষেত্রে তাঁরা অগ্রগতি করতে পারেননি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমাদের কাছে যে একখানা বই দেওয়া হয়েছে তাতে Second Five Year Plan periodএ বিভিন্ন প্রোগ্রাম কি অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে একটা বিস্তৃত তথ্য রাখা হয়েছে। তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি Community Development Projects and National Extension Service-খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ১৪ কোটি ৬১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং total expenditure in 1956-61 হচ্ছে ৯ কোটি ২৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা অর্থাৎ খরচ করাটাই যদিআমাদের অগ্রগতির মাফকাঠি হয় তাহলে এই যে ৫কোটি টাকা খরচ করতে পারেননি তাতেই এই জিনিসটা লক্ষ্য করা যেতে পারে। কাজেই আমার মনে হয় খরচের মাফকাঠি দিয়ে অগ্রগতি করা সম্ভবপর হয়নি। অপর দিকে যে খরচটা করা হ'ল তার দ্বারা আমরা কতটুকু

কি উন্নতি করতে পেরেছি সে সম্পর্কেও চিন্তার অবকাশ আছে। সে সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যরা বিচার করেছেন, আমি সে সম্পর্কে বলে সময় নষ্ট করব না। এইসমস্ত কাজ করতে গেলে people's contribution প্রয়োজন, people's attitude প্রয়োজন। People's contribution সম্বন্ধে এই পুস্তিকাতে বলা হয়েছে—'The villagers' voluntary contribution in the shape of cash, kind or labour for implementation of the programme in its various sectors came to Rs. 78·15 lakhs during the period under review.' কিন্তু এই যে কন্ট্রিবিউসানের কথা বলেছেন এই কন্ট্রিবিউসান সম্পর্কে Seventh Evaluation report কি বলেছেন সেটা একটু পড়ে দেখাচ্ছি। Seventh Evaluation report এর ৮৮ পাতায় বলা হচ্ছে The average contribution of people amounted to Rs. 67·666 per block and Rs. 0·80 per capita in 1958-59.

'There have also been reports of inflation of the estimates. Sometimes this inflation has also been the result of inclusion among the public projects of items of work of individual or private benefit.'

অর্থাৎ এই যে বিরাট পরিমাণ টাকা peoples voluntary contribution হিসাবে পেয়েছেন এ সম্পর্কে তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে এগুলি inflated estimates অর্থাৎ কেউ কেউ ব্যক্তিগত কারণে যেসমস্ত কাজগুলি করেছেন তাকেও এই হিসাবের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে গ্রামাঞ্চলে যাঁরা নাকি অপেক্ষাকৃত একটু ধনিক সম্প্রদায় তাঁরা তাঁদের অঞ্চলে জলের কল, রাস্তাঘাট নির্মাণ করবার জন্য কন্ট্রিবিউট করে থাকেন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে তাঁরা তাঁদের অঞ্চলে খানিকটা বেনিফিট পান। গরীব লোকের মনে কোনরকম উৎসাহ, আশা নেই এবং এই প্রোগ্রামকে তাঁরা তাঁদের নিজেদের প্রোগ্রাম বলে গ্রহণ করতে পারছেন না, এই কথা এই বইতে বলা হয়েছে। আমরা বিরোধী পক্ষের লোক এ কথা বলে থাকি—আনন্দের কথা হংসধ্বজবাবু এখন এ কথা বলতে শুরু করেছেন।

[5-50—6 p.m.]

তারা বলছেন পিপলস্ য়্যাটিচুড সম্পর্কে most people in these areas, i.e., block areas, look upon the C. D. programme as a Government Scheme for rural welfare. আরো বলছেন majority of the people think that since the Government is out to develop the rural areas it should do everything without seeking any contribution from the people. আরো বলেছেন—

The majority of the villagers do not regard it as their own programme and seem to rely mainly on the Government to effect the development of the rural areas. The basic philosophp and approach of the C.D. programme are therefore inadequately subscribed by the people of these areas.....

অর্থাৎ জনসাধারণ এটাকে নিজের বলে গ্রহণ করেন না এই কথা বলেছেন। যাহোক এত সমালোচনা করার পরেও আমি মনে করি গ্রাম উন্নয়নের জন্য তাদের হাতে কিছু পরিমাণ সুযোগ সুবিধা তুলে দেওয়ার জন্য এই প্রোগ্রামকে সমর্থন করা একান্ত প্রয়োজন কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থায় এটা পরিচালিত হচ্ছে তাতে এর সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। যদি এটা সংশোধন করা না হয় তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হয়েছে তা কার্যকরী হবে না। এই প্রসঙ্গে আমি ২।১টা

সাজেসানের কথা বলতে চাই। আপনি জানেন যে বিভিন্ন ব্লক এ বিষয়ে সার্কেল অফিসাররা একদিক দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁরা ডেভেলপমেণ্ট কমিটির সেক্রেটারী অপরদিকে তাঁরা একজিকিউটীভ অফিসার, এস. ডি. ও.-র অধীনে সার্কেল অফিসার, রেভিনিউ অফিসার হিসাবে সার্টিফিকেট জারী করেন, পরোয়ানা জারী করেন, লোকের উপর বিচার করেন ইত্যাদি এক্‌জিকিউটীভ অফিসার হিসাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট ওয়ার্ক করতে গেলে শাসনের মানদণ্ড দিয়ে ডেভেলপমেণ্ট ওয়ার্ক করা যায়না, রক্তচক্ষু করে শাসন করে জনসাধারণের সহানুভূতিকে তাঁদের দিকে টেনে আনা যায় না। সেজন্য আমাদের সাজেসসন হচ্ছে যদি সার্কেল অফিসার করতে হয় তাহলে অন্য লোককে সার্কেল অফিসার করুন, বি. ডি. ও.-কে সার্কেল অফিসারের দায়িত্ব দেবেন না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমাদের দেশের গ্রামের কৃষকেরা রাইটার্স বিল্ডিংস দেখলে ভয় পায় অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের যে ব্যবহার বা দুর্বব্হার তার সঙ্গে তারা পরিচিত নয়। গ্রামের লোক সহজ সরল মানুষ। তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যদি সহানুভূতির কথা বলতে পারেন এবং তাদের নিজেদের লোক বলে মনে করতে পারেন তবেই কাজ হবে কিন্তু ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসগুলি ক্ষুদে ক্ষুদে রাইটার্স বিল্ডিংস্‌। যদি এই ক্ষুদে রাইটার্স বিল্ডিংস অপসারণ করতে পারেন, যদি জনসাধারণ একথা মনে করতে পারে যে এগুলি ক্ষুদে রাইটার্স বিল্ডিংস নয়, সদর দপ্তরখানা নয়, এগুলি তাদের নিজস্ব অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য হয়েছে এবং এখানে তাদের প্রবেশাধিকার আছে তবেই উন্নয়নমূলক কাজে তাদের সহযোগিতা পেতে পারেন। আপনারা যে গ্রামসেবিকাদের নিয়োজিত করেছেন তাঁরা সব সহরে পড়া মেয়ে, সহরের রুচির সঙ্গে তাঁরা পরিচিত। কাজেই গ্রাম্যমেয়েদের সঙ্গে তাঁদের কি করে যোগাযোগ হবে? সুতরাং আমি বলবো গ্রামের মেয়েরা যাঁদের মাসীপিসী বলেন, দিদি বলেন, যাঁদের সঙ্গে তাঁদের একটী গ্রাম্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাঁদের ভেতর থেকে এইসমস্ত করা হলে তাঁদের সঙ্গে উৎসাহ সঞ্চয় করা সম্ভব হোত। তা না করে ঠোঁট রাঙ্গানো হাই হিল জুতো পরে, রং-বেরং-এর শাড়ী পরে গ্রামের প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়ালে গ্রাম্য মহিলাদের আকর্ষণ করা যায়না, বরঞ্চ সমস্ত সমস্ত প্রোগ্রাম থেকে তাঁরা দূরে সরে যাবার চেষ্টা করে। কাজেই এই প্রোগ্রামকে কার্যকরী করবার জন্য এই আমার সাজেসসন। অপরপক্ষে যদি আপনার সময় হয়—অধিকাংশ সময়ই হয়ত আপনি ঘুমান—তবুও বলি যদি সময় হয় তাহলে যে ইউ. এন. মিশন এখানে এসেছিলেন তাঁরা কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্রোজেক্ট সম্বন্ধে যে রেকমেণ্ডেসন করে গিয়েছিলেন সেই নোট আমার কাছে আছে, সময় নেই, কিন্তু অনুরোধ করবো তাঁরা যে রেকমেণ্ডেসন করেছেন যদি পারেন তো সেগুলি দেখবেন।

Shri Ajit Kumar Ganguli: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অনেক কিছু আলোচনা হলো। আমি মনে করি হংসধ্বজবাবু যে কথাটা তুলে ধরেছেন, সেটা মন্ত্রী মহাশয় লক্ষ করবেন। আমি গ্রামাঞ্চলের গুটিকয়েক দিক বিশেষ করে কৃষকদের দিক তুলে ধরতে চাইছি। আপনারা যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা'তে দেখাবার চেষ্টা করছেন উন্নয়নের কাজ: এটার নাম দিয়েছেন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। আমি প্রথম ধরি—এই গ্রামের উন্নতির একটা লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামের সংগে সহরের যোগাযোগ নিবিড় করা, অর্থাৎ রাস্তাঘাটের উন্নতি করা এই যে রাস্তা Block Development থেকে হয়েছে; এটা কি সমাজের কৃতদাস দিয়ে করার চেষ্টা করছেন, না, অন্নদাস দিয়ে চেষ্টা করছেন? এর জবাব চাই। উন্নয়ন কিছু জায়গায় হয়েছে, টেষ্ট-রিলিফের দ্বারা যদি রাস্তা তৈরীর কাজ চলে, তাহলে এটা কি উন্নয়নের লক্ষণ? আপনারা রাস্তার যে পরিমাণ দেখাচ্ছেন, তার 99 percent রাস্তা হচ্ছে টেষ্ট রিলিফের রাস্তা। সেটা কিসের উন্নতি? কোন উন্নতি প্রকাশ করে? ডাক্তারবাবু যেটা তাঁর জবাবে বলবেন। উন্নতি কিছু হয় নাই তা' নয়, সে হচ্ছে—দারিদ্র্যের উন্নতি হয়েছে। Block

Development থেকে আপনারা রাস্তা সৃষ্টি করছেন বলে বলছেন; কিন্তু আসলে তেলাপোকা পানীর রাজত্বে কোন development হতে পারে না। চিত্তবাবু ও হংসধ্বজবাবু বলেছেন খুদে হাকিমের দল তেলাপোকা পাখী হয়েছে। এদের একটা সুরাহা না করলে রাস্তা নির্মাণ করা যাবে না।

তারপর Irrigationএর কথা। এই Irrigationএর ব্যাপার নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। স্মরজিৎবাবু নদীয়ার লোক, অ.মি ২৪-পরগণার লোক। আমরা কাছাকাছি থাকি, তাঁকে জিজ্ঞাসা করি Small Irrigationএ খাল কাটতে হলে ১০ হাজার টাকার হিসেব দিতে হবে কি করে বলতে পারেন? দশ হাজার চার শো হয়ে গেলে সেটা Irrigationএর মধ্যে চলে যাবে—ঐ অজয়বাবুর ওখানে চলে যাবে। তাহলে আর Irrigation হলো না। ফলে হচ্ছে না কিছু। Small Irrigationএর জন্য বনগাঁ থানায় ৪০ হাজার টাকা allotment হয়েছে, কিন্তু আজও sanction হয় নাই। এই প্রসংগে একটা কথা মনে পড়ে গেল, বল্লভভাই যখন Home Minister তথ Finance ছিল মুসলীমের হাতে। একটা চাপচাসীও তিনি নিযুক্ত করতে পারবেন না—কারণ টাকা sanction করার ক্ষমতা তাঁর হাতে নাই। Development ব্লক আপনারা করছেন; কিন্তু তাতে টাকার Sanction নাই, কি করে development হবে?

এই দেখুন চিঠি—Superentending Engineerএর, Secretary of Agricultureএর। ২৭।১০ ও ১৫।১১ তারিখের দুজনের দুটো চিঠি। আজকে মার্চ মাস শেষ হতে চললো, Financial Yeer শেষ হলো, এখনো টাকা এসে পৌঁছায় নাই। কোথায় টাকা?

তারপর Pumping Plant সম্বন্ধে একটু বলি। বন্যায় ৫২টি গ্রাম একটা থানায় প্রায় ১৩৬ বর্গমাইল area, সেখানে ৫ বছরের মধ্যে একটি Pumping Plant গিয়েছে। আমাদের ঐ অঞ্চলের মত বিলবাওড় অঞ্চল আর নাই। সেখানে যদি সামান্য এই pumping plant কিছু supply করতে পারতেন, তাহ'লে আমাদের অনেক উন্নতি হতো।

তারপর Veterinaryর ব্যাপার একটু বলি। এই Veterinary সম্বন্ধে সকলের জানা দরকার। ছেলেপুলের অসুখ হলে কোলে করে আসা যায়, বয়স্ক হলে রিক্সা করে আসা যায়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তো গরুকে আর রিক্সায় করে আনা যায় না, ঘাড়ে করেও আনা যায় না অসুখবিসুখ হলে। সে একটা কঠিন সমস্যা। আপনাদের ব্লকে যে Veterinary Officer আছে, তাদের কাছে গিয়ে রোগের কথা বললে তাঁরা বলেন—রোগীকে এখানে নিয়ে আসুন। যদি তাই করতে হয়, তাহলে এই খুদে হাকিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? আগেও বলেছি, এবারও বলতে হচ্ছে।

[6—6-10 p.m.]

তারপর আপনাদের বীজ ধান বিলি করা সম্পর্কে একটু বলতে হয়। আপনারা বীজ ধান বিলি করেছেন। আর একটা জিনিষ বলতে চাই, আপনারা যে বীজ ধান বিলি করছেন, সেই সম্বন্ধে। এই বীজ বিলি করা সম্পর্কে একটা নূতন শব্দ শুনেছিলাম official clique. অবশ্য আমরা রাইটার্স বিল্ডিং-এর official clique বলতে যা বুঝি, এটা তা' ঠিক নয়। একজন অফিসার বললেন Switzerlandএর মত এখানে theory of saturationএর কথা চিন্তা করতে হবে। কিন্তু saturation আমরা কোথায় করবো! এইরকম করতে থাকলে সমস্ত গ্রাম একেবারে saturated হয়ে যাবে। ছোটবেলায় শুনেছিলাম তেঁতুলের বীজ বিক্রয় করবার কথা। এইভাবে যদি saturation করে কৃষির উন্নতি করতে হয় তাহলে তার দ্বারা গ্রামের কৃষকদের কোন উন্নতি

হবে না। সমস্ত কৃষক ও কৃষি একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। এই জায়গায় আপনারা তাদের নিয়ে যেতে চলেছেন। এই হচ্ছে আপনাদের গত পাঁচ বছরের মধ্যে কাজ। এই theory আপনাদের বর্জন করতে হবে।

তারপর আপনারা seminar করে social education centre খুলেছেন। দেখছি সেখানেও ঐ official clique. কোন অফিসারের মাথায় ঢুকেছে দশটার বেশী social education centre করা যাবে না, করলে ক্ষতি হবে। একবার ভেবে দেখুন ত ১৫২টা গ্রামে পাঁচ বছরে মাত্র ১০টা social education centre স্থাপন করলেন। আপনি ত হিসাব দিয়েছেন গ্রামে কয়েকজন লোক লেখাপড়া শিখেছেন। গ্রামাঞ্চলে যারা একটু অবস্থাপন্ন, গণ্যমান্য ব্যক্তি তাদের সংগে নিয়ে social education centre করবার চেষ্টা করছেন, তাতে গ্রামের সাধারণ লোকের কোন উপকারে আসে না। গ্রামের মেয়ে বলতে আমরা যাদের বুঝি, তাদের সংগে নিয়ে, social education দিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আমি নিন্দা করছি না, তিনি ডাক্তার হয়ে গিয়েছেন এবং ঐ ডাক্তারবাবুর স্ত্রী হচ্ছেন social educationএর সেক্রেটারী। এইভাবে আপনারা গ্রামের মধ্যে social education বিস্তার করছেন। যদি সত্যই গ্রামবাসীদের social education দিয়ে শিক্ষিত করে তুলতে চান তাহলে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

তারপর প্রাইমারী স্কুল বিল্ডিং সম্বন্ধে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত পাঁচ বছরে আপনি কয়টি প্রাইমারী স্কুল বিল্ডিং করেছেন! ১৬০টি করবার কথা ছিল, তার মধ্যে মাত্র ৯টি স্কুল বিল্ডিং করেছেন গত পাঁচ বছরের ভিতর। এই হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র।

তারপর বাংলাদেশের industryর ক্ষেত্রেও ঐ ব্যাপার। সেখানেও official clique রয়েছে।

কটেজ্ ইণ্ডাষ্ট্রির যিনি সেক্রেটারী, তিনি দড়ি নিয়ে খুব ব্যস্ত। সেই ভদ্রলোক যখন গ্রামে যান, তাঁর মাথায় ঘুরছে দড়ি। অর্থাৎ দড়িশিল্পে খুব উৎসাহ দিয়ে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় যাতে এই শিল্প গড়ে তোলা যায় তার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন। অধ্যক্ষ মহাশয় আপনি বোধহয় জানেন, মন্ত্রী মহাশয় যদি মালয় যান, তাহলে সেখানে দেখতে পাবেন, গ্রামে কি ধরণের কুটিরশিল্প হয়। আপনি এখানে যেসমস্ত অফিসার নিয়োগ করেছেন, তাঁরা সব ভুল কাজ করছেন। তাদের এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলেছেন। তাদের ধরে ধরে একবার 'মালয়' নিয়ে যাবেন, দেখবেন সেখানে তারা গ্রামের মধ্যে cottage industry কোথায় পিছিয়ে পড়ে ছিল, তাকে টেনে তুলে কোথায় নিয়ে গিয়েছেন। আর আজ আপনারা আমাদের দেশের কুটীরশিল্প কোথায় ছিল, আপনারা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, তার গলায় দড়ি দেবার বন্দোবস্ত করেছেন।

Shri Parimal Ghosh : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমার সময় অত্যন্ত অল্প, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি দু-একটা বিষয় আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার বক্তব্য রাখতে চাই।

এই বিভাগের মন্ত্রী যিনি, তাঁর দায়িত্ব খুব বেশী; সেইজন্য এই ডিপার্টমেণ্টের একটা চুরির ব্যাপারের প্রতি আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবারে পুরাণ অর্থাৎ আগের ১৫টি extension block এবং ৩৮টি নূতন new extension block করার কথা ছিল। কিন্তু এইসকল কাজের একটিও সমাধান করতে পারা যায়নি, তার কারণ, এগ্রিকালচার য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট অফিসার যাঁরা আছেন, তাঁরা কেউ কাজে join করছেন না।

প্রধান কারণ হচ্ছে আমি Agriculture Budgetএর দিনই বলেছি যে এদের pay scale অতি জঘন্য ধরণের এবং আমি এও জানি ডাঃ আমেদ নীতিগতভাবেই স্বীকার করবেন যে এটা অত্যন্ত

বাজে। সেদিন মাননীয় তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়ও বলে গেছেন এর জন্য তিনি যথাসাধ্য করবেন। আমি বুঝতে পারছি না এই হতভাগ্যদের জন্য কিছু করা হবে কি না! কিন্তু যেখানে দুজন Cabinet মন্ত্রীর সহানুভূতি আছে আমি আশা করবো এবং সর্বান্তঃকরণে আশা করবো এ-বিষয়ে তারা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন। তারপর এখন পর্যন্ত 189 Block আমরা খুলেছি, তার মধ্যে দেখতে পাই ৫৭টিতে A.E.O. নাই। এরপরে 1963র মধ্যে 341 Block খোলা হবে—এতে যে বিরাটসংখ্যক A.E.O. দরকার হবে, সেটা কোথা থেকে পাওয়া যাবে আমি তো বুঝতে পারছি না। আমি মনে করি recently যে advertise করেছেন তাতে একটি A.E.O.ও পাবেন না যদি-না তাদের grade তাদের মাইনের উন্নতি না হয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Dhirendra Nath Banerjee : ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমার আগে বন্ধুরা Development Project সম্বন্ধে যথেষ্ট বলেছেন। আমার একটা কথা মনে হয়, এই যে Project —এটা হল একটা মাছ ধরা পোলই খাঁচার মত to fish in troubled water—দেশে যখন সমাজ ভেংগে পড়েছে, ক্রমে ক্রমে কৃষকের দুরবস্থা চরমে উঠেছে, খেতে পায় না, পরতে পায় না—তাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই পর্যন্ত নাই তারপর লক্ষ লক্ষ Refugee পুনর্বাসনের জন্য এসে এখানে উপস্থিত হয়েছে, তাদের মধ্যে কৃষক আছে, কুটীরশিল্পী আছে যারা সবাই বেকার। তাদের পুনর্বাসনের জন্য এবং আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির ব্যবস্থা করা দরকার—তাকেই বলতে পারি সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা। কিন্তু এই যে পরিকল্পনা এটার ভিত্তি সমাজের জনসাধারণ নিয়ে নয়। এটা কংগ্রেস সরকার উপর থেকে চাপিয়ে দিয়েছে এবং চাপিয়ে শুধু নয় এক-একটা beureaucratic machine, এক-একটা Block বসান হয়েছে মাথার উপর এবং এর সংগে জনশক্তির বাস্তবে যোগাযোগ নাই। এই যে সংগঠন করা হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকার জনশক্তির উপর নির্ভর করে করেছেন কি না সন্দেহ কেন না জনশক্তি, তাদের আর্থিক শক্তি নিযুক্ত করে নিজেদের উন্নতি করবে সমাজকে উন্নতি করবে তার কোন পরিকল্পনা এর মধ্যে নাই। এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই জনসাধারণ তাদের শ্রমের বিনিময়ে সামান্য যে মজুরী পেতে পারে তার ব্যবস্থাও এখানে নাই বললে চলে। কারণ ৫০ ভাগ দেবে সরকার এবং শতকরা ৩৩ ভাগ দেবে জনসাধারণ তবে কাজ হবে কিন্তু গরীব জনসাধারণের অর্থে গ্রামোন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট, পুকুর খনন বা নিজেদের কোন irrigationএর জন্য কিছু করতে গেলে আর্থিক শক্তিতে কুলোয় না। অতএব কি হয়?

[6-10—6-20 p.m.]

কিন্তু এইগুলিতে হবে কি, কংগ্রেসের নেতৃত্ব যার উপর সদয় হবে, সেই জোতদার, জমিদার, money lender যারা—এই 50 percent, 25 percent, 30 percent দেবার যেসমস্ত সুযোগ আছে—তারাই সেই সুযোগগুলি নেবে। এবং এর ফলে যেখানে প্রয়োজন সেই গ্রামে না করে যেখানে এইরকম সুবিধাবাদী লোক আছে, যাদের উপর কংগ্রেস সংগঠন সদয়, তাদের ওখানে সেগুলি হবে। যার জন্য জনসাধারণের প্রয়োজনে সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় না। যে terms and conditions আছে সেই terms and conditionsএ সরকারী সাহায্য নিয়ে ঠিকভাবে যদি পরিকল্পনা করা যেতো তাহলে সমাজের উন্নতি হোত। কিন্তু তা' না হয়ে এর উপর bureaucratic machineর চাপ পড়ছে। এই machinary যদি সামগ্রিক সহযোগিতা নিয়ে কর্মের প্রেরণা ও সমাজ কল্যাণের কাজে নিযুক্ত থাকতো তাহলে আজকে কিছুটা এর উন্নতি হতে পারতো। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় এমনভাবে সংগঠন করা হয়েছে যে Blockর মধ্যে B. D. O.র সংগে Agricultural Officer-এর বনে না, Co operative Inspecter-এর সংগে বনে না, গ্রাম সেবক যারা থাকে তাদের সংগে Social Education

Officerর বনে না। শুধু তাই নয় তাদের উপর থেকে কা'র নির্দেশ তারা মানবে তার ঠিক নেই। কারণ District Agriculture Superintendent তিনি Agricultural Extension Officerকে control করবেন, না B.D.O. control করবেন। যেখানে B.D.O.র মাধ্যমে Agricultural expert দিয়ে শতকরা ৮০ ভাগ কৃষির উন্নতি করার প্রয়োজন তার initiative নেওয়া হয় না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছোট ছোট Irrigationর জন্য ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ৭ লক্ষ টাকা ফিরে গিয়েছে। House building ৩৫ লক্ষ টাকা ধরা হল, তার মধ্যে মাত্র ২১ লক্ষ টাকা খরচ হল। যেসমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে সেখানে যারা নেতৃত্ব নেবেন সেসব রাজনৈতিক দল তারা যদি direct জনসাধারণের সংগে সহযোগিতা করে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা না করতে পারে তবে সে পরিকল্পনা কাযকরী হবে না। এবং সেজন্য অর্থের অপচয় হবে। এই অপচয়ের ফলে সংগঠন ভেংগে যাবে ও জাতির অকল্যাণ বেড়ে যাবে এবং সেখানে এই সরকারের কবর সৃষ্টি হবে।

Shri Hemanta Kumar Ghosal: মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, NES block এবং CDP সম্বন্ধে কংগ্রেসপক্ষ থেকে করা হয়েছে এবং বিশেষ করে হংসধ্বজবাবু এখানে যত সমালোচনা করলেন, আমি জানি না তাঁদের আভ্যন্তরীণ পার্টি মিটিংএ এই সমালোচনা করেছেন কি না। যে নীতি মন্ত্রীমণ্ডলীর তরফ থেকে নির্ধারণ করা হয় সেই নীতির যদি তাঁরা পার্টিগতভাবে সমালোচনা করার সাহস দেখাতে পারেন তাহলে এখানে বড় বড় কথা বলার চেয়ে বেশী কাজ করতে পারবেন। কিন্তু এটা তাঁরা পারবেন কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে। আজকে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, কঠোর সমালোচনা করা ছাড়া পথ নাই। বিভিন্ন ব্লকে ঘুরে ঘুরে আমি দেখেছি যে, যাদের দিয়ে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টা হচ্ছে, তাদের মানসিক গঠন এই কাজের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। Block Officerরা গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের দ্বারা 'বড় সাহেব', 'ছোট সাহেব' বলে সম্বর্ধিত হন। যাদের সেবা তাঁরা করবেন তাদের সংগে অফিসার ও কর্মচারীদের যদি এই সম্বন্ধ হয় তাহলে গ্রামোন্নয়নের কাজ কতদূর কি হবে তা' সহজেই অনুমেয়। এইসব অফিসার এবং কর্মচারীদের আদবকায়দা, চলাফেরা আমাদের সামাজিক অবস্থার সংগে আদৌ মিলে না। আমার প্রথম কথা হল, অনগ্রসর অঞ্চলকে অগ্রসর করা, রাস্তাঘাট করা, টিউবওয়েল খনন, সেচব্যবস্থা এগুলি যেমন এই পরিকল্পনার একটা দিক, তেমনি আরেকটা দিক হল, যাঁদের দিয়ে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবেন তাঁদের মনের মৌলিক পরিবর্তন—কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, সরকার এই বিষয়ে কি করেছেন? এই প্রসংগে আরেকটা বলা দরকার যদিও কিছুটা কুণ্ঠার সংগেই বলতে হচ্ছে—যেসব গ্রামসেবিকা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে তারা যেন আমাদের সমাজের লোক নয়, আমাদের সমাজের মানুষের সংগে তাদের কোন মিল নাই। আপনারা কতগুলি প্রজাপতি গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এতে নৈতিক অধঃপতন বেড়ে যাচ্ছে এবং আসল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হচ্ছে। হয় এর পরিবর্তন করুন, না হয় বন্ধ করে দিন।

তারপর, এখানে এক বন্ধু বলেছেন কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সুদূরপরাহত। Agricultural Officer, অমুক অফিসার, তমুক অফিসার নাম দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আপনারা, কিন্তু তাঁদের অনেকেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু নাই। আমার কাছে ট্রেণিংপ্রাপ্ত কর্মচারী যাঁরা সত্যিকারের কাজ করতে চান তাঁরা এমন কথাও বলেছেন, আমাদের যা' মাইনে দেওয়া হয় তাতে গ্রামে থেকে হাতেকলমে কাজ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁরা ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

[6-20—6-30 p.m.]

Block Development Officerদের জন্য তো টাকার অংক ঠিক আছে, তাদের জন্য জীপ-

গাড়ী, অমুক-তমুকের অনেক ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যাঁদের দিয়ে কাজ করাবেন তাঁদের বেলায় আপনাদের এই কার্পণ্য কেন? আজ এমন অবস্থা হয়েছে যে, National Extension Service block এগুলি এক একটা রাজনৈতিক আখড়া হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নমূলক কাজের পরিবর্তে দলীয় রাজনীতি পরিবেশন করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য—মানুষের সেবা—তাকে ব্যর্থ করে দিয়ে যদি এইভাবে block চালান হয় তাহলে অচিরে এর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এর মধ্যে কোন্‌টা আপনাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, আমাদের স্পষ্ট করে বলুন। স্যার, এমন block-ও আছে যেখানে advisory committee পর্যন্ত হয়নি। আমাদের হাসনাবাদে দুটো block হয়েছে দু'বৎসর হল। কিন্তু এই দুটো ব্লকের কাজ পরিচালনার জন্য কোন কমিটি গঠিত হয়েছে কি না আমি জানি না—কারা সেই কাজ করছেন এবং কার পরামর্শে সেখানে কাজ হচ্ছে—আমি যতদূর জানি কোনরকম advisory committee নাই, অথচ ব্লকের কাজ চলছে। তারপর যেসমস্ত লোন, সার ও অন্যান্য জিনিষ distribution করা হয়, তা' কা'কে দেওয়া বা না দেওয়া তাঁরা নিজেরাই বসে ঠিক করেন এবং যাদের অবস্থা ভাল তাদেরই দেওয়া হয়। দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্থ, যাদের প্রকৃত দরকার, তারা বঞ্চিত হচ্ছে। তারপর, যেসব officer গ্রামে গ্রামে যান, তাঁরা গ্রামের মধ্যে বেছে বেছে বিশিষ্ট ৪।৫ জনের বাড়ীতে আড্ডা দেন। অথচ এঁদের দিয়েই social development করবেন, এঁদের কাজের মধ্যে দিয়েই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন এইসমস্ত বড় বড় কথা হংসবাবু বল্লেন।

উপসংহারে আমি এটুকু বলতে চাই, আপনাদের নীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তন না করলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

Shri Rajkrishna Mondal: স্যার, গ্রামের সম্পর্ক এবং গ্রামের মানুষকে কাজে লাগানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫২ সালে এই প্রোগ্রাম নিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রোগ্রাম অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে সমস্ত অঞ্চলে ব্লক সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই ব্লকের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবন উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজস্থান, সি. পি., অন্ধ্র প্রভৃতি জায়গায় ব্লকের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য আরও দ্রুত উন্নয়নের পথে চলেছে। ১৯৫২ সাল থেকে আরম্ভ করে যেখানে ৩৪১টা ব্লক হবার কথা সেখানে মাত্র ১৮৯টি হয়েছে এবং ১৯৬২ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুযায়ী ৩৪১টা পূরণ করতে হবে। কারণ ব্লকের জন্য 75 percent সেণ্টার থেকে লোন হিসাবে আসছে। এই লোনের টাকা কাজে লাগাতে হলে সরকারকে ব্লক কমপ্লিট করতে হবে। গত ৭ বছরে যে কাজ হয়েছে, বাকী কাজ আর ১½ বছরে করতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে। ব্লকের কাজ কি-ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা' যারা ব্লকে ঘুরেছেন তারা দেখলেই সেটা বুঝতে পারবেন। নন-ব্লক এরিয়ায় ঘুরলেই বোঝা যায় যে কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য কিছুটা অন্ততঃ অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু একটা অন্তরায়ের কথা আমি বলতে চাই। বিভিন্ন যে সংস্থার মাধ্যমে কাজ করতে হবে সেইসব কাজ কে করবে না করবে এর জন্য ব্লক এরিয়ায় কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সেচ বিভাগ, কৃষি বিভাগ, সমবায় বিভাগ আছে, আবার ব্লক ডেভেলপমেণ্ট আছে। প্রত্যেকের কাজ এইসমস্ত কাজগুলোর সমাধান করা। সেচ বিভাগ মনে করেন সেচের কাজ করবেন, কৃষি বিভাগ কৃষির কাজ করবেন, ব্লক ডেভেলপমেণ্টেরও কিছু কাজ আছে, কিন্তু কারুর সংগে কারুর কোন যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না এবং এজন্যেই কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সেজন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে একটা সাজেশান দিচ্ছি যে District Co-ordination কমিটির প্রয়োজন। District level-এ অফিসার, D. M., বিভিন্ন দপ্তরের District level-এর অফিসার-এর public representation নিয়ে একটা কমিটি হওয়া প্রয়োজন যার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্লকের সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এবং এর মাধ্যমেই পরিকল্পনা হবে। আর একটা জিনিষ হচ্ছে যে ব্লকে আমরা দেখেছি ব্লক অফিসার তিনি নিজেই প্রোগ্রাম

স্কীম ইত্যাদি তৈরী করেন। কিন্তু যে অঞ্চলে কাজ হবে সেখানে village level থেকে ভিলেজের কৃষক, শিল্পী ইত্যাদিদের কাছ থেকে স্কীম নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাদের সংগে কোনরকম যোগাযোগ না রেখে, মিটিং না করে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার স্কীম তৈরী করে পাঠাচ্ছেন, অথচ সেই স্কীমের সংগে গ্রামের স্থানীয় সমস্যার সংগে কোন যোগাযোগ নেই। এর জন্যই কোন স্কীম কার্যকরী হচ্ছে না। সেজন্য জেলা পরিষদ বলে কোন সংগঠন আমাদের এখানে হয় তাহলে ঐ স্কীমগুলি যদি জেলা পরিষদে আসে, জেলা পরিষদ থেকে সেই স্কীমগুলি ফাইন্যালাইজ হওয়া উচিত যে কোন্‌গুলি ইম্‌প্লিমেণ্টেড হবে, কোন্‌গুলি হবে না। আমাদের বাংলাদেশে জেলা বোর্ড আছে। জেলা বোর্ডের বর্তমানে কোন কাজ আছে বলে মনে হয় না—কয়েকজন কর্মচারী পোষণ করা ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না।

[6-30—6-40 p.m,]

জেলা বোর্ড উঠিয়ে দিয়ে যদি ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অফিসার, পাবলিক রিপ্রেজেণ্টেটিভ এবং প্রত্যেকটি ব্লক থেকে রিপ্রেজেণ্টেটিভ নিয়ে জেলা পরিষদ সৃষ্টি করা হয় এবং তাঁরা যে স্কীম করে দেবে সেটা সেইভাবে ইম্‌প্লিমেণ্ট করা হয় তাহলে ব্লকের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলবে। আর তা' না হলে যথা পূর্বম্‌ তথা পরম্‌, অর্থাৎ ঐ কাগজে কলমেই স্কীম সৃষ্টি হয়ে থাকবে, কাজ কিছু এগুবে না। তারপর পল্লী জীবনের যদি উন্নয়ন করতে হয় তাহলে পল্লীর মানুষের সংগে ভালভাবে মিশতে হবে এবং তাঁদের সংগে একটা যোগাযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যেসমস্ত অফিসাররা গিয়েছেন তাঁরা যতই ট্রেণিং নিয়ে আসুক না কেন পল্লীর মানুষের সংগে মিশতে ইতস্ততঃ বোধ করেন। সুতরাং আজ যদি তাঁরা পল্লীবাসীর সংগে ভালভাবে মিশে এবং অনারেব্‌ল ডিষ্ট্যান্স বজায় রেখে ব্লকের কাজে এগিয়ে যান তাহলে এই কাজ ভালভাবে হবে আর তা' করে যদি কেবল হুকুম চালিয়ে যান তাহলে ব্লকের কাজ মোটেই এগুবে না এবং সেটাই আজ দেখছি যে ব্লকের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তারপর এই যেসব গ্রামসেবিকা সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের নামে যখন নানা ধরণের কুৎসা আমাদের কানে আসছে তখন হয় এঁদের উঠিয়ে দেওয়া হোক আর তা' না হলে অন্য একটা ব্যবস্থা করুন।

তারপর কথা হচ্ছে কাজ কি করে হবে? একটা কো-অর্ডিনেসন কমিটি না হবার ফলে খুবই অসুবিধা হচ্ছে—অর্থাৎ জি. আর., টি. আর. প্রভৃতি কাজগুলো ব্লক অফিসারদের দ্বারা করাতে হচ্ছে বলে তাঁরা ব্লকের কাজ করতে পারছেন না। কাজেই এমন ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে, যাঁকে ডেভেলপমেণ্ট ব্লকের জন্য নিযুক্ত করা হচ্ছে তাকে শুধু ডেভেলপমেণ্ট ওয়ার্কেই লাগিয়ে দেওয়া উচিত—অন্য কাজ তাঁর দ্বারা করান উচিত নয়। তারপর যেখানে গ্রামে ৭০ ভাগ লোক বাস করে সেখানে এই বাজেটে আরও অর্থ বরাদ্দ করা উচিত ছিল বলে মনে করি এবং সেই গ্রামের মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদের আলোচনা করার যে সুযোগ দেওয়া হয়নি, সে-কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Ledu Majhi : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে ভারতের যেখানে যত সরকারী মহলের প্রচারকর্তারা আছেন তাঁরা সকলেই এইসব ব্লক প্রভৃতির বিষয়ে পঞ্চমুখ। কিন্তু আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই ব্লক প্রভৃতি সরকারী বিভাগগুলি আমাদের সমাজ জীবনে নতুন আবর্জনা স্বরূপ। এঁদের আগমনে যত রকমের উপদ্রব, দূষিত রাজনীতি ও অপচয় ভয়াবহভাবে বেড়ে উঠেছে। তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত, বুদ্ধিমান অথচ বিবেকহীন অফিসারেরা জনগণের নিকট সম্বন্ধে এসে পড়ায় জনগণ অতিষ্ঠ

হয়ে উঠেছে। আগেও বলেছি, আজও আবার বলছি যে নতুন জমিদাররূপে প্রজাপীড়ন করতে দেখা দিয়েছেন। এদের মিথ্যাচার, অত্যাচার, অবিচার ও অনাচারের বহু কাহিনী আমরা দেখাতে পারি। জনগণের সংগে এদের কোনো সংযোগ নেই—জনবিরূপতা অর্জনই এঁদের ধর্ম এবং ভাগ্য। জনশক্তি গঠনে এঁদের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার কথা বলি। পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে জনশক্তি গড়বার যে দায়িত্ব এঁদের হাতে তার বিপরীত কাজই এঁরা করছেন।

পঞ্চায়েৎ আইন বহির্ভূতভাবে এরা পঞ্চায়েতের ওপর নির্দেশ ও জুলুম চালাচ্ছেন। এর উদাহরণ চাইলে বহু উদাহরণ আমি দেব। এর ফল কি হচ্ছে পঞ্চায়েতগুলি সম্মিলিতভাবে বি. ডি. ওদের নির্দেশের বিরুদ্ধে ঝাড়া জবাব দিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে জনগণের সংগে সহযোগিতার ক্ষেত্র এঁদের গড়ছে। যদি জনসংগঠন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রভৃতি করতে হয় তবে ব্যয়বহুল এইসব বিভাগগুলি না করে সোজাসুজি জনশক্তির মাধ্যমে সরকার যদি কাজ সুরু করেন তবে ভাল কাজ হবে। কিন্তু সরকার তো কাজ চান না, সরকার চান তাঁর দূষিত কংগ্রেস রাজনীতি করার উপযুক্ত এজেন্ট। সেদিক দিয়ে এইসব ব্লক প্রভৃতি হল উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত চেলা।

Shri Elias Razi : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমরা Community Development Project এবং National Extension Block সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এটা দেখতে পাই যে এই খাতে প্রত্যেক বছর যে টাকা এ্যালট করা হয় তা খরচ করা হয় না। যেমন বলা যেতে পারে যে ১৯৫৬।৫৭ সালে যে বাজেট হয়েছিল তার ৩১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা খরচ হয়নি। ১৯৫৭-৫৮ সালে ২০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা খরচ হয়নি, ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা খরচ হয়নি এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ৬৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা খরচ হয়নি। এর মানে এই নয় যে কাজ করার কিছু নেই—যথেষ্ট কাজ করার আছে। কিন্তু এইসমস্ত টাকা গভর্ণমেণ্ট খরচ করতে পারেন নি। বাজেট প্রভিসানে আছে এগ্রিকালচারাল ইম্প্রুভমেন্টের জন্য, প্রত্যেকটি স্কীমের জন্য গভর্ণমেণ্ট মোট ৫০ পার্সেণ্ট দেন এবং লোকাল কন্ট্রিবিউসান ৫০ পার্সেণ্ট করতে হয়। লোকের সামর্থ এত বেশী নেই যে তারা এই ৫০ পার্সেণ্ট কন্ট্রিবিউট করতে পারে, যার ফলে এদের কোন স্কীম কার্যকরী হয়না, বেশীর ভাগ স্কীম ব্যর্থ হয়। আবার কোন কোন জায়গায় হয়ত কিছু কিছু স্কীম দেওয়া হয় কিন্তু ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসের অফিসারদের গাফিলতির জন্য ঠিক সময়ে সেই সমস্ত স্কীমগুলি মঞ্জুরীর জন্য উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছায়না যার জন্য স্কীমগুলি কার্যকরী হয় না। First stageএ Community Development Projectএ ১২ লক্ষ টাকা খরচ করার প্রভিসান আছে। এই ১২ লক্ষ টাকা বিভিন্ন খাতে খরচ করতে হবে—তার মধ্যে ইরিগেশানের জন্য ২ লক্ষ টাকার স্যাংসান আছে। ইরিগেশানের জন্য যে ২ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে তার মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা সরকার লোন বেশিস-এ দেবে এবং ৪০ হাজার টাকা non-recurring other than loan, non-self financing scheme এর মধ্যে খরচ করতে হবে। তার মধ্যে India Government 75 percent. এবং State Government 25 percent. দেবেন। কিন্তু এই ৪০ হাজার টাকা ইরিগেশানের জন্য কোন ব্লক ডেভেলপমেণ্ট এলাকায় খরচ করা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। বিশেষ করে আমি জানি যে আমাদের মালদহ জেলার হরিশচন্দ্রপুর, খড়বা, রতুয়া প্রভৃতি যেসমস্ত এলাকায় ব্লক ডেভেলপমেণ্ট হয়েছে সেখানে এই টাকা খরচ করা হয়নি। Small irrigation এর জন্য এই যে ৪০ হাজার টাকা আছে তার থেকে ইরিগেশনের বাবত অনেক কাজ করা যাবে।

[6-40—6-50 p.m.]

কিন্তু সেটা খরচ করা হয়নি বলে ইরিগেসনের কোন কাজ করা হয়নি এবং তা না করার ফলে

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টর যে উদ্দেশ্য এগ্রিকালচার ডেভেলপ করা এবং খাদ্যের দিক দিয়ে দেশকে সেলফ্ সাফিসিয়েন্ট করা সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আর একটা জিনিস অবশ্য করবার আছে—কতকগুলি হেডস্ আছে যেমন poultry, incubator plant protection equipment, preparation of information materials, horticulture and kitchen gardening, cotton gardening, bee-keeping, demonstration of irrigation devices etc. প্রত্যেক জেলাতে এইসমস্ত জিনিষ হয়না বা প্রত্যেক জেলাতে এইসমস্ত জিনিষ প্রযোজ্য নয়। অতএব এই হেডসএ টাকা ভাল আছে—যে টাকা আছে এই টাকাগুলি অন্য ডিফারেন্ট হেডস-এ যেমন এডুকেশন, হেলথএ খরচ করবার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। এদিকে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটা জিনিষ প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়েত-এ একজন করে গ্রামসেবক থাকার কথা কিন্তু এখন যে নূতন অঞ্চল গঠন হয়েছে, প্রত্যেক অঞ্চলে গ্রামসেবক নেই সেজন্য কাজের অসুবিধা হয়। সুতরাং প্রত্যেক অঞ্চলে যাতে গ্রামসেবক নিযুক্ত করা হয় তারজন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Radhanath Chattoraj: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং এন. ই. এস. খাতে যেরকম সমালোচনা হল এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের লোকেরা যেরকম ভাবে সমালোচনা করলেন তাতে তাঁরা একরকম অপোজিসনের কথাই বল্লেন। কাজেই আমার বলবার আর কিছুই নেই বলে মনে হয়। যাহোক্, আপনাদের যে টাকা বরাদ্দ থাকে সেগুলি যদি অনেষ্ট অফিসার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে খরচ করা হয় তাহলে আমার ধারণা এখনও পল্লী অঞ্চলে কিছু কিছু উন্নতি করা সম্ভব। তার কারণ, নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল। এখন আমরা লক্ষ্য করছি যে এটার মূল কারণ কি—মূল কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের এন. ই. এস. অফিসগুলি এক একটা ছোটখাট রাইটাস বিল্ডিংস। তার কারণ সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আহার, বাসস্থান প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার আছে এবং এক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে অন্য ডিপার্টমেন্টের কোন কো-অর্ডিনেসন নেই যা ইতিপূর্বে অনেকেই বলে গেছেন। সেই কো-অর্ডিনেসন যদি হয় এবং সত্যিকার দ্রুতগতিতে যে প্ল্যানগুলি নেয়া হবে সেগুলি যদি ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তাহলে এখনও পল্লী অঞ্চলের অনেক উপকার করা চলে। একটা ডিপার্টমেন্টের টাকা স্যাংসন হল, টাকা স্যাংসন হবার পর সেটা আসতে আসতে এমন লেট হল যে তখন সময় পেরিয়ে গেছে। কাজ আর হল না, টাকা আবার রিয়্যাডজাষ্ট হয়ে গেল। আর একটা কথা হল এই যে সমস্ত গঠনমূলক কাজ ব্লকের মধ্যে হয় বা হবার কথা আছে, যেমন ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জল সরবরাহ ইত্যাদি প্রত্যেক জায়গায় কোটা দিতে হবে এবং এই কোটা পাব্লিককে দিতে হবে, না হলে হবে না—এই যে নিয়ম এই নিয়ম তুলে দেওয়া উচিৎ। এখন মৌলিক নীতি পরিবর্তন করা উচিৎ। কারণ এগুলির সুযোগ অধিকাংশই যাঁরা বিত্তশালী লোক তাঁরাই গ্রহণ করেন এবং তাদের নিজেদের কায়দামত সেই কোটার টাকা দিয়ে তাঁদের নিজেদের স্বার্থে সেই কাজ করিয়ে নেন।

এইজন্য এইরকম ধরণের হওয়া উচিত নয় যেখানে গঠনমূলক কাজ করতে হবে। এই টাকার পরিবর্তে শ্রমদান নীতির ভিত্তিতে এটা করা যায় বলে আমি মনে করি।

আর এই কাজের মধ্য দিয়ে যদি কৃষির উন্নতি না হয়, তাহলে সত্যিকারের গ্রামজীবনের উন্নতি সম্ভব নয়। কৃষি-বিশেষজ্ঞ কমিটি বলে গেছেন—

The C. D. P. and N E S. Block in such areas should include as a part of their an intensive campaign to teach the cultivators the use and benefits of irrigation.

এই ইরিগেশানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন—Concession রেটে, বিনা পয়সায় জল দাও ইত্যাদি উপদেশ তাঁরা দিয়েছিল। আমার ওখানে ক্যানেল আছে। তারপর যে সমস্ত ছোট ছোট পুকুর আছে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে, সেগুলোও utilise করতে পারা যায়। আমরা বহু চেষ্টা করেছি, মন্ত্রীমহাশয়েরও কাছে এ ব্যাপার নিয়ে গিয়েছি। দশ হাজার টাকার এই যে লিমিট্, এই টাকা না দিলে তা হবে না। একটা Co-ordination এর অভাব এর মধ্যে রয়েছে। এই Co-ordination না হলে কোনরকম গঠনমূলক কাজ হওয়া সম্ভব নয়।

তারপর গ্রামীন বেকার সমস্যা যেটা রয়েছে—গ্রামে কৃষিমজুর, মধ্যবিত্ত, মহিলা-পুরুষ সমস্ত বেকার পড়ে আছে, এই বেকার সমস্যার সমাধান করবে কে? সেইজন্য আমি বলছি—আমার মনে হয় গ্রামের প্রতি অঞ্চল বেসিসে সমস্ত কৃষিমজুর যারা বেকার রয়েছে, তাদের বেকার লিষ্ট একটা তৈরী করে, তাদের নিম্নতম দাবী বা মাইনা নির্ধারণ করা দরকার এবং সেই সমস্ত বেকারদের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে—যেমন রাস্তা নির্মাণ, পুষ্করিণী সংস্কার, জলনিকাশী কাজ ইত্যাদি নিয়োগ করা উচিত। তাতে একদিকে যেমন গ্রাম গঠন হবে, অন্যদিকে তাদের অন্নেরও সংস্থান হবে। তাছাড়া কুটীর শিল্পেরও প্রবর্তন করা যেতে পারে। খুব বড় বড় কথা বলা হয়, টাকা sanction হয়, ব্লক অফিসারও আছেন, কোন্ কুটীরশিল্পের জন্য কোন্ জায়গায় কি কাঁচা মাল পাওয়া যাবে—ইত্যাদি সব খোঁজখবর নিয়ে তা সরবরাহের ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন এবং সেইসমস্ত এলাকার বেকারদের নিয়ে নানারকম কুটীরশিল্পের প্রবর্তন করতে পারেন। তাহলে গ্রামীন বেকার সমস্যারও সমাধান হতে পারবে। বীরভূমের প্রাচীন যে রেশমশিল্প তা আজও কোন কোন জায়গায় আছে; সেগুলি যাতে পুনরুজ্জীবিত হয়, তার জন্য এই ব্লক থেকে চেষ্টা করা উচিত। এ বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আমাদের জেলায় বহু প্রাচীনকালে কুটীরশিল্পে লোহা তৈরী হতো। এখন বীরভূমের Iron ore থেকে কুটীর শিল্পের মাধ্যমে লোহা তৈরী করা যায় কিনা, সেটা চিন্তা করার দরকার আছে।

Flood stricken এলাকায় রাস্তা তৈরীর জন্য মোরাস্ ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক সময় মোরাস্ পাওয়া যায় না, তাছাড়া আনতেও অসুবিধা হয়। সেইজন্য আমার Suggestion হচ্ছে—পল্লীঅঞ্চলে যেখানে অনেক জায়গায় প্রাচীন ভাঙাবাড়ী পড়ে রয়েছে, সেগুলো সাপের আকর হয়েছে, জংগলে পরিপূর্ণ। তার সামান্য মূল্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজে মোরাস্ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেজন্যও আপনাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

আমার এলাকায় গত বন্যায় বিরাট রকম ক্ষতি হয়েছে, বহু বাড়ী-ঘর ভেংগে গিয়েছে। সেখানে সরকার গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তার কিছুটা কাজও অগ্রসর হয়েছে। এই সম্পর্কে Development কমিশনার যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। কিন্তু আমাদের B.D.O. থেকে তেমন কোন সহযোগিতা না থাকায় ভাল কাজ সেখানে হয় নাই। এখন যে নূতন B.D.O. এসেছেন, তিনি ভাল কাজ সেখানে আরম্ভ করেছেন। মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যাতে model village ভালভাবে সেখানে তৈরী হয় এবং আর যেসমস্ত পরিকল্পনা আছে তা' যাতে হয় তার জন্য আপনাদের একটু তৎপর হতে বলি। এখন পর্যন্ত সেই গ্রামকে লাভপুর থানা কেন্দ্রের সংগে যোগাযোগ করা হয় নাই। সকলে বলছেন—হোক্ হোক্। কিন্তু কাজ শুধু paper administration চলছে। তাদের সেখানে দায়িত্ব হচ্ছে paper administration ছেড়ে দিয়ে বাস্তবে কাজ যাতে হয়, তার ব্যবস্থা করা। Progress Assistantরা check-up করে এই গ্রামসেবকদের কাজ। অফিস ওয়ার্ক, চেক্-আপ ইত্যাদিও সময়মত ও ঠিকমত হয় না। যাতে এই কাজগুলি তাড়াতাড়ি হয় এবং মডেল ভিলেজগুলিও সর্বাংগসুন্দর হয়—তার ব্যবস্থা করতে মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি।

[6-50—7 p.m.]

The Hon'ble Rafiuddin Ahmed : Sir I have heard with interest the comments of the honourable members. The gravamen of the arguments of my friends on the Opposition is this : why do yon put up Block head-quarters in villages, why have you provided amenities to your officers in the villages ? Why not leave them in the old and ancient traditions ? If that is the argument, I am afraid, I cannot understand this. We live in the year 1961. Sir, we must move with the world. We have got to compete with the world and we have got to take a breach of fresh air not only from Bengal but from India, and from the world as well, and take it to the villages. As far as the Gram Sevikas are concerned, well, I am surprised to hear when some of the honourable members said, why do you have the Gram Sevikas in the villages ? Keep them away. Well, I do not see any substance in this argument except that it is a pure anti-diluvianism. We must send our educated youngmen and women to the villages we cannot take the old **Dhatri** class people of the villages to teach the people there. As far as the Gram Sevaks and Gram Sevikas are concerned, I want to assure the House that they are all trained personnel. We have got training classes for Gram Sevikas and for Gram Sevaks to teach them the various ways by which the condition of people in villages may be improved.

Sir, one of the honourable members has said, well, what have you done ? You have built only three thousand smokeless **chullis.** This is nothing. I agree this is true. You can see that to introduce even a small thing, such as a smokeless **chulli,** it requires that the Gram Sevikas will have to go to the houses and build them. If the people you will have learnt by example it will not have been necessary to have Gram Sevaks and Sevikas in the blocks. But people will still use cow-dung, will still use the worst room in the house as delivery room or kitchen and so on and so forth. These are the difficulties. I do not say that the Community Development Programme has wholly changed the face of the countryside—by all means, 'no'. We are a people steeped in anti-diluvialism, steeped in - if I may use the word - casteism, steeped in various other differences in so many stratas. To bring this very large number of people with different ways into one progressive way of thinking is a difficult thing. If anybody thinks that can be done quickly, well, I am afraid, he is living in a world of his own.

We are not saying that we can change everything. I know there are difficulties. We are facing those difficulties and, I am sure, we are facing them as boldly as we can.

Now, I will deal with some specific points that have been raised. The first point I want to say about is this : one honourable member has mentioned of a village where a person has to bring drinking water from two miles away by going on a bullock cart. Sir, this is news to me. So far as my information goes and the information in the possession of my officers is concerned - I have enquired of them—there is no village in West Bengal in the block development areas where drinking water is not available nearby. It is available ; it may be a few ferlongs away. Sir, I am not a young man. I have lived in this country for 70 years. And if you will kindly allow me to express what happened in 1945 and 1947, I will say that people died in millions and no notice was taken. Things have changed now in 1961 and drinking water and other ameuities have been

made available. The block development work has gone on and it has done good. We have not got the panacea to cure all our ills magically.

Shri Niranjan Sengupta : The tube-wells are not in working order.

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : Quite true. I have already said that there are difficulties. When specific cases will come to our notice, we shall certainly look into them. This is a matter which cannot be discussed like this here. If you bring specific cases to the notice of the department certainly they will be very glad to do the needful. Another point which has been raised is that whatever roads we have made, whatever we have done in the shape of making roads and primary schools and things like that, is done by slave labour. Sir, where is the slave labour in West Bengal or for the matter of that in India now? We have given test relief work, certainly. Then we have given gratuitous relief. I wish that we in India had a completely free medical Service and things like that as the people in other countries but we have not got the money. What I want to say is that there is no slave labour in our land. When scarcity areas are found out we give them test relief. I admit that the help that is given to them is not sufficient—quite true but we have got to work under some rules and regulations. There is a Famine Code and even if the Minister wanted to do it, he could not change that Code unless he brings a Bill for that purpose before this Assembly and the honourable members change it. Sir, when it is said that everything is done by slave labour, I was really astonished. I think no greater ignorance could be exhibited by them.

[7—7-12 p.m.]

Sir, I want to touch only one other problem in which I am as much interested as you are, and that is the problem of unemployment. It is a great problem. Of course we had some discussion on that during last week. There has been a great increase in population. There is a large number of unemployed people in West Bengal - several lakhs and what is the way out We may start a few industries like the ones at Durgapur. But it is not possible to start large industries in all places. But if we can start small industries in places like Malda, Jalpaiguri and Cooch Behar there might be some relief to the people. To my mind it seems that the people must help themselves in the matter of starting small and cottage industries. Therefore as I was saying it is through small and cottage industries that a person can earn from Rs. 5 to Rs. 10/- a month in addition to his own income.

There is another very pertinent point raised by Shri Parimal Ghose as to why there are so many vacancies remaining unfilled. There are 42 vacancies but for want of properly qualified persons we are unable to fill up the vacancies. The main difficulty is the want of a degree and knowledge of Bengali written and spoken. I am glad to say that we have in our State at the present time one Veterinary College. The minimum qualification for an entrant is I.Sc. The course is 4 years. Similarly we give 3 years training to Agricultural Officers. It takes time to produce qualified persons for these appointments and that is the difficulty. Another thing is that the scale is low, namely, Rs. 150-300. We are considering this matter and will come to a descision soon.

With these words, I oppose all the cut motions and place my demand for the acceptance of the House.

Mr. Speaker : I now put all the cut motions to vote except that of Shri Chitto Basu on which division is claimed.

The motion Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads : '47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs 3,59,82 000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads : "47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The mot on of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads : "47A-Community Development Projects etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43. Major Heads : '47A Community Development Projects etc.' be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of hri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No 43. Major Heads : "47A-Community Deve'opment Projects, etc." be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Shri Mihir Lal Chatterjee that the demand of Rs. 3,59 82 000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads : "47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 3,59 82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads : '47A-Community Development Projects etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads : '47A-Community Development Projects, etc " be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No, 43, Major Heads : "47A-Community Development Projects etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads : '47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Brindabon Behari Bose that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 10) was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 3,59 82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: '47A-Community development Projects, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 3,59 82 000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 3,59 82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Majhi that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads: "47A-Community Development Projects, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 3 59,82,000 for expenditure under Grant No 43, Major Heads "47A-Community Development Projects, etc." be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 3 59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads "47A-Community Development Projects etc." be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 3,59,82,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Heads "47A-Community Development Projects—National Extension Services and local development Works—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :—

NOES—114

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bijoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri

Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Afaque, Shri Choudhury
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—37

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Chitto
Basu Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh

Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Naray n Chandra
Roy, Shri Saroj
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 37 and the Noes 114, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed that a sum of Rs. 3,59,82,000 be granted for expenditure under Grant No. 43, Major Heads "47A-Community Development Projects—National Extension Services and Local Development Works—82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects-Loans and Advances by State Government-Loans and Advances under Community Development Projects", was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7. 12 p.m. till 9 a.m. on Saturday, the 11th March 1961, at the Assembly House, Calcutta.

ol. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—9 8

11th March, 1961

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Price Rs. 1·50 nP. English 2s-3d. per copy.

Vol. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Ninth Session

(February—March, 1961)

PART—9

11th March, 1961

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calclutta, on Saturday the 11th March, 1961, at 9 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Baukim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 178 Members.

[9—9-10 a.m.]

Calling attention to matter of urgent public importance.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : Sir, Shri Ganesh Ghosh wanted some information as to what the present position is with regard to the construction of the Tala Bridge and also as to when it is expected to be completed. The Tala bridge belongs to the Railways. The bridge having passed the span of economic life it was decided by the Railways to reconstruct the bridge. In order to avoid accidents and accelerated deterioration of the bridge which became weak due to age heavy vehicles were restricted over the bridge. The proposal of the Railways was to build a bridge of the same width and strength as the existing as per rules of the Railway Board but as the present day traffic needed a much wider and stronger bridge, the road authorities decided to take advantage of this and to have a stronger and wider bridge which might meet the needs not only of present day traffic but also of future increased volume of traffic. The roadway of the proposed bridge will be 42' 0" with 9 ft. footpath on either side as in the case of Belgachia Bridge, in all 60'.

After prolonged negotiations it was decided that the Railways would bear only the cost of replacement of the bridge exactly of the same dimensions and strength as the existing one and that the extra cost which would be required for construction of a stronger and wider bridge should be borne by the Road authorities. According to this decision in order to arrive at the extra cost to be borne by the road authorities an estimate for the construction of the bridge according to the existing specifications had to be prepared and another estimate for construction of a wider and stronger bridge was prepared. The total cost of the 1st estimate was the Railways share and the difference of cost between two estimates was the share of the cost of the road authorities. The road authorities again comprised of P.W.D., C.I.T. and Calcutta Corporation. Agreement regarding apportionment of cost between the various authorities naturally took some time. The bridge was restricted to heavy vehicular traffic sometime towards the Middle of June, 1956.

The apportionment of cost was finalised in december, 1959. It was also decided that west Bengal P. W. D. Should prepare the detailed design, drawings and estimate and should execute the work. According to this decision actual detailed design was taken in hand. The design and estimate had to be done twice as the Railways revised their requirements in order to accommodate the Circular Railway and electrification of Chitpur Yard at a later date. The preliminary work of construction of a temporary foot-bridge, shifting of gas mains from the existing bridge were also taken up simultaneously. Shifting of the gas main took considerable time due to some legal complications which had to be resolved. The foot bridge and diversion of gas main have since been completed.

The detailed design and estimate having been completed tender for the work was invited and has been received recently. The same is now under scrutiny. The bridge had to be designed with prestressed concrete in order to keep the depth of the girders to the minimum. It is apprehended that there might be some difficulty and delay in getting high tensile steel which has to be imported from abroad. This matter has been taken up with the Central Government. It is expected that the question of high tensile steel will be finalised shortly. It will, however, not be advisable to start dismentlement of the bridge before getting the high tensile steel in hand as the work might get held up for want of high tensile steel the procurement of which is beyond the control of State Government. In a number of cases the bridge work got held up in the past for want of high tensile steel. Actual dismantlement of the existing bridge and foundation work of the new bridge will be taken up simultaneously as soon as the question of high tensile steel is solved. The foundation work is likely to be started after the rains.

VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS

Demand for Grant No. 36

Major Head : 54-Famine.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 2,59,24,000 be granted for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine".

Demand for Grant No. 44

Major Head : 63 Extraordinary Charges in India.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 2,14,25,000 be granted for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার মনে হয় সমস্ত মাননীয় সদস্যেরাই আজকে সকাল বেলার সংবাদপত্রে পড়ে আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন যে পুরুলিয়া ও পুর্ণিয়ার যে অংশ আমাদের সঙ্গে মিশেছে এবং কুচবিহারকে ধরে আমাদের পশ্চিমবাংলার লোক সংখ্যা এখন হয়েছে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। ১৯৫১ সালে আমাদের পশ্চিমবাংলার লোক সংখ্যা যেখানে ছিল ২ কোটি ৬৩ লক্ষ সেটা আজ ১০ বছর পরে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ লোক আমাদের বেড়ে গেছে। স্যার, আমি আগে যে কথা বলেছিলাম এবং এবারেও বোধ হয় দিন ২০ আগে এই সভায় যে কথা বলেছি অর্থাৎ পশ্চিমবালার প্রতি বর্গ মাইলে লোক সংখ্যা হচ্ছে ৯৪০ জন সেটা আজ সকাল বেলায় হিসেব করে দেখলাম যে সেটা তা থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৫ জনে। তারপর আমাদের মৃত্যুর হার যে কমেছে তার প্রমাণস্বরূপ আমি দেখাতে পারি যে স্বাধীনতার আগে যেখানে আমাদের মৃত্যুর হার ছিল হাজারে প্রায় ১৯ জন সেটা ১৯৫১ সালের আদম সুমারির সময় দাঁড়িয়েছিল হাজারে ১৩ জন এবং আজকে মাননীয় সদস্যেরা নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য করেছেন যে, সেটা আজ গিয়ে দাঁড়িয়েছে হাজারে ৮॥ জন। তারপর উদ্বাস্তুরা তাদের সন্তান সন্ততিদের নিয়ে প্রায় ৩১ লক্ষের মত এই পশ্চিমবাংলায় এসেছিল, কিন্তু আমি দেখেছি ক্যাম্পগুলোতে জন্মের হার অত্যন্ত বেশী হওয়ার ফলে সমস্ত নিয়ে এখন উদ্বাস্তু ভাইবোনের সংখ্যা নিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩১ লক্ষের জায়গায় ৩৭ লক্ষ। আমাদের দেশ যখন বিভক্ত হয় বা আমরা যখন স্বাধীন হই তখন যেখানে আমাদের পশ্চিম বাংলার লোক সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১২ লক্ষ সেটা আজ বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৫০ লক্ষে। তবে আমি হিসেব করে দেখেছি আমাদের যে ৩৬।৩৭ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী ভাইবোন আছে তাদের জন্য তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য তা চাল হোক বা গম হোক তা প্রয়োজন ৬ লক্ষ টনের উপর।

9-10—9-20 a.m.]

১৯৪৭ সালের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের অতিরিক্ত প্রয়োজন হচ্ছে চাল ও গম সব মিলিয়ে প্রায় ২৩॥ লক্ষ টন। অবশ্য এটা খুব আনন্দের বিষয় যে আমাদের পশ্চিম বংগে ধানের উৎপাদন বেড়েছে। আমি বার বার এই সভাতে বলেছি যে আমাদের ঘাটতি আছে; আমরা ভালভাবে উৎপাদন করেও সেই ঘাটতি পূরণ করতে পারছিনা। কিন্তু এটা সত্য যে পশ্চিমবংগে ধানের ফলন ১৯৪৭ সালে যে ৫ বছর শেষ হয়েছে সেই ৫ বছরে গড় ছিল ৩৩ লক্ষ টন। ১৯৫১ সালে যে ৫ বছর শেষ হয়েছে অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে, সেই ৫ বছরে গড় ছিল ৩৪॥ লক্ষ টন আর ১৯৫৭ সালে যে ৫ বছর শেষ হয়েছে তার গড় উৎপাদন ছিল ৪১ লক্ষ টন। এটাও হিসাব করা গেছে যে গত ৪ বছর ১৯৬০ সালে যে ৪ বছর শেষ হয়েছে তার গড় হচ্ছে প্রায় ৩৯ লক্ষ টন। কোথায় ৩৩ লক্ষ টন, কোথায় ৩৪॥ লক্ষ টন আর কোথায় ৪১ লক্ষ টন এবং বন্যাও ড্রাউটির সত্ত্বেও কোথায় ৩৯ লক্ষ টন। কাজে কাজেই আমাদের যে উৎপাদন বেড়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনি এ কথা জানেন যে আমাদের পশ্চিম বংগে পাটের পাটের উৎপাদন খুব বেশী ছিলনা। সমস্ত পাটকলগুলির জন্য আমাদের এখানে পাট এবং মেস্তার চাষ যাতে আমরা বাড়াতে পারি তার জন্য বলা হ'ল এখন আমরা অনেক আউস ধানের জমি পাট এবং মেস্তা চাষের জন্য লাগিয়েছি এবং শুনলে আশ্চর্য হবেন যে ২ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমিতে পাট হয় এবং সেখানে আজ ১০ লক্ষ টন পাট এবং মেস্তা উৎপন্ন হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমাদের খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। আমাদের দেশে জিনিষপত্রের দাম কিছু কিছু বেড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি বোধ হয় লক্ষ করেছেন যে এই ফেমিন এবং Extraordinary charges বাজেটে পূর্বে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এবং বিরোধী পক্ষের নেতা মাননীয় জ্যোতি বসু

মহাশয় সকলে মিলে ৩ ঘণ্টা ধার্য করেছিলেন, এবারে সেখানে কেটেকুটে মাত্র ১॥ ঘণ্টা করা হয়েছে। পূর্ব পূর্ব বছরে Extraordinary charges খাতে আলোচনার জন্য আমাদের ৪ ঘণ্টা থাকত এছাড়া বিরোধী দলের সদস্যরা বলতেন মহাশয়, খাদ্যশস্যের ভয়ানক সংকটজনক অবস্থা, একটা দিন নির্দিষ্ট করতে হবে ডিবেটের জন্য। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে আমাদের লোক সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে; খাদ্য উৎপাদন আমাদের নিশ্চিৎভাবে বেড়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তবুও আমাদের ঘাটতি আছে। এ বছর আমাদের ধানের আবাদ খুব ভাল হয়েছে—আমন, আউস এবং বোরো মিলিয়ে ৫৩ লক্ষ টনের কিছু বেশী হয়েছে। কিন্তু যদি ৩॥ কোটি লোক ধরা হয় এবং ধরতে হবে তাহলে আমাদের ঘাটতি হবে। কৃষি এবং খাদ্য উৎপাদন মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয় বোধ হয় হিসাব করেছেন ৩ কোটি ২০ লক্ষ কি ২২ লক্ষ হবে। কিন্তু ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ধরতে হবে কেননা ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ কয়েক হাজারের সঙ্গে কিছু যোগ করতে হবে কারণ এনক্লাব ধরা হয়নি।

মাননীয় সদস্যরা জানেন যে অলক্লাসের লোক গণনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। যাহোক আমাদের এখানে তাহলে তণ্ডুল জাতিয় খাদ্য লাগবে ৫৯ লক্ষ টন যদি ৩॥ কোটী লোক সংখ্যা ধরা হয়। আমাদের এবার আছে প্রায় ৫৩॥ লক্ষ টন অবশ্য তার থেকে বীজের জন্য, চয়েষ্টদের জন্য কিছু বাদ দিতে হবে এবং বাদ দিয়া আমরা হয়ত পাবো ৪৭ কি ৪৮ লক্ষ টন। এটা আমা জানি যে এখ আমাদের পশ্চিমবাংলার লোকেরা গম বা গম জাতীয় খাদ্যদ্রব্য খাচ্ছেন। আজকে চালের দাম গত বছর বা তার আগের বছরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। একটু আগে আমি একটা কাগজে হঠাৎ দেখলাম যে যখন আমাদের র‍্যাশানিং ছিল এবং মফঃস্বলে যদিও কিছু কিছু মডিকারেড র‍্যাশানিং ছিল তবুও চালের দাম কিন্তু মার্কেটে বড্ড বেশী ছিল। ১৯৫২ সালে ২৯॥, ১৯৫৩ সালে ২৩॥, আর ১৯৫৪ সালে সকলে জানেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনিও জানেন যে ১৯৫৪ সালে আমাদের বাম্পার ক্রপ হয়েছিল এবং সেই বছর চালের দর নেমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ১৬ টাকা এবং তখন দাবী করা হয়েছিল বিরোধী পক্ষ থেকে একটা প্রাইস বেঁধে দিতে হবে, নাহলে চাষী মারা যাবে। তাদের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে যাতে তারা বেশী করে ধান উৎপাদন করতে পারে। এই সময় ১৯৫৬ সালে ২৬ টাকা দর হয়েছিল, ১৯৫৭ সালে ২৪॥, ১৯৫৮ সালে ২৪॥ এবং ১৯৫৯ সালে ছিল ২৩॥ টাকার উপর, আজকে ২০ টাকা কয়েক নয়া পয়সা। কাজেই কথা হচ্ছে আমাদের যে ৫৯ লক্ষ টন তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যদ্রব্য লাগবে তার মধ্যে আমাদের আছে ৫৩ লক্ষ টন, বাদটাদ দিয়ে ৪৭।৪৮ লক্ষ টন। আর গম খাওয়ার কথা যে বলেছিলাম, এখন আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আশ্চর্যের কথা যে ৭ লক্ষ টনের বেশী গম খাচ্ছেন পশ্চিমবাংলার লোকেরা। আমি একবার এখানে বলেছিলাম, আজও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে অখণ্ড বাংলায়, সোয়া ৬ কোটী লোকের বাংলায় আমরা গম জাতীয় খাদ্য খেতাম মাত্র ২ লক্ষ থেকে ২॥ লক্ষ টন, আর আজকে পশ্চিমবাংলার লোকেরা, ৩॥ কোটী যদি লোক সংখ্যা ধরি তাহলে গম জাতীয় দ্রব্য তাঁরা ৭ লক্ষ টন খাচ্ছেন। অর্থাৎ গম খাওয়া তাঁদের অভ্যাস হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে বিশেষ আনন্দ সহকারে তাঁরা খাচ্ছেন। কেননা আগে আমরা দেখেছি বাজারে যদি ২৩।২৪ টাকার চাল পাওয়া যেত তাহলে ১৫ টাকার গম কেউ কিনে খেতেন না। আজকে তাঁদের অভ্যাস হয়ে গেছে, ভাল হয়েছে। আজকে তাঁরা রুটী তৈরী করতে পারছেন, পাউরুটী, বিস্কুটের চাহিদাও খুব বেড়ে গেছে। তাহলে আমাদের চাল ৮ লক্ষ টন আছে, আর ৭/৭॥ লক্ষ টন গম খাবেন তাহলে হল ৫৫।৫৬ লক্ষ টন। ঘাটতি থেকে যাচ্ছে ২॥ লক্ষ ৩ লক্ষ টন এটা কোথা থেকে আসবে? কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই আমাদের কিছু দেবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাণ্ডারে চাল এবং গম ভর্তি। এই সেদিনও রিজিওনাল ডাইরেক্টর অব ফুড্ কেন্দ্রীয় সরকারের তিনি চাল নীলাম করেছেন। কাজে কাজেই যদি প্রয়োজন

হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সকরকারের কাছ থেকে আমরা পাবো, তবে হয়ত আমাদের প্রয়োজন নাও হতে পারে। কেননা মাননীয় সদস্যরা জানেন যে উড়িষ্যা এবং পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে একটা অঞ্চল হয়েছে ধান চাল আমদানী রপ্তানীর জন্য, যাতাযাতের জন্য এবং আমি এই সম্বাদ দিতে পারি যে এখন উড়িষ্যা থেকে ধান চাল আসছে এতবড় বন্যা হয়ে গেল ১৯৫৯ সালে।

[9-20 --9-30 a.m.]

অতবড় বন্যা হয়ে গেল ১৯৫৯ সালে উড়িষ্যায়, আমরা মনে করলাম উড়িষ্যায় খাদ্য সংকট হবে। খবর পেলাম যদি একটা জেলা ও আর একটা জেলার কিছু অংশ চাষ নষ্ট হয়ে গেছে; তথাপি তাদের ও ফসল এবার খুব বেশী হয়েছে। উড়িষ্যা থেকে গতবারে আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ টন চাল আমরা পেয়েছি,—এবারও তাই পাব বলে মনে করি। আর কেন্দ্রীয় সরকার তো আছেই। আমি মনে করি খাদ্যের মূল্য বেশী বাড়বে না। আমাদের যে সমস্ত গরীব দেশ আছে, আমরা খাদ্য মানে cereal মনে করি, আমাদের যাদের খাদ্যদ্রব্য নাই। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আগেরবারে এই রকম এক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন খাদ্য মানে কেবল চাল চাল করছি না, খাদ্য মানে Protin Food ও কিকরে ভাল nutition পাব, কিকরে সুসম খাদ্য বা balanced diat পাব। দুধ চাই, মাংস চাই, ডিম চাই, দুগ্ধজাত দ্রব্য চাই ইত্যাদি।

[a voice : তা পাব কোথায় ?]

আমি জানি, তা আমাদের নাই। খাদ্য মানে cereal—যে সমস্ত দেশে লোকের জীবনযাত্রার মান নীচু, তারা বেশী বেশী করে তণ্ডুল জাতীয় পদার্থ খায়। U.S.S.R. দৈনিক মাথা পিছু ১৯ আউন্স cereal খাদ্য খায়; আমেরিকাতে খায় ৮ আউন্স; আর ইউ-কে—ইংরেজদের দেশেও ৮ আউন্স, আর আমাদের ১৬ আউন্স করে দৈনিক ধরা হয়েছে মাথাপিছু। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বলেন—১৬ আউন্স কেন খাবে? তাহ'লে হাসপাতালে যেতে হবে। এত কেন খাবে? আমাদের যা কিছু ক্যালোরী দরকার, তা সংগ্রহ করতে হয় ঐ তণ্ডুল জাতীয় পদার্থ থেকে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পশ্চিমবাংলায় অনেক জিনিষের মূল্য বেড়েছে। গতকাল এখানে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সরিষার তেলের দাম বেড়ে গেছে, সুপারির দামও বেশী হয়ে গেছে—সন্দেহ নাই। আবার অনেক জিনিষের দাম গত বছরের তুলনায় অনেক কম। যেমন ডালের দাম কম, আলুর দাম কম। স্বাধীনতার আগে এখানে আড়াই লক্ষ টন আলু হতো আর এখন সেখানে ৬ লক্ষ টন আলু হয়েছে। অন্যান্য তরিতরকারীর দামও কম হয়েছে। কয়েকজন বন্ধু সেদিন আমার কাছে এসেছিলেন তাঁরা বললেন- মশায়, ধান কাটবার পরে চালের দাম আমরা মনে করেছিলাম খুব কমে যাবে; কিন্তু তা কমলো না। এগার, সওয়া এগার, সাড়ে এগার টাকার মধ্যে রয়েছে। কালকে আমার সেই বন্ধু এসে বলছেন ধানের দাম কমেছে—১০৸৹ আনা হয়ে গেছে। আমি মনে করি দশ সওয়া দশ টাকা economic praice হিসেব করে দেখেছি। আমাদের দেশে এই দাম নিয়ে একটা গোলযোগ আছে। এই দাম কাদের উপর বাড়ছে? যারা উদ্বৃত্ত চাষী—বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায় এবার বিঘাপ্রতি ১৪ মণ, ১৫ মণ, এমন কি ১৮ মণ পর্য্যন্ত ধান উৎপন্ন হয়েছে ক্যানেল এরিয়াতে। তবে ১২ মণের কম কোথাও নয় বিঘা প্রতি। ৫ বিঘা জমি থাকলে ৬০ মণ উৎপন্ন হয়েছে। আমাদের বাঁকুড়া জেলা গরীব জেলা, গোকুলবাবু ও ডেপুটী স্পীকার মহাশয় বলছেন—বিঘাপ্রতি আড়াই মণ তিন মণ হয়েছে। কাজেই জমির সংখ্যা বেশী থাকলে, উৎপন্নের পরিমাণ

বেশী হয় না। এরমধ্যে সেচের ব্যবস্থা আছে, সেই সেচের সুব্যবস্থা তারা করেন; চাষী তাদে manure, রাসায়নিক সার, fastileser দিতে পারছে না।

কাজেই আমাদের দেশে উদ্বৃত্ত চাষী যারা, তাদের অসুবিধা হচ্ছে না, বাজার থেকে চাল ২৫ টাকা দিয়ে তাদের কিনে খেতে হচ্ছে না। এদের সংখ্যা হচ্ছে ১০ লক্ষ পরিবার। তারপর আ একটা ক্যাটাগরী আছে, তাদের সংখ্যা হচ্ছে ৭ লক্ষ পরিবার, যাদের আমরা সেলফ্ সাফিসিয়েন্ট বলি তারা যা উৎপন্ন করে, তাতেই তাদের চলে যায়। তারপর আর একটা ক্যাটাগরী আছে তাদের সংখ্যা আগে ছিল ২৯ লক্ষ চাষী পরিবার, এখন হয়ে গিয়েছে—৩১ লক্ষর বেশী পরিবার তাদের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ পরিবারের মাত্র এক, দুই, তিন, চার বিঘা করে জমি আছে। তাদে ধানের দাম বাড়লে, মুস্কিল হয়, নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়। তারা যদিও চাষী পরিবার, কিন্তু প্রাকৃতিব দুর্যোগ প্রভৃতির জন্য আমাদের পল্লী অঞ্চলে এক একটা এমন সময় আসে, যখন তাদের অত্যং অসুবিধায় পড়তে হয়।

এতক্ষণ আমি খাদ্য সম্বন্ধে বললাম, এবার আমি ফেমিন্ সম্বন্ধে বলবো। মাননীয় সদস্যর বোধহয় জানেন আমাদের দেশে প্রায় ১০ লক্ষ লোক কেন না কোন সময় বছরে বিশেষ করে চৈত্র মাস থেকে ধানের আবাদ হওয়া পর্য্যন্ত এবং পরে আবার ধান চাষ হয়ে গেলে, আগষ্ট মাস থেকে এদের খুব কষ্ট হয়।—এরা আংশিক ভাবে পার্টলি কাজ পায়, এদের সংখ্যা দেখেছি ১০ লক্ষ। এদের আমাদের রিলিফ দিতে হবে। আমরা এদের রিলিফ টেষ্ট ওয়ার্কের মাধ্যমে সাহায্য করছি। কিন্তু আগষ্ট মাসে কাজ করতে বেশী পারা যায় না। সেই সময় আমরা তাদের রিলিফ ডোল দিই, গ্রেসটিউটুয়াস্ রিলিফ দিয়ে থাকি। অনেকে মনে করেন আমরা পশ্চিমবাংলার লোককে ইচ্ছে করে রিলিফ খাইয়ে রেখেছি। সেদিন বাইরে থেকে একজন লোক এসে আমাকে লক্ষ্য করে বলেন আপনারা পশ্চিমবাংলার লোকদের খালি রিলিফ খাইয়ে, খাইয়ে রেখেছেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আমাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, তা তারা বোঝেন না।

গত সেন্সাস্এ আমাদের পশ্চিমবাংলায় ৩ কোটী ৫০ লক্ষ লোকের সংখ্যা দেখে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছে। এর মধ্যে কম পক্ষে ৫ লক্ষ, থেকে ৮ লক্ষ লোক বাংলার বাইরে থেকে এসেছে। তাদের জমিতে পুনর্বাসন দিতে পারছি না। আশ্রয়প্রার্থিদের টাকা দিচ্ছি চায়ের দোকান, বা ছোটখাট ব্যবসা করবার জন্য, তা তারা করতে পারছেনা, সব অর্থ ব্যয় করা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাইরে থেকে অবাঙ্গালী লোকরা এসে এখানে রিক্সা চালাচ্ছেন, কুলির কাজ পর্য্যন্ত করছেন। সেদিন দেখলাম বাঁকুড়া জেলার কোন, কোন অঞ্চল থেকে লোক এখানে চলে এসেছে কাজ করবার জন্য। পার্বত্য অঞ্চল থেকে লোক নেমে এসেছে এখানে কাজ করবার জন্য। বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে বহু লোক এখানে চলে এসেছে কাজের সন্ধানে। এটা একটা বড়বড় সমস্যা, ভাববার কথা। এটা একটা প্যারাডক্স। আমাদের এত লোক সংখ্যা, প্রতি বর্গমাইলে ১ হাজার লোক সংখ্যা, তার উপর আমাদের বেকার সমস্যা, সেখানে বাইরে থেকে লোক এসে কাজ করে কোটী, কোটী টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। অথচ আমাদের মধ্যবিত্ত, ছোট, খাট রেফিউজী, যারা, তারা ব্যবসাবাণিজ্য কিছু করতে পারছেন না। এটা একটা প্যারাডক্স, এটা ভাবতে হবে।

গত বছর বৃষ্টি কম হল, জুন মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি হল না, তখন আমরা বাধ্য হলাম রিলিফ দিতে। কয়েক লক্ষ লোককে গ্র্যাটিউটিয়াস্ রিলিফ ও ডোল দিতে হয়েছে। আমি মনে করি এবছর যদিও আমাদের ধান ভাল হয়েছে, তবুও রিলিফ দিতে হবে। এই সমস্ত লোকদের কিছু কিছু কাজ

দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমি আর বেশী সময় নেবোনা। এখানেই শেষ করতে চাই। আমি এই যে দুটা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব দাখিল করেছি, আশাকরি আপনারা সকলে তা সমর্থন করবেন এবং মঞ্জুর করবেন।

Mr. Speaker : All the cut motions are taken as moved.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Banarashi Prasad Jha : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100

Shri Phakir Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Bejoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhubon Chandra Kar Mahapatra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Dr. Brindabon Behari Bose : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Deben Sen : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2 59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sir I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced to Re. 1/-

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced to Re. 1/-

Shri Provash Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced to Re. 1/-

Shri Gobinda Charan Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced to Re. 1/-

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced to Re. 1/-

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", be reduced to Re. 1/-

Shri Syed Badrudduja : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine" be reduced to Re. 1/-

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India." be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India." be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India." be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India." be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India." be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India." be reduced by Rs. 100.

Shri Provash Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinany Charges in India." be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India", be reduced to Re. 1/-

Shri Syed Badrudduja : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India", be reduced to Re. 1/-

[9-30—9-40 a.m.]

Shri Dasarathi Tah : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের খাদ্য এবং দুর্ভিক্ষ মন্ত্রীমহাশয় যে বিবরণ আমাদের সামনে দিলেন তা আমরা বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে শুনলাম এবং তা বিবেচনা করে দেখছি যে, তাদেব রাজত্বে মা ষষ্ঠীর কৃপা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যমরাজা নিতান্ত বিরূপ। মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার অত্যন্ত কমে গিয়েছে। সুতবাং সমস্যা সমাধান হবে না। তবে কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের পাকস্থলী অস্ত্রোপচার করে যদি খাওয়া কমান যায় তাহলে এটা সম্ভব হতে পারে, নচেৎ নয়। অথবা এই রকম ব্যবস্থা কবতে হয় যে মানুষ কতদিন বাচবে। পূর্ব্বে ব্যবস্থা ছিল ৫০এর উর্দ্ধে মানুষ বনে যেতো এবং সেই সময় বনও ভাল ছিল, মশা ছিল না, ফলমূলও পাওয়া যেতো। এখন অধিকাংশ বন শেষ হযে গিয়েছে। সুতরাং বনে যাবার আর উপায় নেই। তবে ইচ্ছামৃত্যুর যদি ব্যবস্থা হয় তাহলে হতে পারে যে ৫০ কি ৫৫, কি ৬০ বৎসরের বেশী মানুষ বাঁচতে পারবেনা। এই সোজা উপায় এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী করতে পারেন। এছাড়া আর কোন উপায় দেখিনা। যাই হোক এখানে যে অবস্থা তাতে দেখতে পাচ্ছি, খাদ্য উৎপাদন অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে একদিকে বলছেন আবার হিসাবে দেখা গেল অন্যরূপ। পাটের খুব হিসাব দিলেন যে আমাদের পাটের উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু পাট আমাদের কি কাজে লাগবে জানিনা, গলায় দড়ি দিয়ে ইচ্ছামৃত্যু করতে কত পাট লাগবে জানিনা। এখানে দেখতে পাচ্ছি পাট বৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি তাঁদের পাটোয়ারী বুদ্ধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য উৎপাদনের দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের বাঙ্গালীকে সেখানে ভেতো বাঙ্গালী বলা হোত এখন তারা গমো বাঙ্গালী হয়ে গিয়েছে। শ্যার কথায় বলে খিদে পেলে বাঘেও ধান খায়, আজকে আমাদের গম দিয়ে তাই মনে করা হচ্ছে যে লোকে খুব গম খাচ্ছে। আর একটা জিনিষ, আজকে স্বাস্থ্য বিভাগ ঠিক করতে পারেন এমন খাদ্য সৃষ্টি করবেন যাতে দেশে বহুমূত্র রোগ বৃদ্ধি পায় এবং যাতে লোকে তণ্ডুল জাতীয় জিনিষের ব্যবহার কমকরে। সেদিক দিয়েও চেষ্টা করা যেতে পারে। এবার খাদ্যের দিক থেকে গমের কথা বলেছেন, কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় বললেন না, তরুণকান্তি বাবু খাদ্য বাড়িয়েছেন, কিন্তু গম বৃদ্ধির কথা কিছু বলেন নি। শস্য বৃদ্ধি সম্বন্ধেও কিছু নেই। আর একটা জিনিষ, গত ১০ বৎসর ধরে বার বার বলে এসেছি, সুষম খাদ্য ফলের কথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা সুখে থাকতে ফল খায় না, অসুখের সময় ফল খায় তাও

তাও আত্মীয় স্বজন দিলে। অন্য সময় পায় না। তবে একটা জিনিষের প্রতি বার বার এই Houseর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি তাহচ্ছে পস্ত চাষ। কিন্তু তা করলেন না। পস্ত করলে আফিং বাড়বে কিন্তু তাতে ত আপনাদেরই আয় বাড়বে। এখানে আবগারী বিভাগের মন্ত্রী আছেন, তাঁর বিভাগ grow more ganja করছেন। কিন্তু গাঁজা খেলে উড়ে যায় তাতে গায়ে রক্ত হয় না। আর এই পস্ত--যদিও আফিং Central Governmentর কিন্তু পস্তুতে প্রচুর Vitamin আছে। বিশেষ করে বাঙ্গালীরা এই কথা বলে যে, মাংস ছেড়ে পস্ত খায় বর্দ্ধমানের লোক। অবশ্য এখানে বাঙ্গালী বলতে বর্দ্ধমানের লোকই বুঝায়। পূর্ববাংলা থেকে যারা এসেছে, যাদের আমরা দেশী ভাষায় বাঙ্গাল বলি, তারা পস্ত খেতোনা, কলই ডালও খেতোনা। এখন এমন খাওয়া ধরেছেন যে আমাদের টান পড়ছে। খাদ্য মন্ত্রী মহাশয় শস্তের মধ্যে যদি এই পস্তর ব্যবস্থা করেন তাহলে মস্তবড় একটা কাজ করবেন। এখানে এত মাথা ঘামাচ্ছেন যে দুর্ভিক্ষ দপ্তর রাখবেন কিনা কিন্তু দুর্ভিক্ষ মন্ত্রীর দপ্তর কোন কালেও বন্ধ হবে না। দুর্ভিক্ষ বন্ধ করতে গেলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার। এখানে কৃষির জন্য সেচ, সারের কি ব্যবস্থা করছেন জানিনা তবে কালকে ডাঃ আমেদকে দেখে মনে হয় যে তি পুনর্জীবন লাভ করেছেন কায়কল্প চিকিৎসা করছেন কিনা জানিনা।

ডাঃ আমেদ এখন পুনর্জীবন লাভ করেছেন, অনেক কিছু বলে গেলেন ভাল ভাল কথা। কিন্তু আমি যে দেখছি খাদ্য সমস্যার সমাধান এভাবে হবেনা। Test Relief এর কথা বলি। এখানে টাকা যে ভাবে খরচ হয় তা ভালভাবে খরচ হয় না সেদিকে দৃষ্টি দেবার নাম নাই। এই টাকা অসময়ে খরচ না হয়ে যদি সময়ে খরচ হয় এবং community development হিসাবে গ্রামের রাস্তাঘাট ইত্যাদি ভালভাবে যদি কাজ হয় এবং সময় মত হয় তাহলে এই Test Relif এ অদ্ভুত কাজ হয়। রাস্তা আমাদের নিশ্চয়ই দরকার। সুসম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হলে পুকুর সংস্কারের দরকার এবং দেশে যে সমস্ত দিঘী আছে যেগুলি বুজে গেছিল সেই পুকুর ও দিঘীগুলি উদ্ধার করার জন্য Test Relief করা দরকার এতে মাছের ব্যবস্থা হতে পারে Tubewellএ কখনো মাছের সমস্যার সমাধান হবেনা Tubewell থেকে মাছ উঠবেনা। সেজন্য দিঘী পুকুর ব্যাপকভাবে সংস্কার করা উচিত। আর এই Test Reliefএর rate খুব কম। মন্ত্রীমহাশয়কে আবার বলি ধানের যে দর ন্যায্য দর বাঁধা হয়েছে ১০৷১০৷৷ এটা কম এটা কিভাবে অঙ্ক কষে করলেন জানিনা তারপর যে সব tax বসেছে তাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে তাই ধানের ১০৷১০৷৷ টাকা হলে চাষীর কিছুতেই চলেনা। সেজন্য কমপক্ষে মোটাধানের দর ১১৷৷ টাকা এবং সরু ধানের দর ১২৷৷ টাকা হওয়া চাই, তাহলে ২০ টাকায় মোটা চাউল এবং ২১৷২১৷৷ টাকায় সরু চাল পেতে পারি এবং তাতে গায়ে লাগেনা, চাষীও মরেনা। কিন্তু যেভাবে জিনিসের দর বেড়ে চলেছে তাতে কি করে মানুষ বাচবে? দুর্ভিক্ষ কোনদিন শেষ হবেনা। আর একটা কথা, যেটা আমরা বার বার বলেছি অন্য জায়গায় আপনারা অনেক টাকা, কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন কিন্তু যে টাকা খরচ করে দেশের চাষীকে সময় মত সার বীজ ইত্যাদি দেওয়া যায় এবং তাদের সাহায্য সিঞ্চিত করা যায় সেটা করা হচ্ছেনা ১০০ টাকার জায়গায় ১০ টাকা নয়, আমি বলি তাদের সাহায্য সিঞ্চিত করুন, তাহলে বেশী উৎপাদন হবে এবং ঘাটতি পূরণ হবে।

আরপর আর একটা কথা বলি, দুর্ভিক্ষতো লেগে আছে তার কারণ কি। তার একটী কারণ হচ্ছে অত্যাধিক সুদ। যে সমস্ত ক্ষেত মজুর এবং অল্প জমির চাষী আছে তারা প্রত্যেকে এখন থেকেই অস্থির এবং চৈত্রমাসে যেমনি গাজনের বাজনা বাজবে অমনি দেখবেন সমস্ত ধান কোথায় চলে যাবে এবং জৈষ্ঠ মাসে চাষীর ঘরে একটুও ধান থাকবেনা তাই তারা ধানে বারি নেবে আমি এই ধানে বারি বন্ধ করতে চাচ্ছি। সরকার থেকে ধর্মগোলা grain Bank না করলে

এই দুর্ভিক্ষ শেষ হতে পারেনা, আষাঢ় মাসে ধান নেবে পৌষ মাসে দেবে ১॥ মণ ধানে ১॥ মণ বাড়ি এবং rate এত বেশী যে সেটাও ধানে দিলে হবে টাকায় দিতে হবে। অর্থাৎ আষাঢ় মাসে নিলে টাকায় ৵০ সুদ কষে হিসাব করা হবে তাতে দেখা যায় ১ মণে ২ মণ দিতে হয় অর্থাৎ cent percent সুদ দিতে হয় কোথাও কোথাও তার বেশী দিতে হচ্ছে। এ বিষয়টা চিন্তা করা দরকার জানার দরকার আছে। চাষীকে যে Loan দেওয়া হয় Central Government থেকে যে সমস্ত ঋণ দেওয়া হয় তার দুটাকা করে সুদ। Co-operative Bank থেকে চাষী পায় সেই জায়গায় ৮।৮॥ টাকার এই মধ্যস্বত্ব উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন, তবেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। এখনও যদি খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে তাহলে Loanএর জিনিষের সুযোগ চাষীকে দিতে হবে কেন না কেহই সম্মানের সঙ্গে ডোল নিতে চায় না। আর এই doleও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিকমত দেওয়া হয় না। আমার এলেকার কথা জানি, আমার ওখানে এক ভদ্রলোক union যিনি dealer তিনি হলেন মণ্ডল কংগ্রেসের কর্তা। Government দিলেন সেটা জনসাধারণকে দেবার জন্য, দুটি কিস্তি তিনি নষ্ট করে দিলেন গাফ করে দিলেন সেটা ধরা পড়ল কিন্তু আমরা দেখছি এখন পর্য্যন্ত কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তাকে বদল করলেননা।

[9-40—9-50 a.m.]

গৃহ নির্মাণ ঋণ যাদের গৃহ আছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরই দেওয়া হয়। যে পরিমাণ লোন দেওয়া হয় তাতে কোন কাজই হয় না। আমাদের অঞ্চলে একজন M. B. ডাক্তারের ভাইকে ২৫০ টাকা লোন দেওয়া হয়েছে, অন্যান্যকে দেওয়া হয়নি। এরকম শতশত উদাহরণ আছে বিভিন্ন জায়গায়। ইংরেজ আমলে আমরা যখন লড়াই করেছি কংগ্রেসের হয়ে তখন গ্রামে একজন লোকের মৃত্যু হলে হুলুস্থুল পড়েযেত, আর আজ মৃত্যু হওয়াটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে (Shri Jatindra Chandra Chakravorty : অনাহারে বলুন)। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বিশেষ করে জানাচ্ছি আমাদের এলেকায় গতবার দুজনের মৃত্যু হয়েছে অনাহারে। সময় মত relief না দেবার জন্যই এ মৃত্যু হয়েছে। সামনে নির্বাচন আসছে, সুতরাং এ মন্ত্রীমণ্ডলী এখনো হুসিয়ার হতে পারেন। জনতা আর এভাবে মার খেতে রাজী নয়।

Shri Hemanta Kumar Basu : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, খাদ্য উৎপাদন এবারে কিছু বেড়েছে এবং চালের দাম কিছুটা সস্তা হয়েছে, কিন্তু যারা খাদ্য উৎপাদন করে তাদের সমস্যার কোন কিছু সমাধান হয়েছে সেটাই আমি প্রথমে জিজ্ঞাসা করতে চাই। তারপর আমি একটা গুরুতর বিষয়ের প্রতি প্রফুল্লবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হচ্ছে, স্যার আপনি জানেন এবার এখানে আমরা সকলেই জানি যে shortege of wagonএর জন্য কলকাতায় এবার পশ্চিমবাংলায় সব সময় coal crisis থাকে। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছেন যে প্রত্যেক state একটা করে Coal Dump তৈরী করবেন। এই dumpএ coal জমা রাখা হবে এবং সেখান থেকে distribution করা হবে। স্যার আপনি জানেন এই কয়লা distributionএর কাজে প্রায় ৩ লক্ষ লোক নিযুক্ত থাকে। এবং এদের অধিকাংশই অবাঙ্গালী এবং এই কয়লা distribution এবং control যারা করেন তারা অধিকাংশ অবাঙ্গালী ধনী ব্যবসায়ী। এদের মধ্যে Karam Chand Thapper, P. M. Shah এবং Joshi ইত্যাদি বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন যারা কয়লার ব্যাপারে সব কিছু control করেন। এখানে dump তৈরী হবে বলে এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ব্যস্ত

হয়ে পড়েছেন। তারা জানেন যদি বাংলাদেশে dump তৈরী হয় তাহলে তাদের আর চালাকী চলবে না এবং বাংলা সরকারের অনুমতি নিয়ে তবে তারা distribution করতে পারবেন। এই সমস্ত ব্যবসায়ী তারা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে ধনা দিয়েছিলেন এই dump বন্ধ করবার জন্য কিন্তু সেখানে তারা পাত্তা পাননি। তারা ফিরে এসে প্রফুল্লবাবুকে ধরেছেন যাতে dump না হয়। আমরা শুনলাম প্রফুল্লবাবু নাকি খানিক নিমরাজী হয়েছেন। এরফলে Karam Chand Thapper ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা কংগ্রেস নির্বাচনী তহবিলে .০ লক্ষ টাকা দেবেন। এটা যদি ভুল হয় তাহলে প্রফুল্লবাবু নিশ্চয়ই contradict করবেন। আমরা শুনছি আসছে সোমবার এই বিষয়ে মিটিং হবে এবং ফায়শালা হবে। Govt, of India বাংলাদেশে dump করতে চান কয়লার সমস্যা সমাধানের জন্য কিন্তু এবিষয়ে যেন বাংলা সরকার বাধা না দেয়, এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Subodh Banerjee : স্পীকার মহাশয়, অন্যান্যবার যখন খাদ্যের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উৎপাদনের দিকটা আলোচনা করতাম তখন প্রফুল্লবাবু বলতেন উৎপাদনের ব্যাপারটা আমার বিভাগের নয়, ওটা কৃষি-বিভাগের। এবার তিনি বলছেন উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে, তার credit নেবার জন্য তিনি এগিয়ে এসেছেন। এবং এই যে উৎপাদন বেড়েছে, এটাও সরকারী-নীতির কোন credit নয়, purely a bounty of nature—প্রকৃতির দান হিসাবেই এসেছে—সরকারের খাদ্যনীতি বা কৃষিনীতির জন্য উৎপাদন বাড়েনি। প্রফুল্লবাবুর বক্তৃতা শুনে মনে হল তিনি our complacent হয়ে গিয়েছেন—তিনি খুব আশাবাদী হয়ে পড়েছেন, তার কারণ mechanism of rice of prices সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নাই। ১০ টাকা ধানের মণ বিক্রী হয়েছে, কিন্তু সারা বৎসর ধরে ধানের এই দাম থাকবে? দুএকটা মাস অপেক্ষা করুন, দামের vicious spiral কিভাবে work করছে দেখতে পাবেন। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ১৯৫৩।৫৪ সালের কথা যেবার bumper crop হয়েছিল ব'লে বলা হয়েছিল, সেবারও প্রকৃতির দান হিসাবেই এসেছিল যদিও এঁরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যেই এটা হয়েছিল বলে এঁরা আত্মপ্রসাদলাভ করেছিলেন—সেবারে কি হয়েছিল? সেবারেও ধানচালের দাম বেড়ে গিয়েছিল। এর কারণ কি? খাদ্যের ব্যাপারে যে নীতি apply করা দরকার সেটা হয়না—আজ সমস্ত খাদ্য ব্যাপারটাই middlemanদের mercyর উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তারা সস্তাদামে গরীব চাষীদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে hoard করে' বাজারে artificial অভাবের সৃষ্টি করে, বর্ষার সময় যখন চাষীর ঘরে ধান থাকে না তখন তারা প্রচুর মুনাফা করে—এবং তখনই সুরু হয় rise of prices এবং vicious spiral। এজন্য আমি মনে করি absolute state tradingএর পথে আমাদের যাবার দরকার আছে, তানাহলে blackmarketing ও middleman's profit check করতে পারবেন না।

[9-50—10 a.m.]

এইরকমভাবে ১½ মণ ধান নিল, আর এক মণ চাল দিল। ৩ মণ চাল পেতে তাকে ৩½ মণ ধান দিয়ে শোধ করতে হচ্ছে। অতএব rate of interest কি সেটা হিসাব করে দেখুন। গ্রামের এই রকম অসংখ্য উদাহরণ আমি দেব যারা কল থেকে এইরকম ধান চাল নিয়ে গিয়ে গোটা কৃষক সমাজকে শোষণ করছে। উনি submarginal peasantএর কথা বলে দরদ দেখিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি submarginal peasant যারা আজকে ধান বিক্রি করছে কি দামে না sub-marginal price-এ আর যখন কিনবে তখন কি দামে না over-marginal price-এ। কিন্তু এই জায়গায় যদি সরকার কিনে নেন তাহলে এইরকম হয় না। কোলকাতায় আনার আমি

পক্ষপাতী নই, কারণ transport cost, communication ইত্যাদিতে অনেক পড়ে যাবে। গ্রামে রাখার ব্যবস্থা করুন একটা নমিনাল হয়েই-এ সে রাখতে পারে। ধরুন ১১ টাকায় চাল কিনে ১২ টাকায় বিক্রি করবে গরীব লোকের কাছে এবং তাতে বিক্রি করার সময় সে উপযুক্ত দাম পেল, কেনার সময়ও উপযুক্ত দাম পাবে। কিন্তু এরকম কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং শুধু প্রোডাকসানের কথা বলে কিছু হবেনা। আর একটা কথা হচ্ছে যে ফুড পলিসি বলতে যা বুঝায়; distribution পলিসি বলতে যা বোঝায়; প্রাইস চেক করার যে পথ নেওয়া দরকার সে সব আপনারা লিখেন, কিন্তু you have left it to the mercy of the businessmen. তারা যখন দাম বাড়াবে তখনই প্রফুল্লবাবুর মুখে চুনকালি পড়ে যাবে। আমাদের খাদ্যনীতি ব্যর্থ হয়েছে এটা স্বীকার করার পরও এই মন্ত্রীকে রাখতে হবে শুধু personal interest এবং vested interest-এর জন্য।

Shri Tarapada Dey: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১০ লক্ষ লোকের জন্য সাহায্য করার একটা তথ্য তিনি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর তথ্যে তিনি ভাগচাষী কিম্বা ক্ষেতমজুরের কোন তথ্য তিনি দেননি। গত মে মাসে এখানে ভাগচাষীর সংখ্যা হল ১৯ লক্ষ ৮০ হাজার এবং সেখানে বলা হয়েছে আত্মনির্ভরশীল ভাগচাষী যারা তাদের সংখ্যা ১৫.২। এছাড়া ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ৩০ লক্ষ ৪২ হাজার। এইসব হিসাব তিনি দেননি। এইসব লোক এখন নিশ্চয় বেড়েছে, তার অনুপাতে তিনি যে ১০ লক্ষ দেখিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পাচ্ছি না। দেশের লোক যত বেকার থাকবে সেই অনুপাতে অর্থ আরও প্রয়োজন। ১৯৬১-৬২ সালে যে টাকা রেখেছেন ১৯৬০-৬১ সালেতার ৩ গুণের বেশী, ১৯৫৯-৬০ সালে ২ গুণের বেশী। এক্ষেত্রে এই যে অর্থ রেখেছেন এটা অপর্য্যাপ্ত। আমরা চাইনা যে লোকে এইভাবে বাঁচুক; লোকে সাবলম্বী হোক এটা আমরা চাই। কিন্তু যে নীতি অবলম্বন করে সেটা করা দরকার কংগ্রেস সরকার সে নীতি অবলম্বন করছেন না। সেই নীতি হচ্ছে ভূমি সংস্কারের নীতি কৃষকের হাতে জমি দেবার নীতি, কিন্তু সেসব তাঁরা করেননি। তারপর হাওড়া জেলায় অন্ততঃপক্ষে ৪ লক্ষ ক্ষেতমজুর। সুতরাং সেখানে এখন থেকেই টেষ্ট রিলিফের কাজ হওয়া উচিৎ এবং টেষ্ট রিলিফের কাজে টাকা আরও বেশী বরাদ্দ করা দরকার। টেষ্ট রিলিফ সম্পর্কে একটা দাবী খাদ্য মন্ত্রীর কাছে রাখব। টেষ্ট রিলিফে সামান্য টাকা প্রত্যেককে মজুরী দেওয়া হয়। ওরা হিসাব করেছেন যে প্রত্যেক মজুরকে ১০০ কিউবিক ফুটে এক টাকা করে দেওয়া হবে—অর্থাৎ হাজার কিউবিক ফুটে ১০ টাকা। Dist. Board কিম্বা অন্যান্য জায়গায় যে হিসাব আছে তাতে ১ হাজার কিউবিক ফুটের দাম দেওয়া হয় ১৫ থেকে ১৮ টাকা। ১০ টাকা দিয়া যাদের কাটান হচ্ছে তারা সব সুস্থ লোক এবং Expert Labour, ১০ টাকা দিয়ে ১ হাজার মাটি কাটার ফলে এক একটা মজুর ৮ আনার বেশী উপায় করতে পাচ্ছে না। ডোমজুড় ইউনিয়নে রাজাপুর রাস্তায় কাজ হচ্ছিল, সেখানে ১৫-১০-৫৮ তারিখে গিয়ে দেখি যে সেখানে প্রত্যেক মজুরকে ৭ আনা করে দেওয়া হচ্ছে। ২৪-১১-৫৮, ২৫-১১-৫৮, ২৬-১১-৫৮ তারিখে প্রত্যেক মজুরকে ৭ আনা থেকে ১২ আনা মজুরী দেওয়া হয়েছে—এক টাকা তো দূরের কথা।

এক টাকা তো দূরের কথা। এ নিয়ে আমরা মন্ত্রীমহাশয়কে বহুবার বলেছি যে এমন একটা ব্যবস্থা করুণ যাতে অন্ততঃ হাওড়া জেলায় ১৷৷ টাকা মজুরী পেতে পারে। অবশ্য সরকারের তরফ থেকে হাওড়া জেলায় ২৲ টাকা মজুরী দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু এখন যা দেখছি তাতে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ঐ রকম ঘোষণা করা সত্ত্বেও যদি তাঁদের এখন এগ্রিকালচারাল লেবারদের ২৲ টাকা দিতে অসুবিধা হয় তাহলে অন্ততঃ ১৷৷ টাকা কেন করছেন না? কাজেই এমতাবস্থায় আমি খাদ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি যে যাতে তাঁরা টেষ্ট রিলিফে ১৷৷ টাকা মজুরী পায় তার ব্যবস্থা করুন।

তারপর মাপের কথা বলতে গিয়ে আমি আমার কন্‌ষ্টিটিউএন্সীতে যা দেখেছি সে সম্বন্ধে আমার অভিযোগ হচ্ছে যে, কংগ্রেস পক্ষের এম. এল. এ. বা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট থাকলে সেখানে মাপের ব্যবস্থা নেই। যেমন চণ্ডীতলা থানায় আমি দেখেছি যে, সেখানে যারা কাজ করে তাঁরা ৮টার সময় চলে যায় এবং তাঁদের কোন মাপ নেই। অবশ্য এখবর আমরা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে. সি. তালুকদার এবং স্থানীয় বি, ডি. ও. কে জানিয়েছি এবং এটা অতি সত্য কথা যে কংগ্রেস পক্ষের লোক থাকলে সেখানে মাপের কোন বালাই নেই এবং ২।১১টা পর্যন্ত খাটিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, আর যেখানে আমরা আছি সেখানে হুবহু একটি একটি করে মাপ নেওয়া হয়। সুতরাং, আজ আমি দাবী করছি যে টেষ্ট রিলিফের মজুরী যাতে ১॥ টাকা করা হয় তার ব্যবস্থা করুন।

তারপর গতবার যখন জি. আর.এর কথা হোল তখন তিনি বলেছিলেন those who can't work and who can't be proceeded with work কাজেই সেটা যাতে হুবহু কাজে লাগান হয় তার ব্যবস্থা করুন। অবশ্য কাগজে কলমে অনেক কিছুই লেখা থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখেছি যে, যারা একবেলা খায় বা এমন বহু লোক আছে যারা কাজ পায়না তাদের টেষ্ট রিলিফের কাজ দেবার ব্যবস্থা বা জি আর. দেবার ব্যবস্থা নেই। তবে আমি সমস্ত লোককে জি. আর. দেবার কথা বলছিনা—যাদের কাজ নেই তাদের টেষ্ট রিলিফের মারফং কাজ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন ধরুন, একটা ইউনিয়নে হয়ত ৩।৪ হাজার মজুর শত চেষ্টা করেও কাজ পায়না, তাদের কাজ দিতে হবে এবং এ ব্যবস্থা করলে পর টেষ্ট রিলিফের কাজও ভালভাবে হবে। তবে যদি একান্তই টেষ্ট রিলিফ দিতে না পারেন তাহলে অন্ততঃ দুঃস্থ লোকদের জি. আর. দেবার ব্যবস্থা করুন। তারপর আর একটা বিষয়ের প্রতি খুব বেশী করে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং সেটা হোল যেখানে খুব বেশী টি. বি. পেসেণ্ট আছে সেখানে যখন রেগুলার জি. আর. দেবার ব্যবস্থা নেই তখন আমার মনে হয় সেটা দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। যা হোক্‌, আমি আশা করি খাদ্য মন্ত্রী মহাশয় এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং যাতে তাদের দুধ এবং ভিটামিন ফুড প্রভৃতি দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

Shri Ganesh Ghosh : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীমহাশয় এখানে অনেক কথাই বললেন এবং এটাও বললেন যে, ধান চালের দাম যখন কমে গেছে তখন এ সম্বন্ধে আর বলার কিছুনেই এবং সেই জন্যই আলোচনার সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও মৎস্য বিভাগের আলোচনার সময় যে কেটে দেওয়া হয়েছে সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই বিভাগের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া সত্বেও মাছের দাম যে ভাবে বেড়েছে তাতে আমরা আর মাছ খেতে পারছিনা। যা হোক্‌, এবারে আমি খাদ্য বিভাগের আভ্যন্তরিণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনার কাছে কিছু বলব। খাদ্য বিভাগে ৮০০০ লোক কাজ করেন এবং এতদিন পর সরকার স্থির করেছেন যে খাদ্য বিভাগকে স্থায়ী করা হবে।

[10—10-10 a.m.]

এদের যারা কর্মচারী তাদের প্রায় শতকরা মাত্র ৪০ ভাগকে স্থায়ী করা হবে আর শতকরা ৬০ ভাগকে রাখা হবেনা অর্থাৎ প্রায় ৪॥ হাজার মানুষের তাঁরা কোন ব্যবস্থা করবেন না। এটা খুব দুঃখের কথা। কিন্তু তা সত্বেও কর্মচারীদের এ্যাসোসিয়েসান সেটা মেনে নিয়েছেন তাদের ৩॥ হাজার মানুষ স্থায়ী হতে পারে বলে। কিন্তু যে নিয়ম সরকার থেকে করলেন সেটা আরও আশ্চর্য। ১৯৪৩ সালে এই বিভাগ খোলা হয় প্রায় ১৮ হাজার লোক কাজ করত এখন সেটা

কমে ৮ হাজার হয়েছে। তাদের স্থায়ী করার ব্যাপারে তিনি আজকে নতুন করে বলছেন পুলিশ রিপোর্ট নিতে হবে। পুলিশ ছাড়া কি এঁরা কোন বিভাগ চালাতে পারেননা? তাহলে কালিপদ বাবুকে এই বিভাগের ভার দিলে ভাল হয়, সেখানে তাঁর পুলিশ বিভাগের বাছা বাছা লোক নিয়ে চালিয়ে দিতেন। শিক্ষা বিভাগেও তাই, খাদ্য দপ্তরের শতকরা ৪০ জন অর্থাৎ ৩৷৷ হাজার লোককে পার্মানেণ্ট করা হবে। তাদের মধ্যে কারোর ১২ বছর চাকরি হয়ে গেছে, অনেকের ১৭ বছর পর্যন্ত চাকরি হয়ে গেছে, তাদেরও বলছেন পুলিশ রিপোর্ট নিতে হবে। প্রফুল্লবাবু কি একটু বলবেন কেন এই পুলিশ রিপোর্ট দরকার হয়? অথচ গেল বছর বলেছেন যারা ১০ বছর সার্ভিস করছে তাদের পুলিশ রিপোর্ট কিছু নেওয়া হবেনা। তারপর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বয়স হিসাবে যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তাতে বিভিন্ন বয়সের লোক বাদ পড়ে যাচ্ছে। এগুলি কি না করলে নয়? ১২।১৩।১৪ বছর ধরে যারা কাজ করছে তাদের বয়স বেশী হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা তাদের আছে তা নাহলে প্রথমে চাকরিতে তারা এল কি করে? তবে বয়স বৃদ্ধি হবে, একটু স্বাস্থ্য খারাপ হবে এই অজুহাতে যদি তাদের কোথাও না নেওয়া হয় তাহলে সত্যই দুঃখের বিষয়। এই বিষয়গুলি কি বিবেচনা করা যায়না? প্রফুল্লবাবু এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করবেন।

তারপর কথা হ'ল বেতনের হার সম্বন্ধে। ১৯৫০ সালে West Bengal Governmentএর বিভিন্ন বিভাগে একটা পে স্কেল চালু করা হয়। এই ডিপার্টমেণ্ট ছিল টেম্পোরারী সেজন্য এই বিভাগের কর্মচারীরা ফিক্সড্ স্কেলে বেতন পেতেন। ১৯৫৬ সালে এদের মধ্যে এই স্কেল চালু করা হয়। সুতরাং তারা বহুক্ষেত্রে পিছনে পড়ে গেছে—এই ডিপার্টমেণ্ট অন্যদের তুলনায় কম বেতন পায়। সুতরাং অন্য ডিপার্টমেণ্টে যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা কি এদের জন্য করা যায়না? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে ডিফারেনসিয়েসান করা হচ্ছে এ সম্বন্ধে প্রফুল্লবাবু সজাগ কিনা? তাঁরা বহুবছর ধরে টেম্পোরারী হিসাবে চাকরি করছেন তাঁদের কেসটা কন্সিডারেসানে নেওয়া উচিৎ। এ বিষয়টা সরকার নিয়োজিত যে পে কমিটি তাদের কাছে প্লেস করার কোন ব্যবস্থা হ'লনা। কর্মচারীদের যে এ্যাসোসিয়েসান সেটা রেজিষ্টার্ড এ্যাসোসিয়েসান নয়। কিন্তু যেহেতু সেই এ্যাসোসিয়েসানকে রেজিষ্টার্ড করা হয়নি সেইহেতু প্রফুল্লবাবু তাদের কেসটা পে কমিটির কাছে প্লেস করার কোন সুযোগ দিলেননা they go by default। এই যে ডিফারেনসিয়েসান এটা কেন হবে? তাদের ডিপার্টমেণ্ট পার্মানেণ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাদের কেস কেন তারা পে কমিটির কাছে রাখতে পারবেনা এ সম্বন্ধে প্রফুল্লবাবু একটু বলবেন কি? এই বিভাগের প্রায় ১২ হাজার কর্মচারী। যেহেতু এই বিভাগ সম্প্রসারিত করা হচ্ছে সেইহেতু যাঁরা বিকল্প কাজ নিয়ে অন্য ডিপার্টমেণ্টে চলে গেছেন তাঁদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বিকল্প কাজ নিয়ে যখন তাঁরা চলে যান তখন তাঁদের বেসিক পে সংরক্ষিত ছিল কিন্তু তাঁদের ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ ছিল। আজকে যখন ফিরে আসছে তখন সমকালীন যাঁরা আছেন তাঁদের চেয়ে তাঁরা কম বেতন পাচ্ছেন। তাঁদের অনেক আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। এই সমকালীন সমস্ত কর্মচারীদের একটা পে স্কেল হওয়া উচিৎ। ক্যাবিনেট কোন ডিসিসান নেননি, প্রফুল্লবাবু কোন সিদ্ধান্ত করেননি যার ফলে কয়েক হাজার কর্মচারী অভাবে পড়েছেন, তাঁদের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। এটা কি তাড়াতাড়ি করা যায়না? কেননা Departmental Secretaryর যখন মত আছে Finance যখন বলছে তাদের আপত্তি নেই তখন নিশ্চয়ই এটা করা যায়।

তারপর মাননীয় স্পীকার মহাশয়, extension of service সম্বন্ধে কিছু বলব। যাঁরা I.A.S. যাঁরা বড় বড় গেজেটেড অফিসারস তাঁরা সুপার এ্যানুয়েটেড হলেও বেতন পেতে পারেন, তারা এক্সটেনসান পেতে পারেন কিন্তু যাঁরা inspecting staff তাঁদের বেতন অতি কম ৬০ থেকে আরম্ভ হয়, আর যাদের Deputy Chief Inspectorর rank তাঁদের বেতন ১২৫ থেকে ২ শো টাকা।

কিন্তু এক্সটেনসন পান না, এ ভাল নিশ্চয়ই হওয়া উচিৎ নয়। মিনিষ্টেরিয়াল ষ্টাফ যাঁরা তাঁদের ডিপার্টমেণ্টাল হেড তাঁদের এক্সটেনসন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন কিন্তু এঁদের বেলায় তা হয় না। এ সম্বন্ধে প্রফুল্লবাবু যদি একটু আমাদের বলেন বা বিবেচনা করেন তাহলে আনন্দিত হব। তারপর প্রতিহিংসামূলক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ১০ই জুন গেল বছর এদের যিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং যিনি সহ-সম্পাদক ছিলেন একটা সভা এবং শোভাযাত্রায় যোগ দেয়ার জন্য তাঁদের সাসপেণ্ড করা হয়। প্রফুল্লবাবু একজনকে নিয়োজিত করেছিলেন ডেপুটী ডাইরেক্টর অব টেক্সটাইলকে এ সম্বন্ধে ইনকোয়ারী করার জন্য। তিনি ইনকোয়ারী করে বলেছেন এঁদের বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণিত হয় নি, এদের পুর্ননিয়োগ করা হোক্ কিন্তু ওয়ান মিঃ নাগ ডাইরেক্টর অব টেক্সটাইল, এতবড় একজন হাইয়ার অফিসার ইনভিষ্টিগেট করে যে সিদ্ধান্ত দিলেন তা তিনি মানতে রাজী হন্‌নি এবং তাঁদের আবার শো কজ করা রয়েছে। আশা করি প্রফুল্লবাবু এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন।

Shri Basanta Lal Chatterjee : স্পীকার মহাশয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনলাম। আমি আগেই বলেছিলাম যে সমস্ত জায়গাতে এবার ফলন বৃদ্ধি হয়নি। তার নামস্বরূপ আমি বলতে পারি পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় ইটাহার থানার দক্ষিণাঞ্চলে কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ ধান ভাল হয়নি এবং জয়হাট ইউনিয়নে, মার্সা ইউনিয়নে খুব খারাপ ধান হয়েছে। সেখানে টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা করা দরকার। যা ধানচাল হয়েছিল তা ট্যাক্স দিতে, লোন শোধ করতে বিক্রী হয়ে গেছে। ধানের দর ১০॥০ টাকা থেকে ১৪৲ টাকা পর্য্যন্ত, চালের দর ১৮ টাকা ২১॥০ টাকা পর্য্যন্ত। মিলগুলি যে দরে ধান কেনে এবং যে দরে চাল বেচে সেই দরের সংগে কোন সামঞ্জস্য নেই। মিলে চালের দর অত্যধিক। ফ্লাড কণ্ট্রোল স্কীমে যদি দ্রুটোগেট করা হয় ইটাহার থানার মধ্যে তাহলে বুড়িমঙ্গলে অতিরিক্ত খাদ্যোৎপাদন হবে ২৮২০ টন, আর উপকৃত এলাকা হবে ৪৪৮০ একর এবং কাজলী বিল সেখানে উপকৃত এলাকা হবে দুই বর্গমাইল। কাজেই ফ্লাড কণ্ট্রোল স্কীম থেকে যদি দ্রুটোগেট করা যায় তাহলে অনেক ফসল বাড়বে। এবার আমি মাছ চাষের কথা বলছি—পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ৩৪ হাজার পুকুর এবং ১৫ শো বড় বড় দীঘি আছে। এখানে মাছ চাষের জন্য যদি লোন বা সাহায্য দেওয়া হয় তাহলে অনেক মাছ চাষ হতে পারে। আপনি জানেন আজকে ৩/৩॥০ টাকার কমে মাছ পাওয়া যায় না। কাজেই আমি এদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অতিবৃষ্টি আর বন্যায় যেমন ফসল নষ্ট হয়। তেমনি অনাবৃষ্টি আর শুকাতেও ফসল নষ্ট হয়। সুতরাং বৃষ্টি যদি না হয় তাহলে কোন বৃদ্ধি ঘটবে না এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কাজেই সেচের ব্যবস্থা উত্তরবাংলায় বিশেষ করে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় হওয়া প্রয়োজন। কৃষিঋণ খাতে ৬০ লক্ষ টাকা দিচ্ছেন কিন্তু দাদনে ফসল অনেক আগে বিক্রী হয়ে যায়। সেই দাদন যাতে বন্ধ করা যায় এবং উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনী কৃষিঋণ দেয়া যায় তার কোন ব্যবস্থা আপনারা করছেন না। আমি এখানে কৃষিঋণ যথাসময়ে দেয়ার জন্য দাবী জানাচ্ছি। আর জিনিষপত্রের দর যেরকম ভাবে বেড়ে গেছে সেটা খুব চিন্তার বিষয়। আমরা দেখেছি খাদ্যদ্রব্যের দর শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে গেছে, চালের দর শতকরা ১৭ ভাগ বেড়ে গেছে এই কয়েক বছরের মধ্যে। মাছ, মাংস, ডিম শতকরা ৩৪·৮ ভাগ বেড়ে গেছে, কয়লা ৩৯·৬ ভাগ। এরকম ভাবে সমস্ত জিনিষের দর বেড়ে গেছে। আমি বলবো জিনিষের দরের সংগে যদি কর্মচারীদের বেতনের সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে তাঁরা কি করে চালাবেন? মজুরদের মজুরী এবং কর্মচারীদের বেতন তার সংগে জিনিষপত্রের দর বৃদ্ধির একটা সামঞ্জস্য রাখা দরকার। আপনি জানেন রায়গঞ্জ সহরে বহু বাস্তুহারা আছেন। তাঁদের নিয়মিত খয়রাতী সাহায্যের প্রয়োজন। সেখানে রিলিফ অফিসে প্রত্যহ ভীড় হয়। কিন্তু যা প্রয়োজন তার বোধ হয় সিকি পরিমাণ লোকও সেই খয়রাতী সাহায্য পাননা। এইরূপভাবে

যে আজকে গ্রামাঞ্চলে দুঃস্থদের ভীড় জমে যাচ্ছে এই সমস্ত দুঃস্থদের যদি একটা কাজের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে কেবল খয়রাতী সাহায্য দিয়া বা টেষ্ট রিলিফের কাজ করে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না।

কাজেই খয়রাতি সাহায্য ও টেষ্টরিলিফ কাজ দিতে হবে ঠিকই। এই কৃষির মাধ্যমে একটা কাজের ব্যবস্থা এই দুঃস্থদের করে দিতে হবে। টেষ্টরিলিফের মাধ্যমে আমাদের দেশে চালু আছে কি? ব্যাপক চুরি। পে-মাষ্টাররা চুরি করে, টাকা চুরি করে, গম চুরি করে, মিল্ক পাউডার চুরি হয়, টাকা পয়সা চুরি হয়। সেখানে এই ব্যাপক চুরি ও দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[10-10—10-20 a.m.]

Shri Phakir Chandra Ray: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন—যে আমাদের দেশে খুব জনবৃদ্ধি হচ্ছে। অবশ্য খাদ্য বৃদ্ধিও হয়েছে। দুটি কথাই ঠিক। খাদ্যবৃদ্ধি এই বছর আমাদের দেশে হয়েছে, ধান ভাল হয়েছে। যত ভাল হয়েছে বলা হচ্ছে, তত ভাল হয়নি। কেননা প্রথমটা অনাবৃষ্টি, প্রয়োজনীয় বৃষ্টির অভাব, আর শেষ দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে আগাছা হয়ে গেছে। ধান হলেও দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। এই দুর্ভিক্ষ হচ্ছে ভাতের, এই দুর্ভিক্ষ হচ্ছে কাজের। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে গরীব চাষী এবং যারা দিন মজুরী তপশীলী সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে ভাতের দুর্ভিক্ষ ও কাজের দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। তার জন্য সরকার G. R., T. R., Dealer এবং Releif Cammittee এই ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থা আরো একটু ভাল করা যায়—যেমন আমেরিকাতে যে বাফার ষ্টক—হয়েছিলো এই ব্যবস্থা তা ঠিক ভালভাবে ব্যবহার করলে G. R. T. R. এটা আমাদের দেশে জাতি গঠনের কাজে লাগাতে পারি। সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়কে এই অনুরোধ করবো—যেমন ভারত সরকার গম মজুত করার জন্য গুদাম তৈরী করছেন, যেমনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্পাঞ্চলে ও সহরে যেখানে যেখানে গুদাম আছে, সেখানে উড়িষ্যা থেকে চাল এনে জমা করেছেন, তেমনি প্রতি ইউনিয়নে গুদাম করে ধান কিনে কিনে সেই সব ইউনিয়নে ও অঞ্চলে একটা বাফার ষ্টক তৈরী করেন, তাতে খুব উপকার হতে পারে। একদিকে ধেনো মহাজনরা যেভাবে একমণ ধানে একমণ সুদ নেয়, সেটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং বর্ষাকালে যাদের G. R. এর জন্য সরকারের কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়, সেই সমস্ত লোক অপেক্ষাকৃত কম সুদে সরকার থেকে ধান ধার পেতে পারে। তাহলে ঐ সব দুঃস্থ লোকের দুঃখ কষ্টও দূর হতে পারে। এটা কিছুদিন চললে গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতিতে একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে। এটাই National Extension Service বলে গণ্য হতে পারবে। মন্ত্রীমহাশয় বললেন—তপশীলী সম্প্রদায়, যারা গ্রামাঞ্চলে দিন মজুর, চাষ শেষ হলে তাদের কাজ দেওয়া উচিত। তারা কাজ পায় না, তাদের জন্য সেই সময় ডোল বাড়াতে হয়। তাদের মধ্যে যে সমস্ত কুটীর শিল্প প্রচলিত ছিল, সেই সমস্ত কুটীর শিল্পের জন্য যদি উপযুক্ত পরিমাণ সরকারী সাহায্য যথাসময়ে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। এইভাবে যদি এই T. R., G. R. কে জাতীয় সংগঠনের প্রোগ্রাম হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে সত্যিকারের যে National Extension Service, সেই National Extension Service এর মাধ্যমে হতে পারে। এই কথা বিবেচনা করার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাই।

Shri Bhupal Chandra Panda: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এ সম্বন্ধে আমার দু-একটা কথা বলবার আছে। Sorry, আমি দেরীতে এসেছি, তারজন্য আমি দুঃখিত।

আমি যে কথা বলতে চাই, সেটা হল মিকির হিলে যে সমস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে vagrant হিসাবে declare করেছেন। আমি মনে করি মন্ত্রীমহাশয় এইভাবে family, familyকে vagrant declare না করে, তাদের এমনি রাখা যায় কি না! কারণ, যে রূপে vagrants বলে তাদের declare করা দরকার, আসলে সেই জিনিষটা এখানে হয়েছে কি না! এবং পরিবার পিছু পরিবার vagrants, এইভাবে declare করা যায় কি না! সুতরাং তাদের যে categoryতে ফেলা হয়েছে সেটা consider করা উচিত এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমি এখানে কতকগুলি জিনিষ concretely suggest করতে চাই। আমাদের গ্রামাঞ্চলের পরিবারদের এই রকম দুস্থ অবস্থা চিরকাল ছিল না, ক্রমে ক্রমে তাদের দারিদ্রের অবস্থায় এনে ফেলা হয়েছে। গ্রামের এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা ফসল উঠে যাবার পর ক্ষেত মজুরী করে খায়, তারা অত্যন্ত গরীব চাষী এবং সংখ্যায় অত্যন্ত বেশী। এই সকল পরিবারদের ফসল উঠে যাবার পর, তখনই তাদের উপার্জনের জন্য যে কোন উপায়, তাদের অন্য কাজ দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জাতীয় উন্নয়ণের জন্য দেশের রাস্তাঘাট উন্নয়ণের জন্য আপনারা প্রচুর টাকা খরচ করতে চান এবং তারজন্য যথেষ্ট টাকাও বরাদ্দ থাকে; এর কোন একটা মোটা অংশ এই সকল vagrants দের কাজে লাগিয়ে ব্যয় করা যেতে পারে। এদের দিয়ে ইট কাটিয়ে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটের উন্নতি করা যেতে পারে। সরকার থেকে এদের খানিকটা কয়লা সাহায্য করলে, এরা ইট প্রস্তুত করতে পারে, এবং তার দ্বারা গ্রামের প্রচুর রাস্তা ঘাটের উন্নতি করা যায়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং সরকার যদি এদেরকে ইট কাটানর জন্য মজুরী ও তাদের কাঠ, কয়লা দিয়ে সাহায্য করেন, তাহলে গ্রামের রাস্তাঘাট অনেক বেশী পরিমাণে, ব্যাপকভাবে উন্নতি হতে পারে। প্রতি বছর আমরা দেখতে পাই বর্ষাকালে কাদায় রাস্তার যে অবস্থা হয়, তারজন্য প্রতিটি জায়গার রাস্তার মাঝখানে মেরামতের জন্য প্রচুর টাকা বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয়ত যেটুকু maintenance loan এদের জন্যই দেওয়া দরকার, তারজন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকাল বেনামী কারবার চতুর্দ্দিকে চলেছে। আপনারা agricultural loan বলে যে টাকা তাদের দিচ্ছেন, আসলে সে টাকা agriculture এর ক্ষেত্রে ব্যয়িত হচ্ছে না, অন্য item এ তাঁরা ব্যয় করছেন। তারা অত্যন্ত গরীব, সেই টাকা তারা কার্য্যত খাওয়ার জন্য ব্যয় করেন। ১৫।২০ টাকা লোন, সেটা agriculture এর জন্য দেন, সে টাকা তারা খেয়ে ফেলেন। সেই জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো তিনি কিছু লোনের টাকা বরাদ্দ করুন, যাতে গ্রামের গরীব মানুষ এই লোনের টাকাটা পেলে আটা হোক, চাল হোক, বাজার থেকে কিনে খেতে পারে। সুতরাং maintenance loan বলে একটা বরাদ্দ তাঁর বিভাগে থাকা উচিত। চতুর্থ, আজকে গ্রামাঞ্চলে যে অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে, সেই অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট ফেমিন দপ্তরকে সব সময় চিরস্থায়ী করে রাখতে হচ্ছে। তাছাড়া আপনাদের আর কোন উপায়ন্তর নেই। অন্য কোন উপায়ে গ্রামের গরীব লোক যাতে বাঁচতে পারে তারও সুযোগ নেই। তারজন্য এই যে মজুরীর যে রেট্ T.R. workএ ও অন্যান্য কার্য্যের ক্ষেত্রে বিবেচনা করেন, সেই মজুরীর রেটটা অন্তত: ন্যায় সংগত করুন এবং ক্ষেত মজুরদের জন্য যে হার করেছেন, সেই হারটাও এইভাবে নির্দ্দিষ্ট করুন—যে ক্ষেত, আর, ওয়ার্কে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের অন্তত: সেটা দেওয়া হবে।

Dr. Hirendra Kumar Chitopadhyay : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি রিলিফের ব্যাপারে একটু মুস্কিলে পড়ে গিয়েছি। গতকাল এখানে অনেক বন্ধু বলেছিলেন অপর্য্যাপ্ত রিলিফ দেওয়া হচ্ছে। বেশী করে রিলিফ দেওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা আমি জানতে চাই। সেদিন আমি বলেছিলাম ওদের দুটা সায়েন্স থ্রাইভ করেছে। একটা হল সায়েন্স অব ধাপ্পাবজী

আর একটা হল সায়েন্স অব গ্যাড়ালজী। যে ষ্ট্যাটিসটিক্‌স্ প্রফুল্লবাবু দিয়ে গেলেন, তাতে মনে হয় ডাঃ মহলানবীস্, Director of Statistical Institute, চলে গেলে, সেখানে ডিরেক্টর হবার উপযুক্ত লোক যদি কেউ থাকেন, তাহলে সে হচ্ছে—আমাদের প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়। আর গ্যাড়ালজী কি রকম জানাচ্ছি। অঞ্চল রিলিফ কমিটিতে তাই হয়। সেখানে পাঁচটি করে মেম্বর রাখা হয়েছে। এখানে গণতান্ত্রিক সরকার তাই গণতান্ত্রিক composition অঞ্চল পঞ্চায়েতে রিলিফ কমিটিতে করতে হবে। সেই রিলিফ কমিটির পাঁচজন মেম্বার এরমধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান হচ্ছেন প্রেসিডেণ্ট, আর একটি মেম্বার হচ্ছেন মাইনে করা চাকুরে সেক্রেটারী, আর দুজন হলেন সরকারী মনোনীত ব্যক্তি, আরও কজন এম, এল, এ Elected যে, সে Elected হয়েই রইল অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান। বাকীগুলি রইলো কি? প্রফুল্লবাবুর পকেট্ এবং Writers Buildings ও absolute majority of the official and the non-official.

[10-20—10-30 a.m.]

এরাই আবার গণতন্ত্রের বড়াই করেন এবং বড় বড় কথা আমাদের বলেন। কিভাবে মনোনীত করেন relief committeeতে দেখুন। গভর্ণমেণ্ট মনোনীত করলেন অঞ্চল Relief কমিটিতে ব্যোমকেশ নাগকে যিনি পঞ্চায়েৎ Election এ defeated candidate—সেই ব্যোমকেশ নাগকে এক নাগিনী ধরে এনে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ relief Committeeতে বসিয়ে দিলেন। এবং জনসাধারণের দরদী হয়ে সেই Relief Committeeতে তিনি বসে রইলেন। রসিকতার চূড়ান্ত দেখুন আমাদের যে মিটিংএর notice দেওয়া হয় তা কিভাবে দেয় শুনুন। মিটিং ১১.১২.৫৯ তারিখে at 3 p.m. notice দেওয়া হল at 9 a.m. ২৩।১২।৫৯এর 3 p.m.এ মিটিং notice দেওয়া হল 9 a.m.এ। আর ৯।৫।৬০এ 5 p.m.এ মিটিং—তার নোটিশ পাই বেলা ৫টার সময় এভাবে দেওয়া হয়। বলা হচ্ছে হীরেন চাটুয্যে দুষ্ট লোক সুতরাং নেমন্তন্ন করতে হবে কিন্তু সে নেমন্তন্ন যেন একাদশীর নেমন্তন্ন হয়! এরজন্য প্রফুল্লবাবুকে লিখলাম, হিরণ্ময় ব্যানার্জিকে চিঠি দিলাম তাতে তিনি যে চিঠি দিচ্ছে তাহল—I am sorry to (note) that the time fixed for the meeting of the Anchal Relief Committee has been fixed without consideration of your convenience. Necessary instruction is being issued to BDO, Polba. এর পরে কি করেছেন? BDO কি করেছেন আমি জানিনা তবে বলতে একটু slang শোনায় তবু বলি তিনি সেই orderএ প্রস্রাব করেছেন। তারপর আরও দেখলাম হিরণ্ময়বাবুর Directionএর পরেও এরকম হয়েছে, এ চিঠি Issue হওয়ার পরেও এরূপ হল এই যে Insult B.D.O Polba ও সুগন্ধার B.L.W, B.I.W-এরা এরূপ করলেন তার ফল কি হল দেখুন। আমাকে একটা মিটিংএর নোটিশ দিলেন—উপরে লেখা আছে জরুরী মিটিং—আমি গিয়ে দেখলাম কোন মিটিং নাই। সেখানে Relief Committeeর President দেবুদত্তর কাছে বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ নিলাম বললেন কই কোন মিটিং তো নাই! দেখুন ব্যাপার। জানি প্রফুল্লবাবু রসিক মাষ্টার জেনারেল-B.L.W নোটিশ দিলেন M.L.A.কে, পয়সা খরচ করে গেলাম এবং Relief Committeeর Chairmanএর বাড়ীতে যেয়ে শুনলাম যে তিনি জানেন না কোন মিটিং আছে। আমি জানতে চাই প্রফুল্লবাবু কি Relief করছেন না রসিকতা করছেন! এই যে ছোট অফিসার B.D.O, B.L.W হিরণ্ময় ব্যানার্জির চিঠি উপেক্ষা করছে এবং M.L.Aকে Invite করে রসিকতা করছে আর তার আত্মশ্রাদ্ধের জন্যই কি মন্ত্রী মহাশয় টাকা চাচ্ছেন এটা জানতে চাই।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: স্পীকার মহোদয়, আমাকে যে সময় দেওয়া হয়েছে তা মাত্র ১০ মিনিট। এর মধ্যে সব কথা বলা সম্ভব নয়, তবে আমি মোটামুটি উত্তর দিতে চেষ্টা করবো। মাননীয় দাশরথি তা বলেছেন ধানের দাম কম এবং আরো একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, বোধ হয় সুবোধ বাবু, যে আপনাদের ধানের দাম এখন কম থাকতে পারে কিন্তু জুলাই—আগষ্ট মাসে ধানের দাম আবার বেড়ে যাবে। ধানের দর এখন কম, অন্যান্য জিনিষের দর বেশী। এখন যদি ধানের দাম কম হয়, হয়ত বলবেন, বড় চাষী, মাঝারী চাষী, গরীব চাষীর পয়সা কিছু কম হচ্ছে। এবং বেশী মূল্য দিয়ে সেই গরীব চাষীদের অন্য নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য কিনতে হয়। সত্য কথা। সুবোধ বাবু বলেছেন, জুলাই—আগষ্ট মাসে ধানের মূল্য বেড়ে যাবে। তখন দাশরথি বাবু যাদের কথা বলেছেন তাদের গোলায় ধান থাকবে, আর যারা গরীব, যাদের কথা সুবোধ বাবু বলেছেন তাদের গোলায় থাকবে না। কাজে কাজেই গরীব insufficient producers এবং যারা deficit producers তাদের ঘরে ধান থাকবে না এবং যারা artisan class, তাদের বেশী দাম দিয়ে অন্য জিনিষ কিনতে হবে এবং ধানও কিনতে হবে। আমি কাল বোধ হয় বলেছিলাম, আমাদের যেসব গরীব পরিবার, তারা যদি ১০০ টাকা খাদ্যের জন্য খরচ করে তাহলে তার মধ্যে ৪০৲ টাকার চাল বা গম খায়। এবং অন্যান্য জিনিষ কেনে বাকী টাকা দিয়ে। এবং যত উচু দিকে যাবেন ততই তাদের চালের খরচ কম এবং অন্যান্য জিনিষের খরচ বেশী। কাজে কাজেই এক শ্রেণীর লোকের কষ্ট হবে ধানের দর কম হলে, আর এক শ্রেণীর লোকের তাতে সুবিধা হবে। এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা শক্ত। এবং এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আমাদের উৎপাদন বাড়ান। আমাদের উৎপাদন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে এখানে সুবোধ বাবু বলেছেন যে, এই বৎসরই খাদ্য উৎপাদানের কথা বলছেন। এটা ঠিক নয়। প্রত্যেক বৎসরেই আমি উৎপাদনের কথা বলে আরম্ভ করি, এ বৎসর শুধু নয়। আজকে আমার যতদূর মনে পড়ে এই ১০—১২ বৎসর ধরে এখানে উৎপাদনের কথাই বলে আসছি। হঠাৎ এবার বেশী ধান হয়েছে বলে বলিনি। আমি বলেছি, আমাদের ধান উৎপাদন ৩২ লক্ষ টন ছিল, তারপর ৩৪ লক্ষ টন ছিল, তারপর ৪১ লক্ষ টন হল। তাছাড়া গত ৪ বৎসরের মধ্যে দুইবার ভয়ংকর drought হয়েছে এবং ১৯৫৯ সালে বন্যা হবার পরও এই গত ৪ বৎসরে ৩৯ লক্ষ টন গড়ে খাদ্য উৎপাদন হয়েছে। কাজে কাজেই আমাদের খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। সুতরাং কিছুই হয়নি এটা ঠিক নয়। দাশরথি বাবু বলেছেন গম চাষ কিন্তু বাড়েনি, গমের consumption বেড়েছে বলেই খাদ্য মন্ত্রী খুসী। গম চাষও আমরা কিছু বাড়িয়েছি। তবে আমাদের জমি নাই তাই বেশী করে বাড়াবো কোথায়? তিনি আরো বলেছেন যে বহুমূত্র অর্থাৎ diabetis হলে লোকে কম খাবে। বোধ হয় দাশরথি বাবুর এর মধ্যে হয়ে গিয়েছে। কারণ বর্দ্ধমান জেলায়, মাননীয় সদস্যরা জানেন, সেখানে ধান চাল বেশী হয় সেজন্য সেখানে diabetis ও বেশী হয়। আমাদের এখানে বর্দ্ধমানের সদস্য মাননীয় সাত্তার সাহেব আছেন, তাঁর হয়েছে। বর্দ্ধমানের আর যেসব সদস্য আছেন তাদের মধ্যে আর কয়জনের হয়েছে জানিনা। আমাদের মাননীয় বন্ধু সুবোধ বাবু বলেছেন, খাদ্য নীতি আপনাদের কি? আমাদের খাদ্য নীতি পশ্চিমবঙ্গে একটা, আর বিহারে একটা, উড়িষ্যায় আর একটা, এ নয়। আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষে একটা খাদ্য নীতি আছে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি। আমাদের যাবার দিক হচ্ছে, বিনিয়ন্ত্রণের দিক। খাদ্য দ্রব্য নিয়ে আমরা বেশী নিয়ন্ত্রণ করতে চাইনা খুব দরকার না হলে। এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় সদস্য মাননীয় প্রফুল্ল ঘোষও এই বিনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতি। আমাদের দেশে খাদ্য দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে rationing করতে হবে। Rationing করতে গেলে ভীষণ ব্যাপার হয়। কাজে কাজেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার, উড়িষ্যা সরকার, বিহার সরকার ও ভারত সরকারের খাদ্য নীতি হচ্ছে যতদূর সম্ভব বিনিয়ন্ত্রণ করতে হবে free market

যাতে চলে। পরে যদিও বলেছেন আমাদের সুবোধ বাবু দাম হয়ত বাড়বে। বাড়তে পারে, আমি অতটা complacent নই। ১৯৫৪ সালে ১৬ টাকার বেশী চালের দর বাড়েনি।

[10-30—10-40 a.m.]

আমাদের মাননীয় সদস্য হেমন্ত বসু মহাশয় বলেছেন করমচাঁদ থাপার—তাঁকে আমি চিনিনা, তিনি কংগ্রেস ফাণ্ডে ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন যাতে কয়লা dump না হয়। Dump কখন করা হয়? করা হয় যাতে reserve হয় এটা বোধ হয় তিনি জানেন না। কলকাতার জন্য দৈনিক wagon বরাদ্দ ৭৯ হলেও গড়ে ৫৯ টির বেশী আমরা পাইনা, জেলাগুলির জন্য ৭২টি বরাদ্দ থাকলেও ৩৭ টির বেশী পাওয়া যায় না। কয়লার wagon এর জন্য আমাদের এখানে আমরা যা করি অন্যকোন State তা করে না। প্রতি সপ্তাহে মুখ্য মন্ত্রী এ বিষয়ে একটা করে মিটিং করেন এবং আমাদের একজন অফিসার আছেন।

তিনি একজন উপযুক্ত কর্মচারী, তিনি এই wagon এর ব্যবস্থা করেন। আমরা কয়লা ট্রাকেও আনাচ্ছি, কিন্তু ট্রাকে এতএত কয়লা আনা যেতে পারে না, তাহলে অন্যান্য যানবাহনাদি ও লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা থাকে। তবে, যদি আমাদের dump করতে হয় তাহলে আমাদের যাঁরা wholesaler আছেন তাঁদের মারফতেই করতে হবে। আরেকটা শ্রেণী করে dump করবার ইচ্ছা আমাদের নাই, তাতে দাম বাড়বে। আপনারা এবং হেমন্ত বাবু শুনলে খুসী হবেন যে, wholesaler-দের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী। তাদের দিয়েই আমরা কাজ করাতে চাই। Road permit যারা চায় তাদেরই আমরা দিচ্ছি। করমচাঁদ থাপার টাকা দেবেন বলেই তাঁকে আমরা দেব এটা আমাদের নীতি নয়।

তারপর গণেশবাবু বলেছেন আমরা extension of service দিচ্ছি। বড় অন্যায়! আমাদের যাঁরা বড় বড় অফিসার আছেন, যেমন I.A.S., তাঁদের পদ খালি হবার পর, superannuated হবার পর আমরা আমাদের মুখ্য সচিব মহাশয়কে জানাই লোক দিতে পারবেন কিনা—তিনি যদি না দিতে পারেন তখনই আমরা re-employment দিই, না হলে দিইনা। আমাদের procurement উঠে গেল। কিন্তু কিকরে আমরা ৮০০ জনের মধ্যে ১০০ জনকেই স্থায়ী করব? সেজন্য অনেক ভেবে চিন্তে আমরা Cabinetএ ঠিক করেছি শতকরা ২৫ জনকে স্থায়ী কাজ দিয়ে রাখব। আমাদের পশ্চিমবংগ সরকারকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ যে, ১৮ হাজার ৭০০ কর্মচারীর সংখ্যা ছিল, এখন ৮ হাজারের চেয়েও কমে গিয়েছে। সুতরাং যারা থাকবেন তাঁরা স্থায়ী ভাবেই থাকবেন। তারপর বলা হয়েছে অনেকের উপর প্রতিহিংশামূলক শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিহিংসামূলক শাস্তি দানের প্রশ্নই অবান্তর—ইতিমধ্যে Deputy Director অনেকের উপর থেকে suspension order withdraw করেছেন। তারপর মাঃ সদস্যদের জানা আছে যে, স্থায়ী সরকারী কর্মচারী নিয়োগকালে Police verification এর দরকার হয়। সেজন্য তা করতে হচ্ছে।

তারপর ভূপাল পাণ্ডা মহাশয় বলেছেন মিকির হিল থেকে যাঁরা এসেছেন আমরা তাঁদের পুনর্বাসন দিচ্ছিনা। এ সম্পর্কে আমরা আসাম সরকার এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সংগে আলোচনা করেছি। আসাম সরকার কিছু কিছু ফেরৎ নিয়েছেন, এবং আমরা মনে করি তাঁদের

পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আসামেই হওয়া উচিৎ। কারণ, আমরা তাঁদের vagrant করে রাখতে চাই না। আমরা কিছু টাকা বরাদ্দ করব এবং তাদের vagrant নাম দিয়ে সেই টাকা খরচ করব এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

তারপর, অনেকে গঠনমূলক কাজের কথা তুলেছেন—আমি বলেদিচ্ছি—গত বছর আমাদের test relief এ যা কাজ হয়েছে, ৭ হাজার ৮৭ মাইল পুরাণো রাস্তা মেরামত হয়েছে ২৪৪ মাইল নতুন রাস্তা করেছি, embankment repair করেছি ১ হাজার। প্রায় ৯৩ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করেছি। Test relief এর মজুরী বাড়াবার ইচ্ছা আমাদের আদৌ নাই। হীরেন চ্যাটার্জি মহাশয় যে অভিযোগ করেছেন, আমি অনুসন্ধান করে দেখব কি হয়েছে। Union report Committee Meeting আমি আহ্বান করিনা, আমার Secy. মহাশয়ও করেন না, এর দায়িত্ব হচ্ছে B.D.O.-র।

সমস্ত কাট মোশনের প্রতিবাদ করেই আমার প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য আমি মাঃ সদস্যদের আহ্বান জানাচ্ছি।

Mr. Speaker : Except cut motions Nos. 24 & 49 on which division has been asked for, I put all the other cut motions under Grant No. 36 to vote.

[The motions were then put and lost.]

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Banarashi Prasad Jha that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure underGrant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Genguly that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Brindabon Behari Bose that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deben Sen that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 2,59,24,000 for the expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced byRs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 2,59,24,000 for Expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100 was than put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Heads 54-Famine be reduced to Re. 1/-was then put and lost.

The motion of Shri Provas Roy that the demand of Rs 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head 54-Famine be reduced to Re 1/-was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced to Re. 1/-was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced to Re. 1/-was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced to Re. 1/-was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head 54-Famine be reduced to Re. 1/-was then put and lost.

[10-40—10-50 a.m.]

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine" be reduced to Re. 1, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—106

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Ghosh, Shri Bijoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pramanik, Shri Rajani Kanta

Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—57

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Natendra Nath
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumbar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 57 and the Noes 106, the motion was lost.

The motion of Shri Nirajan Sen Gupta that the demand of Rs. 2,59,24,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine" be reduced to Re. 1 was then put and a division taken with the following result :—

NOES—107

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Dolui, Dr. Harendra Nath
Ghosh, Shri Bijoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar Shri Mahananda
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Haore, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mahammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherjee, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb

Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Khrishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanish Chandra
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—57

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Natendra Nath
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahad.r
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 57 and the Noes 107, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 2,59,24,000 be granted for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54-Famine", was then put and agreed to.

Mr. Speaker : I shall now put all the cut motions under Grant No. 44 to vote.

[All the cut motions were then put en bloc to vote and lost.]

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63 Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "68-Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Provash Roy that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 2,14,25,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in india" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs,2,14,25,C00 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India" be reduced to Re. 1, was than put and lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 2,14,25,000 be granted for expenditure under Grant No. 44, Major Head "63-Extraordinary Charges in India" was then put and agreed to.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: এটা pass হবার আগে আপনি তরুণকান্তিবাবুর নাম ডাকলেন—এর কারণ কি?

Mr. Speaker: I can.

DEMAND FOR GRANT NO. 24

Major Head : 40-Agriculture-Fisheries.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 33,77,000 be granted for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries."

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মৎস্য বিভাগের দাবী উত্থাপন করতে গিয়ে আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে, আজ এটা অতি সত্য কথা যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের যে পরিমাণ মাছ প্রয়োজন তা' সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য যে, যে দামে মাছ দিতে পারলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ভাইবোন এবং বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্তদের পক্ষে তা কেনা সম্ভব হোত সেই স্তরেও মাছের দাম নামান যায়নি। তবে এসব সত্ত্বেও একথা বলবো যে, মৎস্য চাষের জন্য যে কাজ করা দরকার ছিল তার অনেকটা আমরা করেছি এবং তার ফলে মৎস্য চাষ এবং মাছের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পেয়েছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। এপ্রসঙ্গে কয়েকটা তথ্য দিলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে মাছের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্যার, আজ পশ্চিমবাংলায় যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পপুলেসন হয়েছে এটা কেউ আশা করেনি এবং মনে হয় ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এত পপুলেসন বৃদ্ধি হয়নি। কাজেই এই পপুলেসন-কে বেস্ করে পার ক্যাপিটা ২ আউন্স করে মিনিমাম ধরে যদি ৭৫% লোক দৈনিক মাছ খায় এটা ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ মণ মাছ বছরে প্রয়োজন হয়। তবে ১৯৬০ সালে আমাদের পশ্চিমবাংলায় যে পরিমাণ মাছ উৎপন্ন হয়েছে এবং যা আমরা পেয়েছি তা যোগ করলে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৭৪ লক্ষ মণ এবং এথেকেই বুঝতে পারবেন যে, এই বিরাট পার্থক্য থাকার ফলে প্রত্যেক লোককে অল্পদামে মাছ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, পশ্চিমবাংলায় আমরা যে পরিমাণ মাছ উৎপন্ন করেছি তার পরিমাণ বাড়ান যায় কি যায়না। তবে এটা বুঝবেন তখন যখন দেখবেন আমাদের পশ্চিমবাংলায় নদী বাদ দিয়ে টোটাল ইনল্যাণ্ড এরিয়া হচ্ছে ১২ লক্ষ একর এবং এই ১২ লক্ষ একরের মধ্যে ফিস্ প্রোডাকসন এরিয়া এ্যাভেলেবেল হয়েছে ৮ লক্ষ একর এবং এথেকে যদি এ্যাভারেজ ইনল্যাণ্ড ওয়াটার এরিয়া ধরি তাহলে দেখব যে আমাদের একর প্রতি ৬ মণ মাছ হয়। তবে আমরা ৪৮ লক্ষ মণ বেশী করেছি অর্থাৎ প্রায় ৬২ লক্ষ মণ মাছ আমরা পশ্চিমবাংলার ইনল্যাণ্ড ওয়াটার থেকে এবং তা ছাড়া যে সমস্ত পেরিনিয়াল রিভার শুকিয়ে যায়না তা থেকে ১২ লক্ষ মণ এবং এইভাবে ১৯৬০/৬১ সালে মোট ৭৪ লক্ষ মণ মাছ উৎপন্ন করেছি। তারপর কোলকাতা বলতে আমি কোলকাতা, হাওড়া, দমদম এবং বেহালা মিউনিসিপ্যালিটিকে নিয়ে যে গ্রেটার ক্যালকাটার কথা বলা হয়েছে তার কথাই বলছি এবং

তার হিসেব যদি দেখি তাহলে দেখব যে সেখানকার ৫০ লক্ষ পপুলেসন বেসিসে আমাদের দরকার ২২ লক্ষ মণ। তবে যদি এবার তুলনামূলকভাবে হিসেব করে দেখি তাহলে দেখব যে, যেখানে ১৯৫০ সালে কোলকাতায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে সরবরাহ হয়েছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার মণ, অন্যান্য ষ্টেট থেকে এসেছিল ৩ লক্ষ ৮০ হাজার মণ এবং পাকিস্তান থেকে এসেছিল ১ লক্ষ ৫৭ হাজার মণ সেখানে ১৯৬০ সালে কোলকাতায় পশ্চিমবাংলা থেকে সরবরাহ হচ্ছে ২ লক্ষ ৯২ হাজার মণ, অন্যান্য ষ্টেট থেকে এসেছে ৫ লক্ষ ৫৭ হাজার মণ এবং পাকিস্তান থেকে ১ লক্ষ ৫৭ হাজারের জায়গায় এসেছে ৬ লক্ষ ৩০ হাজার মণ—অর্থাৎ এই মোট প্রায় ১৫ লক্ষ মণ মাছ কোলকাতায় সরবরাহ হয়েছে। কাজেই এথেকেই বোঝা যাবে যে, যেখানে আমাদের ২২ লক্ষ মণ মাছ প্রয়োজন সেখানে যদি ঐ করে ১৫ লক্ষ মণ পাওয়া যায় তাহলে মাছের দর বাড়বে এবং যার ফলে প্রত্যেকের পক্ষে মাছ কিনে খাওয়া সম্ভব হবেনা। তবে এবছরের বাজেটে মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি করবার জন্য আমরা ৩৩ লক্ষ টাকা ধরেছি এবং তার মধ্যে ২৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ডেভলপমেণ্ট প্ল্যানে, ১২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে এবং অন্য খাতে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে।

[10-50—11 a.m.]

আমরা First Plan, Second Plan, এবং Third Plan ৩টা মিলিয়ে committed expenditure করতে যাচ্ছি ২৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেটা করেছি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যয়বরাদ্দ ধার্য করেছি। আমি আপনাদের কয়েকটা ফিগার দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাই যে কি আমরা করতে চেয়েছিলাম। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে ছিল ৩৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা সারা পশ্চিমবঙ্গের জন্য সেখানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা ২ কোটি ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ধার্য করেছি এবং মোটামুটি-ভাবে বলতে কি কয়েকটা খাত যদি দেখেন তাহলে দেখবেন Loan for fish culture in ponds, etc. জন্য যেখানে Second five year planএ ছিল ৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা সেখানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধার্য করা হয়েছে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। Loan to co-operatives এর জন্য যেখানে ছিল ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা সেখানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধার্য করা হয়েছে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় development of beels, ponds and private-owned derelict water areas যেগুলি আমরা যে আইন বদল করেছি তাতে সরকারের ফিসারি ডিপার্টমেণ্টের অধীনে আসবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ধার্য করা হয়েছিল ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধার্য করা হয়েছে ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে টাকা ধার্য করা হয়েছিল সেই সমপর্যায় টাকা তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বছরে খরচ করতে যাচ্ছি। এইভাবে প্রত্যেকটা খাতে বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করছি। তবুও জেনে রেখে দিন যেখানে আমাদের ১ কোটি ৪০ লক্ষ মণের দরকার সেখানে আজকে মাত্র সরবরাহ হচ্ছে ৭৪ লক্ষ মণ এবং আমাদের পশ্চিমবংগে যে জলাভূমি রয়েছে সেই জলাভূমিকে যদি পরিপূর্ণভাবে ইউটিলাইজ করি তাহলে ম্যাক্সিমাম প্রোডাকসান হতে পারে ৯৬ লক্ষ মণ। ১২ লক্ষ একর যে জমি, পুকুর রয়েছে সেগুলিকে সংস্কার করে জলাভূমিতে পরিণত করে মাছের চাষ যখন করছিলাম তখন দেখলাম কিছু জমি শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে ১২ লক্ষের মধ্যে ৯ লক্ষের বেশী জমি কোন সময় মাছের চাষের জন্য আমরা পাবনা। সে দিক থেকে আমাদের পশ্চিমবংগের ভেতরে উৎপাদন করার সম্ভাবনা খুব কম। আমাদের যে সমস্ত নদী রয়েছে তার থেকে বেশী হলে ১৪ লক্ষ টন পেতে পারি তার বেশী পাওয়া খুব শক্ত। আমাদের উপায় হচ্ছে

ইমপোর্ট বৃদ্ধি করতে হবে। যদি পাকিস্তান থেকে ইমপোর্ট বৃদ্ধি করতে তাহলে করতে হবে। আমরা যদি coastal fishing আরও ভাল করে ডেভেলপ করতে পারি, তার পোটেনসিয়ালিটি কত এখন বলতে পারিনা, যদি কিছু লোকসানও হয় তবুও estuary fishingএর উপর জোর দিয়ে যদি ভাল করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে coastal fishing থেকে যে চাহিদা রয়েছে সেটা মেক আপ করতে পারব। যতদিন পর্যন্ত না সেটা করতে পারছি ততদিন পর্যন্ত এটা মেক আপ করা শক্ত। (শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী: এটা কত দিন লাগবে?) পপুলেশান যে রেটে বাড়ছে তাতে এটা কেউ বলতে পারেনা যে কত বছর লাগবে। আমাদের যে রিসোর্সেস ছিল সেই রিসোর্সেসের মধ্য দিয়ে যেটা করার সম্ভাবনা ছিল সেটা করা হয়েছে কি হয়নি সেটা বিচার করা দরকার। তাঁরা যদি দেখিয়ে দিতে পারেন যে এখানে করবার সম্ভাবনা আছে তাহলে আমি উপকৃত হব। আমাদের এখানে নোনা জল পরীক্ষা করবার জন্য পার্বত্য অঞ্চলে কালিংপঙে এবং সাদা জল পরীক্ষা করবার জন্য বহরমপুরে আমরা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছি এবং সেখানে আমাদের গবেষণা চলছে এবং দীঘার কাছে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করার কথা চিন্তা করছি। আর একটা কথা বলছি যে বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতা সহরে মাছের দরটা বেড়েছে। এবারে ইলিশ মাছ গঙ্গায় নোনা জল বেশী বেড়ে যাওয়াতে এবং গঙ্গার মুখে বেশী বালি জমে যাওয়ার ফলেতে যে পরিমাণ ডিম পাড়বার জন্য চলে আসত সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সুখের কথা গঙ্গা ব্যারেজ স্কীম ভারত সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন। আশা করি এটা সাকসেসফুল হয়ে গেলে ইলিশ মাছের সরবরাহ আমাদের দেশে বৃদ্ধি পাবে। আমি এখানে এইটুকু বলব যে আপনারা এই জিনিষগুলি সম্বন্ধে বুঝে নিয়ে যদি বলতে পারেন যে আরও কোন উপায় আছে তাহলে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আরও ভালকরে সেই উপায় কাজে লাগাবার চেষ্টা করব যাতে মাছের চাষ বৃদ্ধি করতে পারি। বর্তমানে আমাদের যে এ্যাভেলেবল রিসোর্সেস রয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করছি, ভবিষ্যতে করে যাব যাতে করে বাংলাদেশের মানুষের মূল দু'টো খাদ্য মাছ এবং ভাত তাদের সরবরাহ করতে পারি।

Mr. Speaker : I take it that I have the leave of the House to take all the cut motions as moved.

Shri Ledu Majhi : I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : I move that the demand of Rs 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs: 100.

Shri Phakir Chandra Ray : I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharya : I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisherise" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : I move that the demand of Rs.33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100

Shri Bejoy Krishna Modak: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sengupta: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Haldar: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for .expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant Fo. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: I move that the demann of Rs.33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 1C0.

Dr. Golam Yazdani : I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das: I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Shaikh Abdulla Farooquie : I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced to Re 1.

Shri Subodh Banerjee : I move that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced to Re. 1.

Shri Bijoy Krishna Modak : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় নিজ বিভাগ সম্বন্ধে যেসব প্রশস্তি গেয়ে গেলেন আমি বলতে চাই এই বিভাগের যেসব উন্নতির ফিরিস্তি মন্ত্রী মহাশয় দিয়ে গেলেন, প্রকৃতপক্ষে বাজেটের অংক যদি দেখা যায় তাহলে দেখবো যে গত বছর এই বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ ছিল বর্ত্তমান বছরে ৪ লক্ষ টাকা তার চেয়ে কমে গেছে। গতবারে বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৩৭ লক্ষ টাকা, এবার বরাদ্দ আছে ৩৩ লক্ষ টাকা। এর থেকে অন্যদিক দিয়া বিচার করলে দেখা যায় ডেভেলপমেণ্ট খাতে ২৫ লক্ষ টাকা যেটা খরচ করা হয়েছে এর মধ্যে ডিপসী ফিসিং, আর কল্যানী এক্সপেরিমেণ্টাল ফার্ম এগুলি বাদ দিলে পর মোট ডেভেলপমেণ্ট খাতে ১০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনেক কথা বল্লেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইনল্যাণ্ড ফিসারীতে এই দশ লক্ষ টাকা খরচ অতি সামান্য মাত্র। গতবছর ভোর নিকট ফিসারী সংস্কার করবার জন্য যে টাকা ধরা হয়েছিল রিভাইজড্ বাজেটে দেখা যাচ্ছে ১ লক্ষ টাকা তার থেকেও কমে গেছে। মন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলছেন ইনল্যাণ্ড যেসব বিভাগী এরিয়া আছে সেগুলি সংস্কার করবার জন্য যে টাকা খরচ করা হয়েছিল প্রকৃত পক্ষে দেখা যাচ্ছে সেই টাকা তাঁরা খরচ করতে পারেন নি। তা'ছাড়া দেখা যাচ্ছে মৎস্য চাষের আভ্যন্তরীন চাষের জন্য কোন নীতি এই সরকারের বস্তুতঃ পক্ষে নেই। উনি যে কথা বলে গেলেন একথা সত্য যে গভীর সমুদ্রে মৎস্য চাষের জন্য এবং উপকুল ভাগে মৎস্য চাষের জন্য সমুদ্রের উপকুলে, বরাদ্দ টাকার প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা তাইতে খরচ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তিনি যে বলছেন ইনল্যাণ্ড ফিসারীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে এবং সেখানে কয়েক লক্ষ একর যে জমি ষ্ট্যাণ্ডেলএবল রয়েছে মৎস্য চাষের জন্য পুষ্করিণী বিল বাঁওর ইত্যাদি সেদিগে প্রকৃতপক্ষে কোন দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। সর্বোপরি আমরা দেখতে পাচ্ছি, উনি যেটা স্বীকার করেছেন,

যে মৎস্যের বাজারে প্রচুর ঘাটতি রয়েছে যার ফলে বাংলাদেশে একটা কথা চালু আছে যে মৎস্যের বাজারে দুর্ভিক্ষ আছে। মৎস্যের বাজারে দুর্ভিক্ষ মানে একথা আমরা সাধারণতঃ বুঝি যে বাঙ্গালী মাছ খেতে পাচ্ছে না। যেমন করে আমরা যখন খাদ্যের দুর্ভিক্ষের কথা বলি তখন সমস্ত মানুষ সেটার প্রতিকারের জন্য ছোটে কিন্তু আমাদের সেখানে মৎস্যের আইটেমটা বাদ যায়। অন্যদিকে বিচার করলে কি দেখবো বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এবং নদীর ধারে ধারে যে মৎস্যজীবী আছে—এই যে মাছ চাষ হচ্ছে না তিন বছর গঙ্গায় ইলিশ মাছ হচ্ছে না এবং গঙ্গায় স্যালীসাইটি বেড়ে গেছে তার ফলে আজকে সেই সমস্ত মৎস্যজীবীরা ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছে। আমি আপনাকে একটা তথ্য দিতে চাই যা দেখলে পর আপনি বুঝতে পারবেন যে গ্রামাঞ্চলে এইসব মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ধীরে ধীরে কি রকম করে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে।

[11—11-10 a.m.]

হুগলী জেলার বলাগড় থানায় ৫।৬ হাজার মৎস্যজীবীর বাস। সেখানে দুটী গ্রামের তথ্য আপনাকে দিচ্ছি। তারা সেখানে কি অবস্থায় কাটাচ্ছে, তা নিজে দেখলে বিচার করতে পারবেন। মোক্তারপুর গ্রামে ৩৫ ঘর মৎস্যজীবী আছে। তার মধ্যে মাত্র ৬ ঘরের নিজস্ব নৌকা আছে। ২ ঘরের নৌকা ভাড়া করে চালায়; আর ২৭ ঘরের কোন নৌকা নাই। গত ৩ বছরের মধ্যে তার ১০।১২ ঘর চাল বিক্রী করেছে। তারা ৪ মাস অন্যের নৌকার মজুরী করে খায়, ৮ মাস খেত মজুরী করে। তারপর বানেশ্বরপুরে ৫০ ঘর মৎস্যজীবীর বাস। তারমধ্যে ১০ ঘর জাল বিক্রী করেছে, তাদের কোন নৌকা নাই ৬ ঘরের নিজস্ব নৌকা আছে। আর ৩৪ ঘরের ভাড়া করা নৌকা। তারা এখন থালাবাটী বিক্রী করে খাচ্ছে। মৎস্যজীবী বল্লে যে মনুষ্য সম্পদ বোঝায়, তারা আজ ৩।৪ বছর Salixity-র জন্য ইলিশ মাছ না পড়ায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের অভ্যন্তরে যে জলাশয় রয়েছে, তাতে যে তারা মৎস্য চাষ করবে. তার জন্য এই বাজেটে সরকার কোন টাকা বরাদ্দ করেন নাই।

তারপর দেখছি ঋণদানের যে ব্যবস্থা medium term এবং short term, তারজন্যও এই বাজেটে কোন বরাদ্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তার কারণ কি? মন্ত্রী মহাশয় এর জবাব দেবেন।

অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি—৯ হাজার টাকা তাদের সাহায্য বাবদ দেবার জন্য ঠিক করা হয়েছে। আমার মনে হয়—এদের জন্য ঢের বেশী সাহায্য দেওয়া সরকারের উচিত। বাংলাদেশের মৎস্য-জীবীদের যদি সরকার রক্ষা করতে চান, তাহলে গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তরে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করা দরকার তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের আরো বেশী ঋণ দিতে হবে। ঐ medium term ও short term লোনের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই বরাদ্দের মধ্যে তা দেখছি না। কিন্তু অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি—দু' বছর আগে যে সব লোন তারা নিয়েছিল, তারজন্য আজ সার্টিফিকেট জারী করা হচ্ছে। ১৯৫৯ সালে যে ঋণ মৎস্যজীবীরা নিয়েছিল তা আদায়ের জন্য আজ ঘরে ঘরে নোটীশ জারী করা হচ্ছে।

আর একটী জিনিষ দেখছি গঙ্গা ও চিরকাল বহতা নদীতে এই আইন ছিল মৎস্যজীবীরা বিনা করে মৎস্য ধরতে পারতো, এই জমিদারী দখল আইন পাশ হবার পর এই গঙ্গা নদী

পর্য্যন্ত লীজ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৎস্যজীবীরা বিনা জলকরে মাছ ধরবার যে অধিকার পূর্বে ভোগ করতো, সেই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই দিকে মৎস্য বিভাগের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। গঙ্গা নদী ও যে কোন বহতা নদীতে বিনা জলকরে মৎস্য ধরবার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। এই দাবী জানাচ্ছি।

Shri Ramanuj Halder : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মৎস্য বিভাগের যে ব্যবস্থা এবং সরকারী ব্যবস্থায় মৎস্য সংগ্রহের যে পরিমাণ ব্যবস্থা তা দেখে এই কথাই বলতে হয় মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে যে আমার মনে হয় আরো একটু নগর কীর্তনের মাত্রা বাড়িয়ে দেশের লোককে বৈষ্ণব করে ফেলুন যাতে লোকে আর মাছ খাবে না। তাহ'লে এর জন্য আর কোন সরকারী প্রচেষ্টার দরকার হবে না। মাছ যে রকম দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয়েছে তা পশ্চিম বাংলার কাহারও অবিদিত নয়। মন্ত্রীমহাশয় বললেন—মাছের সরবরাহ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছেন। এক কলকাতার মধ্যে যখন ২২ লক্ষ মণ মাছের দরকার হয়, তখন সেখানে সরবরাহের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ১৪ লক্ষ মণ। এ বছর পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মানুষ মাছ চোখেই দেখতে পারেনি। ট্যাক্স যেমন বিলাস-দ্রব্যের উপর বেড়েছে, তেমনি মাছের দামও বেড়ে গেছে বিনা ট্যাক্সে; কিন্তু অন্য কারণে আজ মৎস্যজীবীরা অসহায়। তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করার ফলে তারা আজ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় এসে পড়েছে। এদিকে সরকারের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আপনি একটি Statistics দেখলে অবাক হয়ে যাবেন—১৯৪১ সালে মৎস্যজীবীদের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ কয়েক হাজার, সেটা এখন ৭ লক্ষ ৪২ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে ১৯৫১ সালে। ১৯৫০ সালের মন্বন্তরে এই সমস্ত মৎস্যজীবীরা না খেতে পেয়ে মারা গেছে। সেই থেকে এখন পর্য্যন্ত এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা চলে আসছে। মৎস্যজীবী যারা—শ্রম করে মাছ ধরবে, আর সেই মাছ যারা খাবে—বুদ্ধিজীবী, এই দুয়ের মধ্যে একটি যোগাযোগের অভাবে তাদের এই দুর্দশা ঘটেছে। আমরা দেখছি আমাদের সরকারী নীতির মধ্যে একটা মার্জারের নীতি রয়েছে। এক শ্রেণীর লোক মাছ ধরে, অথচ তাদের সুযোগ সুবিধা না দেখে শুধু বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই বণ্টনের মধ্যে একটা বঞ্চনা ও শোষণের নীতি থেকে গেছে। এই মৎস্যের ব্যাপারে তিনটি নীতি গ্রহণ করা দরকার। এক হচ্ছে উৎপন্ন করা—নদী নালা জলাশয় সমুদ্র থেকে; দ্বিতীয় হচ্ছে বিক্রী করা এবং তৃতীয় হচ্ছে সংগ্রহ করা, বাইরে থেকে আমদানী করা। টাকার পরিমাণ যা বরাদ্দ করা হয়েছে এব inland fishery improvement এর জন্য তা অত্যন্ত নগণ্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যদিও মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন কিছু পরিমাণ টাকা বাড়ান হচ্ছে, কিন্তু, এই বিভাগকে পশ্চিম বাংলার ভিতর সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায় চালাবার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, এর পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য এ বিষয় সন্দেহ নেই।

মাছ না হবার মূল কারণ, আমার নিজের যে ধারণা, তার থেকে আমি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম হচ্ছে—নদীগুলি যেমন মজে গিয়েছে তেমনি পুষ্করণী, খাল, নালা, বিল প্রভৃতিগুলিও মজে রয়েছে. যদিও এগুলি সংস্কার করবার ভার মাননীয় মন্ত্রী অজয়বাবুর বিভাগের উপর রয়েছে, কিন্তু উপযুক্তভাবে সেগুলি সংস্কার হচ্ছে না। ফলে সেখানে মাছ আগের মত জন্মাতে পারছে না। সামগ্রিকভাবে নদী থেকে যে মাছ পাবার কথা তাও পাওয়া যাচ্ছে না। যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ ধরা যায় এবং মাছের চাষ করা যায়, সেই ব্যবস্থা মৎস্যজীবিদের মধ্যে সম্প্রসারিত করা হয়নি; এবং সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি, বিশেষ করে ঋণদানের ব্যাপারে রয়েছে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি inland fishery ও অন্যান্য কাজের জন্য যে টাকা আপনারা দেন, তার শতকরা দশ ভাগের এক ভাগ এই কাজের

জন্য তাঁরা ব্যয় করেন না। অন্যান্য বিভাগ যেমন ঋণ দেন শতকরা ৮০ টাকা এবং সেটা একটা যৌথ প্রথার মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হয়। যে মানুষ জন্মায়নি, তাঁর নামেও ঋণ দেওয়া হয়। এই রকম ঋণ দেওয়ার নমুনা, বহু দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটা বলিষ্ঠ ও বাস্তব নীতির অভাব রয়েছে এই সরকারের মধ্যে। একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থায় এই সমস্ত ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া দরকার। আর একটা জিনিষ হচ্ছে—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় সম্ভবত জানেন না, যে একরকম middleman আছে, যারা মাছ ধরে না, আর এই দরিদ্র মৎস্যজীবি আছে, যারা মাছ ধরে; তাদের মাছ ধরবার জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়, এই সকল middlemanদের তরফ থেকে। তারা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে মাছ ধরান। এই middlemanরা দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত এই সমস্ত ধীবরদের ঋণ দেয়। যতদিন না, সেই টাকা তারা পরিশোধ করতে পারছে, ততদিন তাদের প্রতিবারে ধৃত মাছের অর্দ্ধাংশ বিনা মূল্যে দিতে হয়। এমনকি, যার ৫০০ টাকা ঋণ বাকী থাকে, সে ক্ষেত্রেও সে যদি পাঁচ হাজার টাকার মাছ ধরতে পারে, তাহলে তাকে আড়াই হাজার টাকা এমনি দিতে হয়। গ্রামাঞ্চলে অনেক পুষ্করণীতে সরিকানা থাকার ফলে মাছের চাষ করার অসুবিধা হচ্ছে। আর একটা জিনিষ হচ্ছে, যেটা আমি বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই। আমাদের আমতা প্রভৃতি অঞ্চল হতে মাছের ডিম সরবরাহ করা হয়ও বিক্রয় করা হয়। যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পোনাগুলি ছড়িয়ে দেয়, তারা অত্যন্ত গরীব মানুষ; তাদের অর্থের এত অভাব যে, তাদের বেসরকারী কুসীদ জীবিদের কাছ থেকে চড়া হারে টাকা নিয়ে ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের নিজস্ব অর্থ নেই, ভূমি নেই। সরকার তাদের ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেন না। শুধু ট্রেনে, বাসে, লরীতে করে নয়, পায়ে হেঁটে তারা মাছের পোনা ও ডিম নিয়ে সরবরাহ করে, তখন তাদের উপর নানারকম অত্যাচার করা হয়। তাদের কাছ থেকে নানারকম আবোয়াব নেওয়া হয়, এবং তাদের উপর উৎপীড়ন চালান হয়। তার ফলে তারা যথা সময়, মাছের পোনা ও ডিম সরবরাহ করতে পারেন না। তাছাড়া তাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অভাবে শতকরা পঞ্চাশ, ষাট ভাগ মাছের পোনা নষ্ট হয়ে যায়। আমি বিশেষভাবে জানি oxygenএর অভাবে মাছগুলি মরে যায়। সুতরাং oxygen প্রয়োগ করে এবং আরও নানারকম সায়েণ্টেসিক উপায় আছে, যার দ্বারা মাছকে অনেকদিন ধরে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে মাছের পোনাকে বড় করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ fisherman's co-operative association তার নমুনা বিশদভাবে দেখিয়েছেন। যেভাবে কুচ পোনাগুলি বাঁচান যায়, তার ব্যবস্থা করলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাছের ডিম ও কুচ পোনা মরবে না বা প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হবে না।

[11-10—11-20 a.m.]

একটা জিনিষ হচ্ছে এই দেশের উন্নতি করতে হলে তার জনশক্তিকে একেবারে বাদ দিয়ে কতিপয় বুদ্ধিমান লোককে নিয়ে যদি অগ্রসর হন তাহলে সরকার অত্যন্ত ভুল করবেন। বিপুল জনশক্তিকে আপনারা কাজে লাগাতে পারছেন না। যাদের নিয়ে মাছ ধরবেন, মাছের চাষ করবেন তাদের মধ্য থেকে লোক রেখে আপনারা অগ্রসর হচ্ছেন না। যারা মৎস্য ধরে, যারা মৎস্য ব্যবসায়ী তাদের সাহায্য আপনারা গ্রহণ করেন না। আজকে এবিষয়ে উন্নতি করতে হলে হাজামজা পুকুর ও খালনালা যা আছে তার সংস্কার সাধন করা দরকার, উদ্ধার করা দরকার এবং এ ব্যাপারে যেন মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার থাকে। আজকে আমরা দেখেছি সাধারণতঃ লোকে যেভাবে পুকুর ইত্যাদিতে মাছের ডিম ছাড়ে তাতে সেই ডিমের মধ্যে 60% পাঙ্গাস প্রভৃতি হাঙ্গর জাতীয় মাছের ডিম থাকে, এ ডিমগুলির 60% প্রায় নষ্ট হয়ে যায়, কেন রক্ষা করতে পারা যায়না সেটা দেখার

দরকার আছে। আমাদের দেশে প্রচুর জলাজমি ধান্য ক্ষেত্র আছে সেগুলিতে আমরা প্রভূত পরিমাণ মাছ উৎপন্ন করতে পারি কিনা কেন তা দেখা দরকার। আর একটা প্রশ্ন। সাধারণতঃ আমরা বাজারে লক্ষ্য করে দেখেছি গরীব মানুষ যারা মাছ উৎপাদন দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে তারা অভাবের তাড়ণায় ছোট মাছ বিক্রী করতে বাধ্য হয় সেজন্য আমি মনে করি একটা নিয়ম করা উচিত যাতে ছোট মাছ না মারে। হয়ত এখনি কিছু অসুবিধা হতে পারে কিন্তু এটা করলে ভবিষ্যতে বেশী মাছ এবং ভাল মাছ পাবার সম্ভাবনা থাকবে।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করে দেখছি বর্ষার সময় কয়েক বছর ধরে ইলিশ মাছ সেরকম পাওয়া যায়না। অনেক ধীবরের ধারণা এবং আমারও ব্যক্তিগত এই যে ধারণা বিভিন্ন নদীনালার মিঠা জল হুগলীনদীর মধ্য দিয়ে সমুদ্র পর্য্যন্ত নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। আমি জানতে পেরেছি কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ডহারবার ফলতার উত্তর অঞ্চল পর্য্যন্ত বর্ষার জল মিঠা হয়না—ফলে ইলিশ মাছ যেগুলি উত্তরমুখী আসত তার আসা বন্ধ হয়ে গেছে। আর একটা কারণ, ধীবরদের ধারণা হয়েছে ট্রলার ব্যবহার করার জন্য যে সময় মাছ ডিম পাড়ে—at the time of laying eggs অন্য দিকে চলে যায়। অবশ্য অন্য দিকের কথা বলা যেতে পারে, যেমন পদ্মার অন্য অংশে সেখানেও ইলিশের পরিমাণ কমছে। যাই হোক বাস্তব বুদ্ধির অভাব থাকার জন্য মৎস্য খাতে যে বরাদ্দ রাখছেন তা থেকে যতটা লাভ আমাদের হত তা হচ্ছেনা। যাতে মৎস্য সমস্যার সমাধান হয়, অগ্রগতি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

আর একটা দেখলাম সুন্দরবনের মৎস্যজীবীর ব্যাপারে যে টাকা বরাদ্দ ছিল তা উপযুক্তভাবে ব্যয় করা এখন পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, যেখানে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মণ সরবরাহ করতে হবে সেখানে মাত্র সরবরাহ হচ্ছে ১৪ লক্ষ মণ। সেজন্য বলি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। নইলে এত অভব যদি থাকে তাহলে দিনের পর দিন এই অবস্থা চলতে থাকবে।

Shri Chitto Basu : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে হিসাব দিলেন, সেই হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কি পরিমাণ মৎস্যের প্রয়োজন সেকথা উল্লেখ করেছেন। সেই হিসাবের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত হতে পারিনা। কারণ Advisory Committee, তাদের মত অনুসারে আমাদের ন্যূনতম প্রয়োজন হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য তিন আউন্স এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য দুই আউন্স এবং এই হিসাবে ধরার পর পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে যে অবস্থা তাতে ১ কোটি ১৪ লক্ষ অপ্রাপ্ত আর প্রাপ্ত বয়স্ক ১ কোটি ২৬ লক্ষ, তাদের প্রয়োজনের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের প্রয়োজন হবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন। এটাও প্রয়োজনের তুলনায় এমনই অকিঞ্চিতকর, কেননা U.S.A.তে মাথা পিছু ১২ আউন্স, U.K.তে মাথা পিছু ৯ আউন্স, আর এখানে মাত্র ৩ আউন্স আর ২ আউন্স। প্রয়োজনের একটা হিসাব আমার কাছে আছে, সেই হিসাবের authenticity সম্পর্কে আমি claim করছি না। একটা সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। সেই প্রকাশিত প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে আমাদের বর্তমানে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মণ মৎস্যের যেখানে প্রয়োজন সেখানে বাজারে সরবরাহ হচ্ছে মাত্র ২২ লক্ষ মণ। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন ১৪ লক্ষ মণ সরবরাহ করতে পারবেন। এই সরবরাহ সম্পর্কে আমাদের statisticsএ গোলমাল হতে পারে, যাইহোক আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ অপর্য্যাপ্ত এবং এটা একটা মূল্য বৃদ্ধির কারণ। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ আর একটা জায়গায় রয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন, বাজারে সরবরাহের পরিমাণ কম অপর্য্যাপ্ত, এর সুযোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশের বড় বড় আড়ৎদার, ধনিক ব্যবসায়ীরা গোটা বাজারকে

একচেটিয়া করে রেখেছে এবং তাদের আধিপত্য থাকার দরুণ তারা আজকে বাজারে দর উঠান নামান নিয়ন্ত্রণ করে। এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে মধ্যবিত্ত পরিবার আজকে মাছ যোগাড় করতে পারে না। কাজেই অভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাজারের এই কারসাজি ও একচেটিয়া ব্যাপার এটা যদি বিলোপ না করতে পারেন তাহলে মাছ পাওয়া সম্ভব হবে না। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহোদয়, আপনি দেখেছেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে Calcutta fishing market কে সরকার পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করা উচিত। এখানে কিছু কিছু বাজারকে সমবায় পদ্ধতিতে পুনর্গঠন করতে যাচ্ছেন, এটা আমরাও সমর্থন করি। একচেটিয়া বাজার কেড়ে নিয়ে সমবায় ভিত্তিতে যদি বাজার পরিচালনা করা যায় তাহলে কিছু সুবিধা হতে পারে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে, Co-operative reorganisation on co-operative basisএ fishing market করার জন্য ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু এই বৎসরে মাত্র বরাদ্দ হয়েছে ৫ হাজার টাকা। Dup sea fishing সম্বন্ধে একটা কথা না বললে পর আমার বক্তব্য পুরোপুরি বলা হবে না। এখানে যে পুস্তিকা দিয়েছেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের সরকার পক্ষ থেকে weight of catching (in Mds. weight) হয়েছে ৬৪৪২ টন, Sale proceeds ৮৪৪৪৬ টাকা। অর্থাৎ হিসাব করলে দেখা যাবে যে সরকার বাজারে ১৩ টাকা মণ হিসাবে বিক্রি করেছেন। যেখানে বাজারে মৎস্যের দর ৪।৫ টাকা সের সেখানে সরকার ১৩ টাকা মণ হিসেবে বিক্রি করলেন। লক্ষ্য করে দেখুন এখানে যে ৫টি trawler আছে, সেই trawler মেরামত করবার জন্য এবং maintenanceর জন্য বাৎসরিক খরচ হয়েছে ১৯৫৯-৬০ সালে ৪ লক্ষ টাকা, revised budgetএ ৪ লক্ষ টাকা এবং আমাদের এই বাজেটে ৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। অর্থাৎ এক একটি trawler মেরামত করবার জন্য ১ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। অপর পক্ষে আর একটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৭৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। কিন্তু এই department তা ব্যয় করতে পারলেন না; ব্যয় করলেন মাত্র অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা ৩৬ লক্ষ টাকা। এই ৩৬ লক্ষ টাকার মধ্যে departmentর খাতে মাত্র ২৩ লক্ষ টাকা, loan ১২ লক্ষ টাকা, এবং এই যে লোন দিলেন তাও উৎপাদকের কাজে ব্যয়িত হয়নি। যারা ঋণ পেয়েছে তারা অন্য কাজে এই টাকা ব্যয় করেছে বলে মৎস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি।

[11-20—11-30 a.m.]

Shri Gangadhar Naskar : স্পীকার মহাশয়, মৎস্য চাষের যে পদ্ধতি এঁরা করেছেন এই পদ্ধতিতে কংগ্রেস সরকার থাকা কালীন মাছের অভাব দূর করতে পারবেন না, কারণ মাছের অভাব দূর করতে গেলে প্রথমেই দরকার নদীনালা সংস্কার। ছোট ছোট নদীনালা দিয়েই সমুদ্র থেকে মাছের বীজ এসে মৎস্য সৃষ্টি হয়। আমরা দেখেছি পূর্বে আমাদের অঞ্চলে কৃষক কোনদিন মাছ কিনে খেতনা, কারণ তখন দেশে নদী নালার সংস্কার হত, নদীতে জোয়ার ভাঁটা ছিল। আর আজকাল কিহয়েছে, বারো মাসই মানুষের নিরামিষ ও একাদশী লেগে আছে। আমাদের ভাংগর, সোনারপুর অঞ্চলে ৫০।৬০ হাজার বিঘা জমিতে মৎস্য চাষ হয়। কিন্তু এই জমিতে গরীব ধীবররা মৎস্য চাষ করতে পারে না, তারা আপনাদের দলের লোকেরা, মাঃ সদস্য অতুলকৃষ্ণ রায়, ডেপুটিমিনিষ্টার অর্ধেন্দু বাবু এঁদেরই বড় বড় ফিসারী আছে। এই জমিগুলি ছিল স্থানীয় কৃষকদের। যেহেতু মৎস্য চাষে খুব লাভ সেই কারণে বিদ্যাধরী, পিয়ালী নদীর ময়লা জল দিয়ে কৃষকদের জমি জোরপূর্বক ভাসিয়ে দিয়ে জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়। এর ফলে জীবিকা

নষ্ট হওয়ার জন্য ১৯৫০ সালে কয়েক হাজার মৎস্য চাষী ধীবর মারা গিয়েছে। আজ ধীবর সম্প্রদায়ের অবস্থা কি? আজ তারা সর্বশান্ত হয়ে, সব কিছুই হারিয়ে তারা চুরি করতে বাধ্য হচ্ছে। তারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঋণও পায় না। সমাজে তারা মানুষ বলে গণ্য হয় না। ধীবরসম্প্রদায়ের এই দুর্দশা মোচনের জন্য সরকারের সচেষ্ট হওয়া দরকার।

Shri Renupada Halder : মাঃ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, বাংলাদেশের মানুষের মাছ ভাতই প্রধান খাদ্য। কিন্তু আজ মাছের অভাব এমন তীব্র হয়ে উঠেছে যে, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার সপ্তাহে দু'তিন দিনের বেশী মাছ খেতে পায় না। বাইরে থেকে যা আমদানী হয় এবং এখানে যা উৎপাদন হয় তা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। Nutrition Advisory Committeeর রিপোর্ট থেকে দেখছি আমাদের প্রয়োজন ১ কোটি ৭০ লক্ষ মণ প্রতি বৎসর, সে জায়গায় আমাদের এখানে উৎপাদন এবং বাইরে থেকে আমদানী সব মিলে হয় মাত্র ৭৪ লক্ষ মণ। কিন্তু এই ৭৪ লক্ষ মণের যে হিসাব সরকার দিয়েছেন তাও বিশ্বাস করি না। বাংলাদেশে ৬ লক্ষর উপর মৎস্য চাষী। তাদের ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেবার কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয় না— যা দেওয়া হয় তা অতি নগণ্য। মৎস্য চাষীদের small scale loan দেওয়ার জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয় সেই বরাদ্দও পুরোপুরি তাদের দেওয়া হয় না।

[11-30—11-40 a.m.]

মৎস চাষ যাতে দেশে বাড়ে সেইজন্য ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে যে সমস্ত পুষ্করিণী, খাল, হাজামজা পুকুর আছে সে গুলি সব সংস্কারের অভাবে পড়ে আছে এবং মাটি ভরাট হয়ে গেছে। সেগুলিকে সংস্কার করে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত খাল বিল acquire করা হচ্ছে land acquisition এর তরফ থেকে সে সমস্ত জায়গাগুলিকে পুনরায় বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ীদের এবং এর ফলে যেসমস্ত ব্যবসাদাররা বেশী করে মুনাফা লাভ করছে। এই গুলিকে বন্ধ করা হোক এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ব্যবসাদার যারা ফটকা বাজী করেন তাঁদের সেটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হোক। আমাদের ক্যানিং-এর রায়দীঘির বাজারে দেখেছি কোলকাতা সহর থেকে বড় বড় ব্যবসায়ীরা লরী করে গিয়ে সেখান থেকে কম দামে মাছ কিনে এনে বেশী দামে বিক্রী করে এবং স্থানীয় যারা মাছ বিক্রী করে তারা মুনাফা পায় না। এটা দূর করা দরকার, তা না হলে দাম কমানো যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলতে চাই যে যারা মৎস্য জীবি আছে তাদের সম্পর্কে বিশেষ করে চিন্তা করতে হবে এর ছোট পোনা বিক্রী যাতে ২।৩ মাসের মতন হয় সে সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে লোন দেওয়া উচিৎ। কল্যানীতে এই রকম একটা ছোট পোনা তৈরী করার ব্যবস্থা করেছেন—শুধু বাহিরের লোককে দেখানোর জন্য—কিন্তু তার ফল জনসাধারণ পায় না। এই রকম প্রহসন না করে যাতে পোনার ব্যবসা প্রত্যেকটা অঞ্চলে করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এই সঙ্গে আর একটা কথা বলব যে মৎস্য জীবি ছাড়া অন্যান্য যারা মাছের কারবার করে বিরাট মুনাফা করছে মাছখান থেকে মৎস্য জীবি সে সুযোগ পাচ্ছে না। সেজন্য বলব যে মৎস্যজীবিদের যদি অধিকতর সাহায্য দেওয়া হোক এবং তাতে দাম কমবে ও উৎপাদন বাড়বে।

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রীমহাশয় ফিগার দিয়া বলেন যে বাংলাদেশে মৎস চাষ প্রায় স্যাচুরেশানএ উঠে গেছে। এ বিষয়ে তাঁর অফিসাররা ইনটেলিজেন্সের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বাস্তবে এটা ঠিক নয়। বাংলাদেশে প্রায় ৫।৭ লক্ষ মৎসজীবি প্রায় বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। মাছ যারা ধরে তাদের জাল, নৌকা ইত্যাদি

নেই। দ্বিতীয় পুকুর পুষ্করিণীর প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ভাল ভাবে সংস্কার হয় না। কারণ এই সমস্তের যে সমস্ত ছোট ছোট মালিক আছে তাদের সেই অর্থের সঙ্গতি নেই। এখন উনি ভাবছেন যে স্যাচুরেশান হয়ে গেছে, কিন্তু এটা সত্যি নয়। এখন মৎসজীবিদের নিয়ে কোয়াপারেটিভ করে তাদের সাহার্য্য করলে মাছের উন্নতি করা সম্ভব এবং সেই চেষ্টাই করা উচিৎ। Tank Improvement Loan এর নিয়ম যা আছে তাতে যতদিন টাকা শোধ না হয় ততদিন পুকুর সরকারের অধীনে থাকবে। কিন্তু এই নিয়ম থাকলে প্রকৃত উন্নতি হবেনা।

এটা জেনে রাখুন। কাজেই এখন সরকারের উচিত হচ্ছে এই সমস্ত পুকুরগুলো তাঁদের নিজ দায়িত্বে সংস্কার করে সেখানে মৎস্যজীবীরা কো-অপারেটিভের সাহায্যে মাছের চাষ করান। কিন্তু যদি মালিকদের কাছ থেকে এগুলো টাকা দিয়ে নিতে হয় তাহলে কিন্তু পুকুরগুলো নষ্ট হবে, কাজেই এই নিয়ম পরিবর্তন করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কাজও করুন এবং সেটা হোল মৎস্যজীবীদের জমিজমা নেই বলে সিকিউরিটির অভাবে তাদের যে লোন দেওয়া হয়না এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করুন। তারপর কোষ্টাল ফিসারীকে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভের মারফৎ প্রডিউসএর উপর লোন দেবার ব্যবস্থা করুন এবং এবারে তারা গঙ্গার মুখে বালি জমে যাওয়ার জন্য ইলিসমাছ ধরতে পারেনি বলে যে তাদের লোন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন সেটা পুনরায় দিয়ে এইসব মৎস্যজীবীদের সাহায্য করুন। তবে একটা কথা এখানে না বলে পারছিনা যে, ডিপ-সি-ফিসিংএর ব্যাপারে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন তাতে আপনাদের গায়ে লাগেনা, কিন্তু যেহেতু মৎস্যজীবীরা ইলিসমাছ ধরতে পারলনা অমনি তাদের লোন দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। তারপর ধুলিয়ানে যখন মাছের ডিম ধরা হয় তখন তাদের উপর ইজারাদাররা নানা রকম অত্যাচার ও জুলম চালায়, কাজেই ফিসারী ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে কেউ সেখানে গিয়ে যাতে তারা ডিমগুলো ভালভাবে ধরতে পারে তার ব্যবস্থা করুন তবে শুধু ওখানেই নয়, সুবর্ণরেখাতেও যখন ঐ একই অবস্থা চলছে তখন সেখানকার জন্যও ব্যবস্থা করুন। তারপর আগে যেমন মৎস্যজীবীরা স্বাধীনভাবে মাছ চাষ করত সেটা এইন গভর্ণমেন্টের হাতে খাল আসার পর বন্ধ হয়ে গেছে এবং ইজারাদাররাই এখন ইজারা দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করছে। কিন্তু আমার মনে হয় মৎস্যজীবীরা যাতে ঐ সব ইজারাদারদের হাতে না পড়ে তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা ফিসারী ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে করে দেওয়া উচিত। তারপর যখন ডিপ্-সি-ফিসিং হচ্ছে তখন সমুদ্রের মাছের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য যদি কিছু কিছু রিসার্চ স্কলার এবং তাঁদের সঙ্গে মৎস্যজীবীদের পাঠান হয় তাহলে তাঁরা ট্রলারের সাহায্যে সমুদ্রের বিভিন্ন ধরণের মাছ এবং শেলে ভেটকি প্রভৃতি গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে পারে। তারপর মেদিনীপুর ক্যানেল হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে মেদিনীপুরে গিয়েছে কাজেই সেখানটা টেষ্ট রিলিফের দ্বারা করুন আর যার দ্বারাই করুন এক্সকাভেট করে, লক গেট করে যদি জল রাখবার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে যেমন মৎস্য চাষের জায়গা বাড়বে ঠিক তেমনি মৎস্যজীবীদেরও মাছের ডিম রাখবার সুবিধা হবে। তা ছাড়া রেললাইন এবং ন্যাসনাল হাইওয়ের দুধারে যে ডিচ্গুলো আছে সেগুলো যদি ভাল করে কেটে দেন তাহলে সেখানে মৎস্যচাষ হবে মৎস্যজীবীদের উন্নতি হতে পারে। তারপর উনি যখন কৃষিবিভাগেরও মন্ত্রী তখন যে সমস্ত জলাজমিতে ক্যানেল নেই সেখানে যদি রিজার্ভার করে দেওয়া হয় তাহলে ঐসব জলা জমিতে ইরিগেসনের সাহায্যে যেমন ডবল ক্রপিং হতে পারে ঠিক তেমনি আবার মৎস্য চাষও হতে পারে এবং এই ভাবে কান্টিভেসন ও মৎস্য চাষ বাড়লে দেশের লোকের অনেক সুবিধা হবে। যা হোক, এই হচ্ছে আমার মোটামুটি বক্তব্য, তবে সরকার এগুলোর ব্যবস্থা করবেন সে আশা যদিও করিনা তবে মন্ত্রীমহাশয় উত্তর দেবার সময় যদি এ সম্বন্ধে কিছু বলেন তাহলে খুব খুসী হব। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[11-40—11-50 p.m.]

Shri Hemanta Kumar Ghosal: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, সাধারণভাবে আমার মনে হয় যে একমাত্র মৎস্যজীবীরাই হচ্ছে আসল লোক যারা মাছের উৎপাদন বাড়াতে পারে। তরুনবাবু এখানে তথ্য দিয়ে জানালেন যে বাংলাদেশে ৬ লক্ষ মৎস্যজীবী পরিবার আছে, কিন্তু তাদের অবস্থা কি সে সম্বন্ধে তিনি যদি কিছু আমাদের জানাতেন বা সে সম্বন্ধে যদি কিছু হিসেব-নিকেশ থাকত তাহলে আমাদের পক্ষে সমস্ত জিনিসটা বুঝবার সুবিধা হোত।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে প্রকৃতপক্ষে যারা মাছের উৎপাদন বাড়াবে তারা আজকে কোন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সেটার একটু হিসাব দেবেন কি? আমরা যেটা দেখছি তাতে তাদের অধিকাংশ লোকের এই ব্যবসাতে নিযুক্ত হওয়ার আর অবস্থা নেই, নিজের নিজের যে জাত ব্যবসা সেটাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যভাবে বাঁচবার পথ তারা খুঁজে নিচ্ছে। তাদের এই জাত ব্যবসা এখন ধ্বংসের মুখে। সেজন্য তাদের পুনর্বাসন করবার কি ব্যবস্থা আছে এবং বর্তমানে তারা যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থা থেকে তাদের আবার ফিরিয়ে এনে নিজের জাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কি পরিকল্পনা আছে সেটা আমরা জানতে চাই। তাদের ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যবসায় দাঁড়াবার কোন ক্ষমতা নেই কারণ, কিছু একচেটিয়া মালিক, মহাজন এবং বড় বড় আড়তদার তাদের দাদন দিয়ে কলকাতা এবং আশেপাশে মাছ মজুত করেন। তাঁরা যেটুকু দাদন দেন সেটা খুব চড়া সুদে দিয়ে তাদের কিনে নেবার ব্যবস্থা করেন। তারা যে উৎপাদন করে সেই উৎপাদের যে মূল্য সেই মূল্য তারা পায়না, দাদন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাম ফিক্সড্ করা থাকে, যার জন্য মাছের ব্যবসাতে তারা যা কিছু করে তার উপর বেঁচে থাকার ক্ষমতা তাদের থাকে না। মাছ যে দিন তারা ধরে তার পরের দিন বাড়ীতে ফিরে যাবার পর তাদের বাঁচার আর কোন সংস্থান থাকে না। এইভাবে তারা শেষ হয়ে যাচ্ছে। একচেটিয়া মালিক, কিছু মুনাফাখোর, দাদন দাতা এদের উপর এমনভাবে কব্জা করেছে যে এদের নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। এই একচেটিয়া মুনাফাখোর মহাজনী মালিকদের হাত থেকে এদের বাঁচাবার কি পরিকল্পনা আছে সে সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন তাহলে কিছু উপকার করা হবে এবং তাদেরও কিছু মঙ্গল করা হবে। আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন অনেক কম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যতটুকু উৎপাদন হয় তার দাম বাজারে নির্ধারণ করা যায় না। তার একমাত্র কারণ উৎপাদন যে কমে যাচ্ছে তার জন্য নয়, কয়েকটা মুষ্টিমেয় মালিক এই মাছগুলির উপর কব্জা করে ইচ্ছাকৃত ভাবে দাম বাড়াবার বন্দোবস্ত করে। তার থেকে মুক্তি পাবার ব্যবস্থা মৎস্য বিভাগের আছে কিনা জানিনা; যদি থাকে তাহলে সেটা জানাবেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে যে বাজারে মাছের আঁশ পর্যন্ত ওজন দরে বিক্রি হচ্ছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে বিরাট সুন্দরবন অঞ্চলে যদি প্যাডি-কাম-ফিসারী হয় তাহলে ১ বছরে যেটুকু বাড়তে পারে তার যে কোয়ানটিটি সেই কোয়ানটিটি বর্তমান কোয়ানটিটি থেকে অনেক বেশী হবে। ওখানে যেসব মৎস্যজীবী আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই প্যাডি-কাম-ফিসারী তৈরি করবার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। এই পরিকল্পনাটাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে যে উৎপাদন হয় তার পরিমানটা যাতে বাড়ান যেতে পারে তার কোন ব্যবস্থা নেই। সেজন্য আমি কয়েকটা সাজেসান দিচ্ছি—প্রথম হচ্ছে, একচেটিয়া মুনাফাখোর মহাজনী মলিকদের কব্জা থেকে মৎসজীবীদের রেহাই দেবার ব্যবস্থা করা; দ্বিতীয় হচ্ছে, যেটুকু উৎপাদন হয় তার দাম সঠিক ভাবে বাজারে বেঁধে দেওয়া এবং তৃতীয় হচ্ছে, প্যাডি-কাম-ফিসারী তৈরী করা। এগুলি করার কোন এ্যারেঞ্জমেণ্ট সরকারের আছে কিনা সেটা আমরা জানতে চাই।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এখানে যে আলোচনা হয়েছে তার মূল বক্তব্য হচ্ছে দুটো। একটা হচ্ছে আমাদের ফিস যা দরকার তারচেয়ে কম সরবরাহ করা হচ্ছে এবং আর একটা হচ্ছে ফিসারম্যানদের পুরোপুরি সাহায্য করা হচ্ছেনা বলে বলেছেন। আমি প্রথমেই বলতে চাই বিজয়বাবু যে কথা বল্লেন লোন দেয়ার কোন বন্দোবস্ত আমরা রাখিনি এটা ঠিক নয়। লোন দেয়ার বন্দোবস্ত রয়েছে এবং আমরা ফিসারম্যানদের লোন আগেও দিয়েছি, এ বছরও দেবো। এখানে বিভিন্ন বক্তা যেকথা উল্লেখ করলেন আমি প্রত্যেকটা বক্তার নাম না করে সাধারণভাবে পয়েণ্টগুলির য়্যানসার দিতে চাই। এখানে বিভিন্ন পয়েণ্টস উঠেছে। হেমন্তবাবু এবং আরো কেউ কেউ বলেছেন—কেউ বলেছেন ৮ লক্ষ ফিসারমেন ফ্যামিলী ছিল কেউ বলেছেন ৬ লক্ষ ছিল। কিন্তু আমার বিভাগের তথ্য হচ্ছে ১ লক্ষ ৮ হাজার ফিসারমেন ফ্যামিলী রয়েছে যারা ফিসারীর উপর নির্ভর করে থাকে। আজকে এখানে কথা উঠেছে যে আমাদের এখানে ডিম এবং ছোট ছোট মাছ খেয়ে ফেলার ফলে বড় মাছ হয় না। একদিক থেকে এটা সত্য কিন্তু আমি জানাই প্রণ এবং ফ্রাই আমাদের দেশে যা উৎপন্ন হয় তা দরকার হচ্ছে বেশী এবং প্রতি বছর আমরা প্রচুর পরিমাণ প্রন এবং ফ্রাই বাইরে বিক্রী করি। আমাদের যদিও এটা বন্ধ করলে ভাল হত কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আমরা সেই অবস্থায় এখন পৌছাতে পারিনি যাতে করে আমরা সব প্রণ এবং ফ্রাই ইউটিলাইজ করতে পারি আমাদের দেশে। এখানে রামানুজবাবু যেকথা বলেছেন আমার সংগে এবিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছিল এই য়্যাসেম্বলীর উপরের ঘরে বসে এবং সেই সময় তাঁরা বলেছিলেন যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের গংগাতে সুইট ওয়াটার সাপ্লাই বেশী করে বাড়াতে পারছি ততদিন পর্য্যন্ত আমরা হিলসা মাছের বন্দোবস্ত ভালভাবে করতে পারবো না। তবে গংগার হিলসা মাছ নিয়ে আসার জন্য যা করা দরকার সেটা আমরা সুরু করেছি এবং যতদিন পর্য্যন্ত তা শেষ না হবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এখানে শ্যামাবাবু এবং হেমন্তবাবু বলেছেন যে আমাদের ফিসারম্যানদের কোন সুবিধা করে দেয়া হচ্ছেনা এবং বড় বড় কয়েকজন মাছের মালিক মাছের বাজার দখল করে রাখছে। আমি তাঁদের একথা বলতে চাই যে বড় বড় কয়েকজন মাছের মালিকের পক্ষে বাজারকে চড়িয়ে রাখা সম্ভব হতনা যদি আমাদের প্রোডাকসন বেশী হত এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং বড় বড় মাছের মালিকেরা যাতে বাজার চড়িয়ে না রাখতে পারে তার বন্দোবস্ত হচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা বিভিন্ন ডিষ্ট্রিকটে একটা কোঅপারেটীভ তৈরী করবো। অলরেডী আমাদের ৪শোর বেশী কোঅপারেটীভ রয়েছে এবং ৫০টা বড় বড় কোঅপারেটীভ আমরা তৈরী করবো এবং এই কোঅপারেটীভ থেকে যে মাছ হবে তারজন্য ডিষ্ট্রিকটে আমরা ১০টা কোঅপারেটীভ মার্কেটিং তৈরী করবো যার থ্রু দিয়া আমরা কোঅপারেটীভের মাছ গুলি বিক্রী করবো। সংগে সংগে কোলকাতা সহরে আমরা যাতে করে মাছের দর রেষ্ট্রিক্ট করতে পারি তারজন্য কোঅপারেটীভ মার্কেটিং করবো যার থ্রু দিয়ে আমরা মাছ গুলি বিক্রী করবার বন্দোবস্ত করবো। অতএব আমরা কিছু করছিনা বল্লে ভুল বলা হবে। আমরা করবার বন্দোবস্ত করছি। কয়েকজন সদস্য বলেছেন যে পুকুরগুলিকে যদি সংস্কার করা যায় তাহলে আরো বেশী করে আমরা মৎস্যের চাষ করতে পারি কিন্তু আমাদের ১২ লক্ষ একর জমির মধ্যে ৮ লক্ষ একর সংস্কার করা হয়েছে এবং এই ৪ লক্ষ একরের যদি সংস্কার করি তাহলে যে মাছ পাবো তাতে করেও আমরা পশ্চিমবংগের চাহিদা মেটাতে পারবো না। তবে আমি বলবো যে পুকুর সংস্কারের ডিফিকালটী রয়েছে যেকথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। কারণ এক একটা পুকুরের ১০।২০।৩০।৪০ জন করে মালিক হয়ে যাবার ফলে অনেকক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। এর দুটো উপায় আছে—একটা উপায় হচ্ছে কৃষি বিভাগ থেকে আমাদের ক্ষমতা রয়েছে ট্যাংক ইমপ্রুভমেণ্ট য়্যাক্ট মারফৎ এই পুকুরগুলি সরকার থেকে নিয়ে নেওয়ায়। আপনারা কি এটা সমর্থন করবেন যদি নিয়ে নিই? আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে যে পুকুর আমরা পাবো সেই পুকুর দিয়ে

একদিক দিয়ে আমরা সেচের বন্দোবস্ত করতে পারবো এবং অন্যদিক দিয়ে আমরা মাছের চাষ করতে পারবো। সেই পুকুরের যা সংস্কার দরকার হবে তা আমাদের করতে হবে আমরা তা চেষ্টা করবো। তবে এই সমস্ত মালিকদের একত্রীভূত করে যদি তাদের দিয়ে করানো সম্ভব হয় তাহলে আমরা তাদের দিয়ে করাবো এবং তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে লাষ্ট resort হিসাবে আমরা সরকার থেকে তা' করবার চেষ্টা করবো।

[11-50— 12 noon.]

অবশ্য Proviso হচ্ছে First priority আমরা দিচ্ছি—আগে যে মালিক ছিল—তাকে দিতে চাই। কিন্তু এব্যাপারে আমরা চাইব প্রত্যেকটী সদস্যের সহযোগিতা। কাজেই ঐ একটা পুকুরের ফিসারী নিয়ে যদি আপনারা সবাই এসে পড়েন, তাহলে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হবেনা।

আর একটী কথা আপনাদের জানাতে চাই—কিছুদিন আগে আমি সমস্ত Tank Improvement Officerদের কলকাতায় এক মিটিং ডেকেছিলাম। Agricultureএর এঁরা হচ্ছেন অফিসার। সেখানে একটা বড় অসুবিধার কথা জানাই—সেটা হলো এই—পুকুর সংস্কার করা হলে দেখা গেল বৃষ্টি না হলে আর সেখান থেকে সেচের জল পাওয়া গেল না ; বা যে জল আছে সেখান থেকে সেচের জল নিয়ে গেলে পুকুরের জল এত নীচে নেমে গেল যে তাতে আর মাছ বাঁচবে না। তাই আমি Tank Improvement Officerদের বলেছি ভবিষ্যতে যে সমস্ত পুকুর সংস্কার করা হবে, তা এমন deep করে কাটতে হবে, ধরে নিতে হবে যে বছর drought হবে, সে বছরও চাষের জল দিয়েও পুকুরে মাছ বেচে থাকতে পারে, সেইভাবে deep করে পুকুর কাটার বন্দোবস্ত করতে হবে। যেহেতু মৎস্য বিভাগ, বন বিভাগ, কৃষি বিভাগ allied—agricultureএর মধ্যে পড়ে বলে আমরা কমিটী করে ঠিক করে রেখেছি যারা Tank Improvement Officer রয়েছে, তাদের বলা হয়েছে, তারা যখন ঐ কাজ করবে, তখন Fishery অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে—একাজ করবে।

তারপর একথা বলতে চাই—deep sea fishing সম্বন্ধে একমাত্র চিত্তবাবুই কথা তুলেছেন যে এই deep sea fishingএ লোকসান হয়েছে ; মাছের যে দর তাতে যে টাকা পাওয়া উচিত ছিল, তা পাওয়া যায়নি। এর main কারণ হচ্ছে অনিয়মিত supply. হয়তঃ একটা জাহাজ এসে পৌছিবার দশদিন পরে আর একটা জাহাজ পৌছিবে, তারপর পনের দিন পরে আর একটা আসবে এই রকম regular supply না আসার দরুণ বাজারে Sea fish সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারেনি বা তার demand ও create করতে পারিনি সেইজন্য একটা কমিটা বা বোর্ড করে তাদের হাতে এই deep sea fishingএর ভার দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য জাপানী বিশেষজ্ঞ বোম্বে এসেছেন এই deep sea fishing সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক করা হয়েছে যাতে করে এটাকে একটা rgular business footingএ দাড় করান যায়। আর Coastal Fishing একটা বড় জিনিষ, আমরা তার Potentiality জানিনা। তবে এটা পুরাপুরি utilise করতে পারলে নিশ্চয়ই আমরা মাছের দর কমাতে পারবো এবং উৎপাদনও বাড়াতে পারব। এই জাপানীদের সঙ্গে ঠিকমত আমরা যোগাযোগ করতে পারলে, আমরা আশাকরি পরের মাসে এই deep sea fishingএর যা অবস্থা রয়েছে তা আরো বেশী business like wayতে দাড়িয়েছে। fishary যে অবস্থায় রয়েছে, তাতে মৎস্যজীবীরা খুবই কষ্টের মধ্যে রয়েছে। আমার constituency হাবড়ায় দেখেছি বুনোবাগ্‌দী যারা মৎস্য চাষ করে খায়। তাদের একটা

অংশের অবস্থা খুবই খারাপ। তাদের এই দুরবস্থার হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে, Fisheryর উন্নতি করতে হলে একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের Co-operativeএর মধ্যে নিয়ে আসা। আর সাধারণভাবে সাহায্য দিয়ে যেখানে তারা মাছ ধরতে পারে, তার বন্দোবস্ত করতে হবে। সহজে বলে গেলেই হ'ল, নদীনালা সংস্কার করলেই সব ভাল হবে! কিন্তু তারজন্য কেবল দুশো চারশো কোটী টাকা খরচ হবে, তা নয়। Potentialities যা রয়েছে, আর মূলধন যা রয়েছে, তাই দিয়ে করতে হবে। একথাও চিন্তা করতে হবে।

তারপর Paddy-cum-fisheryর যে suggestion আছে, সে সম্বন্ধে আমি জানাতে চাই—আমাদের সরকার রেলকে already move করেছে। বিল বাওড় যা আছে তা Private fisheryর জন্য দেওয়া হয়েছে বললে ভুল বলা হবে। আমরা সেগুলো Co-operative form করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর রাস্তার দুধারে যে পুকুর রয়েছে, তাতে জল কয়দিন থাকে? সেখানে মাছ চাষের জন্য টাকা ঢেলে কি করবো জানিনা! তাছাড়া আমাদের পাট পচানোর জন্যও তো জমি দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্য চাষ বৃদ্ধি করবার জন্য যা কিছু সম্ভব করবেন। মাছের সরবরাহ যদি বৃদ্ধি করা যায়, সস্তায় লোকে মাছ পায়, তাহ'লে এর দ্বারা আমরা গ্রামীন অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে পারবো।

কাজেই এখানে যে সমস্ত কাট্-মোসান এসেছে, আমি তার বিরোধিতা করে একথাই বলবো এ ব্যাপারে আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটী হবে না যদি আপনাদের সকলের সহযোগিতা পাই। I oppose all the cut motions.

Mr. Speaker : Except cut motion Nos. 18 & 23 on which division has been asked for, I put all the other cut motions under Grant No. 24 to vote.

[The motions were then put and lost.]

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Choudhury that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40- be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bejoy Krishna Madak that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40 Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri S. A. Farooqui that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced byRs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Heads 40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—110

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda

Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri, Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Phanis Chandra
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—43

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal

Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kouar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mandal, Shri Haran Chandra
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 43 and the Noes 110, the motion was lost.

[12—12-10 p.m.]

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 33,77,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40-Agriculture-Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—111

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Srimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamdas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A.K.M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath

Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—41

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Das, Shri Sunil
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna

Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 41 and the Noes 111, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh that a sum of Rs. 33,77,000 be granted for expenditure under Grant No. 24, Major Heads "40-Agriculture-Fisheries" was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT No. 15

Major Head : 27-Administration of Justice.

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, I beg to move that a sum of Rs. 95,52,000 be granted for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice."

The estimates of the expenditure for the current financial year 1960-61 and the next financial year 1961-62 are as follows :—In 1961-62 the voted amount was 95,52,000. In our present estimate it is 89,85,000. In 1961-62 the Charged item was 31,87,000. In 1960-61 it was reduced to 31,35,000. Therefore, there is a difference of 6,19,000. The increase is the sum total of increases and decreases of expenditure under various Heads. The increase has occurred under "Civil and Sessions Courts". This is due mainly to the proposed appointment of three direct recruits from the bar to Higher Judicial Service, and to the appointment of Registrars in each District to help the District Judges in the administrative matters, and lastly due to the adjustment of pay and allowances of the members of the Higher Judicial Service. There are at present seven direct recruits from the Bar to the Higher Judicial Service. In addition to that three such direct recruits from the Bar are proposed to be appointed during the next year. With a view to checking corruption and also to strengthening the administrative machinery in the Courts in the Districts, Government have decided to appoint a Registrar of the status of a Munsif in each District. The posts of 17 munsif have been sanctioned by the Government for this purpose. The details are under examination in consultation with the High Court. The provision for anticipated increase in expenditure on this account has been made in the next year's budget.

Lastly, there will be some additional expenditure due to adjustment of pay and allowances of the members of the Higher Judicial Service as a result of the promulgation of the West Bengal Higher Judicial Service (Pay on Promotion) Rules, 1960. Further, a total sum of

Rs. 31,87,000 will be required under Items 'High Court, Sheriff and Reports—Reporters, Charges in England'. The expenditure in respect of these items is charged upon the Consolidated Fund of the State and, as such, not required to be submitted to the vote of the Assembly. The Budget estimate under these items exceeds that for the last year by 52,000. This is due mainly to pay and allowances of the additional staff sanctioned temporarily to cope with the increased volume of work of the High Court, normal increments in pay and allowances of the regular staff by the courts and the increased contingent expenditure consequent on the retention of the two additional Courts.

Mr. Speaker : I take it that all the cut motions are moved.

Shri Renupada Haldar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shr Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prova Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice', be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Dr. Brindabon Behari Bose : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head '27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced to Re. 1/-

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice", be reduced to Re. 1/-

Shri Apurba Lal Majumdar : মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি প্রথমে আমাদের ফৌজদারী বিচারে জুরী প্রথার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রাখবো। এই জুরী প্রথা ফৌজদারী বিচারকে শুধু কলঙ্কিতই করেনি, সমস্ত বিচার বিভাগ এবং বিচার পদ্ধতিকে একটা প্রহসনে পরিণত করেছে। আমরা দেখছি ভারতবর্ষের বহু জায়গা থেকে ইতিমধ্যেই জুরী প্রথার উচ্ছেদ করা হয়েছে; অন্ধ্রে, আসামে, উড়িষ্যায়, কেরলে, পাঞ্জাবে, রাজস্থানে এবং উত্তর প্রদেশে ইতিমধ্যেই জুরী প্রথার উচ্ছেদ শুধু হয়নি সেখানে বিভিন্ন প্রদেশে যেসব কমিটি ধার্য্য করা হয়েছিল সেই কমিটির তরফ থেকে এই জুরী প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছিল। আমরা দেখেছি মাদ্রাজ Presidency townএ এবং বম্বে Presidency townএ এখনও জুরী প্রথা চালু আছে কিন্তু greater Bombay অর্থাৎ বম্বে townএর বাইরে বা মাদ্রাজ Presidencyর বাইরে জুরী প্রথা মাদ্রাজ এবং বম্বেতে ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে জুরী প্রথা কেন এখনও চালু আছে তা ঠিক বুঝতে পারিনা। Law Commissionএর 14th report যা বেরিয়েছে তাতে এর বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছে যে জুরী প্রথা আমাদের ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এবং এর দ্বারা আমাদের দেশের ফৌজদারী বিভাগের যে বিচার সেই বিচার কলঙ্কিত হয়ে চলেছে। জুরীর পক্ষপাতিত্বের দ্বারা এবং non-judicial considerationএর দ্বারা তাদের verdict প্রভাবিত হয় বলে আমাদের দেশে ন্যায় বিচার হয় না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ১৫টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলাতেই Jury system চালু আছে এবং বাকী জেলাগুলিতেও এই জুরী প্রথা extend করার ব্যবস্থা করছেন। এর বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বিহারে ১৭টি জেলার মধ্যে ১০টি জেলায় এই প্রথা চালু আছে; মধ্যপ্রদেশে ৪২টি জেলার মধ্যে ৩টি জেলায় চালু আছে; মহীশূরে ১৯টির মধ্যে ৯টি জায়গায়। আমরা যদি ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ একটা ছবি নিই, তাহলে দেখবো ভারতবর্ষে অধিকাংশ জেলা থেকে এই জুরী প্রথার ইতিমধ্যেই বিলোপসাধন করা হয়েছে। ভারতবর্ষে এই প্রথা এসেছিল ১০০ বৎসর আগে, ইংরেজ প্রভুরা আমাদের উপর এই জুরী প্রথা চালু করেছিল, এবং তাদের সেই বিদেশী প্রভাব থেকে এখনও মুক্ত হতে পারিনি। পশ্চিমবঙ্গের যারা বিচার বিভাগের কর্ণধার ও আমাদের মন্ত্রীরাও গত ১০০ বৎসর ধরে আমাদের দেশে চালিয়ে এসেছেন ইংলণ্ডের জুরী প্রথার অন্ধ অনুকরণ করে। কিন্তু সেই প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য আমরা এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিনি। আমরা দেখছি যে ইংলণ্ড এই প্রথা আমাদের দেশে চালু করেছিল, সেই ইংলণ্ডেই ১৮৫৪ সালের পর থেকে এই জুরী প্রথার বিচার পদ্ধতির বিশেষ চালু নেই। ইংলণ্ডের গত ১০০ বৎসরের ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো ইংলণ্ডে 2 to 3 percent ব্যাপারে এই জুরী প্রথা চালু আছে আর বাকী জায়গায় এই জুরী প্রথা ব্যবহৃত হয় না। শুধু তাই নয়, আমেরিকায় দেখুন সেখানে constitutional rights আছে, প্রত্যেক আসামীকে অধিকার দেওয়া হয়েছে সে ইচ্ছা করলে Jury systemএ তার বিচার সে পেতে পারবে। কিন্তু আমেরিকায় constitutional right দেওয়া সত্ত্বেও দেখা গিয়েছে যে অধিকাংশ জায়গায় আসামীরা এই অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করে না। Constitutionএ এই অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও তারা Judgeর underএ বিচার পাবার পক্ষপাতী। কারণ আজকে দেখা গিয়েছে যে, যেধরণের মানুষকে আজকে জুরীর পর্য্যায়ে বসান উচিত সেই ধরণের লোক, এমন কি আমেরিকার মত জায়গায়, সব সময় পাওয়া যায় না। এরজন্যই constitutional rights থাকা সত্ত্বেও তারা এই জুরী প্রথায় বিচার পছন্দ করেনা। এমন কি continent of Europeএ দেখা গিয়েছে যে এই জুরী প্রথায় বিচারে fairness এবং Justice

ঠিকভাবে হয় না বলে তারা তা তুলে দিয়েছে। এই কারণে ১৯৪১ সালে ফ্রান্স থেকে এই প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু ফ্রান্স নয়, continent of Europeএ এ প্রথা নেই। একমাত্র Englandএ Jury systemএ বিচার হোত তাও ১৮৫৪ সালের পর থেকে সেখানে অধিকাংশ জায়গায় এই জুরী প্রথার বিলোপসাধন করা হয়েছে।

[12-10—12-20 p.m.]

আমাদের ভারতবর্ষেও এই জিনিষ নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই ব্যাপারে বিহারে যে Bihar Jury Committee appointed হয়েছিল, তাঁরা তাদের রিপোর্টে পরিষ্কার বলেছেন এই Jury system চালু থাকা উচিত নয়, তুলে দেওয়া উচিৎ। Jury committeeর recommendation অনুসারে এই জুরী প্রথা তুলে দেওয়া উচিৎ। এই সম্পর্কে বিহারের যিনি acting Cheif Justice, তাঁর একটা মন্তব্য এখানে আমি আপনার সামনে উত্থাপন করতে চাই; তিনি King Vs. Baldeo caseএ মন্তব্য করেছেন, 'The unsatisfactory manner in which the system is working is notorious and all those connected with the administration of criminal justice in the country must know of numerous cases of miscarriage of justice.'

মাঃ স্পীকার মহাশয়, Bihar Jury Committeeর কথা আমি এখানে উল্লেখ করলাম, উত্তরপ্রদেশেও U.P. wanchoo committee appointed হয়েছিল—সেই wanchoo committeeর মন্তব্য যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে জুরী প্রথার criminal trial miscarriage of Justice হয় এবং তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে, Jury system তুলে দেওয়া দরকার। এই Wanchoo committeeর রিপোর্ট দেখলে দেখতে পাবেন যাঁরা এই কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বড় বড় jurists ছিলেন, জজ ছিলেন—তাঁরা প্রত্যেকে মন্তব্য করেছেন Jury system abolish করে দেওয়া উচিৎ। এই Wanchoo কমিটির reportর ভিত্তিতে 10th October, 1953 এই জুরী প্রথা উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। বোম্বের কথা আমি আগেই বলেছি। Greater Bombayতেই শুধু Jury system চালু আছে। কিন্তু কিছুদিন আগে Bombay High Court এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—এবং সরকারকে অনুরোধ করেছেন যে, Greater Bombay অঞ্চল থেকেও এই জুরী প্রথা তুলে দেওয়া উচিৎ—তার কারণ miscarriage of justice এতে অত্যন্ত বেশী হচ্ছে। তাঁরা এই আশাও প্রকাশ করেছেন যে, বোম্বে সরকার তাঁদের সুপারিশ গ্রহণ করে Greater Bombay থেকে জুরী প্রথা সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করবে। এখানে U. P. of Wanchoo Committeeর রিপোর্ট থেকে একটা লাইন উদ্ধৃত করতে চাই, 'The Committee has been impressed by the almost consensus of opinion that the system of trial by jury has in actual practice resulted in unsatisfactory verdicts—sometimes even in miscarriage of justice – in the prevailing condition of selection of jurors. Therefore, it recommends that serious offences shall not be triable by jury."

কাজেই আমাদের বাংলাদেশে এখন পর্য্যন্ত জুরী প্রথা আঁকড়ে থাকবার কি কারণ আছে আমরা বুঝতে পারছি না। মাঃ স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন জুরার হিসাবে যারা বসেন তাঁরা কোন

status থেকে আসেন, তাঁরা কোন পর্য্যায়ের লোক। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যেসমস্ত জুরার বিভিন্ন কোর্টে বসেন তাঁরা এত easily approachable এবং ঘুষ দিয়ে তাদের verdictকে বিকৃত করে দেওয়া যায়—যার জন্য কোর্টে দাঁড়িয়ে আমাদের বলতে হয় jurors are perverted, তাঁদের verdict perverted। কাজেই বাংলাদেশ আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তার যদি আশু প্রতিকার করা না যায় তাহলে বিচার বিভাগে Justice পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত। আপনার সাম্‌নে দুয়েকটা case দেব। হাওড়ার বরেন্দ্রনাথ পারেল, ৩০২ ধারার আসামী ছিল, unanimous verdict হয়েছিল guilty বলে, কিন্তু এই unanimous verdict of guiltyর বিরুদ্ধে জজ এই রায় miscarriage of justice দোষে দুষ্ট এবং pervested বলে High Courtএ refer করতে বাধ্য হন। High Court এই unanimous verdict of jurors অগ্রাহ্য করে বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন এবং miscarriage of justice হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। কাজেই সমস্ত দিক বিবেচনা করে, judicial trial, criminal trial যদি ঠিকভাবে পরিচালিত করতে হয় তাহলে জুরী প্রথা উচ্ছেদ করা ছাড়া উপায় থাকে না। ১৯৩১ সালে 27th August তারিখে মহাত্মা গান্ধী Young Indiaতে তীব্র মন্তব্য করেছিলেন এই jury systemএর বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও এই প্রথা চালু রাখা হয়েছে কেন বুঝতে পারিনা। Fourteenth report of the Land Commissionএ আছে it is a mockery। সময়াভাবে separation of executive and judiciary সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা গেল না। Superannuated magistratesদের সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারলাম না। শেষকালে মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব, এই Jury system abolish করুন।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: My cut motion refers to the waqf estates. But before going in to it I would like to draw the attention, through you, of the whole House to the last point made by Mr. Apurba Lal Majumdar. We have been crying hoarse for this every year; we have brought cut motions. It is a universal demand; it is a universally accepted principle, that in order to prevent miscarriage of justice the first elementary thing necessary is that the Judiciary must be separated from the Executive. This has been a demand which has been universally accepted. It has also been accepted by the Treasury benches. They have said, "we are going to do something about it"; but so far we are absolutely in the dark as to how far they have proceeded; whether they mean to do it at all. I hope the Judicial Minister will give us some idea as to when they are going to execute it and accept the public demand.

In the first year of the life of this Legislature I brought a Bill in order to amend the West Bengal Waqf Act of 1934. I withdrew it on the express promise of Dr. Roy that he would himself bring a more comprehensive Bill on similar lines after consultation with leaders of Moslem thought. Since then every year I have been reminding him of his promise. His reply has been that this Bill is in the hands of his lawyers. Is it true, Sir? Is it a fact that his lawyers have not been able to draft one single amending Bill during the last three years? Or is it just cold-storage of an unwanted nuisance.

The result has been that almost all the waqf estates are in distress. On the 4th and 5th February last there was a convention of the waqf estates' motawallis held with the participation of the Waqf Commissioner

as the Chairman of the Reception Committee. Out of about 8,347 registered motawallis barely 100 attended it. And these 100 were not elected delegates representing all the motawallis. One predominant voice that was raised in that conference was that the waqf estates were going to rack and ruin, and the waqf Department was sitting as a silent spectator without giving any help to the distrissed motawallis or to the general public. Its only function seemed to be to collect contributions due to it from all the waqf estates. That is why the majority of the motawallis were not at all interested in this conference. But this conference was given a certain importance, because it was inaugurated by no less a person than the Hon'ble Prafulla Chandra Sen; besides that, on the second day's sitting the Chief Guest was the Hon'ble Bimal Chandra Sinha; and various Deputy Ministers and Mr. Syed Kazem Ali Meerza also presided over a part of the convention. There is another important thing about this convention, that forced by circumstances—even though this was an undemocratically called convention—it had to take certain good resolutions. I wish to draw the attention of the House, through you, to certain resolutions which are very important—which are before the Hon'ble Minister but which unfortunately the House does not possess.

[12-20—12-30 p.m.]

These are resolutions Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. If I get time at the end of speech, I will try to convey to this House the contents of these important resolutions.

Sir, the very first clause of my amending Bill which I brought in the beginning of the session was that the department should be transferred from the Education Department to the Judicial Department. Without amending the Act this has been done. I do not know how this has already been done. The appointment of the Wakf Commissioner has always been a political game. I mentioned this in sponsoring my amending resolution. Dr. Roy has made the appointment this time in the right British style. A retired I.C.S., a favourite of the good old British days—at present he is the favourite of Dr. Roy—has been appointed the Wakf Commissioner. This gentleman thundered after his appointment that he would clear the Aegean stable of the Wakf Department. The thunder passed off. Nothing has happened. His efforts to line up the Mutawallis as his admirers boomeranged on him as indicated in the poor attendance of the last Mutawallis Conference. Besides, Sir, the Wakf Board is almost an entirely nominated body a market place for buying and selling party patronage. Sir, there is only one seat which is filled by election from among the Mutwallis. Even this is so manipulated that the Mutawallis hardly know anything about it and a chronic favourite of the Government alwas finds a place in the Board as an elected Mutawalli, as if by right of inheritance.

Every third year an election section of the Wakf Department is opened and three or four new appointments are made to carry out functions connected with this election under the Wakf Commissioner. They prepare the electoral roll, the one most fascinating characteristic

f which is that it is full of mistakes. The last number in this roll as ıublished recently is 13,510, but imaginary numbers are included in :, such as 13,512 at page 119, 13,513 at page 111 and 15,230 at page 0. How and wherefrom they have come, nobody seems to know. A opy of this roll is sent to the District Magistrates only. The Mutawallis :now nothing about it. The announcement about the election is made ı the Calcutta Gazette only. Previously it used to be published in he newspapers. As such, Mutawallis in general remain in the dark. 'hey know nothing about filing nomination papers and haw they are oing to apply for contest in the election. Sir, last time only two omination papers were filed for election of which one was withdrawn. : is said that this was done, perhaps, under duress. This year the lection is due this month. Three appointments were made for the urpose last year. Two have already taken leave to appear in the I.A. ;xamination. The election is sought to be postponed for three months ır this reoson. The third appointee who does not know a word of engali, and as such cannot function, is being utilised as a despatcher ı the general department. In his place a Law Assistant, specially ınctioned by the Government for the Law Section of the Wakf)epartment, has been wrongly placed in charge of the Election Section. ;ut, Sir, the rumours is that the real man in charge of this section nd in charge of many things in the Wakf Department is a dismissed Iarket Superintendent who is a very important and canstant personality ı the wakf Office, a person without any official status but a sort of super Wakf Commissioner, in effect, hovering all over the department s a dark and evil shadow. This is how a farce of an election, only ne election, to the Wakf Board is enacted and the Government spends bout Rs. 5,000/-for this farce. Is it not time that these things be set ı order, and the old Act amended according to the requirements of ıe time and the urgent needs of the decaying and disintegrating ondition of the Wakf estate? Or is it the Government policy that ıe Wakf estates be left to rot till they disappear altogether? My ıt motion is a pointer to this emergency which is being treated too ghtly by the Government like all other things concerning the ıinorities under the present conditions. Sir, even that resolution efers to the much needed amendment of the Wakf Act. That is absolutely ecessary for the Wakf Act.

Shri A. K. M. Ishaque: Mr. Speaker, Sir, with all respect to the iews expressed by Mr. Majumdar over the jury system I beg to submit hat I am not so much pessimistic about this system. I am of opinion hat the fate of an accused person should not be left to one judge or to a ingle person however efficient he may be. We have introduced the jury ystem here under which the fate of the accused is left to nine men and the ssence of this is that if one fails the others are not going to fail—nine ersons at a time are not going to fail. That is the principle in the jury ystem. Moreover, Sir, if the judge disagrees with the jury or if the jury ;ives a pervers verdict, the judge has the power to refer any case to the ligh Court and the High Court is the ultimate judge. So the utility of he jury system is there. There is again a third utility of this system. 'eople from the countryside constitute the jury, they come and sit for udgment. There is the spirit of education so far as the criminal laws of he country are concerned. They come and see for themselves the trials nd thus they gain a knowledge of the laws and they spread the knowledge

of the laws in the country. That serves as a check the criminal activities and that is also a benefit to the country.

Sir, I am completely of the same opinion as Mr. Ghani when he says that the judiciary should be fully separated form the executive. As a lawyer, I feel that the judiciary is going to be separated stage by stage from the executive. The relationship that now exists between the executive and the judiciary is a necessity for reasons af cohesion and it must be there.

Sir, in rising to suport the demand I would like to draw the attention of the Honble Minister to some basic and primary necessities for effective administration of justice. Sir if you want an effective system of administration of justice here, we must have contented people upon whom the sacred duty of administering justice is enjoined. Our judges of the lower courts, the Munsiffs I mean, are large-hearted people. They are not well paid. They do not think of themselves so much as they think of their staff. Their staff are very ill paid—they are proverbially poorly paid. Now, Sir, upon them the sacred task of administering justice is laid. The usual time of their duty is from 10 a.m. to 5 p.m. but what we see is that they usually come to court at 9 a.m. and leave it at about 8 p.m. or even later and they do not get any time for tiffin. But these people start on a salary of Rs. 55/- per month and they end at Rs. 130/-. This is the fate of the office clerks and the Bench Clerks. The **Serestadars** start at Rs. 130/- and they end at Rs. 150/- and their total emoluments do not exceed Rs. 200/-. Sir, what I beg to suggest is that we have a duty to keep these persons completely above temptation. If we do not provide them with handsome salaries, we are going to implant in them a tendency to be corrupt and to adopt unfair practices.

If it so happens, that will be a very bad day for the country. But if we look to their bare necessities and if the Government increase their emoluments, say by Rs 50, we can keep these people completely above temptation. They become very effective instruments in administering justice. If the country's faith in justice is lost, that will be a very, very bad day, and everyone of us should be very much careful about that.

[12-30—12-40 p.m.]

There is another crucial question which I would like to place before the Hon'ble Minister through you ; that is the vexed question of the disposal of suits. People come to the court as a last resort ; they do not come out of fun. When all other modes of settlement fail, then and then only they come to the court. But when they do come to the court, they see that it is Pandora's box and there is no way out of it. They come here to save themselves from ruination but their actual experience is that they actually ruin themselves when they come to the court. It is because of the unusual delay that usually takes place in getting a case settled. So I would like our Hon'ble Minister to devise ways so that there may be some modes whereby there may be speedy disposal of cases and suits. In courts we have seen there is want of accommodation for so many things. There are records—lots of them—but

there are no shelves to keep them in order. Steps should be taken to see that the courts are provided with necessary shelves to keep the records in order. Again, witnesses come from remote places to depose in different cases to help administration of justic, but they do not find any place here either to take rest or to pass time when they are not wanted. So I would again suggest that something should done by our Ministry to provide some amenities for these people.

• Thank you, Sir.

Shri Basanta Kumar Panda : Mr. Speaker, Sir, I have listened with great attention to the typed statement read by the Hon'ble Minister in a stereotyped manner. There is nothing to be enthused ; there is no information ; only it is stated that so much money is required for so many officers That is all. There is nothing about the separation of the Executive and the Judiciary ; nothing about jury trial ; nothing about improvement of the present condition. This is the way in which our present executive Government is treating this very important department, Administration of Justice, We are living under a written Constitution, and to give effect to a democratic written Constitution three elements are to be kept alive and equally potent viz., Executive, Judiciary and the Legislative. When the Constituent Assembly was framing the Constitution, Dr. B. R. Ambedkar, the main architect of the Constitution, gave us this caution. But what has been done during the course of 11 or 12 years after independence ? We find the Executive has been so powerful that it is trying to grab the powers of other Departments.

The Executive is now saying that the Judiciary is an unnecessary element and also that it is a subservient element. In some of the judgments the Judges also have explained this. Apart from this thing, there are glaring manifestations as to how the Executive is treating the Judiciary, is tempering with the Judiciary and how it is trying to have their conscience purchased, to have their conscience steeped under their sway. In recent years there had been political appointmens. The Hon'ble Minister cannot deny that I have got a little time, but still I shall try to throw some light on this aspect. I shall only read out a few pages from the Law Commission's Report, Vol. I, page 69, para 8, to show how the Executive Government is encroaching upon the Judiciary. This is this : "... The almost universal chorus of comment is that the selections (meaning selections of High Court Judges) are unsatisfactory and that they have been induced by executive influence. It has been said that these selections appear to have proceeded on no recognizable principle and seem to have been made out of considerations of political expediency or regional or or communal sentiments." Then at page 70 the Law Commission says thus : "....Some of the persons appointed have not however been persons recommended by the Chief Justice of the High Court. We were informed that two of the appointments to judgeships in the High Court of Calcutta had been made in recent years against the recommendation of the Chief Justice of that High Court, We also became aware of a very recent case when a person was appointed to the High Court Bench in Allahabad against the view of the Chief Justice of that Court." Then, Sir, the Law Commission says further that, "Apart from this very disquieting feature, the prevalence of canvassing for judgeships is also a distressing development. Formerly, a member of the Bar was invited to accept a judgeship and he considered it a great privilege and honour. Within a few years of

Independence, however, the judgeship of a High Court seems to have become a post to be worked and canvassed for." These are the recommendations of the Law Commission on behalf of the Executive Government and the Constitution. One of the posts of judgeship in the High Court has been lying vacant since November. Up till now it has not been filled up due to bungling here and bungling there and elsewhere. This is about the appointments of Judges in the High Court. Now, what about the District Judges and Addl. District Judges? Sir, if you look to Arts. 223 and 224 you will find there that they will be appointed by the Governor on the recommendation of the Chief Justice. In most cases the Executive are not paying any heed to these recommendations. Another thing is that in order to do away with the judicial independence you are appointing High Court Judges to other posts, specially to the Industrial Tribunals. In recent years three High Court Judges were appointed as Special Judges. As for the reasons of that they may say that there is dearth of men and they are able men and, therefore, we are taking advantage of that. Then what about the Executive Departments who are running the Executive Government under their sway for the last eleven years? Why have you not produced well administrators, good officers in your executive capacity? And you are now borrowing only from one department—that is only a dependable institution which is not your creation but the legacy left by the British Government.

With regard to the appointment of almost all the Public Prosecutors and Government Pleaders, what is the position? Previously even during the British days, men of the best calibre, men of best talent, and men foremost in the Bar were called to these posts. But what about the present appointments to these posts? The present appointment to these posts? The present appointment in most of the districts is that the incumbents do not occupy even any of the fist ten positsons either in Criminal practice or in Civil practice—all are political appointments. All this taken together, the cumulative effect is that the entire Judiciary has been degrading, if not—I say—totally lost their independence.

Now, with regard to the filing of petitions I want to draw the attention of the House to the fact that the Law Commission has said that filling of petition under Art. 226 is a right given to the people by the Constitution.

[12-40—12-50 p. m.]

It must be expedient. It must be as cheap as possible. That is found in Vol. II of the Law Commission's Report at page 358. For paucity of time I would not read it out. Sir, in November last the Calcutta High Court under the rule-making power had made certain rules. According to those rules the cost fixed for every petition coming from mafassal was Rs. 9-4-0 whereas the cost for a petition from Calcutta to the Original Side of the High Court was fixed at Rs. 72. Why this disparity? What the Calcutta people have done that they have to pay more? The Constitution has given the right to approach the Supreme Court or to approach the High Court for any executive extravagance either of the executive officers or of the Government to get relief under these petitions, but this has been made impossible. Sir, I say this that though the High Court has got

the rule-making power and can fix some fees, the State Government also have got some powers under the Constitution. Sir, if you look to item No. 65 of List II of the Seventh Schedule of the Constitution you will find there that the State Government have got ample powers to make laws regarding the jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court. What have the State Government done? Why are they not interfering? Then, Sir, the mafassal people for filing their suits pay court fees ad valorem according to the Court Fees Act, but the Calcutta people are not paying court fees. Sir, I am in favour of abolition of court fees in all places. While the Calcutta people will file their suits without paying court fees, why would the mafassal people pay court fees? This Government has got the legislative powers to intervene. Why are they not intervening with regard to these matters, I ask? Another thing to which I want to draw your attention is this: The Magistrates in the present day have been so touchy that they are not paying so much respect to the lawyers and clients as they used to do before. They are taking action for Contempt of Court for flimsy reasons. There is an Act for Contempt of Court, but that is for defining jurisdiction and punishment. There is nothing in any Act for defining contempt, what is the function of a Judge, what is the function of the lawyer and what is the function of a client, and what is the limit the contravention of which will be regarded as contempt of court. Even in English cases the Judges have found persons guilty of contempt of court on utterly unreasonable grounds. In this country most of the Courts have been so touchy that they are taking action against lawyers, against newspapers and outsiders for very flimsy reasons. Ultimately it was found that the grounds were baseless. This has been pointed out by the Supreme Court in a number of cases. But, Sir, how many men go to the Supreme Court? Sir, what was the plight of one honourable member here Shri Dasarathi Tah? Action was taken against him for contempt of court, but ultimately he was let out. This was the condition of such a big man. Another thing I want to mention here is this. What is the plight of the Munsifs? The Government give them Rs. 250/- as their initial salary. Is it adequate for a munsif, for the maintenance of a person who shall have to try cases up to the value of Rs. 5000? It is not adequate and I, therefore, say that something should be done for the purpose of increasing their salary.

Then I would say about the enhancement of the jurisdiction of the Calcutta City Civil Court and the City Sessions Court. You know, Sir, that the commercial jurisdiction is only upto Rs. 5,000/- while in the other they have a jurisdiction of Rs. 10,000. Look at Madras. They have a jurisdiction of Rs. 1 Lakh. In Bombay the jurisdiction is upto Rs. 50,000. So why this scanty jurisdiction for the Calcutta City Civil Court? Why this farce? I would suggest one thing. You look at the 24 Parganas District Court. They administer justice to the present-day Calcutta and they are doing it as efficiently as any other court. Look at the District Judge's Court at Howrah. These District Courts of Alipore and Howrah —they are governed by the All Bengal Agra Assam Civil Courts Act. Sir, during the British days for their own commercial interest they had three courts, namely, the Calcutta Magistrate's Court, the Original Side of the High Court and the Calcutta Small Causes Court, Now, you have the City Civil Court and the City Sessions Court. Don't you think that to do things efficiently you should have one District Court for Calcutta for the purpose of administering justice—both civil and criminal insteat

of the three, namely, Calcutta Small Causes Court, the Original Side of the High Court and the City Civil Court ? Why there should be so much paraphernalia for doing one consolidated job ?

Shri Phakir Chandra Ray : মিঃ স্পীকার স্যার, জুডিসিয়ারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সাধারণ লোক যাতে সস্তায় তাড়াতাড়ি সুবিচার পায় সে ব্যবস্থা করা। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় দেখি যে লোকের বিচার পেতে অত্যন্ত বিলম্ব হয় ও অত্যন্ত খরচ হয়। বিচার কেউ কেউ পেলেও, বিচার পাওয়ার আগে তাদের প্রায় প্রাণান্তি ঘটে যায়। এই যদি আপনাদের জুডিসিয়ারী হয়, তাহলে বলতে হয়, এটা জুডিসিয়ারী নয়, ইনজুডিসিয়ারী। এই ব্যবস্থায় জাষ্টিস পায় বড় লোকরা, যাদের পয়সা আছে। যারা লোয়ার কোর্ট থেকে হায়ার কোর্টে এ্যাপিল করতে পারে ; তারাই জাষ্টিস্ পায়। যারা সত্যি সত্যি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যারা বিচার প্রার্থনা করলো, যাদের বিচার পাওয়া উচিত ছিল, তারা বিচার পেল না, বিচার পেল অপর পক্ষ, যাদের পয়সা থাকে। এ্যাপিলে দেখা যায় যার পয়সা থাকে সে বিচার পায়, আর যার পয়সা নেই যার বিচার পাওয়া উচিত ছিল, সে হেরে গেল। এ বিচার নয়, এ অবিচার।

তাছাড়া এই ব্যবস্থায় দেখা যায় যে এক শ্রেণীর পুলিশ অফিসার, গুণ্ডা, আর এক শ্রেণীর মোক্তার, উকিল, তাদের মধ্যে একটা আন্‌হোলী কমবিনেশন্ আছে। তারা খুন, ডাকাতি করুক, যে কোন অপরাধ করুক, তাদের বেল পেতে অসুবিধা হয় না, ডিফেন্স পেতে অসুবিধা হয় না।

আশ্চর্য্যের কথা, বারের কাছে জনসাধারণ good lead in public opinion চায়। কিন্তু তা বড় একটা পাওয়া যায় না। এই বার থেকেও কিছু কিছু লোক, মোক্তার, উকিল চুরিও করেন, ঘুষের কারবার করেন, দুর্বলদের দালালী করেন। তাদের নিন্দাবাদের কোন কথা এখানে মন্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেননি। যদি সত্যিকার লোককে সুবিচার দিতে হয়, তাহলে এই ব্যবস্থা থেকে সমস্ত রকম দুর্নীতি দূর করতে হবে, তানাহলে কখনও লোকে সুবিচার পাবে না।

[12-50 – 1 p.m.]

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো যে আমাদের যে System of Jurisprudence চলেছে তাতে অনেক দোষ ত্রুটি আছে জানলেও কিছু করতে পারিনা। Jurisprudenceএ যে সমস্ত অপকাজ চলতে পারে তাতে যদি আমাদের Justice পেতে হয় তাতে কখনো আমরা তা পেতে পারিনা। Englandএর অবস্থা অনুযায়ী সে দেশের system of Juris prudence সেটাকে develope করতে হবে আমাদের দেশের মত করে করতে হবে সেইভাবে যাতে সাধারণ লোক বিচার পেতে পারে এবং সেই পন্থা অনুসরণ করে যদি প্রচলিত Juris prudenceকে adopt করা হয় তাহলে লোকের পক্ষে সস্তায় সহজে বিচার পাওয়া সম্ভবপর হবে নচেৎ লোকে কখনও এই ব্যবস্থায় সুবিচার পাবেনা।

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, so far as the question of administration of justice is concerned, the honourable members of the House know quite well the provisions of the Constitution under which practically the entire administration of these courts is vested in the High Court. The High Court has got the power of superintendence, it has got the power of transfer, it has got the power of appointment,

subject to the provisions of the law. The procedure is to be defined by them and control and supervision have to be done by them. So far as the Government is concerned, it looks only into the financial side and the legislative side, but, so far as the administrative side is concerned, it is entirely vested in the High Court. These are prescribed by the constitution—we cannot change them. Therefore, many of the things to which my friends have drawn attention are beyond the competence of the Government and are vested in the High Court. I, therefore, do not wish to deal in detail with all the points that have been mentioned and, with the limited time at my disposal, it is also not possible. But I will deal with some of the salient points which have been mentioned by the honourable members in this House.

Sir, one of the questions that has been raised is about delay. No doubt, law's delay is a proverbial affair and wherever there is rule of law, administration of justice has to be done according to the strict principles of jurisprudence. Naturally, there is bound to be a certain amount of delay. So far as we are concerned, we have been trying to avoid delay. In the High Court we have got additional Judges appointed, the period of vacation has also been curtailed by the High Court and there has been a substantial advance in the disposal of cases. So, we have been making every attempt for this purpose, but every attempt in this direction is subject to the consent of the High Court and, naturally, unless they agree, the Government cannot do anything.

With regard to the appointment of High Court Judges, if you refer to the Constitution, you will find that the appointment is made not by the State Government but by the President. The provision of the Constitution is that it should be done in consultation with the Chief Justice of the High Court and in consultation with the Governor. Naturally, the final decision rests with the Central Government and not with the State Government. Of course, the State Government is entitled to give its opinion with regard to a particular appointment because that is provided in the Constitution. But if my friends say that the State Government must endorse only what has been said by the Chief Justice, then this requires amendment of the Constitution. Therefore, it ought not to be any grievance on the part of anybody if with regard to a particular appointment, the State Government holds a different view on a particular point, but then it must be remembered that the appointment is not in the hands of the State Government but it is in the hands of the President. So, we are within our rights to make some suggestion with regard to a particular appointment, but the appointment is not made by us.

With regard to the question of corruption, we have decided to appoint a Registrar in every district court. The Registrar will be vested with the power of controlling the entire personnel of the department. He will also relieve to a certain extent the administrative functions of the District Judge.

This is to expedite as far as possible the disposal of the cases and as far as possible to stop corruption. Delay has many aspects ; it is due partially to the clients ; partially it is due to the lawyers or to the judges, etc. I cannot, therefore, say that it must be expedited up to a particular limit but all efforts are being made.

With regard to the jury system, there was a time when it was advocated by the national mind. Now it is condemned by those who have got experience. Government is considering the matter. The proposal before us is whether the jury system should be abolished from the entire State or whether it should be retained in the High Court. We are considering the matter and a decision will be taken.

With regard to waqf, there was a conference held and certain decisions were taken. A Bill is before us; we are trying to make amendments. So far as the administration of the waqfs is concerned, we are trying to improve it. There are some financial consideration, in order to make it more effective. That also is being considered by the Government. We have appointed a retired I. A. S. officer and also another officer of the Government who is a Deputy Commissioner. We have got to make our appointments within a particular group and we are bound by those consideration. I believe there has been a certain amount of impovement in the administration. There is also a Central Act—an Act which has been passed by the Centre. We are also considering it and we are considering amending our Act accordingly.

So far as the separation of the Executive from the Judiciary is concerned, we are having special officers vested only with judicial powers but for paucity of officers it has not been possible to have it through out the whole State. But as soon as it is possible there will be separation of the Judiciary from the Executive.

The time at my disposal is short. I am sorry I cannot deal with all the points that have raised. I can only say that all the points raised will receive our due consideration. I oppose all the cut motions.

Shri Jyoti Basu : স্পীকার মহোদয়, আপনি ভোট নেবার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে, এখানে contempt of the House হচ্ছে কিনা সেজন্য একটা privilegeর প্রশ্ন রাখতে চাই। আমি wait করছিলাম মন্ত্রী মহাশয় কি বলেন। Wakf Act পরিবর্ত্তনের জন্য, ডা: গণি কিছুদিন ধরে বলছেন এবং ১৯৫৭ সালে তিনি একটা বিলও এনেছিলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন—জালান সাহেবেরও হয়ত মনে আছে—তাঁরা এই বিবেচনা করছেন এবং একটা বিল আ·বেন, এবং এই কথা বলে তাঁকে আর বলতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আজও তিনি এই বিল আনছেন বলে বসে পড়লেন। আগেও বলেছিলে আজো শুনলাম যে, বিল আমাদের একটা আছে। শুধু বিল আছে বললে হবে না। আমাদের Houseএ, লোকসভায় যেমন একটা Assurance Committee আছে, সেখানে মন্ত্রীরা কোন assurance দিলে on the floor of the House, সেটা কার্য্যকরী হচ্ছে কিনা সেটা বিবেচনা করার জন্য একটা committee আছে, দুর্ভাগ্যবশত: আমাদের rulesর মধ্যে তা নেই, পরে তা প্রবর্ত্তিত হতে পারে। কিন্তু আজকে জিজ্ঞাসা করি এটা contempt of the House হয় কিনা। এখানে যে assurance দেওয়া হয়েছিল, আর আজ ১৯৬১ সালে আবার মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে আমাদের একটা বিল আছে—একই কথা। তাহলে কতদিনে আসবে সেটা বলে দিন। একটা time limit করে বলুন যে এই Sessionর পরের Sessionএ আসবে তাহলেও বুঝতে পারি। নইলে এই রকম assurance দেবার মূল্য কি আছে। আপনি দয়া করে এটা privilege committeeর কাছে দিন, তারা দেখুক এরজন্য contempt of the House হচ্ছে কিনা।

Mr. Speaker : Was there any time limit given ? There was no time limit given by the Minister that within such time he will bring that Bill.

Shri Jyoti Basu : স্পীকার মহাশয়, তিনি বলেছিলেন এক কপি আমাদের Law Officerদের হাতে আছে, তার মানে ২।১টা session পরে আসবে এরকম একটা assurance দিয়েছিলেন। পাঁচ বৎসর অন্তর House বদলায়। তিনি যদি বলতেন আমরা আনছি পরের session এই হাউসে next electionএর আগে তাহলে না হয় বুঝতে পারতাম। কিন্তু তিনি বলেননি তা। সেইজন্যই এই প্রশ্ন তুলছি।

[1—1-10 p.m.]

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, it is not a question of privilege. The position is this. When we appointed our new Commissioner, he made certain suggestions for the amendment of this Bill. He sent certain suggestions to us in the form of a draft and I do not think it was sent in 1957. I do not remember what was said then. So far as the Bill is concerned, the draft was given to us by the Commissioner of Wakfs. In 1960 it was sent to the Law Commission for examination. In the meantime a question arose that there is an Act which has been passed by the Centre dealing with the Wakfs and that the Centre is going to convence a conference of the representatives of the different estates relating to the Wakf administration and that conference was held only two months before i.e. in December. Certain decisions were arrived at in the conference and in the light of these decisions certain changes in the drafts have to be made. We are equally anxious for the administration of the Wakfs and we are trying our utmost to expedite it as much as possible. The difficulty is that there was a Central Act passed and there were certain difficulties about the adjustment of the Central Act with the Provincial Act. This conference was held in order to decide how far these things should be reconciled and what should be the administration of the Wakfs. I hope that we shall be able to arrive at a decision now after the conference has been held and the Bill is being examined by the Estate Law Commission. We are trying to ask them to send it as soon as possible and as soon as they send it, we shall bring forward the Bill before the House.

Mr. Speaker : One thing which has struck me is this that if you want to have an Assurance Committee, I think I ought to call a meeting of the Rules Committee and we shall decide there whether an Assurance Committee should be formed or not.

Shri Jyoti Basu : Please do it.

Shri Ganesh Ghosh : স্পীকার মহাশয় it is strange, এখানে discrepancy হয়ে গেল' Dr. Roy 1957 বল্লেন, জালান সাহেব বলছেন 1960র drafting.

Mr. Speaker : I shall look into the proceedings. I cannot decide on any statement made about five years ago.

Now division is wanted on cut motions 9 and 17. I put all the other cut motions to vote

[All the motions except Nos. 9 and 17 were then put and lost.]

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Heads "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "26-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27 Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditureunder Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justic" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs.95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27- Administration of Justice" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—87

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hossain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra

Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing

AYES—35

Badruddduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 35 and the Noes 87, the motion was lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs 95,52,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :—

NOES—87

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Shyama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu Shri Satindra Nath
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath

Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing

AYES—34

Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Majhi, Shri Ledu
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra

Mukherji, Shri Bankim
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 34 and the Noes 87, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 95,52,000 be granted for expendidure under Grant No. 15, Major Head "27 Administration of Justice" was then put and agreed to

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. on Monday, the 13th instant.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 1.10 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 13th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXIX—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-ninth Session

(February—March, 1961)

The 1st, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th and 21st March, 1961

PART ~~10~~ 9

13th March, 1961

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly

Price—Rs. 1·16 n.P.; English 1 s. 9 d. per copy

Unstarred Question

(To which written answer was laid)

Compensation for the acquired lands for the construction of Gas Grid from Durgapur to Calcutta

36. (Admitted question No. 65.) **Shri Phakir Chandra Ray:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Land Land and Revenue Department be pleased to state if it is a fact that the construction of the Gas Grid from Durgapur to Calcutta has been causing damage to fields ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the fields or parts thereof have been acquired ; and

(*ii*) what arrangement for compensation has been made in the absence of acquisition ?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble Bimal Chandra Sinha): (*a*) Construction of Gas Grid is not causing any appreciable damage to the fields. There was no damage to the Aman crop as the work was started after the harvest.

(*b*) (*i*) For laying of pipe lines, no permanent land acquisition is being made. For this purpose, State Government, in Notification No. 7146, dated 17th November, 1959, have empowered the Durgapur Industries Board and its officers to exercise the powers mentioned in sub-section (1) and (2) of section 9 of the Durgapur (Development and Control of Building Operations) Act, 1958.

Permanent acquisition is being made under section II of 1948 for Pressure Reducing Stations at mauza Bahir Sarbamangala (1·52 acres) in the district of Burdwan, mauza Rudrani (1·23 acres) in the district of Hooghly and mauza Bally (3·05 acres) in the district of Howrah.

(*ii*) Compensation to the affected persons for any damage caused during the construction of the Gas Grid will be paid according to the provisions of sub-section (3) of section 9 of the Durgapur (Development and Control of Building Operations) Act, 1958. A Special Officer has been appointed for the purpose.

As regards the lands to be acquired, compensation will be paid according to the provisions of Act II of 1948.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 13th March, 1961, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 181 Members.

[3—3-10 pm.]

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The Hon'ble Abdus Sattar : Sir, the Inspector of Factories, in charge of Baraset area, inspected the premises of the Orient Fire Works, Baraset, on 7.3.61, with a view to investigating into the accident that took place at the premises on 6.3.61. From the Police report it appears that the explosion was caused by accidental sparks due to friction in hammering nails on the packing box. The Inspector of Factories reported that only 8 or 9 workers were employed in the premises in the manufacture of fireworks without the aid of power. The premises do not, therefore, constitute a factory within the meaning of the Factories Act. The cause of accident is also being investigated by the Inspector of Explosives, Government of India.

It, however, appears that the dependants of the deceased workmen are entitled to compensation under the Workmen's Compensation Act of 1923 provided the workmen were not employed on monthly wages exceeding Rs. 400 The dependents will have to file claims before the Commissioner for Workmen's Compensation, New Secretariat Buildings, 1, Hastings Street, Calcutta 1, for payment of due compensation.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : Minister's statements-এর একটা কপি যদি মেম্বার concerned-দের দেওয়া হয় তাহলে ভাল হয়।

Mr. Speaker : দেয়া যাবে, তবে এই রকম কোন নিয়ম নাই।

DEMAND FOR GRANT NO. 30

Major Head: 46-Labour and Employment

The Hon'ble Abdus Sattar: On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 23,86,000 be granted for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠনে শ্রমজীবী সমাজের যে মহান্ ভূমিকা আছে আমাদের শ্রমনীতি সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই পরিচালিত হয়। কালেক্টিভ বারগেনিং, পারস্পরিক আলোচনা, সবল সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নতিসাধন, শ্রমজীবী সমাজের সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ ও অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ এই নীতির অন্তর্ভুক্ত। এই নীতি ও কর্মসূচি এই বৎসরে বহুলপরিমাণে সার্থক হয়েছে।

যে-সমস্ত শিল্পবিরোধের ফলে কাজ বন্ধ হয়, দ্বিপক্ষীয় সাক্ষাৎ আলোচনায় সেই-সব বিরোধের মীমাংসা করতে শ্রমদপ্তর সহায়তা করে। শ্রমদপ্তর নিজ প্রচেষ্টা দ্বারাও শিল্পবিরোধ মীমাংসা ক'রে থাকে। কন্‌সিলিয়েশন অফিসারেরা যে-সব নিষ্পত্তি করেন তার সংখ্যা শতকরা ৫৯ এবং দ্বিপক্ষীয় চেষ্টায় বিরোধ-মীমাংসার সংখ্যা শতকরা ২৫। এইভাবে ১৯৬০ সালে শিল্পবিরোধগুলির যে মীমাংসা হয় তার মোট সংখ্যা শতকরা ৮৪। পক্ষান্তরে ১৯৫৮-৫৯ সালে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৯ এবং ১৯৫৭ সালে ছিল শতকরা মাত্র ৬৩। আলোচ্য বৎসরে লেবার ডাইরেক্টরেট ৭,৪৪৫-টি বিরোধ গ্রহণ করে এবং ৫,৬১৩-টি বিরোধের নিষ্পত্তি করে।

এই বৎসরে ট্রাইবুনাল ও শ্রম-আদালত ৫১৯-টি বিরোধ গ্রহণ করেন ও তার মধ্যে ৪৪০-টির নিষ্পত্তি করেন। শিল্পবিরোধগুলির নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য আলোচ্য বর্ষে আরও একটি শ্রম-আদালত গঠিত হয়। পরে সেটি রূপান্তরিত হয় ট্রাইবুনালে। বর্তমানে সাতটি ট্রাই-বুনাল ও একটি লেবার কোর্ট চালু আছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আমাদের দেশে শিল্পায়ন, আরও বৃদ্ধি পাবে। শিল্প-শ্রমিকদের সংখ্যা যেমন বাড়বে, সেই অনুপাতে শিল্পবিরোধের সংখ্যাও বাড়বে। এইদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বিরোধ-মীমাংসার যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক করতে হবে। শ্রমদপ্তরের প্রসারের জন্য একটি পরিকল্পনা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালে করা হয়েছে।

শ্রমিকদের মান নির্ণয় এবং শ্রমনীতি নির্ধারণের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহও বিশেষ আবশ্যক। ভারত-সরকারও মাঝে মাঝে সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় শ্রেণীর শিল্পকর্মী-সম্পর্কিত তথ্যাদি রাজ্যসরকারের কাছ থেকে চেয়ে থাকেন। তৃতীয় যোজনাকালে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লেবার ডাইরেক্টরেটের স্ট্যাটিস্‌টিক্স বিভাগকে আরও দৃঢ় ও সম্প্রসারিত করা আবশ্যক। এই জন্য তৃতীয় যোজনাকালে ১২·৬৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

অসংগঠিত শিল্পকর্মীদের নিম্নতম মজুরি ধার্যের জন্য যে আইন আছে, সেই আইনের অন্তর্ভুক্ত শিল্পকর্মীদের নিম্নতম মজুরি ধার্য করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩০ লক্ষ কৃষি-শ্রমিকও আছে। এ ছাড়াও হাড়কল ও সিনেমা-কর্মীদেরও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিনেমা-কর্মীদের নিম্নতম মজুরী ধার্য করা হয়। হাইকোর্ট থেকে নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে সিনেমা-শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য মজুরি চালু করা যায় নি। যে-সমস্ত অসংগঠিত শিল্পকর্মীদের ও ক্ষেতমজুরদের জন্য নিম্নতম মজুরি ধার্য করা হয়েছে, তাদের সংখ্যা ৩৫ লক্ষেরও অধিক। ছাপাখানা-কর্মীদেরও নিম্নতম মজুরি ধার্য আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কৃষি-শ্রমিকগণের ওয়েজ সার্ভে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার গ্রহণ করেছেন। নিম্নতম ধার্য আইন কার্যকরী করার জন্য একটি ব্যাপক সংস্থা গঠন আবশ্যক। পশ্চিমবঙ্গে ৩০ লক্ষাধিক কৃষি-শ্রমিকের তেমন কোন শক্তিশালী সংগঠন আজও হয়ে ওঠে নি। এদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি

দেওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনীয় সংস্থা গঠনের জন্য তৃতীয় যোজনাকালে ১·৮৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে দুটি প্রধান শিল্প আছে। একটি পাট, অপরটি চা। এই দুটি শিল্পে পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি শ্রমিক কাজ করে। এই দুটি শিল্প থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় এবং সেই কারণে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে এই দুটি শিল্পের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। জাতীয় জীবনে এই দুটি প্রধান শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের স্থানও গুরুত্বপূর্ণ। এই-সব কর্মীর সমস্যা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সম্যক অবহিত আছেন। আর, সেই কারণে এই দুটি শিল্পের কর্মীদের জন্য সরকার ওয়েজ বোর্ড গঠনের দাবিও করে আসছিলেন। আনন্দের কথা, চা ও পাটশিল্প-কর্মীদের জন্য ইউনিয়ন সরকার ওয়েজ বোর্ড গঠন করেছেন। পাটকর্মীদের জন্য নিযুক্ত ওয়েজ বোর্ড কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছে এবং ইতিমধ্যে বেতন বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী অন্তর্বর্তিকালীন মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পাটকর্মীদের জন্য ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক একটি ত্রিপক্ষীয় অ্যাড-হক কমিটি গঠিত হয়। "ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটি অন জুট"-এর প্রস্তাব অনুযায়ী এই অ্যাড-হক কমিটি পরে স্পেশাল কমিটিতে রূপান্তরিত হয়। এই স্পেশাল কমিটির চেয়ারম্যান কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। সেগুলির মধ্যে একটি হ'ল প্রতি তাঁতে তিনজন শ্রমিক নিয়োগ। চেয়ারম্যানের সুপারিশগুলি রাজ্যসরকার গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলিকে কার্যকরী করার জন্য লেবার কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে সুতাকলের মালিকগণ বেতন বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী শ্রমিকদের মূল বেতন ছ' টাকা বৃদ্ধি করেন। শ্রমবিভাগের চেষ্টায় মহার্ঘভাতা সম্পর্কে শ্রমিক ও মালিকগণের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

চা-বাগান কর্মীদের ১৯৫৭-৫৮ সালের বোনাস সম্পর্কেও একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ১৯৬০ সালের প্রথম ভাগে সম্পাদিত হয়। একপক্ষে আই টি পি এবং টি আই পি এ, অপরপক্ষে ছয়টি কর্মী-সংস্থার মধ্যে এই চুক্তি হয়। আই টি পি এ ইতিপূর্বে বোনাস চুক্তি সম্পাদন করেন। শিল্পক্ষেত্রে শান্তিরক্ষায় এই-সমস্ত চুক্তি বিশেষভাবে সাহায্য করছে এবং এও লক্ষ্য করা যায় যে, উভয় পক্ষের মধ্যে বোঝাপোড়া করার আগ্রহও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[3-10—3-20 p.m.]

"পেমেন্ট অব ওয়েজেস অ্যাক্ট"-এর ক্ষেত্রও আলোচ্য বর্ষে আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। এই সম্প্রসারণের জন্য আরও পরিদর্শক নিয়োগ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

"প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট" ব্যাপকতর ও দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করার জন্য চারজন পরিদর্শক নিযুক্ত আছেন। নিয়মিত পরিদর্শনের ফলে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। আলোচ্য বর্ষে নবেম্বর মাসে পার্লামেন্ট প্ল্যান্টেশন অ্যাক্টের কয়েকটি ধারা সংশোধন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল পরিবার বা ফ্যামিলি শব্দের ব্যাখ্যা। এই সংশোধন ২১এ নবেম্বর থেকে কার্যকরী করা হয়।

"দোকান-কর্মচারী আইন" পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪০ সাল থেকে চালু আছে। এই বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় এই আইনের অনেক কয়টি ধারার বিশেষ সংশোধন আবশ্যক হয় এবং সেই কারণে আইনটি নতুন ক'রে রচিত হয়। আইনটি প্রকাশিত হয়েছে। এই অধিবেশনে এই বিলটি উত্থাপিত হওয়ার আশা আছে। এই আইনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে ১০৮-টি স্থানে এই আইন চালু আছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর ২৩-টি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ১৩-টি ক্ষেত্রে "ওয়ার্কিং জাবনালিস্ট অ্যাক্ট" ও "ওয়েজ অর্ডার অ্যাক্ট" এ পর্যন্ত কার্যকরী করা হয়েছে। এই ১৩-টি সংবাদপত্রে ৪১৬ জন ওয়ার্কিং জারনালিস্ট নিযুক্ত আছেন। অন্য ১০-টি সংবাদপত্রে আছেন মাত্র ৬৯ জন। যে ১০-টি সংবাদপত্র "ওয়েজ অর্ডার" চালু করেন নি, তাঁরা "ওয়ার্কিং জারনালিস্ট অ্যাক্ট"-এর প্রধান প্রধান ধারাগুলি কার্যকরী করেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ৪১৩-টি কারখানা রেজেস্ট্রী করা হয়েছে এবং সেগুলিতে ২০,০০০ কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব আছে। পশ্চিমবঙ্গের কারখানাগুলিতে দৈনিক ৭,০২,৭৫১ জন শ্রমিক হাজির হয়। এই সংখ্যা ১৯৫৯ সালে ছিল ৬,৯১,৪৬৯ জন। ১৯৬০ সালে কারখানা দুর্ঘটনা ৩২,২৯৫-টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪,০০০-এ দাঁড়ায়। দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। এই দুর্ঘটনা কমাবার জন্য সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। ফ্যাক্টরি ডাইরেক্টরেট থেকে কারখানাগুলির সুপারভাইজিং স্টাফের ট্রেনিং কোর্স খোলা হয়েছে। তৃতীয় যোজনাকালে এই শিক্ষণের ব্যয় ১·১৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কতকগুলি বিশেষ দ্রব্য প্রস্তুতকারী কারখানা-কর্মীরা বিশেষ ধরনের রোগে আক্রান্ত হন। সেই-সব রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। এই ধরনের রোগ নিবারণের জন্য বিশেষ অনুসন্ধান বা রিসার্চ করা আবশ্যক এবং সেজন্য ল্যাবরেটরিরও প্রয়োজন। তৃতীয় যোজনাকালে এই রকমের একটি ল্যাবরেটরির ব্যয় নির্বাহের জন্য ১·২ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। বর্ধিত উৎপাদনের ফলে শ্রমিকদের উপার্জনও বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন বৃদ্ধির যে লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে গেলে শ্রমিকদের উৎপাদন-দক্ষতাও বৃদ্ধি করা আবশ্যক। একটি প্রোডাক্টিভিটি ইউনিট খোলার পরিকল্পনা আছে এবং তৃতীয় যোজনাকালে এই উদ্দেশ্যে ১·৬৩ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

ঘন-বসতিপূর্ণ শিল্প-এলাকায় অনেক ছোট ছোট কারখানা গ'ড়ে উঠেছে। সাধারণভাবে সেগুলি কারখানা আইনের আওতায় আসে না; এবং তাদের রেজেস্ট্রী করবারও আবশ্যক হয় না। ফ্যাক্টরি আইনে এমন বিধানও আছে, যে বিধানবলে রাজ্যসরকার এই-সব ছোটখাটো প্রতিষ্ঠানকে কারখানা ব'লে ঘোষণা করতে পারেন এবং সেগুলি কারখানা ব'লে ঘোষিত হ'লে সেখানকার কর্মীরা কারখানা আইনের সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকারী হবেন। এই শ্রেণীর কারখানার শ্রমিক-সংখ্যা নির্ধারণের জন্য এগুলিকে কারখানা আইন অনুযায়ী নোটিফাই করবার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন।

১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন টাইপের বয়লারের সংখ্যা ছিল ৩,৫৫৩-টি। আলোচ্য বর্ষে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২,১১০-টি বয়লার পরিদর্শন করা হয়। কয়েকটি ওআটার-টিউব বয়লার নির্মাণের কারখানা পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি নির্মিত হবে দুর্গাপুরে। এই-সব বয়লার নির্মাণকালে আইন অনুযায়ী পরিদর্শন বাধ্যতামূলক—স্ট্যাটিউটারি অবলিগেশন। ওয়েল্ডেড জয়েণ্টগুলির রেডিওগ্র্যাফিক পরীক্ষা করতে হয়। বয়লার রেগুলেশন অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য একটি টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপিত হবে, এবং এই টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণের জন্য তৃতীয় যোজনাকালে ৬·৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে।

কলকাতা ও হাওড়ার ১,৬৭১-টি কারখানায় ২,৮২,৭৬৫ জন কর্মী "এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স স্কীম"-এর আওতায় আসে। এই পরিকল্পনাটি চব্বিশপরগনা ও হুগলী জেলার শিল্প-এলাকাগুলিতে তৃতীয় যোজনার প্রথম বর্ষে সম্প্রসারিত করবার প্রশ্নটি সরকারের সম্মুখে আছে। এই দুটি জেলায় ই এস আই স্কীমটি সম্প্রসারিত হবার পর ইনসিওরকৃত শ্রমিকগণের পরিজনদের মধ্যেও এই স্কীম সম্প্রসারিত করা হবে ব'লে আশা করা যায়। ইনসিওরকৃত শ্রমিকগণের জন্য স্বতন্ত্র হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং হাসপাতাল নির্মাণের প্রাথমিক কার্য—অর্থাৎ জমি ও বাড়ি সংগ্রহের কাজ—অগ্রসর হচ্ছে। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের সিকনেস বেনিফিট ১২৬ দিন থেকে বৃদ্ধি করে ৩০৯ দিন পর্যন্ত করা হয়েছে।

১৯৬০ সালে "এমপ্লয়িজ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড স্কীম" আরও ৮-টি শিল্পের কর্মীদের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছে। যে ৪৭-টি শিল্প এই স্কীমের আওতায় পড়ে তার মধ্যে ৩৪-টি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। ১৯৬০ সালের সংশোধনের ফলে তালিকাভুক্ত শিল্পগুলিতে যেখানে মাত্র ২০ জন ব্যক্তি কাজ করে সেখানেও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড চালু হবে। ১৯৬০ সালের ৩১এ ডিসেম্বর থেকে এই নতুন বিধি বলবৎ হয়েছে।

"ওয়ার্কমেনস কম্পেনসেশন অ্যাক্ট"-টি সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইনগুলির মধ্যে অতি পুরাতন। আলোচ্য বর্ষে ৩,১৮৬-টি মামলা রুজু হয়। তার মধ্যে ২,৫০৯-টি নিষ্পত্তি হয়। ১৫,৫৩,২১৫ টাকা ২৬ নয়া পয়সা কমিশনারের পি এল অ্যাকাউন্টে জমা হয় এবং তা থেকে ১৪,৪৮,৮৬৪ টাকা ৮৭ নয়া পয়সা তোলা হয়। ৩,৭৭,৬৮২ টাকা ৩২ নয়া পয়সা পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা হয়। অবশিষ্ট টাকা দেওয়া হয় আহত কর্মীদের এবং যারা মারা গেছে তাদের উত্তরাধিকারীদের। এবং খুব অল্প টাকাই মালিকগণকে প্রত্যর্পণ করা আবশ্যক হয়। পোস্ট অফিসে জমা দেওয়া টাকা থেকে ২,৮৪,৪৯৮ টাকা ৪৮ নয়া পয়সা বেনিফিসিয়ারীদের দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে চিনাকুড়ি দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ৯০-টি অ্যাওয়ার্ড চূড়ান্তরূপে ধার্য হয়।

১৯৬০ সালে "সাব্সিডাইজড ইন্ডাসস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীম" অনুযায়ী প্রায় ৩,০০০ বাসগৃহ নির্মিত হয়েছে এবং তার মধ্যে ২,০০০-টি গ্রহণোপযোগী করা হয়েছে। কলকাতা ও তার আশেপাশের শিল্পপতিগণ তাঁদের শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণে অধিকতর উৎসাহ দেখাবেন আশা করি। শ্রমিকদের দক্ষতা তথা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শিল্পপতিদের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

শিল্পায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি না ক'রে বলতে চাই যে, শিল্পায়ন এবং বস্তি সৃষ্টি একসঙ্গে চলা বাঞ্ছনীয় নয়। কলকারখানা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ঐ কলকারখানায় যারা কাজ করবে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের বাসগৃহের ব্যবস্থা না ক'রে যদি দূরাঞ্চলের শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, তাতে তো বস্তি সৃষ্টি হবেই। আশেপাশে লোক যারা আছে, যারা ঘরবাড়ি ক'রে বাস করছে, তাদের নিয়োগ করলে বস্তি গ'ড়ে উঠতে পারে না। কাজ ক'রে তারা নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে। সংশিষ্ট সকলের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বর্তমানে ৩১-টি শ্রমিক-কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনা করেন। এর মধ্যে ১২-টিতে ডিসপেন্সারি আছে। সেখান থেকে শ্রমিক ও তাদের পরিজনবর্গকে ওষুধপত্র দেওয়া হয়ে থাকে। এই শ্রমিক-কল্যাণ কেন্দ্রগুলি সংগঠিত শ্রমিক-এলাকাগুলিতেই আছে। ধুলিয়ান অঞ্চলে যেখানে বহু শ্রমিক আছে সরকার সেখানে একটি শ্রমিক-কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রধানতঃ আর্থিক কারণে শ্রমিকগণ তাদের অবসর সময়ে চিত্তবিনোদন করবার বা ছুটি উপভোগ করবার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পায় না। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ২১-টি "মডেল ওয়েল-ফেয়ার সেণ্টার' এবং দুটি "হলিডে হোম"—একটি দীঘায়, অপরটি দার্জিলিঙে—তৃতীয় যোজনাকালে তৈরি হবে। দীঘায় "হলিডে হোম" নির্মিত হবে তার ব্যয় বাবদ ৪,১০,৫৯৮ টাকা এবং দার্জিলিঙে জন্য ৩,৭৯,১৯৮ টাকা ধরা হয়েছে।

১৯৫৯-৬০ সালে ২৬-টি কর্মী-শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

১৯৬০ সালে ৩২৭-টি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্টারী করা হয়েছে। তাদের সভ্য-সংখ্যা হ'ল ৩৪,৯৬৩। ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য চারজন ট্রেড ইউনিয়ন ইনস্পেক্টার নিযুক্ত করা হয়েছে। এই ইনস্পেক্টারগণ ট্রেড ইউনিয়ন অফিসগুলি পরিদর্শন ক'রে থাকেন। সুস্থ সবল ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সাহায্য করাই আমাদের নীতি। ট্রেড ইউনিয়ন আইন ও শ্রম আইনসমূহ সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য লেবার ডাইরেক্টরেটে একটি অ্যাড্ভাইসরি সার্ভিস খোলা হবে। এইজন্য যে অতিরিক্ত অফিসার নিয়োগ করা হবে তার জন্য খরচ হবে ০·৯৮ লক্ষ টাকা। তৃতীয় যোজনাকালে একটি লাইব্রেরী সহ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট খোলা হবে। সেখান থেকে "লেবার অফিসার্স ট্রেনিং" দেওয়া হবে। ট্রেনিং ইন্স্টিটিউটে সরকারী কর্মচারী, ম্যানেজমেণ্ট এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের ব্যবহারের জন্য একটি কেন্দ্রীয় শ্রম-পাঠাগার খোলা হবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে ব্যয় হবে ৬,০১,৪০০ টাকা।

[3-20—3-30 p.m.]

লেবার ডাইরেক্টরেটে যে ইম্প্লিমেন্টেশন ও ইভ্যালুয়েশন সেল আছে তার চেষ্টায় আইনের আশ্রয় গ্রহণ না ক'রে ৫০-টি অ্যাওয়ার্ড ও ২২-টি চুক্তি কার্যকরী হয়েছে। "দ্বিতীয় অম্নিবাস কটন টেক্সটাইল অ্যাওয়ার্ড" অনুযায়ী কেশোরাম কটন মিল ও অন্যান্য মিলের শ্রমিকগণ কর্তৃক

উত্থাপিত মহার্ঘভাতা দাবি পূরণ এদের অন্যতম। মেসার্স ম্যাক্‌ফারলেন অ্যান্ড কোং ইন্ডিয়ান সাইকেল কোং, টিটাগড় পেপার মিল্‌স, জে কে হোসিয়ারী, টি প্রোডাক্টস এবং জয়েন্ট স্টীমার কোং-এর কর্মীদের প্রাপ্য আদায় এই তালিকায় আছে।

এইবার আমি যে প্রসঙ্গের অবতরণা করছি সেটি পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধানতম সমস্যা এবং সেই সমস্যাটি হ'ল কর্মসংস্থানের। শিক্ষিত বেকারের সমস্যা সর্বজনবিদিত। সাম্প্রতিককালে নারী কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫৮ সালে ন্যাশনাল এমপ্লয়মেণ্ট সার্ভিস ডাইরেক্টরেট থেকে যে সার্ভে করা হয় তাতে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে এই রাজ্যের অধিবাসীরা কর্মসংস্থানের যথাযোগ্য সুযোগ পায় না ব'লে যে ধারণা আছে তা সমর্থিত হয়।

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জেস (কমপালসারী নোটিফিকেশন অব ভেকেন্সি) অ্যাক্ট ১৯৬০ সালের ১লা জুন প্রবর্তিত হয়। এই আইনের ফলাফল পরিমাপ করবার সময় এখনো আসে নি। কিন্তু এর ফলে সরকারের অধীন শূন্য পদগুলি সংখ্যা জানার সুযোগ হয়েছে। ১৯৬০ সালে কর্মখালির যে সংবাদ পাওয়া গেছে তার সংখ্যা হ'ল ৪১,৪০২। পক্ষান্তরে ১৯৫৯ সালে এই সংখ্যা ২২,৬২৬। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে পাঠানো নামগুলি কোনরূপ বিবেচনাই করা হয় না। এই-সব প্রতিষ্ঠানে এখনো খোলা বাজার থেকে লোক নিয়োগ করা হয়। ১৯৬০ সালে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ প্রেরিত তালিকা থেকে ১৫,৯৯৬ জনকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৯ সালের সংখ্যা থেকে এই সংখ্যা কিছু বেশি হ'লেও—বৃদ্ধির হার আশানুরূপ নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা নিয়ে এই বিধানসভা-কক্ষে দুবার আলোচনা হয়ে গেছে এবং সর্বসম্মত প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। সে প্রস্তাবগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা যথেষ্ট সংখ্যায় কর্মে বিনিয়োগের সুযোগ যাতে পায় সেই কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ যাতে নতুন অথবা খালি পদগুলি পূরণের সুযোগ সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বিশেষ আগ্রহান্বিত। প্রধান প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে। সরকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় অধিবাসীদের চাকুরির সুযোগ দেবার জন্য নির্দেশ-পত্রও পাঠিয়েছেন। বহু প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় অধিবাসীদের চাকুরি মিলছে এবং তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে ব'লে সংবাদ পাওয়া গেছে। রাজ্যসরকার সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে লোক নিয়োগের এক নীতি নির্ধারণ ক'রে বলেছেন যে, মাসিক ২৫০ টাকা পর্যন্ত বেতনের সমস্ত চাকুরি স্থানীয় অধিবাসীদের দিতে হবে। এই নীতিটি ভারত-সরকারের অনুসৃত নীতি।

এই প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে নিবেদন করতে চাই যে, এই সমস্যার গুরুত্ব নিয়ে বিতর্ক নাই। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের পথ কি? দেশ শিল্পায়ন যতই হ'ক না কেন, কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান যতই প্রতিষ্ঠিত হ'ক না কেন, সমস্ত লোকের কর্মসংস্থান সেখানে হবে ব'লে আশা করা যায় না। চাকুরির উদ্দেশ্য জীবিকার সংস্থান। জীবিকার সংস্থান অন্য কিভাবে হ'তে পারে তাও দেখতে হবে। যে-সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না, একজন দুজন, পাঁচজন, দশজন মিলে সেই-সব ব্যবসা-বাণিজ্যও করতে হবে। বৃহৎ শিল্প-গুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে নয়—তাদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে গ্রামীণ শিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত ও সম্প্রসারিত করতে হবে। গত কয়েক বৎসরের হিসাব নিলে দেখা যাবে, ছোট, মাঝারি ও গ্রামীণ শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বশেষে, কৃষির কথাও ভুললে চলবে না। আজ পশ্চিমবঙ্গের ৭০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। ৩০ লক্ষাধিক কৃষি-শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গে আছে। তাদের অবস্থার উন্নতি করতে হ'লে কৃষিকে উন্নত করতে হবে। কৃষিকে উন্নত করতে পারলে এই কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থারও উন্নতি করতে পারা যাবে। উপরন্তু, কর্মসংস্থানের জন্য গ্রাম-ছেড়ে-আসা লোকের দ্বারা শহরে যে ভিড় বাড়ছে সে ভিড়ও থামবে। কৃষির পুনর্গঠন ও গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা ক'রে তাদের গ্রামেই রাখতে হবে।

পরিশেষে, এই কয় বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শ্রমবিভাগের যে সম্প্রসারণ হয়েছে তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি দিতে চাই। লেবার ডিপার্টমেণ্টে তিনজন গেজেটেড অফিসার, লেবার ডাইরেক্টরেটে (শপ্‌স এস্টাবলিশমেণ্ট সহ) ১৩ জন গেজেটেড অফিসার ও ২১ জন

নন-গেজেটেড অফিসার, ফ্যাক্টরী ডাইরেক্টরেটে ১০ জন গেজেটেড অফিসার বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুনালও বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রমবিভাগের কাজ মণিকাঞ্চন সমন্বয় নয়, লৌহকাঞ্চনের সমন্বয়। এই কাজ যেমন কঠিন, তেমনি মহান্। সেই কাজই শ্রমবিভাগ ক'রে চলেছে।

Mr. Speaker: All the cut motions are taken as moved.

Shri Mangru Bhagat

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sengupta

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchugopal Bhaduri

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Shaikh Abdulla Farooquie

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Syed Badrudduja

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Somnath Lahiri

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Basanta Kumar Panda

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Gopal Basu

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Renupada Halder

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Benarashi Prosad Jha

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Benoy Krishna Chowdhury

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Hare Krishna Konar

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Deben Sen

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Rama Shankar Prasad

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1.

Shri Jagat Bose :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রম-মন্ত্রী মহাশয় যে বক্তৃতা দিলেন ও যে তথ্যাদি উপস্থিত করেছেন আমাদের কাছে, তাতে করে পশ্চিম-বাংলার মজুরীর যে কাঠাম এবং মজুরীর যে গতি কোন দিকে তার আভাস, ইঙ্গিত আমরা পেলাম না। পশ্চিম-বাংলার মজুরীর প্রশ্ন বিবেচনা করলে, আমরা দেখি যে গত থার্ড ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইবুনালের আওতায় যে সমস্ত কলকারখানা এসেছিল, সেই-সব জায়গার শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী হচ্ছে ৭১ টাকা থেকে ৭৫ টাকার মধ্যে। আর যে-সব কলকারখানা এর আওতায় পড়েনি, সেই-সব জায়গার শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী হচ্ছে

৫০ টাকা, বা এমনকি তারও নীচে; এবং সামান্য শিল্পের কথা যদি বিবেচনা করা যায়, যেমন ceramic group-এ যে সমস্ত কলকারখানা পড়ে, সেখানে দেড় থেকে আড়াই টাকা মাত্র দৈনিক মজুরীর পরিমাণ। ইঞ্জিনীয়ারিং-শিল্পে ৭০ থেকে ৭৫ টাকা সর্বনিম্ন মজুরী। আমাদের কলকাতা ও পশ্চিম-বাংলার সঙ্গে যদি বোম্বের তুলনা করা হয় তাহলে দেখতে পাবো আমাদের এখানকার শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরীর যে হার, তার চেয়ে ৩০ টাকা বেশী সেখানকার শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরীর হার।

অধ্যক্ষ মহাশয়, জিনিষপত্রের মূল্যের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখতে পাবো ১৯৩৯ সালকে যদি base year করা হয় তাহলে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য ১৯৩৯ সালে দাঁড়ায় ৫৩১·২ পার সেণ্ট। সে-দিক দিয়ে মজুরদের মজুরীর দিকটা বিবেচনা করলে দেখা যায় ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে মজুরীর যে হার ছিল, যুদ্ধের সময় যখন নাকি প্রকৃত-পক্ষে ২৫ পার সেণ্ট মজুরী মজুরদের কাটা গিয়েছিল। আজ ১৯৬১ সালের যা দাঁড়াল, হিসাব করে দেখেছি—১৯৩৯ সালে মজুরীর যে কাঠাম ছিল, পশ্চিম-বাংলার মজুরদের মজুরী সেই অবস্থায় রয়েছে। গত এপ্রিল মাসে লোক সভার বাজেট সেশনে ইউনিয়ন লেবার মিনিস্টার এই কথা বলেছিলেন—১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মজুরদের মজুরী কাটা গিয়েছে প্রায় ২৫ পার সেণ্ট। তারপর ১৯৪৭ সালের পরে সেই মজুরীর হার একটু বৃদ্ধি পেতে থাকে; তারপর আবার ১৯৫৬ সালের পর যে পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাতে তাদের সেই উদ্ধারকৃত মজুরী পুনরায় কাটা যায়।

সভাপতি মহাশয়, সত্তার সাহেব বললেন কল্যাণ রাষ্ট্রের কথা। সেই কল্যাণ রাষ্ট্রে মজুরদের মজুরীর হার কি চমৎকার একবার দেখুন। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে পশ্চিম-বাংলায় মজুরদের মজুরীর যে হার ছিল, সেই হারই বর্তমানে রয়েছে। এই হচ্ছে তাঁদের কল্যাণ রাষ্ট্রের শ্রমিক ও কর্মচারীদের নমুনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এ গেল মজুরীর প্রশ্ন। তারপর প্রফিট্-এর দিক থেকে দেখছি ১৯৪৯ সালকে যদি base year ধরি, তাহলে ১৯৫১ সালে প্রফিটের অংশ দাঁড়ায় ১৬৮·৭। ইস্পাত-শিল্পে ১৯৫৮ সালে আমরা দেখছি ২৪২ ৯ হয়েছে প্রফিটের অংশ। আগে ছিল ১৩২·৮ প্রফিট, তারপর ১৯৫১ সালে সেই প্রফিটের অংশ বেড়েছে।

কলকারখানায় ১৯৫১ সালে প্রফিটের অংশ ছিল ১৩৭·৩, আর ১৯৫৮ সালে সেই প্রফিট বেড়ে হয়েছে ৩৫৩·৯ পার সেণ্ট। তারপর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে ১৯৫১ সালে প্রফিটের অংশ ছিল ১১৩·৪ এবং ১৯৫৮ সালে সেখানে প্রফিট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৫·৫ পার সেণ্ট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সব দিক দিয়ে প্রফিট বেড়েছে মালিকদের। কিন্তু মজুরদের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, তাদের মজুরী বাড়েনি। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সারা পশ্চিম-বাংলায় কলকারখানার মধ্যে মজুরীর প্রশ্নে ট্রাইবুনাল এমন কোন মীমাংসা করেন নি যাতে বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি হয়েছে। তাছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের মহার্ঘভাতা দেবার ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে বোম্বেতে এ সমস্ত বিষয় উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম-বাংলায় শ্রমিকদের মহার্ঘ-ভাতা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। এটা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদপ্তরের পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের পরিচায়ক নয়। যদিও ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইবুনালে মহার্ঘ-ভাতাকে জীবন ধারণের সংখ্যাসূচকের সঙ্গে আনুপাতিক হারে যুক্ত করে দিয়ে ভাল কাজ করেছিলেন। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত কারখানায় ট্রাইবুনাল বসেছিল, সেখানে এই মহার্ঘভাতা জীবন ধারণের সূচকের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়নি।

[3-30—3-40 pm.]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, কি মহার্ঘভাতার ক্ষেত্রে, কি মূল মজুরীর ক্ষেত্রে, আপনারা অগ্রসর হননি, যার ফলে একটা অচল অবস্থার মধ্যে রয়ে গিয়েছে এই মজুরীর প্রশ্ন।

অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মজুরী ও মহার্ঘভাতার প্রশ্ন ছাড়াও এই মজুরীর সঙ্গে bonus-এর

প্রশ্ন যুদ্ধের সময় থেকে এসে গিয়েছে। Bonus-এর নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি শ্রমদপ্তরের full bench formula ভিত্তিতে কোন রকম ব্যাখ্যা করা নেই। যার ফলে বিভিন্ন রকম Company বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করে থাকে। Britania Biscuit Company-র বেলায় যে ব্যাপার হয়েছিল Bonus নিয়ে তাতে ইউনিয়ন যে কথা বলেছিল তা শ্রমদপ্তর গ্রহণ করেন নি, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা গেল full bench formula আরোপ করার চেষ্টা করা হয়। এখানে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যার ফলে শ্রমিকরা bonus থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর অভিযোগ করেও কোন ফল পাওয়া যায় নি। কাজেই আজকে একথা বলা চলে না যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদপ্তর শ্রমিক-স্বার্থ, মজুরী, ভাতা, bonus প্রভৃতি নিয়ে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেন সে-কথা বলতে পারি না। মজুরীর প্রশ্নে সাত্তার সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন। মজুরীর যে কাঠামো আছে তাতে শ্রমিকরা আক্রান্ত হচ্ছে। জিনিষপত্রের দাম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মজুরী পরিবর্তন করা, মহার্ঘভাতা যুক্ত করা হয়নি তাদের জীবন ধারণের জন্য। কাজেই শ্রমদপ্তর যে কল্যাণ রাষ্ট্রের কাজ করছে তা বলা যায় না! মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের জীবনধরণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরীর কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে যে প্রকৃত মজুরী হ্রাস হচ্ছে। শ্রমিকরা এটা Government-র কাছে দাবী করা সত্ত্বেও, সাত্তার সাহেব এই জিনিষ তাঁর বক্তৃতার মধ্যে এড়িয়ে গিয়েছেন। এই এড়িয়ে যাওয়া মানে শ্রমিকদের মূল সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া। এবং এটা প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের সঙ্গে তামাশা করা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী তামাসার পাত্র নয়। সাত্তার সাহেব হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, ইতিহাস বার বার এই কথা বলেছে যে, মজুর-শ্রেণীর সঙ্গে যারা তামাশা করে, তারাই পরে তামাশার পাত্র হয়ে যায়। মজুরী সম্বন্ধে All India Labour Congress-এ বলা হয়েছে যে, একজন শ্রমিক যদি এক টাকা মজুরী পায় তাহলে মালিক তা থেকে পায় ৩·৩৯ নয়া পয়সা। এই হচ্ছে কল্যাণ রাষ্ট্রের অবস্থা; এইভাবে ধন বণ্টন হচ্ছে। এর দ্বারা শ্রমিকদের সন্তুষ্ট রাখতে পারবেন না। এর প্রতিবাদ হবে সে-বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে সরকারের অবহিত হওয়া উচিত। মজুরীর যে প্রশ্ন উপস্থিত করা হল, সে সম্বন্ধে শ্রমদপ্তরের বিবেচনা করা উচিত যাতে তার পরিবর্তন হয়। শ্রমিক শ্রেণীর উপর যে আঘাত পড়ছে তা প্রতিরোধ করার জন্য যাতে শ্রমদপ্তর সাহায্য করতে পারেন তার জন্য যাতে তাঁদের নীতির পরিবর্তন হয় তার জন্য অনুরোধ ও আবেদন জানাবো।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদপ্তর আজকে যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে trade union অধিকার ও আইনে অন্যান্য যেসব অধিকার দেওয়া হয়েছে সেসব সর্বত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে, অথচ এ সম্পর্কে শ্রমদপ্তর নিষ্ক্রিয়। ধান কল, রবার কারখানা, ছোটখাট কারখানা এবং বিশেষ করে বহু কারখানাগুলিতে কোন প্রকার আইনই মান্য করা হয় না। তদুপরি শ্রমিকদের আইনসম্মত ছুটিছাটার অধিকারও স্বীকৃত হয় না। বর্তমান over time খাটান একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। একথা এখানে বলার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই সমস্ত বেআইনী কার্যকলাপের সঙ্গে শ্রমদপ্তরের কর্মচারীদেব যোগাযোগ রয়েছে। শ্রমদপ্তরের চোখের সামনে কলকারখানার মালিকেরা এই সমস্ত বেআইনী কাজ করে যাচ্ছে এবং শ্রমিকদের লক্ষ লক্ষ টাকা মেরে দিচ্ছে Factory Inspector-দের সহযোগিতায়। বিভিন্ন কলকারখানায় Factory আইন নির্বিচারে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসঙ্গে বিড়ি-শিল্প সম্পর্কে বিশেষ করে বলা দরকার, কারণ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিড়ি-শ্রমিকদের কোন রকম মাইনে বাড়েনি। সম্প্রতি বিড়ি-পাতার মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে মালিকেরা বিড়ির দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। অনেক আন্দোলন করার পর অল্প কিছু দিন হল শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া কিছুটা আদায় হয়েছে। Cotton Textile-এ WageBoard-এর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হয়েছে বলে সাত্তার সাহেব এখানে যে কথা বলেছেন তা পুরাপুরি সত্য নয়। Wage Board-এর দাবি মেনে নেবার জন্য শ্রমিকদের বহুদিন আন্দোলন করতে হয়েছিল, হরতাল করতে হয়েছিল, তার ফলেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সম্প্রতিকালে চটকলে যে ঘটনা হয়েছে সে সম্পর্কে শ্রমদপ্তর অবহিত আছেন বলে মনে হয় না। চটকলে শ্রমিকদের মজুরী হ্রাস পেয়েছে, তাদের মজুরী রক্ষা করার জন্য শ্রমদপ্তর কোন প্রচেষ্টা করেছেন কিনা তার আভাষ

এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছ না। পশ্চিম-বাংলার শ্রমদপ্তর শ্রমিকদের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, শ্রমিকদের কার্য রক্ষিত হচ্ছে, একথা আমরা বলতে পারছি না। আমার সংগে অনেকেই একমত হবেন যে, গত কয়েক বৎসরে পশ্চিম-বাংলার শ্রমিকদের অবস্থার কোনপ্রকার উন্নতি না হয়ে অবনতিই হয়েছে বেশী। আজকাল অনেক কলকারখানায় temporary শ্রমিক দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে যাহার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর উপর আর এক ধরনের আঘাত এসেছে। এর জন্য কর্মচারীদের চাকরীর নিরাপত্তাবোধ ক্ষুন্ন হচ্ছে। আশা করি শ্রমমন্ত্রী মহাশয় এসব গলদের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করবেন।

[3-40—3-50 p.m.]

Shri Deben Sen:

মাঃ স্পীকার মহাশয়, এই বিভাগের বরাদ্দ মাত্র ২৪ লক্ষ টাকা। বোধহয় সব বিভাগের চেয়ে কম টাকা এই বিভাগে বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু এই বিভাগের ভুল করার ক্ষমতা অপরিসীম, সবার খারাপ করবার ক্ষমতাও অপরিসীম। মন্ত্রী মহাশয় যে প্রথমে বলেছেন, কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনে শ্রমজীবী-সমাজের যে মহান ভূমিকা আছে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শ্রমদপ্তর পরিচালিত হচ্ছে— স্বীকার করতে পারছি না কথাটা। অবশ্য শ্রমিকদের মহান ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা শ্রমবিভাগ বিস্মৃত হলেও শ্রমিকেরা নিজেরাই এই দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু আমি বলছি শ্রমদপ্তরের এই শ্রমনীতির ফলে শ্রমিকদের স্বার্থ পশ্চিম-বাংলায় পদে পদে ক্ষুন্ন হচ্ছে, লুণ্ঠিত হচ্ছে, পদ-দলিত হচ্ছে। মাঃ স্পীকার মহাশয়, একটা বিষয়ের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সমগ্র ভারতের যা বার্ষিক গড় আয় শ্রমিকদের তাতে বাংলা দেশেই সবচেয়ে কম; অর্থাৎ, বোম্বেতে ১৪৫২, বিহারে ১২৯৯, আসামে ১৮৫৩, দিল্লীতে ১৪০৩, West Bengal-এ ১১৭৩, আমি ভাবছিলাম এটার কারণ কি। পশ্চিম-বাংলার Foreign Capital এবং Indian Capital, এবং Indian Capital-এর তুলনায় Foreign Capital সবচেয়ে বেশী concentrated এবং এ দুটোরই কারণ হচ্ছে, পশ্চিম-বাংলা সবচেয়ে industrialised। তা যদি হয় তাহলে বোম্বে থেকে আমাদের গড় আয় কম কেন, বিহারের চেয়ে কম কেন, আসামের চেয়ে কম কেন, দিল্লীর চেয়ে কম কেন? উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ আমাদের সমান। কিন্তু উত্তর-প্রদেশ industialised state নয়, মধ্যপ্রদেশও industrialised state নয়। আমি এর কারণ অনুসন্ধান করছিলাম। হয়তো ব্রিটিশ আমলে তাঁরা policy করে কলিকাতা ও কলিকাতার আশেপাশে বেতন কম করে রেখেছিলেন। আজো সেই নীতি অনুসরণ করতে হবে? আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অন্ততঃ কাগজপত্রে এই দেশে নাই। আজো যদি শ্রমমন্ত্রী শ্রমিকদের মজুরীর একটু উঁচুহার নির্ধারণ না করতে পারেন, এবং অন্ততঃ বোম্বের সমান ও বিহারের সমান না করতে পারেন তাহলে তাঁর শ্রমনীতি কি করে সমর্থন করতে পারি? তাতেই সন্দেহ জাগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও যা চেয়েছিল, নিজেদের মুনাফা বাড়ান শ্রমিকদের বেতন কম রেখে, এই নীতিই অনুসৃত হচ্ছে। অনেক সময় আমাদের অর্থমন্ত্রী দুঃখ করেন, মায়া-কান্না কাঁদেন যে যেখানে industrial belt সেখানে ট্যাক্স কমাতে পারেন না। কিন্তু রাস্তা কি নাই? বেতন বাড়ালে industrial wealth distributed হয়ে যাবে না?

আরও বেশী equitable distribution of wealth হবে না সেটা তিনি ট্যাক্স করে আদায় করতে পারেন না, বেতন বাড়িয়ে আদায় করবার জন্য আইনে কোন বাধা নেই। সুতরাং শ্রম-বিভাগ এখানে হয় অক্ষম, না হয় নিষ্ক্রিয় এই না হলে তাঁরা এটাকে সমর্থন করেন। আমার মনে হয় ৩-টিই। তারপর বলবেন এই সর্বভারতীয় ফিগার; কিন্তু সাত্তার সাহেব এটা দিয়েছেন বলে আইন এখানে বলছিল পশ্চিম-বাংলার ফিগার আপনি দেন নি। অর্থাৎ রিয়াল ওয়েজ ১৯৫৫ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। এই বিষয়ে আমি আপনাকে দায়ী করব না, সর্বভারতই এর জন্য দায়ী। কিন্তু এখানেও আপনার বিশেষ কিছু করণীয় আছে। ১৯৫৫ সালে রিয়াল ওয়েজের ইনডেক্স ছিল ১৩১, ১৯৫৯ সালে সেই রিয়াল ওয়েজের

ইনডেক্স হল ১৬৯। অর্থাৎ কমে গেছে এর যেখানে ন্যাশনাল ওয়েলথ বেড়েছে হাজার কোটি টাকা এবং পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়েছে। এইভাবেই রিয়াল ওয়েজ কোথায় নেবে যাচ্ছে। এর পরও আপনারা বলবেন 'আমাদের শ্রমনীতি সমর্থন কর, ভারতবর্ষের শ্রমিকরা হরতাল করো না।' এর পর দেখি কনসিলিয়েশান প্রোসিডিংস আসে, ট্রাইব্যুনাল আসে এবং এর ফলে ভারতবর্ষের শ্রমিকরা কোথায় যে এসে দাঁড়িয়েছে তার ঠিক নেই। বাংলাদেশের চটকলগুলো এবার খয়রাত দিচ্ছে ৩·৪২ নঃ পঃ। ওয়েজ বোর্ড থেকে শ্রমিকদের জন্য কোন সময়ে ভারতবর্ষে এ রকম ইনটেরিম রিলিফ দেওয়া হয়নি। এসব নিয়ে আমাদের মিনিমাম ওয়েজ হচ্ছে ৭০ টাকা। কটন ওয়ার্কার্সদের মিনিমাম হয়েছে যেখানে ৭৪ টাকা সেখানে বম্বে, আমেদাবাদে কটন ও টেক্সটাইল ওয়ার্কার্সদের সর্বনিম্ন বেতন ১২৫ টাকা। সুতরাং আমরা যখন বম্বে যাই তখন আমরা গালাগালি খাই যে তোমাদের পশ্চিমবঙ্গে এত কম বেতন কেন? এবং এইভাবে দিল্লী ও বিহারেও গালাগালি খাই। সুতরাং আপনার এই দাবী করা সাজে না যে শ্রমিকদের মহান্ দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। অল ইণ্ডিয়া পলিসি—আপনি সেই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন—নৈনিতাল কনফারেন্স—সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ভারতবর্ষের শ্রমিকদের একটা নিউ ডিল দিতে হবে। আমাদের দিল্লীর শ্রমমন্ত্রী বলেছিলেন যে একটা নিউ ডিল আমি ভারতবর্ষের শ্রমিকদের দেব এবং ঠিক হয়েছিল যে ন্যাশনাল মিনিমাম ওয়েজ ১২৫ টাকা। বাংলাদেশে কোথায় তা লোকে পায়? এর উত্তরে যদি বলা হয় যে আমি কি করব, আমি তো ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়ে দিই, ট্রাইব্যুনাল যদি না দেয় তাহলে আমি কি করব? এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হাই-কোর্টের জজেরা চিন্তার দিক দিয়ে ফসিল এবং তাঁদের কোন social conscience নেই। যাঁরা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, রেপ-কেস ইত্যাদির বিচার করেন তাঁরা শ্রমিক ও মালিকদের ভেতরে সোশ্যাল জাস্টিসের বিচার করতে পারেন না। একজন ট্রাইব্যুনালের জজকে যখন বলা হয় যে, পিওন, চাকর ইত্যাদিদের ৮০ টাকা করে বেতন দিতে হবে তখন তিনি বলেন যে আমার চাকরকেও কি তাহলে ঐ ৮০ টাকা দিতে হবে? সুতরাং এই যাঁর attitude তাঁর দ্বারা ট্রাইব্যুনাল গঠন করা মানেই মালিককে আরও বেশী পরিপুষ্ট করে দেওয়া। আমি নিজে ট্রাইব্যুনালের নাম শুনলে ভয় পাই। আমি কোন সময়ে লেবার ডিপার্টমেণ্ট বা ট্রাইব্যুনালে যাই না। ট্রাইব্যুনালে যখন বিষয় গেল তখন আমি মনে করি যে ট্রেড ইউনিয়নের দিক দিয়ে সে শ্রমিককে ফাঁকি দিল এবং মালিক ও সরকারকে সুবিধা করে দিল। কোন ডিসমিসাল কেস ট্রাইব্যুনালে গিয়ে জিততে পারে নি। ট্রাইব্যুনালের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের কোন শ্রমিকের বেতন বেড়েছে কিনা সে ফিগার আপনি দেন নি। সুতরাং আপনার ট্রাইব্যুনাল নীতি একটা ধোঁকা এবং ভাঁওতা এবং সমস্ত জায়গায় এই ট্রাইব্যুনালের জজেরা মালিক বা ক্যাপিটালিস্টদের দিকে চেয়ে থাকেন। সুতরাং ট্রাইব্যুনালে গেলে কি যে রেজাল্ট হবে সেটা আমি আগে থেকেই বলতে পারি।

[3-50—4 p.m.]

এবার আমি শ্রমদপ্তরের মালিক-ঘেঁষা নীতির দুটি উদাহরণ দেব। তবে এর পূর্বে মাননীয় সদস্য জগৎবাবু চটকল এবং সুতাকল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে চটকল সম্বন্ধে বলেছেন যে, চটকলে সপ্তাহে সাড়ে ৫ ঘণ্টা কাজ কমে গেছে এবং ১২% লুম্ সিল্ড হয়েছে। এর কারণ কি আমাদের শ্রমমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী জানেন না? না কি তাঁদের সংগে পরামর্শ করেই এসব কাজ করা হয়েছে। তাঁরা কি বাধা দিয়েছিলেন? কিন্তু আমরা তো দেখছি যে ঐ সাড়ে ৫ ঘণ্টা কমে যাওয়ার ফলে প্রত্যেকটি লোকের মাসে ৪ টাকা থেকে ৯ টাকা আয় কমে গেছে এবং লুম্ সিল্ড হওয়ার জন্য বেকারী বেড়েছে। কাজেই এঁদের চোখের সামনে যখন চটকলে এ রকমভাবে শ্রমিকদের আয় কমেছে তখন কি করে এঁরা তাদের আয় বাড়াবেন? মালিক পক্ষ থেকে অবশ্য এই যুক্তি দেওয়া হয় যে কাঁচা পাটের আমদানী কমেছে, কিন্তু আমি তা স্বীকার করি না। কারণ, আমাদের অর্থমন্ত্রী যদিও বলেছেন যে, ১৯৫৯/৬০ সালে আমাদের মাত্র ২৩ লক্ষ বেল পাট হয়েছে, কিন্তু সেখানে আমার হিসেব হচ্ছে ৪৫ লক্ষ বেল এবং ১৯৬০/৬১ সালে হয়েছে ৫৮

লক্ষ বেল। কাজেই কাঁচা পাট যে কম হয়েছে সে-কথা স্বীকার করি না। তবে আমার কথা মেনে না নিয়ে না হয় মালিকদের কথাই মেনে নিলাম যে কাঁচা পাট কম উৎপন্ন হয়েছে এবং তাঁদের লাভও আগের মত হচ্ছে না। কিন্তু তার জন্য কি সমস্ত চাপ সইবে এই শ্রমিক? কেন সেটা মালিক পক্ষ সহ্য করবে না? তা ছাড়া ফাটকা-বাজী এবং ফরওয়ার্ড সেল-এর দরুণ যখন কাঁচা পাটের দাম বাড়ছে তখন তার সমস্ত ক্ষতি কেন এই শ্রমিকরা বহন করবে? কিন্তু চটকল কি ৪০০% ডিভিডেণ্ট দেয়নি? এবং ১৯৫৯-৬০ সালে কি তাঁদের ৫ কোটি কোটি টাকা মুনাফা হয়নি? স্যার, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, যেখানে এই চট-শিল্পের মারফত বাইরে সেল করে ভারতবর্ষ ১২০/১২৫ কোটি টাকা ফরেন এক্সচেঞ্জ আমদানী করছে সেখানে যে সমস্ত শ্রমিকরা এটা এনে দিচ্ছে তাদের উপর এত চাপ হবে কেন? আমি সেদিন বলেছিলাম যে, চটকলের ২৫ কোটি টাকা পেইড ক্যাপিটাল এবং ২২ কোটি টাকা রিজার্ভ আছে। কাজেই তাঁরা যদি তাঁদের সেই রিজার্ভ থেকে ১ কোটি টাকা দিয়ে বলেন যে আমাদের যা লোকসান হবে তা আমরা রিজার্ভ থেকে বহণ করব তাহলে কি ক্ষতি হোত? অন্তত এটাও কি শ্রমদপ্তর বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্যাবিনেট তাঁদের বলতে পারলেন না? স্যার, ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে চটকলের টোটাল ওয়েজ-বিল ছিল ১৫ কোটি টাকা এবং তারপর ২-টি ট্রাইবুনাল হওয়ার পর সেটা বেড়ে বেড়ে হোল ২৪ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সেই ওয়েজ-বিল যখন আবার নেমে হোল ২০ কোটি টাকা তখন এটাকে কি আমরা তোষণ নীতি বা মালিক-ঘেঁষা নীতি বলব না? স্যার, আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, যেখানে আমরা ফরেন-এ মাল পাঠিয়ে ১২০ কোটি টাকার মত আদায় করছি এবং তারপর যেখানে ৩ টাকা বাড়ান হয়েছে সেই চটকলে আজ দেখছি যে তাদের টোটাল ওয়েজ-বিল কমে যাচ্ছে। তাহল তবুও কি আমাদের এই শ্রম-বিভাগের নীতি মেনে চলতে হবে? এবারে আমি এই বিভাগের এমপ্লয়মেণ্টের কথা বলব। অবশ্য এটা বেশ আনন্দের কথা যে, লেবার মিনিষ্টার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, আমাদের এমপ্লয়মেণ্ট পজিশন ভাল না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের পরিসমাপ্তির পরও যদি আমাদের দেশে এমপ্লয়মেণ্ট না বাড়ে তাহলে কি করে চলবে? আমি টোটাল এমপ্লয়মেণ্টের কথা বলছি। বাঙালীর কথা যে পুনঃ পুনঃ বলেন এটা ভাঁওতা। আমি দেখাব যে বাঙালীর রিক্রুটমেণ্ট প্রত্যেক বছর কমে গেছে, বাড়েনি। এটা আপনার বই-এর কথা। কিন্তু তবুও বাঙালীর কথা বলে বলে সমস্ত আবহাওয়াকে আপনি বিষাক্ত করতে চান? আজকে চটকলের যারা বড় বড় নন-বেঙ্গলী মালিক তাঁরা ধুয়ো তুলেছেন যে ট্রেড ইউনিয়নে বাঙালী রাখতে পারবে না। ট্রেড ইউনিয়নে বাঙালী থাক অবাঙালী থাক আপত্তি নেই কিন্তু সমগ্র শ্রমিকের ক্ষেত্রকে ডিভাইড করে দেওয়া তার জন্য দায়ী আপনি। যদি বুঝতাম যে এর ফলে আপনি বাঙালী রাখা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন, রিক্রুটমেণ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন তাহলে সহ্য হয়ত করা যেতে পারত। তবে আমি করতে পারি না, কারণ আমি যে পার্টিতে বিলং করি সেটা হচ্ছে অল ইণ্ডিয়া পার্টি—বাঙালীকে চাকরি দাও অবাঙালীকে দিও না এই নীতি আমি সমর্থন করি না। আপনার এই বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্যাবিনেট, মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলেন পুলিশ-মন্ত্রী কাউকে বাধ্য করে চাকরি দিতে পারেন না। পশ্চিম-বাংলায় ১৯৫৬ সালে ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ফ্যাক্টরি ওয়ারকার্স পার ডে হাজির হয়েছে? এমপ্লয়েড ছিল ১৯৬০ সালে ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার, অর্থাৎ ৫ বছরে ২০ হাজার বেড়েছে। কিন্তু বেড়েছে কি? আমি সেই সঙ্গে দেখছি যে মেয়ে শ্রমিক এই ৫ বছরে ১১ হাজার কমে গেছে। পুরুষদের যদি ৫ বছরে ২০ হাজার বেড়ে থাকে মেয়ে শ্রমিক যারা এমপ্লয়েড ছিল তাদের সংখ্যা ৫ বছরে ১১ হাজার কমে গেছে। শ্রমমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন মেয়েরা আরও বেশী চাকরি চাচ্ছে। প্রহসন করবেন না। যারা চাকরিতে ছিল একমাত্র চটকলে তারা কমে গেছে সবচেয়ে বেশী। তারা সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে যাচ্ছে। এবং যদি এভারেজ ধরেন তাহলে ২০ হাজার থেকে ১১ হাজার বাদ দিলে থাকে ৯ হাজার এবং এই ৯ হাজার ৫ বছরে অর্থাৎ প্রতি বছর ২ হাজার বেড়েছে। Percentage of Bengalee labour কত, না, amongst total labour যদি ১ শত জন হয় তাহলে তার মধ্যে ১৯৫৫ সালে বাঙালী ছিল

৩৬, ১৯৫৮ সালে বাঙালী হয়েছে ৩৪। আপনার দেওয়া বই থেকে বলছি। অন্য লোক চাকরি পেয়েছে তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু এই দপ্তর কেন প্রচার করে বেড়াবে? আপনারা কি চাকরি দিতে পারেন না? বিড়লাকে ডেকে বলতে পারেন না যে তোমাদের হেড অফিসে যা লোক আছ তার শতকরা ৮০ জনকে বাঙালী নিতে হবে? তেমনি টাটাকে ডেকে বলতে পারেন না, Bengal Chamber of Commerce-কে বলতে পারেন না? এত ঢাক পেটান কেন এবং ঢাক পিটিয়ে সমস্ত আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে দেওয়া কেন? সুতরাং আমি আপনাদের এই দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছি তাঁরা এই পশ্চিম-বাংলায় প্রাদেশিকতা ডেকে আনছেন বাঙালীর চাকরি দেওয়ার জন্য নয়, শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক সংহতি, শ্রমিক ইউনিটিকে একেবারে নস্যাৎ করে দেবার জন্য তাঁরা এই পলিসি নিয়েছেন। কাজেই যদি ২ হাজার করে বেড়ে থাকে ১৯৬০ সালে রিট্রেঞ্চমেণ্ট হয়েছে ৮ হাজার লোকের এবং লে অফ হয়েছে ১৭ হাজার লোক আর ইউনিট ক্লোজ ডাউন যেগুলি হয়েছে যার ফলে ৪ হাজার লোক চাকরি হারিয়েছে এদের নাম নিশ্চয়ই ডেলি এ্যাটেনডেন্স খাতায় আছে, তাদের নাম কেটে দেন নি। সুতরাং ২০ হাজার বেড়েছে বলছেন তার ভেতর ১৭ হাজার লে অফ রয়েছে। সুতরাং কিছু বাড়েনি। তারপর আরও দেখাচ্ছি।

শ্রমমন্ত্রী নিজেই বলেছেন :

'The table will show that the position of workers having their State of origin in West Bengal, as regards employment, has not improved much from the year 1957.'

[4—4-10 p.m.]

আমরা দেখিয়েছি ফ্রম ১৯৫৫ ইট গোজ ডাউন। সত্য কথা লিখতে আপনি সাহস পান না? শ্রমমন্ত্রী আরো বলেছেন তাঁর বইতে :

'In the absence of an uptodate evaluation of the situation, it is not possible at this stage to record accurately the progress that has been registered by the employment market.'

শ্রম-বিভাগের আর কি কাজ? তাঁদের কাজ লোকে চাকরী পেয়েছে কিনা, তাদের বেতন বেড়েছে কিনা এইসব দেখিয়ে দেওয়া, তাই করতে পারলেন না। শ্রম-বিভাগের অন্য জিনিস তৈরী করে দেয়ার দরকার কি আছে? আরো বলা হয়েছে :

'On the whole, it could be ascertained that in spite of some good progress achieved in different spheres of our economic life, the rate of creation of new jobs has not been proportionate to our expectations and requirements.'

ওঁরই স্বীকৃত যে অন্যান্য জায়গায় অর্থাৎ ইরিগেশনে বেড়েছে; ধান চাষে বেড়েছে, কোথা থেকে এসব এল জানি না কিন্তু ওঁর নিজস্ব বিভাগ শ্রম-বিভাগ, তাতে বলছেন :

The creation of (new) jobs has not been proportionate to our expectations and requirements.

অথচ থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে যে ৫টা অবজেকটীভস আছে সেই ৫টা অবজেকটীভের মধ্যে দুটো হচ্ছে :

'To utilise to the fullest extent possible the man-power resources of the country and to ensure a substantial expansion in employment opportunities.'

সুতরাং সেই অবজেকটীভ এখানকার শ্রমদপ্তরের সামনে নেই, তাঁরা ভুলে গেছেন এবং তাঁরা এখানে মালিকদের স্বার্থে অগ্রসর হচ্ছেন। কন্সিলিয়েশনের বহু ফিগার দিয়েছেন, কয়েক হাজার

আমি ঠিক জানি না কিন্তু কন্সিলিয়েশনের ফলে তাঁরা কে উপকার পেয়েছেন সেটা বলেছেন? অর্থাৎ কন্সিলিয়েশনের ফলে এত সংখ্যক কন্সিলিয়েশনে এত পার্সেণ্টেজ বেতন বেড়ে গেছে এত সংখ্যক কন্সিলিয়েশনের ফলে এত সংখ্যক ডিস্‌মিসড্‌ শ্রমিক চাকরী পেয়েছেন—এর কোন ফিগার দিয়েছেন, কোন ফিগার দেন নি। কিন্তু আমি জানি বহু জায়গায় কন্সিলিয়েশন দেয়া হচ্ছে না। আমি জানি মেটাল বক্স, খিদিরপুর, তাদের একটা ডিসপিউট ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত লেবার ডাইরেক্‌টরেটে রয়েছে, এখনও পর্যন্ত তা সেটেলমেণ্ট হয়নি, এখনও পর্যন্ত ট্রাইবুনাল হয়নি। আমি জানি লেদার য়্যাণ্ড ট্যানারী ওয়ারকার্স, তাঁরা চার্টার অব ডিমাণ্ডস দিয়ে লেবার কমিশনারের কাছে পাঠিয়েছেন ৬ মাস ধরে–৬ মাসের মধ্যে একদিনও কন্সিলিয়েশন ডাকা হয়নি। এ সত্ত্বেও আপনার শ্রম-বিভাগের কন্সিলিয়েশন নীতি সফল হচ্ছে একথা আমাকে বলতে হবে? কেন ৬ মাসের ভেতর কন্সিলিয়েশন ডাকলেন না? বলতে পারেন শ্রমমন্ত্রী অসুস্থ ছিলেন, তিনি ছিলেন না। কিন্তু শ্রমমন্ত্রী অসুস্থ হলে আমাদের ডিসপিউট সকল অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেখানে ডেপুটী মিনিষ্টার ছিলেন, পুলিশমন্ত্রী কালীপদবাবু ছিলেন --তাঁরা বলে দিতে পারতেন যে কন্সিলিয়েশন আরম্ভ করে—এটা কেন হতে পারলো না? তার একটা প্রতিষ্ঠান লুম্বিনী-পার্ক, তাঁরা ৬/৭ মাস ধরে দাবী করেছেন, সেখানে ১৫ টাকা শ্রমিকদের বেতন এবং সেই ১৫ টাকা বেতনের বিরুদ্ধে তাঁরা একটা ডিমাণ্ড আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন কিন্তু কন্সিলিয়েশন এখনও হয়নি, কেউ কাউকে ডাকে না। এর পরেও আপনারা বলবেন আপনাদের কন্সিলিয়েশন নীতি সফল হচ্ছে, পাঁচ হাজার, ছয় হাজার কন্সিলিয়েশন হয়েছে। ধরুন য়্যাওয়ার্ড ইমপ্লিমেণ্টেশন এই শ্রমদপ্তর যে বই আমাদের কাছে দিয়েছেন, তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে Non-implementation of award ৫০টা এবং Non-implementation of agreement ২২টা এবং ট্রাইবুনালে যা গিয়েছিল তার মধ্যে successful 122টা non-successful 192টা। সুতরাং ট্রাইবুনালে un-successful 192, আর যারা successful হয়েছে—তারা কি পেয়েছে—জানতে চাই? এবং যারা award implementation করলো না, তাদেরই বা কি শাস্তি হ'ল—সেটা জানতে চাই? আমি জানি শ্রম-বিভাগ সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি বা ইচ্ছা করে তা বাদ দিয়েছেন। আর-জি-করে স্ট্রাইক নোটীশ দিয়েছে শ্রমিকরা। আগামী ১৬ তারিখ থেকে স্ট্রাইক হবার কথা শ্রমিকদের। কারণ কোন বেতন বাড়ান, তা নয়; কাউকে ভর্তি করা—তা নয়; ডিস্‌মিস্‌ করা লোককে রক্ষা করা, তাও নয়—খালি এক বছর আগে যে ট্রাইবুনালের রায় হয়েছিল, তাদের সেই টাকা তারা পায় নি। আর ট্রাইবুনালের award-এর সুযোগ আমাদের আর-জি-করের শ্রমিকরা পেতে পারেনি। Electric Supply-এর শ্রমিকরাও সেখানে ট্রাইবুনাল যা দিয়েছে, তা পায়নি। জামগ্রাম ফ্যাক্টরীটা আমাদের শ্রমমন্ত্রীর বন্ধুর ফ্যাক্টরী- সেখানে ট্রাইবুনালে গেছে, শ্রমিকরা সেই ট্রাইবুনালে জিতেছে। তার জন্য প্রতিদিন আমাদের যারা কর্মচারী এক এক করে dismissed হচ্ছে। সেটা যদি শ্রমদপ্তরে আসে, তা যদি হয় ও ৬ মাসের আগে হবে না। ট্রাইবুনাল যদি শেষ করে দেয়, দু বছরেও হবে না। কাজেই dismissed যারা, তারা dismissed-ই রয়ে গেল। ইউনিয়নের ধ্বংস করবার নীতি এই conciliation ও tribunal মারফত অতি নিপুণভাবে চলছে। আপনি ঐ tribunal ও conciliation যদি তুলে দেন, তাহলে ভালো হয়—আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। আপনি যদি আপনার শ্রমদপ্তরও তুলে দেন, তাহলেও আমাদের কোন ক্ষতি হবে না, বরং আমাদের লাভ হবে। এগুলি রেখে আমাদের সর্বনাশ আপনি করছেন। বর্তমানে যে আইনগুলি আপনার শ্রমদপ্তরের আওতায় পড়েছে, তার implement করা সম্বন্ধে দু-একটা উদাহরণ দেই। Minimum Wage Act যেটা আছে,—সে সেই মান্ধাতার আমলের Act—অর্থাৎ ১২ বছর আগের Act. গত ১২ বছরে পৃথিবী বদলে গেছে atomic age এসেছে, কিন্তু সেই Minimum Wage Act যা ছিল, তাই রয়েছে। তার আওতায় যে minimum wage fix করা হয়, তা অতি নগণ্য। তার সঙ্গে cost of living index-এর কোন সমর্থক নাই। প্রতি বছর এটা revised করার কোন নীতি নাই। সুতরাং এই Minimum Wage Act -এর আওতায় যা

বেড়েছে তার মধ্যে bonus নাই, তার মধ্যে provident fund নাই, retiring gratuity নাই। তাদের sweated labour-কে আরো বেশী sweated করে রেখেছেন। তাঁরা Minimum Wage Act থেকে তাদের মুক্তি দেন, তাহলে এরা বাঁচবে। আপনার শ্রম-বিভাগের বিরুদ্ধে আমি কোন corruption-এর চার্জ করি না, Labour Directorate-এর বিরুদ্ধেও corruption-এর আমি চার্জ করিনি। সে খবর আমার নাই। তার পর Shop Establishments Act যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ঘোরতর দুর্নীতির অভিযোগ আমার কাছে এসেছে। তাঁরা যদি কাউকে ধরেন, তাহ'লে তাকে বাড়ীতে ডেকে পাঠান এবং বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে Inspector-এর কথাবার্তা হয়। আর যে কেস কোর্টে যায় সেখানে মালিকের নাম ভুল করে দেওয়া হয়, মালিকের addressও ভুল করে দেওয়া হয় এবং যে মালিক চার-পাঁচবার সাজা পেয়েছে, সেটা সাব্‌মিট্‌ করা হয় না। ফলে জরিমানা দু-টাকা হয়। এই শপ্‌-কিপাররা কি দু-টাকা জরিমানা দেওয়ার ভয়ে আইন মানবে? সুতরাং আমি conclusion-এ বলতে চাই, আপনাদের Subsidised Housing Scheme সম্বন্ধে আপনি কিছু করতে পারেন নি। আপনি সেখানে বলেছেন তিন হাজার বাড়ী—বইতে যা দিয়েছেন তাতে হিসাব করে দেখি দু হাজার এবং তার মধ্যে অর্ধেক করেছে C.I.T. সুতরাং পরিশেষে বলতে চাই—সাত্তার সাহেব বন্ধু লোক। তিনি টাকা পয়সা পান বলে অভিযোগ করছি না। তিনি অক্ষম। তিনি মালিকের তোষণনীতির পক্ষপাতী শ্রমমন্ত্রী হয়ে বসে আছেন। তাতে আমাদের কারো মঙ্গল হবে না। এটা তিনি মনে রাখবেন।

[4-10—4-20 p.m.]

Dr. Maitreyee Bose :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই যে দাবী শ্রমমন্ত্রী পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং এই দাবী সমর্থন করবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বহু বৎসর ধরে যে দাবী রেখে ছিলাম তাঁর কাছে যে শ্রমদপ্তরের যে চাহিদা, এটা মেজর হেডে আসুক, miscellaneous fire services-এ যেটা ছিল, সেটা যেন আর না থাকে। এবার সেটা দেখতে পাচ্ছি, লেবার এবং লেবার এমপ্লয়মেণ্ট বলে আলাদা ভাবে এসেছে। সেজন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি তাঁকে আরও অভিনন্দন জনাচ্ছি তিনি যে পুস্তক প্রচার করেছেন মজুরদের অভাব-অভিযোগ, সুখ-সুবিধা সম্পর্কে; তা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। এই বই-এর মধ্যে বহু জিনিষ, তত্ত্ব রয়েছে। অবশ্য হয়ত কোন বিষয় এদিক ওদিক, কিছু গোলমাল থাকতে পারে. সেটা এমন কিছু নয় এবং তা নিয়ে কোন কথা উঠতে পারে না। আমার পূর্ববর্তী বক্তাগণ যাঁরা বক্তৃতা দিলেন, তার মধ্যে মাননীয় সদস্য জগৎবাবু মহাশয় কি সব এলোপাতাড়ি বলে গেলেন, তার কিছুই আমার বোধগম্য হল না। তিনি হঠাৎ বলে বসলেন শ্রমদপ্তরের লোকেরা সবাই ঘুষ খায়, উনি খান কিনা জানি না। আমি তাঁকে শুধু এইটুকু বলতে চাই এসেম্বলীর বক্তৃতা কোন গভর্ণমেণ্ট কর্মচারী ঘুষ খেল, আর কোন কর্মচারী ঘুষ খেল না, তার ঊর্ধ্বে থাকা উচিত। অবশ্য যদি বড় রকমের কোন চুরি হয় তাহ'লে আলাদা কথা; তা না হ'লে এই ধরণের কথা বলে লাভ নেই। এতে শুধু নিজেকে অযথা ছোট করা হয়। মাননীয় সদস্য দেবেন সেন মহাশয় কতকগুলি অসংলগ্ন কথা বললেন। তিনি একটা কথা বললেন যে ট্রাইবুনালে আজ পর্যন্ত কোন দিন কারও মাইনে বাড়েনি। তারপর খানিকক্ষণ পরে, পাঁচ মিনিট পরে বললেন জুটের লোকদের ট্রাইবুনালে মাইনে বেড়ে ছিল, আবার সেটা পুনরায় কমে গিয়েছে। মানে total wage bill বেড়েছিল; এবং সেটা ট্রাইবুনালের জন্যই বেড়ে ছিল, এই কথা তিনি বলেছিলেন। আবার তিনি আর একটা কথা বলেছিলেন Minimum Wages Act-এর schedule-এ যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা, যেমন provident fund, bonus প্রভৃতি, তা plantation-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনার মাধ্যমে অধ্যক্ষ মহাশয় যে plantation-এ চা-বাগানে minimum wage

চালু আছে। সেখানে bonus payment হয়েছে, এবং অনেক বছর ধরে যেখানে provident fund-এর ব্যবস্থা চালু আছে। Port Commissioner's-এর লোকদের ক্ষেত্রেও minimum wages চালু আছে এবং সেখানে provident fund বহুদিন থেকে আছে। অতএব বিকৃত-ভাবে এই সমস্ত জিনিষগুলি বলে কি লাভ হয়, বুঝতে পারা যায় না। উনি এলোপাতাড়ি ও অসংলগ্নভাবে যে সমস্ত কথা বলেছেন, সে সকল কথা তুলে আমার সময় নষ্ট করবার ইচ্ছা নেই।

আমি একটা কথা শুধু আপনার মাধ্যমে বলবো, অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখি কয়েক দিন আগে Community Development project-এর একটা demand-এর উপর আলোচনা-প্রসঙ্গে বর্তমান পুরুষের জগতে সব পুরুষ হঠাৎ মেয়েদের পিছনে এমন লেগে গেলেন, যে তাতে আমার অত্যন্ত লজ্জাবোধ করতে লাগলো। দুটি কয়েক গ্রামসেবিকা চাকরী পেয়েছে তার জন্য এখানে একে একে সদস্যরা উঠে তাদের নামে যা তা বলতে লাগলেন। তারা নাকি প্রজাপতির মত রঙ-বেরঙের কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়, আরও কি সব তারা নাকি করে। আমি বলি যে সমস্ত সদস্যরা এই সমস্ত কথা এখানে বলেছেন, তাঁদের আত্মীয়স্বজন মহিলারা কি প্রজাপতি নন? কয়েকটি মেয়ে চাকরী পেয়েছে- তাদের পিছনে এমন লাগলেন যে আমার লজ্জা পেতে লাগলো। এই সমস্ত গ্রামসেবিকারা বহু জায়গায় গ্রামের ভিতর গিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করছেন এবং তাদের একটু-আধটু ভুল-চুক, দোষ-ত্রুটি থাকলেও অনেক ভাল কাজ তারা করছে। গ্রামের লোক তা বুঝুক বা না বুঝুক, তাদের বোঝাতে হবে।

আমাদের দেশের গ্রামের লোকেরা অনেক সময় সব কথা বুঝতে পারে না। যেমন আমাদের শ্রমিকদের ঘর করার বেলায় বলা হয় যে জানলা করে কি হবে, জানলা করলে কাগজ গুঁজে রাখবে! অতএব জানলা করবেন না। এখানেও সেই রকম। আজকে গ্রামসেবিকার কাজ হয়ত আমাদের সদস্যরা বুঝতে পারছেন না কিন্তু তাই ব'লে যে তাদের কাজ নেই এবং আমাদের মেয়েদের যে কিছু কর্মসংস্থান হয়েছে সে-বিষয় কোন সন্দেহ নেই। আমি সবার আগে একটা কথা বলি, সরকারের এখানে মালিকদের বিষয় খুব সাবধান হওয়া উচিত যেমন আমাদের contract system-এ দেখা যায়, আমাদের একটা plantation আছে, সেটা হচ্ছে cinchona plantation. ১৯৬০-৬১ সালে ৬ শত লোককে সেখানে surplus করলেন। কিভাবে করলেন? ১২ মাসের মাইনে দেওয়া হ'ল এবং তাও rehabilitation grant দিয়ে তাদের voluntary retirement করালেন। কারণ তারা surplus। কিন্তু তারপর দেখা গেল তারা surplus ছিল না। তাদের সরিয়ে দেবার পর contractor-দের লোক নেওয়া হল। লাঘপাণ্ড cinchona plantation-এ, সেখানে বেশ কিছু লোক এই বৎসর contractor-দের অধীনে কাজ করছে। এই যে জিনিষ, এই জিনিষ সম্বন্ধে সরকারের খুব ওয়াকিবহাল থাকা দরকার ও সাবধান হওয়া দরকার। কারণ যেখানে সরকার মালিক সেখানে তার আদর্শ মালিক হওয়া উচিত। তাদের provident fund নেই, অনেক কিছু নেই। সেগুলি অনেক বলার পর, অবশ্য যারা সরকারী চাকুরে তাদের ৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি হ'ল, কিন্তু এদের কিছুই হ'ল না। তারপর এখানে অনেক বলার পর তাদেরও হ'ল। আমার কথা হচ্ছে, এই department-এর যারা উচ্চ পদস্থ কর্মচারী, তাঁরা দেখেন যে এইভাবে যেখানে contract labour বেড়ে যাচ্ছে, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। এটা বার বার বলতে চাই। আমি এখানে বিশেষ করে চটকল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মাননীয় দেবেনবাবু অনেক কথা বলেছেন। আমি পরিসংখ্যান বুঝি না। লাখ্ লাখ্, কোটি কোটি শুনলে আমার মাথা গুলিয়ে যায়। আমি যখন Physics পরীক্ষা দিই তখন আমাকে Professor বলেছিলেন যে mathematical group তুমি নিও না। আমি সেকথা চিরকাল মনে রেখেছি। আমাদের পাটকল সম্বন্ধে বিশেষ করে বলবার হচ্ছে, সাত্তার সাহেব যে পুস্তিকা বিলি করেছেন তার মধ্যে man days lost সম্বন্ধে এটা বিশেষ কথা আছে। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কতকগুলি অঙ্ক তিনি যোগ দেন নি। যেমন ন'টাকলে হয়েছিল man days lost কিংবা দুই জায়গায় চটকলে man days lost দুইবার হয়েছিল ১৯৫৯-৬০ সালে। এইগুলি যোগ দেন নি। এইগুলি যোগ দিলে দেখা যাবে অনেক

বেশী হয়ে গিয়েছে। চটকলের যা সমস্যা, তার শতকরা ৫০ ভাগ চটকলের জন্য হয়েছে। এখানে একটা জিনিষ মনে রাখা দরকার যে চটকলে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক কি। বাংলাদেশে জুট যা তৈরী হয় এবং যা Jute Mill-এ তৈরী হয় তার শতকরা ৩২ ভাগ বাইরে চলে যায়। এবং এই রপ্তানীর উপর অনেক Dollar আমাদের দেশে আসে। সেইজন্য Goverment-কে কোন কথা বললে তাঁরা তা শোনেন না, এইজন্য আমাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে চটকলের মালিকরা অনেক সময় Goverment-এর সঙ্গে কোন পরামর্শ করার প্রয়োজন মনে করে না। তারা নিজেরা সব কিছু খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেয় যে এইগুলি আমরা করছি। এবং সেটা আমরা সংবাদপত্রে পড়ি, শ্রমিকরাও তাই পড়ে। এই যে অবস্থা এই অবস্থার পরিবর্তন করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ৬.৭ মিলিয়ন টন পাট ও মেস্তা তৈরী হয়েছিল, তখন অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল মিলের পক্ষে।

[4-20—4-30 p.m.]

সেজন্য Government buffer stock করবার জন্য টাকা দিতে চেয়েছিলেন, অনেক টাকা, কিন্তু তা সত্ত্বেও buffer stock করেন নি, এবং বারে বারে তাঁরা একটা artificial crisis তৈরী করায় জুট পাওয়া যাচ্ছে না, সেজন্য আমরা চটকলে সময় কমিয়ে দিতে বাধ্য হলাম। এই জিনিসের আমার বলবার অনেক কিছু আছে। মালিকেরা সমস্ত রকমে নিজেদের সুবিধা করে নিচ্ছেন, ২৭% finish goods-এর উপর লাভ করছেন, speculation করছেন। চটকলে মালিকদের কথা আমি আগের বারও বলেছি। কাজের ঘণ্টা কমিয়ে দিয়ে পয়সা বাঁচাচ্ছেন, export duty কমিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করছেন ও সুবিধা করে দিচ্ছেন। এই জিনিসের জন্য আমাদের দেশে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যেন তাঁরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করার সুযোগ-সুবিধা নিয়ন্ত্রণ করছেন। Commerce and Industry Ministry দিল্লীতে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে আমার বিশেষ নিবেদন তাঁরা যেন এদিকে লক্ষ্য করেন এবং industrial Development Control Act এনে এটা তাঁরা নিজেদের করায়ত্ত করুন। তাঁরা খুব বড় একটা কাজ করছেন Dollar এনে, কিন্তু শুধু শ্রমিকদের মাইনের দিকেই বলছি না, এই একটা কাজ—বড় শিল্প—নিজেদের স্বার্থে ও রুজিরোজগারের জন্য ব্যবহার করে তাঁরা দেশের ও জাতির ক্ষতি করছেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন মালিকদের অতি-লোভের কথা জনসাধারণকে জানাবার জন্য আমরা ৪৫ মাইল পদযাত্রা করেছিলাম, একদিন প্রতীক ধর্মঘট করেছি। আরেক দিকে মালিকপক্ষ artificial crisis করে, মাইনে কমিয়ে, total wage কমিয়ে, ছুটি-ছাটা কেটে নিয়ে নিজেদের সুবিধা করে নিচ্ছেন। কাগজে আপনারা সবাই দেখেছেন কতকগুলি ক্ষমতা Jute Commissioner-কে দেওয়া হয়েছে, এখন তিনি সিলিং বেঁধে কিভাবে কি করবেন জানি না, তবে খানিকটা control-এ আনা হয়েছে। কিন্তু তার ফল কতদূর কি হবে বুঝতে পারছি না। এর পর plantation-এর কথা বলি, সেখানে একটা অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ সেখানে জনসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে কাজ বাড়েনি। চা-বাগান এমন জায়গায় অবস্থিত যেখানে লোক অন্য কাজ করতে পারে না। আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, সেখানে যা যা শিল্প হচ্ছে, সে সমস্ত শিল্পে স্থানীয় লোকদেরই কাজ দেওয়া হোক। এখানে বাংলা-ভাষা ও হিন্দীর কোন প্রশ্ন নাই, কারণ স্থানীয় আদিবাসীরাই বেশী। ওখানকার স্থানীয় লোকেরা নেপালী ও আদিবাসী।

তারপর, Wage Board বসেছে। মজুরী বৃদ্ধির জন্য আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু নিম্নতম মজুরী কোনমতেই সফল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না নিম্নতম কাজ বেঁধে দেওয়া হবে। Job security শ্রমিকদের জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস কিন্তু এতেই আমরা কিছু করতে পারেনি। নিম্নতম মজুরী বড় কথা নয়, আমাদের national income বাঁধতে হবে। এক-একটা শিল্পে কি রকম income হচ্ছে সেটা দেখে আমরা ঠিক করব নিম্নতম মজুরী কি হওয়া উচিত।

Shri Chitto Bosu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্রমমন্ত্রী এবং কংগ্রেসপক্ষীয় অন্যান্য শ্রমিক নেতার বক্তৃতা শুনলাম। এখানে প্রধান বক্তব্য হ'ল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের শ্রমনীতি কি তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। আমরা আশা করেছিলাম শ্রমদপ্তর মালিকপক্ষের জহ্লাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে একটা সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কিছুটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। কিন্তু আমরা দেখছি শ্রমদপ্তর নিষ্ক্রিয়, অথবা তাঁরা মালিকপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি গত বছর ৮,২৫৬ জন *lay-off* হয়েছে, ১৯৫৯ সালে ৯,৩০০ জন lay-off হয়েছে, এই lay-off-এর সংখ্যা বেড়ে ১৭.৯০৬ হয়েছে,—আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৮টি কলকারখানা বন্ধ হয়েছে এবং তার ফলে ৩,৯০০ জন শ্রমিক কাজ হারিয়েছে, নারী-শ্রমিকের সংখ্যা কমে গিয়ে ৪৮,৩৯৫ থেকে ২৭,০৮৪ জন হয়েছে, বাঙ্গালী শ্রমিকের employment percentage ৩৬ ভাগ থেকে কমে গিয়ে ৩৪ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। দুই দুটো পরিকল্পনা পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ৬০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে, Employment Exchange Line Register-এ রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়েছে ২ লক্ষ ৭৯ হাজার, এবং যাদের replacement হয়েছে তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১৫ হাজার। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন নির্দিষ্ট নীতি থাকত এবং থাকে তাহ'লে একথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করা প্রয়োজন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাঁটাই করা চলবে না। Lay-off বেআইনী ঘোষণা করতে হবে, কলকারখানা বন্ধ করা বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। এটা যদি নীতি হিসাবে ঘোষণা না করেন তাহ'লে শ্রমিকদের উপর মালিকপক্ষের আক্রমণ বন্ধ করতে পারা যাবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই রকম কোন ঘোষণার কথা মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা শুনতে পেলাম না।

[4-30—4-40 pm.]

বেকার-ভাতা স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মিশ্রনীতি হিসাবে ট্রাইবুনাল-এর কন্সিলিয়েশনের কথা বলেন। এই ট্রাইবুনাল ও কন্সিলিয়েশন সম্পর্কে আমাদের মত আমরা বরাবরই জানিয়েছি যে শ্রমিকদের মিছিমিছি হয়রানি করার জন্য এই দুটির সৃষ্টি। মাননীয় সদস্য দেবেনবাবুর সঙ্গে আমি একমত যে ট্রাইবুনালের জজ যাঁরা নিযুক্ত হন তাঁদের সমাজ-জীবনের সঙ্গে শ্রমিক-জীবনের কোনমাত্র সম্পর্ক নেই--তাঁদের জাস্টিসের অনুভূতি, জাস্টিসের চিন্তাধারা শ্রমিক-জীবনের সঙ্গে এবং ট্রাইবুনালের জজের চিন্তাধারার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে। ট্রাইবুনালের জজ নিয়োগ করা সম্পর্কে সরকার যে ডিসক্রিমিনেটারী পলিসি ব্যবহার করে থাকেন সে সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটা কথা বলব। আপনারা হয়ত জানেন যে পশ্চিম-বাংলায় সমস্ত ট্রাইবুনালের জজকে রিটায়ার-মেন্টের সঙ্গে এক্সটেনশন দেওয়া হয়। শ্রীএন. সি. চ্যাটার্জি যেখানে ৮ বছরের জন্য এক্সটেনশন পেলেন সেখানে জি. কুমারকে একদিনের জন্য এক্সটেনশন দেওয়া গেল না- এর আমি জবাব চাই। শ্রীএস এন. গুহ রায় 1st Tribunal Judge সম্পর্কে কথা আছে। কে সেই এস. এন. গুহ রায়? এ সম্পর্কে একটি মাত্র ঘটনা বলব। একখানা বই White-washing enquiry at Chinakuri coal mine বলে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ চিনাকুড়িতে যে দুর্ঘটনা হয়েছিল সেই দুর্ঘটনা তদন্ত করার জন্য শ্রীএস এন. গুহ রায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে ইমপিচ করা হোক এই কথা বলে সেই বই রচিত হয়েছিল। এই বইয়ের তথ্যের উপর নির্ভর করে লোক সভার ডিবেট হয়েছিল। অথচ আমরা দেখলাম যে সেই শ্রীএস. এন. গুহ রায়কে 1st Industrial Tribunal Judge নিয়োগ করা হ'ল। এই গুহ সাহেব সম্পর্কে অভিযোগ হ'ল যে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে শ্রমিকদের স্বার্থ না দেখে, দুর্ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধান না করে ঘোষণা করলেন যে ১৫৫ জন, কি বড় জোর ১৭৬ জন killed হয়েছে। অথচ detailed plan examine করলে দেখা যায় হয় ২০৬ জন killed

এবং many consumed in the fire, many more lie in the delines. এইভাবেই বেঙ্গল কোল কোম্পানীর একজন প্রতিনিধিনক শ্রমিকদের বিচার করার ভার দেওয়া হ'ল। আর একজন শ্রী পি. কে. সরকার—ট্রাইবুনাল জজ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। Calcutta Weekly Notes ২৩-৩-৫৯ তারিখে তাঁদের comments-এ বলেছেন :

"During the late part of his years of service he divided his time between slumber and wakefulness এবং A few judgments which he delivered were extremely controversial in nature."

এই ধরনের লোককেই ট্রাইবুনালের জজ করা হচ্ছে। অর্থাৎ High Court Judge-কে retirement-এর পরে তাঁকে শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে—যিনি তাঁর সময়টা ঘুমিয়ে কাটান। এইসব কথা Calcutta Weekly Notes ঘোষণা করেছেন। আর একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি - সেটা হচ্ছে Vacant Court. আমি জানি যে এই রকম অনেকগুলো ট্রাইবুনাল vacant হবার পরে সেখানে নিয়মিতভাবে তাড়াতাড়ি ট্রাইবুনাল জজ নিয়োগ করা হয় না? আমি বলব 1st Labour Court ১১-৩-৬০ তারিখে abolition হবার পরে সেখানে তার অধীনে পেন্ডিং কেসেস ছিল cases under Sec. 33. ছিল ১০০টা এবং cases under Sec. 33A ছিল ২২টা। Main cases abolition হবার পরে 6th & 7th Tribunal থেকে Sc. 33 cases এবং Sec. 33A cases-এর কোন সুরাহা হ'ল না। শ্রমিকদের যে statutory right আছে সেই right-কে পদদলিত করা হ'ল। Dispute সম্পর্কে আমি বাস্তবমূল্য আন্দোলনের কথা বলব। আমি চেষ্টা করেছিলাম পশ্চিম-বাংলার সমস্ত ট্রাইবুনালে যে সমস্ত কেসগুলো বেকার হয় তাদের দরকার কি তা দেখা। আমি ১৯৫৭ সালে প্রথম ৬ মাসে যে সমস্ত ট্রাইবুনালে বিচার হয়েছে সে সম্পর্কে একটা অনুসন্ধান করেছিলাম এবং তাতে দেখেছিলাম যে ১০০টি কেসের ভিতর গড় ইস্যু ছিল ২·৫। অর্থাৎ ২৫০ ইস্যুর ভেতরে দেখা গেল Termination of service ছিল ৭৫; Wages & D. A. ছিল ৪১; বোনাস ৩৫; Non-implementation of Factory Act এর ৪৭; Conciliation ৫ এবং Miscellaneous ৪৭।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি যদি অনুসন্ধান করে দেখেন তাহ'লে দেখবেন যে, কারুর ছাঁটাই সম্পর্কে যদি এই সরকারের এই পলিসি থাকত যে ছাঁটাই বে-আইনী বা যদি এই সরকারের নির্দিষ্ট মজুরী বা ওয়েজ বোর্ড থাকত বা যদি ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট ইমপ্লিমেণ্ট করবার জন্য এফেকটিভ মেশিনারী থাকত তাহ'লে কোন শ্রমিককে ট্রাইবুনালের কাছে যেতে হোত না বা এই করে অর্থ নষ্ট হোত না এবং শ্রমিকরাও সোয়াস্তি পেত। কাজেই আজ আমি দাবী করি যে শুধুমাত্র কন্সিলিয়েশন এবং ট্রাইবুনালের উপর নির্ভর না করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হোক যে এই হচ্ছে আমাদের ডেফিনিট ওয়েজ পলিসি. এই হচ্ছে আমাদের এফেকটিভ ইমপ্লিমেণ্টেশন অব লেবার ল'জ পদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও ঘোষণা করা হোক যে আমাদের পলিসি হচ্ছে—নো রিট্রেন্সমেন্ট, নো লেট অফ্, নো ওয়ার্ক লোড, নো ক্লোজার অব ফ্যাক্টরীস্ অর লক্ আউট। তারপর আজকে সর্বপ্রথম প্রয়োজন কম্পালসরি রিকগনিশন অব ট্রেড ইউনিয়ন এবং এটা হ'লে পর অনেক কন্সিলিয়েশন এবং ট্রাইবুনালের হাত থেকে শ্রমিক রেহাই পাবে এবং অর্থেরও অপচয় হবে না। তারপর মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আর একটা পয়েণ্টের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড এনফোর্সমেণ্ট অব লেবার ল'জ আইন আছে কিন্তু তার প্রয়োগ নেই এবং প্রয়োগ করবার মেসিনারীও নেই। ধরুন, নিম্নতম বেতন ধার্য করে ৩৫ লক্ষ শ্রমিককে তার আওতায় আনা হয়েছে বলে মন্ত্রী মহাশয় দাবী করেছেন, কিন্তু আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহ'লে দেখবেন যে ১৯৬০ সালে মাত্র ৬৯৭টি কেস অনুসন্ধান করা হয়েছে। তবে এই যে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি তার কারণ হচ্ছে মাত্র চারজন হোল টাইম ইন্সপেক্টর এই কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। সুতরাং তাঁদের সংখ্যা যদি না বাড়ান হয় তাহ'লে মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড ভালভাবে ইমপ্লিমেণ্ট করা যায় না। তারপর পশ্চিম-বাংলায় যে ৪,৩২৫টি ফ্যাক্টরী আছে তাতে প্রায় ৩,৪০০টি অ্যাক্সিডেণ্ট হয়। কিন্তু

মাত্র যে ১৪ জন ইন্সপেক্টর আছেন তাঁরা যদি বছরে একবার করেও একটি ফ্যাক্টরী অনুসন্ধান করেন তাহ'লে তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে মাত্র ৩৩% ফ্যাক্টরী তাঁরা বছরে একবার করে পরিদর্শন করতে পারেন। সুতরাং এমতাবস্থায় এই কর্মীদের সংখ্যাও বাড়ান দরকার। তারপর মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এবং কম্পালসরি নোটিফিকেশন ভ্যাকেন্সী অ্যাক্ট হবার পর আমরা দেখলাম যে মালিক তাঁর ১১টি শূন্য পদের মধ্যে অনেক সময় ৪টিও এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পূরণ করেন না। অথচ আমরা জানি যে প্রতিটি পদের জন্য নাম তালিকাভুক্ত করা হয় এবং ধরুন, যদি কখনও একটি পদ খালি হয় এবং সেই পদের জন্য যদি ১৭টি নাম তালিকাভুক্ত থেকে থাকে তাহ'লে সেই ১৭টি নামই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে রেফার করা হয়। কাজেই মালিকরা যখন ঐ রকম করছেন তখন যদি সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া না হয় তাহ'লে আমরা এই বেকার সমস্যার হাত থেকে কখনই রেহাই পাব না। তারপর স্যার, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এই নন্-ইমপ্লিমেণ্টেশন অব অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে শ্রমিকদের কাছে একটা বিরাট অভিসাপস্বরূপ এবং যদিও বা তা অনেক লড়াই, হরতাল এবং ট্রাইবুনাল করার পর পাওয়া গেল তা আবার তখন কার্যকরী করা হয় না। তবে কতগুলো কেস্ নন্-ইমপ্লিমেণ্টেড তা তাঁরা না বলে শুধু বলছেন যে মাত্র ১৫টির ব্যাপারে অ্যাক্সন নিয়েছে। স্যার, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্পুট এ্যাক্টের ৩১ ধারায় আছে যে, যদি কেউ সেই এ্যাক্টের ৩৩ ধারা ভাওলেট করেন তাহ'লে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে এবং শাস্তি হ'ল ৬ মাস জেল এবং ১ হাজার টাকা জরিমানা এবং প্রয়োজনবোধে উভয় শাস্তিই দেওয়া যেতে পারবে। কিন্তু আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, পশ্চিম-বাংলায় এই ৩৩ ধারা ভাওলেট করেছে বলে যে হাজার হাজার দরখাস্ত এসেছে তাতে তাঁরা কোন কোন মালিককে জেলে পাঠিয়েছেন বলতে পারেন? শুধু তাই নয়, এই ৩৩ ধারা অনুসারে লেবার কোর্টের কাছে স্পেসিফাই করে বলা হয় যে, লেবার কোর্টকেই এই সমস্ত কম্পিউট করতে হবে, কিন্তু এই পশ্চিম-বাংলায় ৩৩ ধারা অনুসারে যে একটিও স্পেসিফাইড লেবার কোর্ট নেই তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4-40—4-50 p.m.]

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্রদ্ধেয়া মৈত্রেয়ী বসু শুরুতে যে-কথা বলেছেন আমিও সেটা প্রথমে বলতে চাই যদিও তিনি বিপক্ষ দলের সদস্য। Miscellaneous Expenditure-এর যবনিকা ঘটিয়ে আজকে Labour and Employment খাতে এই দপ্তরের যে মঞ্জুরী সেটা বরাদ্দ হয়েছে এবং এই দপ্তর পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা এবং গুরুত্ব পেয়েছে তবুও একটু বাকি আছে জয়েণ্ট সেক্রেটারির জায়গায় যেন পূর্ণাঙ্গ সেক্রেটারি এই দপ্তরে বসান হয়। স্যার, আমাদের সামনে যে পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছে সেটা প্রশংসার দাবি রাখে ঠিকই। কিন্তু তার মধ্যে কতকগুলি ত্রুটি আছে। প্রথম হ'ল এই যে দু'-একজন সদস্য বলেছেন যে ১৯৫৯ সালে ১৪ ডিসেম্বর যে জুট জেনারাল স্ট্রাইক হয়েছিল তাতে সওয়া দুই লক্ষ শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেছিল সেটা ঐ সংখ্যার মধ্যে সন্নিবেসিত হয়নি। শুধু তাই নয়, ১৯৬০ সালে ৩০শে মে কটন স্ট্রাইকে যে ৪৪ হাজার শ্রমিক একদিন ধর্মঘটে যোগদান করেছিল সেটাও তার মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়নি। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিলেশানের ব্যারোমিটার হ'ল ম্যান ডে'জ লস্ট কত হয়েছে এবং কত ওয়ারকার্স ইন্ভল্ভড্ হয়েছে; সেটা হ'ল তার মানদণ্ড। তা দিয়ে যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আজকে ২০ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে ম্যান ডে'জ লস্ট হয়েছে এবং প্রায় সেই রকম সংখ্যক শ্রমিক সেই ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছে। স্যার, মিলিয়ান ম্যান ডে'জ লস্ট হিসাব করলে দেখতে পাবেন one-third of total man-days lost all over India. এর থেকে এই মনে হয় যে আমাদের industrial relations-এর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। স্যার, আমাদের সামনে যে পুস্তিকা দেওয়া হয়েছে তাতে আমরা দেখছি যে ১৯৫৭ সালে সেটেলমেণ্ট

অব ডিস্‌পিউটস্‌ হয়েছে ৬৩ পার্সেন্ট অর্থাৎ এর নাকি খুব ভাল উন্নতি হয়েছে। এটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে ১৯৫৮/৫৯ সালে ৭৯ পার্সেন্ট এবং ১৯৬০ সালে ৮৪ পার্সেন্ট অর্থাৎ Industrial relation খুব ভাল হচ্ছে। কিন্তু যতই disputes settled হচ্ছে ততই কেন man-days lost-এর পার্সেন্টেজ বাড়ছে? সুতরাং যে ডায়াগোনিসিস করা হয়েছে নিশ্চয়ই সেটা ভুল। স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে, ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পার্সেন্টেজ দেওয়া হয়েছে বাকি পার্সেন্টেজ কি হ'ল? সেই ডিস্‌পিউটগুলি কি আমাদের কালিপদবাবুর কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে? সেগুলি কি পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে পিটিয়ে ঠান্ডা করে দেওয়া হ'ল? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই black-leggers ঢুকিয়ে কি সেই ফারমান চালু করা হয়েছে? এর মধ্যে কি রহস্য রয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই। স্যার, out of total man-days lost ২০ লক্ষ দেখান হয়েছে, সেই জায়গায় মৈত্রেয়ী দেবী বলেছেন ১০ লক্ষ ৩০ হাজার ঐ চটকলগুলিতে হয়েছে। ব্যাপারটা কি? স্যার, চটকলের মালিকরা হচ্ছে আমাদের শ্রমমন্ত্রীর এক্তিয়ারের বাইরে। যে ৪টা কেন্দ্রীয় সংগঠন সরকার দ্বারা স্বীকৃত আমি তার একজন কর্মকর্তা অথচ আমরা কোন খবর পাই না। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে কাগজে দেখলাম Jute mills working hours reduced to 45 hours a week; তারপর সেটা কমে গিয়ে সাড়ে ৪২ ঘণ্টা হ'ল। কাগজের এক কোণে Sealing of looms-এর একটা নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন ৫ পার্সেন্ট, আবার বাড়ান হ'ল সাড়ে ১২ পার্সেন্ট, তারপর ১৭ পার্সেন্ট, তারপর ১৯ পার্সেন্ট Sealing of looms বাড়ান হচ্ছে। এর পরিণাম কি? এক-একটা লুমে তিনজন করে ওয়ারকার স্যারপ্লাস হচ্ছে, রিট্রেঞ্চড্‌ হচ্ছে এইটাই হ'ল এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

মন্ত্রী মহাশয় জানেন না, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়নি অথচ আমরা দেখছি যে জুট কমিশনার স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন কাগজে in consultation with and with the consent of the Union Government and State Government লুম সীল করা হচ্ছে আর আব আওয়ার্স কমানো হচ্ছে। স্যার, ডাঃ রায়কে কনসাল্ট করা হয় না, তাঁকে ইনফর্ম করা হয়, আব আমাদের শ্রমমন্ত্রী কিছুই জানেন না। স্যার, আমাদের জুট কমিশনার শ্রীঅজিত মজুমদার খুব লয়ালী এবং দক্ষতার সঙ্গে ঐ আই. জে. এম.-এর সেবা করে চলেছেন, আর তাঁর মাইনে দিচ্ছেন আমাদের কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রীজ ডিপার্টমেণ্ট। মুশকিল হচ্ছে এই শ্রীঅজিত মজুমদার মহাশয় আমি শুনেছি যে আমাদের ডাঃ রায়ের একই ঐ ব্রাহ্ম সমাজের লোক। আমি জানতে চাই কি ষ্টেপ আজকে পঃ বাংলা গভর্ণমেণ্ট নিচ্ছেন এই মূল রোগের প্রতিকার করবার জন্য। স্যার, দিল্লী থেকে টেলিফোন করে হুকুম নিতে হয়। একটা কথা শুধু আমি বলতে চাই যখন এ সম্পর্কে আমাদের বৈঠক হয় লেবার কমিশনার দপ্তরে তখন লেবার কমিশনার অবশ্য একটা ভাল কাজ করেছেন যেটাকে বলা যায় রেকর্ড ইন দি হিষ্ট্রি অব জুট ডিপার্টমেণ্ট। ঐ আই. জে. এম. এ.-র প্রেসিডেন্ট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স-এর আইভরী টাওয়ার থেকে সেদিন লেবার কমিশনারের অফিসে এসেছিলেন কিন্তু হলে কি হবে? লেবার কমিশনার বলেছিলেন আগে যে স্থিতাবস্থা ছিল স্ট্যাটাস নো এ্যাক্ট বজায় রাখা হোক কিন্তু তা বজায় রাখা হয়নি। অথচ যদি শক্ত হাতে ধরা যায়—কটন টেক্সটাইল ওয়েজ বোর্ডের রেকমেণ্ডেশনের সময় আমরা দেখেছি সেই রেকমেণ্ডেশন চালু করবার জন্য যে নিষ্ঠা এবং ধৈর্যের সঙ্গে জয়েণ্ট সেক্রেটারী চেষ্টা করেছেন, সেদিন আমি ছিলাম এবং বিরোধী দলের আর একজন ছিলেন মিঃ ফারুকী। মালিকদের এবং আমাদের দিয়ে হিমালয়ান পেসান্সের সঙ্গে দিনের পর দিন তিনি যে চেষ্টা করেছেন তাতে সাধুবাদ না করে পারি না। সেদিন এক সঙ্গে মালিকরা, শ্রমিকরা এবং আমরা সাধুবাদ করেছিলাম, কারণ তাঁর পেছনে শ্রমমন্ত্রী দাঁড়িয়েছিলেন এবং এই সরকার তাঁর পেছনে দাঁড়ালে জোর করে সেটাকে সেদিন করিয়েছিলেন। সুতরাং নীতি যদি না বদলায় তাহ'লে শ্রমমন্ত্রী কি করবেন? মুখ্যমন্ত্রীর আমাদের টোটাল ক্যাবিনেট রেসপন্সিবিলিটি—শ্রমমন্ত্রী যখন হাসপাতালে থাকেন তখন শ্রমদপ্তর পুলিশমন্ত্রীর হাতে যায়, এই হ'ল যে সরকারের নীতি সেই সরকারের আমলে কিছু হবার উপায় নেই। সেজন্য আমি বলছিলাম যে শ্রমমন্ত্রীকে কেবলমাত্র দোষ দিয়ে কিছু হবে না। স্যার, আর একটা জিনিস আমরা দেখছি টু পার্সেন্ট বাই পারটাইট

এগ্রিমেণ্টে আছে, টু পার্সেণ্ট কেন, আরো বেশী হওয়া উচিত ছিল অথচ আমরা দেখছি ট্রেড ইউনিয়ন শুধু নয়, আই. এন. টি. ইউনিয়ন পর্যন্ত রেকগনাইজ করেন না। ইণ্ডাস্ট্রীওয়াইজ আইসোলেটেড কতক ভাল জায়গা আছে। জুট-এ করেন নি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ করেন নি, প্ল্যাণ্টেশনে করেন নি—আইসোলেটেড ইউনিট হিসাবে করেন। আমরা বলি যে-কোন ইউনিয়নকে আনুন তাঁরা. আই. এন. টি. ইউনিয়নকে যদি রেকগনাইজ করেন তবুও আমরা খুশী হব যে মালিকদের হাত খুলুক এবং তারপর আমরা সেটা আদায় করে নিতে পারব। স্যার, যতক্ষণ পর্যন্ত না এমপ্লয়ারদের অ্যাটিচুড বদলাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু হতে পারে না। স্যার, আমরা পাটমোশানে দিয়েছি ডিলে ইন কন্সিলিয়েশন যে প্রসিডিওর এখানে ফলোও হচ্ছে সেই প্রসিডিওর দিয়ে চলবে না। দেবেনবাবু ঠিকই বলেছেন যে কন্সিলিয়েশনে বড্ড দেরী হয়। ৩ মাস লাগে রেফারেন্স হতে, এক বছর লাগে ট্রাইবুনালে এবং ট্রাইবুনালে যে অ্যাওয়ার্ড বেরোয় সে সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ থাকে। দেবেনবাবু একটা কথা বলেছেন, আমি আর একটা কথা বল। স্যার, এই সমস্ত ট্রাইবুনাল জাজ—মতীশ ব্যানার্জি মহাশয়ের কথা বলি, তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, ১৯৫২ তাঁর রিটায়ার করবার কথা ছিল, ৮ বছর এক্সটেনশন পেয়ে রিটায়ার করার পর আমরা দেখছি তিনি ট্রাইবুনালে গিয়ে ওকালতি করছেন। নজর মালিকরা মামলা কি করে পেতে পারে সেদিকে এবং কি করে শ্রমিকদের বিপক্ষে রায় দেবেন। তাই বলছিলাম আজকে একটা রেস্‌ট্রিকসান ইম্পোজ করা উচিত যে রিটায়ার করার পর জাজেরা আর ট্রাই-বুনালে প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। স্যার, আর একটা জিনিস কন্সিলিয়েশন অফিসারদের উপর আমরা অনেক সময় দোষ দিই। আমি কয়েকটা ফিগার দিচ্ছি।

[4-50—5 p.m.]

স্যার, আমি বোম্বের সঙ্গে তুলনা করতে পারি—No. of dispute in quarter ending March, 1960. Maharastra —25.5% এবং No. of Mandays lost মাত্র 20.5. কিন্তু No. of dispute in West Bengal 21.1. কিন্তু man-days lost 66.2. স্যার, আজ West Bengal-এ No. of dispute কিভাবে বাড়ছে দেখুন। ১৯৫৬ সালে—৫,২৪৬; ১৯৫৭ সালে ৬,১১৮; ১৯৫৮ সালে ৭,১১৮ ১৯৫৯ সালে ৭,৪৭০; ১৯৬০ সালে ৭,৪৪৫। অথচ দু'জন দু'জন করে অফিসার। Conciliation অফিসার কি রকম দেখুন। আমি তিন মাস আগে দেখেছি No. of disputes যে রকম, তাতে দু'জন মাত্র অফিসার—নর্থ জোন-এ ও সাউথ জোন-এ। No. of conciliation in February, 1961—৩৬১টি dispute ছিল, দু'জন মাত্র Conciliation Officer একজন Assistant Labour Commissioner, একজন Labour Officer, সাউথে ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারীতে ৫১০টি dispute; দু'জন মাত্র Conciliation Officer. তার মধ্যে একজন ইস্তফা দিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমাদের এখানে যেখানে দেখছি দিনের পর দিন dispute বাড়ছে, যেখানে ১৯৫৯ সালে, আমি ফিগার দিচ্ছি—আমাদের গেজেটেড্‌ অফিসার ছিল ৪২ জন, নন্‌-গেজেটেড অফিসার ৩৭৭ জন। বোম্বেতে দেখুন সেই জায়গায় ৬৩ জন গেজেটেড অফিসার এবং ৫২০ জন নন্‌-গেজেটেড অফিসার। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ঐ Finance Department-কে কেন তাঁরা কিসের জন্য এত বড় গুরুত্বপূর্ণ যে দপ্তর সেখানে আজ Conciliation অফিসারের সংখ্যা বাড়াচ্ছেন না? আমি যে ফিগার দিলাম, এতগুলি disputesকি effectively conciliation করা humanly possible? মাসে ৪টা disputeও settle করা সম্ভব। Finance Department-কে আমরা বার বার দাবী জানিয়ে বলেছি যে এই Conciliation Officer বাড়ান হোক। কিন্তু আজও তা হচ্ছে না।

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সাল—এই চার বছরে ২১ হাজারের বেশী কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু এই সঙ্গে তাঁর পুস্তিকার মধ্যে দেখছি গত বছর ১৯৬০ সালে সবশুদ্ধ দেখছি retrenchment, lay-off and closure-এর ফলে ৩০ হাজারের চাকরী গেছে। চার বছরে একুশ হাজারের বেশী কর্মসংস্থান হয়েছে,

আর এক বছরে ৩০ হাজার জনকে কর্ম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেলেবেলায় অঙ্ক করেছি pipe and cistern-এর একদিকে জল ঢুকছে, আর একদিক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এখন চৌবাচ্চা ভর্তি হবে কত সময়ে? শ্রমমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি আমাদের এই চৌবাচ্চা কতদিন লাগবে ভর্তি হতে?

স্যার, বেঙ্গলী এমপ্লয়মেন্টের কথা সেদিন শুনছিলাম। কংগ্রেস পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। বোলপুর কেন্দ্র হতে নির্বাচিত বিধান সভার সদস্য মাননীয় অমর সরকার সেদিন এখানে বলেছেন সরকারী টাকায় আমেদপুরে যে চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে নিয়োগ করা হচ্ছে গোরক্ষপুর জেলার বহু শ্রমিক। সরকার এইভাবে বাঙ্গালী নিয়োগের ব্যবস্থা করছেন! এই এমপ্লয়মেন্ট ব্যাপারে আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। Payment of Wages Act যেটা extended হয়েছে inland vessels mechanically propelled industry-তে --আমার প্রস্তাব হচ্ছে একটি কমিটি গঠন করা হোক অনুসন্ধান করবার জন্য; কি অনুসন্ধান? Personnel Employed, Indianisation of Employment, Fixation of wages etc. and Training of Bengali boys for seafurers job. কারণ, কি রকম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা সেখানে দেখছি। Calcutta-Assam inland navigation exclusively maneged by Joint Steamer Co. তারা employ করে ১০ হাজার floating staff এবং সেই ১০ হাজারের মধ্যে মাত্র ৩৫০ জন Indian, আর বাকি সব পাকিস্তানী। ১২ শো অফিসার এই big steamer ও অন্যান্য vessels ও লঞ্চের—তাদের মাইনে আড়াই শো থেকে বার শো টাকা। এই বার শো অফিসারের মধ্যে কেবলমাত্র ৩৮ জন ইন্ডিয়্যান। আর গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া ২.২৬ কোটি টাকা এই জয়েন্ট স্টীমার কোম্পানীকে দিচ্ছেন তাদের নানা রকম ভাবে modernise করবার জন্য। কিন্তু এর ফয়দা ভারতবর্ষের কর্মচারীরা পাবেন না, পাকিস্তানী ন্যাশন্যালরা পাবে। New recuitment দ্বারাও পাকিস্তানকে রক্ষা করা হচ্ছে। চার হাজার মেরিন ষ্টাফ কলকাতা পোর্টে আছে। তার মধ্যে দু হাজার আট শো কর্মচারী পাকিস্তানী। অথচ মাষ্টার, ড্রাইভার, সারেঙ্গ—এই সমস্তই পাকিস্তানী ন্যাশন্যাল। আরো কয়েকটি ব্যাপারে boat and floating vessels, individual control বা individual company-র মধ্যে যেগুলি আছে, তার মধ্যে ৫০ হাজার কর্মচারী কাজ করে; এর অধিকাংশই পাকিস্থানী ন্যাশন্যাল রয়েছে। সুতরাং এই প্যাকিস্তানী যারা রয়েছে, তাদের একটি সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে যে সুন্দরবনের যে বিহারী খাল, সেই খাল দিয়ে নৌকার সাহায্যে ফরেন গুড্‌স্ তারা স্মাগ্‌লিং করে নিয়ে আসছে। সাধারণতঃ এই সব ব্যবস্থা হচ্ছে কর্মসংস্থানের অব্যবস্থা। ভারতবাসীরা চাকরী পাচ্ছে না। অথচ পাকিস্তানী ন্যাশনালদের এনে ভর্তি করা হচ্ছে, আমাদের সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে।

Shrimati Anima Hoare :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রমমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন আমি তা সমর্থন করছি এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্য, যে তাঁর সময়ে বহু শ্রমিক কল্যাণ তিনি করেছেন এবং শ্রমিক কল্যাণের জন্য সব সময়ে চেষ্টা করে থাকেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, তাঁর কাছে অভিযোগ উপস্থিত করলে তিনি মালিকের পক্ষ না দেখে বরং শ্রমিকের পক্ষ দেখে থাকেন। তবুও আমি এই বাজেট সমর্থন করবার সময় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু করতে পারেন কিনা, এবং কি করবেন, সেটা তিনি আশ্বাস দিয়ে বলবেন আশা করি।

প্রথমে আমি চা-বাগিচা সম্পর্কে বলব। চা-বাগিচাতে শ্রমিকরা লভ্যাংসে অধিকারী হয়েছে এবং তাদের জন্য বহু কল্যাণমূলক কাজ করা হয়েছে; কিন্তু সেই সঙ্গে একটি বিষয় তুলে ধরছি। বিষয়টা হচ্ছে, চা-বাগানে যে সকল শিক্ষিত কর্মচারীরা কাজ করেন তাদের কোন লভ্যাংশের স্থিরিকৃত এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী করা হয়নি। এই এগ্রিমেন্টের মধ্যে আর একটি দিক অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে মনে হয়। চা-বাগিচাগুলির আবাদী জমির কোন নির্দিষ্ট

পরিমাণ নাই, যদিও এই শিল্পটা একটা সুসংগঠিত শিল্প। দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের চা-বাগান আছে এবং লভ্যাংশের ব্যাপারে সেখানে যখন এগ্রিমেণ্টে ঠিক হয়; সেই নির্ধারিত এগ্রিমেণ্ট অনুযায়ী শ্রমিকরা লভ্যাংশ পায়। কিন্তু যে বাগিচায় পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়, সেখানে যে হারে লভ্যাংশ তারা পায়, আর যে চা-বাগিচায় কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়, সেখানেও সেই একই হারে তার লভ্যাংশ পায়। অথচ বাগিচার যে লভ্যাংশ অংশীদারদের থাকে তার সঙ্গে এ'দের লভ্যাংশের তারতম্য বিভিন্ন রকমের থাকে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি আর একটা কথা বলতে চাই. বর্তমান অবস্থায় সাধারণভাবে আমার মনে হয় যে আজ পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু শিল্পপতি প্রথার সৃষ্টি হয়েছে।

কোন শিল্পের শতকরা ৫১ ভাগ অংশের অংশীদার বা প্রতিনিধি যাঁরা. তাঁরা সেই শিল্পের মালিকানা কবেন এবং সেই মালিকানায় তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত যা কিছু প্রয়োজন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য. সব কিছু সেই শিল্প থেকে ভোগ করে থাকেন। এ থেকে আমার মনে হয় এইভাবে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং ছোট ও সংখ্যালঘু অংশীদারদেরও বঞ্চিত করা হচ্ছে। ফলে সমাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে শিল্পপতিদের।

[5—5-25 p.m.]

এইভাবে সমাজের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ব্যবধান আছে তা দূর করা সম্ভব নয়। শিল্পপতির যে আয় হয় তা তাদের নিজেদের জন্য ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না, কারণ শিল্পে তাদের বেশী অংশ থাকে এবং সেই শিল্প থেকেই নানাভাবে তারা যথেষ্ট ভোগ করবার সুযোগ পেয়ে থাকেন, ৫১ ভাগ অংশ বা অংশের কর্তৃত্ব তাঁদের নিজেদের আয়ত্তে থাকে বলে। এখনও এমন কোন আইন নেই যা নিয়ে এ থেকে তাঁদের নিরত করা যায়। আর একটা কথা, চা-মালিকদের প্রধানতঃ বাগানে দুইটি Association আছে--Indian Tea Planters' Association ও Indian Tea Association. I.T.P.A. আমাদের ভারতীয় মালিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়, আর বিদেশী I.T.A. এখন I T.A.-এর অধীনে যে সমস্ত চা-বাগান আছে. সেই চা-বাগানের কর্মচারীদের অর্থাৎ চাকুরে-শ্রেণীর এবং অন্যান্য কাজ করে--যারা সাধারণ শ্রমিক নয়--তাদের জন্য একটা pay scale নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত I.P.T.A. কোন pay scale ঠিক করেন নাই. এটা বড়ই লজ্জার কথা। আর একটা কথা এর সঙ্গে বলতে চাই, চা-বাগানে contract basis-এ কতকগুলি কাজ হয়ে থাকে। যেমন plucking-এর সময় মহিলা শ্রমিকরা সাধারণত সেই কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকে। যে কাজের হিসাবটা ঘণ্টার হিসাবে হয় না। তারা যে পাতা তোলে তার ওজনের উপর হিসাব হয়। এর ফলে গড়ে দেখা গিয়েছে যে ৮ ঘণ্টা কাজ করলে যে মজুরী হয় তার চেয়ে তারা দুই আনা কম পেয়ে থাকে--এরূপ ব্যবস্থা কোন contract-এর মধ্যে থাকা উচিত নয়। আর একটা বিষয়ের প্রতি শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যে-কথা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৭০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, একথা সত্য। কিন্তু সব থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে যারা কৃষিজীবী. তারা সাধারণত জমির মালিকদের কাছ থেকে জমি নিয়ে চাষ করত, এখন ২৫ একরের বেশী জমি vest করে যাচ্ছে বলে মালিকদের বেশী জমি হাতে রাখার ক্ষমতা নেই সে জমি সরকারের কাছে আসছে। আগে নিয়ম ছিল যে বড় বড় বড় জমির মালিক নিজেরা জমি চাষ করতেন না, কৃষকদের দিয়ে জমি চাষ করান হত এবং দেখা গিয়েছে যে এর মধ্যে প্রায় ৯০ ভাগ কৃষিজীবি যারা এইভাবে অপরের জমির উপর নির্ভর করত, তারা আজ বেকার হয়ে যাচ্ছে। বেকার হয়ে যাচ্ছে এই কারণে যে, আগে যে প্রথা ছিল তাতে কৃষকদের ভবিষ্যতের একটা guarantee ছিল। জমিদার তাদের জমি দিত এবং উৎপাদনের অর্ধেক তারা গ্রহণ করত কিন্তু এখন অধিকাংশ জমি vest করে যাবার ফলে, তাদের যদি minimum wage ধার্য করে দেওয়াও হয় তাহলেও তাদের নির্ভর করতে হবে শ্রমিকের চাহিদা অনুযায়ী তাদের প্রকৃত বাজার দরের উপর। বাজার দর যদি বেশী থাকে তাহলে জমির মালিক কম শ্রমিক নিয়োগ করবে, আর যদি দর কম থাকে তাহলে বেশী নিয়োগ করবে। সুতরাং

এইভাবে তাদের সমস্যার সমাধান হবে না এবং এর ফলে এই ৭০ ভাগ কৃষিজীবীর মধ্যে প্রায় ৯০ ভাগ কৃষিজীবির ভবিষ্যতের কোন guarantee বা secuirity না। তাদের কর্মসংস্থানের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনাও নাই। শুধু ছোট শিল্প দিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করবেন কি করে? বহু প্রকৃত কৃষক জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে এবং জমির মালিক যখন ইচ্ছা করবে তখনই কেবল তাদের দিয়ে করাবেন, এখন তাদের ভবিষ্যতের কোন guarantee নাই। আজ যারা কৃষক-শ্রমিক তারা কৃষকও নয়, শ্রমিকও নয়, তারা ভবিষ্যতের নিরাপত্তাহীন অসহায় মানুষ মাত্র।

কাজেই এই বিষয়টি গভীর চিন্তার ও বিবেচনার যোগ্য। তারপরে আরও একটা বিষয়ও আমি উল্লেখ করতে চাই, উত্তর বাংলায় আমি লক্ষ্য করেছি ক্রমেই পাটের উৎপাদন বেশী হচ্ছে। আজ পাটের সম্পূর্ণ বাজার বিদেশীর হাতে। বিদেশীর হাতে পাট-চাষীদের কি guarantee আছে আমি জানি না। আজকে যেভাবে পাট উৎপাদন হচ্ছে, তার কোন ceiling করা হচ্ছে না ফলে তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন নিরাপত্তা আয়ে কিনা তা বোঝা যায় না। শুধু তাই নয় যারা পাট চাষ করে এমন কোন বন্দোবস্ত নাই যাতে তারা ন্যায্য মূল্য পায়। এর প্রতি বিশেষ করে আমি শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

(At this stage the House was adjourned for 15 minutes) fflfflffl

[After adjournment]

[5-25—5-35 p.m.]

Shri Panchugopal Bhaduri

স্পীকার, স্যার, ১৯৫৭ শ্রমমন্ত্রী মন্ত্রীত্বের প্রথম বছরে ময়দানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অনেক প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং অনেক শুভেচ্ছা জানাতেন এবং শ্রমিকেরা আইনের protection পাবে বলে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। তখন তাঁর পিছনে শ্রমিকদের প্রচুর শুভেচ্ছা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু গত পাঁচ বৎসরে তাদের সেই শভেচ্ছা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে, কারণ সেইসব প্রতিশ্রুতি কোনটাই পালন করা হয়নি এটা এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা জানি চটকলের ক্ষেত্রে তাঁর কাজ করা খুব শক্ত হবে, কারণ ব্রিটিশ আমলে মালিকরাই বাংলা-দেশের চটকলের ক্ষেত্রে কর্তা ছিল,, চা-বাগানের ব্যাপারে এ তাঁরাই ছিল আসল কর্তা, সুতরাং সেখানে শ্রমদপ্তরের দন্তস্ফুট করা কঠিন হবে। তাই আজকে একথা বলতেই হবে যে, ন্যায্য বিচার পেতে গেলে পর, ন্যায়সঙ্গত দাবি পেতে হলে পর শ্রমিকদের সংগ্রামের পথেই যেতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট শিল্পে, মাঝারি শিল্পর ক্ষেত্রেও শ্রমমন্ত্রী আইনগতভাবে যা শ্রমিকদের প্রাপ্য তা দিচ্ছেন না। Silk printing শ্রমিক যাদের সংখ্যা ১০০/১২০০ তারা কারখানার শ্রমিক হলেও আইনের কোন প্রোটেকশান পায় না, তাদের মজুরীর কোন rate নাই, তাদের ছুটিছাটা নাই

আমরা যদিও জানি যে এঁদের মধ্যে দু-একজন মালিকের বন্ধুবান্ধব আছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা শ্রমিকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ওয়েজ বোর্ড করে শ্রমিকদের প্রোটেকশান দেওয়া হবে। আমি আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করি যে সেই ওয়েজ বোর্ড আর কত দেরী হবে? তারপর কটন মিল সম্পর্কে বলব। কটন মিলে শুনেছি এই যে নূতন ইনক্রিমেণ্ট হ'ল তাতে নাকি অনেক লুম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ প্রতি ৪ জনে একজন করে শ্রমিক ছাঁটাই হবে। এইভাবে ৪৪ হাজার সুতাকল শ্রমিকের মধ্যে ১১ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হবে। এটাকে রোধ করার জন্য শ্রমিকদের সঙ্গে শ্রমমন্ত্রীকেও চেষ্টা করতে হবে। এই সুতাকলের মধ্যে একটা কলের—বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্—ম্যানেজিং ডাইরেক্টার প্রাক্তন কংগ্রেসী এম. পি. শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত। এঁর মিলে আইনের কোন বালাই নেই। এখানে দু-আড়াই বছরের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ডিউস জমা দেওয়া হয়নি; এক হাজার শ্রমিককে ১৯৫৯ সালের আর্ন লীভের কোন পয়সা এখনও দেওয়া হয়নি। কিন্তু এর জন্য কিছু করা হয়নি। এখানে টেম্পোরারী মজুরের কাজ করছে বছরের পর বছর, এরা নিম্নতম

মজুরীর চেয়ে কম বেতন পায়। অথচ এর কোন প্রতিকার হয় না। চন্দননগরের এবং বারাকপুরের ফ্যাক্টারী মালিক এ বিষয়ে একেবারে অচল অটল। সুতরাং কোন একটা সমাধানের পথ মন্ত্রী মহাশয় করবেন কি? বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্-এর মালিক একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। সেখানে সম্প্রতি কন্সিলিয়েশান অফিসার একটা কন্সিলিয়েশান ঠিক করেছিলেন, কিন্তু একটা ভাইটাল পার্টি হিসাবে ঐ মিলের ম্যানেজমেণ্ট তা মানেন নি। এ বিষয়টা ট্রাইবুনালে দেওয়া হবে কি একটা সুবিচারের আশায়? এখানে ফ্যাক্টারী আইনও ঠিক সবভাবে পালিত হয় না। পঞ্চদশ শ্রম-সম্মেলনে যেখানে বলা হয় যে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমিকের ভূমিকা গুরুতর এবং যেখানে শ্রমিকের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি না করলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হবে না একথাও বলা হয় এবং সেখানে ঠিক হয় যে code of disiplin, grievance procedure, প্রয়োজন ভিত্তিক মজুরী দেওয়া হবে, ছাঁটাই বন্ধ করা হবে। কিন্তু এইসব দিক থেকে সরকারী নীতি সম্পূর্ণ পেছনে রয়েছে। প্রয়োজন ভিত্তিক মজুরী ১২৫ টাকা হবে ঠিক হয়, কিন্তু বাংলা-দেশে ৭১/৭৪ টাকা হয়েছে প্রয়োজন ভিত্তিক মজুরী। এই দিক থেকেও সরকারী নীতি অনেক পেছনে। code of discipline যেটা সেটা এক তরফাভাবে ইউনয়নের বিরুদ্ধেই প্রয়োজ্য হয়েছে। grievance procedure প্রায় কোন জায়গায় হয়নি। আধুনিককরণ হলে ছাঁটাই হবে না এটাই ছিল কংগ্রেসী সরকারের কার্লনির্নেটিং পয়েণ্ট, কিন্তু তা থেকে তাঁরা ফিরে এসেছেন—অর্থাৎ ছাঁটাই হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটা ইউনিয়ন, জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই নীতিগুলির ভিত্তিতে মালিক-শ্রমিক যে একটা চুক্তি করেছে তাতে গ্যারাণ্টি আছে যে ছাঁটাই হবে না, কিন্তু লে অফ হলে বেসিক ওয়েজ এবং মাগ্গীভাতা শ্রমিকরা পাবে। সেখানে এটাও ঠিক আছে যে যদি পরের কোন award-এ কোন improved term হয় তাহলে সেই term যদি improve না হয় তাহলে সেই grievance of procedure-এ আছে যে যেখানে তারা চুক্তি মানাতে পারবে—অর্থাৎ যেখানে স্ট্রাইকের প্রশ্ন ওপেন আছে। পঞ্চদশ শ্রম-সম্মেলন অনুযায়ী প্রয়োজন ভিত্তিক মজুর ঠিক হয় সেই অনুসারে এখানে চার হাজার মজুরের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক ইনকাম ট্যাক্স দেয়। এই ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একজন মাননীয় সদস্য আক্রমণ করলেন। এর অর্থ এই যে তিনি সেখানে নিশ্চয় শ্রমিক দরদী সেজে হাজির হয়ে ফিরে এসেছেন।

হয়ত এ আই টি ইউ সি.-র নেতৃত্বে এ রকম একটা ভাল চুক্তি হয়েছে বা হয়ত তাঁর একটা ইউনিয়ন আছে যার জন্য সেই মাননীয় সদস্য উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তারপর চটকল সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এবং আপনিও বোধহয় জানেন যে, যেখানে তাঁত পিছু ৫ লোক কাজ করত সেখানে সরকারের নীতি এমনভাবেই পরিচালিত হচ্ছে যে চটকলের মালিক সেখানে আড়াই জন শ্রমিক করেছে। অবশ্য বর্তমানে আবার যদিও চুক্তি হয়েছে যে তাঁত পিছু তিনজন কবে পার্মানেণ্ট শ্রমিক হবে, কিন্তু মালিকরা তাদের সেকথা মানতে বাধ্য করতে পারে। তারপর রিটায়ার্ড এইজ যদিও পুরুষের বেলায় ৫৮ বছর এবং মেয়েদের বেলায় ৫৫ বছর ঠিক হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ৪৮/৫০ বছর বয়সে তাদের বিদায় নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্তু কে তার প্রতিকার করবে? তারপর শ্রমদপ্তরের কাছে আমার আর একটা বক্তব্য হচ্ছে যে চটকল পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শকের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কেন না শ্রীরামপুরে ইণ্ডিয়া জুট মিল বলে যে চটকলটি আছে সেখানে শ্রমিকদের বেশী সময় খাটিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টররা তা দেখেন না। তারপর ঐ চটকলের সঙ্গে যে সুতাকল আছে তাতে মন্ত্রী মহাশয়ের রিপোর্টেই আছে যে অ্যাকসিডেণ্টের সংখ্যা বেড়ে গেছে নরম্যালি ১২/১৪ খানা কার্ডিং মেসিন চালাতে হয় সেখানে ইণ্ডিয়া জুট মিলের কটন সেকশনে তাঁরা ২৫ খানা করে চালায় এবং তার ফলে তাঁদের আঙ্গুল প্রভৃতি কেটে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে এর প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই। তারপর শ্রমিকের ওয়ার্কলোড সুতাকলে সিদ্ধান্ত হবার আগে সব জায়গা বাড়ান হয়েছে, কিন্তু তারও কেন প্রতিকার নেই? শুধু তাই নয়, আমরা জানি যে সুতাকলে অ্যাওয়ার্ডকে ব্যর্থ করবার জন্য শ্রমিকের মাহিয়ানা কমান হয়েছে, অথচ বারে-বারে ঘোষণা করা সত্ত্বেও শ্রমদপ্তর তার ব্যবস্থা করেন নি। বঙ্গলক্ষ্মী করে নি, বঙ্গেশ্বরী করে নি,

ইণ্ডিয়া জুট মিল করে নি। কাজেই যে চিত্র আজ ফুটে উঠেছে তাতে শ্রমমন্ত্রী মহাশয় হাজার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁর নীতি শ্রমিক দরদী নীতি নয়—তাঁর নীতি হচ্ছে অত্যন্ত দুর্বল এবং মালিকদের কাছে আত্মসমর্পণের নীতি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Subodh Banerjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয় তাঁর বাজেট বক্তৃতা এই বলে সুরু করলেন যে পশ্চিম-বাংলায় তাঁদের শ্রমনীতি শ্রমিকদের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হচ্ছে! স্যার, মানুষ একটা জিনিস ইচ্ছে করতে পারে, বলতে পারে কিন্তু কার্যতঃ তা কতখানি ঠিক তা ঘটনা এবং তথ্য দিয়ে বিচার করা দরকার। যা হোক, সর্বপ্রথম শ্রমিক-জীবনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা হ'ল তাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব, কেননা, এই চাকুরী থাকলে তবে তাদের ওয়ার্ক-লোড পাওনার কথা ওঠে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাদের সিকিউরিটি অব সার্ভিস, কিন্তু সেই সিকিউরিটি অব সার্ভিস আজ সরকারের শ্রমনীতি এবং মালিকদের অকর্মণ্যতার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তারপর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন যে ১৯৫৯ সালে ৮,১০৬ জন এবং ১৯৬০ সালে ৮,২৫৩ জন রিট্রেন্স হয়েছে। এখানে খেয়াল রাখা দরকার যে ঐগুলো শুধু রিট্রেন্স হয়েছে। তবে এই রিট্রেন্সমেণ্ট ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে বা কায়দায়ও ছাঁটাই হয়েছে—যেমন, ডিস্চার্জ, সাস্পেন্সন্ এবং আল্টিমেট্লী ডিস্মিশাল। তারপর লে অফ্-এর কথা না ধরে যেখানে সারপ্লাস স্টাফ বলে ডিক্লেয়ার করে সিম্পলী রিট্রেন্সমেণ্ট হয়েছে সেখানে আমি দেখেছি যে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৩০০ শত লোক বেশী বলে ছাঁটাই করা হয়েছে! কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এমন কি কোন আইন করা যায় না যার দ্বারা তাদের সিকিউরিটি অব সার্ভিস হয় এবং ঐগুলো বন্ধ হয়, না হয়ত অন্ততঃ একটা চেক্ দেওয়া যায়? এই গেল কোম্পানীর নিজস্ব ব্যাপার, এবারে আমি কন্ট্রাক্টরদের লোকের কথা বলব এবং তা হ'ল যে কন্ট্রাক্টর-এর অধীনে যারা কাজ করে তাদের সিকিউরিটি অব সার্ভিস বলে কিছু নেই- সমস্ত জিনিসেই তাদের মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন ব্রিটিশ আমলে রয়াল কমিশন অব লেবার বলেছিলেন যে, কন্ট্রাক্টর লেবার অ্যাবলিশ করা দরকার। শুধু তাই নয়, আপনি এটাও নিশ্চয়ই জানেন যে, বিহার কমিটি—এনকোয়ারী ইন কনট্রাক্টর্স লেবার—রেকমেণ্ড করেছিলেন যে, এটা তুলে দেওয়া দরকার। তারপর আরও আছে, অর্থাৎ এই সেদিন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসরাতে পর্যন্ত একথা বলা হয়েছে যে কন্ট্রাক্টর লেবার অ্যাবলিশ করা দরকার।

[5-35—5-45 p.m.]

এ্যাবলিশ করলেন নয়ত ধরলাম পারবেন না। আরও যারা আছে তাদের আপনি প্রোটেকশান দেবেন? যে লেবার ল' রয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রিন্সিপ্যাল এমপ্লয়ার্সরা মানেন না। এই কন্ট্রাক্টর লেবারদের ক্ষেত্রে কোন প্রোটেকশান এই সরকার দিলেন না। বোম্বে দিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ দিয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেন নি। আশ্চর্যের কথা নন-অফিসিয়াল বিল আমরা নিয়ে এসেছিলাম আমাদের সেই বিল পর্যন্ত সরকার গ্রহণ করলেন না। যুক্তি কি, না, কেন্দ্রীয় সরকার করবেন। অথচ দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার বছরের পর বছর জিনিসটা ফেলে রেখে দিয়েছেন এবং কন্ট্রাক্টর লেবারার এই সমস্যাটা দিনের পর দিন গুরুতর হয়ে উঠছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ভুল কথা বললেন যে তাদের অবস্থা উন্নত করছি। আমি ও'দেরই তথ্য দিচ্ছি—ওয়ার্ক লোডের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ১৯৫১ সালে পশ্চিম-বাংলায় মোট ফ্যাক্টরি সংগঠনে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯০১ আর ১৯৬০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ও'দেরই তথ্য মত, ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ২৫৬, অর্থাৎ শ্রমিক সংখ্যা বাড়ল ৫ পার্সেণ্ট। আর উৎপাদনের দিকে আমরা দেখি ১৯৫১ সালে সাধারণ উৎপাদন সূচক ছিল ১ শত, ১৯৬০ সালে সাধারণ উৎপাদন সূচক হয় ১৬৬·৩, অর্থাৎ উৎপাদন বেড়ে গেল শতকরা ৬৬·৩ ভাগ। শ্রমিক সংখ্যা বাড়ল

শতকরা ৫ ভাগ, উৎপাদন বেড়ে গেল শতকরা ৬৬·৩ ভাগ। শ্রমিক সংখ্যা বাড়ল শতকরা ৫ ভাগ, উৎপাদন বেড়ে গেল শতকরা ৬৬·৩ ভাগ: তাহলে ওয়ার্ক লোড বাড়ল কি কমল চিন্তা করে দেখুন। আপনারা বলছেন অবস্থা ভাল করেছেন। আপনারা যদি মজুরী বাড়িয়ে কমপেনসেট করতেন তাহলে আমি বুঝতাম যে ভাল করেছেন। শ্রমিক বেড়েছে, কিন্তু তাদের উপযুক্ত পরিমাণে মজুরী বাড়িয়েছেন আপনারা? তাদের রিয়াল ইনকাম ক্রমশঃ কমের দিকে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য আমাদের কাছে দিয়েছেন সেই তথ্য থেকে আমি দেখাচ্ছি। ১৯৫৫ সালে index of real income ছিল ১৩১·০১, ১৯৫৬ সালে কমে হ'ল ১২৪·৯৮। ১৯৫৭ সালে আরও কমল ১২২·২৫, আর ১৯৫৮ সালে কমে হ'ল ১১৭·০৩। রিয়াল ইনকাম কমে আসছে। সর্বশেষ বছর ১৯৫৯ সালে ২ পয়েন্ট বেড়ে ১১৯·৬৭ হয়েছে অর্থাৎ index of real income ১২ পয়েন্ট কমে গেল। আগে যে ইনকাম ছিল সেই ইনকামকে রাখতে পারলেন না, ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। তাহলে দেখছেন ওয়ার্ক লোড বাড়ছে, ছাঁটাই বেড়ে যাচ্ছে, অথচ রিয়াল ইনকাম কমে গেছে। একে যদি প্রগসিভ বলতে হয়, একে যদি বলতে হয় শ্রমিক স্বার্থের অনুকূল তাহলে আশ্চর্য লাগে। এবার এদের বিরোধের জন্য যে দপ্তর আছে তার কাজের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। আজকের দিনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আর আন্দোলন নয়—মামলাবাজিতে পরিণত করেছেন, লিটিগেশন দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—প্রতি পদে পদে মামলা। এই নীতিতে সরকার চলছেন। Collective bargaining-এর কথা মুখে বলছেন, ওটা কাজের কথা নয়। যেখানে স্ট্রাগলের সম্ভাবনা আছে সেখানে ওটা চাপিয়ে দিচ্ছেন—organised industry যে জায়গায় সেই জায়গায় জবরদস্তি করে চাপিয়ে দিচ্ছেন। যেখানে unorganised industry যেখানে প্রোটেকশানের প্রয়োজন সেখানে ট্রাইবুনাল দিতে গড়িমসি করছেন।

করেছেন। কন্সিলিয়েশনের ক্ষেত্রে দেখছি ১৯৫৯ সালে ২০৫২টা কেস পেন্ডিং ছিল, আর ১৯৬০ সালে পেন্ডিং রয়েছে ১৮৩২টা। আইনে রয়েছে এক্সপিডিয়াসলি কাজ করবে অথচ ৬/৮ মাস ১ বছরধরে কন্সিলিয়েশন চলছে। এত পয়সা খরচ করতে পারেন, আর কিছু অফিসার নিয়োগ করে ভাল এক্সপিডাইট করবার ব্যবস্থা করতে পারেন না? এত পুলিশ অফিসার নিযুক্ত হয়েছে, আর ২/৪টা কন্সিলিয়েশন অফিসার নিযুক্ত করে কাজ হয় না? আমি এমনও জানি লেবার কমিশনারের অফিসে একজন স্টেনোগ্রাফার স্যাংশন হ'ল, স্টেনোগ্রাফার টাইপ করবেন তার জন্য টাইপরাইটিং মেসিন নেই। আপনাদের জন্য এবার কন্ডিশন্ড সব হতে পারে, আর সেবার কমিশনারের অফিসে টাইপরাইটিং মেসিন যাবে না—এই অবস্থা দাঁড় করিয়েছেন। য়্যাডজুডিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ১৯৬০ সালে ৫১৯টা কেস ফাইল হয়েছিল, ডিসপোজড্ অফ হয়েছে ৪৪০টা, পড়ে আছে ৭৯টা। কেন এটা থাকবে? দীর্ঘদিন ধরে ট্রাইবুনাল চলছে। শুধু তাই নয়, এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে ট্রাইবুনাল হলেও তাকে টেনে নিয়ে মালিকপক্ষ হাই-কোর্টে ফেলছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন টেকনিকাল গ্রাউন্ডে এই সমস্ত ট্রাইবুনালের য়্যাওয়ার্ড নাকচ হযেছে। আপনারা ট্রাইবুনাল যদি রাখতে চান, এফেকটিভ করতে চান তাহলে এমন কিছু ব্যবস্থা করা দরকার যাতে এইভাবে হাই-কোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে জিনিষটাই বানচাল না হয়ে যায়। যে ডিসচার্জ, ডিসমিসালের কথা বলছিলাম, সুপ্রীম কোর্টের রায় কি it is managements business. মালিক ইচ্ছা করলে ছাঁটাই করে দিতে পারেন এমন একটা অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। অন্য দিকে দেখছি এটার খরচ বহুল এবং দীর্ঘদিন সময় লাগে—প্রথমে হাই-কোর্টে ভোগান্তি, তারপরে সুপ্রীম কোর্টে ভোগান্তি। আমি জিজ্ঞাসা করি মন্ত্রী মহাশয়কে লেবার য়্যাপীলেট ট্রাইবুনাল চালু করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন কিনা এবং এমন একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে বার-বার হাই-কোর্ট, সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে শ্রমিকদের বের না হয়ে যায়। কারণ হাই-কোর্ট, সুপ্রীম কোর্টে স্পেশাল লেজিসলেশনের পয়েন্ট থেকে মোটেই চিন্তা করা হয় না, technical aspect of law, not on the spirit of law but on the technical interpretation of the word, চলছে। ম্যাক্রোপোল কেসের ডিসিশন এমপ্লয়ারের interest report to organise his

business in whatever way he likes. পার্মানেন্ট স্টাফ তুলে দিয়ে মালিক কনট্রাক্টর লেবার দিয়ে কাজ চালিয়ে গেল। কি সিকিউরিটি অব সার্ভিস রইল? সুপ্রীম কোর্ট ডিসিশন দিতে পারেন কিন্তু আমি ডিসএগ্রি করি। কারণ সোশাল লেজিসলেশনের যা দৃষ্টিভঙ্গি তার এর মধ্যে ফুটে বেরুচ্ছে না। ফলে এই কাজ ভাল হচ্ছে। সর্বশেষে একটা কথা বলি, শ্রমদপ্তর সেকশন ১০(৩) জারী করলেন আমার ইউনিয়নের উপর। আমি গিয়ে কাজে ঢুকলে হয়ত কালীবাবুর বিভাগ আমার উপর ১৪৪ ধারা জারী করে দিয়েছেন। আমি ঢুকতে পারি না, কারণ ১৪৪ ধারা ভাংগলে আমার জেল হবে, আর সেকশন ১০(৩) ভাংগলেও আমার জেল হবে। কিন্তু দুটো এক সংগে সিংপ্রোমাইজ করে না। ডিপার্টমেন্ট যেখানে সেকশন ১০(৩) জারী করেছেন সেখানে ১৪৪ ধারা জারী হতে পারে না। এটা শ্রমিকদের স্বার্থের অনুকূলে কিনা জিজ্ঞাসা করছি।

[5-45—5-55 p.m.]

Shri Nepal Ray:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, লেবার বাজেটের স্বপক্ষে বক্তৃতা করতে উঠে দু'-একটা কথা সরকারকে আমার বলা দরকার। এখানে বড় বড় লেবার লীডার আমার পূর্বে বক্তৃতা করেছেন এবং তাঁরা অনেক ভাল ভাল সাজেশন সরকারকে দিয়েছেন। দেবেনবাবু একজন প্রখ্যাত লেবার লীডার, তিনি কতকগুলি সাজেশন দিয়েছেন জাজদের সম্পর্কে, চিত্তবাবু জাজদের সম্বন্ধে কতকগুলি রিমার্ক করেছেন এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা আমাদের পক্ষে।

কথায় বলে হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। এটা ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি। তবে হাকিম সম্বন্ধে দেশের নেতাদের একটা খারাপ ধারণা এই যে হাকিমরা নাকি কাজ করে না, হাকিমরা ঘুষ খায়, না হয় মালিকপক্ষ সমর্থন করে, না হয় মজুরদের অবস্থার কথা তারা জানে না। এই কথাগুলো মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে খুব ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করতে বলছি।

দশ বছর আগে এই এসেমব্লীতে যখন আমরা প্রথম আসি, তখন এই লেবার দপ্তরের কথা শুনলে, আমরা আঁৎকে উঠতাম। এই লেবার দপ্তর মানে যমদূতের আড্ডাখানা, সেখানে শ্রমিকদের কেটে ফেলবার জন্য লেবার দপ্তর তৈরী হয়েছে। সেই অবস্থা থেকে আজকে বিরোধী দলের বন্ধুরা যাঁরা বক্তৃতা করলেন, তাতে এটা আমরা দেখতে পেলাম যে তাঁদের কেউই লেবার অফিসার বা কন্সিলিয়শন অফিসার লেবার ডিরেক্টরেটের বিরুদ্ধে বা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন ঘুষের কথা কেউ একটিও বলেন নি। সরকার পক্ষ বা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তো দূরের কথা। একদিন ঐ বেঞ্চে ছিলাম, আজ এখানে থেকেই এতে গর্ব অনুভব করছি।

ট্রাইবুনাল জজ যাঁরা আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমি বলব, সমাজের সংগে যাঁদের যোগাযোগ আছে, যাঁদের নীচের তলার মানুষের সংগে যোগাযোগ আছে, সেই রকম মানুষকেই এই জজ করে দেওয়া উচিত। একজন হাই-কোর্টের জজ, যিনি বড়লোকের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, পড়াশুনা করবার সুযোগ পেয়েছেন, যেমন আমাদের বন্ধু শংকরদাস ব্যানার্জী; বড়লোকের ঘরে তিনি জন্ম নিয়েছেন। তিনি কি বলতে পারেন কলের শ্রমিকদের কি অবস্থা? একমাত্র কাগজ পড়া ছাড়া আর এ সম্বন্ধে তিনি জানেন না। তিনি আইন-টাইন অবশ্য ভালই জানেন। [A voice: শংকরবাবুকে ওর জজ করা হোক] না, তাঁকে ট্রাইবুনালের জজ করা উচিত নয়। কারণ তিনি শ্রমিকদের সম্বন্ধে সুবিচার করতে চেষ্টা করবেন বটে, কিন্তু তা পারবেন না। এটা অস্বীকার করবার উপায় নাই। This is true. তাই বলছি ট্রাইবুনাল জাজদের এইসব দেখে-শুনে ভাল করে appointment করা দরকার। যাতে করে আর যেন দ্বিতীয় বার এই বিরোধী দলের বন্ধুরা এই নিয়ে কোন কথা বলতে না পারেন।

আর একটা Shop and Establishment বিল যেটা আসছে, তার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল। আজ যদি সাত্তার সাহেব এই বিল হাউস থেকে পাস করিয়ে নিতে পারেন, তাহলে তাঁর কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে। কারণ কলকাতা সহরে

ও যারা বাংলা-দেশের ছোট ছোট দোকানে কাজ করে বহু লক্ষ লোক। আমি বিশেষ করে কথা বললে হয়ত বন্ধুরা বলে উঠবেন বড়লোকের দালালী করেন। বড়বাজার বললেই বড়বাজার এলাকার কথা বলব—কারণ বড়বাজার এলাকার প্রতিনিধিত্ব আমি করছি। সে এলাকার মারোয়াড়ী মানেই ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার, রক্তশোষকের দল। কিন্তু আসল ব্যাপার আপনারা জানেন না, আমি জানি। বড়বাজারের শতকরা ৯৯ জন গরীব, দু-একটি কোটিপতি সেখানে আছে। সেখানে শতকরা ৯৯ জন গরীব দোকানদার দোকান করছে। তাদের কি করতে হয় জানেন? সকাল আটটায় গিয়ে মালিকের ঘরে হাজিরা দিতে হয়, আর বাড়ী ফিরবে সেই রাত দশটায়। এর পরে আবার হুকুম হলে বাজার করে আনতে হয়, বাচ্চা মেয়েকে কাঁধে করে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে হয়। সেদিকে সাত্তার সাহেব দৃষ্টি দিয়েছেন খুব ভাল কথা, সুখের কথা। এটা তাড়াতাড়ি করে ফেলা দরকার। চিত্তবাবুও এই Shop and Establishment Department-এ যে সব কর্মচারী আছে, তার মধ্যে ইন্সপেক্টরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। আমার কাছে এই রকম অভিযোগ এসেছে। আমি লেবার কমিশনারকে এ সম্বন্ধে বলেছি। তিনি তাঁর জবাবে বলেছেন বিরাট একটা এলাকায় মাত্র একজন ইন্সপেক্টর। আমি বলি একজন ইন্সপেক্টর কেন থাকবে? কেন দশ জন আপনি রাখছেন না? না হয়, ডিপার্টমেণ্ট তুলে দেন। ঠাট বজায় রাখবার দরকার নাই। আপনারা তাকে সুযোগ দিচ্ছেন চুরি করবার। তিনি এলাকার কোথাও ঘুরছেন না। কলকাতা সহরের কোন একটি বাজারেতে দোকান কবে খোলা থাকবে, কবে বন্ধ থাকবে এটা মালিকদের উপরে ছেড়ে দিয়েছেন, মালিকদের হুকুম অনুসারে ওসব চলবে। একদল শনিবার, অর্ধেক, রবিবার পুরো বন্ধ রাখে। আর একদল হয়ত শনিবার অর্ধেক, সোমবার পুরো দিন বন্ধ রাখবে, অথবা সোমবার খোলা থাকবে, রবিবার অর্ধেক দিন বন্ধ থাকবে। এই রকম জগাখিচুড়ি অবস্থা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। তা না করে আপনি মালিকপক্ষকে সুযোগ দিচ্ছেন গরীব কর্মচারীদের উপর অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম করবার। এটা বন্ধ করা উচিত। সুবোধবাবু একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন security of service সম্বন্ধে। আজকে পশ্চিম-বাংলায় এই যে labour dispute যা হচ্ছে তার মূলে রয়েছে security of service নেই তাদের। আজকে সরকারী কর্মচারী, বিশেষ করে যারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ২০/২৫ বছর ধরে চাকরী করবার পরে দেখা গেল একদিন সকালবেলা তাদের চাকরী নেই, তারা পথের ভিখারী। তাদের gratuity নেই, pension নেই। এমনকি একদিন ছুটি পর্যন্ত নেই। লেবার দপ্তরের উচিত হেল্‌থ মিনিষ্টারের উপর চাপ দেওয়া চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পেন্‌সন্‌ কেন দেওয়া হচ্ছে না? আজকে সরকার বলছেন security of service দেবেন; অথচ চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কোন security of service নেই। তাদের চাকরীতে permanency বলে কিছু নেই। ২৫ বছর চাকরী করেও তারা permanent হতে পারবে না। Contingency menials, extra temporary menials, এই হচ্ছে তাদের designation. ইংরাজ আমলে যেগুলি করা সম্ভব ছিল। কিন্তু আজকে যদি মনে করেন আমাদের কংগ্রেস সরকার জনগণের সরকার, জনতার সরকার, people's Government, তাহলে ঐ people-এর নামে আজকে যারা রয়েছে, তাদের প্রতি অবিচার কেন? তাদের প্রতি এই যে অবিচার চলেছে, তার ঊর্ধ্বে সরকারকে থাকতে হবে।

স্যার, আমি আর একটা বিষয় বলব, সে হ'ল এই management সম্পর্কে। আজকাল শোনা যায় আমাদের দেশের কোন লোককে যদি গালাগালি দিতে হয়, তাহলে আমরা বলি ওরে তুই কমিউনিস্ট। ঠিক সেই রকম ম্যানেজমেণ্টও বলে লেবার দপ্তর তো লেবারের জন্য, আমাদের কি লেবার, কি লেবার, যে তাদের জন্য কথা বলব? অতএব মালিক পক্ষ এই কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, অর্থাৎ আমরা লেবার দপ্তরকে না ভেঙ্গে পারব না। এক সঙ্গে জোট বেঁধে মালিক পক্ষ চেষ্টা করছেন, তাঁরা কেউ tribunal-এর রায় মানবেন না, কোন conciliation-এ যাবেন না। আমি কিছুদিন আগে ট্রাম কোম্পানীর স্ট্রাইকের সময় ডাঃ রায়কে বলেছিলাম ট্রাইবুনালে গেলে পর পাঁচ বছর আর কিছুই পাওয়া যাবে না। তাঁদের রায়ে আমরা সাড়ে পাঁচ টাকা পেয়েছিলাম এবং তাতে আমাদের কমিউনিস্ট বন্ধুরা রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু আমি আরও আড়াই

টাকা দাবী করে, জবরদস্তি করে সাড়ে সাতটাকা আদায় করেছিলাম। Labour Department-এর Joint Secretary-কে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি কারণ তিনিও এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে ছিলেন। যদিও তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ জানাশোনা নেই। এখন যিনি মিঃ ভট্টাচার্য, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, লেবার ডিপার্টমেণ্টে, সেই ভদ্রলোককে লেবার কমিশনার হিসাবে একবার মাত্র দেখেছিলাম ডাঃ রায়ের ঘরে, তিনি কান-মলে, জবরদস্তি করে ট্রামওয়ে কোম্পানীর কাছ থেকে সাড়ে সাত টাকা আদায় করে দিলেন। স্যার, আর একটা জিনিষ আজকে আমি লক্ষ্য করছি, ম্যানেজমেণ্ট কথায় কথায় বলেন ট্রাইব্যুনালে যাও। আমার কথা হচ্ছে আমরা ট্রাইব্যুনালে যাব না। আমরা কেন যাব? ট্রাইব্যুনালে একবার গেলে পর মজুরী তিন বছর ঝুলিয়ে রাখবার সুযোগ রয়েছে। অবশ্য আমি ট্রাইব্যুনালে যেতে রাজী যদি সেই তিন বছর ধরে dispute নিয়ে যে মামলা চলবে, সেই dispute-এর সঙ্গে যারা involved থাকবে, তাদের পুরো মাইনে দেওয়া হয়। যদি তাদের এই সময় পুরো মাইনে দেওয়া হয়, তাহলে আমি ট্রাইব্যুনালে যেতে রাজী আছি, আর তা না হলে যেতে রাজী নই। এটা একটা ঝুলিয়ে রাখবার পলিসি ম্যানেজমেণ্ট করেছেন। প্রত্যেকটি বড় বড় কোম্পানী চার-পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিয়ে উকিল রেখেছেন, মামলাকে ঝুলিয়ে রাখবার জন্য। সেই ঝোলান ব্যবস্থা আর চলবে না। স্যার, আর সেই ট্রাইব্যুনালে গেলে, ট্রাইব্যুনালের কস্ট্ ম্যানেজমেণ্টকে দিতে হবে। যা খরচ হবে, তার একটা এষ্টিমেট তারা করে দেবে, এবং যদি সেই খরচ ম্যানেজমেণ্ট দিতে রাজী হয়, তাহলে সেই টাকা আমরা মামলায় হারি, জিতি, আমাদের দিতে হবে।

[5-55—6-5 p.m.]

আর একটা কথা স্যার, আমাদের বাংলা-দেশে একটা জিনিষ খুব দুঃখজনক। আমরা বলি যে আজকে মেয়েদের সমান অধিকার দিতে হবে। এবং পণ্ডিত নেহরু থেকে মায় পেয়াদা পর্যন্ত সকলেই এই কথা বলেন যে আমাদের মেয়েদের সমান অধিকার দিতে হবে। এখানে বাঘের ঘরেই ঘোগের বাসা। পশ্চিমবঙ্গে Nursing Service-এ বিয়ে করলে আর তার চাকরী হবে না। কেন হবে না? আমি আপনার মাধ্যমে এখানে যে সব মাননীয় সদস্য আছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, এরা বিয়ে করবে না, তবে কি চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকবে? এটা অন্যায় এবং অবিচার। আমি জানি এখানে Health Minister-এর কাছে একটি মেয়ে গিয়ে হাজির হয়, তার husband deserter Refugee হয়ে বিয়ে করে ১০ বৎসর আগে তারপর তিন মাস তাকে রেখে তারপর তাকে বিদায় করে দেয়। তাঁর কাছে Nursing শিখবার জন্য এসেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল তোমার কপালে সিন্দুর কেন? হবে না। Nursing-এ ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান না হয়ে গেলে আর তার চাকরী হবে না। এই অবস্থা মারাত্মক। মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের এই যে সরকারী department-এ অনাচার চলছে, এই অনাচার তাঁর দূর করা উচিত।

স্যার, আমাদের দেশে, যে কথা যতীনবাবু বলেছেন, পাকিস্থানী জাহাজীরা, তারা সম্পূর্ণ জাহাজ industry-টা তাদের কব্জার মধ্যে করে ফেলেছে। আমার এখানে একটা ছোট Union আছে, ও'র Union নেই, উনি পরের হাতে তামাক খাচ্ছেন। আমরা জানি আজকে এই seafarers যারা আছে, তারা যে কোন মুহূর্তে এই ভারতবর্ষের জাহাজের কল-কব্জা বন্ধ করে দিতে পারে। যদিও এটা আমাদের Labour দপ্তরের নয়, এটা Central Government control করে, তবুও বলব যে এখানে দুর্নীতি পরায়ণ লোকের অভাব নেই, এবং তারা এই দুর্নীতিকেই সমর্থন করছে। আজকে ঐ সমস্ত জাহাজ কোম্পানী যারা বাংলার বুকের রক্ত চুষে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে বাঙ্গালীর যুবকরা চাকরী পায় না। এই সমস্ত কোম্পানী Indian seamen recruit করে না। আমি সেইজন্য বলব যে এই industry এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ industry. এবং শুধু তাই নয় দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হলে এই হাজাজ Company-গুলি এবং জাহাজের ব্যবসায় আমাদের নিজেদের লোক দ্বারা পরিচালনা করা দরকার। ভদ্রায় training নিয়ে বহু ছেলে বসে আছে চাকরী পাচ্ছে না। আর একটা কথা, কলকাতার

Seamen-দের office একটা বড় চোরের আড্ডা। সেখানকার officer-রা লাঠি পেটা করে পয়সা আদায় করে এবং এই officer-রা জোর-জুলুম করে এদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দেয়। এই অবস্থার দিকে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Shri Rama Shankar Prasad :

Mr. Speaker, Sir, শ্রমমন্ত্রী মহাশয় এই যে পুস্তিকা দিয়েছেন এর মধ্যে কতকগুলি দরদপূর্ণ কথা আমরা লক্ষ্য করেছি। প্রথমেই তিনি বলেছেন, Shop & Establishment worker সম্পর্কে যারা বাংলা-দেশে প্রায় ২২ লক্ষ অর্থাৎ $\frac{1}{10}$ of the population, দ্বিতীয় নং বলেছেন ক্ষেত-মজুরদের সম্পর্কে, তিন নং Cinema industries' worker-দের সম্পর্কে। Shop & Establishment worker-রা বাংলা-দেশে সবচেয়ে বেশী oppressed worker. Shop & Establishment Bill যা আমাদের সামনে এসেছে তার জন্য একজন মাননীয় সদস্য মন্ত্রী মহাশয়ের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সেই সদস্য মহাশয় যদি এই Shop & Establishment Bill-টা ভাল করে পড়ে দেখতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, 1940-এর Shop & Establishment Act-এর সঙ্গে বর্তমানে যে বিল আনা হয়েছে তাব বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। Special working hours-এর ব্যাপারে 1940 Act-এ ছিল 10—14, নতুন যে বিল আনা হয়েছে তাতে ৯—১২ spread over. তারপর ছুটি-ছাটার ব্যাপারেও এই বিলে কোন রকম উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি না। অন্যান্য State-এ যেখানে এই ধরনের Act হয়েছে, যেমন Punjab, Madras, Bombay-র কথা বলতে পারি সেখানে national holiday ৭ দিন বেঁধে দেওয়া হয়েছে, medical leave with full pay অন্যান্য ষ্টেটে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের বাংলা-দেশে শ্রমমন্ত্রী মহাশয় করেছেন half pay-তে medical leave. তারপর, ক্ষেত-মজুরদের ব্যাপারে যে minimum wages ঠিক করা হয়েছে সেই minimum wage তারা পাচ্ছে না। Government-এর যেখানে construction work হচ্ছে সেসব অঞ্চলেও ক্ষেত-মজুররা minimum wage পায় না। নিজেদের বেলায় যদি আইন না প্রয়োগ করা হয় তাহলে মালিকপক্ষকে কি করে control করতে পারবেন? তারপর বেগার প্রথা উঠিয়ে দেওয়া সম্পর্কে এখানে বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে Shops & Establishment-এ এবং Cinema industry-তে বেগার খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা Sales Tax ও Amusement Tax মারফৎ Government Treasury-তে আসে।

[6-5—6-15 p.m.]

কিন্তু তাদের তা থেকে এক পয়সাও দেওয়া হয় না। আমরা Bengal Motion Pictures Employees Union এবং Shops & Establishments Employees Association-এর তরফ থেকে বারে বারে বলেছি যে sales tax এবং amusement tax-এর কিছুটা অংশ কর্মচারীদের benefit-এর জন্য ব্যয় করা হোক। কিন্তু শ্রমমন্ত্রী সেই ব্যবস্থা করেন নি। Shops and Establishments Inspector-দের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাঁরা এত অপদার্থ যে, মফঃস্বল টাউনের ও গ্রামাঞ্চলের কথা বাদ দিলেও বলা যায় বড়বাজার অঞ্চলেও কর্মচারীদের যেসব facilities আইনসম্মতভাবে পাওয়া উচিত তা তারা পায় কিনা তা তাঁরা দেখেন না। মেদিনীপুর, খড়্গপুর, থেকে বারে বারে Labour দপ্তরকে এসব বিষয় বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে সেখান থেকে রিপোর্ট এসেছে যে আজ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। Inspector-রা যে ঘুষ নেয় একথা কর্মচারীদের তরফ থেকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও District Enforcement Branch-কে জানান সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। আজকে এখানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে জগৎবাবু ঘুষের কথা না বললেও কংগ্রেসপক্ষীয় মাননীয় সদস্যা শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী বসু বললেন যে, ঘুষের কথা বলা হয়েছে। ঘুষের কথা যখন উঠেছে তখন

আমি ঘুষের উদাহরণ দু-একটা সাত্তার সাহেবের কাছে রাখতে চাই। ঘটনাটা হ'ল Asstt. Labour Commissioner of Barackpore, তিনি Dunber Cotton Mills থেকে shirting, bed-sheet ইত্যাদি নিয়েছেন, Anglo-Indian Jute Mill থেকে furniture, chairs and tables ইত্যাদি পেয়েছেন, Britania Engineering Company থেকে radio-set পেয়েছেন, Krudd Industries থেকে kerosene stove পেয়েছেন, Oriental Cotton Mills থেকে ধুতি ও শাড়ী নিয়েছেন, Calcutta Silk Manufacturing Company থেকে art silk shirting and blouse piece পেয়েছেন, Bharat Woollen Mills থেকে woollen blankets পেয়েছেন। মোহিনী মিলস-এর Car তিনি ৩রা মার্চ ব্যবহার করেছেন একথা সকলেই জানেন।

Shri Bhadra Bahadur Hamal:

माननीय स्पीकर महोदय,

माननीया मैत्री बोस ने अभी अपने भाषण में कहा है कि दार्जिलिंग में बोनस मिल रहा है। किन्तु मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि दो औरतों और छौ आदमियों के जीवन-दान देने के बाद तथा मजदूरों के संग्राम के पश्चात् चाय बगान में बोनस मिल रहा है। इस में आप लोगों का कोई कृतीत्व नहीं है।

संविधान-विरोधी फण्डामेण्टाल राइट्स का शुद्ध करनेवाला हप्ता बहार प्रथा बृटिश साम्राज्यवाद ने मजदूरों के न्याय-संगत अधिकार को कुचलने के लिए यह प्रथा चलाया था। किन्तु १४ वर्ष के कांग्रेसी राज्यमें बंगाल के लिए कलंक यह कुख्यात हप्ता बहार प्रथा आज भी उत्तर बंगाल के चाय बगानों में कायम है। मेरे प्रश्न के उत्तर में इसी हाउस में श्रम-मन्त्री श्रीसत्तार साहेब ने कहा था कि हप्ता-बहार प्रथा इलीगल है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों यह ईलीगल प्रथा आज भी चालु है। इस प्रथा को रोकने का कानून कहाँ है? इसका मतलब साफ है कि देशी और गोरे प्लान्टर्स एवं पूजी-पति प्लान्टर्स के स्वार्थ की रक्षा के लिए कांग्रेसी सरकार मजदूरों की श्रेणी को कुचलने के लिए, इस हप्ता बहार प्रथा के विरोध में कोई कानून पास नहीं करती है। यही कारण है कि यह प्रथा अभी तक चालु है। मजदूरों के कुचलने के लिए ही यह कानून है। यह कितने आश्चर्य की बात है। इस दस्तूर को मुताबिक बहुत से डिस्पूट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है।

दूसरी बात यह है कि टिस्टाभैली चाय बगान के ३१ मजदूर परिवारों, मुण्डाकोठी चाय बगान के ७ परिवारों, धोलिया चाय बगान के २० मजदूर परिवारों, पासटिन चाय बगान के ७२ मजदूर परिवारों, और भी अनेकों के सवाल को हल नहीं किया गया है। लेवर डिरेक्टर कान-नाक में तेल डालकर सो रहा है। इधर मालिक लोग मजदूरों पर अत्याचार ओर जुल्मकर रहे हैं। मजदूरों का बोनस मारकर रोटी खाने को नही देते हैं। बहुत मजदूरों को काम से निकाल कर उन्हें बेकार कर दिए हैं। हम ने लेवर डिरेक्टर को लिखा परन्तु वह चुप-चाप बैठा है।

चाय बगानों के मालिक लोग चाय बगान वेचकर चले जा रहे है। नए मालिक कानून गत तमाम पुराने सवाल के दायित्व को लेना अस्वीकार करते हैं। लेवर डिपार्टमेन्ट मालिक की बातों की दलाली करता है। लेवर डिपार्टमेन्ट की नीति की परिवर्तित हो रही हैं। ४, ४, ५, ५ वर्ष का केश अभी तक पेंडिंग पड़ा है। नया मालिक जिम्मा लेने से आना-कानि करता है। गत १० फरवरी को असिस्टेन्ट सेक्रेटरी श्रीएस, सी, मुखर्जी ने दार्जिलिंग जिला चिया कमान मजदूर यूनियन के सिक्रेटरी के नाम एक चिट्ठी में लिखा है कि मुण्डाकोठी चाय बगान के १२ मजदूरों की छँटाई कर जिम्मा नया मालिक नहीं लेगा।

दूसरी बात मिनिमम वेजेज के बारे में बताना चाहता हूँ। मालिक लोग चाय बगात के मजदूरों के यूनियन को खत्म करने के लिए तरह-तरह के अत्याचार करते हैं। मिनिमम वेजेज भी पूरा नहीं देते है। काम का घंटा बढ़ा देते

हैं। चाय की पत्तियों को अधिक घंटों तक तोड़ा कर काम का ठीका बढ़ाकर भी रोजी कम देते है। गये बार भी मैं इसका उल्लेख इसी हाउस में किया था कि मिनिमम वेजेज दिलाने का बन्दोबस्त कीजिए। इसको रोकने का आप लोग प्रबंध क्यों नहीं करते। क्या मिनिमम वेजेज दिलाने के लिये आपके पास कोई कानून है? मालिक लोग मजदूरों का सफाया कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर मिनिमम वेजेज नहीं दिया गया था, मिसाल के तौर पर मैं उन बगानों का नाम यहाँ देना चाहता हूँ। सत्तार साहब शायद इन सभी बगानों के बारे में जानते होंगे। जैसे—धर्बू, पेशोक, समनाग्रोम, सिगेल, धैयावासरी, मालूटार, पुबुङ और प्लुङटुङ वगैरहा ग्राम मे सभी बगान मिनिमम वेजेज का श्राद्ध कर रहे हैं। और सत्तार साहब यहाँ बैठकर कल्याण राष्ट्र की लम्बी लम्बी बातें कर रहे हैं।

एक तरफ बड़े जोर-शोर से मजदूरों में बेकारी बढ़ रही है। दूसरी तरफ बगान के मजदूरों की संख्या घट रही है। दूसरी तरफ बगान के मजदूरों की संख्या घट रही है। कुछ तो मर गए, कुछ शादी करके चले गए, और कुछ काम से बैठा दिए गए। इन सब कारणों से उनकी संख्या दिन पर दिन घटती ही जा रही हैं। इनके बदले के नए मजदूरों को नही लिया जा रहा है। इस कल्याण राष्ट्र के १४ वर्ष में मजदूरों की संख्या ६, ७ हजार घट गई है। बेकारी बढ गई है। इस कल्याण राष्ट्र में श्रम-मंत्री बेकारी घटाना चाहते है। भला इस तरह से कहीं बेकारी घटनी हैं? इससे तो बेकारी और बढ़ेगी।

प्लान्टेशन लेबर एक्ट की बहुत सी धाराएँ अभी तक कानून गत चालू नहीं की गई हैं। जो धारायें लागू की गई है, उनको अच्छी तरह से काम में नहीं लाया जा रहा है। पीने के पानी का हाहाकार मचा हुआ है। धंम्यावारी, नाले, मिलिकथुङ और सेल आदि बगानों में बड़ा कष्ट हो रहा है। इस कानून के मातहत रखने के लिए नया घर बनाना तो बिलकुल ही बन्द कर दिया गया है। मजदूरों को दवा न मिलने के कारण वे मर रह हैं। आखिर इस ऐक्ट के बनाने से क्या लाभ? जन इसे काम में नहीं लाया जा रहा है।

चौदह वर्ष के कल्याण राज्य में मजदूरों के ट्रेड युनियन को मान्यता देने के लिये इस सरकार के पास कोई कानून नहीं है। चाय-बगान के मालिक मजदूरों की युनियन को मान्यता नही देते। इस पर भी सत्तार साहब कहते है कि कल्याण-राष्ट्र बना दिया है। मै सत्तार साहब से पूछना चाहता हूँ कि डूआर्स और तराई के बराबर दार्जिलिंग के पहाड़ी अंचल के मजदूरों की रोजी क्यों नहीं है? जोख मै सत्तार साहब से निवेदन करता हूँ कि पहाड़ी अंचले के मजदूरों की रोजी डूआर्स और तराई के बराबर कराइए।

दूसरी बात में सदन के सामने प्राभिडेण्ट फण्ड के बारे में कहना चाहता हूं। १९५७ में प्राभिडेण्ट फण्ड चालू किया गया था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ४, ४ वर्ष से प्राभिडेण्ट फण्ड का हिसाब नहीं दिया गया। कितने बगानों में आज तक मरे हुए मजदूरों के वारिसदारों को पैसा वापस नहीं किया गया। जो लोग शादी करके चले गए उनको भी पैसा नहीं दिया गया। इस लिए प्राभिडेण्ट फण्ड से लोगों का विश्वास धीरे-धीरे हटता जा रहा है। मजदूरों को उनका हिसाब भी नहीं सुनाया जाता है। और कानून गत हिसाब का स्लीप उन्हें नही दिया जाता है।

एमनग्रोम, टकमर, सिंगल, अम्बेमल, पासटिन, मुण्डाकोठी धजिया, पानदम, ब्लूमफिल्ड, रंगलीयट, लिजादिल, ओक्स वगैरह विभिन्न बगानों के मजदूरों को प्राभिडेण्ड फण्ड नहीं दिया गया। यहाँ पर लेबर मिनिस्टर लम्बी लम्बी बातें करते हैं। मैं लेबर पैलिसी मण्डा भी के सिवाय और कुछ नहीं है। क्या सत्तार साहब का यही कल्याण-राष्ट्र है। जिस मे प्लान्ट से लोग मजदूरों पर तरह-तरह के जुल्म करते हैं। आप लोग अपनी नीति चला कर मजदूरों को आन्दोलन करने के लिए वापस कर रहे हैं। यदि आप लोग मजदूरों की माँग को नही दिला पाते तो मजदूर अपनी माँग आन्दोलन करके लेकर छोड़ेंगे।

रानी का आगमन कलकत्ते में हुआ। अंग्रेज साम्राज्यवादियों को जो चाय बगानों पर प्रमुख स्थापित किए बैठे हैं और जो मजदूरों पर जुल्म करते रहते है उनको टाइटिल देकर चली गई। डी० वी० आई० टी स्टेट के सिक्रेटरी को पदवी दी गई। आ० वी० इ० हप्ता बहार करने के लिये उन्हें पदवी दी गई। उन्हें रिवोड दिया गया। मैं तो कहूँगा कि हप्ता बहार करानेवाले मुख्यमंत्री डा० राय को हप्ता बहार रख की टाईटिल रानी को देना चाहिए था। मजदूरों की हालत को देखकर यही मालुम पड़ता है कि लेवर पौलिसी एकदम निकम्मी है। १३, १४ की स्वतंत्रता के पश्चात् भी मजदूर अपनी माँग को नहीं पा रहे हैं।

स्टिटामेली चा बगानों में ६= आदमियों की नौकरी खाकर नर बहादुर गुरुङ्ग सरकार के डिप्टीमिनिस्टर बने बैठे हैं। उनको शर्म अपनी चाहिए। इतने अत्याचार करने पर उन्हें मंत्री बनाया गया है। ६८ परिवार को भूखा मार रहे है। कितनी लज्जा की बात है। मजदूरों की छटाई करके उनकी रोजी की हत्या करके नर बहादुर गुरुङ्ग खुद गवर्नमेन्ट में चले गए। जो आदमी बाहर कर दिए गये वे भुखों मर रहे हैं। उनके लिए कोई बन्दोबस्त नही कर रहे हैं। अब तो ये डिप्टी मिनिस्टर बने बैठ है न। शर्म अपनी चाहिए सीडकुना प्लानटेसन मे मजदुरो को हटकर आज मजदुरों को कन्ट्रक्टर का मार्फत काम कर कि कन्ट्राक्टरो को लाभ कराया जा रहा है। उनको धनी बनाने का उपाय किया जा रहा है।

चाय-बगानों में ट्रीपाइट एग्रीमेन्ट को काम में नही लगाया जा रहा है। हम लोग बाहर माँग करते आ रहे है कि ट्रीपाइट एग्रीमेन्ट को काम में लगाइये किन्तु मालिक लोग बात ही नही सुनते। इसको काम में ही नही लगाते हैं। जब तक बंगाल के मुख्यमंत्री डा० राय रहेंगे तब तक इनकी सरकार मालिकों के खिलाफ कुछ नही कर सकती है। इनके राज्य में सफेद प्लान्टर्स का कुछ नही बिगड़ सकता है। सत्तार साहब ने अपने भाषण में कल्याण-राज्य का उल्लेख किया है किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गोरा प्लान्टर्स इनकी परवाह करता है। मै तो कहूँगा कि आपके इस कल्याण-राष्ट्र को धिक्कार है।

[6-15—6-25 p.m.]

Shri Narayan Chobey:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, লেবার ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যদিও সাত্তার সাহেবের কাছ থেকে কল্যাণ রাষ্ট্রের কথা শুনলাম এবং শ্রমদপ্তরের শুভ ইচ্ছা এবং শুভ ঘোষণা প্রভৃতিও আছে দেখলাম কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যা দেখছি তাতে মনে হয় লেবার দপ্তর বহুক্ষেত্রেই বৃহন্নলার দপ্তরে পরিণত হয়েছে। স্যার, এই লেবার দপ্তর এবং তার অফিসাররা হচ্ছেন শ্রমিকের কাছে বাংলার বাঘ এবং মালিকদের কাছে পোষা মিনি বেড়াল এবং যখনই মালিকরা তাঁদের ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে দেন তখনই তাঁরা গা ফুলিয়ে ঐ মিনি বেড়ালের মত তাঁদের কাছে যান। যা হোক, মন্ত্রী মহাশয় একথা জানেন যে গত ১৮-১০-৬০ তারিখে লক্ষ্মী ট্যানিং এক্সট্রাক্ট ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের সঙ্গে একটা চুক্তি করে যে ফেব্রুয়ারী মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে তাঁরা কারখানা খুলবেন। কিন্তু মালিকপক্ষ এই চুক্তি যেমন মানল না ঠিক তেমনি হাওড়ার শ্রমদপ্তর মিটিং করে যে সমস্ত জিনিষ রেকমেণ্ড করেছিলেন তাও মানল না এবং শ্রমিকরা যখন বলতে গেল তখন উল্টে তাদের ধরিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, যে এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল শ্রমদপ্তর মালিকপক্ষকে তা মানতে বাধ্য করাতে পারলেন না। তারপর খড়্গপুরে কন্‌ট্রাক্টর বল্লভদাস আগরওয়ালা ওয়ার্কারদের নভেম্বর মাসের ৩ সপ্তাহের পেমেণ্ট রুখে দিয়েছে বলে ওয়ার্কাররা পেমেণ্ট পেল না। অবশ্য তার কন্‌ট্রাক্টরী চলে গেছে, কিন্তু শ্রমদপ্তর এ ব্যাপারে কি করেছেন সেটা আজ আমি জানতে চাই। তবে এঁরা কিছু করেন নি দেখে আমরা মালিকদের রিকোয়েষ্ট করে বলেছিলাম যে, পেমেণ্ট দিয়ে দাও কিন্তু তাঁরা কিছুই করলেন না। তারপর

মহাদের রাম তেকে নামক একজন শ্রমিক গত ১৭-৮-৫৫ তারিখে তার নাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে রেজিষ্ট্রি করে নিয়মিতভাবে আপটু মে রিনিউ করে চলছিল এবং তার রেজিষ্ট্রার্ড নম্বর হচ্ছে কে-৯৯৫৭। কিন্তু তারপর যখন সে আবার নাম রিনিউ করতে গেল তখন তাকে বলা হ'ল যে তোমার চাকুরী হয়ে গেছে। সে বলল কৈ আমার চাকুরী তো হয়নি, কিন্তু দপ্তর থেকে বলা হ'ল হ্যাঁ, তোমার চাকুরী হয়ে গেছে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তখনকার যিনি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিসার ছিলেন সেই মিঃ এম্. কে. ঘোষ আসল মহাদেব রাম তেকের বদলে এই তেকে নামধারী অন্য একজনকে চাকুরী দিয়ে চলে গেছেন। তারপর আমরা এই ব্যাপার নিয়ে জয়েণ্ট সেক্রেটারী এবং লেবার মিনিষ্টারের কাছে বহু চিঠিপত্র লেখা সত্ত্বেও এর কোন বিচার হ'ল না বা আসল লোক চাকুরী পেল না। এই হচ্ছে লেবার দপ্তরের অবস্থা। তারপর আমাদের এই লেবার দপ্তর কি রকম পারদর্শী সে সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলব এবং তা হ'ল যে, খড়্গপুরের ক্যাণ্টিন ওয়ার্কাররা নভেম্বর মাসে কেস্ দিয়েছে অথচ আজ পর্যন্ত হাওড়ার লেবার দপ্তর কবে কন্সিলিয়েশন করবেন সে সম্বন্ধে একটা ডেট ফিক্স করতে সময় পেলেন না। তবে এই নভেম্বর থেকে মার্চ মাস শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যে এটা করতে সময় পেলেন না তার কারণ হ'ল ক্যাণ্টিন কমিটির মালিক হচ্ছেন সব রেলওয়ের বড় বড় অফিসাররা। কাজেই হাওড়ায় তাঁরা কিভাবে মুখ দেখাবেন এবং লেবার দপ্তরের লোকেরা সেখানে গেলে রেলওয়ের অফিসাররা তাঁদের ঢুকতে দেবেন না তাই এদিকেও যাচ্ছে না ওদিকেও যাচ্ছে না আর শ্রমিকরা মাঝখানে পড়ে পড়ে ভুগছে। কাজেই এসব দেখেশুনে আমার মনে হচ্ছে যে সত্যিই আমাদের শ্রমদপ্তর একটি বৃহন্নলার দপ্তরে পরিণত হয়েছে। তারপর কন্ট্রাক্টর লেবার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে তাদের মত হতভাগ্য শ্রমিক আর কেউ নেই, কারণ তাদের সিকিউরিটি অব্ সার্ভিস নেই, অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, ছুটি নেই এবং যদিও বা ছুটি পায় তাহলে তখন পয়সা পায় না। কাজেই এটা যদি কল্যাণ রাষ্ট্র হয়ে থাকে তাহলে যত কন্ট্রাক্টর লেবার আছে ব্রিং দেম্ উইদিন দি পার্ভিউ অব্ দি মিনিমাম ওয়েজ এ্যাক্ট এবং যেখানেই তারা কাজ করুক না কেন—অর্থাৎ লোডিং এ্যাণ্ড আনলোডিং করুক, বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশন করুক বা অন্য কোন ফ্যাক্টরীতেই কাজ করুক সকলের জনাই এই ব্যবস্থা করতে হবে। স্যার, আপনি বোধহয় জানেন যে, বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট ভায়া কণ্ট্রাক্টর তাঁদের কাজকম করান এবং এতে তাদের লাভ বেশী হয় কেন না শ্রমিক গ্র্যাচুয়িটি প্রভৃতি দিতে হয় না। যেমন ধরুন, সুর এনামেল কোম্পানী একটি বড় কোম্পানী, অথচ তাঁরা তাঁদের স্প্রেয়িং ডিপার্টমেণ্টের সমস্ত কাজকর্ম ঐ কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে করেন। যা হোক, আমার মনে হয় এইভাবে নিয়ম করলে কণ্ট্রাক্টরদের সাহস হত না এবং সেই জন্যই বলছি যে, ব্রিং দেম্ উইদিন দি পার্ভিউ অব্ দি মিনিমাম ওয়েজ এ্যাক্ট।

এখন মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলতে চাই। মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্টে কিছু কিছু নিশ্চয়ই কাজ হয়েছে এ অস্বীকার করে লাভ নেই। কিন্তু যতক্ষণ না আন্দোলন হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা কিছু করেন নি। বিড়িতে আসুন। আগে কলকাতার বিড়ি শ্রমিকদের ওয়েজ ছিল ২ ৬৫ নয়া পয়সা এখন তারা আন্দোলন করে বাড়িয়ে নিয়েছে ৩·১০ নয়া পয়সা। যখনই ওয়ার্কাররা মিনিমাম ওয়েজ সম্বন্ধে দাবি-দাওয়া করে তখনই আপনারা এমন করে খিচুরি করে দেন যেটা হচ্ছে সর্বনিম্নের চেয়ে কিছু বেশী হবে কিন্তু সর্বোচ্চের চেয়ে বা তার কাছাকাছির চেয়ে অনেক কম হয়। কি এগ্রিকালচারাল লেবার, কি বিড়ি লেবার মিনিমাম ওয়েজেস, কি আর কোন মিনিমাম ওয়েজেসকে আপনারা ইমপ্লিমেণ্ট করার জন্য চেষ্টা করেন না। শুধু ভোট ক্যানভাস করার জন্য দেখা যাচ্ছে কিছু করেছেন। সারা বাংলা-দেশে আপনারা মাত্র ৪ জন ইন্সপেক্টর রেখেছেন এ সম্বন্ধে আপনাদের ভাবা দরকার। ৪ জন Inspector for the whole of West Bengal-এর মধ্যে ২ জন আছেন, একজন ব্যারাকপুর, আর একজন চন্দননগরে আছেন। কিন্তু এতে কি করে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, উত্তরবঙ্গ ও অন্যান্য জায়গায় আপনারা মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট ইমপ্লিমেণ্ট করবেন? আপনারা কি করে আশা করছেন শ্রমিকরা তাদের দাবি-দাওয়ার জন্য হাওড়া, ব্যারাকপুরে আসবে? আমি

দাবি করছি minimum wages office কমপক্ষে মেদিনীপুরের খড়্গপুরে এবং বাঁকুড়ায় একটা হওয়া দরকার। বাকি জেলাতে একটা করে অফিস হওয়ার দরকার আছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি তিনি একটু উত্তর দেবেন, ওয়েজেস এ্যাক্ট করলাম সবকিছু করলাম, তাহলে টি. ইউ. কি করতে আছে? উনি লেবার আন্দোলন এককালে করতেন, এখন শ্রমমন্ত্রী হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনি কি করে আশা করতে পারেন কন্টাই-এর মত একটা ছোট ইউনিয়ন হাওড়ায় তার কেস করতে আসবে? কেস করতে তাকে হাওড়ার অফিসে লিখতে হবে, হাওড়ার অফিস ৬ মাস ধরে উত্তর দেবে কিংবা ৬ মাস ধরে তাকে হাওড়ায় আসতে হবে। এতে যত অসুবিধা হয় চিন্তা করে দেখেছেন কি? আপনারা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলায় অফিস করবেন না অথচ মুখে বড় বড় কথা বলেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি চান। সুতরাং এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আপনার লেবার দপ্তরে আর একটা জিনিস আছে যেটার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। In the matter of recognition কিংবা in the matter of registration কিংবা in the matter of dealing with cases আপনার ডিপার্টমেন্টে ফেভারিটিজম, নেপোটিজম আছে। আপনারা দেখেন যে ইউনিয়ন হয়েছে সেটা কোন্ পক্ষীয়—বাম পক্ষীয় না, দক্ষিণ পক্ষীয়; কংগ্রেস পক্ষীয় কি অকংগ্রেস পক্ষীয়। তাও যদি না হয় তাহলে দেখেন সেটা আপনাদের মনোমত কিনা। আমার এমনও অভিজ্ঞতা আছে আই. এন. টি. ইউ. সি. ইউনিয়ন রয়েছে, সেই ইউনিয়ন লড়াই করছে কিছু কিছু, সেখানে মালিক-পক্ষ একটা পাল্টা ইউনিয়ন করে দিল আই. এন. টি. ইউ. সি'র। সেই ইউনিয়নকে আপনারা রেকগনিসান দেন। যদি আই. এন. টি. ইউ. সি.'র পক্ষে এটা প্রযোজ্য হয় তাহলে এ, আই, টি, ইউ, সি,-র পক্ষে কতদূর প্রযোজ্য সেটা আপনারা বিচার করে দেখবেন। তারপর West Bengal State Electricity Board-এর একটা ইউনিয়ন আছে। সেই ইউনিয়ন Board রেকগনাইজ করবে কি করবে না that is their concern। সেই ইউনিয়ন রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন। সেই ইউনিয়ন তাদের এ্যানুয়াল রিটার্ন সাবমিট করেন। সেই ইউনিয়ন এ্যানুয়াল কনফারেন্স করেন। সেই ইউনিয়নের নিজস্ব কোন গণ্ডগোল থাকতে পারে, হয়ত সেখানে কিছু disgrunted elements থাকতে পারে—সেটা ইউনিয়নের নিজস্ব ব্যাপার। হঠাৎ দেখা গেল Government of West Bengal-এর চিঠি।

Memorandum No. 7355TUR, dated 5-11-60

To Sri Parimal Das Gupta, General Secretary, West Bengal State.

Electricity Board Workers Union, 206 Cornwallis Street, Room No. 18, Calcutta-6.

Subject: Dispute regarding executives for 1960-61.

Dear Sir,

As it appears that a dispute exists in the election of executives for 1960-61, you are requested to establish your claim in a court of law and until this has been done, the status quo i.e., the list for 1959-60 will be maintained in the records of this office.

[6-25—6-35 p.m.]

এ কি ব্যাপার? ১৯৫৯-৬০ সালে তারা ইলেকসন করেছে, রিটার্ন দিয়েছে, ১৯৬০-৬১ সালেও করেছে। তাহলে এই ডিপার্টমেন্টকে বলতে চাই যে ১৯৬০-৬১ সালের ইলেকসনে তাদের যে য়্যানুয়াল জেনারেল মিটিং সেটা ঠিক নয়? তা আপনি বলেন যে, যদি এমন হত কোর্ট থেকে ইনজাংসন হত যে ইউনিয়নের কাজকর্ম স্থগিত রাখ তাহলে আপনি বলতে পারতেন, তাও নয়। হঠাৎ গাঁয়ের জোরে যেহেতু ইউনিয়ন হয়ত আপনাদের কিংবা বোর্ডের মনোমত হয়নি সেহেতু চিঠি দেবেন—এই অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? আমি আশা করি সাত্তার সাহেব এর জবাব দেবেন। আমার শেষ কথা হচ্ছে,

আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এমন কি কংগ্রেস পক্ষীয় বক্তারা অনেকে বলেছেন যে শ্রম দপ্তরের এভরিথিং ইজ নট্ ওয়েল। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে ১৯৫৯ সালে রিট্রেঞ্চমেন্ট হয়েছে ৮১০৬, ১৯৬০ সালে রিট্রেঞ্চমেন্ট ৮২৫৩। ১৯৫৯ সালে লে অফ হয়েছে ৯৩১১, ১৯৬০ সালে ১৭৯০৬। ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়েছে ১৯৬০ সালে ৩৯১০। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে উনি নিজে স্বীকার করেছেন যে কিছু কিছু এমপ্লয়মেন্ট বেড়েছে, ওঁরা নিজেরা বলেছেন যে এমপ্লয়মেন্ট পজিসন যতই করি না কেন, থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সুরুতে এবং সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের শেষে একথা বলতে আমাদের দ্বিধা নেই যে এমপ্লয়মেন্ট যা আমরা চেয়েছিলাম সেই এমপ্লয়মেণ্ট আমরা দিতে পারতাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যদি চিত্র হয় —ছাঁটাই বেড়ে গেছে, লে অফ বেড়ে গেছে, ফ্যাক্টরী ক্লোজার বেড়ে গেছে, এমপ্লয়মেণ্ট যা চেয়েছিলাম তা আমরা দিতে পারতাম স্যাটিসফ্যাকটারলি তাহলেও কি শ্রমমন্ত্রী বলবেন যে এই চিত্র ভাল চিত্র এবং তিনি কি করে বলবেন এই যে চিত্র দিলাম একে সাপোর্ট কর। অবশ্য আমার জীবনে এ চিত্র থাকবে না এবং তার ইঙ্গিতও দেখা যাচ্ছে আই. এন. টি. ইউ. সি.'র নেতারা পর্যন্ত শ্রমিকদের সংগ্রামে আহ্বান দিচ্ছেন এবং আমাদের সংগে একসংগে তাঁরা আবার আসছেন এবং আমরা আশা ও বিশ্বাস রাখি যে শ্রমিকশ্রেণী একতাবদ্ধ হয়ে আপনাদের নীতিকে পরাস্ত করবে এবং লেবার দপ্তর যাতে ভাল হয় তার জন্য শ্রমিকরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে আমরাও সেখানে তাদের হেলপ করবো।

Shri Binoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা অথচ সবচেয়ে উপেক্ষিত এলাকার শ্রমিকদের সম্পর্কে এখানে বলবো। আমি জানি যে শ্রমমন্ত্রী হয়ত বলবেন এ ব্যাপারে আমি নাচার, কারণ ঐ শিল্পভবন কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব হাতে। রাজ্য সরকারের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে শ্রমিকদের যদি কোন বিরোধ থাকে, কোনরকম ল য়্যাণ্ড অর্ডারের প্রশ্ন ওঠে তাহলে পুলিশ-মন্ত্রীর ডাণ্ডা পিটাবার অধিকার আছে, আর কোন দায়িত্ব এঁদের নেই। এটা অতি গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন, কারণ আসানসোল এলাকার কয়লা শিল্পে ১ লক্ষ ১৫ হাজার শ্রমিক কাজ করে, ইস্পাত শিল্পে বানপুর, কুলটী এবং বর্তমানে দুর্গাপুর নিয়ে প্রায় ৩৫ হাজার এবং রেলওয়েতে প্রায় ৩৫ হাজার আসানসোল, ওণ্ডাল, সীতারামপুর এবং চিত্তরঞ্জন নিয়ে এবং অন্য যে সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিক আছে তা নিয়ে হিসাব করে দেখেছে ২½ লক্ষ শ্রমিক ওখানে আছে এবং এর ভেতর প্রায় ২ লক্ষের মত বা তার কিছু কম হবে তারা আলবৎভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে স্থায়ীভাবে শ্রমবিরোধ সম্পর্কে দ্রুতভাবে অন দি স্পট্ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার দিক থেকে অতি দুর্বল ব্যবস্থা। আপনি জানেন যে কোল সম্পর্কে প্রতিটি কথায় ধানবাদে যেতে হবে কিন্তু যেখানে ১ লক্ষ ১৫ হাজারের মত শ্রমিক কয়লা শিল্পে নিযুক্ত সেখানে অধিকাংশ কেস নিষ্পত্তি করার মত ব্যবস্থাটা আসানসোলে কেন রাখা হবে না এবং তা করলে তার এখানে শ্রমিকরা অনেকখানি হয়রানী থেকে রক্ষা পাবে এবং অনেক ব্যাপার দ্রুত নিষ্পত্তি হবার সুযোগ হবে।

অন্য দিক থেকে দেখা গেছে এবং কিছুদিন আগে ওখানে কয়েকটি ব্যাপার অবলম্বন করে দারুণভাবে প্রচার হয়েছে, সেখানে নাকি সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থাপন করবার জন্য কোন দল বিশেষ চেষ্টা করছেন। পরে তাঁরা সেটা ধীরভাবে অনুধাবন করে দেখেছেন এবং তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে সেখানে যে coal award হয়েছে, সেই award প্রায় ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেশী মালিক যাঁরা—,তাঁরা আর অনেকগুলি জিনিস চালু করেন নাই, তা না চালু করার ফলে যেখানে বাস্তব অবস্থা ছিল সেখানে বিক্ষোভ হয়েছে। সেইজন্য তাঁদের উপর ডাণ্ডা পিটিয়েছেন। এদের —বিশেষ করে এই কোলিয়ারী মজদুরদের সমস্যা—inflamable elements—যেখানে রয়েছে, সেখানে তাদের ডাণ্ডা মেরে সমাধান হয় না। এর সমাধান গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। অন্ততঃপক্ষে সেগুলি যাতে implementation হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

তারপরে অন্যদিক থেকে যেখানে কোলের টন পিছু একটু সেস্ বসিয়ে প্রচুর টাকা এই Mines Welfare Fund-এ জমা হয়। দেবেনবাবুও তা জানেন, তিনি তার মেম্বার আছেন। এত টাকা থাকা সত্ত্বেও সেখানে আজ পর্যন্ত কোলিয়ারী শ্রমিকদের অবস্থার কোন উন্নতি করা হচ্ছে না, তারা বঞ্চিতের অবস্থায় রয়েছে। আমরা জানি—কয়েক বৎসর আগে মালিক fund থেকে টাকা তুলে নেয় এবং 50:50 বেসিসে সেই টাকা গভর্নমেন্ট করে দিয়েছেন। ইউরোপে যেমন হয়—এই জমা টাকা দিয়ে কয়েকটি কোলিয়ারীর শ্রমিকদের জন্য উপনগরী করা যেতে পারে। কোন ঋণ করা প্রয়োজন হবে না। এত টাকা ফান্ডে জমা আছে যে শ্রমিকদের বসবাসের জন্য চার-পাঁচটি উপনগরী গঠন করা যেতে পারে। এটা যৌথভাবে গঠন করে প্রতিটি কোলিয়ারীকে এর মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায়। ২২৫টি মত কোলিয়ারী আছে। তাতে এইরকম ব্যবস্থা করা সম্ভব। কারণ প্রচুর টাকা জমা রয়েছে। এতদিনেও তা কেন সম্ভব হ'ল না?

তারপর ইস্পাত শিল্প রয়েছে। সেখানে বার্নপুরে Wage Structure ছিল না; সরকারী কারখানা বলে যারা এখানে কাজ করে শ্রমিক, তাদের জন্য Wage Structure চালু করা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে বার্নপুরের পরে এখন প্রশ্ন এসেছে, এটা ভাববার কথা বটে—তিনটা স্টেট্ সেক্টর হয়েছে এবং সেই স্টীলের ক্ষেত্রে এখনো তা অবলম্বন না করে সেই Wage Board বসিয়ে সেখানে সংগঠিত categories of worker-দের কি সেইভাবে ঠিক করা যায় না? সেই প্রশ্ন তাঁরা সেখানে এড়িয়ে গেছেন। আজকে শ্রমিকদের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে এই মজুরীর প্রশ্ন। সরকার যে নীতি নিয়ে চলেছেন Indirect taxation, inflation সমস্ত কিছুই নিশ্চয়ই আমাদের জীবন-মরণের প্রশ্নের উপর আঘাত হানছে। আমি হিসেব করে দেখছি ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে যদি base year হয় 100, তাহলে সরকারী হিসেব অনুযায়ী ১৯৬০ সালে consumer goods-এর price index শ্রমিকদের জন্য ছিল ৩১৭। অথচ সেই জায়গায় real wage প্রকৃতপক্ষে কমে গেছে। আমরা হিসেব করেছি Bengal Coal ১৯৫৮ সালে ১৭½% হারে ডিভিডেণ্ট দিয়েছে; ১৯৫৯ সালে ২৫% ডিভিডেণ্ট দিয়েছে। প্রচুর লাভ হয়েছে। অথচ সেখানে শ্রমিকদের কম দেওয়া হ'ল। মার্টীন বার্ণ, সেরামিক ওয়ার্কারস নিম্নতম দু টাকা for male, মাসের ২৬ দিন কাজ—রবিবার বন্ধ। আর ২৸০ for female. D.A. নিয়ে male workers পায় ৫৭্ টাকা, সবচেয়ে ন্যূনতম বেতন। এই সমস্ত বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার। আর যদি কোন ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে গুরুতর পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াবে সেখানে। কোন প্রচার দ্বারা তাদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করলে, কোন ফল হবে না।

[6-35—6-45 p.m.]

Shri Shaikh Abdulla Farooquie:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা জিনিষ আপনার সামনে রাখতে চাই। গভর্ণমেণ্টের যে লেবার পলিসি, সেই পলিসি এম্প্লয়ারদের পক্ষে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। লেবার মুভমেণ্ট বা লেবার মুভমেণ্টের রিলেশনে যে আইনসংগত এ্যাওয়ার্ড বা এগ্রিমেণ্ট হয়, সেটা কি অবস্থা হয়। সেটা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন সোজাসুজি, গভর্ণমেণ্টের লেবার পলিসি এম্প্লয়ারদের পক্ষে। এই সম্পর্কে আমি কয়েকটা ঘটনা আপনার সামনে রাখতে চাই।

আপনি প্রথমে code of discipline-এর ব্যাপারে যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন code of discipline-এ লেখা আছে worker-রা কি করবে বা কি করবে না। আর যদি কোন সময় worker-রা কোন আন্দোলন, স্ট্রাইক করেন তাহলে সংগে সংগে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে একটা communique, বা একটা statement বেরোয় যে ওয়ার্কাররা code of discipline violet করছে। আপনার এই code of discipline-এর মধ্যে যা কিছু আছে, সব ওয়ার্কারদের পক্ষে। কিন্তু মালিকরা বা employer-রা যখন code of discipline

violate করেন তখন গভর্ণমেণ্ট কিছু বলেন না। তাঁদের condemn করে এমনকি একটা satement-ও দিতে চান না; দেখা যায় সেখানে পাকাপাকি একটা newtral ভাব। Employer-রা যা কিছু করছেন, যেন সব ঠিক করছেন। আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি, যাতে আপনি বুঝতে পারেন। First হ'ল recognition of unions. এই recognition of unions-এর ব্যাপারে রয়েছে যে most representative union-গুলি employer-রা recognise করবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই রকম একটা ইউনিয়নকেও মালিক recognise করেন নি। এমনকি I.N.T.U.C.-কেও recognise করেন নি। বিশেষ করে I.J.M.A.-এর মালিকরা বা জুট বসেস্‌রা কোন ইউনিয়নকে recognise করেন নি। I.N.T.U.C. ইউনিয়নকেও তাঁরা recognise করেন নি।

তা ছাড়া cotton textile-এর কতকগুলি ইউনিয়ন রয়েছে, যাদের most representative union বলা হয়; যেমন মোহিনী মিল, ডান্‌বার, বাউরিয়া, কেশোরাম কটন্‌ মিলস প্রভৃতি। এই সমস্ত মিলের মালিকরা সেখানের ইউনিয়নগুলিকে recognise করতে refused করেছেন। শুধু তাই নয়, মালিকরা সেখানে তাঁদের নিজেদের ইউনিয়ন খাড়া করেছেন এবং তাকে back করছেন। যদিও code of discipline-এ একথা পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে employers will not enter into having their own unions. কিন্তু তারপরে এ পর্যন্ত গভর্ণমেণ্ট এই code of discipline মালিকপক্ষ violate করার ব্যাপারে কোন কিছু করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে তাঁদের unilateral action. মালিকরা ইচ্ছামত যা খুসী করে যাচ্ছেন code-কে violate করে। Employer-রা ওয়ার্কারদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে negotiation করে settlement করা উচিত। Conciliation-এর through-তে সব কিছু করা উচিত। কিন্তু দেখা গেল I.J.M.A.-এর working hour কমিয়ে দেওয়া হ'ল। এই working hour কমিয়ে দেবার সময় তাঁরা গভর্ণমেণ্টের সংগে কোন রকম discussion বা আলোচনা করেন নি এবং ইউনিয়নের সংগেও আলোচনা করেন নি, তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত এটা করেছেন। দুঃখের বিষয় এ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন action গভর্ণমেণ্ট নিতে পারেন নি· এবং বোধহয় এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট করবেনও না। ওয়ার্কার্সদের against-এ কিছু করবার দরকার হ'লে সরকার খুব তৎপর হন, কিন্তু, মালিকদের বিরুদ্ধে তাঁরা কিছু করতে চান না। যদি মালিকদের বিরুদ্ধে কিছু করা একান্ত প্রয়োজনও, তা করতে গভর্ণমেণ্টের সাহস হয় না, বা ইচ্ছা করে করেন না। আমরা দেখেছি ট্রাম স্ট্রাইক হয়েছিল, টাটা স্ট্রাইক হয়েছিল, বোম্বে অটোমোবাইল স্ট্রাইক হয়েছিল, কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে কোথাও employers-দের against সরকার কোন step নিতে সাহস করেন নি।

Governmennt এই ব্যাপারে কি করবেন জানি না। কিছু করতে পারবেন কিনা উত্তর দেবার সময় বলবেন। তাছাড়া আপনার জুটের Special Committee-র Chairman, তাঁর যে recommendation of the Special Committee on Jute, যেটা July, 1960-তে হয়েছিল, তাতে এটা ঠিক করা হয়েছিল যে তিনটি loom-এর জন্য একজন worker থাকবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন Jute Mill-এর employer এটা মানেন নি। এই ব্যাপারে Government-এর তরফ থেকে কোন action নেওয়া হয়নি। Textile-এ work load বেড়ে যাচ্ছে এবং তা মালিকদের খেয়াল-খুশীমত বাড়িয়ে যাচ্ছেন যদিও context, wage board অনুসারে এইরকমভাবে বাড়াতে পারে না। কিন্তু তবুও তাঁরা বাড়িয়ে যাচ্ছেন। এইরকম আমি উদাহরণ দিচ্ছি Baoria Cotton Mill-এ per wrker ২টি loom ছিল সেখানে তিনটি করে দেওয়া হল তাদের ইচ্ছামত। এই নিয়ে সেখানকার workers-রা protest করলো, strike করলো, Government-কে জানালো, সব কিছু করলো। কিন্তু তার ফল কি হল? তাতে ১৮ জনকে dismiss করা হল। Government আজ পর্যন্ত বাউড়িয়া মিলের মালিকদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন নি। এই ১৮ জন worker যারা strike করেছিল তাদের চাকরী গিয়েছে। Keshoram Cotton Mill-এ প্রত্যেক department-এ supplement of worker কমিয়ে দিয়ে work load বাড়িয়ে দেওয়া হল। যদিও Govt.-এর ক্ষমতা আছে তা বন্ধ করার কিন্তু

কিছু করা হয়নি। বিশেষ করে বিরলার বিরুদ্ধে কিছু করবেন এটা আমরা আশা করি না। কারণ দেখছি তারাই title পাচ্ছে। যদিও তাদের বিরুদ্ধে আইন আছে Section I(a) of B. I. Act, সেই অনুসারে তাদের prosecution করতে পারেন কিন্তু Government তা করেন না। আমবা complain করেছি, আমাদের complain দেওয়া আছে কিন্তু Government কিছু করেন নি। এইরকম ডনবার কটন মিলে work load বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। Spinning department-এ যেখানে একজন worker ২টি loom চালাতো তাকে আজকে ৩।৪টি করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে worker-রা বেকার হয়ে যাচ্ছে। যেখানে একজন লোক দুইটি loom চালাতো সে যদি ৩।৪টি loom চালায় তাহলে লোকে বেকার হয়ে যাবে কিন্তু এ ব্যাপারেও Government কিছু করছেন না। এর পরে করবেন কিনা তাও জানি না। Award, Settlement সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে, সাত্তার সাহেবও অনেক কথা বলে থাকেন। কিন্তু আমি এখানে বলছি Keshoram-এর ব্যাপারে ১৯৫৮ সালে তাদের D. A.-র gratuity award-এ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত তা দেওয়া হল না। Contract System-এ যে award দেওয়ার কথা হয়েছিল তাও implement করা হল না। সেখানে provision ছিল তাদের prosecute করতে পারতেন কিন্তু আজ ১৯৬১ সালের মার্চ মাস, আজ পর্যন্ত কিছু করা হল না।

[6-45—6-55 p.m.]

Code of discipline-এর যে সমস্ত provisions রয়েছে মালিকপক্ষ সেগুলি implement করছে না। বিশেষ করে Cotton Textile Mill-এ এগুলি violated হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট কোন action নিচ্ছেন না। Cotton Textile-এ Wage Board ১৯৬০ সালে জানুয়ারী মাসে চালু হবার কথা কিন্তু ১৯৬১ সালে মার্চ মাস পর্যন্ত চালু হয়নি। কেশোরাম কটন মিলে D. A. এখনও চালু করা হয় নি। কোন agreement মালিকপক্ষ মানতে চান না।

The Hon'ble Abdus Sattar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ এখানে অনেক কথার অবতারণা করা হয়েছে যা গত বৎসর ধরে শুনে আসছি। আমি সংক্ষেপে কয়েকটির জবাব দেব। আমাদের নীতি কোনপ্রকারেই মালিকঘেঁষা নীতি নয়। এখানে কাশীপুরের প্রতিনিধি বর্ধমান জেলার সীমান্তে এক কারখানার মালিকের উল্লেখ করে বললেন তিনি আমার বন্ধু। বর্ধমান জেলার প্রত্যেক লোকই আমার বন্ধু। আমি তাঁকে জানাতে চাইনে বন্ধুত্বের দাবীতে আমি কোন সুযোগ কাউকে দিতে চাই না বা দিই না। তিনি কলকাতার বড় বড় শিল্পের কথা উল্লেখ না করে আসানসোলের একটা ছোট কারখানার কথা বলে এই বিধানসভার সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। এখানে বারে বারে বলা হয় Indian Tea Association এখনো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক। যদি সরকার দুর্বল হয়, যদি সরকার মালিকঘেঁষা হয় তাহলে তাঁদের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে minimum wage বৃদ্ধি করতে পারতেন না। একথা জানা আছে যে, যখন minimum wage fix হয় তখন Indian Tea Planters Association High Court-এ গিয়েছিলেন, High Court থেকে নিষেধাজ্ঞাও পেয়েছিলেন—তখন আমি বলেছিলাম High Court-এর নিষেধাজ্ঞার জোরে আপনারা যদি minimum wage না দেন, আমি বলে রাখছি, এই অজুহাতে যদি ধর্মঘট হয়, আপনারা সরকার থেকে কোন সাহায্য পাবেন না। এই কথা শুনে High Court-এর নিষেধাজ্ঞা পকেটে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা minimum wage দিয়ে গিয়েছেন। যদি সরকারের মালিকঘেঁষা নীতি হত, তাহলে চা বা পাটের Wage Board হতে পারত না।

একথা সকলেই জানেন, Indian Jute Mill একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। যাঁরা trade union work করেন তাঁরা জানেন, ভারত সরকার থেকে circular পাঠান হয়েছিল যেসব শিল্প nationalisation হয়েছে, সেখানে committee করে দেখা হোক কীভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে। যদি সরকার দুর্বল হত, যদি মালিক-ঘেঁষা হত, যদি I. J. M. A.-র তোষণকারী হত তাহলে ১৯৫৭ সালে এই কমিটি নিয়োগ করতে পারত না। তারপর, I. J. M. A.-র পাটকলগুলিতে

কাজের ঘণ্টা কমিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে—পাটের কমতির জন্যে এটা করতে হয়েছে। আমি এখানে প্রথমেই বলে নিই, বাজারে কাঁচা পাটের কমতি আছে—যদি কমতি থাকে তাহলে দুটো প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে—loom বন্ধ করতে হয়, কিম্বা সাপ্তাহিক কার্যকাল কমাতে হবে। যখন প্রথমে ঘণ্টা কমান হয়, আমাদের জানা আছে trade union ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে একেবারে তাঁত বন্ধ না করে অন্য কিছু চিন্তা করা যাক—তাঁরা suggest করেছিলেন ঘণ্টা কমান যায় কিনা। যখন সাপ্তাহিক কার্যকাল কমান হয়, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি সরকারের সংগে তাঁরা পরামর্শ করেন নি, তাঁদের পরামর্শ করা উচিত ছিল শ্রমিকদের সংগে ও সরকারের সংগে। এই পরামর্শ না করলে শিল্পে যে শান্তি আমরা রক্ষা করতে চাই তা রক্ষা করা যাবে না। I. J. M. A.-র Chairman-কে আমি ডেকেছিলাম, তাঁরা আমার কাছে কথা দিয়ে গিয়েছেন, ভবিষ্যতে আর এরকম হবে না। Labour Minister-এর ঘরে নয়, Labour Commissioner এর ঘরে তাঁরা এসেছিলেন। তাঁদের সামনে trade union পক্ষ থেকে যে-সমস্ত suggestion দেওয়া হয় তা তাদের কাছে বিবেচনার জন্য আছে, তাঁরা এখনো জবাব দেন নি। আজকে আমাদের সন্তুষ্ট হতে হবে, কাঁচামালের কমতি আছে কিনা,—আমরা সন্তুষ্ট হতে চাই। কাজেই I. J. M. A.-র কাছে আত্মসমর্পণের কথা উঠে না।

শ্রমিকদের earning, real earning, wages-এর কথা বলা হয়েছে real wages যে পরিমাণ বাড়া উচিত ছিল সেই পরিমাণ বাড়ে নি কিন্তু বহু পরিমাণে বেড়েছে। কিন্তু যদি এক পয়সাও বাড়ান হয়ে থাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করি সেটা কি মালিকদের স্বার্থরক্ষার নিদর্শন? রাজ্যপালের ভাষণের বিতর্কের উত্তরে যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম তাতেই আমি বলেছি কিভাবে বেড়েছে, এবং যে পুস্তিকা প্রচার করা হয়েছে তাতেও দেখান হয়েছে কিভাবে বেড়েছে। আপনারা সকলেই জানেন কতগুলি শিল্পে কয়েক মাসের basic pay bonus হিসাবে পাওয়া যায় কখনও কখনও ৫।৬ মাসের wages-ও পাওয়া যায়। তাহলে কি real earning মোটেই বাড়ে নি? Provident Fund-এর আঁওতা বেড়ে যাচ্ছে। এতেও কি কিছু earning বাড়ে নি?

এই প্রসংগে আমি উল্লেখ করতে চাই, বৃহৎ শিল্পে আমরা wage board চাই, Wage Board একটি ত্রিপক্ষীয় সংস্থা। কয়েকটি Wage Board-এর সুপারিশ প্রকাশিত হয়েছে। Sugar Wage Board-এর recommendation Govt. accept করেছেন। গত বৎসর আমি বলেছি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেও আমরা Wage Board-এর পক্ষপাতী। Wage Board স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার নয়। কলকাতা ও হাওড়ার আশপাশে অনেক ছোট ছোট শিল্প আছে, যেমন engineering শিল্প, এদের বেতন, মহার্ঘ ভাতা, ইত্যাদি নিয়ে একটা অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক এবং অনুসন্ধান করার পর একটা tribunal গঠিত হওয়া উচিত। সরকার এইরূপ একটি Omnibus Tribunal গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ভাদুড়ী মহাশয় silk printing-এর কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানেও অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধান-শেষে প্রয়োজন দেখা দিলে কমিটি নিযুক্ত হবে।

[6-55—7-5 p.m.]

যদি প্রথম বর্ষে আমার পিছনে শ্রমিকশ্রেণীর শুভেচ্ছা থেকে থাকে আজো তা অক্ষুন্ন আছে—শ্রমদপ্তরে এসে এমন কোন কাজ করিনি যার জন্য সেই শুভেচ্ছা কমতে পারে।

বারাকপুরের এম. এল সি-র বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি দৃপ্তকণ্ঠে বলতে চাই যে, আমি অনুসন্ধান করবো এবং যদি সেই অনুসন্ধানে ঐ অফিসার দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করব। বলা হয়েছে একটা লোক খড়্গপুরে তার নাম রেজিস্ট্রি করল, তার নাম কোন একটা সংস্থায় প্রেরিত হল চাকরীর জন্য, চাকরী সে পেল, কিন্তু দেখা গেল যে সেই লোকটা সে-লোক নয়। এই যদি ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে শ্রম দপ্তর কি করতে পারে? এখন অনুসন্ধান করতে হবে অন্য বিভাগকে অর্থাৎ পুলিশ বিভাগকে প্রকৃত ব্যাপারটা কি? এই নিয়ে খড়্গপুরে Employment Exchange Advisory Committee-তে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখন যদি য়্যাকসন নিতে হয় তাহলে সে য়্যাকসন পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে নিতে হবে।

তাদের কাছে আমরা এই কেসটা ফরোয়ার্ড করে দেব। অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে নারায়ণ চৌবে মহাশয় যতদিন আছেন প্রত্যেকদিনই বলেছেন যে, খড়্গপুরে একটা লেবার অফিস হোক। খড়্গপুরের সবচেয়ে বড় লেবার রেলওয়ে লেবার যেটা আমাদের আওতায় আসে না। সেখানে এমন একটা অরগ্যানাইজড লেবার নেই যাব জন্য সেখানে একটা অফিস করা যেতে পারে তথাপি মিনিমাম ওয়েজ য়্যাডমিনিষ্ট্রার করার জন্য সেখানে আমরা অতি শীঘ্র একটা অফিস করতে চাই।

চারজন মিনিমাম ওয়েজ ইন্সপেক্টরের উপরেই সমস্ত ভার ন্যস্ত নাই। আমাদের সারা লেবার ডিপার্টমেণ্টে যারা কন্সিলিয়েশন করেন তাঁরা সবাই য়্যাডমিনিষ্ট্রার করেন—মিনিমাম ওয়েজ য়্যাক্টে আমার প্রারম্ভিক ভাষণে আমরা শ্রমদপ্তরকে কেন বাড়াতে চাই সেকথা উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে বিরোধী পক্ষের কোন কোন বন্ধু বিশেষ করে কাশীপুরের প্রতিনিধি বলেছেন যে এই টাকা নয়, আরও টাকা চাই এবং তারপর তিনি যেকথা বলেছেন নিজেই তাঁর সেই কথার বিরোধিতা করেছেন। এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে এই বিভাগের জন্য যত টাকা আমরা খরচ করেছি সেটা অপচয় নয় এবং এই বিভাগ যে কাজ করে সেটা অপকর্ম নয়। কারণ যদি অপচয় ও অপকর্ম হোত তাহলে এই বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ তাঁরা বাড়াতে বলতেন না।

ফারুকী সাহেব বারে-বারে বিড়লা সাহেবের নাম করে অনেক কথা বলেছেন। কেশোরামের কত বিরোধকে আমরা ট্রাইবুনালে পাঠিয়েছি। তিনি জানেন না সেখানে আর একটা ইউনিয়ন আছে যে ইউনিয়নের সঙ্গে গিয়েই মালিকরা চুক্তি করেছিল দ্বিপক্ষীয়। কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে সেই চুক্তিকে সরকার কোন পক্ষ হবে না। অর্থাৎ সেখানে আরও ইউনিয়ন আছে সকলের সঙ্গে চুক্তি না হলে সরকার কোন পক্ষ হবে না। আমরা মিল কর্তৃপক্ষকে বলেছিলাম যে যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে যে সেই চুক্তি কার্যকরী হবে এবং যে পক্ষ সই করেছে তারা কার্যকরী করাতে পারবে তাহলেও এটা তোমাদের ব্যাপার তার ভেতরে আমরা যাব না। আজকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

আজ যদি বলা হয় যে ট্রেড ইউনিয়ন দেখে দেখে রেজিষ্ট্রেশন করা হয় তাহলে আমি বলব এটা ঠিক কথা। কারণ যত ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন করা হয় আমার মনে হয় যে, A.I.T.U.C.-র সংখ্যা I.N.T.U.C.-র চেয়ে কোন অংশে কম নয়, হয়ত বেশী। ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে করা হয়। ৭ জন লোক সই করে দিলে আমরা রেজিষ্ট্রেশন দিতে বাধ্য। এখানে কোন পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার করা হয় না।

তারপর বন্ধুবর মাননীয় সদস্য বিনয় চৌধুরী মহাশয় আসানসোলের কথা এখানে বলেছেন। আমি অবশ্য আসানসোলের শান্তিরক্ষার ল' এ্যান্ড অর্ডারের কথা কিছু বলব না। কয়লা খনি অঞ্চলে যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট অরগানাইজেশন আছে তার কিছু অফিস ধানবাদ থেকে আসানসোলে স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক। আমি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে সাজেশন দিয়েছি যে একটা এ্যাডিশনাল রিজিওনাল লেবার কমিশনার অফিস আসানসোলে হোক এবং যে সমস্ত ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ধানবাদে আছে তার সবটা ওখানে না হোক তার কিছু অংশ আসানসোলে আসুক এবং তাদের যে কন্সিলিয়েশন মেসিনারি আছে তা আরও বাড়ান হোক। তারপর কন্সিলিয়েশন হতে অনেক সময় লাগে বলে বিরোধ মিটতে দেরী হয়। কন্সিলিয়েশন ত্বরান্বিত হওয়া আবশ্যক।

স্যার, আমাদের যে একটা কমিটি আছে সেখানে রিজিওনাল লেবার কমিশনার এবং ধানবাদের রিজিওনাল লেবার কমিশনার সদস্য ছিলেন না তাঁকেই আমরা অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি। যদিও কয়লা খনি আমাদের State sphere-এ নয় তবুও আমরা ইণ্টারেষ্টেড এবং মনে করি যে, কয়লা-শিল্পে যে সমস্ত শ্রমিক আছে তাদের মধ্যে শান্তি রক্ষা না হলে তার ফলে অপর শিল্প-ক্ষেত্রেও অশান্তি দেখা দিতে পারে। কারণ এক জায়গায় আগুন জ্বললে তার ছোঁয়াচ অন্য জায়গায়ও লাগতে পারে। কাজেই আমরা কয়লা খনি শ্রমিক সম্পর্কে উদাসীন নই।

সমস্ত বিতর্কের জবাব আমি দেবার চেষ্টা করেছি। তবে যদি কিছু জবাব দেওয়া বাকী থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সদস্যগণ আমার সঙ্গে দেখা করলে আমি সেগুলির জবাব দেব। এই কথা বলে সমস্ত কাট মোশনের বিরোধীতা করছি। আমার বিভাগের ছোট-বড় সকল অফিসার

যাঁরা নিষ্ঠাসহকারে কাজ করেছেন তাঁদেরকে এবং অধ্যক্ষ মহাশয় আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker: Except the six cut motions on which division has been claimed, I put the rest of the cut motions to vote.
(The motions were then put and lost.)

Shri Mangru Bhagat
that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Bhadra Bahadur Hamal
that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar
that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar
that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay
that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee
that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Basanta Lal Chatterjee
that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Gopal Basu
that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Ajit Kumar Ganguli
that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Bhupal Chandra Panda
that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Dasarathi Tah

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Monoranjan Hazra

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Niranjan Sen Gupta

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

Shri Pabitra Mohan Roy

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Ramanuj Halder

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Sudhir Chandra Bhandari

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Sitaram Gupta

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Sudhir Kumar Pandey

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Apurba Lal Majumdar

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Narayan Chobey

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Panchugopal Bhaduri

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Hemanta Kumar Basu

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Sunil Das

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Syed Badrudduja

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Shri Subodh Banerjee

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

Shri Somnath Lahiri

that the demand of Rs 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

Shri Basanta Kumar Panda

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

Shri Gopal Basu

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

Shri Renupada Halder

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

Shri Benarashi Prosad Jha

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar

that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

Shri Benoy Krishna Chowdhury
that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

Shri Hare Krishna Konar
that the demand of Rs. 23,86,000 for axpenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

Shri Rama Shankar Prasad
that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

[7-5—7-12 p.m.]

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—118

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Burman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima

shaque, Shri A. K. M.
'alan, The Hon'ble Iswar Das
'ehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, hri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopahyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Rai, Shri Arabinda
Rai, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, Shri Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar-narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—46

bdulla Farooquie, Shri Shaikh
anerjee, Dr. Dhirendra Nath
asu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu

Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Natendra Nath
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Haldar, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 46 and the Noes 118, the motion was lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—118

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra

Dutta, Shrimati Sudharani
Fazulr Rahman, Shri S. M.
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, Shri Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra

Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—47

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Natendra Nath
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mitra, Shri Haridas
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 47 and the Noes 118, the motion was lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—118

Abdus Sattar, The Han'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath

Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharij, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.

Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, Shri Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—47

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Natendra Nath
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar Shri Apurba Lal
Mitra, Shri Haridas
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 47 and the Noes 118, the motion was lost.

The motion of Shri Deben Sen that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced to Re. 1, was then put and a division taken with the following result:

NOES—118

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari

Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'be Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, Shri Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Ray Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—46

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Natendra Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mitra, Shri Haridas
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath

Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 46 and the Noes 118, the motion was lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—118

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhushan Chandra
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Guta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar

Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, Shri Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—47

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna

Das, Shri Natendra Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mitra, Shri Haridas
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 47 and the Noes 118, the motion was lost.

The motion of Shri Shaikh Abdulla Farooquie that the demand of Rs. 23,86,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—117

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi

Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Koley, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyaya, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—46

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Natendra Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Profulla Chandra
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mitra, Shri Haridas
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 46 and the Noes 117, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Abdus Sattar that a sum of Rs. 23,86,000 be granted for expenditure under Grant No. 30, Major Head "46-Labour and Employment" was then put and agreed to.

ADJOURNMENT.

The House was then adjourned at 7-12 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 14th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXIX—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-ninth Session

(February—March, 1961)

The 1st, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th and 21st March, 1961

PART ~~II~~ 10

14th March, 1961

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly

Price—Rs. 1·16 n.P. ; English 1 s. 9 d. per copy

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 14th March, 1961, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 181 Members.

[3—3-10 p.m.]

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : Sir, this is in reply to a calling attention notice brought by Shri Sunil Das on the 9th March, 1961.

The Bankura Sammilani Medical College is a non-Government institution run by the Bankura Sammilani. The students of the College have gone on strike owing to failure of the authorities of the College in providing sufficient number of teaching staff in different subjects. They have also complained that the Bankura Sammilani Hospital as well as the College are ill-equipped and not suitable for teaching of M.B.B.S. students. The grievances of the students are genuine but Government cannot directly appoint staff or supply equipment to a non-Government institution. During the last three years Government paid a grant of Rs. 1 lakh 50 thousand for the College and Rs. 2 lakh 35 thousand for the Hospital. In addition, on the recommendation of this Government the Government of India have also paid a grant of Rs. 5 lakhs to the Bankura Sammilani Medical College last year. But even then conditions have not improved appreciably. A proposal for taking over the College and the Hospital under Government management is, therefore, receiving active consideration of the Government. The Hospital and the College will be fully equipped and strengthened, and all necessary staff will be posted by Government as soon as the institutions are taken over. Meanwhile, in order to give immediate relief, steps have been taken to depute suitable medical officers on supernumerary duty to the Bankura Sadar Hospital so that their services may be utilised by the Bankura Sammilani Medical College for teaching purposes. Government have also supplied to the Sammilani equipments worth about Rs. 12,000.

We have been informed by the Principal that the strike by the students of the Bankura Sammilani Medical College has since been called off.

DEMAND FOR GRANT NO. 17

Major Head: 29-Police.

The Hon'ble Kali Pada Mookherjee : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of .Rs 8,46,90,000 be granted for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police".

The police expenditure under the budget for 1961-62 amounts to Rs. 8,46,92,000, including charged items, as against Rs. 8,41,24,000 including charged items, in the revised estimate for 1960-61. The small increase is due to normal growth. It will be noticed that over the years the expenditure on Police has gradually increased; but this will appear inevitable if we keep in mind the serious law and order problem created by the influx of refugees, the necessity of protecting a long border of 1300 miles between West Bengal and East Pakistan, rapid growth of industrial areas and new townships, expansion of the wireless system of communication and the increase in pay and allowances etc. allowed to the Force from time to time. I need not dilate upon these matters. These are well known to the members of this House. The following figures will, however, show that the proportionate increase during a period of 6 years over the expenditure in 1954-55 has generally been far less than the increase in expenditure on typical major welfare departments of this Government like Education, Medical and Public Health.

In 1954-55 the provision under the Police budget was Rs. 5 crores 96 lakhs. In 1955-56 it went to Rs. 6 crores 82 lakhs; in 1956-57 it was Rs. 7 crores 13 lakhs; in 1957-58 it was Rs. 7 crores 77 lakhs; in 1958-59 it was Rs. 7 crores 85 lakhs; in 1959-60 it was Rs 8 crores 3 lakhs and in 1960-61, the revised budget provision was Rs. 8 crores 41 lakhs and this year the budget provision is Rs. 8 crores 47 lakhs.

Under the Education budget, there was a provision of Rs. 6 crores 27 lakhs in 1954-55; in 1955-56 it went to Rs. 9 crores 21 lakhs; in 1956-57 it was Rs. 10 crores 8 lakhs; in 1957-58 it was Rs. 11 crores 38 lakhs; in 1958-59 is was Rs. 12 crores 93 lakhs; in 1959-60 it went to Rs. 15 crores 95 lakhs and in 1960-61 the revised budget provision was Rs. 15 crores 80 lakhs and this year the budget provision is Rs. 18 crores 46 lakhs.

dlEBnA

Under Medical and Public Health the budget provision was Rs. 4 crores 87 lakhs in 1954-55 and in 1955-56 is was Rs. 5 crores 22 lakhs. Gradually it went up to Rs. 10 crores 2 lakhs in 1960-61 and the budget provision of this year is Rs. 8 crores 82 lakhs. The percentage of increase in 1961-62 over 1954-55 budget is as follows:

Police	42
Education	194
Medical and Public Health	83
Agriculture and Fisheries	81
Industries and Cottage Industries	365

It will also be seen from the following figures that the percentage of expenditure under "29-Police" to the total revenue expenditure since 1954-55 has shown a steadily diminishing tendency.

1954-55	12.1 p.c.
1955-56	11.2 p.c.
1956-57	10.0 p.c.
1957-58	11.1 p.c.
1958-59	9.9 p.c.
1959-60	9.4 p.c.
1960-61 (Revised)	8.6 p.c.
1961-62 (Budget)	8.6 p.c.

Control of crime has proved to be a very difficult task since the Partition. Nevertheless, the Police has been trying their best to combat crimes and numerous anti-crime measures were adopted. The following figures of three typical major crimes for the last five years will give a comparative view of the crime position:

	1956	1957	1958	1959	1960
Dacoity ..	689	495	494	431	514
Robbery ..	835	791	735	607	655
Burglary ..	13073	11872	10593	10144	9565

Cases of dacoities and robberies indicate a slight increase in 1960. This is partly due to the economic distress and dislocation of social life following the devastating floods in a number of districts in 1959. In the districts, the Police succeeded in arresting 228 absconders. They dealt with 6282 criminals charged with suspicious activities under section 109 Cr P C, 38076 criminals under the B.C.L.A. Act and 241 under section 110 Cr.P.C They also made red-handed arrests of criminals in 2410 cases. These preventive measures had considerable effect in keeping crimes under control. In Calcutta, there were 2919 instances of good work done by the Police in the field of detection and prevention of crime.

[3-10—3-20 p.m.]

The work of the Enforcement Branch was widely appreciated. The efforts of the officers of the Enforcement Branch in detecting and preventing evasion of different taxes, smuggling of contraband articles across the Indo-Pak border, countravention of various control orders, etc. contributed much in keeping down the activities of the anti-social elements. In 1960 in Calcutta as many as 9,857 cases were instituted involving 13,805 persons. 13,115 persons were convicted during the year. In the districts 32,274 cases involving 33,738 persons were instituted; 30,657 persons were convicted during the year. A total fine of Rs. 3,10,281 was realised during the year and the total value of commodities confiscated was Rs. 1,15,173.

We have got a Squad for missing persons which works under the Enforcement Branch. The duty of the squad is to trace missing persons, establish the identity of unknown dead bodies and to restore

stranded persons to their guardians and relations. During 1960 in the Districts out of 4109 persons reported missing 2715 were traced; out of 277 unidentified dead bodies the identity of 97 was established and out of 731 stranded persons 493 were restored to their relations and guardians. In Calcutta out of the persons reported to be missing 1,219 were traced and out of the stranded persons 212 were restored to their respective guardians. Thus the Squad came to the assistance of the ordinary citizen in need of help and continued to render commendable social service.

The Forensic Science Laboratory has stepped into the 9th year of its existence. With the object of centralising the forensic examination of exhibits in all its aspects, such as chemical, biological, toxicological, physical, ballistic, photographic, etc., the Laboratory was set up in the middle of 1953. The laboratory has been well equipped with modern apparatus and has trained scientific personnel and developed modern techniques of analysis. The laboratory undertakes analysis of medico-legal exhibits of the neighbouring States of Bihar, Orrissa, and Assam and the Administrations of Manipur and Tripura, Andaman and Nicobar Islands and the Military and the Railway Departments of the Government of India. In 1960, 14,498 articles were examined in the laboratory and about Rs. 57,000 will be recovered from the authorities concerned for this work. The laboratory also takes up the investigation of road accidents and arson cases which were not scientifically investigated before the establishment of the laboratory. Besides, the laboratory undertakes training of Police Officers in scientific aids to criminal investigation. The laboratory has also developed some modern techniques such as detection of erasures on documents by soft x-ray method and identification of a dead body by superimposition process, which is apparently new in this country.

Owing to the large increase in the population and the steady increase in the number of vehicles of all types plying in the city, traffic continued to be a difficult problem during 1960. The magnitude of the problem can be easily imagined from the fact there are 76,787 motor vehicles on the roads, and including tram cars and slow-moving vehicles the number of vehicles on the roads is about 99,000.

The total number of traffic cases including traffic violation cases was 93571 in 1960 as against 75,881 in 1959. Effective measures were taken to ensure better regulation and control of traffic and, in particular, to encourage smooth circulation of vehicular traffic. The Traffic Police Propaganda Squads worked vigorously and usefully in delivering practical lessons to the school children in a large number of educational institutions and also to pedestrians at the important road crossings. On behalf of the Traffic Police, substantially assisted by the Safety First Association of West Bengal, a large number of road safety exhibitions and demonstrations were arranged in different parts of the city. Apart from the normal traffic control duties and elaborate arrangements during the festive occasions, for example, during the Pujahs when efficient traffic arrangements made by the Police received appreciative

references in the Press, arduous work on special occasions was also done by the Traffic Police. For instance, the Traffic Police was called upon to shoulder extra responsibilities during the visits of VIPs.

The Police Dog Squard was established in 1956. In 1960 the Police Dog Squad rendered valuable assistance in getting clues to successful detection of several heinous crimes. Their creditable performances have from time to time appeared in the Press.

The Wireless Organisation continued to render valuable service too. In the city the patrolling wireless cars detected thousands of traffic cases, captured a large number of offending vehicles which tried to get away after accidents, caught a number of thieves and burglars running away with stolen properties and captured many wanted taxis and cars involved in robberies, dacoities and other cases. The wireless patrols helped the old and the blind pedestrians to cross busy streets, assisted stranded motorists, transmitted a large number of hospital messages, rendered useful service towards maintenance of law and other, particularly, during disturbances at Bankura, visits of VIPs, etc.. The efficacy of the organisation was specially tested during the strike of Central Government employees in July 1960 when all other means of communication were disrupted.

There is also the Juvenile Aid Bureau under the Detective Department of the Calcutta Police which shows the role of the Police men in social welfare work. The work being managed by the existing staff without any additional sanction. Organised in 1956 the Bureau has been dealing with delinquent children in a specialised manner. The object of the Bureau is not merely to prevent juvenile delinquency and the waywardness of recalcitrant children but also to secure proper social treatment with understanding and sympathy. The Bureau has also been making a systematic and psychological study of the causes of juvenile delinquency. Uptil now the Bureau has successful treated 110 boys who were made over to the Bureau by their parents and guardians as incorrigible. It is very encouraging to note that all these boys did not revert to their bad habits and criminal propensities after they had left the Bureau. The sincerity and earnestness with which the members of the Bureau come to the rescue of grief-stricken parents of delinquent children are making the Bureau more and more popular

The Police continued to enjoy the confidence of the public in the maintenance of public order. The Police received wholehearted and unstinted. Co-operation from the public at large in enforcing restrictive measures for the maintenance of peace and order during the festive occasions like the Pujahs and also during the visits of the foreign dignataries.

[3-20—3-30 p.m.]

The Calcutta Police maintained a happy and cordial relation with the public by extensive public contact through Anti-Crime and Public Relations Camps and Co-ordination Committees in different parts of the city. The voluntary organisations of 'Resistance Groups'—the most impor-

tant link of the Police-Public relations in the districts—continued to render their valuable service in this sphere So far, 46,812 such parties with 15,32,588 members are available to help the local police in combating dacoities and other crimes in rural areas. In the year under review, they successfully offered resistance in 82 cases and helped in arresting as many as 95 dacoits. The success achieved by associating the public with the activities of the Police through the medium of the Resistance Groups encouraged the West Bengal Police in extending the field of such contact through other media like the Public Contact Camps, Co-ordination Committees, Peace Committees, etc.

The Police force also rendered valuable humanitarian services to the distressed people wherever such occasions arose. Special mention may be made of the untiring and self services rendered by the Police in doing relief and rescue work during the last devastating floods in the districts of Midnapore and Cooch Behar which were highly appreciated by the members of the public.

It is not possible to furnish here a complete and detailed picture of what out Police force have done throughout the year. But, I believe, Sir, I have given a fairly good idea of their activities and performances during 1960. There is, of course, no justification for complacency and we should constantly try to make our Police Organisation more and more efficient and I can assure the honourable members that I shall spare no efforts in this direction. As the honourable members may know, the State Government set up a Police Commission to enquire into the various needs and problems of the Police administration and to explore all possible scope of improvement in administrative methods and policy with particular emphasis on the development of a better Police Force, and better police-public relations, consistent with the spirit of modern times. The Commission has been given very comprehensive terms of reference touching almost all aspects of the Police administration in the State. It has started thorough investigation into all important matters bearing on the Police Force and it can be confidently expected that its recommendations will be very helpful to the State Government in bringing about a reorientation of the Police system.

Sir, with these words, I commend my motion to the consideration of the House.

Mr. Speaker: All the cut motions are taken as moved.

Shri Benarashi Prosad Jha:

Sir, I beg to move that the demand of Rs 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Nath Basu:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mondal:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Renupada Halder:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Rabindra Nath Mukhopadhyay:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Narayan Chandra Roy:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labaya Prova Ghosh:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sengupta:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Pravash Chandra Roy:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhyay:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Jyoti Basu:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Syed Badrudduja:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchugopal Bhaduri:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Narayan Chobey:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Basanta Lal Chatterjee:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Hare Krishna Konar:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Jatindra Chandra Chakravorty:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Renupada Halder:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Pravash Chandra Roy:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Sunil Das:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Khagendra Kumar Roy Choudhury:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Samar Mukhopadhyay:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Gopal Basu:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Radhanath Chattoraj:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Ajit Kumar Ganguli:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Rama Shankar Prasad:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Jagat Bose:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Shaikh Abdulla Farooquie:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Dr. Pabitra Mohan Roy:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Syed Badrudduja:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Hemanta Kumar Basu:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Gobinda Charan Maji:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Rabindra Nath Roy:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Subodh Banerjee:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Panchanan Bhattacharjee:

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1.

Shri Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 30,700.

Shri Niranjan Sengupta :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা এতক্ষণ ধরে পুলিশ-মন্ত্রীর বক্তৃতা শুনলাম। আমি একে বক্তৃতা না বলে essay বা রচনা বলতে পারি। পুলিশ-মন্ত্রী যেভাবে তাঁর বক্তৃতা এখানে রাখলেন তাতে মনে হল বাংলাদেশের মানুষের পুলিশ সম্পর্কে কোন বিক্ষোভ নাই—সবাই পুলিশের প্রশংসা করে দিন কাটাচ্ছে। বাংলাদেশের পুলিশের অসম্ভব উন্নতি হয়েছে সব দিক দিয়ে। স্যার, আমি দুই-একটা ব্যাপার আপনার মাধ্যমে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের পুলিশ বাজেটে এবার ৮ কোটী ৪৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি এই amountটা ঠিক নয়। কেননা, পুলিশ খাতে সর্বসাকুল্যে এই বছর ১০ কোটী ৬৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা খরচ করা হবে। মন্ত্রী মহাশয় কতকগুলি হিসেব বাদ দিয়েছেন। যেমন Recoveries, Civil works, Capital Account of Civil works, Extraordinary charges in India. তারপর আরেকটা জিনিষ ধরা উচিত যেমন National Volunteer Force, কারণ এরা পুলিসেরই সামিল, তারাই এদের ব্যবহার করে। কেন না এটা পুলিসের সামিল। সকলেই জানেন স্ট্রাইক ব্রেক করার জন্য পুলিশ তাদের ব্যবহার করে। ন্যাশন্যাল ভলেণ্টিয়ার ফোর্সের জন্য ৩৬ লক্ষ টাকা ধরে আমি মোটামুটি দেখছি যে ১০ কোটী ৬৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা এবারকার পুলিস বাজেটে খরচ হচ্ছে। আবার total revenue expenditure-এ ৯৮ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। সুতরাং আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে total revenue expenditure-এর 10.3% পুলিস নিয়ে নিচ্ছে। এই সঙ্গে আমি আর একটা জিনিষ দেখছি যে undivided Bengal-এ ১৯৪৬-৪৭ সালে যখন খুব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল তখন পুলিসের খাতে সেবার মোট খরচ হয়েছিল ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এখন যা খরচ হচ্ছে তার অর্ধেকের চেয়ে কম। আমরা বহুবার এটা বলছি যে বিরাট বাংলা দেশে পুলিসের খাতে যা খরচ হোত কালীবাবুর আমলে তার ডবলের চেয়ে বেশী খরচ হচ্ছে। আপনাকে আর একটা জিনিষ দেখাচ্ছি যে ১৯৫৭-৫৮ সালে বাজেট এস্টিমেট ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা actual খরচ হয়েছে ৭ কোটি ৭৬ টাকা- অর্থাৎ প্লাস ৩৮ লক্ষ টাকা বেশী খরচ হয়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে বাজেট এস্টিমেট ছিল ৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা, য়্যাকচুয়াল খরচ হয়েছে ৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ প্লাস ১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা বেশী খরচ হয়েছে। এইভাবে বাজেট এস্টিমেট বা করছেন তার চেয়ে প্রত্যেকবারই বেশী খরচ হচ্ছে, অথচ সেই অনুপাতে মেডিক্যাল পাবলিক হেলথের খরচ দেখুন। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই খাতে বাজেট এস্টিমেট ছিল ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, কিন্তু য়্যাকচুয়াল খরচ হয়েছে ৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ এক কোটি ১৯ লক্ষ টাকা আপনারা খরচ করতে পারেন নি। ১৯৫৮-৫৯ সালেও ৮৪ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন নি। এইভাবেই ব্যুরোক্রেটিক ব্যাপারে টাকা কনসলিডেট হচ্ছে, কিন্তু পাবলিক হেলথ বা অন্যান্য গঠন-মূলক কাজ সব নীচে পড়ে যাচ্ছে এই কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলে। তারপর সি. আই. ডি.-তে ১৯৫১-৫২ সালে ২০ লক্ষ টাকা ছিল, ১৯৫৯-৬০ সালে ২৮ লক্ষ টাকা, এবারকার বাজেট এস্টিমেট হচ্ছে ৩০ লক্ষ টাকা। এই সি. ডি. পি সম্পর্কে উদাহরণ দিয়ে আমি একটা কথা বলব। অর্থাৎ তাদের কর্মতৎপরতার সম্পর্কে আমি বলব। শ্রীমুক্তিকুমার সেন—ইনকাম ট্যাক্স অফিসার —সম্পর্কে বলব। ইনি ২রা জুন মারা গেছেন। ৩১শে মে মাঝেরহাট ব্রীজের কাছে ঘটনার পরে তাঁকে বাঙ্গুর হাসপাতালে আনা হয়েছিল এবং ২রা জুন মারা গেছেন। আজ পর্যন্ত পুলিশ সেই কেসের কোন তদন্ত করে উঠতে পারেন নি। আপনার সি. আই. ডি. কি করেছেন সেটা আমার জিজ্ঞাসা। এইরকম বহু কেস আছে যেসব তাঁরা detect করতে পারেন নি, কিংবা detect করার চেষ্টা করেন নি। সেদিন কাঁচড়াপাড়ায় একজন কম্যুনিস্ট কর্মীকে—তিনি একজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার—খুন করার attempt করা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন

কিনারা হয় নি। এই রকম যখন কোন কম্যুনিস্ট কর্মী বা অন্য লোকের জীবন বিপন্ন হয় তখন এ'রা চুপচাপ থাকেন। আপনার C. I. D.-কে দিয়ে মুক্তি সেনের murderer-কে বার করুন। আমাদের ধারণা মুক্তি সেনের murderer-এর সঙ্গে বিরাট পার্টি জড়িত আছে। ইনকাম-ট্যাক্স অফিসারের কেস এইভাবে চেপে গেছেন।

[3-30--3-40 p.m.]

তারপর ক্রাইম সম্বন্ধে যদিও কালীবাবু অনেক কথা বলে গেলেন কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ১৯৫৫ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার লেজিস্‌লেটর-দের কাছে কোন ক্রাইম রিপোর্ট দেওয়া হয় নি। কাজেই এই যে উনি ওঁর খাতা থেকে বড়-বড় কথা পড়ে গেলেন তাতে আমরা আপনাদের শাসনব্যবস্থা কি করে বুঝব? যা হোক, এ ব্যাপারে অ্যাসেম্বলীর লাইব্রেরীতে খুঁজে যদিও কিছু পাইনি তবে সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্ট আমাদের কিছু তথ্য দিয়েছেন এবং তাঁদের স্ট্যাটিস্‌টিকস্‌ থেকে আমি যা নিয়েছি সেটাই এখানে দেখাচ্ছি। আমি একটা টোটাল এক্সাম্পেল দিয়ে দেখাচ্ছি যে, যেখানে ১৯৫০ সালে বাংলাদেশে ক্রাইমের সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার ৫৮৭ সেখানে ১৯৫৯ সালে হয়েছে ৫৯ হাজার ২৭৭—অর্থাৎ ৯ বছরে ৩২ হাজারের জায়গায় ৫৯ হাজার হয়েছে। স্যার, এই হোল কংগ্রেস এবং কালীবাবুর রাজত্বে পশ্চিম বাংলার ক্রাইম পজিসন। তারপর সিরিয়স্‌ ক্রাইম সম্বন্ধে আমরা দেখছি যে, সিরিয়স্‌ ক্রাইম ১৯৫৭ সালে হয়েছে ৭ হাজার ১৫৫টি, ১৯৫৮ সালে হয়েছে ৭ হাজার ৪৫৭টি এবং ১৯৫৯ সালে হয়েছে ৭ হাজার ৪৮০টি—অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে। কাজেই আমি কালীবাবুকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এই যে উনি এতক্ষণ ধরে বাংলাদেশের ক্রাইম কমে গেছে, সাধারণের অবস্থা ভাল হয়েছে বলে বললেন সেটা কোথায়? আমার রিপোর্ট তো অন্য রকম দেখছি। তবে উনি কমিয়ে বলেছেন আর আমি বাড়িয়ে বলেছি, কাজেই যদি তিনি এটা কণ্ট্রাডিক্ট করতে পারেন তাহলে বুঝব যে আপনার কথাই ঠিক। তারপর আর একটা জিনিষ দেখাচ্ছি :

In 1959 there was more than one murder a day in each district in West Bengal, excluding Calcutta, the total being 425. The rate of dacoities was more than one each day. The total number of robberies committed in 1959 was 585. In 1959 on an average 24 burglary took place every day, excluding Calcutta.

এই গেল কোলকাতার বাইরের খবর, এবারে কোলকাতার খবর শুনুন। কোলকাতায় অফেন্স এগেন্‌ষ্ট প্রপারটি ১৯৫৭ সালে ৮০০৪টি, ১৯৫৮ সালে ৮১১৮টি এবং ১৯৫৯ সালে ৯১৯৮টি। তারপর ইনক্রিমেণ্ট অব্‌ ক্রাইম যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে যেখানে ১৯৫৭ সালে হয়েছে ৭৫৮টি সেখানে ১৯৫৯ সালে হয়েছে ৮৬১টি—অর্থাৎ বেড়েই চলেছে। তারপর পুলিশ সম্বন্ধে আপনারা তো অনেক কথাই বলেন, কিন্তু এই পুলিশ সম্বন্ধে জুডিসিয়ারীর তরফ থেকে কি বলা হয়েছে সেটা একবার শুনুন। স্যার, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীবিজয়েস মুখার্জী একবার বলেছিলেন :

I have been wondering why allegations of police torture multiply these days. I warn all concerned that if such allegations continue and if they are proved, I shall take serious steps both in these matters

আমি অনেক বাদ দিয়ে এটুকু শুধু বললাম। তবে শুধু উনিই নন, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীঅমিতাভ দত্ত-ও বলেছেন :

I cannot leave this case without a warning against police torture. It is obvious that one crime must not be committed to detect another, and the Police Officer who uses his baton instead of his brain for detection is a dangerous black-sheep. The savage method is a negation of the civilis-

ed modes of investigation which science and human igenuity have developed.

এই হচ্ছে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এবং আর একজন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্য।

আপনারা পুলিশ কমিশন যখন নিয়োগ করেন তখন প্রিয়াম্বেলে লিখেছিলেন :

Far-reaching changes have taken place in the State of West Bengal over the last decade touching various aspects of the life of the people in relation to the police.

কিন্তু আপনাদের পুলিশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে কি প্রতিফলন হচ্ছে সেটা আমি বলছি। সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে বাংলাদেশের পুলিশের চরিত্র একদম বদলায় নি। বৃটিশ আমলে পুলিশ যেরূপ উদ্ধত ও বদমেজাজী ছিল এবং দুর্নীতিপরায়ণ ছিল আমি বলব, তার এমন বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। পুলিশ জনসাধারণ থেকে বহুদূরে থাকে। যেখানে আজ পুলিশ জনসাধারণের সংগে মিলেমিশে শান্তি রক্ষা করবে সেখানে তারা তা থেকে দূরে থাকে। এ দোষ পুলিশের নয়, এ দোষ পুলিশ বিভাগের মন্ত্রীর এবং কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর। কেন ১০।১২।১৩ বছরে তাঁরা পুলিশের স্বভাব পরিবর্তন করতে পারেন নি? আমি জোর করে বলতে পারি পুলিশ প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের মনে একটা ঘৃণার উদ্রেক করেছে। পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এ কথা কালীবাবু কি জানেন? জানলে পুলিশের স্বভাবচরিত্র যাতে পরিবর্তন হয়, যাতে তারা জনসাধারণের সংগে ভাল ব্যবহার করতে পারে তার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? আমি আর একটা জিনিষ বলব সেটা হচ্ছে শিল্প ক্ষেত্রে যদি কোন গোলমাল উপস্থিত হয় তাহলে আপনার পুলিশ শিল্পপতিদের পক্ষে যায়। যেখানে কোন স্ট্রাইক হয় সেখানে শিল্পপতিরা স্ট্রাইক ভাংগার জন্য আপনার মাধ্যমে আপনার পুলিশকে ইউজ করে এ কথা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না। তার কারণ হচ্ছে এই যে, ম্যাজিস্ট্রেটের একটা রায় আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি—Additional Chief Presidency Magistrate, Mr. S. N. Dutta Messrs. Sharma & Co.'র একটা কেস সম্বন্ধে তিনি বলছেন যে "সমস্ত বিষয়টি হইতে এই সন্দেহ জাগে যে কয়েকজন পুলিশ অফিসার ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর মধ্যে কোনরূপ যোগসাজস আছে।" শুধু একটা কেস নয় মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এইরকম বহু কেস আছে। আমি একথা বলব যে পুলিশ মালিকপক্ষকে চিরদিন সাহায্য করে এসেছে। আমি আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি সেটা হচ্ছে নানুর থানায় ২রা এপ্রিল পুলিশ সাদী নগর নামে একটা গ্রামে ঢুকে সমস্ত গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করে। এইরকম বহু কেস আপনাকে দিতে পারি। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ২৫০ জন লোক খুন হয়েছে। তাছাড়া বহু ঘটনা উল্লেখ করা যায়। কড়েয়ায় ২০।২১ নম্বর দুটো মুসলমান বাড়ীতে পুলিশ ঢুকে সার্চের অজুহাতে মেয়েদের মুখে টর্চ ফেলেছে রাত্রি ৮টার সময়। এইভাবে তারা জনসাধারণের সাথে ব্যবহার করছে। সুতরাং পুলিশের স্বভাব পরিবর্তন করা দরকার। আশা করি, মন্ত্রী মহাশয় এ সম্পর্কে দৃষ্টি দিয়ে পুলিশ বিভাগের দুর্নীতি দূর করবেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[3-40—3-50 p.m.]

Shri Natendra Nath Das :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই পুলিশ বাজেটে সিভিল ওয়ার্কস দিয়ে আমরা দেখছি যে ৯ কোটি ৯৩ লক্ষ ১৪ হাজার ১ শো টাকা চাওয়া হয়েছে এবং মেডিক্যাল ১৯৬০-৬১ সালের থেকে কম টাকা চাওয়া হয়েছে, পাবলিক হেলথে ১৯৬০-৬১ সাল থেকে বর্তমান বৎসরে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা কম চাওয়া হয়েছে, আর মেডিক্যালে চাওয়া হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা কম। এতে মনে হয় যে পুলিশের দাবী ক্রমশঃ বাড়ানো হচ্ছে আর মেডিক্যালে পাবলিক হেলথের দাবী

কমে যাচ্ছে। তাহলে কি আমরা বুঝব যে আমাদের জনগণের স্বাস্থ্য, তাদের রোগের প্রতিকার এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা হওয়ার চেয়ে আমাদের সমাজদেহে যে রোগ দেখা দিয়েছে তার প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা আগে বেশী দরকার হয়ে পড়েছে আমাদের কংগ্রেসী শাসনের ফলে? আমরা মন্ত্রী মহাশয়ের পঠিত রিপোর্ট ছাড়া ক্রাইম ফিগার লওয়ার কোন সুযোগ পাই না। অল ইন্ডিয়া রিপোর্টে বেরিয়েছে যে কিড্ন্যাপিং এবং মার্ডার বেড়ে গেছে। মার্ডার কত বেড়েছে বা মার্ডার কত হয়েছে এবং ক'টা মার্ডার, ক'টা খুনের কিনারা হয়েছে, ক'টা খুনী শাস্তি পেয়েছে বা ধরা পড়েছে তার কোন ফিগার কালীবাবু আমাদের কাছে দেন নি। কাঁথি থানায় আমরা দেখেছি যে, গত এক বছরে অন্ততঃ ৬টা খুন হয়েছে কিন্তু একটা খুনেরও কিনারা হয় নি। কাঁথি থানায় ৩ মাস পূর্বে একটা লোককে খুন করা হয় কিন্তু সে ব্যাপারে একটা লোককেও গ্রেপ্তার করা হয় নি। যে গ্রামে খুন করা হয় সেখানে খুনী ধরা পড়ে না। একটা খুন যেখানে হয় সেখানে খুনীকে যদি ধরা না হয়, তাকে যদি সাহস দেয়া হয় তাহলে খুনের মাত্রা বেড়ে যাবে এবং যেখানে একটু কিনারা হয় সেখানে যার টাকা আছে সে তদন্তকারী পুলিশকে টাকা দিয়ে কেস চেপে দেয়। ফলে খুন বাড়ে এবং খুন করতে লোকে সাহস করে। একটা বিষয়ে পুলিশ এই বলে সাফাই গান যে, এই যে খুনটুন হয় এতে অনেক সময় আমরা লোকের পক্ষ থেকে ঠিকমত কো-অপারেশন পাই না এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করতে জনসাধারণ সহায়তা করে না সেজন্য আমরা খুনী ধরতে পারি না কিন্তু আমি আপনার সামনে দুটো বিষয় রাখবো খেজুরী থানা, কাঁথি থানার যার থেকে বুঝবেন যে পুলিশ কত নিষ্ক্রিয়তা এবং অপদার্থতার প্রমাণ দিয়েছে। খেজুরী থানায় গত কয়েক মাস আগে খেজুরী-কাঁথি সদর রাস্তার পাশে দিগম্বর দাস বলে একজন বিশিষ্ট লোক, লোকাল বোর্ডের তিনি ভূতপূর্ব মেম্বার ছিলেন—তাঁর বাড়ীতে ডাকাত পড়ে। তাঁর বাড়ীর একটা লোক ডাকাতদের অগোচরে ছুটে থানায় হাজির হয়। থানা তার বাড়ী থেকে খুব বেশী হলে দুই ফার্লং দূরে। কিন্তু থানা থেকে কোন সাহায্য পেঁছালো না, তাঁর বাড়ি লুণ্ঠিত হল ডাকাতদের দ্বারা এবং তাঁর ছেলে বাধা দিয়েছিল বলে তারা তাকে খুন করে চলে গেল। খুন ও ডাকাতি দুই কাজ হয়ে গেল—থানা পাঁচ মিনিটের পথ কিন্তু থানা থেকে কোন সাহায্য এল না। কাঁথি থানায় সম্প্রতি মাস দেড়েক আগে একটা ঘটনা ঘটেছে—সেটা আমি আপনার মাধ্যমে হাউসের সামনে রাখতে চাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কাঁথিতে পাগলানন্দ ঠাকুর বলে এক সন্ন্যাসী আছেন, তিনি একটা আশ্রম স্থাপন করেছিলেন দারোয়া গ্রামে, কাঁথি শহরের উত্তর দিকে যে যন্ত্রঘণ্টা শ্মশান সেই শ্মশানের পর। অনেকে যাঁরা কাঁথি গেছেন তাঁরা জানেন যে সেখানে বংকিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার মন্দির আছে। মন্দিরের কিছু দূরে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত এবং আশ্রমটি অতি সুন্দর। একটি বালিয়াড়ীর উপর অবস্থিত। দোতলা পাকা গৃহ, তার সম্মুখে একটা যজ্ঞ মণ্ডপ। সেখানে প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় তিনি বিশ্বশান্তি যজ্ঞ করেন। তাঁর অনেক শিষ্য আছে শিক্ষিত শ্রেণীর। আমি আপনার কাছে গত ৩১শে জানুয়ারী যে যজ্ঞ হয়েছিল, তার নিমন্ত্রণ পত্রখানি দেব। সেখানে আপনি দেখবেন, তাঁরা বৈষ্ণব, শাক্ত নয়, নিমন্ত্রণপত্রে বিষ্ণুর চেহারা আঁকা দেখতে পাবেন। তাঁর উপাস্য দেবতা বিষ্ণু। এই যজ্ঞ উপলক্ষ্যে State Minister এবং Central Minister, জেলার এবং মহকুমার বিশিষ্ট অফিসার এবং ভদ্রলোকের কাছে ঐ নিমন্ত্রণ-পত্র তিনি বিলি করেন। যিনি এই বিশ্বশান্তি যজ্ঞ করেন, তাঁর নাম পাগলানন্দ ঠাকুর। তাঁর গুরুভাই জগদানন্দ বলে একজন সাধু আছেন; তাঁরও একটা আশ্রম আছে। তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা এই পাগলানন্দ ঠাকুরকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য প্রতি বৎসর ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করেন। কোন লোকের ছোট ছেলে মারা গেলে, তাকে সাধারণত শ্মশানে পুঁতে দেওয়া হয়; আর এঁরা করে না কি! যজ্ঞের পরদিন শ্মশান থেকে ঐ রকম একটা মৃত শিশুর মুণ্ড নিয়ে এসে বলে বেড়ায় —এইদ্যাখো, পাগলানন্দ ঠাকুরের আশ্রমে কালকে নরবলি হয়েছে। গত ১৯৪৯ সালে জনৈক ব্যক্তি এই মর্মে কাঁথি থানায় রিপোর্ট করে; তার ফাইনাল রিপোর্ট পুলিশ দিয়েছে। তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। পুনরায় ১৯৫২ সালেও আর একটি অভিযোগ থানায় ঐ একই মর্মে করা হয়। তারও ফাইনাল রিপোর্ট পুলিশ দিয়েছে। তাও ভিত্তিহীন। সেই পুলিশের ফাইনাল রিপোর্ট আপনার কাছে দেব, তাতে আপনি দেখবেন এই কথা তাঁরা লিখেছেন :

Mr. Speaker: Are you reading the Police report?

Shri Natendra Nath Das: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Mr. Das, don't read any Police report which is not authorised.

Shri Ganesh Ghosh: Mr. Speaker, Sir, I could not understand what do you mean by any unauthorised reports.

Mr. Speaker: You know Police reports must be certified. The report which Sri Das was reading is not authorised.

[At this stage the honourable member did not proceed further with the reading of the Police report]

পাগলানন্দ ঠাকুরকে জগদানন্দ স্বামী মিথ্যা মামলায় entangled করবার চেষ্টা করেন। এখানে আপনি সেই সব লোকের নাম পর্যন্ত পাবেন, যাদের ছেলে মারা গেছে, যার মুণ্ডু এনে দেখিয়েছে। ১৯৪৯ সালে পুলিশ অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয় যে, কণ্টাই গ্রামের পরেশ প্রধানের আট বৎসর বয়স্ক একটি ছোট ছেলে কাঁথি শিশু হাসপাতালে মারা যায় এবং সেই মৃত শিশুকে পার্শ্ববর্তী খড়্গচণ্ডী শ্মশানে মেথররা পুঁতে দিয়েছিল। শ্মশান থেকে সেই শিশুর কাটা মাথা এনে ঐভাবে প্রচার করা হয়েছিল যে পাগলানন্দ ঠাকুরের যজ্ঞে নরবলি হয়েছে। তারপর ১৯৫২ সালেও ঠিক সেই রকম ঘটনা আবার ঘটে, আবার একটি কাটা মুণ্ডু পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধেও তদন্ত করা হয়, enquiry হয়। সেটা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী বেগুনিয়া গ্রামের একটি মৃত শিশুর মাথা। এবারও পুলিশ enquiry-তে সেটা প্রমাণিত হয় যে এখানকার জগদানন্দের শিষ্যেরা এই সমস্ত করেছে। এ সম্বন্ধে পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছে যে, ওখানকার একটা লোকের মৃত ছেলের মাথা নিয়ে এই কাণ্ড করা হয়েছে।

[3-50—4 p.m.]

এটা বলার উদ্দেশ্য হল পুলিশ এই সমস্ত বিষয় আগে থেকে জানত।

এ বৎসর ২১শে জানুয়ারী সেখানে একটা যজ্ঞ হয়, এবং সেখানে চার হাজার লোক খায়, তাদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হয়। ১-২-৬১ তারিখে প্রভাতকুমার কলেজের কতিপয় ছাত্র সেখানে হাজির হয়ে সাধু পাগলানন্দ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে যে আশ্রমের কিছু দূরে একটি শিশুর মুণ্ড দ্বারা এ কাজও কখনও হতে পারে না। আমরা বিষ্ণুর উপাসক, বিষ্ণুর মূর্তির সামনে উপাসনা করি, যজ্ঞ করি এবং মাঘী পূর্ণিমায় আমরা বৈষ্ণবরা পূজা করি। শাক্তরা অমাবস্যায় কালীপূজা করে। কিন্তু ছাত্ররা সাধুর কথায় সন্তুষ্ট না হয়ে তর্ক করতে থাকে; এবং বলে সন্ন্যাসীর আবার শত্রু থাকবে কেন? নিশ্চয়ই আপনার দ্বারা এই কাজ হয়েছে।

এখানে একটা ঘটনার কথা বলে রাখা দরকার। পাগলানন্দ ঠাকুরের গুরুভাই জগদানন্দ এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ গত কয়েক বৎসর ধরে তাঁকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করছেন।

তারপর ২-২-৬১ তারিখে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার সময় আবার সেই পূর্বদিনের ছাত্ররা আরও কতিপয় ছাত্রসহ সেখানে উপস্থিত হয় এবং পাগলানন্দ ঠাকুরকে কটূক্তি করতে থাকে, এবং তাঁকে শাসিয়ে বলে যে, গতকাল আশ্রমের কাছে যে কর্তিত শিশুর মুণ্ড পাওয়া গিয়েছে সে আপনারই কীর্তি। ছাত্রদের উত্তেজিত মনোভাব দেখে, সাধু ভয় পেয়ে, তাঁর শিষ্য ও কাঁথির বিশিষ্ট উকীল ৮০ বছরের বৃদ্ধ, রায় বাহাদুর অবন্তীকুমার মাইতির কাছে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন, যে কয়েকজন ছাত্র তাঁকে ভয় দেখাচ্ছেন এবং জনৈক ঈশান সিংহ, সিভিল কোর্টের সেরেস্তাদার, এই মর্মে কাঁথি থানায় ডায়েরী করেন যে আশ্রমের নিকট একটি কর্তিত শিশুর মুণ্ড পাওয়া গিয়েছে।

সাধুর নিকট হতে খবর পেয়ে রায় বাহাদুর অবন্তী মাইতি ও অন্যতম শিষ্য অবসরপ্রাপ্ত

পোস্টমাস্টার উভয়ে থানায় গিয়ে সকাল ৯টার সময় ডায়েরী করেন এবং সেখানে শান্তিরক্ষার জন্য এবং আশ্রমের মূর্তি ও আশ্রমবাসীদের কোন ক্ষতি না হয় তজ্জন্য পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

রায়বাহাদুর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও জিপে করে পুনরায় থানায় গিয়ে অফিসার ইন্-চার্জ ও এস, ডি, পি, ও-র সঙ্গে দেখা করেন এবং এস, ডি পি, ও, সহ থানা থেকে ১০টার সময় আশ্রমে উপস্থিত হন। সঙ্গে সঙ্গে চারজন armed guard, ছয়জন লাঠিধারী constable, দুজন S. I., এবং একজন A. S. I. উপস্থিত হয়। তারপর কিছুক্ষণ পরে S. D. O. P. বেলা ১২ ঘটিকার সময় চলে চান এবং পুনরায় ১টার সময় S. D. O. সহ উপস্থিত হন, এবং আশ্রম ও তার সংলগ্ন স্থান তন্ন তন্ন করে ইন্সপেক্‌শন করেন ও আশ্রমের শিষ্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। কিন্তু কোন কিছুই পাওয়া যায় না। S. D. O.-কে ১৯৫২ সালের পুলিশের ফাইনাল রিপোর্ট-এর কাগজপত্র ইত্যাদি দেওয়া হয়; এবং নিমন্ত্রণপত্র কিভাবে দেওয়া হয় তাও তাঁকে দেখান হয়। তারপর S. D. O. সাহেব চলে যান এবং পুলিসকে নির্দেশ দিয়ে যান যে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের তিন-চার জন প্রতিনিধি এবং আশ্রমের তিন-চার জন প্রতিনিধিদের সংগে নিয়ে অপরাহ্ণ তিনটার সময় তাঁর বাংলোয় যেতে। এস. ডি. ও. মেদিনীপুরে একটা মীটিং আছে বলে, সেখান থেকে চলে যান এবং রাস্তায় motor accident হয়ে তিনি খড়্গপুর হাসপাতালে থাকেন।

ঘটনাস্থলে এই যে পুলিস বাহিনী যায়—দুজন Sub-Inspector, চারজন Assistant Sub-Inspector, এবং ছয়জন armed constable ও লাঠিধারী constable, এঁরা জনতার সংগে কথাবার্তা করছেন, ইতিমধ্যে একজন আবিষ্কার করে যে একটা রক্তমাখা নেকড়া পাওয়া গিয়েছে। পুলিস তাকে বলে পায়খানা থেকে বোধহয় এই নেকড়াটা পাওয়া গিয়েছে, এটা বোধ-হয় কোন মহিলার পরিত্যক্ত নেকড়া মাত্র। তখন পুলিসকে ঐটা cease করতে বলা হয়। ইতিমধ্যে কাঁথি সহরের উপর মাইকযোগে জনৈক ছাত্র প্রচার করতে থাকে যে রক্তাক্ত কাপড় ও কর্তিত হাত-পা আদি পাওয়া গিয়েছে। এই কথা এই জন্য আমি বিশেষভাবে বলছি যে সেখানে সরকারের পাবলিসিটি ভ্যান উপস্থিত ছিল, অথচ পুলিসের থানার সামনে mike--এর দ্বারা এইভাবে এই যে অসত্য প্রচার করা হল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কোন সত্য কথা প্রচার করা হল না; বা সেই সেই অপ্রচার বন্ধ করার জন্য সেই মাইক-প্রচারকারীকে পুলিস কর্তৃক বাধা দেওয়া হল না। মাইকও কেড়ে নেওয়া হল না। সেদিন হাটবার ছিল, জনতা হাটে আসতে লাগলো এবং আশ্রমের দিকে অগ্রসর হতে তাদের দেখা গেল। তারপর অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটার সময় খড়ের ছাউনিযুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, বিষ্ণু মন্দির ও আশ্রমের অতিথিশালা ও রান্না ঘর আদিতে এবং সেখানে যে সমস্ত খড়ের চালা ঘর ছিল, সমস্ততে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। এবং সাধুর ঘরেতে ঢুকে, তাঁকে মারতে মারতে দ্বিতল হতে নীচেতে ফেলে দেয়। এবং তারপর তার উপর এবং তার বৃদ্ধ শিষ্যদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতে থাকে। এদিকে আশ্রমের যাবতীয় আসবাবপত্র ও যজ্ঞ-উৎসব উপলক্ষে সংগৃহীত জিনিষপত্র পুড়িয়ে ফেলে এবং টাকাকড়ি লুঠ করে। সাধুর ঘরে যে সমস্ত বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ও দলিলপত্রাদি ছিল এবং দেওয়ালে টাঙ্গান দশ-অবতারের যে সমস্ত ছবি ছিল, সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে, তাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। তারপর বিষ্ণু-চক্রের উপর বড় করে ওঁ করে লেখা ছিল, সেসব আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হল। তাছাড়া ক্যাস টাকা লুঠ করা হয়েছে। ঠাকুরের পাকা ঘরের মধ্যে ঢুকে সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়, এবং শেষে আগুন ধরিয়ে দেয়। একটা কালাপাহাড়ী কাণ্ড ঘটলো, অথচ সেখানে পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলায় সুরু হয়ে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত এই সমস্ত ব্যাপার চলে। ঠাকুরের লম্বা দাড়ি ও তাঁর মাথার চুল ছিঁড়ে দেওয়া হয় এবং প্রহারের চোটে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর নাকটি কেটে নিয়ে যায়। কাঁথি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এস. ডি. ও পাঁচটার সময় পাব্লিসিটি ভ্যান সহ সেখানে আসিয়া ঠাকুরকে উদ্ধার করে মোটরের উপর তোলে, কিন্তু ছাত্ররা তাঁকে জোরপূর্বক জিপ থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং জিপেরও কিছু ক্ষতি করে দেয়। সাধুকে তারপরে টেনে, হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে পার্শ্ববর্তী শ্মশানের দিকে নিয়ে যায় এবং সে মরে গিয়েছে ভেবে, সাধুকে সেখানে ফেলে তারা চলে যায়।

তারপর কতিপয় সহৃয় ব্যক্তি রাত্রের অন্ধকারে ভিন্ন রাস্তা দিয়ে সেখন থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যায়। এস. ডি. ও. সাহেব চলে যায়, পুলিস বাহিনী চলে যায়, দেড় মাস হয়ে গেল, এর কোন কিছুই ব্যবস্থা হল না। আশ্রমের একটা charitable dispensary ছিল, সেটাও পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এই যে সমস্ত করা হল, সকালে এবং দিনের বেলায় ৩টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, এই যে কান্ড হল, আশ্রম ধ্বংস করা হল, ধর্ম পুস্তক নষ্ট করা হল, সম্পত্তি নষ্ট করা হল, সন্ন্যাসীদের প্রহার করা হল কিন্তু সেখানে পুলিসের তরফ থেকে ১৪৪ ধারা জারী করা হল না। সেখানে যদি সন্ন্যাসীরা যদি দোষ করে থাকে, কিংবা দুষ্কৃতকারী ছাত্ররা যদি দোষ করে থাকে, তাহলে তাদের বিচার করা হোক। ডাঃ রায়কে জানান হয়েছিল, Judicial Minister-কে জানান হয়েছিল কিন্তু আজ দেড় মাস হয়ে গেল একটা লোককেও সেখানে গ্রেপ্তার করা হল না। আমাদের জেলায় লোকের ধন-সম্পত্তি এবং নিজেদের ধর্ম নিরাপদ থাকবে কিনা সেটা পুলিস মন্ত্রী মহাশয় বলবেন।

Shri Apurba Lal Majumdar :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, পুলিস বিভাগের অপকীর্তি ও দুর্নীতি যেমন ক্রমবর্ধমান, ঠিক তেমনি এর ক্রমবর্ধমান ব্যব-বরাদ্দ সারা পশ্চিমবঙ্গকে কলঙ্কিত করছে। এই ক্রমবর্ধমান ব্যয়-বরাদ্দের সমর্থন জানাতে গিয়ে অনেক সময় পুলিস মন্ত্রী মহাশয় আমাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন ও জনসাধারণকে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করেন, যেহেতু আমাদের দীর্ঘ border line আছে সেহেতু সেই border line-র সমস্যার সঙ্গে আমাদের জড়িত থাকতে হয় এবং অনেক পুলিস ঐ অঞ্চলে রাখতে হয়। সেইজন্য আমাদের খরচ বাড়ছে। আমি পুলিস মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই সীমান্তে যেসব পুলিসবাহিনী নিয়োগ করেছেন তাদের দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তা আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হয়েছে এবং এই অবহেলা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কোন ব্যবস্থা করেন নি। একথা সকলেই জানেন যে, প্রতিদিন বহু পাকিস্থানী নাগরিক বেআইনীভাবে, ৫-১০ টাকা সীমান্ত রক্ষী পুলিসের হাতে গুঁজে দিয়ে এপাশে চলে আসে। আমরা জানি Central I. B.-র তরফ থেকে বহুবার বহু report পুলিশ মন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়েছিল কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই, এই সম্পর্কে নির্ভরশীল report থাকা সত্ত্বেও, এই জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ও বিশ্বাসঘাতকতার ছবি তিনি চেপে গিয়ে সীমান্তের কথা বলে আজ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন এবং মাননীয় সদস্যদেরও বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছেন। কিন্তু আজ তাঁর সেই hypocritic মুখোস খুলে দেওয়া হল। প্রতিদিন শত শত লোক, পাকিস্থানী নাগরিক যে এখানে আসছে তা তিনি রুখতে পারেন নি। এখানে তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এর পর তিনি একটা লম্বা ফিরিস্তি দিলেন যে যে crime কমে গিয়েছে, কিন্তু সেখানে যদি আমরা হাওড়ার কথা বলি তাহলে দেখবেন যে হাওড়ায় ১৯৫৯ সালে যেখানে ৬টি ডাকাতি হয়েছিল, এ বৎসর সেখানে ৮টি ডাকাতি হয়েছে। গত বৎসর রাহাজানি হয়েছিল ১২টি, এবার হয়েছে ১৮টি, burglary হয়েছিল গতবার ৩১৫, এবার হয়েছে ৩৫১টি; গতবার নরহত্যা হয়েছিল ১৭টি, এবার হয়েছে ২২টি। হাওড়ায় যে গুন্ডারাজের কথা বলা হয়, সেখানে গুন্ডার অবসান তো হয় নি বরং আমরা জানি, সেখানে বিভিন্ন পুলিস অফিসাররা অনেক সময় গুন্ডার দলের সঙ্গে সংস্পর্শ রেখে তাদের দালালী করে। পুলিশ বিভাগে দুর্নীতি আছে এবং সেই দুর্নীতির প্রশ্রয় দেবার দায়িত্ব তাঁর আছে। কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে প্রভাবশীল অনেক ব্যক্তি এবং আমাদের পুলিশ-মন্ত্রীও তার বাইরে যেতে পারেন না। স্পীকার মহোদয়, আমাদের হাওড়া জেলায় যে সবচেয়ে বড় গুন্ডা, সত্য নারায়ণ সাহু, সে আজ ১২ বৎসর ধরে, কোন সময় বন্ধ না রেখে ২৪ ঘণ্টা ধরে জুয়া চালিয়ে ছিল, তাকে গত বৎসর সেখানকার D. S. P., Town, প্রকাশ ভট্টাচার্য, অনেক কৌশলে তাকে হাজার হাজার টাকা সহ জুয়ার বোর্ডে ধরে ফেলেছিলেন।

[4—4-10 p.m.]

জুয়ার বোর্ড ধরার সংগে সংগে পুলিশ-মন্ত্রীর কাছে শৈলবাবু, তিনি এখানকার স্পীকার ছিলেন—এবং তিনি কংগ্রেসের অন্যতম পান্ডা, শৈলবাবু ছুটে এলেন, এবং লজ্জার ও দুঃখের বিষয়, তিনি পুলিশ-মন্ত্রীকে নিজের কব্জির মধ্যে এনে সাহসী সেই পুলিশ অফিসারকে সংগে সংগে সেখান থেকে বদলী করার ব্যবস্থা করেন। সত্যনারায়ণ জুয়ার বোর্ডের কথা বহুবার এই বিধানসভায় উঠেছে এবং বহুবার বহু জনসভায়ও বলা হয়েছে। সৎ ও সাহসী পুলিশ অফিসার যাঁরা এসব সমাজবিরোধী কার্যকলাপ উচ্ছেদ করার জন্য চেষ্টা করেন—কালিপদবাবু সেসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করেন। মঃ স্পীকার, স্যার, আরেকটা ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—গোলাবাড়ী থানায় পুলিশ কনেষ্টবল assault করার অপরাধে সামসুলহককে পুলিশ arrest করে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু তারপরই শৈলবাবু থানায় পুলিশ অফিসারদের শাসিয়ে এলেন, আমি দেখছি, ব্যবস্থা করছি এবং সংগে সংগে তিনি কালিপদবাবুর কাছে ছুটে এলেন। তারপরই দেখতে পাওয়া গেল O. C. transferred হয়ে গেল। তারপর, মুরারি মান্না, Excise Sub-Inspector এবং murder-এর কথা বিধানসভায় উঠেছে—আপনি শুনে আশ্চর্যান্বিত হবেন. মঃ স্পীকার স্যার, এই হত্যাকান্ডের অন্যতম ও প্রধান আসামী শ্যামনারায়ণকে এখনো গ্রেপ্তার করা হয় নি। নরহত্যার অপরাধে অপরাধী বহালতবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে গ্রেপ্তার করার মতো সাহস ও কর্মক্ষমতা আমাদের পুলিশমন্ত্রীর নেই। এই সংগে আরেকটা বিষয়ের প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—হাওড়ায় মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের প্রাক্কালে গুন্ডামীর রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে। ১৯নং ওয়ার্ডে একটি জনসভা পুলিশের উস্কানিতে ভেংগে দেবার চেষ্টা করা হয়। ২৩নং ওয়ার্ডের মিটিং-এ যেখানে এখানকার মাননীয় সদস্য সিদ্ধার্থশংকর রায় উপস্থিত ছিলেন, সেই মিটিং ইটপাটকেল মেরে ভেংগে দেবার চেষ্টা করা হয়। গতকাল ১৯নং ওয়ার্ডে একটা মিটিং-এ কংগ্রেস দলীয় গুন্ডারা মাইক ছিনিয়ে নেয়, এবং শ্যামল মিত্র ও নির্মল সরকারকে lamp post-এর সংগে বেঁধে মেরে ক্ষতবিক্ষত করা হয়। আজ সকালে রক্তাক্ত দেহ নিয়ে আমার কাছে তাঁরা এসেছিলেন—তাঁরা থানায় এজাহার দিতে গেলে 147|342 Indian Panal Code-এ তাঁরা থানায় এজাহার দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু থানা থেকে তা গ্রহণ করা হয়নি। আমি এখানে পুলিশমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই গুন্ডাদের সংগে তাঁদের কোন গোপন ষড়যন্ত্র ও আঁতাত হয়েছে কিনা। তা না হলে পুলিশমন্ত্রী কি করে যে লোকের যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশ হয়েছে নরহত্যার অপরাধে, তার হাতে, তাদের নিমন্ত্রণে গিয়ে রসগোল্লা খেয়ে এলেন—পুলিশমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন গোলাপ তেওয়ারী পুলিশ হত্যার অপরাধে দন্ডিত হয়েছিল, অথচ তার হাতে তিনি রসগোল্লা খেয়ে এলেন। কাজেই সমাজবিরোধী লোকেরা আপনার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে আজ নির্বিচারে গুন্ডার রাজত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। শৈল মুখার্জির মতো প্রভাবশালী মানুষ......

Mr. Speaker : It is not fair to attack a gentleman, an outsider, who cannot defend himself here.

Sri Apurbalal Majumdar : Sir, I am referring to Kalipada Babu. মঃ স্পীকার, স্যার, এবারে আমি আপনার বাড়ীর পাশে একটা ঘটনার কথা বলব—বামপন্থী-প্রার্থী বিভূতি দাশের মিটিং আপনাদের সমর্থক গুন্ডা যুগল মন্ডল ভেংগে তচনচ করে দিয়েছে। এই ঘটনা পুলিশের নজরে আনা সত্ত্বেও কোন investigation-ও করা হয়নি। পুলিশ-সহ এই কলংকের ইতিহাসের সংগে জড়িত আছেন বহু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। স্যার, এবার আমি ২৪ পরগণা জেলার একটি ঘটনার কথা বলব এবং বিশেষ করে আমি অর্ধেন্দু নস্কর মহাশয় এবং কালিপদবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই ঘটনার প্রতি—জোতদার বিপিন পাত্র তাঁর অধীনস্থ একজন চাষীর মেয়েকে হত্যা করে, কিন্তু সেখানকার থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মেয়ের বাপের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেয়। কিন্তু I. B. Officer ও S. D. P. O. কর্তৃক তদন্তের রিপোর্টে

দেখা যায় উক্ত জোতদারই প্রকৃত আসামী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই পুলিশ অফিসারকে বাঁচিয়ে রেখেছেন পুলিশমন্ত্রী ও অর্ধেন্দু নস্কর মহাশয়।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১৯৬০ সালে কোন বামপন্থী আন্দোলন হয়নি, এবার অন্যান্য বছরের মতন এই বছরে বিশেষ কোন আন্দোলন হয়নি, সুতরাং পুলিশ তার স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করতে পেরেছে, এই কারণে আমি আশা করেছিলাম crime detection খুব ভালভাবে হবে; অর্থ ও সময়ের অপব্যবহার বা সামর্থের অপচয় হবে না। কিন্তু স্যার, কলকাতায় যদিও বা কিছু কিছু হয়েছে যদিও upto mark নয় কিন্তু মফঃস্বলে কিছুই কাজ হয় নি। মাননীয় সদস্য নিরঞ্জন সেন মহাশয় মুক্তি সেনের হত্যার কথা বলেছেন। তিনি বড়বাজার অঞ্চলের Income tax অফিসের একজন অফিসার ছিলেন, যিনি বড়বাজার অঞ্চলের যারা ব্যবসা করে তাদের assess করতেন। ঐ অঞ্চলে যারা কালোবাজার করে, যারা Income tax ফাঁকি দেয় কাগজ-পত্রে তিনি তাদের দেখতেন। কিন্তু এতদিন হয়ে গেল তাঁর হত্যার সম্বন্ধে কিছুই জানা গেল না। স্যার, তাঁর মা আমাদের পাড়ায় থাকে, তিনি আজ পাগলের মত হয়ে গেছেন।

[4-10—4-20 p.m.]

স্যার, তাঁর বিধবা স্ত্রী আজ টি. বি রোগে ভুগছেন। তিনিই সংসারের একমাত্র আর্নিং মেম্বার ছিলেন। এখনও পর্যন্ত সেই খুনের কিনারা হল না। স্যার, পশ্চিম বাংলা পুলিশের অবস্থা আরও শোচনীয়। আমার যে কাট মোশান আছে যেটা আপনি admit করেছেন তাতে আছে—Corruption, nepotism and inefficiency of administration with special references to the I. G. of Police, West Bengal. আমি এর মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। প্রথমে আমি একটা তথ্য দিতে চাই যেটা বাজেটের মধ্যে ধরা পড়বে না। গত এক বছরে নূতন আই. জি.-র আমলে বছরে ২৫ লক্ষ টাকা পশ্চিম বাংলা পুলিশের খরচা বেড়েছে এবং কিভাবে বেড়েছে দেখুন। পশ্চিম বাংলা পুলিশে ৩৫ হাজার কর্মচারী কাজ করে। এদের যখন ক্যালকাটা পুলিশের সমান মাইনে করা হয় তখন বলা হয়েছিল ওয়েষ্ট বেঙ্গল পুলিশ থেকে 15% পোস্ট—Constable, Head constable—ভেকেন্ট রেখে এডজাস্ট করা হবে। তারপর দুটো ধাপে কমান গেছে—১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সাল—ঐ 15.1% পোস্ট ভেকেন্ট ছিল। নূতন আই. জি. এসে প্রথমে হুকুম দিলেন ঐ সমস্ত পোস্ট ফিল-আপ করতে হবে যার ফলে ২৫ লক্ষ টাকা পুলিশের খাতে খরচ বেড়েছে। স্যার, এই আই. জি. আসার পর বিনা টাকায় ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের কোন কাজ হয় না—এটা আমার কথা নয়। আমি বলছি যে কালীবাবুর পাশের ঘরে টাকার লেনদেন চলে। কালীবাবুর প্রিয়পাত্র শ্রীবীরেন চক্রবর্তী নরক গুলজার করে আছেন—শুধু টাকা দাও, টাকা দাও। এই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশে recritment-এ ঘুস, মেডিক্যাল কেসে ঘুস, final appointment-এ ঘুস, confirmation-এ ঘুস। বিশেষ করে সমস্ত ব্যারাকপুরেই ঘুসের রাজত্ব চলছে। এর পরেই হল আই. জি.-র গুরুদেব—গুরুদেবের জয় হোক। স্যার, আপনি authorised document চেয়েছিলেন। আমার কথা নয়—confidential marked করা document এবং West Bengal Police Association-এর যে memorandum W. Bengal Police Commission-এর সামনে রেখেছিল তার থেকে পড়ছি :

Even, to open the Provident Fund Account, a poor constable is required to pay some money before he can open it. Under the existing conditions 25% of the Constables are entitled to house-rent to maintain family quarters—in such cases the deserving cases are generally overlooked unless some TADBIR is made even resorting to illegal payment.

There are a very few honest and sincere workers, though many educated officers have entered this department.

স্যার, authorised document চেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে শুনুন। কালীবাবু আমাদের গতবার আশ্বাস দিয়েছিলেন—কারণ আমি কতকগুলি allegation করেছিলাম এবং বলেছিলেন যে এনকোয়ারী করবেন। কিন্তু সে এনকোয়ারী আজ পর্যন্ত হয় নি। স্যার, আপার হাউস থেকে তিনি এসেছেন। আমাদের সভায় বসে যে য়্যাসুরেন্স দিয়ে যান সেই য়্যাসুরেন্স তিনি রাখেন না তাতে আমি মনে করি যে তিনি আমাদের এই হাউসকে অপমানিত করেছেন। আমি কতকগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগ করেছিলাম এবং আই. জি.-র কতকগুলি বাস আর তার নম্বর দিয়েছিলাম। স্যার, যুগান্তর কাগজে ৯ই মার্চ মাসে একটা খবর বেরিয়েছিল তার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এস. এন. রায় যিনি ১০ বছর চীফ সেক্রেটারী ছিলেন এটা তাঁর কথা—আমার কথা নয়।

তিনি অভিযোগ করেছেন কেমন করে ঐ আই. জি. রিভলবারের লাইসেন্স সংক্রান্ত ব্যাপারে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। অবশ্য ঐ আই. জি. নাকি গভর্নমেন্ট, পুলিশ কমিশনার এবং এস. এন. রায়-কে দিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলেন সেই সংবাদের কন্ট্রাডিকসন ছাপাবার জন্য—তবে পারেন নি। এই অ্যাসেম্বলীতে তিনি এসেছেন এবং কালীবাবুর ঘরে বসে যখন কনফারেন্স হয় তখন সেখানে কংগ্রেস দলের দু-একজন মাননীয় সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা এসব জানেন। তবে কেউ কন্ট্রাডিক্ট করতে রাজী হন নি। সে যা হোক, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, ঐ একটা স্টেটমেন্ট কি ঐ আই. জি.-কে সাসপেণ্ড করার পক্ষে যথেষ্ট নয়? তবে স্যার, কালীবাবু একথা বলতে পারবেন না যে, এটা যতিনং ভাষিতং:—এটা হচ্ছে এস. এন. রায় ভাষিতং—অর্থাৎ আপনাদেরই মন্ত্রীর কথা। তারপর এই স্টেটমেন্টের সংগে যোগ করুন বজরংলাল মোর-এর অ্যান্টি-করাপ্‌সনের কাছে দেওয়া স্টেটমেন্ট—অর্থাৎ হরিসাধন ঘোষের গুরুদেবকে ৫০০০্ টাকা দিয়ে রিভলবারের লাইসেন্স পেয়েছে। কালীবাবু, এসব কথা শুনে কিছু বুঝতে পারেন কি? তারপর স্যার, রিভলবারের লাইসেন্স পেতে হলে তার জন্য রেট ঠিক করা আছে এবং তা হোল ৫০০্ টাকা থেকে ৮০০০্ টাকা এবং এই টাকা হয় আই. জি-কে সরাসরি দেওয়া হয় আর তা না-হলে ঐ গুরুদেবের মারফতে দেওয়া হয়। তবে আমি বলতে চাই যে, যদি গত ১০ বছরের লিস্ট সাবমিট করা হয় তাহলে তাতেই দেখা যাবে যে এই লাইসেন্স কতজন বাঙালী পেয়েছে এবং কতজন অবাঙালী পেয়েছে, কাজেই যদি আপনাদের সাহস থাকে তাহলে সেই লিস্ট সাবমিট করুন। তারপর স্যার, পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আমাদের কালীবাবু যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতে আমি ডাঃ রায়ের কাছে একটা অনুরোধ করব যে, তিনি তো পশ্চিমবাংলার জন্য অনেক ভাল ভাল কাজ করেছেন কাজেই আর একটা কাজ করে তিনি আমাদের একটু বাধিত করুন। তবে কাজটা হোল কেন্দ্রের হোম্ মিনিস্টাব গোবিন্দবল্লভ পন্থ যখন মারা যান তখন সকলেই বলেছিলেন যে এটা একটা ইর্‌রিপেয়ারেবেল লস্, কিন্তু আমি তা মনে না করে এটাই মনে করি যে এ লস্ অতি সহজেই পূরণ করা যায় এবং সেইজন্যই ডাঃ রায়কে বলি যে, তিনি কালীবাবুকে কেন্দ্রের হোম্ মিনিস্টার করে দিন। তবে স্যার, শুনলাম কালীবাবু এখন ঋণমুক্ত হয়েছেন, অর্থাৎ গত খাদ্য আন্দোলনের সময় তিনি যখন কন্ট্রোল রুমে বসে গুলী চালাবার অর্ডার দিয়েছিলেন তখন একহাতে যে রসগোল্লা খেয়েছিলেন এবং আর এক হাতে নরমুণ্ড নিয়ে খেলছিলেন সেই রসগোল্লার দাম "তৃপ্তিধারা"কে দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আজ যদি তাঁকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে বসে তিনি শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা ভারতের নরমুণ্ড একহাতে এবং অন্য হাতে খড়্গ নিয়ে নৃত্য করতে পারবেন এবং আমরাও আনন্দ ও ভক্তিতে কালীকীর্তন রচনা করে তাঁর সংগে গাইব নাচো কালী, নাচো কালী।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী এখানে উপস্থিত করেছেন তাকে সমর্থন করতে উঠে আমি আমার বক্তব্য আপনার মাধ্যমে এই হাউসের সামনে

রাখতে চাই। প্রথম কথা হোল এই দাবী যুক্তিযুক্ত নয় একথা বলে যখন আমাদের বিরোধী দলের সমস্ত বন্ধুরাই বিশদভাবে বলেছেন তখন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, এই দাবীর পেছনে কা'দের সমর্থন থাকতে পারে এবং কা'দের থাকা সম্ভব নয় সেটা আপনাকে বিচার করতে হবে। স্যার, রাজনৈতিক দল যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁরা ছাড়া অন্য কোন দল এই দাবীকে স্বপ্নেও সমর্থন করতে পারেন না, কারণ ক্ষমতা অধিকার করার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তবে শুধু তাই নয়, এই ক্ষমতা অধিকার করবার পথ যখন দেশের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি তখন যদি তাঁরা দেখেন যে দেশের মধ্যে বিশৃংখলার বদলে শৃংখলা বজায় আছে এবং দেশের সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত মনে তাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে দিন যাপন করছে তাহলে ঐ ক্ষমতা অধিকার করবার পরিবেশ সৃষ্টি হয় না এবং সেই কারণেও তাঁরা এই দাবীকে সমর্থন করতে পারেন না। তবে এটা অতি সত্যকথা যে, যদি তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ ভুলে দাবীর সমর্থনে দু-এক কথা বলেন তাহলে এটা ধরে নিতে হবে যে নিশ্চয়ই তাঁদের কোন উদ্দেশ্য আছে। যা হোক, এখন আমি পশ্চিমবাংলার শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা আজ একান্তই প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, আমাদের যে আপনার সামনে বলতে চাই যে, এই দাবীকে আমাদের সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করা উচিত কেননা বিরাট বর্ডার এরিয়া আছে সেখানকার উপদ্রবের হাত থেকে রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্য এবং অন্য দিকে চীন ও ভারতের মধ্যে যে বর্ডার আছে সেই অংশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যও আজ এই দাবীকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা প্রয়োজন।

[4-20—4-30 p.m.]

স্যার, এবারে আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসের সামনে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা রাখতে চাই। তারপর আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে বৈদেশিক শক্তির হাত থেকে দেশকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তার উপায় এবং কার্যসূচী সম্পর্কে। দেশকে ভালভাবে শান্তিতে রক্ষা করার জন্য শুধু পুলিশের সম্পর্কে বায়বরাদ্দ করলে হবে না, আমাদের এই রাজ্যে যেসমস্ত জন-কল্যাণমূলক কাজ চলছে তা থেকে আমরা এটুকু দেখতে পাই যে, প্রয়োজনের অনুপাতে কম হলেও এই পশ্চিমবংগকে গড়ে তুলবার জন্য প্রচেষ্টার কোন অন্ত নেই। আমরা যদি আয়-ব্যয় বিশেষ করে ব্যয়ের হিসাব দেখি তাহলে দেখব ১৯৫৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত পুলিশ খাতে মাত্র ১২ পার্সেন্ট টাকা ধার্য হয়ে থাকে। এডুকেশান খাতে ১১৪ পার্সেন্ট, মেডিক্যাল এন্ড পাবলিক হেল্থ খাতে ৮৩ পার্সেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ফিসারিজ খাতে ৮১ পার্সেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রি খাতে ৩৬৫ পার্সেন্ট টাকা ধার্য হয়ে থাকে। যাঁরা বলেন যে পুলিশের ব্যয় দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, আমি বলব তাঁরা হয়ত অংকশাস্ত্রে বিশেষ বিশারদ এবং অংকের হিসাব বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং এত সূক্ষ্ম যে আছে কিনা বোঝা যায় না। পুলিশ খাতে বরাদ্দ যদি আমরা বাড়াতে না চাই তা হলেও বাড়বে। এই হিসাব যদি না জানেন তাহলে জেনে রাখুন যে-সমস্ত কর্মচারী নিযুক্ত হয় তাদের বেতন বছর-বছর বাড়ে এবং সেই কারণে অংকের হিসাবে টাকা বাড়তে বাধ্য। কিন্তু আনুপাতিক হিসাব যদি ধরেন তাহলে দেখবেন যে ১৯৫৪-৫৫ সালে পার্সেন্টেজ হিসাবে ১২ পার্সেন্ট খরচ পুলিশ খাতে হত। বছর-বছর ধরে আসুন ১১·২, ১০, ১১·১, ৯·৯ পার্সেন্ট, ৯·৪ পার্সেন্ট, ৮·৬ পার্সেন্ট। ১৯৬১-৬২ সালে ৮·৬ পার্সেন্ট যাঁরা বেড়েছে বলেছেন তাঁরা অংকটাকে সুবিধামত কাজে লাগাবার জন্য উত্তরটা সেইভাবে তৈরি করে নিয়েছেন। এই রাজ্যে সমস্ত অংকের হিসাবটা ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। তার একদিকে কারোর দৃষ্টি যায় নি। এই সেদিন পর্যন্ত আমরা পরিসংখ্যান দেখ-ছিলাম—সেখানে ১৯৫৯-৬০ সালে আমাদের দেশের জনসংখ্যার হিসাব যা ছিল তাতে সমস্ত হিসাব উল্টে গেল। যখন ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২ সালের জনসংখ্যার হিসাব আমরা পেলাম তখন সমস্ত প্ল্যান যার উপর বেস করে হচ্ছে, বদলে গেল। সেখানে আজকে ৩·৫০ ক্রোরস্ পপুলেশান হয়েছে। আজকে যদি পশ্চিমবংগে এই পপুলেশন হয় তাহলে হিসাব করে দেখলে দেখতে পারেন ৭ শো লোক-পিছু একটা করে পুলিশ ফোর্স আছে। ওয়েস্ট বেংগলে এবং পার স্কোয়ার মাইলে ১·৫। পার ক্যাপিটা এক্সপেন্ডিচার যদি হিসাব করি তাহলে দেখব ২·৩১

নয়া পয়সা। এই পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে রাখছি এইজন্য যে এই রাজ্যে জনসংখ্যা যে অনুপাতে বাড়ছে সেই অনুপাতে পুলিশের ব্যয় বাড়ে নি, সেই অনুপাতে ক্রাইমস্ বাড়ে নি এবং যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিবেশে পুলিশের পক্ষে শান্তি রক্ষা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ডেকয়টি এবং অন্যান্য ক্রাইমসের যে ফিগার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে দিয়েছেন আমি তার পুনরুক্তি করতে চাই না। এনফোর্সমেন্ট বিভাগ এবং অন্যান্য সমস্ত বিভাগের কাজ এই পুলিশ বিভাগের এতগুলি কর্মচারী সারা বছরে যা করেন তা একদিনে আমার পক্ষে কয়েক মিনিটে বলা সম্ভব নয়। যাঁরা এখানে এক-একটা উদাহরণ দিয়ে সেই সমস্ত সৎ কর্মচারীদের জেনারেলভাবে অ্যাকিউজ করেছেন তাঁরা অন্যায় করেছেন বলে আমি মনে করি। আমি এখানে কয়েকটা ঘটনার কথা আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই। আজকাল পুলিশ বিভাগ অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যেভাবে ক্রাইমস ডিটেক্ট করতে আরম্ভ করেছেন তাতে ভারতবর্ষে একটা নজীরের সৃষ্টি হয়েছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীনিরঞ্জনবাবু হাউসের সামনে যে-সমস্ত কথা বলেছেন পুলিশের বিরুদ্ধে তাতে আমি তাঁকে এবং আপনার মাধ্যমে এই হাউসকে দু-একটা ঘটনার কথা বলতে চাই।

সাউথ ডিভিসন পোর্ট পুলিশ কেস নং ১৭৪ তারাতলা কেস বলে যেটা বিখ্যাত সেই তারাতলা কেসের গল্পটা আমি আপনার সামনে একটুমাত্র বলতে চাই। সেখানে গঞ্জম শুক্লা বলে একটা গানার কাজ করতো। হঠাৎ তাকে দেখা গেল যে পাওয়া যাচ্ছে না। ডিটেক্টীভ ডিপার্টমেন্টে খবর গেল। তাঁরা যখন ইনভেষ্টিগেশন আরম্ভ করলেন তখন তার কোন হদিশ পান না। একটু একটু সন্দেহ হ'ল সেখানে একটা লোককে। পুলিশ তার যখন অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন তখন সেও কাজ থেকে অনুপস্থিত হয়। ধাওয়া করে যখন তার বাড়ী পর্যন্ত যাওয়া হ'ল তখন সে বাড়ীর মধ্যে হাজির থেকেও তার স্ত্রীকে দিয়ে বলালো নেই। যে অফিসার ইনভেষ্টিগেশনে গিয়াছিলেন তিনি একজন তরুণ অফিসার। তাঁর সঙ্গে কোন আর্মস্ ছিল না কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন যে লোকটা বাড়ীর মধ্যে আছে। তিনি গিয়ে সেই লোকটাকে বাড়ীর মধ্যে পান এবং তাকে ধরে নিয়ে এসে ইন্টারোগেশন করে বের করা হ'ল যে হ্যাঁ, এই লোকটাকে খুন করেছে এবং তার বডি আছে অমুক জায়গায়। বিল ছেঁচে যখন ঐ বডি বের করা হ'ল তখন তার আর মানুষের রূপ নেই, তার হাড়, স্কেলিটন আছে। সেটা নিয়ে তাড়াতাড়ি যে পদ্ধতির মাধ্যমে এস্টাবলিশড্ হ'ল যে সেই মৃত লোকটা একই লোক সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন একটা নূতন টেকনিক তিনি এস্টাবলিশ করলেন ফটোগ্রাফিক সুপার ইম্পোজিশন। আমি আপনার সামনে সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা বলতে চাই না কিন্তু যেই স্কাল, স্কেলিটন নিয়ে আর যে মারা গেছে তার বডি নিয়ে দুটোকে মিলিয়ে ফটোগ্রাফীর মাধ্যমে যখন বিচার করা হ'ল সেই স্কালের উপর এই ব্যক্তি হতে পারে কিনা তখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিচারে বিচার হ'ল হা, তা সম্ভব হয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে শুধু এটুকু বলব যে ভারতবর্ষে এই পদ্ধতি, এই ধরনের ক্রাইম ডিটেকশন প্রথম। এটা আমার কথা নয়, আমি কাগজের কাটিং থেকে পড়ছি জজ সাহেব যে মত দিয়েছেন সেটা।

The Judge observed: I should record my appreciation of the work done by investigating officers, Sub-Inspector, Dhiren Chatterjee and Sub-Inspector, Anil Banerjee and by the Medical Officer in this case. Considerable pains appear to have been taken to establish the identity by the super-imposition process, a process which is apparently new in this country.

এবং আমি এখানে মনে করিয়ে দিই, বার্ক রকসটনের কেস যদি আমরা মনে করি তাহলে দেখতে পাই ইউ. কে.-তে এই ধরণের একটা কেস হয়েছিল। আমার বেশি সময় নেই, নইলে আরো জিনিষ আপনার সামনে আমি তুলে ধরতে পারতাম। আর দু-একটা কথা বলি—এখানে বলা হয়েছে যাঁরা ট্যাক্স ইকেড করেন বড় বড় ব্যবসায়ীদের তাঁদের পেছনে পুলিশ দেয়া হয় না। সে সম্পর্কে দু-একটি ঘটনা আমি আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। বড়বাজার পুলিশ কেস

নং ৮ ডেটেড ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৬০। এখানে কমিশনার শ্রীএস. কে. ঘোষ একটা চিঠি লিখে জানালেন যে তাঁর একটা ফার্ম সম্বন্ধে অভিযোগ আছে, তাঁরা ফাঁকি দিয়ে সরে পড়তে চাচ্ছেন। ডিক্টেটীভ ডিপার্টমেণ্ট এই কেসটা নিয়ে কয়েক জন ভদ্রলোকের নামে ইনভেষ্টিগেশন আরম্ভ করলেন। করতে করতে সেখানে দেখলনে যে আরো কয়েকটা কনসার্নের সংগে তাঁরা ম্যালাফাইডি ট্রান্সফার করেছেন, ফ্রড করেছেন, করে বাইশ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বার তালে আছেন। কেসটা সাব-জুডিস আছে, সেজন্য বিশেষ তথ্য আমি দিচ্ছি না কিন্তু তাঁরা ধরা পড়েছেন।

[4-30—4-40 p.m.]

আর একটা ঘটনার কথা আপনার সামনে বলি। কিছুদিন আগে আমাদের দেশে ম্যাক্-ডোন্যাল্ড বলে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন,—তিনি অস্ট্রেলিয়ার একটি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের একজন মেম্বার। তিনি হাওড়া ব্রীজের কাছে ছবি নিচ্ছেন, তন্ময় হয়ে। আর ওদিকে পকেটের দিকে তাঁর কোন খেয়াল ছিল না। পকেটমার তার পকেটের সমস্ত টাকাকড়ি বের করে নেয়। এই খবর যখন যায় পুলিশের কাছে, তখন আপনার পুলিশের S. I., S. K. Chatterjee, Criminal Intelligence Section, Detective Department. তিনি সেই তদন্ত করেন এবং সেই ভদ্রলোক যেদিন ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবেন, দুদিন মাত্র সময় ছিল, তার মধ্যে তাঁর সমস্ত পার্স টাকাকড়ি —ফেরৎ দেওয়া হ'ল।

তারপর আর একটা পুলিশ কেস, মীরা চ্যাটার্জির মার্ডার পুলিশ কিভাবে উদ্ধার করেন, তা হয়ত আপনাদের স্মরণ নাই। আপনাদের স্কুল ফাইন্যাল এগ্‌জামিনেশনের প্রশ্নপত্র কিভাবে পুলিশ বের করে, তার কথাও আপনারা জানেন। কিছুদিন আগে কানোরিয়ার বাড়ীতে যে হত্যাকান্ড হয়েছিল, সেই হত্যাকান্ডের সংগে যুক্ত আসামীদের এখান থেকে ১৩২ মাইল দূরে কোলিয়ারীর ভেতর যারা আশ্রয় নিয়েছিল, পুলিশ সেখান থেকে দু-দিনের মধ্যে ট্রেস্ করে সেই হত্যাকান্ডের সংগে যারা লিপ্ত ছিল তাদের গ্রেপ্তার করে। এর জন্য রাজস্থান পর্যন্ত গিয়েছিল, ঠিকভাবে তাদের ধরে নিয়ে আসতে। এই সমস্ত কাজ পুলিশ করছে। তবু তাঁরা পুলিশকে appreciation দিতে চান না। তাঁদের আমি বললো— তাঁদের ত্রুটি হচ্ছে। কেন তা দিচ্ছেন না?

আর একটা ঘটনার কথা সংক্ষেপে রাখতে চাই। যে পরিস্থিতি আজ পশ্চিম বাঙলায় এসেছে, আজ বিদেশীরা বাংলা দেশের মধ্যে কি রকমভাবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাজ করে চলেছেন, তার হিসাব দেখলে বুঝতে পারবেন। এক বছরের মধ্যে দেখবেন ৩০টি চাইনিজ পার্সনেল, তাদের ভারতবর্ষ থেকে, তথা বাঙলা দেশ থেকে চলে যাবার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে। তারা কারা? তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা এখানে বিশদভাবে রাখতে চাই না। ব্যাংক অব্ চায়নার ম্যানেজার W. K. Chiang ও তার স্ত্রী সহ ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে যাবার হুকুম হয়েছে। হেড্-মাস্টার অব্ চাইনিজ স্কুল Taı I. Ping; Chou Ching, প্রিন্সিপ্যাল, Sinhal H. E. School., চাইনিজ রিভিউ কাগজের এডিটর, মাননীয় বিরোধী পক্ষের বন্ধুদেব সংগে তার যোগাযোগ ছিল। তাকেও বাঙলা দেশ থেকে চলে যেতে হয়েছে। Wang Singh Fue তাকেও চলে যেতে হয়েছে। এই ঘটনার লীলাভূমি হ'ল কলিকাতা, কালিম্পং ও দার্জিলিং। আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যাঁরা বিপন্ন করতে চান, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাঁদের বিরুদ্ধে বলা হয়—ভারতবর্ষের খাবার নিয়ে, তারা চীন দেশেকে খাওয়াতে চাচ্ছে। প্রতি মাসে কলকাতা থেকে একশো মন আটা, চিনি, শূকরের চর্বি চীন দেশে যায়। তারা টাকা পাঠাতে বারণ করে। তারা বলে টাকা না পাঠিয়ে খাবার পাঠাও। আমরা খাবার চাই—টাকা চাই না।

Shri Subodh Banerjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আনন্দবাবু পুলিশের কর্মক্ষমতার এক ফিরিস্তি দিলেন। তিনি বললেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারের পকেট মারা গিয়েছিল, আর পুলিশ খবর পেয়ে সেটা উদ্ধার

করে তাঁকে দিয়েছিল। এমনকি আমাদের শ্রমমন্ত্রী সাত্তার সাহেবের ফাউন্টেন পেন চুরি গেলে পর, সেই দিনই তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশের পুলিশের সঙ্গে পকেটমারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। কখন কোন্ এলাকায় এই পকেট মারা গেছে, সেই খবর যদি পুলিশ কর্তৃপক্ষকে দেওয়া যায়, আমরা জানি, তাহলে সেই সর্দারদের ডেকে সে এলাকায় কারা deputed ছিল, সেটা জানাতে হয়, তার মাঝখান দিয়ে চুরি করা জিনিষটা ফেরৎ দেওয়া হয়। এতে প্রমাণ করে পুলিশ জানে কারা পকেট মারে, এসব কাজ করে। সেগুলি বন্ধ করা উচিত। ঐ V. I. P. men-দের oblige করবার জন্য এটা তাঁরা করেন। এজন্য পুলিশের প্রশস্তি নয়—It is a censure against our police administration. আমাদের পুলিশমন্ত্রী এবং বন্ধুবর আনন্দবাবু আমাদের দেশের পুলিশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খুব প্রশংসা করে বলে গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনারা গণতন্ত্রের কথা বলছেন, totalitarianism-এর বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, এই দেশকে আপনারা কিসের উপর দাঁড় করিয়েছেন? পুলিশ-রাষ্ট্রে একে পরিণত করেছেন। Concentration of police force in West Bengal যদি ধরেন, তাহলে পশ্চিম বাঙলার মত আর কোন দেশে নেই। কলিকাতার কথা যদি ধরেন, পুলিশ, population ratio হচ্ছে 1 : 175.3. অর্থাৎ কলিকাতায় ১৭৫ জন লোকের উপর খবরদারী করবার জন্য একজন করে পুলিশ রাখা হয়। আর sq. mile area যদি ধরেন, প্রতি বর্গ মাইলে ৪২১ জন করে পুলিশ রেখেছেন। কলকাতা ছাড়াও পশ্চিম বাঙলার অন্যান্য জেলাগুলির অবস্থা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন সেখানকার অবস্থাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওঁরা কেবলমাত্র পুলিশ ফোর্সের কথা ধরেছেন। কিন্তু গোটা পশ্চিম বাঙলায় ২৭,২৭৯ জন চৌকিদার আছে, তারা পুলিশের কাজ করে। এদের যদি ধরেন তাহলে জেলা-গুলিতে দাঁড়ায় ৪৬০ জন লোকের উপর একজন করে পুলিশ খবরদারী করছে। এই কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নমুনা? ১৭৫ জন লোকের উপর একজন করে পুলিশ আর ৪৬০ জন লোকের উপর একজন করে পুলিশ খবরদারীর জন্য রাখা হয়েছে। এ সত্ত্বেও আপনারা বলছেন আপনারা মানুষকে স্বাধীনতা দিচ্ছেন, গণতন্ত্র দিচ্ছেন, সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন। আপনাদের এই খবরদারীর প্রয়োজন কেন হচ্ছে? প্রত্যেক বার ওঁদের বাঁধা গৎ "বর্ডার রক্ষার জন্য পুলিশ রাখতে হচ্ছে।' পাকিস্থান আর পশ্চিম বাঙলার মধ্যে যে বর্ডার রয়েছে, এটা কি Indian rubber tube যে টানলেই বেড়ে যাবে? প্রতি বছর টানছেন, আর টেনে-টেনে বাড়িয়ে যাচ্ছেন। ঐ যে পাক বর্ডার, ওটা তো সীমাবদ্ধ এরিয়া। তার দোহাই দিয়ে পুলিশ ফোর্স কেন বাড়াতে হচ্ছে? আর international obligation-এর কথা আপনারা বলবেন না, কারণ সেটার ভিতর আপনাদের কর্তৃত্ব নেই, ওটা সেন্ট্রালের ব্যাপার। আপনারা এই কথা বলে পুলিশের বাজেট বাড়াতে পারেন না।

আমি এই যে পরিসংখ্যান দিচ্ছি এটা পুলিশ কমিশন যে questionnaire পাঠান, ১৯৫৮ সালের ফিগার থেকে। তারপর আরও অনেক বেশী পুলিশ appointed হয়েছে এবং concentration of police force অনেক বেশী হয়েছে, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এই হল আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেহারা।

দ্বিতীয় নম্বর, আপনি পুলিশ expenditure-এর কথা বলেছেন। আনন্দবাবু আমাদের মাথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। একজনের মাথায় যদি ঘী কম থাকে, অন্য জনের মাথায় ঘী বেশী থাকতে পারে। তাই তাঁর অঙ্কে খুব সুবুদ্ধি বলে ৩১৯ পার সেণ্ট খরচ বলেছেন। তিনি বললেন একশোর মধ্যে ৩১৯ টাকা খরচ হচ্ছে। ওঁর অঙ্কে খুব সুবুদ্ধি না হলে, উনি এরকম বলতে পারতেন না।

(Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay: এটা খরচ নয়, increased ধরা হয়েছে।)

এইটা ধরিয়ে দেবার পর, এখান থেকে যখন বলে দেওয়া হল, তখন তিনি 'increased' কথাটা বললেন।

যাক,, যেটা বোঝা দরকার সেটা হ'ল মাথা-পিছু ব্যয় পশ্চিম বাঙলায় পুলিশের জন্য যা

করা হয়, অন্যান্য কংগ্রেসী রাজ্যে, আর কোথাও, এত ব্যয় করা হয় না। এই অবস্থা আপনারা দাঁড় করিয়েছেন।

Question of law and order কাদের জন্যে? আমরা জানি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়। রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী-শাসন কায়েম করবার যন্ত্র। সেই পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা আমাদের দেশে রয়েছে। পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যে নিয়ম, সেই নিয়কে রক্ষা করাই হচ্ছে আমাদের শান্তি রক্ষার law and order.

[4-40—4-50]

Order, law, maintain-এর অর্থ, এর মূলগত প্রশ্ন যে জায়গায়, সে জায়গায়, আমাদের সঙ্গে আপনাদের fundamental difference আছে। আমরা মনে করি শান্তি শৃঙ্খলার অর্থ শ্রেণী-স্বার্থের উর্ধ্বে, আর আপনারা মনে করেন শ্রেণী-স্বার্থের প্রশ্ন শ্রেণী-স্বার্থের অর্থে। যাকে বলে political question শুধু তাই নয়, এই শ্রেণী-স্বার্থের জন্য আপনারা যা কিছু আইন-কানুন করেন এবং আপনাদের law and order মানে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা। মূলগত প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও আপনারা যাকে law and order বলেন সেখানে কি হচ্ছে। কালীবাবু অনেক কথা বলেছেন যে crime position ভাল হয়েছে, law and order position ভাল হয়েছে। এখানে আমাদের যেটা দিয়েছেন সেখানে দেখতে পাচ্ছি, ১৭ পাতায় questionnaire, বোধ হয় সেটা পুলিশমন্ত্রী পড়েন নি, অবশ্য না পড়াই স্বাভাবিক। মন্ত্রী হয়েও যদি পড়তে হয় তাহলে মন্ত্রী হবার আর দরকার কি। মন্ত্রী হবেন তিনিই যিনি বেশী অজ্ঞ। স্বভাবতই ধরে নিতে পারি যে Home Minister-এর এটা দেখবার অবকাশ হয়নি। সেখানে ৫৭ থেকে ৫৯ পাতায় crime position অন্যান্য জেলায় এবং কলকাতার অবস্থা দেখান হয়েছে। তাতে আমরা কলকাতার অবস্থা দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৭ সালে, offences against persons ৭৫৮টি, সেখানে ১৯৫৯ সালে ৮৬১টি। Offences against persons বেড়েছে কি? তারপর murder, attempt to murder, culpable homicide, grievous hurt, rape, infanticide, etc. ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সালে বেড়ে গেল। আর offences against property ১৯৫৭ সালে ছিল ১০০৪টি আর ১৯৫৯ সালে ৯৯৮। এটা Calcutta-র figure. অন্যান্য জেলায় দেখছি offences against persons ১৯৫৭ সালে যেখানে হয়েছিল ৭১৫৫টি সেখানে ১৯৫৯ সালে ৭৪৮০টি। এটা বেড়ে গেল। Offences against property জেলাগুলিতে কিছু কমেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই হচ্ছে position. তাহলে এখানে distorted figure দিয়ে তিনি বলছেন সব কমে গিয়েছে। কোথায় এটা আছে। এখানে ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত যে figure দেওয়া আছে তাতে দেখা যাচ্ছে বেড়ে গেল। ১৯৬০ সালের figure এখানে নেই, থাকলে দেখা যেতো যে তা আরো বেড়ে গিয়েছে। এইগুলি ছেড়ে দিলেও মূলগত কতকগুলি সমস্যার কথা আমি জিজ্ঞাসা করি। এখানে মূলগত কতকগুলি কথা আছে যেগুলির specific উত্তর চাই। আপনারা democracy-র কথা বলেন। ছেড়ে দিলাম democracy-র কথা কিন্তু democracy-তে যে জিনিসগুলি হওয়া দরকার সেগুলি হচ্ছে কি? প্রশ্নগুলি ১, ২, ৩, করে দেখছি। গণতন্ত্রকে সফল করতে গেলে code of conduct of the police হওয়া উচিত। আমাদের অভিজ্ঞতায় তা হয় নি। আজকেও পুলিশকে সাধারণ মানুষ ভয়ের চোখে দেখে। পুলিশ harassment হচ্ছে না কি! কোথাও যদি ভাল ব্যবহার মানুষ পেয়ে থাকে তাহলে সেটা individual officer-এর উপর নির্ভর করে, administration-এর উপর নির্ভর করে না। ভাল পুলিশ অফিসার হলে ভাল ব্যবহার পাবে আর খারাপ Police officer হলে খারাপ ব্যবহার পাবে, এ জিনিস চলতে পারে না। এই Code of conduct develop না করায় লোকের unnecessary harassment হতে হয়। Officer-রা Subordinate officer-দের উপর ছেড়ে দেয়। আজকে Great Britain-এর Metropolitan Police-কে দেখুন, সেটাও একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশ কিন্তু সেখানে পুলিশ কি রকম ব্যবহার করে আর আমাদের পুলিশ কি রকম ব্যবহার করে। কারণ সেখানে একটা

healthy tradition আছে। এখানে সেইরকম healthy code of conduct করে তাদের ব্যবহার বদলাবার চেষ্টা আপনারা করেন নি। আমরা যে British Imperialism-এর পুলিশ সম্বন্ধেএত ভীত সন্ত্রস্ত ছিলাম সেখানে এইরকম ব্যবহার করা হয়। সেই হিসাবে আমি মনে করি এখানেও এর সংশোধন হওয়া উচিত।

Shri Hare Krishna Konar :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পুলিশ দপ্তরের কার্যকলাপে সরকারের শ্রেণী-চরিত্র অত্যন্ত নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা দেশের কথা বলতে পারেন যেখানকার সরকার মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের সমর্থক অথচ তারা যখন পুলিশকে জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তারা শান্তি-শৃংখলার অজুহাত দেন না? পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসেই এই জিনিষ দেখতে পাওয়া যায় না। অতএব আশ্চর্য হবার কিছু নাই যে কালীপদবাবু, আনন্দবাবু শান্তি-শৃংখলার দোহাই দিয়ে জনসাধারণের বিরুদ্ধে পুলিশের ব্যবহারকে সমর্থন করেন। অন্যান্য যে-কোন দেশের তুলনায় আমাদের দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে পুলিশকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করা হয় গ্রামে জোতদাররা যখন আইনকে ফাঁকি দিয়ে জমি বেনামী করে, কৃষককে হত্যা করে তখন পুলিশ তাদের সমর্থনে দাঁড়ায় যখন কোলিয়ারীতে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলনে যোগদানের জন্য যখন তাদের উপর জুলুম করা হয়, যেমন ইংরাজ আমলে লরী চাপা দিয়ে সুকুমারকে হত্যা করা হয়েছিল, তখনই দেখা যায় কোটিপতি মালিকদের অন্যায় কার্য ও অবিচারের সমর্থনে পুলিশ এসে দাঁড়ায়। এও দেখা যাবে যে, এই পুলিশের কার্যকলাপ জনসাধারণের জীবনে কোনপ্রকার নিরাপত্তাবোধ আনতে পারে নি, বরং আজো জনসাধারণ আগের থেকে বেশী বিপন্ন বোধ করছে। এই পুলিশের কার্যকলাপ আজকে সংখ্যালঘুদের জীবনেও সবসময় একটা ত্রাসের সঞ্চার করে রেখেছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই আইনসভায় বিমলবাবু স্বীকার করেছেন যে, জমিদাররা লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি আইনকে ফাঁকি দিয়ে বেনামী করে রেখেছে, তিনি একথাও এখানে স্বীকার করেছেন জমিদার জোতদাররা কতরকম অন্যায় কার্য করে চলেছে। তাহলে পুলিশের কোথায় এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল?

[4-50—5-15 p.m.]

যেসব জমিদার ফাঁকি দিয়েছেন, কৃষকদের নানাভাবে জুলুম ও অত্যাচারে জর্জরিত করেছেন তাঁদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য, না উৎপীড়িত ও অসহায় বিপন্ন কৃষকদের সাহায্যে পুলিশদের এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল? আমার মনে পড়ে গত ডিসেম্বরের অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম মুখার্জি মহাশয় এখানে বলেছিলেন, চাষী যখন জমিতে লাঙ্গল দেয়, তখন law and order বিপন্ন হয় না, যখন চাষ করল তখন law and order বিপন্ন হয় না, কিন্তু যখন ধান কাটতে গেল তখনই law and order বিপন্ন হয় আর তখনই কালীপদবাবুর পুলিশ ছোটে জোতদারের সাহায্যে। গত ডিসেম্বরের অধিবেশনে আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম কিভাবে এই পুলিশের চক্রান্তে vested land-এর উপর Diamond Harbour-এ S.D.O. 144 জারী করেছিলেন। কি শাস্তি দিয়েছেন, সেখানকার দারোগাকে? আমি জিজ্ঞাসা করি যে-জোতদার শ্যামপুর থানা থেকে গুন্ডা নিয়ে বন্দুক নিয়ে এসেছিল তার বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করেছেন। Vested land-এ জোতদারের অধিকার নাই, তৎসত্ত্বেও এমন ঘটনা হয়েছে সেই জমির উপর 145/144 জারী করা হয়েছে। তারপর, মালদহে কিভাবে নানা অজুহাত সৃষ্টি করে কৃষকদের জেলে পুরে দেওয়া হয়েছিল কালীপদবাবু জানেন। তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ আনা হয়েছে, তারা জামিন পায় নি, অথচ জমিদার-জোতদাররা বন্দুক দিয়ে খুন করলেও জামিন পায়। আমি এখানে কালীপদবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন মহিষাদলের কলাগাছিয়ায় যে-জোতদার বন্দুক নিয়ে কৃষককে খুন করেছিল তাকে জামিন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কৃষকনেতা দরবারী মন্ডলকে জামিন দেওয়া হয় নি, কারণ পুলিশ আপত্তি করে। ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মাননীয় সত্যেন মজুমদার মহাশয়ের

কাট মোশানে দেখতে পাবেন—শিলিগুড়িতে পুলিশ কৃষকনেতাকে গ্রেপ্তার করে—তাকে প্রথমে জামিন দিয়ে পরের দিন আবার গ্রেপ্তার করা হল এই অজুহাত দেখিয়ে যে, সে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য তাকে জামিন দিলে শান্তিশৃংখলা বিঘ্নিত হবে। তারপর মহিষাদলের একটা ঘটনা বলি,—ভুবন জানার জমি vested হল, সেই জমির জন্য কৃষক licence পেল, fee দিয়ে রসিদ পেল, কিন্তু সেই জমির ধান যখন কাটতে গেল তখন পুলিশ গেল, sieze করে চলে গেল—জিজ্ঞাসা করি, কি ব্যবস্থা করেছেন পুলিশের বিরুদ্ধে? নন্দীগ্রাম থানার এক মালিক যতীন পান্ডার জমি ৫(ক) ধারায় vested হল, কিন্তু সেই জমির ধান জোতদার লুট করে নিল—কি step নিয়েছেন? মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন ১৯৩৯ সালের আগে trade union অধিকার শ্রমিকদের বিশেষ ছিল না, রক্ত দিয়ে তারা সেই অধিকার ক্রমে লাভ করেছে। কলকাতায় একটা কিছু হলে ধরা যায়, কিন্তু কোলিয়ারীর অন্ধকারে গোপন সুড়ঙ্গপথে খুন হলেও সহজে ধরা যায় না। কিন্তু গত ১০ বৎসরে কোন্ কোলিয়ারীতে খুন হয় নি? কোলিয়ারীর মালিকরা award মানবে না, অথচ পুলিশ তাদের সাহায্যের জন্যই এগিয়ে যায়। আমি Modern colliery-তে meeting করতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ পুলিশ এসে বলল, আপনাদের উপর নোটিশ আছে যদিও আমরা 144 এলেকার বাইরে চলে এসেছিলাম। মালিকরা যাতে award মানে এটা দেখা কি পুলিশের কর্তব্য নয়? আর শ্রমিকরা যখন দাবি-দাওয়া নিয়ে বলতে যায় তখনই law and order-এর অজুহাতে তাদের ধরা হয়। উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী বাকুড়ায় গিয়েছিলেন সম্মেলন করতে, তিনি এমনকি অপরাধ করেছিলেন যে তাঁকে আটক রাখা হল?

অন্য দিকে আমরা কি দেখছি? স্পীকার মহাশয়, আমাদের শ্রমমন্ত্রী মহাশয় জানেন সোনাডাঙ্গা গ্রামের ঘটনা। সাব-জুডিস কেসের কথা আমি বলছি না। কিন্তু আপনি জানেন কিভাবে একটা নিরীহ গ্রামের লোক শুধুমাত্র দারোগার মর্জির কাছে মাথা নোয়াতে পারে নি যার জন্য একটা জায়গায় ৪টা লোককে গুলি করে মারা হল। এটা কি উচিত ছিল? আমি বলব টেম্পোরারিলি সেই দারোগাকে সাসপেন্ড করা কিম্বা তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। তার বিরুদ্ধে প্রোসিডিংস করা উচিত ছিল। আমরা কোর্টে মামলা করেছি যার জন্য জুডিসিয়াল এনকোয়ারী হচ্ছে। আপনারা হয়ত জুডিসিয়াল এনকোয়ারী করে ছেড়ে দেবেন। কিন্তু আপনাদের এটা জানা উচিত যে ৪ জন খুন হয়েছে সেই ৪ জন হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। এই খুনের সাফাই গাইবার জন্য একটা interested party একটা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন—যার মধ্যে শুনছি কংগ্রেসও জড়িত রয়েছে। খিদিরপুরে কয়েকদিন আগে ৯ জন মুসলমান কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আপনারা তার জন্য কি করেছেন? জব্বলপুরে riot victim-দের জন্য আপনারা চাঁদা তুলেছিলেন সেটা ন্যায় কি অন্যায় আমি তা বলছি না। সেই রায়ট-কে সাহায্যের জন্য পন্ডিত নেহরু strong ভাষায় condemn করেছেন। তাঁরা ঐ victim-দের জন্য চাঁদা তুললেন এবং অন্যদের সিকিউরিটি য়্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হল এবং বলা হল যে তারা সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করছেন। কোলকাতায় বসে openly সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করা অসম্ভব। যাদের সিকিউরিটি য়্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হল তাদের জামিন দেওয়া হচ্ছে না। এই ৯ জনের মধ্যে একজন আছেন যিনি ইউ, সি, সি, প্রার্থী হয়ে কর্পোরেশনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ইলেকসান কমিটির একজন মেম্বার। প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই লোকটিকে জামিন দিলেন না কেন? তাঁর অপরাধ থাকে কোর্টে নিয়ে আসুন। তাঁকে জামিন দিচ্ছেন না কেন, কংগ্রেসের অসুবিধা হবে বলে? গতকাল কালীবাবুর কাছে জ্যোতিবাবুর মারফৎ তাঁরা এ বিষয় নিয়ে একটা মেমোরান্ডাম পাঠিয়েছেন। এই নিয়ে whole কোলকাতার সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটা সংগ্রাম সৃষ্টি হয়েছে। এটা যেন মাছ যেমন জিয়িয়ে রাখা হয় তেমনি সংখ্যালঘুদের মনে একটা ভয় সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যে কর্পোরেশানের ইলেকশনে, জেনারেল ইলেকশানে আমাদের ভোট দাও। ১৯৫৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে খাদ্য আন্দোলন চালনায় যে হাঙ্গামা হল এবং তা নিয়ে যে কেস হল আজও পুলিশ সে মামলার নিষ্পত্তি করতে পারল না। অথচ সেখানে

নিখুঁজিবাজারে চালের কলে সন্ধ্যার সময় বন্দুক নিয়ে যে ডাকাতি হল পুলিশ তার কিনারা করতে পারল না। বর্ধমানে সুনীল গুণ্ডা প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষ খুন করল, পুলিশ তাকে প্যারোলে ছেড়ে দিল। আমি যদি বলি তার ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সেখানে নিমন্ত্রণ খেতে যান তাহলে সেটা কি রকম হয়। এইভাবে পুলিশকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে- সেজন্য বলব এই ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে condemn department ।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[After adjournment]

[5-15—5-25 p. m.]

Shrimati Labanya Prova Ghosh :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বংগভুক্তির আগে বাংলার পুলিশ বিষয়ে আমাদের ধারণা স্বতন্ত্র ছিল দূর থেকে। পশ্চিম বাংলায় বহু সাধারণ পুলিশও শিক্ষিত শ্রেণী থেকে এসেছে বলে আমাদের এ ধারণা ঘটেছিল। কিন্তু বিগত এই চার বৎসরে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, পশ্চিম বাংলার পুলিশ বিহার পুলিশের চেয়েও মারাত্মক এবং বিপজ্জনক। যে সকল দুর্নীতি ও অপরাধ-প্রবণতা পুলিশ জীবনে আজ স্বাভাবিক হয়ে দেখা দিয়েছে—সে বাংলাতেই কি আর বিহারেই কি সর্বত্রই সমান। তবে সেই সব অন্যায় অপরাধের মনোবৃত্তি এবং আচরণকে পশ্চিম বাংলার পুলিশ নিজেদের বুদ্ধি এবং চতুরতার সহায়তায় বহু উচ্চ স্তরে উন্নীত করে তুলেছে। বিহার আমলে পুলিশরাজত্বে চারিদিকে ব্যাপকভাবে ঘুষের এবং বিবিধ অনাচারের রাজ্যপাট ছড়ানো ছিল—বাংলার আমলে সেই ক্ষেত্রসমূহ আজ আরো অনবদ্য বুদ্ধি কৌশলে পরিচালিত হচ্ছে। অনাচারের সেই সব ক্ষেত্র দেশের অগণিত জনগণের ভীরুতা ও দুর্বলতা এবং সর্বোপরি জনচেতনার মারাত্মক অভাবের কারণই আজ পুলিশ তথা দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজকর্মচারীদের একেবারে বেপরোয়া করে তুলেছে। এবং শাসনের চূড়ান্ত ভার যাদের হাতে তারাও নিজেদের অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সাধন করতে, এদের কাছ থেকে—কাজ নেবার প্রয়োজনে, এই সব অনাচারের বাহিনীকে অবাধ প্রশ্রয়ের ভয়াবহ ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন। বরঞ্চ বললে ঠিক হবে যে, তাঁরাই নিজেদের উদ্দেশ্যে এদের অনাচারের বাহিনীরূপে গড়ে তুলছেন। সেজন্য বহু অভিযোগ জানালেও, প্রতিকারের ক্ষমতা থাকলেও এই অনাচারের অবাধ ক্ষেত্রকে গুটিয়ে ফেলবার কোনো সদিচ্ছা সরকারের নেই। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের তথা সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলিকে অবৈধ তথা পরিপূর্ণভাবে দমনের কাজে যে সমস্ত সক্রিয় শক্তিশালী উপায় সরকারের হাতে আছে তার অন্যতম হচ্ছে এই পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের এই সরকারের অধীনে পুলিশের রাজনৈতিক চক্রান্তের অগণিত বিসদৃশ সাম্প্রতিক কাহিনী আমাদের সমগ্র জেলার জনমনে পুলিশের কর্মজীবনকে ধিক্কৃত করে তুলেছে। সরকারের অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক এই কাজের বড় দুটি সহায়ক পুলিশ ও অফিসার বাহিনী আজ এই কাজে পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে সহায়তা দিয়ে চলেছে। এই বে-আইনী ষড়যন্ত্রের দায়িত্ব উভয়েই বহন করছেন পুলিশ এবং অফিসারমণ্ডলী। এবং তা অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের মিলিত চক্রান্তরূপেও দেখা দিয়েছে। তারও মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এই অফিসারমণ্ডলী চক্রান্তে যুক্ত হয়েছেন বিচারকের আসনে উপবিষ্ট হয়েই। সেজন্য এই নগ্ন কদর্য রাজনৈতিক দূষিত চক্রের অসহনীয় আবর্তনের সৃষ্টিকর্তারূপে দেখা দিয়েছেন সরকারের লজ্জা এবং বিবেকহীন তিন সংগী পুলিশ বাহিনী, শাসন বাহিনী ও বিচার বাহিনী। অনেকে বলে থাকেন আপনারা আপনাদের বাজেট ভাষণের মধ্যে এই সব সাধারণ অভিযোগের সংগে ঘটনা, কাহিনী, বিশেষ দৃষ্টান্ত গুলি কেন সন্নিবিষ্ট করেন না। দৃষ্টান্তের অভাবের জন্য যে করি না তা নয়। আমরা স্বল্প সময়ের জন্য আলোচনার সুযোগ পেয়ে থাকি, বহু বিষয় আমাদের সামনে আলোচনার জন্য থাকে—এই কম সময়ের মধ্যেই। প্রত্যেক বিষয়ে উপযুক্ত দৃষ্টান্তগুলি দিতে গেলে কোনো কিছু বলারই অবকাশ

ঘটবে না। সমগ্র অবস্থার জরুরী বিষয়গুলির প্রতি সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন হয় অবস্থার শোচনীয় পরিণতি কোন্ পর্যায়ে পড়েছে তা দেখাবার জন্যে।

সময়াভাবে এবং মূল জরুরী আলোচ্য বিষয়টিকে ভারাক্রান্ত না করার জন্যে দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ না করলেও অগণিত দৃষ্টান্ত জমা রেখে প্রতিনিয়ত আমরা জানিয়ে দিয়েছি এ সবের অপ্রতিরোধ্য তথ্য প্রমাণ সরবরাহ করার জাগ্রত দায়িত্ব উপলব্ধি করেই আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু দুঃখের কথা, এই মহত্বপূর্ণ আলোচনা সভার ও দেশের প্রতিনিধিদের উত্থাপিত অভিযোগ-সমূহের বিষয়ে বিচার দাবীর আজ কোনো মূল্য বা মর্যাদা আমাদের সরকারের কাছে নেই। গুরুতর অভিযোগ ও অসংখ্য জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ উপেক্ষিত ও অবহেলিত থেকে যায়। যদি কদাচিৎ তদন্ত ঘটে তা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তদন্ত বা বিচারের অভিনয় ঘটে মাত্র। অভিনয় ধরা পড়লেও তার বিচার দাবীর বিষয়েও কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নীরব থেকে যান। শুধু পুলিশ বিভাগ নয়—সব বিভাগেরই এই এক কথা। তবে পুলিশ বিভাগের কাহিনীগুলি বড় নির্মম, বড় লজ্জা-জনক, বড় দুঃখজনকরূপেই দেখা দেয়। কারণ যে শক্তি দেশের সুবিচার ও সুরক্ষাকে সার্থক করার জন্যে মহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত সেই বাহিনীই আজ দেশের জনগণের ব্যাকুল আগ্রহের-ভরসার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

Shri Mihirlal Chatterjee :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পুলিশ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে একটা কথা স্বীকার করেছেন যে, ১৯৬০ সালে সমগ্র বাংলাদেশে ডাকাতির সংখ্যা বেড়েছে। এই স্বীকৃতির জন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ দিই। কারণ, আমি মনে করি যে, বাংলাদেশে বছরের পর বছর উত্তরোত্তর অন্যান্য ক্রাইমের সংখ্যাও বাড়ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পুলিশের রিপোর্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, পুলিশের রিপোর্টের সাথে প্রকৃত অবস্থার মিল আদবে নেই। আমি মফঃস্বল অঞ্চলের একজন প্রতিনিধি। আমি আমার নিজের এলাকা সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিফহাল হয়ে বলতে পারি যে যে এলাকাতে কখনও কখনও আমার যাওয়ার সুযোগ-সুবিধা হয় সেই সমস্ত এলাকার কিছু খবর যা পাই তাতে আমার নিজের ধারণা হয়েছে যে, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পুলিশের এফিসিয়েন্সি অনেক গুণ কমেছে। এবং পুলিশের মধ্যে করাপশান রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকেছে। আমরা আশা করেছিলাম স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষিত নূতন নূতন কর্মচারী পুলিশ বিভাগের প্রতি বেশী সংখ্যায় আকৃষ্ট হবার ফলে পুলিশ বিভাগের দুর্নীতি অনেক পরিমাণে কমবে এবং এমন একদিন আসবে যখন পুলিশ বিভাগের জন্য আমরা গর্ব বোধ করতে পারব। কিন্তু আমার নিজের ধারণা এই যে, পুলিশ বিভাগের কর্মচারীদের উপর যে পরিমাণ কাজের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে সেই চাপের সঙ্গে তাল রেখে যোগ্যতার সঙ্গে চলা শিক্ষিত পুলিশদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। থানায় থানায় যদি আমরা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি তাহলে এ সম্বন্ধে জানতে পারি যেমন একটা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা আমি বীরভূম জেলার সিউড়ি থানাতে করেছিলাম। মুখে বক্তৃতা দেওয়া অপেক্ষা তথ্যের মারফৎ বলাই বোধ হয় ভাল; কাজেই আমি একটা তথ্য দিতে চাই। সিউড়ি সদর থানায় ৪ জন দারোগার পোস্ট স্যাংসান রাখা হয়েছে। কিন্তু আছে মাত্র তিনজন।

[5-25—5-35 p.m.]

চারজনের কাজ যদি তিনজনকে দিয়ে করানো হয় তাহলে সেই কাজের মধ্যে গলদ ও গাফিলতী হতে বাধ্য, সেই কাজের মধ্যে ইন্‌-এফিসিয়ান্সীর পরিচয় ফুটে উঠবে। আমি মাত্র সিউড়ী থানাতে হিসাব নিয়ে জেনেছি যে, ১৯৬০ সালে কগনিজেন্স অফেন্সের সংখ্যা সেখানে ১৩৩। কগনিজেব্‌ল অফেন্স ইনকোয়ারী করেন সাব-ইন্সপেক্টররা, তাঁদের নীচের কর্মচারীদের ইনকোয়ারী করবার অধিকার নাই। তিনজন সাব-ইন্সপেক্টরকে যদি ১৬টা কগনিজেব্‌ল অফেন্স ইনকোয়ারী করতে হয় তাহলে গড়ে সপ্তাহে একটা করে একজন অফিসারকে কগনিজেব্‌ল ইন-কোয়ারী করতে হয়। এই থানায় ১৯৬০ সালে আন্‌ন্যাচারাল ডেথ হয়েছে ২২টা; ইনকোয়ারী

তিনজন অফিসারকে করতে হয়েছে। Miscellaneous enquiries under Magisterial orders. তার সংখ্যা ৯১০, ভি সি এল এ কেস ১০৯, মোট এক্সিডেন্ট কেস ১৪, verifications of character and identities ৮৬৫, execution of warrants and attachments ১২০, ব্যাড ক্যারেক্টার যাদের আছে থানাতে তাদের সম্বন্ধে পিরিয়েডিক সন্ধান নিতে হয়, তাদের সংখ্যা ১৫৫। তাহলে এই তিনজন অফিসারকে কগনিজেব্‌ল কেস ছাড়াও ২২৯৩টা কেসের ইনকোয়ারী করতে হয়। গড়ে এক-একজন অফিসারের দু'টো করে ইনকোয়ারী দৈনিক পড়ে। দেশে অপরাধমূলক কাজের সংখ্যা যদি বাড়ে, আর এই সমস্ত অফিসারদের যদি এ আশা করে কাজ করতে হয়, গড়ে দুটো করে যদি ইনকোয়ারী করতে হয়, তার উপর তাদের আবার নর্মাল কাজকর্মও আছে, তাহলে অফিসাররা efficiency-র কি বিশেষ পরিচয় দেবে? আমি মনে করি যে, আমাদের অপরাধমূলক কাজের মাত্রা ও সংখ্যা যে পরিমাণে বেশে যাচ্ছে তাতে এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টকে কম লোক দিয়ে বেশী কাজ করিয়ে নিতে যাওয়ার চেষ্টা করার জন্য কোন কেসেই ইনভেষ্টিগেশন ভাল রকম হচ্ছে না। পুলিশের মামলা-মোকদ্দমা বহু ত্রুটিপূর্ণ ইনকোয়ারীর ফাঁক দিয়ে শেষ পর্যন্ত পণ্ড হচ্ছে। আমরা বুঝি পুলিশ রাখা হয় জনসাধারণের শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করবার জন্য। আজ বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে আমরা দেখি মানুষের শান্তিতে বাস করা তো দূরের কথা, সারাদিন মাঠে মেহনতের পরে মানুষ নিজের গোয়ালের বলদ আর গোলার ধান যাতে চুরি না যায়, যাতে জিনিষপত্র চুরি না যায় সেজন্য সারারাত তাকে জেগে পাহারা দিতে হচ্ছে। স্যার, আমি তো একথা ভাবতে পারি না সারা দেশে পুলিশ আছে, দেশে গভর্ণমেণ্ট আছে, তা সত্বেও আমাদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য দিনের বেলায় আমরা মেহনৎ করার পর রাত জেগে সমস্ত রাত চোর তাড়িয়ে বেড়াবো। এমন কোন্ গ্রাম আছে, মন্ত্রী মহাশয় বলুন, যেখানে গ্রামের লোকেরা চোর-ডাকাতের ভয়ে, খুন এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কাজের ভয়ে রাতের বেলা ডিফেন্স পার্টী অর্গানাইজ করতে বাধ্য হন না। স্যার, আমাদের দেশে অপরাধমূলক কাজের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং অপরাধমূলক কাজের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া সম্বন্ধে কালীবাবু তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন ইকনমিক ফ্যাক্টর মস্ত বড় জিনিষ এবং সোশ্যাল চেঞ্জেস, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কারণ মস্ত বড় কারণ, আর সামাজিক বহু রকম কারণ ঘটেছে। স্যার, দেশে যদি বেকার লোকের সংখ্যা বাড়ে, অবাঞ্ছিত লোকের জন্ম যদি বৃদ্ধি পায়, কাজকর্ম যদি মানুষ না পায়, যা রোজগার, সেই রোজগারে যদি সংসার না চলে, জিনিষপত্রের দাম যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহলে অপরাধ বাড়বে এটা অনিবার্য সত্য, এসত্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

কাজেই দেশের গভর্ণমেণ্ট বিশেষ করে বাঙলা দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে, এই অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য, এই সামাজিক অবস্থা যা তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য বাঙলা দেশে বিশাল পরিমাণে অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে। অপরাধমূলক কাজ যাতে বন্ধ হয়, তার জন্য পুলিশ নিয়োগ করেও crime-এর সংখ্যা তাঁরা কমাতে পারছেন না। আমি নিজে মনে করি পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট ও পুলিশ সংক্রান্ত কাজে সরকারের আরো বেশী গভীর ও সতর্ক মনোনিবেশ করা উচিত। আমরা বলতে শুনি এই বাঙলা দেশের সকল জায়গায় থানা অফিসারের মনে এই ধারণা যে, কেস্ ডায়েরীতে যদি দারোগারা বেশী সংখ্যক কেস্ দেখায়, অপরাধের লিষ্ট যদি সঠিক সংখ্যার লিপিবদ্ধ করে, তাহলে শেষ পর্যন্ত উপর-ওয়ালারা অসন্তুষ্ট হবে। স্যার, আপনি যদি কোন একটি থানায় যান, তাহলে দেখবেন এ সাধারণ লোকের অভিযোগ যে থানায় গেলে অধিকাংশ কেস্ রেকর্ডেড হয় না। আশা করি শংকরদাসবাবুও আমার কথা স্বীকার করবেন। থানার ডাইরীতে যদি কেস রেকর্ডেডও হয়, তার অনেকখানি মিথ্যাভাবে রেকর্ডেড হয়, distorted way-তে রেকর্ডেড হয়। এবং এমনভাবে রেকর্ডেড হয় যাতে শেষ পর্যন্ত মামলা হলে সে কেস্ কোর্টে টেকে না।

[A voice : কেন?]

কেন, পরে সেটা বিশ্লেষণ করবেন।

স্যার, আমি একটা কথা বলি, বাংলাদেশের সর্বত্র থানায় থানায় পুলিশের কাজ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যে, থানা অফিসার এ-পক্ষেও ঘুষ খায়, ও-পক্ষেও ঘুষ খায়। আজকে আপনারা যতই ভাল ভাল শিক্ষিত অফিসারদের নিয়োগ করুন না কেন, বাংলাদেশের পুলিশের অন্ততঃ কোন সুনাম মফঃস্বল অঞ্চলে বিন্দুমাত্র দেখতে পাওয়া যাবে না। ব্যক্তিগতভাবে কোন দারোগা ভাল, ব্যক্তিগতভাবে কোন দারোগা মন্দ। কিন্তু থানায় থানায় পুলিশের যে কাজের পরিচয় পাই, সেই পরিচয় অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। এই তো গেল দারোগা-পুলিশ সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা এবং আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি পুলিশের যে সুপারভাইসরী স্টাফ্- এস-পি, ডি-এস-পি যারা, তাদের efficiency ইংরেজ আমলে যে পরিমাণ ছিল, সেই পরিমাণ efficiency এখন নাই; তাদের সে efficiency কমে যাচ্ছে। কোর্টের যাঁরা উকিল তাঁরা এ জিনিষটি উপলব্ধি করেন এবং দেখা যায় যে, যে-সমস্ত cases কোর্টে যায় তার অধিকাংশ কেসে সাজা হয় না, কোথাও কোন একটা Lacuna বা ফাঁক পুলিশের ডাইরী বা ইনকোয়ারীর দোষ থেকে যায়। অথবা পুলিশ অফিসার ঠিকভাবে investigation করে না। হয়ত পুলিশ অফিসারের investigation-এর ত্রুটি থাকে, কিংবা বোধহয় দুর্নীতিও কোন একটা কারণ হতে পারে যার জন্য তার মধ্যে এই সমস্ত ফাঁক রেখে দেয়। আর সেই সমস্ত ফাঁকের কথা উল্টো পার্টির কাছ থেকে টাকা নিয়ে দারোগা কখনও কখনও জানিয়ে দেয় -এই এই ফাঁক আছে, এই এইভাবে defence করতে হবে। পুলিশের Supervisory Staff-রা যদি ভাল-ভাবে কাজ করতো, তাহলে আমরা পুলিশের অনেক ভাল কাজের পরিচয় পেতে পারতাম। দুটি instances কথা বলব মন্ত্রী মহাশয় তাঁর ডিপার্টমেন্ট থেকে জেনে নেবেন। লাভপুর থানায় একটা জায়গায় মার্ডার হল। সাক্ষীদের কাছে দারোগা গেলেন। সাক্ষীরা বললেন, হ্যাঁ, আমরা খুন হতে দেখলাম। Supervisory authority যাঁরা, তাঁরা সেটা যাচাই করে দেখলেন না। সেই কেস কোর্টে যখন গেল, তখন প্রমাণ হলো সাক্ষীরা যে জায়গায় বসেছিল, মাঝখানে একটা মন্দির থাকায়, সেখান থেকে হত্যার জায়গাটা দেখা যায় না। আগের কালে S. P., D. S. P.-রা অনেক বেশী efficient ছিলেন। তাদের কাজের মধ্যে ভুলভ্রান্তি ও গাফিলতি অনেক কম ছিল। আজকে দেখছি বাংলাদেশের বিভিন্ন থানায় চোর, ডাকাত, বদমায়েস, গুণ্ডাদের আড্ডাখানা হয়েছে। থানায় ভাল লোক যেতে চায় না। ভদ্রলোকেরা মনে করেন, দারোগাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকলে, সদ্ব্যবহার হয়ত পাওয়া যায় কিন্তু টাকা ছাড়া কাজ হয় না। কোন জায়গায় কোন গুরুতর ঘটনা ঘটলে সে সম্বন্ধে থানায় দারোগার নিকট রিপোর্ট করলেও ঘটনা-স্থলে তাড়াতাড়ি পৌঁছানর জন্য কোন ব্যবস্থা সরকারের থানাগুলিতে নাই। আমাদের বীরভূম জেলার কথা বলি সেখানে কত ক্রাইম হচ্ছে! এই ক্রাইম ইনভেস্টিগেশান করবার জন্য Inspector-দের জন্য কোন vehicle-এর ব্যবস্থা না করার কারণ কি? এর ফলে investigation দেরীতে হয় এবং এই দেরীতে investigation হবার জন্য নানা রকম tampering হয়। তার ফলে শুনানীর পর অধিকাংশ কেস ফেঁসে যায়। আমার মনে হয় বাংলাদেশে যে পরিমাণ অপরাধের সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করেছে, তাতে ক্রাইম investigation-এর ব্যবস্থা যদি তাড়া-তাড়ি না করা যায়, তাড়াতাড়ি যাতে investigation হতে পারে, তার জন্য যদি Police Inspector-দের জন্য Motor vehicles-এর ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে অধিকাংশ জায়গায় দেখবেন কেসের ঠিকমত investigation হয় না বা দেরীতে সেই investigation হবার ফলে অনেক evidence নষ্ট হয়ে যায়।

[5-35—5-45 p. m.]

তারপর আর একটি কথা বলতে চাই। কোর্টে সাধারণতঃ যে-সমস্ত কেস হয়, পুলিশ কেস, --তার পরিচালনা করে Court Sub-Inspector। এই কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টরদের আইনের জ্ঞান অত্যন্ত কম। সেইজন্য দেখতে পাচ্ছি মফঃস্বল অঞ্চলে নামকরা বদমায়েস গুণ্ডাবাজ লোকেরা inefficient prosecution-এর দোষে অধিকাংশ মামলায় খালাস পেয়ে যাচ্ছে। আপনি কি মনে করেন trained lawyer-এর সামনে একজন আইনের দিক দিয়ে untrained Court

Sub-Inspector বা Court Sub-Inspector efficiently কাজ চলতে পারে? আমার মনে হয় Untrained Court Sub-Inspector বা কোর্ট ইন্সপেক্টরদের দিয়ে এফিসিয়েন্টলি কোর্টের কাজ চলতে পারে না। আমি আর একটা বিষয় বলতে চাই। আমাদের বাংলাদেশে দুর্নীতি শুধু যে পুলিশের মধ্যেই আছে, তা নয়, দুর্নীতি সর্বস্তরে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বে আমি বলবো পুলিশকে যে মর্যাদা দেওয়া উচিত, সেই মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। Evidence Act-এর Section 25-এ আছে যে, confession before a Magistrate is admissible in court. স্যার, confession before any other person is also admissible in court কিন্তু পুলিশ ইন্সপেক্টারের বা অফিসারের সামনে যদি confession হয় তাহলে সেটা কোর্টে admissible হবে না কেন? পুলিশ অফিসারের সামনে যে confession, সেটা পুলিশ evidence হিসাবে কোর্টে admissible হওয়া উচিত। পুলিশকে এইভাবে অমর্যাদা কেন করা হয়? ইংরাজ আমলে এই Evidence Act তৈরী। পুলিশের সংগে সাধারণ মানুষের বিরোধ লাগিয়ে রাখাই তখনকার দিনে সরকারের স্বার্থ ছিল। এখন যদি পুলিশকে মর্যাদা না দেওয়া হয়, পুলিশের সামনে যে কন্‌ফেসন্‌ তা যদি আদালতে গ্রাহ্য না হয়; যদি কেবল মনে করা হয় যে, পুলিশ কেবল মিথ্যা কথা বলবে, মিথ্যা সাজিয়ে কেস্‌ করবে; তাহলে পুলিশের উপর আমাদের আস্থা কোথায়? আর পুলিশেরই বা এই administration-এর উপর আস্থা থাকবে কেন? সেইজন্য আমি বলি Evidence Act-এর Section 25-কে সংশোধন করা প্রয়োজন; এবং confession before a police officer should be admissible in court. এটা যাতে হয়, তার ব্যবস্থা দরকার। Faith begets faith

Shri Somnath Lahiri:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আনন্দবাবু বলেছেন যে পুলিশ এখন খুব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে investigation-এর কাজ করছেন। তাঁর সেই কথা শুনে কয়েকটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ তার কয়েকটা নমুনা দিচ্ছি।

পার্ক স্ট্রীট থানা মারফৎ একটা কেস্‌ চীফ্‌ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট-এর এজলাসে হাজির করা হয়েছিল। ডেভিড্‌ নামে এক ব্যক্তিকে থেফট্‌ চুরির অপরাধে তাঁর সামনে হাজির করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট accused-কে ছেড়ে দেন। এই ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছেন শ্রীবিজয়েশ মুখার্জী। The Chief Presidency Magistrate says that the investigating officer arrested the accused only because a Maulavi finds by an esoteric process that he is the thief. অর্থাৎ কোন এক মৌলভী হাত গুণে বলে দিয়েছিল যে সে চুরি করেছে। ব্যস্‌ তাকে কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তিনি আরও মন্তব্য করে বলেন -is there none to supervise?

এই একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখলাম। আর একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখেছি সেটাও ঐ শ্রীবিজয়েশ মুখার্জীর কোর্টের ব্যাপার। তাঁর কোর্টে একজন লোককে প্রথমে murder-এর জন্য চালান দেওয়া হল। বলা হল যে বাইরে থেকে নাকি warrant আসবে murder-এর জন্য। Murder-এর জন্য তাকে বেল দেওয়া হবে না, বলে, পুলিশ থেকে আপত্তি করা হয়, সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট তাকে বেল দিতে পারলেন না। পরে যখন তার নামে warrant এলো, তখন দেখা গেল এটা assault কেস্‌, murder-এর কেস নয়। সুতরাং তখন ম্যাজিস্ট্রেট তাকে bail দিলেন। বেলে খালাস পেয়ে লোকটি যখন বাইরে যায়, তখন পুলিশ তাকে আবার গ্রেপ্তার করে theft charge-এ এবং ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করে। The accused was discharged and the Chief Presidency Magistrate said that the charge of theft was based only on certain liquid statements upon which no court of law can ever act. তারপর, the accused was discharged. The Chief Presidency Magistrate Shri Bijayesh Mukherjee আরও মন্তব্য করে বলেন, "I have been left wondering if there is a big man or a brainy man behind all this."

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ৩নং হল, কণ্টাই Police Station-এ accused লক্ষ্মীকান্ত, তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে পিটান হল। শুধু তাই নয়, তার উপর একটা কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হল নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। Contai Sub-Jail-এর Medical Officer certify করেন যে, হ্যাঁ, তার উপর মারের দাগ আছে এবং কুকুরের কামড়ের দাগও আছে। কিন্তু S. D. O. বা Magistrate কোন action নিলো না। পরে High Court থেকে Judicial Enqiry-র order হল, Statesman 4-5-60 দেখুন। এই হল ৩নং।

তারপর আমাদের চেতলা এলাকায় আলীপুর থানার ভেতরে একটা ছেলেকে বেলগাছে তার দুই হাত ঝুলিয়ে পুলিশ প্রহার করে। এর কারণ মালিকদের সংগে পুলিশ অফিসারের বন্ধুত্ব ছিল এবং মালিক নিজেও এককালে একজন পুলিশ ছিলেন। আমরা কালীবাবুকে ধরলাম। তাঁর কাছে অভিযোগ পাঠান হল। কালীবাবু নাম কা ওয়াস্তে, মামুলি ধরণের একটা departmental enquiry করে একটা চিঠি দিলেন, whitd-washing করে, তা থেকে কিছুটা পড়ে দিচ্ছি,

The accused himself made a confessional statement and led the police to অমুক.. ....address and pointed out a cycle there as the stolen one. The police had no hand in it.

কালীবাবু নিশ্চয়ই জানেন এই আসামী বেকসুর খালাস পেয়েছে। কাজেই confession তাকে দিয়ে পুলিশ মেরে-পিটিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল সেটা বোঝার মত বুদ্ধি কালীপদবাবুর না থাকতে পারে, সাধারণ লোকের ঘটে সে বুদ্ধিটুকু আছে। তারপর কালীপদবাবু বলছেন,

"The allegations that the accused was beaten by S. I. Chakravarti were not substantiated on enquiry. Shri A. Bhattacharji, S. I., was the investigating officer of this particular case. So there is no reason why S. I. Chakravarti should beat this boy."

অর্থাৎ কালীপদবাবুর রাজত্বে কি এই নিয়ম হয়েছে যে investigationing S. I. পিটাতে পাবে কিন্তু অন্য কাউকে দিয়ে পেটাতে পারে না? তারপর কালীবাবু বলছেন, Moreover he was medically examined under orders of the Magistrate but no marks of inquiry were found by the doctor.

পুলিশ ডাক্তার। অবশ্য পুলিশ ডাক্তাররা স্বভাবতই পুলিশের মারের চিহ্ন দেখতে পান না। যাঁরা বৃটিশ আমলে পুলিশের নির্যাতন দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, পুলিশ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে, যদি আপনার নাক কেটে গিয়ে থাকে তাহলে বলা হোত যে ও নিজের নাক নিজেই কামড়েছে! সেই পুলিশ ডাক্তারের উপর কালীপদবাবুর কবে থেকে এত বিশ্বাস হল জানি না। তিনি নিজে গিয়ে enquiry করলে মারের দাগ দেখতে পেতেন, বুঝতে পারতেন যে কি প্রচণ্ড মার তাকে দেওয়া হয়েছিল। সেখানকার O. C., আমি এবং আর দুজন Corporation Councillor-এর সামনে বল্লেন, "I admit that justice has not been done to him, but I will see that it is done in future." কিন্তু আমাদের সাক্ষী গ্রাহ্য হল না। এবং পুলিশ enquiry যখন হয় তখন অন্য সকলের কাছে যাওয়া হল, Councillor সাক্ষীটি--যিনি ডাক্তারও--তাঁর কাছে যাওয়া হল না। এইভাবে একটা white-washing report দিলেন। অথচ থানা-হাজত থেকে খালাস পাবার পর আমরা সেই ছেলেকে Campbell Hospital-এ পাঠিয়েছিলাম মারের দাগ যা হয়েছিল তা দেখাবার জন্য। অবশ্য হাসপাতালে ১০ দিন পর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং হাসপাতাল থেকে বলা হল, যে report দিল তাতে বলা হয়েছে,

"Fingers of left hand swollen and tender. Complete restriction of the joint of ring finger of left hand. The finger of right hand also tender and swollen. Swelling of both legs near ankle joint and swelling of tendons of dorsum foot. Mark of abrasion on right leg about 3 inches above the medial malleolus. Mark of abrasion over wrist joint of right hand and left hand."

যদি মারের ১০ দিন পর এই report হয় তাহলে বুঝতে পারেন যে কি প্রচণ্ড মার দেওয়া হয়েছিল। অথচ কালীবাবু সেটা নস্যাৎ করে দিলেন। এই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এটা নিশ্চয়ই কালীবাবু সমর্থন করতে পারেন না। আমার সময় নেই, এইরকম বহু case আছে যা দিতে পারতাম। কাগজে দেখেছেন ১৯৫৯ সালের ১৫ই আগস্ট, শ্রীবিজয়েশ মুখার্জী এই ধরণের কেসে পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে কি কথা বলেছেন। কালীবাবু তা শুনলে হয়ত উপকৃত হবেন। Magistrate বলেছেন,

"Nothing, I imagine is easier for an evil-minded police officer than to resort to third degree methods right inside his den against a defenceless prisoner. Nothing, I imagine, is more difficult for a prisoner, so beaten and thrashed, than to prove the police torture inflicted upon him. So, in nine cases out of ten, such complaints will have an end like this, unless the police officers at the top bestir themselves and see that the barbarous third degree method is not followed in our civilised country."

[5-45—5-55 p.m.]

কিন্তু কালীপদবাবু চিরাচরিত প্রথায় পুলিশের সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন, C. P. M.-এর এই structure-এর কোন ফল হয়েছে কি কালীপদবাবুর পুলিশের উপর? C. P. M. বিজয়েশবাবু শুনেছি transferred হয়ে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন, তার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি স্বাধীনচেতা লোক, সরকার তাঁকে পছন্দ করতে পারেন না। আরেকটা কারণ হল, Chief Presidency Magistrate হচ্ছেন Chief Election Returning Officer—তাঁর মতো স্বাধীনচেতা লোক থাকলে আগামী election-এ তাঁদের ইচ্ছামত manipulate করার অসুবিধা হতে পারে। বোধ হয় এই কারণে তিনি transferred হয়ে যাচ্ছেন যাতে কালীবাবুরা নির্বিঘ্নে রাজত্ব করতে পারেন।

Shri Shankardas Bandyopadhyay : Mr. Speaker, Sir, I have not had the opportunity or the privilege of hearing all the honourable members but I have heard at least some of them and the pattern of the speeches that have been made in this House is exactly the pattern that has been made in the past years.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Because the pattern of the Ministers is the same.

Shri Sankardas Bandyopadhyay : The pattern of the Ministers is no doubt the same but the pattern of accusations in many instances is irresponsible accusations and the pattern has been of the same type. [Interruptions] I will ask the honourable members to allow me to continue with my speech. Why I say irresponsible is this because at least I will meet one of the charges which my honnourable friend, Shri Jatindra Chandra Chakravorty, has made today. He mentioned one particular case and I am in position to answer to that. The charge was that Mr. Ghosh-Chowdhury who happens to be the Inspector-General of Police, is supposed to have, in consideration of money paid, issued a revolver license to a gentleman called Mr. Bajranlal More. I do not think the issue of a revolver license is a very great thing to a desirable person who has not got a crime record against him. I see no reason whatsoever why a revolver license will not be issued in the ordinary course. The second thing, so far as this case is concerned, is like this. During the Second World War, the Government prohibited the issue of certain revol-

vers. It was decided that the public should not be permitted to own anything above .32 revolver. As a result, a large number of Calcutta citizens who used to own revolvers of that type revolver had to surrender their weapons and the police took them over. Later on, the Government thought that that was not the right thing to do and orders were passed to issue substituted licences. In other words, weapons of smaller calibre were issued. In this particular case Mr. More used to own a revolver of a higher calibre. He, like other citizens, had to surrender the weapon and when a decision was arrived at by Government to give substituted licences, a licence was issued in his favour.

I think this exact explanation was offered to this House by the Hon'ble Minister on one other occasion. But it seems to me that Mr. Chakravorty is bent on.. (Shri Jatindra Chandra Chakravorty : List of revolver licences issued..). I do not think I am called upon to answer the present interruption. A positive charge was made, a positive answer is being given and it is no good trying to sidetrack me and ask a question which does not arise. The second thing that I would like to tell honourable members of this House is that policing in Beneal is a very very difficult thing, there is no doubt about it. I visited Trivandrum last October and I made very close enquiries from the local police there, particularly in the State of Kerala. We closely enquired about the people, the criminal position and so on. I am happy to tell the members of the House that I was assured by the Inspector General of Police there that everything is—I should say—fairly peaceful. I told him about the difficulties which the Calcutta Police has to face and the pattern of crime in Calcutta. I asked him, "Do you find the same sort of thing here " I was assured that things were much easier there and the difficulties which the Calcutta Police faces do not arise at all in Kerala. I asked them about the troubles during the political uprise. They said, 'it is the usual thing that happens—a little more of lawlessness—due to political reasons but now that the political reasons are gone, everybody, irrespective of party affiliation, is perfectly peaceful and here we do not have anything like the sort of trouble that you have.' Of course, I have not had the chance yet to go down to Bombay and find out the position there because conditions in Bombay would be fairly comparable to the conditions prevailing in Calcutta. Possibly on some other occasion I shall be able to enlighten the House about the crime position in Bombay.

There are certain things in this State which we cannot overlook, namely, the old border question, the number of refugees, the large number of unemployed people, the large number of factories in this part of the country and the large influx of people and industrial workers from other parts of the country. (Noise and interruptions from the Opposition Benches). May I request you not to interrupt me because truth always remains the same, I cannot concoct stories to please my friends opposite. Those things are there, from 1947 the position of Bengal has been peculiar. We all know the large number of people who have practically no fixed habitation, they are living on the roadsides, they have not been rehabili-

tated. Well, crime must take place in greater number, there is no doubt about that. But having had a lot to do with the law courts, with policing and as a member of the Police Commissioner I can say with confidence that the police have on the whole acquitted themselves extremely well and every honest citizen would admit that—you must admit that. Kindly bear in mind the difficulties which the police have to face. Just think of the traffic problem alone how many policemen have to be employed to regulate the traffic in the city. Take the duties of the Security Police. Well, rightly or wrongly, this Government and the Central Government have decided that there are quite a large number of Chinese in Bengal at the moment and they are a menace to the security of the State, every man's career has to be checked up because men claiming to be Indian citizens have taken passports from the Chinese Consulate Office here.

[5-55—6-5 p.m.]

You cannot be both. You cannot be an Indian citizen with a Chinese passport. A large number of cases have to be detected. Thse people have to be thrown out. It means additional burden so far as police is concerned and, if I may say so, these are far more important than catching hold of pickpockets and so on.

I was rather amused to hear Shri Subodh Banerjee complain that the police know the pickpockets. Of course they do. Does Shri Subodh Banerjee expect that the police would not know the wicked of the locality, police would not know the goondas, the smugglers, the murderers or the convicted people? If that is the idea of Shri Banerjee, I am very sorry for him. I am very sorry for his lack of experience, lack of practical ideas as to how the police should function. All over the world, in France, in Germany, in the United States, in the Scotland yard, you ask policemen, "do you know local pickpockets, local rags, the local gangsters ?" The only answer they are going to give you is, "certainly it is our duty to keep our watch about, it is our duty to know all the wicked people around us, so that whenever occasion comes we know which way to go." It is equally amusing for me to hear some our friends opposite saying that the policemen were far more efficient in the past, during the British regime, and now the efficiency has gone down. I was not exactly a child, then I still remember the British days and British policing Shri Chakravorty would not have been outside if the policemen of the time had been there. This much is certain. Anybody they thought was acting against British interest was immediately put under arrest and detained, in many instances, without a trial. What do you say? If this means efficiency of policing, then why don't you recommend ushering in things so that the very same thing may come in ? Many of my friends here have been in prison, to Andamans for a long time, and I know, a large of number of people of Bengal were at one time detained without trial. If you think that is the efficient way of policing then why not have it back, get yourselves arrested, and there may be a peaceful election ?

I have also been carfully listening to Shri Mihirlal Chatterjee. He

was trying to impress the members by saying, how can the police work efficiently because they have got such a large number of cases to work on. He gave a list of cognizable cases, list of miscellaneous cases and multifarious other duties which the police have to do. Is it their fault that they have to do work on a large number of cases? If they do nothing at all they will be immediately accused of doing nothing. If you think that they are being overworked, I would ask Shri Chatterjee to answer the question, what is the best way out? If you consider that they are really overworked. I think that the best way out is to increase the number of policement. And if you increase the number of policemen you will have to increase the expenditure. You cannot have it both ways. Either you say that the number of policemen is far too many; the money demanded by the Hon'ble Police Minister is far too much—you can take that point of view—and you can say, reduce the amount. But if you think that the policemen are overworked, the only answer is, it demands increased expenditure and you have got to vote for it.

As regards the other point, I would like to answer on behalf of the Department because I know these things personally and I do not need to be briefed by the police Minister for it. The question of confirmation of the Sub-Inspectors has been canvassed before this House. Now let me tell my friends opposite once and for all that the question of confirmation of the Sub-Inspectors has nothing whatever to do with the Inspector-General of Police and the question of confimation, because it is a district affair, is decided by the Superintendent of Police of a particular district . .

Shri Mihirlal Chatterjee: Who raised the question of confirmation, please.

Shri Sankardas Bandyopadhay: Mr. Chatterjee, I am sure you are not interested in getting the confirmation of anybody. So, why should you bother about it?

Then, Sir, Mr. Chakravorty, I think, has again said that the question of confirmation is decided by the Inspector-General of Police. That again is a wrong charge. Although the Deputy Inspector-General of Police sit together, they prepare a list and the list is accepted as a matter of routine. Simply making irresponsible charges does not carry either the day or the condition. Nor does emphasis carry the day. A large number of cases has been cited by my friends opposite that this has happened in this *thana* or that a criminal had been beaten up. Well, everybody knows that Sri Bijoyesh Mukherjee, the erstwhile Chief Presidency Magistrate, made certain caustic observations against the Police. Well, I thank him for it. This only proves the independence of the Judiciary. That is the only way how these things should be done. This was done with a purpose, namely, to attract the attention of the Government for the time being to the fact that here is this Policeman who is not conducting himself properly and that some steps need be taken against him. Can my friends opposite say that after those observations came to the notice of the Government, as made by the Chief Presidency Magistrate, no steps were taken by the Government? I dare say that if

my friends opposite can prove and establish that even after the remark and observations made by the Chief Presidency Magistrate, the Govern ment disregarded them and did not take the slightest notice, then ther may be some substance in their comments. But what has been said, would say, is a matter entirely in favour of the administration. It doe not prove the weakness of the administration, rather it contributes to th strength of it. I have no further time, hence I think I must stop here.

[6-5—6-15 p.m.]

Dr. Jnanendra Nath Majumdar :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য শঙ্করদাস ব্যানার্জী শ্রেণী-স্বার্থ বজায় রে এখানে অনেক কথা বলেছেন, কেন-না তিনি এখানকার স্পীকারের পদ ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় চ গেছেন এবং সেখানে যেতে তাঁর কোন আপত্তি হয়নি। কাজেই তিনি যে ঐ ধরণের কথা বলবে সে সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। যা হোক্, এই পুলিশ বাজেট দেখে আমি সুবোধবাবু কথাই একটু ছোট করে বলছি যে যেখানে পুলিশী রাষ্ট্র না চলে সেখানে সোশ্যাল সার্ভিস গুলোতে বেশী টাকা খরচ করা হয়। অবশ্য আমাদের এখানে সোশ্যাল সার্ভিস-এ—অর্থা এডুকেশন, মেডিকেল এবং পাবলিক হেল্‌থ-এ বেশী টাকা খরচ দেখান হয়েছে, কিন্তু ডেভ্‌লপ্ মেণ্ট খরচ বাদ দিয়ে -কারণ সরকার পুলিশের আর কি ডেভলপ্‌মেণ্ট করবেন, পুলিশে ডেভলপমেন্ট হতে পারে না সিভিল ওয়ার্ক্‌স্-এ যে খরচ হচ্ছে তা যদি দেখা যায় তাহ কোথায় দরদ সেটা বোঝা যাবে। যেমন ধরুন, যেখানে পুলিশের জন্য ১ কোটি ১২ লক্ষ টাক খরচ হয়েছে সেখানে যদি এডুকেশনের জন্য এক লক্ষ এবং মেডিকেলের জন্য ৬৫ হাজার টাক খরচ হয়ে থাকে তাহলে একে পুলিশী রাষ্ট্র বলব না তো কি বলব। চার বছর ধরে যে কং বলেছেন যে এরা পুলিশকে রাজনীতিতে ব্যবহার করেছেন এবং পুলিশ শ্রেণী-স্বার্থে ব্যবহৃ হচ্ছে এটা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমি সেটা বলতে চাই না। যেদিন কমিউনিস্ট পার্টি জয়েন করেছিলাম সেদিন মনে হয়েছিল যে এমন একদিন আসবে যখন অত্যাচার হবে এবং সে অত্যাচার সহ্য করতে পারব কিনা এসব কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু সেটা নিয়ে আলোচনা কর চাই না। আমি একথা বলতে চাই যে জনসাধারণের স্বার্থ থেকে রাষ্ট্র কোথায় চলে গেছে শরৎ চ্যাটার্জি মহাশয়ের কথা বলতে হয়- সতীশ চরিত্রহীনে বলেছিলেন ওরে বাবা ওখানে ভূ আছে নাকি? তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন? তিনি বললে ভগবানে বিশ্বাস করি ভূতে বিশ্বাস করব না। শ্রেণী-চরিত্র তেমনি। সেখানে কি অবস্থা চলে -- এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ ইনএফিসিয়েন্সি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। এমনকি যারা মধ্যবিত্ত তাদে অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে? আমি দুটো ঘটনা দেখাতে চাই -একটা হচ্ছে আমাদের স্টে ট্রান্সপোর্ট, তাকে অবশ্য বদলে দেওয়া হয়েছে ডাইরেক্‌টোরেট অফ ট্রান্সপোর্টে; আর একা হচ্ছে মফঃস্বলের ঘটনা। Directorate of Transport-এ নাকি আমাদের প্রচণ্ড এফিসিয়েন্সি যদি সকাল বেলায় কেউ যান তাহলে দেখবেন লাইসেন্স রিনিউ করতে একটা লাইন দাঁড়ি আছে। সকাল বেলায় গেলে পর অন্ততঃ ৭টা পর্যন্ত জন ৫০-৬০ জনকে দেওয়া হ particularly professional licence holder-দের। তারপর বলা হয় আর একদিন এস এটা অন্ততঃ চলতে থাকে তো চলতেই থাকে professional licence holder-এর ক্ষেত্রে নতুন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে যাঁরা টাকা না দিতে পারেন তাঁদের দিনের পর দিন ঘোরান হয়। কে এ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে না, ১০০ টাকা এক্সট্রা যদি দেওয়া হয় তাহলে বাড়ীতে বসেও লাইসে পাওয়া যায়। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এবং প্রমাণ দিতে পারি আমা বাড়ীর চাকর, সে কোন দিন স্টিয়ারিং ধরেনি তার তিনটা লাইসেন্স আছে—হেভি, মিডিয়াম এ লাইট। আবার বলা আছে ট্রেনিং স্কুলে টাকা দিয়ে ভর্তি হতে হবে। কেন এ্যাক্‌সিডেণ্ট হ না—বড় বড় লরিগুলি যে ড্রাইভার চালায় তাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, তারা এক শো টাকা দি

লাইসেন্স করছে। যারা প্রাইভেট লাইসেন্স হোল্ডার তাদের আবার আরও মজা—ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে লাইসেন্স করতে হবে, তার জন্য তাদের ২৫ টাকা এক্সট্রা দিতে হবে। এ. ই. আই.-এর মেম্বার ট্যাক্সি টোকেন জমা দিলে আগে over the table পাওয়া যেত এখন তিন-চার সপ্তাহ লাগে এমনকি এ. আই. আই.-এর থ্রু দিয়ে দিতে গেলে। এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ ইনএফিসিয়েন্সি কোথায় গিয়ে পেঁৗছেছে? এঁরা বলছেন খুব ভাল চলছে। শঙ্করদাসবাবুর কথায় বলি তার জন্য কি পুলিশ বাড়াতে হবে, না, বাড়াবার দরকার নেই, উপরতলা বাড়ালেই হবে? একজন ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্টের জায়গায় চারজন ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট হয়েছে। আমি প্রাইভেট লাইন্সে, টোকেন ট্যাক্সির কথা বলছিলাম যে আমরা ২৫ টাকা প্রথম গাড়ীতে; সেকেন্ড গাড়ী, স্কুটারের জন্য সাড়ে ১২॥ টাকা দিচ্ছি। আমাদের ওদিককার বন্ধুরা বলবেন৷ গাড়ী চড়েন আবার বলবার কি আছে। কিন্তু এরা এমন অবস্থায় এসেছে যে একবার লাইসেন্স দিচ্ছে, ট্যাক্সি টোকেন দিচ্ছে—একটা হলে ২৫ টাকা, দুটো হলে সাড়ে ৩৭ টাকা দিয়ে দিচ্ছে, তাও তিন-চার সপ্তাহের আগে পাওয়া যায় না। একথা বললে বলে এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাচ্ছে। শঙ্করদাসবাবুকে বলি উপরতলায় লোক বেড়েছে, নিচের তলায় লোক বাড়ান। সেখানে একজন ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্টের জায়গায় যদি পুলিশ বাড়ত তাহলে খরচ বাড়ত না। তা বাড়াবেন না, খালি উপরতলায় লোক বাড়াবেন। আর একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন হয়ে গেছে, তার মাইনর চার্জ পুলিশ ট্রাই করে না, পুলিশ পাওয়ার দিয়ে দিয়েছে, তারা ট্রাই করে, সেজন্য ড্রাইভারগুলি বেপরোয়া হয়ে গেছে। আর একটা ঘটনা হচ্ছে যখন লাইসেন্স দেওয়া হয় তখন দেখা হয় গাড়ীগুলি রোড ওয়ার্দি আছে কিনা। কিন্তু আমি বলতে পারি 60 per cent. of the State Transport-এর hand brake work করে না। কি করে সেগুলি লাইসেন্স বের করছে আমি জানি না। শুধু বলে গেলেন ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে সমস্ত ঠিক করে দেব। ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর দ্বারা সমস্ত এ্যাক্সিডেন্ট বন্ধ করে দেবেন?

আপনি হয়ত জানেন আমি কল্যাণীতে যাই, নদীয়া ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা রাণাঘাট কুপার্স পল্লীতে এবং অন্যান্য জায়গায় সমাজবিরোধী কাজ অনেক দিন ধরে চলছে। সেইসব সমাজবিরোধী কাজের লিষ্ট দেয়া আছে। সেই লিষ্ট আমি দিতে পাচ্ছি না বা পড়তে পারছি না। সেখানে একটা কনভেনশন করা হয় যে কনভেনশনে ওখানকার বাস্তুহারা সমিতি, ওখানকার কমিউনিস্ট পার্টি, অন্য একটা ক্লাবের সেক্রেটারী, এমনকি মণ্ডল কংগ্রেসের লোকও ছিলেন—আমরা সকলে মিলে হোম-মিনিস্টারের কাছে ২৩. ১২. ৬০ তারিখে ডিটেশন দিয়া একটা মেমোরান্ডাম দিই। এই মেমোরান্ডামে কি কি আছে সেটা স্যার, একটুখানি বলে দিই। তারিখ বাই তারিখ দেয়া হয়েছে কিছু কিছু ভেরিফায়েড্‌ হয়েছে। এটাতে আছে স্ত্রীলোকের উপর রেপ্। স্ত্রীলোক নিয়ে টানাটানি, খুন, জখম, ডাকাতি, রেলওয়ে কোম্পানীর সঙ্গে যোগসাজস করে কয়লা চুরি করা, কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে সমস্ত জিনিষ বের করা, ওঁরা যে কিছু করেননি তা নয়। স্যার, এটা কাহার উপর কিছু কিছু টোপ মেরে দেখা হয়েছে এবং টোপ নিয়ে দেখার পর কিছু কিছু খবর বেরিয়ে ছিল কিন্তু সেটা কার দায় আর প্রভাবে। তারপর প্রায় আড়াই-তিন মাস হয়ে গেল, ওখানকার বোধহয় কংগ্রেসী যারা আছেন যাঁদের সঙ্গে এদের ভাগ-বাটোয়ারা আছে আবার যেমন ছিল তেমন হল। তিনটা কেস হয়েছে—কালীবাবুর কাছে কনভেনশনের রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল ২৩. ১২. ৬০ তারিখে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কোন য়্যাকশন নেয়া হয়নি। এভাবে ওঁর কাছে দেব, একেবারে চ্যাপটার বাই চ্যাপটার চার্ট করে কি পুলিশ য়্যাক্‌শন নেয়া হয়েছে, না হয়েছে সমস্ত দেয়া আছে। দুটো কেসে সরকার একটু-খানি য়্যাক্‌শন নিয়েছিলেন—তারা ডাকাতি করতে যাচ্ছিল য়্যাপ্রিহেন্ডও করেছেন, য়্যাপ্রিহেন্ড করে ইন্ডিভিডুয়ালি কেস করেছেন। একটা কেসে সাজা হয়েছে, একটা কেসে সাজা হয়নি। স্যার, এখানেও বলবার কথা আছে, সেখানে কিছু কিছু যে নাম আছে তাদের যদি ধরা যেত তাহলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে টান পড়তো কিনা তা বুঝতে পারছে না। এখানে দেখতে পাচ্ছি গোপাল মুখার্জির (পাঁটা) নাম রয়েছে, তাকে ধরা হয়নি। তার ভাই সন্তোষ মুখার্জির নাম

রয়েছে। পুলিশ থানায় এজেহার দিয়েছে, কিছুই হবে না, কারণ আমরা দেখি সংবাদপত্রে মুখ্যমন্ত্রী যখন ঘুরে বেড়ান ইলেকশনের সময় তখন গোপাল পাঁটার ছবি থাকে সেখানে আমাদের ওপর কিন্তু ও'রা সিকিউরিটি য়্যাক্ট করেছেন, আমরা সেখানে ১৪৪ ধারা ব্রেক করিনি আমাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। কোর্টে গিয়ে কনটেমপট্ অব কোর্ট করিনি তাও সিকিউরিটি য়্যাক্টে ঠেকিয়ে দিলেন। তারপর প্রমাণ হল না ছেড়ে দিলেন এ হয়েছে এবং হবে। আমি আর একটা ছোট্ট জিনিষ বলছি—শ্রদ্ধেয় নেপালবাবু আমাদের কথাটা বলেছিলেন। তাঁকে কোনদিন আমি শ্রদ্ধেয় বলিনি, এতদিন ন্যাপলাই বলতাম কিন্তু এখন শ্রদ্ধেয় নেপালবাবু বলছি। তিনি যে কথা বলেছিলেন সেটা অভ্রান্ত সত্য। কোন একটা ইউনিয়ন, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব দি সিমেনস্। তারা সিপিং পকেল সরকারী প্রতিপত্তি এবং পুলিশ নিয়ে এমন কান্ড করে এমন মারধোর করে কেয়ারাররা যদি ১৫০ টাকা নিয়ে জাহাজ থেকে নামে তো একশো টাকা, পঞ্চাশ টাকা সেখানে আদায় করা হয়। এটা সম্বন্ধে কালীবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল কিন্তু জিনিষটা এখনও আছে।

[6-15—6-25 p. m.]

যদি আপনারা এই পুলিশকে আপনাদের শ্রেণী-স্বার্থে ব্যবহার করেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন, তাহলে সাবধান থাকবেন শেষ পর্যন্ত এই পুলিশ আপনাদের হাতের বাইরে চলে যাবে, আপনারা আর এই পুলিশ দিয়ে কাজ করাতে পারবেন না। ছোট্ট একটি কথা বলবো। পুলিশের সম্বন্ধে প্রশংসা করলেন না কেউ। কিন্তু আমার এলাকার পুলিশ সম্বন্ধে আমি প্রশংসা করবো। যেখানে এদের নীতিতে বাধে না, সেখানে পুলিশ লোকের খাতির করে না—তা বলব না। যেখানে এদের নীতিতে বাধে সেখানে অবশ্য আলাদা কথা। আমাদের ওখানে Defence কমিটি তৈরী হয়, election হয়ে গেছে। আমি সেই পাড়ায় থাকি, সেখানকার এম-এল-এ; Defence কমিটি যখন তৈরী হয়, তখন আমাকে তার কোন খবর দেওয়া হয় নাই খবর দেওয়া হলো তাঁকে, যিনি election-এ আমার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই পুলিশ Administration -সেটা বুঝুন!

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: On a point of explation, Sir,

শংকরদাসবাবুর বক্তৃতার পর আমি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে, তাঁর উত্তর তখন দিতে পারি নাই। তিনি তখন বললেন ব্রজরংগলাল মোর টাকা দিয়ে রিভলভার লাইসেন্স করেছেন কিন্তু আমরা দেখছি এই ব্রজরংগলাল মোর Anti-Corruption-এর কাছে statement দিয়েছে তিনি এর জন্য হরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর গুরুদেবকে পাঁচ হাজার টাকা গুরু-দক্ষিণা দিয়েছেন। এটা সত্য কিনা এখানে তার reply চাই! Let the Minister and Mr. Sankardas Banerjee give a positive reply to my charge.

[তুমুল হট্টগোল]

Shri Khagendra Kumar Roy Choudhury:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটু আগে শংকরদাসবাবু সুবোধবাবুর একটা কথা ভাল বললেন, তিনি খুব মজা পেয়েছেন যে গুন্ডা ও পকেটমারের সংগে পুলিশের যোগাযোগ আছে জানাশুনা আছে। এটা তাঁর কাছে খুব মজা ও হাসির ব্যাপার। তবে এটা বলতে পারি তাঁর কাছে আরো মজা ও হাসির ব্যাপার তিনি শুনবেন। গুন্ডা ও পকেটমাররা যে রোজগার করে তার মধ্যে পুলিশের একটা ভাগ আছে।

এর পর কয়েকটা ঘটনা এখানে দেব, সেটা হচ্ছে পুলিশ কি রকম নিরপেক্ষভাবে কাজ চালায়, তার দু-চারটা কথা এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত করবো। প্রথম কথা হচ্ছে আপনারা জানেন বাঙলা দেশে কিছুদিন ধরে বিড়ি শ্রমিকদের ধর্মঘট হচ্ছে। আমার কেন্দ্রে কয়েক দিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে। যখন এই বিড়ি শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাংগবার জন্য

মালিক পক্ষ চেষ্টা করছেন, তখন বারুইপুর থানা অফিসার-ইন-চার্জ মালিককে পরামর্শ দেন—এই বিড়ি শ্রমিককে যদি কায়দা করে থানায় ধরে আনতে পারেন, তাহলে এর ব্যবস্থা করতে পারি। তার কারখানার বিড়ি শ্রমিক মোবারেক, তাকে কায়দা করে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তারপর যখন দেখা গেল কোন কেস তার বিরুদ্ধে দেওয়া যাচ্ছে না, তখন পুলিশ বললে কোন কেস দিতে গেলে, সে মালিকের বিড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে, এটা প্রমাণ করতে গেলে তার জন্য বিড়ির প্রয়োজন। অথচ তখন মালিকের কাছে বিড়ি নাই। তখন বিড়ি আনবার জন্য কলকাতায় ছুটতে হ'ল। বিড়ি নিয়ে পেঁছুতে দু ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর কেস দেওয়া হ'ল যে সে মালিকের বিড়ি ছিনতাই করেছে। এই হচ্ছে পুলিশের নমুনা—কেমন পুলিশ নিরপেক্ষভাবে চলে।

আর একটা ঘটনা সম্বন্ধে এখানে একটা adjournment motion এসেছিল দুলদুলিতে পুলিশের গুলিচালনা সম্পর্কে। ফলে লক্ষ্মণ সর্দার মারা যায়। সেই পুলিশ firing সম্পর্কে Judicial enquiry করা হ'ল। Second Officer-এর উপর সেই Judicial enquiry-র ভার দেওয়া হ'ল। তিনবার তার ডেট্ পাল্টান হ'ল, সম্ভব হচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে S.D.P.O. বসিরহাট, সেখানে ঘোরাঘুরি করছেন যাতে enquiry-টা delayed হয়। এটাও একটা পুলিশী তৎপরতার লক্ষণ!

আর একটা ঘটনা হাসনাবাদ থানার চাড়ালখালি নামক জায়গায়। সেখানে হরিপদ প্রামাণিক নামক এক ব্যক্তি ধানকাটার সময় কাস্তে দিয়ে যতীন সর্দারের আংগুল কেটে ফেললেন। তাকে সাহেবখালি হেল্‌থ্ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাসনাবাদ থানায় তার ডায়েরী হয়েছে। সেখানে হাসপাতাল হয়েছে। পুলিশ কেমন efficient, আজও তার investigation হয় নি। এই জিনিষ হচ্ছে পুলিশের তৎপরতার লক্ষণ! যেহেতু অপরাধীর পয়সা আছে, দারোগাবাবুকে দিতে পেরেছেন, সেইজনাই এর investigation হবে না।

পুলিশে যারা কাজ করে, তারা সকলেই অসৎ প্রকৃতির নয়। দু-একজন সৎ আছে। কালীবাবুর ডিপার্টমেন্টের যে ব্যবস্থা, তাতে সেখানে সং থাকবার উপায় নাই। যদি কোন সৎ অফিসার থাকে, তাহলে দেখা যাবে স্থানীয় মণ্ডল কংগ্রেস তার পেছনে লেগে গেছেন।

আমরা গ্রামে দেখেছি জমিদার, জোতদারদের পক্ষ নিয়ে সেখানকার পুলিশ না থাকলে মণ্ডল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে petition হতে থাকে পুলিশের বিরুদ্ধে। তখন থানার লোক বুঝতে পারে যে আমাদের চাকরী যদি বজায় রাখতে হয়, আমাদের চাকরীর যদি উন্নতি করতে হয়, তাহলে গ্রামের মণ্ডল কংগ্রেসের কথা মেনে চলতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি দেখুন, যেখানেই আমাদের পুলিশ বেশী, সেখানেই গুণ্ডামী বেশী হচ্ছে। কলকাতায় কয়জনের পিছনে পুলিশ ঘুরছে, বহু পুলিশ ফোর্স রয়েছে, অথচ এখানে ক্রাইম ও গুণ্ডামী বেড়ে চলেছে। কলকাতায় গুণ্ডার সংখ্যা বেড়েছে। পুলিশ গুণ্ডা দমন করবার জন্য নয়, কারণ গুণ্ডাদের যারা দমন করতে পারে, তারাই হচ্ছে আবার পুলিশের লোক। এর ফলে সাধারণ মানুষের গুণ্ডা ধরার যে আগ্রহ ও উদ্যোগ তা ব্যাহত হয়; এবং পুলিশ কায়দা করে এমনভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যে কারও দ্বিতীয় বার আর গুণ্ডা ধরার উৎসাহ থাকে না।

আমি কালীবাবুর টালিগঞ্জ থানার কথা এখানে বলছি। আসামের ব্যাপার নিয়ে যেদিন এখানে ধর্মঘট হয়, সেদিন বোমা সমেত একজন লোককে ধরিয়ে দেওয়া হ'ল টালিগঞ্জ থানায়। এস. ডি. ও. আলিপুর-এর কাছে আমি নিজে গিয়ে খবর দিলাম এবং স্থানীয় লোকেরাও তাঁর কাছে খবর পাঠান। এস. ডি. ও.-র কাছে যখন খবর গেল, তখন কালীবাবু সেই লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। তাকে বোমা সমেত ধরা সত্ত্বেও, সেই লোক জামীন দিয়ে বেরিয়ে এলো। আমরা বললাম ব্যাপার কি? শুনলাম কালীবাবু ভিতর ভিতরে বন্দোবস্ত করেছেন যাতে সেই লোক ছাড়া পায়। সে একজন নাম করা গুণ্ডা, তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। সুতরাং এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে পুলিশের দ্বারা গুণ্ডা দমন হবে কি করে! সেইজন্য এটা স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়, যে যেখানেই পুলিশ বেশী সংখ্যায় থাকে, সেখানেই গুণ্ডার রাজত্বও বেশী বেড়ে যায়।

কংসারী হালদার, এক্স এম-পি, তিনি তাঁর স্ত্রীকে দশ লাইনের একখানা চিঠি লেখেন,

তার মধ্যে ছয় লাইন কেটে দেওয়া হয় ডি. আই. বি. থেকে। এই হচ্ছে আপনাদের পুলিশে D. I. G., I. B. ও সি. আই. ডি. ডিপার্টমেন্টের কাজ। Anti-social element ধরার কাজে জন্য স্পেশাল পুলিশ ডিপার্টমেন্ট রাখা হয়েছে। কিন্তু সেই পুলিশ anti-social elemen ধরার দিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে, কোথায় কোন prisoner তার বাড়ীতে দশ লাইন চিঠি লিখেছে, তার ছয় লাইন কেটে দেওয়া, বা কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে হানা দিয়ে কাগজপত্র সরান কিম্বা কোথাও কোন শিক্ষক বা সরকারী কর্মচরী যদি একটু রাজনীতি করেন, তাদের পিছনে লেগে, তাদের চাকরীটা কি করে খাওয়া যায়, এই সমস্ত কাজে তাঁরা লিপ্ত থাকেন।

এই জন্য আমাদের বিরোধী দলের নেতা একটা এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন যে পুলিশের খাতে এই ধরণের যে সমস্ত খরচ করা হয়, তার ব্যয়-বরাদ্দ বাতিল করে দেওয়া হোক, তা নাহলে তাদের জব্দ করা যাবে না।

Dr. Golam Yazdani :

মিঃ স্পীকার স্যার, মালদা জেলা রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জেলা। অথচ গত কয়েক বছরের মধ্যে আই. বি.-র রিপোর্টে পশ্চিম বাঙলায় যত ছেলে-মেয়েদের চাকরী গিয়েছে বা চাকরী হয়নি, তার অর্ধেকের বশী হচ্ছে মালদা জেলায়। এতটুকু যে মালদা জেলা, তার ছেলে-মেয়েদের আই.-বি.-র সিকিউরিটি রিসিন্-এর দরুন চাকরী হয় না, বা চাকরী চলে গিয়েছে। এর কারণ, এখানকার আই. বি. অফিসাররা সব জায়গায় কমিউনিস্ট দেখে বেড়ান। এই সমস্ত ছেলে-মেয়েদের নাম সিকিউরিটি লিষ্ট-এ ফেলা হয়েছে। তাদের অপরাধ হ'ল কি? তাদের অপরাধ হ'ল—তারা নাকি কলেজ-জীবনে স্টুডেন্ট ফেডারেশনের নমিনেশন্ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই হ'ল তাঁদের অপরাধ; কিংবা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন কলেজ ইউনিয়ন বা ষ্টুডেন্ট ফেডারেশনের নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই রকম ব্যাপার হয়ত অনেকের পক্ষে হয়েছে। এই হচ্ছে তাঁদের অপরাধ। তাঁরা কোনদিন রাজনীতি করেন নি; তাঁদের কোন রাজনৈতিক জীবন নেই। তাঁদের হয়ত এই নির্বাচন প্রসঙ্গে যে জীবন, তা তাঁদের কলেজ-জীবনেই শেষ হয়ে গিয়েছে, তারপর আর তাঁরা ওদিকে যান নি। এখন, যখনই তারা সরকারী চাকরী পাবার সুযোগ পাচ্ছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে এই রকম আই. বি. রিপোর্ট দেওয়ায় তাদের চাকরী হয় না।

[6-25—6-35 p.m.]

অথচ কিছুদিন পর যখন তারা সরকারী চাকরী পাবার সুযোগ আছে তখন I. B. report-এ তাদের চাকরী হয় না। এইরকম ২।৩টি উদাহরণ আমি এখানে দিচ্ছি। প্রথম হল বীরেন মন্ডল। তিনি কোনদিন communist ছিলেন না। তাঁর বাবা ৩৫ বৎসর সরকারী চাকরী করেছে, তাঁর চাকরী হল না। খোঁজ করে দেখা গেল ৫।৬ বৎসর আগে তিনি College Union-এ Students' Federation-এর হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছিলেন। তারপর মুস্তাক হোসেন, মালদহ কলেজ থেকে B. A. পাশ করে একটা চাকরী পান। কিন্তু তাঁর চাকরী হল না। কারণ কলেজ জীবনে তিনি Students' Federation-এর nomination নিয়ে Vice-President এক বৎসরের জন্য ছিলেন। তিনি কোনদিনই রাজনীতির ধার ধারতেন না। তারপর আর একজন মহিলার কথা বলছি। তিনি কলেজ থেকে বেরিয়ে সরকারী চাকরীর জন্য দরখাস্ত করে মনোনীত হয়েছিলেন কিন্তু তবু তাঁর চাকরী হল না। তাঁর অপরাধ কি? কলেজে থাকা কালীন তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কলেজ ইউনিয়নের Secretary হয়ে-ছিলেন। Students' Federation-এর nomination পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তাঁর চাকরী হয় না। এমনকি দেখা গিয়েছে যে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যদি কেউ Students' Federation-এর nomination নিয়ে নির্বাচনের প্রার্থী হয় বা জয়ী হয় তাহলে তার চাকরী হয় না। তারপর হরিপ্রসাদ মিত্র বলে এক ভদ্রলোক, তিনি ৬ বৎসর চাকরী করে B. A. পাশ করলেন এবং তারপর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার chance পেলেন কিন্তু দেখা গেল তারপর

তাঁর চাকরী গেল। কারণ দেখা গেল, তিনি কলেজ-জীবনে Students' Federation-এর nomination নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছিলেন। তারপর Students' Federation-এর কোন নেতার সহপাঠী যদি তাকে কোনদিন দেখতে যায় তাহলেও তার উপর I. B. পুলিশের অত্যাচার হয়। আমরা দেখেছি অশোক দাশ বলে আমাদের ওখানে একটি ছেলে, তার এক বন্ধু Students' Federation-এর, সে থানার সামনে আহত হয়ে হাসপাতালে যায় এবং সে যখন তাকে দেখতে গেল তখন পুলিশ তাকে বলে যে তুমি Communist বন্ধুর সঙ্গে দেখা করছো কেন? এবং তার দাদা I. A. S. পরীক্ষায় পাশ করার পর ঐ কারণে তার চাকরী হয় না। 'উদয়ন' খবরের কাগজে এইসব প্রকাশিত হয়েছিল। মন্ত্রী মহাশয় যদি এইগুলি দেখেন তাহলেই বুঝবেন যে এ কথাগুলি সত্য কিনা। এইভাবে আমরা দেখছি যে, মালদহ জেলার I. B. পুলিশরা সেখানকার তরুণ-তরুণীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। কিন্তু আমরা জানি মালদহ একটা ছোট জেলা, সেই সহরে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে যে-সমস্ত ডাকাতি ও হত্যা হয়েছে তার একটাও আজ পর্যন্ত পুলিশ ধরতে পারে নি। অথচ সেখানকার পুলিশ এই যে তরুণ-তরুণীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে এর জন্য তাদের বাহবা দেওয়া হবে বই কি। আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করছি যে, এইভাবে তরুণ-তরুণীদের জীবন নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে এর জন্য দায়ী কে? কলেজ নির্বাচনে যারা Students' Federation-এর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বা জয়ী হবে তাদের উপর সরকারের রোষ গিয়ে পড়বে।

আমি আরো কয়েকজনের নাম দিতে পারি যাদের চাকরী গিয়েছে—সময়াভাবে সব কথা বলতে পারলাম না। শেষকালে এই কলকাতার একটা Police Station-এর Officer-in-charge-এর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব—২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে Eden Hospital Road এবং চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মোড়ে রমজান মাস উপলক্ষে কয়েক জন লোক কিছু কিছু ফলমূল বিক্রি করছিল—সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বৌবাজার পুলিশ স্টেশনের Officer-in-charge ২ জন constable নিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন এখানে দোকান খুলেছে কেন। তারা যখন তাদের বক্তব্য বল্ল তখন তিনি তাদের অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে থানায় নিয়ে গেলেন। এ সম্পর্কে Dr. Narayan Roy একটা cut-motion দিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন তদন্ত করা হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা কোন জবাব পাই নি। পুলিশ মন্ত্রী জবাব দিলে আনন্দিত হব। এই কয়টা কথা বলে আমি পুলিশ বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর বিরোধিতা করছি।

Shri Nikunja Behari Gupta :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অশোক দাসের দাদা সম্পর্কে উনি যা বললেন তা ঠিক নয়; তিনি এখন দিল্লীর Government of India-র এক অফিসে কাজ করেন, আই. এস. এস্. পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন বলে চাকরি পান নি।

[Noise and interruptions]

Shri Krishna Kumar Shukla :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পুলিশ বাজেটে যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী বিধানসভায় উপস্থিত করেছেন আমি তার সমর্থনে বলতে উঠেছি। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে পুলিশ খাতে উত্তাপহীন আলোচনাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে পুলিশ বিভাগের কার্যকলাপ তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের বক্তৃতা থেকে মনে হয় তাঁরা নিছক বিরোধিতার জনাই যেন বিরোধিতার শপথ নিয়ে এই বিধানসভার অভ্যন্তরে এসেছেন, এবং তাঁরা যদি এখানে তাঁদের স্বাভাবিক কর্তব্য পালন না করেন, অর্থাৎ সরকারের সব কিছুই মন্দ ও ত্রুটিপূর্ণ একথা যদি না বলেন তাহলে তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলী তাঁদের গায়ের চামড়া তুলে নেবে এই ভয়েই যেন তাঁরা বাধ্য হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করলেন। এই ৩।।০ ঘণ্টা ধরে বিধান-

সভায় পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে নানা কথা শুনলাম। নানাপ্রকার আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা একথা এখানে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে পুলিশরাজ প্রতিষ্ঠা করেছি, এবং আমরা যে-গণতন্ত্রের কথা বলি তা নাকি আমরা বিশ্বাস করি না। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে যাঁরা এখানে বক্তৃতা করলেন তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই তাঁরা পৃথিবীর একটি রাষ্ট্রের কথাও উচ্চারণ করেন নি কেন যেখানে গণতন্ত্র আছে অথচ পুলিশ বিভাগ তুলে দেওয়া হয়েছে? আমরা গণতন্ত্রকে কোন্ পদ্ধতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি? আমরা মনে করি, পুলিশ-হীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, পুলিশ আজ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দেখা দিয়েছে এবং সমাজের একটা বিরাট অংশ পুলিশকে মেনে নিয়েছে এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশহীন সমাজের কথা চিন্তা করা সম্ভব কিনা তা মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করার বিষয় বলে মনে করি। মাননীয় সুবোধবাবু বল্লেন রবারের মতো বাংলাদেশের সীমারেখা বাড়ান যায় না, এবং বক্তৃতার মাধ্যমে মাননীয় নিরঞ্জনবাবু আমাদের বুঝাবার চেষ্টা করলেন undivided Bengal-এ পুলিশের খরচ এত বেশী ছিল না divided Bengal-এ যেরকম পুলিশ খাতে খরচ বেড়েছে। আমি বুঝে উঠতে পারি না তাঁর মত জ্ঞানবৃদ্ধ লোক —তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা আছে— একথা কি করে বল্লেন। আমাদের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য পুলিশের খরচ বেড়েছে—কিন্তু এই খরচ বৃদ্ধির পিছনে কি কোন যুক্তি নাই? আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের থেকে আমাদের সীমারেখা রক্ষা করবার জন্য পুলিশ রাখা চলবে না—কোন্ যুক্তিতে ও কোন্ আইনে তিনি একথা বললেন আমি বুঝতে পারছি না। তাই আমি তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে চাই, তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করুন undivided Bengal-এ পুলিশ বাবত যে খরচ ছিল divided Bengal-এ তার চেয়ে খরচ বৃদ্ধির কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আজ পশ্চিমবাংলার লোক এই খরচ স্বীকার করে নিয়েছে। আমরা welfare state-এ বিশ্বাস করি, আমরা কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছি যেখানে মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে।

[6-35—6-45 p.m.]

বহু মাননীয় সদস্য পুলিশ খাতের সমালোচনা প্রসঙ্গে তুলনামূলক তথ্য পরিবেশন করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যে, অন্যান্য খাতের চেয়ে পুলিশ খাতে অনেক বেশী টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ খাত তুলে দিতে হবে এবং তাতে দেশের কোন্ উপকার হবে সেই আলো-চনায় কোন সমালোচক না গিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন। তারা একটা কথাই বারংবার বলেছেন যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী টাকা নষ্ট করছেন এবং তাঁর বিভাগের সর্বনাশ করছেন। তাঁরা বিভিন্ন থানার কয়েকটা বিভিন্ন ঘটনার কথা তুলে ধরে এবং ফুটপাথের কথা বলে কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন, কিন্তু সত্যিকারে পুলিশ কি কোন বড় কাজ করে না? সেই কথা তো এঁরা একবারও বল্লেন না? আসানসোলের explosive situation এই Inspector-General of Police-ই রক্ষা করেছিলেন—কই, একথা তো তাঁরা একবারও বল্লেন না? যখন আমাদের এই মহানগরীতে রাণী এলিজাবেথ এবং অন্যান্য V. I. P.-রা পরিদর্শনে আসেন তখন সুষ্ঠুভাবে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব এই পুলিশ বিভাগই কাঁধে গ্রহণ করে। বিগত খাদ্য আন্দোলনের সময় সারা বাংলাদেশকে ধ্বংস করার এবং বাংলাদেশকে বিক্রী করে দেবার যে প্রচেষ্টা হয়েছিল এবং সারা বাংলাদেশে অরাজকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছিল তাতে এই কলকাতা মহানগরী তছনছ হয়ে যেত—কিন্তু তারা কেউ একথা স্বীকার করলেন না। এবং একথাও তাঁরা কেউ স্বীকার করলেন না যে, এই সেদিন এখানে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার ধূয়া তুলে সারা বাংলাদেশকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবার যে প্রচেষ্টা হয়েছিল, সেই মুহূর্তে এই Inspector-General of Police অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে আমাদের প্রদেশের শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করেছিলেন। মাননীয় সদস্য যতীন চক্রবর্তী মহাশয় এখানে বারে বারে একটা কথা তুলে ধরে বলার চেষ্টা করেন যে, Inspector-General of Police অত্যন্ত খারাপ মানুষ। আমি এখানে কোন অফিসারের নিন্দা বা প্রশংসার মধ্যে যেতে চাই না। আমি এই প্রসংগে শ্রীচক্রবর্তীকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—Inspector-General of Police এখানে উপস্থিত হয়ে

personal explanation দিতে পারবেন না—এবং যদিও মন্ত্রী মহাশয় তাঁর উত্তর দেওয়ার সময় এই সম্বন্ধে যথাবিহিত বক্তব্য এখানে উপস্থাপিত করবেন তবুও আমি শ্রীচক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি তাঁর অর্থাৎ Inspector-General-এর গুরুদেবকে ৫০০ টাকা ঘুষ দেবার সময় উপস্থিত ছিলেন। যতীনবাবুর উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত এ রকম অনেক কথাই এই বিধানসভায় উপস্থিত হয় এবং এরকম উদ্ভট কথা তুলে ধরে তিনি একটা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন এবং বারেবারেই কাঁচা যাদুকরের মতো ধরা পড়ে যান, এবং তিনি আপন রসিকতায় আপনিই আনন্দ পান। তিনি আজ এখানে একটা কথা বল্লেন যে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ মহাশয় মারা গিয়েছেন—এটা একটা irrepairable loss, কালীপদবাবুকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

আমার বক্তব্য হচ্ছে গোবিন্দবল্লভ পন্থের মৃত্যু তাঁর কাছে ইররেপারেবল লস্ না হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে হয়েছে, সমস্ত জাতির কাছে হয়েছে। তিনি যদি গায়ে কম্যুনিস্ট পার্টির নামাবলী দিয়ে একথা বলতেন তাহলে আমরা প্রমাণ করতে পারতাম যে তিনি দালালি করছেন এবং আবার আমাদের দেশকে বিকিয়ে দেবার প্রচেষ্টা করছেন। কম্যুনিস্ট পার্টির আস্তরণ গায়ে দেন নি বলে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনতে পারলমা না। তিনি এও সাজেসান দিয়েছেন যে ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কালীবাবু হবেন। একজন জাতীয় নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করার মত যদি শালীনতা বোধ তাঁর থাকে তাহলে তাঁর সেখানে চুপচাপ থাকা উচিত ছিল। তাঁর এইরকম কথা না বলাই উচিত ছিল এইটাই আজ দুঃখের সঙ্গে তাঁকে বলতে চাই। আমাদের এই পুলিশী বরাদ্দ সম্বন্ধে যে আলোচনা হচ্ছে তাতে পুলিশ যে অন্যায় করে না একথা আমরাও বলি না। কারণ যে অবস্থার মধ্যে আপনি আছেন, বিধানসভা আছে, দেশের জনসাধারণ আছে সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও দাবী কেউ করেন না যে পুলিশ দোষমুক্ত। কিন্তু একথা নিশ্চয়, আমরা দাবী করতে পারি যে, যারা ভারতবর্ষের পুলিশী ব্যবস্থা যদি কোথাও ভাল থেকে থাকে তাহলে তা একমাত্র পশ্চিমবাংলায় আছে। ট্রাফিককে চোখের সামনে রেখে একথা আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে অন্য দেশের লোকে এসে এখানে শিক্ষানবীশ থাকে এবং তারপর নিজের দেশে তা চালু করে। দেশে কি রকম অরাজকতা চলছে সেটা দেখাতে চাই। কালিম্পঙের কথা বলব না; চীনের কথা বললে আমাদের বন্ধুরা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন, কারণ চীনের সঙ্গে তাঁদের আঁতাত নেই। আমাদের এই চিন্তাধারা ছিল যে যারা কম্যুনিস্ট তাঁরা বাঙালী, ভারতীয় হতে পারেন না। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম যে তাঁরা মত পরিবর্তন করে ফেললেন যে পুলিশের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছে। অমারাও মত পরিবর্তন করে ফেললাম যে কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে কিছু ভারতীয়, বাঙালী আছেন। কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে ডাঙ্গে, নায়ার, জ্যোতি বসু আছেন যাঁরা বিহার যান চায়না লাইনকে সাপোর্ট না করার জন্য এবং যাঁদের রাজনৈতিক জীবনও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব আজকে পুলিশের ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে শুধুমাত্র গালাগালি দিয়ে নস্যাৎ করে ফেলে দেবার প্রচেষ্টা করলে হবে না, পুলিশকে আমাদের সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে আলোচনা করব, কিন্তু তার সুরাহা সম্বন্ধে আলোচনা করব না। Chief Presidency Magistrate-এর নামোল্লেখ করে তিনি তাঁর অনেকগুলি stricture-এর কথা বলে গেলেন যে গভর্নমেণ্ট কেন কোন ব্যবস্থা করেন নি? মাননীয় সদস্য জ্ঞান মজুমদার মহাশয়ও একই কথা বলে গেলেন। তাঁদের একথা জানা উচিত ছিল যে, সি-পি-এম বিজয়েশ মুখার্জী যে-সমস্ত stricture দিয়েছেন তার অধিকাংশ ব্যাপারেই action নেওয়া হয়েছে এবং দুটোর এখন investigation চলছে। কাজেই কোনটাই আমরা overlooked করতে পারি না। মাননীয় শঙ্করবাবু জুডিসিয়াল ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের কথা বলে এই প্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে এর উপর পুলিশের হস্তক্ষেপ হয় না। আজকে পশ্চিম বাঙলা যে অবস্থার মধ্যে আছে সেই অবস্থার মধ্যে পুলিশী ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে হবে এবং এর দ্বারাই সমাজকে সুন্দর পথে চালিত করতে হবে। একথা নিশ্চয় সৎ সাহসের সঙ্গে স্বীকার

করতে হবে—যতীনবাবুর পাল্টা জবাব দিয়ে নয়,—যে আমাদের আই. জি. ভাল করেছেন। এই কথা বলে আমি এই ব্যয়-বরাদ্দ সমর্থন করছি।

[6-45—6-55 p.m.]

Shri Saroj Roy :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একটু আগে মাননীয় সদস্য শংকরদাস ব্যানার্জী মহাশয় বলেছেন যে, বেংগল'স পজিশন পিকিউলিয়ার। তবে তিনি যেদিক থেকে পিকিউলিয়ার বলেছেন সেদিক থেকে না হলেও গ্রামাঞ্চলে যে জিনিষ দেখেছি তাতে অন্ততঃ একথাই বলতে পারি যে গ্রামাঞ্চলের পুলিশ আর সরকারের নেতৃত্বে নেই এবং এটা শুধু আমরাই নয় তাঁরাও বলেন যে আমরা সরাসরি কংগ্রেস সংগঠনের নেতৃত্বে চলি। যা হোক্, এখন আমার প্রথম প্রশ্ন হ'ল মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক উষানন্দ গিরি সম্পর্কে কিছুদিন আগে মেদিনীপুরে চার্জ করা হয়েছিল যে এই লোকের বিরুদ্ধে কোন রকম এনকোয়ারী করা হচ্ছে না সে সম্পর্কে কি হ'ল? তবে তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে তিনি এক সময় যশোহর জেলার কোটচাঁদপুরের পোষ্ট-মাষ্টার ছিলেন এবং সেখান থেকে কয়েক হাজার টাকা তছরুপ করার পর যখন পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বার করলেন তখন তিনি এখানে চলে এসে বিরাট আলখাল্লা পরে মেদিনীপুরে একটা আশ্রম করলেন এবং তারপর কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক হয়ে বহু টাকা তছরুপ করেছেন। অবশ্য "স্বাধীনতা" পত্রিকায় এই সংবাদ বেরুবার পর তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি কালীবাবুর কাছ থেকে জানতে চাই যে, ঐ লোকের বিরুদ্ধে যখন এ রকম চার্জ রয়েছে তখন তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ এনকোয়ারী করেছে কিনা? তারপর গ্রামাঞ্চলের পুলিশ কি নীতিতে চলে তা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে, ব্রিটিশ পিরিয়ডে যেমন গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু পুলিশ-মেন রাখা হোত থানার দালাল হিসেবে কাজ করবার জন্য আজও সেই নিয়মের পরিবর্তন হয়নি। তবে হ্যাঁ, একটা পরিবর্তন হয়েছে এবং তা হ'ল যে এইসব লোকেরা এখন কংগ্রেসের ১১০ আনার মেম্বার। যা হোক্, এসব কথার উত্তর যদি তিনি নাও দিতে পারেন তাহলে অন্ততঃ জনসাধারণের মংগলের দিকে তাকিয়ে এই জিনিষটা নোট করে রাখবেন যে, গড়বেতা থানার ২৫নং ইউনিয়নে রামকৃষ্ণ রায় বলে যে একটা লোক আছে তার সম্পর্কে পুলিশ অফিসারদের কাছে জিজ্ঞেস করলেও জানতে পারবেন যে তিনি একটা করাপটেড লোক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে এ ধরণের একটা লোককে বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং পুলিশ যখন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয় তখন তিনি বলেন যে পুলিশ আমার হাতের লোক এবং এই সুযোগে তিনি যমন একদিকে তাঁর ইচ্ছামত অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিক অন্য দিকে দেখছি পুলিশ অফিসাররাও তাঁর কথামত কাজ করে যাচ্ছেন। তারপর ২নং ইউনিয়নের বাঁশদা গ্রামের দিবাকর চক্রবর্তীর ব্রিটিশ পিরিয়ডে করাপ্শন এবং একটা মার্ডার কেস্ করার জন্য জেল হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের সংগে লক্ষ্য করছি যে তাঁর সংগে থানার খুব দহরম-মহরম চলছে এবং থানাও তাঁর সহযোগিতায় কাজ করছে। অবশ্য এই লোকটিও কংগ্রেসের ১১০ আনার মেম্বার এবং তাকে ডিলার করা হয়েছে। তারপর কড়ুই গ্রামের বৈদ্যনাথ হাজরা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং পুলিশ ম্যান বলে পরিচিত বলে তার কথায় পুলিশের সব কাজকর্ম হয়। কিন্তু এক সময় ডাকাতি কেসের সংগে তার যোগাযোগ ছিল বলে তার বিরুদ্ধে কেস্ হয়েছিল, কাজেই এ রকম করাপ্টেড লোকের সংগে যোগাযোগ রেখে পুলিশ যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার। তারপর ২৯নং ইউনিয়নের নিরোধবরণ সিংহ সম্বন্ধে জনৈক পুলিশ অফিসার আমাদের সামনে বলেছিলেন যে তিনি একজন মধ্য-যুগীয় টির‍্যাণ্ট এবং আজকেও এই ধরণের মধ্য-যুগীয় কাজকর্ম যে কিভাবে সম্ভব হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না। তবে তিনি যে এ রকম করছেন তার কারণ হ'ল তাঁর বিরুদ্ধে যদি থানায় কেস্ দেওয়া যায় তাহলে থানা সেই কেস্ নেয় না এবং এই সুযোগে তিনি যা খুশী তাই করছেন। যেমন ধরুন, যদি দু'টি

লিটিগেন্ট পার্টি হয় তাহলে এক পার্টিকে তিনি বলেন যে টাকা দাও, তোমাকে জিতিয়ে দেব এবং এই সুযোগে তিনি সেই পার্টিকে দিয়ে মর্টগেজ লিখিয়ে নেয়। গত ৪. ৩. ৬১ তারিখে শীতল প্রসাদ হাজরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস্. পি. এবং এস্. ডি. ও.-র কাছে সমস্ত ঘটনা জানিয়েছে, তবে জানি না কোন রকম এনকোয়ারী হবে কিনা বা পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে কিনা। তারপর জোতদারদের সঙ্গে পুলিশের কি রকম সম্পর্ক তার একটা ঘটনা দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে. গত ধান কাটার সময় ১৪৪ ধারা জারী করে বলা হ'ল যে কেউ ধান কাটতে যাবে না। অথচ ধান কাটার সময় দেখা গেল যে জোতদাররা থানার পুলিশ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কৃষকের ধান লুট করছে। যেমন গড়দা গ্রামের গঙ্গারাম দাসের ধান লুট করেছে বলে সে থানায় গিয়ে ডায়েরী করেছে, কিন্তু কিছুই হল না। কাজেই এই সব কংক্রিট কেসের ভেতর দিয়ে আজ এটাই পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে পুলিশ এখন আর স্টেটের নেতৃত্বে না চলে সরাসরি কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলে।

জনৈক পুলিশ অফিসারকে যখন খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনারা এই রকম কেন করছেন, তখন তিনি মাত্র দুটো কথা বলেছিলেন—যদি চাকরি রাখতে হয় তাহলে কংগ্রেসের কথা শুনতে হবে, যদি সংসার চালাতে হয় তাহলে ঘুষ নিতে হবে। কারণ, সংসার খরচ বেড়ে চলেছে, নানা রকম খরচ বেড়েছে, ঘুষ নেওয়া ছাড়া রাস্তা নেই। জনৈক দারোগা একটা কথা বলেছিলেন যে ইংরাজ আমলে তবু কিছু কিছু প্রহসন আমাদের করতে হত কিন্তু বর্তমানে আমাদের তা করতে হয় না, বহু ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা আমাদের টেলিফোনে জানিয়ে দেন please release him. কালীপদবাবু একটু আগে বললেন যে ক্রাইমের সাকসেসফুল ইনভেস্টিগেশন হয়। আমি কংক্রিট কেস্ দিচ্ছি কেশপুর থানায় গত ২ বছরে ৪।৫টা মার্ডার হয়, একটারও ইন্ভেস্টিগেশন হয়নি। গত ২৬. ১. ৬১ তারিখে তোড়া গ্রামে মদনমোহন ঘোষকে সন্ধ্যা থেকে খুঁজে পাওয়া গেল না। লোকজন যখন নানা দিকে খোঁজ করতে লাগল পুলিশ এল তার কয়েক দিন বাদে, ডেড বডি পাওয়া গেল ২ মাইল দূরে। একটা মেয়ে কন্ফেশন দিল কে কে মার্ডার করেছে—প্রত্যেকের নাম করা হয় কিন্তু লজ্জার কথা তারা ওপেনলি ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ তাদের ধরছে না। আমরা জানি টাকা দিয়ে এই কেস্ হাস-আপ হয়ে যাবে। এর পিছনে সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় কে সেটা জানা দরকার। বর্তমানে কেশপুর থানায় যিনি অফিসার-ইন-চার্জ আছেন তাঁর আগে যিনি অফিসার-ইন-চার্জ ছিলেন লাস্ট ইয়ারে তাঁর সময়ে কেশপুর থানার একটা অঞ্চলে মুসলমানদের ভেতর একটা দাঙ্গা হয় এবং তা নিয়ে ঘরে আগুন দিয়ে দেওয়া হয়। তাদের একটা পক্ষে ছিল স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা। সেখানকার দারোগা ছিলেন স্ট্রেট-ফরওয়ার্ড লোক, তিনি কংগ্রেস নেতার কথা শুনতে চান নি, তিনি কেসটা প্রপার ইনভেস্টিগেশন করেছিলেন। আমরা জানি কালীপদ-বাবু সত্য জবাব দেবেন, এখান থেকে দরবার করা হয় যে ঐ পুলিশ অফিসারকে সরিয়ে নেওয়া হোক। কালীপদবাবু নিজের হাতে নিজের প্যাডে চিঠি লিখে দিয়েছেন মেদিনীপুর জেলার জনৈক বড় অফিসারকে যে ঐ পুলিশ অফিসারকে অবিলম্বে ট্রান্সফার করা হোক। কোন উপায় নেই, সেখানে কালীপদবাবু সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। আজকে সেজন্য পরিষ্কার এখানে বলতে হচ্ছে যে স্টেট থেকে যে টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে এবং এখানে যে সমস্ত আলোচনা হচ্ছে এটা নিছক প্রহসন। কেন না স্টেটের সঙ্গে পুলিশের কোন সম্পর্ক নেই। আজকে পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কংগ্রেস সংগঠনের। কংগ্রেস সংগঠনের কথা শুনতে পুলিশ বাধ্য হয়। কারণ, তাঁরা বলেন যে কংগ্রেসের কথা যদি তাঁরা না শোনেন তাহলে তাঁদের চাকরি থাকবে না, প্রোমোশন হবে না। ক্রাইমের ফিগার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়—কালীপদবাবু কি জানেন না যে নানা দিক থেকে ক্রাইমের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হয়েছে? আমি গ্রামাঞ্চলে থাকি, সেখানে দেখি ক্রাইম অনেক বেশী বেড়েছে। ডাকাতির কেসকে চুরির কেস্ বলে সেখানে লেখান হয়। গতবার আমি কংক্রিট কেস্ দিয়েছিলাম—১২/১৪ জন নানা অস্ত্র নিয়ে ডাকাতি করে চলে গেল; সেখানে ডাকাতি কেসকে চুরি বলে লেখান হয়—৩৮০/৩৭৯ বলে কেস্ এণ্ট্রি করা হয়েছে। তাছাড়া, সিকিউরিটি এ্যাক্ট সম্পর্কে কথা আছে। আমি

একটু আগে বললাম যে এক ভদ্রলোক মধ্য-যুগীয় বর্বরতা চালাচ্ছেন। থানার অফিসার আমাকে বলেছিলেন যে যদি কংক্রিট কেস্ না পাই তাহলে কিছু করতে পারি না। থানার অফিসার আমাকে বলেছিলেন হ্যাঁ, এই ভদ্রলোক অত্যন্ত অন্যায় করছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে সিকিউরিটি এ্যাক্ট চালান হয় নি। সিকিউরিটি এ্যাক্ট চালান হয় বনগাঁয় যারা খাদ্য আন্দোলন করেছিল তাদের বিরুদ্ধে। আমার কথা হ'ল পুলিশ বিভাগ আজ কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে কাজ করছে, রাষ্ট্রের নেতৃত্বে কাজ করছে না। সুতরাং রাষ্ট্র থেকে তাদের টাকা দেবার কোন মানে হয় না।

[6-55—7-5 p.m.]

The Hon'ble Kalipada Mookerjee :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আরক্ষবাহিনী ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরীর প্রস্তাব উপলক্ষ্যে যে চার ঘণ্টাব্যাপী বিতর্ক ও সমালোচনা হচ্ছে আমি তা গভীর মনোনিবেশসহকারে শোনবার চেষ্টা করেছি। সমালোচনা গণতন্ত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই সমালোচনার প্রয়োজন আছে আমি জানি। প্রতিটি প্রশাসনিক ব্যাপারে কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি থাকবে, মানুষ নিয়ে যেখানে কারবার সেখানে কিছু দোষ-ত্রুটি থাকবে সেখানে দুর্নীতি বা কর্তব্যে অবহেলা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাধারণ সমাজের মধ্যে যদি কিছু দুর্নীতি থাকে, কর্তব্যে অবেহেলা বা ঔদাসীন্য থাকে তাহলে তার প্রতিফলন য়্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যেও দেখা দেবে এটা কিছু আশ্চর্যের কথা নয় কিন্তু আজ পুলিশ সম্বন্ধে আলোচনা বা সমালোচনা করতে গিয়ে যদি কেবলমাত্র তাদের দোষ-ত্রুটির দিকেই আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং তাদের অন্যান্য কার্যাবলী, প্রশংসনীয় যে কর্মোদ্যম নূতন আদর্শবাদ এবং সমাজসেবায় অনুভূতি এবং অনুপ্রেরণা নিয়ে সমাজ কল্যাণের কাজে পুলিশ বাহিনীর যে আত্মনিয়োগ সেইসব কথা যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে তাদের যে মরাল সে মরালের উপর নির্ভর করছে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার কল্যাণ সেই মরাল ভেঙ্গে যাবে। পুলিশ আজ সমাজজীবনে অপরিহার্য অংগ, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন আছে। সমাজ এটা উপলব্ধি করছে যে পুলিশের সাহায্য ব্যতিরেকে সমাজের কল্যাণ সম্ভবপর নয়। তার বিকাশ, তার কল্যাণ, তার সম্প্রসারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন।

আজ বাঙলা দেশে যে সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়েছে, জাতীয় জীবনে এই সমস্যা যে পরিমাণ জটিলতা ধারণ করবে, পুলিশের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও ঠিক সেই পরিমাণে বেড়ে যাবে। আজ পুলিশ শুধু শান্তি-শৃংখলা এবং জন-নিরাপত্তা রক্ষার কাজে ব্যাপৃত নয়, তাকে আজ সমাজ কল্যাণ ও সমাজসেবার কাজেও তার আহ্বান এসে পেঁাছাচ্ছে। আমরা যদি ভুলে যাই যে দৈব-দুর্বিপাকের সময়, বিপদের সময় বন্যা বা প্লাবনের সময় পুলিশ বিপন্ন, আর্ত নরনারী সাহায্যার্থে যেভাবে এগিয়ে আসে, তাহলে তাদের উপর অবিচার করা হবে। এই আলোচ্য বছরে দেখছি তোর্ষা নদীতে অতর্কিতে প্লাবন দেখা গেল, শত শত গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তখন প্রথম সেখানে নৌকা নিয়ে আর্ত বিপন্নের উদ্ধারের কাজে কারা এগিয়ে এসেছিল? এই পুলিশবাহিনী। পরে অবশ্য এসেছিল সমাজসেবী জনসাধারণ। কেবল ফাঁকা আওয়াজ তুলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। জনসাধারণের মধ্যে পুলিশ হয়েছিল অগ্রণী। শুধু তোর্ষার কথা নয়, মেদিনীপুর অঞ্চলে, হাওড়ার উলুবেড়িয়া, আমতা অঞ্চলে যখন বন্যা বিকট রূপ ধারণ করেছিল, তখন আর্তত্রাণ কাজে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে গিয়েছিল কারা এই পুলিশবাহিনী। আরো আমরা দেখেছি ঘরে যখন আগুন লাগে, সেই সময়ও এই পুলিশকে সেই আগুন নিভাবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। আবার অন্য দিকে খেলাধূলার জগতে —sporting world-এও তারা অপরিহার্য। আজ কলকাতা সহরে এই যে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা হয়, সেখানেও নিয়ম-শৃংখলা রক্ষার জন্য বহু লোক বহু পুলিশকে মোতায়েন রাখতে হয়। আপনার বোধহয় জানা আছে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে গত ১৯৫৯ সালে উপযু

সংখ্যক পুলিশবাহিনী নিয়োগ আমরা করিনি। তার ফলে I. F. A. খেলা বাতিল করে দিতে হয়েছিল। এই বছর জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানের সংগে যখন ক্রিকেট খেলা হয়, সেই সময় ঐ ক্রিকেট খেলাকে সার্থক করে তুলবার জন্যও বহু পুলিশ মোতায়েন রাখতে হয়েছিল। তাছাড়া ক'লকাতা এবং বড় বড় সহরে দেখেছি দুর্গা পূজা বা অন্য কোন পালপার্বনের সময় পুলিশের কি কর্মতৎপরতা! বিরোধী দলের অনেক বন্ধু সমালোচনা করেছেন যে আজও তারা সেই ইংরেজ আমলের পুলিশের মতই আছে, কোন সংযোগের তাঁরা ধার ধারেন না। অনেকে বলেছেন জনতার সংগে তাদের কোন সহযোগীতা নাই। কিন্তু তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে শুধু এই আলোচ্য বর্ষেই নয়, কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি যে ক'লকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সমন্বয় সমিতি গঠন করে পুলিশ এবং জনসাধারণের মাধ্যমে কখন কোন্ প্রেরণা, নূতন দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে, তার প্রশংসা আমরা দেখেছি সমস্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে। আমরা সংবাদপত্রে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছি পুলিশের এই কর্মতৎপরতার জন্য। কারণ আপনি জানেন যেখানে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাগম হয়, সেখানে আন্তঃপ্রাদেশিক গাঁটকাটা, চোর, বদমায়েসও এসে হাজির হয়। আশ্চর্যের কথা দুর্গোৎসবের সময় সার্বজনীন দুর্গা প্রতিমা দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী কাতারে কাতারে যখন এবার সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন তাদের মধ্যে এবার চুরি বা পকেটমার বা গাঁটকাটার বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটেনি। এর নজীর আমরা দেখেছি সংবাদপত্রের মাধ্যমে। অনেকে বলে থাকেন পুলিশের কার্যাবলী বড়ই নিন্দার্হ। যেখানে নিন্দা করবার প্রয়োজন, সেখানে নিশ্চয়ই আপনারা নিন্দা করবেন। যেখানে পুলিশ নিন্দনীয় কাজ করে থাকেন, সেখানে নিন্দা করবেন, যেখানে দোষ-ত্রুটি ঘটবে, সেখানে তাদের নিন্দা নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু যখন তারা সেই সমাজ কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করে, বিপদের দিনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, শান্তি-শৃংখলা ও জন-নিরাপত্তার জন্য নিজেরা ব্যতিব্যস্ত থাকে, তখন তাদের প্রশংসা করার প্রয়োজন আছে। শুধু তাই নয়, আর একটা কথা আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই—আপনি জানেন স্পীকার মহোদয়, গত জুলাই মাসে আসামে দাংগা-হাংগামার জন্য এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে বাঙলা দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করেছিল বাঙলা সরকার এবং বাঙলার পুলিশবাহিনী। তখন তাঁরা যে কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন তার স্বীকৃতি লোকসভার মাধ্যমে আমরা দেখেছি। লোক-সভার বিরোধী দলের অন্যতম নেতা আচার্য কৃপালনী, তিনি বাঙলা সরকার ও বাঙলা সরকারের পুলিশের যে ভাবে প্রশংসা করেছিলেন তার জন্য আমরা সকলেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কাজেই বাঙলা দেশে যখন এই রকম দুর্বিপাক ঘটে, যখন এই রকম সংকটময় পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, তখন পুলিশকে আমরা দেখেছি পুলিশ আত্মনিয়োগ করেছে, শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করেছে, সমাজের কল্যাণ সাধন করেছে। আজ আমরা পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কথা চিন্তা করছি। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু দেশে যদি শান্তি ও নিরাপত্তা না থাকে, সেখানে কোন পরিকল্পনা রূপায়ণ করা সম্ভবপর কিনা, সে-কথা আপনি বিবেচনা করুন। কাজেই তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে যে দেশে যারা সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে তাদের কঠোর হস্তে শাস্তি বিধান প্রয়োজন। তাদের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। এক দিকে কঠোরতা, আর এক দিকে সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ, এই হচ্ছে পুলিশের প্রধান কর্তব্য।

[7-05—7-15 p. m.]

সুবোধবাবু বলেছিলেন পুলিশ কোডের কথা। সত্যিই পুলিশ কোড্ রচিত হয়েছে। পুলিশ এসোসিয়েশন, সভা-সমিতি এবং তার নির্দেশনামা সার্কুলার ইসু করা হয়েছে। আমাদের সার্কুলার লিষ্টে যা আছে, তা সব পড়ে আমি সময় নিতে চাই না। কিন্তু সেই সার্কুলার মাধ্যমে প্রতিটি পুলিশ অফিসারের কাছে এই নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যে দেশর এই পরিবর্তিত পরিবেশে পুলিশবাহিনী জনসাধারণের সাহায্যার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সর্ববিষয়ে অকুতোভয়ে তাদের সাহায্য প্রদান করবে সহানভূতির সংগে, শালীনতার সংগে তাদের আচরণ

করবে। কাজে কাজেই যদি পুলিশ তার ব্যতিক্রম কোথাও করে, তাহলে তার সেখানে সাজা পেতে হবে।

সোমনাথবাবু তাঁর ছটাই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে বলেছিলেন যে কলিকাতা সহরে পুলিশ কর্মচারী বা পুলিশ অফিসার আসামীদের প্রতি নির্মমভাবে অত্যাচার ও ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা নাকি আসামীকে থানাতে নিয়ে গিয়ে অনেক নির্যাতন ও নিপীড়ন করেন হয়ত তাঁদের সেই পুরাতন সংস্কার আজও রয়েছে; এবং এর জন্য কলিকাতায় আমরা দেখছি যে ১০টি অভিযোগ অনুযায়ী জুডিসিয়াল এনকোয়ারীর ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু অনেক সময় যে অভিযোগ করেন, সেই অভিযোগ যুক্তিসহ নয়। সে ভিত্তিহীন অভিযোগ, দলীয় স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে অনেকে চেষ্টা করেন পুলিশকে স্বকীয় বা দলীয় স্বার্থে প্রভাবান্বিত করবেন বা তাঁদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবেন। যেমন আমরা দেখছি, শ্রদ্ধেয় বন্ধু যতীন চক্রবর্তী মহাশয় (শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী শ্রদ্ধেয় কি করে হবে? প্রীতিভাজন বলুন।) [হাস্যরোল] আচ্ছা তাই। তিনি নিজেকে ব্যবহৃত করেন যন্ত্রী হিসাবে। তিনি কোন যন্ত্রীর যন্ত্র হিসাবে নিজেকে ব্যবহার করেন জানি না। তিনি অনেক ইতিহাস উদ্ঘাটন করেন কিন্তু তার যে যন্ত্রী সেটা রহস্যাবৃতই থেকে যায়। তিনি অভিযোগ করেছেন, Police Commissioner-এর কথা বলেছেন। যেদিন এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তখনই পুলিশ Commissioner এবং Home Secretary-কে এর তথ্য অনুসন্ধান করতে বলি। তিনি পুলিশ Commissioner এর যে গুপ্ত রহস্যের কথা বলেছেন, যা যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি তারই brief নিয়ে এখানে বললেন। আমি জানি প্রতিবারই তিনি কারো না কারো কথা নিয়ে এখানে বলেন এবং পরে আবার তাঁর অভিমত বদলান। আমরা দেখেছি কয়েক বৎসরের ইতিহাসের নজীর দিয়ে, তিনি বিধানসভায় যে অভিযোগ দেন তা মাঝে মাঝে বদলিয়ে যায়। তাঁর যে যন্ত্রী সেই যন্ত্রীই তা পরিবর্তন করে। আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, Police Commissioner তার উত্তরে যে কথা বলেছেন সেটা আমি এখানে বলছি, that it is absolutely confidential, this is of confidential nature, যা কিছু আলাপ আলোচনা হয়েছে, সত্যেন রায়, প্রাক্তন Chief Secretary বলেছেন, তার কোন কথা Government কারো কাছে প্রকাশ করতে পারে না। তাঁরা বলেছেন যদি কেউ প্রকাশ করে থাকে তবে সেটা কল্পনাপ্রসূত। তার সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। যিনি এই list-এর কথা বলেছেন তিনি কল্পনায় বিচরণ করেন। তার কারণ সত্যেন রায় যখন Chief Secretary ছিলেন তখন তাঁর দায়িত্ব ছিল যদি অনুপযুক্ত লোককে revolver বা বন্দুক দেওয়া হ'ল তা তিনি supervise করতে পারতেন। তিনি দেখতে পারতেন এবং যদি অন্যায় আচরণ হয় তাহলে তাতে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। কাজেই list-এর প্রশ্ন আসে না। এটা গোপন জিনিস এবং তা রহস্যাবৃতই থাকবে যেমন যতীনবাবুর যন্ত্রী আজো গোপন আছেন এটা সব বিষয়ে প্রযোজ্য যে কেউ যদি ঘুষ খায় বা কোন অন্যায় করে তাহলে তার জন্য উকীল, Barrister-রা brief নিয়ে থাকে in consideration of money কিন্তু তিনি কিসের consideration-এ তাদের brief নিচ্ছেন সে-কথাই জিজ্ঞাসা করছি। সোমনাথবাবু তিনি যে অভিযোগ করলেন হয়ত হতে পারে এবং যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা অত্যন্ত অন্যায়। তাঁকে লেখা যে চিঠি তিনি পড়লেন, আমি এই বিষয় তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমি এই বিষয় অনুসন্ধান করবো Deputy Commissioner-কে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম ভালভাবে অনুসন্ধান করে আমাকে report দিতে। আমি সবিস্তারে তাঁর কাছে চিঠি লিখেছিলাম। যে ১৯টি case Judicial enquiry-র জন্য দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ৮টি case-এ prima facie case-এ সেখানে তা প্রমাণ না করতে পারায় বাতিল হয়ে গিয়েছে। ৫টি case acquitted হয়েছে। ৪টি case-এ যারা অভিযোগকারী তারা তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং দুইটি case চলছে তার মধ্যে একটি case-এ সাজা হয়েছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আবার High Court-এ আপিল হয়েছে এবং সে আপিল মঞ্জুর হয়েছে। কাজেই এটাকে বিচারাধীন বলা চলে।

[7-15—7-25 p. m.]

সোমনাথবাবু যে অভিযোগ করেছেন আমি তার যথাযথ উত্তর দিয়েছি। একটা কথা তাঁকে জানাতে চাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু পুলিশ দপ্তরেই নয়, প্রতি দপ্তরেই দুর্নীতি বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। কিন্তু যদি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি থাকে তাহলে তার প্রতিফলন সরকারের দপ্তরে আত্ম প্রকাশ করবে না একথা জোর করে বলা যায় না। দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন। গত তিন বৎসরের খতিয়ান আমি আপনার সামনে উপস্থিত করছি। ১৯৫৮ সালে সর্বসমেত ১৭৬ জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে Sub-Inspector, Asstt. Sub-Inspector, Head Constable, Constable আছে; ১৯৫৯ সালে ১০৪ জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে ১৯৬০ সালে ৯২ জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে ১৬ জন dismiss ও discharge হয়েছে। এ ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে reversion হয়েছে, উৎকোচ গ্রহণ করার অপরাধে, ও কর্তব্য অবহেলা করার অপরাধে reversion in rank হয়েছে, মাইনে কাটা হয়েছে। এ ছাড়াও ছোট-খাট অপরাধের জন্য সাজা দেবার ব্যবস্থা আছে-- reduction in pay ১৯৫৮ সালে ২৪১ জনের হয়েছিল, ১৯৫৯ সালে ২৪৫ জনের এবং ১৯৬০ সালে ১৮৭ জনের reduction in pay হয়েছে। কাজেই সরকার নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন একথা বলা যায় না। তারপর মাননীয় সদস্য নিরঞ্জনবাবু ও অন্যান্য কয়েক জন সদস্য বন্ধু বলেছেন যে পুলিশ বিভাগে খরচ বেড়ে গিয়েছে। অথচ crime অনেক বেড়ে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত দশ বৎসরের পরিসংখ্যান আমার কাছে আছে—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য আগে যে অবস্থা ছিল এখন তা নয়-১৯৫৩ সালে ৭০২টি, ১৯৫৬ সালে ৬০০টি, ১৯৬০ সালে বাঙলা দেশে ডাকাতি হয়েছে ৫৫২টি, তারপর, murder অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫০ সালে ৬১৬টি, ১৯৫৩ সালে ৩৮৮টি, ১৯৫৬ সালে, ৪৩৪টি, ১৯৫৭ সালে ৪৬৫টি, ১৯৫৮ সালে ৪৫৫টি, এবং এ বৎসর ৪৬৮টি। আমি আগেই বলেছি murder ও robbery case কিছু বেশী হয়েছে। আগে থেকে একথা কখনো বলা সম্ভব নয় crimes-এর গতি নীচের দিকে যাবে , কখনো upward trend থাকে; কখনো downward trend থাকে। এখানে এটা বিচার্য বিষয়, বাঙলা দেশে লোক-সংখ্যা কি পরিমাণে বাড়ছে, তার প্রতিফলন অপরাধের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাবে একথা অনস্বীকার্য। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় হত্যাকাণ্ড পশ্চিম বাঙলায় কত হয়েছে তার একটা হিসাবও আমি দিচ্ছি,—১৯৫৯ সালে বাঙলা দেশে ৪৪৮টি, বিহারে ৮৬৭টি বোম্বে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এক সঙ্গে ১,৯২৫টি, মধ্য প্রদেশে ১,৩২৬টি, উত্তর প্রদেশে ১,৬৯৩টি, অন্ধ্র প্রদেশে ৮১২টি, মাদ্রাজে ৮০৩টি, পঞ্জাবে ৫৯৫টি, উড়িষ্যায় ৩০২টি।

[7-25—7-35 p. m.]

কাজে কাজেই পরিসংখ্যান থেকে আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন যে বাঙলা দেশে হত্যাকাণ্ড কি রকম ঘটছে। কিন্তু murder is not a preventable crime. কোন লোক বলতে পারে না—শাসনব্যবস্থা যতই সুন্দর হোক না কেন—আকস্মিক দুর্ঘটনার মতন হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। কারণ এটা জমিজমা নিয়ে হতে পারে, ফ্যামিলি ফুয়েড হতে পারে, love intrigue থেকে murder হয়। কাজেই মার্ডার প্রিভেণ্টিভ ক্রাইম নয়। অনেকে হয়ত মনে করবেন আমাদের মতন অনগ্রসর দেশে অপরাধের সংখ্যা খুব বেড়ে চলেছে। আমি কয়েক দিন পূর্বে গ্রেট ব্রিটেন এবং ইউ. এস এ.-এর ফিগার নিয়ে এসেছি। ১৯৫৭ সালে total murder of offences under all heads ইউ. কে-তে ছিল ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৬২, ১৯৫৮ সালে ৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৫০৯, ১৯৫৯ সালে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬২৫ জন। তারপর offices against property with violence ১৯৫৭ সালের মধ্যে murder, attempt to murder, greiervous bust ইত্যাদি সব মিলিয়ে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৩৫৭ ছিল, ১৯৫৮ সালে সেটা হ'ল ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৪৮ এবং ১৯৫৯ সালে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২২ হয় এবং offences

against property without violence-এর সংখ্যাও বাড়ছে। আমি এসব গ্রেট ব্রিটেনের পরিসংখ্যান দিলাম। এখন আমি ইউ. এস. এ.-র কথা বলব। সেখানে ১৯৫৮ সালে মার্ডার ৫ হাজার ২২০টি হয়। (শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত : মুক্তি সেনের কি হ'ল?) কোলকাতার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট যে সমস্ত ঘটনাবলী অন্বেষণ করেছিলেন তার প্রায় সব কেসেই তাঁরা সাক্সেসফুল হয়েছেন। এই মুক্তি সেনের কেস্ সম্বন্ধে কোন হদিস পাওয়া যায়নি এবং এ সম্বন্ধে Commissionr of Income Tax আফিসে লেখা হ'ল এই মুক্তি সেন কোন্ কেস্ করছিলেন। Commissioner of Income Tax জানিয়েছেন যে That the deceased Mukti Sen has no important case pending with him. His death could not have benefitted any income tax assessin in any way, কাজেই দুনিয়ার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখবেন যে 100% detection হয়েছে এমন কোন রাজ নেই। আজকে বাঙলা দেশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের প্রচেষ্টায় যে সমস্ত মামলা উত্থাপন করা হয়েছে এবং যে সমস্ত মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আদালতে সাজা পেয়েছেন তার সংখ্যা অনেক বেশী। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, শ্রীসত্যেনবাবু ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করে শিলিগুড়ির কথা বলেছেন! আমি তাঁদের বলতে চাই যে, শিলিগুড়িতে যে দুজন কিষাণ কর্মীকে জামীনে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল তাঁরা অন্যান্য যে সমস্ত সাক্ষী ছিলেন তাঁরা ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন এবং মারধোর ও জীবন নাশ করবেন বলে এই রকম অভিযোগ করেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই রকম অভিযোগ হওয়াতে তাঁদের জামীন নাকচ হয়েছিল এবং তাঁরা যে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য এই রকম অভিযোগ করা হয়নি।

আর একটা কথা আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই যে, এই ৪ ঘণ্টা ধরে আলোচনার মধ্যে যেসব কেস্ এবং বিশেষ করে স্পেসিফিক্ কেস্ এবং স্পেসিফিক কোশ্চেন এখানে উত্থাপন করা হয়েছে সে বিষয় আমার কোন জ্ঞান নেই, আমাকে তার মেটিরিয়াল সংগ্রহ করতে হবে কাজেই এই অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সব বিষয়ের জবাব দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের তরফ থেকে গতবারে আমি বলেছিলাম যে, যে সমস্ত অভিযোগ করা হয় তার পেছনে কোন ভিত্তি নেই এবং সমস্ত জিনিষ এন্কোয়ারী করা হয়।

আমি আই. জি.-র বিরুদ্ধে যে বাসের নম্বর দিয়েছিলাম তার কি হ'ল?

আই. জি.-র বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। যা হোক্, উনি এখানে যুগান্তরে প্রকাশিত একটা রহস্যের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমি আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই যে, পুলিশ বিভাগের কর্মতৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনসাধারণের কল্যাণ প্রতিষ্ঠাকল্পে, দেশের ও নিরাপত্তার খাতিরে এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এই কাজে আজ পুলিশবাহিনী প্রয়োজন। স্যার, অনেকে বলেন আমরা দলীয় স্বার্থে পুলিশ-বাহিনী ব্যবহার করি। কিন্তু আমি তারস্বরে ঘোষণা করতে পারি যে, এই সমস্ত উক্তি সম্পূর্ণ অসত্য এবং ভিত্তিহীন। তবে যাঁরা স্বকীয় এবং দলীয় স্বার্থে পুলিশকে প্রভাবান্বিত করতে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছেন একমাত্র তাঁরাই পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে জাতীয় জীবনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করবার চেষ্টা করেন। যা হোক, একথা বলে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker: Before I put the cut motions to vote, may I inform the House that the subject-matters of cut motion Nos. 9, 17, 18, 19, 40, 48, 48(a), 64, 78, 85, 90-91, 110 and 144 are sub judice.

The motion of Shri Benarashi Prosad Jha

that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Basu
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli
that the demand of Rs 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Haldar
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Rabindra Nath Mukhopadhyay
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100
was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100
was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100
was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100
was then put and lost.

The motion of Shri Provash Chandra Roy
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs 100
was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100
was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100
was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100
was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury
that the demand of Rs. 8,46.90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100
was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100
was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhyay
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100
was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chakravorty
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The Renupada Halder
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Provash Chandra Roy
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Khagendra Kumar Roy Choudhury
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhyay
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Shaikh Abdulla Farooquie
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu
that the demand of Rs 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Gobindra Charan Maji
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Panchanan Bhattacharjee
that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Jyoti Basu that the demand of Rs. 8,46,90,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 30,700, was then put and lost.

[7-35—7-39 p.m.]

The motion of the Hon'ble Kali Pada Mookerjee that a sum of Rs. 8,46,90,000 be granted for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" was then put and a division taken with the following result:—

AYES—125

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed

Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimatti Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing

NOES—46

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Muzumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhaya, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Ray, Shri Saroj
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 125 and the Noes 46, the motion was carried.

ADJOURNMENT

The House was then adjourned at 7-39 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 15th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXIX—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-ninth Session

(February—March, 1961)

The 1st, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th and 21st March, 1961

PART 12

15th March, 1961

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price —Rs. 1·25 n.P. ; English 1s. 10 d. per copy

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 15th March, 1961, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 188 Members.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

[3—3-10 p.m.]

The Hon'ble Abdus Sattar: Government do not normally declare any factory holiday. Holidays in factories are governed by agreement or awards. On the occasions of national holidays, viz., the Independence Day and Republic Day, the Government of India and also the Labour Department request the employers to grant holiday with wages. Because of the special importance of the Tagore Birthday, this year, we may issue letters to employers as we do in the case of national holidays.

DEMAND FOR GRANT No. 51.

Major Head: Loans and Advances by State Government.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I move that a sum of Rs. 9,36,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government".

If you look at the red book you will find that this particular head of the budget has got items to give loans and advances by the State Government under different heads. I will try to go through some of them and place before the House the information that I possess. The first item is the Grant to the Calcutta Corporation of Rs. 2 lakhs 58 thousand on loans for increasing the emoluments of low-paid employees. Three years ago the Government of India decided that they would be able to pay to the Government servants the amount as grant which make their total emoluments up to Rs. 100 beyond a particular scale. We, in this State, thought that it would be better to give relief to another class of employees viz., those who get a salary of Rs. 100 to Rs. 250. While we might have the resources, the municipalities and the Corporation had not the same resources for their own employees; and this money is given to them as either loan or grant.

The next one is a big item of Rs. 15 lakhs—Loans under Urban Water Supply and Sanitation Scheme. There is a big scheme which has been put for different areas for providing them with water supply and sanitation. The list is a very big one. I do not think that it is necessary for me to read the whole thing. The total amount that is provided for in the Third Five-Year Plan is Rs. 78 lakhs but this year we have provided only for a portion of it. The areas that have been taken up for State help are the Garden Reach Water Supply Remodelling Scheme, Halisahar Water Supply Schme, Darjeeling Water Supply Scheme, Bankura Water Supply Scheme, Kurseong Water Supply Scheme, South Suburban Water Supply Scheme, Bhatpara Water Supply Scheme, Kharagpur Water Supply Scheme, Midnapore Water Supply Scheme and Nabadwip Water Supply Scheme.

Apart from this there is another scheme, viz. the scheme for the supply of water in the Assansol area which is not included in this particular head.

Then we come to a very big group of items for which we have provided for loans and grants of Rs. 6,36,93,000 meant for different projects which I shall just explain. First I come to loan under middle income group housing scheme. This is a scheme which is outside the grant and it is a Centrally sponsored scheme. For it Rs. 48 lakhs have been provided for this year. This amount is meant to disburse loan to individual persons having an annual income ranging between Rs. 6,000 and Rs. 12,000 for construction of houses by themselves, or they may be constructed by Government for either letting out to them or sale on hire-purchase basis to eligible personnel falling within the above income group. The provisions here represent loans to be disbursed to individuals during the years mentioned herein. The maximum amount available under this scheme is Rs. 16,000. A man can get loans for building houses—Rs. 4,000 for purchase of the land and development of the land provided the individual contributes Rs. 5,000 for construction so that the total property will be worth Rs. 25,000 and that is essential for this grant. Up to 31st January, 1961 a total sum of Rs. 25,31,499 was sanctioned to individuals for construction of houses by themselves out of which a total sum of Rs. 17,63,436 were actually disbursed among the loanees up to 20-2-61.

Then I have got some more figures to give you. The progress under the Head upto 31-12-60 is as follows:

Number of applications received	975
Number rejected	375
Number sanctioned	176
Number selected by the committee awaiting sanction	106
Number under construction	318
Actual amount disbursed	Rs. 18,59,286

The Government, on the other hand, according to the same scheme, has under construction blocks at Patipukur Nos. 41—costing Rs. 10,44,000.

At Kalyani buildings are under construction at a cost of Rs. 24.70 lakhs. The scheme sanctioned for Regent Estate, Tollygunge Nos. 20—Rs. 5.64 lakhs. For Netaji Subhas Road, Tollygunge, Nos. 144 tenements—Rs. 13.67 lakhs.

Next item under this Head is loans to the West Bengal Development Corporation. As you are aware, a statutory body created by this Legislature has made provision. Rs. 1 crore has been given to it for the following purposes:—

Construction of the Calcutta Burdwan Sxpress High Way.

Construction of the Calcutta Dum-Dum Superhigh Way.

The position regarding these two Highways is that the question of finding further funds for the two Highways is still under discussion with the Government of India in the Transport Department. I venture to hope that they will be able to give us something for meeting the remaining expenditure.

Then there is a plan for the purpose of developing the municipal area. Then with regard to the question of the township scheme, a part of the money has been given to them.

Then I come to the question of the development of Digha. This amount will be advanced to the West Bengal Co-operative Health Resort Society as loan towards the implementation of the development of Digha as a sea-side health resort of West Bengal.

[3-10—3-20 p.m.]

There are two things that have got to be remembered with regard to Digha. One is that the bridge over the Rupnarayan contemplated by the Government of India has not been completed and secondly that in a portion of Digha towards the eastern side the bank is showing signs of erosion and therefore the experts of the Indian Institute of Technology, Kharagpur, have been asked to look into that and provide for protection for that part of the bank.

Then the next point is that the West Bengal State Electricity Board will be given loans for execution of power scheme included in the Third Five Year Plan. The details of the scheme are given in the budget of the Board to be presented next week. This includes the Jaldhaka and Bandel Projects.

Then there is the question of Centrally sponsored scheme under the State Electricity Board for Railway Electrification. A sum of Rs. 1,54,52,000|- has been given by the Railway Department, Government of India, to us out of which Rs. 65,00,000|- has been spent this year. This scheme envisages construction of transmission lines and substations for transmission of power for Railway Electrification Scheme. The Government of India have agreed to provide funds in the form of interest-bearing loan to the State Government for implementation of the scheme through the State Electricity Board. The provision here represents the loan to be advanced to the State Electricity Board during

the current financial year. Three and a half miles of 132 KV underground cable has already been laid through tunnel under river Hooghly for supply to Sonarpur. The foundation work for the transmission power for approximately 30 miles has also been completed. All the equipments necessary for the project have been ordered out of which 50 per cent has already been received. The Purulia Substation is expected to be commissioned in May, 1961, Kharagpur in December, 1961 and other supply points such as Ranaghat, Ashoknagar, Titagarh and Sonarpur will be commissioned in June, 1962. The work is progressing according to schedule.

Then the next item is the Low Income Group Housing Scheme. This scheme provides for grant of long-term loans to persons of low income group, namely, persons having an annual income not exceeding Rs. 6,000|-, either individually or through cooperatives for the purpose of construction of residential houses. The scheme is that the Government of India will give a loan of Rs 6,000|- provided the individual has got a land worth Rs. 2,000|- and he is prepared to spend another Rs. 2,000|-. Under the scheme loans amounting to Rs. 2,31,49,785|- approximately have been sanctioned for construction of 3691 houses by individuals, co-operative institutions, etc. About Rs. 1,28,50,625|- has been actually disbursed up to the 30th of June, 1960. The number of houses under construction is 1085. Besides, 1109 houses have been completed. The Low Income Group Housing Scheme is thus to help the smaller individuals who desire to have their own houses.

Sometimes there is a delay between allotment of the funds and the actual drawing of the funds because the applicants have to enter into a mortgage deed and so on. These things take a little time, and, therefore, the loan is not disbursed equally quickly under this head.

The loans are repayable with interest in annual instalments over a period varying from 16 to 25 years. The interest charged is at the rate of 6¼ per cent with a rebate of 1 per cent for regular payment The following categories of persons and institutions are eligible to take loans under the scheme on the conditions detailed below: Individuals for building and owning their house either directly or through co-operatives, for construction of houses by Government which may be sold either outright or on a higher purchase system or let out by them on a no-profit no-loss basis to persons eligible under the scheme, public institutions run on a no-profit no-loss basis, e.g. health institutions and hospitals, educational trusts, charitable institutions. They can get the loan, built houses and let the houses to the members of their staff on no-profit no-loss basis. As I have said before, the number of applications received is 11,512, number rejected—7,668, number sanctioned—3,062, and the number pending is 782. Amount sanctioned for individuals and individuals through co-operatives is Rs. 2 lakhs, for institutions—Rs. 41 lakhs 26 thousand, for Government construction—Rs. 62 lakhs 77 thousand, i.e. Rs. 3 crores 4 lakhs. Amount actually disbursed to individuals is Rs. 96 lakhs, to individuals through co-operatives—Rs. 3 lakhs 84 thousand, and

is given to the agriculturists. I do not think, Sir, I should waste my time with regard to that.

There is another item under the Head 'State-Aid to Industries'. In 1961-62 Budget an amount of Rs. 24 lakhs 75 thousand has been provided for loans to be given to industries under the State-Aid to Industries Act. These loans are granted to industrial units under Section 19(1) and Section 20 of the Bengal State-Aid to Industries Act, 1931, by the Government on the recommendation of the Board of Industries and distribution is made by the Director of Industries, District Magistrates and Block Development Officers. The condition attached to the grant of loan has recently been greatly liberalised. An amending Bill is going to be introduced in the current session of the Legislature. Clause (2) of the Bill revises the definition of "industry" in order to include units which have been established and the new units which are being established. Clause (4) of the Bill raises the limit of the loan which will be recommended by the Board of Industries in any individual cases from Rs. 25 thousand to Rs. 1 lakh.

Consequent of the above liberalisation, a larger amount has been earmarked for State-Aid to industries in the Budget for the year 1961-62. The total expenditure during the Second Five-Year Plan period for State-Aid to industries is estimated to be at Rs. 50 lakhs. During the Third Plan period, an amount of Rs. 1 crore 36 lakhs has been earmarked for State-Aid to industries. The amount of Rs. 24 lakhs 75 thousand constitutes the requirements for the first year of the Third Plan period. It may be noted that Central assistance is available in this respect in the ratio of 2:1 and losses, if any, out of the transactions are also to be shared on a 2:1 basis.

Then an amount of Rs. 12 lakhs 67 thousand has been earmarked for loans under the scheme for marketing of products of small-scale and village industries and procurement and supply of raw materials to such industries. Members are aware that one of the greatest difficulties which a small industrialist finds is to market his goods in proper time and he cannot hold goods himself. During the Second Five-Year Plan period there were two separate schemes for procurement and supply of raw matrials and for marketing of products of small-scale and village industries. It has recently been decided by the Government to set up a Small Industries Corporation. It is expected to start functioning from the 1st of April, 1962. This Corporation will take over the execution of the above schemes. The provision of Rs. 12 lakhs 67 thousand in the Budget for the year 1961-62 is for advancing loan to the Corporation. That finishes, Sir, practically all the main Demands that have been placed under the Head 'Loans and Advances by the Government'.

With these words, Sir, I move that my motion be accepted.

Mr. Speaker: All the cut motions are taken as moved.

Shri Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under *Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government"* be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Bejoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Haridas Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced to Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakraborty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced to Re. 1.

Shri Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced to Re. 1.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced to Re. 1.

Shri Monoranjan Hazra :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে State Electricity Board সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই। ৬ বৎসর হল State Electricity Board হয়েছে, ৬ বৎসর সময় এমন বেশি নয় যাতে এই বোর্ডের কার্যকলাপ এখনি যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই ৬

বৎসর সময় যথেষ্ট হাওয়া কোন্ দিকে বইছে সেটা বোঝবার পক্ষে। এরি মধ্যে আমরা দেখছি যিনি chairman ছিলেন তিনি ভালো মানুষ হওয়ায় engineer ও কর্মচারীরা নানারকম সুযোগ-সুবিধা নিতেন যার ফলে বোর্ডের কাজ ব্যাহত হত। গত November মাস থেকে নতুন chairman হয়েছেন, তাঁকে আমরা সবাই চিনি, তাঁর পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। তিনি যথেষ্ট efficient লোক এবং hardworking বলে খ্যাত। কিন্তু hardworking ও efficient হলেও অফিসে না এসে তিনি কি করে কাজ চালান আমরা অবাক হয়ে যাই। যখন মনে হয় তিনি তিনি অফিসে আসেন। তাঁর জন্য দুজন আর্দালী নিয়োগ করা হল, State Electricity Board উপরের দিকে মাথাভারী হয়ে আছে। নতুন চেয়ারম্যান আসছে সঙ্গে সঙ্গে Superintending Engineer-এর post ঠিক হল, অথচ একজন Electrical Engineer, একজন Chief Engineer, ২ জন Deputy Chief Engineer, ৫ জন Superintending Engineer আগে থেকেই আছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই কলকাতায় বসে আছেন, কলকাতায় থেকে এঁরা কি করে কাজ চালান আমি বুঝতে পারি না। বাইরে গিয়ে বিভিন্ন Plant পরিদর্শন করার কাজ এভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে সহজেই অনুমেয়। বোর্ডের একজন Administrator আছেন; যদি Administrator রাখার দরকার হয় তাহলে Chairman কিসের জন্য বুঝতে পারি না। আমরা দেখছি statutory provision রয়েছে Secretary-র জন্য, Secretary থাকার পরও Special Officer নিয়োগ করা হল কেন বুঝতে পারছি না। তারপর State Electricity Board-এর paid Selection Committee একটা আছে, তা সত্ত্বেও দুজন সদস্যকে কয়েক ঘণ্টা কাজের জন্য দৈনিক ৩০ টাকা করে কেন দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে একজন ৭৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ এবং ডাঃ রায়ের অনুগ্রহভাজন, ডাঃ রায়ের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক আছে (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : রক্তের সম্পর্ক নয়, গ্রামের সম্পর্ক)। বোর্ডের Senior Engineer কলকাতায় থাকেন। সেজন্য কার্যতঃ এই দাঁড়াচ্ছে যে, বাইরে যে সমস্ত plant আছে, বাইরে যে সমস্ত project রয়েছে সেখানে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ লোক দিয়ে কাজ চালান হচ্ছে। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে, breakdown হলে কলকাতা থেকে তাঁরা ছুটে যান এবং মোটা T.A. Bill করেন। বোর্ডের মধ্যে কি রকম দুর্নীতি চলছে তার specific instances অনেক দেওয়া যেতে পারে। তদন্ত হয়েছে এবং তদন্তের পর সেটা ধামাচাপা দেবার জন্য Anti-corruption-এর drain দিয়ে সেটাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। ওঁরা বোর্ডের কাছে গিয়ে বললেন, আপনাদের বোর্ডে নাকি ভয়ানক দুর্নীতি আছে, এঁরা বললেন, এখানে electric-এর ব্যাপার, এখানে দুর্নীতি কোথায়? এই হচ্ছে ব্যাপার। দুর্নীতির একটা ঘটনা বলি—একজন Deputy Minister, শ্রীচিত্ত রায়, তাঁর বাড়ীতে electrification-এর জন্য ২১৪ টাকা ৮৭ নয়া পয়সা ধরা হয়েছে—বিলটা তিনি দিচ্ছেন না।

[3-30—3-40 p.m.]

এবং তারপর Chief Engineer আবার Deputy Chief Engineer-কে দিলেন। শ্রীচিত্ত রায় একটা চিঠি লিখেছিলেন সেটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি : Now I feel it very urgent to have that extension portion which is only two rooms and they should be fitted with electric line. I undertake to accept the estimate which would be checked and confirmed by you. I shall be obliged if you kindly put the connection after giving necessary line before I go to Digha during the Pujahs. I am expected there on the 25th inst. এই 25th inst. এর আগে বিল পেমেণ্ট করা হয়নি। তাঁর হাউসে দুটো কানেকশন দেবার জন্য বলা হয়েছে as the Chief Engineer is in an embarassing position. এই request ওখানকার যিনি চার্জে আছেন তাঁকে করেছেন। তাঁর চিঠির নম্বর হচ্ছে Memo. KD 22.6507, 6510. তিনি বলেন এটা করা বেআইনী হবে বলে আমি পারব না। কিন্তু যেহেতু তিনি ডেপুটি

মিনিষ্টার তাঁর ব্যাপার করে দেবার জন্য বলা হয়েছে বলে করে দাও। State Electricity Board এইভাবে ব্যবস্থা করছেন। আমাদের হাউসের ভূতপূর্ব স্পীকার যিনি এই বোর্ডের একজন মেম্বার তিনি তাঁর Constituency-তে electrification করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন—বোর্ড থেকে সেখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে—যাতে আগামী ইলেকসানের বৈতরণী তিনি পার হতে পারেন। আমরা দেখছি এইসব দুর্নীতির পরেও কিছু কিছু বড় বড় কাজ করার ইচ্ছা এ'দের আছে—একটা জলঢাকা প্রোজেক্ট, এবং ব্যান্ডেলে একটা Super Thermal Power Station করা হচ্ছে। ব্যান্ডেলে যখন Super Thermal Power Station করবার কথা হয় তখন India Government চান নি যে জিনিষটা এখানে হোক এবং State Electricity Board-কে এটা দিতে তাঁরা নারাজ হন। এখানকার কিছু ইঞ্জিনীয়ার, ডি.ভি.সি. এবং কিছু interested party তাই Govt. of India-র দাবীকে বড় করে দেখেন। কিন্তু ডাঃ রায় এবং আরও ২।১ জনের চেষ্টায় এটাকে ব্যান্ডেলে করা হল। সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালাবার জন্য যেমন সকালবেলায় শলতে পাকাতে হয় তেমনি ভারত সরকার যখন রাজী হলেন না এবং এ'রা যখন করলেন তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হয় ডাঃ রায় না হয় তাঁর বোর্ডের কে করেছেন বলতে পারি না, এর সমস্ত কাজ করার জন্য একটা আমেরিকান কোম্পানীকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল। এই আমেরিকান কোম্পানীর নাম হচ্ছে কুলজিয়ান কর্পোরেশন এবং এর সঙ্গে একটা অবিশ্বাস্য টার্মস্ হল। সেই আমেরিকান কোম্পানীকে যখন দেওয়া হল তখন সেই আমেরিকান কোম্পানীর ওয়াশিংটন অফিস থেকে স্থানীয় অফিসারদের কাছে একটা চিঠি এল এবং তাতে বলা হল গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ কর যে ইউ. এস. এ.-র ডেভালাপমেন্ট লোনের যদি সাহায্য চান তাহলে আমেরিকান কোম্পানীর কাছ থেকে সমস্ত জিনিসপত্র কিনতে হবে। সেইভাবে ইউ. এস. এ. ডেভেলমেন্ট লোন আনতে যে জিনিসটা করা হচ্ছে তাতে এই জিনিসটাকে মর্গেজ রাখতে হবে—অর্থাৎ বাঙলায় যাকে বলে বিক্রি কবলা। এই বিক্রি কবলা ডাঃ রায়ের মাধ্যমে করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এতে সাহায্য করেছেন। ব্যান্ডেলে এই যে Super Thermal Power Station করা হয়েছে তাতে যে ইলেকট্রিসিটি তৈরী করা হবে সেটা সি. ই. এস. সি.-কে বিক্রি করা হবে এবং ডি-ভি-সি-কে বিক্রি করা হবে। সি. ই. এস. সি. একটা ইংরাজ প্রতিষ্ঠান। সেজন্য যদি কোনদিন কথা ওঠে যে ইংরেজ কেন থাকবে একে ন্যাশনালাইজ কর তখন এই যে গ্যাপ পড়বে সেই গ্যাপ ডাঃ রায় আমেরিকান কোম্পানীকে ইনভাইট করে পূরণ করতে যাচ্ছেন।

এবারে আমি জলঢাকা প্রজেক্টের কথায় আসছি। এই জলঢাকা প্রজেক্ট ১৯৫৬ সালে সুরু হয় এবং সেকেন্ড প্ল্যানের শেষ বছরে শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু কি হয়েছে? ১৯৫৬ সালে এই পরিকল্পনা সুরু হবার পর যেমন অন্যান্য বিষয়ের বিষয়সূচী বোর্ডে আলোচিত হয় ঠিক তেমনি ১২. ১০. ৬০ তারিখ পর্যন্ত ৯৭ বার এই জলঢাকা প্রজেক্ট বোর্ডের আলোচ্য বিষয় হিসেবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তার ফল কি হয়েছে? স্যার, সেখানে যে ১৩টি Diesel Station আছে তার দ্বারা সেখানকার তিনটি জেলার ইলেকট্রিক-এর চাহিদা মেটান যাচ্ছে না এবং সেই Diesel Station out of date হয়ে রয়েছে। কাজেই যখন দেখা যাচ্ছে এটা একটা লুজিং কন্সার্ন এবং এর দ্বারা বোর্ডের লোকসান হবে তখন যাতে তাড়াতাড়ি এই জলঢাকা প্রোজেক্ট কার্যকরী করা যায় তার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তা হচ্ছে না। আমি কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি যে, প্রথমতঃ যখন জমি একোয়ার করা হয় তখন কে যে তা করে গেল তা বোঝা গেল না। তারপর ওখানকার ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ারকে দার্জিলিং-এর কমিশনারের সঙ্গে প্রতিটি ব্যাপারে দেখা করতে মাসে একবার করে যেতে হয়। তারপর জালাং কলোনী থেকে প্যারেন কলোনী পর্যন্ত রাস্তা তৈরী করবার জন্য যদিও ২ লক্ষ টাকা স্যাংশন করা হল কিন্তু সাজসরঞ্জাম বহণ করবার সুযোগের অভাবে সে রাস্তা হল না। তারপর ২৫ ফুট চওড়া এবং ৭ মাইল লম্বা জালাং —বিন্দু রোড এস্. সি. দাস নামক একজন কণ্ট্রাক্টরকে দেওয়া হল, কিন্তু তাঁর কমপ্রেসর, বুলডজার্স, রোড ব্লাষ্টিং ইকুইপমেন্ট প্রভৃতি নেই বলে সে-সব ফেলে পালিয়ে গেল। তারপর অবশ্য হিন্দু কন্স্ট্রাক্শনকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁরাও আজও পর্যন্ত

তেমন কোন প্রগ্রেস্ করতে পারেন নি। তারপর আর একটা ৩২৫ ফুট লম্বা রাস্তা—অর্থাৎ ঝালাং—খোলা এখানে একটা ছোট ব্রিজ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, কেননা তা না হলে যাতায়াত করা যায় না এবং এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট রোড লিঙ্ক। তবে অনেক দীর্ঘসূত্রতার পর শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল প্ল্যানিং এ্যান্ড কন্‌স্ট্রাক্‌শন কোম্পানীকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে। প্রথমে বোর্ড ১৯. ১২. ৫৯ তারিখে কন্‌স্ট্রাক্‌শন-এর জন্য অর্ডার দেয়, তারপর আবার মত পরিবর্তন করে ২০. ৬. ৫৯ তারিখে অর্ডার দেয় এবং এইভাবে দেখা যাচ্ছে সমস্ত জিনিসটাকে দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে অথচ কাজ কিছু হচ্ছে না। তারপর স্টাফ কোয়াটার্স সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলব যে, সেখানে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য একটা মনোরম রেস্ট হাউস তৈরী হচ্ছে অথচ স্টাফদের জন্য যে ব্যবস্থা তা দেখলে আপনার কান্না পাবে এবং এর ফলে দেখা যাচ্ছে তাঁরা সেখানে কাজ করতে পারলেন না। তারপর আর একটা কথা বলতে চাই সেটা আমার কথা নয়, শৈলবাবু বলেছেন :

'I cannot conceive how on this far off and inaccessible terrain the tempo of work after four years of commencement can increase without provision of suitable quarters for technical and non-technical staff. I found an atmosphere of gloom and frustration amongst the staff for these improvised quarters where five to six men are huddled together without being able to bring their families. The net result is that construction of 42 'C' type temporary quarters at Jhalung entrusted to contractor Gajanand Charan only on 5|9|60 has not started yet. Construction of 42 'B' 'C' and 'D' type permanent quarters for Paren Colony entrusted to National Construction Company on 13th January, 1960 has proceeded to an extent of approximately 10 per cent., a very poor progress indeed, and not a single one is anyway near completion.'

এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কোয়াটার্স তৈরী হয়নি। তারপর সেই রিপোর্টের আর একটি অংশ পড়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব এবং সে কথাটিও আমার নয়, ঐ শৈলবাবু যখন একজন নন-অফিসিয়াল মেম্বার হিসেবে সেখানে ভিজিট করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি জলঢাকা প্রজেক্টের সমস্ত ব্যাপার এন্‌কোয়ারী করে বলেছেন :

'As a member of the State Electricity Board, I visited Jaldhaka first in April, 1959. To have an idea of the progress of work, I visited it again in October, 1960. after 18 months....I frankly state that I have not only been greatly disappointed but dismayed at the extremely slow rate of progress, the colossal waste of time, man-power and money.'

[30-40 to 3-50 p. m.]

এই হচ্ছে জলঢাকা প্রোজেক্টের রিপোর্ট এবং এই রিপোর্টের পরেও এখনও কেন বদলাবার চেষ্টা হচ্ছে না আমি জানি না। আর একটা কথা আমি বলব যে গড়বেতা এবং ঐ সমস্ত জায়গায় নতুনভাবে ইলেকট্রিফিকেশন হয়েছে। সেটা যাতে সম্পূর্ণভাবে করা হয় তার চেষ্টা করবেন। আর একটা জিনিস হচ্ছে মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট অঞ্চলের মধ্য দিয়ে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের যে লাইন গেছে তাতে গাছপালা কেটে তছনছ করা হয়েছে, সেগুলির জন্য যেন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। আমার বাড়ীতে ইলেকট্রিসিটি পাবার জন্য আমি এক বছর হ'ল এ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু লাইন দেয়নি। চিত্ত রায়ের বিল বাকি পড়া সত্ত্বেও চিফ ইঞ্জিনীয়ার তাঁর বাড়ীর লাইন ডিসকানেক্ট করলেন না। কিন্তু আমি কি এমন অপরাধ করেছি যার জন্য আমার বাড়ীতে লাইন দেয় না?

Shri Haridas Mitra :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ব্যান্ডেলে সুপার-পাওয়ার থারম্যাল স্টেশন হচ্ছে এবং যে রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন হচ্ছে এ সম্বন্ধে আমরা দেখছি Third Five Year Plan-এ প্রায় ৩০ কোটি টাকার কিছু বেশী এই State Electricity Board-কে দেওয়া হচ্ছে। জলঢাকা প্রোজেক্ট সম্বন্ধে অনেক সদস্য আলোচনা করেছেন, গত বছর আমিও জলঢাকার কথা অনেক বলেছি। এবারে শুধু একটা কথা আপনার সামনে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে State Electricity Board Organisation-টা কি রকম যাদের হাতে আমরা অলরেডি সাড়ে বাইশ কোটি টাকা দিয়েছি এবং আরও ৩০ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। Electricity Board সম্বন্ধে দেখা যাচ্ছে যে তাদের gross revenue collection যা হচ্ছে তাতে তারা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে তাদের ৫২·৬৫ লক্ষ টাকা gross revenue collection হয়েছে। ১৯৬০ সালের তাঁরা ২২৫ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা এ বছর পাবেন বলে মনে করছেন। তাঁদের বাজেট পড়লে দেখবেন তাঁরা ২৩টা স্টেশন নিয়ে শুরু করেছিলেন এখন তাঁরা ২ শো স্টেশন করেছেন এবং number of places electrified ১০২-এর জায়গায় ৪১৪ হয়েছে। কন্‌জিউমার ১১ হাজার ৭৪২-এর জায়গায় ৪০ হাজার হয়েছে। আমি বিরোধী দলের সদস্য হলেও তাঁরা যেটুকু ভাল করেছেন সেটার নিশ্চয়ই ভাল বলব। এদিক থেকে দেখছি তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এত যে তাঁরা করেছেন বলে ঢাক পিটাচ্ছেন তার net result কি হয়েছে—এত স্টেশন করেছেন, কনজিউমার এত বাড়িয়েছেন, কিন্তু বছরের পর বছর তাঁদের বাজেটে দেখছি লোকসান হচ্ছে। এ বছরে তাঁদের বাজেটে তাঁরা ৯ লক্ষ টাকার কিছু বেশী লোকসান দেখিয়েছেন। তার কারণ তাঁরা দেখাচ্ছেন যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে যে টাকা তাঁরা লোন নিচ্ছেন সুদ সমেত সেই টাকা কেন্দ্রকে দিতে হচ্ছে। এই টাকাটা যদি তাঁদের না দিতে হত তাহলে কিছু লাভ দেখাতে পারতেন বলে আমাদের কাছে বলেছেন। ১৯৫৬ সালের ৩রা এপ্রিল পার্লামেণ্টে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ বার-বার বলেছেন যে :

Now it has been decided that for the first few years no interest will be charged. That is an element of subsidy but the Scheme is still under consideration.

এই সাবসিডি সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এটা যখন ডেভালাপমেণ্ট প্রোগ্রাম তখন সাবসিডি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? ডাঃ রায় ভারত রত্ন হয়েছেন, ভারতবর্ষের নব রত্নের মধ্যে তিনি একজন। আমরা জানি তাঁর ইন্‌ফ্লুয়েন্স আছে। তিনি প্রেসার দিলে এই ইণ্টারেস্ট বন্ধ হয় এ বিশ্বাস আমরা করি। এই ইণ্টারেস্ট যদি ওয়েভ করে দেওয়া যেত তাহলে কনজিউমাররা অন্ততঃ কিছু সুবিধা পেত এটা আমরা মনে করি। স্যার, এই বোর্ড কন্‌জিউমারদের কত সুবিধা করে দিচ্ছেন সেটা আপনার কাছে দেখাচ্ছি। কনজিউমারদের কোন সুবিধা দেবার লক্ষণ দেখছি না। কলকাতা কর্পোরেশনের রেটের সঙ্গে তুলনা করলে এই বোর্ডের মেম্বাররা হয়ত অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু কলকাতার ডবল রেট তাঁরা ইউনিটে আদায় করছেন। সরকারী প্রচেষ্টায় এই যদি অবস্থা হয় তাহলে কি করে সেই সরকারের উপর মানুষের আস্থা থাকবে সে কথা আমি ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করছি?

রেটের কথায় দেখুন, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড পার ইউনিট ৩১ থেকে ৩৮ নয়া পয়সা নিচ্ছেন। মধ্য ভারত স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ২১ থেকে ৩১ নয়া পয়সা নিচ্ছেন। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ১৮·৭৫ নয়া পয়সা, নৈহাটী ২৫ নয়া পয়সা, ভাটপাড়া ২৮ নয়া পয়সা। এই তিনটি অর্গানাইজেশন কমার্সিয়াল ফার্ম, তাঁরা লাভ করে তবে এই রেটে দিচ্ছেন। বিনা লাভে নিশ্চয়ই লোককে তাঁরা ইলেকট্রিসিটি দিচ্ছেন না। সমাজ কল্যাণে রত যে বোর্ড যে বোর্ডকে আমরা সাড়ে দশ কোটি টাকা দিয়েছি, আরো ত্রিশ কোটি টাকা এই থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে দেব, তাঁরা কি অবস্থা করছেন, গ্রামের মানুষের উপর কি অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছেন তা সকলেই জানেন। গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বালী পার হয়ে সোজা চলে আসুন,

দুই ধারে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের পাওয়ার। লম্বা লম্বা ট্রান্সমিশন লাইন টানছেন, বহু জায়গায় গ্রামের মধ্যে ইলেকট্রিক দিতে হচ্ছে, তার জন্য খরচ বেশী। তাঁদের যে ডিজেল ইঞ্জিন রয়েছে ক্যালকাটা কর্পোরেশন বলেছেন পুরানো অর্গানাইজেশন, প্রিওয়ার ডেজ মেসিন, তাঁরা সস্তায় দিতে পারেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি যেখানে সাবসিডাইজ করা, তাঁরা যাতে সেই সাবসিডাইজ পেতে পারেন তার জন্য ডাঃ রায় তাঁর সমস্ত ইন্‌ফ্লুয়েন্স একজার্ট করুন। অন্য বহু ব্যাপারে তিনি সেণ্ট্রালের উপর তাঁর ইন্‌ফ্লুয়েন্স একজার্ট করেন বা তদ্বির করেন কিন্তু এ ব্যাপারে কেন তিনি চুপ করে বসে আছেন? গতবারে ডাঃ রায়কে অনুরোধ করেছিলাম, যদি ডাঃ রায় এই সার্বসিডি না আনতে পারেন তাহলে বোর্ড কন্‌জিউমারদের উপর সমস্ত বোঝা চাপাবেন, অসম্ভব রেট তাঁদের উপর চাপাবেন। স্যার, বোর্ড তো শুনেছি ৩ নয়া পয়সা করে ডি-ভি-সি থেকে পাওয়ার কেনেন কিন্তু বিক্রী করবার বেলায় ৩৮ নয়া পয়সা পর্যন্ত বিক্রী করেন। বাঙলা দেশে যেখানে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব রয়েছে, যেখানে ইরিগেশনকে টপ-প্রাইওরিটি দিতে হবে, সেখানে টিউবওয়েলের বেলায় ১৩ নয়া পয়সা করেছেন। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ইলেকট্রিফিকেশনে চার্জ করেন কত—এঁরা ১৩ করেন, ওঁরা ৬·২৫ নয়া পয়সা করেন। স্মল ইণ্ডাস্ট্রিতে যদি ১৩ নয়া পয়সা হয় তাহলে কেমন করে স্মল ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে? কাজেই দরিদ্র মানুষ এবং চাষীর উপর ওঁরা জুলুম চালাচ্ছেন। স্যার, সে বছর আমি বলে-ছিলাম যে ইরিগেশনে কমানো দরকার, মিহিরবাবু সেবার-এবার অনেকবার বলেছেন। তারপরে স্যার, এবার এই বোর্ডের প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কর্মীর কথা কিছু বলি। স্যার, এই বোর্ড শ্রমিকের উপর অত্যাচার করছেন, কন্‌জিউমারদের উপর হেভী চার্জ করছেন এবং কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। আসলে কি হয়েছে—একটা ওল্ড মেনস্‌ প্যারাডাইজ তাঁরা তৈরী করেছেন। স্বজনপোষন, দুর্নীতি, বিশৃংখলা, কর্মীদের উপর জুলুম সমস্ত আবহাওয়া বিষিয়ে দিয়েছে। এই বোর্ড কেমন করে কাজ করবে? আমি আপনার কাছে একখানা চিঠি পড়ছি, যেটা স্যার ডি. এন. মিত্র যিনি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি শ্রীঅশোক চন্দের কাছে লিখেছিলেন। Sir D. N. Mitra, Chairman of the Electricity Board to A. K. Chanda, Auditor General, Government of India, New Delhi ২৭শে জুন ১৯৫৭ সালে লিখছেন। স্যার ডি. এন. মিত্র লিখছেন :

I at one time thought of asking you for a retired man, but I thought better of it. Too many old men spoil an organisation.

স্যার, এখানে আমি কয়েকজন টু মেনি ওল্ড মেনের কথা বলছি। সিলেকশন কমিটি নং ২—এখানে দুজন মেম্বার। একজন শ্রীএস. এম. বোস, উনি ডাঃ রায়ের আত্মীয় কিনা জানি না, ডাঃ রায় অস্বীকার করেছেন। স্যার, তাঁর বয়সের গাছ-পাথর নেই। তিনি বলেন তাঁর বয়স ৭৮—ভগবান সৃষ্টিকর্তাই জানেন তাঁর বয়স কত। তিনি লিখতে পারেন না, পড়তে পারেন না, হাঁটতে পারেন না, চেয়ারে করে ঘোরেন, কথা বিচার করতে পারেন না, একেবারে অতি বৃদ্ধ জরদ্গব। আর একজন হলেন শ্রীএস. কে. মজুমদার, তাঁরও বয়স বেশী হয়েছে, তিনি রিয়াটার করে এসেছেন পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে। মেম্বাররা ডেলি ত্রিশ টাকা য়্যালাউন্স পান।

[3-50—4 p. m.]

কোন রকমে অফিসে এসে হাজির হতে পারলেই হলো। আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টার বেশী অফিসে বসেন না। তিনি কোন ছুটিছাটাও নেন না ঐ দৈনিক ত্রিশ টাকার লোভে। কোন রকমে এক-আধ ঘণ্টার জন্য অফিসে ঢু মেরে যান। আর রবিবার দিন টুর-ফুরের নাম করে পয়সা পিটিয়ে নিচ্ছেন। এ ছাড়া তাঁর জন্য নূতন Ambassador Car কেনা হয়েছে। Autonomous Body-তে কোথায় এ রকম condition ছিল? আমি condition জানি না।

একটা Selection কমিটি আছে, interview করে লোক select করবেন। সেখানে কোন টেকনিক্যাল expert নেই। তাঁরা করেন কি? Interview-এর আগে Chief

Engineer মিঃ দত্ত—তাদের কাছে লিখে পাঠান হলো—একজন engineer-কে পাঠিয়ে দেন। তিনি selection-এর সময় সেই interview-তে বসে থাকেন। তিনি তাঁর বশম্বদ, তাঁকে পাঠিয়ে স্বজন-তোষণ করে যাচ্ছেন। স্বজন-তোষণের একটা চমৎকার ব্যবস্থা সেখানে হয়েছে। এই বি. বি. চৌধুরীর বিরুদ্ধে গুরুতর nepotism-এর চার্জ রয়েছে। তিনি reverted হয়ে Development Department থেকে আসেন, তাঁকে সেখানে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছিল, সেই ব্যবস্থা আজও হয়নি। তাতে ডাঃ রায় বলেছিলেন ঐ বোর্ডটা হচ্ছে একটা autonomous body, আমি কি করতে পারি? আমার সেই autonomous বোর্ডকে টাকা দেই। সেই টাকার প্রতি টাকা ঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা, proper লোক রাখা হচ্ছে কিনা,—এ জিনিস নিশ্চয়ই আমরা দেখব। ডাঃ রায়কে অনুরোধ করবো তিনি যেন এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখেন।

এই বোর্ডের শ্রমিকদের অবস্থার কথাটা একবার শুনুন। আমরা বার-বার দাবী করেছি যারা worked-charged শ্রমিক আছে, তাদের regular করা হোক। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের regular করা হ'ল না। 50% regular করা হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু আজও তা হ'ল না। এদের একটা ইউনিয়ন আছে। ১৯৫৮ সালের জুন মাসে তারা বিরাটভাবে লড়াই করেছে। তার ফলে ইউনিয়নের সঙ্গে একটা লিখিত চুক্তি হয়েছিল যে কোন লোককে আর ছাঁটাই করা হবে না। ১৯৫৮ সালের ৮ই জুন থেকে ছাঁটাই বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন immediately তাদের 50% পার্মানেন্ট করবেন। কিন্তু আজও তা করা হয় না। কেবল গড়িমসি করছেন। যেখানে সাড়ে দশ কোটি টাকার সম্পত্তি, সেখানে এদের জন্য কত টাকা লাগে পার্মানেন্ট করতে? প্রভিডেন্ড ফান্ড যেখানে 6¼% হার রয়েছে, সেখানে আমরা দাবী করেছি বার-বার করে যে সেটা ৮⅓% করা হোক।

তারপর মেডিকেল বেনিফিট যা রয়েছে, সে এক হাস্যকর ব্যাপার। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরে অসুখবিসুখ হলে কত টাকা খরচ হয় স্যার, সেটা আপনি নিজে জানেন বা বোঝেন। এদের সেই medical benefit এখানে দেওয়া হয় নাই—দেবার কথা হয়েছে মাত্র। যারা বিয়ে করেছে তারা মাসে আড়াই টাকা করে পাবে এই medical benefit. আর যারা বিয়ে যাদের বাড়ীতে বুড়ো মা-বাপ, বিধবা বোন প্রভৃতি রয়েছে, অর্থনৈতিক কারণে তাহাদের জীবনে বিয়ে করার সুযোগ না আসুক, বর্তমান সামাজিক পরিবেশে সেই বেচারা পাবে বছরে ১৬৲ টাকা মাত্র। এই হয়েছে এই বোর্ডের নূতন decision. আমি এ সম্বন্ধে মিঃ ডি এন মিত্রকে বলেছিলাম, তখন তিনি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি agree করেছিলেন যে সত্যি এতে কোন পরিবার, কোন লোক এই আড়াই টাকাতে বাঁচতে পারে না। এই medical benefit অত্যন্ত কম হয়েছে। একথা তিনি স্বীকার করলেও তিনি এ সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কিছু করে যান নি।

তারপর House allowance তাদের যেটা দিচ্ছেন, তাও সকলকে দিচ্ছেন না। কয়েক শ্রেণীর কর্মচারীকে এই House allowance তাঁরা দেবেন। তার মধ্যে H. T. যারা তাদের দিচ্ছেন House allowance সামান্য 10% মাত্র। তাদের আধ মাইলের মধ্যে থাকতে হয়। আর L. T যারা, তাদের কিছু দেবেন না। অথচ বলবেন—তোমাদের আমাদের কাছে সব সময় থাকতে হবে। না হলে House allowance দেব না। যদিও থাকার দরকার নাই। তবুও তাদের থাকতে হয়।

তারপর Accident যা হচ্ছে, তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণের টাকা দিচ্ছেন না। রাণাঘাটে গত দু বছরে তিনটি লোক মারা গেছে। একজনের নাম যদুবংশী রায়, linesman. আজ পর্যন্ত তার compensation-এর টাকা পাওয়া গেল না। আর যেটা সবচেয়ে মারাত্মক কথা সেটা হ'ল এই বোর্ডের মাথাভারী administration. সেই administration কি? গরীব শ্রমিকদের কি অবস্থা দেখুন :

Sweeper ১৮৪ জন, তারা মাইনে পায় ২০৲ টাকা থেকে ২৫৲ টাকা। মালি হচ্ছে ৫ জন, তাদের বেতনও ২০৲ টাকা থেকে ২৫৲ টাকা। চৌকিদার ১০ জন, তাদের মাইনেও ২০৲ টাকা থেকে ২৫৲ টাকা। দারোয়ানও ১০ জন, তাদের বেতনও ২০৲ টাকা থেকে ২৫৲ টাকা।

আর খালাসীর সংখ্যা হচ্ছে ৬০০ জন, তাদের মাইনে ২৫, টাকা থেকে ৩৫, টাকা। আর পেট্রলম্যান হচ্ছে ১১৩ জন, তাদের মাইনে হচ্ছে ৩০, টাকা থেকে ৩৫, টাকা।

আর সেই সংগে দেখুন Chief Engineer মিঃ দত্ত যার কোন requisite qualification নাই, তার মাইনে ১৮০০, টাকা থেকে দু হাজার; Deputy Chief Engineer একজন, তার মাইনে ১৫০০, টাকা থেকে ১৮০০, টাকা; Superintending Engineer হচ্ছে ৩ জন, মাইনে হচ্ছে ১৩০০, টাকা থেকে ১৫০০, টাকা; Divisional Engineer-এর সংখ্যা ১৪ জন, মাইনে ৫০০, টাকা থেকে ১২০০, টাকা; Asstt. Divisional Engineer-এর সংখ্যা ১২ জন, মাইনে ৩৫০, টাকা থেকে ৮০০, টাকা; Administrative অফিসার একজন, তার মাইনে ১২০০, টাকা থেকে ১৫০০, টাকা; একজন সেক্রেটারী, তার মাইনে এক হাজার থেকে পনের শো। Chief Account's Officer একজন আছেন, তাঁর মাইনে পাঁচ শো থেকে আট শো টাকা প্লাস্ এক শো টাকা আবো special allowance পান।

অথচ হতভাগ্য শ্রমিক, যাঁরা মুখে রক্ত তুলে কাজ করেন, যাঁরা বোর্ডের বনিয়াদ সৃষ্টি করে চলেছেন, ভবিষ্যৎ মানুষকে সুখ-শান্তি দিচ্ছেন, তাঁদের বেলায় কোন কাজ হ'ল না। তাঁদের সাত-আট লক্ষ টাকা দিলেই তাঁদের সমস্ত দাবী-দাওয়া পূরণ হতে পারে। তার কোন ব্যবস্থা এ'রা করলেন না। আর প্রমোশনের তো বালাই নাই। যেমন ইচ্ছা খেয়াল খুসীমত তাঁদের স্বজন-তোষণ নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। এই সমস্ত কথা আমি অনেক বার বলেছি, এ সম্বন্ধে একটা enquiry হোক। কিন্তু এগুলি সম্বন্ধে কিছুই হয় নাই।

আর শৈলেন মোতায়েদ ও ভোলা ব্যানার্জীর সম্বন্ধে বলে বলে তো অস্থির হয়ে গেছি। ডাঃ রায়কে আমি personally চিঠি লিখেছি· তিনি যদি এ সম্বন্ধে একটু interest নেন, আমি বিশ্বাস করি, তাহলে শ্রমিকদের খানিকটা সুবিধা হতে পারে।

Shri Hemanta Kumar Ghosal :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বাজেটের উপর আমার বক্তব্য বলবার আগে, আমি একটা কথা আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই। ডাঃ রায় আজ হাউসে আমাদের, বিরোধী দলের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন আমরা নাকি তামাসা করে থাকি। কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি যেভাবে আজ এখানে কথাবার্তা বলেছেন, তাতে তিনিই তামাসা করেছেন। হাউসের মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের তিনি ধমকালেন। তামাসা তিনি করেছেন। তাঁকে সতর্ক করে দিন, ভবিষ্যতে তিনি যেন এই রকম আর না করেন, এইটা আমার অনুরোধ।

এই বাজেট সম্বন্ধে আমার প্রথম কথা হচ্ছে বিশেষ করে, এই রুরাল ক্রেডিট সম্বন্ধে। Loan from the Union Government on account of intensive food prduction এবং fertiliser scheme-এ ১৯৫৯-৬০ সালে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। আর ১৯৬০-৬১ সালে ৫০ লাখ টাকা। এবং ১৯৬১ সালে revised বাজেটে ৪০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ কমে গেল। ১৯৬১-৬২ সালের বাজেটে ৪০ লক্ষ টাকা। তারপর loans to cultivators under the scheme of distribution of chemical fertiliser ১৯৬০-৬১ সালে হ'ল ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে revised বাজেটে ৩০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ঐ টাকা কমে গেল। এবং ১৯৬১-৬২ সালে হ'ল ৪০ লক্ষ টাকা। Revised বাজেটে কি হবে জানি না। তবে যদি ঐ রেটে কমতে থাকে তাহলে ১৫ লক্ষ টাকা গিয়ে দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে।

তারপর advances to cultivators, loans in other cases of distress, land improvement loans এবং loans under the scheme for distribution of chemical fertiliser etc. তাতে ধরা হয়েছে ১৯৫৯-৬০ সালে ১,৫৬,৪৬,০০০ টাকা। এবং ১৯৬০-৬১ সালে ১,১১,৫০,০০০ টাকা। আর ১৯৬০-৬১ সালে revised বাজেটে ১,৬৪,০০,০০০ টাকা। আর ১৯৬১-৬২ সালে ১,০১,৫০,০০০ টাকা।

তারপর সি. পি. লোন যা রাখা হয়েছে—সি. পি. লোন হ'ল ২৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

তারপর ২৮ লক্ষ। ২৮ লক্ষ। এর কোন বাড়তি নেই। এক ধারায় করে দিয়েছেন, তার figure হ'ল এই।

তারপর Estates Acquisition এবং embankment-এর খাতে ১৯৫৯-৬০ সালে minus ৪০০০—কিছুই নেই। তারপর হ'ল ৫ লক্ষ ৫০ হাজার। তারপর হ'ল ১ কোটি এবং এবারে হ'ল ৫ লাখ। অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকা হয়েছে total provision for loan and advances in the rural areas. ১৯৬১-৬২ সালের বাজেটে State Government direct যেটা করেছে সেটা হ'ল ১,০১,৫০,০০০ টাকা তারপর ২৮ এবং ৫ লক্ষ এসব মিলে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার।

[4—4-10 p.m.]

Advance through Co-operative হ'ল ১ কোটি ২৫ লক্ষ, Reserve Bank মারফৎ Crop Loan দিয়েছেন ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা-সব মিলিয়ে দাঁড়াবে ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫০ হাজার। মোটামুটি যে হিসাব আছে তাতে আমাদের যে লোক সংখ্যা এবং প্রকৃতপক্ষে যা পাওয়া উচিত সেটা হচ্ছে ৫০ কোটি টাকা loan সেই অনুপাতে হিসাব করলে দেখবো ১০% বেশী সরকার দিচ্ছেন না। সমস্ত খাত মিলিয়ে যা দেখতে পাচ্ছি এ পর্যন্ত Rural credit-এর বিভিন্ন খাতে সরকার loan দেবার ব্যবস্থা করেছেন। Loan distribution-এর ক্ষেত্রে একবার বিবেচনা করে দেখুন। যে সময়ে লোকের কাছে পেঁছে দেওয়া দরকার এবং যে বিশ্বস্ত machinery মারফৎ গরীব মানুষের কাছে পেঁছে দেওয়া দরকার সেদিকে দৃষ্টি কোন সময়ে থাকে না। আমি জানি না এ ব্যাপারটা ডাঃ রায়ের নজরে আছে কিনা। আমরা বার বার বলেছি যে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধারণ মানুষের কাছে লোন ঠিকমত ঠিক সময়ে পেঁছয় না। আর distribution এমন লোকের মারফৎ হয় যে যারা অভাবগ্রস্ত-যারা লোন পেলে fertilizer-ই বলুন আর Agricultural Loan-ই বলুন যাদের যে সময়ে পাওয়া দরকার তারা তা পায় না যেহেতু Loan সময়মত ঠিকভাবে বিতরিত হয় না। আর দেখা যায় যাদের লোনের প্রয়োজন নাই কিংবা বাস্তবিক কম প্রয়োজন আছে তারাই সেটা পায়। ফলে এই লোন চাষীর উৎপাদনে কোন সাহায্য করে না। এমনও প্রমাণ পাওয়া গেছে, এমনও দেখা গেছে fertilizer কৃষককে বিতরণ করার নাম করে Distribution Agency মারফৎই সেগুলি বাজারে চলে গেছে এবং চাষীর কাছে না থেকে প্রকাশ্য বাজারে বিক্রী হচ্ছে, চোরা-বাজারে বিক্রী হচ্ছে। এ থেকে একটা বড় মুনাফার বন্দোবস্ত হয়। আমি জানি না এগুলি protection দেবার ব্যবস্থা আছে কিনা—সেটা ডাঃ রায়ই বলুন। তারপর বাজেটে দেখতে পাচ্ছি ক্রমশঃই এই টাকার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে দেখছি ৫০ লক্ষ টাকা, Revised Budget-এ হল ৪০ লক্ষ টাকা—এর কারণ কি? একদিকে বলছেন Loan বেশী বেশী দিচ্ছেন, প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করছেন, কার্যক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ কমছে—এর কারণ কি?

তারপর Cattle purchase Loan দেখি ১৯৬০-৬১ সালে ২৮ লক্ষ, revised বাজেটে ২৮ লক্ষ—এ ব্যাপার কি? তাহলে কি লোকের অবস্থা একটা জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে? বাস্তব অবস্থা, যেটা বার বার বলেছি, প্রয়োজন যেখানে মানুষের বেশী, বিভিন্ন খাতের আলোচনায় এটা স্বীকারও করেছেন অথচ Loan-এর পরিমাণ না বাড়িয়ে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও—একই জায়গায় রয়েছে—এ অবস্থা কেন? সেজন্য এটা বৃদ্ধি করা হবে কিনা ডাঃ রায়ের কাছে জানতে চাই। আর Embankment খাতে বাঁধটাধ হওয়ার কথা। এখানে দেখছি ১৯৬০-৬১ সালে ৫০% কমে গেল। এটা বুঝতে পারি না যে, একদিকে বলছেন protection দেবেন, চাষীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন। অন্য দিকে যে টাকা যা একান্ত প্রয়োজন তা পাওয়া যায় না। সে দিক থেকে কেন তা 50 per cent কমিয়ে দেওয়া হল তা বুঝতে পারি না। এবং এই সমস্যার মূল আমার মনে হয় সম্পূর্ণ rural credit-কে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা উচিত তা দেখা হয় না। প্রকৃতপক্ষে যাদের loan দরকার, এবং সে amount distribution-এর ব্যাপারে সময়মত পেঁছে দেবার যে প্রশ্ন কোনটাতেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী না থাকার ফলে অবস্থা

আরো খারাপ হচ্ছে। সেইজন্য এই ব্যাপারের পরিবর্তন করা নিশ্চয়ই দরকার নইলে প্রকৃতপক্ষে এই বাজেটের কোন অর্থ হয় না।

Shri Narayan Chobey :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে Electricity Board সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে চাই। সৌভাগ্যের বিষয়, আপনারা বলেছিলেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পেঁছে দিয়ে আমাদের গ্রামে গ্রামে অন্ধকার দূর করবেন এবং ছোট ছোট industries খুলে বাংলাদেশকে পুনর্জীবিত করবেন। কিন্তু কার্যতঃ সে শিল্প গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠে নি। আর এই বোর্ডের পাল্লায় পড়ে বাংলাদেশের Matric. পাশ, I. A. ফেল করা ছেলে তাদের muster roll staff-এর মধ্যে রেখে দিয়ে কি অবস্থা করেছেন দেখা যাক। আমাদের এই বোর্ডে ২ই হাজার muster roll staff আছে। তাদের দৈনিক বেতন হচ্ছে ২৲ টাকা। যারা পাথর ভাংগে, মাটি কাটে, তাদের জন্য কলকাতায় বেতন হচ্ছে ২৷৷০, আর আমাদের এখানকার কর্মকর্তারা বেতন ঠিক করলেন দৈনিক ২৲ টাকা। তাদের কোন ছুটি নেই একমাত্র ২৬শে জানুয়ারী ও ১৫ই আগস্ট ছাড়া। অসুখ হলে ছুটি নিতে পারে না, ছুটি নিলে তাদের মাইনে কাটা যায়। এবং অধিকাংশ লোককে দূর দূর জায়গায় নিয়োগ করা হয়। শুধু তাই নয়, যেহেতু Electricity Act-এ আছে তাদের electricity নিয়ে কাজ করতে হবে সেইজন্য কাজ করার ফলে তাদের যদি কোন accident হয় তাহলে তার জন্য তাদের কোন compensation দেওয়া হয় না। আমি দাবী করবো যে এর বিচার করা হোক। তাদের কাউকে permanent করা হয় নি। তাদের চাকরীতে একটা গ্যাড়াকল করে রাখা হয়েছে। তাদের permanent করা হোক এই দাবী আমি এই House-এর সামনে করতে চাই। তারপর এই Muster roll staff-এর সংগে কেমন ব্যবহার করা হয় বলছি। এর construction-এর কাজ সারা বাংলাদেশ জুড়ে হচ্ছে, তাদের এক ঘণ্টার notice দিয়ে transfer করা হয়। এবং তাদের একমাত্র train ভাড়া ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয় না। এমনকি অনেক সময় তারা রান্না ভাতও খেয়ে যেতে পারে না। আমি দাবী করবো তাদের সংগে মানুষের মত ব্যবহার করা হোক। এই বোর্ডে অনেক বড় বড় লোক আছেন, ভারতরত্ন আছেন, তাঁরা দেশের মানুষের সংগে ভদ্র ব্যবহার করবেন এটাই আশা করা যায়। তারপর আসুন দেখা যাক, পিয়ন, দারোয়ান, Night guard ইত্যাদি যারা আছে তাদের ২০৲ থেকে ২৫৲ টাকা মাইনে এবং ৪ বৎসরে ১৲ টাকা increment। এটা কি কোন সভ্য দেশের মানুষের বেতন হইতে পারে? এইগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবেন। তাছাড়া গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতকালে তাদের পাহারা দিতে হয় লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ, অথচ তাদের এর জন্য কোন পোষাক দেওয়া হয় না, কোন রকম rain coat বা over coat দেওয়া হয় না। আমি দাবী করবো যে এদের এইগুলি দেওয়া হোক। এর পর আর এক ধরণের staff আছে তাদের বলে cashier। তারা cash নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তাদের অনেক সময় মাসে ৪।৫ লক্ষ টাকা নিয়ে কাজ করতে হয়। তাদের বেতন দেওয়া হয় ৫৫৲ থেকে ১৩০৲ টাকা এবং তারা ৫৲ টাকা একটা special allowance পায়।

[4-10—4-20 p. m.]

অথচ এর জন্য তাদের দুই হাজার টাকা security money জমা দিতে হয়। তাদের কোন promotion নাই। Bengal Govt -এর অন্যান্য পারিপার্শ্বিক dept.-এ বেতন কত? Chief Inspector of Boiler-এর অফিসে ১৩০৲—১৫০৲, Govt. Press-এ ১৩০৲—১৮০৲, Presidency College-এ ১১০৲—১৫০৲, Howrah Improvement Trust-এ ১৫০৲—২৫০৲। এই বোর্ডের মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁদের সম্বন্ধে কেন অবিচার হবে আমি জানতে চাই। এই বোর্ডের মধ্যে, Selection Committee-র মধ্যে কি রকম nepotism এবং coruption চলছে তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থিত করতে চাই। শ্রীযুত ব্যানার্জি বলে একজন Hd. clerk আছেন, কোথায় ঘুষ পাওয়া যায়, কোথা থেকে কি সংগ্রহ করা যায় এই করেই তিনি ঘুরে বেড়ান। ১৯৫৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বোর্ড একজন Senior-grade draftsman নিয়োগ করতে পারলেন না। বহুবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন Senior grade draftsman

নিয়োগ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও উমাপদ নাথকে নেওয়া হয়। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত বোর্ড একজন Senior draftsman নিয়োগ করতে পারলেন না। আমাদের বাংলাদেশে কি senior draftsman হবার মতো যোগ্য লোক নাই? তারপর, জগবন্ধু ঘোষ, drafter, তিনি matriculate, trained নয়, তাঁর certificateও ছিল না, ৫ বৎসর সরকারী চাকরী করছেন। আরেকজন শ্রীঅনিল মুখার্জি, তাঁরও certificate নাই, কিন্তু Superintending Engineer Mr. B. K. Dutt-র সংগে জানাশুনা থাকায় তাঁর promotion হয়ে গেল। বংশীধর পাল surveyor, তিনি grade III draftsman হয়ে গেলেন এবং একেবারে Rs. 70 increment পেয়ে গেলেন। এ রকম আরও উদাহরণ আছে। তারপর Recruitment Committee কিছু clerk recruit করার জন্য নোটিশ দিলেন, তার পরীক্ষার question leak out হয়ে গেল। তারপর অবশ্য তার enquiry হয়েছিল, কিন্তু Selection Committe-র বড় বড় অফিসারদের কোন শাস্তি দেওয়া হল না, শাস্তি দেওয়া হল অফিসে যাঁরা নিম্নপদে কাজ করেন। তারপর, stenographer নেবার জন্য employment notice দেওয়া হল; বহু জায়গা থেকে, শিউড়ী, কল্যাণী প্রভৃতি জায়গা থেকে অনেক লোক এলেন, কিন্তু after the examination is over পরীক্ষা cancelled হয়ে গেল, বলা হল আবার examine করা হবে। Corruption and nepotism এভাবেই চলছে—এবং এইজনাই চলতে পারছে যেহেতু কোন service rules এখানে নাই। ৫।৬ বৎসর হল Board হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন service rules হয় নি। Service rules হলে পর এগুলি হতে পারত না। আমি ডাঃ রায়ের কাছে দাবি করছি অবিলম্বে service rules তৈরী করা হোক। তারপর, trade union-এর অধিকার আপনারা কেন স্বীকার করছেন না আমি জানতে চাই। আপনারা শ্রমিককল্যাণের অনেক কথা আমাদের শোনান, কিন্তু trade union-এর মাধ্যমেই যে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা শ্রমিককল্যাণ আসতে পারে গোড়াকার এ কথাটাই আপনারা ভুলে যান। আপনারা আপনাদের মনোমত লোক দিয়ে trade union করতে চান। এখানে corruption and nepotism-এর আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। B. K. Kundu, তিনি non-Matric., Head draftsman, proposal দেওয়া হল তাঁকে অবিলম্বে officer করে দেওয়া হোক ৩০০—৫০০ টাকা বেতনে। অথচ B. K. Kundu-র এমন কোন যোগ্যতা নাই যে, তাঁকে officer করে দেওয়া যায়—ঐ post-টা একজন engineer-এর, B. K. Kundu-র কোন engineering qualification নাই। আমি এখানে জানতে চাই, M. K. Ghosh প্রমুখ কর্তাব্যক্তিরা B. K. Kundu-কে promotion দিয়ে অফিসার করে দেবার জন্য এমন উঠে-পড়ে লেগে গেলেন কেন? যাই হোক, আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, trade union অধিকার স্বীকার করুন, তা না হলে শিল্পে শান্তি আসতে পারে না। আমি আরেকটা কথা বলেই শেষ করব। আমার একটা cut-motion আছে বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তরে corruption সম্পর্কে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—দুর্গাপুরে there is a contractor Mr. S. K. Mitra,—তিনি যদি tender দেন, অন্য লোকের tender-এর সংগে তাঁর tender কেন খোলা হয় নাই এবং অন্য লোককে ডাকাও হয় না? আরো case আছে। তারপর electrification-এর ব্যাপারে সব জায়গা সমানভাবে দেখা হয় না। আমি সেদিন দেখে এলাম খড়্গপুরে electrification-এর সমস্ত কাজ করে রাখা হয়েছে, post, pole ইত্যাদি সঠিক করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেখানে মিউনিসিপ্যালিটিও নাই, আপনি জানেন। অনেক জায়গা, সেখানে scope থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত electrification-এর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। আরেকটা কথা বলব electrification-এর line দেওয়ার ব্যাপারে কি রকম দুর্নীতি চলছে সে সম্পর্কে। দুর্গাপুরের Divisional Engineer বলেছেন—চিত্তবাবু কেমন করে line করিয়ে নিলেন, কিন্তু পয়সা দেন নি, এখন চিত্তবাবু বলছেন, by instalment দিয়ে দেবেন, বোর্ডের এই আইনও নাই—Acceptance of this request would be highly irregular and a departure from the normal procedure would be open to public criticism.

এই ব্যাপারে বোর্ড কি করেছেন আমাদের জানাবেন এই দাবি করি।

[4-20—4-30 p.m.]

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় Loans and Advances খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ উত্থাপন করেছেন, সেই দাবী আমি সমর্থন করছি। সেই দাবী সমর্থন করে State Electricity Board সম্বন্ধে এখানে যে আলোচনা হয়েছে সেই সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য আপনার মাধ্যমে এখানে উপস্থিত করতে চাই। বিশদভাবে আলোচনার সময় থাকলে আমি বলতে পারতাম কিন্তু এখানে সেই সময় না থাকায় আমি শুধু জলঢাকা project সম্বন্ধে কিছু তথ্য আপনার সামনে রাখব। জলঢাকা project সম্বন্ধে এই হাউসে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন হাজরা মহাশয় এর আগের অধিবেশনে জলঢাকা project করতে দেরী হ'ল কেন অভিযোগ করেছিলেন এবং এই হাউসে কতকগুলি ভুল তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। আমি তাঁর অবগতির জন্য জানাতে চাই যে original project তৈরী হয়েছিল ১৯৫৫ সালে এবং detailed investigation বাদে topography hydrology etc. বলে তা 1958 জানুয়ারী মাস পর্যন্ত চলে।

Full Project Report প্ল্যানিং কমিশনের কাছে সাবমিট হয় Oct , 1958-এ এবং প্ল্যানিং কমিশন শ্যাংসান দেন June, 1959-এ। কিন্তু June, 1959-এ শ্যাংসান দিলেও ভূটান গভর্ণমেণ্ট-এর য়্যাপ্রুভ্যাল পাওয়া যায়নি। ভূটান গভর্ণমেণ্টের য়্যাপ্রুভ্যাল পাওয়া যায় middle of June, 1959. মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জনবাবু জলঢাকা প্রোজেক্টের কাজের হিসাব দিয়েছেন। কিন্তু সে তারিখ যে ভুল সেটাই আমি বলতে চাই। ১৯৫৯ সালে ভূটান গভর্ণমেণ্টের য়্যাপ্রুভ্যাল পাবার পর থেকে ফাইনাল সার্ভে এবং অন্যান্য সার্ভে করে প্রপার স্কীম নিয়ে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর থেকে কাজ আরম্ভ হয়েছে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে কাজ আরম্ভ হলেও সে জায়গা অত্যন্ত দুর্গম জায়গা এবং সেই জায়গায় কাজ করা অত্যন্ত অসুবিধা। কিন্তু তাই বলে সেখানে যে কাজ হয়নি তা নয়—কাজ অনেক হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমি একটা তথ্য দেব। শৈলবাবু যখন গিয়েছিলেন তারপর অনেক বেশী কাজ হয়েছে, এই ডিপার্টমেণ্টও বসে নেই। ওখানকার খবর আমি জানাচ্ছি যে Road up to Power House Unit No. 1, Chakmari Road with several bridges, road from Power House to Bindu যেটা nearing completion. ষ্টাফ কলোনী সম্বন্ধে মনোরঞ্জনবাবু বলেছেন। কিন্তু ষ্টাফ কলোনী তো সেখানে tempoprary accommodation দেওয়া হয়েছে—সে জায়গায় প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ বাড়ী তৈরী হয়েছে এবং যেখানে পার্মানেণ্ট কলোনী হয়েছে সেখানে 25% quarters construction হয়েছে এবং টাউন প্ল্যানিং কমপ্লিটেড হয়ে গেছে। তা ছাড়া রেলওয়ে সাইডিং—চাপমারি রেলওয়ে সাইডিং—ওপেন হয়েছে। তিনি বলেছেন যে ঝালং ব্রীজ হয়নি, কিন্তু আমি তাঁকে বলছি যে সেটা হয়েছে। Civil Engineering side, electric side এবং অন্যান্য সাইডের কথা বলতে গেলে বলব যে সেগুলো তৈরী হচ্ছে। আমি এইটুকু জানাতে চাই যে ডিপার্টমেণ্ট অত্যন্ত বাধার মধ্যে দিয়ে সেখানে কাজ করছে। এবং আমি বোর্ড সম্বন্ধে দু-একটা তথ্য আপনার মাধ্যমে রাখতে চাই। এই বোর্ড যখন কাজ আরম্ভ করে তখন মাত্র ২৩টা Electrical supply undertaking West Bengal-এ ছিল। আজকে সেখানে এটা আমরা দেখছি ২০০ এবং ৩১. ৩. ৫৬ তারিখ থেকে যদি আমরা ৩১. ৩. ৬১ পর্যন্ত হিসাব ধরি তাহলে দেখব টাউন এবং ভিলেজে ইলেকট্রিফেকেশন যেখানে ১০২টা ছিল সেটা ৪১৪ হয়েছে। Capital expenditure যদি দেখি তাহলে দেখব প্রায় 1055 lakhs total capital expenditure-এর মধ্যে ৪৭০ লক্ষ টাকা শুধু rural electrification-এ খরচ হয়েছে। এই কথা আমি হাউসের সামনে বলতে চাই আজকে বোর্ডের economy stable হয়েছে। Rural electrification সম্বন্ধে যদি আমাদের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে আমি বলব যে আজ গ্রামে সব electricity ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আজও অনেক গ্রামে ইলেকট্রিক লাইন এখনও যায়নি। অথচ গ্রামাঞ্চলে যদি কুটির শিল্প গড়ে তুলতে হয় তাহলে তার জন্য rural

electrification essential. গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে যে টাকা পাওয়া যায় তার ৪৪ ভাগ টাকা rural electrification-এর জন্য খরচ হয়।

এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, রুরাল ইলেক্‌ট্রিফিকেসন স্কীম-এর জন্য আরও টাকা ধার্য করার প্রয়োজনীয়তা আছে কারণ আমাদের টোটাল নাম্বার অব কন্‌জিউমার্স যদি দেখি তাহলে দেখব যে ৩১. ৩. ৬০ তারিখ পর্যন্ত আমরা ৪০ হাজারেরও বেশী কন্‌জিউমার্স পেয়েছি। তারপর আমি মনে করি ব্যাণ্ডেল পাওয়ার স্টেশন, জলঢাকা স্কীম এবং রুরাল ইলেক্‌ট্রিফিকেসন স্কীম কমপ্লিট করবার পর এই বোর্ডের ইকোনমিক কণ্ডিশন আরও বেটার হবে। স্যার, এই উপলক্ষে আমাদের কেন্দ্রের মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দের অভিমত যে, রুরাল ইলেকট্রিফিকেসনের জন্য সাবসিডি পাওয়া উচিত। কিন্তু এই গভর্ণমেণ্টের সামনে তা প্রস্তাব আকারে বারংবার বোর্ড রাখলেও এখনও পর্যন্ত তা স্বীকৃত হয়নি। কাজেই আমি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছে বলব যে যদি তাঁরা রুরাল ইলেকট্রিফিকেসনের জন্য এই টাকা সাবসিডি হিসেবে দেন এবং সেটা ইণ্টারেষ্ট ফ্রি হয় তাহলে তাতে বোর্ড-এর ইকনমিক কণ্ডিশন বেটার হবে। তারপর নারায়ণ চোবে এবং মনোরঞ্জন হাজরা মহাশয় যেভাবে বোর্ডের দোষ-ত্রুটির কথা বলে গালাগালি করে গেলেন তাতে তাঁরা ব্যক্তিগত গালাগালির দিকেই গেছেন এবং আমি মনে করি এর দ্বারা তাঁরা শালীনতার পরিচয় দেন নি। মনোরঞ্জনবাবু বলেছেন যে তাঁর বাড়ীতে ইলেকট্রিক লাইন দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমি জানি এখন যেখান থেকে ইলেকট্রিক লাইন গিয়েছে সেখান থেকে তাঁর বাড়ী পর্যন্ত যেতে হাজার ফুটেরও বেশী লাইন টানতে হয়। কাজেই প্রথম কথা হোল পোলের অভাবে যায়নি এবং দ্বিতীয় কথা হোল তাঁকে এই হাজার ফুটের জন্য অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। তবে তাঁর কাছ থেকে যদি এই অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ না নিয়ে তাঁকে ইলেকট্রিক কানেক্‌সন দেওয়া হয় তাহলে আমি বলব তাঁকে ফেভার করা হয়েছে।

[4-30—4-40 p.m.]

Shri Dhirendra Nath Banerjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এইখাতে আলোচনা করতে গিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে সরকারের এই মহাজনী খাতে যে ৯ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা খরচ হবে তাতে আডভান্সেস্‌ টু কাল্টিভেটর্স এই হেড-এ দেখছি ১ কোটি ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ হবে, অথচ চলতি বছরে সেটা ছিল ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৩২½ হাজার টাকা—অর্থাৎ এই বছরের জন্য কম করে ধরা হয়েছে। কিন্তু স্যার, এটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, এই সমস্ত কৃষকরা যখন খাদ্য এবং কাঁচামাল উৎপন্ন করে দেশের খাদ্যাভাব দূর করে তখন তাদের দিকে বেশী করে নজর দেওয়া উচিত। তবে চলতি বছরে ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করার ফলে যে বাড়তি ফসল উৎপন্ন হয়েছে তাতে যদিও সরকার এটা তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় বলে মনে করছেন, কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত যে এবারে তাঁরা ৭২ লক্ষ টাকা কৃষি-ঋণ হিসেবে দিতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, কৃষক হয়ত একটু আঁচ পেয়ে বেশী ফসল ফলাবার জন্য চেষ্টা করত, কিন্তু সে বিষয়েও সরকারের গাফিলতি দেখা গেছে। আমরা কৃষকদের আর্থিক অবস্থা জানি। তাদের হালের গরুর খোরাক, বীজ, সার প্রভৃতির জন্য আন্দোলন করতে হয়। তারা যখন সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পায় না তখন তাদের মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নিতে হয় যে মহাজনদের সরকার জিয়িয়ে রেখেছেন। কৃষি খাতে তাঁরা যে ঋণ দেন সেটা এমন লোককে কাছে গিয়ে পড়ে যারা এই সরকারের অল্প সুদের টাকাটা নিয়ে কৃষকদের কাছে বেশী সুদে খাটিয়ে নেয়। কৃষকদের স্বাবলম্বী করবার জন্য দরাজ হাতে সরকারের এগিয়ে আসা দরকার। কিন্তু সেদিকে সরকারের নজর কম। গত বছর কৃষকদের সাহায্য দেবার জন্য সরকার যে দেড় কোটি টাকা খরচ করেছেন তাতে যদি ফসল বেশী হয়ে থাকে তাহলে এ বছরে ঠিক সেই অনুপাতে ফসল বাড়াবার জন্য সেই অনুপাতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতেন এবং কৃষকদের ঋণ দিলে সরকারের তাতে বিপদ কম থাকে, কেন-না ঋণ চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা সসুদে সেটা

ফেরৎ দিতে পারে। আমি গ্রামাঞ্চল ঘুরে দেখেছি যে কৃষকরা সরকারের কাছ থেকে ঋণ না পেলে কোটি কাটি টাকা মহাজনদের পিছনে ব্যয় করতে বাধ্য হয় এবং ঘটি-বাটি, জমি-জমা বন্ধক দিয়ে এমন কি ধানের জমি খাই-খালাসী বন্দোবস্ত দিয়ে যাকে বলে কোট-কবলা করে দিয়ে তারা বাঁচবার চেষ্টা করে, ফসল বাড়াতে চেষ্টা করে। সেজন্য আমাদের দেশে বেশী ফসল হয়েছে। সরকারের সুনাম হয়েছে বেশী উৎপাদন বলে সেই সুনামের পিছনে আছে আছে কৃষকদের পরিশ্রম। কিন্তু তাদের ফসল বাড়াবার জন্য যে আয়োজন দরকার—যেমন কৃষি ঋণ, সার, বীজ, গরু কেনার ঋণ, সেদিকে দেখি সরকারের নীতি পরিবর্তিত হয়নি। গরু কেনার জন্য সরকার ৩ বছরে ১৯৫৯-৬০ সালে ঋণ দিয়েছেন ২৫ লক্ষ ৭৫ হাজার, ১৯৬০-৬১ সালে দিয়েছেন ২৮ লক্ষ এবং এবারেও দিয়েছেন ২৮ লক্ষ টাকা। তাঁদের নীতি পরিবর্তন হয়নি। তাও আবার ১৪/১৫ ভাগ হবে—২লক্ষের মতও পড়ে না। ফলে যখন গো-ঋণ দেওয়া যায় তখন দেখা যায় ৭৫ টাকা থেকে ১০০ টাকার বেশী একজন কৃষক গরু কেনার জন্য পায় না। যারা সত্য সত্যই মাটি খুঁড়ে ফসল ফলায় তারা ঐ ৫০/১০০ টাকায় সুস্থ-সবল জোড়া বলদ করতে পারে না—ঐ সুস্থ সবল জোড়া বলদ যাঁরা কংগ্রেসী সভ্য আছেন তাঁদের বাড়ীতে হয়।

তারপর সারের ব্যাপারে দেখা যায় সরকার সারের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা ধরেছেন। গত বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল, রিভাইজড্ বাজেটে আবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ত্রিশ লক্ষ টাকা হয়ে গেছে। সারের সম্পর্কে সরকার মন্তব্য করেছেন যে কৃষকরা মুর্খ, তারা সারের উপযুক্ত ব্যবহার জানে না, এজন্য সরকার কৃষককে ধিক্কার দেন। অথচ দেখা যায় সারের জন্য যে টাকা সরকার খরচ করবেন বলে বলেছিলেন রিভাইজড্ বাজেটে দেখা যাচ্ছে তা থেকে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন নি, অর্থাৎ তা কৃষকদের হাতে পেণছে দিতে পারেন নি।

স্যার, আগে সরকার কৃষকদের হাতে সার পেণছে দিতেন কিন্তু এখন তাঁরা সারের বদলে কৃষকদের টাকা দিচ্ছেন এবং তাদের বাধ্য করাচ্ছেন সরকারের যাঁরা এজেণ্ট তাঁদের কাছে যাওয়ার জন্য। ফলে দেখা যায় যখন কৃষকদের প্রয়োজন হয় তখন কৃষকরা সার পায় না। সরকারের যাঁরা এজেণ্ট মনোপলিষ্ট তাঁরা কৃষকদের সার না দিয়ে সেই সার অন্য কাউকে দিয়ে দেন। হয়ত দেখা যাবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ির টি-গার্ডেনে সেই সার বিক্রি হচ্ছে, কৃষকদের স্বার্থে সেই সার বিক্রি হয় না। এই নজীর আমার কাছে আছে যে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়িতে পাট চাষ বা ধান চাষের জন্য যে সার দেয়া হচ্ছে সেই সার চলে যাচ্ছে চা-বাগানে। এইভাবে সরকারের নীতি চলেছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, শিল্পে যে সমস্ত জিনিস হয়, তার বিগেষ্ট কনজিউমার এই কৃষকরা—এই কৃষকরা যদি সর্বহারা হয়ে যায়, তারা যদি তাদের ন্যায্য পয়সা, ন্যায্য সাহায্য সরকারের কাছ থেকে না পায় তাহলে এই সরকারকে কল্যাণব্রতী সরকার বলা যায় না। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি বলি সরকারের কৃষি-ঋণ দেয়ায় যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। কৃষকদের চৈত্র-বৈশাখের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া দরকার যাতে কৃষকরা গ্রাম্য হাঙ্গরদের কাছে না গিয়ে সরকারের কাছ থেকে ঋণ করে বৎসরান্তে তারা সেটা শোধ দিতে পারে। এই সিকিউরিটি থাকা সত্ত্বেও সরকার কৃষকদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন না। সুতরাং সরকারের এই দুর্বল নীতিকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, there are two items on which our friends have concentrated their criticism. First of all, I want to make it clear that the Electricity Board is fairly autonomous in its operations, but whatever opinion members have expressed will naturally be considered seriously by the members of the Electricity Board.

Shri Monoranjan Hazra has raised a point regarding Kuljian Corporation. As far as I know that Corporation first came to our notice when they were the consultants for the Bokaro Power Station. Since then they have been given the consulting work of the Power Station for the D.V.C. in Durgapur—for the power station which we are extending

in Durgapur. They have also recently got the work of consultants for Gujrat Thermal Plant. I have carefully noticed the rates which we have given them as commission which are much lower than they charge. The rates, naturally, will depend upon the amount of work that the consulting company has to do, i.e. whether they lay down designs—they will take up the tender—consider the tender—select the tenderer, and also look after the construction of the plant. It all depends upon to what extent the authority is given to the Corporation to do the work and the amount of remuneration will naturally depend on the amount of work that is done. I am satisfied, they are not being paid anything higher.

[4-40—4-50 p.m.]

As regards the Development Loan Fund, on which we are depending for the purpose of meeting the expanditure for the Bandel Thermal Plant, it is a Fund given to the Government of India for allocating to different projects in India. But whatever the projects are given the allocations, they have got to satisfy the Planning Commission and the respective Departments of the Government before they are included by the Economic Division of the Finance Minstry of the Government of India. I am glad to say that the Finance Ministry of the Government of India have accepted our proposal to have the Bandel Thermal station included in the D.L.F. Shri Monoranjan Hazra said that we have done this in order to supply our current to D.V.C. and Electric Supply Corporation. This is not true because we do not want to have any particular arrangements with the D.V.C. But we decided to have our own Plants because we want to develop electric power in the State in our own way, particularly we want to see that our rural areas are provided with power more liberally than now.

Sir with regard to Jaldhaka Hydro-Electric Project, Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay has already given details and I do not want to give further. I understand that the Plant will be completed in 1963 and the current will be available in 1964.

Sir, with regard to the question that has been raised about the Deputy Minister, Shri Chittaranjan Roy, I made enquiries of the Electricity Board and find that his current Bill was not paid at Digha and it was sent here and Shri Chittaranjan Roy paid the bill here in the Electricity Board and asked the Electricity Board to give him option for his rooms on the hire-purchase system, a system which is in vogue not merely for one individual but for all individuals who apply for it.

With regard to Shri Monoranjan Hazra's suggestions that all the engineers are in Calcutta, the facts are that 9 Divisional Engineers are outside Calcutta, two Superintending Engineers are staying outside Calcutta and the Deputy Chief Engineer of Jaldhaka Project has also gone there. It took a little time to go there because, as Shri Ananda

Gopal Mukhopadhyay has already told you it took a little time before the actual project was completed.

Sir, with regard to the question of rates about which Shri Haridas Mitra was enquiring. I may mention to him that it is unfair to have the rates charged by the Electricity Board compared with the rates charged by the Calcutta Electric Supply Corporation. For this reason that, in the first place, the rates charged by the Calcutta Electric Supply Corporation are lower because the load factor there is high. During day time as well as in the night the load factor there goes up to 90 to 95 per cent and greater the load factor the greater is the return and, therefore, it is easier for them to lower the rates at which current can be supplied. Whereas, if we supply current in village areas we have got to take current for long distances and usually in a village area some current may be taken over by small industries, some current used for lighting purposes. But for the rest of the day practically no current is used. Secondly, the longer the stretch of transmission line that is to be put in for the purpose of carrying electricity the greater is bound to be the amount of actual costs of the generation of that electric power. In Calcutta the Calcutta Electric Supply Corporation have got an advantage that their main consumers are within a located area and they have not got to take transmission lines for miles before they can be supplied to consumers. That makes a great deal of difference in so far as the rates are concerned. We are satisfied that it is not our purpose to try and get a very huge sum from the supply of electricity. As a matter of fact we have issued a notification with special low tariff for small-scale industries in the village areas and for irrigation and agricultural purposes. For small-scale and cottage industries we have reduced the rate at 2 annas per unit for irrigation and for agriculture 1.5 annas per unit Apart from that if there is a small industry which has got not more than 10 horse power plant for use in that industry or whose total capital is not more than Rs. 10,000, there is a rebate given to the bill. All these are given for the purpose of improving the supply of electricity for small-scale industries in the village areas and to induce the villagers to use electricity in larger quantity, but it is not possible to go beyond a certain limit.

With regard to the question of the salary and the rates that are paid to the wage-earners I may say at once that the Electric Supply Corporation, as I told the Administrator, should follow the chart of rates that is followed by the Government. As a matter of fact, we in the Government are now considering the rates for the Class IV employees, particularly, and this matter is being considered by the Wage Committee When the Wage Committee will submit its report, it would be desirable that the Board should also follow suit and raise their wages.

With regard to the question of workcharged employees being made permanent. this is not a matter which only concerns the State Electricity Board. This thing happens practically in every work that is being undertaken by the Government for any partiuclar purpose, whether it

is mechanical engineering, or civil engineering, or electrical engineering, or any other engineering. There is a particular project called Jaldhaka project, for instance. An estimate has been prepared for the project—the total number of people that will be required and the total number of hours that they will have to work. We draw up a project on the basis of that, and as soon as the work is finished, some individuals who have been appointed for that particular work ordinarily have to give up their connection with that work, but it is expected, and it does happen, that they will be taken into any other work which may be taken up afterwards. Sir, the very word 'workcharged' means the charge, the wage for that particular individual is attached to the work and to make him permanent means a liability which is to be carried by the organisation and which it may not be possible for them always to carry easily.

With regard to the charges of corruption, etc., I find that the arrangements for appointments to the regular establishment are made through Selection Committee. No. 1 is presided over by the Chairman of the Board and No. 2 by a retired Member of the West Bengal Public Service Commission. There are also officials and non-officials in the committee. Similarly with regard to purchases the same thig happens. There is a committee appointed for the purpose. It is true that they have not yet completed their service rules. I have told the Administrator that they should prepare their service rules as early as possible.

[4-50—5 p.m.]

I shall now go over to the other subject which has been discussed round the table, namely, the question of loans to the agriculturists. There is no doubt whatsoever that the agriculturists generally are in a difficult position and everybody has got sympathy for them—sympathy which is temporary or purposeful sympathy or sympathy for the real condition of the agriculturists themselves. Ordinarily we give loans for the agricultural relief. There are two forms of loans—one is agriculturists' loan under Agriculturists' Loan Act of 1884 and the other is Artisans' loans. The present policy is that normally agricultural operations are financed under crop loan scheme administered by the Co-operation Department while agriculturists' loan is given under the Agriculturists' Loan Act of 1884 and the loans are issued for relief of genuine distress. The cattle purchase loans are issued by the Agriculture Department while agriculturists loans for relief of distress are sanctioned by the Relief Department. In all relief operations by far the heaviest item of expenditure is agricultural loans. For at all stages of distress agricultural loans are a potent factor in stimulating conditions necessary for normal conditions to be brought back. It is not possible obviously to give loans to every agriculturists but the loans are distributed judiciously only to those who deserve under the Loans Act. When agricultural loans are issued in paddy the District Officers are authorised to issue loans upto 45 maunds in case of loans issued

under ordinary rules and 9 maunds per member when the loans are given to group under distress. The value of paddy lent is calculated at the prevailing market price of paddy on the date of loan together with the value of container at -|12|- each. Under ordinary rules the Collectors and the Subdivisional Officers are competent to grant loans upto Rs. 1,000 and 750|- respectively. Loans exceeding Rs. 1,000 require the sanction of the Commissioner, while loans exceeding Rs. 3,000|- require the sanction of Government but for relief of distress agricultural loans mostly due under special rule under the Act are given only on joint bond system to groups of co-villagers upto a ceiling of Rs. 600|- per group, subject to the condition that the actual loan issued to any member of the group is not more than Rs. 50|-. No written applications either from a group or its individual members are necessary and detailed enquiries are not made as to the circumstances of the borrowers. When the period of distress is prolonged a second loan may be given if necessary to anyone who has already received a loan provided personal security of the group is found satisfactory. Only deeds hypothecating lands have to be registered. Bonds are exempted from stamp duty. The loans are distributed by the executive officers employed in districts. The rules also provide for distribution through non-official agents. Loans are required to be distributed ordinarily in villages. Interest charged on these loan is 6¼ p.c. per annum and the loans are repayable within 1 or 2 years but for special reasons longer period may be given with the sanction of the Commissioner. The dates and periods for repayment are fixed by Collectors. The dates of repayment are in all cases fixed with the due regard to the dates of harvesting of principal crops; when the liability is joint and several, every attempt is made to realise from each individual the amount due from him and the joint liability is enforced only as a last resort and is even then apportioned as fairly as possible. Recovery is made through the Board of Revenue, West Bengal. Powers are already handed over to District Officers to grant remission of payment of instalment of loans either by a general order relating to a specific area on account of the failure of crop or any other exceptional calamity or by a special order on account of circumstances beyond the control of the individual borrower. The District Officers are also instructed to exercise their powers when ever and wherever necessary for relief of distress in the light of local condition. Under the rules remission of a loan may be sanctioned where recovery of the loan in full would occasion serious hardship. The Collection may grant remission upto Rs. 25 and the Commissioner upto Rs. 200|-. Remission above these limits requires Government sanction. Certificate procedure is not adopted. As a matter of course certificate are filed to save limitation as also to ensure recovery of debts from recalcitrant loanees who have otherwise capacity to pay. In view of the distress still prevailing in some areas of the State specific instructions are being issued by the Board of Revenue for realisation of loans out of funds provided by this department.

For example, agricultural loans for relief of distress and artisans' loans. The District Officers have instructions that loans should be given neither too long before they can be used nor too long after the opportune moment when their utility will be impaired, if not destroyed altogether. The allotments sanctioned for distribution of agricultural loans in Darjeeling district, which has been referred to specifically, vary from Rs. 1 lakh 32 thousand, Rs. 1 lakh 90 thousand to Rs. 2 lakhs 50 thousand.

The Artisans' Loans are intended to be issued mainly in the form of raw materials, tools, implements, etc. for rehabilitation of artisans. Under the scheme, loans may be given up to Rs. 100 per family, but, in exceptional cases, they may be increased to Rs. 200 per family. Interest is $6\frac{1}{4}\%$ per annum and the loan is repayable in equal annual instalments not exceeding four in number. For short-term loans, the Collectors fix suitable dates of repayment. Loan bonds are exempted from stamp duty. When loans up to Rs. 60 or up to Rs. 100 in special cases are issued on joint bond on the personal security of borrowers alone, the loan bonds are not required to be registered. During the year 1960-61 a total sum of Rs. 1,21,43,000 has been allotted for agricultural loans against the provision of Rs. 59 lakhs in the budget and a total sum of Rs. 3,87,000 has been allotted for artisans' loans against the provision of Rs. 6,50,000 in the budget.

Sir, it will thus appear that we try to help the agriculturists as far as possible in different ways. Besides these, as I said before, crop loan is given by the Co-operative Bank up to a certain limit. Last year, the total allotment was for Rs. 2 crores 50 lakhs. It may be the same this year also—it depends upon the conditions prevailing this year.

Sir, with these words, I oppose all the cut motions and commend my motion for acceptance by the House.

Shri Ajit Kumar Ganguli:

ডাঃ রায়, কি আমাদের একটু enlightened করবেন, কারণ '1884 Act'টা এত পুরোনো যে এ দিয়ে কোন কাজ হয় না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনি আমাকে চিঠি দেবেন আমি উত্তর দেবো।

Mr. Speaker: Division has been claimed on cut motions Nos. 3, 18 and 25. I put the rest of the cut motions to vote.

The motion of Shri Mangru Bhagat that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Panchugopal Bhaduri that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

[5—5-20 p.m.]

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—116

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Mayay
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhushan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Digpati, Shri Panchanan
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari

Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—54

Abdulla Farooque, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty. Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan

Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 54 and the Noes 116, the motion was lost.

The motion of Shri Haridas Mitra that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—116

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimait Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Digpati, Shri Panchanan
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath

Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—54

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal

Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 54 and the Noes 116, the motion was lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 9,36,27,000 for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—116

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand

Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Digpati, Shri Panchanan
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Honble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal

Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—52

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Mondal Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 52 and the Noes 116, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 9,36,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 51, Major Head "Loans and Advances by State Government" was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes]

[AFTER ADJOURNMENT]

[5-20 to 5-30 p.m.]

Demand for Grant No. 40

Major Head: 57-Miscellaneous-Contributions

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,82,69,000 be granted for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions during the year 1961-62. The details of the various grants to the various bodies are mentioned in the papers which have already been circulated to the members.

The main item relates to grants to local bodies.

Grants to local bodies for dearness concession to their employees	Rs. 38,00,000
Grants to Calcutta Corporation for dearness concession to their employees	Rs. 88,94,000
Grants to local bodies in respect of Central assistance for raising the emoluments of low-paid employees	Rs. 9,00,000
Grants to local bodies for implementing the Minimum Wages Act	Rs. 15,00,000
Grants to local bodies in lieu of landlords' and tenants' share of cess	Rs. 24,00,000

These are the main items which are included in this Grant.

With these words, Sir, I move my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker: All the cut motions may be taken as moved.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray: I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli: I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy : I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta : I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40,Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Deben Sen : I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar : I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchugopal Bhaduri : I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced to Re. 1.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced to Re. 1.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বাঙলা দেশে ৮৬টা মিউনিসিপ্যালিটির সংকটময় পরিস্থিতি সম্পর্কে বার-বার এই সভায় আলোচনা হয়েছে। এই সংকট গত দু বছরে আরও ঘনীভূত

হয়েছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে বর্তমান বাঙলা সরকারের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপর দৃষ্টি নাই তা নয় সরকারের অ্যাটিচিউট এমনি দাঁড়িয়েছে যার ফলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ট্যাক্স আদায় এবং কোন প্রকারে মাহিনা দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন কাজই নাই। আমরা যে কোন মিউনিসিপ্যালিটির পরিস্থিতি আলোচনা করলেই আমরা এই জিনিষ স্পষ্ট বুঝতে পারব। এস্টাবলিস্‌মেণ্ট চার্জেস-এর জন্য প্রায় শতকরা ৭০/৮০ ভাগই ব্যয়িত হয়ে যায়। স্যার আপনি জানেন এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তরাই প্রধানত বাস করে, আধুনিক যুগের কোন সুখ-সুবিধা তারা পায় না।

কোন রকমভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে তারা বাস করে থাকে—একথা মন্ত্রী মহাশয় জানেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকার এ সম্পর্কে নিরুপায়। সরকার গত কয়েক বছর যাবৎ বলছেন যে তাঁরা আরবান এরিয়ার প্রতি দৃষ্টি দেবেন। কিন্তু এই সমস্ত আরবান এরিয়া কেমনভাবে মরে যাচ্ছে সে কথাই আমি বলব। স্যার, আপনি জানেন বছর দুয়েক আগে নূতন মিনিমাম ওয়েজেস হ'ল এবং সেই মিনিমাম ওয়েজেস সরকার যেটা বাড়ালেন ডি. এ.-এর খাতে প্রভৃতি তার ½ দিলেন। কিন্তু এই যে ½ মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে যে নূতন চাপ সৃষ্টি করা হ'ল এবং প্রতি বছর যে চাপ বাড়বে সে-ক্ষেত্রে সরকার একেবারে নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। দুর্ভাগ্যের কথা লোকাল বডিস্‌গুলো সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে যে গ্র্যাণ্ট হিসাবে ইল্‌-পেড্‌ মিউনিসিপ্যাল এম্‌প্লয়ইজদের জন্য ব্যয় করার জন্য—সেটা দেখা যাচ্ছে ১৯৫০-৬০, ১৯৬০-৬১ সালে ২৪ লক্ষ টাকা পেলেন। এই ২৪ লক্ষ টাকা ২ বৎসর পর পর পাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ব্যয় করলেন ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮১৬ টাকা এবং পরবর্তী বৎসরে ৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। বাঙলা দেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর যে পরিস্থিতি হয়েছে তা খুব আশাপ্রদ নয়। লোকাল বডিস্‌গুলোর য়্যাটিচিউড বা দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলব। তাঁরা ডি. এ. কন্‌সেশন যা এম্‌প্লয়িদের দেবেন সে-ক্ষেত্রে ১৯৫৯-৬০ সালে ৩৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা দেবার স্থির করেছিলেন, সেটা ১৯৬০-৬১ সালে ৩৯ লক্ষ টাকা দাঁড়াল। কিন্তু ১৯৬১-৬২ সালে সেটা কমিয়ে দিলেন ১ লক্ষ টাকা। আমি বলছি যেখানে এই খাতে আরও বাড়ান প্রয়োজন সেখানে তাঁরা প্রেসার সৃষ্টি করছেন যাতে আস্তে আস্তে মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে ডিপার্টমেণ্টের অধীনে আনা যায়। তারপর দেখুন ১৯৫৯-৬০ সালে লোকাল বডিস্‌গুলোতে যে মিনিমাম ওয়েজেস য়্যাক্ট চালু হয়েছে তার জন্য যে গ্র্যাণ্ট দিলেন সেই গ্র্যাণ্টের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রথম বছরে ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে যখন কথাবার্তা চলছিল তখন ১৮ লক্ষ ৬৭ হাজার থেকে ১৯৬০-৬১ সালে সেটা ৬৬ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকায় এসে দাঁড়াল এবং তার পরবর্তী দুই বছরে রিভাইজড্‌ এষ্টিমেট একেবারে নাবিয়ে নিয়ে এলেন ১৬ লক্ষ টাকাতে এবং ১৯৬১-৬২ সালে ১৫ লক্ষ টাকাতে। এই হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির য়্যাটিচিউড়—যে টাকা তাঁরা সরকার থেকে পান সেটা তাঁরা খরচ করবেন না এবং যে টাকা তাঁরা নিজেরা দিতে পারেন সেটার অংক ক্রমাগত কমে আসছে। তারপর সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান-এর কথায় বলা হয় যে আমরা এত করেছি। প্রভিশন ফর ইম্‌প্রুভমেণ্ট অফ রোডস্‌ তাঁরা টোটাল প্ল্যান প্রভিশন-এ ১ কোটি ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা করেছিলেন এবং ৫ বছরে এষ্টিমেটেড্‌ এক্সপেণ্ডিচার ৫০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। অর্থাৎ ৫০% টাকা পর্যন্ত তাঁরা সাহায্য করতে পারলেন না, ব্যয় পর্যন্ত করতে পারলেন না। অথচ একটা ডিপার্টমেণ্ট তাঁরা আঁকড়ে নিয়ে বসে আছেন। এইভাবে যেখানে বাঙলা দেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর এই রকম কঠিন পরিস্থিতি—এই সম্পর্কে ট্রেজারী বেঞ্চ এবং অপোজিশনের মধ্যে কোন মতভেদ নেই—সেখানে তাঁরা যে টাকা ৫ বছরে প্ল্যান প্রভিসানের মধ্যে আনলেন তার ৫০% খরচ করতে পারলেন না। অথচ আপনারা আবার বলবেন যে সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান-এ আমরা ভালভাবে কাজ করেছি। আমরা আগে জানতাম যে কয়েক হাত খুঁড়লেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু এখন জলকষ্ট প্রচণ্ড। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের National water supply and sanitation scheme in urban area যা আছে তার জন্য ১৯৫৯-৬০ সালে তাঁরা ১ কোটি টাকা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পেলেন, ১৯৬০-৬১ সালে রিভাইজড্‌ বাজেটে দেখা যায় সেটা ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা।

এই দু বছরে যদি যোগ করি তাহলে দেখব ২ কোটি ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ওয়াটার স্কীম-এর জন্য রাখা হ'ল।

[5-30—5-40 p. m.]

আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে বাঙলা দেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলো আজ জল চাই, জল চাই, আমাদের সাহায্য করুন—এই বলে চিৎকার করছে। কিন্তু তার জন্য ব্যয় করলেন কত? ২ কোটি ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকার মধ্যে মাত্র ¼ অংশ ব্যয় করেছেন- অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ সালে ১৯ লক্ষ ৮৫ হাজার এবং ১৯৬০-৬১ সালে ৩৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭০০ এই মোট ৫৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। সুতরাং বাঙলা দেশের সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি-গুলো যখন জলের জন্য চিৎকার করছে তখন তিনি এই সামান্য টাকা ব্যয় করে কোন্ জাতীয় মন্ত্রীত্ব করছেন সেটা বুঝতে পারি না এবং তাই আজ বিধানসভায় সেই প্রশ্ন উঠেছে যে কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি বাঙলা দেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে দেখছেন? তারপর ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে যদিও ৮৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ধরেছিলেন কিন্তু রিভাইজড্-এ তা হয়ে গেল ৩৭ লক্ষ ৬ হাজার ৭০০ টাকা। অবশ্য শেষের দিকে হয়ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নানা কথা বলে এই সমস্ত উড়িয়ে দেবেন এবং সেটাই আজ ৫/৭ বছর ধরে দেখছি যে যতবারই বিধানসভায় এই সমস্ত জিনিস রাখা হয়েছে ততবারই সেই য়্যাটিচুড কাজ করেছে। তারপর স্যার, আপনি সমস্ত কাট মোশানগুলো পড়েছেন কিনা জানি না, তবে যদি পড়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে সমস্ত কাট মোশানগুলোতেই ⅔ এবং ⅔ এই স্কীম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। টাকা নিয়ে এ'রা গলাবাজী করেন, অথচ বিভিন্ন কাট মোশানগুলো যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে এ'রা টাকা দিচ্ছেন না এবং ওয়াটার-এর জন্যও টাকা দিচ্ছেন না। অবশ্য এ'রা বলছেন টাকা দেব, কিন্তু আমরা দেখছি বছরের পর বছর কেটে যায় অথচ মিউনিসি-প্যালিটি থেকে যে স্কীম রাখা হয় তার জন্য টাকা দেন না। শুধু তাই নয়, আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, যেখানে টাকা ফেরৎ চলে যাচ্ছে সেখানে মিউনিসিপ্যালিটিগুলো লিখে লিখে হয়রাণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জন্য টাকা স্যাংশন করা হচ্ছে না। কাজেই এই য়্যাটিচুডের জন্য আজ দেখছি এই ডিপার্টমেণ্টকে তুলে দেওয়ার মত অবস্থা এসেছে। স্যার, মিউনিসিপ্যালিটির একমাত্র ডাইরেক্ট ট্যাক্স ছাড়া আর কোন রকম ইনকাম নেই, অথচ এ'রা তাঁদের কোন সাহায্য করছেন না। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে তাঁদের অর্থ সাহায্য করুন এবং সেটা এমনভাবে করুন যাতে তার দ্বারা তাঁদের রোজগার হয়। আমি সাউথ সুবারবান মিউনিসিপ্যালিটির কথা বলে আপনার কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছি, বলুন একথা সত্য কিনা? আপনি জানেন এবং আমিও বরাবর বলে আসছি যে, যেখানে এক সময় ২০ হাজার পপুলেশন ছিল সেখানে আজ ২ লক্ষ পপুলেশন হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানে যে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড আছে সেই ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড রিমুভ করা কি মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে সম্ভব? আজ সেখানে প্রচুর পপুলেশন হয়েছে এবং সমস্ত জায়গা ময়লা জলে ভেসে যাচ্ছে অথচ আপনারা এই ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড সমস্যার সমাধান করলেন না। অবশ্য আধুনিক কায়দায় করতে গেলে ৫/১০ লক্ষ টাকা দরকার, কিন্তু আপনি তাঁদের সাবসিডি দিয়ে বা অন্য কোন রকম সাহায্য করুন। তারপর ডায়মণ্ডহারবার রোডের উপর বেহালা বাজারটি এক সময় ছোট আকারে ছিল, কিন্তু আজ এক্সটেনশন-এর ফলে সেখানে ২ লক্ষ লোক হয়েছে। কাজেই তাঁদের অসুবিধা দেখে যদি আপনারা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের জন্য ৫/৬ লক্ষ টাকা স্যাংশন করেন তাহলে তাতে মিউনিসিপ্যালিটির রোজগার হবে এবং সেই রোজগার দিয়ে তাঁরা দেনা শোধ করতে পারবেন এবং আপনারাও মিউনিসিপ্যালিটির মারফৎ যে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেছেন সেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে মিউনিসিপ্যালিটিতে আপনাদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে পারবেন। তারপর আপনারা থার্ড প্ল্যান করছেন। কিন্তু বছর বছর যখন সেই সমস্ত জায়গায় লোক বাড়ছে তখন আপনারা তাঁদের সাহায্য করুন এবং তার ফলে তাঁরাও নূতন নূতন স্কীম করতে পারবেন। তবে তাঁদের উপর বেশী বোঝা চাপাবেন না বা কোটি কোটি টাকার পরিকল্পনাও তাঁদের হাতে দেবেন না, কারণ সে-সব বহন করবার শক্তি তাঁদের নেই বলে

তাঁরা কোন দিনই সেগুলো মেটিরিয়ালাইজ্ করতে পারবেন না এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলোও তা মেনে নেবে না। যা হোক্, যদি আপনারা মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে সুযোগ করে দিতেন বা তাঁদের সাহায্য করতেন তাহলে তাঁদের হাতে টাকা আসত এবং তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন হোত। তবে এটা আজ পরিস্কার বুঝতে পারছি যে আপনি থাকাতে মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর এই অবস্থার পরিবর্তন হবে না বা মিউনিসিপ্যালিটির জন্য কিছু করা যাবে না।

Dr. Pabitra Mohan Roy :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বাঙলা দেশের ৮৬টি মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড এবং নতুন পঞ্চায়েৎগুলি নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের কাছে যে বাজেট প্রভিশন উত্থাপন করেছেন সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমার বন্ধু রবীনবাবু এই ৮৬টি মিউনিসিপ্যালিটির যে দুরবস্থার কথা বলেছেন তা আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। প্রায় প্রত্যেকটা মিউনিসিপ্যালিটির কালেকশন অত্যন্ত খারাপ এবং কোন রকম সার্ভিস দেওয়া যায়নি বলে ডিরেক্ট কালেকশান করার যে অসুবিধা সেটা যাঁরা মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে জড়িত আছেন তাঁরা ভাল করে জানেন এবং এজন্য সরকারী দপ্তর থেকে এক্সিকিউটিভ অফিসার আজকাল বহু জায়গায় নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি পার্সেন্টেজ অব কালেকশান কমিশনারদের হাতে যা হচ্ছিল এই সব এক্সিকিউটিভ অফিসার এ্যাপয়েন্ট করার পর সেই পার্সেন্টেজ অব কালেকশান ইনক্রিজ করার পরিবর্তে ফল্ করেছে। তার কারণ, এই সমস্ত এক্সিকিউটিভ অফিসাররা সুপার এ্যানুয়েটেড লোক, তাঁরা সরকারী দপ্তরের কোন না কোন বড় কর্মচারীদের বন্ধু বা আত্মীয়, এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের যাতে একটা চাকরিতে বসিয়ে দেওয়া যায় সেইজন্য তাঁদের মিউনিসিপ্যালিটিতে পাঠান হয়। এমন অনেক উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে মিউনিসিপ্যালিটিতে—পার্টিকুলার কোন লোকের উদাহরণ দিয়ে অযথা কারোর ক্ষতি করে লাভ নেই—দেখা যায় একটা সরকারী দপ্তরখানায় যেমন দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস চলে, এই সমস্ত অফিসাররা বেলা ১টার আগে অফিসে যান না এবং রেগুলার এইভাবে চলে। এই অবস্থার ফলে কালেকশানের দুরবস্থা হচ্ছে। ফলে মিউনিসিপ্যালিটি তাদের এণ্টাব্লিস্মেণ্ট খরচ বাঁচিয়ে কোন রকম ইমপ্রুভমেণ্ট কাজ করতে পারবে না এবং করার কোন পথ নেই। ধরুন ৩টা রাস্তার জন্য ৩ লক্ষ টাকা খরচ হবে। সেই রাস্তার জন্য ৩ লক্ষ টাকা খরচ করতে হলে ⅓, ⅔ স্কীম-এ এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। এই এক লক্ষ টাকা দেবার মত ক্ষমতা হাওড়া ও দু-একটা বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটিকে বাদ দিলে বাঙলা দেশে আর কারোর এখন নেই। হাওড়ারও নেই কেন-না হাওড়ার বর্তমান সদস্য একথা বলছেন। এর উপর গত কয়েক বছর যাবৎ ইলেকশনের মাধ্যমে একটা দুর্নীতি চলে আসছে এবং সেই ইলেকশান কালে লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের ভেতর একটা কুচক্র চলেছে, এমনকি মিউনিসিপ্যালিটি এবং ইউনিয়ন বোর্ডে আজকে ইলেকশানের মারফৎ একটা দুর্নীতি চলে আসছে। ইলেকশান সম্বন্ধে পুরানো রুল পাল্টিয়ে এ বছর থেকে যে নতুন রুল করেছেন সে সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করতে চাই। পুরানো রুলের ৪ নম্বর ধারায় ছিল যে যাঁরা প্রিলিমিনারি রোলের পূর্বে দরখাস্ত করতে পারবেন না ৮ নম্বর ধারায় তাঁরা প্রিলিমিনারি রোলের এক মাস পরেও আর একবার দরখাস্ত করতে পারবেন। বর্তমান রুলের ৫ নম্বর ধারায় করেছেন যাদের নাম উঠবে না তাঁরা প্রিলিমিনারি রোলের আগে দরখাস্ত করতে পারবেন। কিন্তু তারপর আর কোন ধারা নেই যে ধারায় আর নতুন করে কেউ দরখাস্ত করতে পারেন।

[5-40—5-50 pm.]

বর্তমান বছরে কোলকাতার আশেপাশে হাওড়া, বালী, দমদম, সাউথ দমদম, খড়দহ ইত্যাদি বহু মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের একটা বিশেষত্ব এই যে, গত বছর সবগুলি নির্বাচন বাতিল হয়ে গিয়েছিল। আপনার সেক্রেটারীর

ডিপার্টমেণ্ট থেকে যে সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল যা আমি গতবার বলেছি সেই সার্কুলারের উপর ভিত্তি করে নির্বাচনের যে প্রস্তুতি চলছিল, যে ভোটার লিস্ট হয়েছিল, হাইকোর্ট প্রত্যেকটা মিউ-নিসিপ্যালিটিতে সেজন্য নির্বাচন বাতিল করে দিয়েছিলেন। তারপর ২।৩ মাস পর থেকে আবার যখন নূতন করে ভোটার লিস্ট করার দরকার হল তখন দেখা গেল লোকে বুঝবার আগে ৫নং ধারা অনুসারে তারা ভোটার লিস্ট তৈরী করে ফেলেছে, আর নূতন করে কোন লোক কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে য়্যাপ্লিকেশন করতে পারলেন না এবং এর ফলে আপনি প্রত্যেকটা মিউ-নিসিপ্যালিটিতে খোঁজ নিয়ে দেখুন গতবার যেখানে ৫ হাজার ভোটার হয়েছিল কোন একটা বিশিষ্ট এলাকায় এবার সেটা সেখানে নেমে গিয়ে ১ হাজার ২ শো হয়েছে এবং এর ফলে ক্যাল-কাটা কর্পোরেশন হাওড়ায় যত মিউনিসিপ্যালিটি দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে। এটা যদি মন্ত্রী মহাশয়ের ডিপার্টমেণ্ট—সংশোধন করার চেষ্টা না করেন তাহলে এই দুর্নীতিগ্রস্ত অবস্থার ভেতর দিয়ে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসবেন তাঁরা নিজেরা মনে করবেন না যে তাঁরা জনসাধারণের প্রতি-নিধি বা জনসাধারণও তাঁদের প্রতিনিধি বলে মনে করবেন না। অবশ্য মন্ত্রী মহাশয় হয়ত মনে করতে পারেন জনসাধারণ কি মনে করলো, না করলো তাতে কি আসে যায় কিন্তু পৌরসভায় নির্বাচিত হয়ে আমরা যারা যেতে চাই, আমরা দেখতে চাই যে সেখানে যাঁরা আসছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সেই এলাকার সত্যিকারের প্রতিনিধি। তারপর মিনিমাম ওয়েজেস য়্যাক্ট সম্বন্ধে একটু বলবো। মিনিমাম ওয়েজেস য়্যাক্ট চালু করার ব্যাপারে ই, ই-এর কথা রবীনবাবু যা বলে গেছেন সেটা আমি আর বলতে চাই না কিন্তু আমি শুধু এটুকু বলবো যে, তার ভেতর অত্যন্ত রহস্য দেখতে পাচ্ছি। ই যা দেওয়া হয় তা কিছু দেন বাংলা গভর্নমেন্ট আর কিছু সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্ট থেকে আসে কিন্তু যে বিলটা পাঠানো হয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে সেই ই-এর বিল করে পাঠায় কিনা অদ্ভুতভাবে প্রত্যেকটা বিল থেকে ১০% টাকা কেটে রেখে বাকী টাকা মিউনিসিপ্যালিটি-গুলিকে দেওয়া হয়। কেন এই ১০ পার্সেণ্ট অনবরত কেটে রাখা হচ্ছে মন্ত্রী মহাশয় তার জবাবটা যদি আমাদের সামনে আজকে দেন তাহলে আমরা খুশী হব। তারপর আর একটা জিনিস —আমাদের এই দমদম এয়ার পোর্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নর্থ দমদম মিউনিসিপ্যালিটিতে যে ঘটনা ঘটছে সেটার প্রতি আমি আপনার একবার এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, আজকেও আবার দু বছর বাদে আপনাকে সেই জিনিসের কথা বলতে হচ্ছে। একটা মিউনিসিপ্যালিটি যার এক লক্ষ সোয়া লক্ষ টাকা বছরে আয়, সাত মাইল এরিয়ায়, টাকার জন্য সে কোন কাজ করতে পারে না—তাদের দমদম এয়ার পোর্টের কাছ থেকে প্রায় ২ লক্ষের উপর টাকা পাওনা হয়ে গেছে। আপনাকে এই হাউসে বলেছি, আপনার ঘরে গিয়ে বলেছি, নর্থ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন কমিশনার্স, চেয়ারম্যানরা এসে আপনাকে বার বার অনুরোধ করেছেন—আপনি সেই টাকার সুরাহা করতে পারেন নি। সুরাহা আপনি এই করেছেন যে অ্যাসিস্টাণ্ট ডাইরেক্টর, য়্যাভিয়েসন, নিউ দিল্লী থেকে এসে ৬ মাস আগে আপনার ডিপার্টমেণ্টকে বলেছিলেন যে আরবিট্রেসন করে একটা ব্যবস্থা করে দাও। আপনারা ডিপার্টমেণ্ট থেকে লোক পাঠিয়ে সেই আরবিট্রেসন করলেন। সেই আরবিট্রেসন করার ফলে তাঁরা অনেক টাকা ছেড়ে দিয়ে একলক্ষ টাকা পেতে চেয়েছিলেন কিন্তু ৬ মাস হয়ে গেছে, সেই টাকা পাইয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা হয় নি। আমি জানি তাঁরা দিল্লীতে টেলিগ্রাম করেছেন ব্যবস্থা করবার জন্য কিন্তু লোকাল এয়ারপোর্টের যিনি কন্ট্রোলার তিনি এই পেমেন্টের বিরুদ্ধে নাকি অনেক কিছু কারচুপি করছেন এবং তার পেছনে যে চক্রান্ত আছে সেই চক্রান্ত এবং সেই সমস্ত আপত্তিজনক কথা এখানে আলোচনা করতে চাই না কিন্তু আপনি এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে দেখুন—যদি এসব সত্য হয় এবং সেই টাকা পাবার পেছনে যদি কোন ব্যক্তিগত কারণ থাকে তাহলে সেটা বন্ধ করে একটা সাধারণ মিউ-নিসিপ্যালিটিকে ১ লক্ষ-১½ লক্ষ টাকা পাইয়ে দিন, তাহলে লোকে কিছু জল পাবে, কিছু রাস্তা হবে এবং সেই মিউনিসিপ্যালিটির কিছু উপকার হবে।

তারপর আপনারা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে ভ্যাক্সিনেসন লিম্প দিতে পারেন না। আপনা-দের কন্ট্রিবিউশন-এর একটা অংশে হিসেবে তাদের ভ্যাক্সিনেশন লিম্প দেন; সেই টাকা কন্ট্রি-বিউট করেন। রবীনবাবু গত ডিসেম্বর মাসের সেসনে এখানে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, মিউ-

মিউনিসিপ্যালিটি তাদের ভ্যাক্সিনেশন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ সরকার তাদের লিম্প সাপ্লাই করেন নাই। ডাঃ রায় বললেন—হ্যাঁ, সরকারের পলিসি এই—১৯৬১ সালে দ্বিতীয়বার দেওয়া বন্ধ করেছি, প্রথমবার করব নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারী—এই সমস্ত মাসগুলিতে বাংলা দেশে যখন সবচেয়ে বেশী স্মল-পক্স-এর হিড়িক দেখা দেয়, ঠিক সেই সময় লিম্প দেওয়া সরকার বন্ধ করেছিল। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে গেজেট কপিতে দেখলাম বাংলাদেশে স্মল-পক্স হবে—হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফতোয়া জারী করেছেন—সাবধান হোন্‌! হুঁশিয়ার হন, এইসব মিউনিসিপ্যালিটিতে স্মল-পক্স দেখা দিতে পারে। বর্তমানে সম্ভাবনা যার রয়েছে, তার লিম্প বন্ধ করে দিলেন কেন? অনেক ঝামেলা করেছি, অনেক লেখাপড়া করেছি, তারপর গত ফেব্রুয়ারী মাসে কোন কোন জায়গায় এই লিম্প দিতে সরকার সুরু করেছেন। আজ এই গরমের মুখে সেটা দিতে গিয়ে অনেকের খোসপাঁচড়া বেরিয়েছে। এই সময় কেউ ভ্যাক্সিনেশন নিতে চায় না; কি কষ্ট হয়, যারা নেয়, তারা জানে। গ্রামে গ্রামে এমনি করে ভ্যাক্সিনেশন দেওয়া যায় না। যে সময় দেওয়া দরকার বা দেওয়া উচিত, সেই সময় না দিয়ে অন্যায়ভাবে বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন। সেই সময় গেজেট মারফৎ প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির উপর হামলা করেছেন, তোমাদের ওখানে যদি স্মল-পক্স হয়, তাহলে সেজন্য তোমরা দায়ী হবে। এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার আমরা দেখছি।

১৯৫৯ সালে ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি, মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই খুব ভাল জানেন, সেই মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রথম নির্বাচনী কেস্‌ করে সারা বাংলাদেশে আপনার ডিপার্টমেন্টকে ঘায়েল করেছিল সেই মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন নাকচ হয়ে গেল। তারপর সেই যে কমিশনার্স ছিল, তাঁদের যে আর জীবনীশক্তি নাই আপনার ডিপার্টমেন্ট সেটা ভুলে গেলেন। সময়মত তাঁদের লাইফ্‌ তাঁরা এক্সটেন্‌শন-ও করলেন না। না করে, তাঁরাও চলতে থাকলেন, আপনার ডিপার্টমেন্ট-ও চুপ করে থাকলেন। ফলে তাঁদের ক্ষমতা নাই, গদিতে তাঁরা বসতে পারেন না, তবু তাঁরা গদিতে বসে নূতন করে ভোটার লিস্ট তৈরী করলেন। এখন সেই ভোটার লিস্ট অনুযায়ী নির্বাচন হতে যাচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য তাতে আপত্তি করছেন। তাঁরা যেটা করেছেন সেটা খুবই আপত্তি-জনক।

তারপর আপনাকে সিউড়ি মিউনিসিপ্যালিটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সিউড়ি মিউনিসিপ্যালিটির যেখানে তিলপাড়া ব্যারেজ রয়েছে, সেখানে সেই ব্যারেজ করার ফলে সিউড়ি মিউনিসিপ্যালিটির যে অংশে জল আসতো, সেই জল সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটি যে সোর্স থেকে জল নেয়, তা বালিতে ভর্তি হয়ে গেছে। বছরে তিন-চার মাস জল পাবার কষ্ট হয়। আমি আশা করি, মন্ত্রী মহাশয় এর জবাব দেন-বা-না-দেন, সিউড়ি মিউনিসিপ্যালিটি যাতে জল পায়, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

[5-50—6 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharjee :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি পশ্চিমবঙ্গের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি সম্বন্ধে কিছু বলবো।

যখন পঞ্চায়েৎ আইন এখানে তৈরী হয় তখন আমাদের মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি এবার নূতন ধাঁচে গড়া হবে এবং সে সম্বন্ধে সরকার একটা comprehensive legislation আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন, সে প্রায় পাঁচ বছর আগে। পাঁচ বছর হয়ে গেল, এর মধ্যে আজ পর্যন্ত জালান সাহেব আমাদের সামনে সে-রকম কোন বিল উপস্থিত করতে পারলেন না। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি কিভাবে পরিচালিত হবে, তার সম্বন্ধে সরকারী নীতি কি, সেই বিল এখনও পর্যন্ত তিনি নিয়ে আসতে পারলেন না। অবশ্য কিছুদিন আগে বলেছিলেন নিয়ে আসবেন। এই বিল আসবে, আসবে অনেক দিন থেকে শুনে আসছি। কিন্তু এর মধ্যে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির পরিচালন ব্যবস্থা কি পর্যায়ে গিয়ে পোঁছেছে, সেটা বোধহয় জালান সাহেবের জানা নেই। এখানে দুর্নীতি কি ভাবে চলেছে সেটা

বোধহয় জালান সাহেবের কানে পেঁাছেছে [এ ভয়েস্ ফ্রম অপজিসন বেঞ্চ—তাঁর কানে পেঁাছেছে ঠিকই, কিন্তু, তিনি তা কানে নেন নি।] জালান সাহেবের জানা দরকার যেহেতু সেই সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে ছয়, সাত, আট বছর আগে নির্বাচিত হয়েছিল; এবং সেই সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বরদের আর ইলেক্টোরেট্দের ফেস্ করতে হবে না; এটা জানার দরুন অনেকেই বে-পরোয়া হয়ে গিয়েছেন এবং অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে আমি আমার হাওড়া এলাকায়, হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড সম্বন্ধে বলতে পারি। হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ১৯৫৫ সালে নির্বাচন হয়েছিল, ছয় বছর আগে। সেখানে ১৯টা সিট্ কংগ্রেস পেয়েছিলেন এবং সেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে এখনও তাঁরাই পরিচালনা করছেন। সেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন আমাদের এখানকার একজন মাননীয় সদস্য ডাঃ মণিলাল বসু। সেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের যে মিটিং হয় তার কোনরকম রেকর্ড বা মিনিট্ থাকে না। যখন যে রকম সুবিধা হয়, সেই অনুযায়ী তিনি মিনিট লিখে ফেলেন এবং সেটা শেষে মিনিট বইতে তুলে দেন। যখন মিটিং হয় তখন সেখানে কোন রকম রেকর্ড কিছু করেন না। নিয়ম হচ্ছে মিটিং-এর সাত দিনের মধ্যে সেই মিটিং-এর মিনিট্ মেম্বরদের কাছে ডিস্ট্রিবিউট্ করতে হবে। কিন্তু তিনি তা ডিস্ট্রিবিউট্ করেন নি। এর ফলে হয়েছে ঐ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মধ্যে আইনকানুন, নিয়ম বলে আজকে কিছু নেই। এটা অত্যন্ত ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য তাঁরা যদি এই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে ঘরোয়া ব্যাপার করে যখন করতে চান, তাতে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু এটা আইনবিরুদ্ধ হলে দৃষ্টিকটু হয়। এর মধ্যে যে দুর্নীতি চলেছে সে সম্বন্ধে আপনার কাছে কিছু কিছু বক্তব্য রাখছি। প্রথম কথা হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর ব্যাপার। আমার হাওড়া জেলায় কংগ্রেস ওয়ার্কার একজন শ্রীনির্মল মুখার্জী, যাঁর বাড়ী হচ্ছে আঁদুলে, তাঁকে সবাই 'বলু মাস্টার' বলে ডাকে—তিনি একজন টিউবওয়েল এক্সপার্ট হিসাবে এই ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজের নামে একটু বিখ্যাত, তাঁকে ওখানে সকলে সমাজবিরোধী বলে জানেন। টিউবওয়েল এক্সপার্ট বলে অ্যাপয়েন্টেড্ হয়েছেন বটে, কিন্তু টিউবওয়েল সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান নেই। এবং হাওড়া অঞ্চলের কেউ বলতে পারবেন না যে এই টিউবওয়েলের কাজের জন্য তাঁকে কখনও দেখা গিয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে তিনি স্যালারি ড্র করেন এবং কংগ্রেসের কাজ করে বেড়ান। কংগ্রেসের কাজ ভিন্ন সেখানে আর কোন কাজ তিনি করেন না। এটা হাওড়ার সবাই জানেন। এবং এ সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বলা হয়েছিল, তাঁর কানেও একথা তোলা হয়েছে। কিন্তু তিনিও কিছু করেন নি, কোন য়্যাকশন নেন নি।

ডাঃ বোস ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে সেখানে আছেন অথচ সেখানকার সার্ভিস রুলস্, যেটা নাকি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও ডিসমিসাল-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেই রকম এতে তিনি কোন সার্ভিস রুলস্ মেনে চলেন না। আজ পর্যন্ত কোন শত্রুও বলতে পারবেন না, যে গত দশ বছরের মধ্যে যত অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে, তার কোন অ্যাড্ভারটাইজমেন্ট্ পেপারে দেওয়া হয়েছে। তিনি কোন অ্যাড্ভারটাইজমেন্ট দেন নি। কোন অ্যাড্ভারটাইজমেন্ট দেবার বালাই নেই। যাকে খুসী তিনি অ্যাপয়েন্ট করছেন। তাঁর দ্বারা অনেক ফ্যামিলিই এইভাবে উপকৃত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন তাঁর বোস ফ্যামিলি। তাঁদের বেকার সমস্যা সমাধান তিনি কিছু করেছেন।

ডাঃ বোসের কাজিন্ ব্রাদার বিশ্বরঞ্জন বোস, বয়স ৩৫ বছর। এই ৩৫ বছর বয়সে তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন। অ্যাডভান্স্ড্ স্টেজ-এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে বলে ম্যাক্সিমাম গ্রেড-এ জীবনের শেষে পেঁাছাতে পারবেন না সেজন্য অ্যাডভান্স্ড্ ইনক্রিমেন্ট ৩টি তাঁকে দিয়ে দিলেন। তাঁর আর একটি কাজিন ব্রাদার বিমানবিহারী বোসকে, স্যানিটারি অ্যাসিস্টান্ট হিসাবে নিয়োগ করলেন। তার চেয়ে আরও কোয়ালিফায়েড্ লোক ছিল কিন্তু তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে তাকেই নিয়োগ করলেন। আর একজন কাজিন ব্রাদার অমরেন্দ্রনাথ বোস টেম্পোরারি ক্লার্ক হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট-এ ঢুকল, সেই সময় একটা ঘটনা ঘটল। পাবলিক হেল্থ্ ডিপার্টমেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হেল্থ্ ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে নিলেন কিন্তু যেহেতু তাঁর ভাই টেম্পোরারি সেজন্য যাতে তাকে ঠিকমত অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যায় তার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তাকে

পার্মানেন্ট করে নিলেন এবং তিনটি ইন্‌ক্রিমেন্ট দিয়ে দেওয়া হল। এটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি। পাবলিক হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেন্ট-এ অমরেন্দ্রনাথ বোসের সার্ভিস বুক যদি দেখেন তাহলেই দেখতে পাবেন তাকে অ্যাডভান্স্‌ড্‌ তিনটি ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়েছিল কিনা এবং সে যে টেম্পোরারি ছিল তাকে পার্মানেন্ট করা হয়েছিল কিনা! এ ছাড়া ফেরী ঘাট ইত্যাদি লীজের ব্যাপারে ডাঃ বোস কিভাবে স্বজন পোষণ করছেন এবং দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছেন তা আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি। তাঁর আর একজন কাজিন ব্রাদার, নাম হচ্ছে অবনীরঞ্জন বোস,—আমাদের এম-এল-এ নন—তাঁর নামে ঘড়চুনু খেয়াঘাট লীজ দিয়ে দিলেন। ঐ খেয়াঘাটের জন্য যে-সমস্ত বিড্‌ পড়েছে তার মধ্যে অবনীবাবুই হাইয়েস্ট বিড্‌ দেন। অনেকে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, এত উঁচু বিড্‌ দিয়ে নিলে পর চালাতে পারবেন কেমন করে? কিন্তু যেহেতু হাইয়েস্ট বিডার সেজন্য ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড তাঁকেই দিয়ে দিল। তারপর ৪ বছর পর পর রেন্ট রিমিশন হল, বলা হল দিতে পাচ্ছে না তাই। অডিট্‌ চেপে ধরল তারপর অডিট্‌-কেও যাই হোক একটা এক্সপ্লানেশন দেওয়া হল। ফলে হল কি, এই যে ৪ বছর রেন্ট রিমিশন দেওয়া হল তাতে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এর যা পাওয়া উচিত ছিল তা পেল না। এর পর অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি এ ধরনের খেয়াব ব্যাপারে রেন্ট রিমিশন করেছে। দুষ্ট লোকে বলে এর পেছনে নাকি ওঁর শেয়ার আছে। এ ছাড়া জেলা বোর্ডের কন্ট্রাক্ট-এর ব্যাপারে আসা যাক্‌। এই কন্ট্রাক্টরদের সংগে একটা বন্দোবস্ত আছে, আগে থেকেই টেন্ডার দেওয়া হয় এবং এটা ঠিক করা হয়েছিল যে লোয়েস্ট টেন্ডার দেবে তাকে কাজ দেওয়া হবে। দেখা গেল লোয়েস্ট টেন্ডারকেই কাজ দেওয়া হল তারপর যখন কাজ হয়ে গেল এবং চেক দেওয়া হল—দেখা গেল সেই চেক ক্যাশ করা হল অন্য লোকের মারফৎ এবং তার যে প্রাপ্য তা কেটে নিলেন। এই টেন্ডার সম্বন্ধে বলতে পারি—যে সমস্ত রেজিস্টার্ড কন্ট্রাক্টর আছে তার মধ্যে জন চার-পাঁচ বাদে অন্য কেউ টেন্ডার নোটিশ পায় নি।

[6—6-10 p.m.]

অবশ্য হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজ খুব কমই হয় কিন্তু যেটুকু হয়, সেই কাজও তাদের নিজেদের লোকজনের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এদের অবশ্য যারা হেল্প্‌ করে তাদেরই দেন। তারপর এখানে জালান সাহেবকে বলছি, হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের যে-সমস্ত আসবাবপত্র আছে সেই আসবাবপত্রগুলির যদি হিসাব করেন তাহলে দেখবেন ১৯৫২-৫৩ সালে যা ছিল আজকে তা নেই। এই সম্বন্ধে তিনি যেন তদন্ত করেন। আমি উদাহরণ স্বরূপ বলছি, এখানে ১৯৫৭ সালের জেনারেল ইলেকশনের সময় একটা নূতন টাইপরাইটার কেনা হল আর পুরানো টাইপ-রাইটার-টা ডাঃ বোসের বাড়ীতে গেল ইলেকশনের কাজ করার জন্য। কিন্তু সেটা আজ পর্যন্ত ফেরৎ আসে নি। এ ছাড়া আর একটা কথা আছে, ডাঃ বোসের সম্বন্ধে, ১৯৪৯ সালে যখন নাকি পাবলিক হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে নেওয়া হল, তখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজ প্রচুর পরিমাণে কমে গেল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের জন্য ১৪ হাজার টাকা খরচ করে একটা জিপ কেনা হল। এই জিপ কেনার ব্যাপারে আগে থেকে বাজেটে কোন স্যাংসন ছিল না বা মিটিং-এর এজেন্ডা-তেও ছিল না। কিন্তু এই জিপ কিনবার জন্য মিটিং-এ ব্যাক-ডেট্‌ দিয়ে নোটিশ দিলেন। শুধু তাই নয়, এই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের টুর-এর জন্য আগে পাঁচশত টাকাও খরচ হোত না কিন্তু ডাঃ বোস, এই দুই বৎসরে দেখা গেল, বৎসরে প্রায় ৩৬ শত টাকা এর জন্য খরচ করেছেন। জিপ ড্রাইভার ও পেট্রলের খরচ মাসে তিনশত টাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান খরচ করছেন। অথচ আগে বৎসরে ৫ শত টাকাও চেয়ারম্যানের টুরিং-এর জন্য খরচ করা হোত না। শুধু তাই নয়, এই জিপের পেট্রল কন্‌জাম্পসন্‌ ঠিকভাবে দেখাবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারের লগ-বুক সামলাতে তাঁর হিমশিম খেতে হয়। তাছাড়া যদি কোন ড্রাইভারকে পার্মানেন্টলি রাখা হয় তাহলে যদি কোন তথ্য ফাঁস হয়ে যায় সেইজন্য তিনি একটা নূতন মেথড্‌ এডপ্ট্‌ করেছেন, তিনি কোন ড্রাইভারকেই পার্মানেন্টলি অ্যাপয়েন্ট করেন না, এক-একটা ড্রাইভার ২-৪ মাসের বেশী থাকে না। এ ছাড়া তাঁর যে কম্পাউন্ডার আছে লিলুয়ায়, সেই কম্পাউন্ডারের যে মাইনে সেই মাইনে তিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে আর্দালী বলে আদায় করেন। এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে শ্রীভুজঙ্গভূষণ চক্রবর্তী।

আমার বিস্তারিত বলার সময় নেই। আমি এখানে জালান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই সমস্ত তথ্য দিয়ে ডাঃ মণীন্দ্র চক্রবর্তী এম-এল-সি ইনকোয়ারী করার জন্য জালান সাহেবকে একটা চিঠি লিখেছিলেন কিনা। আমরা জানি জালান সাহেব এই ইনকোয়ারী করার জন্য হাওড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডাঃ বোসের সংগে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বার জন্যই বোধহয় তিনি নিজে তদন্ত না করে ডাঃ বোসের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং বলে দিলেন আপনি যা হোক্ একটা জবাব দিয়ে দেবেন। ডাঃ বোস যে জবাব লিখে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট সেইটাই পাঠিয়ে দিলেন জালান সাহেবের কাছে এবং জালান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলবেন, হ্যাঁ, ইনকোয়ারি হয়ে গিয়েছে। এটা হবার কারণ হচ্ছে সরকার এখনও তাদের সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি, কোন নীতি নিতে পারেন নি। কাজেই আমি বলব জালান সাহেব এই বিষয়ে তৎপর হোন এবং তদন্ত করুন, তাহলে আমরা যেসব অভিযোগ করেছি এই ডিপার্টমেন্ট্ সম্বন্ধে এবং যেসব তথ্য সরবরাহ করেছি তা প্রমাণিত হবে। এরপর আমি মিউনিসিপ্যালিটিগুলি সম্পর্কে বলব। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের যখন সংশোধন করা হয় তখনই আমরা বারে বারে বলেছিলাম যে, চেয়ারম্যান-এর রিমুভ্যাল ক্লজ্ যেভাবে রাখা হয়েছে তাতে সরকার দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। আমরা তখন তাঁকে বলেছিলাম চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান-এর রিমুভ্যাল-এর জন্য এইরকম ambiguous provision বিলের মধ্যে রাখবেন না। তখন জালান সাহেব বলেছিলেন এই প্রভিসান থাকা উচিত। আমি চাকদহ মিউনিসিপ্যালিটির উদাহরণ দেব, সেখানে ৮।৫ অধিকাংশের ভোটে কংগ্রেসপক্ষীয় চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু সেটা গ্রহণ করা হয় নি। তাই আমি বলতে চাই এই ধরণের আইন প্রণয়ন করা হলে তার মিস-ইউস হবার সম্ভাবনা থাকে। যাই হোক এর একটা সংশোধনী গ্রহণ করার জন্য জালান সাহেবকে অনুরোধ জানাচ্ছি। এর পর আমার বক্তব্য হচ্ছে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট সম্পর্কে। ক্যালকাটা করপোরেশন কর্তৃক এই গেজেট প্রকাশিত হয়। কোন দিনই দেখা যায় না এটা যে সপ্তাহে বের হওয়া উচিত সেই সপ্তাহে বের হয়েছে, একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ৭ই জানুয়ারীর সংখ্যা বেরিয়েছে ১৫ই মার্চ। এই উইক্লি গেজেট-এ বাজার দর, ক্যালকাটা করপোরেশনের টেন্ডার নোটিশ, ইম্পর্ট্যান্ট য়্যাপয়েন্টমেন্ট নোটিশ, এই সমস্ত নানা রকম দরকারী খবর থাকে। কিন্তু এভাবে অনিয়মিত প্রকাশ হওয়ার জন্য সরকার তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। তারপর, আজকে যাঁকে এডিটর করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে he is not a journalist, তাঁর কোন কোয়ালিফিকেশন নাই, টেম্পরারী য়্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, পার্মানেন্ট লোক নেওয়া হচ্ছে না। তারপর আমার যত দূর মনে পড়ে গত বৎসর জালান সাহেব বলেছিলেন যে, মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে নির্বাচন পরিচালিত করার জন্য মিউনিসিপ্যাল বোর্ড এবং রেজিষ্টারিং অথরিটি, মিউনিসিপ্যাল ভোটারস সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন করে সরকারের হাতে আনা হবে। কারণ তা না হলে যে দল পাওয়ার-এ থাকে তাদের স্বার্থে নানা রকম কারচুপি ঘটে এবং ঠিক ভোটার লিষ্ট তৈরী হয় না। ১৯৬১ সালে বেশীর ভাগ মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন হবে। বর্তমানে অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটি কংগ্রেস দখল করে আছে। দেখা যাবে যে সমস্ত জায়গায় কংগ্রেস পক্ষ মিউনিসিপ্যালিটি দখল করে আছে সেখানে যে লিষ্ট তৈরী করা হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ যার জন্য বহু লোক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

[6-10—6-20 p.m.]

Shri Narendra Nath Sen :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, গভর্ণমেণ্ট বিউরিয়াল বোর্ডের জন্য প্রতি বৎসর কিছু গ্রাণ্ট দিয়ে থাকেন। এই গ্রাণ্ট বাড়াবার জন্য গত বৎসর আমি একটা প্রস্তাব করেছিলাম। এই বৎসর বাজেটে ৫০০ টাকা বাড়িয়ে মোট ৫,৫০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কলকাতায় ৮/১০টা

কবরখানা আছে, এগুলি অর্থাভাবে সংস্কার হয় না, বর্ষাকালে এইসব জায়গায় যারা কবর দিতে যায় তাদের অসাধারণ দুর্ভোগ ভুগতে হয় এবং গ্রীষ্মকালে পুকুরগুলিও শুকিয়ে যায়। এই গ্রাণ্ট না বাড়ালে কবরখানাগুলির সংস্কার করা সম্ভব হবে না। এজন্য আমি মনে করি এগুলির সংস্কারের জন্য অন্ততঃ দশ হাজার টাকা য়্যানুয়াল গ্রাণ্ট করা উচিত—আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বিষয়টা বিবেচনা করবেন। সরকারী বিউরিয়াল বোর্ডের রুল ৩৩ অনুযায়ী যে কোন লোক ইচ্ছা করলে নির্ধারিত ফি দিয়ে মৃতদেহের উপর পাকা কবর করতে পারে। সেই কবর আর খোঁড়া হয় না, সেই কবর আর ব্যবহৃত হতে পারে না। রুল ৪৮এ যে কোন লোক পারিবারিক ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ফি দিয়ে ২৪০—৪৮০ স্কোয়ার ফুট জমি ক্রয় করতে পারে। একবালপুর কবরস্থানের অধিকাংশ জায়গাই পাকা কবর, অর্থাৎ ফ্যামিলি ব্লক-এ ভর্তি হয়ে যায়। এটা দূর করার জন্য অনেক দিন থেকেই আন্দোলন হচ্ছে—এই কবরখানায় খিদিরপুর, মৌমিন-পুর, আলিপুর, বেহালা, ওয়াটগঞ্জ এলেকার মুসলমানগণ মৃতদেহের কবর দিয়ে থাকেন। গত বৎসর এই য়্যাসেমব্লিতে আলোচনার মাধ্যমে এটা আমি গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তা বিশেষ কার্যকরী হয়নি। আমার চেষ্টায় বিউরিয়াল বোর্ডের কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছেন বটে, কিন্তু পার্মানেণ্টলি বন্ধ হওয়া উচিত। ৩৩/৪২/৪৭/৪৮ ৪৮(এ) প্রভিশন থেকে এটা বাদ দিয়ে এই রুল-এর সংশোধন করা প্রয়োজন, ম্যাসনরি ফ্যামিলি ব্লক রাখা যদি একান্ত প্রয়োজন হয় কিছু সংখ্যক ধনীদের খাতিরে, তাহলে বাগমারী ও গোবরায় সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে, কারণ সেখানে যথেষ্ট জায়গা আছে। খিদিরপুরে একেবারে স্থান নাই। সুতরাং সেখানে অচিরে বন্ধ হওয়া উচিত। মাননীয় ডাঃ পবিত্রমোহন রায় ভোটার লিষ্ট সম্বন্ধে বলেছেন। আমিও গত অধিবেশনে শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেনের প্রস্তাবের উপর আলোচনাপ্রসঙ্গে ক্যালকাটা করপোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির নির্বাচন তালিকা গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেছিলাম। ভোটার লিষ্ট-এ কি রকম দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তার দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থিত করতে চাই। আমার নির্বাচন এলেকায় কলিকাতা করপোরেশনের ৭১, ৭৩, ৭৪ ওয়ার্ড আছে, এর মধ্যে ৭৩ ওয়ার্ড-এ কংগ্রেস-প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ইলেকশন ডিপার্টমেণ্টে যদি বন্ধু-বান্ধব থাকে তাহলে ভোটার লিষ্ট কি প্রকার ম্যানিপুলেটেড হয় সেই কথা জানাচ্ছি।

স্যার, অরফ্যানগঞ্জ রোড, যেটাকে সাধারণতঃ অরফ্যানগঞ্জ মার্কেট বলা হয়, সেখানে গত নির্বাচনের সময় ৪৫০টি ভোটার ছিল এবং এরা প্রায় সবাই ব্যবসায়ী যারা নিয়মিত হারে ট্রেড এবং প্রফেশনাল লাইসেন্স দেয়। কিন্তু এবার যে ফাইনাল লিষ্ট হয়েছে তাতে মাত্র ৩২০ জন লোককে ভোটার করা হয়েছে। এইভাবে যারা ৪০/৫০ বছর ধরে ব্যবসা করে আসছিল তাদের অনেকের নাম ভোটার তালিকায় নেই এবং এরা প্রায় সবাই কংগ্রেসের সমর্থক। এই কন্সটিটিউয়েন্সির ইলেকটোরাল রোল-এ এক হাজার করে সিরিয়াল নম্বর আছে। পঞ্চানন চ্যাটার্জি, ৩২/১বি, জজেস কোর্ট রোড, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন-এ ভোটার হয়েছেন। অথচ উনি এখানে থাকেন না, এ'র অবস্থা হচ্ছে 'ভাজনং যত্র-তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে'। অর্থাৎ ইনি কালীঘাট রোডে ভাইয়ের বাড়ীতে থাকতেন, কিন্তু এখন কোথায় থাকেন জানা নেই। উনি ইলেকশন ডিপার্টমেণ্টের সহযোগিতায় কিভাবে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং কিভাবে ম্যানিপুলেট করেছেন সেটা আমি বলতে চাই। উনি নিজে এখান থেকে ভোটার হয়েছেন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনে। এ'র এক ভাই পরিতোষ চ্যাটার্জি, নব রায় লেন, টেনাণ্ট কোয়য়ালিফিকেশনে ভোটার করেছেন। এ'র এক বন্ধু বিনয় দাসগুপ্ত, সিরিয়াল নম্বর ১০০২, ৩২/১, জাজেস কোর্ট রোডের ঠিকানায় ভোটার হয়েছেন। অথচ ৩২/১, জাজেস রোর্ট রোড বলে কোন নম্বর নেই। আবার এই বিনয় দ্রাসগুপ্তের স্ত্রী ৩২/বি, জাজেস কোর্ট রোডের ঠিকানায় টেনাণ্ট কোয়ালিফিকেশনে ভোটার হয়েছেন। এই ৩২/বি নম্বরে একটা ফার্নিচারের দোকান আছে। এ'র এক বন্ধু এবং সাপোর্টার সন্তোষকুমার দাস এডুকেশনাল কোয়ালি-ফিকেশনে ভোটার হয়েছেন, অথচ তাঁর কোন কোয়ালিফিকেশন আছে বলে জানি না। এই সন্তোষ বাবুর কাকা কেশবদাস রাজা সন্তোষ রোডের একটা ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন। এখন

আলিপুরে ১নং নব রায় লেনে টেনাণ্ট কোয়ালিফিকেশনে ভোটার হয়েছেন। এই পঞ্চাননবাবু ১৯নং চেতলা হাট রোড বস্তীর ঠিকানায় ডিস্ট্রিক্ট ৪ গোখানায় প্রায় ৫০টি সুইপার এবং জু গার্ডেনের কতকগুলো সুইপারদের টেনাণ্ট কোয়ালিফিকেশনে ফল্‌স্‌ ভোটার করেছেন। এ থেকেই দেখা যায় যে যদি ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে কিভাবে রোল্‌ ম্যানিপুলেট করতে পারা যায়। এই পঞ্চাননবাবু ৭১ ওয়ার্ড-এ স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। উনি নাকি বিশিষ্ট সমাজসেবী সেজে প্রচার আরম্ভ করেছেন। ৭৩ এবং ৭৪ ওয়ার্ড-এর ইলেকটোরাল রোল্‌ থেকে আমি আরও কিছু বলতে চাই। সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোডের ৪৮ থেকে ৫৩নং পর্যন্ত বাড়ীগুলো ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। খিদিরপুরের বাবুবাজার ও বিখ্যাত ভূকৈলাশ রাজবাড়ী এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকায় অনেক কোয়ালিফায়েড ভোটারের নাম বাদ গিয়েও ৩৫১ জন ভোটার এন্‌রোল্‌ড্‌ হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ১০৯টির নাম উঠেছে, বাকী ২৪২টির নাম রহস্যজনকভাবে ৭৩নং ফাইন্যাল রোল্‌-এ পাবলিশ হয়েছে। এই ফাইন্যাল রোল্‌ পাবলিশ হবার পর কোন মহল থেকে আপত্তি ওঠাতে সাপ্লিমেণ্টারি লিষ্ট ছাপিয়ে ৭৪ ওয়ার্ডের ফাইন্যাল রোল্‌-এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ৭৩ ওয়ার্ডের ফাইন্যাল রোল্‌-এর সঙ্গে এক পাতা সাপ্লিমেন্টারি নোটিশ জুড়ে দিয়ে ২৪২টি নামসহ ২৬২টি নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে কয়েকটি ভোটার যারা ৭৩ ওয়ার্ডের ভোটার তাদের নামগুলো বাদ পরে গেছে।

তারপর ৭৩নং ওয়ার্ডের একটা অংশ হাইড রোড এলাকার অনেক ভোটারের নাম অন্য একটা ওয়ার্ডের ভোটার লিষ্টে চলে গেছে। শুধু তাই নয়। আলিপুর থানার ৭১নং ওয়ার্ডের ৮নং বেলভিডিয়ার রোড এখানে ছয়টি ভোট আছে এবং আনন্দমোহন মুখার্জি, যিনি ও. সি. ছিলেন তিনি অন্যত্র চলে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাম ভোটার লিষ্টে আছে। তাহলে এই আনন্দ মোহন মুখার্জি কে? তারপর ৭৭ নম্বরেও এই একই রকম অবস্থা চলছে। যা হোক্‌, ইলেকশন আসন্ন, কিন্তু যদি সময় থাকত তাহলে মন্ত্রী মহাশয়কে বলতাম যে এগুলো বন্ধ করে দিয়ে নূতন করে ইলেকশন করার ব্যবস্থা করুন।

[6-20—6-30 p.m.]

Shri Narayan Chobey :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদিও আপনার মাধ্যমে ওল্ড ওয়াইন ইন ওল্ড বটল দিলেন, কিন্তু আমি যে কথা আজ চার বছর ধরে বারে-বারে বলে আসছি সেটাই আজ আবার জিজ্ঞেস করছি যে, মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের কি হবে? অবশ্য তিনি বললেন যখন তাঁর পঞ্চায়েত রাজ হবে তখন তিনি জেলা বোর্ড করবেন এবং এটা ঠিক করবেন, কিন্তু ১২/১৪ বছর যে নির্বাচন হয়নি সে সম্বন্ধে কি করবেন বলুন এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলুন যে মহেন্দ্র মাহাতোর সিল্ভার জুবিলী না হলে কি এটা করবেন না? যা হোক্‌, মন্ত্রী মহাশয়কে এখন বলতে চাই ওখানে যে জেলা বোর্ড আছে, অবশ্য জানি না কবে আবার সেটা ওঠাবেন তাদের রাস্তাঘাট এবং ব্রীজগুলোর অত্যন্ত দুর্দশা চলছে এবং নন্দীগ্রাম বাজারের পুল ভেঙ্গে গেছে বলে গরু-বাছুর পড়ে মরছে কাজেই সেদিকে আপনি দৃষ্টি দিন। তারপর এটা মন্ত্রী মহাশয়ও জানেন যে গত বছর আগে টেষ্ট রিলিফের কাজ এই জেলা বোর্ডের মারফৎ হত, কিন্তু যখন অডিট-এর তরফ থেকে মেদিনীপুর অডিট করতে গেল তখন দেখা গেল অডিট করবার কিছু আগে জেলা বোর্ডের অফিস আগুনে পুড়ে গেল। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এই যে আগুন লাগল এ সম্বন্ধে কোন রকম এনকোয়ারী করা হয়েছে কিনা এবং যদি হয়ে থাকে তাহলে তার রেজাল্ট কি এবং কে দোষী এবং তাকে কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে বা দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা দয়া করে বলুন। তারপর এই প্রসঙ্গে জেলা বোর্ড সম্বন্ধে আর একটা কথা বলব যে, মেদিনীপুর জেলায় যে একটা খেয়াঘাট আছে সেটা যদিও জেলা বোর্ড দেখেন না—কণ্ট্রাক্‌টর দেখেন, কিন্তু সেই খেয়াঘাটের অত্যন্ত দুরবস্থা চলছে এবং সেই

খেয়াঘাটই যখন নন্দীগ্রাম ও তমলুকের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করছে তখন যাতে সেটা ভালভাবে রিপেয়ার করা হয় তার ব্যবস্থা করুন। তারপর মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, তাঁদের অনেক দোষ-ত্রুটি আছে এবং তা থাকবেও, কিন্তু প্রধান কথা হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটি-গুলোর অত্যন্ত আর্থিক অভাব রয়েছে কাজেই যাতে তাঁরা তাঁদের অর্থ ক্রমে-ক্রমে বাড়াতে পারেন তার ব্যবস্থা আপনাদের করে দেওয়া উচিত। যেমন ধরুন, মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার উপর দিয়ে বড় বড় বাস, ট্রাক প্রভৃতি চলাচল করে এবং মিউনিসিপ্যালিটিকেই সেই রাস্তাঘাট রিপেয়ার করতে হয়. কিন্তু রোড ট্যাক্স তাঁরা পায় না। আবার ধরুন, মিউনিসিপ্যাল এরিয়ায় বসে লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করে কিন্তু তার ইনকাম ট্যাক্স অন্যত্র চলে যায়—অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট আদায় করেন। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যখন রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি দেখাশুনার দায়িত্ব এই মিউনি-সিপ্যালিটির তখন যদি এইভাবে চলে বা তাঁরা টাকা পয়সা না পায় তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি-গুলোর কাজ-কর্ম ভালভাবে চলবে না সুতরাং যাতে তাঁরা তাঁদের ইনকাম বাড়াতে পারেন তার প্রতি আপনি দৃষ্টি দিন। এই প্রসঙ্গে আমি একথা বলতে চাই যে দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ডাইরেক্ট ট্যাক্স আছে - যার একখানা ঘর আছে সেই ঘরের উপর ভ্যালুয়েশান করে ট্যাক্স বসিয়ে দিল. এতে ইনকাম কিছু হয়। আপনারা যদি ইনকাম বেসিসে ট্যাক্স করেন তাহলে মিউনিসিপ্যালিটির ইনকাম বাড়াতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র মানুষের উপর ট্যাক্সের বোঝা লাঘব হতে পারে। এক জনের একটা ঘর ছাড়া তার হয়ত কোন উপায় নেই. এ দিক থেকে বিচার করে ট্যাক্সের কায়দা বদলাতে পারেন যাতে করে গরীবের উপব ট্যাক্স লাঘব হয় এবং আমীরের উপব ট্যাক্স বাড়ে এবং মিউনিসিপ্যালিটির আয় বাড়ে। আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হচ্ছে এখনও কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটিতে মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট অনুযায়ী শ্রমিকরা মাইনে পাচ্ছে না। কণ্টাই মিউনিসিপ্যালিটির শ্রমিকবা দেখি স্ট্রাইক করবে বলে ২৩/২৬ তারিখে নোটিশ দিয়েছে। আপনারা আইন করেছেন, আপনাদের আইন অনুযায়ী তাদের দেওয়া উচিত। মিউনিসিপ্যালিটি বলছে গভর্ণমেণ্ট টাকা দিচ্ছে না, গভর্ণমেণ্ট বলছেন ঠিক সময়ে পায় না। ২/৩ বছর ধরে তারা মাইনে পাচ্ছে না বলে তাদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়ছে. এতে সকলের অসুবিধা হবে। আমি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এদিকে দৃষ্টি দেবেন যাতে করে তারা মিনিমাম ওয়েজ পায়। মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে দয়া করে দেখুন—সেখানে প্রায় কোন প্ল্যান্‌ড ইমপ্রুভমেণ্ট হয় না। ধরুন আমার এলাকার আমি কমিশনার, আমি গিয়ে চেয়ারম্যানকে ধরলাম, ফলে একটা রাস্তা কি কিছু হয়ে গেল। কিন্তু তার ফলটা কি হয়—হয়ত আমার সামনে অনেক ইমপ্রুভমেণ্ট হল কিন্তু অন্যের পক্ষে সেটা বাধাস্বরূপ হয়ে যায়। যেসব মিউনিসি-প্যালিটি নতুন হয়েছে সেইসব মিউনিসিপ্যালিটিতে মাস্টার প্ল্যান করা দরকার। সেই প্ল্যান ফলো করে মিউনিসিপ্যালিটিতে যদি কাজ করা যায়, মিউনিসিপ্যালিটির উপকার হবে। খিচুড়ি করে কাজ করলে অনেক অসুবিধা হবে।

আমি খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই রেলওয়ে ইয়ার্ডের চারদিকে ছোট ছোট গ্রামগুলিকে নিয়ে যে খড়্গপুর মিউনি-সিপ্যালিটি হ'ল তা থেকে রেলওয়ে ইয়ার্ডকে বাদ দেওয়া হ'ল কেন? এজন্য আপনারা প্রায়ই বলেন সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের প্রপার্টি আমরা কিছু করতে পারি না। জিজ্ঞাসা করি হাওড়া, আসানসোল, বর্ধমান, কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ইয়ার্ড কি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের প্রপার্টি নয়? যেহেতু খড়্গপুর হচ্ছে বিগেস্ট এস্ট্যাবলিসমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া সেই হেতু যদি সেখানে ট্যাক্স বসাতে হয় তাহলে সবচেয়ে বেশী ট্যাক্স বসবে, সেজন্য ট্যাক্স করছেন না। অথচ আশেপাশে গ্রামে যে সমস্ত লোক বাস করে, যাদের ঘরে চাল নেই, যারা খুব গরীব রেলওয়ে এমপ্লয়ি তাদের উপর ট্যাক্স করেছেন। এটা কেন করছেন না দয়া করে বলবেন। ভারতবর্ষে কেন এক রকম নিয়ম চলবে না? বাঙলা দেশে কেন দু রকম মিউনিসিপ্যালিটি হবে? কাঁচড়াপাড়া, বর্ধমান, আসান-সোল, হাওড়াকে নেওয়া হবে আর খড়্গপুরকে কেন নেওয়া হবে না সেটা দয়া করে বলবেন। যদি কোন বাধা থেকে থাকে তাহলে বলুন যে এই বাধা আছে এবং সেই বাধা দূর করার জন্য আপনি কি করেছেন?

আমি আর একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে কোন বেরিয়াল গ্রাউণ্ড নেই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শুনলে আশ্চর্য হবেন যে খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটির আণ্ডারে শ্মশান ঘাট পর্যন্ত নেই। আপনি জানেন যে ১৯৫৪ সালে খড়্গপুরে স্মলপক্সে যখন কয়েক হাজার লোক মারা গিয়েছিল তখন মিউনিসিপ্যালিটি কোন ফিগার দিতে পারে নি। সেখানে বহু লোক বাস করে অথচ সেখানে বেরিয়াল গ্রাউণ্ড নেই, মৃত্যুর সংখ্যা হিসাব হয় না। সেইজন্য আমি বলছিলাম যে cremation ground for Hindus and burial ground for the Muslims যাতে হয় তার ব্যবস্থা আপনারা করবেন।

আমার শেষ কথা হচ্ছে আমাদের খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে যাতে তাড়াতাড়ি ওয়াটার ওয়ার্কস হয় তার ব্যবস্থা করার দরকার আছে এবং রেলওয়ে ইয়ার্ড যাতে মিউনিসিপ্যালিটির আণ্ডারে আসে তার ব্যবস্থা করার দরকার আছে -এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6-30—6-40 p.m.]

Shri Mahendra Nath Mahata :

On a point of personal explanation Sir, আমার নামে যে সমস্ত য়্যালীগেশন করা হয়েছে সেগুলি অসত্য। আমি জানি তাঁরা এই রকম নানাভাবে নানা জিনিস বলে থাকেন। একটা কথা উনি বলেছেন যে অডিট যখন গেল তখন মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সমস্ত টেষ্ট রিলিফের কাগজপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র পুড়ে গেল। উনি এটা অসত্য কথা বলেছেন। অন্ততঃ তার একমাস আগে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অডিট হয় গেছে। (বিরোধী পক্ষের বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল)

Shri Hemanta Kumar Ghosal :

স্যার, আপনি দয়া করে বলুন এটা পার্সোনাল এক্সপ্ল্যানেশন কি?

Shri Mahendra Nath Mahata :

তারপর আমি বলতে চাই যে টেষ্ট রিলিফের সমস্ত কাগজপত্র অন্য ঘরে ছিল। কাজেই টেষ্ট রিলিফের কোন কাগজপত্র পোড়ে নি। সব কাগজই আছে। অডিট হচ্ছে। অধিকন্তু যে সময় আগুন লাগে তার সাত দিন আগে আমরা একজন ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেণ্ড করেছি। (বিরোধী পক্ষের বেঞ্চ হইতে পুনরায় তুমুল হট্টগোল)

Mr. Deputy Speaker :

আপনি যদি কিছু বলতে চান তাহলে আপনাকে আমি বলবার জন্য সময় দেব কিন্তু এটা আপনার পার্সোনাল এক্সপ্ল্যানেশন নয়।

Shri Mahendra Nath Mahata :

আচ্ছা স্যার, তাই বলব।

Shri Ajit Kumar Ganguli :

স্যার, আমি এটা বুঝতে পারছি না ১৩ বছর স্বাধীনতা হবার পর জালান সাহেব এটাকে স্বায়ত্তশাসন বলছেন কোন্ হিসাবে। আজকের দিনে মিউনিসিপ্যালিটি হওয়া উচিত লোকাল অটনমাস বডি। এ যদি না করেন তাহলে এর আপনি প্রতিকার কোন দিন করতে পারবেন না। য কোন দেশ লজ্জায় মাথা নত করবে যে স্বাধীন দেশে আবার স্বায়ত্তশাসন কি—সোনার পাথর বাটির মত হচ্ছে এটা বুঝা দরকার এবং এখান থেকে সমস্ত গণ্ডগোল ভাল ক্লপ্ আপ্ করছে। আপনি ভেবে দেখুন য়্যাসেমব্লী ইলেকশন, পঞ্চায়েতে জেনারাল ফ্রানচাইজ এনেছেন। বলি ভোটার

তো তিন রকমের হয় না—লাল, নীল, কাল হবে না। একই ভোটার, কাজেই আপনার কি অসুবিধা ছিল এই মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে য়্যাডাল্ট ফ্রানচাইজে ইলেকশন করার। এখানে নরেনবাবু অনেকগুলি নাম বল্লেন—য়্যাডাল্ট ফ্রানচাইজে যদি ভোটার করতেন তাহলে একই ভোটার দিয়ে চলতো। সেজন্য আপনাকে বলি যে এই কাজটা করুন। ডাঃ রায় প্রায়ই একটা কথা বলেন যে কেন্দ্র টাকা দেয় না। আমি জালান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে উনি কোন্ টাকা দিয়ে থাকেন? এদিকে তো স্বায়ত্তশাসনের কর্তা হয়ে বসে আছেন। মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর অবস্থা জানে? আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলছি, যদি সাহস থাকে আমার সঙ্গে চলুন, দেখবেন বাঙলা দেশের কোন মিউনিসিপ্যালিটির অধিবাসীরা মিউনিসিপ্যালিটি চাচ্ছে না। মনে নেই দার্জিলিং-এর কথা? সকলে বলেছিলেন যে মিউনিসিপ্যালিটি উঠিয়ে দিলে কি হয়—আপনি এবং ডাঃ রায় তাতে রাজী হননি, কেন হননি? মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যদি ভাল হয় তাহলে লোকে কেন একথা বলছে? ভাত দেবার নাম নেই কিল মারবার গোঁসাই। ট্যাক্স বসাবার বেলায় সিদ্ধহস্ত। ম্যানুয়ালগুলি, য়্যাক্টগুলি খুলে দেখুন কি হয়েছে। কোয়েশ্চেন তার য়্যাসেসমেণ্ট—য়্যাসেসমেণ্টকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন আপনি সেখানে যাবেন একটা কথা শুনবেন আমরা মারা গেলাম। য়্যাসেসমেণ্ট করার ব্যাপারে সেই ইংরাজ আমলের যে কায়দা, যে কায়দাটাকে আমরা অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে উপেক্ষা করি সেটাকে আজও রক্ষা করে চলেছেন।

কোন লজ্জা-সরমের বালাই আপনাদের কাছে থাকবে না। একজন বিধবা মহিলা—ভেবে দেখুন, তাঁর স্বামীর দু পয়সা রোজগার ছিল, অবস্থাক্রমে একটা কোঠাবাড়ী করেছিল। সেটাই যেন তার অপরাধ হয়ে গেছে। তাঁর স্বামী মারা গেছেন। এখন ভদ্রমহিলা খেতে পান না। কিন্তু ও'র যে মিউনিসিপ্যালিটির কায়দা, তাতে যে য়্যাসেসমেণ্ট হচ্ছে, ভদ্রমহিলার বাড়ীটা শেষ পর্যন্ত বেচে দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

আর একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন, তিনি মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রীর কিছুই নাই। পাঁচজনের সাহায্যে তার চলে। তার একটা গরু ছিল—দেখুন ও'দের কর্তৃত্বের নমুনা! সেই গরু ধরে এখন ও'রা টানাটানি করছেন, ট্যাক্স আদায় করছেন। তাঁদের আইনে আছে তা রেমিট করতে পারেন একমাত্র চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে। আপনাদের জেনারেল প্রিন্সিপ্‌ল্ কি? সেটা এস্টাব্লিশ করবার ক্ষমতা নাই, এই প্রিন্সিপ্‌ল্ অফ য়্যাসেসমেন্ট-এর কথা আমি বলব। কাজে মিউনিসিপ্যালিটির কথা ভাবতে হলে এই কথাগুলি ভাল করে বিবেচনা করতে হবে। টাকাটা আপনি নেবেন। কেন নেবেন? মিউনিসিপ্যালিটির আইন করবার কোন ক্ষমতা নাই।

মোটর ভিহিক্‌ল্ ট্যাক্স থেকে বিরাট একটা এ্যামাউণ্ট আপনারা পেয়ে থাকেন। আমি বিশেষ করে ২৪ পরগণার কথাই বলি। আপনি বসিরহাটের কথা জানেন, বনগাঁর কথা জানেন, আপনি বারাসতের কথা জানেন; এই সমস্ত জায়গা দিয়ে বিরাট পরিমাণ লরী প্লাই করে আপনি জানেন না? এর থেকে কি পরিমাণ ট্যাক্স ও টাকা পান। তার শেয়ার কি দিয়ে থাকেন, জানেন না? ডাঃ রায় যে কায়দা করলেন, সেটা গ্রহণ করে আপনি বসে আছেন। তাঁরা শেয়ার পারেন,—তিন বছরের ভাগ। আপনারা বললেন অল্প টাকা প্রতি বছর পেলে অসুবিধা হয়। এই টাকা আপনারা অধিকার করে আছেন। একটা পয়সাও নেবার অধিকার নাই। পয়সা নেন্ না? রাজস্ব দপ্তরের মতামতের বালাই নাই। টাকা লুট করে নিয়ে আপনাদের মন্ত্রিত্ব চালাবেন!

মিঃ স্পীকার, আপনিও মিউনিসিপ্যালিটিতে বাস করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি মিউনিসিপ্যালিটিতে বাস করলে কি সব বড়লোক হয়ে যায়? ও'র কি ভাবা উচিত নয়? মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে যে স্কুল আছে, মেয়েরা সেখানে ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়লে মাইনে গুনতে হয়? মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে কি আপনারা ফিমেল-এডুকেশন স্প্রেড্ করাতে চান না? মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে মেয়েরা ক্লাস এইট্ পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার ফেসিলিটি পায়। আর আপনাদের এখানে ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়তে গেলে মাইনে দিতে হচ্ছে। সে যদি ঝাড়ুদারের মেয়েই হোক্ আর ভিখারীর মেয়েই হোক্, তাকে ওখানে মাইনে দিতে হবে। অথচ বাইরে ফ্রি এডুকেশন-এর ব্যবস্থা আছে। এটা কিসের ডেভেলপ্‌মেণ্ট? আপনি বারাসতে চলুন, বসিরহাটে চলুন, বনগাঁয় চলুন, সেখানকার রাস্তাগুলি যদি দেখেন, তাহলে বলতে পারবেন কি

আমাদের উদ্ধার করে দিচ্ছেন? মহকুমা সহরকে আপনি মিউনিসিপ্যাল এরিয়া বলে ডিক্লেয়ার করেছেন, সেদিন হেমন্ত ঘোষাল মহাশয় তরুণকান্তিবাবুকে বলেছিলেন—আপনি সুন্দরবনের মধু দেখে এসেছেন, হুল দেখেন নাই,—আমিও বলি আপনারা কেবল মধু দেখতে ওস্তাদ, হুলও আপনাদের দেখতে হবে। তারাও তৈরী হচ্ছে। তারা ঐভাবে আর সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত নয়। আপনি সমস্ত জিনিসগুলির যদি উন্নতি করতে চান, তাহলে মন্ত্রী মহাশয়কে সামগ্রিকভাবে এই মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। আপনি যদি ১৯৩২-এর য়্যাক্টকে বহাল তবিয়তে রেখে চালাতে চান, তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে লোকের যে খারাপ ধারণা আছে সেই খারাপ ধারণা আরো বহু দূর আপনাদের নিয়ে যাবে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো আপনি সেই অবস্থায় দেশের লোককে নিয়ে যাবেন না, কারণ আজকে দেশের অভ্যন্তরে কোন জায়গায়ই আপনাদের সরকারী প্রচেষ্টায় বিকাশ লাভ করছে না। এটা ষ্টার্ন রিয়েলিটি। অতীতের বহু ঘটনাস্রোতের জন্য কতকগুলি জায়গা আধা সহরে পর্যবসিত হয়েছে, একথা ঠিক। কিন্তু আপনারা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তাতে সেগুলিকেও আপনারা শেষ করার পথে নিয়ে গেছেন। এটা ভেবে দেখুন; এটা আপনাদের বিবেচনা করতে বলি। আপনিও কিছু কিছু ঘোরেন যখন, আপনিও দেখতে পাবেন কোন মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ব্যবসা-ববাণিজ্য বিস্তারলাভ করতে চাচ্ছে না। একথা আপনারা বোঝেন। এগুলি হচ্ছে আজ আয়ের ব্যাপার। যে জায়গায় এই ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার হয়, সেখানকারও বিকাশ লাভ হয়। পাঁচটা দোকানের যদি কিছু কিছু রোজগার হয়, তাহলে অন্যান্য জিনিসেরও উন্নতি হয়। এই মিউনিসিপ্যালিটি যদি রাস্তাঘাটের ডেভেলপ্‌মেণ্ট না করেন, তাহলে যারা রিক্সা চালায়, তারা যে মারা যায়। আপনার ট্যাক্সের ঠেলায় সকলে অস্থির। এই ট্যাক্সের কোন সিসটেম না থাকায় ছোট ছোট ব্যবসা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে লোকে করতে চাচ্ছে না। আপনারা ইট সাপ্লাই করতে পারছেন না। লোকে মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ইটের কারখানা করতে চায় না। কেন করতে চায় না? সেই ঐ ট্যাক্স! যেখানে মানুষ তার উপার্জনের রাস্তা খোলা পায় না, সেখান থেকে সে সরে যেতে যায়। তার ফল কি হচ্ছে? প্রতিটা সহর অঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল এরিয়া আজ ব্যারেন এরিয়ায় পরিণত হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করুন, এইভাবে লোকাল সেল্‌ফ্‌ গভর্ণমেণ্টের পজিশন থেকে সরিয়ে এই মিউনিসিপ্যালিটি-গুলিকে একটা অটোনম্যাস্‌ পজিশানে নিয়ে যেতে পারেন কিনা বা সেল্‌ফ্‌ অটোনমি দিতে পারেন কিনা! মিউনিসিপ্যালিটির কদর্য নোংরামী দূর করবার জন্য সুষ্ঠু গণতন্ত্র সেখানে চলতে পারে কিনা। য়্যাড হক য়্যাডাল্ট ফ্রানচাইজ এস্টাব্‌লিশ করতে পারেন কিনা? এর জবাব তিনি দেবেন।

আর পুরানো দিনের যে য়্যাসেসমেণ্ট পলিসি রয়েছে সেটা বদলে কোন সাইণ্টিফিক পলিসি য়্যাডাল্ট্‌ করতে আপনি রাজী আছেন কিনা? আপনি বলবেন কি হিয়ে করবো? আজ ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে, দেশের লোকও সচেতন হচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী লোক নিয়ে আপনি একটা কনফারেন্স করুন, শুনুন তাদের কাছ থেকে, কিভাবে কি পদ্ধতিতে এই য়্যাসেসমেণ্ট করলে মিউনিসিপ্যালিটির উন্নতি হতে পারে, সেই জায়গারও উন্নতি হয়।

[6-40—6-50 p.m.]

Shri Mahendra Nath Mahata:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মেদিনীপুর জেলা বোর্ড কংগ্রেসের অধীনে থাকতে, এই হাউসের বিরোধী পক্ষ সদস্যগণ নানা রকম অসত্য মিশিয়ে বহুবার বহু কথা বলেছেন। কিন্তু তবুও তাঁদের মনের সাধ মেটেনি।

মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কয়েকটি ঘর আগুন লেগে পুড়ে যায়। এই বোর্ড অফিসের ঘর পোড়ানর সাথে দুটি ব্যাপার তাঁরা জড়িত করেছেন। তার একটা হ'ল গভর্ণমেণ্টের অডিট রিপোর্ট সম্বন্ধে। তাঁরা বলেছেন গভর্ণমেণ্টের সেই অডিট ফাঁকি দেবার জন্য কতকগুলি বিশেষ কাগজপত্র যা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অফিসে ছিল, তা পুড়িয়ে দিয়েছেন। আর টেষ্ট রিলিফের বহু টাকা যা গভর্ণমেণ্ট দিয়েছেন, সেই টেষ্ট রিলিফ সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে

দিয়ে হিসাবে একটা গোলমাল করে দিয়েছেন। তারা এই সমস্ত যা বলেছেন তা বাজে কথা, মিথ্যা অভিযোগ। আমি এখানে এই দুটো অভিযোগের সোজা উত্তর দিতে চাই। অডিটর যিনি এই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হিসাবপত্র অডিট করেন, তিনি এই অডিটের কাজ আগুন লাগবার প্রায় এক মাস আগে শেষ করেছিলেন। কিন্তু, তিনি অডিট রিপোর্ট লেখা শেষ করেন নি, এই গুজব রটায় তিনি নিজে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং বললেন অডিট ফাঁকি দেবার জন্য আগুন লাগান হয়েছে কেন বলা হচ্ছে? আমি অডিট্ ফাঁকি দিবার এই মিথ্যা অভিযোগ, ঐ ঘর পোড়ানর সঙ্গে জড়িত করবার চেষ্টা কেন হচ্ছে? সুতরাং অডিট্ হওয়া সত্ত্বেও অডিটকে ফাঁকির জন্য আগুনের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অলিক।

দ্বিতীয়তঃ টেষ্ট রিলিফের কাগজপত্র যে পোড়ান হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, সেটাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ যে ঘরে আগুন লেগেছিল এবং যে কয়েকটি ঘর পুড়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে প্রায় দু-শো, তিন-শো ফুট দূরে অন্য ঘরে টেষ্ট রিলিফের কাগজপত্র ছিল; এবং এখনও সেখানে আছে। সেই সমস্ত কাগজপত্র ফাইন্যাল অডিটের জন্য কতকগুলি চেকিং হয়ে গিয়েছে এবং ফাইন্যাল চেকিং-এর কাজ শীঘ্রই ফিনিস্ হবে গভর্নমেন্টের, ২৫/৩০ বছরের কাজ করা বিভিন্ন রিটায়ার্ড অফিসারকে দিয়ে। আমরা এই সমস্ত হিসাবের কাগজপত্রগুলি চেক্ করছি এবং ফাইনাল অডিট্-এর জন্য রেডী হচ্ছে। সমস্ত হিসাবই আমাদের ঠিক আছে। এখানে একটা মস্ত বড় কথা আছে; বোর্ডের ইঞ্জিনীয়ারিং ষ্টাফ-এর কয়েকজন তাঁদের কাজের গোলমাল করায় তাঁদের একজন সম্বন্ধে কোর্টে কেস চলছে। ১৭. ৩. ৫৮ তারিখে ঘরে আগুন লাগে এবং ১০. ৩. ৫৮ তারিখে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারকে (৫০০ টাকা বেতনের কর্মচারীকে) সাসপেণ্ড করা হয় ফর করাপ্শন এবং ১৪. ৩. ৫৮ তারিখে আর একজন ওভারসিয়ারকে করাপ্শন-এর জন্য প্রসিকিউশন করা হয়, তার কেস এখনও কোর্টে চলছে। ১৪. ৩. ৫৮ তারিখে তার হিয়ারিং হয় এবং ১৭. ৩. ৫৮ তারিখে আগুন লাগে। ১০. ৩. ৫৮ তারিখে করাপ্শন-এর জন্য ইঞ্জিনীয়ারের সাসপেন্শন হয় এবং ১৪. ৩. ৫৮ তারিখে ওভারসিয়ার-এর প্রসিকিউশন কেস্ কোর্টে চলে। কেস্ কোর্টে এখনও চলছে। ১৭. ৩. ৫৮ তারিখে আগুন লেগে ঘরের মধ্যে যে সমস্ত কাগজপত্র পুড়ে যায়, তার সঙ্গে এই সাসপেণ্ডেড্ ইঞ্জিনীয়ার ও ওভারসিয়ার আছে।

Shri Monoranjan Hazra :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের জেলায় যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি আছে সেগুলি সরকারী শাসক দলের হাতে নেই বলে সেখানে অনেক অবিচার হয়। যেমন কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির সব সীটগুলিই বিরোধী দল কর্তৃক অধিকৃত, কোতরং মিউনিসিপ্যালিটিতেও তাই। কোতরং-এ আউট-ফল ড্রেনেজ স্কীম-এর জন্য ২·৮২ হাজার টাকা ব্যয় করার কথা। অর্ডার হয়ে গেল কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু করা হয়নি। কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটিতে জল সরবরাহের জন্য ন্যাশনাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম অনুযায়ী স্কীম গ্রহণ করা হয় এবং সরকারী য়্যাপ্রোভ্যাল দেওয়া হয়—জি. ও. নং পি. এইচ. ৯৪৩/৪/৪৫/৫৫ ডেটেড ১০. ৮, ৫৫ এবং তার এষ্টিমেটেড কষ্ট হচ্ছে ৭,৩৮,০০০ এবং সেটা এইভাবে বণ্টিত হয় :

Government Contribution	৪,৯২,০০০
Loan from (Repayable in 30 yearly instalments of Rs. 9,600|- each)	১,৬৬,০০০
Municipal Contribution	৮০,০০০
মোট	৭,৩৮,০০০

এই যে Reservoir হবে ১,৫০,০০০ গ্যালন জলের ব্যবস্থা করা হবে এবং ৩৫০টি হাউস কানেক্শন দেওয়া হবে। ১২৬টি ষ্ট্রীট হাইড্র্যাণ্ট তৈরী করা হবে। মিউনিসিপ্যালিটিকে এর মেনটেন্যান্স চার্জ বহন করতে হবে যেহেতু তাঁরা ওয়াটার চার্জ করতে পারবেন।

১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে ১২৬টি ষ্ট্রীট হাইড্র্যাণ্ট কম্‌প্লিট হয় কিন্তু ১৯৫৮ সালের মার্চেও সেগুলি মিউনিসিপ্যালিটিকে হ্যাণ্ড ওভার করা হ'ল না। ফল হ'ল কি, দু বছর ধরে মিউনিসিপ্যালিটি ওয়াটার রেট নিতে পারল না অথচ হেভী মেনটেন্যান্স চার্জ দিতে হ'ল। মিউনিসিপ্যালিটির লোকসান হ'ল।

তারপর ৩০. ৪. ৫৮ তারিখে কমিশনারদের মিটিং-এ মডেল রুল অনুযায়ী হাউস কানেকশন রুল তৈরী করে সরকারকে য়্যাপ্রোভ্যাল-এর জন্য পাঠালেন কিন্তু সেই রুল পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট-এর চীফ ইঞ্জিনীয়ার-এর অবজেকশন-এ য়্যাপ্রোভ্যাল করা হ'ল না। চীফ ইঞ্জিনীয়ার-এর অবজেকশনটা কি? না, লাইসেন্সড্‌ প্লাম্বার-এর দ্বারা মিটার-এর লে-আউট সাব্‌মিট করার কথা রুল-এ উল্লেখ করা হয়নি।

কিন্তু কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা জনসাধারণের মুখ চেয়ে এই মিটার সিসটেমকে গ্রহণ করতে পারেন নি, কারণ—

(১) ৩৫০টি মিটার কিনতে গেলে ৩৫,০০০ টাকা খরচ করতে হবে।

(২) জনসাধারণের তা বহন করতে গেলে তাদের হার্ডশিপ বাড়বে।

(৩) রেট-পেয়ারদের ওয়াটার-রেট এবং মিটার-এর খরচ একসঙ্গে চালানো অসম্ভব।

(৪) মিটার-সিস্টেম সব সময় কার্যকরী হয় না এবং সে সম্বন্ধে স্যাড্‌ এক্সপিরিয়েন্স আছে।

(৫) ম্যাডেড্‌ রুল অনুযায়ী মিউনিসিপ্যালিটির অধিকার থাকা উচিত স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী কিছু কিছু বদবদল করার এবং ৩০. ৪. ৫৮-তে কমিশনাররা এই অভিমতই পোষণ করেন।

(৬) কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটির ওয়াটার ওয়ার্কর্স-টি হাই প্রেসার-এর লো প্রেসার-এর নয়, কাজেই মিটার সিস্টেম এখানে পাম্পগুলির ইল্ড কমিয়ে দেবে।

90% of the Local people including local elites and technicians এই metre system-এর বিরুদ্ধে। এটা মিউনিসিপ্যালিটিকে জানান হল, মিউনিসিপ্যালিটি স্টেট গভর্নমেন্টকে জানান, ফলে ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ সালে গেজেট করা হল মিটার বসাতে হবে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, এই মিটার শ্রীরামপুরে উত্তরপাড়ায় নাই, কলকাতাতেও নাই। এই মিটার বসাবার পরিকল্পনা পাবলিক হেল্‌থ্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের মাথায় কি করে এল বুঝতে পাচ্ছি না। যদি এটাকে কার্যকরী করার ইচ্ছা একান্ত থাকে তাহলে সরকার থেকে টাকা দিতে হবে। এখানে আমি এটা বলবো—এখানে এই যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজ চালাবার চেষ্টা হচ্ছে এটা বন্ধ করতে হবে।

[6-50—7 p.m.]

এবং মাননীয় জালান সাহেবকে এই কথা বলতে চাই, তিনি মিউনিসিপ্যালিটির যে ক্ষতি কোন্নগরে করেছেন তাতে অন্য কোন জায়গায় যেখানে পপুলেশন বেশী, সেখানে করলে তারা তাঁকে দেখিয়ে দিতো কিন্তু আমাদের ওখানে লোকসংখ্যা যথেষ্ট হয় নি তাই আমাদের মুশকিল হয়েছে। এই মিউনিসিপ্যালিটি ৮০ হাজার টাকার মধ্যে ২০ হাজার টাকা দিয়েছে এবং আরো ৬০ হাজার টাকার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। কিন্তু ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা এরা তুলতে পারে নি হোম কনেক্সন না দেবার জন্য। জনসাধারণ এই মিটার চায় না। মাননীয় জালান সাহেবকে বলবো যে তাঁর জল দেবার অধিকার আছে কিন্তু এই জলের জন্য তিনি দুই রকম ট্যাক্স করতে পারেন না। তাছাড়া এখানে বাড়ীর সামনে একটু জায়গা না পাওয়া গেলে মিটার বসানো যায় না। এইগুলি করবেন না। আমি বলতে পারি, আমাদের জেলায় মিউনিসিপ্যালিটি যা আছে সেখানে এত ভালভাবে কাজ হয় যা আর অন্য কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে হয় না। কারণ আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তারা মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য সামনে তুলে ধরে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে। সেইজন্য তাদের যে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের ক্ষমতা সেই ক্ষমতা কংগ্রেসের নেই। এ কথা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে

পারি। কিন্তু জালান সাহেব রাজনৈতিক আঘাত করবার জন্য এই কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটিকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করছেন। এবং এইভাবে তাদের উপর করের বোঝা চাপাচ্ছেন।

The Hon'ble Iswar Das Jalan :

Sir, there is very little time for me to deal in detail with all the matters which have been mentioned by the honourable members in this House. So far as the general principles are concerned I have already spoken several times in this, and I think it will be rather not necessary..

Shri Monilal Basu :

I rise on a point of personal explanation.

আমার নামে যেসব কথা বলা হয়েছে তার সম্বন্ধে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই।

Dr. Kanailal Bhattacharya :

I rise on a point of order, Sir, আমার বক্তৃতা আপনি শুনেছেন, আমি যে কথাগুলি বলেছি, তা বলেছি as Chairman of the District Board, not as the person Shri Monilal Basu. কাজেই তাঁর যদি রিপ্লাই দেবার ইচ্ছা থাকে তাহলে তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে তা দিতে পারেন কিন্তু not on a point of personal explanation, এই হচ্ছে আমার point of order।

Mr. Speaker: I allow the personal explanation. I rule out your point of order.

Shri Monilal Basu :

স্যার, আমি শুনেছি যে, তিনি বলেছেন যে, নির্মল মুখার্জী কোনদিন টিউবওয়েল এক্সপার্ট হিসাবে কাজ করতেন না। আমি বলতে চাই টিউবওয়েল এক্সপার্ট হিসাবে কোন দিন ইউনিভার্সিটিতে কোন কিছু পড়ান হয় না। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-এ যারা বহুদিন ধরে টিউবওয়েলের কাজ করে আসছে তাদের কাছ থেকেই আর একজন কাজ শিখে নেয়। নির্মল মুখার্জি যখন ঢুকেছিল তখন সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান কম ছিল তারপর ৪।৫ বৎসর কাজ করার পর এখন সে টিউবওয়েল এক্সপার্ট হয়েছে।

ভুজঙ্গভূষণ চক্রবর্তী, তিনি নাকি আমার ডিসপেন্সারির কম্পাউন্ডার, that is not a fact at all, তিনি নিরাশ্রয় হয়ে এসেছিলেন, তাঁকে ৩।৪ মাসের জন্য ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পিওনের কাজ দেওয়া হয়েছিল--অন্যত্র কোথাও তার থাকবার জায়গা ছিল না বলে তিনি আমার ডিসপেন্সারিতে রাত্রিবাস করতেন—He is not my compounder। তারপর, তিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন।

Dr. Kanailal Bhattacharjee :

তিনি আপনার কম্পাউন্ডার ছিলেন না?

Shri Monilal Basu :

He is not a compounder at all, he is not my compounder at all. আমি আগেই বলেছি উনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। তারপর, অবনীরঞ্জন বসু, he belongs to Panchra Basu family—a very distant relation of mine. তিনি হাইয়েস্ট বিড্ দিয়ে ফেরি নিয়েছিলেন। নিয়মানুসারে যে রেমিশন দেওয়া হয় অন্যান্য সকলকে, তিনিও তাই পেয়েছেন, আমার আত্মীয় বলে তাঁকে কোন প্রকার সুবিধা দেওয়া হয় নি। তারপর, বিমানবিহারী বোস, Sanitary Assistant, they do not belong to

the District Board. They worked in the Health Department. Health Department is under the Government of West Bengal. Health Department is not under the District Board.

তারপর, বিনয়রঞ্জন বসু, he may be a Basu, as an experienced clerk. তিনি ১০ বৎসর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে কাজ করছেন, আমার রিলেটিভ্ বলে তাঁকে কোন ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয় নি। তারপর, anonyms letter সম্পর্কে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে some interested persons representation করেছিলেন, তখনকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ তালুকদার পার্সোনালি এনকোয়ারি করেছিলেন, এবং বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মজুমদারও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে গিয়ে সমস্ত কিছু এনকোয়ারী করেছিলেন—এঁরা যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে সব ফল্‌স্ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

[At this stage the Hon'ble Iswar Das Jalan rose again to give his reply]

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I have already said that so far as the general principles are concerned, they have been referred to....

Mr. Speaker: Personal attacks should not be made against a member. They are discouraged in the House of Commons. However, we shall sit together and shall discuss over the matter seriously.

Dr. Kanailal Bhattacharya: These are not personal attacks. He is the President of the District Board. সেই হিসেবেই আমি বলছি।

Mr. Speaker: I have given my honest opinion. It is for you to consider.

[7—7-13 p.m.

Mr. Speaker: Yes, Mr. Jalan, you can now speak.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I have already risen three times and sat down three times and I think this will be the last.

Sir, so far as general principles are concerned, we have discussed them several times in this House, and I do not think that I have got time enough to repeat all those arguments nor is it necessary. There are only certain matters which I may refer to as briefly as possible. So far as the question of the municipal inadequacy of finance is concerned, I am with the Opposition that it is inadequate. So far as the income of the municipalities is concerned, it has not increased as fast as the expenses have increased. The requirements of the modern civic life need a good deal of expenditure. The present financial situation is partly due to the municipality itself, because it cannot take full advantage of the powers which have been given to it, and partly it is due to the inadequacy of the finance of the State itself. So far as the State is concerned, it has always come to the rescue of the municipality whenever the State has found it necessary. For water-supply we are paying two-thirds as subsidy, one-third as loan. For roads we are paying two-thirds as subsidy and one-third as loan. For drainage and sewerage, etc., we are paying two-thirds and one-third. Even with regard to dearness allowance we pay 80 per cent. of the dearness allowance to the Calcutta Corporation and we also pay to other municipalities as well. With regard to minimum wages we pay two-thirds and one-third. Therefore, with regard to specific items the Government is

always willing to share a portion of the expenses, but with regard to the general items it is the duty of the municipality to meet the expenditure. Sir, one of my friends relating to the figures said that in one year it was more and in other years it was less. Sir, it is not so. There has been no change in the principles of granting dearness allowance. In some years back payments have been made and, therefore, it has become more and in some years it has not been made, and, therefore, it has become less. Whatever the dearness allowance was being paid is being paid even today. Therefore, these figures are deceptive and they should not deceive our friends. With regard to water-supply, this is a matter for the Public Health Department. I can only get information from them and supply it to the members. This is a matter which really should have been raised when the Public Health and Medical Budget was before them. In any event so far as the Local Self-Government Department is concerned, it cannot be said that we have no concern with water supply or other questions which affect the municipal body, but I do not think that it would be advisable for me to go into the details at this stage, because it will not be possible for me to do so.

With regard to the administration of the municipalities there is not much to be mentioned here. One of the honourable members has said that the executive officers are all superannuated officers. Necessarily they must be superannuated, because we have not formed the cadre. The cadre cannot be formed unless and until there is a permanent system. Therefore, we have got to depend upon those experienced officers and vest them with only limited powers. These limited powers sometimes make the working more difficult, and I have seen cases in which the executive officer thought that he would have been able to do much more than what he had done as an executive officer. With regard to the District Board of Habra much was said by Dr. Bhattacharyya. Similarly, mention has been made of the Midnapur District Board. Sir, I have already said that District Boards are in the process of rather liquidation and I think in this year we shall bring forward necessary legislation for that.

With regard to individual cases of maladministration either of the Calcutta Corporation or of the municipalities I do not think that I may be justified in making any comments, because after all these are more or less autonomous self-governing bodies and these are matters in which Government is not entitled to interfere. So far as supersession or removal is concerned, the powers that are vested with the Government have to be exercised with due caution.

Sir, I can assure you that so far as we are concerned we desire that we should interfere as little as possible.

Shri Niranjan Sen Gupta: What about the adult franchise?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I have already mentioned that the matter is under the consideration of Government.

With these words I move my demand for the acceptance of the House and I oppose all the cut motions.

Mr. Speaker: Divisions have been wanted on cut motions Nos. 11, 24 and 30. I put rest of the cut motions.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Deben Sen that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Manoranjan Hazra that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanai Lal Bhattacharyya that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

NOES—112

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debe Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Digpati, Shri Panchanan
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal

Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahaney, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahao, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar. The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—32

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Bera, Shri Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mitra, Shri Haridas
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 32 and the Noes 112, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellnaeous-Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

NOES—111

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhttacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Digpati, Shri Panchanan
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra

Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—33

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Bera, Shri Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan

Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijay Bhusan
Mitra, Shri Haridas
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 33 and the Noes 111, the motion was lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhyay that the demand of Rs. 1,82,69,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions", be reduced to Re. 1 was then put and a division taken with the following result:—

NOES—112

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Digpati, Shri Panchanan
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy

Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Molammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—32

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Bera, Shri Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna

Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Ghoshal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Halder, Shri Ramanuj
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mitra, Shri Haridas
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 32 and the Noes 112, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 1,82,69,000 be granted for expenditure under Grant No. 40, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" was then put and agreed to.

ADJOURNMENT

The House was then adjourned at 7-13 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 16th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXIX—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-ninth Session

(February—March, 1961)

The 1st, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th and 21st March, 1961

PART 13

16th March, 1961

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price —Rs. 1·16 n.P. ; English 1s. 9 d. per copy

Unstarred Question

(To which written answer was laid)

Recognition of Nepali Language

37. (Admitted question No. 176.) **Shrimati Anima Hoare:** Will the Hon'ble Chief Minister and Minister for Home be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that he has given any assurance either on the floor of this House or in any other connection that a reference should be made under Article 347 of the Constitution for recognition of the Nepali language in the Darjeeling district;

(*b*) if so, what steps have been taken by Government since then; and

(*c*) what is the number of the Nepali-speaking population in the Darjeeling district according to the 1951 Census and if there has been any allegation that the figure was manipulated by the Government?

The Chief Minister and Minister for Home (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray): (*a*) and (*b*) The honourable member is referred to the proceedings of the debate on the non-official resolution in the Assembly in March, 1958, in the course of which the Chief Minister, inter alia, said that under Article 347 of the Constitution any linguistic group could ask for a direction that a language be utilised for official purposes so far as a particular State is concerned, not in all parts of the State, but at least in certain parts of the State.

In June, 1959, the Darjeeling District Committee of the All-India Gorkha League passed a resolution demanding recognition of Nepali as one of the State languages. On receipt of a copy of the resolution sent on behalf of the League, the Chief Minister in his reply said that he had asked the department to examine the possibility of making a reference under Article 347. It was, however, found on careful examination that there was hardly any case for Nepali to be officially recognised as a State or a regional language and as such, there was no sufficient case for making a reference under Article 347, because it was found that, according to the 1951 Census, the Nepali-speaking people in the district of Darjeeling forms 19·98 per cent. of the total population of the district. Even if the Siliguri sub-division is excluded, the percentage rises to only 25·92. When West Bengal as a whole is taken into consideration, the Nepali-speaking population comes to far below one per cent. of the total population of the State. The States Reorganisation Commission has

recommended that if 70 per cent. or more of the total population of a district is constituted by a group which is a minority in the State, the language of the minority group, and not the State language, should be the official language in that district. The percentage of the Nepali-speaking population of the Darjeeling district or even of the three hill subdivisions of that district comes nowhere near this. This recommendation of the States Reorganisation Commission has also been accepted by the Government of India.

(c) 88,958. It is sometimes alleged that Government manipulated the Census of 1951 showing the Nepali-speaking population in the district of Darjeeling at a very low figure although it is in a large majority. This allegation is utterly incorrect. In 1931 the number of persons having Nepali as mother-tongue was ascertained to be 92,970 No table on the basis of mother-tongue appears to have been published *after the 1941 Census*. During the 1951 Census the number of persons whose mother-tongue was Nepali was 88,958, a mother-tongue as ascertained at the 1931 Census. It cannot therefore, be said that the 1951 figure was "manipulated" if the 1931 figure be borne in mind. According to the Census authorities, the definition of mother-tongue has remained more or less the same since 1931.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 6th March, 1961, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 199 Members.

[3—3-10 p.m.]

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বন-হুগলী আর বেহালায় দুটো চেস্ট ক্লিনিকের জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী যে ২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন সে সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য প্রবীন মুখার্জী আমার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। এটা সত্য যে, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী দুটো চেস্ট ক্লিনিকের জন্য ২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বরানগর অঞ্চলে দুটো চেস্ট ক্লিনিক হয়েছে, একটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা সমিতি বরানগরে করেছেন: আর একটা দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার রবীন্দ্রনাথ টেগোর রোডে করেছেন। কাজে কাজেই আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে, বন-হুগলীতে চেস্ট ক্লিনিক করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা বারাসতে এখন চেস্ট ক্লিনিক করতে যাচ্ছি। বেহালায় চেস্ট ক্লিনিকের কাজ শুরু হয়েছে—প্ল্যান এবং এস্টিমেট ঠিক হয়ে গেছে, কাজ আরম্ভ করেছি।

CENSUS REPORT

Shri Subodh Banerjee :

স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনুমতি চাইছি একটা বিশেষ ব্যাপারে। ব্যাপারটা আমাদের এই রাজ্যের অর্থের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি জানেন যে, সংবাদপত্রে জনসংখ্যা গণনার রিপোর্ট কিছু কিছু বেরিয়েছে এবং আমার যেটুকু সংবাদ আছে তাতে জেনেছি যে সেই রিপোর্টের কপি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরখানায় পাঠান হয়েছে। আমি জানি না আমাদের এই বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে আপনার কাছে কিছু পাঠান হয়েছে কিনা। যদি পাঠান না হয়ে থাকে তাহলে আমি মনে করি এটা অত্যন্ত অন্যায়। সমস্ত অফিসে যে জায়গায় গেছে সেখানে আমাদের এই অফিসে আসা উচিত। দ্বিতীয় কথা যদি এসে থাকে তাহলে আপনার কাছে আমার অনুরোধ সেই সেন্সাসের একটা কপি সমস্ত মেম্বারকে দিয়ে দেওয়া দরকার যাতে করে তার উপর আমরা আলোচনা করতে পারি। এই প্রশ্ন তোলার কারণ আমি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আজকে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ৭ নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম কলমে যে সংবাদ বেরিয়েছে সেই সংবাদটা নিম্নরূপঃ

West Bengal Census figures questioned. Madras, March 14. Mr. C. Subramaniam, Finance Minister, said in the Legislative Council today that the census returns for West Bengal needed to be looked into, says

P.T.I. He wondered if the 33% population increase noted by West Beng was due to the "census or something else".

The Minister said West Bengal appeared to claim this increase wa due to a fall in the death rate to 8.5 per 1,000 population. This figur was much lower than the 10 per 1,000 death rate in the U.K. and henc needed to be scrutinized.

He said the West Bengal census figures were no concern of Madra But in allocating finances, the population of the State was usually take into consideration by the Finance Commission.

When a member suggested that the West Bengal increase could b due to refugees, Mr. Subramaniam said: "I know all about thos refugee stories".

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এটা প্রিভিলেজের কথা নয় ঠিকই কিন্তু কোন রাজ্যের মন্ত্রী যদি এ ধরণের বক্তৃতা দেন তাহলে সেটা আমি মনে করি it does not look well এবং এটা ব্যাড টেস্টের প্রমাণ। আমাদের এখানে বক্তব্য—বিধানবাবু মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী হিসাবে একটা স্টেট কোর্ট করবেন এটা আমি চাচ্ছি, কারণ ইতিমধ্যেই তাঁরা গ্রাউন্ড তৈরী করতে আরম্ভ করছে যাতে ফাইনান্স কমিশনের কাছ থেকে আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা না পেতে পারি। এইজন তাঁরা এখন থেকে ইনসিনিউয়েট করতে আরম্ভ করেছেন। তারপর কথা হচ্ছে স্পেশাল অপারেশ এটা কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের ব্যাপার, রাজ্য সরকারের কিছু ব্যাপার নয়। কাজেই আমরা আজকে কি করে জড়িত হয়ে পড়ছি বুঝছি না, তবে আমি মনে করি আমাদের এই বিধানসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী হিসাবে ডাঃ রায় এর একটা স্ট্রং কনডেমনেশন করে চিঠি দেবেন মাদ্রা সরকারের কাছে যে তাঁদের এই ধরণের ইনসিনিউয়েট করার কোন অধিকার নেই—it indicate a bad taste on the part of the Finance Minister of Madras.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I had seen that repor yesterday from the Press Trust of India. I have written a letter to Mr Subramanium expressing my amazement that the Minister should mak a statement like this and expressing if he had made that statement When I receive the reply, I propose to take some action but not now.

CENSUS PAPERS

Mr. Speaker: I have received the census papers. So far as th census papers are concerned, they are placed on the library table.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I got the report of th Census Commissioner two or three days ago marked confidential. Th next morning I was surprised to find that the whole thing had been given out in the Press by the gentleman himself. However, I conside that it is probably not so confidential as we think it to be.

DEMAND FOR GRANT No. 8 AND GRANT No. 9.

Major Head: 12A—Sales Tax, and Major Head "13-Other Taxes and Duties".

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 26,97,000 be grantec for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax".

Sir, on the recommendation of the Governor I also beg to move that a sum of Rs. 13,29,000 be granted for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties".

Sir, with regard to the first item that I have moved, the total amount represents the cost of collection of sales tax, Central sales tax and motor spirit sales tax. Under the four heads under which we operate at the present moment, one is the Bengal Finance Sales Tax Act, 1941, the second is West Bengal Sales Tax Act, 1954, the third is Central Sales Tax Act, 1956 and the fourth is Bengal Motor Spirit Sales Tax Act, 1941. The total amount of tax collected from these sources during the year under review is 17,48,26,000. The cost of collection of these taxes, inclusive of the indirect cost for making arrangements for receiving the contribution from the Government of India out of their Sales Tax Act, is 2.2%. Sales tax at the present moment is a most important source of State revenue. The increase in cost of sales tax has been quite remarkable in recent years. Against a collection of Rs. 4 crores in undivided Bengal in the year 1946-47 the collection rose to 11 crores in 1956-57, 12½ crores in 1957-58, 16 crores in 1958-59 and 11 crores in 1959-60. This rise took place even though some of the sales tax items were replaced by additional excise duty in December, 1957. The items in which such excise duty was levied were textiles, sugar and tobacco.

The total amount that we are getting from the Government on these three items is Rs. 3,38,00,000/-.

Sir, with these words I commend my motion to the acceptance of the House.

3-10—3-20 p.m.]

Then, Sir, as regards demand for grant No. 9, I have moved that a sum of Rs. 13,29,000/- be granted under the head "Other Taxes and Duties". Of the total demand for grant for Rs. 13,29,000/-, Rs. 8,04,000/- represents charges under the Electricity Act. These charges include expenses connected with the administration of the Indian Electricity Act, charges connected with the examination of Electrical Supervisors' certificates and workmen's permits, charges connected with the administration of the West Bengal Lifts and Escalators Act, 1955 and the Bengal Electricity Duty Act, 1935. The balance of Rs. 5,24,800/- represents the cost of collection of entertainment tax and betting tax as well as charges for the collection of tax under the West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas Act, 1955 which came into force on the 16th April, 1956. The cost of administration of the Bengal Electricity Duty Act, 1935, is Rs. 4,42,000/- against a collection of Rs. 3,75,00,000/- under this Act. The cost of collection charges is 1.2 per cent. It would be recalled that the duty on electrical energy consumed for industrial purposes was imposed with effect from 1st February, 1958. This duty accounts for the increased receipt during the current year. When imposing this additional duty Government was particularly careful to have a lower rate for energy consumed by cottage and small scale industrial establishments, the rate in their case being one-third of the rate imposed for large industrial

establishments. A similar concession was also granted to establishments which connsumed electrical energy for electrolytic processes and for electrical furnaces where the cost of the electrical energy consumed was not less than 20 per cent of the cost of manufacture. The general rate of the duty is one naya paisa per unit.

The Entertainment Tax is administered in the districts by Collectors and in Calcutta by the Collector of Calcutta. For the Entertainment tax the demand for grannt is Rs. 1,31,100/- against a revenue, of Rs. 1,53,00,000 the cost of collection being .86 per cent. There has been a downward trend in the receipts from Entertainment Tax which is due to the fact that the amateur theatrical societies have been exempted from payment of amusement tax in respect of shows organised by them. This was done with the permission of the Legislature. This decision has been taken by Government with a view to preserving and encouraging the histrionic arts of Bengal.

The Betting Tax is collected by the Royal Calcutta Turf Club on receipt of a sum of Rs. 10,000/-. For the Betting Tax the demand for grant is therefore Rs. 10,000/- against a collectoin of Rs. 65,00,000/-, the cost of collection being 15 per cent.

The Entry Tax is administered by the Commissioner of Commercial Taxes, West Bengal. For this tax the demand for grant is Rs. 3,83,700 against a collection of Rs. 2,10,00,000, the cost of collection being 1.8 per cent.

The Raw Jute Tax Act is also administered by the Commissioner of Commercial Taxes, West Bengal. The total collection is Rs. 65,00,000 No expenditure is incurred separately for this purpose as the collection is made by the same staff employed under the Commissioner of Commercial Taxes, West Bengal, in connection with sales tax.

The Entertainment Tax, Electricity Duty and the Entry Tax are all important sources of revenue at the present moment.

With these words, Sir, I commend my motion to the acceptance of the House.

Shri Mihirlal Chatterjee : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Nath Basu : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Dr. Narayan Chandra Roy : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Dr. Brindabon Behari Basu : Sir, I move that the demand of Rs 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I move that the demand of Rs 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Re. 1.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Re. 1.

Shri Ramanuj Halder : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Re. 1.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Re. 1.

Shri Sunil Das : Sir, I move that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Re. 1.

Srimati Labanya Prova Ghosh : Sir, I move that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I move that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I move that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee : Sir, I move that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I move that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I move that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I move that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I move that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I move that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I move that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Re. 1.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I move that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Re. 1.

Shri Sunil Das : Sir, I move that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Re. 1.

Dr. Narayan Chandra Roy :

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সামনে তাঁর বক্তব্যের দুটো কথা তুলে আমার হুঁশিয়ারী, সাবধানবাণী রাখবো। আজ তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার সামনে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ একটা গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ছবি দেখতে পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাজেটের যে ছবি আছে, তার পটভূমিকায়, স্যার, ডাঃ রায়ের এই কথাটা আপনাকে বুঝতে বলছি। বাংলাদেশের রাজস্বের মধ্যে সেলস্ ট্যাক্স অত্যন্ত গুরুতর স্থান অধিকার করে আছে। এর সঙ্গে যে স্বীকৃতি, এর কস্ট অফ কলেকশন খুব কম–২·২ পার্সেন্ট। এর মাঝখানে সাধারণ মানুষের বিভীষিকার কারণ লুক্কায়িত আছে। মাননীয় সদস্য শ্রীহংসধ্বজ ধারা মহাশয় একদিন এখানে বলেছিলেন যে, মানুষ যে কাজের জন্য থাকে, সেই কাজে যদি গাফিলতি হয় তাহলে তার সাজা হওয়া উচিত; আর সেই কাজ যদি সে ভাল করে করতে পারে তাহলে তার

প্রমোশন হওয়া উচিত। এখানে এই সেলস্ ট্যাক্সের পটভূমিকায় সেই কর্মচারীর মাপ হবে এই,—কে কত টাকা রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে এনে দিতে পারবে। এখানে মায়ার প্রশ্ন নয়, কার কার পটভূমিকা থেকে আনা হল সে প্রশ্ন থাকবে না, কোন্ মানুষের ঘর থেকে আনা হল, তার প্রশ্ন থাকবে না,—এটা হল আমাদের রাজস্বের সবচেয়ে বড় অংশ সেলস্ ট্যাক্স। এটা কোন্ কর্মচারী কতটা সেলস্ ট্যাক্স ফাঁপিয়ে দিয়েছেন, এই হবে তার বিচার। আজকে তাই আমরা দেখতে পাই আমাদের রাষ্ট্রের অর্থের ক্ষুধা বুভুক্ষু মানুষের চেয়ে বেশী হিংস্র হয়ে উঠেছে। সেখানে এই ছবিটা আছে—সবচেয়ে বেশী তার আয়, সবচেয়ে কম তার খরচ। এর প্রতিটি, তাই সত্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। আজকে তাই ডাঃ রায়ের এই কলেকশন-টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং তাঁর এই কলেকশন-টা যে ধীরে ধীরে বেড়েছে, তার খানিকটা অ্যানালাইসিস আমি করবো। অন্য কোন জায়গায় তাঁর এতটা আয় বেড়েছে কিনা জানি না, তবে এক্ষেত্রে যে খুব বেড়েছে তা নিঃসন্দেহ। উনি যা বললেন, এক্সাইজ ডিউটি বাদ দেবার পরেও গ্র্যাজুয়েলি আয় বেড়েছে; ক্রমবর্ধমান চাঁদের মত বেড়ে চলেছে। এতে লজ্জা পাওয়ার কথা আছে। অন্য জায়গায় বলতে হয়নি, কিন্তু এখানে তাঁকে বলতে হয়েছে increase in receipts under the Sales Tax Acts of 1941 and 1954 is due to growth, certain favourable judicial decisions and administrative vigilance. মানুষের কাছে তাঁর জবাবদিহি হচ্ছে কেমন করে এই বেশী টাকা এলো। অন্য কোন জায়গায় মানুষের কাছ থেকে টাকা বেশী পাওয়া গিয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু, এখানে কেন বেশী হল, তার জন্য তাঁকে এক্সপ্ল্যানেশন দিতে হয়েছে। এর মধ্যে একটা হিসাব দেখুন। এর মধ্যে দু-তিনটা জিনিষের কথা আছে। আপনার মোটর সেলস্ ট্যাক্সের কথা আছে। তার সম্বন্ধে বলেছেন সেটা তেমন কিছু বাড়ে নি, দু-চার টাকা বেড়ে থাকতে পারে। যেটা এরিয়ার ছিল, অ্যাভিয়েশন ফিউয়েল, সেটা যোগ হয়েছে। সাধারণ মানুষের বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের—সাধারণ ব্যবসা, বাণিজ্য, কেনা-বেচা আছে এবং তার জন্য মোটর এত বেড়েছে আপনি বলেছেন। কিন্তু এদিকে যে লরী-লরী মানুষ মরে ভূত হয়ে গেল, সেদিকে আপনার নজর নেই। তারপর এরোপ্লেন-এর সংখ্যা কত বেড়েছে, এখানে তার প্রতিফলন নেই। আজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর প্রশ্ন তুলে, সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে দুটো জিনিষ খেয়ে, পরে সংসার চালাচ্ছে, তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে। অথচ ঐ মোটর ভিকল্স্ ট্যাক্স, পেট্রোলের ব্যাপারে,—সেখানে আপনারা ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এখানে এত মোটর বেড়েছে আপনি বলেছেন, এত ট্র্যাফিক বেড়েছে আপনি বলেছেন, এত দমকল বাড়াতে হবে আপনি বলেছেন। কিন্তু কোথায় পেট্রোলের খরচ কত বেড়েছে, এবং তার থেকে সেলস্ ট্যাক্স কত আদায় হয়েছে, তার প্রতিফলন কোথায়? আমি বলি সেলস্ ট্যাক্স অফিসাররা যেমন টাকা বাড়িয়ে আপনাকে খুসী করে দেন, তেমনি যেখানে টাকায় হাত দিলে আপনার খুসী না হবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে হাত তাঁদের চলে না। আমি বলবো কেন্দ্রীয় বাজেটের পটভূমিকায় এই কলেকশন, এটা সাধারণ মানুষের অন্নবস্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং এই কলেকশন-এর নীতি পুনর্বিচার করতে হবে। শুধু রাষ্ট্রের টাকা চাই, রাষ্ট্রের ক্ষুধা আছে, এর উপর ভিত্তি করে বিচার করা উচিত নয়।

[3-20—3-30 p.m.]

আপনাকে এটাকে বিচার করতে হবে, এই যে কলেকশান মেশিনারি আছে এটা ঠিক কিনা দেখুন—ইজ ইট অল রাইট? এবং সাধারণ মানুষের কাছে খবর নিয়ে জানতে হবে এই যে দপ্তর মেশিনারি, এতে কোন গলদ আছে কিনা এবং নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা। এটাও দেখতে হবে কোন কোন জায়গায় আপনি বেশী কলেকশান করতে পারেন কিনা, কম খরচে করতে পারেন কিনা এবং গরীব মানুষের ঘাড়েও হাত না পড়ে। এমন কোন উপায় আছে কিনা এটাও দেখতে হবে। আমার একটা কাট্ মোশান ছিল তাতে হয়ত কিছুটা হাসির খোরাক থাকতে পারে কিন্তু আমি জানি না আইনে এটা বাধে কিনা, ফাটকাবাজী যারা করে তাদের উপর থেকে বেশী করে তুলে নেওয়া যায় কিনা এবং আইনে কোন ফাঁক থাকে কিনা—কেননা এটা করতে পারলে প্রাইচ কন্ট্রোল অনেকখানি হতে পারত, মার্কেট অস্সিলেশন কমে যেত অথচ সাধারণ মানুষের

ঘাড়েও হাত পড়ত না—সেজন্যই কাট্ মোশান দিয়েছি আইনে যদি না বাধে এবং এটা যদি করা যায় তাহলে কি ফল হয় দেখা যেতে পারে। আর এটা করতে পারলে উপর থেকেই টাকা পাবেন, সাধারণের নুন-তেলেও টান পড়বে না। এখানে একটা জিনিষ বিচার করতে হবে—সাধারণ মানুষ ও অফিসার স্টাফ-এর মধ্যে যোগাযোগ। এখানে এই নীতি গ্রহণ করুন—যাতে সত্যিকারের কাজ হয়। আমি বলি এমনভাবে কাজ করুন যাতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাদের অর্থ, তাদের বিত্ত শোষণ করতে না হয়। মানুষ আপনার কাজ করছে। সেখানে একটু দরদ, একটা মায়া ছড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা, পদ্ধতি আছে কিনা যাতে সকলের ঘাড়ে সমান চাপ না পড়ে, সমান ভার না পড়ে; গরীবের উপর কম এবং বড়র উপর বেশী পড়ে সে রকম কোন বন্দোবস্ত করতে পারেন কিনা সেটা বিবেচনা করতে বলি।

আপনার কাছে আমার দুটি অভিযোগ রাখতে চাই। আপনার কাছে একজন উকীল কোন কমিশনারের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তারপর আমি শুনেছি সেটা বিচারের ভার পড়ে সেই লোকের হাতে যিনি অপরাধী। এরকম ঘটনা ঘটেছিল কিনা জানতে চাই। যদি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার হাতেই তদন্তের ভার পড়ে সেটা তাহলে নীতিসম্মত কিংবা ন্যায়সঙ্গত হয় না এবং কোন রাষ্ট্রের মুখ্য মন্ত্রীর পক্ষে এরূপ ব্যাপার শোভনীয় নয়। কাজেই যদি অভিযোগ হয় তাহলে আশা করি তার ন্যায়সঙ্গত তদন্ত হবে।

আমি আপনার সামনে আর একটি কথা রাখবো—মৃণাল রায়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হয়েছিল তারপর অনেক বলে আন্দোলন করে সেই শাস্তি ফেরাতে হয়েছিল। আমি দুটি ঘটনা জানিয়ে এটাই বলতে চাইছি যে, সাধারণের গায়ে সহজেই হাত পড়ে কিন্তু বড়লোকের মাথার উপর দিয়ে আপনার খড়্গ চলে যায়, মাথা ছোঁয় না, বড় অফিসারের গায়ে হাত পড়ে না। আমি শুধু স্মরণ করিয়ে দেব যেন ন্যায়-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

ডাঃ রায় আশা করেন আমাদের কাছ থেকে যে, আমরা দেশবাসীকে, আমাদের দেশের যে-সমস্ত গরীব লোক যারা বিনা ট্যাক্সে মাল কিনতে চায় তাদের কাছে আমরা বলবো, এই ট্যাক্স আমাদের রাষ্ট্রের পাওনা অতএব তোমরা গিয়ে বিনা ট্যাক্সে মালপত্র বাজার থেকে কিনবে না। এটা অবশ্য তিনি স্বভাবতই আশা করতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাঁর কাছ থেকে এবং তাঁর ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারি। আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁর সেলস্ ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট সাধারণ মানুষের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে। যারা সেলস্ ট্যাক্স দেয়, যারা সরকারী ট্রেজারীতে জমা দেয়, সরকারের এই কাজে সহযোগিতা করে তাদের সঙ্গে সরকারী বিভাগের ব্যবহার কিরূপ সেটা ডাঃ রায়ের জানা উচিত। ডাঃ রায় আশা করেন যে, তাঁর সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করবো, দেশবাসীকে বলবো বিনা ট্যাক্স-এ মাল কিনবে না কিন্তু তাঁর সেলস্ ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট যে সমস্ত ব্যবসায়ী কলকাতা বা তার আশেপাশে, ডিস্ট্রিক্ট-এ ও মফঃস্বলে কাজ-কারবার করে এবং যারা সরকারের ট্যাক্স আদায়ের সহযোগিতা করছে তাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করেন। রিটার্ন ফরম, স্পীকার মহোদয় আপনি জানেন, প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে তিন মাস অন্তর একটা করে রিটার্ন ফর্ম দাখিল করতে হয়। আমাদের সরকারের এমন ব্যবস্থা যে এই রিটার্ন ফর্ম সেলস্ ট্যাক্স অফিসে কোন সময়ের জন্যই পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা পয়সা দিলে পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি যে, ঠিক যেখানে সেলস্ ট্যাক্স অফিস তার নীচের তলায় একজন লোক বসে ফরম বিক্রি করে এবং দুই আনা পয়সা দিলেই এই ফরম পাওয়া যায়। যেসমস্ত ব্যবসায়ীদের তিন মাস অন্তর রিটার্ন ফরম দাখিল করতে হয় তারা তা পাচ্ছে না অথচ সেই সরকারী অফিসের নীচেই তা বিক্রি হচ্ছে। তারপর টি. আর. চালান প্রত্যেকেই এমনি পেতে পারে কিন্তু এই টি. আর. চালানও বিক্রি হয়। আমি আশা করবো ডাঃ রায় এই দুইটি জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। কেন তাদের এই রিটার্ন ফরম এবং টি. আর. চালান কিনতে হয়? এর জন্য লোকে যথাসময়ে ট্রেজারিতে টাকা জমা দিতে পারে না। আর একটা জিনিষ হচ্ছে রেজিস্টার্ড ডিলার-দের এক একটা বিষয়ে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়। আপনি মনে করুন, একজনের হার্ড-ওয়্যার মার্চেন্ট বলে রেজিস্ট্রেশন নেওয়া আছে। তাকে শুধু হার্ডওয়ার মাল কিনতে হবে ও বিক্রি করতে হবে। স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন, যারা হার্ডওয়ার-এর ব্যবসা করে তারা

লোহা-লস্করের সংগে যদি কিছু কটন ওয়েস্ট বিক্রি করে ফেলে তাহলে তার জন্য তাদের আলাদা সেলস্ ট্যাক্স জমা দিতে হয়। এবং এই সেলস্ ট্যাক্স অফিস থেকে বলা হয় যে, এর জন্য আপনারা আলাদা রেজিস্ট্রেশন নিন। এখন সেলস্ ট্যাক্স অফিসে যদি এই ডিরেকশন দেওয়া হয় যে, যারা যে ব্যবসা করে তারা তার সংগে সংগে যে-সমস্ত আনুষঙ্গিক জিনিষ তা যদি বিক্রি করে তাহলে তাদের আলাদা সেলস্ ট্যাক্স দিতে হবে না তাহলে ডিলার-দের সুবিধা হবে। অবশ্য যদি কেউ লোহার সংগে কাপড় বিক্রি করে তাহলে তাকে আলাদা সেলস্ ট্যাক্স দিতে হবে কিন্তু যারা লোহার কারবার করছে সেই লোহার সংগে আর যে-সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হবে তা যদি বিক্রয় করে তাহলে তার উপর আবার সেলস্ ট্যাক্স কেন চাপাবেন?

Shri Gobinda Charan Maji :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৫৪ সালে ডাঃ রায় তাঁর বাজেটে বলেছিলেন:

"For those persons who were anxious to remove corruption in this department for a fair deal it is necessary to make up their own minds and also try and circulate the idea amongst them that it should be their duty when they purchase a particular article they should also insist upon the dealer taking the sales-tax from them because it is a tax due to the State from the purchaser although the dealer deals with it".

[3-30—3-40 p.m.]

স্যার, আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি এবং বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকেও শুনেছি যে, সেলস্ ট্যাক্স ডিক্লারেশন ফরম প্রায় সময় সেলস্ ট্যাক্স অফিস থেকে দেয় না। যেখানে একমাস কারবারের জন্য ১০০ খানা ফরম দরকার হয় সেখানে সময় সময় মাত্র ৫।৭ খানা দেওয়া হয়। ৫খানা দেওয়ার পর ৯৫টি বাকী থাকে যার ফলে যাদের কাছ থেকে মাল কিনছে তাদের ঘাড়ে চার্জ করা হয়। তারপর আরেকটি কথা বলব যে, অনেক সময় আমরা দেখি ডিলার-দের সংগে সরকারী কর্মচারীরা দুর্ব্যবহার করে। মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে সহযোগিতা চান, সেই সহযোগিতা আপনি ডিলার-দের কাছ থেকে কি করে আশা করতে পারেন। তারপরে আপনি জোন্যাল অফিসগুলি তুলে দিয়ে বেলেঘাটায় এক অফিসে স্থানান্তরিত করেছেন, এতে ডিলার-দের ভয়ানক অসুবিধা হয়েছে। সেইজন্য আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব যাতে জোন্যাল অফিসগুলি রাখা হয়। বড়বাজারে, যেখানে ব্যবসায়ীপ্রধান অঞ্চল সেখানে জোন্যাল অফিস রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন, তা না হলে ডিলারদের অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে। আপনি কারো সংগে পরামর্শ না করেই এই জোন্যাল অফিসগুলি তুলে দিলেন অথচ আজকে আপনি এখানে বারবার সহ-যোগিতার কথা বলছেন।

Mr. Speaker : Order, order, the honourable member should address me and not the Hon'ble Minister direct, that's not the procedure.

Shri Gobinda Charan Maji :

স্যার, আমি আপনার মাধ্যমেই মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীকে বলছি যে, জোন্যাল অফিসগুলি আবার প্রতিষ্ঠা করুন তা না হলে ডিলারদের যাতায়াতের পক্ষে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তারপর আমি যে সেলস্ ট্যাক্স ডিক্লারেশন ফরম-এর কথা বললাম তা যাতে নিয়মিত এবং পর্যাপ্তভাবে সেলস্ ট্যাক্স অফিস থেকে ডিলার-রা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। এই সমস্ত কারণের জন্য ব্যবসায়ীরা আপনাদের সংগে সহযোগিতা করেন না এবং তাঁদের মনে ট্যাক্স ফাঁকি দেবার মনোভাব সৃষ্টি হয়। আমরা অ্যাসেম্বলির মেম্বার, আমরা ডিলারদের যতই বলি যে সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন তারা এইসব অসুবিধার কথা বলে এবং সুযোগ পেলে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়।

ডাঃ রায় তাঁর বাজেটের প্রারম্ভিক ভাষণে বললেন যে, বছরের পর বছর রাজকোষে অর্থ বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৪৯ সালে ১০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ছিল তা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। এখানে

আমাদের সদস্য শ্রদ্ধেয় নারায়ণবাবু পরিষ্কার করে বলেছেন যে, বেঙ্গল মোটর স্পিরিট সেলস্ ট্যাক্স থেকে মাত্র ২৬ হাজার টাকা পাচ্ছি আর অন্যান্য খাত থেকে খুব বেশী পাচ্ছি। আমি এখানে বলতে চাই যে, নিত্যব্যবহার্য জিনিষের উপর খুব বেশী ট্যাক্স ধরা হয়েছে। আমি তাঁকে বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করব যাতে নিত্যব্যবহার্য জিনিষের উপর ট্যাক্স তুলে নিন, এবং আর নতুন কোন ট্যাক্স ধার্য করবেন না। কারণ আজ ট্যাক্সের চাপে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত জর্জরিত হয়ে পড়েছে।

কর ফাঁকির বহু ব্যাপার এই অঞ্চলে ঘটছে। ডাঃ রায় নিশ্চয় জানেন যে বিহার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু লরী করে মাল কোলকাতায় আসে এবং তার যে চেকিং-এর ব্যবস্থা আছে সেই চেকিং-এর ব্যবস্থা খুব কার্যকরী নয়। আমরা কোলকাতায় ঘুরে দেখেছি এই যে সমস্ত মাল-পত্র আসে এর বহু মাল উইদাউট্ সেলস্ ট্যাক্স-এ বিক্রি হচ্ছে। এইভাবে বহু লক্ষ টাকার মাল যে উইদাউট্ ট্যাক্স-এ বিক্রি হচ্ছে তার ফলে যে-সমস্ত সৎ ব্যবসায়ী যারা সরকারকে বিক্রয় কর দিয়ে ব্যবসা করতে চান তাঁদের অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। যারা সৎ ব্যবসায়ী তারা ১০০ টাকার মাল বিক্রি করে ৫ টাকা বিক্রয় কর দেয়। কিন্তু যে-সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ী যারা বিহার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ঐভাবে মাল নিচ্ছে তারা ১০০ টাকায় মাল বিক্রি করে যথাযথভাবে লাভ করছে। এর ফলে বহু দোকানদার সেলস্ ট্যাক্সের জ্বালায় উঠে গেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি বড়-বাজার অঞ্চলে কয়েকটা দোকানদার সেলস্ ট্যাক্সের অত্যাচারে দোকান ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেছে। সেলস্ ট্যাক্সের ডিক্লারেশন ফর্মে একটা গোলযোগ ছিল, সেটা এখন আর নেই। বড়বাজার অঞ্চলে বৎসরে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার টার্নওভার হয়, তাঁরা খাতায় দেখান ৫০ হাজার টাকা। পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ট্যাক্স আমাদের দেশে আছে। পরোক্ষ ট্যাক্সের সুবিধা হচ্ছে যে-সমস্ত মালপত্রের মধ্যে দিয়ে সরকার টাকা আদায় করেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের অসুবিধার জন্য এক জাতীয় ভাগ্যবান লোক তাঁরা এই ট্যাক্স কালেকশন করে দেন। ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন কয়েক লক্ষ লোক মাত্র এই ট্যাক্সের আওতায় পড়েন এবং তাঁরা যেভাবে খাতাপত্র দেখাবেন সেটাই সেলস্ ট্যাক্সস ডিপার্টমেণ্টকে মেনে নিতে হবে। এটাই আমরা দেখছি যে যেখানে তিন-চার লক্ষ টাকা টার্ন-ওভার সেখানে তারা খাতায় ৫০ হাজার টাকা দেখান। আমরা জানি যে ইন্সপেক্টর আছেন, কিন্তু এটা আমরা জানি যে ইন্সপেক্টররা ঘুস নিয়ে দোকানদারদের ছেড়ে দিয়েছেন। ভাল করে খাতাপত্র চেক করার দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বহু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর সেলস ট্যাক্স আছে এবং সেজন্য ডাঃ রায় গর্ব বোধ করেন যে সেলস ট্যাক্সে আমরা খুব লাভ করছি। অব্য পানের উপর সেলস ট্যাক্স কিছু মকুব তিনি করেছেন। ভুবনমোহন কর মহাপাত্রের এক প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ১২ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা পানের উপর সেলস ট্যাক্স এ্যাসেসড্ হয়ে আছে, কিন্তু তিনি আদায় করেছেন মাত্র তিন হাজার টাকা। আমার ধারণা যে এই সমস্ত কাঁচামালের উপর সেলস্ ট্যাক্স আদায় করার যদি চেষ্টা করেন তাহলে সেটা কোন মতেই কার্যকরী করতে পারবেন না। তিনি বলেছিলেন যে ১৯৪১ সাল থেকে পানের উপর সেলস ট্যাক্স পড়ে আছে এবং ১৯৪১ সাল থেকে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা এ্যাসেসমেন্ট হয়েছে। ১৯৪১ সাল থেকে যদি পানের উপর সেলস ট্যাক্স পড়ত তাহলে এক কোটি টাকা সরকারের রাজকোষে সেলস ট্যাক্স বাবদ জমা হোত। তারপর ১৯৫০-৫১ সাল থেকে সরকারের পানের উপর সেলস ট্যাক্স ফেলার মত একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে এবং তারপর থেকেই দেখছি বিভিন্ন জায়গায় পান চাষীকে সেলস ট্যাক্সের আওতায় আনার জন্য চেষ্টা হচ্ছে।

[3-40—3-50 p.m.]

এবং এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আদা, পিঁয়াজ এবং রসুন প্রভৃতির উপর সেলস ট্যাক্স ফেলেছে। কিন্তু এই আদা, পিঁয়াজ এবং রসুন যারা বিক্রী করে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক এবং ঐ পানের ব্যাপারে যে ২।৪ জন লোকের উপর সেলস ট্যাক্স ফেলে রেখেছেন সেই ২।৪ জন সৎ ব্যবসায়ীরাই এই রেজিস্ট্রেশন নম্বর রেখেছে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা এই নম্বর রাখে নি এবং তারা প্রচুর মাল বাইরে থেকে এনে অবাধে বিক্রী করছে। শুধু তাই নয়, রেজিস্টার্ড ডিলাররা বিক্রী করছে তিন লক্ষ টাকা অথচ দেখাচ্ছে ২৫ হাজার টাকা এবং আমরাও

তাতে সন্তুষ্ট হয়ে রয়েছি। কাজেই আমি অর্থ-মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে, এই সমস্ত কাঁচা-মালের উপর থেকে যখন ভালভাবে ট্যাক্স আদায় করতে পারছেন না তখন এগুলোর উপর থেকে বিক্রয়কর তুলে দিন।

Shri Hemanta Kumar Basu :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ট্যাক্সটি যদিও সরকারের একটি বিশেষ আয়ের পথ কিন্তু এই ট্যাক্স দেওয়ার ব্যাপারে জনসাধারণ এবং সাধারণ গরীব লোকের খুব আপত্তি আছে, কেন না এটা দিতে তাঁদের খুব কষ্ট হয়। অবশ্য এটা ঠিক যে সরকার এখন অনেক বেশী পরিমাণে ট্যাক্স আদায় করতে পারছেন এবং তার কারণ হোল আগে যে সব জিনিসের ট্যাক্স লোকেরা ফাঁকি দিত সেটা আদায়ের ব্যাপারে সরকার একটু কড়া নীতি অবলম্বন করেছেন। তবে সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর যেভাবে ট্যাক্সের বোঝা চাপান হয়েছে তাতে তাঁরা খুব কষ্ট অনুভব করছেন। যা হোক্, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা বার বার দাবী করেছি যে সেলস্ ট্যাক্স সোর্স থেকে নেওয়া হোক। সরকার অবশ্য আমাদের সে দাবী পুরোপুরি মেনে নেয় নি, তবে কিছু যা মেনেছেন তাতে দেখা গেছে যে ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই আজ আবার দাবী করছি যে ট্যাক্স যদি সোর্স থেকে ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, যে পরিমাণ ট্যাক্স পাওয়া গেছে তার চেয়ে আরও বেশী পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দাবী করব যে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর থেকে ট্যাক্স তুলে নেওয়া হোক। তারপর আমরা বলি যে, আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্পের খুব উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু আমাদের ষ্টেটে কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় গাছ, চারাগাছ এবং সিড প্রভৃতির উপর যেভাবে ট্যাক্স চাপান হয়েছে তাতে এই ট্যাক্স দিতে চাষীদের খুব কষ্ট হয়, তবে অন্যান্য ষ্টেটে এই ট্যাক্স তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রমাণস্বরূপ আমি কয়েকটা কথা এখানে পড়ে শোনাতে চাই। যেমন,

Vegetable seeds and fruits plants were exempted from the levy of sales tax only in the States of Rajasthan, Gujerat, Maharastra, Himachal Pradesh and Punjab. In Uttar Pradesh vegetable seeds are exempted from sales tax. Madras State Government had exempted vegetable seeds, fruit plant, flower seeds and flower plant from the levy of sales tax in the State..

কাজেই অন্যান্য ষ্টেটে যখন এই সমস্ত জিনিসের উপর থেকে ট্যাক্স তুলে দিয়েছে তখন আমি যেমন এর আগে, এ ব্যাপারে বহু বার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন নিবেদন করেছি এবং অ্যাসেম্বলীর বক্তৃতায় প্রতিবার বলেছি ঠিক সেই রকম আবার বলছি যে এই সমস্ত জিনিসের উপর থেকে ট্যাক্স তুলে নেওয়া হোক। তারপর আমাদের এখানে যে সমস্ত জিনিসের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয় তার একটি হোল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং আর একটি হোল মানুষের আরাম-সামগ্রী বা বিলাস দ্রব্য। বিলাস দ্রব্যের উপর বেশী ট্যাক্স চাপান হোক কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর যাতে বেশী ট্যাক্স চাপান না হয় বা সেগুলিকে যতদূর সম্ভব রেহাই দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হোক। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করা হোক এবং যে সমস্ত ডিজনেস্ট অফিসার আছে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে তারও যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আমি মনে করি সরকারের আয় বাড়া উচিত। তারপর গোবিন্দ মাঝি এবং অনেকে বলেছেন যে সেল্স ট্যাক্সের অফিস বেলেঘাটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বেলেঘাটায় যাতায়াতের খুব অসুবিধা—একখানা বাস চলে এবং সেই বাস এত জনাকীর্ণ যে সেখানে ঠিক সময়ে পৌঁছান যায় না। এবং দেরি হয়ে গেলে আমাদের যারা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আছেন তাঁরা খুব উষ্মা প্রকাশ করেন। এই অফিসগুলি এমন জায়গায় স্থাপন করা হোক, এমনভাবে বিভিন্ন জোনে ডিসেন্ট্রালাইজ করা হোক যাতে যে সমস্ত লোক সেল্স ট্যাক্স দিতে যায় তাদের সুবিধা হয়। আমি আগে বলেছি যে ছোট ছোট কারখানায় যেখানে ৪।৫ জন লোক

কাজ করে যেমন সাবানের কারখানা, সেখানে ৫ পার্সেণ্ট করে সেল্স ট্যাক্স ধার্য আছে। কিন্তু বড় বড় ফ্যাক্টরিতে ২ পার্সেণ্ট সেল্স ট্যাক্স ধার্য আছে। আমি বিভাগীয় মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব ছোট ছোট শিল্পের উপর থেকে যেখানে ৪।৫ জন লোক কাজ করে, যদি এই ট্যাক্স তুলে নেওয়া হয় তাহলে তারা অনেকটা রিলিফ পাবে। ট্যাক্সের আইন যখন পাশ হয় তখন আমরা বিধানসভায় ফলের উপর, দেশলাই-এর উপর, অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর ট্যাক্স বসানোর বিরোধিতা করেছিলাম। ডাঃ রায় গতবার বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন যে তিনি এই বিষয়ে আরও টাইটেন করছেন, সেজন্য আয়টা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যয়টা আরও বেড়ে যাচ্ছে—কালেকশান চার্জ অত্যধিক বেড়ে যাচ্ছে। আয় যেটা বাড়ছে ব্যয় যদি সেই রকম বাড়ে তাহলে আয় করে লাভটা কি হচ্ছে? ১৯৫৮-৫৯ সালে এ্যাকচুয়াল আয় হচ্ছে ১৬ কোটি ৮৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা আর ১৯৫৯-৬০ সালে ১৭ কোটি ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে দেখেছি ১৭ কোটি ১২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। আর রিভাইজড-এ হল ১৭ কোটি ২২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। ১৯৬১-৬২ সালের বাজেটে আছে ১৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। ১৯৫৮-৫৯ সালে এ্যাকচুয়াল ব্যয় হল ২২ লক্ষ ৫৭ হাজার, ১৯৫৯-৬০ সালে ২৪ লক্ষ ২ হাজার, ১৯৬০-৬১ সালে বাজেট এষ্টিমেটে ২৫ লক্ষ ৪৪ হাজার, ১৯৬১-৬২ সালে ২৬ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। কাজেই সে দিক থেকে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে কালেকশান চার্জ যদি আমরা বেশী করি তাহলে আমাদের বেশী আয় হয় না। কাজেই সে দিক থেকে এই বাজেট সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখলাম।

Shri Amarendra Nath Basu :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই বাজেট আলোচনা উত্থাপন করে তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে বিক্রয় করের উপর আদায় দিন দিন বাড়ছে এবং এই বাড়াটা ভাল হচ্ছে এইভাবে তাঁর বক্তৃতা রেখেছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এটা বিশেষ করে আমি বলতে চাই যে আপনাদের একটা নীতি থাকা উচিত—সাধারণ মানুষের উপর এই করের বোঝা মাথাপিছু কতটা হওয়া উচিত সেটা আগে ঠিক করা উচিত। সেদিক থেকে আমি বলবো এই সংগে সংগে আমাদেরও চিন্তা করা উচিত যে কোন কোন জিনিস থেকে আমরা কর তুলে দেব। যেমন অনেকেই ছাঁটাই প্রস্তাব দিয়েছেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর থেকে তুলে দেয়া উচিত। আমি বলবো যখন পড়ছে তখন কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর তুলে দিতে পারে না কেন চিন্তা করে দেখুন। বিশেষ করে যেসব দ্রব্য দুই-এক দিনের মধ্যে পচে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, যা রেখে বিক্রী করা যায় না এবং যেসব দ্রব্য মানুষকে নিত্য কিনতে হয় তার প্রয়োজন বোধে সেগুলির উপর থেকে তুলে দিন। যেমন, ফুলের বীজ এবং চারাগাছ-এর উপর থেকে সমস্ত ট্যাক্স তুলে দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তারপর মশলা, যে মশলা মানুষের খুব কম প্রয়োজন হলেও প্রত্যেকের নিত্য প্রয়োজন হয় এবং সেটা রান্নার কাজে অত্যন্ত দরকার—সেই হলুদ, লংকা, জিরে প্রভৃতি মশলার উপর থেকে বিক্রয় কর তুলে দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না, প্রত্যেক বার আমি একথা বলি, এবারেও বলছি—আমার নিজের লজ্জা হচ্ছে যে বার বার একই কথা মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীর সামনে উত্থাপন করি এবং বার বার তিনিও জবাব দেন যে পরে দেখবো। আমি তাঁর কাছে এবার বিশেষ করে অনুরোধ করবো ফুল, চারাগাজ, বীজ, ফল, পাতি লেবুর উপর থেকে অবিলম্বে যেন বিক্রয় কর তুলে দেয়া হয়। আর একটা কথা হচ্ছে এই যে ঘোড়দৌড় রেস খেলা হয় তা থেকে সামান্যই আমরা পাই কিন্তু তার জন্য সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনই এই নেশা যে এই নেশার চোটে অনেকে ছেলের অসুখ হলেও তার পথ্য দেবার টাকা ঘোড়দৌড়ের মাঠে খরচ করে আসে। এই ঘোড়ার বাজীটা একবারে তুলে দেয়া হোক। আমি মনে করি এটা আপনি বিবেচনা করে দেখবেন এবং আমি আশা করি এই সভার প্রত্যেক সদস্য আমার এই দাবী সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Abani Kumar Basu : Sir, I rise to support the demand put forward by the Finance Minister. I find that amongst all the other sources of revenue this sales tax, to which I will confine my speech, is the only expanding source of revenue. Other sources of revenue are more or less inelastic like land revenue etc., where there is very little possibility of expansion. The main sources of revenue have been allocated to the Centre under the Constitution of India. I find a happy feature that there has been or going to be an increase in the revenue receipt to the order of about Rs. 21 lakhs and at the same time the cost of collection is also decreasing. I do not know why this tax has been termed as sales tax. It should better have been termed as purchase tax because the tax is borne by the purchaser. I am not concerned with the terminology but at the same time I feel that there should be an attempt to introduce single-point taxation at source. This will not, however, remove the burden from the shoulders of the consumers but it will, to some extent, remove the possibility of tax evation and at the same time further reduce the cost of collection. Although I advocate the introduction of tax at the source, I feel that to some extent it is difficult because such taxes can only be imposed on finished goods as otherwise there will be a risk of double taxation. I also feel that there should be a graduated system of taxation The taxation should be on a progressive scale and as far as possible the essential commodities of life should be exempted from the purview of taxation. The principle should be, and the State Government has already adopted that principle, in some cases, but I would request the Finance Minister to extend the field of activity in this way, viz. that the incidence of taxation should be mainly on luxury goods and the essential commodities should be exempted. This will reduce the cost of collection and at the same time increase the revenue receipts. I find that in the West Bengal Sales Tax Act of 1941 the following items are exempted from taxation, viz., country liquor. I do not understand why country liquor should be exempted from taxation in a State where we have been trying to follow a policy of prohibition. At the same time, in the list of exemptions I find motor spirits and raw jute. Raw jute is a commodity which is transacted by the business people. I do not really understand why this raw jute should be exempted and relief given to the business community. I feel that these items should be roped in and the increase of revenue should be utilised in giving relief to other essential commodities. I also feel that the Government of India has encroached upon the State revenue by posing the additional excise duties on textile goods, tobacco and sugar.

[4—4-10 p.m.]

But the system of distribution of Finance not being equitable, as has been said by our Honourable Finance Minister, I feel that the Central additional Excise Duties should be replaced by this Sales-Tax. Sir, I also see that in some cases food sold at canteen and arranged by employees where there is no element of profit, are subject to taxation. Sir I feel that the theory of taxation presupposes or starts from the footing that there

is an element of profit. But since the food that is distributed at these canteens is cheap and no profit accrues to any individual, I will therefore urge upon the Honourable Finance Minister to exempt this item from taxation.

Sir, the State Government has already granted exemption of tax in the case of books of primary schools. I would also request the Finance Minister to extend the exemption, far as possible, on the books of other classes.

Sir, with these words I support the Demand put forward by the Finance Minister.

Srimati Labanya Prava Ghosh :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমাজের মধ্যে যারা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে, সে কৃষি-জীবনেই হোক অথবা শিল্প-জীবনেই হোক তাদের কাছ থেকে কররূপে আদায় করে বাঞ্ছিতভাবে সমাজকে গড়ার কাজ সত্যই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু কর-নীতির নির্দেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এ বিষয়ে যদি উৎপীড়ন, বৈষম্য, দুর্নীতি চলতে থাকে--তবে সমাজের অগ্রগতি ও শান্তি বিঘ্নিত হবে। এর ওপর যদি কৃষিজীবনের বিষয়ে করনীতি দণ্ডনীতিরূপে অবাঞ্ছিত ধারায় চলতে থাকে তবে তার কুফল সুদূর প্রসারী হতে বাধ্য এবং তাতে করের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হতে বাধ্য। কৃষি কর নিয়ে যা ব্যাপার ঘটছে সে বিষয়ে দু-চার কথা শুনলেই এ কথার তাৎপর্য উপলব্ধি হবে। এই কৃষি কর ধার্য করবার জন্যে সম্যক তথ্য সংগ্রহের বিরাট দায়িত্ব সরকারের আছে। কিন্তু সরকারী বিভাগগুলি এ বিষয়ে কোনো দায়িত্ব বহন না করে অফিসের চতুঃ-সীমার মধ্যে বসেই চাষীদের ভাগ্যের ওপর চিত্রগুপ্তের খাতা তৈরী আরম্ভ করেছেন। চাষীর আয় ও উৎপাদনের বিষয়ে কিছু না জেনেই চাষীর আয় নির্ধারিত করে করের পরোয়ানা জারী করছেন। বহু মধ্যবিত্ত দরিদ্র চাষীর ওপর নোটিশ পড়ছে। চাষী জবাব দিলেও বারম্বার তার ওপর পুনরায় সেই করের নোটিশ এসে দেখা দিচ্ছে। বিচার বা সিদ্ধান্ত বা উপসংহার বলে কিছু নেই। অন্যায়ভাবে বহু দরিদ্র চাষীর ওপর যেমন কর ধার্য হচ্ছে তেমনি অন্যায়ভাবে বহু বিত্তশালী চাষীর বিষয়ে নোটিশ জারীর ব্যাপার নীরব থেকে যাচ্ছে। দুর্নীতি বিষয়ে সরকারী বিভাগগুলি যে কুখ্যাতি অর্জন করেছে তাতে লোকের অনুমান করা সহজ ও স্বাভাবিক যে, এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারের পেছনে কর্মচারীদের অসাধুতা আছে। এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা তৈরী করতে হলে জনমত তৈরী করা চাই। এর জাতীয় উপযোগিতা উপলব্ধ হয়ে জনগণই কৃষি-জীবনের সব তথ্য সরবরাহ করতে। জনমত গঠনের কোনো শক্তি বা অধিকারও আজ এই সরকার নেই। সেজন্য লোকগণনাতেও লোকে জমির পরিমাণ সঠিক লেখাচ্ছে না। মনে করছে এই উপদ্রবকারী সরকার কী মতলবে আবার জমির হিসাব চায়। নতুন ট্যাক্স করেন নি বলে সরকার জনগণকে শুনিয়েছেন। কিন্তু কৃষিকর প্রভৃতির মত উপদ্রবমূলক অনিশ্চিত এই করব্যবস্থা ঝুলতে থাকলে একদিকে জনশোষণ ও অন্য দিকে নূতন কর না করার ক্ষতি পূরণ ভালমতোই হতে থাকবে।

কংগ্রেস সরকার কৃষির উন্নতির কথা, দ্রুত উৎপাদন বাড়ানর কথা বলে থাকেন কিন্তু তাঁদের জানা দরকার যে, এই অবাঞ্ছিত ধারায় কৃষিকর চলার ফলে চাষীদের উৎপাদন বাড়ানর প্রেরণা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ্যভাবেই তারা এই হতাশা ব্যক্ত করছে। দেশের কৃষিব্যবস্থা বিষয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকার ছেলেখেলা করছেন। কিন্তু স্বৈরশাসন আজ যাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁরা এ বিষয়ে এখনো সচেতন হবেন কি না জানি না।

Shri Monoranjan Hazra :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার বক্তব্য আমি একটি মাত্র বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত করবো সেটা হচ্ছে পানের কথা। মাননীয় সদস্য গোবিন্দবাবু একটু আগে পানের কথা বলেছেন। এই পান সম্পর্কে প্রথম কথা হল পানের উপর সেল্‌স ট্যাক্স আছে, উঠে যায় নি। এবং এই

সেল্‌স ট্যাক্স তোলার একটা কথা হয়েছিল এবং তার জন্য একটা ডেপুটেশনও মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী মহাশয়ের সংগে দেখা করেছিল, ভোটের সময়, তুলে দেবেন বলেছিলেন কিন্তু কার্যতঃ উঠেনি। মাননীয় সদস্য গোবিন্দবাবু বলেছেন ১২ হাজার যেখানে এ্যাসেসমেণ্ট করা হয় সেখানে তিন হাজার টাকা আদায় হয়েছে। কথাটা এক দিক দিয়ে সত্য। অন্য দিক দিয়ে পান-চাষীরা এই ট্যাক্সের অত্যাচারে কেউ উড়িষ্যায়, কেউ বিহারে নাম লিখিয়েছে এবং এভাবে সেল্‌স ট্যাক্সের অত্যাচারে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে একথা বলা যেতে পারে। আমি ডাঃ রায়ের কাছে একটা জিনিস বলতে চাই—সেটা হল এই। আমরা যখনই কিছু বলি তিনি বলেন, রোজগার করছে—সুতরাং তার একটা অংশ দেবে বৈ কি? দেওয়া উচিত, সরকার চালাতে গেলে ট্যাক্স দরকার। কিন্তু এই ট্যাক্স কতকগুলি বিষয়ের উপর থাকা উচিত, কতকগুলি বিষয়ের ওপর থাকা উচিত নয়। এই সেল্‌স ট্যাক্স-এর সম্বন্ধে বলতে যেয়ে পান-চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে বলতে চাই। পান-চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে বোধ করি ডাঃ রায় জানেন না। কিংবা তার ডিপার্টমেণ্ট তাঁকে জানান নি। পানের ব্যবসা যদিও অনেক এজেন্সি ব্যবসার মত এবং কমিশন বেসিস-এ ব্যবসা হয়, এটা করতে গেলে কতকগুলি মুস্কিলও আছে। যেমন কলকাতা থেকে দিল্লীতে পান চালান দিতে হলে সেখানে একজন লোক রাখতে হবে নইলে যে পান যাবে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অন্য মালের ব্যাপারে সে রকম না করলেও হয়। কাজেই ডবল্‌ এষ্টাবলিশমেণ্ট রাখতে হয়। তারপর রেলে কতকগুলি গোলমাল হয় ফলে পান নষ্ট হয়ে পচে যায় সেজন্যও ডবল্‌ এষ্টাবলিশমেণ্ট রাখতে হয় এবং তার জন্য বাজে খরচ হয়। তাছাড়া পান সম্বন্ধে আরও দেখতে পাচ্ছি যে যদিও পান কৃষি ফসল, আমাদের মন্ত্রীরা, জাতীয় নেতারা হোম থেকে চালান এসেছে কিনা, পান ফসল ইণ্ডাষ্ট্রি খাতে রাখা হয়েছে। রেলে অন্যান্য কৃষি ফসলের ওপর যে ভাড়া নেওয়া হয় পানের ওপর তার চেয়ে বেশী নেওয়া হয় ফলে খরচ আর একটু বাড়ে। ডাঃ রায় বলেন যে, এই পানের উপর সেলস ট্যাক্স বসালে চাষীদের এফেক্ট করবে না।

[4-10—4-20 p.m.]

এখানে চাষীদের এফেক্ট করে কিনা সেটা দেখা যাক্‌। এদের সেল্‌স্‌ ট্যাক্স দিতে হয়, রেলের ভাড়া বেশী দিতে হয়, তার ফলে চাষীদর ঘাড়ে পড়ে এবং তাদের কম দরে পান বিক্রয় করতে হয়। এর ফল কি দাঁড়ায়। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যাঁর পান-চাষীদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে তিনি জানেন, পান চাষের জমির খাজনা অন্য যে কোন জমির থেকে বেশী এবং প্রত্যেক বৎসর এই পান-চাষীদের জমি উন্নয়ন করতে হয়। আজকে পানের বরজ যদি ৩ ফুট উঁচু থাকে তাহলে সেটা আসছে বৎসর অন্ততঃ এক ফুট মাটি ফেলে নূতন করতে হয়। এটার খরচ আছে। এর ফলে তাদের ডবল্‌ এষ্টাবলিশমেণ্ট-এর খরচা পড়ে। বর্তমানে কমিশন এজেণ্ট থাকার ফলে তাদের অবস্থা কি হয় সেটা দেখা দরকার। এই সব কারণে বাংলা দেশের পান-চাষীদের অবস্থা এত খারাপ হচ্ছে। ফলে এই সেলস ট্যাক্স তাদের কাছে উৎপীড়ন বলে মনে হয়। স্পীকার মহোদয়, আপনার মাধ্যমে ডাঃ রায়কে জানাচ্ছি যে, উড়িষ্যায় এর উপর সেলস ট্যাক্স নেই, বিহারে ট্যাক্স কম, যার ফল হচ্ছে অন্যান্য জায়গার পান ব্যবসায়ী তারা সস্তা দরে পান দিতে পারে এবং বাংলা দেশের পান প্রতিযোগিতায় হটে যাচ্ছে। ডাঃ রায় বলছেন, ভোটের সময়, যে এটা স্থগিত রয়েছে কিন্তু ভোট মিটে গেলে স্থগিত থাকবে কি থাকবে না তা জানি না। তবে আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, একবার যার উপর থেকে সেলস ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে, তার উপর থেকে চিরকাল আদায় করবেন। এর ফলে এক দল অসৎ ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হচ্ছে এবং চাষীদের ঘাড়ে এটা চেপে যাচ্ছে।

Shri Basanta Kumar Panda: On a point of order, Sir. In a very recent case in the Calcutta High Court before Justice Bose it was held that the sales tax on betel leaf is void. It has appeared in the Calcutta Weekly Notes. I shall show you tomorrow.

Shri Monoranjan Hazra :

মাননীয় পান্ডা মহাশয় যে কথা বললেন তাতে আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু শুধু একথা এখানে বলতে চাই, এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে এর কৃতিত্ব ডাঃ রায়ের নয়, এ কৃতিত্ব বাংলা দেশের কৃষকের।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, every year I hear the same arguments. To put them in a nut-shell these are that do not charge more but spend more—increase the salary of the staff, increase the wages of the workers and so on. As I have said over and over again that I have no Arabian lamp in my possession. Sir, when we collect more they say we are doing too much and when these is less tax they say we should tax more. As far as I can gather and I think betel leaf is not considered to be necessary article for life still there are some people who are betel eaters. Now, Sir, there is no tax on cereals, on pulses, all forms of rice, on atta, flour and *suji*, vegetables, cooked food, milk, newspapers, books and handloom cloths.
Our exemption list is one of the longest amongst all States in India. Most of the other States tax many of the so-called necessities of life, e.g. the sale of rice and paddy is liable to tax in Bihar, Orissa and Uttar Pradesh. Cooked food is taxed in Bihar, Madras and Andhra Pradesh. Moreover, it has been found that if you make the exemption list very long, there is greater chance of evasion.

The question has been raised about pan-dealers. I did go into this question fairly thoroughly and I have found that the average pan-dealer does not enter into the trade of selling pans to the middle man worth Rs. 50,000 a year. Therefore, he is not taxable. The man who is taxed is the middle man. As my friend Shri Monoranjan Hazra has said, most of the middle men collect pans in areas like Midnapore and Howrah and send them over to other States. Ordinarily, if the dealer in Midnapore or Howrah, as I advised him to do, sends the goods from Midnapore or Howrah to a registered dealer in Bombay, he has only to pay 1% for inter-State trade. I do not know why they did not accept my advice. My friend Shri Monoranjan Hazra said that this cannot be done because the pan gets rotten. The pan will get rotten on the way whether there is a registered dealer on the other side or not —it makes no difference. I think that is one way of getting out of the difficulty. I find that pan is taxed in several other States, for intance, in Assam, Bihar, Orissa, Andhra Pradesh, Madras and Uttar Pradesh, they tax the prepared pan. As usual with us, whenever there is a distress in a particular locality, we try to give relief, as happened in the case of the pan-dealers a few years ago. There was an assessment of several lakhs of rupees against the pan-dealers, but in view of the considerable damage to the crop that had occurred during the floods, we have decided not to press them for clearing up the debts provided they pay the tax regularly in future.

My friend Shri Abani Kumar Basu criticized the arrangements for sales tax without knowing that country liquor is exempted from sales tax because we have an excise tax upon it. Raw jute is also taxed under

another Taxation Act. On motor spirit also we charge a tax under another Act. We do not tax the same goods under different counts.

So far as books are concerned, probably he does not know that last year we removed the tax on sales of all books except Account Books and diaries or something of the sort because these are generally sold in the market at some profit.

As regards single-point tax, we have tried this in this State and we have been trying it in different regions. For instance, we have done that in the case of Vanaspati, soaps, biscuits, certain spice powder or tinned milk, tapioca, washing powder, drugs and medicines, surgical dressings, powder for food, drinks having cocoa or chocolate as their ingredients.

[4-20—4-30 p.m.]

A single-point sales tax according to the Taxation Enquiry Commission's report is not a suitable form of sales tax for general adoption in the country. It has, however, certain limited uses. In this State we have adopted the following criteria for determining the advisability of taxing a commodity at the first point of sale. These criteria are: one, that it is not a raw material; secondly, manufacturers and importers are not too many in number and are generally such well established parties that they cannot easily disappear. For instsance, if it is a question of taxing cigarettes against *bidis*.. In the case of *bidis* the manufacturers are in so very large numbers that we cannot get at them. We do not, therefore, tackle bidi-wallas but only tobacco dealers. Then if the commodity is exported out of the State the manufacturers should themselves be exporters as far as possible, and next, the imports, if any, should be channelised so as to admit of effective check. Taxation on raw materials on the first sale, for example, would impose a burden on the local manufacturers by increasing their cost of production and thus it will affect the industries in this State which, in its turn, would adversely effect employment and the economy of the State generally. We have taken steps for exempting the daily necessities but taxing luxury goods like motor cars, radiograms, refrigerators, etc., at a very high rate.

My friend Shri Amar Bose said, "Why not exempt certain other goods from the purview of taxation so that the increase of price can be checked". The question is, where to find the money, We are in for development projects. We have ambitious projects in the Third Five-Year Plan. We have agreed to increase our internal resources because we cannot always develop on borrowed resources. Therefore, it is not always possible to agree to reduce taxes or exempt goods from taxation without any consideration. My friend Shri Hemanta Basu has said, "ছোট ছোট কারখানার উপর ট্যাক্সেসনের মাত্রা বেশী" I do not know whether he can give me some example. Secondly, he spoke about taxation on matches. There is no tax on matches in this State. The Centre has put in excise duty on matches but not this State.

Shri Hemanta Basu and Shri Amar Basu have been valiant champions of those who sell seeds. There are different types of seeds. Take, for instance, those which are used in agriculture, e.g. paddy, wheat, mustard oil—they are exempted from sales tax. The agriculturists generally get

3

out of their money crop the seed for oil, jute and cotton and vegetable seeds from the crops harvested by themselves. The only group of seeds that my friends are concerned with are the garden seeds and the flower seeds.

Generally, the flowers and the fruits and the plants are utilised by those who are well-to-do or who are able to utilise the same for earning money. If you go to the New Market, you will find that there are stalls which send during certain periods of the year something like Rs. 4,000 or Rs. 5,000 worth of fruits every day. Therefore, it is not that every person or every party that sends seeds or flowers or fruits should be exempted.

Mr. Amarendra Nath Basu said that every time they asked us for something, we said we will consider. I have not said that I will consider. I always maintained that those who are having through any particular sale any income or those who are anxious to earn something through the use of particular goods, should pay something to the State. I do not see why we should not charge them.

There are one or two points that have been raised by my friend, Mr. Maji. He said about the sales tax being concerntrated. We did it for some purpose. He says that sales tax forms are not easily available. It is true that for a certain period of time last year, sales tax challans and receipt forms were in short supply because printing was not done. The difficulty is that, it is always found, a man who needs only ten forms will take hundred forms and we have found that those forms are being utilised for some other purposes which I cannot comment now. I think, therefore, that a great check has to be kept on the issue of forms. I do not say that they should pay anything for the form and I believe that if there is a concentrated area, people can go and get all the information that is necessary and also all the facilities that are necessary. It is much better to concentrate in one place than to have them shifted in all parts of the city. I do not think that in the matter of administration we need consult everybody. If there is any demand from a particular group, we shall certainly consider that demand in order to find out whether in subsidiary areas offices can be opened for the sales tax purposes.

With these words, Sir I oppose all the cut motions and I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker: Division is wanted on cut motion No. 17 of Grant No. 8. So I put the rest of the cut motions to vote.

(All the cut motions excepting No. 17 of Grant No. 8 were then put and lost.)

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Roy that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8 Major Head "12-A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

[4-30—4-50 p.m.]

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 26,97,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following results :—

NOES—119

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri

Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—64

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra

Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 64 and the Noes 119, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 26,97,000 be granted for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A-Sales Tax" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: Now, I put cut motions under Grant No. 9 to vote excepting those on which division has been called, namely, cut motions Nos. 2 and 14.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 13.29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced to Re. 1/-, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced to Re. 1/-, was then put and lost.

The motion of Shri Sunl Das that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced to Re. 1/-, was then put and lost.)

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—118

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama
Basu, Shri Abani Kumar Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati

Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shi Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Ilive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanth
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

YES—62

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto

Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 62 and the Noes 118, the motion was lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 13,29,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13-Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—119

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath

Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—63

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarhashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta
Panda, Shri Bhupal
Pandey, Shri Sudhir
Prasad, Shri Rama
Ray, Dr. Narayan
Ray, Shri Phakir

Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 63 and the Noes 119, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 13,29,000 be granted for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13 Other Taxes and duties" was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment]

DEMAND FOR GRANT NO. 26 MAJOR HEAD: 42-CO-OPERATION.

[4-50—5 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 67,62,000 be granted for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation".

The co-operative movement of West Bengal is historically speaking more than 55 years old. But for all practical purposes it has become significant in the economic life of the State only since 1947, after the partition of Bengal. As a result of the partition the financial structure of the movement was badly shaken and the problem that immediately confronted the State Government was one of rehabilitation rather than of development and expansion. Even before the Second Plan schemes were taken up in hand the State Government did not hesitate to come forward boldly and imaginatively specially in the reconstruction of the co-operative credit machinery. Confidence in the co-operative banks and credit societies was restored by the grant of a long term interest-free loan to the West Bengal Provincial Co-operative Bank and by the offer of Government guarantee to the Reserve Bank of India for the issue of short-term crop loans for agricultural production purposes. The members will recall that at the time of partition many of the Central Banks which had given money against property which went to East Pakistan and could not get the money back, were in a very great difficulty. So also the Provincial Bank. Both the Central and the Provincial Governments came to the assistance of these Banks.

This process of rehabilitation has been going on ever since the Second Plan period and Government may take pride in saying that on the eve of the Third Plan co-operative movement in the rural agricultural sector is almost fully rehabilitated and ready for the take off phase By deservedly liberal assistance both from the Central and the State Governments the deficit caused by the partition in the Provincial and the Central Banks has been fully reimbursed to these institutions and depleted share capital substantially replenished.

Through a well planned and comprehensive process of reorganisation of the Co-operative Banks and the Primary Societies and simultaneous organisation of Service-cum-Marketing Societies future programme for providing adequate production credit and marketing finance can now be envisaged.

In order to keep pace with the unprecedented expansion of the Movement, elaborate arrangements have also been made for extension of training facilities to the departmental and institutional staff and also for the dissemination of Co-operative education among the ordinary members of the Co-operative Societies. Senior Co-operative Officers of this State are being trained in the Co-operative Training College at Poona. The intermediate personnel, such as Co-operative Inspectors, are trained in one of the Regional Co-operative Training Centres at Ranchi and also in the Block Level Co-operative Officers' Training Centre at Kalyani. These training centres are run by the Central Committee for Co-operative Training set up under the auspices of the Government of India and the Reserve Bank. Junior Co-operative Officers of this State, for example, the Auditors of Co-operative Societies as also the employees of Co-operative institutes are trained in the four Training Institutes at Uttarpara, Barsul, Jhargram and Kalimpong. The training of ordinary members and potential members of Co-operative Societies and Office-bearers of Co-operative Societies is arranged by non-official agencies like the State Co-operative Unions and the District Co-operative Unions. There are 16 such District Co-operative Unions, one in each District. At present each District Union has one training unit under each with one Instructor who gives co-operative training to members, office bearers, etc., of the Co-operative Societies. The number of units will be raised to 32, that is two for each district during the Third Plan period. It is also proposed to set up District Panchayet-cum-Co-operative Institutes for training of office-bearers of Co-operative Societies and also for those working for Panchayet, Community Development etc. The State and the District Co-operative Unions are given financial assistance for carrying on the programme of non-official education. The Second Plan programme relating to Co-operative Development involved an outlay of Rs. 1 crore 96 lakhs 51 thousand and a major portion of it is about to be completed in a few days' time. Our Third Plan outlay envisages a total investment of Rs. 3 crores 21 lakhs in further development programmes.

The State was left with about 13 thousand Co-operative Societies at the time of partition. There are now twenty thousand fifty-six Co-operative Societies with the total membership of 17.92 lakhs and an aggregate working capital of Rs. 50.54 crores. Taking 5 members to constitute an average family, it can conveniently be stated that the Movement has by this time covered about 34 per cent. of the people in this State. The deposits of all types held by the Movement amounted to Rs. 26.94 crores as against Rs. 24.29 crores in the year 1959-60. The increase in the deposits of Rs. 2.65 crores even in the investors' market is, perhaps, an indication of the growing popularity of the Movement.

Expansion of credit, rural and urban, is an important feature of the Co-operative Movement. The volume of credit issued during the year 1959-60 increased from Rs. 26.95 crores in the previous year to Rs. 27.94 crores this year.

The Provincial Bank has been receiving increasing accommodation from the Reserve Bank of India under State Government guarantee for

distribution as crop loan to the agriculturists. The Reserve Bank would not give this loan to the Co-operative Banks unless the Government **guarantees the loan.**

[5-5-10 p.m.]

There has been a steady increase in the amount of crop loan issued for agricultural production purposes. Crop loan issued to agriculturists during 1956-57 amounted to Rs. 1.02 crores. During 1957-58 it amounted to 1.15 crores, in 1958-59 it amounted to 1.32 crores and in 1959-60 it amounted to about 1.56 crores. During 1960-61 a crop loan of Rs. 2.50 crores has been sanctioned by the Reserve Bank of India in favour of the Provincial Bank and out of this a sum of Rs. 1.75 lakhs has been issued up to 15th February, 1961. The bulk of the loan is issued during the months from April to June. The figures for 1960-61 will, therefore, be much higher than those of previous years The recovery of the Reserve Bank loan which is obtained under State Government guarantee has been quite good. Th total advance made from 1953-54 up to 1959-60 was Rs. 7,44,41,516. The total balance yet unrealised is Rs. 6,29,000. That is to say the realisation has been 98 per cent. of the total loan advance. In the year 1960-61 1,76,500 has been advanced and 50 per cent. has already been realised. The collection is still going on. It is to be noted that the societies made the repayment out of their own earning and no certificate procedure or coercive measures were resorted to in making the recovery. The turn-over of the Provincial Co-operative Bank and the Central Co-operative Banks is increasing as a result of the strengthening of their financial position. The Urban Co-operative Credit Societies which represent the financially strongest section of the movement in the State have a total membership of 6.86 lakhs with an aggregate working capital of Rs. 29.2 crores Depending entirely on their own finance, these Urban Credit Societies account for approximately 57.5 per cent. of the total working capital of the movement and are, therefore, of very great significance to the entire movement in the State. There are 12 existing District Level Primary Land Mortgage Banks which were charged with dispensing long-term loans for the improvement of agriculture to the tune of Rs. 9.32 lakhs during the year 1959-60 and Rs. 10.64 lakhs during the current year We have 144 Grain Banks with a total membership of 25,038 and an aggregate working capital of Rs. 12.99 lakhs. In 1959-60 these Banks have proved to be of considerable assistance to the tribal population Liberal assistance in the shape of grants amounting to Rs. 5.19 lakhs has been provided for the Grain Banks during the year 1960-61. While Credit Co-operatives have been providing finance in the field of agriculture, Farming Co-operatives are being organised to provide better technique in agricultural operations. As many as 260 Farming Societies have been organised so far including Better Farming and Tenant Farming Societies. A State-wide survey of the existing Farming Societies has been undertaken to screen out the Joint Farming and Collective Farming Societies, according to the latest policy decisions on Co-operative

arming. This is a preparatory measure for launching 16 Pilot Projects f Co-operative Farming under the Third Plan in selected Development Blocks in the State involving new organisation and reorganisation of about 160 Joint Farming and Collective Farming Societies and providing he Pilot Project Societies with essential aids. Besides the Pilot Project Societies, assistance on more or less the same pattern will be provided o 40 genuine Farming Societies in the non-Project areas.

While the provision of credit has an important bearing on increasing agricultural production, the provision of marketing facilities is essential n improving the economic condition of the agriculturists as a whole and particularly for the successful working of the integrated credit scheme now in operation. To this end, so far, 302 marketing societies have been organised with a membership of more than 50,000 and an agreegate working capital of Rs. 64.89 lakhs. These marketing societies deal primarily in fertilisers, oil cakes, improved potato seeds, paddy, jute, pulses and oil seeds. The value of the various commodities marketed increased to Rs. 88.32 lakhs from Rs. 53.24 lakhs in the previous year.

Milk and Dairy Co-operatives and Fishermen's Co-operative have also accelerated their pace of progress and are becoming of increasing advantage to both the producers and the consumers of this State. Central Fishermen's Societies are being organised in the districts for obtaining leases of Government acquired fisheries and working them through affiliated Primary Societies towards the economic betterment of he fishermen. The number of members and working capital of these ishermen's co-operatives showed increased from 27,127 and Rs. 12.47 akhs to 27,350 and Rs. 14.22 lakhs respectively.

Housing Co-operatives are also playing their part in providing accommodation to middle-class people. There are 163 Housing Co-operative Societies with a working capital of Rs. 84.21 lakhs and a membership of 23,020. These societies have helped the members in securing building sites, besides providing loans, building materials and technical advice. The volume of loans issued by the societies during the year 1959-60 was Rs. 5.29 lakhs as against Rs. 4.80 lakhs of the previous year. Loans on liberal terms are also being provided for these societies under the Low Income Group Housing Scheme, about which I spoke yesterday.

There is an increasing tendency on the part of skilled workers, artisans and handicrafts-men in taking to the co-operative method in solving their common problems and in developing their respective industries. The number of Industrial Co-operatives has increased to 1,982 in the year 1959-60. With an increase in the number of societies there has been a significant increase in the membership and a corresponding increase in the working capital of the societies. Pottery, conch-shell works, silk reeling, *tal gur,* hand-pounding of rice, *biri*-manufacturing, toy making, fruit processing, brick and tile making, shoe and leather goods making and manufacturing of aluminium utensils, sewing machines, to mention a few, are some of the types of small industries organised on co-operative basis during the year.

The largest group among industrial co-operatives, i.e., the Handloom Weavers' Co-operatives, are playing a significant role in improving the economic position of the weavers and also providing increasing facilities for employment in the rural sector. It would be evident from the diversified character of the industrial co-operatives that they are becoming of increasing significance in this State—perhaps an indication of the tendency towards a better balance between the agricultural and the non-agricultural sectors of our economy. State assistance in the shape of loans and grants and technical guidance are being liberally provided for these organisations.

Industrial Co-operatives are still being largely financed by the Government. They do not appear to have reached the necessary degree of working soundness and economic viability so as to attract investments from Co-operative Banks. It is being increasingly realised that the promotion of cottage and small-scale industries in this country will have to be developed largely through co-operative organisations so that low capital investments may produce higher potentialities for employment. But past experience has shown that, left to themselves, artisans are hardly ever able to secure raw materials of good quality at reasonable prices for their work and to dispose of all their finished products in the competitive market at any but subsistence-level prices. Contact with markets either at the supplying and or at the end of disposal had never been their job and they used to be well content to leave this job to be tackled by the middlemen who had the same relations with these artisans as the village money-lenders had with rural agriculturists.

[5-10—5-20 p.m.]

For this reason the industrial co-operatives formed exclusively for artisans could not make much headway as business propositions in spite of working capital assistance being made available from time to time by the Government. It is now, therefore, proposed that a net-work of producers' co-operatives should be linked with Service-cum-Marketing Co-operatives relating to a particular industry for more co-ordinated, efficient and businesslike operation. These Service-cum-Marketing Co-operatives will be State-partnered bodies which will procure raw materials of good quality at the most suitable market, supply producers' societies with such raw materials, arrange servicing and training facilities for them, study and organise markets for the finished goods of producers' co-operatives, store the finished goods in proper godowns and help the producers' co-operatives in selling their goods. The Handloom Weavers' Co-operative Organisations are proposed to be reorganised on this pattern first and pilot scheme is also at present being worked out in respect of the Women's Co-operative Industrial Home, Udayvilla. The pattern will be extended soon to cover other industries.

Co-operatives are also becoming increasingly popular among women in our State. We have 47 such Women's Societies with a total membership of 3,011 and an agregate working capital of Rs. 9.66 lakhs. Knitting, embroidery, lace-making, printing of textiles and other handicrafts are

among some of the activities taken by these societies. These societies, in addition to the assistance given to the members financially and otherwise, are also providing parttime employment to middle-class women folk.

It has been stated earlier that the Second Plan Development Schemes involved a total outlay of more than Rs. 196 lakhs. It is expected that at the end of the Plan period, the total expenditure on the Plan Schemes will be in the order of Rs. 115.27 lakhs. Although there is a shortfall in financial terms, the physical targets under different schemes have been reached substantially. This short-fall in expenditure has been due to the following causes. In the beginning there was a provision for the creation of two funds, viz., the Relief and Guarantee Fund and the Agricultural Development Fund. For both the funds there was a Plan provision of Rs. 38 lakhs. It was subsequently decided in consultation with the Government of India that the provision under the scheme may be curtailed without affecting the working of the Plan schemes. For the Second Five Year Plan, therefore, the original provision of Rs. 38 lakhs was reduced to Rs. 2 lakhs only leaving a surplus of Rs. 36 lakhs to be carried over to the Third Plan.

There was a saving of Rs. 22 lakhs under the Scheme for organisation of Large-sized Co-operative Credit Societies. There was a provision under this head for formation of 1100 large-sized Credit Societies along with 222 godowns attached to them. Later, it was decided to discontinue the scheme with effect from 1959-60. But the Large-sized Societies and the godowns already sanctioned up to the end of 1958-59 were to continue. In this State we have already organised 514 Large-sized Credit Societies and 120 godowns, i.e. about 50% of the original targets was achieved. Thus there was saving in the provision under this head owing to a change of policy at the All-India level.

There was a saving of Rs. 10 lakhs in the provision made for State Government's share-participation in the Scheme for Agricultural Marketing Co-operatives. In this State we have accepted the principle of matching contribution to the share capital of Marketing Societies. The State Government can purchase shares of the Marketing Societies up to Rs. 25,000. But the Societies in most cases could not raise so much share capital from their own members. The result was that there was reduced Government's share-capital contribution to Marketing Co-operatives.

There was a saving of about Rs. 14 lakhs in the scheme for appointment of additional staff in the Co-operative Directorate for implementation of Plan Schemes.

The 2nd Plan Schemes are related to reorganisation of the Provincial and Central Co-operative Banks, organisation of more Co-operative Land Mortgage Banks, Village Service Co-operatives, Marketing and Processing Co-operatives, Farming Co-operatives, Co-operative Training Centres and the Non-officials' Training and Education Programme, physical targets envisaged under each scheme have been largely attained.

A provisional outlay of Rs. 321 lakhs has been fixed for Co-operative Development Schemes in the Third Plan; this amount is inclusive of the

spill-over expenditure in respect of Second Plan Schemes. Apart from continuation of all the important schemes of the 2nd Plan during the next five years, new schemes have been drawn up for strengthening fishermen s co-operatives, milkmen's co-operatives, consumers' co-operatives, joint farming co-operative, processing co-operatives (including co-operative rice mills) and also for setting up co-operative sugar factories The programme for education of members and would-be members of village co-operatives will also be considerably enlarged and speeded up. At the end of the Third Plan period all the villages of West Bengal are intended to be covered by active and effectively functioning village service co-operatives after weeding out inactive, moribund and badly administered societies. The total short, medium and long-term production loan investments in the agricultural sector are proposed to be of the order of Rs. 12, 3 and 2 crores respectively.

With these words, I place the budget for Co-operation for acceptance of the demand.

Mr. Speaker: I take it that I have the leave of the House to take all the cut motions as moved.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee : I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi : I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhakta Chandra Roy : I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : : I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chandra Roy : I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Haldar : I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Choudhury : I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26,Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarahi Tah: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari: I move that the demand of Rs 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: I move that the demand of Rs 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Dr. Brindabon Behari Bose: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Majhi: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Shaikh Abdulla Farooquie: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Sisir Kumar Das: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced to Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced to Re. 1.

Shri Sunil Das : I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced to Re. 1.

Shri Phakir Chandra Ray : I move that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42 Co-operation" be reduced to Re. 1.

Shri Bijoy Krishna Modak : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গ্রামাঞ্চলে সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তরে সমবায় সমিতিগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এই হচ্ছে সরকারের বিঘোষিত নীতি। বিশেষত নাগপুর কংগ্রেসের পর থেকে এই সম্পর্কে সরকারের নীতি বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছে। এবং সেইজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি প্ল্যানিং কমিশন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমস্ত গ্রামাঞ্চলের পরিবারকে এই সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে সমবায় প্রথা কতখানি সফলকাম হবে--এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি মনে করি সমাজের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থাকলেও বর্তমানে গরীব জনসাধারণের যে দুঃস্থ অবস্থা সেখানে সমবায় প্রথা যদি শক্তিশালী হয় এবং কার্যকরী হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলের মানুষকে বাঁচান যেতে পারে। এবং এই দিক থেকে সমবায় প্রথার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। গ্রামাঞ্চলের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে হলে সমবায় প্রথাই হচ্ছে মূল ভিত্তি বলে আমি মনে করি। এবং এই বাজেটের মধ্যে আমি নিশ্চিন্তভাবে দেখতে পাই সরকারের সেই বিঘোষিত নীতি সার্থক করার পথে সরকার কতখানি এগিয়ে চলেছে-সেটাই আমার প্রশ্ন। আমি মনে করি, সরকার এই বিষয়ে যথেষ্ট সফলতা লাভ করতে পারে না। এবং সরকার এবং সরকার পক্ষের বক্তৃতায় যতই তথ্য দিয়ে আমাদের বুঝাবার চেষ্টা করা হউক তা যে কাগজ-কলমে থেকে যাচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একথা আমি বলতে পারি যে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই পশ্চিমবাংলা সমবায় সম্বন্ধে সবচেয়ে দুর্বল, এবং সমবায় অবস্থা সর্বাপেক্ষা মারাত্মকভাবে খারাপ। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সমবায়ের জন্য লোনের টার্গেট ছিল শর্ট টার্ম লোন ৬ কোটি টাকা আর মিডিয়াম টার্ম-এ ছিল ২ কোটি টাকা আর লং টার্ম-এ ছিল ১ কোটি টাকা। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি টার্গেট-এর অর্ধেক পেঁছুতে পারিনি। সেই জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমবায়গুলির অবস্থা আজ অত্যন্ত শোচনীয়।

[5-20—5-30 p.m.]

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সংগে যদি তুলনা করা যায় তাহলে নীচের ফিগার থেকে বোঝা যাবে যে আমাদের সমবায়গুলির অবস্থা কতখানি শোচনীয়। সভ্য-পিছু এবং সমবায় পিছু ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল-এর একটা হিসাব দিচ্ছি যা থেকে বুঝতে পারবেন পশ্চিম বাংলা সমবায়গুলির অবস্থা কি। বম্বেতে ২০ হাজার ১৭৩, মহীশুরে ১৬ হাজার ৫৮১, অন্ধ্রে ১ হাজার ৩৯, মধ্যপ্রদেশে ৬ হাজার ৭১০ এবং পশ্চিমবাংলায় ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল সমবায়-পিছু ২২ হাজার ২৮০ টাকা। সভ্য-পিছু বম্বেতে ২৫৪, মহীশুরে ১২৪, অন্ধ্রে ১৪৫, মধ্যপ্রদেশে ১১৭ এবং পশ্চিমবাংলায় মাত্র ৬২। অন্যান্য প্রদেশে প্রতি ১০০ চাষী পরিবার-পিছু ঋণ দেওয়ার পরিমাণ ১৯৫৬-৫৭ সালে বোম্বে ৪৩ হাজার ৯৮০, পূর্ব পাঞ্জাবে ৩৯ হাজার ৬৫ নদীয়ায় ৯৯৬। সমস্ত ভারতবর্ষে সমবায় সমিতিগুলির সর্বোচ্চ ধাপ ব্রোচ ও পূর্ব খান্দেশ এবং সর্বনিম্ন ধাপ নদীয়া জেলা—এখানে শতকরা ৮১টা সমবায় নিষ্ক্রিয়। শেয়ার ক্যাপিটেলের দিক থেকে কো-অপারেটিভগুলিতে সরকারী—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের—কণ্ট্রিবিউশান অত্যন্ত শোচনীয়। বম্বেতে কোয়াপারেটিভগুলিতে সরকারী শেয়ার ক্যাপিটাল ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাবে ২ কোটি টাকা, মধ্য প্রদেশে ২ কোটি টাকা, অন্ধ্রে ১½ কোটি টাকা মাদ্রাজে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, সেখানে পশ্চিম বাংলায় মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা। এই হচ্ছে পশ্চিম বাংলা সরকারের কণ্ট্রিবিউশন যা দিয়ে তাঁরা কোয়াপারেটিভগুলিকে সাহায্য করছেন

অন্য দিকে আমারা দেখি যে তৃতীয় প্ল্যানের মধ্যে তাঁদের টার্গেট ছিল স্মল সাইজড্ ক্রেডিট সোসাইটি ২ হাজার ৭৫০, সেখানে দ্বিতীয় প্ল্যানে হয়েছে ৪৭৭; লার্জ সাইজড্ ক্রেডিট সোসাইটির টার্গেট ছিল ১ হাজার, হয়েছে মাত্র ৫১৪। ১৯৫৯-৬০ সালে সার্ভিস কোয়াপারেটিভ টার্গেট ছিল ১ হাজার, হয়েছে মাত্র ৭৯২টি এবং ১৯৬০-৬১ সালে টার্গেট ৩ হাজার সেটা কত হবে জানি না। তারপর স্টেট এগ্রিকালচারাল ফান্ড বলে যে ফান্ড আছে এবং স্টেট ডেভলপমেণ্ট ফান্ড বলে যে ফান্ড আছে বস্তুত পক্ষে কোন কিছু খরচ সেখান থেকে হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যা, নানা কারণে লক্ষ লক্ষ কোয়াপারেটিভের অবস্থা আজ অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় যাবে তাদের এই সব ফান্ড থেকে সাহায্য করা হবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, ১৯৬০ সালে ব্যাপকভাবে বন্যা হল, কোয়াপারেটিভগুলির শষ্যহানির জন্য অবস্থা খারাপ হল, অথচ এই ফান্ডগুলি থেকে কোয়াপারেটিভগুলিকে সাহায্য দেওয়া হয়নি। ডেভালপমেণ্ট খাতে টাকা বরাদ্দ হয়েছে সে টাকাও পুরোপুরি খরচ হয় নি। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে দেখতে পাচ্ছি যে, রিভাইজড বাজেটেও সে টাকা খরচ হয় নি, সেণ্ট্রাল কোয়াপারেটিভ ব্যাঙ্কের ৫০ হাজার টাকা খরচ হয় নি; ক্রেডিট সোসাইটির ৩½ লক্ষ টাকা তাঁরা খরচ করতে পারেন নি। এই সমস্ত সোসাইটিগুলির পরিচালনা পদ্ধতি অত্যন্ত মারাত্মক। সার্ভিস কোয়াপারেটিভগুলির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে একই অবস্থা। প্ল্যানিং কমিশনও বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সার্ভিস কোয়াপারেটিভ সম্পর্কে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। বেটার ফার্মিং কোয়াপারেটিভ সমবায় দপ্তরের হিসাবে বাংলা দেশে অত্যন্ত কম। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্ল্যানিং কমিশন গ্রহণ করেছিলেন যে সার্ভিস কোয়াপারেটিভ করবেন কিন্তু সেই সার্ভিস কোয়াপারেটিভ তাঁরা তৈরী করতে পারলেন না। সার্ভিস কোয়াপারেটিভগুলিকে যে সাহায্য নিয়ে তৈরী করবার তাঁরা চেষ্টা করছেন—তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাঁরা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সার্ভিস কোয়াপারেটিভ করবেন—তাতে প্রত্যেক সার্ভিস কোয়াপারেটিভকে পাঁচ বছরে ১২০০ টাকা সাহায্য দেবার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

এবং দেখতে পাচ্ছি সার্ভিস কো-অপারেটিভকে প্রথম বছরে ৪০০ দ্বিতীয় বছরে ৪০০, তৃতীয় বছরে ২০০, চতুর্থ বছরে ১০০ এবং পঞ্চম বছরে ১০০ দিয়েছেন। তাহলে যেখানে আপনারা গ্রামাঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়কে তাদের চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য করবার জন্য একান্ত চেষ্টা করবেন বলেছেন সেখানে এই ৪০০ টাকা দিয়ে কিভাবে কো-অপারেটিভ চলবে সেটা চিন্তা করুন। তবে আপনারা যাই করুন আমার মনে হয় এইভাবে যদি তাদের সাহায্য নিতে হয় তাহলে সেখানে সার্ভিস কো-অপারেটিভ থাকতে পারবে না। তারপর প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই সমবায় সমিতিগুলোকে কৃষি-সমবায়ের দিকে নিয়ে যেতে হবে। অবশ্য তিনি বলেছেন পশ্চিম বাংলায় ১৫০টি সমবায় সমিতি তৈরী হয়েছে, কিন্তু গতবারে আমি বলেছিলাম যে এই কো-অপারেটিভের কাজ মূলতঃ ১২টিতে সন্তোষজনকভাবে চলেছে এবং সরকারের যে নীতি সেই নীতির ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলো যাতে মূলতঃ ঠিক মত চলতে না পারে তাঁরা তারই ব্যবস্থা করছেন। তারপর এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে কো-অপারেটিভ সোসাইটির পক্ষ থেকে বারে বারে রিপ্রেজেণ্টেশন দেওয়া হয়েছে এবং এই আসেম্বলী হাউসেও বলা হয়েছে যে এটা থাকার ফলে বহু কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে বিপদাপন্ন হয়ে উঠে যেতে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে মন্ত্রী মহাশয় বারে-বারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আজকে এই এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স তুলবার ব্যবস্থা হচ্ছে না। তারপর মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি হয়ত জানেন যে ত্রিবেণীর কাছে "ত্রি-ফসলী কৃষি-সমবায় সমিতি" নামে যে সমবায় সমিতি আছে সেটি পাঁচ বছর আগে তৈরী হয়ে অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং ডাঃ রায় নিজে গিয়ে সেটি দেখে এসেছেন। শুধু তাই নয়, ১৯৫৯ সালে এই সমিতি একটি ভাল সমবায় সমিতি হিসেবে বিধানচন্দ্র রায় সমবায় শিল্ড প্রতিযোগিতায় পারিতোষিক হিসেবে বেষ্ট কাপ্ পেয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে ব্যান্ডেলে সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশন প্রতিষ্ঠাকল্পে এই সমিতির বেণীপুর, রাঘবপুর এবং হাজীপুর মৌজার ৫০০ বিঘা জমি এ্যাকুইজিশন করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

ডি. এম. বিধানবাবু এবং ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে জানিয়েছেন এবং তারপর সেই জমির জয়েন্ট সার্ভে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেই সার্ভে হওয়া সত্ত্বেও আবার ৮. ২. ৬১ তারিখে জানান হয়েছে, for information, the State Electricity Board is reluctant to part with the land and for it a second requisition order is being sought shortly. কাজেই এ থেকে এটাই দেখতে পাচ্ছি যে, এক দিকে সমবায় মন্ত্রী নিজে যেখানে সমিতিকে উৎসাহ দিচ্ছেন, পারিতোষিক দিচ্ছেন অন্য দিকে সেখানে আর একটা ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে উন্নয়ন মন্ত্রী তাঁদেরই জমি অ্যাকোয়ার করছেন। সুতরাং আজ আমি এই হাউসে ডিমান্ড করছি এই সম্পর্কে তিনি যেন একটা প্রতিশ্রুতি দেন। অবশ্য তাঁরা একটা বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন এবং এই জমি নেওয়ার ব্যাপারে বলেছেন for acquisition of staff quarters as dumping. কিন্তু আমার কথা হোল যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি ৪ বছরে ৫ গুণ ফসল ফলিয়েছে এবং ভালভাবে কাজ করে যাচ্ছে তাঁদের জমি কি জন্য নেওয়া হচ্ছে? তারপর চাষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমবায় সমিতির মারফৎ সাপ্লাই করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে হিসেবে এটা স্বীকার্য যে মার্কেটিং সোসাইটি অনেক বেশী তৈরী হয়েছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের ফার্টিলাইজার সরবরাহ করবার যে ব্যবস্থা আছে তাতে দেখছি যে মার্কেটিং সোসাইটি বা অন্যান্য সোসাইটির মারফৎ সেই ফার্টিলাইজার বিলি করবার ব্যবস্থা না করে তা Shaw Wallace কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কি? তারপর নন-এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ সোসাইটি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে তাদের মধ্যে তাঁত সমবায় সমিতিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং তা ছাড়া এ সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় যে সমিতিগুলো আছে তার মধ্যে ডিষ্ট্রিক্ট আর্টিজ্যান্ কো-অপারেটিভ এবং তাদের উপরে প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ সেখানে আছে।

[5-30—5-40 p.m.]

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তাঁত সমবায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা ৮০ পার্সেন্ট সুতার জন্য দক্ষিণ ভারতের উপর নির্ভর করছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি স্পিনিং মিল করবেন, কবে থেকে প্রতিশ্রুতি শুনে আসছি, কিন্তু কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হল না। কল্যাণীতেও স্পিনিং মিল হবে। কিন্তু কবে হবে তা জানি না। আমি দাবি করছি সুতার জন্য সুষ্ঠু একটা পরিকল্পনা করা দরকার। আমরা দেখতে পাচ্ছি মার্কেটিং সোসাইটিগুলি খারাপ দামের সুতা বেশী দরে জোগায়—ধনেখালি কো-অপারেটিভ থেকে এই কম্‌প্লেন পাওয়া গেছে। অন্য দিকে এই সব তন্তুবায় সমিতিগুলিকে রিবেট দেওয়ার নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত বিলম্বে এই রিবেট দেবার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা জানি হুগলী জেলার বিভিন্ন কো-অপারেটিভকে রিবেট দেওয়া হচ্ছে না এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত তন্তুবায় সমিতি কেন্দ্রের কাছে এখনও পর্যন্ত ১৯ লক্ষ টাকা রিবেট পাবে। এই রিবেটগুলি তাড়াতাড়ি দেবার ব্যবস্থা করা দরকার।

Shri Sasabindu Bera :

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ডাঃ রায় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন যে সমবায় আন্দোলন গ্রামীন জীবনে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি না। কারণ, সমবায় আন্দোলনের যে রূপ আমরা দেখছি তা ক্রেডিট আন্দোলন রূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে এবং সমবায় বিভাগের কোন কার্যক্রম যদি থাকে তাহলে তা ঐ ঋণ দান সমিতির মাধ্যমে জনসাধারণ দেখতে পাচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে এই সমবায় আন্দোলনকে ভাল করে গড়ে তোলবার জন্য সরকার পক্ষের উৎসাহ নেই এবং সেই উৎসাহ না থাকার জন্য জনসাধারণের মধ্যেও সমবায়ের উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ব্যয় করবার কথা ছিল, তার মধ্যে ব্যয় হচ্ছে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। ব্যয় হয় নি ৮৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা—প্রায়

শতকরা ৪০ ভাগ টাকা ব্যয় করা যায় নি। এই অঙ্ক পরিষ্কার করে তুলছে কো-অপারেটিভ বাড়িয়ে তোলবার ক্ষেত্রে সরকারের উৎসাহ কত কম। এই সমবায়ের ক্ষেত্রে সরকার এ পর্যন্ত কি কোন নির্দিষ্ট নীতিতে আসতে পেরেছেন? কোন নির্দিষ্ট নীতি এ পর্যন্ত তাঁরা গড়ে তুলতে পেরেছেন বলে আমি মনে করি না। কো-অপারেটিভগুলির এলাকা কতখানি হবে, তারা কি কি কাজ করবে এই নিয়ে দেখছি বিভিন্ন সময় মতের পরিবর্তন হচ্ছে। এক সময় দেখেছিলাম ছোট ছোট কো-অপারেটিভগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, কাজেই বৃহৎ এলাকা নিয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠিত হবে। কিন্তু তারপর ছোট ছোট গ্রাম এলাকা নিয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটি আরম্ভ করা হয়েছে। এক সময় মাল্টিপারপাস সোসাইটির রেওয়াজ খুব দেখেছিলাম, পরে দেখা গেল মাল্টিপারপাস সোসাইটি সরকারী মতে উপযুক্ত নয়, কাজেই ইউনিটারি পলিসি নিয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করবার চেষ্টা হ'ল। কাজেই এই সব দেখে আমরা সুস্পষ্ট বুঝি যে সরকার এখনও কোন নীতি ঠিক করতে পারছেন না এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে দেখছি নতুন স্কীমের অবতারণা করেছেন। কাজেই কো-অপারেটিভ নিয়ে তাঁরা যদি চেষ্টা করে থাকেন তাহলে যে পথে সাফল্য লাভ করা যেতে পারে এমন কোন পথ বেছে নিতে তাঁরা পারছেন না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। স্যার, আমরা অনেক ফিরিস্তি দেখছি—সেকেণ্ড প্ল্যানের মধ্যে ১০৬টা লার্জ সাইজ মার্কেটিং সোসাইটি করা হয়েছে, এর মধ্যে ৮৩টাকে লোন, গ্রাণ্টস দেওয়া হয়েছে, ৩৬টা গোডাউন তৈরী করা হয়েছে, ১৮টা মার্কেটিং সোসাইটিকে লোন, গ্রাণ্টস দেওয়া হয়েছে, ৫১৪টা লার্জ সাইজ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি করা হয়েছে, ১২৪টা স্মল সাইজ ক্রেডিট সোসাইটি রিভিটেলাইজ করা হয়েছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এই সমস্ত সোসাইটিগুলি কি করছে? মার্কেটিং সোসাইটিগুলি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে এলাকায় মার্কেটিং সোসাইটিগুলি তৈরী হয়েছে বা তার গোডাউন তৈরী হয়েছে সেখানে ব্যবসা হচ্ছে না। সেখানে স্থানীয় লোক যারা ব্যবসা বুঝে তারা সেগুলিকে কুক্ষিগত করে রেখেছে—কো-অপারেটিভের নামে সরকারের টাকা নিয়ে নিজেদের ব্যবসাকে ভালভাবে চালিয়ে যাচ্ছ।

বাস্তবিক কো-অপারেটিভের ভিত্তিতে ব্যবসা চালাবার ক্ষেত্রে সরকারের কোন সহযোগিতা বা উৎসাহ বা নির্দিষ্ট কর্মপন্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। লার্জার স্কেল-এ কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি করা হল, এদের ক্রমোন্নতির একটা ছবি তাদের সামনে তুলে ধরা হ'ল এর জন্য ম্যানেজার নিযুক্ত করা হ'ল, ব্যবস্থা হল যে কয়েক বছরের পর কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি যখন আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে তখন তারা ম্যানেজারদের মাহিনা দিতে পারবে, কিন্তু এই কো-অপারেটিভ সোসাটগুলি কি করবে, না করবে সে সম্বন্ধে সরকার কিছুই ব্যবস্থা করলেন না। সরকারের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে রাইস এ্যাণ্ড প্যাডি ইত্যাদির প্রাইস পলিসির জন্য অনেক মার্কেটিং সোসাইটি তারা মার্কেটিং করতে পারে নি, অনেক গোডাউন তৈরী করতে হয়েছিল কিন্তু তারা ব্যবসায় হাত দিতে পারে নি। অথচ ম্যানেজিরিয়াল কস্ট কো-অপারেটিভগুলিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল না। যে সমস্ত ক্রেডিট সোসাইটিগুলি এদের উপরকার সোসাইটিকে তার প্রাপ্য সুদ দিয়ে উদ্‌বৃত্ত যে সুদ তারা পায় এবং তার থেকে তাদের যে মুনাফা থাকে তা থেকে আবার এদিকে অডিট এক্সপেন্স ইত্যাদি আছে, রানিং এক্সপেন্স আছে, সেগুলি দেওয়ার পরে আর ম্যানেজার পালন করা সম্ভব নয়। অনেক কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠিত হয়েছে এবং অনেক অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আজকে আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে একটা thorough enquiry হওয়া দরকার এবং এর প্রগ্রেস রিপোর্ট এ পর্যন্ত সংগ্রহ করা দরকার। একটা ইভালুয়েশন রিপোর্টের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে যে কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট, কো-অপারেটিভের পিছনে এত অর্থ ব্যয় করে আমরা এ পর্যন্ত কি করতে পেরেছি। স্যার, কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে সরকারী উৎসাহ কতখানি সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই কিন্তু তার পূর্বে আর একটা কথা বলি যে সরকারের কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের একটা কো-অপারেশন থাকা দরকার। ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টে আছে যদি কোন জমি সরকারের হাতে থাকে তা হলে সেই জমি কো-অপারেটিভ সোসাইটি যারা গঠিত করবে

তাদের মধ্যে বণ্টনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমার এলাকায় শ্যামপুর থানায় দামোদরের পাশে চর উঠেছিল, কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠিত করে সেগুলি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হল। কো-অপারেটিভ এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার মহাশয়ের সহযোগিতা পাওয়া গেল। কিন্তু কালেক্টারের সহযোগিতা পাওয়া গেল না। এমনি করে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে সরকারের অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের যদি সহযোগিতার অভাব থাকে তাহলে কো-অপারেটিভ কি করে বাড়বে? আর একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি—সরকার কি করে কো-অপারেটিভ গড়ে তোলবার জন্য অগ্রগামী হচ্ছেন। হাওড়া জেলায় শ্যামপুর থানায় রাস্তা-ঘাটের হালে উন্নতি হয়েছে। বাগনান থেকে একটা সড়ক শ্যামপুরের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত গেছে। ঐ রাস্তায় এতদিন রুরাল ট্যাক্সিগুলি চলত, সেখানে বাস চালাবার কিছু ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শ্যামপুরের যে এলাকার উপর দিয়ে বাস চলবে সেই এলাকার মানুষের পকেটের পয়সা থেকে সেই বাস পয়সা পাবে। সেখানকার লোকেরা একটা কো-অপারেটিভ ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি করবার চেষ্টা করেন—তার কিছু পরে দেখা গেল যে তার উত্তরে বাগনান এলাকা, অবশ্য বাগনান এলাকার কিছু অংশ দিয় সেই রাস্তাটা গেছে এবং বাস চলাচল এই রাস্তার উপর দিয়ে করবে, সেই বাগনান এলাকা থেকে কো-অপারেটিভ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করা হল। তার থেকে বহু দূরে উলুবেড়িয়া থেকেও উলুবেড়িয়া জোনাল কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করা হল। উলুবেড়িয়া শ্যামপুর থেকে বেশী দূরে, বাগনান দ্বিতীয়। অন্যগুলির সঙ্গে শ্যামপুরের সোসাইটিও রেজিস্ট্রেশনের জন্য রেকর্ড করা হল, কিন্তু এ্যাসিসট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার উপস্থিত ছিলেন না বলে সহি হয় নাই। কিছুকাল পরে আমি জানলাম যে অন্য দুটো কো-অপারেটিভ সোসাইটি রেজিস্টার করা হল, শ্যামপুরেরটা করা হল না। আমি এ্যাসিসট্যাণ্ট রেজিস্ট্রারের সঙ্গে দেখা করলাম, তাঁকে বললাম যে শ্যামপুরে কেন করলেন না। তিনি বললেন যে ট্রান্সপোর্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি করতে হলে তার ওয়ার্কার্স ৯০% থাকা চাই এবং ফাইনানসিয়ার মেম্বার্স ১০% বড় জোর থাকা চাই তা না হলে কো-অপারেটিভ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। আমি জানি না সরকারের এই নীতি কিনা কারণ এই নিয়ে আমি খুব বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছি।

[5-40—5-50 p.m.]

যা হোক, এ্যাসিসট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার মহাশয় বললেন, এই সরকারী নীতি এবং তা না হলে কো-অপারেটিভ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। আমি বললাম দেখুন দু-পাঁচটা বাস চলায় যে সংখ্যক ওয়ার্কার হবে, তারা বাসের জন্য ফাইনান্স করবে কি করে? কাজেই আপনি যেভাবে করতে বলছেন সেটা আসলে ক্যাপিটালিষ্ট অর্গানাইজেশন হয়ে যাবে, কো-অপারেটিভ কি করে হবে! তিনি বললেন—না, গভর্নমেণ্টের এই নীতি। আমি বললাম—আপনাদের এই নীতিকে ধন্যবাদ। অন্য যে দুটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি করেছেন, তাতে কি আছে ৯০% ওয়ার্কার্স মেম্বার আর অন্যান্য ১০% মেম্বার? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এই তো আপনাদের নীতি।

সেখানকার লোকের যাদের কো-অপারেশন দরকার, যারা কো-অপারেটিভ সোসাইটি করবে, তাদের আপনারা উৎসাহিত করতে পারছেন। তাদের দিয়ে কো-অপারেটিভ গড়ে তোলবার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা কোথায়? তাদের উৎসাহ দেবার জন্যই বা সরকারী প্রচেষ্টা কোথায়? তা কোথাও নাই। এখানে স্বার্থবাদী কতকগুলি মানুষ আছে, যারা এই কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে নিজেদেরই সুযোগ-সুবিধা করে নিতে চেষ্টা করেন। আজ আপনাদের কো-অপারেটিভ মুভমেণ্টে জনসাধারণের মধ্যে কোন উৎসাহ বা উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় নি, ক্রমেই যেন অন্ধকারের মধ্যে তা চলে যাচ্ছে। এর দ্বারা আজ সমাজ-জীবনে কোন কল্যাণ আসে নি। আপনি একটু ভেবে দেখুন, কিভাবে কি হলে এটাকে—এই কো-অপারেটিভকে ভাল করা যেতে পারে তা দিয়ে জনসাধারণের, তথা দশের কল্যাণ করা যেতে পারে।

Shri Sudhir Chandra Bhandari :

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সমবায়ের সাথে আজ সরকার যে নীতি নিয়ে চলেছেন, তাকে আর যা হোক্‌ সমবায় বলা যায় না। এটাকে বিশেষ করে কংগ্রেসের একচেটিয়া সম্পত্তি বলা যেতে পারে। এটা কংগ্রেসের একচেটিয়া ব্যাপার। তার জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই সমবায়ের বিশেষ কোন অগ্রগতি বা উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ দান ছাড়া সমবায় সমিতিগুলির আর বিশেষ কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। গ্রাম্য ঋণের প্রয়োজনের তুলনায় যে সমস্ত ঋণ দেওয়া হচ্ছে, তা শতকরা দু-তিন ভাগ মাত্র। এবং বাদবাকী ঋণ কি কৃষকের, কি অন্যান্য ব্যাপারে, আমরা জানি মাসিক শতকরা চার টাকা হার সুদে গ্রামের শতকরা ৯৭/৯৮ জন লোককে, কৃষককে অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে। এদিক থেকেও দেখতে গেলে সমবায়ের কোন অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি না।

আর একটি জিনিষ দেখছি, এই সমবায়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও একনায়কত্ব চলেছে এবং একে কুক্ষিগত করে রাখার সরকারী প্রচেষ্টা চলেছে। যদিও কৃষককে সামান্য ঋণ দেওয়া হচ্ছে, তবুও এক কৃষকশ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর কোন উপকারে এটা আসছে না। কৃষিজাত দ্রব্যেরও খরিদ-বিক্রয়ের ব্যবস্থা এই সমবায়ের মাধ্যমে হচ্ছে না। এই হচ্ছে অবস্থা। তাছাড়া কৃষি সমবায়ের হাতেও জমি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। বিনামূল্যে সার, বীজ ও সেচের ব্যবস্থা দেওয়ার কোন প্রচেষ্টা সরকারের নাই। আর প্রকৃতপক্ষে কৃষি ব্যবসায় সমবায়ের মাধ্যমে করারও কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে বলে দেখতে পাচ্ছি না। মোটামুটি এই অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আর সমবায় আন্দোলন জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ করছে বলেও কোন লক্ষণ এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। সমবায়ের আদর্শ ও নীতি পশ্চিমবঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এটা একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে।

আর ঋণের সম্পর্কে একটা পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থা চলছে। উৎকোচ ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে দেওয়া হচ্ছে। কারণ উৎকোচ না দিলে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না। আর কৃষি সমবায়ের নামে বড় বড় জমিদার, জোতদার ও জমি চোরদের নিয়ে কৃষি-সমবায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। তাছাড়া বড় বড় চোরা-কারবারী মজুত-দারদের নিয়েও সমবায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করবার প্রচেষ্টা হচ্ছে। বড় বড় মুনাফাখোর, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শিল্প সংগঠনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে। এই রকম একটা মারাত্মক অবস্থার মধ্যে আজ সমবায় আন্দোলন বা পশ্চিমবঙ্গের সমবায়ের অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কৃষি অপেক্ষা সরকারের এই সমবায়ের উপর আস্থা বেশী আছে। আর সমবায়ের মধ্যে কংগ্রেস কর্মীদের একচেটিয়া ব্যাপার আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি জানি, আমি ১৪ বৎসর যাবৎ এই সমবায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর মধ্যে কংগ্রেসের আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও কি এদের আতঙ্ক, কি এদের বিভীষিকা! এই সমবায়ের মাধ্যমে অনেক কিছু কাজ করা যেতে পারে। সোজাসুজি খাদ্য ও অন্যান্য জিনিষের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সমবায়ের মাধ্যমে খাদ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইসেন্স বা পার্মিট হতে পারে না। তবে খাদ্যের মূল্য এর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারবে।

কিন্তু সরকারের ওদিকে কোন দৃষ্টিভঙ্গী দেখতে পাচ্ছি না। যদি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন সম্বন্ধে লক্ষ্য করে চলি, এবং প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত প্রতিটি কৃষককে জমি দিয়ে, সমবায় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে, তাদের বিনামূল্যে সার, বীজ, সেচ প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে প্রচুর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে আমরা পারবো। কিন্তু এদিকে তাঁদের কোন লক্ষ্য নেই। এ রকম একটা ব্যবস্থা তাঁদের কাজের ভিতর দেখতে পাচ্ছি না। তাই বলছি আমাদের বর্তমান কংগ্রেস সরকারের দ্বারা কোন দিন সমবায় আন্দোলন বা সমবায় ব্যবস্থার উন্নতি করা সম্ভব নয়। তাঁদের পক্ষে এটা করা দুরূহ। তাছাড়া দেখতে পাচ্ছি—কংগ্রেসের মধ্যে যতদিন নানা দল ছিল, ততদিন আমরা দেখেছি কংগ্রেস একটা সমবায় পদ্ধতি বা সমবায়ের নীতি ও আদর্শ নিয়ে চলতো। কিন্তু যখন থেকে দেখতে পাচ্ছি—১৯৪৫-৪৬ সালের পরে কংগ্রেস

একটা পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদীদের দালালে পরিণত হয়েছে, তখন থেকে দেখতে পাচ্ছি কংগ্রেসের সমবায় আন্দোলনের মধ্যে বা এই সব সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্য কোন রাজনৈতিক দল বা বামপন্থী দলের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোন কাজ করার সুযোগ-সুবিধা দেখতে পাচ্ছে না। আরও অভিযোগ হচ্ছে যে, কংগ্রেস দলের পক্ষে সমবায়ের মাধ্যমে কি করে কৃষি সমাজতন্ত্র বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তা চিন্তা করতে পারছি না। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি, যে সমবায় সম্পর্কে যে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত ছিল, তা তাঁদের নেই। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংমিশ্রণে এক-একটা পল্লী অঞ্চল হয়, এবং সেখানে এক-একটা সমবায় সমিতি রেজিষ্ট্রী হয়। অতএব সেখানে কিভাবে পরস্পরের মধ্যে কাজ করা যেতে পারে সেই সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। ১৯৪০ সালের আইন অনুযায়ী এখনও সেইভাবে সমবায় সমিতিগুলি চলছে। তৎকালীন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ, তাঁদের নিজেদের সুযোগ-সুবিধার জন্য, তাঁদের একটা দালাল সৃষ্টি করবার জন্য নানান রকম আইন-কানুন করেন। ১৯৪২ সালের কানুনে আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি, স্বাধীন দেশের সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে যে সামরিক অগ্রগতির পরিকল্পনা এবং গ্রাম্য-জীবনের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া, তার দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সরকারের আছে বলে, কোন দিক দিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং আমি মনে করি সেদিক দিয়ে একটা পরিষ্কার আইন বা নিয়ম হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এবং এই সম্পর্কে একটা বিল আনা দরকার। তা না হলে এই সমস্ত শুধু কাগজে-কলমে রেখে বা আইনসভায় বড় বড়, লম্বা-চওড়া কথা বলে কোন লাভ হবে না। স্থূলে সমবায় খাতে দেখতে পাচ্ছি মাত্র ৬৭ লক্ষ কয়েক হাজার টাকার ব্যাপার। এটা একটা মারত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতি বলে আমি মনে করি। এই সম্পর্কে আরও পরিষ্কার একটা আইন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমি আশা করি, আমি যেগুলি বললাম, সেদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

[6-40—6-50 p.m.]

Shri Haran Chandra Mondal :

মাননীয় সহকারী সভাপতি মহাশয়, মাননীয় সমবায় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সামনে যে সমবায় খাতে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উত্থাপিত করেছেন তার সমালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে চলতি বছরে যে টাকা বাজেটে বরাদ্দ হয়ে ছিল, সেই টাকাটা ঠিক ঠিক মত খরচ তিনি করেন নি। এবং আগামী বছরের জন্য যে টাকা বাজেটের বরাদ্দে ধরা হচ্ছে, সেটাও তিনি ঠিকমত খরচ করবেন, এটাও আশা করা যায় না। আমি সংক্ষেপে তার একটা দৃষ্টান্ত আপনার কাছে রাখছি।

একটা সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত আমি আপনার সামনে রাখছি। ১৯৬০-৬১ সালে ধরা হয়েছিল ৬৫ লক্ষ ৫৮ হাজার। সংশোধিত বাজেটে বছরের শেষে খরচ হয়েছে ৪৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। বাকী ১৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা কোন কাজে লাগান হল না। সমবায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় ধরা হয়েছিল ৪৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। কিন্তু সরকার যে কাজ করছেন তাতে দেখা যায় খরচ হয়েছে ২৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এতে দেখতে পাই ১৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার কাজ করা হয়নি। সমবায় উন্নয়নমূলক কাজের তম্বির তদারকের জন্য যে সমস্ত লোক নিয়োগ করেছেন তাতে ব্যয় হচ্ছে ১৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। সেখানে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। এখন সমবায় উন্নয়ন খাতে যে সমস্ত টাকা ধরা হয়েছিল তা যদি ঠিক ঠিকভাবে খরচ করা হত তাহলে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীন সমাজের সাধারণ মানুষের মানোন্নয়নের কাজ কিছুটা এগুতো, সাধারণ মানুষের তাতে কিছুটা উপকার হত। আজকে আমরা দেখছি যে সমস্ত ইন্ডিভিজুয়াল সোসাইটি ছিল, সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ সোসাইটি ছিল সেসব গ্রাম সমিতিগুলি তুলে দিয়ে লার্জ সাইজ্‌ড সোসাইটির সৃষ্টি করেছেন এবং বিগ্ এরিয়া নিয়ে যে সমিতি তৈরী করবেন, তার জন্য যে নিয়ম-কানুন তৈরী করেছেন তা অত্যন্ত ভয়াবহ, এই নিয়মের মধ্য দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ চলতে পারে না. বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে যেখানে এক ফসলী অঞ্চল সেখানে বাস্তব

অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে ধান হচ্ছে তা দিয়ে সমবায় ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তাতে সমবায় আইন অনুযায়ী ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ দেখতে পাই ধানের বাজার অত্যন্ত কম যার জন্য ধান বিক্রী করে টাকা দিতে গেলে অনেক অসুবিধা আছে। অনেকে টাকা দিতে পারবে না। নিয়ম আছে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে টাকা পরিশোধ করে ডিমাণ্ড লিষ্ট সাবমিট্ করতে হবে টাকা পাবার জন্য। কিন্তু এভাবে সস্তা দরে বিক্রী করে দিলে শেষে তারা কি খাবে? তারপর আর একটা দেখতে পাই প্রাকৃতিক কোন কারণে বা নৈসর্গিক কোন কারণে অনেক জমিতে ফসল হয় না। ফসল না হলে সে জমিতে যে ঋণ নিয়েছে সেই জমির মালিকতা শোধ করতে পারে না। আইনে যেখানে বলা হয়েছে যে কারণ দেখিয়ে সাবডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে পারমিশান নিতে হবে কি কারণে টাকা তারা দিতে পাচ্ছে না। ম্যাজিস্ট্রেটের পারমিশান নিতে গেলে অনেক তোষামোদ করতে হবে, ধর্ণা দিতে হবে তদ্বির তদারক করতে হবে। এই পারমিশান পাওয়াটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কোন মেম্বার প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক কারণে টাকা দিতে না পারলে তার জন্য সমষ্টিগতভাবে মেম্বাররা কেন ভোগ করবে? সেজন্য সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর নোটিশ থাকুক যে প্রাকৃতিক অবস্থা তদন্ত করার। তাহলে আশা করা যায় যে সুবিধা হতে পারে। কিন্তু তা না করে আমরা দেখতে পাচ্ছি দু বছর হল লার্জ সোসাইটি হচ্ছে এবং এজন্য অনেক হাঙ্গামা মানুষকে পোয়াতে হচ্ছে। তাছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁত শিল্প আছে। যে সমবায়ের মাধ্যমে তারা টাকা নিয়ে তাঁত শিল্প পরিচালনা করছে কিন্তু অনেক সময় দরখাস্ত করেও—দরখাস্তের নকল আমার কাছে আছে—দরকার হলে পরে সময় মত নানা আপত্তি দেখিয়ে টাকা দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই সমবায় উন্নয়নমূলক কাজ দ্বারা যাতে জীবিকা নির্বাহের সুবিধা মানুষের হতে পারে তা হচ্ছে না। ফলে সমবায় খাতে অনেক টাকা থেকে যাচ্ছে। বন্যা, প্লাবন ইত্যাদির যে ক্ষতি হয় এবং যে দুর্ভোগ মানুষকে ভোগ করতে হয় তার জন্য সমবায় প্রথায় যে সাহায্য দেওয়ার টাকা দেওয়ার প্রথা আছে তাও দেওয়া হয় না। সেজন্য সমবায়ের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের জীবিকার্জনের উন্নয়ন করতে হলে সরকারের সক্রিয় দৃষ্টি সেদিকে দিতে হবে যাতে সমবায়ের মধ্যে কোন দুর্নীতি না থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে, সমবায় বানচাল হয়ে যাচ্ছে। সমবায়ের কাজ ঠিকমত হয় না তার কারণ এর মধ্যে দুর্নীতি ঢুকে গিয়েছে। এই সমবায়ের যে টাকা পয়সা তা তারা আত্মসাৎ করে নেয়। এর জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তার জন্য উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। চাষীরা ধান উৎপাদন করে সমবায় ঋণ পরিশোধ করে কিন্তু যখন বাজারে কম দর থাকে তখন যদি একটা ধর্মগোলা করে ধান জমা রাখে তাহলে যখন দর বেশী হবে তখন ধান বিক্রয় করলে তাদের এই ঋণ পরিশোধ করতে অসুবিধা হবে না। এই রকম পরিকল্পনা থাকা দরকার। মার্কেটিং সোসাইটি করলেও, বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি যে, এই সোসাইটিতে ঋণ নিয়ে যারা ব্যবসা করবে সেখানে বেশী করে ঋণ দেওয়া হয় না। এদের যদি ঠিকভাবে ঋণ দেওয়া হোত তাহলে তার দ্বারা উপকার হোত। এদিকেও আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর এই সব সমবায় সমিতি যাতে ঠিকভাবে চলে তার জন্য তিনি সক্রিয় দৃষ্টি এদিকে রাখবেন।

Shri Tarapada Chaudhuri:

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে সমবায়কে যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আমাদের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে, আমি মনে করি, বিধানসভার সদস্য এবং পার্লামেণ্টের সদস্য সকলেই যদি আজ এই গুরুত্ব আরোপ করতেন তাহলে আজকে যে সমবায়ের অবস্থা আছে তার একটা বিরাট পরিবর্তন সাধিত হোত। এবং রিসেন্টলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর, মিস্টার আয়েঙ্গার এই কথা বলেছেন, কো-অপারেটিভ লিডারশিপ আজ আসছে না। আজ এর নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে। কারণ আমরা যে নেতৃত্ব দিচ্ছি তা অল্প সময়ের জন্য এবং আমাদের রাজ্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন কথা হচ্ছে, আজকে মাননীয় সদস্যরা টাকার কথা বলছেন যে, ৬

কোটি টাকা ঋণ দেবার কথা ছিল কিন্তু আড়াই কোটি টাকা দেওয়া হল কেন। এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে টাকার অভাব নেই। কিন্তু আমাদের স্ট্রাকচার অভাব। আপনার through loan পাশ করা হয় সেই লোন ফেরত এসে রিজার্ভ ব্যাংক ডিপোজিট হয়। কিন্তু পার্টিশানের পর আমাদের প্রাথমিক সমিতির যে অবস্থা হয়, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল হয়। আমাদের প্রাথমিক সমিতির বিরাট সমস্যা আছে যার পরিবর্তন আবশ্যক। আমি বলতে চাই, একটা জিনিষ গত চার বৎসর যাবৎ এই বিধানসভার সদস্য হিসাবে রাজ্য সরকারকে জানিয়ে আসছি যে, মার্কেটিং সোসাইটি যদি ডেভেলপ না করা হয় তাহলে ক্রেডিট এক্সপানশন হতে পারে না। কারণ প্রোডাকশন প্রোগ্রাম করতে হলে ক্রেডিট দিতে হবে। এবং সরকারী নীতি হিসাবে গবর্ণমেণ্ট অফ ইন্ডিয়া ঘোষণা করেছেন এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন প্রোগ্রামের জন্য, ইভন্ সাবমারজিনাল কালটিভেটার্সদের লোন দাও। ল্যান্ড সিকিউরিটি চেয়ো না। এই নীতি এ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। যদি প্রোডাকশন প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে হয় তাহলে প্রয়োজন কি? প্রথম হচ্ছে ইরিগেশন ফেসিলিটিজ, তা আছে। কিন্তু ফার্টিলাইজার ডিষ্ট্রিবিউশন-এ প্রথম পদক্ষেপ আমরা করতে চাচ্ছি এবং সেই জন্য বলেছিলাম এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টের সোসাইটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই অভিযোগ করেছিলাম যে এই ব্যাপারে কি দৃষ্টিভঙ্গী রাজ্য সরকারের আছে। কিন্তু আমাদের এই চিৎকার সত্ত্বেও তার কোন পরিবর্তন করতে পারেন নি।

[6—6-10 p.m.]

যদি উড়িষ্যা পারফেক্ট স্টেট হতে পারে; আসাম পারফেক্ট স্টেট হতে পারে। উড়িষ্যা এমন কিছু পারফেক্ট স্টেট নয়; আসাম পারফেক্ট স্টেট নয়, বিহার এমন কিছু পারফেক্ট স্টেট নয় তারা যদি সেখানে ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিবিউশন ভার নিতে পারে সেখানে কেন পারব না। আমি মনে করি আমাদের এখানে যে সমস্ত সংস্থা আছে বিশেষত মেদিনীপুরে এবং বর্ধমানে আমি এখানে চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি যদি আমাদের উপর ভার দেওয়া হয় তাহলে আমরা বর্তমানের চেয়ে ভালভাবে ফার্টিলাইজার ডিষ্ট্রিবিউশন-এর কাজ চালাতে পারব। সেই জন্য আজ বর্ধমান মেদিনীপুরের সংস্থাগুলি ফার্টিলাইজার ডিষ্ট্রিবিউশন-এর মনোপলি চায়। আজকে প্রমাণ করে দিতে চাই যে আমাদের মনে একটুকু দ্বিধা নাই। সেই জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব Shaw Wallace-কে না দিয়ে ফার্টিলাইজার ডিষ্ট্রিবিউশন-এর ভার আমাদের উপর দেওয়া হউক। অত্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে একবার বর্ধমান জেলার সংস্থার উপর মনোপলি দেওয়া হউক। আজকে প্রশ্ন এসেছে গ্যারাণ্টি দিতে হবে তিন মাসের ক্রেডিট-এ। এটা একটা অভূতপূর্ব ঘোষণা। প্রত্যেক রাজ্যে ক্রেডিট-এ মাল দেওয়া হয় সেখানে ক্রেডিট-এ সাপ্লাই দিতে হবে। আমরা বলতে চাই আমরাও ক্রেডিট দিতে প্রস্তুত আছি তিন মাসের জন্য পাঁচ-সাত লাখ টাকা। সম্প্রতি একটা কমিটি সেট-আপ হয়েছিল ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার এবং তার চেয়ারম্যান ও এখানকার এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী ও অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীরা মিলে একযোগে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ফার্টিলাইজার ডিষ্ট্রিবিউশন-এর মনোপলি বর্ধমান জেলার কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে দেওয়া হবে। জানি না কেবিনেট সম্মতি দেবেন কী না। এখানে যখন আমার বলার সুযোগ হয়েছে তখন আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করব যে অন্তত বর্ধমান জেলাকে একবার ডিষ্ট্রিবিউশন-এর ভার দিয়ে দেখুন আমরা চালাতে পারি কিনা। বর্ধমান প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি, জোনাল মার্কেটিং সোসাইটি তারা বৈঠক করেছিল যে কিভাবে ডিষ্ট্রিবিউশন হবে শেয়ার কোথা থেকে আসবে রিসোর্সেস কোথা থেকে আসবে। সেখানে রাজ্য সরকারকে এ্যাসিওর করতে চাই এবং এ্যাবসিলিউট গ্যারাণ্টি দিতে চাই যে আমরা তিন মাসের ক্রেডিট চেক দেব এবং cheque will be payable তাহলেই cheque will be good for payment. সে-ক্ষেত্রে Is there any change of loss? আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিবেদন করতে চাই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বর্ধমান জেলাকে select করেছে for intensive development of co-operative।

তারপর National co-operative development-এর আমি একজন সদস্য তাদের ২০ তারিখের মিটিং-এ আমি attend করেছিলাম, তাঁরা বলেছেন marketting finance develop করতে না পারলে এক্সপেন্সন ক্রেডিট হবে না। আমরা ২০ টাকা ফার্টিলাইজার দেব বাকী ৮০ টাকা ক্রেডিট দেব। এবং পরে সেই টাকা আদায় করে নেব। আমরা লোন ইন কাইন্ড এ্যান্ড লোন ইন ক্যাশ দেব—দুই সিস্টেম এ্যাডপ্ট করব। তাহলে আর কোন অসুবিধা থাকবে না। স্যার, আপনি জানেন যে, ফার্টিলাইজর ডিস্ট্রিবিউশন ব্যাপার নিয়ে কি রকম বার্গলিং হয় এবং যেভাবে চাষীকে দর দিতে হয় সেটা সকলেই জানেন। আজ বর্ধমানের ফার্টিলাইজার চা-বাগানে বিক্রী হচ্ছে। আর চাষীদের ১২, ১৪, ১৫ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। সুতরাং ডিস্ট্রিবিউশন এনসিউর করতে হলে কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে। তাহলে কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারবে। এবং ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিবিউশন-এর কাজ ভালভাবে চলবে। তারপরে চাষীদের যে সারপ্লাস ধান হবে তারা সেটা জমা দেবে।

লোন রিপেমেন্ট তাঁরা এই মার্কেটিং সোসাইটির মাধ্যমে করেন তাহলে আজকে সারপ্লাস প্রোডিউস মার্কেট আমাদের হাতে আসবে। কাজেই আজকে এক্সপানসন অফ ক্রেডিট বলছেন টাকা যদি ফেরৎ আসে—আমাদের ৭ কোটি টাকা সিলিং আছে আমি ইউটিলাইজ করেছি মাত্র আড়াই কোটি টাকা। অর্থাৎ সাড়ে চার কোটি টাকা ইউটিলাইজ করতে পারিনি, কারণ কোন ষ্ট্রাকচার নেই। অর্থাৎ মার্কেট ষ্ট্রাকচার বেশী ডেভালপ করেনি। মার্কেটিং গোডাউন হয়েছে, মার্কেটিং সোসাইটি হয়েছে। বাঙলা সরকার শেয়ার ক্যাপিটাল করেছেন যথেষ্ট, কিন্তু আমি বলছি শুধু শেয়ার ক্যাপিটাল কণ্ট্রিবিউট করলে হবে না। শেয়ার ক্যাপিটাল কণ্ট্রিবিউশন করলে হবে না, কাজ লোকে চায়—ফাংশান কি? ফার্টিলাইজার-এর কথা আমি বলছি। ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিবিউশন সম্বন্ধে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অত্যন্ত আবেদন জানাব যে একটা জেলা বর্ধমান যেটাকে সিলেক্ট করেছি, পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে আমাদের বর্ধমান জেলাকে যদি মনোপলি দেন তাহলে আমরা দেখাব বর্ধমান জেলায় দেওয়া হয় না। ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিবিউশন অন জেলায় আমরা চাই—সেই পরিচয় তাঁর কাছে আমরা দেব। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে যেখানে লং টার্ম ক্রেডিট- দীর্ঘমেয়াদী ঋণ-এর ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে প্রথমে যদি টাকার দরকার হয় তাহলে ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক নিজে টাকা দিয়ে মর্টগেজ সিকিউর করেন। মর্টগেজ সিকিওর-এর পরে অন দি বেসিস অফ দ্যাট মর্টগেজ ডিবেঞ্চার ফ্লোট করা হয় এবং সেই ডিবেঞ্চার ফ্লোট হয়ে টাকা আসে এবং যাঁরা এ্যাডভান্স করেন তাঁদের রি-পে করা হয়। অন্ধ্র, মাদ্রাজ, বম্বে প্রত্যেক রাজ্য সরকারই এ্যাড-ইন্টারিম ফাইন্যান্স দেন—কোন জায়গায় ৩৫ লাখ, ৪০ লাখ এবং ২০ লাখ—এক বছরের জন্য। অর্থাৎ যে সময় পর্যন্ত মর্টগেজ করবার জন্য টাকা দরকার হবে সেই ১৫/২০ লক্ষ টাকা এক বছরের জন্য এ্যাডভান্স করেন এবং সেই এ্যাডভান্স মর্টগেজ ক্রেডিট করার পর। সেই মর্টগেজ-এর জন্য বেসিস ডিবেঞ্চার করা হবে এবং সেই ডিবেঞ্চার-এর টাকা যখন আসবে তখন এই মর্টগেজ-এর লোন রি-পেমেন্ট দেওয়া হবে। আমাদের রাজ্য সরকার সর্বপ্রথমে দশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন এবং তার বুনিয়াদে এখানে মর্টগেজ তৈরী হয়েছে মর্টগেজ ডিবেঞ্চার হয়েছে। সম্প্রতি এ্যাড-ইণ্টারিম ফাইনান্স-এর অভাব হওয়ার কারণ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এ্যাড-ইণ্টারিম ফাইনান্স পেতে দেরী হয়। আমরা প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক থেকে ২ লক্ষ টাকা দিয়েছি এবং প্রয়োজন হলে আরও পাঁচ-সাত লাখ টাকা এ্যাডভান্স দেওয়া হবে কিন্তু তাতে অসুবিধা হবে এবং সুদের হার বেড়ে যাবে। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বলব যে অর্থ দপ্তর গ্যারাণ্টি চাওয়া বা ফাইল চাওয়াতে আঁতকে ওঠেন এবং তাঁরা ফাইল খুলে দেখেন না ডিবেঞ্চার ফ্লোট হলেই টাকা চলে আসবে, কিন্তু সেই ডিবেঞ্চার-এর ফাইল এখনও অর্থ-দপ্তরে পড়ে আছে কেন জানি না। এপ্রিল মাস থেকে চার মাস পর্যন্ত কোন ডিবেঞ্চার রিজার্ভ ব্যাংক মারফৎ আসবে না। প্রোপোজাল ডিবেঞ্চার যদি গ্যারাণ্টি দিয়ে দেন সেই ফাইল অনেক দি করতে পারব না। প্রোপোজাল ডিবেঞ্চার যদি গ্যারাণ্টি দিয়ে দেন সেই ফাইল অনেক দি ধরে যে কেন পড়ে আছে জানি না--তাহলে ইননিউমারেবুল ডিবেঞ্চার আমরা ফ্লোট করা

পারি তা না হলে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারব না। আমার সময় নেই—লালবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছেন--তা না হলে অনেক কিছু বলবার ছিল সেসব বলতে পারলাম না।

[6-10—6-20 p.m.]

Shri Ramanuj Halder :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকের আলোচনা প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, গত ৫০ বছর ধরে যদিও সমবায় সমিতির উন্নয়নের চেষ্টা চলছে কিন্তু সারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আমাদের পশ্চিম বাংলা এ ব্যাপারে কতখানি পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে তার কয়েকটা নজীর আপনার মাধ্যমে এই সভায় রাখতে চাই। প্রথম কথা হোল এমন পশ্চাৎপদ হয়ে থাকার মূল কারণ সরকারের তরফ থেকে সমবায় সম্বন্ধে কোন বলিষ্ঠ এবং সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা হয়নি এবং সরকার যে প্ল্যান করেন তাতে তাঁদের নৈতিক প্ল্যান অপেক্ষা 'ভৌতিক প্ল্যানের' দিকেই লক্ষ্য বেশী এবং এর ফলে লক্ষ্য করছি যে সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে আজ তা জনগণের সংশ্রব-মুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। এ পর্যন্ত সমবায় চালাবার যে পরিকল্পনা চলেছে তা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট থেকেই পাওয়া যায় যে, পশ্চিম বাংলার সমবায়ের অবস্থা এত শোচনীয় যে তাঁরা তাঁদের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে পারেনি এবং যে পরিমাণ কাজ করবার কথা তাতে তাঁরা যোগ্যতার অভাব এবং অনিপুণতার জন্য পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে। স্যার, সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির মারফৎ দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করে জীবনকে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে উন্নীত করা। শুধু তাই নয়, গতবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন টু ওয়ার্ক টুগেদার, কিন্তু আমি মনে করি শুধু একত্রে কাজ করাই নয়, সকলের কার্যশক্তি মিলিত করে সর্বশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্য লাভ করাই হবে সমবায়ের মূল নীতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের জনগণের মধ্যে যে প্রেরণা এবং উৎসাহ ছিল তা সরকরের ভ্রান্ত নীতির ফলে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এবং জনগণের মধ্যে সমবায়ের আর সাড়া পাওয়া যায় না। স্যার, দেশের জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধাপ্পা দিয়ে বলা হচ্ছে যে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হলেই তাতে নিম্ম স্তরের মানুষের কল্যাণ হয়। কিন্তু এটা বলা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা যায় না যে কয়েকজন ধনী শিল্পপতির আয় বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় আয় বাড়লেই তাতে সাধারণ মানুষের আয় বাড়ে। তারপর সমবায়ের মাধ্যমে দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির প্রতি যে দৃষ্টি রাখা হয় নি তার মূল কারণ হোল ব্যক্তি-স্বার্থ ব্যাহত হয় এই ভয় সরকারের আছে। এবং তার ফলেই অল্প ধনিক গোষ্ঠীর হাতে অর্থ কুক্ষিগত হয়ে তাঁদের প্রভাব বেশী দেখা যাচ্ছে। সুতরাং অধিকসংখ্যক জনসাধারণের কর্মশ্রম এবং কর্ম করবার ক্ষমতা যখন ধনীর অর্থের মধ্যে রূপকের মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন যদি সেটাকে ব্যাহত করে ব্যক্তিগত ব্যবসা ও শিল্পে যে পুঁজি চলছে তাকে বাধা দেওয়া না যায় তাহলে শুধু গুটিকতক সরকারী কর্মচারী এবং দরিদ্র জনসাধারণকে নিয়ে সমবায়ের কল্যাণ করা যাবে না।

তারপর আমি মনে করি ট্রেনিং দেওয়া দরকার এবং এ ব্যাপারে গত বারের বাজেটে দেখছি ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু এ বছরে কোন টাকা ধরা হয়নি কেন? তারপর আমি মনে করি গ্রামে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করবার সময় গ্রামের ধুরন্ধর এবং দলীয় স্বার্থের লোকেরা তার মধ্যে ঢোকে বলে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের কর্মক্ষমতা যেভাবে সমাজ উন্নয়নের কাজে ব্যাপৃত হতে পারত তা তাদের অপচেষ্টার ফলে পারছে না এবং তার ফলে এগুলো মুষ্টিমেয় লোকের হাতে থেকে যাচ্ছে। কাজেই আমি মনে করি ট্রেনিংপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের নিযুক্ত করে সমবায়ের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে যাতে এটা গ্রামে গ্রামে সুপ্রসারিত করা যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তা না হয়ে বরং তার উল্টো ব্যবস্থাই হচ্ছে। তারপর স্যার, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে সরকার একদিকে অসংখ্য দাসকে বল্গায় বেঁধে চাবুক মেরে ধনের রথ চালাবার মতলব নিয়েছেন আর অন্য দিকে জনসাধারণের কাছে এই বলে ধাপ্পা দিচ্ছেন যে এতেই তোমাদের মঙ্গল এবং উন্নতি হবে। যা হোক্, এবারে আমি সারা ভারতের সঙ্গে

তুলনামূলকভাবে হিসেব করে দেখাব যে কি অসহায় অবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলা দেশের সমবায় সমিতি তাদের কাজে অগ্রসর হচ্ছে। স্যার, আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, সমবায়ের মধ্যে পার থাউজেণ্ড পপুলেশনের যেখানে আমাকে ৭৫·৩১ এবং অন্যান্য প্রদেশে ৭৮·৭৪ সেখানে আমাদের এখানে মাত্র ৫৭·৫৪। শুধু তাই নয়, তাদের মেম্বারশিপ এবং সমিতির সংখ্যা যেখানে অন্যান্য প্রদেশে ২৬ হাজার সেখানে আমাদের এখানে মাত্র ১৯ হাজার, যেখানে ইউ. পি.তে ৬২ হাজার সেখানে আমাদের এখানে ১৯ হাজার। তারপর যেখানে গত বৎসর পশ্চিম বাংলা ১৬ লক্ষ ৭৮০ জন মেম্বার করেছে সেখানে অন্যান্য জায়গা তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী করেছে। যা হোক্, মৌলিক নীতির দিক থেকে প্রশ্ন হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে জনসাধারণের মধ্যে সমবায়ের নীতি সুপ্রসারিত না করবার মূল কারণ হচ্ছে তাঁরা মুষ্টিমেয় লোকের মাধ্যমে অর্থ পুঁজি রেখে দিয়ে জনসাধারণের কাছে বলছেন যে, এখনও পর্যন্ত সমবায় সমিতিগুলো সে নীতিতে চলছে তাতে অনেক রকমের ত্রুটি দেখা যায়। অধিকাংশ সমিতিগুলি লগ্নির কারবার একটুখানি লাভ দেখা গেছে মাত্র। সাধারণ মানুষ যারা অন্যের কাছ থেকে চড়া হারে সুদের টাকা নিয়ে কৃষি-ব্যবস্থা ও অন্যান্য শিল্পব্যবস্থা করত এখন তারা সমবায়ের মাধ্যমে কিছু পরিমাণে সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু আমরা জানি সারা পশ্চিম বাংলায় বেসরকারী ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৭৩ পার্সেণ্ট। সরকার এখন পর্যন্ত এর কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। যারা বেসরকারী ব্যবসায়ী তারা অসম্ভব সুদের হার বাড়িয়েছে—যত টাকা নেওয়া হবে দৈনিক তত পয়সা সুদ দিতে হবে। যদি একশো টাকা নেওয়া হয় তাহলে দৈনিক একশো পয়সা সুদ দিতে হবে। মাননীয় তারাপদবাবু যে-কথা বললেন যে প্রাদেশিক ব্যাংকগুলির উপর এমন কতকগুলি নিয়ম করা হয়েছে যে তারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারে না। তাদের যদি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার সুযোগ না থাকে তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রভিন্সিয়াল ব্যাংকগুলি রাখার সার্থকতা কি আছে? প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক-গুলির উপর বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির উপর চড়া হারে সুদ গ্রহণ করে নিয়ে তারা বেঁচে থাকবে এটা কি একটা সমবায় উন্নয়নের উদ্দেশ্য? যদি তাদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক রাখার কোন সার্থকতা নেই। আমি মনে করি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক না রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির উপর সরাসরি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অল্প হারে সুদ নিয়ে সমবায় সমিতিগুলিকে সম্প্রসারিত করবার সুযোগ দেওয়া যথেষ্ট ভাল। তাছাড় সমবায় সমিতিগুলিকে যে প্রাইমারি ঋণ দিয়ে থাকেন তা অত্যন্ত অসময়ে দেন। আর একট জিনিস, যে উদ্দেশ্যের জন্য এই টাকা ব্যয় করছেন সেই উদ্দেশ্যে টাকা কোন রকম কাজে লাগে না। আমি বলতে পারি ৫ পার্সেণ্ট টাকা সেই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় না। ফার্টিলাইজার কেনবার জন্য হোক, কৃষির উন্নতির জন্য হোক, শিল্পের উন্নতির জন্য হোক যে ঋণ আপনারা দিচ্ছেন ত যথার্থ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হচ্ছে না। কারণ, সাধারণ মানুষ দরিদ্র, তাদের আর্থিক অবস্থা এমন ভাবে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে যে তারা টাকাটা ঐ কাজে না লাগিয়ে পেটে খাবার জন ব্যয় করে ফেলছে। আর আমাদের মন্ত্রীরা দূরে থেকে গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে দিয়ে তাদে কাছে নানা রকম প্রচার করছেন। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে পরিমাণ টাকা কৃষি লোন, সারের জন্য দেওয়া হয়, প্রায় সবটাই অসময়ে দেওয়া হয়। ফলে কৃষককে চড়া সুদে বজার থেকে টাকা সংগ্রহ করে ব্যয় করতে হয় এবং যখন নতুন ফসল উঠে তখন সেই ফসল নাম মাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিয়ে তাদের এই ঋণ চড়া সুদ সহ পরিশোধ করতে হয়। সেজন্য আ মনে করি কৃষককে দীর্ঘ-মেয়াদী এবং মধ্য-মেয়াদী ঋণ দেওয়া প্রয়োজন এবং লক্ষ্য করা দরকা যে অন্ততঃ অর্ধেক পরিমাণ টাকা সার ও কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য দিলে আর বাকি অর্ধে টাকা সমিতিগুলিকে দেওয়া হবে। সমবায় সমিতিগুলিকে বর্তমানে আড়াই শো টাকা দেও হয়। এই ঋণ চাষের পক্ষে উপযুক্ত নয়, এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা দরকার। আমি মনে ক অন্ততঃ ৫ শো টাকা করা দরকার। যে সমস্ত কারবারনামা করবার জন্য আইন রেখেছে সেই কারবারনামায় জনসাধারণের যথেষ্ট অসুবিধা হয়। কারবারনামায় রেজিষ্ট্রিকরণ কেন এটা মাত্র তমলুকের মাধ্যমে করা যেতে পারে। সুতরাং জনসাধারণের যদি কল্যাণ করতে হ

তাহলে আমার মনে হয় তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা দরকার, জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা দরকার। কিন্তু যাঁরা সমবায় পরিচালনা করেন তাঁরা দলীয় স্বার্থের সুযোগ নিয়ে এমন বিভ্রান্ত অবস্থার সৃষ্টি করেন যে সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত সাধারণভাবে যাদের মনের ইচ্ছা অন্য দিকে থাকলেও সেই দলীয় স্বার্থকে পুষ্ট করবার জন্য প্রচেষ্টা করে থাকে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হচ্ছে গত ১৬. ৮. ৬০ তারিখে ২৪-পরগণায় সমবায় ইউনিয়ন তৈরী করবার জন্য যখন প্রমিনেণ্ট কো-অপারেটর্সদের আহ্বান করা হয় তখন বেছে বেছে কংগ্রেস কর্মীদের, যাঁরা কোনকালে কো-অপারেটিভের সঙ্গে জড়িত নয়, তাঁদের আহ্বান করে কন্ফারেন্স করা হল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তারাপদবাবু যিনি সমবায় সম্পর্কে উৎসাহী অন্ততঃ প্রচার করে বেড়ান, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নি এবং ঊর্ধ্বতম দলীয় স্বার্থের খাতিরে এই সমস্ত লোকদের নিয়ে ইউনিয়ন গঠন করার জন্য প্রচেষ্টা করেছেন।

[6-20—6-30 p.m.]

আমার প্রশ্ন হচ্ছে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে না উঠলে কখনও আমাদের দেশের জনসাধারণের মঙ্গল সমবায়ের মাধ্যমে হতে পারে না। জনসাধারণের কর্মদক্ষতাকে উন্নীত করার প্রচেষ্টা যদি না থাকে তাহলে দেশের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা কখনও উন্নীত হবে না। বর্তমানে যে অবস্থা আছে, সেই অবস্থায় তার প্রচেষ্টা কখনও চলতে পারে না। যে ধনী লোক সে ধনী থেকে যাবে এবং যে দরিদ্র সে দরিদ্র থেকে যাবে। সেজন্য আমি কতকগুলি প্রশ্ন করতে চাই—ডাইরেক্ট রিক্রুটমেণ্ট আর প্রমোশনে কি রকম তফাৎ দেখুন। কতকগুলি সুপারভাইজারকে প্রমোশন দিয়ে অডিটরে উন্নীত করা হয়, কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁদের কার্য শেষ হয়ে যাবার পর—কাজের সময় কাজি, তার কাজ ফুরালে যা হয়, সেই হয়েছে—তাঁদের রিভার্ট করে নীচে নামিয়ে দেন। ডাইরেক্ট রিক্রুট এবং প্রমোটিদের বেতন সমান হলেও এ'দের পেন্সন পাবার সুযোগ নাই এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এ'দের রিভার্ট করা হয়। আরো অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এই সমস্ত কর্মচারীরা যাঁরা অডিট করেন তাঁরা আবার পাট সংগ্রহ করেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ লেখাপড়া জানে না। এই সমস্ত সুপারভাইজাররা টাকা আদায় করছেন, আবার অডিটরস্বরূপ কাজ করছেন—এর মধ্যে দুর্নীতি থাকলে গাঁয়ের জনসাধারণের সাধারণভাবে ঠকে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। আর একটা অসুবিধা হচ্ছে যাঁরা গাঁয়ে-গাঁয়ে কাজ করেন—এমন কোন সমবায় প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে সরকারের নিযুক্ত কর্মচারী অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের থাকা-খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। কতকগুলি জিনিস আমরা দেখতে পাই, সরকারী নীতির অভাব, বিনা-বেতনের কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালন ব্যবস্থা, কর্মচারীদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং টাকা যে পরিমাণ বরাদ্দ করা হচ্ছে সেটা নিতান্ত প্রহসনব্যঞ্জক এবং এত অল্প টাকা দিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে জনসাধারণের উন্নতি করা সম্ভব হবে না। কাজেই এর জন্য আরো বেশী পরিমাণে টাকা বরাদ্দ করার প্রয়োজন আছে। অর্থের অভাব, অসময়ে ঋণ দান, জনগণের অশিক্ষা, শুধু সরকারী ব্যবস্থার অভাব এবং মন্থর গতি—এর অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। তার উপর সমবায়ের কোন প্রচার-ব্যবস্থা নেই—সরকারী এবং বেসরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব রয়েছে। ছোট ছোট সোসাইটিগুলি যেখানে আছে সেখানে লার্জার বাজার অসুবিধা আছে। সমবায়ের মধ্যে যে দুর্নীতি নানাভাবে প্রসার পাচ্ছে, সরকারের মতলব নেই তাকে দূর করে একটা সুপরিচ্ছন্ন নীতির মাধ্যমে সমবায়ের সম্প্রসারণ করার। সেজন্য স্যার, বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এর অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা দেখে আমি এর প্রতিবাদ করছি। কাজেই, হয় বহুল পরিমাণ টাকা এর জন্য বৃদ্ধি করা হোক, না হয় এই সমবায় খাত বরবাদ করে দেয়া হোক।

Shri Ajit Kumar Ganguli:

স্যার, এখানে অনেক আলোচনা হল। এখানে তারাপদবাবু যে কথা বলেছেন আমি মনে

করি ও'র কথাটা ঠিক ফার্টিলাইজার সম্বন্ধে. তবে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বলি তিনি বর্ধমানের কথা বলেছেন. কিন্তু তিনি বোধহয় জানেন যে ২৪-পরগণা জেলা একটা প্রকাণ্ড জেলা এবং এখানেও বহু সমিতি আছে—সে সম্বন্ধে তাঁকে একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি আপনার মাধ্যমে ডাঃ রায়ের কাছে গোটাকতক কথা বলতে চাই। বক্তৃতার সময় তিনি অনেক ইমপ্রুভমেণ্টের কথা বলেছেন। উনি ডাক্তার, এটা তাঁর বোঝা উচিত যে শুধু সংখ্যায় উপর ইমপ্রুভমেণ্ট নির্ভর করে না। বাংলা দেশে যে সমস্ত সমবায় দেখেছেন তিনি উত্তর দেবার সময় বলবেন যে ক'টা সমবায় সেলফ্-সাফিসিয়েন্ট রয়েছে. তাঁদের স্বাস্থ্য হচ্ছে না। কতগুলি সমবায়? কত সভ্য হয়েছে? সেগুলি আপনি বলুন। না বললে উত্তর হবে না। আপনার বলা উচিত। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলছি, এটা আমার কথা নয়। থার্ড এ্যানুয়েল কো-অপারেটিভ কংগ্রেস-এ কে. ডি. মালব্য একটি কথা বলেছিলেন, সেটা বলে দিই

It was not thought or conceived of as a popular movement but as an official policy—in the policy official attitude was more in evidence.

এই হচ্ছে কথা। আপনাদের অফিসিয়ালডমের বাইরে আপনারা যেতে পারছেন না। তা না হলে হতে পারতো। তিনি আরো বলেছেন—

Britishers have gone but the legacy of their methods still binds us. Instead of making the movement free from official control such control is being intensified today.

আমি একথা বলছি কেন? স্পীকার মহাশয়, আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, আউট-লুক এই সরকারী কর্মচারীদের। কো-অপারেটিভ-এর ডাঃ রায়কেও স্মরণ করতে বলি। কো-অপারেটিভ প্রাইভেট বডি বলে আমরা মনে করি না। It is not at all a private body কেন? It is not a social body. তবু আমি বুঝতে পারছি না কেন সরকারী কর্মচারীরা সব সময় সেটা আগলে বসে আছেন? টাকাটা যেন গভর্নমেণ্টের টাকা! এ গভর্নমেণ্টের টাকা নয় তার শেয়ারের against-এ টাকা নেয়, এটা প্রাইভেট বডির লোন নয়। তাদের এ্যাটিচিউড জন্য বাংলা দেশের লোক মনে করেন তাঁরা ব্যাঙ্ক-লোন্ নিচ্ছেন। It it no loan—It is a Bank. সেদিকে যদি না যান, তাহলে কি ঘটে? ডাঃ রায়কে মনে করতে বলি যখন বন্যা হয়েছিল, তিনিও জানেন, তখন একজন কর্মচারী কৃতিত্ব দেখাবার জন্য বন্যা-পীড়িত সাতাশে গ্রামে গরু ধরতে লাগলো—টাকা দেয়নি বলে। তিনি বললেন, দেখে নিচ্ছি কিভাবে টাকা আদায় করতে হয়? কৃষকদের কাছে গরু তাদের সন্তান-তুল্য। সেই গরু যদি কেউ ধরে আনতে যায় তারা আকুল হয়ে পড়ে। জমিজমা বেচে টাকা দেয়। কর্মচারীরা প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে কে কতখানি টাকা আদায় করতে পারে। এর মূল কথা তাঁকে স্মরণ করতে বলি। এর মূলে আছে সেন্স অফ সিকিউরিটি। এটা তারা চায়। গভর্নমেণ্ট টাকা দেন। তাই বলে কি তাঁর মাথা কিনতে চান। আমাদের নিশ্চয়তা কোথায় যেখানে টাকা পাব? এই সেন্স অফ সিকিউরিটি গভর্নমেণ্টের দিক থেকে না হলে কিছু হতে পারে না। এই জিনিসের জন্য জমির ব্যবস্থা —আপনারা বলবেন আছে। তাদের জমি নাই—আছে দেড়শত টাকা পর্যন্ত। জামীন ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, আপনারা মিউনিসিপ্যালিটিকে টাকা দেন না এডুকেশনাল ইন্সটিটিউশনকে টাকা দেন না? কোথায় জামীনের ব্যবস্থা? তা সোশ্যাল বডি ইউনিভার্সিটিকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেন, এডুকেশনাল ইন্সটিটিউশনকে টাকা দেন। সেখানে জামীন দরকার নাই। আর এগুলি গ্রামের কৃষক হয়েছে বলে? সোশ্যাল স্ট্যাটাস নাই বলে? এ জিনিষ আপনার মাধ্যমে এই হাউসে রাখতে চাই। গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত একটা ব্যবস্থা এ'রা করেছেন। সেটা হচ্ছে ইংরেজ আমলের লেগাসী এই নমিনেশন তুলে দিয়েছেন ঠিক কিন্তু পেছন দরজা দিয়ে আর একটা নমিশেনের ব্যবস্থা করেছেন। আপনি জানেন—এরা আবার একটা শেয়ার কেনেন, সরকার থেকে শেয়ার কেনা হয় বলে তাঁদের লোক ওখানে তাঁরা রাখবেন তারাপদবাবুকে বলি, আমাদের ২৪-পরগণা জেলায় ডাঃ জীবনরতন ধর, যিনি কো-অপারেটিভ-এর কিছুই জানেন না, তাঁকে এর মধ্যে রাখা হয়েছে। রামানুজবাবু বললেন—তাঁদের দলের স্বার্থে

জন্য। এই যে পদ্ধতি তাঁরা নিচ্ছেন, তার জন্য গভর্নমেণ্ট রিপ্রেজেণ্টেটিভ রাখছেন ঐ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে আছে, মার্কেটিং কো-অপারেটিভ-এ আছে। ডাঃ রায় এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করে উঠতে পারছেন না। যাঁরা কো-অপারেশন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, এমন লোক এর মধ্যে দিয়ে যদি কো-অপারেটিভগুলিকে দলীয় প্রাধান্যের ব্যাপারে আনতে চান, তাহলে ঐ কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট-এর কোন ব্যবস্থা হতে পারে না। সেই সাথে সরকারী কর্মচারীদেরও কাজে লাগাচ্ছেন। বাগদার বি. ডি. ও. তিনি কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে সাব-ডিভিশনের মধ্যে পরীক্ষায় ভাল নম্বর করেছেন যে ব্যাঙ্ক, ফার্স্ট, সেকেণ্ড হয়েছে, সেটা তিনি কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থে ভাঙবার চেষ্টা করছেন। এইভাবে কো-অপারেশন গ্রো করান যাবে না। যদি কো-অপারেশন-কে গ্রো করাতে চান, তাহলে এই পথে সেটা করতে হবে, সে সম্বন্ধে আমি একটা কথা বলে দেই; একটা সাজেশন আমি দিচ্ছি—প্রথম যারা নিয়মিতভাবে কাজ করে, তাদের সিকিউরিটিকে তুলে দিন; যারা এগিয়ে যেতে চাচ্ছে, তাদের আজকে আরো প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করবে এটা আমি আশা করি।

[6-30—6-40 p.m.]

Shri Ledu Majhi :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সমবায় কথাটির মধ্যে শুধু সমবেত প্রচেষ্টার কথায় রয়েছে তা নয়। এর মধ্যে উন্নততর জীবনযাত্রার কথা নিহিত রয়েছে। ঈর্ষামূলক প্রতিযোগিতা, অপরের ক্ষতি করে স্বার্থসাধন, কল্যাণপ্রদ সহযোগিতার মূল্যবোধে অক্ষমতা প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি সমবায়ের শত্রু। এর বিপরীত মনোভাবগুলির ভিত্তিতেই একমাত্র সমবায় গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু দুঃখের কথা, সরকারী প্রচেষ্টায় যে সমবায় গড়ে উঠছে তা সমবায়ের বিপরীতধর্মী মনোবৃত্তিগুলিকেই আলোড়িত করে তুলছে। একটা কথা আমরা সকলেই গৌরবের সঙ্গে বলে থাকি—সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা সবার তরে। কিন্তু কংগ্রেসী রাজনীতি তথা সমবায় নীতি সকলের তরে নয়। যারা কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতির দূষিত চক্রের সহায়ক হতে পারবে তাদেরই জন্যে সমবায়ের কলাকৌশলের বহু পথ। সরকারী সহায়তা ও ভার গঠনের মধ্যবিন্দুকে আশ্রয় করে জনতার স্বাবলম্বন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি গড়ে উঠবে—এই হচ্ছে সমবায়ের আসল লক্ষ্য। কিন্তু আজ সরকারী কর্তৃত্বাধীনে এই সমবায়গুলিকে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের তাঁবেদার বাহিনী করে তোলা হচ্ছে। সমবায় কর্মধারাকে দ্রুত ছাড়িয়ে দেবারও কোনো লক্ষণ আজ নেই। জনগণের মধ্যে সমবায়ের দৃষ্টি ও কর্মধারা জাগ্রত না করে সমবায়ের নামে তাদের যে ঋণ প্রভৃতি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, তাতে তারা পরিণামে আরো বিপন্নই হচ্ছে। এ সবের বহু দৃষ্টান্তের অভাব কিছু নেই। সমবায়ের নামে এই সব অন্তরায় যে ঘটছে তার জন্যে সরকার বিচলিত হবেন না জানি। কারণ তাঁদের সব কর্মের মূলেই দলগত রাজনীতি।

Dr. Narayan Chandra Roy :

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমার মূল বক্তব্য আমি আমার ৯ নম্বর কাট মোশান-এর মারফৎ রেখেছি। আমার এখানে বলবার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, অজ দেশ জুড়ে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চায়। তাদের বিভিন্ন রকমের দাবী-দাওয়া নিয়ে। বিভিন্ন রকমের কাজের সুযোগ-সুবিধা তারা সকলে পেতে চায়। কিন্তু তার ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে নেই, পাবলিক-এর তরফ থেকেও নেই। সেটাকে রূপায়িত করবার মত ইভালিউশন বা নীতির পদ্ধতি আদৌ হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমার বক্তব্য একটা বিশেষ স্তরের উপর রাখবো। যে স্তরের কথা আমি গত কয়েক বছর ধরে বলে আসছি—যে সমস্ত মানুষকে মাছ ধরতে হয়, জুতা তৈরী করতে হয়, কোন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এগ্রিকালচারাল-এর ভাঙ্গা মানুষ, যাদের মূলধন নেই, যাদের শিক্ষা নেই, সংগঠন নেই, অথচ তাদের কাজের উপর সংসার চলে, এবং তাদের দ্বারা দশের প্রতিপালন হয়ে থাকে, এই সব মানুষের কথা আমি ভাবছি, এবং তাদের কথা জানতে চাচ্ছি। এই সমস্ত মানুষের সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের বাঁচবার মত, রুটিরোজগারের একটা রাস্তা আছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু তাদের গণ্ডি এত কম,

তদের শিক্ষা এত নীচু তাদের রিসোর্সেস ও জ্ঞান এত কম যে তাদের রেভিনিউ দিয়ে তাদের যে মার্জিন থাকে, তাতে তাদের এত বড় সংসার চলতে পারে বলে আমি মনে করি না।

একজন মানুষ একটা কাজ করে মুচি হিসাবে কিংবা অন্য কোন Artisan হিসাবে কিন্তু একত্র হওয়ার সংগে তার অফিস চাই, কারখানা চাই, তার ম্যানেজমেণ্ট এবং অডিট ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন এসে পড়ে। এবং এ সমস্তই ভারস্বরূপ সেই সংগঠনের উপরে যেয়ে পড়ে। সরকার যদি মনে করেন এদের দাঁড় করিয়ে দেবেন তাহলে এ সম্বন্ধে একটা আর্থিক নীতি ঠিক করুন। শুধু এদের ব্যবসায়ী হিসাবে ভাবলে ঠিক হবে না। একজন বক্তা বলে গেলেন যে সাধারণ ব্যবসায়ী ছাড়াও মানুষ তৈরীর কথা ভাবুন। মনে করুন একটা আর্টেশন মাইন্ড-এর মানুষ এবং তার ভাংগা-গড়া। নূতন যুগে সে চলে এসেছে। যেমন করে ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট দেয়, গঠনমূলক টাকা দেয়, তেমনিভাবে মানুষ গড়ে তুলতে হবে। সেখানে ২% হিসাবে অমুক তারিখের মধ্যে দিতে হবে—এই মনোভাব নিলে ভুল হবে। আমি আপনার সামনে একটা কংক্রীট উদাহরণ রাখছি। ধরুন এতগুলি টাকা হিসাব করে দিলেন যে তিন মাসের মধ্যে এত জিনিষ তৈরী করে বিক্রী করে এত টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। ধরে নিলাম তার জন্য কো-অপারেটিভ হবে, কারখানা হবে, কিন্তু এমি কেউ করতে পেরেছে যে, সরকারের কাছ থেকে যা নিল তা তিন মাসের মধ্যে কিংবা বিশেষ সময়ের মধ্যে নিখুঁতভাবে সরকারের কাছে শোধ দেবে? ৬½% হিসাবে শোধ দেবে বটে কিন্তু আপনারা তো শুধু কমার্শিয়াল কনসার্ন গড়ছেন না, মানুষও গড়ছেন, কাজেই যেভাবে করছেন তাতে উদ্দেশ্য তো সফল হবে না! কাজের মানুষ যে কথা কইতে পারে কম, কাজ করতে পারে বেশী, তারা সাহায্য চাইছে, তাদের তা না দিয়ে কেবল বক্তৃতা দিলাম, সমবায়ের কথা বললাম, সমালোচনা করলাম, এতে কি হবে। সত্য সত্যই মানুষ কি চায় ভিক্ষা? তারা একটা জিনিষ গড়ে তুলতে চায়, যারা মৎস্যজীবী তারা কো-অপারেটিভ করে সমস্যা সমাধান করতে চায়, যারা অন্য কাজ করে তারা কারখানা করতে চায় ছোট ছোট মানুষ ছোট কারখানা গড়ে তুলতে চায় সেখানে Administrative expenditure, Technical expenditure, Banking Laws তা যদি আপনারা না করে দেন তাহলে মনে করবো আপনারা এই মানুষদের কিছু দিনের জন্য মুখবন্ধ করে দেবেন, তাতে সমবায় করা হবে না, মানুষ গড়া হবে না। এ সম্বন্ধে আপনাদের নীতি পূর্ণ বিবেচনা করুন যাতে সমস্যার সুরাহা হয়। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি, আশা করি আমার বক্তব্যের জবাব আমি পাব।

[6-40—6-50 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, there is no doubt that whenever a proposition of this character comes before the House, there are some people who think only in one line and try to find out the defects in the scheme. There are others who try to give a concrete shape and suggest improvements of the scheme. Therefore, there is bound to be difference of opinion whenever a question of this character is considered. Let us admit freely that our co-operative movement was practically non-existent before the Partition. Other States were fortunate; they had the opportunity of having a democratic system of government in 1937-38 up to 1939.

It must not be forgotten that up to 15th August, 1947, it was under the control of an organisation which did not, to my mind, do sufficient justice in obtaining the co-operation of everyone in the matter of administration of the State. Sir, it is truism to say that, after all, co-operation is the fundamental process of human existence. If you look at the different organs of the human body and if you look at different problems in the world, you will find that there has been co-operation

according to some rules amongst each other. Therefore, it took a little time for us to realise that, apart from the other effects of co-operation so far as economy is concerned, the fundamental nature of our development in this country in future must be through a type of cooperative —whether co-operative be of the type that you are suggesting or the cooperative be of the type which is suggested by other friends here. That is a matter which can be decided as you go along. But before I expatiate on that particular aspect I want to answer to certain points that have been raised in the course of the debate. Shri Ramanuj Halder said that the membership of the cooperative is given on party line. I believe he is a member of the Central Fishery Cooperative. He does not belong to the Congress Party. Mr. Bankim Mukherjee is a member of the Central Fishery Co-operative. He does not belong to the Congress Party. It is true and I do not deny the fact that we have thought of putting in men on whom we can rely. That is the whole question. It is a question of who are administering the State at a particular moment, i.e. an organisation through which that administration is going to achieve its end.

Sir, there are one or two points which have been raised in the course of the discussion and that I might clear up. The question of agricultural income-tax has been raised. A bill has been prepared, the summary of which I have seen. It requires a little further consideration before it is put into action. Then the question of having a change in the Co-operative Act, 1940, is also to be put to a committee consisting of several members, officials and non-officials, and their final draft is ready, and as soon as that is decided upon, it will be placed before the House. Sir, one particular gentleman said that no arrangements have been made for giving yarns to our weavers. He says—"I do not know what has happened to the spinning mill". I can give him the information that I am going to open a spinning mill on the 31st of March, i.e., a few days hence. I think that the quantity of yarn produced will meet 25 per cent. of the needs of the weavers without their having to import yarn from the South. I do agree with him that our weavers should be made more or less independent of supplies and I may inform him that in the Third Five-Year Plan there is a scheme for another two spinning mills having sufficient number of spindles. If these mills come into operation, we shall be able to supply 62 per cent. of our needs, i.e., so far as the weavers are concerned.

Sir, a question has been raised—I think Shri Ajit Ganguli and Dr Narayan Roy raised it—that why should you depend upon banking rules in the matter of giving credit to the co-operatives and don't get upset about giving them loans as you are doing so far as the Corporation and the University are concerned. I can only say that the examples given are not at all comparable. The Corporation and the University work under statutes passed by the House and therefore they have got a composition, a method of approach, a methodical system of administration which we cannot say every co-operative possesses. It is true that they

are registred under the Co-operative Act but that does not give their activities the same security as a university or a corporation. After all, it is all very well for my friends to say 'why not give them the loan?' But if the loan is not repaid, it is they who will come forward and say 'why did you lose so much money?' What answer have I got to give them? Sir, probably my friends know that the present rules for giving credit to co-operatives have been relaxed to a great extent. Seventy-five per cent., of the loan is given without depending upon security in the case of smaller advances. But the point is that if I am to run the administration. if that particular administration is to be responsible to the legislature for the proper utilisation of the money which is realised from the people—it is not my grandfather's money—then every pie that is spent has got to be properly assessed and it has to be seen as to whether there is a realisable condition or not. I quite see that it is possible to find difficulty sometimes with regard to utilisation of the fund if too much emphasis is put upon security. In order to avoid that we have been trying to introduce both in the agricultural and the non-agricultural sectors producers' co-operatives. It is perfectly true that the ordinary producer has not got the money to be able to buy the raw materials at a particular price or at a cheap price and also to hold out the finished goods so that he can sell them at the proper time and at the proper value. The result is that the average cultivator or the average industrialist, when he takes the money and goes to buy raw materials, can buy only a small quantity because he may have to pay a high price. On the other hand, he may have to sell his finished goods at a lower price because he cannot hold the finished goods for a long time as he has to meet his needs. Therefore the present conception of the Governmentt is that we are trying to fit this process in the future system of working of the co-operatives, namely, that there should be for every type of industry or agriculture one group of people who will form a co-operative called the producers' co-operative. Tagged on to that co-operative will be a marketing service co-operative the duty of which would be on the one hand to supply raw materials at a particular price, at as cheap a price as possible, to collect raw materials including, in the case of agriculturists, fertilisers, seeds, manures, implements and so on and so forth and also on the other hand they will take away from the producers the finished goods or the paddy when it is grown in order that they may be kept in a godown to be sold at the proper time at a proper price. The service and marketing co-operative, such as we visualise, is one for which the Government will be prepared to find money so that the purchases may be made in bulk and the marketable goods may be sold in bulk. The service and marketing society will be a small body attached to the producers' co-operative. Its composition should be—the number will depend upon the type of work that is being done —2, 3 or 4 members representing the Government, 3 or 4 members of those who invest in that co-operative society and the rest will be the representatives of the producers' co-operative. As the producer is beginning to work, his wages will be paid by the service and marketing

society—the society will advance the wages and the value of the raw materials used and the wages advanced will be deducted from the price that will be paid for the finished goods. This will relieve the producer from any anxiety so far as getting raw materials or sale of the marketable goods are concerned.

[6-50—7-3 p.m.]

It is also suggested that in case the Government is to buy shares for the service and marketing society the rule should be that the members of the Government thereof will not have any vote so far as working of that society is concerned. It may or may not be so. For, the money will be given in the form of a loan. It will be the duty of the service and marketting society to place any profit or any excess of the transactions into the funds of the producers' co-operative until the time comes when the original advance made to the society will be more or less paid by the profits made. In that case the Government members will have to receive the money. Then the whole thing becomes the property or activity of the society itself. This is the procedure which we desire to follow. As I have mentioned in my speech that in case of Udaya Villa we are trying to have a non-agricultural society, similarly we are trying to have a society for agricultural crops.

My friend Shri Tarapada Choudhuri was very excited about the Burdwan Co-operative Bank and said why it should not be given the right to take the monopoly of all fertilisers that will be supplied. I understand it is a very rich Bank. What I say is this. The whole approach should be that the producers' co-operative society should not be burdened with the idea of getting raw materials on the one hand and keeping the finished goods on the other for sale at a price which will be an economic one. The idea is to ensure the agency for the supply of fertiliser on the one hand and raw materials on the other. The details may be worked out afterwards. If Shri Tarapada Choudhuri finds any difficulty, he has only to represent to the Government department and I am perfectly sure that they will be able to give proper reply to the suggestion he has got to make.

Sir, Dr. Narayan Roy has said that the service-cum-marketing societies should be given adequate help. I entirely agree with him.

The next point is about the Producers' Co-operative. Sir, they are very simple people, they can do a lot of work. But they have neither the capacity nor the ability to have that technical knowledge which is required for the production of particular goods they they are producing now. Therefore, this type of help will have to be given through the service of the marketing societies. All I can say is, as I said in the beginning, that we had no characteristic shape of our Co-operative Movement in Bengal until recently. It has gradually been evolved. As you know, there are different types of people in different places. Pandit Malavyia is of one mind. He says that if the Government is linked up with any particular society then that society would be sub-

ordinate to the Government. I do not agree with him. On the other hand, my feeling is that if in a village area or in any outlaying place there is a society in which even the Government members may not be given a very large sum this is due to the fact that Government has invested in that society five rupees or ten rupees for the improvement of the status of that society. After all, 'co-operative society' means an organisation in which people will have that confidence without which it cannot grow. Therefore, in order to create confidence it may be necessary, in some cases, to have some links with the Government for the time being. I realise also that Government should not have any overriding voice in the Co-operative Movement, because in that case it may kill the Movement. At the same time, without being aggressive, without forcing the members of Co-operative Societies to a particular point of view—because that point of view happens to be the Government point of view—there is a good room for co-operation even between the Government officers and the men in the locality who are members of the co-operative societies.

Sir, with these words, opposing all the cut motions, I suggest that my motion be accepted by the House.

Mr. Speaker: Except cut motion No. 12, on which division has been asked for, I put all the other cut motions to vote.

(The motions were then put and lost)

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Roy that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chandra Roy that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Choudhury that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Brindabon Behari Bose that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Majhi that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri S. A. Farooquie that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No. 26, Major head "42-Co-operation" bereduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 67,62,000 for expenditure under Grant No 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :--

NOES 114

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerji, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan

Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherjee, Shrhi Pijush Kanti
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Patel, Shri R. E.
Permantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Zai-ul-Huque, Shri Md.

AYES 38

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghoshal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur

Jha, Shri Benarashi Prosad
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhushan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Saroj

The Ayes being 38 and the Noes 114 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 67,62,000 be granted for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" was then put and agreed to.

ADJOURNMENT.

The House was then adjourned at 7-3 P.M. till 9 A.M. on Friday, the 17th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXIX—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-ninth Session

(February—March, 1961)

(From 1st March to 21st March, 1961.)

PART 14 13

17th March, 1961.

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly

Price—Rs. 1·32 ; English 2s. per copy

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 17th March, 1961, at 9 a.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 12 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 189 Members.

[9—9-10 a.m.]

APPENDIX

NON-OFFICIAL RESOLUTION.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move

that in view of the fact that the Government has failed to solve the basic minimum needs of bustee-dwellers in respect of supply and service of sanitation, communication, water and electricity;

that even the meagre amount allocated for the construction of houses for alternative accommodation of bustee-dwellers as a measure to clear the bustees could not be properly spent by the Government;

that construction of houses in a large number for giving some relief in the matter of housing accommodation and rent to tenants belonging to low and middle income groups has not been seriously undertaken by the Government;

that several thousands of applications for house-building loans under middle class housing scheme still remain unattended to by the Government;

that the Government has done practically nothing to improve the transport facilities in and around the city of Calcutta;

and further in consideration of the fact that the State of West Bengal suffers from chronic and acute shortage of food almost every year for which it is not generally desirable to decrease the area of land under cultivation to further accentuation of food problem;

that the acquisition of large area of agricultural land for building new township will throw the cultivators off from the means of their livelihood and thereby intensify the already serious unemployment problem prevailing at present;

that the township scheme by the Government in general and the Kalyani scheme in particular, notwithstanding drainage of huge amount of public money and tremendous publicity car-

ried on by the Government to attract people to the scheme, has proved wrong and unpopular;

that the proposed township scheme of New Calcutta is fraught with the dangerous possibility of making more than 140 thousand residents of the area, mostly poor and middle class Bengalees, homeless;

that it will be impossible for the sons and daughters of the soil of West Bengal belonging to low and middle income groups to purchase plots of land at the proposed New Calcutta Township Scheme at the prescribed price of Rs. 2,000 per cottah;

This Assembly urges upon the Government—

(a) to drop the idea of acquiring 55,000 acres of agricultural land in Bishnupur, Behala, Maheshtola and Budge Budge police-stations in the district of 24-Parganas for the purpose of establishing the said New Calcutta Township there, and

(b) to divert the entire amount to be allocated for implementation of the said New Calcutta Township Scheme for expenditure under the following schemes, viz.:—

(i) to provide the bustee-dwellers with the primary facilities of sanitation, communication, electricity, water, etc.;

(ii) to give the necessary amount of house-building loans immediately to persons belonging to low and middle income groups and applying for the same on easy terms of repayment;

(iii) to construct houses in a large number for residental purpose of persons belonging to low and middle income groups at cheap rents;

(iv) to improve the transport facilities by constructing Circular Railways around the city of Calcutta and increasing the number of State Transport Buses on roads; and

(v) to lessen the congestion in traffic at peak hours of the day by diversification of office-hours.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি প্রস্তাবিত নিউ ক্যালকাটা স্কীম সম্পর্কে আমার প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। প্রস্তাব আব এখন পড়তে চাই না। ও প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ধীরে ধীরে আমি আলোচনা করতে চাই। এই প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব তিনটি এসেছে।

শঙ্করদাস বাবু যে সংশোধন প্রস্তাব দিয়েছেন, তাকে আর সংশোধন প্রস্তাব বলা উচিত নয়, ওকে একটা সাবসটিটিউট রেজ্যুলেশন বলাই ভাল। কারণ মূল প্রস্তাবের একটি কথাও ঐ সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে নেই।

[A voice: ঐ যে In view of the fact.]

না, in view of the fact-ও নাই। আমারটা বাদ দিয়ে ওঁর in view of the fact চলে এসেছে।

Mr. Speaker: I have looked into May's book. I find this kind of amendment is allowed.

Shri Subodh Banerjee:

আমি দেখেছি মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনাকে রেফার করছি। ঐ মে'স পার্লামেন্টোরি প্র্যাকটিস, যার কথা হওয়া উচিত বলছি তাতে আছে দ্যাট, পরে আর যে শব্দ

তার সাবসটিটিউট-এ নূতন জিনিস দেওয়া যেতে পারে। এই দ্যাট, কোন্ দ্যাট? শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি টু মুভ দ্যাট—এই মুভ দ্যাট দিস্ য়্যাসেমব্লী ইজ্ অফ অপিনিয়ন দ্যাট, এই দ্যাট? না, ঐ রেজোল্যুশন-এর দ্যাট? এই দ্যাট কোথায়? এ নিয়ে কথা আছে, সন্দেহ আছে। সুতরাং এই কোন্ দ্যাট, বলা যায় না। আপনি মে'স পার্লামেণ্টারি প্র্যাকটিস দেখুন। আমি হাউসের সেক্রেটারী মহাশয়ের যে বই আছে, তার রেফারেন্স দিচ্ছি। তার স্পেসিফিক রেফারেন্স বলছি। এই জাতের সংশোধন নট্ ইন ভোগ্। যদিও পশ্চিম বাঙলায় এ চলেছে। যেটা হাউস অব্ কমন্সের রেয়ার জিনিস, সেটা আমাদের এই হাউসের কমন্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি অথরিটি হিসেবে এই হাউসের সেক্রেটারীর বইটা রেফার করলাম। আপনি বিবেচনা করে দেখবেন। মোটামুটি বিষয়-বস্তু একই যা শঙ্করদাস বাবুর সংশোধন প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এসেছে। আমার বক্তব্যও এই মূল প্রস্তাবের মাঝখানে রেখেছি। আমি টেকনিক্যালিটিস-এর মধ্যে যেতে চাই না, আমি আসল বিষয়-বস্তুর মাঝখানে যেতে চাই। শঙ্করদাস বাবু তাঁর সংশোধন প্রস্তাবে মূল কথা যেটা বলেছেন—, তিনি স্বীকর করেছেন—

That in this city there exists a very large number of insanitary bustees and slums where people who cannot get decent sanitary accommodation have to stay under difficult condition.

শঙ্করদাস বাবু এই সত্য অস্বীকার করতে পারেন নি যে কলকাতার জনসাধারণের বিরাট একটা অংশ বস্তিতে বাস করে, যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা তারা পায় না। ফলে তাদের যা বীভৎস পরিণতি তা প্রত্যেক বছর ঘটছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় শঙ্করবাবুর প্রস্তাবে এই বস্তিবাসীদের সম্বন্ধে কোন কথা নেই। কি করে এই বস্তিবাসীদের অবস্থার উন্নতি করা যেতে পারে, সে কথা কোথাও নাই। তিনি যে নিউ ক্যালকটা স্কীম-এর কথা বলেছেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি কি মনে করেন নিউ ক্যালকাটা স্কীম-এ কলকাতার বস্তিবাসীদেরও নিয়ে যাওয়া হবে? নিঃসন্দেহে নয়। স্কীমটা আমার কাছে আছে, তার কোথাও সে কথা নাই। কলকাতার জনসংখ্যার ⅓ অংশ যারা বস্তিতে বাস করে, তাদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষর মত হবে। সেই সমস্ত লোককে এই নিউ ক্যালকাটা স্কীম-এ আপনি বসাবেন? এর উল্লেখ কোথাও নেই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy :

পাঁচ লক্ষ ফ্যামিলির কথা বলা হয়েছে।

Shri Subodh Banerjee :

পাঁচ লক্ষ ফ্যামিলি যদি হয়, সেটা ২০ লক্ষ লোকের সংখ্যায় গিয়ে দাঁড়ায়, আমি হিসাব করেই বলছি। আপনি এখনও সেই ওল্ড ফিগার ধরে বসে আছেন, যেখানে কলকাতার পপুলেশন ২০ লক্ষ ধরা আছে। আপনি জানেন কলকাতার যে সাম্প্রতিক হিসাব বেরিয়েছে তাতে মোটামুটি ৬০ লক্ষর মত ধরা হয়েছে—গ্রেটার ক্যালকাটা নিয়ে। এই যে কলকাতায় ৬০ লক্ষর মত পপুলেশন ধরা হয়েছে, তার ওয়ান-থার্ড হচ্ছে বস্তিবাসী। সম্প্রতি বস্তিবাসীদের যে সার্ভে হয়েছিল তাতে এটা স্বীকার করা হয়েছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy :

না, না,। এর কোন জায়গায় এ রকম কিছু লেখা নেই।

Shri Subodh Banerjee :

আপনার এল. এস. জি. ডিপার্টমেণ্ট সার্ভে করেছিলেন এবং স্লাম ক্লীয়ারেন্স সম্পর্কে যে রিপোর্ট ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে, তাতে স্বীকার করা হয়েছে যে কলিকাতার জনসংখ্যার শতকরা ৩৩ ভাগ বস্তিবাসী।

এই যে একটা অবস্থা, মোটামুটি ২০ লক্ষ যদি ধরাও না হয়, তাহলে অন্ততঃ ১০ লক্ষ লোক কলকাতার বস্তিতে বাস করে। তাহলে আমার জিজ্ঞাস্য এই নিউ ক্যালকাটা স্কীম-এর মাঝখান দিয়ে এই দশ লক্ষ লোকের কি ব্যবস্থা হবে? ও'র প্রস্তাবে এই দশ লক্ষ কলকাতার বস্তিবাসীদের সেখানে তুলে নিয়ে যাবার কথা নেই। তাঁর প্রস্তাবের একমাত্র কারণ আমরা দেখছি

এখানে একটা পলিটিক্যাল চাল খেলা, এবং বস্তিবাসীদের সহানুভূতি আকর্ষণ করার অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় কথা মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি, আবার বলবো এই সমস্ত বস্তিবাসীদের অসুবিধা কি? বস্তিবাসীদের সম্পর্কে যে সার্ভে রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে আমরা দেখছি শতকরা ২০টি ঘরে কোন রান্নাঘরের ব্যবস্থা নেই। বস্তির ৮০০ জন লোকের জন্য একটি করে পায়খানার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া সেখানে আলো নেই, বাতাস নেই; খাবার জলের ব্যবস্থা নেই। নেই জল-নিকাশী ব্যবস্থা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—বস্তিবাসীদের যে জিনিসগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন, তার কোন কথা এর মধ্যে নেই। সেগুলি দেবার জন্য প্রচেষ্টা করা দরকার, তাও হল না। হল না শুধু নয়, সরকারের বস্তিবাসীদের উপর যে কত দরদ, তার ইতিহাসের কথা আমি আগে বলেছি, আবার তার পুনরাবৃত্তি না করে পারি না। আজ পর্যন্ত ওঁরা ১৫৪৮টি টেনামেন্ট তৈরী করেছেন। ডাঃ রায় গ্র্যান্ট নং ৪১ আলোচনাকালে বলেছিলেন সুবোধবাবুর দেওয়া তথ্য সব ভুল। সেইজন্য আমি বলছি এখানে যে হোয়াইট বুক ও রেড বুক বাজেটের সংগে দেওয়া হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আমি বলছি। হোয়াইট বুক-এ বলা হয়েছে মোট ১৫৪৮টি টেনামেন্ট তৈরী হয়েছে। কত লক্ষ লোকের জন্য? কত বছরে? চার বছরে। একে কি বস্তিবাসী অপসারণের কথা বলে?

কেন্দ্রীয় সরকার ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বস্তি অপসারণের জন্য allot করেছিলেন, তার মধ্যে উনি খরচ করেছেন ২৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা মাত্র। আমি এটা actual figure থেকে বলছি, যে ফিগার রেড বুক-এ রয়েছে। আমি জানি ডাঃ রায় এটা চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না।

[9-10—9-20 a.m.]

তারা খরচ করলেন ২৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। এই ফিগার কোথা থেকে পেয়েছি? অ্যাকচুয়াল ফিগার থেকে পেয়েছি। আমি জানি ডাঃ রায় চ্যালেঞ্জ করতে পারেন সেইজন্য যে ফিগার দিয়েছি সেটা এই বইতেই আছে, এই রেড বুক-এ। তিনি বলেছেন, আন্ডার কনস্ট্রাকশন যে সমস্ত স্কিমস্ ধরা হচ্ছে তাতে এই টাকা পাওয়া যাচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে গত চার বৎসরে সরকার অবজেক্টিভলি অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি কি করেছেন তাই দেখুন। অ্যাকচুয়ালি খরচ করতে পেরেছেন কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে এলট্ করেছে ১ কোটি ৯০ লক্ষ, সেখানে ২৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা এই চার বৎসরে তাঁরা অ্যাকচুয়াল খরচ করেছেন। সুতরাং বস্তিবাসীদের জন্য তাদের দরদ কতখানি তা এ থেকেই প্রমাণিত হয়। শংকরদাসবাবু প্রস্তাবে স্কার্সিটি অব হাউসেস ফর হাউসিং দি পিপল্ অব ক্যালকাটা-র কথা তিনি বলেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কলকাতার বুকে যেসব লোক বাস করে, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত তাদের সকলকে নিউ ক্যালকাটা-তে নিয়ে যেতে পারবেন? পারবেন না। তাহলে এই কথা বলার দরকার কি আছে? সেখানকার যারা বাসিন্দা, যাদের উচ্ছেদ করবেন, তাদেরই দিতে পারবেন কিনা সে বিষয় সন্দেহ আছে সেখানে কলকাতার অসংখ্য মানুষের কথা বলে, এই কুম্ভীরাশ্রু ফেলার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। এখানে সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ আজকে বাড়ীর জন্য যে অসুবিধা ভোগ করে তা দূর করার কথা আপনার শংকরদাস বাবুর প্রস্তাবের মধ্যে নেই। স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন, আমাদের যে আইন আছে প্রিমিসেস টেনান্সি অ্যাক্ট, বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, কিন্তু তা বাড়ীওয়ালার তরফ থেকে নানারকমভাবে বানচাল করা হচ্ছে। আপনি জানেন, লিজ্ দেখিয়ে বাড়ী ভাড়ার আইনের আওতা থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। সেলামী, না লিখিয়ে, জোর করে আদায় করা হচ্ছে। আপনি জানেন, স্পীকার মহোদয়, এ জিনিষ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এইগুলি এফেক্টিভলি চেক করার জন্য যে-যে কর্মপন্থা—সে আইন করেই হোক বা অন্য কোন উপায়ে হোক—এক্জিকিউটিভ অর্ডার দিয়েই হোক, তা চেক করার কোন চেষ্টা হয়নি। এবং শংকরদাস বাবুর প্রস্তাবের মধ্যেও তা কিছু নেই। এখানে তিনি জনসাধারণের কোন সহানুভূতি না নিয়েই এই নিউ ক্যালকাটা স্কিম-এর দিকে ঝুঁকেছেন। আমরা দেখছি, এখানে লো ইনকাম—মধ্যবিত্তদের কথা যদি ধরেন তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১,৩৮,৯০,০০০ টাকা ড্র করেছেন। এই ফিগার-ও এই বইতে আছে।

Mr. Speaker: Strictly speaking, after the amendments have been moved, you should have criticized these things. However, as you are speaking on the points mentioned in the amendments, I say that these amendments are taken to be moved.

Shri Subodh Banerjee:

আমি এখানে সবটা জুড়ে বলছি তাতে সুবিধা হবে ওদের জবাব দেবার পক্ষে। এখানে এই লো ইনকাম গ্রুপ, মধ্যবিত্ত লোকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমাদের সরকার ড্র করেছেন ১,৩৮,৯০,০০০ টাকা। এবং অ্যাকচুয়ালি খরচ তাও ৪ বৎসরের মধ্যে হয়েছে ৮১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা সুতরাং ভবিষ্যতের কথা বলে যেন ডাঃ রায় আর ভাওতা না দেন। এই বেড বুক-এ দেখছি যে এত টাকা খরচ করতে পারেন নি। আবার যদি আমরা এর উল্টো দিকটা দেখি, তাহলে দেখবো, ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-এ মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির লোকেরা ঋণের জন্য দরখাস্ত করেছে। তার সংখ্যা হল ১ কোটি ১ লক্ষ ২০ হাজার। এত দরখাস্ত এণ্টারটেন করতে পারেন নি, এই হচ্ছে আপনাদের কেরামতি। আর এখানে তাঁরা বলছেন কি, মধ্যবিত্তদের জন্য বাড়ী করবেন। কয়টা বাড়ী করবেন? কলোনীতে দেখুন, ৮ শত বাড়ী তৈরী করেছেন তা পড়ে আছে।

তাঁরা কড়েয়ার বাড়ী এবং মধ্যবিত্তদের জন্য কিছু লোনের ব্যাপারটা দেখাচ্ছেন—কিন্তু সমস্যার সমাধান হল কোথায়? ন্যাশনাল স্কেলে, লার্জ স্কেলে যেখানে প্রচুর বাড়ী তৈরী করা করা দরকার ছিল—মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের জন্য সেখানে সরকার হাত দেননি। কিন্তু এসব দিকে না গিয়ে আপনারা বলেছেন যে নূতন ক্যালকাটা স্কীম করে মধ্যবিত্তদের জন্য কিছু সুবিধা করে দেবেন। স্পীকার মহাশয়, বস্তি সমস্যার কথা, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের বাড়ী তৈরী করার কথা এবং তার প্রতি সিরিয়াস কনসিডারেশনএর কোন চিহ্ন শঙ্করদাসবাবুর সংশোধনী প্রস্তাবে বা সরকারের ব্যবহারের মধ্যে পেলাম না। আমি কংগ্রেসী বন্ধুদের কয়েকটি জিনিষ চিন্তা করতে বলব। কে না জানে পশ্চিমবাংলার খাদ্য-সঙ্কটের কথা, কে না জানে প্রতি বছর বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দেয়, কে না জানে পশ্চিমবাংলার গড় খাদ্য ঘার্টতি ৫ থেকে ৯ লক্ষ টনের মত, কিন্তু এই যেখানে অবস্থা সেখানে সরকারী তথ্যমতে ৫৫ হাজার একর এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড সরকার গ্রাস করছেন। সরকার বলছেন ৫৫ হাজার একর, কিন্তু আমরা হিসাব করে দেখেছি যে, যে-সমস্ত এরিয়ার উপর নোটিশ জারী হয়েছে সেই এরিয়াগুলি যদি যোগ দিই তাহলে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮ হাজার ৪৮০ একর। রাউণ্ড ফিগার তাঁরা দিতে পারেন না, কিন্তু আমি য়্যাকচুয়াল ফিগার দিয়ে বলছি ৬৮ হাজার ৪৮০ একর এবং এর দ্বারা ২১৬টা গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। স্পীকার মহাশয়, আমার হিসাবের অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে যদি সরকারী হিসাব নিই তাহলে দেখছি ৫৫ হাজার একর চাষের জমি নষ্ট হবার জন্য বছরে বাংলাদেশে ১১ লক্ষ মনের মত ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উৎপাদন কমে যাচ্ছে। গড় যদি ধরি একর প্রতি ২০ মণ ধান হয় তাহলে আমি দেখছি এই স্কীমের জন্য ১১ লক্ষ মণ ধান বাংলাদেশে নষ্ট হচ্ছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতার ভেজিটেবল সাপ্লাই-ও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং এইসব সমস্যার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করার দরকার আছে। আমি জানি নূতন শহর গড়তে হলে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডে হাত দিতে হতে পারে কিন্তু এই হাত দেবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ এমনভাবে হাত দিতে হবে যাতে কমসংখ্যক জমির আপনারা ক্ষতি করতে পারেন। কিন্তু এখানে উল্টো জিনিষ দেখছি। এর দ্বারা শুধু যে খাদ্যের ক্ষতি হবে তা নয়, বিরাটসংখ্যক বেকারী বাড়িয়ে তোলা হবে। সরকারী তথ্য মতে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৫২ জন চাষী পরিবার এর দ্বারা উৎখাত হবে। এটা ১৯৫১ সালের সেন্সাস-এর তথ্য মতে, কিন্তু এখনকার তথ্য ধরলে আরও বেশী হবে। কারণ সরকার যে ফিগার দিয়েছেন তার চেয়ে বর্তমান ফিগার আরও বেশী। সরকার বলছেন ১ লক্ষ ৪০ হাজার, সে জায়গায় ১৯৬১ সালেত সেন্সাস মতে মোটামুটিভাবে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার লোক এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। এই সংখ্যার মধ্যে বিরাট একটা অংশ চাষী পরিবার আজ এই পরিকল্পনার ফলে বেকার হয়ে যাবে এবং সে তার জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

[9-20—9-30 a.m.]

আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আজ বাংলাদেশ যখন বেকারে ছেয়ে গেছে তখন আপনারা কোন্ যুক্তিতে আবার নূতন করে ১॥ লক্ষ লোককে বেকারে পরিণত করতে যাচ্ছেন এবং আরও জিজ্ঞেস করতে চাই যে, যে ইণ্ডাস্ট্রি সেখানে করতে যাচ্ছেন তাতে আপনারা এই ১॥ লক্ষ লোকের চাকুরী দেবার ব্যবস্থা করতে পারবেন কি? কাজেই তা যদি না পারেন তাহলে এই ১॥ লক্ষ লোককে বেকার করার কি প্রয়োজনীয়তা আছে? মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই গোটা জিনিসটার মধ্যে যে হিউম্যান অ্যাপ্রোচ থাকা দরকার ছিল সেই হিউম্যান অ্যাপ্রোচ নেই। অবশ্য আমাদের পণ্ডিত নেহরু থেকে আরম্ভ করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় পর্যন্ত সকলেই অনেক কথা বলেন এবং যেমন সেদিন বেরুবাড়ীর ব্যাপারেও বলেছিলেন। কিন্তু গোটা সমস্যার মধ্যে হিউম্যান অ্যাসপেক্ট কথাটা সেই মানুষদের জন্য বিবেচনা করা হোল না। স্যার, আপনি জানেন যে সেখানে অসংখ্য মধ্যবিত্ত এবং চাষী পরিবার বাড়ী-ঘর করে রয়েছে। কিন্তু এ অবস্থায় আজ তাদের কি অবস্থা হবে বা তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? শুধু তাই নয়, সেখানে যে সমস্ত শত শত উদ্বাস্তু একবার তাদের জীবিকা এবং জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে সর্বহারা হয়ে এসে ওখানে গিয়ে বাড়ী-ঘর করেছে তারা যে আপনাদের এই নূতন পরিকল্পনার ফলে আবার সর্বহারা হতে চলেছে তারই বা কি যুক্তি আছে? আপনি ইকোনমিক্ রিহ্যাবিলিটেশন-এর কথা যদি ছেড়েও দেন তাহলেও সিম্পলী দেখবেন যে এই ২ লক্ষ ৩৭ হাজার লোক মাথা গোঁজবার স্থান পাবে না। অবশ্য আমি জানি শঙ্করদাস ব্যানার্জি থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেস বন্ধুরা অনেকেই অনেক কথা বলবেন। কিন্তু তাদের বাড়ী-ঘর করে দেবার ব্যবস্থা কোথায়? স্যার, সেখানে এক এক কাঠা জায়গার দাম হোল ২ হাজার টাকা এবং ৩ কাঠা করে জায়গা এক একজনকে নিতে হবে এবং এই হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে জমির জন্য ৬০০০্ টাকা এবং বাড়ী করবার জন্য দশ থেকে পনের হাজার টাকা, অর্থাৎ এই মোট ১৬ থেকে ২০ হাজার টাকা এক একজনের বাড়ী করতে লাগবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এই উচ্চ দ্রব্যমূল্যের দিনে ঐ ২ লক্ষ ৩৭ হাজার মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে কয়জন লোক তাদের ১৫/২০ হাজার বাড়তি জমানো টাকা দিয়ে ওখানে বাড়ী করতে পারবে? কাজেই দেখা যাচ্ছে তারা যখন ওখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে শেওলার মত ভেসে বেড়াবে আর তাদেরই জায়গার উপর বড়লোকেরা তাঁদের প্রাসাদ তৈরী করবে তখন এই নীতি কখনই সমর্থন করা যায় না। তারপর মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এটা আমার কথা নয়, ইতিহাস এবং ঘটনাই বলবে যে এই কোলকাতার সেণ্ট্রাল এভিনিউ কি ছিল এবং কি হয়েছে। অর্থাৎ আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এই চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-র দু পাশে যে সমস্ত মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী ছিলেন তাঁরা আজ সেণ্ট্রাল এভিনিউ-র দু-পাশ থেকে কোথায় ভেসে চলে গেছেন কেউ তা জানে না এবং তারই স্থলে দেখছি যে সেখনে বড় বড় ইমারত এবং প্রাসাদ তৈরী হয়েছে যার মালিক হচ্ছে বড় বড় অবাঙালী ব্যবসায়ীরা। সুতরাং এখানেও যখন এই নিউ ক্যালকাটা স্কীম তৈরী হয়ে সেই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে তখন একে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না, স্যার, আমি বেশী অতীতের দিকে যাব না, এই সেদিন ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের যে এ্যানুয়াল রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাতে আপনি দেখবেন যে ল্যাণ্ড স্পেকুলেশন এবং বেটিং-এর পর বেটিং হয়ে জমির দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে গরীব মানুষরা আর জমি কিনতে পারছে না এবং সেই সমস্ত জমি মারোয়াড়ী এবং অবাঙালীরা কিনে নিচ্ছে যা ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট শত চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারছে না। সুতরাং সেই জিনিসেরই যখন পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে আপনাদের এই নিউ ক্যালকাটা স্কীমে তখন একে কি করে আমরা সমর্থন করব? আজ আমি কংগ্রেস বন্ধুদের জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনারা কি এই জিনিস চান যে ঐখানকার আদিবাসী নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালীদের উচ্ছেদ করে তাদের শবদেহের উপর বড়লোকের প্রাসাদ তৈরী করুক? তবে যদি চান, করুন, কিন্তু আমি মনে করি এটা করা উচিত নয়। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন এ ধরণের যে সমস্ত পরিকল্পনা সরকারী প্রচেষ্টায় গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো কোন দিনই জনপ্রিয় হয়নি। উদাহরণ-স্বরূপ আপনি কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে দেখুন যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেখানে বড় বড় বাড়ী তৈরী করা হয়েছে।

৮০০ বাড়ী তৈরী হল সেখানে কিন্তু বাঙালী কিনল না। সেই বাড়ী ফেটে যাচ্ছে, জল পড়ছে। জানালা ইত্যাদি নাকি খুলে নিয়ে যাচ্ছে কোন কোন বন্ধু এখানে বলছেন। আবার এই যে পরিকল্পনা করতে যাচ্ছেন তাতে ২২০ কোটি টাকা খরচ করতে যাচ্ছেন তার বিনিময়ে আমরা পাব কি? কোথা থেকে এই টাকা যাচ্ছে সে প্রশ্ন অবাস্তব কিন্তু এ টাকাটা তো পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধ করবে কে? পরিশোধ করবে এ দেশের মানুষ, আর ফল নেবে কারা? আমাদের দেশের গরীব মানুষকে ট্যাক্স দিয়ে এবং অন্যান্য জিনিস দিয়ে এই ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে আর ফল নেবে ধনী ব্যবসায়ী, যারা এ দেশের মানুষ নয়। একি পরিকল্পনা? অভিজ্ঞতা যা বলে তা গ্রহণ করা দরকার। দেখছেন যে জায়গায় কল্যাণীর মত একটা পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে সেখানে নূতন করে ২২০ টাকার পরিকল্পনা নেবার দরকার কি? স্পীকার মহাশয়, আমি বলবো যাঁরা বস্তীর জন্য সামান্য টাকা খরচ করতে পারেন না নিম্ন-মধ্যবিত্তকে যাঁরা ঋণ দিয়ে উঠতে পারেন না, যাঁরা মধ্যবিত্তকে ঋণ দিতে পারেন না, এই ২২০ কোটি টাকা নিয়ে কেন ছিনিমিনি করবেন কি উদ্দেশ্যে, কেন ফোর্ড ফাউন্ডেশন থেকে আনছেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। মানুষকে যারা শোষণ করেছে তারা একটা দেশের মূল অর্থনীতির ভিত্তির উন্নতি হোক এ উদ্দেশ্য নিয়ে সাহায্য করে না। অতএব কেন দিচ্ছেন? দিচ্ছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। কি সে? সে হল কলকাতার সরকার পক্ষ তথা পুঁজিপতি শ্রেণীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটছে তাই এটাকে ভেংগে দিতে হয়। আজকে ছোট-বড় সব মানুষই এত ত্রুটি সত্ত্বেও কলকাতাকেই নিজের বলে মনে করে, যে স্পন্দন অন্যান্য বড় জায়গায় নাই। হার্ট পালসেটিং উইথ লাইফ এটা কলকাতায়ই অনুভব করা যায়, এ জিনিসের অন্য জায়গায় দেখতে পাই না—তাকে ভাংগবার চেষ্টা হচ্ছে। আপনি জানেন কলকাতা দুঃস্বপ্ন নগরী বলে বলা হয়েছে; অনেকে বলে বাঙালী-বিদ্বেষী কেন্দ্রীয় সরকার তাই এটা হচ্ছে। আমি মনে করি বাঙালী-বিদ্বেষ নয়, কলকাতা হল বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দেখল বিপ্লবী আন্দোলন এখান থেকে সৃষ্টি হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল তাই কলকাতাকে এবং বাঙালীকে তাদের ভয় ছিল, তারা ভয়ের চোখে দেখেছে। তাদের যেমন এটা দুঃস্বপ্ন ছিল ঠিক তেমনি আজকে পুঁজিপতি শ্রেণী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী দেখছে তাদের বিরোধী মনোভাব, সংগ্রামী মনোভাব কলকাতায় জন্ম নিচ্ছে। সুতরাং কলকাতা দুঃস্বপ্ন নগরী হয়ে যাচ্ছে আজ যদি বোম্বের মত কলকাতা নগরীতে লারে-লাপ্পা কালচার হয় সে জিনিসের আমদানী হয় তাহলে আর কলকাতা পণ্ডিত নেহরুর কাছে দুঃস্বপ্ন নগরী থাকবে না, কলকাতাকে ভাঙ্গার দরকার হবে না। তাঁরা এই কলকাতাকে ভেঙে দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চলেছেন, এর প্রতিবাদ করা দরকার। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে কি শহর গড়ে উঠবে না? ন্যাশনাল প্রসেস-এ যেমন গড়ে উঠে তেমনি গড়ে উঠবে! যদি বলেন কলকাতায় বস্তী থাকবে না? আমি বলেছি আমার প্রস্তাবে (১) (২) (৩) করে কি কি ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই প্রস্তাবগুলি আমি দিয়েছি এজন্য যে বস্তী-dwellers-দের primary facilities in respect of supply of water and service of sanitation, communication, water, electricity ইত্যাদি দেওয়া দরকার। House Building Loan-এর জন্য যারা দরখাস্ত করবে তাদের চিপ্ ক্রেডিট্ দিয়ে বাড়ী তৈরী করে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। অধিক সংখ্যায় রেসিডেন্সিয়াল পারপাজ-এ বাড়ী তৈরী করতে হবে যাতে করে বাড়ীর অভাব দূর করা যায়। কড়া হাতে শক্ত আইন করে র‍্যাকেটিয়ারিং ল্যাণ্ডলর্ড-দের গলা টিপে ধরতে হবে যাতে চড়া হারে খাজনা আদায় না করতে পারে। যাতে সধোরণ মানুষকে খাজনার শোষণ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে এবং কলকাতার যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্ট্যাগারিং অফিস আওয়ার্স-ও ইলেকট্রিক ট্রেন ও স্টেট ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি ইমপ্রুভমেন্ট-এর ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং আমি মনে করি এটা একটা কম্প্রিহেনসিভ প্রস্তাব এবং এটা গ্রহণ করলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে এবং এই রাজনৈতিক চক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের মধ্যে আমাদের পড়তে হবে না।

[9-30—9-40, a.m.]

Shri Sankardas Bandyopadhyay: Sir, I beg to move that for the words

beginning with "in view of the fact" in line 1 and ending with the words "diversification of office hours" at the end, the following be substituted, viz.:—

"In view of the fact

that there has been, as is shown in the latest census report, 1961, an abnormal increase in the population of the city of Calcutta during the last few years which has accentuated overcrowding of the city,

that in this city there exists very large number of insanitary bustees and slums, where people who cannot get decent sanitary accommodation have to stay under difficult conditions,

that on account of this overcrowding there have been serious transport bottlenecks in the streets of Calcutta,

that there has been a serious scarcity of houses for housing the people of Calcutta,

that the land prices and rents of houses have become abnormally high,

that there is no room for any expansion of the city in any directions,

that on account of the scarcity of available space there is no facility in or near the town for starting new small industries by entrepreneurs,

that the refugees from East Bengal having squatted in large numbers round about the city have increased the crowding,

This Assembly requests

the Government that in order to relieve the congestion of Calcutta early steps be taken to establish townships near Calcutta connected with the city by rail and express highways which would make it easily accessible from the townships.

These townships

should construct houses for small and medium income group of people or offer plots for buildings at moderate price,

should make provisions for the development of small industries,

should make ample provisions for hospitals and health centres,

should provide for schools and colleges as far as possible with residential accommodation for students,

should arrange for locating industrial and commercial offices and, generally speaking,

should provide for all the amenities of modern life, e.g., parks, playgrounds, lakes, recreation and cultural centres, cinemas, post offices, police stations,

should undertake to provide for improved type of construction in a planned manner round the outskirts of the township."

Mr. Speaker, Sir, as you have already said, my amendment has already taken as moved. Sir, in my amendment it is stated why it has

become necessary to have a satellite city. I have made it quite clear that there has been an abnormal rise in the population of the city of Calcutta. I was taking up the figures of 1948. The population of Calcutta was then in the region of 3½ million. Between 1948 and 1961 the population has risen to 6 million. I do not think Mr. Banerjee's mind will carry the day. Facts are facts and if he has got better facts I hope he will be pleased to place them before the House and establish that the figures given by me are incorrect. Now, there has been a rise in the population to the tune of 2½ million.

The next question that arises is has the Calcutta Corporation or the Government been able to solve the difficulties created by this added population? The plain and simple answer, to my mind, is that the Corporation has not succeeded, the Calcutta Improvement Trust has not succeeded in solving the difficulties. Besides, the Government has made what I may call a very feeble effort and the effort has not been successful. The effort, in any case, has not produced much result up till now. A very important question came up before the House in regard to clearance of slums in this city. Sir, I remember the speeches that were delivered in this House by some honourable members. They said that the conditions of slums and bustees are causing anxieties and they want to demolish the bustees and rebuild them. At the same time they said if the bustees are demolished then where are the persons, whose houses are going to be demolished, to go ? In other words, they wanted the Government to have their houses built first before they undertook demolishing work. I have thought over this problem over and over and I come to the conclusion that it is an impossibility. Build the houses first and then remove the bustee dwellers—although it sounds a very attractive proposition, it is not a feasible proposition. It is not a practical suggestion. Only two days ago I read an article in the newspapers and I do not want to read the article here. I move about with businessmen and other people which some of my friends opposite may not like. Well, they have told me that the price of land in Calcutta has risen by 100 per cent. In other words, land which was selling say at Rs. 5000 is now sold at Rs. 10,000. The other day I was talking with a friend of mine who is interested in land. He told me that in New Alipore one *katha* of land which was selling at Rs. 3000 is now sold at Rs. 12,000. Therefore, taking into consideration the price which is going up so fast I cannot imagine that people in the middle income group or low income group or people who have to work for the living will be able to purchase small plots of land and build small houses for themselves. It is not a practical proposition at all. I do not think that such a big problem can be dealt with by legislation alone. You cannot say, I do not think it is possible to say, that you will not be permitted to sell land say for more than Rs. 4,000 a cottah. By law everything is possible, but then again the interest of everybody has to be looked into, not merely the interest of the rich people, but also the interests of the middle class people and so on. Finding that it is impossible to build houses first and then ask the bustee-dwellers to step in, the idea of having a satellite town, I think, fits itself extremely well. It is not that the

Government or those who are sponsoring this move have lost sight of the fact that people will be partially displaced. People will be displaced but I do not think Mr. Subodh Banerjee who is the mover of the resolution has done justice to the case. He will not take it amiss that his speech savours more of politics than anything else. I know we have elections ahead of us—a municipal election, and a general election. The point is that these sponsors of the move have taken into consideration the future of those who are going to be displaced. I remember that a meeting was held in the Writers' Buildings in the Rotunda Hall when many of my honourable friends opposite were present. I remember Mr. Jyoti Basu was present, Mr. Bankim Mukherjee was present, Mr. Provash Roy was present, Mr. Rabi Roy and others were present. I do not remember if Shri Subodh Banerjee was there. (Shri Subodh Banerjee: I was not present). If you had been there possibly your speech would have been different today. Sir, endeavours were made there to explain the difficulties, to explain what is in the minds of the Government. It was explained then that although a little over 55,000 acres of land has been notified to be taken, that does not mean that the entire land will be taken, or the entire quantity of land will be taken all at once. It was pointed out that gradually the city will be built up. Perhaps it will take more than six years or so. People who are homeless or whose houses will be taken over will be provided with land and little houses built and facility will be given to those persons to repay the amount spread over, may be twenty years or longer but certainly not less than twenty years. The question that was mooted then was 'what about a living'. It was pointed out that different classes of people live here. Firstly, landless labour is there. Today some of these landless people work as agricultural labour. They have not got holding of their own. They have to do manual labour for making a living. It was then pointed out that it is in the minds of the Government that small industries will be started to provide some of them. Then there will be patches of agricultural land where improved seeds, manures, etc. will be provided as also irrigation facilities, so that this land will be yielding much more than it is yielding now. People living in that area, will be given trade loan and cooperative societies will be started. Then, Sir, as you all know that a large majority of the people living at a distance of 14 to 18 miles from Calcutta come down to this city for making a living.

[9-40--9-50 a.m.]

Mr. Subodh Banerjee knows as does every other member of this House that there are daily passengers coming down from Burdwan, Krishnagar, Canning and so on; they come here; they work here and go back to their respective homes. The question is about their housing. Is it not a shame that in this city of Calcutta you find a large number of people still living in those bustees. Lower grade clerks drawing Rs. 200/- or Rs. 250 a month have to live in these bustees. Why do they live there because there is no area in Calcutta where they can hire a room or a couple of rooms at less than Rs. 60 to Rs. 80 which is much beyond their

slender means. It would be much better for them to build a small house for themselves. The question perhaps Mr. Subodh Banerjee would be asking 'where do you get all these'. These figures are all in a little pamphlet. I do not know whether Mr. Banerjee ever had the opportunity... (Shri Subodh Banerjee: I have seen that...) if he has seen it, I am still more sorry for him. Now, Sir, if he had read these figures instead of making a terrific speech full of emotion he would have descended to cold facts and answered the points raised. I can tell him that the whole thing has been worked out in this way—area of residential districts..15,000 acres; industrial area in the proposed town ..2500 acres; space for central amenities..1500 acres; administrative and commercial areas..2000 acres; peripherial belt including excavation area, wood lands and agricultural farms—they total 14,000 acres; play grounds 3000 acres; roads..8000 acres ..total..55,000 acres. Therefore for building a modern town all that is necessary, namely, parks, play ground, arrangement for school, hospital, bazar, small industries, everything has been provided. This is only possible if you go in for planning. Why is Calcutta in this disastrous condition? Because there was no planning. This city has grown by itself—the richer people have gone forward and the poorer people have gone backward. These bustees have come into existence and are existing like a belt around Calcutta. Anyone who knows about Calcutta will see the belt of bustees from Cossipore and round the canal. It is a disgraceful thing. I remember the last Administrator of the Calcutta Corporation Mr. B. K. Sen told me in the course of a conversation that every tenth man in this city suffers from T.B. I do not know whether that figure is correct, the Chief Minister being a medical man will be able to enlighten us better but can it be denied that the bustees are in absolute distress. We must remove these bustees. The middle class people are now living in these bustees who work in this city. I will give you the figures which the sponsors have worked out. Residential area will be divided into plots for construction—number of houses for displaced and homeless persons..1,50,000; number of houses for middle-income group..45,000; number of houses for low-income group..45,000..Total 2,40,000. Therefore, Sir, how can it be said that we have overlooked this important question which springs up before our eyes?

They have taken into account the interest of the displaced persons, of the homeless persons. Now, what have you got to say to this? I do not for one moment suggest that by building a town of 50,000 acres, all the housing problems of West Bengal will be solved. But one must make a start, one must make a start in a planned way.

Sir, one other question was raised in the Rotunda. Mr. Jyoti Basu very rightly asked, what about the living of these people? You are going to take away their agricultural lands, but how are they going to live? We want to know definitely how are they going to earn their livelihood The prompt answer came that we have taken that factor into account. The people who will be displaced and whose agricultural lands will be taken away will be given a daily allowance of anything between Rs. 2 and Rs. 3 per man. Every family will be entitled to send up two persons

for a period of 9 to 10 months—they will be taught some sort of handiwork—so every family will be getting Rs. 6 per day or Rs. 180 per month. After that, they will take up employment in the city.

I hope Mr. Jyoti Basu will not contradict me—he was himself a student in London—he must remember how far the city of London extended, it was up to Hamstead, but then it has extended up to Edgeware.

(Shri Jyoti Basu: I will tell you how this was done.) You must admit that some people were displaced, some agricultural lands were taken over, some orchards were taken over and so on. You cannot extend a city without taking over somebody's land and this was not in the hands of speculators, this was not in the hands of capitalists. It is exactly in the same way that Calcutta will develop—Calcutta will have to develop exactly in the same way.

One other thing I would like to tell you. My friend Mr. Subodh Banerjee emphasized that 11 lakh maunds of paddy we will lose and so a major calamity is going to face us. If that is the case, then I would like to know what is the present food position. I find that even though we have had a bumper crop in West Bengal this year, we will have to import for this State 10 lakh tons of cereals—7 lakh tons of wheat—from abroad, besides 70% of pulses, 75% of mustard oil and 95% of sugar. Therefore, the loss of 11 lakh maunds of paddy is like a drop in the ocean. I hope you will have realised it by now. [A voice: It is less.]

Some of my friends say it is less. Whether it is less or more, it makes little difference. In this city you have got over-population, no sanitary conditions, no water-works worth the name, no sewerage, nothing at all and you can hardly call this a city. So, if a township has to be made, if it has to be made in a planned way. Therefore, after planning has been made, if it is proposed to be implemented, I think we need only to congratulate ourselves.

Mr. Jatindra Chandra Chakravorty is very much worried as to where the money is to come from. Surely, the people who have taken this mighty scheme in their hand are not unconscious of the fact as to where the money is to come from. The money can come from the Ford Foundation, the money can come from the United States of America. Mr. Khrushchev may change his mind and he may also send some money. (Shri Jyoti Basu: Have you asked for it?) We may ask for it. There is enough opportunity to ask for it. In the past we have asked for it. The other day we have had aid from Russia for putting up some Optical Factory and so on. Suppose the money can be found—and I dare say it will be found—what is the worry about it? So far as the examining of the feasibilities of the question is concerned—I am referring here to what has been said by Mr. Jatin Chakravorty—all those things have been taken into consideration. No final scheme has been prepared yet: lot of discussion has to take place with all the members of the House. My friend Mr. Provash Roy has suggested that a committee be formed consisting of members from all groups and parties. That is not a wrong

suggestion. After all, it is going to build a big city for all. We hope that our friends will co-operate with us and help us with their suggestions and so on. If the suggestions are well-founded, they will be accepted—whether they come from the Communist bench or any other bench.

With these words, I support the amendment that I have put forward.

[9-50—10 a.m.]

Shri Pravash Chandra Roy: Sir, I beg to move that—

(i) in line 32, for the words "140 thousand", the words "about 237 thousand" be substituted;

(ii) in line 43, para (a), page 2, the word "and" be deleted;

(iii) in line 44, para (b), page 2, for the words beginning with "to divert" and ending with "under the following schemes" the following be substituted, namely:—

"This Assembly also urges upon the Government to take the following measures without further delay,"

(iv) the following be added at the end of the resolution, namely,—

"This Assembly is of the opinion that a commission consisting of the representatives of all parties and groups in the State Legislature should be set up immediately to investigate into the possibilities of setting up townships around Calcutta with the least possible inconvenience to the local people, peasants, workers, middle class people and with the least possible damage to agricultural land;

This Assembly is also of the opinion that such townships should be easily accessible to Calcutta and provide, among other things, industries—large scale and small scale, so that the people may, to a great extent, carry on their avocation of life in the townships themselves. In the matter of employment in the new industries, priority should be given to the people of the locality concerned. The local people should also be given priority in the matter of purchase of homestead land and building at cheap rates and by instalments;

This Assembly is further of opinion that the report of the Commission should, within three months, be placed before the Government which should draw up a draft scheme and place it before the Legislature together with the question of finances for finalisation".

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমি আমার সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই এবং সেই প্রসঙ্গে আমি প্রথমে একথা আপনার মারফতে জানাতে চাই যে মাননীয় সুবোধবাবু যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, আমি তা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি এবং শুধু তাই নয় সেই প্রস্তাব সমর্থন করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আমি মনে করি যে, বিষ্ণুপুর থানার প্রায় সমস্ত এলাকায় এবং বজবজ থানার প্রায় অর্ধেক ও বেহালা থানার জোকা ইউনিয়ন, মহেশতলা থানার কতিপয় গ্রাম নিয়ে মোট ২১৬টি গ্রাম দখল করে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার মানুষকে উদ্বাস্তু করে ২ লক্ষ ৫ হাজার বিঘা জমি দখল করে এইভাবে উপনগরী তৈরী করা উচিত নয়। আমি নীতিগতভাবে মনে করি

আজকে প্রত্যেক সদস্যের একথা চিন্তা করা উচিত যে আজকে একদিকে যেমন আমরা কলকাতার মানুষের যে জনসংখ্যা বেড়ে গেছে সেকথা চিন্তা করবো, তেমনি সংগে সংগে আমাদের একথাও ভাবতে হবে যে আমাদর গ্রামের এই যে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ—এদের কি আমরা উদ্বাস্তু করে রাস্তার ভিখারী করে নিক্ষেপ করবো! তাদের জীবিকা যাবে, তাদের বাস্তুভিটা সব চলে যাবে। সুতরাং এমন নীতি গ্রহণ করা উচিত নয় যে কয়েক লক্ষ লোকের বাস্তুর জন্য আরো কয়েক লক্ষকে উদ্বাস্তু করতে হবে? এতে করে তাদের জীবিকা সমস্ত কিছু ধ্বংস করতে হবে? বিশেষ করে যখন আজকে পশ্চিমবংগ খাদ্য-সংকটে জর্জরিত এই অবস্থায় আমাদের দেশের খাদ্য-সংকটের কথা চিন্তা করে আমাদের এই কথা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি যাতে চাষের জমি নষ্ট না হয়; সেটা আমাদের গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা উচিত। সেদিক থেকেও আমরা মনে করি এই বিষ্ণুপুর থানা, বজ্ বজ্ থানার অর্ধেক, বেহালার জোকা ইউনিয়ন, মহেশ-তলা থানার কিছু এলাকা দখল করে উপনগরী তৈরীর প্রস্তাব প্রত্যাহার করা উচিত। আমি সম্পূর্ণভাবে আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। আমার পার্টির নেতা কমরেড জ্যোতি বাবু এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি ও আমাদের পার্টির বক্তব্য এখানে উপস্থিত করবেন।

শংকরদাস বাবু গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখের আলোচনার সময় তিনি যে কথা উত্থাপন করেছেন, আমি তাঁর কয়েকটি বক্তব্যের উপর আমার জবাব দিতে চাই। সেদিন বিধানবাবু আমাদের বলেছিলেন যে সরকারের পক্ষ থেকে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, সেই ক্ষতিপূরণের টাকায় ঐখানকার মানুষ, সেখানে জায়গা কিনতে পারবে, বাড়ীঘর তৈরী করতে পারবে। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে হিসেব করে তাঁকে দেখাই যে সেখানে ক্ষতিপূরণের জন্য যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেই টাকা যা তারা পাবে, তাতে শতকরা ৯০ জন লোক ঐখানে বাড়ী করতে পারবে না। কারণ আমরা যুক্তিতর্ক দিয়ে দেখাই যে শতকরা ২৫ জন মানুষ যা ক্ষেত-মজুর যাদের দুই কাঠার বেশী জমি নাই, তার জন্য ছয় শো টাকা করে পাবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি সিদ্ধান্ত করেছেন যে দু হাজার টাকা কাঠা মূল্য দিয়ে ঐ তিন কাঠা জমিতে বাড়ী তৈরী করে তারা বাস করতে পারবে? সুতরাং যে ক্ষেত-মজুর, যাদের সংখ্যা ২৫ পারসেণ্ট, তারা ৬০০ টাকা করে পাবে। তাতে তারা কি করে বাড়ী তৈরী করে থাকবে? জমি কিনতেই তো তার ৩,০০০ টাকা পড়ে যাবে; ১৫/২০ হাজার টাকার প্রয়োজন বাড়ী তৈরী করতে। ততগুলি টাকা সে কোথা থেকে যোগাড় করবে? প্রধানত দেখা যায় যারা চাষী, গরীব মধ্যবিত্ত, তাদের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৭০ পারসেণ্ট। তাদের গড়ে পাঁচ বিঘা করে বাস্তু-ভিটা আছে, তারা তার মূল্যে হিসাবে পাবে দেড় হাজার টাকা; এবং যাদের তিন বিঘা করে ধানি জমি গড়ে আছে, তার মূল্য তারা পাবে পাঁচ হাজার টাকা। সুতরাং শতকরা ৭০ জন লোক গড়ে পাবেন মাত্র সাড়ে ছয় হাজার টাকা। এই টাকা দিয়ে তাদের জমি কিনতেই চলে যাবে; তারা বাড়ী করবে কি করে, এবং খাবেই বা কি তারা? এই প্রশ্ন আমি তাঁর কাছে উত্থাপন করি এবং উত্থাপন করে এই কথা বলি ঐ এলাকার ৯০ জন লোক ঘর-বাড়ী তৈরী করতে পারবে না। তারা যে সামান্য টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাবে, তা দিয়ে সহরে বাড়ী তৈরী করে থাকা যায় কিনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় উপলব্ধি করুন, বিবেচনা করুন। আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম এই প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু তিনি এমন পন্থা দেখাতে পারেন নি, এবং আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমাদের বোঝাতে পারেন নি। তিনি শুধু একটা কথা বলে দিলেন যে তারা যে পাঁচ হাজার টাকা পাবে, সেটা ব্যাঙ্কে রাখলে শতকরা চার টাকা হারে সুদ পাবে। অর্থাৎ দুশো টাকা করে বছরে পাবে, তাই দিয়ে তারা খাবে। কিন্তু আমি তাঁকে প্রশ্ন করি—পাঁচ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখে, তার দুশো টাকা বছরে সুদ পেয়ে একটা পরিবারের সারা বছর সংসার চলতে পারে কি? যদিও একটা পরিবারের দুশো টাকায় সারা বছর সংসার চলতে পারে না; তবুও আমি একথা ধরে নিচ্ছি, যে সে এক বেলা না খেয়ে কোন রকমে দুশো টাকায় চালাবে; তা সত্ত্বেও তাদের রুজিরোজগারের আর কি ব্যবস্থা হবে? এই প্রশ্ন আমি তাঁকে করেছিলাম। তাতে তখন তিনি আমাকে বলেন, ঐখানে যে সকল লোক থাকবে তাদের আমরা পরিবার-পিছু দু-একজনকে করে কাজ দেবো। এ-কথা তিনি বলেন যে দৈনিক দু টাকা

করে রোজ দেওয়া হবে এবং তাদের ছয় মাস থেকে নয় মাস পর্যন্ত কাজ শেখাবো। ঠিক। কিন্তু আমাদের হিসাব মত ২ লক্ষ ৩৭ হাজার লোক, আর তাঁর হিসাবে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার লোক—এই দুটোর মধ্যে আমাদের হিসাবটা যে সত্য, তা প্রমাণ করতে পেরেছি। কারণ, তিনি ১৯৫১ সালের হিসাব ধরে করেছেন লোক সংখ্যা' আর আমি ১৯৬১ সালের হিসাব ধরে লোক সংখ্যা গণনা করেছি। তিনি কেবলমাত্র যে এলাকায় সহর করবেন, তার সীমানা ধরেছেন। কিন্তু গেজেটে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে, তার পরিমান অনেক বেশী, ৪৮০০ একরের মত। আমরা দেখছি ৪৭ হাজার পরিবার ঐখানে যারা বাস করছে, তার মধ্যে ৯৪ হাজার লোককে এই কাজ দিতে হয়, এই প্রশ্ন আমি তুলে ছিলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেদিক থেকে যাতে করা যায়, তাই আমি চেষ্টা করবো। তারপর আমি যখন প্রশ্ন করলাম, ৬ মাস, ৯ মাস পরে এই ৯৪ হাজার লোক কোথায় যাবে, তারা কোথায় কাজ পাবে? তার উত্তরে তিনি বললেন ঐখানে যে ঘর-বাড়ী করবো, সেখানেই তারা কাজ করবে। আমি বলি কিছু লোক সেখানে কাজ করতে পারে, বাকী লোক কোথায় যাবে? তার উত্তরে তিনি বললেন সব লোককেই যাতে কাজ দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হবে। আমি মনে করি এ-কথা অবাস্তব। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে গত পাঁচ বছরের মধ্যে চটকলে ৫০/৬০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে।

[10—10-10 a.m.]

আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানেন গত পাঁচ বছরে পাটকলে ৫০/৬০ হাজার মজুর ছাঁটাই হয়েছে। সে জায়গায় এই যে প্রায় এক লক্ষ লোক তাদের কোথাও কাজ দিতে পারবেন বলে ভরসা করতে পারি না আপনার উপর।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি সেখানে বড় বড় শিল্প গড়া হবে কিনা। তিনি বললেন বড় বড় শিল্প সেখানে গড়া হবে না। তিনি বললেন ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট ছোট কুটির শিল্প করে দেবো, আমি তাঁকে একথা বলি যে ছোট ছোট শিল্প বা কুটির শিল্পের দ্বারা ক'জন মানুষ সেখানে রুজি-রোজগার করতে পারবে। সুতরাং যেহেতু কল-কারখানা হবে সেই হেতু সেখানে মানুষ রুজিরোজগার করতে পারবে না। সেদিক থেকে আমি একথা বলি যে সমস্ত কথা বলেছেন সেই সমস্ত কথার ভিতর আমরা ভরসা করতে পারি না। আপনি যে বলেছেন কাজ দেবার ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু এ ভরসা করতে পারি না যে তিনি এক লক্ষ লোকের উপর মানুষকে কাজ দিতে পারবেন। সুতরাং যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা রক্ষা করতে পারবেন বলে মনে করতে পারি না। সেজন্য পাল্টা পরিকল্পনা আমাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত করি। আমি বলি ১৯৫৮ সালে কলকাতার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সল্ট্ লেক্ সম্বন্ধে যে-কথা হয়েছিল সেই সল্ট লেক এরিয়া দখল করে দেবার ব্যবস্থা করুন এবং আরও বলি বেহালা অঞ্চলে আমি নিজে গিয়ে দেখেছি এবং আমাদের পার্টির সদস্য মাননীয় রবীন মুখার্জি মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করে জেনেছি এবং নিজেও ঘুরে দেখেছি যে সেখানে ৬/৭ হাজার একর জমি বনাঞ্চল হয়ে পড়ে আছে। আমি সেদিনও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং ইঞ্জিনীয়ার সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়েছি, ইঞ্জিনীয়ারও স্বীকার করেছেন যে ঐ অঞ্চলে যে জায়গা পড়ে আছে তাতে দেড় লক্ষ লোকের বসবাসের জন্য টাউনসিপ্ করা যেতে পারে। আমি আরও বলি যে হুগলী নদীর উভয় তীরে যে সহরগুলি রয়েছে সেগুলির উন্নতি সাধনের জন্য সকল দল মিলে, যে ২০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা করা হচ্ছে—চলুন সেই টাকা দিয়ে সেগুলির উন্নয়ন করার চেষ্টা করি—কবে সেখানে কলকাতার লোককে পাঠান হয় তাহলে পর সমগ্র বিষ্ণুপুর, বজবজ থানার অর্দ্ধেক এবং মহেশতলার কতিপয় গ্রাম নিয়ে ২১৬ খানা গ্রামের যে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার মানুষ তাদের উদ্বাস্তু করতে হবে না। এবং ধানী জমির ফসলও নষ্ট করতে হবে না। আমি এই প্রস্তাবগুলি তাঁর কাছে দিয়েছি কিন্তু দুঃখের বিষয় জানি না, কেন তিনি এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করতে রাজী হচ্ছেন না। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমি কয়েক দিন আগে বলেছি যে চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার আর. সি. রায়কে বলছি, তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছি। এই যে সল্ট লেক এরিয়াতে মাছের ভেড়ি রয়েছে, যেখানে হোগলা বন আছে, যেখানে কয়েক হাজার বিঘা পতিত জমি পড়ে আছে—সেখানে কিছু মাছের চাষ হয় এ-কথা ঠিক, কিন্তু এই সমস্ত জমি যদি পাওয়া

যায় তাহলে যেখানে মানুষের বসতি আছে, সেই বিষ্ণুপুর, বজবজ এলাকার লোককে উদ্বাস্তু করতে হবে না এবং ধানী জমি নষ্ট করতে হবে না। সল্ট লেক এরিয়ায় ছোট ছোট বাড়ী তৈরী করে এবং বেহালার ও হুগলী নদীর দুই তীরের সহরগুলির উন্নতি করে সেখানে কলকাতার লোককে পাঠান উচিত। এটাই আমি মনে করি এবং আরও মন করি এ সম্পর্কে সমস্ত পার্টির নেতাদের নিয়ে কমিটি করে কলকাতার আশে-পাশে যে এলাকাগুলি আছে সেখানে সহর গড়ে উঠতে পারে কিনা তারও তদন্ত করা উচিত। কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই সেখানে লোক পাঠিয়েছেন জরীপ করার জন্য। সেইজন্য সেখানকার লোকের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। এবং সেখানে বলা হচ্ছে, এমনকি ক্ষতি-পূরণ যা দেওয়া হবে, গত ১১ই মার্চের প্রেস নোট-এ বেরিয়েছে—তার দাম অনেক কম দেবেন। আমাদের মনে হয় সল্ট লেক-এ যে সমস্ত মেছো ঘেরী আছে তাতে অধিকাংশ স্বার্থ কংগ্রেসের রয়েছে যার জন্য তাদের ক্ষতি তাঁরা করতে চান না এবং সেইজন্য এইভাবে এদের তিনি সর্বনাশ করতে চাচ্ছেন। এই পরিকল্পনা পরিবর্তন করার জন্য আমি বলছি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I move that—

(i) after the words "Rs. 2,000 per cottah;" in line 38, page 1, the following new para be added, namely:—

"that the proposed New Calcutta Township Scheme will involve expenditure of a very large amount of money including a very large amount of foreign exchange and that there is great uncertainty and and vagueness about the sources of finance in this regard;"

(ii) for the words beginning with "This Assembly" and ending with "the following schemes, viz.:—" on page 2, the following be substituted, namely:—

"This Assembly is of opinicn that—

Before taking up the proposed New Calcutta Township Scheme and similar other proposed schemes, steps should be taken to further scrutinise the desirability and feasibility of the said schemes and in view of the above considerations a Committee with experts and representatives of all parties and groups of the House should be set up for that purpose. In the meantime, steps should also be taken immediately."

(iii) at the end of the resolution the following new para be added, namely:—

"(vi) to improve transport facilities in and around the municipalities covered by the proposed Metropolitan Authority Board."

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় শঙ্করদাস ব্যানার্জী মহাশয় যে বিকল্প সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন সে সম্পর্কে আমি শুনলাম যে এই প্রস্তাব শঙ্করদাসবাবু করেছেন বটে কিন্তু আসলে এটা ডাঃ রায়ের প্রস্তাব, এবং সব ক্ষেত্রেই তিনি একজন শিখণ্ডী খাড়া করে এইভাবে করেন। কল্যাণীতে এই রকম উপনগরী পরিকল্পনা করার চেষ্টা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ২২ মাইল দূরে করেছিলেন, সেই উপনগরীর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আর এবার তিনি সেখানে আর একটু তা এগিয়ে নিয়ে এসেছেন এই বেহালার কাছে। স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর যত গুণই থাক না কেন, তাঁর প্রধান দোষ হচ্ছে তিনি অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত এবং অফিসাররা তাঁকে এক-একটা পরিকল্পনা যখনই দেন, তখনই তিনি সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্য সিদ্ধান্ত করে ফেলেন। তা যদি না হোত তাহলে সারা কলকাতায় যে কুৎসিত ও কদর্য জমে আছে সেই কুৎসিৎ ও কদর্যকে দূর না করে নূতন কলকাতা করার পরিকল্পনা করতেন না।

এবং এই পরিকল্পনা করার অর্থ মরুভূমির মধ্যে যেমন ওয়েসিস থাকে সেইরকমভাবে হঠাৎ উপ-নগরী নির্মাণের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। স্যার, এই প্ল্যানিংকে বলা যেতে পারে যে ডাস্টবিনের মধ্যে একটা ফুল ফোটান হচ্ছে। তা যদি না হোত তাহলে এই পরিকল্পনা যে রকম প্ল্যানিং-র সংগে এগিয়ে যাচ্ছে সেটার তিনি পরিবর্তন করতে পারতেন। এখানে প্রথমেই দেখছি, যা আমি আমার সংশোধনীতে বলেছি vagueness and uncertainty of the sources of finance যেখানে ২০০ কোটি টাকার উপর লাগবে। কে কে এই টাকা দিচ্ছে সেটা আমাদের কোথাও জানান নি। এটা পরিস্কার নেই ফরেন্ এক্সচেঞ্জ কত দরকার হবে এবং কার কি স্বার্থ থাকবে। সেই ফরেন্ এক্সচেঞ্জের সব কথা আমরা এখানে খোলাখুলি জানতে চাই। এর পর কথা হল, আমি আগেও বক্তৃতা দিয়েছিলাম যে, সেখানে জমির দর হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, ফাটকা চলছে ইতিমধ্যেই। আমরা জানতে চাই এই জমি মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী পাবে কিনা। না সেই জমি পোদ্দার ভাংগড়দের কবলে শেষ পর্যন্ত যাবে। এবং সেখানে যে সব শিল্প হবে সেখানে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী চাকরী পাবে কিনা, না দুর্গাপুরের অবস্থা হবে। Sir, Ellsworth Bunker-র কাছে, তার PL 480 Fund থেকে তিনি টাকা পাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি জানি মোরারজী দেশাই সেটার সম্মতি দেন নি। আমরা দেখেছি টাকা পাবার জন্য কাল থেকে সভায় সংবাদ বেরিয়েছে, তিনি ফোর্ড ফাউন্ডেশনের স্বারস্থ হয়েছেন।

[10-10—20 a.m.]

প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার জন্য তিনজন এসে মুখ্যমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করেছেন। স্যার, কলিকাতা পোর্টের সম্পর্কে আমরা অবশিষ্ট ভারতের সহানুভূতি পাব, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পাব সেই সম্ভাবনা অত্যন্ত কম যদিও আমাদের অর্থমন্ত্রী ন্যাশনাল ডেভলপমেণ্ট কাউন্সিলের মিটিং-এ কলিকাতার প্রোবলেম সমধানের জন্য কিছু টাকা বন্দোবস্তের কথা বলেছিলেন। কিন্তু স্যার, আমরা শুনেছি মোরারজী দেশাই মশাই চুপ করে থাকেন, তিনি এ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী নন। এবং স্যার, আপনি দেখেছেন মাদ্রাজের অর্থমন্ত্রী আমাদের রিফউজি প্রোবলেম সম্পর্কে কি অশোভন উক্তি করেছেন, তিনি এমন পর্যন্ত বলেছেন, I know all about those refugee stories.

মাদ্রাজের অর্থমন্ত্রীর এই উক্তি অত্যন্ত সিগনিফিক্যাণ্ট এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং বিশেষ করে যেখানে সহানুভূতির এত অভাব সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে মুখ্যমন্ত্রী টাকা আদায় করবেন সেই সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। তদুপরি বেরুবাড়ীর ব্যাপারে আমরা দেখেছি প্রথমে তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার অভিনয় করে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পন করলেন।

স্যার, নর্থ ক্যালকাটা সল্ট লেক ভরাট করার পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করার ভার হয়তো যুগোশ্লোভিয়ার ফার্মকেই দেওয়া হবে। এবং সেই ভদ্রলোক, যাঁর সম্পর্কে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পর্যন্ত স্বীকার করেছেন তাঁর সংগে সম্পর্ক আছে, যিনি ইণ্টারন্যাশনাল কণ্ট্রাক্ট ইত্যাদি ব্যাপারে সুযোগ করে দেবার জন্য ডাঃ রায়ের কাছে এগিয়ে আসেন, আমরা আবার এখানেও এ-ক্ষেত্রেও তাঁর হাতে না গিয়ে পড়ি। আমরা অন্ধকারে টাকা ঢালতে রাজী নই, এবং এইভাবে পরিকল্পনা করলে পর সেই পরিকল্পনা সার্থক হবে না এটা আমি জানি। সুবোধ বাবুর প্রস্তাব আমি সমর্থন করি, কিন্তু আমি বলি না পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হোক। কেন্দ্রে যাঁরা বসে আছেন কবে তাঁদের কৃপাদৃষ্টি হবে,—এবং যখন ব্রিটিশ বণিকরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থে তাঁদেরই এক সভায় বললেন কলকাতার অবস্থা খারাপ তখনই মাত্র তাঁরা বললেন কিছু টাকা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যেখাবে পরিকল্পনা করতে যাচ্ছেন সেটা সামগ্রিক স্বার্থের দিক থেকে ঠিক হবে কিনা, তার কোন ইণ্টিগ্রেটেড প্ল্যানিং আছে কিনা। ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট আছে, হাওড়ায়ও একটা আছে, কলকাতার আশেপাশে যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি আছে, সেই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির জন্য আলাদা আলাদা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট না করে যে সমস্ত নতুন জায়গা নেওয়া হচ্ছে এই পরিকল্পনার জন্য, এই সমস্ত এলাকা সম্পর্কে ইণ্টিগ্রেটেড প্ল্যানিং করে একটা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট-এর অধীনে এনে কি করে এই সব অঞ্চলের উন্নয়ন করা যায় তা চিন্তা

করার দরকার ছিল। তারপর ওয়াটার সাপ্লাই-র ব্যাপারে, ৯০ স্কোয়ার মাইলব্যাপী যেসব এলাকা নেওয়া হচ্ছে, তার প্রথম কথা হচ্ছে যে, সেগুলি সব এক সঙ্গে নিয়ে ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যানিং করে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আজকে যদি জল নিকাশের ব্যবস্থা করতেন এই মেট্রোপলিটন ওয়াটার স্কীম-এর মাধ্যমে তাহলে সেটা আমরা সমর্থন করতে পারতাম। সেজন্য আমি প্রস্তাব করেছি একটা কমিটি করা হোক যে কমিটিতে বিধান সভার বিভিন্ন দলের সদস্য থাকবেন, এক্সপার্ট থাকবেন এবং তাঁরাই দেখবেন এই পরিকল্পনা প্র্যাকটিকেবল্ কিনা ফিসিয়েবল কিনা। এই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, ডাঃ রায়ের ভূতপূর্ব সহযোগী এন. আর. সরকার মশাই যেমন নিউ আলিপুর-এ একটা এন. আর এ্যাভিনিউ করে গিয়েছেন, ঠিক তেমনি করে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ডাঃ রায় উপনগরী না গড়ে উঠে। তাই আমি বলছি এটকা ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যানিং-এর মাধ্যমে এক্সপার্ট কমিটির মতানুসারে কার্যে অগ্রসর হোন।

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that in para (b), page 2, for the words beginning with "to divert" and ending with "schemes, *viz.*:—", the following be substituted, namely:—

> "that agricultural land must not be taken over for the purposes of townships near Calcutta and that an adequate machinery should be set up including representatives of the State Legislature to go into the question of land acquisition in this regard, provided that attempts are first made to relieve the congestion in the ciy of Calcutta by first developing the existing municipalities within a radius of thirty miles of Calcutta and".

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাব আমি এখানে উপস্থাপিত করছি। আমার সংশোধনী প্রস্তাবের তিনটি অংশ—প্রথম অংশ হল, আমি বলেছি কৃষি জমি নেওয়া হবে না। দ্বিতীয় অংশ হল, যদি কোন জমি নেওয়ার প্রয়োজন হয়, সেই জমি নেওয়া হবে এই হাউসের কমিটির অনুসন্ধান সাপেক্ষে এবং তার একটা পূর্ব সর্ত আছে, সেটা হল, জমি নেওয়ার পূর্বে কলকাতার ৩০ মাইলের মধ্যে যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে সেই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির উন্নয়নের পর যদি কলকাতার ওভার-ক্রাউডিং না কমে, তবেই জমি নেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একথা বলতে চাই, যে ২ লক্ষ লোককে দুর্গতির সম্মুখীন করা হবে এই পরিকল্পনার দ্বারা তার পূর্বে ওভার-ক্রাউডিং সমস্যার কোন রকম সমাধান করতে পারা যায় কিনা তার চেষ্টা করা উচিৎ। সরকার পক্ষ থেকে সে রকম কোন চেষ্টা করা হয়নি। কলকাতার পার্শ্ববর্তী ৩০ মাইলের ভিতর যেসব মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে সেই সব মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে ডেনসিটি অফ পপুলেশন অমারা জানি পার একরে ৩৩ জন, কলকাতায় প্রতি একরে ১৩০ জন। অমারা যদি কলকাতার ১৫-২০ লক্ষ লোককে পার্শ্ববর্তী মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে নিয়ে যাই তাহলে কলকাতার জনবসতির ঘনত্ব ১৬০ থেকে ১০০-তে নেমে আসবে, এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলির জনবসতির ঘনত্ব ৫০ থেকে ১০০-তে উঠবে। এই পরিকল্পনার যে পরিমাপ রয়েছে তাতে ১১০ জন পার একর-এ বসান যেতে পারে ওভার-ক্রাউডিং না করে। সুতরাং প্রথম কার্য, মিউনিসিপ্যালিটির উন্নয়ন করে এই ১৫-২০ লক্ষ লোককে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে নিয়ে যাওয়া, তার ফলে তাদের জনবসতির ঘনত্ব ১০০ বেশী হবে না। এই পরিকল্পনায় ১৪ লক্ষ লোকের বসবাসের ব্যবস্থা করা হবে বলে বলা হচ্ছে এবং উর্ধ্বপক্ষে ১৮ লক্ষ লোকের বসবাসের ব্যবস্থা করা হবে। সুতরাং আমি মনে করি যদি কলকাতার পার্শ্ববর্তী মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের উন্নয়ন করা হয় তাহলে এই পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় না এবং এই যে ২ লক্ষ লোকের আজকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা থেকে তারা পরিত্রাণ পেতে পারে। অমাার দ্বিতীয় কথা, আজ পর্যন্ত কলকাতায় কেন ওভার-ক্রাউডিং হয় তার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়নি। আজকে আমাদের বলা হয়ে থাকে urbanisation হচ্ছে, এই urbanisation-এর ফলেই কলকাতায় ভীড় বাড়ছে।

[10-20—10-30 a.m.]

কিন্তু আমরা যদি urbanisation-এর গোড়ায় না যাই তাহলে এই সমস্যার সমাধান হবে না এবং সুবিবন মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর উন্নতি সাধন করে আমরা urbanisation এর গতিকে প্রতিহত করতে পারব না। urbanisation গতি যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখব যে সারা ভারতে ১৯১৯ সালে টোটাল পপুলেশন-এর ১১·৪ লোক সহরে বাস করত এবং এখন ১৭·৩% লোক সহরে বাস করছে। এই urbanisation যে দ্রুততর হচ্ছে তার কারণ কি? এর কারণ হল যে গ্রামাঞ্চলে মানুষের জীবিকা ও জীবনের ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হবার ফলে সাধারণ মানুষ জীবিকার্জনের জন্য শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এই সমস্ত বড় বড় শহরেও দিকে এগিয়ে আসছে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বড় বড় শহরেও সাধারণ মানুষ জীবিকার জন্য আসছে। এদিক থেকে হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে কোলকাতার আউটবর্ন-এর সংখ্যা বেশী। অর্থাৎ কোলকাতার বাহিরে যারা জন্ম গ্রহণ করছে তারা কোলকাতায় এসে বসবাস করছে বলে কোলকাতায় আউট-বর্ন-এর সংখ্যা ৪৫%। সেজন্য বলছি যে কোলকাতার জনসংখ্যা ৪৫% হচ্ছে আউট-বর্ন-এর বম্বেতে এটা যে ৭০%; এই যে আউট-বর্ন এটা কি করে কমান যাবে সেই বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। এ ছাড়া আমরা দেখছি যে পশ্চিম বাঙলায় যে পরিমাণ জমি রয়েছে সেই পরিমাণ জমির ৬১ ভাগ কৃষিতে আনা হয়েছে যেটা সবচেয়ে বেশী এবং পার ক্যাপিটা এ কারণে পশ্চিম বাঙলায় সবচেয়ে কম। অর্থাৎ এখানে মাথাপিছু ·৫৭ একরেজ আর কোন রাজ্যে এত কম একরেজ নয়। এই যেখানে অবস্থা সেখানে আরও কৃষি জমিকে অকৃষি কাজে ধার নেবার চেষ্টা হচ্ছে। অথচ এই urbanisation কেন হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না। আমাদের সমস্যা হল ইণ্ডাস্ট্রিলাইজেশন, কিন্তু এই ইণ্ডাস্ট্রিলাইজেশনে দ্রুততর গতিতে urbanisation হচ্ছে। ইউরোপ ইত্যাদি দেশের ইণ্ডাস্ট্রি-লাইজেশন-এর সঙ্গে সঙ্গে urbanisation বেড়েছে। সুতরাং তারা নন-এগ্রিকালচারাল অকুপেশানে বেশী সংখ্যক লোককে নিয়োজিত করতে পেরেছেন। আমাদের দেশে ইণ্ডাস্ট্রি-লাইজেশন যে পর্যায়ে আছে ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে ঠিক সেই পর্যায়ে industrialisation নয়। আমাদের দেশে industrialisation যে পর্যায়ে, ইউরোপ আমেরিকায় সেই পর্যায়ের industrialisation-ও—অর্থাৎ ১৮৮০ সাল নাগাদ—অর্থাৎ তাদের দেশে লেবার ফোর্স-এর শতকরা ৫৫ ভাগকে তারা নন-এগ্রিকালচারাল অকুপেশানে নিয়োজিত করতে পেরেছেন এবং আমরা নিয়োজিত করেছি ৩৩%। আমাদের সমস্যা হল rate or urbanisation is ahead of the rate of industrialisation. সুতরাং যদি rural economy-কে শক্তিশালী না করতে পারি কিম্বা rate industrialisation যদি বাড়াতে না পারি তাহলে কিছুই হবে না। অতএব একমাত্র urbanisation-এর বৃদ্ধির গতিকে প্রতিহত করার একমাত্র পথ rural economy-কে strenghthen করা। এখন rural economy যে push দিচ্ছে সেখানকার সহরের দিকে সেই push কমাতে হবে। সেই push কি? সেই push সম্বন্ধে বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক Hoseltiz Economic Development and Cultural change Journal-এর Vol. 6, No. 1, October, 1957-এ যা লিখছেন সেটা দেখা প্রয়োজন। আপনি জানেন যে, গত বছর কালিফোর্ণিয়ায় পৃথিবীর urbanisation নিয়ে একটা সেমিনার হয়েছিল। সেই সেমিনার ভারতবর্ষের রেট অফ আরবেনিজেশন-এর একটা সুন্দর আলোচনা হয়েছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে একই প্রশ্ন যা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের গ্রামীন জীবনে এসে পড়েছে সেই ধাক্কায় তারা ছিটকে পড়ছে। এখানে রুরাল ইনডেবটেডনেস্ রয়েছে, অকুপেশানের প্রশ্ন রয়েছে আর আরও নানা রকমের প্রশ্ন রয়েছে এই শহরাঞ্চলে পারমানেন্ট অকুপেশন না পেয়ে তারা ভেসে বেড়াচ্ছে। সুতরাং এই সমস্যাই হল আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা।

শহর মানুষকে সত্যিই চুম্বকের মত আকর্ষণ করে, কিন্তু ভারতবর্ষে শহর আকর্ষণ করার চাইতে গ্রামই মানুষকে শহরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে. অথচ দেখছি শহরে জীবিকার উপযুক্ত সংস্থান নেই। সুতরাং আজকে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তা হোল পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রথম যে পরিকল্পনা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন সেটা এক দিকে হোল পরিকল্পনাবিহীন পরিকল্পনা এবং অন্য দিকে হোল তাঁরা গোড়া কেটে আগায় জল ঢালবার চেষ্টা করছেন। শুধু তাই নয়, আজকে আরবানাইজেশন্‌-এর কারণ অনুসন্ধান না করে তাঁরা মাঝখান থেকে শুধু আরবানাইজেশনকে বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন, অথচ দশ বছর পর আমরা দেখব অধিকতর আরবানাইজেশন-এর দিকে অগ্রসর হয়ে নূতন ও জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I feel that at this stage I ought to say a few things about this particular proposition which, my friend Shri Jatindra Chandra Chakravorty has said, is due to my অস্থিরচিত্ততা; I think more of our members will become অস্থিরচিত্ত when we shall get on with the development of our State.

Sir, before I proceed further, I would ask Shri Sankardas Banerji to reconsider the wording of the amendment that he has moved. I would suggest that in the last paragraph of his amendment, the words "These townships should" should be replaced by the words "In these townships, arrangements should be made to" and the word "should" at the beginning of the sub-paragraphs that follow should be omitted. I hope my friend Shri Sankardas Banerji—who is supposed to be my benamdar for this amendment—will accept my suggestion.

Sir, the fact is that some people cannot imagine that anybody else can have intelligence except himself. Therefore, there are certain points that are raised. Sir, this discussion should have taken place during the last session. Sir, as you are aware, Shri Sankardas Banerji had put in a resolution on this matter for consideration, but it was not reached during the last session. So, I am glad that this opportunity has been afforded to us by my friend Shri Subodh Banerjee because it clarifies many of the issues that have been exercising the minds of our friends.

Sir, let us, first of all, take the resolution of Shri Subodh Banerjee because that is the primary resolution. Shri Subodh Banerjee is one of those who are not prepared to consider the question of even having a township or having any other area developed for relieving Calcutta. He has given—as he said—very boldly five schemes for the purpose of developing Calcutta. Let me try to consider a few of these schemes because they are very important. The first scheme is "to provide the bustee-dwellers with the primary facilities of sanitation, communication, electricity, water, etc." How are you going to get water? The main difficulty is that we have not got sufficient water of good quality to be supplied to different people in the town of Calcutta and even to the bustee people. Then, by simply diverting that money, how can you provide water for the people unless there is some scheme for increasing the water-supply? The same remarks hold good about sanitation. How can you provide sanitation unless you know where the drainage should be, what the outfall should be and so on? Unless you know all these things, how can you arrange for the sanitation of the bustee areas?

In the next item, he says "to give the necessary amount of house-building loans immediately to persons belonging to low and middle income groups and applying for the same on easy terms of repayment". I think I mentioned day before yesterday in my speech in connection with "Loans and Advances" that Rs. 4 crores or 3½ crores has been

provided for loans, and if my friend Shri Subodh Banerjee is curious to know, I may repeat that for the low-income group housing the total amount that has been provided is Rs. 96 lakhs for individuals, Rs. 3 lakhs 84 thousand for Co-operatives and Rs. 32 lakhs 61 thousand for institutions, the total being Rs. 1 crore 32 lakhs. For the middle-income group housing schemes, the total amount that has been provided is something like Rs. 30 lakhs.

[10-30—10-40 a.m.]

The point is not the provision of fund for the middle-group housing. If you want to have the middle-group housing, the main difficulty is, where is the land. My friend has said—in the course of his castigating remarks—that there were auction sales the other day made by the Improvement Trust and the average price was over Rs. 10,000 per cotta. Does he realise that even if you grant loan to low-income groups or middle-income groups, if the person has to have 2 cottas of land for the purpose of building his house the land alone will cost him Rs. 20,000? The money advanced by the Government of India will be taken up in the land itself. Then, how is he going to build his house?

Then he says "to lessen the congestion in traffic at peak hours of the day by diversification of office hours". It is a brilliant suggestion which he always puts up before the House. We did enquire into this question of diversification of office hours. If it could be achieved it would relieve congestion in the streets at peak hours. But you take a particular Government office—of course we cannot influence the private office—if a particular Department is to begin work at 8 a.m.—in that department there is a man coming by train from Ranaghat or Uluberia; there may be men coming from Dum Dum. The man who has to come from Ranaghat has to start at 6.30 or 5.30 in the morning in order to reach here at 8 a.m. It cannot be done. Again, if you want to have diversification of office hours, we have also got to arrange with the Banks, because no office can work without corresponding working with the Banks. Therefore, although he is very keen about showing that the scheme that has been put forward is not workable, he has given an alternative which does not bear any scrutiny.

Then he has said that the price of land is very high. That is the exact reason why we say that we should have land near about Calcutta, easily approachable to Calcutta whose prices will be fixed and not be varied by the different middle-men who raise the price of land for their own purpose. My feeling is that if you have got 2 lakhs 50 thousand plots available for sale at Rs. 2,000 per cotta, the fact that we have got them six or seven miles away from Calcutta would mean that the land speculators in Calcutta will have to come down because they will know that there is competition. That is why we wanted to have a scheme at a place near Calcutta so that there may be lowering of the price of land not only in Calcutta but round about Calcutta.

My friend Shri Provash Roy has said something and suppressed certain things. I sent for him because I found that he belonged to that

constituency. The people there are agitating very much. My officers had gone there to survey the area. I sent for my friend Shri Provash Roy and I wanted to tell him exactly what the position was. He did, of course, say, why do we not select the Lake area. He said that the Lake area covers 25,000 acres. That is not so.

The total area of both the lakes amounts to about 14 to 15 thousand acres. Even assuming that it is so, I told him—you are thinking in terms of a few men. Whatever be the number, whether it is 1,43,000 or 2,37,000, whatever be the number of people living on the fishery in these areas, I told him to kindly make enquiries as to whether that area could be developed properly. They told me that the depth of the water is very great. They feel that there will be two difficulties—one is that sufficient quantity of silt will not be available, perhaphs from the river Ganges, and secondly the cost of filling up or reclamation will be high that it would not be possible for us to offer that land on any cheap rate to the people. There is difficulty no doubt and therefore that is out of the question so far as technical information is concerned. He emphasizes on one point that our figure was wrong. He says that the figure 1,43,000 is wrong and his figure—2,37,000—is correct. He makes a mistake when he says that. When we issue a notification we do not issue notification only for the area which we are going to acquire, but also the surrounding areas. Supposing we want to acquire a particular area and the area which is notified may not yield that area. It is generally done under notification, because, after all, notification means nothing except this that the land speculators will not be able to go there knowing full well that something is happening. They will not go as they try to do in Durgapur area and invest or speculate on the land. That is the reason why a notification was issued and if you take the whole area, i.e. the notified area, it is 61,000 acres. It may or may not be true and whether the total population may be 2,37,000 I do not know. But we are thinking only of the area that we may be able to take up which I feel contains 1,43,000. Now, Sir, he told me and I think he is correct that there are four classes of people there. There are non-agriculturists. According to my calculation they form nearly 30% of the total people. Then there are agriculturists. Agriculturists may be of three types—one type of agriculturists who have no land at all and yet have got a small homestead, one type of persons who have a very small area of land—probably half acre or one acre and the others who have got bigger areas under their control. If there are 1,43,000 persons that occupied 55,000 acres, we estimated that about 30 to 32,000 would be non-agriculturists and 1,13,000 would be agriculturists, and we took the average and said that if the average is 25,000 families, then each family would, on the average, have two acres of land. In spite of the calculation that we can make, the thing is that the yield of 15 maunds an acre, 30 maunds an acre or 45 maunds an acre does not solve the problem before the agriculturists. I told him that whatever be the case, these small holders will ultimately come to Mr. Prafulla Chandra Sen and ask for test relief. Otherwise they cannot maintain themselves.

Our object in placing this scheme before the House or before the country was to try and save them from the ignominy and asking for dole for test relief work.

[10-40—10-50 a.m.]

And for that purpose we said that if there are 25 thousand families we will take two members of each family, i.e. fifty thousand people and train them for the first nine months in various types of work such as carpentry, masonry, water-works, steel-works and so on and so forth. I told him that we have provided in this scheme payment of two rupees per day to each trainee which means four rupees per day for a family, i.e. Rs. 120 a month for each family for nine months. Then after that we said that the entire work of the township will take about seven to eight years and if they are trained in the first nine months, they can easily take some occupation or other and get something more than they are getting from the land that they possess. I told him that if a man is a landless labourer who has a small hutment worth, say, Rs. 500/-, I will be prepared to allow him to occupy one of the newly built houses which is not worth Rs. 20,000/- as Shri Subodh Banerjee seems to think. After all, the arrangement is that each plot will be about 2½ to 3 cottahs which means at the most Rs. 6,000/- and according to the industrial housing scheme only Rs. 4,000/- will be spent on a house so that a particular building will be worth about Rs 10,000/-. And I told him that if he is a man who has a small hutment and a homestead land, he will not only get something for the hutment as well as for the land contained in the hutment but it may also be arranged that to a certain number of people we might give subsidised housing in the area that is being developed.

Sir, Shri Subodh Banerjee has said 'where is it in this scheme that you are building houses not only for the displaced persons of that area but also for other homeless people?' If he had taken care to read this, —I am afraid he hasn't—he would have found that the number of houses for displaced and homeless persons is 1,50,000. Now, it was expected that some of them would be occupied—say, 20 or 25 thousand houses for 25 thousand families—by the people of the locality and the rest will be for the homeless people who can come to and go from Calcutta. Sir, all I can tell Shri Provash Roy is that I am giving assurance before the House—he said that if I give assurance before the House, he would be satisfied—that our present purpose is only to make a survey. There is a difference of opinion as to what is the total number of people now occupying the area, how many of them are agriculturists, how many are non-agriculturists, how many of them have homesteads and what is the value of those homesteads, what is the area of land possessed by each person and so on and so forth. All these things require a survey and I told him that if we can make a survey, we can only then find out a solution as to how to meet the difficulties of the people who would be displaced. Now, Sir, what are the other things that we propose to do?

There is no intention of the Government to drive out any person from the area which he occupies until something more is developed

and until we know exactly what the future plans woud be. Only preparing a plan will not do. You will recall that there are two schemes. One is for the construction of a township and the other is the provision of water supply, drainage and sewerage. The first one may not require much of legislation, but, I am afraid, if you are thinking in terms of developing the areas of the municipalities round about Hooghly, it may be necessary to bring in a Bill before the House when you will have further opportunity of discussing the programme. What we are aiming at before drawing up a complete scheme, however, is that we need more information. And I assure Shri Provash Roy and also his constituency that there is no point at the present moment in thinking even of dispossing the people of that area. Supposing after taking proper survey we find that either we will not be able to get the amount we pay or that there are certain difficulties in the matter of implementing that scheme. We cannot say very much more unless we know something more about the areas.

Sir, Shri Jatin Chakravorty says that we do not know the sources of finance in this regard. He does not know the sources. I at least know this that we have put down Rs. 10 crores in the Third Five Year Plan, and I know definitely that the Government of India have put down Rs. 10 crores, if not more, in the Third Five Year Plan for Calcutta. Shri Chakravorty has got the faculty of taking up a little thing from here and a little thing from there and draw a picture as if it is a complete picture. That is not so. His picture is always incomplete because he is inefficient. The fact is that the question of utilising a portion of PL480 was not mine. There are various persons who feel for the Calcutta area, prominent among them are the World Bank people, who have made certain suggestions to the Ambassador in Delhi. Mr Morarji Desai has made a statement in answer to Shri Ananda Ghosal yesterday that an approach has been made to the Ford Foundation—I am saying that because my friend Shri Jatin Chakravorty was doubtful as to the attitude of Mr. Morarji Desai to authorise a grant for project study and preparation of a plan for Greater Calcutta. The matter is under consideration of the Ford Foundation. So, if he wants to know the source, this is one of the sources. But there are other sources which I know, but I am not going to tell them at the present moment. He says, "what has been done? You have no money, why run after a mirage? It is much better that a particular step be taken to have a body to scrutinise the desirability and feasibility of the said schemes and in view of the above considerations a Committee may be appointed". I say again that we have got before us suggestions based upon cursory examination of the whole scheme. I am waiting, I have asked the Ford Foundation people to give us some concrete suggestions by the end of April.

[10-50—11 a.m.]

It is only then that the Assembly can profitably discuss a definite scheme of that type. With regard to his suggestion for more transport

facilities in and around these municipalities, which is also supported by my friend Shri Sunil Das—for extending transport facilities from different municipal areas into Calcutta and for acquiring lands in these areas for the purpose of relieving congestion of Calcutta—it is obvious now that everybody's mind is concerned with and exercised over the possibility of relieving the congestion of Calcutta. I am happy to note that people have begun to realise the necessity of this. But I want to say that there is a bridge connecting Calcutta with Howrah. Assuming that we want to have transport facilities between the municipalities on either side of Hooghly, then it would require at least one, if not two bridges to be constructed to meet the purpose. As a matter of fact, I have told the Ford Foundation people to consider the question as to whether for the development of Calcutta and for relieving the congestion of Calcutta it would not be desirable to have another bridge which may be included in that Plan, so that we might pursue that matter more effectively. They agreed that this is one of the things that they should consider. Secondly, if we have acquired an area in or near a municipality the costs of acquisition would be very high and what will happen is that, bad enough as it is in Calcutta, the proposition evidently is to send some men, transport some men from Calcutta to these municipal areas to stay there. In the first place, the people of Calcutta are not like nuts and chattels to be moved about. It is almost an impossible proposition. We cannot think of it. Even if this is possible relief will not come to the people of for Calcutta, because prices of lands in those areas will be so high that it will not make matters easy for them to move away from Calcutta and for Calcutta to be relieved of this congestion. Sir, Sri Jatin Chakravorty, as he usually does, picks up a particular point and tries to make out a case which is not correct. He knows that Kalyani is 31 miles away from Calcutta. What we are thinking is to have an area which is to be close enough to Calcutta so that it becomes possible for a man to reach Calcutta within 10 minutes even if he comes from Uluberia or from Ranaghat or from any place of that type by utilising the electric railway that we propose to start or by utilising the big broad roadway. By a very cautious examination it has been found that even when the electric train comes into being, the time to be consumed by a passenger from Sealdah to Kalyani would be not less than 21 to 31 minutes. Sir, it is not I who is *asthirchitta*. He sees things in the mirror of his own and puts me there in that picture and he says things as he likes. This is not good. I admire the quickness of the mind that appears to him in different ways when he knows what the problem is. I think I have said all that I have wanted to say. I repeat here for the benefit of Sri Probhas Roy and his constituency that neither the Notification nor the survey work that is being done has anything to do with occupation of that area and I guarantee to him that before any occupation takes place at all, there should be consultation, at least with him, who is so closely connected with that area, and ourselves before we proceed to implement the scheme. That is all that I have wanted to say about this.

Shri Hemanta Kumar Basu :

স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার পর আমার কিছু বক্তব্য যা আছে তা বলে বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে মনে করি না। স্যার, যখন কল্যাণী উপনগরী পরিকল্পনা করা হয়েছিল তখন আমি এই হাউসে বলেছিলাম যে, কল্যাণী পরিকল্পনা যেভাবে করা হচ্ছে, এইভাবে না করে কলকাতা, থেকে হাওড়া, হাওড়া থেকে বাঁশবেড়ে এবং দমদম থেকে কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত যেভাবে সহর গড়ে উঠছে, যদি এইভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই কলকাতা সহরের উপর জনতার যে চাপ আছে তা কমে যাবে। সেইজন্য যখন হাওড়া থেকে বাঁশবেড়ে পর্যন্ত, জনসাধারণের জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য, তাদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করার জন্য, তাদের অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলার জন্য, সেখানে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিস্ গড়ে উঠলো, সেখানে আগে সহর গড়ে উঠেনি, আগে ইন্ডাস্ট্রিস্ গড়ে উঠেছিল—সেই ইন্ডাস্ট্রিসের কাজের জন্য লোকে আস্তে আস্তে গিয়ে বসতি আরম্ভ করলো, ও তার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে সহর গড়ে উঠলো। সেখানে রাস্তাঘাট হয়েছে, নর্দমা হয়েছে, জল, আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই সে দিক থেকে যদি এই পরিকল্পনা আমরা রূপায়িত করতে পারি, অর্থাৎ আগে ইন্ডাষ্ট্রিস গড়ে তুলতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই কলকাতার জনতার চাপ কমবে। নতুবা যতই কতকাতায় জনতার চাপ কমাবার চেষ্টা হোক না কেন, সে সমস্যার সমাধান হবে না। তারপর, স্যার, আমরা দেখছি যতই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক না কেন, এই সমস্ত পরিকল্পনার দ্বারা আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কোন কল্যাণ হয় না। কলকাতা সহর, মধ্যবিত্ত বাঙালীর সহর। কলকাতা সহরে মধ্যবিত্ত বাঙালীর দান ও ত্যাগ, তার ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবজনক। আমরা দেখছি যখনই কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেই পরিকল্পনায় একটা বিদেশী মনোভাব নিয়ে করা হয়েছে। দেশের জনসাধারণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে তা করা হয় না। কলকাতায় যে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট হয়েছে তাতে কলকাতার উন্নতি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কলকাতায় যে সমস্ত দরিদ্র জনসাধারণ ছিল, আজ তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আমরা চাই না এই রকমভাবে পরিকল্পনা করা হোক। আমাদের এই বাঙলা দেশে সারা জাতির মেরুদণ্ড, তাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে এবং বড় বড় ধনিকের স্থান হবে এটা আমরা চাই না। কাজেই পরিকল্পনা করবার সময় এই দিকে দৃষ্টি রেখে করা উচিত। এই জন্যই আমরা এই পরিকল্পনার পুরোপুরি বিরোধী। এখানে একজন মাননীয় সদস্য যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, আমি মনে করি, তা গ্রহণ করবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এখানে প্রায় দুই লক্ষ লোক, তাদের জমি থেকে, জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এখানে এমনভাবে পরিকল্পনা রূপায়িত করা হোক যে, কলকাতার আশে-পাশে যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি আছে হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, সেইগুলি ডেভলাপ করা হোক। ডেভলাপ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে তোলা হোক। মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা যদি সেখানে হয় তাহলে মানুষ সেখানে ছুটে যাবে। কাজেই এই রকমভাবে পরিকল্পনা না করে, তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত না করে, আগে সেখানে ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা হোক।

[11—11-10 a.m.]

কলকাতার আশে-পাশে জলের ব্যবস্থা হওয়া খুবই প্রয়োজন কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যে সহর পরিকল্পনা রয়েছে সেই পরিকল্পনা এমনভাবে গড়ে তোলা হোক যাতে করে এই সমস্ত এলেকায় যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের অর্থনৈতিক জীবন কোনভাবে বিপর্যস্ত না হয়। শঙ্করবাবু বলেছেন জমির দাম ১০/১৫ হাজার টাকা। ডাঃ রায় বলছেন যে জমি সংগ্রহ করা হবে, সেই নোটিফায়েড এরিয়াতে জমির দাম বেশী হবে না। কিন্তু কলকাতার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে হাজার হাজার টাকা দিয়ে জমি কিনে বাড়ী করা সম্ভব হবে না তা সরকার যতই সাহায্য করুন না কেন। বর্তমানে যে অবস্থা হয়েছে তাতে আমরা দেখছি কলকাতার দরিদ্র সম্প্রদায় ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই যে নতুন satellite town পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনায় গরীব লোকের স্থান হবে না, সেখানে বড় বড় ধনী রাঘববোয়াল-দেরই পুনর্বাসন হবে। কল্যাণী পরিকল্পনা কেন সার্থক হলো না? এখান থেকে ৩০ মাইল দূরে, তবুও যে সার্থক হল না তার কারণ হল সেখানে যাঁরা বাস করবেন তাঁদের জীবিকার কোন

ব্যবস্থা করা হল না। জীবিকার ব্যবস্থা না করা হলে এই ধরণের পরিকল্পনা কখনোই সার্থক হবে না। দ্বিতীয় কথা হল, ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা উন্নত না হলে কলকাতা ছেড়ে কেউ যেতে চাইবে না। এখন যে ভীষণ কন্‌জেশন হয় তাতে করে ইলেকট্রিক ট্রেন না হওয়া পর্যন্ত এবং ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ইম্প্রুভ না করা পর্যন্ত satellite town-এ কেউ যাবে না। বস্তিবাসীদের কলকাতা সহর থেকে satellite town-এ নিয়ে গিয়ে সেখানে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। স্লাম ক্লীয়ারেন্স আইন হয়েছে, সেই অনুসারে একটা স্কীম করে অনেকগুলি বাড়ী তৈরী হয়েছে, কিন্তু তাদের ভাড়া এত বেশী যে, এত ভাড়া দেওয়া বস্তিবাসীদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা সেখানে গেলে তাদের জীবিকার কোন ব্যবস্থা থাকবে না, সেইজন্যই বস্তির লোকেরা সেখানে যেতে চায় না। সবচেয়ে বড় কথাই হচ্ছে জীবিকার ব্যবস্থা করা। ডাঃ রায় বলেছেন ট্রেনিং দেওয়া হবে, দু' টাকা করে দৈনিক দেওয়া হবে। রেফিউজীদের ব্যাপারেও তিনি এই কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাদের জীবিকার কি ব্যবস্থা হয়েছে? কাজেই সেদিক থেকে আমি বলব, এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে কলকাতার আশে-পাশের অঞ্চল ডেভালপ করে মেট্রোপলিটান বোর্ডের অধীনে সিউয়ারেজ ও জলের ব্যবস্থা করা হোক।

PROCESSION IN THE STREET

Shri Jyoti Basu :

স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, ওখানে দেড় হাজার লোক এসে জমায়েত হয়েছে, কারণ তাদের জমির উপর নোটিশ পড়ে গিয়েছে। রাস্তায় তাদের পুলিশ আটকে দিয়েছে, এখানে আসতে দিচ্ছে না।

Shri Hemanta Kumar Basu :

স্যার, এখান থেকে দু-একজন সদস্য এবং মন্ত্রীদের মধ্যে দু-একজন সেখানে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন।

Shri Bijoy Singh Nahar :

আপনারা ধরে নিয়ে এলেন, আর আমারা দেখা করতে যাব?

Shri Jyoti Basu :

আপনারা কংগ্রেস লিডার, দেখা করলে আপনাদের ক্ষতি কি ছিল, -যান দেখা করুন, তাদের বক্তব্য শুনুন।

Shri Subodh Banerji :

আপনাদের তো পিপলস্ গভর্নমেণ্ট বলে দাবী করেন আপনারা—তাহলে পিপলস্‌দের সঙ্গে দেখা করতে আপনাদের এত ভয় কেন? Why not meet the people on the street! তাদের ঘর-বাড়ী কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তাদের সঙ্গে দেখা করতে আপনাদের সম্মানে লাগে?

Mr. Speaker :

আপনাদের বক্তব্য শেষ হয়েছে তো? এখন বসুন।

NON-OFFICIAL RESOLUTION.

Shri Sudhir Chandra Bhandari :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে উপনগরী সম্পর্কিত যে পুস্তিকা এখানে দেওয়া হয়েছে সেই পুস্তিকায় দশ পৃষ্ঠার শেষ দিকে আমরা দেখছি কি কি কারণে উপনগরী করা হচ্ছে তার কথা বলা হয়েছে। আমার মতে একটা কারণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার যে যে কারণে বৃহত্তর কলিকাতা গঠনে ব্রতী হবেন তার প্রধান কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন তার একটা ইঙ্গিত। কলকাতার অধিবাসীদের সমস্যাসমূহের যদি সত্যিকার প্রতিকার না হয় তাহলে কলকাতা সহরে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে তাতে শুধু বাঙলা দেশই নয়, সমগ্র জাতির জীবনে এক বিরাট দুর্গতি নেমে আসবে, আমাদের সকল আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও ধ্যান-ধারণা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কলকাতা সহরের ভীড় কমাবার জন্য এটা করা হচ্ছে বলে বলা হয়েছে।

আমি আগেই বলেছি কলকাতার বস্তী অঞ্চল উচ্ছেদ করে যদি এগুলির উন্নয়ন সাধন করা যায়, সেখানে যদি দোতলা-তেতালা বাড়ী তৈরী করে দেওয়া যায় তাহলে সমগ্র জনসংখ্যার যে এক-তৃতীয়াংশ এখানে বর্তমানে বাস করছে তার দ্বিগুণ তখন বাস করতে পারবে। সেইজন্যই আমি বলছি এই সকল প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সমীচীন হবে না। এর দ্বারা ভবিষ্যতে কোনপ্রকার মঙ্গল সাধিত হতে পারে না।

[11-10—11-20 a.m.]

আপনারা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য দুঃস্বপ্ন নগরী কলকাতাকে বড় লোকদের বিলাসের জায়গা করার যে চিন্তা করছেন তা হবে না। ঐ অঞ্চলের লোকেরা তাদের বাস্তু-ভিটা ছেড়ে কলকাতার ১৪ লক্ষ লোকের বিলাস-ভবন করতে তারা দেবে না। সেজন্য বলছি যে পরিকল্পনা আপনারা পরিত্যাগ করুন। ড্রেনেজের কথায় আমি বলব যে কলকাতার চারিদিকে যে বড় বড় খাল আছে—মনিয়ালী খাল, চড়িয়াল খাল, বেলেঘাটা খাল, মানিকতলা খাল—সে খালগুলোকে সংস্কার করে ছোট ছোট শাখা খাল এর সঙ্গে যুক্ত করে দিলেই আপনাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। সুতরাং এই রকম প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা থেকে আপনাদের বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Hansadhwaj Dhara :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, উপনগরী স্থাপনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হল। মাননীয় সুবোধবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাবের মধ্যে কোলকাতার যে সমস্যা তা তিনি স্বীকার করেছেন। কোলকাতার সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন, যে বিকল্প পরিকল্পনা দিয়েছেন সে সম্পর্কে একটু আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের এই সভায় বলেছেন. মাননীয় শঙ্করদাস বাবু যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের মধ্যে সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যে কোলকাতার যে বিশেষ সমস্যা সে সমস্যা সমাধানের জন্য বিকল্প কোন উপনগরীর ব্যবস্থা করা হোক। সুবোধবাবুর প্রস্তাবের মধ্যে ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর এলাকায় উপনগরী করা হবে এই ধরে নিয়ে প্রস্তাব আছে। আমি বিশেষ করে বিষ্ণুপুর এলাকা নিয়ে আলোচনা করছি এই কারণে যে এর আগে একটা প্রস্তাব শঙ্করদাসবাবু এই সভায় এনেছিলেন যাতে বিষ্ণুপুরের কথা ছিল, কিন্তু সে প্রস্তাব তখন আলোচনা করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বিষ্ণুপুর এলাকায় উপনগরী করলে তার ভাল-মন্দের কথা বলেছেন এবং সে সম্পর্কে একটা পুস্তক যা আমাদের কাছে দিয়েছেন তার মধ্যে বিষ্ণুপুর এলাকাকে ধরে নিয়ে যে উপনগরী করা হবে সে সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ দিয়েছেন। কোলকাতার সমস্যা সমাধানের জন্য আজ উপনগরীর প্রয়োজন হয়েছে।

আমরা সাধারণভাবে মনে করি যে, কোলকাতা শহরের লোকের মঙ্গল করতে হলে আমাদের বিষ্ণুপুর ও ২৪ পরগণার অন্যান্য অঞ্চলের অমঙ্গল করে এই মঙ্গল করা সমীচীন হবে কি হবে না। কোলকাতা শহরের সমস্যা নিয়ে যেদিন আলোচনা হয়েছিল সেদিন ওপরের নেতৃস্থানীয়রা ওখানে ছিলেন, আমরাও ছিলাম এবং তখন সকলেই আমরা স্বীকার করেছিলাম যে কোলকাতা শহরের সমস্যা শুধু কোলকাতার অধিবাসীদের সমস্যা নয়, এটা আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় সমস্যা। শঙ্করদাসবাবু একটা কথা এখানে বলেছেন যে কোলকাতা শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে গেছে বলে এখানে সমস্যা দেখা দিচ্ছে—কিন্তু আসলে তা নয়। কোলকাতা শহর গড়ে উঠেছিল স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কোন পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে ওঠেনি এবং তার ফলে সমস্যা বিরাট আকারে দেখা দিয়েছে। আজ সেজন্য কোন শহর গড়ে তুলতে হলে পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। আজ ২৪ পরগণার সবচেয়ে বেশী বিপদ। ২৪ পরগণার তিন পাশে এমনভাবে কোলকাতা ঘিরে রয়েছে যে কোলকাতার যা-কিছু দুর্ভোগ তা ২৪ পরগণার উপর গিয়ে পড়বে। কোলকাতায় বেশী বৃষ্টি হলে ২৪ পরগণায় তার চাপ যায়; কোলকাতায় বেশী লোক হলে তা ২৪ পরগণায় ছড়িয়ে পড়ে, কোলকাতায় জনস্ফীতি হলে বাহিরে যার ২/৫ কাঠা জায়গা আছে তাও তার কাছ থেকে চলে যায়। সেজন্য কোলকাতার সমস্যা ২৪ পরগণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে

জড়িত। কোলকাতার লোক বৃদ্ধি হয়েছে। তার চাপ ২৪ পরগণায় গিয়ে পড়বে। কোলকাতা যেমন স্বাভাবিক পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে, ২৪ পরগণাও সেইভাবে তাহলে গড়ে উঠবে।

আজকে এই সরকারকে ২৪ পরগণা জেলা সম্পর্কে চিন্তা করতে হলে প্রথমে পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। তারপর, কোলকাতা থেকে যে রাস্তা অর্থাৎ গড়িয়া থেকে বারুইপুর পর্যন্ত গিয়েছে সেখানে পরিকল্পনাবিহীন অবস্থায় শহর ও ফ্যাক্টরী গড়ে উঠেছে বলে গত বন্যার সময় আমরা দেখেছি বরাল ইউনিয়নে যে দুইটি ফ্যাক্টরী গড়ে উঠেছিল তা ভেসে গেছে। স্যার, আজকে বিষ্ণুপুর থানার লোকের দুর্গতি হবে বলে প্রভাসবাবু এবং রবীনবাবু চিৎকার করে বলছেন জনসাধারণের কি হবে? কিন্তু সেখানের অবস্থা কি ঘটেছে দেখুন। সরকার যদিও বেহালার আট মাইল নেবেন বলেছেন, কিন্তু আমরা দেখছি সেখানে রাস্তার দুপাশে বাড়ী-ঘরদোর তৈরী করে যে সমস্ত লোক বসবাস করছে সেই সব বাড়ীঘরদোর অত্যন্ত পরিকল্পনা-বিহীন অবস্থায় তৈরী হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে সেখানে যেসব ফ্যাক্টরী তৈরী হবে —যেমন আমতলায় ফ্যাক্টরী গড়ে উঠেছে—বা সামান্য সামান্য জায়গা কিনে লোকেরা বাড়ীঘর তৈরী করবে বা কোন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন করে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলবে সেই সমস্ত জিনিসই অত্যন্ত পরিকল্পনাবিহীন অবস্থায় গড়ে উঠে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই একটা শহরের সৃষ্টি হবে এবং তার ফলে ঐ বিষ্ণুপুরকে আমরা বাঁচাতে পারব না। কাজেই এমতাবস্থায় ঐ অঞ্চলের লোকের মঙ্গলের জন্যই যে সরকারের তরফ থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত সেটা আজ আমাদের চিন্তা করা দরকার। আজকে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বলুন আর এবারকার সেন্সাস অনুসারে ২ লক্ষ ৩৭ হাজারই বলুন—তবে নিশ্চয়ই ১ লক্ষ ৪৭ হাজারের বেশী লোক সেখানে আছে—তাদের মনে এই ভীতির সঞ্চার হয়েছে যে আমাদের কি অবস্থা হবে? এটা খুবই সত্যি কথা এবং বিবেচনা করাও উচিত যে এই উপনগরীর পরিকল্পনা যদি কল্যাণকর হয় তাহলে এক শ্রেণীর লোকের অকল্যাণের মাধ্যমে আমরা আর এক শ্রেণীর কল্যাণ করতে পারব না। আজকে স্বাভাবিকভাবে একটা যুক্তি দেখান হয় যে, খাল কাটলে জমির উপর দিয়ে যাবে এবং তাতে লোকের অসুবিধা বা অমঙ্গল হবে। কিন্তু আমরা লোকের মঙ্গল করবার জন্য খাল কাটছি অতএব সেই মঙ্গল যাতে সব লোকের হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই খাল কাটতে হবে এবং তাতে যাদের জমি পড়বে তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা বা তাদের পক্ষে যেটা গ্রহণযোগ্য হয় সেই-ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যা হোক্, প্রভাসবাবু এবং রবীনবাবু যে ভয় করছেন তাতে আমি বলব যে একটি অঞ্চলে যদি লোক ভর্তি হয়ে থাকে এবং তার একটি মাত্র দরজা খোলা থাকে তাহলে সেই দরজা আমরা বন্ধ করে রাখতে পারব না—লোক স্বাভাবিক গতিতেই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। স্যার, ২৪ পরগণার তিন দিকই কেলকাতা ঘিরে রেখেছে এবং বরানগর থেকে বাদুড়াপাড়া পর্যন্ত যে পরিমাণ জনস্ফীতি হয়েছে তাতে ঐ অঞ্চলে আর লোক যাচ্ছে না। তারপর অন্য যে দরজা খোলা ছিল—অর্থাৎ দমদম এবং বারুইপুর অঞ্চল সেখানেও জনসাধারণ এবং ফ্যাক্টরীতে ভরে গেছে। কাজেই এই যে একটিমাত্র দরজা খোলা আছে—অর্থাৎ বেহালার বিষ্ণুপুর অঞ্চল সেখানে যদি পরিকল্পনা করে লোক না নিয়ে যাই তাহলে লোক তা শুনবে না—তাদের হাতে টাকা আছে এবং কোলকাতার কাছাকাছি বলে তাঁরা নিজেরাই সেখানে গিয়ে পরিকল্পনাবিহীন অবস্থায় বাড়ীঘরদোর এবং ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলবে এবং তার ফলে সেখানে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হবে এবং ড্রেনেজ ধ্বংস হবে। এ জিনিস কেউ ঠেকাতে পারবে না। শুধু তাই নয়, সেখানে যে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে তাতে কাজ-করবার জন্য অন্য জায়গা থেকে তাঁরা কম পয়সায় লেবার আনাবে এবং এইভাবে দেখব তাদের যে শুধু জমিই গেল তা নয়, তারা সেখানে কাজ করতে না পেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তবে বিষ্ণুপুরের লোকদের আজ এটা বিচার করে দেখতে হবে যে, কোলকাতার সমস্যা আজ শুধু বাঙলা দেশের সমস্যা নয়, এটা সর্বভারতীয় সমস্যা এবং এটাও সকলে স্বীকার করবেন যে এখানে যেভাবে জনস্ফীতি ঘটেছে তাতে কলের জন্য স্থান সংকুলান হচ্ছে না এবং সে সমস্যা শুধু টাকা খরচ করলেই সমাধান করা যাচ্ছে না। সুতরাং আজ স্থানের জন্য যদি বিষ্ণুপুর এলাকাকে নিতে হয় তাহলে সেই অঞ্চলের লোকের মনে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে তাতে এই বইতে তাদের রক্ষা করার যে সমস্ত অবস্থার

কথা বলা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা বলেছেন সেগুলো ঐ অঞ্চলের জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

[11-20—11-30 a.m.]

আজকে সেই অঞ্চল থেকে কয়েক হাজার লোক এসেছিল। জ্যোতিবাবু একটু আগে বলছিলেন। ঐ অঞ্চলে আগে তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে হ্যান্ড বিল দিয়ে সভা-সমিতি করা হয়েছে। সেখানে বক্তৃতা দেওয়া হল যে তোমরা উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছ, উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছ, ধ্বংস হয়ে যাবে। এই রকম পরিকল্পনা কল্যাণীতে করা হয়েছিল, সেখানে কেউ যায়নি। এখানে এই রকম বড়লোকেরা থাকবে, তোমরা উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। জ্যোতিবাবু ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সেখানে যখন আমরা এক সঙ্গে মিলে আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যারা দুই কাঠা জমির উপর কুঁড়ে ঘর করে আছে বা যার দুই বিঘা জমিজমা আছে সে কি ওখানে বাসস্থান করতে পারছে? সেখানে যে ল্যান্ডলেস লেবার আছে যারা এমনি খেটে খেটে বেড়ায় তারা সেখানে কিভাবে কাজ পাবে, সেখানে কাজ নেই, সে-কাজ তো এখনও তারা শেখোন, কতগুলি টেকনিক্যাল স্কুল হবে, কত লোকের কাজের ব্যবস্থা হবে, কত করে তাদের মজুরী হবে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম। সেখানে ফ্যাক্টরী ইত্যাদি সব গড়ে ওঠার পর স্থানীয় লোক চাকরি পাবে কিনা তার নিশ্চয়তা কি সমস্ত বিষয়ের যে উত্তর মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন সেই উত্তর তাদের কাছে পরিবেশন করা হয়নি, সেই জন্য জনসাধারণের কাছে আমরা উপস্থিত হতে ভয় পাই এই কথা ও-পক্ষ থেকে বলেছিলেন। জনসাধারণ বাস করে বিষ্ণুপুরে, তাদের কাছে উপস্থিত হতে হলে বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হতে হবে। আমাদের ঐ অঞ্চলে যদি কল্যাণকর পরিকল্পনা নেয় তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কলকাতা শহরের লোকের বসবাসের জন্য ঐ অঞ্চলের লোক যাতে উদ্বাস্তু হয়ে না যায় তার জন্য স্পষ্ট আকারে সরকার থেকে বলা দরকার যে ওখানকার গরীব লোক যে ভিক্ষা করে খায় সেও মাথা গুঁজবার জন্য একটা স্থান করে ওখানে বসবাস করতে পারে। ওখানে তাদের ফ্রি বাস করার জন্য ব্যারাক হবে কিনা বা ব্যারাকের কম রেণ্ট হবে কিনা, অল্প দামে জমি পাবে কিনা সেই সব ব্যবস্থা করা দরকার। আজকে একটা জিনিস ওঁরা বলছিলেন যে আমরা কম দামে জমি নেব সেজন্য বেশী এলাকায় নোটিশ দিয়েছি। এই নোটিশ লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করেছে। যাদের বাড়ীতে লোক বেড়েছে, সেজন্য একখানা ঘর করবে বলে ঠিক করছে তারাও ভয়ে জমি নিচ্ছে না। এই তো সেদিন বলা হ'ল ২৫ বছর ধরে পরিকল্পনা চলবে, নোটিশ সার্ভ হয়ে গেল। ২৫ বছর ধরে কোন্ কোন্ অঞ্চলে তারা বাস করতে পারবে, তাদের বাড়ী-ঘর-দোর থাকবে, এক্সটেনশন অফ্ বিল্ডিং করবে কিনা, যারা হাফ করে রেখে দিয়েছে তারা সেই সব করবে কি না করবে এই সব জিনিস সরকার পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে বলার দরকার আছে।

Mr. Deputy Speaker :

আপনি বসুন আপনার সময় হয়ে গেছে।

Shri Hansadhwaj Dhara :

স্যার, আমাদের জেলার বিশেষ সমস্যা, এতগুলি লোক মারা পড়বে, কিছু যদি না বলতে দেন তাহলে কি করে হয়! তারপর বসবাসের পর বাঁচার ব্যবস্থা। বাঁচার একমাত্র সম্বল হচ্ছে জমি। যাদের জমি নেই তারা অন্যদের জমি চাষ করে খাচ্ছিল। আজকে সেখানে যদি শিল্প সৃষ্টি হয় তাহলে যে শিল্প সৃষ্টি হবে তাতে যাতে স্থানীয় লোকেরা চাকরি পায় তার জন্য আমি বলব ওখানকার লোকাল বডি যে কমিটি করেছিলেন সেই কমিটি ওখানকার প্রতিনিধিদের নিয়ে হওয়া দরকার—আগে থেকে তার জন্য সেফ-গার্ড হওয়া দরকার। কম্পেনসেশনের ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করার দরকার হবে। ওখানে যে ১৪ হাজার একর গ্রীন ল্যান্ড আছে তা ওখানকার চাষীদের দেওয়া হবে কিনা? ডায়মন্ড হারবার সদর মহকুমার গভর্নমেণ্টের ভেস্টেড ল্যান্ড ওখানকার উদ্বাস্তু চাষী হিসাবে যারা বাস করে তাদের ঐ জমিতে অগ্রাধিকার দেবার ব্যবস্থা সরকার থেকে করা উচিতৎ। এবং সেই জমি যাতে তারা পায় তার ব্যবস্থা করা উচিৎ। আমার

শেষ কথা হচ্ছে মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মানুষের কল্যাণের জন্য যদি পরিকল্পনা হয় তাহলে সেই পরিকল্পনার দ্বারা যাতে সকলের সমস্ত কল্যাণ সম্ভব হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।

Shri Rabindra Nath Roy :

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় শ্রীহংসধ্বজ ধাড়া, ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বললেন যে এই পরিকল্পনার মধ্যে সেই অঞ্চলের মানুষের যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে সেটা তিনিও জানেন। সুতরাং তাঁর উচিত ছিল সেই অঞ্চলের কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে সেই অঞ্চলে গিয়ে জনসাধারণকে এই পরিকল্পনার পিছনে উদ্বুদ্ধ করা, কিন্তু তিনি তা করেন নি। যা হোক্ আমি বলতে চাই এই পরিকল্পনার মধ্যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ছাপ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে এবং শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সুচতুর কৌশলে সহরের জনসাধারণের জন্য কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন করেছেন এবং অন্য দিকে সেই অঞ্চলে প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের যে কথা বলেছেন এর কোনটাই আমি বিশ্বাস করি না। এজন্য করি না কারণ গত ১৪ বছরের মধ্যে এই অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক যদি উন্নত করার চেষ্টা তাঁদের থাকতো তাহলে বহু পূর্বেই তাঁরা সেটা করতেন। হংসধ্বজ ধাড়া মহাশয় যেকথা বললেন সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহর গড়ে উঠবে, লোকজন গিয়ে সেখানে বাস করবে, ইন্ডাষ্ট্রি ডেভেলপ করবে এটা সেই অঞ্চলের গ্রামীন অর্থনৈতিক বাঙলার জন্য হয়েছে। সেখানে মানুষ আজ যেতে পাচ্ছে না, অল্প দামে সেখানে জমি বিক্রী হয় এবং কোলকাতা থেকে বড় মাড়োয়ারী গিয়ে, ডাঃ রায়ের ভাইপো গিয়ে সেখানে উচ্চমূল্যে জমি ভাল কিনছেন এবং শঙ্করদাস বাবুর আত্মীয় ইতিমধ্যে সেখানে জায়গা কিনেছেন। সেজন্য আমি বলছিলাম এই অঞ্চলে সহর গড়ার যে পরিকল্পনা রয়েছে এই পরিকল্পনার মধ্যে তাঁদের মত কয়েক জন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সমর্থক যাঁরা এই সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকে নিজেদের সুখ-সুবিধা করে নিতে পারবেন তাঁদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। কোলকাতার জনসাধারণের যে সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে, কোলকাতার স্বাস্থ্য সমস্যা, কোলকাতার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান নিম্নগতি হচ্ছে ১৯২৮-২৯ সাল থেকে। সেই ছবি সরকারের সামনে দিলে এবং তা থাকাকালীন যদি কোলকাতার মানুষের কোন মঙ্গল তাঁরা করতে চাইতেন যাদের মঙ্গলের কথা ভাবছেন—তাহলে কোলকাতায় মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং বস্তির অধিবাসীদের সেখানে অপসারণ করতেন অনেক দিন আগে। এই সমস্ত নিম্নমধ্যবিত্ত, কৃষক-মজুর—যারা রয়েছে তাদের মঙ্গল কি সেটা তাঁরা ভাবছেন না। কারণ সেখানে ছয় হাজার টাকায় তিন কাটা জমি এবং আরো কুড়ি হাজার টাকা খরচ করে যাঁরা বাস করতে পারবেন তাঁরা যাবেন। কোলকাতার ১৪ লক্ষ লোকের মধ্যে ক'টা লোকের পক্ষে তা সম্ভব হবে এর মধ্যে তার কোন বাস্তব ছবি নেই—তার মধ্যে শতকরা ৯০ জন লোকের সম্ভাবনা নেই। সম্ভাবনা যেটা আছে ৫ পার্সেণ্ট কি ১০ পার্সেণ্ট লোক, শঙ্করদাস বাবুর মত বড়লোক—তাঁরা গিয়ে সেখানে বাস করতে পারবেন। সেজন্য, আমি মনে করি এই যে পরিকল্পনার ছবি সত্যিকার বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক থেকে দেখতে গেলে এই ছবি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ছবি এবং এই ছবি ঐ অঞ্চলের আড়াই লক্ষ কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আগামী জীবনে তাদের জীবিকার ভবিষ্যৎ একেবারে শেষ করে দেবার ছবি, একথা আমি মনে করি। আর একটা কথা হচ্ছে এই পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে গেলে কতকগুলি যে কণ্ডিশনের কথা হংসধ্বজ বাবু বললেন—কোন্ জমি নেয়া যায়, না নেয়া যায় সে সম্পর্কে—আমি বলতে চাই ইতিমধ্যে নোটিফিকেশন হয়েছে কোন্ জমি নেয়া হবে। কাজেই এগুলি ভাঁওতাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ সেখানে সার্ভে পর্যন্ত হয়ে গেছে এবং লোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে লোককে বলে দেয়া হচ্ছে যে তোমরা কেউ আর কোন কন্‌ষ্ট্রাক্‌শন করতে পারবে না, অর্থাৎ ছোটখাট বাড়ীর কনষ্ট্রাকশন পর্যন্তও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সেখানে মধ্যবিত্ত লোক আতঙ্কগ্রস্ত; কৃষক আতঙ্কগ্রস্ত, তাদের জমিতে তারা চাষ করতে পারছে না, তাদের সেখানে অন্য ফসল ফলাবার চেষ্টা নষ্ট করে দিচ্ছেন। সুতরাং এই য়্যাসেম্বলীর মধ্যে শুধু বলবেন আমার জনদরদী, কল্যাণ-রাষ্ট্রের কর্ণধার আমরা, আমরা মানুষের মঙ্গল করবো—এই বলে কিছু লাভ নেই। উপনগরী

সৃষ্টি হওয়ার, সহর গড়ার দরকার আছে একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আড়াই লক্ষ লোককে সরিয়ে দিয়ে কোলকাতার লোককে বসাবেন এর সম্ভাবনা নেই। আপনাদের হিসাব মত দেখা যাচ্ছে ৩০ পার্সেন্ট বস্তীবাসীর জন্য আপনারা কিছুই করেন নি।

[11-30—11-40 a.m.]

কি অস্বাস্থ্যকর অবস্থার বস্তিবাসীদের বাস করতে হচ্ছে। এখানে জল-সরবরাহের জন্য যে কথা বলেছেন, কলকাতা কর্পোরেশনের যে ওয়াটার সাপ্লাই ব্যাপার, পলতা থেকে জল সরবরাহ হয়। তার মধ্যে ফিল্টারড্ ওয়াটার-এর যে ব্যবস্থা আছে, গঙ্গানদীর জল নিয়ে যে ফিল্টার-এর ব্যবস্থা আছে, সেই গঙ্গানদীর জলে ব্যাক্টেরিয়া রয়েছে। নদীর জলের সেই ব্যাক্-টেরিয়া সরিয়ে দিতে গেলে ঐ গঙ্গানদীর স্রোতধারাকে বাড়াতে হবে। এই গঙ্গানদীর স্রোত-ধারাকে যদি ব্যাক্টেরিয়ালেস্ করতে হয়, তাহলে সেই স্রোতধারাকে বাড়াতে হবে এবং তার জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া দরকার, তা কবে হবে, তার কোন নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে দু-লক্ষ, আড়াই লক্ষ লোককে উদ্বাস্তু করবার জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেই পরিকল্পনার দ্বারাও সমস্যার কোন সমাধান করতে পারবেন না। যে ভাবেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক-না-কেন, এর দ্বারা আগামী ভবিষ্যতে আড়াই লক্ষ লোকের ভবিষ্যৎ ও জীবিকা একেবারে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দেওয়া হবে এবং সমস্যাজর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আবার নূতন সমস্যার সৃষ্টি তাঁরা করবেন। আমি মনে করি, এই পরিকল্পনা এখন স্থগিত রাখা হোক্।

Shri Jyoti Basu :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই উপনগরীর এক বা একাধিক আমাদের পশ্চিমবাংলায় প্রয়োজন আছে—এ বিষয়ে আমি একমত। এবং কেন্দ্র যদি সাহায্য করেন, নিশ্চয়ই এটা করা উচিত, 'যদি' কেন বলবো, কেন্দ্রের সাহায্য করা উচিত। এ বিষয়েও আমি এবং কংগ্রেস পক্ষের যাঁরা বলেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একমত। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে কারণে, যে পরি-প্রেক্ষিতে এই প্রস্তাব এসেছে, তার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। কারণ কংগ্রেস পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব কেন করা হচ্ছে—উপনগরী তৈরী করার? তার কারণ কলকাতার জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তবে একবার আপনি বুঝবেন। যে বইটা আমাদের দেওয়া হয়েছে, সময় নাই, একটু সংক্ষেপে বলছি, তাতে দেখছি লেখা আছে—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যাঁরা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-এর প্রতিনিধি, যাঁরা এটা কন্ট্রোল করেন, সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা একথা বলেছেন—

তাঁরা বলছেন—

Calcutta has the largest student population of any city in India, and one of the most unruly. It must also far exceed all other cities in the number of its educated unemployed. আরও বলেছেন These conditions likewise nurture feelings of unrest and malaise in the population which are likely to boil over from time to time in ways that are both destructive and inimical to orderly economic development.

আর পরে সরকার এই সব থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকার বলছেন যে,

The biggest reason why the Centre should step in ought to be political foresight. The 1959 food agitation is a portent, and, unless things turn for the better, Calcutta may soon explode in an orgy of violence which might ruin not only Bengal, not only the industrial complex in and around the city, but many cherished national ideals, realities and goals as well.

এই হচ্ছে কারণ। যে কারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বলেছেন পশ্চিমবাংলা সরকারকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে যে এই ব্যবস্থা কলকাতাবাসীর জন্য করতে হবে। সহজে আপনি বুঝতে পারেন এ অন্যায় কেন? নীতিগতভাবে এই স্যাটেলাইট্ টাউন একটা বা তার বেশী আমরা চাই।

কারণ জনগণের দিকে তাকিয়ে, কলকাতার সমস্যার দিকে তাকিয়ে, আনরুলি স্টুডেন্ট-দের জন্য তা নয়, যে সব ভায়োলেন্স বলা হয়, তার জন্যও নয়; যেগুলি আমরা সম্মান করি। এখানে যে আন্দোলন করা হয়, খাদ্যের জন্য যাঁরা আন্দোলন করেন, যাঁরা কংগ্রেস সরকারর পদলেহন করে থাকেন না, তাঁদের মেরুদণ্ড আছে, সরকারী নীতির প্রতিবাদ করেন, তাঁদের আমরা সম্মান করি, মাথায় করে রাখি। তথাপি প্রয়োজন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আরো যাতে আমরা ছড়িয়ে পড়তে পারি। কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এই বিষ্ণুপুরে যে স্কীম করা হচ্ছে, সেই সম্পর্কে প্রভাসবাবুর প্রস্তাব ও সুবোধবাবুর প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি এবং বলছি সরকারের ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া হোক। কারণ এটা এখন সহজে আপনি বুঝতে পারছেন না। এটা করলে বুঝতে পারবেন না। শ্রীহংসধ্বজ ধাড়ার কাছে শুনলাম প্রত্যেক পরিবারের দুজন, দুজন করে ৯০ হাজার ছেলেকে কংগ্রেস সরকার চাকরী দেবেন। উনি বিশ্বাস করেন, লেবার মিনিস্টারের রিপোর্টও পড়েছেন, বাঙ্গালী যত পারসেণ্টেজ চাকরী করতো, তা কমে গেছে! যে সমস্ত কনট্রাক্ট লেবার আছে, তার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ বাইরে থেকে এসেছিল। আপনি কি বলতে পারবেন বছরে বছরে ৯০ হাজার কৃষকের ছেলের জন্য পার্মানেন্ট জব্ ক্রিয়েট্ করবেন? তা আপনি বলতে পারবেন না। এই ব্যাপারে যখন একটি কনফারেন্স হচ্ছিল, তখন প্রফুল্ল সেন মহাশয়, যিনি সচরাচর ভাল কথা বলেন না, তিনি একজন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি যে বলছেন এইরকম এরা সব চাকরী পাবে, একেবারে এতগুলি লোককে কি আপনি চাকরীতে রাখতে পারবেন? তখন তিনি বললেন—এখানে রাস্তা হবে, বাড়ী তৈরী হবে, নানান রকম কাজ হবে। এতগুলি লোক দিয়ে সেখানে কি হবে? ছ'মাস-ন'মাস তাদের আপনারা দু'টাকা-আড়াই টাকা দিতে পারেন। তারপর তারা কি করবে? তখন সরকারী কর্মচারীটি তার কোন সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি বললেন—কাজ তো ২৫ বছর ধরে চলবে। আমি জিজ্ঞাসা করি—তাদের নামগুলো সব কি সরকারের খাতায় থাকবে, তারা কাজ করলেও দু-টাকা, কাজ না করলেও দু-টাকা পাবে? কিন্তু তা হবে না। হলে বুঝতে পারবেন! সুতরাং এ সবই বোগাস্।

তারপর আর একটি জিনিস দেখবেন, ইণ্ডাস্ট্রির কথা বলেছেন এই সঙ্গে, যেটা শঙ্করদাস বাবুর প্রস্তাবে আছে। কিন্তু ঐ ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি পয়সাও নাই। দুশো কোটি টাকা খরচ হবে এই ইণ্ডাস্ট্রির জন্য। কিন্তু তার এক কানাকড়িও এখানকার জন্য পাওয়া যাবে না। আমেরিকানরা যে দুশো কোটি টাকা ইণ্ডাস্ট্রির জন্য দেবেন, তার থেকে টাকা নিয়ে এখানে আপনারা ব্যয় করতে পারবেন না। কারণ আপনাদের এমন কোন আইন নেই যে, তাঁদের কম্পেল করতে পারেন, বাধ্য করতে পারেন যে সেখান থেকে টাকা দিতে হবে। সেইজন্য এই প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করতে পারি না। বহু মানুষ, প্রায় দু লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করা হবে, এদের জীবিকা উপার্জনের কোন ব্যবস্থা আপনারা করতে পারবেন না। এদের জায়গা দিতে পারবেন না। আর ধানি জমি নেবেন না। কিন্তু তাও হয়ত কোথাও কোথাও নিয়েছেন। যেমন দুর্গাপুরে, সেখানে কি কোন ধানি জমি পড়ে নি? নিশ্চয় কিছু পড়েছে। এইভাবে কলিকাতা সহরেও কত ধানি জমি রয়েছে। কিন্তু সে কথা নয়। যখন প্ল্যানড্ পরিকল্পনার কথা বলছেন সেখানে কোন অল্টারনেটিভ্ ব্যবস্থা না করে। বাংলাদেশ যদি আরও ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজড্ হ'ত তাহলে আমি বলতাম কৃষকদের নিয়ে আসুন এখানে দলে দলে; তারা ঐ কাজ করে নিজেদের জীবন ধারণ করতে পারবে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা এখানে নেই। শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি মহাশয় বলে গেলেন লণ্ডনে এইরকম ব্যবস্থা হয়েছে। আমি ত লণ্ডনে গিয়েছিলাম, ছাত্র-জীবনের পর, এবং কয়েক বছর ধরে সেখানে থেকে সব দেখে এসেছি। কিন্তু সেখানের সমস্যা আর আমাদের একানকার সমস্যা কি এক! আমাদের মত সেখানে আন-এমপ্লয়েড-এর প্রশ্ন নেই। ইংলণ্ডে বাইরে থেকে বহু ছাত্র ও দলে দলে লোক গিয়ে সেখানে কাজ করছে। সেখানে কি ধানী জমি নিয়ে টানাটানি করতে হয়? সেখানে কি ভারতবর্ষের মানুষের মত সেখানকার লোক ধানী জমি ও এগ্রিকালচারাল লোন-এর উপর নির্ভরশীল? কাজে কাজেই, এই সমস্ত অবান্তর কথা বলে লাভ নেই। সেইজন্য আমরা যা বলছি, যা প্রস্তাব দিচ্ছি তা গ্রহণ করতে অসুবিধা কোথায়? কিন্তু কংগ্রেস যে প্রস্তাব

দেন, তার অসুবিধা কোথায় তা আমি দেখাচ্ছি। উনি বললেন সল্ট লেক এরিয়া-র কথা। একথা তাঁর মুখ থেকে বহুদিন ধরে শুনে আসছি যে সেখানে ১ লক্ষ পরিবারকে জায়গা করে দেবো। তার মানে কি সেখানে ৫ লক্ষ বস্তিবাসী থাকবে? আপনি এই যে ১৪ লক্ষ লোকের কথা বলেছেন, এটা কি ঐ ৫ লক্ষ বস্তিবাসীকে বাদ দিয়ে, না ধরে? এই ১৪ লক্ষ লোক কারা? মন্ত্রী মহাশয়েরা ও কংগ্রেস পক্ষের যাঁরা এখানে আছেন, কেউ বলতে পারবেন এই ১৪ লক্ষ লোক কারা? ঐ পাঁচ লক্ষ বস্তিবাসীর কি হবে, তারা কোথায় যাবে? তাদের জন্য কি ব্যবস্থা হ'ল, তা কেউ জানেন না। এখানে লাগবে ছয় বছর, বিষ্ণুপুরে, আবার ওখানেও বলছেন ছয় বছর লাগবে। কোথাও কোন পরিকল্পনা ঠিক নেই। নানা রকম আষাঢ়ে গল্পের কথা শুনি। কাজেই এটা একেবারে বোগাস্ পরিকল্পনা। লোককে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। লোককে ভীত, সন্ত্রস্ত করছেন, এই জিনিস আপনারা করবেন না। সেইজন্য বলছি এখানে ৫ লাখকে বসাতে পারেন, আর বাকী ৯ লাখ লোককে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে ছেড়ে দেওয়া যায়। সেইজন্য আমরা বারে বারে প্রস্তাব করেছি, আসুন, আমরা সকলে মিলে একটা ব্যবস্থা করি। আপনারা, আমরা একত্রে থেকে, ঘুরে ঘুরে ছোট ছোট যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি আছে সেগুলি দেখি, সেখানে রাস্তার কি ব্যবস্থা আছে দেখি এবং সেখানে আরও বাস ও সুইফ্‌ট্ ট্রান্সপোর্ট-এর ব্যবস্থা করতে পারা যায় কিনা দেখি। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করি। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও সেখানকার লোকদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখি যে ধানী জমির উপর হাত কতটা না দিলে চলে।

[11-40—11-50 a.m.]

এত লোকের চাপ কোথাও নাই, অর্থাৎ একটা ভাল ব্যবস্থা করতে পারি কিনা কলকাতায়, পপুলেশান-এর প্রেসার কমাতে পারি কিনা সবাই মিলে আমরা দেখতে পারি। আমাদের এই প্রস্তাব কংগ্রেস পক্ষ থেকে মেনে নিচ্ছেন না কেন? কেন এ'রা জোর করে, যা বলছেন, করতে যাচ্ছেন? এমেরিকানকরা কি বুঝবে? এ'রা টাকা দিন আর যাই করুন, পরিকল্পনা তো আমাদের হাতে! কিন্তু তা করছেন না। আগেই বললাম, চলুন তিন মাস সময় নিয়ে দেশী ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে কথা বলে আমরা দেখি এরকম কিছু করা যায় কিনা, ১৪ লক্ষ লোকের জন্য কোন কিছু করা যায় কিনা। তারপর এসে আমরা আলোচনা করতে পারবো, এত তাড়াতাড়ি তো কিছু নাই! সেজন্য সভ্যদের কাছে একথা বলবো, আপনারা আমাদের এই প্রস্তাব যদি না নেন তাহলে খুব বিপদ হবে। এই যে বিজয়সিংহ নাহার মহাশয় বললেন—এই যে ১॥ হাজার লোক আসছে কেন, তাদের আটকাবো না? আমি বলি—এ রকম করে বলবেন না। আপনি হয়ত আপনার বুদ্ধি বা বিবেচনা দিয়ে অনেক কিছু বুঝতে পারছেন না কিন্তু এই যে মধ্যবিত্ত যাদের জীবিকা, কেড়ে নিচ্ছেন তাদের কি হবে? ধরুন, কাল যদি শ্রীশঙ্করদাসের বাড়ী গিয়ে তাঁকে মারতে আরম্ভ করি, আমি জানি না তিনি কি করবেন, নন-ভায়োলেন্ট থাকতে পারবেন কিনা! সেজন্য বলছি এখানে ফাঁকির কথা কিছু বলবেন না। আপনারা কৃষকদের বলবেন না, ভাই, তোমাদের ঘরের ৯০ হাজার ছেলেদের আমরা সরকারী চাকুরিতে ব্যবস্থা করবো—এরকম আপনারা বলতে পারেন না। আমি বলছি, চলুন, বিষ্ণুপুরে মিট্ করবেন তাদের সঙ্গে, একসঙ্গে বসুন—আমরাও মিট্ করবো। সেজন্য বলি, বিপদ হবে, আপনারা কেন হঠাৎ কাগজে এই নোটিশ দিয়েছেন; সেজন্য বলছি কলকাতার রাশ কমাবার জন্য স্যাটেলাইট টাউন করার জন্য কোথায় কোথায় কি কি ব্যবস্থা করা যায় দেখা উচিত। আমি আর একটা জিনিস বুঝতে পাচ্ছি না। এই যে টাকা, কার টাকা? এমেরিকা দিবে কি ক্রুশ্চেভ্ সাহেব দিবে সেটা পরের কথা, যদি ধরেও নিই সাম্রাজ্যবাদীরাই দেবে ২০০ কি ৪০০ কোটি টাকা স্যাটেলাইট টাউন করার জন্য, সেই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশকে দেবেন কিনা সন্দেহ। এই ৪০০ কোটি টাকা, এটা ফাঁকির কথা বলা হচ্ছে। সেজন্য আমি সংশোধনীর ঘোরতর বিরোধী। নীতিগতভাবে স্যাটেলাইট টাউন চেয়েছিলাম, যতটা উন্নয়ন করার উন্নয়ন করুন। যদি সৎ উদ্দেশ্য থাকে আমাদের সঙ্গে বসুন, আমরা সাহায্য করবো; বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখবো ১৪ লক্ষ লোকের জীবিকা-ব্যবস্থা কিছু করা যায় কিনা।

Shri Subodh Banerjee: Sir, I shall speak a few words by way of
ly.

Mr. Speaker: But you said that you had all the replies in the
endments.

Shri Subodh Banerjee: Still I have a right of reply.

Mr. Speaker: You took 30 minutes and now you want to exercise
ır right of reply. This is very bad. Instead of 30 minutes you ought to
'e taken 25 minutes or so.

Shri Subodh Banerjee: At the initial stage half an hour is taken
the mover. However, I shall be very brief.

মিঃ স্পীকার স্যার, শঙ্করদাস বাবু তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন, আজ পর্যন্ত গভর্ন-
কলকাতার কন্‌জেশান কমাবার জন্য কিছু করেন নি। এটাই তো যথেষ্ট পরিমাণে
ার। আজ যখন গভর্নমেন্ট এত বড় কলকাতার, জনসাধারণের দুরবস্থা দূর করার জন্য
করছেন না, তখন এখানে সেই সরকারকে বিশ্বাস করতে পারা যায় কিনা এই প্রশ্ন রাখছি।
রায় এবং শঙ্করদাস বাবু, এখানে যে ১ লক্ষ ১৪ হাজার লোক কাজ হারাবে, তাদের সম্পর্কে
ছেন কাজ দেবেন। তাঁরা দুই রকম কথা এক নিশ্বাসে বলছেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়,
নি জানেন এই রাজ্যে ক্যাম্প-এ ৮৪ হাজার উদ্বাস্তু আছে। এই ৮৪ হাজার উদ্বাস্তুকে
মবঙ্গে রাখতে পাচ্ছেন না বলে তাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে চাচ্ছেন এবং একথা মন্ত্রীরাই
ছন। কিন্তু এর বেলায় বলছেন, এই জায়গায় ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তুলে আপনারা এদের রাখতে
বেন অর্থাৎ এই ১ লক্ষ ১৪ হাজার লোককে ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তুলে ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশন
ন করে দেওয়া যদি সম্ভব হয় তাহলে এই ৮৪ হাজার উদ্বাস্তুর জন্য তা করা সম্ভব নয়
? তাহলে এই দুইটি কথা কনট্রাডিকটরি এবং এর মধ্যে একটা নিশ্চয়ই মিথ্যা। তারা
aking different words in the same breath, এইরকমভাবে গোঁজামিল দেবার চেষ্টা
ছন। তৃতীয় জিনিস ডাঃ রায় বলেছেন, সুবোধবাবু এটা পড়েন নি। পড়াটা ডাঃ রায়ের
র মনোপলি নয়, আমরাও পড়ে থাকি এবং পড়েছি বলেই বলছি যে, তাতে তিনি বলেছেন
ক্ষ ৫০ হাজার প্লট্ তিনি ইয়ারমার্ক করেছেন। কিন্তু ইয়ারমার্কিং অফ প্লট্স্ করা আর
ী পাওয়া কি এক? সেখানে জমি কিনতে প্রায় ৬ হাজার টাকা লাগবে এবং তারপর
নাদের ঐ Subsidised Industrial Housing Scheme-এ বাড়ী করতে গেলেও
তঃ ৪ হাজার টাকা লাগবে। তাহলে একটা বাড়ী করতে মিনিমাম ১০ হাজার টাকা
বাস্তুচ্যুত লোকরা কোথা থেকে যোগাড় করবে? তাই প্লট ইয়ারমার্কিং করা এবং বাড়ী
এক জিনিস নয়। তাহলে বলুন যে, এই ১০ হাজার টাকা তাদের দেওয়া হবে? কিন্তু
ন জায়গায় তা বলেন নি। এই মানুষগুলির জন্য কোন চিন্তা করা হয় নি। সেই দিক
ক আমি এর বিরোধিতা করি। এবং এখানে যেসব মুভার তাদের অ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করেছেন
মধ্যে আমি শুধু প্রভাসবাবুরটা এক্‌সেপ্ট্ করছি এবং বাকীগুলি গ্রহণ করছি না।

The motion of Shri Sunil Das that in para (b), page 2 for the words
ginning with "to divert" and ending with "schemes, viz. :—", the
lowing be substituted, namely:—

that agricultural land must not be taken over for the purposes of townships near Calcutta and that an adequate machinery should be set up including representatives of the State Legislature to go into the question of land acquisition in this regard, provided that attempts are first made to relieve the congestion in the city of Calcutta by first developing the existing municipalities within a radius of thirty miles of Calcutta and"

as then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravarty that—

(i) after the words "Rs. 2,000/- per cottah;" in line 38, page 1, the following new para be added, namely :—

"that the proposed New .Calcutta Township Scheme will involve expenditure of a new large amount of money including a very large amount of foreign exchange and that there is great uncertainty and vagueness about the success of finance in this regard;"

(ii) for the words beginning with "This Assembly" and ending with "the following schemes, viz :—" on page 2, the following be substituted, namely :—

"This Assembly is of opinion that—

Before taking up the proposed New Calcutta Township Scheme and similar other proposed schemes, steps should be taken to further scrutinise the desirability and feasibility of the said schemes and in view of the above consderations a Committee with experts and representatives of all parties and groups of the House should be set up for that purpose. In the meantime, steps should also be taken immediately."

(iii) at the end of the resolution the following new para be added, namely :—

"(vi) to improve transport facilities in and around the municipalities covered by the proposed Metropolitan Authority Board."

was then put and lost.

[11-50—11-54 a.m.]

The motion of Shri Provash Chandra Roy that—

(i) in line 32, for the words "140 thousand", the words "about 237 thousand" be substituted;

(ii) In line 43, para (a), page 2, the word "and" be deleted;

(iii) in line 44, para (b), page 2, for the words beginning with "to divert" and ending with "under the following schemes" the following be substituted, namely :—

"This Assembly also urges upon the Government to take the following measures without further delay,"

(iv) the following be added at the end of the resolution, namely,—

"This Assembly is of the opinion that a commission consisting of the representatives of all parties and groups in the State Legislature should be set up immediately to investigate into the possibilities of setting up townships around Calcutta with the least possible inconvenience to the local people, peasants, workers, middle class people and with the least possible damage to agricultural land.

This Assembly is also of the opinion that such townships should be easily accessible to Calcutta and provide, among other things, industries—large scale and small scale, so that the people may,

to a great extent, carry on their avocation of life in the townships themselves. In the matter of employment in the new industries, priority should be given to the people of the locality concerned. The local people should also be given priority in the matter of purchase of homestead land and building at cheap rates and by instalments,

This Assembly is further of opinion that the report of the Commission should, within three months, be placed before the Government which should draw up a draft scheme and place it before the Legislature together with the question of finances for finalisation".

was then put and a division taken with the following result:—

NOES 101

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari

Mondal, Shri Rajkrishna
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing

AYES—35

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Sunil
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mondal, Shri Haran Chandra
Mitra, Shri Haridas
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 35 and the Noes 101, the motion was lost.

The motion of Shri Sankardas Banerji as amended, that in non-official resolution No. 1 standing in the name of Shri Subodh Banerjee that for the words beginning with "in view of the fact" in line 1 and

ending with the words "diversification of office hours" at the end, the following be substituted, viz:—

"In view of the fact

that there has been as is shown in the latest census report, 1961, an abnormal increase in the population of the city of Calcutta during the last few years which has accentuated overcrowding of the city,

that in this city there exists very large number of insanitary bustees and slums, where people who cannot get decent sanitary accommodation have to stay under difficult conditions,

that on account of this overcrowding there have been serious transport bottlenecks in the streets of Calcutta,

that there has been a serious scarcity of houses for housing the people of Calcutta,

that the land prices and rents of houses have become abnormally high,

that there is no room for any expansion of the city in any directions,

that on account of the scarcity of available space there is no facility in or near the town for starting new small industries by entrepreneurs,

that the refugees from East Bengal having squatted in large numbers round about the city have increased the crowding,

This Assembly requests

the Government that in order to relieve the congestion of Calcutta early steps be taken to establish townships near Calcutta connected with the city by rail and express highways which would make it easily accessible from the townships.

In these townships arrangements should be made to

construct houses for small and medium income group of people or offer plots for buildings at moderate price,

make provisions for the development of small industries,

make ample provisions for hospitals and health centres,

provide for schools and colleges as far as possible with residential accommodation for students,

arrange for locating industrial and commercial offices and, generally speaking,

provide for all the amenities of modern life, e.g., parks, playgrounds, lakes, recreation and cultural centres, cinemas, post offices, police stations,

undertake to provide for improved type of construction in a planned manner round the outskirts of the township."

was then put and division taken with the following results:—

AYES—100

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar

Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Syamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Halder, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Bhikari
Mondal Shri Baidyanath
Mondal, Shri Rajkrishna
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukhopadhyay, Shri, Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar Dr. Lakshman Chandra
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati

Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing

NOES—35

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Sunil
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 100 and the Noes 35 the motion was carried.

The motion of Shri Subodh Banerjee, as amended, that

In view of the fact

that there has been, as is shown in the latest census report, 1961, an abnormal increase in the population of the city of Calcutta during the last few years which has accentuated overcrowding of the city,

that in this city there exists very large number of insanitary bustees and slums, where people who cannot get decent sanitary accommodation have to stay under difficult conditions,

that on account of this overcrowding there have been serious transport bottlenecks in the streets of Calcutta,

that there has been a serious scarcity of houses for housing the people of Calcutta,

that the land prices and rents of houses have become abnormally high,

that there is no room for any expansion of the city in any directions,

that on account of the scarcity of available space there is no facility in or near the town for starting new small industries by entrepreneurs,

that the refugees from East Bengal having squatted in large number round about the city have increased the crowding,

This Assembly requests

the Government that in order to relieve the congestion o Calcutta early steps be taken to establish townships nea Calcutta connected with the city by rail and express highway which would make it easily accessible from the townships.

In these townships arrangements should be made to

construct houses for small and medium income group of peopl or offer plots for buildings at moderate price,

make provisions for the development of small industries,

make ample provisions for hospitals and health centres,

provide for schools and colleges as far as possible with residen tial accommodation for students,

arrange for locating industrial and commercial offices and, gene rally speaking,

provide for all the amenities of modern life, e.g., parks, play grounds, lakes, recreation and cultural centres, cinemas, pos offices, police stations,

undertake to provide for improved type of construction in a planned manner round the outskirts of the township.

was then put and agreed to

ADJOURNMENT

The House was then adjourned at 11.54 a.m. till 3 p.m. on Friday the 17th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

DEMANDS FOR GRANTS

AFTERNOON SITTING

DEMANDS FOR GRANTS

3—3-10 p.m.]

Grant No. 14, Major Head: 25—General Administration.

&

Grant No. 38, Major Heads: 55—Superannuation allowances and pensions, etc.

The Hon'dle Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 3,67,17,000 be granted for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration".

Sir, I also, on the recommendation of the Governor, beg to move that a sum of Rs. 1,64,45,000 be granted for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions and 83-Payments of commuted value of pensions".

Sir, the item on General Administration is an omnibus demand which I have had the privilege of placing before the House for the last 13 years. I have made more or less the same type of demand. There may be some variation so far as the figure of individual item is concerned. The criticism that is made also against this part of the budget has been more or less the same year after year. The criticism that is usually made is that this is a top heavy administration and the expenditure on General Administration is rising. The words "top heavy administration" would mean that the people who are at the top take high salaries and those who are at the bottom take small salaries and therefore it is a top heavy administration. That is the argument. If you look at the total number of persons who belong to the higher group, you will find that practically of the 2,03,062 persons employed by the Government, 1,99,413 get less than Rs. 300. Only 28 people get more than Rs. 3,000. 32 get between Rs 2,000 and Rs. 3,000. 247 get from 1001 to Rs 2,000. 1,132 get Rs. 500 to a thousand, and 2,000 get Rs. 301 to Rs. 500. Therefore, although taking each individual at the top and each individual in the bottom it might be technically called a top-heavy administration, but actually it is not.

You will find on comparing the provisions under this head during the last three years that the total expenditure in 1959-60 was Rs. 3,57,00,000, in 1960-61 the revised estimate was Rs. 3,73,00,000 and we have provided for the next year Rs. 3,78, 00,000.

Our country has been following a programme of planned development. We have finished the First Five Year Plan, we are about to finish the Second Five Year Plan. These plans are aimed at attaining higher levels of living for the people within the framework of freedom and democracy. I want to emphasise that the increasing activities of a welfare State give rise to work in new spheres and new offices are opened whenever the exigencies of public administration in the various spheres of governmental activity so require. The opening of new offices required for the implementation of the various new schemes provides new employment and helps in a way removal of unemployment. Apart from the opening of new offices the permanent departments the volumes of whose work have increased enormously under the impact of the two Five-Year Plans have also been expanded. Large contingents of manpower needed to cope with the increasing volume of work and expansion of the cadres of service, both gazetted and non-gazetted, have thus become necessary This necessarily results in increasing expenditure under the head 'General Administration'. As a matter of fact, the Planning Commission has advised a revision of the existing cadres in the light of the requirements of the administrative personnel under the Third Five Year Plan.

As you are aware, we have appointed a Pay Committee which, when its recommendations are received and given effect to, would increase the total commitments under this head 'General Administration'. The percentage of expenditure on General Administration proportionate to the total revenue expenditure during the last few years has been:—

In 1958-59 .. 4.2
In 1959-60 .. 4.0 and
In 1960-61 .. 4.3.

In the budget estimate as presented to you it is 4.4. I have obtained statistics to show the percentage of expenditure on General Administration in other States proportionate to the total revenue expenditure and it is found that whereas in West Bengal in 1960-61 the percentage or proportion was 4.3, in Bihar it was 7.5, in Bombay 6.3, in Madras 6.6 and in U.P. 5.5. These are the few States in point of importance with which we can compare our State. I would also like to place before you comparative figures indicating the percentage of expenditure on General Administration and on nation-building heads in the aforesaid States as compared to West Bengal. Of the total amount collected, it may be interesting to see what proportion of that collection is spent for nation-building departments and what amount is spent for General administration. It is found that in Bengal in the years 1958-59, 1959-60, 1960-61 and 1961-62 the proportions of expenditure on general administration to expenditure on nation-building heads are 1 : 10, 1 : 12, 1 : 11 and 1 : 11 respectively.

In Bihar it is 1 : 6, 1 : 8, 1 : 8; in Bombay it is 1 : 6, 1 : 6, 1 :7; in Madras it is 1 : 9, 1 : 7, 1 : 8; in U.P. it is 1 : 8, 1 : 7, 1 :8.

[3-10—3-20 p.m.]

If you consider a little more in detail about the way in which we have gone on increasing the salary of the staff it will be found that the lower grades of the staff have been dealt with carefully and sympathetically. The salaries given to the lower grades are more or less commensurate with the increased cost of living index and attempts are made from time to time to adjust them as far as practicable. On the other hand, as you go higher, you will find that there is a great discrepancy between the living index and the actual amount of salary drawn in the higher grades. If you take the different classes of employees you will find that the bulk of the employees, as I have just stated, below Rs. 300, constitute nearly 98 2 per cent. As regards higher salaried people, those who get Rs. 3,000 and more compose only .014 per cent—they include the High Court Judges; between Rs. 2000 and Rs. 3000—.016; between Rs. 1,000 and Rs. 2,000—.12 per cent; between Rs. 500 and Rs. 1,000—.56 per cent and between Rs. 300 and Rs. 500—1.09 per cent. If that be so, if 98 per cent of the employees belong to the group whose salary is below Rs. 300, how can you call, by any stretch of imagination, that the administration is top heavy? As a matter of fact, so far as the living index is concerned, I have just now said that the increase in salary between 1950-51 and today has been more or less comensurate with the rise in price index, and in the case of higher salaried people, their salary has not been increased. Therefore, there is practically a vast discrepancy between the price index and the amount of salary which they get

In most cases we in West Bengal pay higher salaries to the lower grades than in any other State, but, as I have said before, this increase may have to be altered after the Pay Committee has made its recommendations.

I may say a few words now about the question of re-employment of retired officers. This has been commented upon from time to time. I have said before that the works in this State and other States have fast expanded. When there is a demand for an additional post we have to consider whether it is easy to a man with special qualification for that particular post and whether that particular post will become permanent or not. If it is a question of appointing a person temporarily we fill that gap, at least in the initial stages by persons who have had experience. Every case of re-employment is considered by the Council of Ministers and they have to be satisfied that there is no other way to cope with the situation except by re-employing the individuals. When that particular post, which may be in the beginning a temporary one, is about to be filled up permanently, the matter is referred, as usual, to the Public Service Commission for filling up the vacancy.

Therefore for the time being, for a particular period, we take in and re-employ officers with mature experience in order to avoid a break in the continuity of the work. Great deal has been said round the table as well as in this House about corruption and inefficiency in administration.

It must be remembered that in the administration we have to deal with a very large number of employees—over two lakhs—permanent and semi-permanent. But there are others who have also come under this category of employees. Amongst them there may be some good, some indifferent, some very bad persons. We have an Anti-Corruption and Enforcement Department with an officer of the rank of the Secretary of the Government at its head. We have made this organisation permanent and 80 per cent of the staff employed there are permanent. Whenever we obtain any information or complaint—whether it is anonymous or otherwise—appropriate steps are taken to bring the delinquents to book. The usual procedure is that after receiving a complaints we try to find out whether there is any substance in it or not and then an enquiry is made by a former District Judge who has been employed for this particular purpose. If he finds that there is substance in it then the matter is referred to the Anti-Corruption Department for further and detailed investigation. The total number of cases during the last few years which were found to have at least some substance in them show that a number of cases were started and investigated, some of which were sent to courts and punished by courts and some of which were punished departmentally. The table shows that in the year 1955 the number of cases investigated was 580 and in the year 1958 it rose to 748. In 1960, it was 554. I need not trouble with details of the figures, but it seems that certain persons were prosecuted and punished by the courts and some were punished departmentally.

I maintain, therefore, that the Anti-Corruption and Enforcement Department has been doing fairly good work. It, however, requires a great deal of patience to pursue these cases with care. This Department is confronted with many difficulties in detecting corruption. In a majority of cases of bribery, the party offering bribe or the party receiving the bribe seldom admit that they have done so and it makes the enquiries very difficult. Public co-operation is essential for this purpose

Sir, there are two Branches of the General Administration to which I draw pointed attention of the members of the House. One is the Publicity Branch and the other is the Social Welfare Branch. For the Publicity Branch in the Budget of this year a sum of Rs. 34.96 lakhs has been provided. This is mainly for the purpose of paying the salary of the staff of the Department. The actual provision for the work has been made under other heads.

[3-20—3-30 p.m.]

The Publicity Department utilise various media of publicity and public relations which include press and pictorial releases, newspaper advertising and campaigns, publication of literature, film shows exhibitions, public meetings, group gatherings, song and drama and outdoor display. Besides organisation at head quarters it has its units in the

district and sub-divisional levels and even looks after the information units at the block level sponsord by the Development Department. In the Districts, for instance, this year as many as 50,000 group gatherings and 10,000 medium and large public meetings were organised, besides about 12,000 cinema shows by the mobile units the total attendance being over a crore of people. The Folk Entertainment Section with its major drama unit, two mobile drama units and the Tarja unit gave about 300 performances which were attended by about 6,50,000 people. The drama unit has become so popular and the number of requests has been so large that a very large number of requests could not be accommodated in the programme and some engagements were made as much as three months in advance. Twelve disc records released by this Section were quite popular. Requests for arranging exhibitions or for participating in various exhibitions sponsored by various organisations have been so heavy that the central unit and several small units were continuously engaged throughout the season. The State Government participated at the National Agriculure Fair in Calcutta which many of the members may have seen. There was a large pavilion put up in the exhibition. Two major State level exhibitions were held at Asansol and Kalimpong. The number of smaller exhibitions exceeded 300 It is now possible, after some amount of discussion, to exhibit selected documentaries produced by the State Government and by the film trade in the State. In West Bengal the cinema houses are 297 in number. It may be recalled that this show time was monopolised by the films produced by the Government of India. Perhaps this is the only State so far where such arrangements exist, that fifty percent of the show time is devoted to documentaries produced in the State. 24 documentaries were produced this year. As a part of the Tagore Centenary Celebrations, four short length films, each of about 2,000 feet, based on Tagore's poems 'Pujarini', 'Abhisar', 'Dui Bigha Jami' and 'Puratan Bhrittya' are being produced under the direction of the eminent Director Shri Debaki Kumar Bose, besides a colour documentary on Tagore's paintings and another on Tagore and Rural Reconstruction'. These will form a composite programme for release during the Centenary Celebrations you have all heard about 'Pather Panchali'. It has continued its colourful career in various countries throughout the world. The efforts of the West Bengal Government in introducing Indian and Bengali films to foreign countries have come to be recognised as a pioneer work of great significance. The censorship of the film trade of the publicity materials used for films is now being made by a Committee representing the film trade and by a Censor Officer appointed in this Department. Many members of this House as well as people outside have complained about the publicity of obscene publicity materials issued by the film trade. We sent for all the members of the film trade and they agreed to censor by themselves English films and Hindi films and Bengali films. Those which in their opinion were obscene they stopped exhibition of such films Our main difficulty was how to stop it. We had discussion with the film trade. There are intermediaries who distribute these pictures. The film trade makes such films in order to

attract people. However, members of the film trade have agreed to see that the production of such pictorial representation may be discontinued They started working five months ago. I am hoping that by voluntary effort it will be possible to stop it. I referred the matter to the Centre and I am informed that once the All-India Censor Board have allowed a particular picture to be exhibited they have no more power under the present law to stop its exhibition, an idea or a decision with which I could not agree. However, the fact remains that they are helpless.

The Information Bureau at Writers' Buildings and similar branch offices at New Secretariat and the Free School Street attended to, on an average, 1,000 enquiries each day and provided information and assistance to the visitors. 10 information centres have already been operating at the district headquarters and by the end of this financial year each district headquarters will have an Information Centre. 50 information centres at Block headquarters opened last year continued and 55 more have been set up. Construction of a building for an Information Centre in Calcutta will commence shortly. As many as 2,107 Press releases were made securing nearly 60,000 column inches of space. 49 booklets and pamphlets relating to the Plan, were published. Most of booklets and pamphlets, 17 leaflets and folders and posters besides 23 of them were in Bengali, some in English and some in Nepali, Urdu and Santhali and bi-lingual labour journals in Hindi and Bengali continued to be published. 30 radio broadcasts were sponsored by the department covering various development and welfare activities. 51 radio rural forums are now in operation and the number is shortly to be increased to 150. Arrangements in connection with visits of 37 foreign dignitaries, delegations and missions, including the visits of the Prime Minister of Burma, the King and Queen of Nepal, Crown Prince and Princess of Japan and the recent visit of Queen Elizabeth II and the Duke of Edinburgh were also handled by the department. Publicity for small savings and Metric System of weights and measures, for which the entire expenses are met by the Government of India, are also handled by the State Government through this department.

The Social Welfare Department was set up in October, 1955 and during the short period of its existence it has been able to do good work and formulate a large number of schemes. The Department has been dealing with various problems of social welfare with particular reference to vagrants, juvenile offenders, destitutes and women in moral danger and has been formulating comprehensive schemes in respect thereof Some of the important schemes which the department has completed under the Second Five Year Plan and are in the process of implementation are :

[3-30—3-40 p.m.]

A Home for girls exposed to moral danger at Lillooah, Howrah, a Rescue Home at Lillooah, a Reception Centre and Court for female

agrants at Lillooah and establishment of a Children Court and House f Detention at Lillooah—all these four units were started in a big block f land and building which were given to us as a gift by a generous onor. The total number of persons who will be accommodated in these our units would be about 450. There is to be established a Reformatory nd Industrial composite School at Babulbona Kuthi, Murshidabad. There is a Home for non-delinquent children at Murshidabad for 150 children. Then there would be established an After-Care Home for x-inmates of the Reformatory, Industrial and Borstal Schools at Sanjatia, Murshidabad for 40 children. Then a Girls' Home would be stablished at Midnapore for 350 children. A District Shelter would be stablished at Nadia for 25 inmates.

Of the above schemes, the District Shelter, Nadia, has started functioning with effect from the 15th August, 1960. The buildings for the our care and after-care institutions to be located at Lillooah are now lmost complete and the institutions are to start functioning very soon. The other three buildings are in the process of construction. Besides the bove, there has been a Female Vagrants and Destitutes Home started at Uttarpara for 700 inmates. A Home will also be started at Andul Road for male vagrants—or 400 inmates. A Home will also be established for the aged and infirm male vagrants for 500 people in Midnapore. One hundred beds will be created for non-leper vagrants in the Uttarpara Hospital, Hooghly, and 100 beds for the leprous vagrants in the Leprosy Centre at Gouripur, Bankura. It has been already said that steps for the implementation of the scheme of creation of 200 new beds for ailing vagrants—Leprous and non-leprous—have already been taken in collaboration with the Department of Health. There is included a sum of Rs. 2 lakhs 20 thousand for maintenance of the beds for the leprous and non-leprous ailing vagrants which I have just mentioned.

It may be of interest to note that at the time of preparation of the first two plans, it was not possible to include provision for schemes dealing with the welfare particularly of the socially handicapped sections of the community, viz. vagrants, juvenile offenders, destitutes and women and girls in moral danger. During the Second Plan period, as I have mentioned just now, some amount was made available for them out of the savings in the outlay of other departments. In the Third Five Year Plan, an outlay of Rs. 440 lakhs has been provided under different heads, such as, Social Welfare, Women Welfare, Child Welfare, Welfare of the Handicapped, Youth Welfare, Welfare Aspects of Slum Clearance and Grant-in-aid for voluntary organisations which are doing social welfare work.

The Third Five Year Plan on Social Welfare also includes a pilot scheme for old age pension. I believe, this is the first time that we have accepted the principle of arranging for old age pension—an entirely new departure from the old practice.

In the Third Five-Year Plan we have made provision for three schools—one for the blind and one for the deaf—both in North Bengal

where there is none, and the other for the mentally retarded children. Several scholarships of adequate value are also proposed to be granted to physically handicapped people for their proper education and training

The provision of 30 lakhs 43 thousand is meant for initiation of some of these schemes: for the pilot scheme for old age pension, establishment of children's bureau, scholarships for orthopaedically handicapped deaf and blind, women welfare schemes, grant in aid for voluntary social welfare organisations, etc.

The West Bengal Children's Bill 1959 which was passed by the State Legislature in December, 1959 has now received the assent of the President and steps are being taken for its as early implementation as possible. The institutions to be established at Murshidabad which are in accordance with the provisions of the Act are measures towards early implementation as a whole.

In the course of the operation of the Suppression of Immoral Traffic in women and girls Act, 1956—which is a Central Act—certain lacunae which impede the proper implementation of the Act in the State have been brought to the notice of the Government of India. They have proposed amendments which will be placed before the Parliament.

With regard to other miscellaneous activities, it may be mentioned that we have made provision for construction of a Digha Rest House for low income group families, taken up in conjunction with the Digha Welfare Society.

With the help of private donations—Rs. 35,000 in one instance—the Department assisted the Kapil Muni Temple Committee formed in pursuance of a Cabinet decision, to erect a new temple at a safer site in the Sagar islands as the old one was in imminent danger of erosion. Another temple at Bonomalipur, 24-Parganas, which was established by Raja Pratapaditya Roy of hallowed memory was helped to be renovated with donations from private persons collected through the assistance of the Department. A temple has also been established at Ranges, Middle Andaman Islands where there is a large concentration of East Bengal refugees.

These are some of the activities of the branch of the Department under the head of Administration. I do not want to take up more time of the House. I will listen to the comments of my friends and try to answer them in the end.

With these words, I move my motion for the acceptance of the demands.

Mr. Speaker: I take it that I have the leave of the House to take all the cut motions as moved.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhakta Chandra Roy: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sengupta: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: I move that the demand of Rs 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharya: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prova Ghosh: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Haldar: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Provash Chandra Ray: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhyay: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Shaikh Abdulla Farooquie: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramasankar Prasad: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Jyoti Basu: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Sisir Kumar Das: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14 Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: I move that the demand of Rs 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: I move that the demand of Rs 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Kumar Mullick Chowdhury: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Syed Badrudduja: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Somnath Lahiri: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Niranjan Sengupta: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Ganesh Ghosh: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Subodh Banerjee: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Phakir Chandra Ray: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Dr. Radhanath Chattoraj: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 fo rexpenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Hare Krishna Konar: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Renupada Halder: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Samar Mukhopadhyay: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Jyoti Basu: I move that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1.

Shri Basanta Kumar Panda: I move that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions and 83-Payments of commuted value of pensions" be reduced to Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: I move that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions and 83-Payments of commuted value of pensions" be reduced to Re. 1.

Shri Monoranjan Hazra: I move that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions and 83-Payments of commuted value of pensions" be reduced to Re. 1.

Shrimati Manikuntala Sen: I move that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions and 83-Payments of commuted value of pensions" be reduced to Re. 1.

Shri Sunil Das: I move that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions and 83-Payments of commuted value of pensions" be reduced to Re. 1.

Shri Ajit Kumar Ganguli: I move that the demand of Rs. 1,64,45,000for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions and 83-Payments of commuted value of pensions" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: I move that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions and 83-Payments of commuted value of pensions" be reduced by Rs. 100.

Shrimati Manikuntala Sen: I move that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions and 83-Payments of commuted value of pensions" be reduced by Rs. 100.

Shri Deben Sen: I move that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions and 83-Payments of commuted value of pensions" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: I move that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions and 83-Payments of commuted value of pensions" be reduced by Rs. 100.

[3-40—3-50 p.m.]

Shri Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনলাম, সকালেও একবার শুনেছি। তিনি যেভাবে বলতে থকেন তাতে মনে হয় দেশে কোন অভাব অভিযোগ নাই -এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে। তাঁর কি কখনো মনে পড়ে না দেশে কোন গলদ আছে, কোন অভিযোগ আছে যেগুলি সরকার হিসাবে তাঁদেব দূর করা কর্তব্য? তিনি জানেন এখানে একটা বিরোধী পক্ষ আছে। তাঁদের কজ হচ্ছে নিজেদের আত্মপ্রশংসা করে যাওয়া, আর বিরোধী পক্ষ হিসাবে আমাদের কাজ তাঁদের আলোচনা করা। কিন্তু এই করেই কি চলবে? এভাবে কোন সরকার চলতে পারে আমার ধারণা নাই। সেজন্য আমার মনে হয় যদি কিছু করতে হয তাহলে একটা পরিবর্তন আনা দরকার। বুড়ো বয়সে তিনি "ভারতরত্ন" হয়েছেন, "ভারতরত্ন" হয়েও যদি তাঁর এটুকু মনের পবিবর্তন না হয় তাহলে মুশকিলের কথা। যাই হোক, স্পীকার মহাশয়, আমি কোন অংকের হিসাবের মধ্যে না গিয়ে প্রথমেই বলব, সরকারী কর্মচারী, পশ্চিম বাংলায় প্রায় ২ লক্ষ সরকারী কর্মচারীর বহু অভাব, অভিযোগের কথা— তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন-এর অধিকার বলে প্রায় কিছু নাই। এই ১৩।১৪ বৎসব ধরে সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপরে এমন একটা পর্যায়ে এই সরকার এসে পৌঁছেছেন যে, তাঁদের ১৩ জনকে সাসপেণ্ড করে রাখলেন প্রায় এক বছরের উপর কয়েকজনের চাকরি গিয়েছে, তার কারণ তাঁরা মাইনে বাড়ানোর আন্দোলন করেছিলেন যা করা এই সরকারের মতে চলবে না,— কোন ডেমনস্ট্রেশন করতে পারবে না, কোন আন্দোলন করা চলবে না, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর কাছে কোন মিছিলও যেতে পারবে না, এমন সমস্ত রুল সরকারী কর্মচারীদের জন্য তৈরী করেছেন। অর্থাৎ প্রায় স্লেভ লেবার, অভাব অভিযোগের কথা প্রকাশ্যভাবে বলার অধিকার নাই। সৌভাগ্যবশতঃ অনেকদিন পর একটা ভাল কাজ মুখ্যমন্ত্রী করেছেন যা অনেক পূর্বে করা উচিত ছিল—

সরকারী কর্মচারীরা বিরোধীপক্ষের সঙ্গে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে গিয়েছিলেন—আমি সঠিক জানি না, তবে শুনেছি একটা ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে, চাকরীগুলি তাঁরা ফিরে পাবেন। কিন্তু তবুও আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, একটা বৎসর লেগে গেল এই একটা সামান্য ব্যাপারে, নিজেদের কর্মচারী-দের এই ব্যাপারটার মীমাংসা করতে, কিন্তু তিনি যেন এটা ভুল না করেন যে এতেই তাঁদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপার মিটল না, তাদের মাইনে এখনো বাড়েনি। তাই আমি তাঁকে বলব, এসব আপত্তি-কর রুলগুলি কেন তিনি পরিবর্তন করছেন না? কেন সরকারী কর্মচারীদের এটুকুও বিশ্বাস করতে পারেন না? তাঁদের ইউনিয়নগুলি মেনে নিন।—একসঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার চেষ্টা করুন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আপনারা সফল করবেন, সমস্ত বাংলাদেশকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে কি তা হবে? রুলস্ পরিবর্তন করুন ট্রেড ইউনিয়ন করতে দিন তাঁদের। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরাও ট্রেড ইউনিয়ন করেন, রেলওয়ে কর্মচারীরা ডেমনেস্ট্রেশন করেন, কই তাঁদের নিয়ে তো গোলমাল হয় না। কিন্তু এখানে এত অবিশ্বাস কেন এঁদের বেলায়? তারপর পে-কমিটিকে তাগাদা দেওয়া দরকার। কয়েক দিন আগে আমি দেখেছিলাম সেকেনডারি এডুকেশন বোর্ডে-এর ৩৫০ জন দুই বৎসর ধরে অনেক চিঠি লেখালেখির পর তাঁরা পরিষদের প্রেসিডেন্ট অথবা চেয়ারম্যান এবং লেবার ডিপার্টমেণ্ট-এর একসঙ্গে মামলা করেছেন। তাঁরা তো আপনাদেরই কর্মচারী,—তাঁদের মাইনে বাড়ানোর দাবি আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত ঠিক হল না তাঁরা কার কর্মচারী। চেয়ারম্যান বলছেন, আমি জানিনা তোমরা কার কর্মচারী। পরিষদ থেকে কর্মচারীদের বলাহচ্ছে সরকারের কাছে তোমাদের চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ফাইন্যান্স মিনিস্টার কোন জবাব দিচ্ছেন না। তাঁরা ইউনিয়ন রেজিস্টার্ড করতে গেলেন, লেবার ডিপার্টমেণ্ট থেকে বলা হল, আপনারা ওয়ারকার, আপনাদের রেজিস্টার্ড করতে পারব না। তাঁরা মামলা করে জিতলেন আলীপুরে, কিন্তু তারপর লেবার ডিপার্টমেণ্ট বল্লেন, আমরা আপিল করেছি, আমরা এটা মানতে পারব না। তাঁদের কেস তাহলে কে টেকাপ করবে? একটা টাকা দেওয়া হয়েছে পরিষদকে এখান থেকে অথচ তাঁদের কর্মচারীদের অভাব অভিযোগের কোন প্রতিকার তাঁরা করছেন না। শিক্ষার ব্যাপারে যারা আত্ম-নিয়োগ করেছেন, এই বিভাগ পরিচালনা করছেন যাঁরা তাঁদেরই এই অবস্থায় এনে এঁরা দাঁড় করিয়েছেন। তারপর আরেকটা বিষয় যেটা এখানে সব সময়ে বলতে পারি না,—এটা হল, এই অ্যাসেম্বলি স্টাফ্-এর উপর আপনাদের কোন ক্ষমতা নাই। সব ক্ষমতাই দেখছি মুখ্যমন্ত্রীর। সম্প্রতি এবারও দুই বেলা সেশন হল, তার জন্য অনেককে এখানে ওভারটাইম কাজ করতে হয়। শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন স্পীকার ছিলেন তিনিও রেকমেণ্ড করে পাঠিয়েছিলেন যে, যাঁরা ওভারটাইম করবেন তাঁদের দৈনিক কিছু দেওয়া হোক। কিন্তু এটা আমাদের পক্ষে, এই অ্যাসেম্বলির পক্ষেও বটে, অপমানকর যে এজন্যও আমাদের ছুটাছুটি করে বেড়াতে হবে। শঙ্করদাসবাবু যা রেকমেণ্ড করেছিলেন তা এখন পর্যন্ত কার্যকরী করা হোল না। আপনি লিখেছেন, তাতেও কোন কাজ হল না। মুখ্যমন্ত্রীকে জানালে তিনি বল্লেন "নিশ্চয়ই দেওয়া দরকার। আমি চীফ্ মিনিস্টারের ফাণ্ড থেকে সব টাকার চেক লিখেদিচ্ছি। এখন সরকারী কর্মচারীরা এখানকার,—তাঁরা বললেন, এতো ভিক্ষার ব্যাপার নয়। মুখ্যমন্ত্রী আজ দিলেন, কাল নাও দিতে পারেন। কাজেই এর একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। তারপর, এখানকার রিক্রুইটমেণ্ট রুলস্ কিছু আছে বলে জানি না, পাবলিক সারভিস কমিশনের মতো কোন বডি আছে কিনা জানি না। এই ১৪ বৎসরেও এর কোন ব্যবস্থা করা হল না। তারপর, এখন এখানে সবই প্রায় বাংলায় হতে যাচ্ছে। এখানে যাঁরা রিপোর্ট নিচ্ছেন, তাঁরাই আমাদের এখানকার রিপোর্টার নন, পুলিশ রিপোর্টারা এসে এখানে কাজ করেন। কেন অ্যাসেম্বলির নিজস্ব স্টাফ্ থাকবে না? আরেকটা কথা, বিধান সভায় একটা প্রেস থাকবে না কেন? এগুলির আমি জবাব চাই মুখ্য-মন্ত্রীর কাছে। পার্লামেণ্টে পরের দিন আনকরেক্টেড কপি দেওয়া হয়। এই যে এঁরা এখানে রিপোর্ট নিচ্ছেন, পুলিশের কাজ থাকলে ওঁরা চলে যান,—তাঁরাই পুলিসের স্টাফ্, মিটিংয়ে কাজ করতে যান পুলিশের প্রয়োজনে।

এরপর আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই—সংখ্যালঘু মুসলমানদের কথা

বলছি। আমি এ সম্পর্কে তাঁরা ব্যাকওয়ার্ড বলে তাঁদের জন্য গ্র্যান্ট-এর কথা বলছিনা। এখানকার মুসলমানসম্প্রদায় পিছিয়ে পড়ে আছে এটা আমরা সকলেই জানি। আমাদের সরকারের নিশ্চয়ই এরকম একটা মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার যাঁরা পিছিয়ে পড়ে আছেন তাঁদেরকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাতে করে আমাদের সঙ্গে একভাবে তাঁরাও তালেতাল রেখে চলতে পারেন। তার মানে তাঁদের বিশেষ সুবিধা দিতে হবে, হাইয়ার সার্ভিসে মুসলমানদের নিতে হবে সেইকথা আমি বলছি না।

[3-50—4 p. m.]

আমরা বলছি না যে হাইয়ার সার্ভিসে যেখানে কম্পিটিশন আছে সেখানে মুসলমান হলেও তাকে নিতে হবে কারণ তাতে অসুবিধা হবে। অর্থাৎ আমরা বলছিনা না যে একজন ডাক্তার বা টেকনিক্যাল এডুকেশানের ব্যাপারে আপনাদের এই সব কিছু করতে হবে। কিন্তু এখন মুসলমানদের মধ্যে মনোভাব হচ্ছে যে তারা চাপরাশীর চাকরী পর্যন্ত পাচ্ছে না। পারমিট লাইসেন্স ইত্যাদি সব ব্যাপারে যোগ্যতার কোন ব্যাপার নয়। কত কংগ্রেসীলোক যার মুদিখানার দোকান ছিল সে আজকে লাখপতি কোটিপতি হয়ে গেছে। যাকে খুশি আপনারা তাকেই ট্যাক্সির পারমিট দিয়েছেন; কোলকাতায় যার দুই তিন খানা বাড়ী আছে এই রকম লোককে আপনারা ট্যাক্সির পারমিট দিয়েছেন -এবং এগুলো সব বেনামীতে দিয়েছেন। কন্ট্রাক্ট-এর ব্যাপারে কোন নিয়ম মানেন না। এখন এদের ব্যাপারে মাইনরিটি বলে কেন কনসিডার করা যায় না। সমস্ত জাতির সঙ্গে ওদের একটা ইমোশানাল ইন্টিগ্রেশন না হলে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হবে। ভোট আপনারা পেতে পারেন, কিন্তু শুধু ভোটের ব্যাপার না করে ওদের সম্বন্ধে এসব কেন আপনারা বলেন না যে ওদের জন্য এগুলি বিচার করে আপনারা দেখবেন। মুখ্যমন্ত্রী একটা বিষয়ে এতটা অন্যায় করেছে দেখুন। প্রাইম মিনিস্টার পণ্ডিত নেহেরু ২/৩ বছর একটা সার্কুলার পাঠিয়েছিলেন যে এরা কোথায় কত চাকুরী পেয়েছে সেগুলি যেন তাঁকে জানান হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সে সব কিছু জানাননি এবং সেই সার্কুলার অন্য মিনিস্টারদের পর্যন্ত দেখান নি। আমরা জানি যে তিনি সেইসব ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছেন। এটা করা উচিৎ ছিল এবং তারপর দেখা যেত সঠিক করা যায় না যায়। দ্বিতীয় আমি সংখ্যালঘুদের কথা বলব। পশ্চিমবাংলায় মুসলমান প্রায় শতকরা ২৩/২৪ ভাগ আছে এবং ঠিক সেইভাবে সিডুইল কাস্ট, সিডুইল ট্রাইব্ ১৯৫১ সালে প্রায় ৬০ লক্ষ ছিল। সিডুইল কাস্টস্‌দের জন্য টিউবওয়েল, সিডুইল কাস্ট্‌দের জন্য স্কুল, স্কলারশিপ ইত্যাদি আছে আমি জানি, কিন্তু এতে তো কিছুই হয়নি। তাদের আর্থিক পরিবর্তন আপনারা তাদের জীবনে আনতে পারেননি। কারণ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব এবং এই কারণেই সেরকম কোন ব্যবস্থা আপনারা করতে পারেন নি। শিক্ষাব্যবস্থা অন্য কংগ্রেসী ষ্টেটে যা দেওয়া হচ্ছে তাও পর্যন্ত এখানে দেওয়া হয় নি। অন্য ষ্টেটের সঙ্গে যদি কমপেয়ার করি তাহলে দেখব যে সেখানে শিক্ষাব্যবস্থা অবৈতনিক ইত্যাদি যা কিছু করেছেন এখানে সেসব কিছুই আপনারা করেন নি। ওদের জন্য বেশী টাকা খরচ করে তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে দাঁড় করাবার কোন ব্যবস্থাই হয়নি। কারণ সব জায়গার মতন এখানেও দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। সোভিয়েট ইউনিয়ন বা অন্যান্য যে কোন সোশ্যালিস্ট দেশে গেলে দেখবেন যে সংখ্যালঘু যারা সেখানে পিছিয়ে ছিল, যাদের লিখিত ভাষা বলে কিছু ছিল না কিন্তু তারা তাদের জন্য কত অসংখ্য টাকা খরচ করে ১০/১৫ বছরে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা পেরেছে। কিন্তু এখানে সেসব হচ্ছে না এবং তারা যদি পেছনে থাকে তাহলে সমগ্র জাতিও পেছনে থাকবে। এসব আপনারা চিন্তা করে দেখবেন। তারপর নেপালী ভাষাভাষি সম্পর্কে শ্রীমতী অনিমা হোড়ের এক প্রশ্নোত্তরে মুখ্যমন্ত্রী সেনসাসের একটা হিসাব দেখিয়ে বলেছিলেন যে আশী হাজার না কত? এবং এ বললে হবে না ওদের মধ্যে অনেক dialect আছে, আর ওরা নেপালী ভাষাভাষি। বিহারে মৈথীলি ভাষা, জোনপুরী ভাষা যদি বলেন তাহলে হিন্দী ভাষা বলে কিছু থাকবে না। আসলে দেখেছি যে বাঙলা যাতে মাতৃভাষা না হয় সেইভাবে সেনসাস অপারেশান হয়। মাইনরিটিদের প্রতি এই ব্যবহার করা সর্বত্রই হয়েছে।

তারপর সেই নেপালীদের ব্যাপারে আপনারা তাঁদের ভাষা পর্যন্ত মানছেন না। তাঁরা হয়তো সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু সমস্ত নেপালী জাতি ওখানে যেটা চায় কেন সেদিকে আপনারা নজর দিচ্ছেন না? তবে যে শুধু নজর দিচ্ছেন না তাই নয়, বরং দেখছি কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এ ব্যাপার নিয়ে আবার অপ্রচারও চালাচ্ছেন। যা হোক্, আমরা বলি রিজিওনাল অটোনমি উইদিন্ ওয়েষ্ট বেঙ্গলে এবং তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের কন্‌স্টিটিউশনের সিডিউল সিক্স বদলাবেন এবং সেটা বদলে তাঁদের কতগুলো বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা দেবেন যাতে তাঁরা লোকালী বাঙলা দেশের মধ্যে কতকগুলো জিনিসের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। শুধু তাই নয়, এই সব জিনিসের ব্যবস্থা করে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবেন যাতে তাঁরা অনুভব করতে পারে যে আমাদেরও ক্ষমতা আছে এবং বাঙালীর মত একটা বড় জাতি আমাদের সহৃদয়তার সঙ্গে দেখছে এবং এই জিনিসটা উভয়ের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যই প্রয়োজন। কিন্তু সরকার এবং কংগ্রেস থেকে প্রচার করা হয় যে, কমিউনিস্ট চাচ্ছে দার্জিলিংকে কেটে-ছেঁটে দূর দেশে পাঠাতে হবে। [কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে : তাই তো] স্যর, আমরা যখন রিজিওনাল অটোনমির কথা বলি তাহলে ঐ "তাই তো" যা বলা হোল তা' কি করে খাটে? যা হোক্, সিডিউল সিক্স যদি পড়েন তাহলে দেখবেন সেখানে কতকগুলো পাওয়ার দেওয়া আছে, কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে সেই পাওয়ার আর একটু বাড়িয়ে দিন। তবে বিদ্রোহ না করলে বা বন্দুক না ধরলে দেওয়া হবে না এ যদি কেউ বলে তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে এতে বিদ্রোহ করবার কি আছে? নাগারা অবশ্য বিদ্রোহ করেই পেয়েছে কিন্তু এদের বিদ্রোহ করবার কিছু নেই। তাঁরা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং যদি তাঁদের আমরা আমাদের সঙ্গে রাখতে পারি তাহলে উভয়ের মধ্যে একটা ভালবাসা, সৌহার্দ এবং প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তবে তা না করে যদি তাঁদের আলাদা করে দেই তাহলে কিন্তু কিছুই হবে না। দেখেছেন তো, ভাষা নিয়ে কি ভয়ানক আন্দোলন হয়েছে এবং লোক খুন না হয়ে যেমন মহারাষ্ট্র প্রদেশ তৈরী হয়নি—ঠিক সেই রকম আবার ২০০ লোককে গুলী করে না মারা পর্যন্ত আপনারা গুজরাট প্রদেশ তৈরী করেন নি। যা হোক্, যদি এরকম ভাষা এবং fissiparous tendency নিয়ে ও-দেশের কথা বলা হয় তাহলে আমি বলব এগুলো আপনারা স্ট্যাডি করেন নি। কাজেই স্টাডি করুন। আসল কথা হোল কমিউনিস্ট পার্টিকে জব্দ করবার জন্য চেঁচালে কিছু হবে না, মনে রাখতে হবে এবং দেখতে হবে যে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর এই সব ছোট-ছোট জাতি নানা রকম আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভারতের মধ্যে রয়েছে। তারপর জনগণের দিকে না তাকিয়ে আপনারা সরকারী যন্ত্র বা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন কংগ্রেসের জন্য ব্যবহার করছেন এবং এই করে পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসী বা সংসদীয় গণতন্ত্র বলে যা কিছু এখনও বাকী আছে তা আপনারা শেষ করে দিচ্ছেন। কাজেই এই পথে যদি আপনারা যান এবং এইভাবে প্রসিড করেন যে জনগণের জন্য না করে কেবল পার্টির জন্যই করব তা হলে আমি বলব আপনারা দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছেন। স্যার, এ ব্যাপারে আমার কাছে বহু এক্‌জাম্পল আছে তবে সময়াভাবে সব দিতে পারছি না বলে দু-একটা দিচ্ছি। যেমন ধরুন, পুলিস ভেরিফিকেশন্। এটা কেন রেখেছেন? আজকাল তে দেখছি যেখানে সরকারী এইড আছে সেখানে মাষ্টারদের পর্যন্ত এই পুলিস ভেরিফিকেশন হচ্ছে। আমরা বারে-বারে বলেছি এবং জিজ্ঞেস করেছি এই যে পুলিসকে ভেরিফাই করতে বলা হয় তাতে সে কি জানতে চায়? আসল কথা হোল একটা লোকের যদি চরিত্র খারাপ হয় বা সে চোর হয় বা সে কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার হয় তাহলে সে সরকারী চাকুরী পাবে না, না কি হলে পাবে না সেটা আগে ঠিক করুন এবং তারপর সেটা এ্যাসেম্বলীতে প্লেস করুন। কিন্তু তা না করে পুলিসকে বলে দিলেন তোমার যদি মনে হয় লোকটা খারাপ বা আন্‌ফিট ফর সো এ্যান্ড সো সার্ভিস তাহলেই হবে। তাহলে তো দেখছি কি হবে না হবে সে সম্বন্ধে একজন সাব-ইন্সপেক্টরের বুদ্ধি-বিবেচনার উপরেই সব নির্ভর করা হচ্ছে এবং আপনারাও প্রতিটি ব্যাপারে তাই করে যাচ্ছেন। তারপর যে স্পেশাল্ ক্যাডার নিচ্ছেন সেখানেও দেখছি ঐ একই ব্যাপার চলছে—অর্থাৎ কংগ্রেসের রেকমেন্ডেশন না হলে বা কংগ্রেসের লোক পেছন থেকে না বলে দিলে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না। স্যার, এ জিনিস আমরা আর কোন দেশে দেখি নি এবং বিলেত, যেখনে পার্লামেন্টারী ডেমেক্রেসী আছে সেখানেও দেখিনি যে এইভাবে এ্যাডমিনিষ্ট্রে-

শন-কে ব্যবহার করা হয়, তারপর কার অর্ডারে এসব জিনিস হচ্ছে তা যদিও জানি না, কিন্তু দেখছি যে কমিউনিস্ট পার্টিতে যাঁরা আছেন তাঁদের পেছনে পুলিস ঘোরে এবং আমাদের অফিস ও বাড়ীর সামনে গুপ্তচর বসে থাকে। এই যদি হয় তাহলে পরিষ্কার করে বলুন যে কংগ্রেস মার্কা হলে সে ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন্ আণ্ডার দি কনস্টিটিউশন এবং অপজিশন্ বা কমিউনিস্ট পার্টির লোক হলে সে "বি" ক্লাস সিটিজেন্ এবং তাঁদের পেছনে আমরা পুলিস লাগাব। তারপর আমাদের যে প্রতিটি চিঠি খোলা হয় এবং প্রতিটি টেলিফোন ট্যাপ্‌ড হয় এগুলো কার হুকুমে হচ্ছে? তবে যদি সাহস থাকে তাহলে বলুন যে, আমরা সার্কুলার দিয়েছি এবং তাতে এই

[4—4-10 p.m.]

জিনিস হচ্ছে। স্যর, আমরা পোষ্ট-অফিসে খবর নিয়ে জেনেছি যে সেখানে পুলিসের তরফ থেকে স্পেশাল লোক থাকে এবং তাদের বলা হয় যে দেশ-বিদেশ থেকে যদি এই এই নামে কোন চিঠি আসে তাহলে তা খুলবে। এবং আমদের টেলিফোন ট্যাপ্ করা হয় এবং কিভাবে ট্যাপ করা হয় সে খবর আমরা টেলিফোন কর্মচারীর কাছ থেকে নিয়েছি। এই হচ্ছে আপনাদের পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসি। এই ডেমোক্র্যাসি আপনারা ভারতবর্ষে তৈরি করেছেন। এই রকম একটা বিলাতের মেম্বারের ট্যাপ্ হয়েছিল, তা নিয়ে সমস্ত ইংলণ্ডময় হৈ-চৈ পড়ে গেল। যদি কিছু শিখতে হয় তাহলে ওদের দেখে শিখুন। কিন্তু সে শিক্ষা তো করবেন না। ঠিক সেই-ভাবে নিরঞ্জনবাবু বলেছেন তার উত্তরটা কি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, অমিতাভ দত্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস সম্বন্ধে স্ট্রিকচার দিয়েছিলেন যে ব্রেন ইউজ না করে ব্রন্‌স ইউজ করেছে। এই রকম লোককে পুলিসের চাকরিতে রাখা উচিত নয়—অফিসার রেখে দিয়ে এই-সব করা হচ্ছে। আমি কনস্টেবলের দোষ দিচ্ছি না—কোয়ার্সিভ মেথড্ ইউজ করেছে, থানায় নিয়ে গিয়ে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলেছে কনফেশন আদায় করবার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এর উত্তরটা চাই। তারপর চন্দননগরের একটা মামলা দেখুন, শ্রীহীরেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন, স্টেট ভারসেস্ হরিসাধন সেন, সেটা ফাষ্ট ক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন যে পুলিস চোর জোচ্চুরি করে কতকগুলি জিনিস ডাইরিতে ইণ্টারপোলেট করেছে এ্যাকিউজড্‌কে এবং এ্যাকিউজড্-এর ডিফেন্স পার্টির লোকদের বাঁচাবার জন্য। ম্যাজিষ্ট্রেট এ-কথা বললেন যে The country should be ashamed of such police officers এবং পুলিস অফিসরকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি কোর্টে বললেন I was feeling a little drowsy, hence I inter-polated. কি হ'ল সেই পুলিস অফিসারের? আমি জানতে চাই এ সম্বন্ধে ক্যাবিনেট পলিসি কি? এ সম্বন্ধে কাগজে যখন দেখেন তখন তাঁরা কি করেন? তারপর, গৌড়বাতান পুলিস স্টেশন, কালিংপঙ এখানকার একজন পুলিস অফিসার এ. এম খাঁন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটা নোট দিলেন যে একজন কমিউনিস্ট পার্টির লোক জঙ্গলের শ্রমিকদের নিয়ে ইউনিয়ন তৈরি করছিলেন। তাদের ওখান থেকে বিতাড়িত করার জন্য ১৪৪ ধারা যাতে জারি করা হয় সেজন্য নোট দিলেন। তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু পুলিস অফিসার ও. সি, এ. এম. খাঁন সেখানে বলেছেন moreover, this person belongs to a party—কমিউনিস্ট পার্টি, তার পলিসি with regard to other countries সম্বন্ধে কোয়েশ্চেন আছে। আমি বলব এটা কি তার জুরিসডিক্‌শনে পড়ে? একটা লিগ্যাল পার্টি, main opposition in West Bengal সেই পার্টি সম্বন্ধে এই রকম একটা কথা সে কি করে বলতে পারে সেটা আমি জিজ্ঞাসা করছি? এটা কি আপনাদের উচিত নয় এর ইমিডিয়েটলি ইনভেস্টিগেট করা? এ-কথা সে কি করে বলে? কিন্তু বলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে এইসব জিনিস। আমার শেষ কথা হচ্ছে আর. জি. কর হাসপাতালে বঙ্কিম সরকার, তিনি নাকি কংগ্রেসের লোক, ওখানকার এমপ্লয়ী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে একটা ইনভেস্টিগেশন হয়। গভর্নমেণ্ট ইনভেস্টি-গেট করে দেখলেন কুড়ি হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছে না, পরে আরও আট হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। আরও যদি ইনভেস্টিগেশন হোত তাহলে আরও টাকা পাওয়া যেত। বঙ্কিম সরকারের বাবা, আত্মীয়রা বললে আমরা টাকা দিয়ে দেব, আমাদের ছেড়ে দাও। এ-কথা বলা

হ'ল যখন টাকা দিয়ে দেবে বলেছে তখন ঠিক আছে—কিন্তু ইনভেস্টিগেশন করলে আরও টাকা বেরুত। সরকার থেকে ইনভেস্টিগেশন কেন প্রোসিড করা হ'ল না? উল্টে তাকে কর্পোরেশনের কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট করে দেওয়া হল। এই ব্যাপারটা প্রোসিড করা উচিত ছিল। অপোজিশন হলে আপনারা প্রোসিড করতেন না? নিশ্চয়ই করতেন। [এ ভয়েস ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ কংগ্রেসের নয়।] কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট হলে তাকে জানি কংগ্রেসের লোক। এইভাবে করাপশনকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। শুধু এর সম্পর্কে নয়, কংগ্রেস গভর্নমেন্টের প্রতিটি মন্ত্রী করাপ্ট। তাঁরা ইনভেস্টিগেশন করলেন অথচ কোন ব্যবস্থা করলেন না। আমার শেষ কথা হচ্ছে এই যে আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে বৈদ্যশাস্ত্রপিঠের খাতা এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ থেকে সিজ করা হেক। কোথায় সেই খাতা? রণেন সেন মহাশয় বললেন তাঁর কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা পান, সেখানে চুরি চলেছে—আপনারা সিজ করেন নি। আমাদের কাছে খাতা অছে, সেই খাত আপনারা নেবেন? কিন্তু যেহেতু কংগ্রেসের লোকরা এর মধ্যে ইনভল্‌ভ্‌ড অছে সেজন্য আপনারা কিছু করবেন না। সেই জিনিসটা আমরা দেখেছি।

সেজন্য আমার কথা হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী অনেক কথাই বল্লেন কিন্তু আমি জানি যে আমি যে ভাল বল্লাম তার একটারও জবাব পাবো না, জবাব দেয়া অসুবিধা। আর একটা কথা আমি বলতে চাই- কি সরকারের নীতি তা আমি জানি না কিন্তু ২৪শে তারিখ থেকে প্রাথমিক শিক্ষকরা ডালহোসী স্কোয়ারের রাস্তায় এসে বসছেন আপনাদের অসীম কৃতিত্বে। আপনারা সমস্ত টীচারদের জোর করে রাস্তায় বের করছেন আন্দোলন করবার জন্য। তাঁরা মাইনা বাড়াতে বলছেন -তারপর তাঁরা কর্মবিরতি করলেন বাংলা দেশময়। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই কথা বলছি, আর একথায় বলছি যে টীচারদের আপনারা লোয়েস্ট গেড করে রেখেছেন। সেই সব হিসাব আমাদের আছে যে পাঞ্জাবে কত পায়, আর এখানে কত পায়। তাঁরা ৪০/৫০, ৬০ টাকা করে কম পাচ্ছেন পাঞ্জাবের থেকে—কেন এ জিনিস হয়? সেজন্য আমি বলি এত টাকা খরচ করছেন, আর এঁদের কিছু টাকা দিলে সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে? আমি ওঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলেননি আপনাদের? আপনারা হঠাৎ স্ট্রাইক করতে চলেছেন। ওঁরা বল্লেন যে এই যে গত বছর আমরা দেখা করেছিলাম He directed us to the Education Minister আর এডুকেশন মিনিস্টার কোন জবাব দেন নি। প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী এখানে কিছু য়্যানাউন্স করতে পারেন নি যে আমরা ৫/১০ টাকা কিছু বাড়াচ্ছি ইন্টারম যাতে করে এরকম কিছু গন্ডগোল না হয়। এটাতো অন্যায় কিছু নয়—এই যে ৭০/৭৭ হাজার প্রাইমারী শিক্ষক আছেন, অন্যায় যদি হত তাহলে বলতাম না। আপনি এখানে কম্পেয়ার করুন, অনেক কম্পরাইজন করলেন অন্যান্য কংগ্রেস স্টেটের সঙ্গে কাটামোশানের মধ্যে আছে এডুকেশন বাজেট আপনি বলুন কোন বিষয় তাঁদের উপায় করছেন। সেজন্য এখনও সময় আছে, এই সময়ের মধ্যে আমি বলি যে মুখ্যমন্ত্রী ফ্যাইনানস করুন আমরা অনুমোদন করবো। আপনি যত টাকা চান তা আমরা অনুমোদন করবো। আপনি তো এদের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন—টপ্ হেভি, টপ্ লাইট যা কিছু হোক আমরা অনুমোদন করছি, আপনি ব্যবস্থা করে দিন। সেজন্য সাধারণ শাসন খাতে ব্যয়-বরাদ্দ আমরা কখনও এভাবে নীতিগতভাবে সমস্ত জিনিষটাকে অনুমোদন করতে পারি না। মুখ্যমন্ত্রী যেন সিনেমা হয়েছে, য়্যাড্‌ভারটাইজ্‌মেন্ট কি করেছেন এই সব বক্তৃতা দিয়া আমাদের বুঝাবার চেষ্টা না করেন যে আর কোন গোলমাল এখন কিছু নেই এবং আমার ওদিকে বন্ধুদের নীরবতা দেখে তিনি যেন মনে না করেন যে বাংলাদেশ নীরব হয়ে আছে বা থাকবে।

Shri Hemanta Kumar Basu :

স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ৯০ পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীয়ারা জিরো থেকে ৩০০ টাকা অবধি মাইনা পায় তাদের বিশেষ কোন অভাব অভিযোগ নেই, তাদের অভাব অভিযোগ সবই সরকার মেটায়। তা যদি হয়, যদি বাস্তবিক ৯০ পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীদের অভাব অভিযোগ সরকার মেটায় তাহলে তারা তাদের দাবী নিয়ে আন্দোলন করত না এবং এই

আন্দোলনের ফলে তাদের উপর ছাঁটাই, বরখাস্ত বা সাসপেনসনের ব্যাপার হত না। যাহোক গত এক বছরের আন্দোলনের ফলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের একটা কথাবার্তা হয়েছে, একটা মিটমাট হয়ে গেছে শুনছি। তাদের দাবীদাওয়া নিয়ে যখন আমরা এই য়্যাসিমবলীতে আলোচনা করেছি তখন মুখ্যমন্ত্রী পে কমিটির কথা বলেছেন। কাজেই এই পে কমিটি নিযুক্ত হয়েছে। কবে তাঁরা রিপোর্ট দেবেন তা আমরা জানি না। যাতে শীঘ্র শীঘ্র পে কমিটি তাঁদের রিপোর্ট দেয় সেবিষয়ে ব্যবস্থা করা দরকার এবং তাঁরা যতদিন পর্যন্ত রিপোর্ট না দেন ততদিন পর্যন্ত একটা ইনটারিম রিলিফ তাদের দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক্—এটা আমি বিশেষভাবে আবেদন এবং নিবেদন করছি। অন্যান্য স্টেটে কর্মচারীদের মাইনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার পূর্বে, পে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পূর্বে একটা ইনটারিম রিলিফ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

[4-10—4-20 p.m.]

কাজেই সেদিক থেকে আমি বলবো যে এই কর্মচারীদের একটা ইনটারিম রিলিফ দেওযার ব্যবস্থা করা হোক্। এবং তাঁরা যাতে তাঁদের সঙ্গত দাবী নিয়ে আন্দোলন করতে পারে, সে দাবী ও তাদের স্বীকার করা হোক। এই সরকার এবং কর্মচারী—তফাৎ কি? যাঁরা নীচে কাজ করেন, সেই নীচের কর্মচারী যদি কাজ না করেন, তাহলে উপরের কর্মচারীরা কি করে সেই শাসন ব্যবস্থা চালাবেন? পিয়ন থেকে আরম্ভ করে, কেরাণী থেকে আরম্ভ করে, Superior Staff তাঁদের উপরে যাঁরা আছেন, তাঁরা যদি কাজ না করেন, তারা যদি শাসন কার্য না চালান, তাহলে উপরের কয়েকজন মোটা মাইনের কর্মচারী বা মন্ত্রীমণ্ডল—, তাঁরা কিভাবে কাজ চালাবেন? কাজেই সরকারের শাসন ব্যবস্থায় তাঁরা ও সহযোগী। সেই দিক থেকে তাঁদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তা তাঁরা নিশ্চয়ই করবেন। এই শাসন যন্ত্রের অংশরূপে তাদের যে কথাবার্তাগুলো, যেহেতু তাঁরা কম মাইনে পায়—low paid employees, তাদের কথাবার্তাগুলো শুনবার জন্য একটি সংস্থা—করা উচিত। বাস্তবিক তাঁদের দাবী দাওয়াগুলি আপনারা শুনতে পারেন এবং সে বিষয়ে একটা বিচার করতে পারেন।

স্যার, জ্যোতিবাবু বলেছেন এই য়্যাসেমব্লীর যারা কর্মচারী—তাদের অধিকাংশই টেম্পোরারী। তাঁরা বছরের পর বছর এই কাজ করে যাচ্ছেন, অথচ তাঁদের চাকরীর কোন স্থায়িত্ব বা তাদের মাইনের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। স্যার, আমার মনে পড়ছে—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট দিল্লীতে যে অ্যাসেমব্লী ছিল, তার প্রেসিডেণ্ট তখন ছিলেন প্যাটেল সাহেব। এই প্যাটেল সাহেব কি করে সেই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও হোম মিনিস্টারের সঙ্গে ঝগড়া করে এ্যাসেমব্লিকে একটা স্বাধীন বিভাগ হিসাবে তৈরী করেছিলেন—, সেকথা আমরা জানি। তাই আমি আমাদের স্পীকার মহোদয়কে নিশ্চয়ই বলবো প্যাটেল সাহেবের সেই আদর্শ অনুসরণ করে আপনার এই ডিপার্টমেণ্টকে সম্পূর্ণ আপনার করায়াত্তে আনুন, আপনার কর্তৃত্বাধিনে নিয়ে আসুন এবং এই য়্যাসেমব্লীর যে যে সমস্ত স্টাফ্ আছে, যে কর্মচারী আছে তারা যাতে যথাযোগ্য মাইনে ও অ্যালাউন্স পান এবং যাতে তাঁদের চাকরীর স্থায়িত্ব হয়—, সেদিকে আপনি নজর দেন।

স্যার, আর একটা ব্যাপার হলো ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি। সেদিন শ্রীগণেশ ঘোষ বিশদভাবে এই ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে বলেছেন। আমি এই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জবাবে বলেছিলেন যে এক্সিবিশন অফ্ অব্সিন পিকচার সম্পর্কে বিবেচনার জন্য একটা সেন্সাস কমিটি আছে কিন্তু সেই কমিটি কিভাবে কাজ করেন, আমরা বুঝতে পারি না। যে রকম যে রকম ফিল্ম এক্সিবিশন হয় আর তাতে আমাদের দেশের যুবক ও তরুণদের মনের উপর যে ছাপ পড়ে তাতে তাদের মনের মধ্যে একটা দৃঢ়তা, একটা নিষ্ঠা, এমন কোন ছাপ তাদের মনে পড়ে না। সব বিষয়ে তাদের মন একটা হাল্কা মন, কোনটাই তারা সিরিয়াসলি নিতে পারে না। কাজেই আজ যদি আমাদের জাতকে তৈরী করতে হয়, আমি শুনেছি চীন ও রাশিয়ায় তাদের দেশকে তারা গড়েছিল এই ফিল্ম পিক্চার-এর মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশ ১৩ বছর হলো স্বাধীন হয়েছে, এই তের বছরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না—যেখানে

আমাদের যুবক ও আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নিষ্ঠা, একটা দৃঢ়তার সঞ্চার হয়েছে। যার ফলে এই জাত একটা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। কাজেই সেদিক থেকে সবচেয়ে বেশী দায়ী আমাদের যে সমস্ত ফিল্ম এক্সিবিশন করা হয়, সেগুলি। এই দিকে আমি বিশেষ-ভাবে সরকারের দৃষ্টি দেবার জন্য বলছি। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন এর জন্য একটা সেন্সার কমিটি আছে। সেই কমিটি কোন কাজ করছে না বলে মনে হয়। আমরা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাইরে যে সমস্ত ছবির নমুনা দেখতে পাই, তাতে মনে হয় এই সেন্সার কমিটি ঠিকমত কাজ করছে না। আমি এই জন্য বলছি এ সম্বন্ধে আমার একটি কাট্ মোশান আছে। এ বিষয়ে দেখবার জন্য একটা বিশেষ কমিটি কলকাতায় নিয়োগ করার জন্য বিবেচনা করতে বলছি।

যে সমস্ত অভিজ্ঞ কর্মবীর, বিদ্যান, জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তি আছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে, যেভাবে এখানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা এক্সিবিশন হয় এবং যেভাবে সিনেমায় ছবি দেখান হয়, তার ফলে চঞ্চলমতি যুবকদের মনে যে প্রভাব বিস্তার হয়, তাতে যেভাবে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতি গড়ে তুলতে চাই তা সম্ভব নয়। তারা কোন আদর্শের ধার ধারে না। সেদিক থেকে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের দেশে বহু জাতীয় আন্দোলন হয়েছে ও বিশ্বের যে নানা রকম আন্দোলন হয়েছে সেই সমস্ত আন্দোলনের ছবি যদি আমরা যুবক-যুবতীদের সামনে তুলে ধরতে পারি তাহলে তাদের বর্তমান চিন্তাধারা পরিবর্তন করে তাদের দেশের কাজে নিয়োজিত করতে পারবো। আমাদের অতীতের ইতিহাস, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের বর্তমান যুবকদের ও তরুণ সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন জ্ঞান নেই, বা তাঁরা জানেন না; কাজেই এই সমস্তগুলি তাদের দেখান উচিত। তারপর আসামে উদ্বাস্তুদের কথা। আমাদের এই আসেম্বলীতে আসাম উদ্বাস্তু সম্পর্কে যেভাবে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, সেই প্রস্তাব অনুসারে তা কার্যকরী হচ্ছে না। আসাম উদ্বাস্তুদের আসামে ফিরে যেতে বলা হচ্ছে: তারা ফিরে নিশ্চয় যাবে; কিন্তু যেখানে তারা যাবে, সেখানে তাদের নিরাপত্তা বিধান যদি না করা হয়, তাদের যদি সুষ্ঠু পুনর্বাসন-এর ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে কি করে চলবে! তারা দাবী করছে পৃথক পৃথকভাবে যেখানে অল্প সংখ্যক বাঙ্গালীকে রাখা হয়েছে, সেই সব জায়গা থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে এসে একটা কম্প্যাক্ট এরিয়া তাদের রেখে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। তাদের পনের দিনের নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যদি এই পনের দিনের মধ্যে তারা না যায়, তাহলে তাদের ডোল বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাদের সম্বন্ধে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে-ছিলাম, তিনি আমাকে বলেছিলেন তাদের যদি কোন অসুবিধা থাকে তাহলে তারা যেন সেটা জানায়। তারপর বেরুবাড়ী সম্বন্ধে প্রশ্ন রয়েছে। বেরুবাড়ী হস্তান্তর সম্পর্কে এখানে বহু আলোচনা হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, কিন্তু তা ইম্প্লিমেণ্ট করা হয়নি। আমরা দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছি। শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি মহাশয় ও আর একজন মাননীয় সদস্য আমাকে লক্ষ্য করে কতকগুলি কথা বলেছিলেন। বেরুবাড়ী সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমি যখন বলেছিলাম যে বেরুবাড়ীর জনসাধারণ রক্তের অক্ষরে স্বাক্ষর করেছেন যে তাঁরা বেরু-বাড়ী কিছুতেই হস্তান্তর করতে দেবেন না, তাঁরা বেরুবাড়ী নিয়ে আন্দোলন করবেন। তখন শ্রীশঙ্করদাস দাস ব্যানার্জি মহাশয় আমাকে ঠাট্টা করে বললেন যে, হেমন্তবাবু সেখানে গেলেন, কিন্তু এক ফোঁটাও সেখানে রক্ত ফেললেন না। আমি এর উত্তরে তাঁকে বলতে চাই আমার এই বুড়ো বয়স এবং আমার সারা জীবনের যে ইতিহাস, তারপরেও কি আমাকে রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর করে বলতে হবে?

তারপর স্যার, আমাদের দেশে যে সমস্ত শিল্পকলা, সেদিকে সরকারের কিছু কিছু দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। যেমন শিল্পের দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে, তেমনি সঙ্গীত-এর দিকেও হয়েছে। কিন্তু ফিজিক্যাল কালচার-এর দিকে সরকারের বিশেষ কোন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। যাতে ছেলেদের শরীর ও মন বিশেষভাবে গড়ে ওঠে, তাদের শরীর যাতে শক্ত হয়, সবল হয়, সুদৃঢ় হয়, তারা যাতে পরিশ্রমিক হয়ে উঠতে পারে, তারা যাতে জীবন-সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে ভাল করে লড়তে পারে, তার জন্য সরকারের চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং সেদিক থেকে ব্যায়াম-এর দিক থেকে, যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যায়াম-বীর আছেন, যাঁরা পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নানা রকম যশ ও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, প্রাইজ পেয়েছেন ওয়ার্ল্ড কনটেস্ট-এ লড়ে,

সেই সমস্ত ব্যায়াম-বীরদের সরকার থেকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের যদি সাহায্য দিতে পারি, এবং বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত ফিজিকাল কাল্চারাল এ্যাসোসিয়েশন আছে, তাদের যদি সাহায্য দান করি তাহলে আমাদের দেশের ছেলেরা ব্যায়াম করবার সুযোগ পায়। সেই সুযোগ নিয়ে তারা ব্যায়াম চর্চা করে, তাদের শরীর শক্ত, সবল ও সুদৃঢ় করে গড়ে তুলতে পারবে এবং আজ তারা যে সমস্ত জায়গায় পরিশ্রম করতে ভয় পায়, সেই সব জায়গায় তারা এগিয়ে যেতে পারবে। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

[4-20—4-30 p.m.]

Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ডাঃ রায় বলে গেলেন আমরা অভিযোগ করি তাঁর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হচ্ছে টপ্-হেভী। তার চেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে তাঁর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অত্যন্ত করাপ্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। টপ্-হেভী এক্সপ্লেন করতে গিয়ে আমাদের সামনে যে কথাগুলি বললেন তাহলে যারা কম মাইনে পায় তার সংখ্যা হল বেশী, সুতরাং সেটা কি করে হয়, এবং বেশী মাইনে যাঁরা পান তাঁদের মাইনে সমষ্টিগতভাবে কম; সুতরাং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টপ্-হেভী নয়। এটা কিন্তু ফ্যালাসিয়াস, টপ্হেভী বলতে বুঝি যে সংখ্যার ঊর্ধতন কর্মচারী প্রয়োজন তার ৫ গুণ কর্মচারী দিয়ে রেখেছেন এবং তাদের বেতনও অত্যন্ত বেশী করে দিচ্ছেন; আজ পর্যন্ত ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের বেতনের তো কমতি হ'ল না এবং বেড়ে যাচ্ছে। নানা রকম অ্যালাওয়ান্স দিয়ে পেটোয়া লোকদের রেখে দিচ্ছেন। টপ্হেভী বলতে আমরা যে জিনিষ বুঝি সেখানে অনেক বেশী ঊর্ধ্বতন কর্মচারী রাখছেন এবং তাদের মাইনেও অনেক বেশী দেন যেটা দেওয়া উচিত ছিল না। সমস্ত সংস্থায় নিজে মালিক হয়ে আছেন, নায়ক হয়ে আছেন, তিনি আনছেন স্বৈরাচার, আনছেন স্বজন-পোষণ, দুর্নীতি—এ বিষয়ে তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। নিজের দলের ক্ষমতা রক্ষার জন্য গোড়া থেকেই তিনি যে রাস্তা বেছে নিলেন তাতে কতকগুলি পেটোয়া আই-এ-এস, আই-সি-এস, আই-পি-এস অফিসারদের সমস্ত ক্ষমতা দিলেন এবং অমনিপোটেন্ট করে নিলেন, নিয়ে তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন যার মাধ্যমে তিনি ক্ষমতা খাটাবেন এবং তাঁর হাতেই থাকবে সমস্ত ক্ষমতা—এই হ'ল তাঁর নীতি। অন্যান্য মন্ত্রীরা তিনি যেমন বলবেন, যেমন গান করতে বলবেন তেমনি তাঁরা গান করবেন, যেমন নাচতে বলবেন তেমনি তাঁরা নাচবেন; আর স্বৈরাচারী মালিক, নায়ক হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। সমস্ত শাসন-ব্যবস্থাকে বানচাল করে চলেছেন, শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্নীতির অতল তলে নিয়ে যাচ্ছেন? সরকারী কর্তৃত্বে যে সমস্ত সংস্থা আছে একটি একটি করে সব অমনি করে চালিয়ে যাচ্ছেন। স্টেট ট্রান্সপোর্ট-এ যেই জে. এন. তালুকদার রিটায়ার করলেন সেটাকে কর্পোরেশন করা হ'ল সেখানে কর্তা হয়ে রইলেন জে. এন. তালুকদার। কতদিন থাকবেন তিনিই জানেন! এই হ'ল ওয়েল-ফেয়ার স্টেট। ইলেকট্রিসিটি বোর্ড-এ এস. এন. রায়কে রেখে দিলেন যখন তিনি রিটায়ার করলেন সেটা সরকারের বাইরে গেল। তারপর এই করে এ. ডি. খান যখন রিটায়ার করবেন তাঁকেও ঐ সল্ট লেক রেক্লামেশন প্রোজেক্ট-এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করে রেখে দেবেন। তারপর তিনি মেট্রোপলিটান বোর্ড করছেন। এবার তিনি নাকি বৌবাজার থেকে দাঁড়াবেন না—দাঁড়ালে বেমালুম হেরে যাবেন এবং সেখান থেকে দাঁড়ালে বড় ভুল করবেন, বিজয়বাবুর ওখান থেকে দাঁড়ান, শুনছি তাই দাঁড়াবেন। তিনি তারপর মুখ্যমন্ত্রীরূপে ছ'বছর রাজত্ব করবেন এবং সেই ছ'বছর বাদে মেট্রোপলিটান বোর্ড-এ চেয়ারম্যান-এর পদ গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে সরকারের পেটোয়া আই-এ-এস, আই-সি-এস, অফিসার দিয়ে কাজ চালাবেন। যতদিন বাঁচবেন, তিনি এইভাবে কর্তৃত্ব করবেন। এভাবে তিনি প্যারালাল গভর্নমেন্ট চালাবেন এবং তাঁর সেক্রেটারী হবে—গোপনে শুনছি—আশুতোষ ঘোষ এবং প্রতাপচন্দ্র মিত্র—এরা তাঁর সংগে থেকে তাঁর মত কাজের হয়ে উঠেছে, লায়েক হয়ে উঠেছে। এখানে এই যে সুপারএ্যানুয়েটেড্ অফিসারদের তিনি এক্সটেনশন দিয়ে যাচ্ছেন, রি-এম্প্লয়মেণ্ট দিচ্ছেন, বলবেন তাঁরা কাজের লোক। তাহলে

আর কাজের লোক কি তৈরী হবে না। সব আপনাদের জেনারেশন-এর লোকই থাকবে ? আর পরের লোক কি চান্স পাবে না ? সিভিল লিষ্ট-এর প্রত্যেক পাতায় দেখুন, সব পুরানো সুপারএ্যানুয়েটেড্ লোকদের এক্সটেনশন দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যাপার কি ? আরো ভিতরের কথা আমরা জানি কিন্তু সভায় ত বলা যায় না। এইগুলিকে আপনি পুষে পুষে রেখে দেবেন বৎসরের পর বৎসর। হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট-এ ডি. এন চক্রবর্তী, তিনি রিটায়ার করেছেন ১৭/১০/৫৫ সালে, ৫ বৎসর হয়ে গেল, তাঁর বয়স বোধহয় এখন ৬৫-র কাছাকাছি, এখনও তাঁকে এক্সটেনশন দিয়ে রেখেছেন। কতদিন রাখবেন। এক-একটাকে রাজা করে দিচ্ছেন। তাহলে জমিদারী প্রথা তুলে দিলেন কেন? এইভাবে কতকগুলি আই-সি-এস-কে রেখে দিয়েছেন। কি স্বার্থ আছে আপনার এর মধ্যে ? তারপর লেফ্‌টেনাল কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জি, তিনি হয়েছেন রি-এমপ্লয়েড্ আফটার সুপারএ্যানুয়েশন্ এস. কে চ্যাটার্জি, ডেপুটি ডাইরেক্টর, রি-এম্‌প্লয়েড আফটার সুপারএ্যানুয়েশন, এন সি মজুমদার, এস কে গাঙ্গুলি, ডাঃ বি. এন ব্রহ্মচারী, রি-এম্‌প্লয়েড আফটার সুপারএ্যানুয়েশন। এইভাবে আমি যদি ১৫টা নাম করি তাহলে দেখা যাবে এর মধ্যে প্রায় ৭৫ পারসেণ্ট রি-এম্‌প্লয়েড। তারপর মজুমদার, ড্রাগ লাইসেন্স অফিসার, তিনি রি-এম্‌প্লয়েড, ইন্সপেক্টর অফ্ ড্রাগস, রি-এম্‌প্লয়েড। এঁরা সবাই পেটুয়া লোক, এরা আপনাদের অসৎ কার্যে সহায়তা করে, আপনারা যেভাবে চান সেইভাবে তারা চলে। সেইজন্য আপনারা এদের বরাবর রেখে দিচ্ছেন। আপনাদের কোন দৃষ্টি নেই সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থার দিকে। তারপর দেখুন যারা গরীব দুই শত, আড়াই শত টাকা মাইনে পায় তাদের প্রত্যেককে রিটায়ার করতে হবে। তাদের জন্য আপনাদের কোন কন্সিডারেশন নেই। আমি দেখছিলাম রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট-এ কতকগুলি রিটায়ার্ড অফিসার রয়েছেন। শম্ভু ব্যানার্জি, তিনি এক্সটেনশন-এ আছেন। ডেপুটি ডাইরেক্টর এস. মজুমদার এক্সটেনশন-এ আছেন। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী এক্সটেনশন-এ আছেন ডাইরেক্টর অফ্ ক্যাম্পস, ক্যাপ্টেন এ এম প্যালিত, স্পেশাল অফিসার, ডিসপোজাল তাঁদেরও এক্সটেন্ডেড সারভিস। ডেভালপমেণ্ট অফিসার, তিনিও রি-এম্‌প্লয়েড। এমনকি অ্যাকাণ্টস অফিসার তিনিও রি-এমপ্লয়েড। সাচ্ছা অ্যাকাউণ্টস অফিসার কি আর পাওয়া যায় না? দেশে চাটার্ড অ্যাকাউণ্টাণ্টস্ কত ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু তাদের জায়গা হয় না। কিন্তু দেখুন পি. এন সান্যাল, লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট, আমার কাছে অন্ততঃ ২৫টা নাম আছে যাদের ১/৩/৬১-তে রিটায়ার করতে হবে। এর ৬/৭টি ছেলেমেয়ে, একটি থাইসিস-এ ভুগছে, তাদের সম্বন্ধে কেন কন্সিডারেশন নেই। তাদের প্রত্যেককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেককে বাধ্য করান হবে ৩১শে তারিখে রিটায়ার করার জন্য। ডাঃ রায়ের বিবেক বলে কোন জিনিস নেই, কোন কন্সিডারেশন নেই। সরকারের যে-সমস্ত কর্মচারী বেশী সুবিধা পাচ্ছে তাদের দিকেই তিনি বেশী নজর দেন। একদিন কাগজে পড়ছিলাম যে এক ভদ্রলোক তিনি এম-এ পাশ এবং সরকারী চাকরী করেন। তারপর তাঁর উন্নতি হ'ল। তিনি কোর্টে গিয়ে বললেন এম-এ পাশ। তারপর দেখা গেল তিনি এম-এ পাশ করেন নি। অথচ এই ভদ্রলোকের নামে কেস করা হ'ল না। পাব্লিক সারভিস কমিশন বলেছেন এ ভদ্রলোক এম-এ পাশ নয়। তিনি ভাঁওতা দিয়ে সরকারী কাজ করছেন। এই হচ্ছে সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থার নজীর। তারপর দেখুন, সিটি সিভিল কোর্টের একজন জাজ, তিনি কোর্টে বসে তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ হচ্ছে কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট করাপ্ট এই কথা বলা। এটা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। এর কারণ তাকে নাকি বলা হয়েছিল যে তোমাকে একটা বড় চাকরী দেবো তুমি একটা জাজমেণ্ট-এ আমাদের পক্ষে রায় দাও। তারপর পি. সি. ব্যানার্জি, অ্যাডিশনাল ডিসপারসাল অফিসার, রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেণ্ট, তিনি আমাদের রেণুকা রায়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁকে ডাইক্টের অফ্ ক্যাম্পস করে দিলেন। নমিনেশন-এ আই-এ-এস হয়ে গেলেন। ডাইরেক্টর অফ্ ক্যাম্পস নমিনেশন-এ আই-এ-এস হয়ে গেলেন অনেক লোককে supersede করে, এবং তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন as Additional Magistrate, 24 Parganas—Shri P. C. Banerjee। অথবা শ্রীমতি রেনুকা রায়কে Malda Constituency nurse করবেন বলে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সম্প্রতি as District Magistrate, Malda। এই করেই কি শাসন ব্যবস্থা চলবে ? আমাদের কাছে প্রকাণ্ড লিস্ট

[4-30—4-40 p.m.]

আছে। আরেকটা কথা বলি—C. K. Roy-কে করে দিলেন Gas Company-এর অধিকর্তা। তারপর বোটানিক্যাল গার্ডেন মধুচক্রের অন্যতম মহিয়ুদ্দিন—তাঁকে নাকি ডিস্‌মিস্‌ করা হয়েছে, কিন্তু কি করে after dismissal he has been paid Rs. 62,000. তারপর K. S. Mitra, Director, Social Welfare Department সেখানে কি ব্যাপার হচ্ছে?—হাসির কথা মশাই, ৬ বৎসর ধরে তিনি রয়েছেন তাঁর চাকরীটা হচ্ছে Director; তাই কি এমন qualification ৩ বৎসর ধরেই তাঁকে রেখে দেওয়া হয়েছে। বুকে হাত দিয়ে বলবেন, ক্লিয়ার হার্ট নিয়ে বলবেন। তারপর আরেকটা appointment সম্প্রতি দেওয়া হয়েছে একজন মহিলাকে—তার বয়স ৪৭—৫০-এর মধ্যে—মেডিকেল অফিসার অফ হেল্‌থ—তাঁর বেসিক পে ২৫০ ৬৫০, Special Administration pay 510। ১৭ই কি ১৮ই তারিখে তাঁর appointment হয়েছে, ১৬ই তিনি apply করেছেন, ১৪ই তারিখে Public Service Commission থেকে certify করা হয়েছে যে মেডিকেল বোর্ডে তাঁর হেল্‌থ অ্যালাওড হয়েছে। তিনি ছোট ছোট করে চুল কাটেন। তিনি একজন M.B.B.S., আবার তিনি waiting list-এ আছেন। এই ভদ্র মহিলা কে জানেন?—তাঁর মাথাও আবার একটু খারাপ তিনি হচ্ছেন Miss M. Shrinagesh, আসামের গভর্নর-এর ভগিনী। এই কি সুষ্ঠু administration? What is this? একটা বই—"এক অধ্যায়", ডঃ নবগোপাল দাস, যিনি Secy Home (Anti-Coruption Dept.) ছিলেন, তাঁর লেখা—তাতে দেখবেন দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকেছে—দুর্নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সরকারের স্বজনবাৎসল্য। আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থায় যে ফাটল ধরেছে তার পিছনে রয়েছে নেপোটিসম এবং বিরাট অনুসৃতি। আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের নানা প্রতিষ্ঠানে এবং সংস্থায় নেপোনিসম অসম্ভব রকম বেড়েছে। মাঝে মাঝে আব্রু দেওয়া থাকে—কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বজনপোষণ চলতে থাকে।

Shri Sisir Kumar Das: Mr. Speaker, Sir, it is difficult to say that the tone of the administration has improved. When we find that the street population is on the increase, when we find that unemployment is on the increase, when we find that there is great difficulty among the people for procuring their foodstuff, how can we say that the administration has improved? What I want to emphasise is that even if the administration had been pure, had been without any corruption, the background against which this administration is carried on cannot ever be successful unless you have tackled the main problem, the main problem being, in this poor country of ours, the problem of poverty, the problem of giving sufficient food to the people and giving them employment. To add to this, since the last Budget there was another incident to which I must refer and I shall be failing in my duty if I do not refer to it—that is the Assam incident.

The General Administration of Bengal is a part of the administration of India as a whole. Now what sorry figure did we find the Central Ministry cut?

Mr. Speaker: You cannot discuss Central administration.

Shri Sisir Kumar Das: I can, because it is a part of the General administration of the whole country. I am not discussing about anybody. I am discussing about the general administration of Bengal of which India is a part.

Mr. Speaker: You cannot do it.

Shri Sisir Kumar Das: Certainly, I can. I am discussing about West Bengal. The core of the general administration in this part of the country in so far as the Assam incidents were concerned, I know for a fact that when an incident took place in Kurseong we several members of the P.S.P. Party saw Dr. Bidhan Chandra Roy and we assured him of whole-hearted support if he took strong steps against the wrong-doers who tried to do something which is against the unity of India and I say, Sir, though I am a great critic of Dr. Roy, he had risen to that occasion only. But what do we find so far as India Government is concerned? Pandit Govind Ballabh Pant—he is dead........

Mr. Speaker: Again you are bringing in the Central administration. You must obey my ruling that Central administration cannot be discussed.

Shri Sisir Kumar Das: I am discussing only about the administration. I am referring to that gentleman. I have said Pandit Govind Ballabh Pant is dead ....

[Noise and interruptions]

Let his soul rest in peace! His *sradh* ceremony is over. But I shall be doing a disservice to Bengal if I do not say that he is one of the persons who had gone against the administration of India. He is one of the persons who were great Bengalee hater. Sir, the whole point is this that the whole administration of India is going to dogs ....

[4-40—4-50 p.m.]

Mr. Speaker: Again you are repeating the same thing. You won't be allowed to do it.

Shri Sisir Kumar Das: Please give your ruling on this point.

Mr. Speaker: I have already given my ruling that you cannot discuss Central Administration. You are a member of the English Bar and I expected you to know all this.

Shri Sisir Kumar Das: Mr. Speaker, Sir, to add to the misery of the people of West Bengal there has been a Greater Calcutta scheme, and what is going to happen? By taking possession of the hearths and homes and lands of several thousands of people in the South of Calcutta you are going to add to the number of several lakhs of homeless refugees.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, this is not one of the items of the 'General Administration' budget.

Shri Sisir Kumar Das: I can talk on any matter included in 'General Administration'.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, he can talk in the High Court and not here.

Shri Sisir Kumar Das: Mr. Speaker, Sir, regarding 'General Administration' I would say something. This general administration has failed. Sir, there was a talk of a stadium being built in the Calcutta

maidan. That stadium has not been built. In the Ellenborough Course there was a resolution passed which was moved by an honourable member of the Congress that a stadium should be built in the Race Course, and what happened to that? Sir, if betting had been stopped in this State and in its place a stadium had been built in the Ellenborough Course, revenues would have been much higher. Then again, Mr. Speaker, Sir, by a recent judgment of the Calcutta High Court the cycle-carts have been withdrawn from the streets of Calcutta. That was on the initiative of the Police. The reason given is that the city is so overcrowded that these slow-moving vehicles must go out of the streets. That was the reason given by the police in the notification but are there no other slow-moving vehicles, namely, hand-carts, bullock carts, rickshaws ....

Mr. Speaker: You are criticising the judgment of the High Court.

Shri Sankardas Bandyopadhyay: On a point of order, Sir, I heard Mr. Das saying 'police was instigated'—by whom?

Shri Sisir Kumar Das: I said initiated.

Shri Sankardas Bandyopadhyay: I stand corrected.

Shri Sisir Kumar Das: Sir, the police gave the reason that they are slow-moving vehicles ......

Mr. Speaker: Mr. Das, you are discussing the judgment indirectly. You are treading on a dangerous ground.

Shri Sisir Kumar Das: Sir, you have not read the judgment but I was in that case and I know it very well. So, my point is: how can you allow the hand-drawn carts, hand-drawn rickshaws and bullock carts to ply on the streets of Calcutta and stop these vehicles. Can't you stop the other vehicles? Why this discrimination against this particular vehicle? You have thrown about 10,000 persons out of employment. Have you done it on humanitarian ground—why the other vehicles are allowed? (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: They won't be allowed) Do that first.

Now, there is another feature of this General Administration in this country. Government whenever it likes bifurcates a district or a subdivision without consulting the legislature, without consulting the peoples' representatives. Things have come out in the press time and again that the district of 24-Parganas will be bifurcated and some subdivisions will also be bifurcated. But nothing was placed before the House. Therefore I give an warning not to do these things unless the legislature is consulted about the things proposed to be done. (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: What will you do?) We shall make your life miserable.

Sir, I now want to mention another thing of public interest: it is this: a slum has grown up near the Calcutta High Court by the side of the Tram Depot. You will find there is a congregation of 10 or 12 huts. This has recently grown up with the knowledge and connivance of the State of West Bengal because I find there is a tubewell sunk. The member of the Bar Library Club have asked me to request the

Government to remove this slum from before the High Court. Sir, you are destroying the slums everywhere but why this has been allowed to grow here? It should be stopped.

[4-50—5 p.m.]

Sir, regarding panchayats, I should make a suggestion to the Government of West Bengal. The suggestion is that the panchayats which you have formed are in need of money. Decentralisation can take place only through the panchayats, as you admit. In several States, e.g. in Rajasthan, the panchaytas are taking a very active part in the building up of the nation. But here the panchayats are starved. I would suggest to the Government of West Bengal that the whole of the land revenue should go to the panchayats. There is not much that is collected from the source of land revenue—some Rs. 7 crores or 8 crores. Out of that, if Rs. 2 crores are set apart for administration of the Department of Land Revenue, the balance—Rs. 6 crores—may go to the panchayats to make them efficient by putting certain capital in their hands.

Then I would speak about the Judiciary. Sir, you will say that this topic cannot be discussed under this head, but the emoluments of the Judges and the salary of the Judicial Minister are included under the head "General Administration". Sir, I am very sorry to state that the efficiency of the High Court has gone down owing to the method of recruitment of Judges. (Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri: I do not think he can criticize High Court Judges.) I am not criticizing them, but I am speaking about the method of recruitment of Judges. I am not talking of any particular individual Judge. The present practice is—if I am not incorrect—a Judge is first of all selected by the Chief Justice and then his name is forwarded to the State of West Bengal and then it goes to the Central Government.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I rise on a point of order. It does not come under "General Administration".

Mr. Speaker: Yes, it does not come under "General Administration". I will read out something from Mukherjea's Parliamentary Procedure in India. It says: "The services for which there is a specified grant cannot be discussed on the demand for grant of a department which may include the salary of the Minister concerned. In India, the grant for General Administration includes the salaries of all Ministers and of the officers at the Headquarters, but the policy of a Minister in regard to the department for which he is responsible or of a particular department cannot be discussed on the grant for General Administration if there is a specific grant for that department."

Shri Sisir Kumar Das: I am speaking about the policy of appointment.

Mr. Speaker: You can speak about it under another head but not under this head.

Shri Sisir Kumar Das: Appointment is an administrative matter—it is not a judicial matter. Is it your ruling that it is a judicial matter?

Mr. Speaker: I have given my ruling.

Shri Sisir Kumar Das: If it is your ruling that the appointment of Judges is a judicial matter, then I won't speak any more.

Mr. Speaker: When the Minister of Law will ask for his grant, then you can raise this matter.

Shri Bijoy Singh Nahar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যখন মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যে কোথায় কোথায় কি কাজ করেছেন এবং কতটা বাংলাদেশ উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করছিলেন তখন তার উপর বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য জ্যোতি বসু মহাশয় আক্ষেপ করলেন যে অনেক কাজ হয়নি সে তালিকা মুখ্যমন্ত্রী দেননি। আমরা এটা জানি যে কোন দিন কাজের শেষ হয় না। যদি কাজের শেষ হত তাহলে বিধানসভার দরকার থাকত না, সরকারের দরকার থাকত না, মানুষ হয়ত স্বর্গরাজ্যের ভগবান হয়ে যেত। কাজের শেষ থাকে না এটা বোধ হয় মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য ভালভাবে জানেন। তবে এখনও অনেক কাজ করা যায় এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কিছু আলোচনার দরকার আছে। এ বছর কংগ্রেস সরকার কিভাবে কাজ করেছেন সেটা আমরা এই বাজেট অধিবেশনের আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি। এই অধিবেশনে যেভাবে বক্তৃতাগুলি হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে কোন জোর নেই। কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে পুরান কথা বলা হয়েছে। যতীন চক্রবর্তী মহাশয় পুরান রসগোল্লার কথা বলে গেলেন, নতুন কথা খুঁজে পাননি। সমস্ত বাজেট অধিবেশনের বক্তৃতা থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় বিরোধী পক্ষের বিশেষ কিছু বলবার নেই যে এখানে অন্যায় রয়েছে, এখানে খারাপ হয়েছে। এবছর যেভাবে বাংলাদেশের সরকার কংগ্রেসের নেতৃত্বে কাজ করে এসেছেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিরোধী পক্ষরা চেষ্টা করেও আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারেন নি, জনসাধারণের মনকে জয় করতে পরেন নি। দেখাতে পারেন নি এখানে এইভাবে অন্যায় হয়েছে। চেষ্টা করেছেন, ডাক দিয়েছেন কিন্তু লোক পান নি। এতেই প্রমাণিত হয় সরকার কিভাবে কাজ করেছেন। নিশ্চয়ই অনেক অভাব অভিযোগ আছে কিন্তু অগ্রগতি যে হয়েছে এতে কোন দ্বিধা নেই। আমি দু'একটা বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার পূর্ববর্তী বক্তা শিশির দাস মহাশয় স্টেডিয়াম সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন আমিও আবার সেকথা বলছি যে স্টেডিয়াম সম্বন্ধে কতদূর এগনো হয়েছে, এ বছর আরম্ভ হবে কিনা এটা জানার জন্য কলকাতার অধিবাসীরা বিশেষভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, এটা তাদের জানান দরকার। ক্রিকেট খেলার সময়ে যে অবস্থা দেখা গেছে ফুটবলের সময়েও সেই অবস্থা চলেছে। কবে স্টেডিয়াম হবে এটা জানার অধিকার আমাদের আছে। আমি আশা করব মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জানাবেন কবে স্টেডিয়ামের কাজ আরম্ভ হবে, কবে স্টেডিয়াম তৈরি করে ক্রীড়ামোদীদের এই দুর্ভোগ দূর করবেন।

আমি আর একটা কথা বলতে চাই পাব্লিসিটি ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে। আমি গত কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলার এক্সিবিশনের যে স্টল হয়েছিল তা দেখতে গিয়েছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলার স্টল সবচেয়ে খারাপ হয়েছিল এবং দেখবার কিছুই সেখানে ছিল না। আমি একথা বলবো কতকগুলি বিষয়ে কি হয়েছে সেটা দেখাবার জন্য হয়ত অনেক জায়গায় ব্যবস্থা হচ্ছে কিন্তু মানুষকে বুঝানো সামগ্রিকভাবে কি উন্নতি হয়েছে তাদের মনের মধ্যে সেই ধারনা সৃষ্টি করে দেবার জন্য পাব্লিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন ব্যবস্থা নেই। কেবল কতকগুলি ছবি যদি তুলে ধরে দেয়া যায় এবং দেখানো যায় এই এই হয়েছে তাতে কিছুই হয় না। মানুষকে যদি সে সম্বন্ধে বুঝানো না যায়, অনুভূতি যদি মানুষের না আসে তাহলে সে প্রচার প্রচারই নয় এবং তার জন্য বিরোধিপক্ষ অনেক কথা বলবার সুযোগ পান আমাদের সরকারের প্রচার সম্বন্ধে দুর্বলতার জন্য আমি এদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে প্রচার ঠিকমত হয়। কেবল

কতকগুলি বই ছাপালেই প্রচার হয় না, কতকগুলি এক্সজিবিশন করলে প্রচার হয় না—প্রচার এমনি হওয়া দরকার যাতে যা অগ্রগতি হচ্ছে সেটা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, বুঝতে পারে, জানতে পারে, লিখতে পারে, কিন্তু এদিকে কোন দৃষ্টি নেই। কতকগুলি ছবি, নাচ এবং গান দিয়া প্রচাব হয় না। প্রচারের মাধ্যমে যদি মানুষের মনকে জয় না করা যায় তাহলে সে প্রচার প্রচারই না একথা আমি বলবো। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আর একটা কথা বলতে চাই—বাংলা-দেশে জমিদারী প্রথা শেষ হয়ে গেছে। আমি অনেকবার বলেছি যে জমিদারী প্রথার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা ভাড়া থেকে আয় করেন তাঁদের এই প্রথাটা শেষ করা উচিৎ। বিশেষ করে কোলকাতা এবং শহরতলীয় যেসব বাড়ী আছে, তার থেকে তাঁরা বেশী বেশী টাকা পায়, বড়লোকের মত, জমিদারের মত চলছেন সেটা শেষ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ-বিষয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনেকবার বলেছি, আমি আশা করি তিনি সেদিকে লক্ষ্য দেবেন। ল্যাণ্ড স্পেকুলেসনের কথা যেটা সকালবেলা উঠেছিল সেদিন সেটা ভাড়া কণ্ট্রোলের জন্য একটা ডিপার্টমেণ্ট করে দিয়ে লোকে যাতে মোকর্দমা এবং দৌড়দৌড়ির দুর্ভোগ না সইতে হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। অন্ততঃ যদি কোলকাতায় বাড়ীর জন্য টাকা না থাকে তাহলে ভাড়াটা সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিন সরকার বাড়ীভাড়া দিন এবং বাড়ীভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা করুন যেমন জমিদারী ব্যবস্থা করা হয়েছে—তাহলে এই যে ল্যাণ্ড স্পেকুলেশনের জন্য গরীবদের কষ্ট হচ্ছে এটা দূর হতে পারে। কোলকাতা শহরের লোকদের এই যে অসুবিধা হচ্ছে এটা কিন্তু করা বিষেশ দরকার।

[5—5-10 p.m.]

তাহলে এই যে ল্যাণ্ড স্পেকুলেশন যেটা বার বার বাড়ছে গরীবদের কষ্ট হচ্ছে, কলকাতা শহরে লোকের অসুবিধা হচ্ছে। এটা দূর করা বিশেষ প্রয়োজন। তার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের বিরোধীদলের ওঁরা কোনদিন এ সম্বন্ধে বলেন নি, তাঁদের বড় বড় বাড়ী কলকাতা শহরে আছে কিনা! সেইজন্য এতদিন তারা এই বাড়ী সম্বন্ধে কোন দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। একথা বলতে তারা সাহস করেন নি।

আর একটা বিষয়ে বলবো জ্যোতিবাবু বলেছেন এডমিনিস্ট্রেটিভ মেসিন্যারী আমাদের পার্টির জন্য ব্যবহার করা হয়। তিনি যেগুলির কথা বলেছেন এর পূর্বের অ্যাসেম্ব্লী প্রোসেডিং দেখুন, যে সব দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন, এই বিধানসভায় সরকারের পক্ষ থেকে তার প্রত্যেকটির জবাব দেওয়া হয়েছে। আবার যখন কথাগুলো তুলেছেন, তখন তার জবাব তিনি নিশ্চয় পাবেন। আজ যদি কংগ্রেস সরকারী মেশিনটি পার্টির জন্য ব্যবহার করতেন, তাহলে তারা কমিউনিস্ট পার্টি একটিও সিট্ পেতেন না। এর অসুবিধা আছে অনেক ডেমোক্রাসিতে। তাঁরা ক্ষমতার কোন অপব্যবহার করেন না। কেরালায় দেখেছেন—সরকারী মেশিনটি নিজেদের পার্টির জন্য ব্যবহার করেছিলেন বলে আজ জনগণ তাঁদের গদি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাঙলা দেশের সরকার কোন দিন তা করবেন না—এটা আমি জোর করে বলতে পারি। তাহলে আমরা তাতে বাধা দেব। সরকারী মেশিনারি গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য কোন দিন কোন পার্টির জন্য ব্যবহার করা হবে না। এটা জোর করে আমি বলতে চাই। আমি এই কথাগুলি বলে যে গ্রাণ্ট আজকে এখানে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিয়ে এসেছেন, তা সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মেডিক্যাল এবং পাব্লিক হেল্থ আর এডুকেশান খাতে সব চেয়ে বেশী টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। অথচ এই এই দুটো খাতে আমরা দেখছি যে, ডিরেক্টর এবং সেক্রেটারী এই দুটো বিভাগে একই ব্যক্তি। লেফটেনাণ্ট জেনারেল চক্রবর্তীর কথা সুধীরবাবু বলেছেন ৬৭ বৎসর পর্যন্ত তিনি এক্সটেনশন পেয়েছেন—এটা অল্ ইণ্ডিয়া রেকর্ড, মিনিষ্টারের আপত্তি করা সত্ত্বেও। এডুকেশন সেক্রেটারী ডি. এম. সেন, ডাইরেক্টর এ্যাণ্ড সেক্রেটারি গত দশ বছর একই পোষ্টে বসে আছেন। এটাও অল্ ইণ্ডিয়া রেকর্ড। তিনি ডিপার্টমেণ্টের মিনিষ্টারদের ডিঙ্গিয়ে সরাসরি ডাঃ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এর ফলে দেখা যাচ্ছে একটা

কম্‌প্লিট ক্যাওস, একটা যথেচ্ছাচার চলছে এই দুটো বিভাগে। স্যার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পলিসিতে দুটো নিয়ম আছে দেখতে পাচ্ছি—ডিস্‌ক্রিমাইনেশন—এক হচ্ছে রাইটার্স বিল্ডিংসের প্রোটেক্‌টেড এরিয়ায় এক দল লোক থাকেন, আর তার বাইরে আর এক দল লোক থাকেন। এ'রা প্রোটেকটেড এরিয়াতে ঢুকলে আর তাঁরা বেরুতে চান না। এস. এন রায় ওখান থেকে বেরুবার সময় ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে বেরুলেন। জে. এন. তালুকদার—তিনি বেরুলেন চেয়ারম্যান, স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন হয়ে। এস. ব্যানার্জি তিনি প্রথমে মেম্বার বোর্ড অফ্‌ রেভেনিউ ছিলেন, তারপর স্পেশাল অফিসার, তারপর রিলিফ কমিশনার—শম্ভু ব্যানার্জিকে তিন বছরের এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে। হীরেন সরকার, এক্স-আই. জি., বর্তমানে পুলিশ কমিশনের মেম্বার। সবচেয়ে বেশী পাকা লোক যিনি, সেই মধ্যমণি ডাঃ রায়ের—সি. কে. রায় গ্যাস কোম্পানীর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে গ্যাস দিতে গিয়েছেন। ডাঃ রায় তাঁকে আমেরিকা ঘুরিয়ে এনেছেন। কালীবাবুর পুলিস, তাঁর রসগোল্লার কথা আর বলবো না, বীরেন চক্রবর্তীর একবার এক্সটেনশন হয়েছে, তারপর স্পেশিয়াল অফিসার। এখন শুনছি কেবিনেট মিটিং-এ ঠিক হলো স্পেশাল অফিসার ওয়ারলেস হবেন, কিন্তু কালীবাবু চট করে গিয়ে ডাঃ রায়কে দিয়ে লিখিয়ে নিলেন স্পেশাল অফিসার, পোলিস ডাইরেক্টরেট। কালীবাবু ওকে ছাড়তে পারেন না। আমি বহু বার তাঁর কথা বলেছি—বীরেন চক্রবর্তী যদিও চক্রবর্তী, ওঁর অনেক গোপন খবর জানেন। আর এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ-এর অ্যাডিশনাল এস. পি. ২৪ পরগণা, তিনি এক্সটেনশন পেয়েছেন as Special Superintendent, West Bengal. Special Officer, Deputy Commissioner, Enforcement Branch—পুলিশের ব্যাপারই স্পেশাল। তাঁরা সবাই আবার কলকাতায় থাকতে চান। আমি তাই বলছি ওটাকে রাইটার্স বিল্ডিংস না বলে, সেটাকে পিঁজরাপোল বলা হোক্‌।

যে সকল সুপারপ্যানুয়েটেড অফিসারদের চাকরীতে বসিয়ে রাখা হচ্ছে, তারা সবাই ডাঃ রায়ের বসম্বদ। তিনি ভাল লোকদের কাজে নিচ্ছেন না। এক্স-জাজ্‌ পি বি. চক্রবর্তীকে কেন কাজে নেওয়া হবে না? শ্রীশৈবাল গুপ্তকে কেন কাজে নেওয়া হ'ল না? তারপর স্যার, নীচের দিকে দেখুন কি করুণ চিত্র। সুনীল রায় কমার্শিয়াল ট্যাক্স কমিশনার-এর কেরানী, সে ক্যাম্‌বেল হাসপাতালে টি বি. হয়ে পড়ে আছে; সেই সময় সেখানে তার উপর ডিসমিশাল অর্ডার গেল। তারপর খবরের কাগজে এই নিয়ে খুব প্রোপাগান্ডা চলে, এবং শেষে, তাদের চাপে পড়ে উনি বাধ্য হলেন সেই অর্ডার উইথড্র করতে।

স্যার, ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট এম্‌প্লয়িজদের কথা জ্যোতিবাবু বলেছেন। পে-কমিটির কাজ কবে শেষ হবে, তার সুপারিশ কবে বেরোবে, তার দিকে সবাই চেয়ে আছেন। এই এক্স-টেনশন-এর মারফৎ যে নিপোটিজম্‌ চলেছে, তার বিরুদ্ধে আই-এ-এস অফিসাররা মেমোরান্ডাম দিয়েছেন ডাঃ রায়ের কাছে। আই-পি-এস'রা তাঁদের ডেপুটেশন-এর জন্য ঘুরছেন, ইতিমধ্যে চীফ্‌ সেক্রেটারী সংগে দেখা করে গিয়েছেন। আমি আগের দিন বলেছিলাম- সাধারণ যে সমস্ত নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারী আছে, তাদের ধর্মঘট হতে চলেছে সেখানে। স্যার, আজ সকাল-বেলা এখানে আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলাম—'অস্থির চিত্ত,' তাতে তিনি খেপে গিয়ে-ছিলেন আমার উপর, এবং আমাকে বলেছেন 'shallow'। স্যার, আমি স্বীকার করে নিচ্ছি ডাঃ রায়, ওঁর চিত্ত খুব গভীরতা আছে। উনি গভীর জলের মাছ, ধরা দেন না। (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: আমি 'shallow' বলিনি) উনি বলছেন বলেন নি, তাহলে আমি একথা প্রত্যাহার করছি। উনি যে গভীর জলের মাছ, ধরা দেন না; তার নমুনা হচ্ছে ইন্ডাষ্ট্রি মিনিষ্টার মানুভাই সাহ্‌ পার্লামেণ্টে গত ফেব্রুয়ারী মাসে বলেছেন যে ৯৬ ইম্পোর্টেড কারস্‌ আমাদের দেশে এসেছে, কোন কার কোন মিনিষ্টারকে দেওয়া হয়নি। দুটি কার এলোটেড হয়েছে পশ্চিম বাঙলায়। একটা কার গিয়েছে আমাদের গভর্নর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর কাছে, আর একটা কোথায় গেল? আমি জিজ্ঞাসা করি ডাঃ রায়ের ঐ W.B.A. 1 গাড়ীটি কোথা থেকে এলো? W.B.A. 1 গাড়ীটি কখনও মাটি ছুঁয়ে চলে না, যুধিষ্ঠিরের রথের মত দু'ইঞ্চি উপর দিয়ে যায়। কারণ উনি কখনও বিধান সভায় মিথ্যা কথা বলেন না। বাঙলা দেশের প্রধান সমস্যা সিন্দবাদের কাহিনী—বৃদ্ধের সমস্যা। এই বৃদ্ধ যত দিন পর্যন্ত না

পশ্চিম বাঙলার ঘাড় থেকে নেমে না পড়ছেন, ততদিন পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলার সমস্যার সমাধান নেই। স্যার উনি বউবাজার ছেড়ে এবার চৌরঙ্গীর দিকে পালাচ্ছেন। সেদিন আমাকে একজন মাননীয় সদস্য বলছিলেন জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন কিভাবে চলছে জানেন? চারজন মিলে—ডাঃ রায় আর তাঁর আসে-পাশে যাঁরা চক্রবীর আছেন, তাঁরা এই জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন-এর কাজকর্ম চালাচ্ছেন। তিনি একটা ছড়া কেটে বললেন—পশ্চিমবঙ্গের 'বিধু' আর অতুল্যবাবুর 'বদু'। বিজয় নাহারের 'মধু' আর কালীবাবুর 'সিধু'॥ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের 'বিধু' হচ্ছেন ডাঃ রায়। আর অতুল্যবাবুর 'বদু' হচ্ছেন শ্রীনির্মলেন্দু দে; এবং বিজয় নাহারের 'মধু' হচ্ছেন শ্রীমধুসূদন রায়। আর কালীবাবুর সিধু হচ্ছেন, শ্রীসিধু ব্যানার্জি। এই হচ্ছে আমাদের জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন। স্যার, আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এসেম্বলী ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের সম্পর্কে যে সমস্ত রেকমেণ্ডেশনস্ স্পীকার করেছেন, সেগুলিকে ফিনান্স সেক্রেটারী যেভাবে উপেক্ষা করেছেন, তাতে মনে হয় এই এসেম্বলীতে ডিপার্টমেণ্টকে আলাদা করে রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তার থেকে আমি বলি এই এ্যাসেম্বলী ডিপার্টমেণ্টকে আলাদা করে না রেখে, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট-এর একটা উইংগ করে রেখে দিলেই তো হয়। আপনার কথা তো তাঁরা শোনেন না। স্যার জ্যোতিবাবু এঁদের কয়েকটা কথা বলেছেন—লোকসভায় এ রকম নজীর নেই। অন্যান্য ষ্টেট এ্যাসেম্বলীতেও এ রকম নজীর নেই। আমি জিজ্ঞাসা করি সেখানে কি এই রকম সেশন হয়? সেখানে দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত সেশন চলে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেও নিয়ম আছে সেখানে নাইট সেশন-এর জন্য এ্যালাওন্স দেওয়া হয়। অথচ আমাদের এখানে সে রকম কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তাছাড়া আমি জানি এখানে ওয়াচ-এ্যাণ্ড-ওয়ার্ড-এ যারা ১৪ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের কন্‌ফার্ম করা হয়নি।

[5-10—5-30 p.m.]

১৯৫৪ সালে মার্চ মাসে এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারিয়েট থেকে এখানে যে সব স্পেশাল স্টাফ এবং নন্-গেজেটেড সুপিরিয়র অফিসার আছেন তাঁদের দৈনিক দু'টাকা করে এক্সট্রা এ্যালাওয়ান্স এবং শিফ্‌ট্ স্টাফকে ছয় আনা করে দৈনিক একটা এ্যালাওয়ান্স দেবার জন্য সুপারিশ করে একটা দরখাস্ত গভর্নমেণ্টের কাছে পাঠান হয়। ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট খুব পাকা এবং কবিতকর্মা—সেই দরখাস্তকে রিজেক্ট করে দেয়। তার জন্য ওয়েষ্ট বেংগল গভর্ণমেণ্ট এম্‌প্লয়ইজদের কিছুই দিতে পারেন নি।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের দরখাস্ত গেল, সেটা তিনি রিজেক্ট করে দিলেন। আজ পর্যন্ত আপনার সুপারিস মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং তার অর্থ-দপ্তরের সেক্রেটারী কোন্ সাহসে বন্ধ করে রেখেছেন। এটা আমাদের এসেম্বলীর পক্ষে অপমান।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment]

[5-30—5-40 p.m.]

Shri Bhadra Bahadur Hamal:

माननीय स्पीकर महोदय,

१६ मार्च को एडमिटेडक्वेश्चन नं० १७६ के जवाब में मुख्य मन्त्री डा० राय ने नेपाली भाषा के संबंध में १६३१ साल में नेपाली भाषा-भाषियों की संख्या दार्जिलिंग जिला में ६२६७० दिखाई है। मगर ताज्जुब की बात है कि १६५१ साल में ८८६५८ दिखाया गया है। मुख्यमन्त्री ने १६ मार्च को उपरोक्त संख्या दी है। ताज्जुब की बात है कि २० वर्ष में ४,०१२ नेपाली भाषाभाषियों की संख्या घट गई। इला कि १६४१ साल के सेन्सस में जो फिगर दिखाया गया है, उसमें दार्जिलिंग डिस्ट्रीक्ट में नेपालियों की संख्या प्रतिशत ६७·६ और हिल में प्रतिशत ८६·८ दिखाया गया है। १६५१ साल में नैपालियों की संख्या केवल दार्जिलिंग जिला में १६·६८ प्रतिशत और हिल में २५·६१

दिखाया गया है। यही संख्या बताती है कि नेपाली भाषा-भाषियों की संख्या को कृत्रिम उपायों से विकृत किया गया है।

१९४१ में जिस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत में राज्य करता था उस समय के सेन्सस में हिल में ८६ प्रतिशत संख्या होने पर भी उनको उनकी भाषा का अधिकार नहीं दिया। केवल भाषा के अधिकार को ही नहीं देना चाहा, बल्कि नेपाली भाषा को सभी सुविधाओं से वंचित रखा।

दार्जिलिंग में बहुत पहले जब नेपाल से विभिन्न गोष्ठी आयी थी, उस समय उन लोगों की अपनी अपनी गोष्ठी के डाइलेक्ट होते हुए भी अन्य लोगों के साथ बात-चीत के दौरान मे नेपाली भाषा ही प्रयोग करते थे और उसी को बोलते थे। मगर धीरे धीरे उन लोगों का परिवार दार्जिलिंग मे सेटल्ड हो कर बैठने लगा। उसके बाद उनको लड़का-लड़की भी पैदा होने लगे। वे लोग भी नेपाली बोलने लगे। ये बच्चे नेपाली भाषा को पढ़ने और लिखने लगे। इस तरह से उनकी भी मातृभाषा नेपाली होने लगी। और इसके बाद उनलोगों का डाइलेक्ट धीरे धीरे लोप होने लगा। इस प्रकार वे लोग सम्पूर्ण रूप से नेपाली भाषा-भाषी हो गए। मगर ताज्जुब की बात ही कि तीन-चार पुश्त आगे उनके दादा, पितामह जो डाइलेक्ट बोलते थे, उसके आधार पर आज भी उन लोगों को कृत्रिम रूप से गोश्ठी से अलग करके नेपाली भाषा-भाषियों की संख्या कम दिखायी गयी है। हला कि उन लोगों की मातृभाषा नेपाली हो गई है। वे लोग नेपाली भाषा को ही अपनी मातृभाषा समझते हैं। और दार्जिलिंग जिला के तीन पहाड़ी अंचलों में नेपाली भाषाको सरकारी भाषा बनाने की माँग कर रहे है। इस सत्य को १९५१ के सेन्सस मे भी माना गया है। मिसाल के तौर पर :—

६४,७३० राई में से नेपाली बोलनेवाले ५८,८७५
४६,७८० तमांग में से ,, ,, ४४,९२६
२०,०९२ लिम्बू में से ,, ,, १७,८३३
१९,३७४ मंगर मे से ,, ,, १७,४२३
१७,८४१ गुरुङ्ग मे से ,, ,, १५,५६५
१४,८१३ नेबार में से ,, ,, १३.४१२
१३,३६४ लारचे मे से ,, ,, १२,०७५
८६८६ सेपी मे से ,, ,, ८,१२६
४७८२ सुनुवार में से ,, ,, ४,३३६
४५७ थामी मे से ,, ,, ४२०

इन सभी भाषाभाषियों का हिसाब लगाने से इनकी संख्या ९२ से ९५ प्रतिशत होती है। मगर दुख है कि इसको घटाकर दिखाया गया है। इसी हाउस के अन्दर माननीय सदस्य श्री देवप्रकाश, राई होते हुए भी नेपाली भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हुए नेपाली भाषा को सरकारी भाषा बनाने की माँग करते आ रहे हैं। मैं माननीय डिप्टी मिनिस्टर श्री नरबहादुर गुरुङ्ग से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे नेपाली भाषा को अपनी मातृभाषा और नेपाली भाषा को सरकारी भाषा होने की माँग का विरोध करते हैं? अगर साहस हो तो उठकर बोलें कि क्या वे इसका विरोध करते है। उनका क्या विचार है कृपया उठकर इस हाउस में स्पष्ट करें। हजार-हजार गुरुङ्ग नेपाली भाषा को सरकारी भाषा करने की माँग करते हैं।

आखिर में मैं माँग करता हूँ कि दार्जिलिंग के पहाड़ी अंचलों में नेपाली भाषा को सरकारी भाषा मान लेने से सबको समझने में सुविधा होगी। सबको अपनी मातृभाषा के माध्यम से उन्नति करने की सुविधा होगी। इसी लिए दार्जिलिंग के पहाड़ी अंचलों के राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ्ग, थामी, सुनुवार, तमांग, नेवार, प्रधान और इत्यादि तमाम नेपाली अपनी भाषा नेपाली को सरकारी भाषा बनाने की माँग करते है। अपनी उन्नति के लिए, देश की उन्नति के

लिए, अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य की उन्नति करने के लिये पश्चिम बंगाल के अन्दर दार्जिलिंग जिला के तीनपहाड़ी अंचल के लोग नेपाली भाषा को सरकारी भाषा बनाने की माँग करते हैं। साथ ही इन अंचलों में आंचलिक स्वायत्त-शासन की माँग करते हैं। हला कि इस आंचलिक स्वायत्त-शासन को दवाया जा रहा है। मगर मैं इस हाउस में जोर के साथ कहूँगा कि नेपाली अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। अपनी भाषा को सरकारी भाषा बनाकर ही रहेंगे।

ब्रिटिश सरकार के समय में भी सरकारी कर्मचारियों को हिल एलाउन्स २५ परसेन्ट दिया जाता था। लेकिन पश्चिम बंगाल के कल्याणराष्ट्र की कांग्रेसी सरकार केवल १० प्रतिशत ही हिल एलाउन्स दे रही है। वहाँ के कर्मचारी बार बार २५ परसेन्ट की माँग करते आ रहे हैं परन्तु डा० राय कुछ नही सुनते। यहाँ तक कि गवर्नर महोदया जब दार्जिलिंग में आती हैं तो उनके स्टाफ को २५ प्रतिशत हिल एलाउन्स दिया जाता है। किन्तु प्रश्न है कि जब दार्जिलिंग के सरकारी कर्मचारियों की बात आती है तो न जाने इस कांग्रेसी सरकार को क्यों चीढ़ होती है? आखिर उनको २५ परसेन्ट हिल एलाउन्स क्यों नहीं दिया जाता है? लोगों को उनके पेट काटने से क्या मिलता है?

आर० टी० ए० तो कांग्रेसी मार्का हो गया है। उसमें सभी कांग्रेसी दल के ही लोग भरे पड़े हैं। उसमें अभी तक खासकर ड्राइभर और मेकेनिकों के प्रतिनिधियों को नहीं रखा जाता है। केवल कांग्रेस के दलगत स्वार्थ के लिए कांग्रेसी आदमियों को ही आर० टी० ए० के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया हैं। हमारी माँग है कि उसमें ड्राइभर और मेकेनिकों के प्रतिनिधियों को लेना होगा। और परमिट ड्राइभर और मेकेनिकों को ही देना होगा। जिससे वे अपनी रोजी कमा सकें। अभी तक ऐसे लोगों को लैण्डरोभर और ट्रककी परमिट दी जाती है जो कांग्रेस के धनी-मानी लोग है। गरीव जनता जो ड्राईभिं और मेकेनिक जानती है, जिसे कमाकर खाने के लिए और कोई साधन नही है उसे नही दिया जाता है। दार्जिलिंग की आर० टी० ए० ऐसा मालुम होती है कि कांग्रेस की जमिन्दारी बन गयी है। अन्त में मेरा कहना है कि लैण्डरोभर और ट्रक आदि की परमिट ड्राइभर और मेकेनिक को देना होगा।

सरकार की जनतन्त्र विरोधी नीति जनता के लिए बहुत ही दुखप्रद हो गयी है। हम देखते है कि पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की छटाई की जाती है। दार्जिलिंग के कृषि-विभाग के अर्दली पियून श्री धनबहादुर छेत्री को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आठ वर्ष काम करने के बाद काम से निकाला दिया गया था। सरकार के इस रवैया के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट के माननीय जज ने अधिकारी बर्ग की कार्यवाही को अन्यायपूर्ण बताकर उसको इतने दिनों का हर्जाना देने का और फिर से काम में ले लेने का हुकुम दिया। अधिकारी बर्ग को मजबूर होकर ता० ४ जनवरी १९६१ से उस को काम में फिर से बहाल करना पड़ा। लेकिन फिर भी टर्मस आफ इम्प्लायमेन्ट के बहाने उसको गत् ८ मार्च १९६१ से काम से निकाला गया। क्या घृणित सर्भिस कण्डक्ट रूल्स के सामने हाईकोर्ट के माननीय जजों के फैसला का कोई मूल्य नहीं है? मैं माँग करता हूँ कि सरभिस कण्डक्ट रूल्स जल्द से जल्द रद्द किया जाय। आज तमाम सरकारी कर्मचारी यही माँग करते हैं। पश्चिम बंगाल में डाक्टर राय के मुख्यमन्त्रीत्व में सरकारी कर्मचारियों के साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस सरकार को शर्म आनी चाहिए।

स्वतन्त्र भारत में पश्चिम बंगाल के अन्दर अभी दार्जिलिंग अविकसित ही पड़ा हुआ है। स्वतन्त्र भारत में दो दो पंच वर्षीय योजना यें पूर्ण होने को आयी और अब तीसरी पंच वर्षीय योजना प्रारम्भ होनेवाली है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़े हुए दार्जिलिंग जिला के सर्वांगीन विकास के लिए न तो पहली योजना में और न तो दूसरी पंच वर्षीय योजना में कुछ किया गया। न तो तीसरी पंच वर्षीय योजना में ही कुछ करने का ठोस कार्यक्रम रखा गया है। ब्रिटिश साम्राज्य के समय में भी दार्जिलिंग जिला पिछड़ा हुआ इलाका था। कांग्रेस सरकार ने भी वहाँ की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं किया। परन्तु कांग्रेसी राजत्व के कल्याण राष्ट्र में भी डा० राय ने नेपाली जाति को

पीछे ही रख छोड़ा है। उस अंचल के विकास के लिए गवर्नमेन्ट ने कोई योजना अभी तक ऐसी नहीं तैयार की जिस से दार्जिलिंग जिला का सर्वमुखी विकास हो सके। वहाँ चारों ओर बेकारी बढ़ रही है। जनसाधारण में इससे असन्तोष बढ़ रहा है। इसलिये मैं माँग करता हूँ कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में दार्जिलिंग जिला के विकास के लिए छोटे तथा लघु-उद्योग-धन्धों का प्रबंध करना होगा। गवर्नमेन्ट का यह कहना कि दार्जिलिंग के विकास के लिए बहुत कुछ किया गया है यह सब झूठ है। वहाँ पर तीसरी योजना में कलकारखाना खोलना चाहिए था ताकि जनसाधारण उन्नति कर सके। शिक्षा के बारे में मंत्रीमंडल बार-बार कहता है कि बहुत कुछ उन्नति दार्जिलिंग में की गई है। किन्तु कितनी शर्म की बात है कि एक ग० गर्ल्स हाईस्कूल अभी तक नहीं बना सके। वहाँ पर ग० गर्ल्स हाईस्कूल बनाने का क्या प्रबंध कर रहे हैं? दार्जिलिंग के कालेज शिक्षा के तीन वर्षीय डिग्री कोर्स में से नेपाली भाषा को भरनाक्यूलर से हटा दिया गया है। उससे वहाँ के विद्यार्थियों को बहुत तकलीफ होती है। उसको पुनः चालू करिए। उस विषय में क्या विचार है कृपया बतलाने की कृपा कीजिएगा।

दार्जिलिंग के लोग अपनी उन्नति किस प्रकार करेंगे उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं कृपया बोलिएगा? वहाँ के लोगों को कुछ सुविधा देनी है या नहीं? या आप लोग सोचते हैं कि दार्जिलिंग जिला जहन्नुम में चला जाय, उस से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है। आखिर वहाँ के लोगों की उन्नति के लिए क्या योजना है कृपया बतलाइएगा।

पुलिस-बजट के डिस्कशन के दिन पुलिस को बैज्ञानिक कहा गया है। उधर के माननीय सदस्य श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी ने पुलिस बजट पर बोलते हुए बैज्ञानिकता की बात कही। किन्तु पहली जनवरी १९६१ को करसियाँग में पुलिस की बैज्ञानिक डण्डे को हम लोगों ने देखा है। जिस बैज्ञानिक डण्डे से एक स्कूल टीचर श्री नारायण तामाँग को जान से शेष कर दिया गया। आज उनके परिवार की औरत माँ और बच्चों को भूखों मरने की नौबत आ गई है। बच्चे स्कूल जाते थे परन्तु उनका स्कूल जाना बन्द हो गया। क्या कल्याण राष्ट्र में उस भूखे परिवार को हरजाना मिलेगा! ताकि परिवार के लोग अपना पेट भर कर जीवन बिता सकें? बैज्ञानिक राज्य में चारों ओर अत्याचार का साम्राज्य छाया हुआ है। पहाड़ी जाति की माँग को नहीं दिया जा रहा है। उनका गला दबाया जा रहा है।

प्लान्टर्स लोग दार्जिलिंग के मुख्य उद्योग चाय बगान को अपना मुनाफा बढाने के लिए ध्वंश कर रहे हैं। आज यह उद्योग ध्वंश होने जा रहा है। चाय के गाछ में ट्यूवर कलोसिस हो गया है। जो गाछ खत्म हो जा रहे हैं उसकी जगह पर नये गाछ नहीं लगाए जा रहे हैं। पुराने गाछ की जगह पर नये गाछ नहीं लगाये जा रहे है। इस तरह से चाय बगान ध्वंश हो रहा है। देश की सम्पत्ति ये प्लान्टर्स लोग ध्वंश कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि चाय बगान के इस ट्यूवर कलोसिस की इलाज कीजिए।

अन्त में कहूँगा कि नेपाली भाषा को सरकारी भाषा करने की माँग को मानना होगा। रीजनल एटोनमी आंचलिक स्वायत्त शासन के अधिकार को मानना होगा। इन अधिकारों को न देने से नेपाली लोग अपने अधिकार को पाने के लिये सब कुछ करने को तयार हैं। और अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे।

Shri Subodh Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, পাঁচ মিনিট সময়ে জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্বন্ধে বলা সম্ভব নয়, তাই আমি এই এ্যাসেম্বলীর ব্যাপার নিয়ে কয়েকটি কথা আপনার সামনে রাখব। সাধারণত বিধানসভা নিয়ে আলোচনা করা বিধেয় ও সুষ্ঠু নয়। কারণ, তাতে স্পীকার সম্পর্কে indirectly aspersion এসে পড়ে, তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ এসে পড়ে। ওটা ঠিক নয়। কিন্তু এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এখানকার সব ব্যাপার যে না বলেও উপায় নাই। প্রথমতঃ এই এ্যাসেম্বলীর ব্যাপারে আপনার কতটা অটোনমি আছে, এক্সিকিউটিভ

এনক্রোচমেণ্ট আপনার এখানে কতটা হচ্ছে এগুলি বিবেচনা করে দেখছেন কি? মুখ্যমন্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করি—তাঁর যেমন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট, পোলিস ডিপার্টমেণ্ট, লেবার ডিপার্টমেণ্ট আছে সেইরকম কি কোন এ্যাসেম্বলী ডিপার্টমেণ্ট আছে? এটা স্পীকারের নিজস্ব দপ্তর, গভর্ণমেণ্টের অধীন কোন ডিপার্টমেণ্ট নয়। এটা সেপারেটলি ট্রিট্ করা দরকার। গণতন্ত্রের কথা বলা হয়, গ্রেট ব্রিটেন এবং পার্লামেণ্টারী ট্র্যাডিশন-এর কথা বলা হয় অথচ সেখানে যে জিনিস আছে, তা কি এখানে মানা হচ্ছে? আমি একটা একটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে ষ্টাফ-এর পক্ষে বলার অধিকার স্পীকারের নাই, একজন লাইব্রেরিয়ান অ্যাপয়েণ্ট হবে কিনা বলার অধিকার নাই। আপনার এই একটা অদ্ভুত অবস্থা করে রাখা হয়েছে এখানে। সব কিছুর জন্যেই ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট-এর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। লোকসভায় যেমন আছে, হাউস অফ্ কমন্স-এ যা আছে, এখানেও স্পীকার প্রপোজাল কেন সরাসরি পাঠাতে পারবেন না? এগুলি না হ'লে এই হাউস প্রপারলি ফাংসান করতে পারে না। তারপর চলুন আমার সঙ্গে লাইব্রেরীতে, আমি লাইব্রেরীর ব্যবস্থাবলী- এই প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি।

পাওয়ার কার থাকবে? আমাদের সেক্রেটারী একজন চাপরাসী অ্যাপয়েণ্ট করতে পারেন, কিন্তু আপনি কিছুই করতে পারেন না। গতবার মুখ্যমন্ত্রী আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে বলে-ছিলেন এর একটা ব্যবস্থা করবেন। শঙ্করবাবু স্পীকার থাকাকালীন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তিনিও বুঝেছিলেন স্পীকারের ক্ষমতা থাকা উচিত। তিনি কিছুই করতে পারেন নি।

[5-40—5-50 p.m.]

তারপর ওভার-টাইম নিয়ে কি হচ্ছে দেখুন। সকালে গিয়ে দেখলাম কোন একটা বিভাগে দু'জন মাত্র ষ্টাফ আছেন। যদি মনে করেন, দরকার নাই, তাহলে অফিস তুলে দিন। যদি এ্যাসেম্বলী চালাতে হয় তাহলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ষ্টাফ রাখুন। ষ্টাফ-এর দোষ দেবেন না।

লাইব্রেরীর কথা বলছিলাম—লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখলাম একজন মাত্র আছে। রেফারেন্স-এর কথা ছেড়ে দিন। বই গাদা মেরে পড়ে আছে।

সুতরাং এখানকার কর্মচারীদের সার্ভিস কণ্ডিশন, পে, ওভার-টাইম ইত্যাদি সব কিছু ব্যাপারে, তাঁদের পারমানেন্সি ইত্যাদি সব কিছুতে স্পীকারের ক্ষমতা থাকা দরকার। পে কমিটির রেকমেণ্ডেশন এখানে এ্যাপ্লাই করবে না। '৫০ সালেও এই ঘটনা হয়েছিল—তখন এখানকার ষ্টাফ এক বৎসর বেনিফিট পেলেন না, তারা এক বৎসর লস্ করলেন এটা। তাই লীডার অফ্ দি হাউস-এর কাছে আমার অনুরোধ, পার্লামেণ্ট, লোকসভার যা আইন হয়েছে সেটা এখানে গ্রহণ করুন, ইন্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি হিসাবে এই লেজিসলেচার চলুক।

Shri Ganesh Ghosh :

মাননীয় স্পীকার মহাশয় উদ্বোধনী বক্তৃতায় আমাদের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তিনি বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে আমরা যে সমস্ত অভিযোগ প্রশাসনিক বিভাগ সম্বন্ধে এখানে উপস্থিত করেছি তা মোটেই প্রাসঙ্গিক নয় এবং আরও তিনি আমাদের বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে এটা মোটেই মাথাভারী নয় বরং মাথা পাতলা। আমি আপনার কাছে দুই-একটা সংখ্যা দিয়ে দেখাব যে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালাবার জন্য উপর তলার জন্য তিনি কি রকম ব্যয় করেন। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেট থেকে আমি দেখাব। স্পীকার মহাশয় অন্ধ্র, বিহার দেশের সঙ্গে তুলনা করে ডাঃ রায় যে কথা বললেন সেটা ঠিক নয়, সে-কথা আমি বলার চেষ্টা করব। ১৯৬০-৬১ সালে বাজেটে দেখছি ৮১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল তখন রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিলিয়ে সংখ্যা ছিল ১৯ জন। যেখানে বিহারে ছিল ৭০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী মিলিয়ে ছিল বাইশ জন। বম্বেতে ১৪৯ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ছিল এবং মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী মিলিয়ে ছিল ২৮ জন। মাদ্রাজে

৮০ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা এবং মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সব মিলিয়ে ছিল ৮ জন। উত্তর প্রদেশ ১৩৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী মিলিয়ে ২৭ জন। আর আমাদের পশ্চিম-বঙ্গে এত কম লোক সংখ্যা সেখানে এবারকার বাজেটে ধরা হয়েছে ৮৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। আমি জিজ্ঞাসা করি আমাদের কি ৩৬ জন মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ইত্যাদি মিলিয়ে রাখা উচিত?

প্রশাসনিক খাতে আগামী বারের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্ডিচার ধরা হয়েছে ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। এই টাকার মধ্যে রাজ্যপালের জন্য খরচ, মন্ত্রীদের জন্য খরচ, গেজেটেড অফিসারদের জন্য খরচ হবে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা, সম্পূর্ণ বাজেটের ১৯ ভাগ। এ যদি অবস্থা হয় তাহলেও কি আমরা মাথাভারী বলব না? মিঃ স্পীকার স্যার, এমনি করে আমাদের মনে হয় যে মাথাভারী অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রেখে সেখানে অনেকে যাঁরা আন-এমপ্লয়েড থাকতেন তাদের এমপ্লয়মেণ্ট দিয়ে সরকারী অর্থের অপচয় হচ্ছে অপচয় কথার চেয়ে আত্মসাৎ বললেই ভাল হয়। আমি আপনাকে একথা বলছি এজন্য যে সরকারী ক্ষমতা এবং সরকারী ভাণ্ডার কংগ্রেসী সরকার দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেন, দলীয় স্বার্থে অপব্যয় করেন, আত্মসাৎ করেন। এসব কথা আমরা বহুবার বলেছি। আমরা যে চার্জসীট তৈরী করেছিলাম তার জবাব আমরা পাইনি এবং অনেক উদাহরণ তাতে আমরা দিয়েছিলাম। আজ আবার একটা কথা বলব। ১৯৫৫ সালে কল্যাণীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়ে গেল সেই অধিবেশনে সরকার থেকে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দিয়ে অনেক কাজকর্ম করা হয়েছিল যার জন্য কংগ্রেসের কাছ থেকে সরকারের পাওনা হয়েছিল ২ লক্ষ ৪৭

[5-50—6 p.m.]

হাজার টাকা। ডাঃ রায়—অর্থাৎ কংগ্রেসী সরকার এই টাকা আর আদায় করতে চান না। জন-সাধারণের টাকা এইভাবে ট্রেজারী বেঞ্চের দ্বারা আর আদায় হচ্ছে না। আমি আপনার সামনে ১৯৫৯ সালের অডিট রিপোর্টের পেজ ৩৩, প্যারা ৪২ পড়ে শোনাচ্ছি—

"A total amount of Rs 2 lakhs 47 thousand was recoverable from the Congress on account of services rendered and amenities provided by the State Governmnt in connection with an annual session of the Organisation held at Kalyani in January, 1954 The recoveries mainly related to conservancy charges, etc, electricity, etc. The question of recovery of these dues was raised by Audit as early as December, 1954, and after protracted correspondence Government agreed in April, 1958, to recover a sum of Rs. 2 lakhs 30 thousand from the Organisation against an amount of Rs. 2 lakhs 47 thousand calculated as recoverable by Audit Regarding the recovery of the balance of Rs. 16 thousand, Government intimated in October, 1959, that they did not think it fair and reasonable to recover the amount of Rs. 14,900 representing hire charges—depreciation at the rate of 5%—in respect of the materials issued for the work of electrical arrangements in consideration of the fact that some of the plants and machinery which were installed during the session of the Congress were being subsequently used for various schemes of Government, even though the electrical arrangements were made directly for the benefit of the Organisation. No final decision regarding the recovery of the remaining amount of Rs 1,795 had yet been taken by the Government in October, 1959 Out of the amount of Rs. 2 lakhs 30 thousand which Government have agreed to recover from the Organisation, recovery has been made so far up to October, 1959, to the extent of Rs. 1 lakh 8 thousand—Rs. 73 thousand in cash and Rs. 34 thousand in junks, I mean Rs. 34 thousand in the shape of stores

returned—leaving a balance of Rs. 1 lakh 22 thousand still to be realised. In lieu of effecting this recovery, the State Government decided in April, 1958, to set it off against a sum of Rs. 1 lakh proposed to be given as a grant-in-aid to the Organisation on the ground that by holding its annual session at that township, it helped the cause of a State project immensely by way of excellent publicity work done for the township."

আরও কিছু আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার এক পয়সাও দেওয়া হয়নি। কাজেই আমি আজ হবু এ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই এই যে দলীয় স্বার্থে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে এ সম্বন্ধে তিনি কি বলেন? মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রীকে আমি আর একটা কথা বলব যে, আপনাদের সরকারী কাজে যে সমস্ত অফিসাররা আছেন তাঁরা কোন দোষ করলে বা কোনো কিছু এদিক-ওদিক করলে তাঁদের যে আপনারা শাস্তি দেন বা পুল-আপ করেন বা তাঁদের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশন নেন সে সম্বন্ধে আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু এই বছর ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মালদহ জেলার খয়রা থানার চাচলে মালদহের ডি এম-এর সভাপতিত্বে যে পঞ্চায়েতের কনফারেন্স হয় তাতে স্থানীয় বিধানসভার প্রতিনিধি ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী যে বক্তৃতা দেন সেটি ডি এম., মিঃ ব্যানার্জির পছন্দ হয়নি। তা হয়ত না হতে পারে, কেন-না সকলে তো আর ডি এম-এর কথামত চলবে না। সে যা হোক, তিনি সেই বক্তৃতা শুনে বলেছেন যে তোমরা দেখছি একটি অত্যন্ত অপদার্থ লোককে ভোট দিয়ে পাঠিয়েছ—এবারের নূতন নির্বাচনে ঠিক লোককে ভোট দিও। এবারে আমি ডাঃ রায়কে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, তিনি কি সমস্ত আই-সি-এস্ এবং আই-এ-এস্ অফিসারদের রাজনীতি করবার জন্য অথরাইজ করেছেন? তবে তা যদি না করে থাকেন তাহলে তাঁকে সাস্পেণ্ড করেছেন কিনা বা তাঁর বিরুদ্ধে কোন ষ্টেপ নিয়েছেন কিনা সেটা বলুন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সে ডিনাই করেছে।

Shri Ganesh Ghosh: স্যার, আমরা দেখেছি ডাঃ রায়কে যদি কখনও বলা হয় যে অমুক পুলিশ অফিসার খারাপ ব্যবহার করেছে তখন দেখি তিনি সেই অফিসারকেই বলেন যে তুমি এনকোয়ারী করে রিপোর্ট দাও। যেমন, আমি জানি একজন সেলস্ ট্যাক্স বার-এর প্লিডার এবং তিনি আবার সেলস্ ট্যাক্স এ্যাসোসিয়েশন অফিস হোল্ডার তাঁর সঙ্গে একজন সেলস্ ট্যাক্স অফিসার খারাপ ব্যবহার করেন এবং সেই অভিযোগ তিনি ডাঃ রায়ের কাছে পাঠান। কিন্তু ডাঃ রায় দেখলাম তাঁর কাছেই খবর পাঠিয়েছেন যে, আপনি ইনভেষ্টিগেট করে জবাব দিন। কিন্তু তিনি বললেন, ইট হ্যাজ নট বিন প্রুভড—অর্থাৎ তিনি একটি ধোয়া বেলপাতা। এই হোল অবস্থা। যা হোক, সেদিন যদি মিঃ ইয়াজদানী সেখানে থেকে সকলকে শান্ত না করতেন তাহলে ঐ ডি এম সেদিন সেখানে মার খেয়ে মরে যেতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ডাঃ রায়ের কাছে যেখানে অভিযোগ করে বলা হ'ল যে মালদহের ডি এম, পাবলিকলী এসব কথা বলেছেন সেখানে তিনি তাঁর কাছেই রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন। কাজেই এই যখন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন-এর অবস্থা তখন আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, দলীয় স্বার্থে এই অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এবং তাঁদের অফিসাররা ব্যবহৃত হচ্ছে। এবারে স্যার, আমি এ'দের একটা নীতির কথা বলি। আমরা প্রায়ই ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে তাঁদের বলতে শুনি যে এখানে বাঙালী মোটেই চাকুরী পাচ্ছে না এবং সমস্ত অবাঙালী এসে যাচ্ছে। কিন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে তো একথা শুনি না? স্যার, আপনি বোধহয় জানেন এবং সকলেই আশা করি সংবাদপত্রে এ খবর পড়েছেন যে, ১৯৪৭ সালের আগে এখানকার প্রাইভেট কন্সার্নে যে পরিমাণ ইউরোপীয়ান এম্প্লয়ীজ্ ছিল তাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। কোন সভ্য দেশে কি এই জিনিস হয় বা এতখানি ইংরেজ-প্রীতি কারুর থাকে? আমরা বলি কমনওয়েল্থ থেকে আপনারা বেরিয়ে আসুন, কিন্তু এ'রা বলেন আমরা থাকব। আমরা বলি ইংরেজকে বেশী করে লুঠ করতে দেবেন না, কিন্তু এ'রা বলেন দেব। স্যার,

আমাদের কথা হোল, যেখানে আমাদের দেশের টেক্‌নিসিয়ান, ইঞ্জিনীয়ার এবং কোয়ালিফাইড্‌ ছেলেরা ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে এসে চাকুরী পাচ্ছে না, সেখানে বিলেত থেকে লোক এসে কেন ট্রাম কোম্পানী, ইলেকট্রিক কোম্পানী এবং বিভিন্ন কারখানা লুঠ করবে? কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা না করে এঁরা কেবল বলে যাচ্ছেন অন্যান্য প্রভিন্স থেকে লোক এসে বাঙলা দেশ লুঠ করছে। কাজেই ডাঃ রায়কে বলি যদি তাঁর সাহস থাকে তাহলে এগুলোর ব্যবস্থা করুন। আমরা তো কোন সভ্য দেশে কাউকে এই অধিকার পেতে দেখিনি যে দেশের লোক বেকার হয়ে থাকবে আর অন্য দেশ থেকে লোক এসে সেই দেশ লুঠ করবে। অবশ্য এটা ঠিক যে যখন আপনাকে এগুলো করতে বলা হ'ল তখন আপনি বিভিন্ন চেম্বার আর কমার্স-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, তাঁদের সংখ্যা কত? তার আপনি কি করেছেন? তার কোন কিছু করেন নি। কারণ, আপনাদের নীতি এই। আপনাদের কাছে বলি এই নীতিটা একটু বদলান। বাঙলার ছেলেদের বাঙলা দেশে বেশী সংখ্যায় চাকরি পাওয়া উচিত। এটা যদি এখানে না বলতে পারি তাহলে কি এটা বিহার যেয়ে বলব না, ইউ. পি.-তে যেয়ে একথা বলতে পারি? তারপর ইংরাজ-প্রীতি আপনাদের এখনও আছে। ইংরাজ আমলের ঘোড় দৌড়ের মাঠগুলি এখনও রেখে দিয়েছেন। অথচ মাঠের জন্য স্টেডিয়াম করতে পারছেন না। একটা মাঠ তুলে দিলে একটা বড় কম্‌পোজিট স্টেডিয়াম হতে পারে। টালিগঞ্জের জুয়াখেলার মাঠটা তুলে দিন। সেখানে খেলার মাঠ নেই, ছেলেদের বহু খেলার মাঠ করতে পারবেন। ঘোড় দৌড়ের মধ্যে আমাদের দেশের ঐতিহ্য কিছু নেই। এটা তুলে দিচ্ছেন না কেন? কি পরিমাণ ট্যাক্স পান এখান থেকে? এতে আমরা জানি বছর বছর হাজার হাজার পরিবার সর্বস্বান্ত হচ্ছে। সামান্য কিছু বড় লোক যেমন বর্ধমানের মহারাজা এঁদের প্যাট্রোনাইজ করার জন্য কি এই জুয়াখেলার ব্যবস্থা? এটাকে কি তুলে দেওয়া যায় না? এই মাঠ তুলে দিয়ে স্টেডিয়াম করুন—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে বলুন, আপনাদের মাঠের জন্য ঘুরতে হবে না। জুয়াখেলার মাঠ তুলে দিলে ওটা একটা বড় কম্‌পোজিট স্টেডিয়াম হতে পারে।

Shri Sankardas Bandyopadhyay: Mr. Speaker, the time at my disposal is very short and, therefore, I shall be very brief.

Mr. Speaker: It is not possible for me to give even a minute more.

Shri Sankardas Bandyopadhyay: I will not ask for that. I think five minutes would be quite sufficient to refute some important charges which have come from the opposition benches and I shall just meet them. Firstly, I thought that Mr. Jyoti Basu who is a Barrister should show some amount of discretion in not bringing up for discussion the subject matter of litigation which is *sub judice*. The case which he has referred to is a case where Shri Amitava Dutta, one of the Presidency Magistrates, has convicted a person. Now I do not think I am at all justified in going into the merits of the matter but all that I wish to say is that without going through the merits the person was arrested for robbery. This man Bechulal later complained that he had been beaten up in the thana lock-up. A judicial enquiry was held by another Presidency Magistrate, Mr. Sen, who was not satisfied that the prima facie case was there. The report was not accepted. The man has been convicted. The Police Officer was convicted. So also Bechulal who had been arrested for robbery. Both of them have appealed and the appeals are pending before the Hon'ble High Court. Therefore we cannot go into the merits or demerits. The learned Magistrate might have been right or might have been wrong. So he must wait until such time as the Hon'ble High Court finally disposes of the matter. After receiving the judgement I

expect that the State Goernment will certainly take up the matter. That is the first thing.

The second thing which Mr. Jyoti Basu has referred to is about throwing out a person called Srikrishna Bhakta Sarma from Gorubatan Police Station. It is a Government case. What I have been able to ascertain is that he was trying to instigate the villagers against the certain officers. The local Magistrate came to the conclusion that there was a chance of a breach of peace. He passed an order under Section 144 of the Criminal Procedure Code asking the man to leave that place. Later on, there was breach of the order made under Section 144. Two persons involved are absconding. Perhaps Mr. Jyoti Basu and such other honourable members of the House who take interest in law know that the life of an order under Section 144 cannot go beyond two months

[6—6-10 p. m.]

Two months have expired, they are all free to go now. But it would be wrong to inform the members of the House that those persons were thrown out and the order under Section 144 was passed without justification.

Shri Jyoti Basu : Did you see the report of the Police Officer ?

Shri Sankardas Bandyopadhyay : I have read the relevant note on the subject.

Shri Jyoti Basu : I have got the note with me

Shri Sankardas Bandyopadhyay : Mr. Basu, I will read the note with you, let us not waste time. But the order was passed under section 144 and passed by the Magistrate on his own. He makes enquiries, finds out what the facts are and passes an order under section 144. He is not dictated by the police at least in those areas. In Calcutta the position may be different.

The third point which I would like to touch is about the primary teachers' pay. Now, so far as the question of increase of the pay of primary teachers is concerned, I think we discussed the position in this House at length, and Rai Harendra Nath Chaudhuri, Hon'ble Minister for Education, dealt with the subject. But I looked up this Red Book and I find that under the head 'improvement of the condition of service of teachers of primary (including basic) schools' a sum of Rs. 60,16,000 has been earmarked.

Shri Jyoti Basu : তাতে কি তাদের মাইনে বাড়বে?

Shri Sankardas Bandyopadhyay : Are you asking me whether their pay will be increased ?

Shri Jyoti Basu : Ask him—the Finance Minister—whether he will raise the wages of the primary teachers.

Shri Sankardas Bandyopadhyay : I am telling you what this Red Book, which is available to the members of the House, says.

[Noise and interruptions]

Well, Sir, I must be permitted to go on. These gentlemen think that only they know everything .... [Interruptions] ....

Shri Jyoti Basu : Mr. Speaker, this is a very serious matter. I want to know from the Finance Minister, since he has briefed him—let the Finance Minister tell him—whether he will raise the pay of the primary teachers.

[Noise and interruptions from the Opposition Benches]

Shri Sankardas Bandyopadhyay : Sir, my friends opposite wish to hear their own voices alone and Mr. Jatin Chakravorty takes the cue in the matter. He likes to hear his own voice all the time and tries to obstruct others without good reasons.

Sir, it is a matter which is under the active consideration of the Government and as I find from the budget, there is already a provision of Rs. 60,16,000 earmarked for grant of increment to primary teachers. I think this is a serious gesture on the part of the Government about the pay of the primary teachers.

Sir, the next point is that Mr. Jyoti Basu has complained before this House that Muslims are being neglected. His own language was that for historic reasons and many others reasons they become backward. It is quite true, there is no denial of the fact that educationally the Muslims in Bengal are backwards and most of them are cultivators and so on and so forth. But will Mr. Jyoti Basu admit before this House whether all the educational institutions which are financed by the State Government have not been thrown open to Muslims ? [Interruptions from the Opposition Benches]. Well, you say when your turn comes, do not go on interrupting me. I yet maintain that every multipurpose school which is not financed by private individuals .... [Noise and interruption from Opposition Benches]. I yet maintain that every educational institution admits students on merits. Can my friend say that a deserving Muslim candidate has failed to get his admission in the Medical College although he is meritorious ? Will my friend mention a specific case where a Muslim student has not been admitted in the Engineering College although he is a deserving candidate and has got the requisite marks ? These are false charges. These are nothing but stunts. They are trying to enlist sympathy of the Muslims by saying that Muslims are being neglected, as if, if my friends come into power, they will take the Muslims in their laps.

So far as Tribal peoples are concerned, I have got some figures with me about the expenditure for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes :

Scheduled Castes—for education—Rs. 12.25 lakhs; economic uplift—Rs. 4.67 lakhs; health and housing—Rs. 15.1 lakhs; and for Scheduled Tribes—for education—Rs. 38.45 lakhs; economic uplift—Rs. 17.88 lakhs; health, housing and other schemes—Rs. 50.24 lakhs.

This was during the Second Plan period.

Under the Third Five Year Plan the allocations are as follows :

Scheduled Castes—for education—Rs. 1 crores 57 lakhs 12 thousand;

economic uplift—Rs. 13.10 lakhs; health, housing and other schemes—Rs. 10.28 lakhs.

Scheduled Tribes—for education—Rs. 86.99 lakhs; economic uplift—Rs. 12.94 lakhs; health, housing and other schemes—Rs. 56.57 lakhs.

Rs. 29 lakh annually is awarded for scholarships to all eligible Scheduled Castes and Scheduled Tribes students of post-Secondary stage.

From these figures it is quite clear that Government is quite conscious of what they have got to do and they are doing things in the best possible way, but not certainly in the way my friends want. My friends are making these rash charges and allegations against the Government with one reason and one reason alone, and that is to bring about discord between the ordinary citizens and the men who are in charge of the Government. That is the whole idea behind the charges. Otherwise anybody who is familiar with the Muslims cannot bring in such charges. I certainly claim to be one who is quite familiar with the actual happenings because in my constituency 50 per cent. of the population are Muslims.

Shri Monoranjan Hazra :

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকের এই জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতে আলোচনার সময় অনেক মাননীয় সদস্য যেসব অভিযোগ করেছেন, আমি তার মধ্যে যাব না। আমি কয়েকটি স্পেসিফিক অভিযোগ করতে চাই সরকারী নীতি সম্পর্কে। প্রশাসনিক কাঠামো এবং প্রশাসনিক নীতি অনুযায়ী যেভাবে দেশে শাসন চলে, তার উপর সমস্ত প্রদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আমি সেই দিক দিয়ে বলতে চাই যে আমাদের দেশে যে ছোট ছোট শিল্প আছে, সেই শিল্পকে গড়ে তোলার জন্য যে চেষ্টা আমাদর রাজ্যের তরফ থেকে করা হয়েছে এবং সারা দেশেই করা হয়েছে; তার মধ্যে আমারা দেখতে পাই ফিনান্স কর্পোরেশন বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে। যদিও সেটা একটা অনটোনোমাস বডি। আমি তার মধ্যে যেতে চাই না। আমি নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই কথা বলতে চাই যে আজকে ছোট শিল্পকে গড়ে তোলবার জন্য এই ফিনান্স কর্পোরেশন কতখানি কি করলো এবং সেদিন থেকে আমি কয়েকটি উদাহরণ আপনার মাধ্যমে এখানে রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে এই কর্পোরেশনের যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার সম্বন্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ উঠলো এবং সিনিয়র মেম্বার কর্পোরেশনের তিনি সেটা গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠালেন এবং গভর্ণমেণ্ট সেটা অন্য খাতে প্রবাহিত করবার জন্য শেষ পর্যন্ত এন্‌ফোর্সমেণ্টে দিলেন। এন্‌ফোর্সমেণ্ট দেখলেন গুরুতর অভিযোগ এবং তাঁরা ভয়ানকভাবে তার বিরুদ্ধে ষ্টেপ নিতে গেলেন। তখন তাঁকে রিটায়ার করিয়ে দেওয়া হ'ল। এইভাবে রিটায়ার করান হ'ল—তাঁর কাজ খারাপ বলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল। তাঁকে ফোর্সফুল রিটায়ারমেণ্ট করান হ'ল। তাঁর নাম এইচ. ব্যানার্জি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তারপর বলতে চাই কলকাতার এক বিখ্যাত ভদ্রলোক, তাঁর সংগে আঁতাত আছে। তিনি তিনটি এয়ার কোম্পানীর মালিক। আমি জানি আমাদের যে কাগজ, বিশেষ করে নিউ এজ এবং স্বাধীনতায় তাঁর কথা প্রকাশ করা হয়েছিল যে তিনি কতকগুলি বৈদেশিক রাষ্ট্রের গুপ্তচর বৃত্তি করেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে কিছুদিন আগে আমাদের সমস্ত এয়ার কোম্পানী ন্যাশানালাইজ করা হয় এবং ন্যাশানালাইজ করার পর এই ভদ্রলোকের তিনটি কোম্পানী বাদ দেওয়া হ'ল। কারণ ইনি যে ফিনান্স কর্পোরেশন-এর ডাইরেক্টর এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডেভালপমেণ্ট কর্পোরেশন-এর চেয়ারম্যান! এই ফিনান্স কর্পোরেশনটা—তাঁর তিনটি এয়ার কোম্পানী, তার কেন্দ্রগুলি থেকে বৈদেশিক রাষ্ট্রের গুপ্তচর বৃত্তি করা হয়; যেগুলি লুজিং কনসার্ন। সেই ফিনান্স কর্পোরেশন-এর জন্য দশ লক্ষ টাকা নিলেন। শুধু এর জন্যই নিলেন, তা নয়, যে মায়া কোম্পানীর তিনি ডিরেক্টর, সেই কোম্পানীর জন্যও

তিনি ৩ লক্ষ টাকা নিলেন। এইভাবে ভদ্রলোক কোন কিছু কেয়ার করেন না। তার কারণ ডাঃ রায় তাঁর পেছনে আছেন। এবং এইভাবে আমি ফিনান্স কর্পোরেশন-এর লোনের কতকগুলি উদাহরণ দিচ্ছি।

[6-10—6-20 p.m.]

সেগুলি হচ্ছে ডাঃ রায়ের খুবই প্রিয় প্রতিষ্ঠান। একটা হ'ল ন্যাশানাল সুগার মিল। তাকে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হ'ল; এবং সবচেয়ে মজার কথা হ'ল, তারা সুদ এক পয়সাও দেননি। এবং কিস্তি ডিউ হবার পরে তারা আজ পর্যন্ত কিছুই দেয়নি। তারপর হাওড়া ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী নামে আর একটা কোম্পানী, তার শেয়ার ক্যাপিটাল হচ্ছে এক লক্ষ টাকা। তাকে আড়াই লক্ষ টাকা লোন দেওয়া হ'ল। আর একটা কোম্পানী, তার নাম হচ্ছে জেনারেল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, লালা শ্রীরামের ছেলেরা এই কোম্পানী করেছেন। এটা জন্মে ছিল ১৯৬০ সালে এবং জন্মাবার সংগে সংগে তাকে সাড়ে তিন লাখ টাকা দেওয়া হ'ল। কাজেই স্মল স্কেল ইন্ডাষ্ট্রিজকে কিভাবে সাহায্য করা হচ্ছে, তা আপনি বুঝতেই পারছেন। তারপর আর একটা লিমিটেড্ কোম্পানীর ব্যাপার, এটা জৈন কনসার্ন; এবং এর চেয়ারম্যান যিনি, তাঁর পরিচয় দেবার দরকার করে না, মাননীয় স্পীকার মহাশয় জানেন। যখন বিহারের স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ক'লকাতায় আসেন, তখন তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁকে দেখতে এসে যাঁর বাড়ীতে উঠেছিলেন তাঁর নাম হচ্ছে শ্রীশান্তিপ্রসাদ জৈন। তিনি ফরেন্ এক্সচেঞ্জে ৫৫ লক্ষ টাকা ভারত গভর্ণমেন্টকে ঠকিয়েছেন। এঁকে দশ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং আরও দশ লক্ষ টাকা কি করে দেওয়া যায় তার পথ খোঁজা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আর একটা কোম্পানীর কথা বলছি সেটা হচ্ছে ঝাড়গ্রাম ইলেক্ট্রিক কোম্পানী। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই কোম্পানীটি শ্রীসুকুমার রায়ের কাছ থেকে ষ্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড হাতে নেন এবং কম্পেনসেশন-এর ব্যাপারে সেখানে বোর্ড যে কোটা ঠিক করবেন, তাই দেওয়া হবে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। বোর্ডের একজন অফিসার এক লক্ষ টাকা দেবার জন্য ঠিক করলেন, কিন্তু শ্রীসুকুমার রায়ের তা মনঃপুত হ'ল না। তখন বোর্ডকে পারসুয়েড করে আরবিট্রেটর-এর কাছে দেওয়া হ'ল, যার ইলেক্ট্রিসিটি সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই। তিনি দু লাখ টাকা দিলেন শ্রীসুকুমার রায়কে। তিনি ডাঃ রায়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাঁকে এই টাকা না দিলে কি চলে!

তারপর দুর্গাপুরে যে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, সেখানে দুটি ইউনিট আছে।

এখানে আমরা দেখবো চারটিই অচল। আর একটা ইউনিট-এ তিনটিই অচল হয়ে গেছে। যে তিনটি অচল হয়ে গেছে তাতে পাঁচ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে আর একটিতে হয়েছে দশ কোটি টাকা। এ দুটি মিলিয়ে ১৫ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে, এই টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, টাকা নষ্ট হচ্ছে। কয়লা সাপ্লাই করে কন্ট্রাক্টর সে কয়লা পাথুরে, ফলে ১৫ কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের গায়ে এ সমস্ত না লাগতে পারে কিন্তু আমাদের গায়ে লাগে।

এবার কি করে ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে রাতারাতি বড়লোক হয় সে সম্বন্ধে একটু বলি। খড়্গপুরে যদুচন্দ্র শেখর মিশ্র এই নামে তার পরিচয়, ১৯৪২ সালে মাথায় কয়েকখানি কাপড় নিয়ে ফিরি করত। আজ সে ৮/১০ লক্ষ টাকার মালিক এবং কয়েকটি বাড়ীর মালিক হয়ে বসেছে। ১৯৫২-৫৬ সালে এর লাইসেন্স ছিল যদুচন্দ্রশেখর এই নামে। তারপর বদলে গেল চন্দ্রভাস মিশ্র তার বড় ভাইয়ের নামে, তারপর শিওবোধন বাজপেয়ী তার শ্যালকের নামে, তারপর রবিরাম আর শিওবোধন বাজপাইয়ের নামে। তারপর লোকটির আবার তেলের ব্যবসাও আছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে এই ব্যবসা ছিল হরিনারায়ণের নামে। তারপর সিনেমার কাট-এর মত দৃশ্য বদলাতে লাগল, হরিনারায়ণের পর চন্দ্রভূষণ বাজপাইয়ের নাম হ'ল, তারপর হ'ল চক্রপানি বাজপাইয়ের নামে, তারপর রতন মিশ্রের নামে, তারপর এনসোলের নামে, তারপর মোহনলাল বার্মার নামে। সবই করে মেদিনীপুরের সেলস্ ট্যাক্স ইন্‌সপেক্টার, ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার,

ডি. ই. বি. অফিসার এ সবের সহযোগিতায়। মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার-এর সহযোগিতায় লোকটি সর্ষের তেল, মোম, নারিকেল তেল, বাদাম তেল প্রভৃতিতে ভেজাল দিয়ে থাকে। খড়্গপুরে রেলওয়ে মার্কেটে তার গোডাউন আছে এবং তার খাতাপত্র থাকে সত্যনারায়ণ শুক্লার দোকানে। ২৩/২/৬১ তারিখে ষ্টেট ব্যাংক-এর হিজলী শাখার ২৭ হাজার টাকার নারিকেল তেল রিলিজ করা হয় কলকাতার ইউনাইটেড কমার্শিয়াল এজেন্সির নামে। এই এজেন্সিটির কলকাতায় কোন ব্যবসা নাই। ছোটন মহারাজ এই এজেন্সির সেলস্ ট্যাক্স রেজিষ্ট্রেশন নম্বরাদি ব্যবহার করে সেলস্ ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য এবং রিবেট পাবার জন্য। এই তেল এসেছিল এর্নোম্পি থেকে। কিছুদিন পরে হয়ত এই ইউনাইটেড কমার্শিয়াল এজেন্সির নামে আর থাকবে না, এবং গভর্ণমেণ্ট কোন ট্যাক্সই আদায় করতে পারবে না। এর আগে ইণ্ডিয়ান কর্পোরেশন দমদম্ রোড এই ফার্মের নাম ব্যবহার করত, গভীর সন্দেহ আছে যে বর্তমানে সেই কোম্পানীটি নাই।

এবার আমি আর একটি বিষয়ে আসছি। আমাদের মনে আছে যে এখানে মাননীয় সদস্য মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়কে চেয়ারম্যান করে একটা ফুড এন্‌কোয়ারী কমিটি হয়েছিল। তাতে এক জায়গায় ছিল ১৬৷০ চালের মন, সেখানে কালি দিয়ে কেটে লেখা হ'ল ১৮৷০, দু'টাকা করে বেড়ে গেলে প্রতি মনে, ফলে এক লক্ষ মনে দু লক্ষ টাকা লাভ হ'ল। এ সমস্ত চাল কলের মালিকরা ২৪/৮/৬০ তাং-এ রাজভবনের অনুসন্ধান অফিসে কংগ্রেস ফাণ্ডে কিছু টাকা দিয়ে দিলেন। এ সম্বন্ধে যদি ছবি দেখতে চান দেখাতে পারি এটা প্রকাশ করা হয়েছিল "কথাবার্তা" কাগজে। অর্থাৎ চুরি করলেও বুঝতে পারবেন না এই হচ্ছে কায়দা।

[6-20—6-30 p.m.]

স্পীকার মহোদয়, আর একটা ঘটনা বলছি। এই ঘটনা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ১৪ বৎসর আগে একটা ঘটনা হয়েছিল পাণ্ডুয়ায়। সেখানে একজন মানুষকে হত্যা করে রাইস মিল-এর ছাই গাদার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল। তিন বৎসর পরে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। তখন তার স্ত্রী, রাধারাণী কেস্ করলেন; এবং এর জন্য সেখানে কয়েকজনকে ধরা হ'ল। কিন্তু মূল আসামী সে এ্যাবস্‌কণ্ড করে। তারপর সে আই জি ও পুলিশ মন্ত্রীকে ককটেল পার্টি দিয়ে আই. জি-র মোটরে করে এসে চুঁচুড়া কোর্টে এসে বেল নেয়। সেই মকর্দমা তদন্ত করছিল রাধারাণীর জামাই নগেন্দ্র কর্মকার। এবং এই নগেন কর্মকারকে হত্যা করলো মদন পাল।

[At this stage the red light was lit and Mr. Hazra took his seat.]

Shri Syed Badrudduja: Mr. Speaker, Sir, I am extremely grateful to the Leader of the Opposition for having allotted so kindly this time to me. (Shri Jyoti Basu: The Speaker has allotted the time to you). The Speaker is absolutely helpless in this matter—he has said so.

Now, Sir, no sensible man would grudge this provisions under the head "General Administration" in view of the vast expanding activities of the administration provided the tone of the administration was not deteriorating. When the Britishers left this country despite all their faults left behind them a legacy of their language—English language, their sense of responsibility, their law of jurisprudence, their model of administration, their political ideals and above all their sense of method and organisation. After we became independent we thought that the administration left behind by the Britishers would instead of deteriorating improve. But unfortunately in every sphere of life, in every sector of the administration we find not only inefficiency but dishonesty and corrup-

tion all along the line. My esteemed friend Shri Sudhir Ray Choudhuri has pointed out so many instances how superannuated officers in utter disregard of the claims of the rising generation have been appointed to occupy high positions and thereby the educated unemployment problem has been aggravated. Those superannuated officers have been appointed in utter disregard of the legitimate claims of the new aspirants. My honourable friend has also shown how appointments are made in the Judiciary. Sir, there are three branches of the services—the Executive, the Police and the Judiciary. Sir, the appointments in the Judiciary are made very often on political ground and thereby the efficiency, integrity and dignity of the Judiciary is impaired. That is why we are no longer hearing the names of Sir Ashutosh Mukherjee, Sir Gurudas Banerjee. We are no longer hearing the names of Sir S P. Sinha or Sir N. N. Sircar. Instead we are hearing the name of Shri Asoke Sen who is in the fixed position of the Law Minister of the Government of India.

Well, he is now fixed up in a responsible position as the Law Member of the Government of India.

Sir, I am not one of those who will withhold admiration or appreciation for any commendable service of the administration, for saving a difficult crisis or a difficult situation in the country. I am reminded of the admirable manner in which things were handled by the administration at the top on the eve of the Bakri-Id festival in 1958. The situation in Calcutta was tense and would have burst into flames any moment, but the administration stood the test, saved the situation and arrested the drift Again, immediately after the terrible happenings in Assam, there were serious repercussions in Jalpaiguri and other places in West Bengal. But the Government here saved the situation and prevented unpleasant developments.

Then, Sir, after the terrible bloodshed and rapine in Jabbalpur, there were serious repercussions in Karachi and other places in Eastern Pakistan. But the Government here took stringent measures to check the tempo of communal passion and frenzy in West Bengal. Sir, in this connection, I am reminded of the memorable role played only the other day by the Inspector-General of Police, Shri Ghosh Chowdhury, to save the life of one of my constituents who was coming on the 19th last by the Lalgola Passenger Train—the Down Train which reaches Sealdah at about 7 a m. in the morning. At Naihati station, he was surrounded by a gang of pickpockets and he was dragged from the compartment—he pulled the chain but ultimately he was dragged from the compartment and the train steamed off. When the matter came to my notice, I reported the matter to the Inspector-General of Police. He very kindly intervened in the matter and saved not merely the situation, but he saved the life of this constituent of mine. Sir, I remember with gratitude the part played by this officer. This reflects great credit on the entire administration. If the entire administration had been imbued with this outlook, with this lofty idealism and generosity, I think we would have nothing to complain, we would not have to complain about the terrible

happenings all over the country during the Congress regime, we might not have to complain about the torture and tyranny that have been perpetrated upon innocent people in my own constituency, Raninagar, we might not have to complain about the dragging of innocent people like Shri Abdul Hameed, M.L.A., who sits on the Congress benches, on flimsy pretexts and charges, we might not have to complain about the Basirhat incident immediately after the implementation of the Bagge Award, we might not have to complain about the nine people in Kidderpore who were arrested and not even granted bail simply on the ground that they collected funds for the Jabalpur victims. Sir, I shudder to think about the incidents that happened in Suti in Jangipur P.S. when Muslims were shot dead in broad day-light. I shudder at the horrible bloodshed and huge devastation of property and other incidents that have taken place in Jabalpur under the protecting wings of the police over there.

Sir, I am extremely grateful to Shri Jyoti Basu for having referred to the unfortunate incidents that have taken place and the condition of the Muslims in West Bengal. Mr. Sankardas Banerji in his characteristic fashion has tried to hoodwink the public by saying 'All quiet on this front' and that Muslims are quite safe here.

Sir, one of my friends Shri Shukla, who was a babe and suckling till yesterday, rushed in where angels fear to tread. Sir, he questioned my political ability. Sir, he does not know that till very recently I was brushing shoulders with leading Congress and Muslims League men, making desperate efforts to break up the British rule. He does not know all these things.

Sir, I never said that Urdu is the language of the Muslims. It is the language of the Muslims, of the Sikhs and of the Hindus. The Congres administration, in violation of the Constitution, have not granted regional character to the Urdu language although this language and 13 other languages have been guaranteed regional character under the Constitution. Sir they denied the Urdu language its proper place they banished Urdu from the Hyderabad University and they did not want to show any courtesy or decency or any justice to our complaint. Sir, the two memoranda that have been submitted to the Government—to the President of the Indian Union—under the signature of 20 lakh and 13 lakh people include amongst them Hindus from U.P. and Bihar.

[6-30—6-40 p.m.]

We are talking of democracy in this House. In the name of democracy our fundamental rights have been encroached upon and our civil liberties have been curtailed by the introduction of Preventive Detention Act and the West Bengal Security Act. We never heard such things during the British regime. In this very House we condemned the reactionary pieces of legislation. But our fundamental rights are being curtailed—Mr. Sankardas Banerjee will bear me out—our voice has been muzzled and muzzled by the introduction of the Preventive Detention Act and Security Act. Under Section 11 of the Security Act many innocent

people have been trapped behind the prison. I can give instances after instances—if you are a Communist or a Muslim no ground will be necessary; charges will be framed whether you belong to the Congress persuation, whether you belong to the exploded Muslim League, or whether you belong to this party or to that party. Intelligence Branch is busy framing fantastic charges against you.

[At this stage the blue light was lit].

Unless I have 15 minutes at my disposal it is not possible to develop my argument.

Mr. Speaker : One minute more.

Shri Syed Badrudduja : One degrading measure upon another; repression; tyranny upon tyranny; injustice upon injustice have led people to one and only one end. It has led Ireland to Seinfinnism; it has led Russia and China to Communism; it has led Algeria and Congo to the throes of a new birth; it has led India and Pakistan to freedom. May it lead the millions of the oppressed, the depressed and the suppressed in India to complete emancipation from the shackles of the most parochial, sectional, communal, anti-national and positively anti-Muslim administration of the Congress.

Dr. Radhakrishna Pal :

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি ভেবেছিলাম জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতে আমি কিছু বলব না। কিন্তু লীডার অফ্ দি অপোজিশন-এর কতকগুলি বয়ান শুনে আমার একটা সংস্কৃত শ্লোকের কথা মনে পড়ল- সারং গ্রাহ্যম্ কণ্ডং আপস্য হংসৈর্যথা ক্ষীরম্ অম্বুমধ্যাৎ—আমাদেরও তাই সার পদার্থটুকু গ্রহণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমি লীডার অফ্ দি অপোজিশনকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই একটা কথা—সেটা হচ্ছে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিরোধী দলের নেতা মিঃ গেইটস্কেল ভারত পরিদর্শনে এসে কি মন্তব্য করেছিলেন আশা করি তিনি সেটা জানেন। তিনি ভারতের নানা ষ্টেট অ্যাসেম্বলীর, লোকসভার সদস্য, অন্যান্য অনেক গণ্যমান্য নেতার সংগে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় করেছিলেন। যাত্রার পূর্বে দমদম্ বিমান-ঘাঁটিতে তিনি অপেক্ষা করছিলেন—তখন ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজের রিপ্রেজেণ্টেটিভ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভারত পরিভ্রমণ করে আপনার কি আইডিয়া হ'ল, কি ধারণা নিয়ে যাচ্ছেন। মিঃ গেইটস্কেল বলেছিলেন, ভারত ভ্রমণে এসে বাঙলা দেশে দুটো জিনিস দেখে গেলাম যা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রাচীন বটবৃক্ষের স্মৃতি আমি আজীবন মনে করব, আর দেখে গেলাম পশ্চিমবঙ্গের চীফ্ মিনিষ্টার শতধী ও জ্ঞানবৃদ্ধ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। আমাদের এখানে বিলাতের গেইটস্কেলের ডাইমিনিউটিভ ফর্ম আমাদের বিরোধী দলের নেতাকে আমি সসম্মানে বলব, ডাঃ রায়কে সমালোচনা করা সহজ, তাঁকে অনুসরণ করা কঠিন।

আমি আজকে আবার বলছি যে ডাঃ রায়কে সমালোচনা করা সহজ, অনুসরণ করা কঠিন। এই সমালোচনা যদি গঠনমূলক হোত তাতে আপত্তি ছিল না। [এ ভয়েস : ১৯৫২ সালে কি হয়েছিল] ১৯৫২ সালে আমি গঠনমূলক বক্তৃতাই দিয়েছিলাম। স্যার, বাঙলা দেশের চীফ্ মিনিষ্টারের আসনে যদি জ্যোতিবাবুকে বসাই, যতীনভায়া, সুবোধভায়াকে বসাই তাহলে বাঙলা দেশ তাতে রাজী হবে না, শিশির দাস মহাশয় আকারে-ইঙ্গিতে প্রাজ্ঞ হলেও রাজী হবে না। আজ পর্যন্ত বাঙলা দেশে যে ডেভালাপ্‌মেণ্ট হয়েছে সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আরামবাগের দিকে নিবদ্ধ রাখব। আমি যে কোন জায়গায় গেছি, বাঁকুড়া, বীরভূম, ২৪ পরগণা -সেখানেই দেখেছি উন্নতি হয়েছে। স্যার, ওঁকে "ভারতরত্ন" টাইটেল

দুটো ব্যাপারে দিয়েছে—এত বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সমস্ত ভারতবর্ষের ষ্টেট এ্যাসেম্বলীতে নেই এবং এশিয়ার মধ্যে এত বড় ডাক্তার আর নেই। স্যার, জ্যোতিবাবু, বঙ্কিমদা, ডেপুটি লীডার, হাত দেখাতে গেলেন—তাঁদের ৪৯-এ বায়ুরোগ ঘটেছে। আমাদের কানাইবাবুও গিয়েছিলেন কিন্তু আমি বলব যে, '৪৯-এর পরে আরও কমতে থাকবে এবং তখন আর এ'দের মাথার ঠিক থাকবে না। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতে বলব না এক একটা বাচ্চা বাচ্চা আই. এ. এস. অফিসার কি ভাল কাজ করছেন। সুধীরবাবু তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি- যে বলেছেন টপ্ হেভেড্ আসলে কিন্তু তা নয়। বাঙলা দেশে যদি আর গুপ্ত, ক. কে হাজরার মত জবরদস্তি আই সি এস অফিসার না থাকতেন তাহলে যথেচ্ছাচার চলত। তাঁরা যদি নিজেদের খাতে এ'দের রাখবার চেষ্টা না করতেন তাহলে বাঙলা দেশে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলত না। কেরালাতে তো আই সি এস. অফিসার ছিলেন তখন তো আমরা বলতে পারতাম যে টপ্ হেভি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। অর্থাৎ এঁরা নিজেরা নিজেদের দোষ দেখেন না এটাই হচ্ছে বিপদ। মেননের মত ২৮ বছরের ছেলে হুগলী জেলাকে সুন্দরভাবে চালাচ্ছেন- অথচ সেখানে মিল ইত্যাদি নানা রকম ঝঞ্ঝাট আছে। তারপর এস কে দত্ত ইত্যাদি বাচ্চা বাচ্চা আই. এ এস অফিসার—২৪ থেকে ২৮ বছর বয়স আই সি এস অফিসারদের কাছে ট্রেনিং পেয়ে ভাল কাজ চালাচ্ছেন। আপনারা বেতন কমাবার জন্য বলছেন, কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স দেবার ফলে আজকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভালভাবে চলছে। জ্যোতিবাবুকে পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে একটা কথা বলেছেন। আমি তাঁকে বলব যে এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

[6-40—6-50 p.m.]

কারণ আমি একটা দীর্ঘ দিনের ঘটনার কথা বলছি। স্যার আশুতোষ যখন হাই-কোর্টের চীফ্ জাষ্টিস্ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের কথা বলে তখনকার "নায়ক" কাগজের সম্পাদক পাঁচুবাবু স্যার আশুতোষকে গালাগালি দিয়েছিলেন। তারপর সেই জিনিসটি দেখে আশুবাবুর কন্যা আশুতোষকে বললেন যে, বাবা, পাঁচুবাবু যে তোমার বিভাগের সম্বন্ধে গালাগালি দিচ্ছে। তখন আশুবাবু ভাইস্ চ্যান্সেলারের গদি থেকে পাঁচুবাবুকে ডেকে বললেন পাঁচু, এ-সব কি করেছ? তখন পাঁচুবাবু বললেন যে, দেখুন আমি মোটেই বাহবা পাচ্ছি না, আমার মনুষ্যত্ব বিলোপ হয়ে যাচ্ছে, কাজেই এই সব লিখে আমি বাঁচতে চাচ্ছি। ঠিক সেই রকম এ'রাও ওখানে গিয়ে বলেন যে, হ্যাঁ, ডাঃ রায় যা করছেন, ঠিকই করছেন, আর এখানে এসে ঠিক তার উল্টো কথা বলছেন। তবে স্যার, আশ্চর্যের বিষয় যে চীফ্ মিনিষ্টার এসব সত্ত্বেও সমস্ত জিনিস সহ্য করে যাচ্ছেন। যা হোক্, আশুবাবু যখন ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন তখন ডাঃ রায় ফাইনান্স সাব্-কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং দেশবন্ধুর সময়ও এই ডাঃ রায় কোলকাতা কর্পোরেশনের ফাইনান্স সাব্-কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তবে এই ত্রিশক্তিসম্পন্ন মানুষ সম্বন্ধে শুধু আমরাই নয়, ইংল্যাণ্ডের অপোজিশন লীডার মিঃ গেইটস্কেল যে কথা বলেছেন তা চিরদিন মনে থাকবে। অর্থাৎ তিনি ভারতবর্ষে দেখে যাবার সময় বলেছিলেন যে ভারতে এসে দুটো জিনিস দেখলাম এবং তার মধ্যে একটি হচ্ছে অ্যান আউট ষ্ট্যাণ্ডিং পার্শোনালিটি অব্ ডাঃ রায় এবং শত শতাব্দীর ঐতিহ্য বহনকারী বেনিয়ান্ ট্রি অব্ দি বোটানিক্যাল গার্ডেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বাঙলা দেশের কেবল মাত্র একটি ঐতিহ্যই আছে যেটি হচ্ছে ডাঃ রায় এবং এটির যদি অবলুপ্তি হয় তাহলে এখানে ছাগলের রাজত্ব হবে।

Shri Suhrid Mullick Chowdhury :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বাজেট অধিবেশনে পুলিশ খাতের আলোচনার উত্তর দিতে গিয়ে মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে, যেহেতু সমাজের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে সেহেতু পুলিশ বিভাগেও দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। অবশ্য সেই সময় তিনি বলেছিলেন যে এই জন্য পুলিশের কয়েক জনকে সাজা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে, যাদের সাজা

দেওয়া হয়েছে তাঁরা তো হ'ল চুনো-পুটি- যেসব রাঘব-বোয়ালরা এখানে রয়েছে তাঁদের কি করেছেন? যা হোক্, স্যার, আমি ছাটাই প্রস্তাব দিতে চাচ্ছি যে, একজন জজকে চেয়ারম্যান করে যদি একটা ট্রাইবুনাল বসান হয় তাহলে দেখা যাবে যে, সারা বাঙলা দেশে যে দুর্নীতি, সমাজবিরোধী কাজ এবং অসাধুতা চলছে তার সমস্তের জন্য দায়ী হচ্ছে এই মন্ত্রিসভা। অবশ্য আমি জানি যে, যে প্রস্তাব আমি করেছি সেটা এই সরকার গ্রহণ করতে পারবে না কারণ সমস্ত রাজ্যব্যাপী যে দুর্নীতি চলছে তার উৎস হচ্ছেন তাঁরা। কাজেই তাঁদের যখন সাহস হবে না তখন আমি একটি একটি করে দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁদের সারা বিভাগ এবং কংগ্রেস দল বা শাসক পার্টি যে জড়িত রয়েছে সেটা দেখাতে চাচ্ছি। স্যার, সর্বপ্রথম আমি যে অভিযোগ করছি সেটা অত্যন্ত মারাত্মক এবং ভয়াবহ এবং আমি মনে করি এর পেছনে এঁদের একটা সুপরিকল্পিত শয়তানি ষড়যন্ত্র রয়েছে। আমি দেখছি এঁরা চাচ্ছেন সারা বাঙলা দেশে নারী-ব্যবসা চলুক এবং তাঁরাই হচ্ছেন তার প্ররোচনাদাতা। আসানসোল শিল্প এলাকাতে উদ্বাস্তু বিভাগ একটা মহিলা ক্যাম্প পত্তন করেছেন। চারি পাশে জনমানব শূন্য মাঠ। এই মহিলা ক্যাম্পের চারি পাশে কোন ফেন্সিং বা দেওয়াল নেই। ১৯৬০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে ক্যাম্পে নারী চুরির উদ্দেশ্যে ডাকাতি হয়। তার পূর্বে ওখানকার যাঁরা অধিবাসীনী তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে বহুবার জানিয়েছেন যে সমাজবিরোধী কাজের জন্য ঐ শিল্পাঞ্চল থেকে সমস্ত লোকেরা আসছে, তাদের হাত থেকে যাতে তাঁরা রেহাই পান সেজন্য সেখানে ফেন্সিং-এর ব্যবস্থা করা হোক। তা তাঁরা করেন নি, আবেদন করে ব্যর্থ হয়েছেন। ডাকাতির পর কয়েক জন মহিলা উদ্যোগী হয়ে নারীত্ব রক্ষার প্রার্থনা জানিয়ে এক গণ দরখাস্ত মহকুমা হাকিমের কাছে উপস্থিত করেন। সেই দরখাস্ত পেঁছাবার পর তাঁরা জানিয়েছিলেন যে ক্যাম্পের চারি পাশে ফেন্সিং দেওয়া হোক; সেজন্য একটা অর্ডার জারি করা হয়েছে যেটা হচ্ছে ২০০(৬), তারিখ হচ্ছে ৬/২/৬১, ইস্যু করা হয়েছে রিউিফজী রিলিফ এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশান দপ্তর থেকে। সেখানে এস. ডি. ও.-র নামে একজন অফিসার জানাচ্ছেন :—

"Subject : Disturbance. You are hereby warned for collecting signatures from the inmates of W/H and also using names of Camp staff in this respect. You are also directed not to collect signature from the inmates and also use names of Camp staff in this respect. Failing this necessary action will be taken against you."

৩/২/৬১ তারিখে লেখা হয়েছে কিন্তু দেওয়া হয়েছে ৬ তারিখে। যা হোক্, নারীত্ব রক্ষার প্রার্থনা এই সরকারের কাছে হচ্ছে অপরাধ। তাহ'লে আমরা কি এটা ধারণা করে নেব যে সেখানে সমাজবিরোধী লোকেরা নারীদের উপর নানা রকম নির্যাতন করুক, তাদের ধরে নিয়ে যাক এটা এই সরকার চান? তা যদি না হয়, তাহলে মহকুমা শাসকের আদেশ কিছুতেই আসতে পারে না। যা হোক আর একটা কথা আমি আপনার কাছে জানাব এবং দেখাব কি করে এই সরকারের ছত্রছায়াতে কংগ্রেস দলের প্ররোচনাতে সেখানে নানা রকম অন্যায় কাজ হচ্ছে। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর কাছে আবেদন করা হয়েছিল কারণ, তাঁরা এই সরকারের থেকে রিলিফ পান নি। এই আবেদনের মধ্যে কাঁকিনাড়া অঞ্চলের মণ্ডল কংগ্রেসের প্রত্যেকের নাম আছে—শ্রীওমপ্রকাশ গুপ্ত, সেক্রেটারী, মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি, কালাচাঁদ শীল, ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট মণ্ডল কংগ্রেস এবং আরও সাত-আটজনের নাম দেওয়া হয়েছে। এরা সকলেই কংগ্রেসের লোক। এদের সম্পর্কে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি, অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট-এর কাছে এই বলে তাঁরা আবেদন করেন যে, Prayer for taking immediate drastic action against the persons as hereunder. এঁরা সেখানে মদ চোলাই, ব্ল্যাক মার্কেটিং থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু করছেন। রিহ্যাবিলিটেশানের টাকা, করাপশান, নারীর ব্যবসা অনেক কিছু এদের ভেতর আছে। They also smuggle excise things. Such as Ganja, Opium, Country liquors.

তারপর Shri M. G. Kutti, I.A.S., নম্বর ৬৯৭ C.O.M., S.D.O.'s House,

Barrackpore, dated 24th November, 1960. তিনি জানাচ্ছেন—যিনি আবেদন করেছিলেন শ্রীবসন্ত কুমার গুহকে, নম্বর ১৫ মানিকপুর, পোষ্ট—কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা

"Dear Sir, please refer to your petition dated 8-8-60, addressed to the President, All India Congress Committee, with copy to the Hon'ble Chief Minister, West Bengal, regarding some alleged unruly elements of Kankinara. In this connection I would like to let you know that suitable action is being taken against the rowdy elements of Kankinara. Yours faithfully, M.G. Kutti, S.D.O., Barrackpore."

[6-50—7 p.m.]

এই চিঠি দেওয়ার পরও কোন ব্যবস্থা হয়নি কোন রহস্যজনক কারণে। কারণ, দেখা গেছে যে কোন মন্ত্রীর কাছে এসে এই সমস্ত ব্যবস্থা সব ওলট-পালট করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে অব্যাহত গতিতে এই সব কাজ-কারবার চলছে। শুধু তাই নয়, এ'রা হচ্ছেন মহল্লা কমিটির সেক্রেটারী এবং অন্যান্য সেক্রেটারী। এখানে যে চিঠি আছে রেজিষ্টার্ড উইথ্ এ্যাকনোলেজমেণ্ট তাতে পুলিশ কমিশনারের কাছে চিঠি লিখেছেন শ্রীসুর্জন সিং, ৭৪/৩, চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ, কলকাতা থেকে। তাতে তিনি কংগ্রেস কাউন্সিলার খান্না সাহেব সম্পর্কে বলেছেন এবং আমাদের পুলিশ মন্ত্রী এবং মুখ্যসচেতক এ'দের সাহায্য করেন। তিনি আবার অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। এখানে জানানো হচ্ছে যে কোন রকম তাঁর সংগে একটা বিবাদ হয়েছিল। তাঁর কতকগুলি দলবল গুণ্ডা সহরে আছে যাদের তিনি অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে ছেড়ে দেন এবং কংগ্রেসের বহু সদস্য যদি কোন ব্যাপারে জড়িত হন তাহলে তাঁদের তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে ছাড়বার ব্যবস্থা করেন—এইজন্য মন্ত্রীদরদী তাঁকে এখানে বসিয়ে রেখে দিয়েছেন অনাহারী হিসাবে; এটা সহজেই বুঝতে পারা যায়। যা হোক্ তিনি যে কথাটা বলছেন সেটুকু আপনার কাছে পরিবেশন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সেখানে এই ভদ্রলোক পুলিশ কমিশনারের কাছে জানাচ্ছেন .

"Not content with the ruinous course adopted with a view to feed fat ofprivate grudge, Shri A. C. Khanna, a brother of the said Shri S. K. Khanna taking advantage of my helpless state, on 17-12-59 at about 2-40 p.m. within the Calcutta Small Causes Court premises waxed eloquence over their past victories and in the heat and exuberance of triumph recounted that because of wrongful reduction in rent ইত্যাদি, ইত্যাদি বলে শেষ করলে বলছেন which almost not pursued and rounded up with the grave warning that men had been deputed to make short work of me like a wretched dog and not even the Police Commissioner of the State could grant any relief of security as they were all controlled by the said tyrant and his party."

তিনি আবার কর্পোরেশনের এডুকেশন কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর সম্পর্কে যথেষ্ট অভিযোগ আছে এবং সেটা আমি পরবর্তী কোন একটা সময়ে বলবো।

Shri Sunil Das :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পশ্চিম বাঙলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা অচলায়তনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় জগদ্দল পাথরের গুরুভার দিয়ে পশ্চিম বাঙলার জনসাধারণের উপর এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা আজকে চেপে বসেছে। প্রশাসনিক সংস্কার যাকে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্ম বলা যায়, তা অনিবার্য হওয়া সত্ত্বেও এবং বার বার এই সভায় এ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। রাউলাণ্ড কমিশন অবশ্য ১৯৪৪/৪৫ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের রিপোর্ট

দিয়াছিলেন। তারপর হুগলী নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। দুটো পরিকল্পনা আমরা শেষ করে এনেছি এবং তৃতীয় পরিকল্পনা ড্রাফটে রিপোর্টে প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজনীতার যে স্বীকৃতি রয়েছে সেই স্বীকৃতি সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার অ্যাডমেনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন না। মাদ্রাজ, রাজস্থান, মাইশোর, কেরালা এবং অন্ধ্রতে প্রশাসনিক সংস্কারের কমিশন বসেছিল তাঁদের রিপোর্ট বেরিয়েছে এবং সেই রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছে এবং বিশেষ করে অন্ধ্রতে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত বেশী এবং আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মের দিকে দৃষ্টি না দেন তাহলে তাঁদের পক্ষে এই পরিকল্পনাকে সার্থক করা অসম্ভব হয়ে উঠবে!

বিশেষ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভেতর Executive Branch এবং Programmatic Branch এর যে বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছে স্টেটে—রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলোর ভেতর দিয়ে—; সে সম্বন্ধে দেখুন উল্লেখ রয়েছে—Andhra Administrative financial saction-এর অধিকারী হয়ে থাকেন, তাঁদের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে report-এ এবং একথা অতি সত্য। যাঁরা Eastablishment branch-এ থাকেন, যাঁরা করে প্রোগ্রামেটিক ব্রান্চ-এর আর্থিক সফলতা কিংবা ব্যর্থতা—। কিন্তু এই সম্পর্কে গুরুত্বভাবে দৃষ্টি যদি নিবন্ধ না করা হয়—এবং অন্ধ্র রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা বলেছেন phased merger—Head of Deptt. or Secretarial এর সঙ্গে phased merger করে। এই দুইটির মধ্যে একটা bottleneck সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে সমস্ত কিছু ব্যর্থ হয়ে, বিলম্বিত হয়ে চলেছে। সেই সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করি—। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত। আমাদের অর্থমন্ত্রী প্রতি বছর জেনারেল অ্যাডমিনিস্টেটিব বাজেট সম্বন্ধে দাবী উত্থাপন করবার সময় বিখ্যাত পাবলিক অ্যাডমিনিস্টেটিব বিশেষজ্ঞ Paul Appleby-র কথা উল্লেখ করে থাকেন এবং পশ্চিম বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে তিনি টপ-লাইট প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। আমি এই টপ-লাইট ও টপ-হেভির বিতর্কের উল্লেখ করতে চাই· subordinate level এ যাঁরা কাজকর্ম করেন তাদের মরাল্ সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন? জ্যোতিবাবু বলেছেন পৌনে দু-লক্ষ সরকারী কর্মচারীর মধ্যে দেড় লক্ষ কর্মচারী subordinate level-এর মধ্যে পড়ে। তাঁরা যদি সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহলে মরাল নীচু হতে বাধ্য। Paul Appleby বলছেন—

The failure of people in upper ranks to demonstrate the real personal interest in subordinates individually and in the welfare, needs, and possibilities of subordinate personnel generally প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে Paul Appleby বলেছেন remote and cool relationship is the rule এবং communication with subordinates is too largely a matter of giving order.

চার নম্বর হচ্ছে—Promotion is too slow এবং pay is often too low to keep better people and too low to stimulate good performance.

আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্বন্ধে কি বলেছেন? Appleby আবার বলছেন Interference in administration by political personages এবং result is field underlings comply with the demands of the politiciansদলের স্বার্থের পরিপোষকতার জন্য রাজনীতিজ্ঞরা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন। Appleby আরও বলছেন Temporary staff feel that they are needlessly discriminated against. এরাই হলেন শতকরা ৯০ ভাগ। সেজন্য কি বলছেন? এর কি ফল দাঁড়ালো?

The net result of all these things is that subordinate personnel have not the sense of mission of being important parts of very great enterprises carried on for the development of the country সুতরাং Appleby-এর কথা উদ্ধৃত করলে চলবে না। এপ্লিবী সাব্অর্ডিনেট লেবেল-এর কর্মচারীদের সম্পর্কে যে কথা বলে গিয়েছেন, তার সম্পর্কে আপনি কি করতে যাচ্ছেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকজন কর্মচারীকে সাস্পেন্ড

করা হয়েছে। শুনেছি তাদের ব্যাপারটা সুমীমাংসা হয়ে গেছে· এই সাস্‌পেন্ডসন-এর ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, সেই মনোভাব যদি তাদের দূর না হয়, তাহলে তিক্ততা থেকে যাবে। অন্ততঃ তিনটি ক্ষেত্রে ইনকোয়ারি অফিসার অভিযুক্ত কর্মচারীদের exonerate করে বলেছেন কোন দোষ নাই। এই ইনকোয়ারি অফিসার বলছেন যে এই রুল ২৭(২)তে কোন অপরাধ না। ৬ই মে তারিখে যে ডেমোনস্ট্রেশন হয়েছিল, তার ফলে এই রুল ২৭(২) এর মধ্যে আসে না।। তা সত্ত্বেও অ্যাপয়েণ্টিং অথরিটি শাস্তি বিধান করবার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন, শুনতে পাচ্ছি। আমার যদি ভুল হয়ে থাকে অর্থমন্ত্রী বলবেন। আর যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে বলবেন--এই মনোভাবের যদি সংশোধন না হয়, তাহ'লে প্রশাসনিক উন্নতিসাধন কিছুতেই হবে না।

[7—7-10 p.m.]

তারপর মিঃ স্পীকার মহাশয়, সরকারী কর্মচারীদের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে· U.K., U.S.A.-তে বিভিন্ন রকমের অধিকার রয়েছে, বিশেষ করে ইংলণ্ড-এ তারা অ্যাসোসিয়েশন করতে পারে। সেই অ্যাসোসিয়েশন রিকগ্‌নাইজ হোক বা না হোক, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন ইভন্‌ নন-এম্‌প্লয়েজ। ইউনাটেড স্টেট-এ হাউস অফ্‌ রিপ্রেজেণ্টেটিভ-এর কমিটি আছে। এই কমিটির কাছে, সিনেট-এর কাছে সরকারী কর্মচারীরা তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে উপস্থিত হতে পারে এবং তার ভিতর দিয়ে একটা সুমীমাংসা হতে পারে। এমন কি তাদের পে কমিশন পর্যন্ত বলেছেন যে সরকারী কর্মচারীদের রাইট টু স্ট্রাইক, রাইট টু ডেমোনেস্ট্রেট যদি য়্যাবরিজড্‌ করতে হয়, বিসর্জন দিতে হয়, পরিত্যাগ করতে হয় তাহলে তার জন্য একটা মেসিনারী সেট্‌ আপ্‌ করতে হবে। তাদের মাইনে, লিভ্‌ ইত্যাদি প্রশ্ন মীমাংসার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের সকল প্রকার দাবী দাওয়া সম্পর্কে কম্‌পালসরি আরবিট্রেশন-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরণের মেশিনারীর ব্যবস্থা যদি না করেন তাহলে আপনার এই সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যর্থতার পরিণত হবে, এবং তিক্ততা বৃদ্ধি হবে। মিঃ স্পীকার মহাশয় আমি এই প্রসঙ্গে পেন্‌সনারদের কথা উল্লেখ করতে চাই। পেন্‌সনারদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি প্রথমে বলতে চাই—তাদের পেন্‌সন অতি পুরাণ হারে ধার্য করা হয়েছিল; তারপর টাকার দর কমে গিয়েছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে· ৫০/৬০ হাজার পেন্‌সনারস রয়েছে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে মেমোরাণ্ডাম দাখিল করেছেন, তাতে বলেছেন তাঁদের ডিয়ার্‌নেস অ্যালাউয়েন্স ও সাব্‌স্টান্‌টিভ পে নিয়ে তার উপর পেন্‌শন ধার্য করা হোক। এবং কোনো পেন্‌শন-এর কমোটেড পিরিয়ড অতিক্রান্ত হলে এবং কমোটেড টাকা সম্পূর্ণভাবে আদায় হবার পর তাদের পূর্বের পেনশন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যার্পণ করা উচিত ছিল, সেটা রেসটোর করা হোক। তারা আরও বলেছেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিনিমাম ওয়েজ দেবার যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি পেন্‌সেনের বেলায় একটা মিনিমাম পেন্‌সেন্‌ ধার্য্য করা হোক। আজকের দিনে জীবনযাত্রার মানের ভিত্তিতে পেনসনারদের এই সামান্য দাবী অত্যন্ত ন্যায় সংগত বলে আমি মনে করি। বহু ক্ষেত্রে পেন্‌সানাররা অতি শোচনীয় ভাবে জীবন যাপন করছে। আমি আশা করি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে অবহিত হবেন, এবং পেনসনারদের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের পেন্‌সনারদের কিছু কিছু সুযোগ দিয়েছেন। ১৯৫০ সালে তাদের পেন্‌সন বাড়িয়ে দেন ৬৷৷০ টাকা। তারপর আবার বাড়ান হয় ১২৷৷০ টাকা। গার্ডাগিল কমিশনে রিপোর্ট এর সুপারিশ কিছুটা কাজে লাগিয়ে পেন্‌সনারদের সুযোগ দিচ্ছেন। আমার শেষ কথা—অ্যাসেমব্লি সেক্রেটারিয়েট-এর সম্বন্ধে এবং আমাদের হাউসের সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে যে সকল কথা এখানে উত্থাপিত হয়েছে, তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক মত। আমি আশা করি অর্থ মন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে পরিষ্কার করে বলবেন তিনি কি করতে চান।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I have heard for 4½ hours the various invectives which have been hurled at the administration. It is nothing very unusual. It is the repetition of the old system

all through—to throw some abuse in the hope that at least some will stick. My friend Shri Jyoti Basu had said আপনি এমপ্লয়ীদের অত অবিশ্বাস করেন কেন? He has already mentioned to you that I had arranged with the leaders of the employees to come to me yesterday and we decided on their admission that they had technically broken the Conduct Rules and they were prepared not to do it in future again. I have withdrawn the charges against them. Does that show অবিশ্বাস? The point is this: if the administration has to work it has to frame rules. These rules have been discussed in the various courts—even in the High Court. Now, Sir, inspite of what is contained in Article 19 of the Constitution Government has the power to restrict them and frame rules which are mentioned in that Article in order that the work may continue.

One of the Judges said very significantly, yes, they have got the right to do this and do that, but surely they have no right to make the work of the administration suffer if they do not obey the Government Conduct Rules Sir, that is the logical approach and I told these employees that if they have got any difficulty, they should come to me. In fact, on several occasions, I called for some of the employees who are supposed to have gone on strike. Many of them told me that they had been forced to join this strike Therefore it is not that I do not trust them. The thing is that I have got to follow a certain line of action, certain rule of conduct so far as the employees are concerned.

Sir, he has talked about the employees of the Secondary Board. We give a certain grant to the Secondary Board and the employees belonging to the Secondary Board, if they have got any difficulty, it is for them to approach the Secondary Board, in the first instance, and then the Government in the Education Department, because the Government pays the money to the Secondary Board, if they are not satisfied with the finding of the Secondary Board.

Sir, as regards the Assembly matter about which Shri Subodh Banerjee also spoke, I entirely agree with both of them. I think the Speaker should be in entire charge of the office here. That was my idea, that was my direction and I will see that it is carried out. I feel that it is not like an ordinary office where employees are appointed from all parts of the country through the Public Service Commission. There is, as I take it, a direct family relationship between the Speaker and the men who work under him. Unless they both understand each other, unless they both appreciate each other's point of view, it is not possible for them to get on with the work of the Assembly. I hope it will be possible for us to get the things squared up.

As regards the minority, my friend—I may be pardoned for saying so —was making a speech intended for public consumption—shall I say it was a political speech? Sir, the point is this. If you look at the Constitution, you will find that while there is a provision both for the purpose of setting apart funds for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as also for the appointment of men belonging to these groups, the Cons-

titution does not recognise the Muslims or even the Anglo-Indians, except in some respects, as something to be treated separately.

Sir, I believe Mr. Jyoti Basu was treading on a very delicate ground when he was talking about the Northern area district towns for being treated in the same manner as they have done or as they have suggested with regard to NEFA. I would suggest to him that, as a seasoned parliamentarian, he should not bring hornets' nest around him.

[7-10—7-20 p.m.]

He has suggested something about taxi permits being given to the Musalmans. According to the present rules most of the taxi permits—75 per cent. of them—would be given to co-operatives. I think about 100 or so were given to individuals. The whole thing is done by a committee in which no Ministers or Deputy Ministers are there. I only knew when they came to find out how many would be given to individuals and how many would be given to co-operatives.

As regards the Nepalese language, I made the position clear to Shri Deo Prakash Rai when he came to me about it. To make Nepalese a language either of the whole State or of a district or of a certain area, under article 347 the President is to be satisfied that there is a need for developing a particular language as a language of the local area. There has been a dispute about the number of people who speak Nepalese. If I approached the President he would naturally look into the figures of 1951 unless we can produce before him the figures of 1961. I think the figures of 1961 would be better from their point of view than the figures of 1951. Personally I would have no objection and no difficulty to go up to the President and ask him to take action under section 347. It so happens that the States Reorganisation Commission had written a special chapter on this issue. They laid down a certain standard—I do not say that that standard will remain for all time as it is. I feel that we have got to wait till the 1961 census figures are out. Meanwhile the policy of the State Government with regard to primary and secondary education of the linguistic minority is that in schools catering predominantly for non-Bengali children the medium of instruction would be the mother tongue of the majority of the school children. In pursuance of this policy schools catering predominantly for children whose mother tongue is other than Bengali are being recognised and given grants in aid in accordance with the prescribed rules. There are 307 primary schools and 36 secondary schools in Darjeeling where provision has been made for imparting education to the children, whose mother tongue is Nepalese, through the medium of the Nepalese language. The Kisalaya for primary schools has been published in Nepalese for Class III and the same for class IV is under preparation. Although in the hilly portion of Darjeeling district Hindi has been declared to be the court language, actually Hindi, Nepalese and Bengali are used in the courts. As regards the recruitment to State services, in the West Bengal Civil Service and clerkship recruitment examinations conducted by the Public Service

Commission where Bengali is a compulsory subject, a candidate may take up Nepalese in lieu of Bengali. With a view to encouraging the study of certain languages by officers under this Government, there is provision for holding examination in Nepalese in addition to Santhali and Tibetan and for rewarding successful candidates. The Block Development Officers of the hilly area of Darjeeling district are being advised to record proceedings in Nepalese for supply to the Nepalese-speaking members. Arrangements have been made to publish important Government notices in Darjeeling district in Gurkhali. Electoral rolls for election to the Parliament and State Legislature are prepared in Hindi script which is more or less the same as the Nepalese script. Pamphlets and booklets on matters of general interest are printed by Government in Nepalese for use in the district of Darjeeling just as pamphlets printed in Bengali are used in the districts.

Even the cases of the Legislature which are of regional interest are printed in Nepali for the advantage and benefit of the Nepalese speaking people. However, broad measures have been undertaken so that, as far as possible, all Government notices, publications, notifications and other documents as may have to be issued for local publication or information are issued in Nepali or Devnagri script in addition to the purposes for which things are already being used in the district of Darjeeling. We have also tried to publish the Census Report of 1951. We have tried to meet the needs of the Nepali Community as far as possible.

Sir, my friend, Shri Jyoti Basu, has said why should there be a police verification ? He has mentioned with regard to the policy of the Government in regard to the practice of having police verification with regard to recruitment and appointment not only for the appointment of State Government direct but even for appointment of teachers in aided schools and sponsored colleges also. The policy of Government is not to appoint in Government service any person who is unsuitable for it and verification of antecedents for determination of suitability or otherwise is made through the agency of the police which is as much a part of the Government machinery as any other thing.

Shri Jyoti Basu : Who will test that ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : The case of a man who is not allowed to join the service is sent to me personally.

Shri Jyoti Basu : Every case ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Every case. I cannot say about the persons who are appointed by the Public Service Commission particularly teachers, but where there is objection to their being appointed in the service, not merely the case but also the previous history sheet should be before me.

The next point is about the primary teachers. Mr. Sankardas Banerjee as already said about that.

My friend, Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri has said—"don't stand from your constituency. You will be defeated." If I am defeated, he will be exulting. Sir, there is an old story which my old teacher,

Niltatan Sarkar, used to tell me. The story is this. In a village there were two persons who were rivals. One day one of them had been bitten by a snake. Everybody in the family was crying saying that the man had been bitten by a snake. What will happen? It was found that the rival also was crying. They asked—"Why are you crying". Then he said—"কি জানি বাবা, সাপটা যদি ঢোঁড়া সাপ হয়, ও বেটা যদি আবার জেগে উঠে।"

I do not claim to compete with Sudhir Ray Choudhuri in the matter of malpractices that have been brought forward. I can only assure him that under no conditions shall I be Chairman of any Board which he calls a Metropolitan Board There may not be a Board at all, but let me tell him that I still practise and if this place is not for me, I still can go out and perhaps recover fees from my friend, Shri Sudhir Ray Choudhuri.

[7-20—7-30 p.m.]

Sir, he has said 'why did you appoint C K. Ray?' I will tell him that the legislature had taken this step of taking over the management of the Oriental Gas Company for a certain period and then acquire the property. Now, if I were to appoint a brilliant man as I want to, he will certainly not be coming here for one year or one and a half years and on certain conditions. But I know that C. K. Ray is a very good administrator and anybody here who is using gas everyday for cooking purposes will testify that since he has taken over, the gas supply has been improved. The proof of the pudding is in its eating and I may tell the House that he was telephoning me that within three months the actual gross income is about Rs. 30 lakhs—whether that would be practically found later on I do not know. Sir, with regard to Shri S. C. Banerjee, the same thing has happened. It is very likely that today or tomorrow the department will have to be closed down. There is not one man like him in the whole of that department as far as I am aware —and I make bold to say that—who knows and understands the needs of the Refugee Department and looks at it from a human point of view I have met various officers in that Department but I am very glad to testify to the great qualities of his head and heart. Sir, with regard to Dr. Dhiren Sen and General Chakravarti, I have not the slightest remorse that they are re-employed. Mind you they are re-employed and their re-employment does not stop the promotion of anybody. But these are the two men who the future historians will say were responsible for organising the great and progressive development projects in education and medical help. Sir, it makes no difference to me whether A or B is there, but surely if I am given the responsibility of running an administration, you will at least give me the credit of my tradition for doing everything possible for effecting a good administration. Sir, about Mohiuddin, I have made enquiries. No money was paid to him so I do not think he has got anything to say. Now, as regards the *Mahila* he has spoken about, I believe from the description that he has given that

she is the sister of General Srinagesh. I have nothing to do with her appointment. She applied directly to the Public Service Commission and if the Public Service Commission appoints a person, what have I to do with the appointment? He says that I have influenced the Public Service Commission. I can tell him that I did not know that she had applied to the Public Service Commission, leave alone the question of my influencing it.

Now, my friend Shri Ganesh Ghosh has talked about Kalyani Congress. I may tell him, the position is that the Government had given to the Congress a certain area for development. A portion of that area was taken over by the Publicity Department—I think it was about 72,000 sq. ft.—for exhibiting our goods and the usual rate to be paid was Rs. 2/- per sq. ft. So the question was that the Publicity Department or the Government were to pay to the Kalyani Congress Rs. 1,44,000/- as he has already given you the account. The total amount that was to be paid is only Rs. 1 lakh and something, and I believe the Department concerned has referred the matter to the Auditor saying that if the Congress were to pay Rs. 23,964/-, the matter should be closed down. We have asked the Congress to pay Rs. 23,964/-. Sir, the very fact that all these matters were placed before the Accountant-General and enquired into shows that there was no undue preference given to the Congress organisation.

He has said something about Dr. Yazdani. It is said that the Collector who was present at the meeting is supposed to have said, "This man—Dr. Yazdani—has received your votes last time. Don't give him votes because he does not belong to the proper party." Shri Ganesh Ghosh has himself said that it was the intervention by Dr. Yazdani that protected the Magistrate from the crowd. If there was a hostile crowd, do you think that the Magistrate was such a fool as to make an irrelevant statement of that type? I do not believe it is possible. But if there was statement—Dr. Yazdani has mentioned a statement—my friend says, "why do you send it to the same man?". Sir, is it not fair that the man who is charged should be given the first opportunity of answering the charge? That is the usual way. If in the answer we find there is something which is not quite sustainable, then it is necessary to make further enquiries. But a charge-sheet is given to the meanest amongst employees for answering, and when a charge made against a Magistrate, it is not desirable and proper that I should ask a man from heaven to come and to make enquiries. First of all, I want him to give an answer and if I find in the answer something incongruous, then I should proceed further.

Sir, it has been said, a large number of Englishmen have been appointed. My difficulty with my friends opposite is that we have answered this charge over and over and over and over again but still (Shri Jyoti Basu: Still Englishmen come.) they stick to the same charge. I have told that in connection with our development projects we have got to import machinery from abroad. Not only we have got

to import the machinery, but also the know-how, and we have got to come in contact with different foreign countries, even countries like Soviet Russia, Yugoslavia, Czechoslovakia and so on. What is the difference there? I do not see any difficulty. The point is—who controls this. If I only give a particular party the opportunity to lay down certain machinery, and he looks after the machinery and gives it over to our people when they are trained, I do not see any difficulty in that matter at all.

Sir, my friends have said, racing should be stopped. I admit there is a fight within my own mind. Theoretically perhaps racing, in so far as it is gambling, is wrong. But we have laid down certain fundamental conditions by which the Turf Club issues tickets under certain control, and I believe, it is working fairly well.

Sir, I do not want to answer Mr. Badruddujа. I wish luck for his new party that he is starting—Nationalist Democratic Party or something like that. But I can tell him that if he is going to make his party an ally of other parties and does not stand on his own legs, he will never be able to get what he wants, namely, recognition of the Muslim population in this country. If he wants really that a democratic party should succeed then he should make arrangements to stand on his own legs and not ally himself with various organisations. That is a humble advice which I can give him. But I do not want to say anything more because he thinks and he always imagines either when he is awake or asleep that everything that belongs to the Congress Party is bad and corrupt. I do not want to dispute it.

[7-30—7-38 p.m.]

Sir, I do not dispute with him. I welcome his thoughts and may he prosper with his thoughts.

Sir, with these words, I oppose all the cut motions and I commend my motion to the acceptance of the House.

Shri Jyoti Basu:

প্রাইমারী শিক্ষকদের সম্বন্ধে কিছু বলুন

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: About primary teachers Shri Sankardas Banerji had already said about them. If the Pay Committee recommend that their pay should be more than Rs. 60/- I think there will be no difficulty in giving that because it will come as a Supplementary Estimates. So long as this item is there in the Budget and so long as we can satisfy that that item requires further enforcement, I do not think there will be any difficulty.

Shri Jyoti Basu:

পেনসন সম্বন্ধে কি হোল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, if it is about giving a pension to political sufferers, I only want to say that Government hav

been rendering financial assistance to those persons who actually had suffered for the cause of the country. The underlying policy of the Government in dealing with the claims for assistance to political sufferers has been to render financial assistance to such persons.

Shri Sunil Das :

ওটা নয়- গভর্নমেণ্ট সার্ভেণ্টদের সম্বন্ধে কি হোল ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I have got a note here to say that this point cannot be taken up isolated in this State only.

Mr. Speaker : Now, I take up Demand for Grant No. 14. Division is wanted on cut motion No 166. I put all the other cut motions to vote.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada De that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 3,67,17.000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14. Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14. Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharya that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sm. Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Provash Chandra Ray that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-Genera Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 3,67,17,00(for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Adminis tration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhaya that the demand o Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-Genera Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shaikh Abdulla Farooquie that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ramasankar Prasad that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jyoti Basu that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhayay that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 3,67,17.000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 3,67.17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 3.67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Kumar Mullick Chowdhury that the demand of Rr. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhayay that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "-25-General Administration" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1 was then put and lost

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 3,67,17, 000 for expenditure under Grant No 14, Major Head "25-General Administration' be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakraborty that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhyaya that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Jyoti Basu that the demand of Rs. 3,67,17,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" be reduced to Re. 1, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—116

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Han'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A.K.M.
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Mahanti, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan

Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Saroiendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandna
Sen, The Hon'ble Profulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sngha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—37

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Srri Syed
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid

Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Ray Choudhuri, Shri Sudhir Chandra
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 37 and the Noes 116 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 3,67,17,000 be granted for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I shall now put all the cut motions under Grant No. 38 to vote.

(All the cut motions under Grant No. 38 were then put *en bloc* to vote and lost).

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions, etc." be reduced to Re. 1 was then put and lost.

Thee motion of Shri Jatin Chakravarty that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions, etc." be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of Rs 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions, etc " be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions, etc." be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions, etc." be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pension, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Deben Sen that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 1,64,45,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "55-Superannuation allowances and pensions, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 1,64,45,000 be granted for expenditure under Grant No. 38, Major Heads 55-Superannuation allowances and pensions and 83-Payments of commuted value of pensions', was then put and agreed to.

ADJOURNMENT.

The House was then adjourned at 7-38 p.m. till 9 a.m. on Saturday the 18th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXIX—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-ninth Session

(February—March, 1961)

(From 1st March to 21st March, 1961.)

PART 15-16

18th March, 1961.

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly

Price—Rs. 1·32 ; English 2s. per copy

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 18th March, 1961, at 9 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 12 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 161 Members.

GOVERNMENT BUSINESS.

FINANCIAL.

Supplementary Estimates for the year 1960-61.

[9—9-10 a.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to present under the provisions of Article 205 of the Constitution a statement showing the estimated Supplementary expenditure for the year 1960-61.

The total amount covered by the present supplementary estimate is Rs. 12,06,10,590 of which the voted items account for Rs. 11,63,26,602 and the charged items for Rs. 42,83,988. Of the voted items the largest demand is under the head "54-Famine". The additional demand under this head is for Rs. 5,35,41,000 which is necessary for meeting the cost of large scale relief operations in areas affected by the floods of 1959 and by drought and local floods in 1960. The next highest demand is for Rs. 2,04,27,000 under the head "37-Education" which is mainly due to larger provision for certain development schemes and the publication of Rabindra Rachanavali. The demand of Rs. 1,25,80,000 under "82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" is for the development and administration of industries at Durgapuur. The demand of Rs. 94,72,000 under the head "Loans and Advances by State Government" is necessary for payment of loans to cultivators affected by natural calamities as also for payment of loans to the two State Transport Corporations and larger amounts of loans to the West Bengal Development Corporation for taking up certain special schemes, e.g., Calcutta-Burdwan Express Way and Calcutta Dum Dum Super Highway. The demand of Rs. 47,00,000 under "7-Land Revenue" is for larger programme of work relating to repair of ex-Zemindari embankments. The demand of Rs. 31,44,000 under "43-Industries-Industries" is in connection with administration of the undertaking of the Oriental Gas Company which has been taken over by Government while the demand of Rs. 12,50,000 under "72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" is for making investment in the share capital of the Kalyani Spinning Mills Ltd. The reasons for excess

demand in respect of each head have been indicated in the booklet Supplementary Estimate" presented to the House. The Ministers-in-charge of different departments will go into these in further detail as each demand is moved. The charged provisions amount to Rs. 42,83,988 only under different heads, the reasons for which have also been given under each head in the "Supplementary Estimate". With these words, Sir, I present the Supplementary Estimate for the year 1960-61.

BUDGET OF THE GOVT. OF WEST BENGAL FOR 1961-62.

Demand for Grant No. 35

Major Head: 50-Civil Works.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 4,80,21,000 be granted for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works".

Demand for Grant No. 47.

Major Head: 81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 9,46,42,000 be granted for expenditure under Grant No. 47, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account".

এ দুটি বরাদ্দের দাবীর স্বরূপ বা প্রকৃতি সকলের নিকট এতই সুপরিচিত যে এ বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে কেবল একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের দিকে মাননীয় সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি—৫০ সিভিল ওয়ার্কস খাতে প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ ৫,৯৩,৭৯,০০০ টাকা, কিন্তু এ ব্যয়ের মধ্যে তহবিল (সেণ্ট্রাল রোড ফাণ্ড) থেকে মোট ১,০৬,৫৬,০০০ টাকা ভারত সরকারের সাহায্য বাবদ পাওয়া যাবে। আদায়ীকৃত এই অর্থ অডিটর জেনারেল-এর নির্দেশ অনুসারে ৫০ সিভিল ওয়ার্কস খাতে বিয়োগ পর্যায়ে বা (মাইনাস প্রভিশন-এ) দেখান হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য আদায় এবং সাস্পেন্স একাউণ্ট বাবদ মোট আরও ৬,৯৭,০০০ টাকা বিয়োগ পর্যায়ে (মাইনাস প্রভিশন-এ) দেখান হয়েছে। ফলে, ৫০ সিভিল ওয়ার্কস খাতে নীট দাবীর পরিমাণ ৪,৮০,২১,০০০ টাকা দাঁড়িয়েছে এবং ব্যয় বরাদ্দের এ দাবীই পেশ করা হয়েছে।

যে দপ্তর দুটির ওপর আলোচ্য খাতগুলোর ব্যয় নির্বাহের দায়ীত্ব ন্যস্ত আছে, তাদের কার্যাবলী ও কর্মপ্রণালীর ধারা এবার আমি পর পর পর্যালোচনা করছি।

প্রথমেই পূর্ত বিভাগের কথাই বলবো। প্রাচীন ধারা দ্রুত অবলুপ্তির পথে। বিবর্তনের এই বেগ, পূর্ত বিভাগেও বিগত কিছুকাল ধরে ক্রমবর্ধিত হারে অনুভব করতে হচ্ছে। ফলে, এ বিভাগের কর্মতৎপরতা কেবল সংখ্যানুপাতিক হিসাবে নয়, গুণগতভাবেও সম্প্রসারণ করতে হচ্ছে। সৌভাগ্যের কথা, এ পরিবর্তনের স্বকীয়তা আমরা যথাসময়ে উপলব্ধি করে ক্রমবর্ধমান তাগিদ মেটাবার জন্যে পূর্ত বিভাগের নব রূপায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্নমুখী পন্থা গ্রহণ করেছি।

এই কর্মপ্রচেষ্টার পরিণতিতে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্যে এ দপ্তরের শাখা-উপশাখা রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে। এখন প্রতি জেলায় একটি করে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এবং প্রায় প্রতিটি মহকুমায় বিভাগীয় এস. ডি. ও. পদমর্যাদাসম্পন্ন ভারপ্রাপ্ত

কর্মচারী রয়েছেন। ১৯৫৬ সালে মোট এক্‌জিকিউটিভ ডিভিশনের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭টি। বর্তমানে সে স্থলে ৩০টি। কিভাবে প্রয়োজনের চাপে ক্রমপ্রসার ঘটছে তার কিছুটা আভাস এতে পাওয়া যাবে। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে উক্ত সম্প্রসারণের ফলে রাজ্য সরকারের অর্থকোষে অহেতুক ব্যয়াধিক্যের চাপ আসেনি, কারণ সম্প্রসারিত অবস্থায়ও দপ্তরের প্রশাসনিক ব্যয় এবং সম্পাদিত কার্যসমূহের মোট ব্যয়ের অনুপাত প্রায় একই রকম আছে।

আমার বিশ্বাস মাননীয় সদস্যগণ এ থেকেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে এই সম্প্রসারণের ব্যয় সামগ্রিক ব্যয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলছে।

গুণগত উৎকর্ষ বিধানের প্রয়োজনে এই দপ্তরের মধ্যে সার্ভে ও ডিজাইন বা জরিপ ও নক্‌সা বিভাগ সমন্বিত একটি প্ল্যানিং সার্কেল বা পরিকল্পনা মন্ডল গঠন করা হয়েছে। মূলতঃ এই মন্ডলের কাজ এক বিশেষ ধরণের এবং এর দায়ীত্ব আমাদের কার্যের মান উন্নত করে তোলা।

সৌধ নির্মাণের স্থাপত্য—চাতুর্য যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অধিকার করে এবং স্থপতি যে ইট, চূণ, সুরকীর প্রাণময় রূপকার, মাননীয় সদস্যগণ আশা করি সকলেই তা এক বাক্যে স্বীকার করবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্থপতি সংস্থারও পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

সংক্ষেপে এই হল নবরূপায়ণের পথে দপ্তরটির বর্তমান প্রতিকৃতি। কর্মনৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্যে দপ্তরের বিভিন্ন সংস্থার পুনর্বিন্যাস ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে কর্মনির্বাহ প্রণালীরও সামঞ্জস্য পূর্ণ সংস্কার বিশেষভাবে প্রয়োজন। বর্তমানে পূর্ত বিভাগের বিভিন্ন কাজের জন্য কোনো নির্ধারিত মান স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন বিধি বা কোড নেই। ১৯৩৫ সালের পর পুরোনো বিধিটি অকেজো হওয়ায় এবং এর অন্য কিছু পরিপূরক না থাকায় ভারপ্রাপ্ত কর্ম-চারীদের ক্ষেত্রবিশেষে নিজস্ব বিচার অনুযায়ী নির্ধারিত স্পেসিফিকেশনের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না। তাই স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনসমূহ বিধিবদ্ধ করার তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয়। অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে এই লক্ষ্য-পথে নির্দিষ্ট মান প্রণয়নের জন্য চলতে হয়েছে। সেজন্য পি. ডাব্লু. ডি. স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন এবং ২। পি. ডাব্লু. ডি. ম্যানুয়ালস্‌ আখ্যায় দুইটি ম্যানুয়াল প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ ও সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে কয়েকজন প্রবীণ সরকারী ইঞ্জিনীয়ারের সমবায়ে একটি ম্যানুয়াল কমিটি গঠন করা হয়। এই কার্যে দীর্ঘ অধ্যয়ন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। কণ্ট্রাক্টের বিভিন্ন নিয়মাবলী সংক্রান্ত উপদেশ, নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি বিধিবদ্ধ আকারে শীঘ্রই আমাদের ইঞ্জিনীয়ারগণের নিকট পাঠানো হবে এবং এগুলি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নির্মাণকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট অত্যন্ত মূল্যোবান প্রতিপন্ন হবে। আমি আনন্দিত যে আমাদের দপ্তরের সাংগঠনিক সংস্কার ও কর্মপ্রণালীর উন্নতিমূলক পরিবর্তন সাধন খুবই সময়োচিত হয়েছে। কল্যাণধর্মী তৃতীয় পরিকল্পনার বৃহত্তর কর্মকান্ডের প্রারম্ভেই সঙ্গতিপূর্ণভাবে এর সমাধান হয়েছে।

পূর্ত বিভাগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন। বিভিন্ন নির্বাহী দপ্তরের প্রচলিত নিয়ম হল কণ্ট্রাক্টর নিয়োগ করে কাজ করানো—নির্দিষ্ট কণ্ট্রাক্ট ডকুমেণ্ট এর দ্বারা এ কাজ নির্ধারিত হয়। চুক্তির নিয়মবলী একটি প্রধান দলিল, সাধারণতঃ একে টেন্ডার ফরমস বলা হয়। এই টেন্ডার ফরম অপরাপর ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টগুলিতেও ব্যবহৃত হয়। অবস্থার পরিবর্তনে এই টেন্ডার ফরম-এরও সংশোধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পরে। বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের সাথে মিলিতভাবে আলোচনা করে এ কাজে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং সে-কাজ সমাপ্তির পথে।

[9-10—9-20 a.m.]

আমাদের আগামী বৎসরের কর্মসূচী সম্পর্কে এবার কিছু বলতে চাই। বাজেটের লাল বই-এর ২৭৯ থেকে ৩০৫ পৃষ্ঠার কার্য তালিকা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। নামের সেই দীর্ঘ তালিকার পুনরাবৃত্তি করে মাননীয় সদস্যদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। কিন্তু এগুলো

আমাদের কর্মের সামগ্রিক পরিচায়ক নয়। ডিপোজিট ওয়ার্কস নামে পরিচিত কতকগুলো বিশেষ বিশেষ কাজ এজেন্সি সংস্থা হিসাবে পূর্ত বিভাগকে করতে হয় যা আমার উত্থাপিত দাবীগুলোর বাইরে। যথা :

ভারত সরকারের অর্থে জাপানিজ প্রটোটাইপ ট্রেনিং কাম প্রডাকশন্ সেন্টার-এর জন্যে বিভিন্ন গৃহ নির্মাণ,

২। এমপ্লয়িজ স্টেট ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন-এর জন্যে হাসপাতাল নির্মাণ।

৩। দার্জিলিং-এ হিমালয়ান জু নির্মাণ কার্য। ৪। ঐ জেলায় সিঙ্কোনো প্লানটেশন মজদুরদের জন্যে বাড়ী নির্মাণ। এ কয়েকটি কার্যের সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ আনুমানিক সাড়ে ছয় কোটি টাকা। তাছাড়া আমাদের বাজেট বহির্ভূত খাতে অন্যান্য দপ্তরগুলোর বিভিন্ন কাজ যা ট্রান্সফার রেমিট্যান্স ওয়ার্কস বলে অভিহিত আনুমানিক বাৎসরিক প্রায় এক কোটি টাকার—আমাদের করতে হয়।

রাজ্য সরকারের রাস্তাগুলোর সংরক্ষণ ও সংস্কারের দায়ীত্বও এ বিভাগের ওপর। বর্তমানকালে পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় অতি গুরুভার যানবাহন চলাচলের জন্য এবং সামগ্রিক-ভাবে সর্বপ্রকার যানবাহনের সংখ্যাধিক্য হওয়ার দরুণ, রাস্তাগুলোকে এর উপযোগী করে সংস্কার করার গুরুত্ব দেখা দিয়েছে। এই প্রয়োজন বোধেই রাস্তা ও সেতুগুলোর নব-রূপায়ণ ও নব-বিন্যাস হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে চূর্ণী, সিঙ্গারণ, কুতী, সুখাঝোড়া, চামটা ও পাঁচনাই প্রভৃতি সেতুর পুল নির্মাণকার্যে আমাদের প্রচেষ্টা প্রশংসা পাবার দাবী রাখে।

উত্তরবঙ্গের প্রমত্তা নদী তোরষার ওপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনাও এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী বিষয়ের অবতারণার পূর্বে আমি বাজেটের লাল বই-এর ৩৩৯ থেকে ৩৪১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মাননীয় সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ঐ অংশে পূর্ত বিভাগ কর্তৃক নিষ্পন্ন কার্যের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পদের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এবার আমি পূর্ত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রত্নতত্ত্বাধিকারের বা আর্কিওলজিক্যাল ডাইরেক্টোরেট-এর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবো।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্বাধিকার, এ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, তাঁদের অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এরই ফলে মেদিনীপুর জেলার ওরগান্ডা ও শিলদায় এবং বাঁকুড়া জেলার কাল্লা লালবাজার ও মনোহরে, যে স্থানসমূহে এককালে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব বাস করত, সেইসব স্থানে তারা ক্ষুদ্রোপলীয় যুগের মাইক্রোলিথির পাথরের চারটে অস্ত্র নির্মাণশালার সন্ধান পেয়েছেন।

এ ছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলে, তাঁরা মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ, ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শনসমূহ এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বের অপরাপর পুরাবস্তুসমূহ, আবিষ্কার করেছেন। এই পুরাবস্তুসমূহ প্রাক মৌর্যযুগ থেকে পালযুগের ইতিহাসের ব্যাপক অধ্যায় জুড়ে বিস্তৃত। এই অধিকার এক দিকে যেমন মেদিনীপুর জেলার ওরগান্ডায় অবস্থিত, পশ্চিমবঙ্গের গুপ্তযুগের প্রথম প্রস্তর মন্দির আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিল, অন্য দিকে তাঁরা জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়া জেলা দুটিতেও পালযুগের মন্দির শৈলির অবস্থিতির সন্ধানও পেয়েছেন। এদের মধ্যে ময়নাগুড়ির কাছে বটেশ্বরের জীর্ণ মন্দির আর পুরুলিয়ায় কাঁসাই নদীর পাড়ে পাকবিড়ার মন্দির দুটোই বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এসব ছাড়াও এই অধিকার, ২৪ পরগণা জেলায় বিভিন্ন পুরাকীর্তিসম্বলিত স্থানে, ধারা-বাহিকভাবে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে তাঁরা চন্দ্রকেতুগড়, সুন্দরবনের হরিনারায়ণপুর ও বোড়াল থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেকগুলো টেরাকোটা পুতুল, মৃৎপাত্র এবং মালা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। চন্দ্রকেতুগড় থেকে তাঁরা সুঙ্গ কুষান যুগের, আনুমানিক খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত, তোরণসম্বলিত পোড়ামাটির শীলমোহর এবং পুরুষের মাথার ছাঁচ পেয়েছেন। সংগৃহীত পুরাবস্তুগুলির

মধ্যে এগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে তাঁরা হরিনারায়ণপুর থেকে নব্য প্রস্তর যুগের নিওলিথিক ছেদন অস্ত্র এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতকের খরোষ্টিলিপি ক্ষোদিত একটি মৃৎপাত্রও পেয়েছেন।

এবার রাজপথ উন্নয়নপ্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলবো।

প্রাক স্বাধীনতার যুগে ভারতবর্ষে রাস্তার প্রয়োজনীয়তা ছিল শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় এবং সুচারুভাবে পরিচালিত করার জন্য। যেখানে কোন সময়েই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই এবং বাংলা দেশেও এর ব্যতিক্রম ছিল না, কিন্তু আজকের দিনে দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় শাসনব্যবস্থার চেয়ে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতেই অধিক সংখ্যক উন্নততর রাস্তা নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার লক্ষ্যে পেঁছিতে হলে শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষির দ্রুত উন্নতির প্রয়োজনে রাস্তা গঠনে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। বণ্টন ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুযোগের ব্যবস্থা না করে কেবল মাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই চলবে না। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় যেখানে প্রতি বর্গমাইলে যথাক্রমে ৩০, ২০ ও ১০ মাইল রাস্তা রয়েছে সেখানে পশ্চিম বাংলায় আছে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ·৬১ মাইল রাস্তা। সুতরাং কেবল মাত্র রাস্তা সংস্কারই নয়, সেই সাথে সাথে দ্রুত রাস্তা নির্মাণকার্যেও অবিলম্বে অগ্রসর হতে হবে। বিশেষতঃ যে পশ্চিম বাংলা ত্রিধা বিভক্ত, যার সীমান্ত অঞ্চলের দৈর্ঘ্য ৬০ মাইলের উপর এবং যে রাজ্যের বসতির ঘনত্ব সারা ভারতের ঘনত্বের প্রায় তিন গুণ সেখানে রাস্তার দ্রুত উন্নয়ন ও প্রসার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সীমিত আর্থিক সঙ্গতির জন্য পর পর দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিল, তা সম্ভবপর হয়নি। যানবাহন চলাচলের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধানে এবং দেশের আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে এর মূল্য অনস্বীকার্য। রাস্তা উন্নয়নের দ্রুত উন্নতির সাথে সাথে যানবাহন চলাচলের বৃদ্ধির ফলে পূর্বের তুলনায় দেশের অর্থাগম যে বৃদ্ধি পেয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৯৪৯-৫০ সালে মোটর ভিহিক্লস্ এ্যাক্ট এবং মোটর স্পিরিট সেল্স ট্যাক্সেশন এ্যাক্ট-এর দরুণ রাজকোষে অর্থাগম হয়েছিল ১,২৫,৯০,০০০ টাকা সেখানে ১৯৬১-৬২ সালে তার আনুমানিক পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৪,১৩,৮০,০০০ টাকা অর্থাৎ ৩ গুণেরও ওপর।

আমাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে অধিকতর রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

প্রয়োজনের তুলনায় অর্থের অপ্রতুলতা তো আছেই, তদুপরি পশ্চিম বাংলার মত রাজ্যে যেখানে জমির গঠন ব-দ্বীপের ন্যায়, বহন ক্ষমতা স্বল্প, অত্যধিক বৃষ্টিপাতে যেখানে জমি থাকে বৎসরের মধ্যে কয়েক মাসই জলের তলে, জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ যেখানে অত্যধিক, এবং রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয় মাল-মশলা সংগ্রহ করতে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপর রাজ্য থেকে, সেখানে বর্তমান যুগোপযোগী রাস্তার উন্নয়ন কার্যের অগ্রগতি পদে পদে ব্যাহত হতে বাধ্য। মাননীয় সদস্যগণের বোধহয় স্মরণ আছে, গত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য আমরা যে অপরিহার্য রাস্তা উন্নয়ন কর্মতালিকা প্রণয়ন করেছিলাম তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ ছিল ২৭,১২,০০,০০০ টাকা। সে স্থলে প্ল্যানিং কমিশন ব্যয়ের ঊর্ধমাত্রা নির্ধারণ করে দেন ১৭,৪৮,০০,০০০ টাকা মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৎসর বৎসর বাজেটের যে অর্থ বরাদ্দ হয় পাঁচ বৎসরে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪,৫০,০০,০০০ টাকা মাত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বৎসরের আনুমানিক খরচা সহ এই খাতে আমাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ হবে ১৪,৩৯,০০,০০০ টাকা, অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আমরা রাস্তা উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ পেয়েছি তার শতকরা ৯৯ ভাগেরও উপরে অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হচ্ছি।

[9-20—9-30 a.m.]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ আমাদের চাহিদার পরিমাণ থেকে এরূপ অপ্রতুল হওয়ায় আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনায় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য,

কারণ যে সকল রাস্তা দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল অথচ অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যায় সেগুলিকে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সম্পাদনের জন্য টেনে আনতে বাধ্য হতে হচ্ছে। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনায় নতুন রাস্তা গ্রহণের সম্ভাবনা সীমিত হয়ে পড়ছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে রাস্তা উন্নয়ন খাতে মোট ২৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রাস্তা নির্মাণের অসম্পূর্ণ কার্য সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন বর্তমান দর অনুসারে ১৫ কোটি টাকা, এবং এর উপরে আর ২·৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে যন্ত্রপাতি, প্ল্যাণ্ট ও এষ্টাব্লিশমেণ্ট বাবদ। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নতুন রাস্তা গ্রহণের জন্যে আমরা পেতে পারি মাত্র ৭·৫ কোটি টাকা। ১৬টি জেলার প্রয়োজনের তুলনায় এ যে কত সামান্য তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অর্থ সংগতির অভাবে রাস্তা উন্নয়ন কার্য আশানুরূপ না হয়ে মন্থর গতি হতেই বাধ্য। কারণ আমাদের আর্থিক সামর্থের বাহিরে অতিরিক্ত খরচের আশা করা যায় না। প্ল্যানিং কমিশন পশ্চিম বাংলার জন্য অধিকতর অর্থ বরাদ্দ না করা পর্যন্ত আমাদের এই পরিস্থিতি মেনে নিয়েই চলতে হবে।

ভারতের রাজ্যসমহের চীফ ইঞ্জিনীয়ারগণ একত্র হয়ে সমগ্র ভারতের জন্যে যে বিংশ বার্ষিক ১৯৬১-৮১ রাস্তা উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করেন তার আনুমানিক ব্যয় ধরা হয় ৫,২০০ কোটি টাকা। এতে ভারতের প্রতি শত বর্গমাইলে ২৬ মাইল থেকে ৫২ মাইল পর্যন্ত রাস্তা বৃদ্ধির কথা আছে—যেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সে প্রতি শত বর্গমাইলে যথাক্রমে ১০০, ২০০ ও ৩০০ মাইল রাস্তা বর্তমান। এই বিংশ বর্ষীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি পশ্চিম বাংলায় ১৯৬১ সাল থেকে রাস্তা নির্মাণ কার্যে অগ্রসর হতে হয় তাহলে বর্তমান দর অনুযায়ী মোট ৩৮০ কোটি টাকা প্রয়োজন ২৭, ৩৬১ মাইল রাস্তা নির্মাণের জন্য। এই সামান্য উদ্দেশ্যেও যদি আমাদের সিদ্ধ করতে হয় তাহলে ১৯৬১ সাল থেকে প্রতি ৫ বছরে আমাদের অর্থের প্রয়োজন দাঁড়ায় ৯৫ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৯৫ কোটি টাকার পরিবর্তে আমরা পেতে যাচ্ছি ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ২৫ কোটি টাকা মাত্র। মাননীয় সদস্যগণ এতেই উপলব্ধি করবেন অর্থের অপ্রতুলতাব জন্য আমরা কিরূপ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে গড়ে বৎসরে আমরা তিন কোটি টাকার ওপর অর্থ পাইনি। সে-ক্ষেত্রে আগামী বৎসরে ১৯৬১-৬২ সালে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে বাজেটে ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার বরাদ্দ ধরা হয়েছে এ সুখের কথা সন্দেহ নেই। ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধির সাথে সাথে রাস্তা উন্নয়ন অধিকারকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যাতে এই বরাদ্দ বৃদ্ধির সমতালে কাজ এগোতে পারে। রাস্তা নির্মাণের পূর্বে তার মৃত্তিকা পরীক্ষা এবং কি ধরণের রাস্তা সর্বাধিক ফলপ্রসূ হবে তার নক্সা রচনার জন্য সুদক্ষ কর্মচারী পরিচালিত ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রয়োজন যাতে করে সামগ্রিক ব্যয় সঙ্কোচ সম্ভব হতে পারে ও নির্মিত রাস্তা শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় এবং পরিমিত অর্থ ও মাল-মশলার দ্বারা যাতে আমরা সর্বাধিক ফল পেতে পারি। মাননীয় সদস্যগণ একথা জেনে আনন্দিত হবেন যে, এই উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের বর্তমান রোড এ্যাণ্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে বৃহৎ সয়েল টেস্টিং ল্যাবরেটরী সহ নূতনরূপে গঠন করবার জন্য আমরা একটি পরিকল্পনা রচনা করেছি ও তা সরকারের আশু বিবেচনাধীন আছে।

এতক্ষণ আমি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত রাস্তা উন্নয়নের কথাই বলেছি। এ-ছাড়া অন্যান্য খাতেও আমাদের রাস্তা উন্নয়ন কার্য চলছে, যেমন ভারত সরকারের প্রদত্ত অর্থে জাতীয় রাজপথ নির্মাণ, সেণ্ট্রাল রোড ফাণ্ড হতে প্রাপ্ত অর্থে অপরাপর রাস্তা নির্মাণ, আন্তঃরাজ্য ও বিশেষ অর্থনৈতিক কারণে, পথ নির্মাণ এবং অন্যান্য নানা তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থে রাস্তা নির্মাণ। এভাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সর্বসাকুল্যে রাস্তা নির্মাণে ও উন্নয়নে আমাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২ কোটি ৭ হাজার টাকা। স্বাধীনতা লাভের পর হতে বর্তমান বৎসর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়নে ব্যয় হয় ৪৪ কোটি টাকার উপর।

এইবারে দেশ বিভাগের পর থেকে কি পরিমাণ রাস্তা নির্মাণে আমরা সক্ষম হয়েছি ও এ পথে কত দূর অগ্রসর হয়েছি তার উল্লেখ করেই আমার বক্তব্য শেষ করব। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাস্তার পরিমাণ ছিল ১,১৮২ মাইল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে তার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫০০ মাইল, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রায় ৭,০০০ মাইল এবং আমরা আশা রাখি তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে আমরা পাব ৯,২০০ মাইল। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এই অগ্রগতি নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্যগণের প্রশংসা পাবে এই আশা রাখি।

এই কয়েকটা কথা বলে আমি আমার দাবী দুটো মাননীয় সদস্যগণের মঞ্জুরীর জন্য উপস্থাপিত করছি।

Mr. Speaker: All the cut motions are taken to be moved.

Shri Bhupal Chandra Panda: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Das: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Mangru Bhagat: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Choboy: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80.21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Basantalal Chatterjee: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Pakray: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosh: Sir, I mmove that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Provash Chandra Roy: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Radahnath Chattoraj : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhyay : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Deben Sen : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Narendra Nath Das : Sir, I move that the demand of Rs 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Abdulla Farooquie : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80.21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Sisir Kumar Das : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced to Re. 1.

Shri Renupada Halder : Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced to Re. 1.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I move that the demand c Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civ Works" be reduced to Re. 1.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I move that the demand c Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civi Works" be reduced to Re. 1.

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I move that the demand o Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civi Works" be reduced to Re. 1.

Shri Sunil Das: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,00(for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" b(reduced to Re. 1.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I move that the demand of Rs. 4,80,21,00(for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" b(reduced to Re. 1.

Shri Tarapada Day: Sir, I move that the demand of Rs. 9,46,42,00(for expenditure under Grant No. 47, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir, I move that the demand of Rs. 9,46,42,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের এই রাজ্যের পথঘাট সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে দু-চারটা কথা বলব। মন্ত্রী মহাশয় বললেন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাধারণভাবে রাস্তাঘাট সম্পর্কে আমরা পাব সাড়ে সাত কোটি টাকা। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তাঘাটের অবস্থা যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আরো অনেক বেশী খরচ করা উচিত। রাস্তাঘাট তৈরী ও সংস্কারের জন্য অধিকতর অর্থ কি করে ব্যয়িত হতে পারে সেই কথা যদি মন্ত্রী মহাশয় আমাদের স্পষ্ট করে বলে দিতেন তাহলে আমাদের বুঝায় সুবিধা হত। গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট তৈরী করা ও মেরামত করার সমগ্র দায়িত্ব মন্ত্রীমণ্ডলীর, কিন্তু তাহলেও এই কার্য যাতে করে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে তজ্জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড এগুলোকেও সঙ্গে সঙ্গে টেনে নেওয়া উচিত। মফঃস্বলের রাস্তাঘাটগুলির যেন মা-বাপ নাই। তারপর সংস্কার ও মেণ্টেনান্স কষ্ট কারা দেবেন তা তিনি বলেন নি তাঁদের পলিসি কি এ সম্পর্কে তাও বলেন নি। ন্যাশনাল হাই-ওয়ে ও বড় বড় রাস্তা সম্পর্কে তিনি যা বললেন তা ঠিক হতে পারে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটের বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের টাকার অভাব, তারা অর্থাভাবে সংস্কার কার্য করতে পারে না। এগুলির দায়িত্ব কার? মন্ত্রীমণ্ডলীর, না গ্রাম-পঞ্চায়েতের, না ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের?

[9-30—9-40 a.m.]

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বলে যে আমাদের কোন ফাণ্ড নেই বলে আমরা কাজ করতে পারি না। গ্রামের রাস্তা, মফঃস্বল শহরগুলির রাস্তা কারা ঠিক করবেন, কারা ভাল করবেন? সাধারণ মানুষের পায়ে চলার রাস্তা যদি ভাল না হয় তাহলে কি সুসঙ্গত উন্নয়ন আপনারা করলেন সেটাই আমার জিজ্ঞাস্য। বাজেটে মন্ত্রী মহাশয় দেখিয়েছেন যে নূতন নূতন রাস্তার আমরা কতকগুলি পরিকল্পনা করেছি এবং সেগুলি যাতে ভালভাবে হয় তাই আমরা করব। কিন্তু

পুরোনো রাস্তা যেগুলি তাঁদের অধীনে তার উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আমার মনে হয় বাজেটে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেই। আমরা ভবিষ্যতে বাংলা সরকারের পরিচালনায় রাস্তাগুলি, ডিস্ট্রিক্ট এবং অন্যান্য জায়গার যে রাস্তাগুলি আছে সেইগুলির খতিয়ান চাইব। সেগুলি সব সংস্কারহীন অবস্থায় পড়ে আছে। অথচ সেগুলিকে যে কিভাবে সংস্কার করা হবে তার কোন কথা বাজেটে নেই। আমরা যখন গ্রামাঞ্চলে যাই তখন রাস্তার এই দুরবস্থা দেখি। তাই মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বলব যে, আপনি বাজেটে যে নূতন রাস্তার পরিকল্পনা দিয়েছেন সেগুলিকে বাদ দিয়ে পুরোনো রাস্তা যেগুলি আপনাদের আওতায় আছে সেগুলির দিকে সম্যক লক্ষ্য রাখুন। কারণ পুরোনো যেসব রাস্তা আছে তা দিয়ে হাঁটা যায় না। আর একটা কথা বলেছেন যে তৃতীয় পরিকল্পনায় টাকা কম পাওয়া যাবে বলে কি করবেন না করবেন সে-বিষয়ে আপনাদের এখনও কিছু ঠিক নেই। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, পশ্চিম বাংলা রোডস সম্পর্কে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে সেই অবস্থার পরিবর্তন করে উন্নয়ন করতে হলে আমাদের বিধানসভার মারফৎ কিম্বা ঐ অঞ্চলের পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে যদি মন্ত্রী মহাশয় একটা আলাপ-আলোচনা করেন যে কোন্ অঞ্চলে কি রাস্তার দরকার, কি সুবিধা-অসুবিধা হবে, তারপর সেই অনুযায়ী যদি কাজ করেন তাহলে সুষ্ঠুভাবে কাজ হবে, তা না হলে হবে না।

Shri Dasarathi Tah:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পূর্তমন্ত্রী রাস্তামন্ত্রী হিসাবে আমাদের পথে বসিয়েছেন। তিনি অনেক নীতির কথা বলেছেন, কিন্তু আসল হিসাব তিনি ঠিকমত দিতে পারলেন না। প্রথম কথা হচ্ছে রাস্তার অবস্থা হাতে নেবার আগে রাস্তা কেমন ছিল, কতটা এন্ক্রোচ করেছেন সেসব বলেন নি। আজকাল অধিকাংশ রাস্তায় পীচ নেই, নৌকা চলে। সেজন্য বলব যে, বাংলা দেশে কিছু ভাল কাজ করতে পারুন আর না পারুন, বাপ-ঠাকুর্দার সম্পত্তি যা ছিল সেগুলোকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ পুরোনো রাস্তা যা ছিল সেগুলি নাই, যাতে না হয় সেদিকে দেখা দরকার। পুরোনো রাস্তা কতটা করেছেন, নূতন রাস্তা কতটা করেছেন তার নির্দেশ কিছু দেননি। সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট দুর্গাপুরে যে দুর্গাপুর সেণ্ট্রাল রোড করেছেন সেটা যদিও সেণ্ট্রালের ব্যাপার, কিন্তু তার কথা উল্লেখ করা উচিত ছিল। ১২০ ফুট রাস্তা গৌড় থেকে পুরী পর্যন্ত যাকে নবাবী রাস্তা বলা হয়, বর্ধমানের উপব দিয়ে গেছে এবং যেখান দিয়ে শোনা যায় শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন, বাদশাহী রাস্তা—অর্থাৎ যেটা আহারবেলমা টু পহলামপুর—সেটার দিকে নজর দেওয়া উচিত।

মন্ত্রী মহাশয় একটা কথা বলে বাহাদুরি নিলেন যে, এই করে ৮০-৯০ ভাগ টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু স্যার, টাকা খরচ করা এক কথা আর কাজের মত খরচ করা আর এক কথা। আসল কথা হচ্ছে ধনীর নাবালক পুত্রের হাতে টাকা পড়লে যে অবস্থা হয় আপনাদেরও হয়েছে ঠিক সেই অবস্থা অর্থাৎ সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছেন। তারপর, তাঁর বিভাগে যে সমস্ত কণ্ট্রাক্টর রয়েছে তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে বলেছেন যে, যেসব রাস্তা হয়েছে তার অধিকাংশই কণ্ট্রাক্টরদের দ্বারা হয়েছে। কিন্তু আরামবাগের রাস্তাটা দেখছি একটু সরুচাকলীর মত হয়েছে—অর্থাৎ সেখানে সস্তায় কিস্তিমাৎ করা হয়েছে। কাজেই এই সব কণ্ট্রাক্টরদের ধরুন, কেন-না এতে দেখছি তাঁদের নিজেদের ভাল ভাল বাড়ী হচ্ছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মাত্রা—চুরি বলতে নেই—ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মোট কথা হোল আপনাদের হাতে যেটুকু আছে সেটুকু আপনারা করুন এবং তাতে ফল ভালই হবে। তারপর পূর্ত বিভাগ এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সম্বন্ধে বলেছেন যে, বহু রকম জিনিস আবিষ্কার হচ্ছে এবং প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিকে তাঁদের সহানুভূতিশীল মনোভাব রয়েছে। শুধু তাই নয়, তারপর বলেছেন যে, দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে কি করে আমাদের দেশকে কণ্ট্রোল করা যায় তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইংরেজ তাঁর শাসন নীতি ঠিক করেছিল, কিন্তু আমরা দেশ স্বাধীন হবার পর কেবল লক্ষ্য রেখেছি সেই দিকে যে কি করে ফসল উৎপাদন করা যায় এবং সেই হিসেবে দেখেছি যে উৎপাদন বেড়েছে। তবে হ্যাঁ, ফসলের উৎপাদন বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু রাস্তার অভাবে সেই ফসল কোথায় কিভাবে যাবে তা তো কিছুই

বুঝতে পারছি না। যা হোক্, প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে যদি উন্নয়ন করতে হয় তাহলে যে সমস্ত বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী, সাহিত্যিক, সাধক প্রভৃতি আছেন তাঁদের সংগে যোগাযোগ করুন।

এবারে আমি খণ্ডকোষ থানার কথা বলছি। আপনাদের দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল অথচ সেখানে এক ছটাক রাস্তাও হলো না। সেখানের একটি রাস্তা—অর্থাৎ ধনগ্রাম-কেতুগ্রাম রাস্তাটির জন্য যদিও বা আপনার বিভাগ থেকে কাগজপত্রে লেখা হল, কিন্তু পরে দেখা গেল আপনি পথভ্রষ্ট হলেন। শুধু তাই নয়, মেদিনীপুরের এগরা থেকে রামনগর পর্যন্ত রাস্তা এবং কোলকাতা থেকে যেসব রাস্তা সমুদ্রতীরবর্তী দীঘা পর্যন্ত গেছে সে সম্বন্ধে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং বাজেটেও ধবে ছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল এই সব উল্টে গেল এবং আপনিও পথভ্রষ্ট হলেন। তবে এগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তারপর খণ্ডকোষে কি করছেন বলুন? সেখানে যে নূতন রাস্তা হচ্ছে তাতে আমি মনে করি কিছু দিন পরে হয়তো শেষ মুহূর্তে বলবেন যে, ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট বলছে এটা স্পিল এরিয়া, কাজেই হবে না। তারপর আর একটা রাস্তার জন্য—অর্থাৎ রায়না-জামালপুর—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে কত পার্সেণ্ট কাজ হয়েছে বা কতদিনে শেষ হবে সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। তবে জানি না, শেষ মুহূর্তে হয়তো এ-ক্ষেত্রেও বলবেন যে, ওটা স্পিল এরিয়া কাজেই হবে না। যা হোক্, এবারে আপনি বললেন যে, লোকেরা আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করে উৎপাদন বাড়াচ্ছে। কিন্তু সেই ফসল যাবে কি করে? রাস্তা কোথায়? স্যার, এঁদের হয়েছে ঠিক সেই রকম—অর্থাৎ ভদ্রলোকের এক কথা। এবারে আমি বর্ধমান সদরঘাটে দামোদর ব্রীজের কথা বলছি যে, সেখানে চাষীকে যেতে এক টাকা এবং আসতে এক টাকা জরিমানা দিতে হচ্ছে। কিন্তু সেখানকার টেম্পোরারী ব্রীজ যখন ভেংগে গেছে তখন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যদিও আমাদের ট্যাক্স দিতে দিতে অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই দিচ্ছি কিন্তু তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স নেবেন না। তারপর খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো আপনারা মোটেই দেখছেন না। যেমন ধরুন, সেখানে লেখা আছে ব্রীজের উপর দিয়ে সাইকেল গেলে তার জন্য ছয় পয়সা লাগবে। কিন্তু সেখানে নেওয়া হচ্ছে ছয় পয়সার বদলে দশ পয়সা—অর্থাৎ সাইকেলের জন্য ছয় পয়সা এবং যে লোকটি সাইকেলে চড়ে যাচ্ছে তার জন্য চার পয়সা। তাহলে দেখছি আমরার এক রকম দর আর তার আঁটির জন্য আর এক রকম দর। আচ্ছা, এটা না হয় বুঝলাম যে, সাইকেল যদি সচল হয় এবং তার উপরে চড়ে একটা লোক আসে তাহলে তাকে পয়সা দিতে হবে, কিন্তু সাইকেল অচল হওয়ার ফলে যদি একটা লোক সেই সাইকেলটিকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? তবে এটা ঠিক যে, যদি একজন লোক সাইকেলে চড়ে তারপর তার রডে একজন এবং পেছনে আর একজনকে নিয়ে আসে তাহলে এই ৩ জনের জন্য পয়সা নিতে পারেন। যাহোক, মোট কথা হোল প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য ভাল এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন।

[9-40—9-50 a.m.]

তারপর শিউরির বাবদে তিলপাড়া ব্যারেজে দেখছি জোড়া বলদের জয় জয়াকার চলছে। অর্থাৎ যদি একজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান দুটি গরু সমেত গাড়ী নিয়ে সেই ব্যারেজের উপর দিয়ে যায় তাহলে তার পয়সা দিতে হয় না। কিন্তু যদি একটি লোক সাইকেলে চড়ে সেই ব্যারেজের উপর দিয়ে যায় তাহলে তার জন্য তাকে পয়সা দিতে হয় এবং সেই জন্যই বলছিলাম যে জোড়া বলদের জয় জয়কার চলছে। কিন্তু সেই জায়গায় রবারে হাওয়া দিয়ে—আপনাদের সবই হাওয়ার ব্যাপার—সাইকেল চেপে যেসব ছেলেরা স্কুলে যাবে তাদের কিছু ট্যাক্স দিতে হবে। অথচ বাঁকের ডগায় হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ সাইকেল যাচ্ছে সেই জায়গায় কোন কিছু নেই। সিউড়ি মফঃস্বলে গরুরগাড়ী খালি গেলে রাস্তার কিছু ক্ষতি হয় না সেই জায়গাতে সাইকেল টায়ার দিলে নেওয়া হয়। এগুলি কি ব্যবস্থা? এ সম্বন্ধে বার বার ১০ বছর ধরে বলা হয়েছে—বলে কোন লাভ হবে না কেন-না কোন কাজ হয় না। সেজন্য আপনাকে এই দুটো জিনিস বিশেষভাবে বলছি। তারপর, আপনারা এত বড় হয়ে গেছেন যে ছোটখাট জিনিসের উপর আপনাদের নজর নেই। আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম রায়নার রাস্তাটা

মুখে ছেড়ে দিয়েছেন এটাকে টেনে নিয়ে বাজার পর্যন্ত করুন। অবশ্য আপনার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ যে আপনি লিখেছিলেন রাস্তাটা নাকি মেপেছেন। ওটার কাজ কি হয়েছে সেটা দেখে জানাবেন। অনেকদিন আমরা জানিয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন খোঁজ পেলাম না কি অবস্থায় ওটা রইল। আমি আপনাকে বারবার বলেছি যে সদর ঘাটে দামোদরের উপর যেদিন থেকে ব্রীজ হবে সেদিন থেকে একটা মোটা আয় হবে। এখন টেম্পোরারী ব্রীজ ১৷৷৹ টাকা করে গরুর গাড়ীর উপর নেয়। সেই জায়গায় যদি একটা আন্ডারটেকিং দেওয়া হয় তাহলে বাঁকুড়া, হুগলী, বর্ধমান, আরামবাগ সাবডিভিসান অঞ্চলের জনসাধারণ যাতায়াত করবে। এতে কত টাকা খরচ হবে কি হবে বৃটিশ রাজত্বে একটা সার্ভে হয়েছিল, সেই জায়গায় বাজেট ধরা হয়েছিল, টোকেন ধরা হয়েছিল। কিন্তু সেটা যুদ্ধের ব্যাপারে চাপা পড়ে গেল। আপনারা বলবেন ইংরাজ রাজত্বে হয়েছিল আমরা তো ইংরেজ নই। আমি বলব আপনারা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে সেই দপ্তর পেলেন আর তারা যেটা ভাল কাজ করেছেন সেটা কেন ফলো করবেন না? সেজন্য আমি ওদিকে আপনার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী প্রফুল্লচন্দ্র সেন আপনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে চলেন, গতবার একটা সম্মেলনে যেয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এটা গ্রহণ করা হবে। খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে উঠল। অথচ কংগ্রেস প্রধান যিনি নামেই ভাইস-প্রেসিডেণ্ট—চান্সেলরের চেয়ে ভাইস-চান্সেলরের দাপট বেশী—অতুল্য ঘোষ বললেন ওটা বাজে বলেছেন। আমি গিন্নি বউএর কথা শুনাব না, আমি বলছি ওটা হতে পারে না। আপনাদের একজন মন্ত্রী সেই জায়গায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আপনাদের উচিৎ ছিল। আমি পুনরায় এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অন্যান্য যে সমস্ত ব্যাপার আমি আমার কাট মোশানের মধ্যে দিয়েছি তা আপনি দেখেছেন। তারপর ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল একটা ভারী মজার চাকরি হয়েছে। গতকাল ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলোপমেণ্ট কাউন্সিল-এর মিটিং হল, এ্যাসেম্ব্লির মেম্বাররা এখানে রয়েছে হয়ত ডাক দিলেন, কিন্তু সে জায়গায় তাদের কি হয়, যা করতে চান তা তো এখন ঠিক আছে। ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলোপমেণ্ট কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম দিকে যেটা প্রায়োরিটি দিতে চায় সেটা একেবারে ডিঙ্গিয়ে যেয়ে বসেন। বিশেষ করে মাত্র ৫/৬ মাইল একটা রাস্তা যেটা বাঁকুড়া, হুগলী এবং বর্ধমানের ৩ মোহনার মধ্যে পড়েছে সেই রাস্তা উচালন টু একলগির তার কি হ'ল? তার আপনারা কিছু করলেন না। এই একলগি উত্তরবঙ্গে আর একটা আছে। একলগির নাম শুনে মোহিত হয়ে বললেন ওটা নেওয়া হয়েছে। আমরা খুব খুশী হয়ে গেলাম কিন্তু পরে জানলাম এ একলগি সে একলগি নয়—এ রাম সে রাম নয়, এ রামের উপর রাম ছাগাল হয়ে বসে আছে। আমরা যে উল্লসিত হয়েছিলাম তা থেকে যাতে বঞ্চিত না হই সে দিকে বিশেষ করে নজর রাখবেন। দুর্গাপুর ট্রাংক রোড সম্বন্ধে বলেছি—বর্ধমান দিয়ে নেভিগেবল চ্যানেল দিয়ে সর্বনাশ হয়ে গেল। বর্ধমানে যে ব্রীজ আছে সেই জায়গায় মানুষের বিবাদের আশংকা রয়েছে। আপনারা শহরের পাশ দিয়ে জি. টি. রোডকে নিয়ে যান, যেসব জায়গা এনক্রোচ করেছে সেইসব জায়গা আইন প্রনয়ণ করে পুনরুদ্ধার করে প্রশস্ত করুন।

দুর্গাপুর ট্রাঙ্ক রোড গিয়েছিলেন আমি শুনেছি সেখানে আর গরুর গাড়ী, সাইকেল যাবে না। যদি রাস্তাটা শেষ পর্যন্ত করতে হয়, তাহলে জি. টি. রোডের পাশাপাশি না এসে দূরে করুন, এইচ. বি. কর্ড লাইনের দক্ষিণ দিক থেকে করুন এবং দামোদর এমব্যাঙ্কমেণ্টের উপর দিয়ে দিন। অজয়বাবু এখানে রয়েছেন, আমি বলি বর্ধমান জেলার যখন প্রতিকার হয়ে গেল তখন লেফট এমব্যাঙ্কমেণ্টের দরকার নেই ঐ বাঁধটাকে রাস্তায় পরিণত করুন না।। দুর্গাপুর ট্রাঙ্ক রোড সেটা তার উপর দিয়ে দিলে এক কাজে দুই কাজ হয়। এদিকে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের পশ্চিম বাঙলায় যে জমি তাতে নূতন রাস্তা করতে মুস্কিল আছে। আমি এক্সপার্ট না হতে পারি, কিন্তু অনেক দিন ধরে চিৎকার করে আসছি যে, ডিভিশনে অন্য কোন ক্যানাল হয়েছে সেই ক্যানালে বাঁধ প্রশস্ত করে সেটাকে যদি রাস্তায় পরিণত করা হয়, তাহলে দুই কাজই হয়। এসব দিকে বিবেচনা করতে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি এবং

দুর্গাপুরে যে ট্রাঙ্ক রোড হচ্ছে এ বিষয়ে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট সেই জায়গায় কিভাবে কি করছেন সেটা আমাদের বিশেষ করে বলুন। আর একটা জিনিষ বলি, আমাদের য়্যাসেমব্লীর মেম্বারদের কাছে যে নূতন রাস্তা ভাল হচ্ছে, পুরোনো রাস্তা ছেড়ে দিন, সেগুলির নক্সা কেন দেন না। যেখানে নূতন রাস্তা হতে যাচ্ছে সেটা কোন্ কোন্ দিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার যদি নক্সা দেন তাহলে অত্যন্ত ভাল হয় এবং সে বিষয়ে আমরা বড়জোর সাজেশন দিতে পারি এটুকুই আমার বক্তব্য।

Shri Chitto Basu :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের পূর্ত বিভাগের অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁর যে বিবরণ রেখেছেন সে সম্পর্কে কিছু বলবার আগে আমি এই বিভাগের অগ্রগতি যাঁরা সৃষ্টি করেন, যাঁদের উপর নির্ভর করে এই বিভাগের অগ্রগতি করা সম্ভব হল, যাঁরা এই অগ্রগতির প্রদীপের পিলসুজবাহী—সেই সমস্ত শ্রমিক এবং কর্মচারীদের প্রতি আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সমস্ত শ্রমিক এবং কর্মচারীদের, বিশেষ করে যাঁরা চতুর্থ শ্রেণীর, তাঁদের একটা সংগঠন আছে এবং সৌভাগ্যক্রমে আমি সেই সংগঠনের একজন অন্যতম কর্মকর্তা এবং আমরা দেখেছি যে, যেহেতু এই সংগঠনের কর্মকর্তা আমাদের মত বিরোধিপক্ষের কোন কোন বিভানসভার সদস্য, সেহেতু তাঁদের নানারূপে হয়রাণি করা হয়। একটা কথা বলি, তাঁদের যখন হাজার হাজার কর্মচারী কনটিনজেণ্ট এবং ওয়ার্ক চার্জ, যখন তাঁদের বেতন বৃদ্ধির কোন সুযোগ-সুবিধা নেই, এবং যখন আপনারা সাধারণভাবে যে পে-কমিটি গঠন করেছেন সেই পে-কমিটির কাছে আমাদের বক্তব্য হাজির করতে যাই তখন আমাদের সেই পে-কমিটির কাছে বক্তব্য হাজির করার সুযোগ দেয়া হল না; কেন-না এই সংগঠন রিকগনিশন পায়নি, আপনারা তাঁদের গ্রহণ করছেন না এবং গ্রহণ না করবার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে এর ভেতর আউট-সাইডার কর্মকর্তা রয়েছেন। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই যে ওয়ার্ক চার্জ এবং কন্‌টিনজেণ্ট ষ্টাফ—এঁদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বছরের পর বছর রাস্তাতে লোকে কাজ করছেন, সেই কাজ শেষ হয়ে যায় নি, কাজটা কণ্টিনিউ করছে অথচ সেখানে যাঁরা কাজ করেন, তাদের পার্মানেণ্ট করা হয় না, তাঁদের কাজের স্থায়ীত্ব আসবে না, তাঁদের বছরের পর বছর ১৫/২০ বছর ধরে এইভাবে অস্থায়ী কর্মচারী হিসাবে এবং শ্রমিক হিসাবে রাখা হবে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন কি না জানি না, এইভাবে আমরা দেখেছি সাধারণ যে কতকগুলি দাবী সেই দাবীকে স্বীকার করতে ওঁরা প্রস্তুত নন। দীর্ঘদিন পরে সরকার পক্ষ থেকে স্বীকার করেছেন যে কিছু কিছু পদকে তাঁরা পার্মানেণ্ট করবেন—এই বিভাগের এবং তার সংখ্যা বোধহয় ৬০০—ভুল হলে মন্ত্রী মহাশয় সংশোধন করে দেবেন।

[9-50—10 a.m.]

এবং যাঁরা রেগুলার হলেন, তাঁদের রেগুলার করবার ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু নীতি নাই। আমরা দেখেছি যাঁরা ১০/১৫ বছর কাজ করেছেন, তাঁদের রেগুলার করতে পারলেন; আর যাঁরা ২৫/৩০ বছর কাজ করেছেন, তাঁদের রেগুলার করতে পারলেন না। কারা রেগুলার হবে, কারা রেগুলার হবে না—এ সম্বন্ধে কোন সুনিয়ন্ত্রিত নীতি নাই। যার ফলে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার-এর অনুগ্রহ ভাজন যাঁরা, অথবা যাঁরা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার-এর দুর্নীতিপরায়ণ কাজ সমর্থন করেন এবং তা জেনেও কিছু বলে না—এই ধরণের কর্মচারীরা এই রেগুলার হবার সৌভাগ্য পেয়ে থাকে। কাজেই আমি বলবো—এ সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত নীতি হওয়া দরকার —কত বছর ওখানে কাজ করলে বা কি সার্ভিস মেরিট থাকলে বা কি সার্ভিস কোয়ালিফিকেশন থাকলে তারা রেগুলার হবে। সেখানে এর অভাবে একটা দুর্নীতি দানা বেঁধে উঠেছে।

তারপর পেনশনের একটা কথা বলি। এই সরকারী কর্মচারীরাদের পেনশন দেওয়া হবে না, সিদ্ধান্ত করেছেন। গ্রাচুইটি ও পেন্সন দেওয়া হবে এক্স-গ্রাটিয়া পেমেণ্ট হিসেবেও যদি বলেন, তাতেও আমাদের আপত্তি নাই। সাধারণ গরীব শ্রমিক কর্মচারীদের ২০/৩০ বছর কাজ

করবার পরে সরকার বাহাদুর খানিকটা অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাদের প্রতি—এক্স-গ্রেশিয়া পেমেণ্ট দেবেন। এটা আনন্দের কথা। এই এক্স-গ্রেশিয়া পেমেণ্টের ক্ষেত্রে কি প্রতিহিংসামূলক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁরা দেখাচ্ছেন? কিছু দিন আগে ন্যায়সংগতভাবে প্রতীক ধর্মঘট তারা করেছিল। এই প্রতীক ধর্মঘটের জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, তার জন্য তাদের দুদিনের বেতন কেটে নেওয়া হলো- এই বলে যে, কেন তোমরা ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিলে? মাননীয় হাই-কোর্ট ইউনিয়নের ও ডিপার্টমেণ্টের কথা শুনে রায় দিলেন যে. এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার কোন অধিকার কর্তৃপক্ষের নাই, তার ফলে দুদিনের বেতন যা কেটে নেওয়া হয়েছিল এবং তাদের সার্ভিস বুকে যা রেকর্ড হয়েছিল, সেটা কোয়াশ করে দেওয়া হ'ল মাননীয় হাই-কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে।

আমি জিজ্ঞাসা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে যে, মাননীয় হাই-কোর্টের মত কি তাঁরা স্বীকার করেন, তাঁর প্রতি কি তাঁদের শ্রদ্ধা আছে? আপনি কি তাঁকে ভুল বলে গ্রহণ করতে পারেন? তা আপনি করতে পারেন না, যখন তা আপনার স্বার্থের বিপক্ষে যায়।

আপনারা যখন পেন্সন ও গ্রাচুইটি দেওয়ার নীতি গ্রহণ করলেন, তখন দেখলাম আপনারা কর্মচারীদের উপর একটি সার্কুলার দিলেন। তাতে বলা হলো এই সমস্ত লোককে গ্রাচুইটি ও পেন্সন দেওয়া হবে না। কারণ তারা ঐ ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিল। একটা সার্কুলার এ সম্পর্কে আমি পড়ে দিচ্ছি—

In this connection it has to state that since Shri Sen took part in token strike in 1953 and refused to sign in appendix 2 pension has not been recorded as per d.o.

তাহলে দেখুন, তারা ঐ এ্যাপেণ্ডিক্স ২ দাসখতে সই করাতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন নাগরিক হিসেবে সরকারী কর্মচারীদের যে অধিকার আছে, সেটা তাঁরা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁরা ঐ দাসখতে সই দেন নি। তাছাড়া ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করাটাও হাই-কোর্ট বেআইনী ঘোষণা করেন নাই। নিছক প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের পেন্সনের ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারলেন না। কি আপনাদের গণতন্ত্র! কি আপনাদের নীতি!

তারপর আমি বেতন বাড়াবার কথা বলছি না—আমি তাদের ইন্‌ক্রিমেণ্ট দেবার কথা বলছি। বছরে বছরে শ্রমিক-কর্মচারীদের ইন্‌ক্রিমেণ্ট ডিউ হয়ে থাকে; অথচ আপনার বিভাগের তাদের বছরের সেই ইন্‌ক্রিমেণ্টটা পর্যন্ত দিয়ে দেবার যোগ্যতা নাই। আমার কাছে লিস্ট আছে। আমি তাদের নাম বলবো না। নাম বললে তাদের উপর আপনার এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার, আপনার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রতিশোধ নেবে। তারা বলবে কেন, তোমরা কেন ইউনিয়নের কাছে গিয়েছো? তোমাদের নাম চিত্তবাবু কি করে পেল? কাজেই তাদের নাম এখানে বলতে সাহস পাই না। যদি আশ্বাস দেন তাদের প্রতি কোন প্রতিহিংসামূলক ব্যবহার করা হবে না—উর্ধ্বতন কর্মচারীদের পক্ষ থেকে, তাহলে তা দিতে রাজী আছি। কিন্তু আমি জানি এইভাবে শত শত কর্মচারী, শত শত শ্রমিক, তারা পরিশ্রম করছে, তাদের ইন্‌ক্রিমেণ্ট পাবার সময় হয়েছে, আপনি ইন্‌ক্রিমেণ্ট তাদের দেবেন না। অথচ এত বড় একটা বিরাট দপ্তর আপনি তৈরী করছেন। এই কথা আপনি কি করে ভাবেন, আমি বুঝতে পারি না। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি দেখুন, এই যে রেগুলার করলেন সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুল-এ। ওয়েষ্ট বেঙ্গল সার্ভিস রুলস, এটা আমি পড়েছি, আপনি পড়েছেন কিনা জানি না; এবং এতে যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট করা হয়েছে, সেটাও আমি দেখেছি—সেখানে টেম্পোরারি সার্ভিস হোল্ডারদের ক্ষেত্রে আর্ণ্ড লিভ পাবার ব্যবস্থা আছে। সেক্সন ১৬৮-এ বলা হচ্ছে—The earned leave admissible to a Government servant not in permanent employ is 1|6th of the period spent on duty. গভর্নমেণ্ট সার্ভেণ্ট পার্মানেণ্ট না হলেও তার আর্ণ্ড লিভ পাবার প্রভিশন রয়েছে। অথচ আপনার ডিপার্টমেণ্টের এই সমস্ত টেম্পোরারি কর্মচারীদের আর্ণ্ড লিভ দেওয়া হচ্ছে না। যাঁরা রেগুলার হলেন, তাঁদের পার্মানেণ্ট করবেন বলছেন, অথচ তাঁদের আর্ণ্ড লিভ দেওয়া হয়নি। আবার, যাঁরা রেগুলার হলেন, তাঁদের আর্ণ্ড লিভ-এর

সুযোগ দিলেন না। কিন্তু তাঁদের দিলেন, যাঁরা ঐ এ্যাপেণ্ডিক্স ২-তে সই করেছেন। আর, যাঁরা ঐ এ্যাপেণ্ডিক্স ২-তে সই করেন নি, দস্তখত করেন নি, তাঁদের আপনি আর্ন্ড লিভ দিলেন না। আমি এ'দের নাম জানি, কিন্তু নাম বলবো না, কারণ, এ'দের উপর আবার আক্রমণ আসতে পারে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গভর্নর-এর হাউসে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চলেছে, গভর্নরস এস্টেটে-এ যে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা চলেছে একবার দেখুন। ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিংস ডিপার্টমেণ্ট পরিচালনা করেন, আবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ গভর্নরস এস্টেটস, তিনিও পরিচালনা করেন—তাদের উপর যে কি ভীষণ অত্যাচার হয় তা বলা যায় না। যাকে বলে প্রদীপের নীচে অন্ধকার, এখানে ঠিক তাই হয়। আমার সময় অভাবে তাদের কথা বলবার সুযোগ পেলাম না। আপনারা যে ছুটির তালিকা ঘোষণা করেছেন, সেই তালিকার ছুটি, তাও তারা পেল না। কাজেই এই-গুলি আপনি যদি অনুসন্ধান করেন, তাহলে তাদের পক্ষে সুবিধা হয়। সর্বশেষে আমি আর একটা কথা বলবো—এদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে আপনি যদি এদের সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করেন, এবং সরকারী কর্মচারীদের অবহেলা না করে যদি তাদের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন, তাহলে তারা চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

Shri Mangru Bhagat:

मान्यवर स्पीकर महोदय

मैं आपके माध्यम से जलपाईगुड़ी जिला के रास्ते के बारे में कुछ बातें माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ। मौल्ला बाजार को जो रास्ता जाता है वह बहुत दिनों से खराब पड़ा हुआ है। उस रास्ते को मरम्मत कराने का कोई बन्दोवस्त नहीं किया गया है। दूसरी बात डाइना ब्रिज के बारे में कहना चाहता हूँ। गत वर्ष भी इस ब्रिज के बारे में इसी सद्दत मे जिक्र किया था परन्तु इस साल भी देखने में आता है कि अभीतक इसको बनाने के लिए काम नहीं किजा गया है। डाइना ब्रिज न होने के कारण वहाँ की पब्लिक को बहुत असुविधा होती है। इस अंचल के किसानों को बाजार आना जाना पड़ता है परन्तु ब्रिज न होने के कारण बरसात में बड़ी असुविधा उठानी पड़ती है। चाय बगान है। वहाँ के लोगो को अपनी आवश्यकताओं के लिए बाजार जाना पड़ता है मगर ब्रिज न होने से बड़ी असुविधा उठानी पड़ती है। वर्षाकाल में नागराकाटा और बानारहाट का रास्ता बन्द हो जाता है।

नागराकाटा को जो रास्ता आता है वह रास्ता ५, ६ वर्ष हो गया बन्द पड़ा है। उस रास्ते को मंत्री महोदय अभीतक बनवाने का कोई इन्तजाम नहीं किए।

तीसरी बात यह है कि एक रास्ता नागराकाटा, कमसा से होकर नथुआ बाजार को जाता है। यह बहुत दिनों का पुराना रास्ता है। उस पर काफी आदमियों का आना-जाना होता है किन्तु देखा जाता है कि मंत्री महोदय का ध्यान उसके बनवाने की ओर अभीतक नहीं गया है। उधर उन्हों ने अभीतक ध्यान नहीं दिया है।

एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ वह यह है कि टिस्टा नदी पर पुल न होने से जलपाईगुडी और अलीपुरद्वार के जनसाधारण को बड़ी तकलीफ होती है। क्यों कि उस नदी को पार कर हरवक्त यहाँ के लोगों को बाजार जाना पड़ता है। बर्षात के दिन में माँ-बहनों को कपड़ा उपर उठाकर नदी पार करना पड़ता है। इसलिए हम मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि टिस्टा नदी पर पुल बनाने का बन्दोवस्त करें।

लुकसाम स्टेशन से बाजार को जानेवाला रास्ता अभीतक खराब ही पड़ा है। १९५७ साल में वोट लेने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने जनता को आश्वासन दिया था कि यह रास्ता पीच हो जायगा लेकिन ५ वर्ष का समय बीत गया अभीतक उस रास्ते को बनाने के लिए कोई बन्दोवस्त नहीं दिया गया। वहाँ की पब्लिक बोलने के लिए कही थी इसलिए मैं बोल देता हूँ। बनवाना या न बनवाना आप लोगों का काम है।

गाउजोली से केराची बाजार और चेनामारी को जो रास्ता जाता है उस रास्ते का अभीतक मंत्री महोदय ने कुछ बन्दोवस्त नहीं किया। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि उधर ध्यान दें। यह देखा जाता है कि मेंढाकुआ में

४ वर्ष के अन्दर बहुत से रास्ते तैयार हो गये किन्तु देखा जाता है कि और रास्तों के लिए मंत्री महोदय ने कुछ भी बन्दोबस्त नहीं किया।

Shri Gobardhan Das :

[10—10-10 a.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বীরভূমের মল্লারপুর বাজার একটি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল। সেখানকার রাস্তা সম্বন্ধে দু-একটি কথা আমি বলবো এবং আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গত নভেম্বর মাসে সেখানে গিয়েছিলেন, তিনি জানেন সেখানকার অবস্থা কি। তিনি যখন গিয়েছিলেন তখন মিলের সামনে যে রাস্তা সদর দরজার নিকট যেখানে জীপটিপগুলো যায়, সেখানে খুব কাদা এবং গর্ত হয়েছিল, তিনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, তিনি সেখানে যাবার জন্য সেই রাস্তা কোন রকম করে কাজ চালাবার মত করেছিল। যেদিন উনি সেখানে যান মল্লারপুর বাজারে দুটি দলের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং মারপিট করার উপক্রম হয়, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম আমি তাদের বললাম, যাই হোক্, মন্ত্রী মহাশয় আসছেন, কাজেই তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য হলেও আংশিক রাস্তা রেখে দেওয়া দরকার—এই বলে তাদের মীমাংসা তখন করে দিয়েছিলাম। এই মল্লারপুর বাজার রামপুরহাট, মহম্মদপুর এ সমস্ত জায়গা থেকে লোকজন আসে এবং গরুর গাড়ী আসে। বিভিন্ন জায়গায় বহু গর্ত হয়ে থাকে। বর্ষার সময় রাস্তায় খুব কাদা হয়, সপ্তাহে ২/৩ দিন তাই বন্ধ থাকে। মিলের সামনে বর্ষার সময় রাস্তায় এমন জল জমে যাতে নৌকা পর্যন্ত চলে। এখানে বর্ষার সময় নৌকা পর্যন্ত চলে। যখন মিলের কাজ আরম্ভ হয় তখন, সেই ভাদ্র-আশ্বিন মাসে মিলের লোকেরা মিলের ছাই ফেলে দিয়ে কাজ চালাবার মত করে নেয়। আবার ফাল্গুন মাসে যখন সরকারী ট্রাক, বাস চলাচল করে ধুলোতে রাস্তার দুই ধারে খাবারের দোকানের অবস্থা এত খারাপ, সমস্ত খাবার ধুলোয় ভরে যায়। এখানে এই মল্লারপুর-তুড়িগ্রাম পর্যন্ত রাস্তাটা, কালাচি ইউনিয়নের তরাকি গ্রামের দক্ষিণ ধর্মরাজতলা হতে দ্বারকা নদীর ঘাট পর্যন্ত, এই রাস্তাটা অতি খারাপ অবস্থায় আছে। বর্ষার সময় জনসাধারণ এবং গরুর গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই সময় রাস্তার এই অবস্থার জন্য গরুর গাড়ীতে করে ধান-চাল আমদানী-রপ্তানী করার কোন সুযোগ থাকে না এবং সাধারণ চাষী তুড়িগ্রাম ইউনিয়ন থেকে মোল্লারপুরে আসা-যাওয়া করতে পারে না। তারপর এই মোল্লারপুর থেকে যে হাই-ওয়ে রামপুরহাট গিয়েছে সেই হাই-ওয়ের প্রায় দুই মাইল জায়গা অসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। এখানে বোলডার ফেলা হয়েছে এবং জায়গায় জায়গায় মাটি ফেলা হয়েছে কিন্তু মেরামত এখনও হয়নি। এর ফলে সাধারণ চাষীর ও জনসাধারণের খুব ক্ষতি হচ্ছে গরুর গাড়ী করে ধান-চাল আনতে না পারার জন্য। এই হাই-ওয়ের মধ্যে ছোট ছোট নদী আছে এবং তার উপর ব্রীজ আছে, কিন্তু এই ভেলাচলে ব্রীজ না থাকায় তার দুই ধারে এক মাইল জায়গা বর্ষার জল এসে যায় যার ফলে বর্ষার সময় চাষীদের ধান-চাল আনার খুব কষ্ট হয়। এখানে যাতে তাড়াতাড়ি একটা ব্রীজ তৈরী হয় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর মল্লারপুর-মলুটি রাস্তা, যেটা গোয়ালা গ্রামের ভিতর গিয়েছে, সেই রাস্তাটার অবস্থা এত খারাপ যে বর্ষার সময় গোয়ালা গ্রামের ছেলে-মেয়েরা ঐ রাস্তা দিয়ে মোটেই চলাচল করতে পারে না। এবং এত কাদা হয় যে, গরুর গাড়ী আটকে যায়। এমন সময় এমন অবস্থা হয় যে, গরুর গাড়ী আমাদেরই তুলবার জন্য যেতে হয়। এই রাস্তাটির দিকেও আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর জন্য যে রোড বোর্ড আছে সেখানে আমরা জানিয়েছি। তারপর মল্লারপুর থেকে পাঁশকুড়া ইউনিয়নে যে রাস্তা গিয়েছে, এই রাস্তার উপর ক্যানাল অফিস, ফরেস্ট অফিস আছে। সেখানে একটা ব্রীজ খারাপ হয়ে গিয়েছে, যার জন্য গত বৎসর একটা গাড়ী পড়ে গিয়ে একটা মহিষ মারা যায়। এই ফরেস্ট অফিস ও ক্যানাল অফিসের কর্মচারী ও এস. ডি. ও.-রাও বিশেষ করে অনুরোধ করছে যে, এই ব্রীজ

মেরামত না করলে খুব অসুবিধা হচ্ছে। আর একটা কথা মহীরা, কোটেশ্বর সাওড়া-উলকুন্ডা পর্যন্ত যে রাস্তা ময়ূরাক্ষীর ধারে গিয়ে পৌঁছেছে, সে রাস্তাটার অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। সে-দিকেও আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Shri Prabhakar Pal :

[10-10—10-20 a.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়েছে। গ্রাম্য জীবনেই অর্থনীতি সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। মন্ত্রী মহাশয়ের প্রারম্ভিক ভাষণে কোন আশার কথা নাই, কারণ তিনি বলেছেন যে-ক্ষেত্রে ৯৫ কোটি টাকার দরকার সে-ক্ষেত্রে মাত্র ২৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। আমরা, যারা গ্রামাঞ্চলে বাস করি, আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আছে বর্ষাকালে রাস্তাঘাটগুলির অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে পড়ে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাব যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাঙলা দেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়নে অন্ততপক্ষে একটি করে যেন রাস্তা হয়—যেখানে যেখানে হেল্‌থ সেণ্টার হয়েছে, সেখানে যাতে রাস্তাঘাটের উপর প্রাইওরিটি দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আমি হুগলী জেলার কথা বলব। ১০ই জানুয়ারী ক্যালকাটা গেজেট-এ একটা সংবাদ বেরেয়েছে . Whereas it appears to the Government that land should be distributed and land needed for the purpose of construction of an express highway from Calcutta to Durgapur...আরো অনেক লেখা আছে, সেটা পড়ে সময় নষ্ট করতে চাই না। বর্তমানে হুগলী জেলার লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ২৬ হাজার। এলেকা ৫৬ হাজার স্কোয়ার মাইল, প্রতি স্কোয়ার মাইলে ২,২৫০ বাস করে—এত ঘনবসতি সেখানে। সেখানে জমি একোয়ার করার জন্য লোকের কি শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তা একটু চিন্তা করে দেখবার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। অল্পবিস্তর জমি যা আছে তাই ৩/৪ বার চাষ করে লোকে জীবিকা নির্বাহ করছে। এই জমিও যদি রাস্তার জন্য নেওয়া যায় তাহলে মানুষ বাঁচবে কি করে; সুতরাং স্বভাবতঃই বিকল্প কর্মসংস্থানের কথা এসে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ যারা গৃহহারা হবে তাদের জন্য জমির বন্দোবস্ত করতে হবে। বাঙলা দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে কৃষি-উৎপন্ন বৃদ্ধি করতে হবে। দুঃখের বিষয়, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে না সরকারের তরফ থেকে। বিপরীত ধর্মী নীতি হলে আমাদের কখনো মঙ্গল হতে পারে না। সার, বীজ, ইত্যাদি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কৃষকেরা বাজারে মাল নিয়ে উপযুক্ত দাম পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

Shri Ledu Majhi :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়,

আজ কয়েক বৎসর ধরে পথঘাট বিষয়ে আপাততঃ আমাদের দাবী সামান্যই ছিল আমরা চেয়েছিলুম আমাদের জেলাকেন্দ্রব সংগে আমাদের প্রত্যেক থানার সারা বছর যোগাযোগ করার যেন পথ ব্যবস্থা থাকে। পশ্চিম বংগ সরকারের শাসন কাল ৪ বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেল কিন্তু তবু এই সামান্য দাবীটুকু পূর্ণ হোল না। বর্ষাকালে যানবাহন যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় এই সভ্যজগতে একটা জেলায় এমন কয়েকটি থানা ও আছে। আমরা যা চাইছি তা পাচ্ছি না কিন্তু আমরা যা চাই না তাই আমাদের ঘাড়ের ওপর দেওয়া হচ্ছে। রিলিফ রাস্তার নামে অজস্র অপব্যয় করে রাস্তা নামে যে অদ্ভূত এক জিনিস করা হচ্ছে—তার পরে মাঠে মাঠে সহজে চলার যে মেঠো রাস্তা তাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর নতুন এই রাস্তাগুলিতে যানবাহন চলাচল যেমন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে তেমনি অচল অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে সেখানে পরিকল্পনা-হীন ভাবে পথঘাট না করে সর্বপ্রথম জরুরী রাস্তাগুলি ঠিকমতো তৈরী করে ফেলা দরকার

অসম্পূর্ণ রাস্তাঘাটে কাজের চেয়ে অকাজই বেশী হয়। রিলিফ কাজের নামে জাতীয় অপচয়ও অমার্জনীয়। রিলিফের কাজ উপযুক্ত সেচ পরিকল্পনায় ব্যাপকভাবে করা যেতে পারে। নূতন রাস্তা করা দূরের কথা পুরোণো রাস্তাগুলি মেরামতের অভাবে বহু স্থানে মারাত্মক হয়ে উঠেছে। এর দৃষ্টান্ত পুরুলিয়া শহরেই যথেষ্টই পাওয়া যাবে। ক্ষমতা লাভের রাস্তা তৈরী করার দিকেই একমাত্র লক্ষ্য থাকলে আমাদের পথঘাটের অবস্থা এ রকম শোচনীয় হয়ে উঠবে—তাতে আর বিচিত্র কি।

Shri Basanta Lal Chatterjee :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মারফৎ কয়েকটি বিষয় এখানে জানাতে চাই। আমার কাট্ মোশান্স্-এর নম্বর হচ্ছে ৪০, ৪১, ৪৪ এতে আমি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি. তাছাড়া ওয়েস্ট দিনাজপুরের রাস্তাগুলিও তাড়াতাড়ি করা দরকার। এবং দৌলতপুরে যদি ব্রীজ না করা হয় সেখানকার জনসাধারণের যে অসুবিধা তা দূর হবে না। তাছাড়া ফতেপুর ইটাহারে অনেকগুলি কালভার্ট্ যদি না করা যায় তাহলে সেখানে ফসল সব নষ্ট হয়ে যাবে। এসম্বন্ধে ওখানকার স্থানীয় জনসাধারণ অনেক দরখাস্ত করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হল না।

[10-20—10-30 a.m.]

বেসিক স্কুলের জন্য ১৬ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু দানাগ্রাম ইউনিয়নে বেসিক স্কুল ভেংগে গেছে। অথচ সেখানে ড্যামেজ রিপেয়ারের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। তারপর 34 N. H.—national highway—সড়ক নিয়ে কয়েক বছর ধরে খুব গোলমাল হচ্ছে। এর একটা অংশের কথা আমি বলব। অর্থাৎ ইটাহার, গাজোল মালদা জেলা থেকে ভায়া ইটাহার রায়গঞ্জ পর্যন্ত যে রাস্তা গেছে সে সম্বন্ধে কয়েক বছর ধরে বলা হচ্ছে এবং তাঁরাও করব করব বলছেন, কিন্তু under construction বলে ফেলে রাখা হয়েছে। এই রাস্তার জন্য ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধার্য হয়েছিল খরচ হয়েছে ৩৩ লক্ষ টাকা; ১৯৬০-১৯৬১ সালে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এবং এ বছর ধরেছেন মাত্র ৫ লক্ষ টাকা। এই ৩৪ মাইল রাস্তার একেবারে অচল অবস্থা। এই রাস্তা ইটাহার থানার একমাত্র প্রধান রাস্তা এবং উত্তর বঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ করার দিক থেকেও প্রধান। এই বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়কে চিঠি দেওয়াতে তিনি জানিয়েছেন যে নেসেসারি এক্শান নেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমি সেন্ট্রাল গভর্মেণ্টের কমিউনিকেশন থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে তাঁরা দিয়েছেন on the advice of the Government of West Bengal—Vide their letter No. 127-D/W dated 13.1.60 copy enclosed. This work was given a low priority and was therefore deleted from the Second 5-year plan. এটাই হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্মেণ্টের কমিউনিকেশন আপনাদের Development Commission-এর কাছে তাদেরকে আমি পরিষ্কার জবাব চাই এই low priority কেটে দিয়ে top priority হবে কিনা যাতে এক লক্ষ লোকের সুবিধা হয়? তারপর গাজোল হতে ৫ মাইল দূরে হিরামতী নদীর উপরে ব্রীজের জন্য ৪ লক্ষ টাকা এস্টিমেট হয়েছিল এবারকার বাজেটে দেখছি মাত্র ৫০ হাজার টাকা। এই রকম ছেলেখেলা করার কোন মানে হয় না। এই রাস্তার জন্য সম্পূর্ণ নূতন একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। এখান দিয়ে রিকসা, বাস এবং এমন কি লোকও যাতায়াত করতে পাচ্ছে না। ১৩ মাইল পর্যন্ত রাস্তায় লোক চলে তারপর আর চলে না। গাজোল হতে রায়গঞ্জ ৩৫ মাইল রাস্তা করতে ৭ বছর লেগে গেল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে এটা করার কথা ছিল, কিন্তু তাও হল না এই তৃতীয় পরিকল্পনায় এটাকে লো প্রাইওরিটি দিয়ে রেখেছেন। এবিষয়ের দিকে পূর্তমন্ত্রীর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেন্ট্রাল গভর্মেণ্টের কমিউনিকেশন ডিপার্টমেণ্টে চিঠি দেয়ার পরে ৭-১-৬১ তারিখে চিঠি দিয়েছেন—১৬-২-৬১ তারিখে তাঁরা উত্তর দিয়েছেন। তারপর আমি ১-৩-৬১ তারিখে আমি Development Commission, West Bengal-এর কাছে চিঠি দিয়েছি এবং দেখা

করেছি। আমি বিধানসভার সকল সদস্যদের কাছে অনুরোধ জানাই যে আপনারা বর্ষাকালে মন্ত্রীমহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখান যে গামছা পরে কতখানি রাস্তা সাঁতরাতে হয়। এজন্য এই সময় ব্যবসা বাণিজ্যও প্রায় হয় না। এই সবই দেখা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গ একেবারে নেগলেক্টেড এরিয়া এবং এর মধ্যে পশ্চিম দিনাজপুর আরও বেশী নেগলেক্টেড এরিয়া। সেজন্য বলছি যে দীর্ঘদিন যদি এই অবস্থায় আমাদের ফেলে রাখেন তাহলে আমাদের জন্য করণীয় তা আমরা আন্দোলনের মারফতেও আদায় করে ছাড়ব।

Shri Shyamapada Bhattacharjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে অনেক কাজ করা হবে বলে বলেছেন, কিন্তু আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাতে চাই যে, মহারাজ নন্দকুমারের বাড়ীটি ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে আজ তাঁর স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে এই বাড়ী তাঁরা মেরামত করেন। কাজেই আমি অনুরোধ করছি যে এই ব্যাপারটির প্রতি আপনি বিশেষ দৃষ্টি দিন। তারপর আজকাল অনেক জায়গায় ইলেকট্রিফিকেশন হচ্ছে, কিন্তু জঙ্গীপাড়ার সাব-ডিভিশনাল অফিস এমন কি অপরাধ করল যাতে করে সেখানে এখনও লণ্ঠনের আলোতে কাজ হয় এবং এর ফলে দেখা গেছে যে একবার লণ্ঠনের আগুনে এই অফিসের কাগজপত্র পুড়ে যায় এবং লোকও মারা যায়। কাজেই আমার বিশেষ অনুরোধ যে এর প্রতি দৃষ্টি দিন।

Shri Tarapada Dey :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় রাস্তার কথা যা বলেছেন তাতে সত্যিই হতাশ হতে হয়। প্রথমতঃ, উনি নিজে বলেছেন যে দুঃভাগ্যবশতঃ রাস্তার উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না এবং তারপর টাকার যে হিসেব দিয়েছেন তাতে দেখছি ৯৫ কোটির জায়গায় মাত্র ২৫ কোটি টাকা, কাজেই এসব দিক থেকে দেখতে গেলে কবে যে আমাদের রাস্তাঘাট হবে সে কথা ভেবে অবাক হয়ে যাই। যাহোক্, এবারে আমি অন্যান্য দেশের রাস্তার সঙ্গে আমাদের দেশের রাস্তার তুলনা করে দেখাতে চাই যে আমাদের দেশের অবস্থা কি হয়েছে। যেমন ধরুন, যেখানে আমেরিকায় প্রতি হাজার জনের জন্য ২২·৭ মাইল, ফ্রেঞ্চে ৯·৮ মাইল এবং ইউ. কে.-তে ৩·৯ মাইল রাস্তা সেখানে আমাদের ভারতবর্ষে ·৭৫ মাত্র। তারপর আবার ভারতবর্ষের মধ্যে যদি অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার তুলনা করি তাহলে দেখব সেখানে প্রতি হাজার জনে বোম্বে ·৯৫, বিহার ·৮৫, মাদ্রাজ ·৭৭, উড়িষ্যা ·৭৭ সেখানে আমাদের পশ্চিমবাংলা ·৫৬। স্যার, পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যা ৩॥ কোটি, কিন্তু এই হিসেব দেখা যায় যে আমাদের এখানে রাস্তাঘাট মোটেই হয়নি এবং কবে যে হবে তা বলা দুস্কর। এবারে আমি হাওড়া জেলার কথা বলব যে, হাওড়া জেলা কোলকাতার পাশে হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার রাস্তাঘাট অত্যন্ত খারাপ। হাওড়া জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড বাদে জেলা বোর্ডের রাস্তার পরিমাণ হচ্ছে ১০৭০ মাইল এবং তার মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ৮৭ মাইল এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০০ মাইল গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আপনারা তৈরী করেছেন মাত্র ৫৯ মাইল এবং স্পিল ওভার হয়েছে ২৮ মাইল এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তৈরী করেছেন ৫০ মাইল যার মধ্যে মেদিনীপুরের কতকটা আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ২টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আপনারা হাওড়া জেলায় বড় জোড় ১০০ মাইল রাস্তা করেছেন। তারপর হাওড়া জেলায় জেলাবোর্ডের এই ১০৭০ মাইল রাস্তা ছাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের যে রাস্তা আছে তা ধরা হয়নি এবং তার কোন হিসেবও দেন নি। তবে আমি একটা হিসেব দিয়ে দেখাচ্ছি যে, হাওড়া জেলায় কমসে কম ২০০০ মাইল রাস্তা প্রয়োজন এবং সেই রাস্তা করার দিক থেকে আপনারা যখন ১০ বছরে ১০০ মাইল করেছেন তখন এই ২০০০ মাইল করতে আপনাদের তো দেখছি ২০০ বছর লাগবে। কিন্তু এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আমাদের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন কি করে হবে? তারপর

আপনারা মানুষের জীবন উন্নত করবার চেষ্টা করছেন বলে বলছেন, কিন্তু এই হাওড়া জেলায় যেখানে অনেক লোকের বাস সেখানে যদি তাঁদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে না পারেন তাহলে মানুষ স্বাভাবিক গতিতেই শহরের দিকে ছুটে আসবে। তারপর বিবেকানন্দ ব্রীজ, অর্থাৎ আগে যার নাম ছিল বালী ব্রীজ—সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, সেখানে আজ বহুদিন ধরে টোল নেওয়া হচ্ছে কাজেই এখন সেটা বন্ধ করুন। তার সেদিন যেমন অজয়বাবু খালের এনক্রোচমেণ্টের কথা বলেছিলেন ঠিক তেমনি আমি রাস্তাঘাট এনক্রোচমেণ্টের প্রশ্ন তুলে বলতে চাই যে এর মধ্যে বড় বড় অবস্থাপন্ন এবং কংগ্রেসের লোক রয়েছে। সরস্বতী খালের কথা বলেছেন, কিন্তু কংগ্রেসের লোক সেখানে রাস্তা এন্‌ক্রোচ্ করেছে কাজেই তাদের সরিয়ে দেওয়া কর্তব্য এবং এই জন্য যদি আইন করবার দরকার হয় তাহলে তা করুণ এবং তাতে আমাদের সকলের সহযোগিতা পাবেন।

[10-30—10-40 a.m.]

সঙ্গে সঙ্গে আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা অচল কেন না রাস্তার উপর যে ব্রীজ আছে সেই ব্রীজগুলি ভেঙ্গে পড়ে আছে, চলাচল করা একেবারে অসম্ভব। আমার এলাকার কতকগুলি ব্রীজের এই রকম অবস্থার কথা জানি। বর্ষাকালে জানি না মানুষ সেখান দিয়ে কি করে আসে। কোন লোকের পক্ষে আসা সম্ভব নয়। চাষীবাসী যাঁরা আছেন, যাঁরা চাকরি করতে যান তাঁরা বর্ষাকালে গ্রামে থাকতে পারছেন না। সেই ব্রীজগুলি তাড়াতাড়ি সারান উচিৎ। এবারে আমার কনস্টিটিউটয়েন্সি ডোমজুড় ও বালি থানা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। বালি থানায় কতকগুলি রিফিউজী কলোনী করেছেন এবং গভর্নমেণ্ট অনেকগুলি কলোনী করেছেন তার মধ্যে কতকগুলি রাস্তার ধারে করেছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের যোগাযোগ নেই। বালি থানার নিশ্চিন্দা কলোনী, সাঁপুইপাড়া কলোনী তার সঙ্গে রাস্তার যোগাযোগ একেবারে নেই। বর্ষাকালে সেখানে যাওয়া অসম্ভব। সেখানে যে মানুষ কি করে জিনিসপত্র নিয়ে বর্ষাকালে যাতায়াত করছে তা জানি না। রিফিউজী কলোনীগুলির সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা করা দরকার। তারপর ডোমজুড় বাউড়িয়া রোড চীফ ইঞ্জিনীয়ার পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এটা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে গ্রহণ করা হবে। জানি না সেটা গ্রহণ করেছেন কিনা। রাস্তার যে হিসাব আপনারা দিয়েছেন তাতে চক্ষু চড়কগাছ হবার উপক্রম হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে জায়গায় ছিল ১৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা তার মধ্যে স্পিল ওভার হয়েছে ১৫ কোটি টাকার মত সে জায়গায় তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৭॥ কোটি টাকার মত স্পিল ওভার হয়ে আসাবে তাহলে ৭॥ কোটি টাকার মত থাকবে। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে কি করে রাস্তা করবেন? যে কোন প্রকারে রাস্তার উন্নতি না হলে গ্রামে বাস করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং মানুষ শহরের দিকে চলে আসবে।

Dr. Radhakrishna Pal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিই কারণ, তিনি ওখানে গড়ের মাঠ তৈরি করেছেন। আমাদের আরামবাগে এক মুনসেফ যাচ্ছেন কিছু দিন আগে, বললেন ট্রান্সপোর্ট কি? বলা হল গামছা পরে যেতে হবে। জুতোর মাফ দিতে গেলে বলা হল বগল তুলুন কারণ, জুতোকে বগলে তুলতে হবে। সেখানে এমন ব্যবস্থা করেছেন যে আমরা ৬০ মাইল স্পীডে যাচ্ছি। এখন বিদ্যাসুন্দরের একটা উপমা মনে পড়ে গেল "বর্ধমান কাঞ্চিপুর ৬ মাসের পথ, ৬ দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ"। আজ সেই বিরাট কদর্য রাস্তা এমন ভাবে করেছেন যে আমরা ৬০ মাইল স্পীডে যাচ্ছি। রাঁচি রোড, পুরুলিয়া রোড তার জন্য মুণ্ডেশ্বরীর কাছে একটা ব্রীজের জন্য প্রেয়ার জানাচ্ছি। কর্মকুশলী ইঞ্জিনীয়ারবৃন্দ এমনভাবে রাস্তা তৈরি করেছেন যে তার জন্য আমি জানাব উনি শতায়ু হন। কামারপুকুর টু বদনগঞ্জ রাস্তাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এটার জন্যও ওনার কাছে প্রেয়ার জানাচ্ছি। পরিকল্পনায় এইসব জিনিস হয়েছে। আমি দুটো কলেজ করেছি। বার্ডওয়ান ব্রীজ, একলাগি টু উচালন রাস্তার সম্বন্ধে

দাশরথি ভায়া যে কথা বলেছেন আমি তার জন্য প্রেয়ার জানাচ্ছি। কোন ডিপার্টমেণ্টে কাজ হোক না হোক শুধু একটা ডিপার্টমেণ্টে কাজ হয়েছে সেটা হচ্ছে খগেন বাবুর ডিপার্টমেণ্ট। সেজন্য ওঁর কুশলী ইঞ্জিনীয়ারবৃন্দ ওঁর সেক্রেটারি শতায়ু হোক এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

Shri Radhanath Chattoraj:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাদসাহী রাস্তা যার কথা ইতিপূর্বে মাননীয় সদস্য দাশরথি মহাশয় বলে গেলেন সেই রাস্তাটা পশ্চিমবাংলার মধ্যে একটা সর্ববৃহৎ রাস্তা এবং উত্তরবঙ্গ থেকে একেবারে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত এই রাস্তা বিস্তৃত। এই রাস্তাটা বিশেষ করে ময়ূরাক্ষী নদীর দক্ষিণতীর থেকে অজয় নদীর উত্তরতীর পর্যন্ত যে রাস্তাটি রয়েছে সেটা সম্পূর্ণ অবলুপ্তির পথে। এই রাস্তাটা ধংস হয়ে গেছে এবং জায়গায় জায়গায় সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে। এই রাস্তাটা ৮০ হাত চওড়া ছিল। এখন বহু জায়গায় এই রাস্তাটা নেই। সেজন্য এই রাস্তাটা যাতে অতি সত্বর দেখা হয় সেদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমেদপুরে চিনির কল তৈরী হচ্ছে। দেশের আভ্যন্তরীন ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি করবার জন্য বা আঁঘ টাঁঘ ইত্যাদি চালান দেবার কাজে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। এই এলাকায় রাস্তা ভাল তৈরী হয় নি, যেমন লাভপুর- লাংগল হাটা রোড এই রাস্তাটা মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত যদি একসঠিক করা যায় তাহলে ঐ এলাকাতে একটা বেশ ভাল রাস্তা হয় এবং দেশের মধ্যে সে সমস্ত আঁঘ টাঁঘ উৎপাদন হয়, শস্য উৎপাদন সে ভাল চালান দেয়ার পক্ষে সুবিধা হয়। আর একটা রাস্তা সুরুল গুলুঠিয়া রোড—এটা প্রাচীন রাস্তা। কুঠিয়াল সাহেবেরা এই রাস্তা তৈরী করেছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা মেরামত হয় নি। এই রাস্তাটা বিশেষ প্রয়োজন। বীরভূম জেলার ভেতবে যে শিউড়ী—কাটোয়া রোড তৈরী হচ্ছে—সেটা খুব ধীরে ধীরে হচ্ছে এবং লাভপুরের নিকট লাগহাটাঘাটে কুয়ে নদীর উপর সাঁকো এখনও পর্যন্ত হয় নি। এই সাঁকো না হলে এই রাস্তাটায় কোন সার্থকতা থাকবে না। সেজন্য এই সাঁকোটা অতি সত্বর নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। এটার দিকে আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর কিরনাহার হতে বোলপুর রোডের প্রথম য়্যালাইনমেণ্ট আজ পর্যন্ত হয় নি। বাববার এ সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে কিন্তু য়্যালাইনমেণ্ট এখনও পর্যন্ত হয় নি। এই রাস্তায় বাস সার্ভিস যাচ্ছে, এটা সামান্য একটু প্রস্তুত হলে আরো এক মাইল দূরে বাস যেতে পারে। সেজন্য যাতে প্রথম য়্যালাইনমেণ্ট হয় এবং যাতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোকেরা সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারে তার জন্য তাড়াতাড়ি য়্যালাইনমেণ্টের কাজটা যাতে শেষ হয় সে বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর কিরনাহায় সাতশায়ায় বজায় থেকে রামঘাটী ঘাট পর্যন্ত রাস্তাটাকে যদি নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে ঐ এলাকায় প্রায় এক লক্ষ লোকের পক্ষে সুবিধা হয়, কারণ ঐ এলাকাটা বর্ষাকালে প্রায় ৬/৭ মাস যাবৎ সমস্ত শহর গঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। আমি এদিকে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করাছ। আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো—ভদ্রপুরে মহারাজ নন্দকুমারের যে বাড়ী আছে নলহাটী থানায় বীরভূম জেলার সেই বাড়ীটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সেই বাড়ীটা যাতে সংরক্ষিত হয় সেদিকে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর কিরনাহারে বৈষ্ণবকার চণ্ডীদাসের সমাধিমণ্ডপ আছে। সেই সমাধিমণ্ডপটি ভারত সরকার কি বাংলা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয়। এই সমাধিমণ্ডপটা বাংলা সরকার কর্তৃক যাতে সংরক্ষিত হয় সে বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[10-40—10-50 a.m.]

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার উত্থাপিত দুটো দাবীর উপর যে বিতর্কের অবতারনা করা হয়েছে তা আমি গভীর অভিনিবেশসহকারে শুনেছি। অনেক সদস্য আমরা গ্রামে বহু

রাস্তা উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করতে পারিনে বলে অভিযোগ করেছেন। এসম্পর্কে আরো অধিক অর্থ ব্যয় এবং অনেক রাস্তা আমাদের নেয়া প্রয়োজন ইত্যাদি কথা বলেছেন। কি জন্য আমরা বাংলাদেশের সব রাস্তা, গ্রামের সব রাস্তা নিতে পারিনি আমার পূর্ববর্তী ভাষণে তা স্পষ্ট করে প্রকাশিত হয়েছে। মাননীয় নিরঞ্জন সেন মহাশয় পুরাতন রাস্তাগুলি উন্নয়নের জন্য আমরা কি করছি সে কথা তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংরক্ষাধীনে যে সকল রাস্তা আছে সেগুলিকে যথাযথ রক্ষা করা এবং উন্নয়ন করার দিকে আমরা যথেষ্ট সচেতন আছি। তাঁর অবগতির জন্য আমি জানাই কোলকাতা থেকে যেসব রাস্তা গেছে—যশোহর রোড, ডায়মণ্ড-হারবার রোড, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, প্রত্যেকটা রাস্তায় সম্প্রসারিত করা হচ্ছে, রাস্তাগুলোকে চওড়া করে তোলা হচ্ছে। এখন যাঁরা সেই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করেন তাঁদের চোখে নিশ্চয় পড়বে।

যেমন যেমন আমরা অর্থসংস্থান করতে পারছি, তেমনি সেই রাস্তাগুলিও আমরা সম্প্রসারিত করবার জন্য সচেষ্ট আছি। একথা পূর্বেও বলেছি- যে পুরাতন ধরনের রাস্তা আজকে অচল।। এত যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে গেছে যে সরু রাস্তা আজ রক্ষা করা কঠিন। সেই রাস্তাগুলো ক্রমশঃ চওড়া করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অর্থসংস্থানের সাথে সাথে আমরা ও এদিকে এগিয়েছি। আমাদের এক মাননীয় সদস্য মহাশয় বলেছিলেন যে পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে যদি আমরা এই রাস্তার পরিকল্পনা গ্রহণ করি, তাহলে ভাল হয়। আমি সদস্যগণের অবগতির জন্য বলছি—দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ডিষ্ট্রিক্ট ডেভালপমেণ্ট কাউন্সিল-এর পরামর্শ আমরা গ্রহণ করেছিলাম এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও এই ডিষ্ট্রিক্ট ডেভালপমেণ্ট কাউন্সিল-এর পরামর্শ গ্রহণ করেছি। এই জেলা ডেভালপমেণ্ট কাউন্সিলে মাননীয় সদস্যবর্গও আছেন। সেই জেলা ডেভালপমেণ্ট কাউন্সিলে তাঁরা বলতে পারেন কোন্ কোন্ রাস্তার উন্নয়নের জন্য কোন্ কোন্ রাস্তা পরিকল্পনার মধ্যে নেওয়া প্রয়োজন। মাননীয় দাশরথি মহাশয় বলেছেন যে, বর্ধমান জেলা ডেভালপমেণ্ট কাউন্সিল যে সুপারিশ করে ছিলেন তা আমরা গ্রহণ করিনি, যে রাস্তার উপর প্রাইয়োরিটি তাঁরা দিয়েছিলেন, তা নেইনি, একথা সত্য নয়। আমি তাঁর কাট্ মোশান দেখে এ সম্বন্ধে খোঁজ করেছিলাম। আমি নিঃসন্দেহ যে বর্ধমান ডেভালপমেণ্ট কাউন্সিল যে রাস্তাগুলি গ্রহণ করবার জন্য প্রাইয়োরিটি দিয়েছিলেন, সেগুলিকে আমরা নেইনি—একথা সত্য নয়। আহারবেলমা-পাহালামপুর রাস্তা সুরু হয়ে গেছে। আরাম রাস্তা রাস্তা এই তো এত দিনে শেষ হয়ে গেছে। একথা সত্য যে দু'-দুবার বন্যায় সে রাস্তার অনেকাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। তার কারণ তিনি জানেন সেই রাস্তার দু'দিকে দুটি নদী আছে এবং বন্যার সময় সমস্ত অঞ্চল জলে ডুবেছিল, ঐ রাস্তাও জলে ডুবেছিল। কাজেই পীচ দেওয়া রাস্তার উপর দশ-পনের দিন জল দাঁড়িয়ে থাকলে পর আর সেখানে ঐ পাথর না পীচ থাকতে পারে না। সেই জন্য সরকারী কর্মচারীদের আমি দোষ দিতে পারি না।

তারপর খণ্ডকোষ থানার কথা বলেছেন। এই খণ্ডকোষ থানা দামোদর এরিয়ায়। এখানে রাস্তা তৈরী খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ঐ খণ্ডকোষ রাস্তাটার অ্যালাইনমেণ্ট কোন্খান দিয়ে হবে তার জন্য ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট-এর সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছিল। আমি তাঁকে জানাই,—পুরাতন রাস্তা ধরে আমাদের নূতন রাস্তা তৈরী হয়েছে।

তারপর এগরা-রামনগর রোডের কথা তুলেছেন যে, সেটা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্থান পায়নি। এই রাস্তা সম্পর্কে আমি ভেবেছিলাম টুরিষ্ট ডেভালপমেণ্ট ফাণ্ড থেকে ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে ওটা গড়ে তুলবো। কিন্তু ভারত সরকার টুরিষ্ট ফাণ্ড থেকে এই রাস্তার জন্য অর্থ সাহায্য দিতে অস্বীকার করায় এই রাস্তাটা হয় নাই। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই রাস্তাটা গ্রহণের জন্য বিবেচনাধীন আছে।

তারপর ঐ বর্ধমান সদরঘাট পুলের কথা তিনি তুলেছিলেন। এই পুল সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে বলেছি তার জন্য কত অর্থের প্রয়োজন হতে পারে তার এষ্টিমেট যা চাওয়া হয়েছিল, তাতে দেখছি ৬৫ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। এই পুলটি কত লম্বা করা হবে, এই নদীতে

সদরঘাট দিয়ে কি পরিমাণ জল বয়ে যাবে, এখন যখন দামোদরের উপরে ড্যাম করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমরা তথ্যানুসন্ধান করছি। যথাসাধ্য কম খরচে এই পুলটি নির্মাণ করা সম্ভব কিনা —এদিকেও দেখছি- এই সম্পর্কে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করা হচ্ছে। তিল-পাড়া এবং অন্যান্য জায়গায় টোলের কথাও বলেছেন। সদস্যবর্গ জানেন যে আমেরিকার মত ধনীশ্রেষ্ঠ দেশেও সেতুগুলির উপর টোল আছে। টোল সরকারী রেভেনিউ আদায়ের একটা সোর্স। তা সত্ত্বেও আমরা পশ্চিম বাংলার গ্রামগুলিতে যে সমস্ত পুল আছে, তার উপর যে টোল আছে এটা তুলে দেওয়া সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে, এটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

রাস্তা বাজার পর্যন্ত প্রসার করার কথা তিনি তুলেছেন। এই রাস্তাটি বাজার পর্যন্ত প্রসারিত করা হবে। উচালন একলাকী রাস্তার কথা তোলা হয়েছে। ঐ রাস্তাটি দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে আমার উত্থাপিত দাবী দুটির অন্তর্গত নয়। এই দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়েটি রোড ডেভেলপ্‌মেন্ট ডিরেক্টরেট থেকে করা হচ্ছে। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন নামে যে স্টেটুটরি বডি আছে, তাঁরা করতে চাচ্ছেন, এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সদস্যবৃন্দ নিশ্চয়ই এক মত হবেন। এটার প্রয়োজনীয়তা যে খুব বেশী, তা অস্বীকার করা যায় না। বালি ব্রিজ টোল তোলার কথা ঠিক হয়েছিল। বালি ব্রিজ-এর টোল তোলার কথা আমি বিবেচনা করছিলাম। কিন্তু টালা ব্রিজ আমরা অতি শীঘ্রই ভেঙ্গে ফেলছি বলে. টালা ব্রিজ আর সেখানে থাকবে না। সুতরাং নূতন ব্রিজ নির্মাণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই রস্তা দিয়ে অধিকাংশ গাড়ি যাতায়াত করতে দিতে পারি না। এই জন্য বিবেকানন্দ ব্রিজের উপর টোল তোলা হবে না বলে আপাত স্থির করা হয়েছে।

মাননীয় সদস্য চিত্ত বোস মহাশয় ওয়ার্কস্‌ এণ্ড কনটিজেণ্ট স্টাফদের প্রতি খুব দরদ দেখিয়েছেন। তিনি এঁদের নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে খেলাতে না গেলে, বেশী দরদ দেখান হবে। ওয়ার্কচার্জ স্টাফ সাধারণতঃ নিযুক্ত হয় সাময়িক প্রয়োজনে কোন বাঁধ বা ব্রিজ নির্মাণের জন্য। এখনকার মত প্রয়োজন অনুযায়ী ওয়ার্কচার্জ স্টাফ নিযুক্ত হয়। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার প্রয়োজন মত তাঁদের নিযুক্ত করেন এবং তাদের বেতন দেওয়া হয় বাঁধ নির্মাণের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা থাকে, তার থেকে। এরা সরকারের পারমানেণ্ট স্টাফ নয়। তা সত্ত্বেও যাদের ওয়ার্কচার্জ স্টাফ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়, তাদের চাকরীতে রাখবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি এবং এই ভাবে আমরা ক্রমশঃ তাদের চাকরীতে চালিয়ে নিয়ে যাই। অল্প কয়েক বছর হল, মাননীয় সদস্যবৃন্দ জানেন, এই ভাবে দশ বছর পর্যন্ত যারা কাজ করে আসছেন, তাদের শতকরা ৭০ জনকে পারমানেণ্ট করতে পেরে সুখী হয়েছি। হয়ত কারও কারও নাম বাদ পড়ে গিয়েছে, তাদের নামও খোঁজ করা হচ্ছে,, তাদের খাতাপত্র ঠিক করা হচ্ছে। যারা স্ট্রাইকে জয়েন করেছিল তাদের পেন্‌সন, এক্সগ্রাসিয়া পেন্‌সন ইত্যাদি দেবার কথা তিনি বলেছেন। তাদের এই স্ট্রাইক-এ জয়েন করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছিল। হাইকোর্ট পর্যন্ত তাদের স্ট্রাইক-এ জয়েন করা সমর্থন করেননি। অবশ্য হাইকোর্ট একটা টেক্‌নিক্যাল গ্রাউণ্ড-এ মন্তব্য করেন। আমরা যে শাস্তি দিয়েছিলাম, তারজন্য কত টাকা জরিমানা করবো, এটা আমরা বলিনি বলে. এই সামান্য কারণে, বিচারক যাঁরা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন, তাঁরা তাদের পক্ষে রায় দেন। পেন্‌সন, গ্রাচুয়েটি, যারা ওয়ার্কচার্জ স্ট্রাফও সাময়িক ভাবে নিযুক্ত আছেন, তাঁদেরও দেওয়া হচ্ছে। এবং পেন্‌সন তাঁরা পাবেন পারমানেন্ট স্ট্রাফ যা পায় তার চেয়ে সাড়ে বার পারসেণ্ট কম। ইনক্রিমেণ্ট দেওয়া সকলকে হয়েছে। উনি যে বলেছেন ইনক্রিমেণ্ট দেওয়া হয় নি। একথা সত্য নয়। তবে যদি এ রকম কোন কেস থাকে, আমার কাছে অনুগ্রহ করে উপস্থাপিত করবেন, আমি নিশ্চয় দেখবো।

ডায়না নদীর পুলের কথা তুলেছেন। ঐখানে একটা পুল নির্মাণ করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং এর জন্য যে খরচ হবে, তার এষ্টিমেট ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছি। মোল্লারপুর বাজারের রাস্তার কথা তুলেছেন। মোল্লারপুরে বাজারের রাস্তা অত্যন্ত সরু থাকায় তার পাশ দিয়ে আমাদের রাস্তা নিয়ে যেতে হয়েছে, তা সত্ত্বেও যে অংশ মোল্লারপুর

বাজারের মধ্য দিয়ে আছে, তার উন্নতি করবার জন্য আমি সচেষ্ট, যতশীঘ্র পারা যায় আমি সেটা ঠিক করে দেবো।

[10-50—11 p.m.]

মল্লারপুর হাইওয়েজের অসমাপ্তির কথা তোলা হয়েছে। অসমাপ্ত আছে তার কারণ হচ্ছে যে সমস্ত জায়গা দিয়ে রাস্তা যাবে তার জমি নিয়ে বিবাদ ছিল এবং জমি আমরা কিছুতেই পাচ্ছিলাম না। অল্পদিন হল জমি পেয়েছি। রাস্তার কার্য দ্রুত আরম্ভ হচ্ছে। গাজোল ইটাহার রাস্তার কথা তুলেছেন। এটা ন্যাশানল হাইওয়েজের অন্তর্গত। ভারত সরকারের যে অর্থ মঞ্জুরীর কথা তা মঞ্জুরী হয়নি, ফলে কাজ এগুতে পারে না। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ন্যাশানল হাইওয়েজগুলির উন্নয়নের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ আমরা পাইনি এবং যে অর্থ প্রথমে দিতে হবে বলে ঠিক হয়েছিল তার চেয়ে কম অর্থ পাওয়ায় এই রাস্তার পূর্ব কার্য সমাপ্ত হতে পারেনি। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাই যে এই রাস্তায় ৫টি সেতু নির্মাণের কথা, এস্টিমেট ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছি কিন্তু এখনও মঞ্জুরী পাইনি। হয়ত অর্থাভাবে মঞ্জুরী দিতে বিলম্ব করছেন। বর্দ্ধমান সদর ঘাটের কথা আমি বলেছি। মালদা সদর ঘাটের কথা উঠেনি। মহারাজ নন্দকুমারের স্মৃতি রক্ষার কথা একজন বলেছেন। এসম্বন্ধে আমরা চেষ্টা করছি। মুণ্ডেশ্বরীর কথা একজন বলেছেন। মুণ্ডেশ্বরীতে সেতু নির্মানের জন্য পরিকল্পনা ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে মঞ্জুরীর জন্য। তোর্ষা ব্রীজের কথা বলা হয়েছে। সেখানে রেলওয়ে ব্রীজ আছে তারই সন্নিকটে একটা সেতু নির্মাণ করা স্থির হয়েছে, ভারত সরকার প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে, ডিটেল্ড এস্টিমেট-এর কাজ শেষ হয়ে গেলে তোর্ষার উপর কাজ আরম্ভ হবে।

Shri Bhadra Bahadur Hamal:

আমি জানতেচাই মিড়িকপানীঘাটা ঘুম রোডের সম্বন্ধে।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

মিড়িক থেকে রাস্তাটা এনে কার্শিয়াং থেকে মাটি ঘাটা রাস্তাটা ঘুরিয়ে দেব, পানীঘাটা পর্যন্ত এটা যাবে না। এইকটি কথা বলেই আমি যে সকল ছাঁটাই প্রস্তাব আছে তার বিরোধিতা করছি।

Shri Radhanath Chattoraj:

লাভপুরের কাছে সিউরী—কাটোয়া রাস্তায় ব্রীজ হয়নি।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

এ সম্পর্কে তদন্ত করবো।

Mr. Speaker: I now take Demand for Grant No. 35. Division is wanted on cut motion No. 52. I put all the other cut motions to vote.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Das that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Mangru Bhagat that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Majumdar that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hahal that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Mihir Lal Chatterjee that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhubon Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Gasu that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Provash Roy that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukherjee that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Deben Sen that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shaikh Abdulla Farooquie that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Renupaad Halder that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Majhi that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The mation of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 4,80,21,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

NOES—96

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar

Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shakila Khatun, Shrimati
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Wangdi, Shri Tenzing

AYES—45

Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Natendra Nath
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath

Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 45 and the Noes 96 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta that a sum of Rs. 4,80,21,000 be granted for expenditure under Grant No. 35, Major Head "50-Civil Works" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I shall now put all the cut motions on Grant No. 47 to vote.

(All the cut motions were then put en bloc to vote and lost.)

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 9,46,42,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 9,46,42,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta that a sum of Rs. 9,46,42,000 be granted for expenditure under Grant No. 47, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 27.

Major Heads: 43-Industries-Industries, etc.

[11—11-10 a.m.]

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 2,21,38,000 be granted for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account".

DEMAND FOR GRANT NO. 28.

Major Heads: 43-Industries-Cottage Industries, etc.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 2,90,38,000 be granted for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries—72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries"....

আমার পূর্ববর্তী বৎসরের বাজেট-বক্তৃতায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প-নীতি সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। এখানে সে সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি না ক'রে শুধু এইকথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, শিল্প-উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের "ইন্ডাস্ট্রীজ (রেগুলেসন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) অ্যাক্ট" অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নীতি অনুসারে বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্প ভারত-সরকারের আয়ত্তাধীন। রাজ্যসরকারের কর্মক্ষেত্র বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্প উন্নয়ন বিষয়ে

বিশেষ সীমাবদ্ধ। তা সত্ত্বেও রাজ্যসরকার নতুন শিল্প স্থাপনের এবং বর্তমান শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণের জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা করছেন।

আলোচ্য বৎসরে আমাদের ব্যয়-বরাদ্দ ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে এই খাতে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আমরা ক্রমশই নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমান শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণের দিকে মনোযোগ দিয়েছি। এর ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র ও মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্প ও বাণিজ্য খাতে (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমেত) আমাদের বরাদ্দ ১৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইহা ছিল ১০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। এই বর্ধিত বরাদ্দ নিশ্চয়ই আমাদের শিল্প-উন্নয়নে সহয়াতা করবে। ইহা ছাড়াও আমরা যদি অন্যান্য বিভাগ যে সমস্ত শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা (স্কীম) গ্রহণ করেছেন বা করবেন এবং তার জন্য যে বরাদ্দ মঞ্জর করেছেন তা বিবেচনা করি, তা হলে রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের যাতে আমাদের সামগ্রিক বরাদ্দ যে খুব স্বল্প, তা বলা যায় না।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ভারত-সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব এ রাজ্যে শিল্প-উন্নয়নের অগ্রগতির ধারা বোঝাতে গেলে স্বতন্ত্রভাবে ভারত-সরকারের প্রচেষ্টা, আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা এবং আমাদের ও ভারত-সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টার কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

ইহা খুবই উল্লেখযোগ্য যে, এ যাবৎ আমরা প্রায় ১,০০০ লাইসেন্স নানা রকম শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রদান করেছি। গত বৎসরের (১৯৫৯-৬০) শেষ পর্যন্ত এর সংখ্যা ছিল ৭০০। এই শিল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি, মৃৎশিল্প, প্লাইউড, রবার, সাইকেল অংশবিশেষ। নিয়ন্ত্রিত কাঁচামাল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছে এবং বিদেশ হ'তে সরঞ্জাম ইত্যাদি আমদানি করার জন্য অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

১৯৬০ সনে ৪১৮টি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের মূলধন ৬২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। পূর্ব বৎসরে অনুরূপ সংস্থার সংখ্যা ছিল ৩৮৭টি এবং তাহাদের মূল্যধন ছিল ২১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা।

সদস্যগণ অবশ্যই জানেন যে, দুর্গাপুর অঞ্চলটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় একটি শিল্প-উপনিবেশে রূপায়িত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ইস্পাত কারখানা এবং রাজ্যসরকারের কোক-চুল্লী ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোক-চুল্লীটি দ্বিগুণ করা হচ্ছে। ৩০০ টন উৎপাদনসক্ষম একটি অক্ষি-কাঁচের (Ophthalmic) কারখানা এই দুর্গাপুরে স্থাপন করা স্থির হয়েছে। একটি সার-উৎপাদন কারখানাও এইখানে প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া খনি-বিষয়ক যন্ত্রপাতির (Mining Machinery) কারখানাও এই এলাকায় স্থাপিত হচ্ছে। দুর্গাপুর কোক-চুল্লী হ'তে উৎপাদিত গ্যাস কলিকাতা ও শহরতলিতে সরবরাহের ব্যবস্থা ১৯৬১-৬২ সনের শেষের দিকে সম্পূর্ণ করা হবে। উপরি-উক্ত পরিকল্পনাগুলি চালু হ'লে বাঙলার শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে ও বেকার-সমস্যার সমাধান ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হবে। দুর্গাপুর ছাড়াও হাওড়ার দাশনগরে আরও একটি শিল্প-উপনিবেশ গ'ড়ে তোলা হচ্ছে। এই এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকার "একটি প্রোটোটাইপ মেশিনটুলস্ ফ্যাক্টরী" জাপানী সহযোগিতায় স্থাপন করছেন। ১৯৬২-৬৩ সনের মধ্যেই এটি চালু হবে আশা করা যায়। কারিগরি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করছেন। রাজ্যসরকার-প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। রাজ্যসরকার এই অঞ্চলে একটি বৃহৎ শিল্প-এস্টেটও স্থাপন করছেন।

উপরি-উক্ত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও রাজ্যসরকার কল্যাণীতে একটি সুতাকল স্থাপন করেছেন। এটি ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। এই মাসের মধ্যেই উৎপাদন আশা করা যাচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজ্যসরকার আরও দু'টি সুতাকল স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই দু'টি সুতাকলের মধ্যে একটি সমবায়

নীতি অনুযায়ী চালিত হবে এবং অপরটি কল্যাণী সুতাকলের মত লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে কাজ করবে।

কাঁথি সমুদ্র উপকূলে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী এবং গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি লবণ উৎপাদন করছেন। লবণশিল্পের উন্নতির জন্য রাজ্যসরকার উহাদের বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানটিকে (বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি) মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে ১,২০০ একর অতিরিক্ত জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানিকেও প্রায় ২০০ একর অতিরিক্ত জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। লবণ উৎপাদনের উপযোগী প্রায় ৬,০০০ একর জমি যা বর্তমানে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে তাকে কার্যকরী করার জন্য একটি বৃহৎ লবণশিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করার বিষয় রাজ্যসরকারের বিবেচনাধীন। ভারত-সরকার এই বিষয়ে একটি পরিকল্পনা রাজ্য-সরকারের সহিত আলোচনা ক'রে তৈরি করছেন।

আহ্মদপুরের বেসরকারী চিনির কারখানাটি চালু হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্যে পরিপুষ্ট।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মালদহে একটি বয়নজাত রেশমের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেসমস্ত বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেছে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেসমস্ত শিল্প স্থাপিত হবে তাদের পরিচালনার জন্য কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন। ঐসমস্ত সংস্থার চাহিদা মেটাবার জন্য শ্রীরামপুরে ও বহরমপুরে প্রতিষ্ঠিত "টেক্সটাইল কলেজ" দুটিকে ও ট্যানিং ইনস্টিটিউটকে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। সেরামিক ইনস্টিটিউটটিকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনুরূপভাবে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪টি নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও আটটি সম-পর্যায়ের শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কেন্দ্রগুলিতে আসন-সংখ্যা ছিল ৩,৬০০। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও ৩,০০০ আসন প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্ন বেসরকারী ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭০০ আসন শিক্ষানবিসীদের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও ৩,০০০ আসন প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্ন বেসরকারী ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭০০ আসন শিক্ষানবিসীদের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও ৩,০০০ শিক্ষার্থীর আসন প্রবর্তিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষানবিসী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি 'বিল' শীঘ্রই কেন্দ্রীয় আইন সংসদে উপস্থাপিত করা হবে। এই 'বিল' অনুমোদিত হ'লে ৩,০০০ আসন সংগ্রহ করার কোন বিঘ্ন ঘটবে না। ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুলের আদর্শে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে যেখানে শিক্ষানবিসীরা তত্ত্বীয় শিক্ষার (Theoretical Training) সুযোগ পাবেন। শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের তত্ত্বীয় শিক্ষার জন্য নৈশ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ৩০০ ব্যক্তি বর্তমানে শিক্ষাগ্রহণ করছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও ১,০০০ ব্যক্তি উক্ত ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

কলিকাতায় এবং কাঁচরাপাড়ায় দুটি বৃহৎ বেসরকারী কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ দুটি বিদ্যালয়কে সরকার যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেন। অন্যান্য বেসরকারী ছোটখাট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও যথাযথভাবে অর্থসাহায্য করা হয়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফাইন্যানসিয়াল কর্পোরেশন বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলিকে এ বাবৎ প্রায় ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ঋণদান করেছেন।

খনি এবং খনিজ দ্রব্য অধিকার (Directorate) পশ্চিমবঙ্গে খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে খননকার্য আরম্ভ করেছেন। এ ছাড়াও রাজস্ব ও করের হার বৃদ্ধি ও

আদায়ের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। এই অধিকার উন্নত ধরনের কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানের জন্য নতুন নতুন অঞ্চলে পরীক্ষামূলক কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কয়লাখনি সরকারী ব্যয়ে চালাবার জন্য এবং ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য ৮০,৮৭,০০০ টাকা বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে। ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানি এখন সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে। উক্ত কোম্পানি সরকারের আয়ত্তে আসার পর গ্যাস সরবরাহের যথেষ্ট উন্নতি ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ইউ-কুইনাইনের আমদানি বন্ধ করার ফলে দেশের বর্ধিত চাহিদা মেটাবার জন্যে মংপু কুইনাইন কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ৩,০০০ পাউণ্ড থেকে ৫,০০০ পাউণ্ডে উন্নীত করা হচ্ছে। এর ফলে বেশ-কিছু বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো সম্ভব হবে।

ইতিমধ্যে 'ইপিকাকেরও চাষ বৃদিধ পেয়েছে এবং অদূরভবিষ্যতে বার্ষিক ৪০,০০০ পাউণ্ড উৎপাদনের লক্ষ্যে পেঁছুতে পারব ব'লে আশা করি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অন্যান্য কয়েকটি ভেষজ উদ্ভিদেরও (Atropa Aouminata, Atropa Belladonas, Camphor yielding Tulsi) পরিক্ষামূলক চাষ মোটামুটি সফল হয়েছে।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বড় এলাচ, কফি ও টুং (Tung) প্রভৃতির চাষ তৃতীয় যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

[11-10—11-20 a.m.]

দ্বিতীয় যোজনায় আমাদের রূপায়িত কার্যসূচি এবং তৃতীয় যোজনার মোটামুটি চিত্র আমি সদস্যদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছি। আমাদের কৃতিত্ব অসাধারণ—এ দাবি আমরা করি না, তবে একথা অবশ্যই জোর দিয়ে বলতে কুণ্ঠিত নই যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যসূচি আমরা বহুলাংশে রূপদান করতে সমর্থ হয়েছি। আমি আরও আশা করি যে, মাননীয় সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচিরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সুষ্ঠু রূপদান করতে সমর্থ হব।

বহুলোকের জীবিকা উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা আছে ব'লে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতি বছরই সরকারের উত্তরোত্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই রাজ্যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য ৩৬,০০,০০০ (ছত্রিশ লক্ষ) টাকা ও অন্যান্য শিল্পের জন্য ৭৯,০০,০০০ (ঊনআশি লক্ষ) টাকার কিছু বেশি খরচ হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথম চার বছরেই ৫,৫৫,৪৯,০০০ (পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন বাবত খরচ হয়েছে এবং বর্তমান বৎসরে এই বাবত খরচ হবে আনুমানিক ২,৫২,৮৫,০০০ (দুই কোটি বাহান্ন লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা। অতএব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে আনুমানিক ৮,০৮,৩৪,০০০ (আট কোটি আট লক্ষ চৌত্রিশ হাজার) টাকা—তার মধ্যে ৬,২৭,৩৮,০০০ (ছয় কোটি সাতাশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার) টাকা খরচ হবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত কর্মসূচির জন্য, আর বাকি ১,৮০,৯৬,০০০ (এক কোটি আশি লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা খরচ হবে রাজ্য শিল্প-অধিকারের চলতি কার্যসূচির জন্য।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচিতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ৭,৭৪,২৯,০০০ (সাত কোটি চুয়াত্তর লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার) টাকা। অতএব দেখা যায় যে, উক্ত পরিকল্পনা-সূচির বরাদ্দ টাকার প্রায় শতকরা ঊনিশ ভাগ খরচ করা সম্ভব হবে না। এর প্রধান কারণ ভূমি সংগ্রহ আইনের সাহায্যে (Land Acquisition Act) জমি সংগ্রহ করতে বিলম্ব, বাড়িঘর তৈরির কাজে বিলম্ব, কারিগরি কাজে দক্ষ প্রার্থীর অভাব এবং ইম্‌পোর্ট লাইসেন্স সংগ্রহ ক'রে যন্ত্রপাতি ক্রয় ব্যাপারে সময়ক্ষেপ। এই রাজ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসারের প্রধান বাধাগুলির অন্যতম হচ্ছে, উপযুক্ত জামিনের অভাবে ঋণ-

সংগ্রহের অসুবিধে, বিপণনের সমস্যা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মাধ্যমে এই বাধাগুলি অপসারণের জন্যে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনায় পল্লী-অঞ্চলকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইসব অসুবিধা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নের কাজ এই রাজ্যে মোটের উপর সন্তোষজনক হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আমি মাননীয় সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

পাঁচ বছর আগে এই রাজ্যে ৬৮,০০০ তাঁতী সমবায় সমিতি মাধ্যমে কাজ করত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় তাঁতীর সংখ্যা হ'ল ৮০,০০০। পশ্চিমবঙ্গে তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন ১৯৫৫ সালে ১০ কোটি গজ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৯ কোটি গজে দাঁড়িয়েছে। তাঁতের সংখ্যা বেড়েছে, ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার।

১৯৫৮-৫৯ সালের শেষভাগে এই রাজ্যের জন্য ৭৫০টি বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের মঞ্জুরি পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৫০টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৭০০টি তাঁত বসানো হয়েছে। বাকি ৫০টি তাঁত বসানোর কাজ সত্বরই শেষ হবে। ভারত-সরকারের কাছে দ্বিতীয় কিস্তিতে আরও ৮৫৫টি তাঁতের জন্য মঞ্জুরি চাওয়া হয়েছে।

গুটিপোকার চাষ ও রেশম শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গে কাঁচা রেশমের উৎপাদন ছিল মাত্র ৩ লক্ষ পাউন্ড। বর্তমানে উৎপাদন প্রায় ৫ লক্ষ পাউন্ডে উঠেছে।

বেলেঘাটায় বেঙ্গল সেরামিক ইনস্টিটিউট্ (Bengal Ceramic Institute) প্রাঙ্গণে একটি টানেল কিল্‌ন্ (Tunnel Kiln) বসানো হয়েছে। তা ছাড়া বিবিধ আধুনিক যন্ত্রপাতিও ঐ কেন্দ্রে এবং বেলঘরিয়ার এ কে সরকার ইণ্ডাস্ট্রিজ কেন্দ্রে বসানো হয়েছে। এর দ্বারা তৈরি মাটির (Processed clay) উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় শিল্পীদের মাটির (Processed clay) চাহিদা অনেকটা মেটানো সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা মাধ্যমে রাজ্যের কারুশিল্পের উন্নতির জন্য প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন কারুশিল্পে শিক্ষণ ব্যবস্থা, উন্নততর নকশা প্রচার, কাঁচামাল সরবরাহ, কারুশিল্পীদের সমবায় সমিতি স্থাপন, ঋণদান প্রভৃতি দ্বারা শিল্পীদের উৎসাহ বৃদ্ধি ও সহায়তা করা হচ্ছে। সরকারী বিপণন কেন্দ্রগুলি থেকে কারুশিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থাও হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নানাবিধ ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্যের বিপণন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলকাতায় ৭।১নং লিণ্ডসে স্ট্রীটে একটি নতুন সরকারী বিপণন কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

নারিকেল ছোবড়া শিল্পে স্থানীয় লোকদের শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্য তিনটি সরকারী শিক্ষণকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের সমবায় সমিতি গড়তে সাহায্য করা হচ্ছে। ভারত-সরকার নিয়োজিত 'কয়ার বোর্ড' (Coir Board) উলুবেরিয়ায় একটি নারিকেল ছোবড়ার শাখা গবেষণাগার স্থাপন করেছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারিকেল ছোবড়া নিষ্কাশন থেকে শুরু ক'রে তৈরি জিনিস বিক্রি পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ স্কীম চালু করা হবে।

লাক্ষাচাষীদের সাহায্যের জন্য ইতিমধ্যে পুরুলিয়ায় পাঁচটি এবং বাঁকুড়ায় তিনটি সরকারী লাক্ষাবীজ সরবরাহ ফার্ম (Brood Lac farm) স্থাপন করা হয়েছে। তা ছাড়া লাক্ষাশিল্পের উন্নতির জন্য পুরুলিয়ায় একটি লাক্ষা পরীক্ষণাগার (Test House) স্থাপিত হয়েছে এবং উন্নত ধরনের লাক্ষাশিল্পজাত দ্রব্য তৈরি ও প্রচারের জন্য একটি সরকারী কেন্দ্র খোলা হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার টুলিনে একটি Service Co-operative স্থাপন করা হয়েছে—এতে উন্নত ধরনের লাক্ষাজাত দ্রব্য তৈরির সহায়তা হবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লাক্ষার চাষ ও লাক্ষাশিল্পের উন্নয়নের কাজ প্রসারণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বারুইপুরে একটি ছোট ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেট সম্পূর্ণভাবে চালু হয়েছে। কল্যাণীতে একটি বড় এবং শক্তিগড়ে একটি ছোট এস্টেট তৈরির কাজও শীঘ্রই শেষ হবে আশা করা যাচ্ছে। এ ছাড়া হাওড়াতে একটি বড় এবং শিলিগুড়িতে একটি ছোট এস্টেট তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছে। বারুইপুর ও কল্যাণী ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেটে প্রায় এক হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তা

ছাড়া হাবড়ার কাছে বৈগাছিতে একটি এস্টেট-এর কাজ আরম্ভ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং সেখানে শিল্প হলে ছোট এবং মাঝারির স্থান যথেষ্ট রয়েছে।

বারুইপুরে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি নির্মাণ কেন্দ্রের কাজ বর্তমানে সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। উক্ত কেন্দ্রে তৈরি দ্রব্যাদি এর মধ্যেই চিকিৎসকমণ্ডলীর ও স্বাস্থ্যবিভাগের উচ্চ প্রশংসা-লাভ করেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই কেন্দ্রের আরও উৎকর্ষসাধন করা হবে। হাওড়ায় আরেকটি সরকারী কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে অস্ত্রোপচারের টেবিল তৈরির কাজও শুরু হয়েছে। যে টেবিলগুলি তৈরি হয়েছে তা আমদানি-করা বিদেশী টেবিল থেকে কোন অংশে খারাপ নয়।

উৎকর্ষতা ও মান-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এ পর্যন্ত তালা, ছুরি, কাঁচি, রেশম, ছাপাশাড়ি, তাঁতের কাপড়, খেলনার জিনিস, গৃহনির্মাণের লোহার সরঞ্জাম, কালি, হাতির দাঁতের জিনিস, কাঁসা-পিতল, চামড়া ও বার্নিশ প্রভৃতি শিল্পদ্রব্য সম্পর্কিত কাজ আরম্ভ হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও বহুসংখ্যক জিনিসের উৎকর্ষতা ও মাননিয়ন্ত্রণের কাজ চালু হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার ঋণ দেওয়া হবে। শিল্পের ঋণদানের নিয়মাবলী আরও সহজ ও সরল করা হচ্ছে। শীঘ্রই এই সম্পর্কে একটি Amendment Bill উত্থাপন করা হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনের কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছিঃ

(ক) Bengal State Aid to Industries Act-এ শিল্পের (Industries) সংজ্ঞা (definition) পরিবর্তন ক'রে নতুন শিল্পসংস্থাগুলিকেও ঐ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(খ) ঋণদানের উর্ধ্বতন সীমা ২৫,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০,০০০ টাকা করা হবে।

(গ) ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণের উপর সুদের হার ক'রে শতকরা ৬।০ স্থলে ৪।০ করা হবে। যথাসময়ে পরিশোধ করলে ঐ সুদের হার শতকরা মাত্র ৩ টাকায় দাঁড়াবে।

(ঘ) শিল্পাধিকারিকের (Director of Industries) ঋণদানের ক্ষমতা ৫,০০০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা ও জেলা-শাসকদের ঋণদানের ক্ষমতা ২,৫০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে।

১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে যাবতীয় খাদি ও গ্রাম্য শিল্পের উন্নয়নের ভার ১৯৫৯ সালের ১৪ ধারা আইন অনুযায়ী গঠিত পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রাম্য শিল্প সংস্থার (West Bengal Khadi and Village Industries Board) উপর ন্যস্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের নানাবিধ সহায়তার জন্য West Bengal Small Industries Corporation নামে একটি সংস্থা শীঘ্রই স্থাপন করা হবে। এই সংস্থাটি ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনানুযায়ী রেজিস্ট্রি হবে। এই সংস্থা ক্রমে ক্রমে নিম্নোক্ত কার্যভার গ্রহণ করবেঃ

(১) ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও সরবরাহ করা;

(২) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা করা;

(৩) সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র পরিচালনা; এবং

(৪) শিল্প-এস্টেট পরিচালনা ও নতুন এস্টেট গঠন করা।

[11-20—11-30 a.m.]

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ হয়েছে ১১,১৬,৫০,০০০ (এগার কোটি যোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। প্রথম বছরে (১৯৬১-৬২) ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে আড়াই কোটি টাকা। ইহা আমার বর্তমান প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি অত্যাবশ্যক কর্মসূচীর সম্প্রসারণের প্রস্তাব ছাড়াও অনেকগুলি নতুন পরিকল্পনা রয়েছে। নতুন কর্মসূচীর কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি—

(ক) তাঁতীদের মোটা সুতার চাহিদা মেটাবার জন্য ২৫,০০০ টাকু (Spindle)-সমন্বিত একটি সমবায়ী সুতাকল স্থাপন করা হবে।

(খ) দুটি Mechanised Preparatory and Calendering Unit স্থাপন করা হবে।

(গ) তিনটি বড় শিল্প-এস্টেট স্থাপন করা হবে। তার মধ্যে একটি হবে কেবল চামড়া ও চর্মশিল্পের জন্য। তা ছাড়া পল্লী ও উপ-শহরাঞ্চলে আটটি ছোট শিল্প-এস্টেট স্থাপন করা হবে।

(ঘ) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় একটি মোটরগাড়ি মেরামতের কারখানা ও সাইকেল-রিকশা প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করা হবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীর বিবরণ মাননীয় সভাগণ হোয়াইট বুকে (White Book) পেয়ে থাকবেন।

স্পীকার মহাশয়, আমার যা বক্তব্য তা আমি সভার কাছে আলোচনার জন্য উপস্থিত করলাম। কাটমোশানের আলোচনান্তে আমার যা উত্তর দেবার তা দেব।

REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr. Speaker: I have to make an announcement. The Business Advisory Committee at its meeting held on the 16th March in my chamber considered the question of reallocation of time for the Bills and other business which will take effect from 23-3-61. The decision of the Committee is laid on the table.

Shri Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that the Fourth Report of the Business Advisory Committee presented this day, the 18th of March, 1961, be agreed to by the House

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO 27

Major Heads: 43 Industries-Industries, etc.

and

DEMAND FOR GRANT NO. 28

Major Heads: 43-Industries-Cottage Industries, etc

Mr. Speaker: All the cut motions are taken as moved.

Shrimati Labanya Prova Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs 100

Shri Bhadra Bahadur Hamal: Sir I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyamaprasanna Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-

Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchugopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Sankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1.

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Re. 1.

Shri Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Re. 1.

Shri Panchanan Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Re. 1.

Shri Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Re. 1.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Re. 1.

Shri Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,33,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28. Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-

Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyamaprasanna Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "-43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38.000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Pakray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-

Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "-43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72 Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "-43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-

Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchugopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced to Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced to Re. 1.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced to Re. 1.

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced to Re. 1.

Shri Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced to Re. 1.

Shrimati Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced to Re. 1.

Shri Hemanta Kumar Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads

"43-Industries-Cottage Industries-72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" be reduced to Re. 1.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ কথা জানালেন যে প্রায় নব যুগের সূত্রপাত হতে চলেছে। আমি শুধু গত ১০ বছর ধরে যেভাবে কাজ পরিচালনা করা হয়েছে তারই কয়েকটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই। পরিকল্পনার ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির জন্য যদি মূল্যায়ন করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই একথা স্বীকার্য যে অগ্রগতির লক্ষণ ব্যহত হতে আরম্ভ করেছে এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে পশ্চাৎগামীতা দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনা অনুযায়ী ভারী শিল্পের দিক থেকে দেখা যায় যে চিত্তরঞ্জনে একটা রেলওয়ে ইঞ্জিনের কারখানা, দুর্গাপুরে ইস্পাৎ কারখানা এবং রাজ্য সরকারের কোক চুল্লি কারখানাকে বাদ দিলে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজ আর অগ্রসর হয়নি। সাধারণভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আমাদের দেশের বিভিন্ন শিল্প থেকে যে জাতীয় আয় হয় তাতে ভারী, মাঝারী এবং ছোট শিল্পের ভূমিকা রয়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে আমাদের জাতীয় আয় হয় ১১৫০ কোটি টাকা এবং এগ্রিকালচার থেকে ৪২৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এই জাতীয় আয়ের মধ্যে পড়ে, লার্জ স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে ১৯৭ কোটি টাকা এবং স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে ৯৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়। প্রায় ৮·৩৩ পার্সেণ্ট ন্যাশান্যাল ইনকাম বাংলাদেশে জেনারেটেড হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ১৪টি পরিবার এই ছোট শিল্পের উপর নির্ভরশীল। বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম কর্মসূচী ছিল ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কল্যাণীতে ৩টি সূতাকল করা। একটি সূতাকল তাঁরা করেছেন এবং আর দুটি সূতাকল যেটা দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে শেষ হবার কথা ছিল সেই দুইটি সূতাকল মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তব্যে বোঝা যাচ্ছে যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে হয়ত সম্ভব হতে পারে। প্রথম সূতাকলের কাজ সবে শুরু হয়েছে এবং দুর্ভাগ্য ক্রমে একটা কোম্পানী গঠন করে তাদের হাতে প্রথম সূতাকলটিকে তুলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটা আমরা লক্ষ্য করছি যে সরকারী প্রচেষ্টায় যে শিল্প সৃষ্টি হবে সেই শিল্প এই রকমভাবে নতুন করে কোম্পানী করে প্রাইভেট সেকটরের হাতে তুলে দেবে।

এবং এ সত্ত্বেও এটা বুঝা দরকার যে এই পরিকল্পনা সফল হলে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যা প্রোডাকসন হবে এই সূতাকলগুলিতে তা বড় জোর ১৬·৫ মিলিয়ান পাউন্ড ইয়ার্ড অথচ আমাদের পশ্চিমবাংলায় কম পক্ষে প্রয়োজন ৪৭ মিলিয়ান পাউন্ডইয়ার্ড। সুতরাং যদি এই তিনটা সূতাকলের কাজ সুরু হয় তাহলে দেখা যাবে আমরা প্রায় ৩ ভাগের ১ ভাগ বাংলাদেশের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হব না। এই হচ্ছে এদিককার পরিস্থিতি। রাজ্যের অর্থনীতিতে মাঝারী, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় যেখানে ক্রমাগত এমপ্লয়মেণ্ট সংকুচিত হচ্ছে। আমি গোড়াতেই বলেছি যে শতকরা ১৪টা পরিবার এই সমস্ত ছোট শিল্পের উপর নির্ভরশীল এবং ১০ লক্ষাধিক লোক এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। স্মল-স্কেল ইন্ডাস্ট্রী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রী—হাওড়ার কথা অনেক ক্ষেত্রে অনেকবার আলোচিত হয়েছে, এখানে প্রায় ১০ হাজার লোক কাজ করে। ১৯৫২ সালে যে সার্ভে করেছিলেন তাতে দেখা যায় এই ইন্ডাস্ট্রীগুলিকে বাঁচাতে হলে, কমপক্ষে তার রিপ্লেসমেণ্ট ও মডার্নাইজেসনের জন্য ৩ কোটি টাকা দরকার—কিন্তু এই ৩ কোটি টাকা দরকার বলে স্বীকৃত হলেও সেদিকে আজ পর্যন্ত কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, না। শুধু তাই নয়, সেচ ও প্ল্যান প্রভিসনে রাজ্যের যে ৭২ লক্ষ টাকা, আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে এই সমস্ত টাকাটা পর্যন্তও তাঁরা খরচ করে উঠতে পারেন নি। তাঁরা খরচ করেছেন মাত্র ৩৮ লক্ষ টাকার মত, প্রায় অর্দ্দেক, অথচ তার আশেপাশে যে সমস্ত ছোট মাঝারী শিল্প রয়েছে যারা সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করছে তারা

কোথায় যাচ্ছে। সেচে ও প্ল্যান প্রভিসনের মধ্যে ইন্ডাস্ট্রীতে ছিল ৭ কোটি ৭০ লক্ষ ৫ হাজার টাকা, তারা স্পেণ্ড করেছিলেন ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। প্রায় ১॥ কোটি টাকার মত পশ্চিমবাংলায় থাকা সত্ত্বেও সেটা ব্যয় করা গেল না এবং ইন্ডাস্ট্রীগুলি এইভাবে মার খেতে শুরু করলো। ভারত সরকারের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প ইস্পাতের অভাবের জন্য তাঁদের উৎপাদন ক্ষমতা শতকরা ২০ ভাগ থেকে কোথাও কোথাও শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত তারা কাজে লাগাতে পারেনি এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। এ আমার কথা নয়, বা কোন অপোজিসন মেম্বারের কথা নয়। গতকাল মিঃ ভট্টাচার্য স্টেটসম্যানে যেটা বেরিয়েছে, তাঁর বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ারীং য়্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ায় যা বলেছেন সেখানে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন তিনি এই অভিযোগ করেছেন যে নূতন লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে, কিন্তু এই যে সমস্ত পুরানো ইন্ডাস্ট্রী এতদিন স্থাপিত হয়েছে এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রীগুলিকে ঋণ দেওয়া, মূলধন দিয়া সাহায্য করা তাদের কাঁচামাল প্রভৃতি সরবরাহ করা এ সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করেছেন। এ আমার কথা নয়, যাঁরা ইন্ডাস্ট্রীয়ালিস্ট তাঁরা এই অভিযোগ আজকে সরকারের বিরুদ্ধে আনছেন অথচ এখানে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীমহাশয় বলছেন যে নূতন যুগের সূত্রপাত হয়েছে এবং তাঁরা বিভিন্ন পরিকল্পনায় দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছেন। অবশ্য আমরা জানি, এখানেও বারবার আলোচিত হয়েছে এই সমস্ত শিল্পগুলি সংকোচের প্রধান কারণ কি- তিনি বলেছেন তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে প্রধানতঃ মূলধনের অভাব। এই মূলধনের ব্যবস্থা করার জন্য কতদূর পর্যন্ত তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন গত পাঁচ বছরের মধ্যে তার একটা প্রতিচ্ছবি আমরা পেলে বুঝতে পারবো।

[11-30—11-40 a.m.]

এই মূলধনের ব্যবস্থা করা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে গত ৫ বছরের মধ্যে তার একটা প্রতিচ্ছবি আমরা পেলে বুঝতে পারতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মূলধনের অভাব, কাঁচামালের অভাব, একটি সুপরিকল্পিত বাজারের অভাব--এই তিনটি প্রধান ঘটনার কথা প্রতি বছরই আলোচিত হয়। আমি বলবো এই তিনটিকে একটি ইনটিগ্রেটেড প্ল্যানের মারফৎ নিয়ে গিয়ে শিল্পে অগ্রসর করা যাবে, শিল্পগুলিকে মূলধন দিয়ে, ঋণ দিয়ে এবং কাঁচামাল সরবরাহ করে ব্যবস্থা করা যাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পিত বাজারেরও ব্যবস্থা করা যাবে। তার উপরই নির্ভর করে ছোট ছোট শিল্পের অগ্রগতি তাছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি বার বার আলোচনা করেও বিন্দুমাত্র কার্যকরী হবে না। অথচ আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে রাজ্য সরকারের হিসেব অনুযায়ী ১১ হাজার রেজিস্টার্ড স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রী আছে, তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে যাঁরা সরকারী ইস্পাতের কোটা পেয়ে থাকেন, তাদের সংখ্যা ২৫টি। এদের মূলধন দিয়ে সাহায্য করবার জন্যই আমাদের স্টেট্ ফাইনান্স কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। তাদের ক্রিয়ার অব্জেকটিভ হচ্ছে--তারা স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রীকে সাহায্য করবেন--এক কোটি টাকা নিয়ে গঠিত হলো কর্পোরেশন এবং বণ্ডের মাধ্যমে সেটা দু কোটি টাকায় দাঁড়ালো। যেখানে লোনের অভাবে, টাকার অভাবে ইন্ডাস্ট্রী বাড়তে পারছে না, বহু ইন্ডাস্ট্রী হাত বদল হয়ে যাচ্ছে, এমন কি বহু ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার যারা বাঙ্গালী মালিক অন্যান্য শিল্পের, আস্তে আস্তে সেগুলো অবাঙ্গালী মালিকের হাতে চলে যাচ্ছে। তাদের জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক প্রেসারের ফলে, কর্পোরেশনের টাকার সুবিলি ব্যবস্থার অভাবে, বাঙ্গালীর হাতে গড়া বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রী আজ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এদিকে তাঁর ডিরেক্টর যথেষ্ট নজর দেন বলে মনে করবার কোন কারণ নাই। পরে এদের করাপশন-এর কথা বলবো। পশ্চিমবঙ্গে একচেটিয়া পুঁজিপতি হচ্ছে বি-এম-বিড়লা। আমি মনে করি এই একচেটিয়া পুঁজিপতি অধিপত্যের মধ্য দিয়ে শিল্প বাড়তে পারে না। এরা তাঁদের আজ সার্ভ করবেন, সাহায্য করবেন। তাতে করে কিছুদিন পরে দেখা যাবে এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ছোট ছোট শিল্পগুলিকে কুক্ষিগত বা গ্রাস করে ফেলবে। বাংলা দেশের যে লিঙ্কগুলি আছে, তা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করবেন, তাতে দেখবেন আস্তে আস্তে এগুলি তাদের কুক্ষিগত হতে

চলছে, তাদের গ্রাসের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। আমাদের বাংলাদেশে বিশেষতঃ এ জিনিস ঘটছে এবং ঘটতে চলেছে।

স্যার ,১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রাজ্য অর্থ সংস্থা ৩৫টি কোম্পানীকে মোট যে ঋণ দিয়েছে, সেই ঋণের পরিমাণ ১ কোটি ১১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। এর মধ্যে ৫টি ক্ষুদ্র শিল্প যে ঋণ পেয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। আর বাদ বাকি ৩০টি কোম্পানী মোটামুটি বৃহৎ কোম্পানী। তারা আজ দুর্ভাগ্যক্রমে ক্ষুদ্র শিল্পের ঘোষিত প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি আগেই বলেছি যে মূল যেটা লক্ষ্য থাকা উচিৎ ছিল যে কাঁচা মাল সরবরাহ করা, ঋণ দিয়ে সাহায্য ইত্যাদি করা এবং তার পরিকল্পিত বাজারের ব্যবস্থা করা। এই তিনটিতেই সরকার ব্যর্থ হয়েছে শুধু তাই নয়, যেখানে টাকা দিয়েছেন, সেই টাকাও বহু ক্ষেত্রে নষ্ট হয়েছে। তিনি বললেন, এ সম্বন্ধে একটি বিল আসছে, যে বিলের মধ্য দিয়ে কিছু নাকি পরিবর্তন সাধিত হবে। এখন যাকে স্টেট এইড্ টু ইণ্ডাস্ট্রী অ্যাক্ট্, ১৯৩১ বলে তার মধ্য দিয়ে মন্ত্রীমহাশয় ও তার ডাইরেক্টর কিভাবে এগুলি কার্যকরী করেছেন—এটা উদাহরণ দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন এবং তার ফলে শিল্পগুলি উন্নতির পথে যাচ্ছে, কি, অবনতির দিকে যাচ্ছে, সেটা জানতে পারবেন। আর একটা জিনিস হচ্ছে—দুর্নীতির গ্রাসের মধ্য দিয়ে সমস্ত অগ্রগতি ব্যাহত হতে চলেছে। একথা একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

স্যার, আপনি জানেন যে একটা কোম্পানীকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, চারটা ইন্স্টলমেণ্টে লোন দেওয়া হল। তাঁর জমি ও মেশিনারি প্রভৃতি মর্টগেজ রেখে। এবং এটা ফ্রি ফ্রম্ ইন্কুমবারেন্স বলে অডিট্-এর মধ্যে পর্যন্ত লেখা হয়ে গেল। কিছুকাল পরে দেখা গেল, ২৩শে ডিসেম্বার ১৯৫২ সালেতে ডিপার্টমেণ্টের নজরে এল যে সেটা একটা ব্যাঙ্কের কাছে মর্টগেজ আছে। সেই কোম্পানী আজ পর্যন্ত একটা ইন্স্টলমেণ্টও লোনের টাকা ফেরৎ দেন নি। এবং জানা যাচ্ছে যে তার আর ফার্দার ইন্স্টলমেণ্ট দেবারও ক্ষমতা নেই। এটা একটা ঘটনা। আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা উনি ৮টি কন্সার্নকে লোন হিসাবে দিলেন। ১৯৫১ সালের ৩০শে মার্চ থেকে ২৬শে ডিসেম্বার পর্যন্ত, ডিপার্টমেণ্টের অডিটর্স রিপোর্টে দেখা যায় যে এই লোন যে সমস্ত কোম্পানীগুলিকে দেওয়া হল, তারা সবাই কিছুকালের মধ্যে বলে দিলেন—এই ৯২ হাজার ৫০০ টাকার মত যে লোন গেলো তাতে পাঁচটা ফার্মের কোন এক্সিস্টেন্স নেই। এই ৮টা ফার্ম-এর মধ্যে ৫টা বোগাস ফার্মস্, তারা কোন দিন জন্মায় নি। আর জন্মালেও তারা বোগাস নাম নিয়ে জন্মে ছিল। তাদের বিপুল পরিমাণে টাকা দিয়ে দেওয়া হল। এখন স্বভাবতই বুঝা যাচ্ছে, সেই টাকা ফেরৎ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। যাদের, যাদের টাকা দেওয়া হল, তাদের কাছে থেকে বোঝা যাচ্ছে এদের কারও একটা ইন্স্টলমেণ্টও শোধ করবার সামর্থ নেই। এই রকম সব ফার্মকে টাকা ধার দেওয়া হচ্ছে। আরও দেখুন। ১৯৫৯ সালে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা একটা কনসার্নকে লোন দিলেন, পরে দেখা গেল, সেই কোম্পানী ১৯৫৩ সালে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ওভারড্রাপ্ট নিয়ে বসেছিলেন। আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এই ব্যাঙ্ক-এর ওভারড্রাপ্ট-এ সই করলেন, এটা কি এগ্রিমেণ্টে ছিল যে ইণ্ডাস্ট্রীস্ ডেভেলাপমেণ্ট-এর জন্য এই ভাবে টাকা দেওয়া হচ্ছে। তারপর যখন এটা ডাইরেক্টরেট-এর নোটিস এলো; টোটাল টাকা আপনাদের পাওনা হল ২ লক্ষ ৬ হাজার ৭১৯ টাকা ইন্টারেস্টসহ ,তখন কোম্পানী লিকুডেশনে চলে গিয়েছে। এগুলিও আপনার কাছে থেকে পাই নি। এসব অডিটরর্স রিপোর্টে আছে। অডিটরর্স রিপোর্ট, পেজ ২৫ দেখলেই বুঝতে পারবেন। কাজেই ডাইরেক্টর জানেন, মন্ত্রী মহাশয়ও জানেন, এখানে এই কথা বলা হয়েছে যে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ওভার-ড্রাফ্ট-এ চলে গিয়েছে; তারপরে যে টাকাটা থাকল যেটার ইণ্টারেস্ট নিয়ে এ্যাক্ট করলেন, সেটা লিকুইডেশন-এ চলে গেল। হাইকোর্টে ডিক্রি হয়ে গেল এবং অফিসিয়াল লিকুইডেটর এ্যাপয়েণ্ট হয়ে গিয়েছে। আপনি জানেন কি না, জানি না। ও'রা এইভাবে টাকা ব্যয় করছেন, এইভাবে টাকা ছারখার করা হচ্ছে। আমি আর একটি কথা

এখানে বলতে চাই—ও'র একটা স্কীম সম্বন্ধে। এই স্কীমের জন্য টাকা দেওয়া হল, অথচ দেখা গেল সেখানে ঐ রকম কোন স্কীমই হয়ত হয়নি। এইভাবে কি পরিমাণ টাকা অপব্যয় করা হচ্ছে তা বলা যায় না। এতে দেশের দুর্গতি আরও বেড়ে যাচ্ছে—এবং টাকাগুলো লুটপাট হচ্ছে। যেখানে টাকার প্রয়োজন, যারা টাকার জন্য চিৎকার করছে, তারা টাকা পাচ্ছে না।

ইনস্টলমেণ্ট প্রবলেম্, লেবার প্রবলেম্ নয়। এটা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের ব্যাপার, তাদের প্রবলেম্।

[11-40—11-50 a.m.]

সেটা হচ্ছে একটা স্কীম করলেন—Integrated scheme for training-cum-Production for wood industry. কাঠের কারবার করে বসলেন, এই কারবার দুর্গাপুর, কল্যাণী এবং শিলিগুড়িতে আরম্ভ করলেন। করার সংগে সংগে যে অফিসারকে নিয়োগ করেছিলেন তার পার্সোনাল লেজার অ্যাকাউণ্টে ৬০ লক্ষ টাকা রাখলেন পেমেণ্টের ইত্যাদির জন্য। এই ৬০ লক্ষ টাকা যা পার্সোনাল লেজার অ্যাকাউণ্টে রেখেছিলেন তার মধ্যে ২৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা খরচ করার পর যখন ইন্সপেকশন হ'ল তখন দেখা গেল যে তিনি কোন ওপন টেণ্ডার দেননি। এমন সমস্ত কুখ্যাত ব্যক্তিকে কণ্ট্রাক্ট দিয়েছেন যাদের নাম গভর্নমেণ্টের খাতায় ব্ল্যাক লিস্ট-এ আছে। ফলে দেখা গেল ২০ হাজার টাকা বেশী খরচ হয়েছে এবং কোন কাজ হয়নি। এই তো পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে আজকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে বৃহৎ মাঝারী এবং ছোট শিল্পের জন্য তিনি কাজ করছেন।

আমি শুধু এটুকু আর বলতে চাই এই যে, ইস্পাতগুলি দেওয়া হয়, লাইসেন্স যে দেওয়া হয় এটা যেন একটা ভদ্রলোককে দেওয়া হয়। নইলে যারা চোর তারাই পাচ্ছে। একটা তদন্ত করলে দেখবেন যে সমস্ত লাইসেন্স দিয়েছে তা কারা পেয়েছে। যে সমস্ত কোটা দেওয়া হয় তা বিক্রী করে দেওয়া হয় ব্ল্যাক মার্কেটে। যতীন মজুমদার ওদেরই বন্ধু লোক এ-কাজ করছে, আরও আছে। এ-দিকে মন্ত্রী মহাশয়কে দৃষ্টি দিতে বলছি।

Shri Panchanan Bhattacharjee : Sir, in the budget speech of 1955-56 the Hon'ble the Chief Minister of West Bengal made certain promises and gave high hopes about the progress to be achieved during the period of the second plan, and of course we know that in West Bengal at least one-fifth of the total population depend on industries for their livelihood and so far as the remainder is concerned, there is no denying the fact that about 2 crores depend on agriculture and there is the problem of utilising the idle man hours pertaining to agriculture and idle bullock hours for cattle hours. So, we had the idea that during the second plan at least hopes given out would be fulfilled but unfortunately all the hopes proved to be dupes—tantalising dupes and that is the pathetic fallacy of the whole proposition. I have no personal grudge against the Hon'ble Minister. He is a gentleman and he is no Brutus but still I must say that he does not know what is happening in his department. That is the difficulty with him. He does not know that the minimised importance of the Carve Committee report is not known to his office.

He does not know that the recommendations made by the Bengal Industrial Survey Committee of the British days have not yet been implemented. He does not know many things. That is the difficulty with him. A rosy picture and complacent attitude was manifest in the

speech of the Hon'ble Minister. I want to point out something from the report on Small-scale Industries published by the Secretary, Small-scale Industries Board. I will give two extracts. One is a comparative chart—a statement of allocations and expenditure incurred on State Government Schemes. Here we find that 98% of the allocation was spent by Andhra Pradesh, 84% by Assam and so on, but in West Bengal it was only 56%. In the very same report, some unkind remarks have been made by that Secretary with regard to Industrial Estates. I shall come to this matter later on. But his view is that in West Bengal the expenditure on Industrial Estates has been of the order of only 33% of the planned outlay up to the end of 1959. The position has not improved since then. There is another comparative chart—Statement of allocation and expenditure incurred on Industrial Estates for the four years. In Andhra Pradesh the percentage of expenditure was 34%, in Assam 77%, but in West Bengal 32%. Sir, this lethargy is congenital and we cannot expect anything better from the Department.

On the eve of the initiation of the Second Five Year Plan, there was a publication of the West Bengal Government named "Second Five Year Plan". There we find certain schemes have been described, but let us see what is the achievement in respect of some of the important schemes. As regards spinning mills, the idea was that there should be three spinning mills in order to supply yarn to the handloom weavers who number about 1 lakh 40 thousand. The Second Plan period is almost over. On the 31st March next, i.e. on the last day of the Second Plan period, only one spinning mill is going to be opened. I daresay that out of 25 spindle capacity, only 1% will start working from that day. Only 10 or 200 spindles will work and who knows whether within the next five years 25,000 spindles will work or not. Now, there is a lacuna. Only fine count yarn will be manufactured. So, long staple cotton shall have to be imported. That is all right. But what will happen to the residue—short staple residue? The residue will have to be sold at lower price. So, there will be a loss and after two years this House will have to make up the loss and grant money for this purpose. Suppose, through the magic of the Aladdin's Lamp, 25,000 spindles will start working within the next five years, but they will only cater to the needs of the 25,000 weavers who are engaged in spinning fine count yarn. But what will happen to about 1 lakh more weavers who are only using coarse yarn? There is absolutely no prospect for them. The yarn imported from other States will be costly for obvious reasons—there is the question of freight and there are other factors. So, the handloom products of West Bengal have, in reality, got a very bleak future.

Now, why is this happening? Because I dare say the directors of the Kalyani spinning scheme have little or no knowledge of spinning. That is the position in the Industries Department and in the Industries Secretariat. So out of three spinning mills for the Second Plan only one will start with only one or two per cent. capacity.

[11-50—12 noon]

Let us come to another aspect—industrial centres—there is the legacy of the British Government. At least one centre was started in the pre-war days. The Government had four centres prior to the Second Plan. During the Second Plan an addition of four was made, and eight centres started functioning. That is all right.But how is the work going on? The proposition was to purchase handlooms and they had to purchase sixty of them each. They are working only on ten handlooms and those industrial centres are functioning as *mahajans*. They get yarn from the Government; they despatch it to handloom weavers who weave cloth and get some money in exchange. So, as a matter of fact, the middlemen's work is being done by these industrial centres—only eight in number. The proposal was that there will be 8 plus 4, i.e. 12 industrial centres at the end of the Second Plan. Of those eight centres only one-sixth handloom capacity is being utilised.

Then let us come to handloom production centres. The Second Plan envisaged establishment of 250 handloom production centres. As a matter of fact one at Debipur and another at Amarshi are functioning. Others are non-existent for all practical purposes. So out of 250 only two are actually in existence and 248 exist only in imagination.

About braiding factory, the proposal was that there will be two factories সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ One factory has been started and another will be started perhaps in 1990.

About the lock factory at Bargachia, that factory is running at the cost of the ratepayers and at the cost of the people of West Bengal; it is incurring heavy loss because there is no technician.

About *dhenki*, in this book we find that there will be at least 50 co-operatives with 20 dhenkis each—50x20—i.e. 1,000 dhenkis. Those dhenkis are non-existent. I ask the Minister what has happened to the dhenkis manufactured on the model of Assam. Where have the Assam model dhenkis gone, not to speak of West Bengal dhenkis?

Then about match factory, it is the greatest failure. The Plan says that we shall employ 400 men in cottage match manufacturing. The Chinsurah centre of match factory is also non-existent. As a matter of fact no man is earning his bread through cottage match manufacturing. So zero per cent. capacity is being utilised and the achievement is zero per cent.

Then we come to palm gur centres. I know one gentleman in Katwa stood first in all-India gur competition. He is in difficulty; he cannot earn his bread. Palm gur centres are there. Experts are giving training everywhere but people find that they have no scope for earning money when they get training. So the scheme relating to palm gur is a failure.

Then, Sir, much ado has been made by the Hon'ble Minister about the industrial estates. As a matter of fact, there is only one industrial estate at Baruipur where the factories have gone. I know one Supra Fountain Pen Factory, in order to deceive our friends in Calcutta, has

gone to Baruipur. That is the position there. The industrial estate proposed to be established in Kalyani may start functioning in 1970 and not earlier. The difficulty is that there are so many additional deputy Directors of Industries. There are so many Supervisors but in the district level we find there is chronic paucity of officers. So arrears grow up.

I want to put certain questions with regard to sericulture. If 5,000 mulberry grafts are purchased, 4,900 are lost in transit. If 5,000 silkworms are purchased, 4,000 are lost in transit. Let there be an enquiry and you will find this kind of *Suvankari Hishab* is going on there. The office of the Director of Industries is, in fact, doing only one important work, i.e. grant of essentiality certificate for imports. That is a very lucrative provision no doubt. I want to know whether with regard to the industry they have got any experience. Is it a fact that the gentleman who has been made an executive officer of the Khadi and Gramodyog Board was discarded by the Public Service Commission for selection to the post of Deputy Director of Cottage Industries, and after that he had the proper backing and he became the executive officer of the Khadi and Gramodyog Board without any experience of Gramodyog? He was a clerk in the Food Department, then a Statistical Officer in the Food Department and then a Handloom Statistical Officer in the Industries Department. He got promotion. A new Statistical Officer has been appointed under the Joint DI, Handloom. He has got no experience in statistics.

Then I come to the Warehousing Corporation. Let there be a Warehousing Corporation with an insurance scheme. Otherwise, the cultivators will not be benefited.

Sir, I want to put another question. The Government has nationalised some concerns. I want to know from the Hon'ble Minister whether the Gouripur Electricity and other electricity concerns are going to be nationalised in the foreseeable future.

[12—12-10 p.m.]

Shri Panchugopal Bhaduri:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন ধনতন্ত্রের যুগে কুটির শিল্পে কি হাল—অবলুপ্তির পথে, নেহাৎ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। সেই ক্ষয়িষ্ণু কুটির শিল্পের ভার তাঁর উপর সেই ক্ষয়িষ্ণু কুটির শিল্প সম্বন্ধে পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গী যে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের প্ল্যান নেওয়া হয়নি--যাতে প্রতি বছরে ১০, ১৫, ২০ পার্সেণ্টের উপর উৎপাদন বাড়বে। একেই তাঁরা সমগ্র প্ল্যানে বলেছেন এবং একে পরিবর্তন করে যে প্ল্যান তাঁরা নিয়েছেন তাতে বেকার সমস্যা বাড়ছে। সেজন্য কুটির শিল্পকে কোন রকমে জিইয়ে রাখার একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন। ১৯৫০-৫১ সালের সেন-রালে কারখানায় যেখানে ত্রিশ লক্ষ লোক কাজ করত, সেখানে কুটির শিল্পে চার গুণ। কাজেই কুটির শিল্পের একটা বড় ভূমিকা আছে এবং সেই হিসাবে এত লোককে আবার নূতন করে বেকার করে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। কুটির শিল্পকে যাঁরা পরিচালনা করছেন তাঁদের কুটির শিল্পকে স্থায়ী রাখার কোন দৃষ্টিভঙ্গী নেই। এটা চলছে দলগত পেট্রোনেজের দ্বারা এবং সেজন্য এখানে অপচয়, অপব্যয় হচ্ছে। আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন আধুনিক ধনতান্ত্রিক দেশে যেখানে কুটির শিল্প বেঁচে আছে—যেমন জাপান প্রভৃতি দেশে—সেখানে কুটির শিল্পকে কিছুটা আধুনীকিকরণ করতে হয়েছে; কুটির শিল্পে

কাঁচা মাল সাপ্লাইয়ের গ্যারাণ্টি করতে হয়েছে এবং কুটির শিল্পের যে প্রোডাক্ট, তার জন্য যে মার্কেট সেই মার্কেটে ন্যায্যমূল্য পাবার গ্যারাণ্টি দিতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে কি হচ্ছে দেখুন। আমাদের এখানে কুটির শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে হ্যাণ্ডলুম। কিন্তু এই হ্যাণ্ডলুম শিল্পের জন্য ভূপতিবাবু কি করবেন, কারণ তাঁর চেয়ে ক্ষমতাশালী লোক যাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে আছেন তাঁরা এই সমস্ত পেট্রোনেজ বের করে নিয়ে যাচ্ছেন এবং কিভাবে নিয়ে যাচ্ছেন তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। Hooghly Dist. Artisans' Industrial Co-operative তাঁত শিল্প চালান। কিন্তু তাঁদের শিল্প সম্বন্ধে কোন যোগ্যতা নেই, কোন কম্পিটেন্সি নেই। এজন্য শ্রীরামপুর উইভিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। এখানকার যিনি সভাপতি শ্যামদাস ব্যানার্জি প্রথমে ছিলেন কংগ্রেস কর্মী, তারপর হুগলী ব্যাঙ্কের কর্মচারী এবং তারপর সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী। বর্তমানে তিনি হুগলী আর্টিজানস্-এর প্রেসিডেণ্ট এবং পশ্চিম বাংলায় তাঁত শিল্প ব্যাপারে একজন কেষ্টবিষ্টু লোক। আর ঐ হুগলী আর্টিজানস-এর সেক্রেটারী হচ্ছেন হুগলী জেলার কংগ্রেসের ডি-ফ্যাক্টো সেক্রেটারী। ইনি প্রফুল্লবাবু ও অতুল্যবাবুর একজন ঘনিষ্ট সহকর্মী। এঁর সম্বন্ধে বলা আমার পক্ষে লজ্জার ব্যাপার, কারণ ইনি অতীতে আমার সহকর্মী ছিলেন। যে সমস্ত সেল্স এম্পোরিয়াম এঁর আণ্ডারে রয়েছে তাতে কিভাবে টাকার গোলমাল হয়েছে, সেকথা সবাই জানেন। হাওড়ার সেল্স এম্পোরিয়াম-এর শপ- ম্যানেজার যোগেশ্বর দে ২০. ১.৫৬ তারিখে তিন হাজার টাকা আত্মসাৎ করার জন্য সাসপেণ্ড হয়—এর জন্য কোর্টে কেস উঠেছে কিনা জানিনা। তারপর চুঁচুড়া সেল্স এজেন্সির এজেণ্ট রবীন্দ্রনাথ দত্ত ১২ হাজার টাকা গোলমাল করেন—তাঁর কোন খবর পাওয়া যায় না। তারপর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সেল্স এম্পোরেয়ামের কুমুদকান্ত চক্রবর্তী তাঁর সেক্রেটারী শংকরবাবুকে একটা চিঠি লেখেন ২০শে জুলাই, ১৯৬০ সালে যে দশ হাজার ৯১৫ টাকা ৭৩ নঃ পঃ যে ষ্টক-এর গোলমাল হয়েছে সেটা তিন দিনের মধ্যে ক্লিয়ার করে দিতে হবে। কিন্তু ৩ দিনের পরে বহু দিন চলে গেছে, আজ পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

এবং গুজব শোনা যাচ্ছে যে, বড়বাজার সেল্স্ এম্পোরিয়ামেও এ ধরণের গোলমাল রয়েছে। কাজেই কুটির শিল্পকে যদি টিঁকিয়ে রাখতে হয় তাহলে আপনাদের তরফ থেকে প্রয়োজন ছিল তাঁত শিল্প সম্পর্কে যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের দ্বারা একে আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করা এবং তা করে আপনারা যে সুতাকল খুলেছেন তাতে যদি তাঁতীদের সাইজিং মেসিন এবং তৈরী বিম্ দিতে পারতেন তাহলে তাদের সুবিধা হোত এবং কাপড়ও ভালভাবে তৈরী হোত। তারপর অন্ধ্রের দোকানগুলোর মারফৎ তাঁদের কাপড় বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা আছে সেই তুলনায় আমাদের অঞ্চলের লোকের দোকান অনেক কম, অথচ দেখছি ৮০ হাজার লোক কোঅপারেটিভের মারফৎ তাঁত শিল্প আরম্ভ করেছে। স্যার, আজ তাঁত শিল্প যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তার কারণ হোল এরকমভাবে টাকা তছরুপ করে তাকে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে এবং কর্মকর্তাদের একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে যে তাঁরা প্রফুল্লবাবু এবং অতুল্যবাবুর সহকারী। কাজেই এই সমস্ত টেক্‌নিকাল এডুকেশনবিহীন লোকদের হাতে যদি কাজের ভার দেওয়া হয় তাহলে যোগ্যতার অপচয় যে কেন হবে না সেটা আমি বুঝতে পারছি না। তারপর শিল্পক্ষেত্রে অল্প উন্নতি হলেও এর সাহায্যে বহু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারত—যেমন দড়ি-কাটা, কাজেই শ্রীরামপুরের কাছে যে পাঁচ হাজার দড়িকাটা শ্রমিক রয়েছে তাদের জন্য যদি আধুনিক মেসিনারীর ব্যবস্থা করে ডিমোনেষ্ট্রেশন ফার্ম সৃষ্টি করেন তাহলে ঐ পাঁচ হাজার হেম্প-রোপ মেকার দড়ি তৈরি করবার কাজে অগ্রসর হতে পারে এবং এর ফলে যারা শত শত বছরের ট্রাডিশনাল রোপ মেকার তাদের উপকার হয়। তারপর বেল্টিং শিল্পের কথা বহু বার বলেছি যে, এই শিল্প এক দিক থেকে ডানলপ কোম্পানীর কাছ থেকে ঘা খাচ্ছে, কেন-না তাঁরা রবার বেল্টিং তৈরী করছে এবং অপর দিক থেকে বিড়লা পরিবারের পরিচালনায় জয়শ্রী টেক্সটাইল যার হোস্-পাইপ তৈরী করবার কথা নয় সে হোস্-পাইপ তৈরী করছে বলে দেশের সাধারণ লোক যেসব ক্ষুদ্র বেল্টিং শিল্প তৈরী করেছিল তা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এমতাবস্থায় আমি সরকারকে অনুরোধ জানাব যে, এই বেল্টিং শিল্পকে তাঁরা নিজের হাতে নিয়ে পরিচালনা করুন

এবং সেখানে কর্মসংস্থানের যে ব্যবস্থা বা সম্ভাবনা আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। এই কথা ব আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Shyamapada Bhattacharjee :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এই বাজেট সমর্থন করতে উঠে একটা জিনিস দে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে, এ বছর শিল্পখাতে অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশী টাকা বরাদ্দ কর হয়েছে এবং বিশেষ করে কুটির শিল্পের খাতে ১ লক্ষ ৫৯ হাজারের জায়গায় ২ কোটি ২২ লক্ষ টাক বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে এই সমস্ত শিল্পের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যে সমস্ত জিনিসের চাহিদা খুব বেশী এবং যার বাজার খুঁজে বেড়াতে হয় না সেই সমস্ত শিল্পের দিকে আগে দৃষ্টি দিলে বেশী কাজ হবে এবং তার মধ্যে প্রধানতঃ হচ্ছে তাঁত শিল্প। তাঁত শিল্প অবশ্য আমাদের দেশে আগেকার চেয়ে বেশী হয়েছে এবং লোকেরাও তাঁদের কাপড়ে দিকে এখন বেশী করে নজর দিয়েছে, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের তাঁত বস্ত্র যেভাবে বাংলা দেশে বাজার ছেয়ে ফেলেছে তাতে সেই প্রতিযোগিতায় আমাদের পক্ষে টিকে থাকা কতখানি সম্ভব হবে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে অন্যান্যদের সঙ্গে টিকে থাকতে না পারার কারণ হচ্ছে আমাদের সুতা, ডিজাইন, টেকনিক এবং ডাইং হাউসের অভাব রয়েছে এবং তারপর পাড়ে বাহার এবং রঙ-এর জৌলুসের দিক থেকেও অন্যান্যদের চেয়ে আমরা পিছিয়ে আছি।

[12-10—12-20 p.m.]

সেদিকে বিশেষ করে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার রয়েছে। আজকে কলকাতার প্রত্যেক জায়গায় বাজারে, প্রতি পাড়াতে অন্যান্য প্রদেশের যে সমস্ত কোঅপারেটিভ স্টোর বা যে তাঁতের কাপড়ে দোকান হয়েছে তারা কত বেশী বিক্রি করছে। বাংলা দেশের ক'টা দোকান সেইভাবে বিক্রি করে সেটা আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখবেন। বাংলা দেশে অন্যান্য যে সমস্ত দোকান আছে তারা এইসব সুতার কাপড়ের দিকে ঝোঁক দিচ্ছে। রেশমের ব্যাপারেও সে রকম হয়েছে। রেশমের ব্যাপারে দেখছি বাঙ্গালোর সিল্ক, মাইশোর শিল্ক আমাদের দেশে বেশী চালু হচ্ছে বাংলা দেশে সিল্কের চেয়ে। তার কারণ অন্য কিছু নয়, তার কারণ হচ্ছে আমাদের বাংলা দেশের সিল্কের দা ওদের চেয়ে বেশী। সেজন্য ওরা প্রতিযোগিতায় ক্রমশঃ ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, ওর যেভাবে কর্মদক্ষতা দেখাতে পারছে আমরা সেভাবে পারছি কিনা সন্দেহ। সিল্কের ব্যাপারে এটুকু বলতে পারি যে সিল্কের উপর আমাদের দেশের এবারে বেশী দৃষ্টি পড়েছে এবং সেদিক থেকে আমি দেখছি আমাদের এখানে যে পরিমাণ তুঁতের জমি ছিল তার চেয়ে এবারে আরও কিছু বেড়েছে এবং তার সঙ্গে আমাদের দেশে আর একটা ভাল লক্ষণ দেখা দিয়েছে যে উন্নত ধরণে রেশমের গুটি থেকে রেশম প্রস্তুত হওয়ার ফলে আমাদের রেশম ইণ্টারন্যাশন্যাল গ্রেডে গিয়ে পৌঁছেছে। এইভাবে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি তাহলে আমরা আবার আমাদের পূর্বেকার গৌরবে ফিরে যেতে পারব। সিল্ক আর একটা বিষয়ে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সেলস ট্যাক্স অন্যান্য প্রদেশে যেমন মাইশোরে সেল্‌স ট্যাক্স নেই। তাছাড়া, তারা খাদি গ্রামোদ্যগের সঙ্গে বেশী সংযোগ রাখে। তাদের সিল্ক রিবেট এবং সেল্‌স ট্যাক্স দু'টোই পাচ্ছে যেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে পাচ্ছি না। যারা খাদি গ্রামোদ্যগের আওতায় পড়েছে তারা ভাগ্যবান তাঁতী, তারা কিছু কিছু রিবেট, সেল্‌স ট্যাক্স পাচ্ছে। অন্য তাঁতীরা সিল্কের ব্যাপারে রিবেট, সেল্‌স ট্যাক্স পায় না, সেজন্য তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সিল্ক ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত শিল্প আছে তার মধ্যে আমার মনে হয় কাঁসার বাসনের দিকে বেশী লক্ষ্য দেওয়ার দরকার আছে। আর একটা জিনিস আমি মুর্শিদাবাদের কথা বলছি, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের যে আম আছে সেই আম আকারে বৃহৎ না হলেও স্বাদে ও গুণে আমার মনে হয় অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে ভাল। কাঁচা মাল সরবরাহ করবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি আর একটা বৃহৎ শিল্পের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হচ্ছে বেলডাঙ্গার সুগার মিল। আমেদপুর সুগার মিলের জন্য যদি

আখের সাপ্লাই হয় মুর্শিদাবাদ থেকে তাহলে মুর্শিদাবাদে সুগার মিল কেন হবে না সেটা আমি বুঝতে পারছি না।

Shri Shaikh Abdulla Farooquie :

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি প্রথমেই বলতে চাই যে, থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ওয়েস্ট বেংগলের যা কিছু আছে তাতে পাব্লিক সেক্টরের মধ্যে ইনভেস্ট করার মত বিশেষ কিছু নেই। তাছাড়াও বেসিক ইন্ডাস্ট্রি, যেমন মেসিন বিল্ডিং ইঞ্জিনীয়ারিং বা কেমিক্যাল এসব খাতে কিছু রাখা হয়নি। বাঙলা দেশের এমপ্লয়মেণ্ট সমস্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। এমপ্লয়মেণ্ট সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রথম জিনিষ হ'ল ইন্ডাস্ট্রি বাড়া। আবার ইন্ডাস্ট্রি বাড়ার জন্য জনসাধারণের হাতে যদি পয়সা আসে, তাদের যদি পার্চেজিং পাওয়ার বাড়ে—তারা চাকরী পেলে তাদের পার্চেজিং পাওয়ার বাড়বে—তাহ'লে সাধারণভাবে ইন্ডাস্ট্রির উন্নতি হয়। সংগে সংগে এগ্রারিয়ান রিফর্ম হওয়া দরকার যাতে তাদের হাতে পয়সা আসে। আমি এখন ইন্ডাস্ট্রি ব্যাপারে কয়েকটা কথা আপনাকে বলতে চাই। এই প্ল্যানের মধ্যে কোন রকম সুযোগ দেখা যাচ্ছে না যাতে আরো কিছু লোক কাজ পাবে, বরং দেখা যাচ্ছে যে, আন-এমপ্লয়মেণ্ট আরো বাড়বে। সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্ট থেকে একটা এক্সপার্ট কমিটি এসেছিলেন টেক্সটাইল সম্বন্ধে; তাঁদের সংগে যে কনফারেন্স হয়েছিল সেই কনফারেন্সে তাঁরা একথা বলেছিলেন যে আরো ১১ হাজার টেক্সটাইল ওয়ার্কারকে তাঁরা রিট্রেঞ্চ করবেন—বাড়বার কোন কথা নেই, আরো রিট্রেঞ্চ করবেন। যদি এই আন-এমপ্লয়মেণ্ট প্রব্লেম সল্‌ভ করা যায় তাহলে ইন্ডাস্ট্রি বাড়তে পারে। এখন সাধারণভাবে বাঙলা দেশের যে চারটি ইন্ডাস্ট্রি আছে—জুট টি, ইঞ্জিনীয়ারিং এবং কটন টেক্সটাইল—অবশ্য আরো মিস্‌লেনিয়াস ইন্ডাস্ট্রি আছে—এর মধ্যে জুট সম্বন্ধে আমি আপনাকে প্রথমে কিছু বলতে চাই। কটন আর জুট বাঙলা দেশের এই দুটো ইন্ডাস্ট্রি ইম্পর্টাণ্ট পজিশন করে রেখেছে বাঙলা দেশের অর্থনৈতিক জীবনে। জুট ইন্ডাস্ট্রি সকলেই জানেন এটা বাঙলা দেশের একটা মনোপলি ইন্ডাস্ট্রি এবং এই ইন্ডাস্ট্রিতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মজুর কাজ করেন। অন্যান্য লোক যাঁরা এর উপর নির্ভর করেন ওয়ার্কার ছাড়া, কৃষক ইত্যাদি বা তাঁদের ডিপেন্ডেণ্ট তাঁদের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার। জুট মিলগুলি আপনি জানেন বড় বড় মনোপলিষ্ট, বড় বড় মারোয়াড়ী বিজনেস মেন বা ব্রিটীশ ক্যাপিটেলিস্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁরা বিরাটভাবে লাভ করেন, তাঁদের যা টোটাল ক্যাপিট্যাল ইনভেষ্টমেণ্ট তার চেয়ে বেশী রিজার্ভ ফান্ড হয়ে গেছে কিন্তু এই প্রফিট, রিজার্ভ ফান্ড দিয়ে তাঁরা বাঙলা দেশের ইন্ডাস্ট্রির উন্নতি করার জন্য কোন রকম চেষ্টা করছেন না। এই টাকা দিয়ে তাঁরা যদি জুট মিলে যে মেসিনারী ভাল লাগে বা যন্ত্রপাতী লাগে, যেমন রাবং মেসিন, ফিনিসিং মেসিন, স্পিনিং মেসিন, লুম ইত্যাদি, সেগুলি করতেন তাহলে ভাল হত কিন্তু তাঁরা তা করছেন না, বরং বিদেশ থেকে সেগুলি আমদানী করছেন। যদি এই সব মেসিনারীর ফ্যাক্টরীগুলি খোলা হত তাহলে সেখানে আরো কিছু লোক কাজ করতেন এবং এক্সচেঞ্জ বাঁচতো এবং সংগে সংগে আন-এমপ্লয়মেণ্ট প্রব্লেমও সল্‌ভ হত। একটা জিনিস গভর্নমেণ্ট এখানে মেনে নিয়েছেন যে জুটের দর কমবেশী হওয়ার স্পেকুলেটরদের হাতে; অথচ পাটের ব্যাপারটাকে ষ্টেট ট্রেডিং মারফৎ তাঁরা আনছেন না কেন? ষ্টেট ট্রেডিং হলে কৃষকদের ফেয়ার প্রাইস দিতে পারতেন, আর সংগে সংগে মিল-মালিকদেরও পাট দিতে পারতেন যাতে করে মিলগুলি ৪৮ ঘণ্টা চলতো; আর মিলগুলি যে বন্ধ করে দেয়, মজুরী-ঘণ্টা কম করে দেয় এর থেকে শ্রমিকরা বেঁচে যেত—এটা কেন গভর্নমেণ্ট করছেন না?

[12-20—12-30 p.m.]

অন্য এই যে জুট ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা হয়, কয়েক বছর ধরে শুনে আসছি, মালিকদের তরফ থেকে প্রচার করা হয় এবং গভর্নমেণ্টও সেকথা বলতে আরম্ভ করেছেন

যে, জুট ইণ্ডাস্ট্রি ইজ্ ইন্ ক্রাইসিস্। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে এটা একেবারেই মিথ্যা কথা। লোক ঠকানোর জন্য, লোককে ধোঁকা দেবার জন্য এই কথা বলা হচ্ছে। গত বছর এই মিল-মালিকরা যে প্রফিট্ করেছে তা দেখলে দেখা যাবে—ওদের ঐ ক্রাইসিস কথাটা একেবারেই মিথ্যা। এর মধ্যেও তাদের প্রফিট্ কম হয় নাই—যদিও অনেক মিল বন্ধ হয়ে গেছে, ওয়ার্কিং আওয়ার কমেছে। তবুও প্রফিট্ পার লুম গত বছর হয়েছে দু হাজার পাঁচশো থেকে পাঁচ হাজার দশশো। আর ডেলি আট টাকা থেকে পনের টাকা বেশী আয় করেছে। অথচ তারা লাষ্ট ইয়ারে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন—জুট ক্রাইসিস্, জুট ক্রাইসিস্।

তারপর কটন টেক্সটাইল সম্বন্ধে একটু বলি। বাঙলা দেশে প্রায় ৪৫ কোটি গজ কাপড় খরচ হয়—পার হেড্ ১৮ গজ করে বছরে। বাঙলা দেশে ২২ কোটি গজ কাপড় তৈরী হয় এবং বাদবাকী ২৩ কোটি গজ কাপড় আসে অন্যান্য ষ্টেট্ থেকে; যেমন আমেদাবাদ, বোম্বে, দিল্লী প্রভৃতি স্থান থেকে। এই বাঙলা দেশে যে কটন টেক্সটাইল-এর মিলগুলি রয়েছে, একটু চেষ্টা করলে তার ডবল্ করা যায় এবং আরো ৪৫ হাজার লোককে কাজ দেওয়া যায়। তাহলে এই কটন টেক্সটাইল-এ ৯০ হাজার লোক কাজ করতে পারে। কিন্তু গভর্নমেণ্ট তা কেন বাড়াচ্ছেন না তা বুঝতে পারছি না। এই কটন টেক্সটাইল মালিকদের এখানে কোন ডাইং, প্রিণ্টিং মেসিন নাই; একমাত্র কেশোরাম মিলে এই ডাইং, প্রিণ্টিং মেসিন আছে। এই ডাইং প্রিণ্টিং মেসিন যদি তাদের দেওয়া যায়, তাহলে আমেদাবাদ, বোম্বে, দিল্লী প্রভৃতি স্থান থেকে যে রঙ্গীন কাপড় আসে, তা বন্ধ করা যায়। আর মিল মালিকরা যে কোর্স কাপড় তৈরী করছেন, তাঁরা তাহলে ফাইন কাপড়ও তৈরী করতে পারেন। তাছাড়া এই কটন টেক্সটাইলকে সাহায্য করবার জন্য আরো যদি এদের ববিন্, ল্যুম ইত্যাদি দেওয়া যায়, তাহলে ওয়ার্কারাও আরো বেশী কাজ করতে পারে, বেশী কাপড় উৎপাদন করতে পারে এবং মিল মালিকরাও আরো অনেক সুবিধা পেতে পারে।

এখানে কটন টেক্সটাইল-এর দুটো মিল আছে—একটা টেক্সম্যাকো ও অন্য আর একটা মিলের সুতা এখানকার মালিকরা কেনেন না। জানি না মাল খারাপ হবার জন্য নাকি বা অন্য কোন ইণ্টারেষ্ট থাকার জন্য। এ সম্বন্ধে খবর নেওয়া উচিত যাতে এরা সেখান থেকে মেসিনপত্র কিনতে পারেন। আমাদের দেশে ভাল কটন পাওয়া যায় না। যে দেড় লক্ষ বেল কটন এখানকার মিল মালিকরা খরচ করেন, সেটাও আমেরিকা থেকে আসে। বাঙলা দেশে এক সময় বেষ্ট কটন ছিল। মিঃ বেল তার কমার্শিয়াল গেজেটে ১৮৭৮-এ লিখেছেন—The finest cotton in world produce in astonishing beauty. বাঙলা দেশে এই কটন হতো; একটু চেষ্টা করলে এই কটন সমস্যার সমাধান হতে পারে।

Shri Haridas Dey:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমাদের শিল্পমন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন, তা সমর্থন করতে উঠে দু-একটি কথা বলছি। আমি প্রধানতঃ কুটিরশিল্পের কথা বলবো। এই কুটিরশিল্পের মধ্যে হস্তচালিত তাঁতশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন ছিল—যখন এই তাঁতশিল্পের সারা পৃথিবীজোড়া নাম ছিল। আজকে সেটা বিলুপ্ত হতে বসেছে। মন্ত্রী মহাশয় বললেন এবং আমরাও জানি পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার তাঁত আছে। এই শিল্পে পাঁচ লক্ষ কর্মী নিযুক্ত আছে। সর্বভারতীয় তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ৫ শতাংশ তাঁত আছে এবং এখানে উৎপন্ন হয় এক-পঞ্চমাংশ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তাতে একমাত্র যা উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে হস্তচালিত তাঁতে যে ১৯ কোটি গজ। এত উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও আজও অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের পশ্চিম বাঙলা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। অনেক বাধাবিপত্তি রয়েছে, কতকগুলি জটিল সমস্যাও রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে সুতা সরবরাহ, মুলধন, উৎকর্ষ যন্ত্রপাতি, আধুনিক রুচিসম্মত উৎপাদন ও উৎপাদিত বস্ত্রের বিক্রয়ের ব্যবস্থা। এর মধ্যে সুতা সরবরাহ সম্বন্ধে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কল্যাণীতে পঞ্চাশ হাজার টাকুবিশিষ্ট একটা স্পিনিং মিল, গত ৩১শে জানুয়ারী উদ্বোধন হয়েছে। সেখান থেকেই মিহি

ও অতিমিহি সুতা সাপ্লাই হবে। আর মোটা ও মাঝারী সুতার জন্য আরো দুটো স্পিনিং মিল স্থাপিত হবে এবং তার জন্য ৫ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে।

আমি এখানে বলবো—সেখানে এই যে সুতার মিল হবে, আমরা জানি আমাদের নদীয়ায়, শান্তিপুর, ফুলিয়া থেকে আরম্ভ করে অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে তাঁতীদের একটা স্থান—যেখানে অধিকাংশই তাঁতী আছে। শান্তিপুর হ্যান্ডলুম কাপড়ের জন্য বিখ্যাত,এখানে একটা স্পিনিং মিল হবে। একটা প্রাইভেট কোম্পানী এর জন্য লাইসেন্স নিয়েছেন তিন বছরের জন্য। আমি এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই কাপড়ের বিলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা আগে করা উচিত। এখানে দেখা যাচ্ছে--এখানকার কাপড় ছাড়াও বিদেশী অন্য রাজ্যের কাপড় এসে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাজার ছেয়ে ফেলেছে এর জন্য বিক্রয় ব্যবস্থা যা করেছেন ৭টা মাত্র সেলস্ ডিপো আছে এবং আরো ১০টা সেলস্ ডিপো—অন্যান্য রাজ্যে খোলবার ব্যবস্থা সরকার করেছেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্যও তিনি ব্যবস্থা করেছেন। আমি এখানে বলতে চাই যন্ত্রপাতি যা সরবরাহ হয়, এখানে তাতে অসুবিধা হয়। এই ইন্ডাস্ট্রী ডিপার্টমেণ্ট-এর একটা টেক্‌নিক্যাল সেকশন আছে। সেখান থেকে যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়। সেই যন্ত্রপাতি কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে দেওয়ার জন্য ঐ টেক্‌নিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট-এ যে লোক আছে, তাদের দেখান হয় না। ফলে যন্ত্রপাতিগুলি পড়ে থাকে, কাজে লাগে না। আমি বলবো—এই টেক্‌নিক্যাল সেকশনকে কো-অপারেটিভ সেকশন-এ দেওয়া হোক, যাতে তারা কাজ করতে পারে।

তারপর উৎপাদন বেশী করবার জন্য আপনারা এখানে যে শক্তিচালিত তাঁতের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে দেখছি—গত বছর সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে ৫০টি শক্তিচালিত তাঁত বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে নদীয়া জেলায় মাত্র ৮টি দেওয়া হয়েছে। নদীয়া জেলায় যেখানে তাঁতী বেশী এবং দেশ বিভাগের দরুন যেখানে বহিরাগত বেশী এসেছে, সেখানে মাত্র ৮টি দেওয়া হয়েছে। এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় নাই। আসছে বছরে যে ৮৫৫টি দেওয়া হবে, সেটা যাতে নদীয়ায় বেশী দেওয়া হয়, সেইজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো।

আর একটা কথা বলতে চাই—এই উইভিং শিক্ষা দেবার জন্য শান্তিপুরের উইভিং স্কুলটি যে সরকার নিয়ে নিচ্ছেন, তার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ দেই। তিনি শান্তিপুরের বহুদিনের উইভিং স্কুলটিকে সম্প্রসারিত করে সেটি সরকারী স্কুল হিসেবে চালাবার ভার নিয়েছেন এজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আমি আরো অনুরোধ করবো—এই বিদ্যালয়ে যাতে সুতী ও পশমী বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জনের কলা-কৌশল এবং আধুনিক উন্নত ধরনের সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয় তার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। আগে যখন ঘরে ঘরে তাঁত ছিল, তখন বাংলার মেয়েরা চরকা ঘুরাতো আর গান গাইতো—

চরকা মোদের স্বামী পুত্র, চরকা মোদের নাতি,
চরকার দৌলতে মোদের দুয়ারে বাঁধা হাতি।

[12-30—12-40 p.m.]

Shri Ledu Majhi:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বৎসরের পর বৎসর আমরা এই সভার অধিবেশনে দাবী করে আসছি যে, অর্থনৈতিক জীবনে অনগ্রসর, উপেক্ষিত পুরুলিয়া জেলার অর্থনৈতিক মান উন্নত করার জন্য উপযুক্ত শিল্প-পরিকল্পনা করা হোক। কারণ অনুর্বর জেলার কৃষি উৎপাদনও অপ্রচুর। এই জেলার শিল্প সম্ভাবনাও স্বাভাবিক ভাবেই রয়েছে। বৃহৎ শিল্পের বিভিন্ন কাঁচা মালও রয়েছে। তার দ্বারা কাগজ হতে পারে সিমেণ্ট হতে পারে লৌহ শিল্পের ব্যাপক ও বিখ্যাত কর্মক্ষেত্রের পাশে তাকে বহু ভাবে সহায়তা দিতে লৌহ শিল্পের বড়ো বড়ো পরিকল্পনা এখানে নেওয়া যেতে পারে এর সব রকম আনুষঙ্গিক পরিবেশ এখানে রয়েছে কয়লা, এর পাশেই লোহার উপাদান ও এর ঘরে এবং ঘরের কাছে। পুরুলিয়া জেলার লোহার পল্লী

শিল্প কারিগরী এবং দক্ষতায় বহু জায়গার চেয়ে অগ্রণী। একে কেন্দ্র ক'রে ছোট এবং বড়ো লৌহ শিল্পের আয়োজনে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে বিশাল ব্যাপার এখানে হতে পারে। কিন্তু এসবের কোনো সদিচ্ছা বা চেষ্টা সরকারের নেই জাতীয় পরিকল্পনার দৃষ্টি এবং সামঞ্জস্য বোধ থাকলে—আর্থিক জীবনে অনগ্রসর জায়গাও আজ সমান সুযোগের অধিকারী হোত এবং উর্বরা ভাল জমি বরবাদ করার চেয়ে পাহাড় পর্বত অনুর্বর ভূখন্ডগুলি শিল্পের অধিকতর উপযোগী স্থান বলেই বিবেচিত হয়। বিবেচনাহীন শাসনে আজ আমরা এর চেয়ে কি আশা করতে পারি। বহু সংগ্রাম ক'রেও যে সব পল্লীশিল্প আজও টিকে আছে সেগুলির প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলা দূরে থাক আজ বৃহৎ যন্ত্রমুগ্ধ সরকারের উপেক্ষা ও বহু রকমের উপদ্রব সেগুলিকে শেষ করে ফেলবার চেষ্টা করছে। আমাদের জেলায় তসর শিল্প আজ সরকারী কবলে মুমূর্ষু। অযোগ্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় জঙ্গল উজাড় হয়ে যাওয়ায় তসরগুটি আজ দুর্মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুটির দামই আজ এত বেশী যে শিল্পী আজ প্রায় মজুরীই পাচ্ছে না অথচ তসর বস্ত্রের দাম অত্যন্ত বেশী। কিন্তু তবু এই মৃতপ্রায় শিল্পের ওপর বিক্রয় করের উপদ্রব। এইভাবে এক অতি মূল্যবান প্রয়োজনীয় শিল্প যেতে বসেছে। শুধু সৌখীন জিনিষের দৃষ্টিতে নয়, উপযোগিতা ও ধর্মানুষ্ঠানের দৃষ্টিতেও এর চাহিদা আমাদের জীবনে বহু, কিন্তু এর উন্নতির জন্য, এর গুটি উৎপাদনের জন্য, এর শিল্পীদের রক্ষার জন্য সরকারের আজ কোনো লক্ষ্য নেই। পুরুলিয়া জেলার লাক্ষা শুধু ভারত বিখ্যাত নয় জগৎ বিখ্যাত। এর সম্ভাবনা প্রচুর থাকলেও, এই শিল্প আজ বহুভাবে বিপন্ন হয়েছে।

উপযুক্ত সময়ে চাষীদের কাছে উপযুক্ত লাক্ষা-বীজ সরবরাহের অভাবে চাষীরা বছরের পর বছর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যে সব বিবিধ কারণে লাক্ষার বাজার বিপন্ন হয়েছে—সেগুলি অনুধাবন করে তার উপযুক্ত প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা সরকার করে নি। জাতির জনক গান্ধীজী চাষীর অবসর সময়ের উৎপাদনরূপে বস্ত্র স্বাবলম্বনের কথা ভেবেছিলেন এ বিষয়ে সরকারী প্রচেষ্টা আজ শোচনীয়। আমাদের জেলা তুলো উৎপাদনের ভাল ক্ষেত্র। তুলো উৎপাদনের পর্যায় থেকে কাজ সুরু করলেই খাদি-স্বাবলম্বী সার্থক হতে পারে। আমাদের জেলায় এই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও চরখা শিল্পের কোনো ব্যাপক প্রচেষ্টা আজও হয়নি, অম্বর চরখা ব্যাপকরূপে কার্যকরী হতে দেরী আছে। অম্বর চরখা বিষয়েও যে সামান্য কাজ হয়েছে তারও বহু কিছু স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। পাহাড় জঙ্গলময় মানভূম পশু পালনের বৃহৎ ক্ষেত্র পশু লোমের শিল্পও ভালভাবে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু কোনো বিষয়েই সরকারের লক্ষ্য বা উদ্যোগ নেই।

Shri Sudhir Chandra Bhandari:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের শিল্প মন্ত্রী যখন কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পে নব যুগের কথা বলছিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল একটা গল্প। আমরা গত ১০ বৎসর যাবৎ এর উন্নয়ন তো দূরের কথা, এই কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে যেগুলি প্রয়োজন তারও আজ পর্যন্ত ব্যবস্থা হয়নি। আমরা বৎসরের পর বৎসর বাজেট আলোচনায় এই কথা বলে আসছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ লৌহ-শিল্পের কথা বলছি। এখন সারা ভারতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যেও তার কিছুটা কোটা আছে। সেই কোটার মাধ্যমে কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পে তা কতটা পরিমাণ দেওয়া হয়, সেই সম্পর্কে আমি প্রশ্ন করছি। আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার উত্তর দেবেন। এই লৌহ সম্পর্কে সরকারের নিয়ন্ত্রিত দর আছে। আমরা দেখছি কিছু কিছু কোটা দেওয়া হয়ে থাকে এই শিল্পগুলিকে। কিন্তু আমরা দেখছি যার ৩০ টন দরকার তাকে দেওয়া হচ্ছে মাত্র এক টন। আর তাকে বাকী ২৯ টন বেশী দামে বাজার থেকে কিনতে হচ্ছে। এবং এই যে এক টন দেওয়া হচ্ছে তা সকলকে দেওয়া হচ্ছে না, ব বড় ব্যবসাদারেরা পাচ্ছে। অনেক আবেদন নিবেদন ক'রেও কোন ফল হয় না। বহু আবেদন

নিবেদন সিভিল সাপ্লাই অফিস-এ আজ ৩।৪ বৎসর ধরে পড়ে আছে কিন্তু কিছু করা হয়নি। আমরা দেখেছি যেখানে নিয়ন্ত্রিত দর ৬।৭ শত টাকা টন, সেখানে বাজারে স্বচ্ছন্দে ১২ থেকে ১৪ শত টাকায় বিক্রয় হচ্ছে। এইভাবে তারা কোটি কোটি টাকা ব্ল্যাক মার্কেট করছে। এ যে কি রহস্য তা বুঝতে পারি না। আজ বলছেন যে নব যুগ এনে দিয়েছেন। নব যুগ তো দূরের কথা, আমরা দেখছি যে, কাঁচা মাল তাদের দেবার দায়িত্ব সরকারের আছে। তাও তারা দিতে পাচ্ছে না। তারপর পিতল সম্পর্কে দেখতে পাচ্ছি, এখানেও কিছু কিছু দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এখানে যে কিভাবে তার দর নিয়ন্ত্রণ করছেন তা বুঝতে পারছি না। আমাদের অঞ্চলে প্রায় ২৫টি পিতলের কারখানা আছে। তাতে প্রায় এক হাজার শ্রমিক কাজ করে। এক গোপাল মেটাল ওয়ার্কস-এ ৪২ জন শ্রমিক কাজ করে। তাদের যেখানে ১৫ টন পিতল দরকার, সেখানে অনেক বলা কওয়ার পর এবং দরখাস্ত করার পর এক টন দেওয়া হয়েছে। তার ফলে হয়েছে কি যে, তাদের এক সপ্তাহ কাজ হয়ে আর তিন সপ্তাহ তাদের শ্রমিকদের বসে থাকতে হয়। তাও মাত্র একটাকে দেওয়া হয়েছে ২৫টি কারখানার মধ্যে। সেইজন্য আমরা পিতলের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, ভারত সরকার পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেইজন্য আমরা আশা করবো যে, আমরা যা বলি, আপনারাও যা বলেন, সেটা কার্যকরী করবেন এবং এই দিকে দৃষ্টি রাখবেন। উন্নত হওয়া তো দূরের কথা, যে শিল্পগুলি আছে সেগুলিকে অন্ততঃ যাতে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তার ব্যবস্থা করবেন। তারপর দর্জি শিল্পের কথা বলছি। পশ্চিমবঙ্গে কত দর্জি আছে সে খবর বোধ হয় আপনারা রাখেন না। যেখানে ২।৩ লক্ষ দর্জি আছে সেখানে এরা বলেছেন ৭ হাজার দর্জি আছে। এই দর্জিদের কথা অনেক বলেছি, অনেক আবেদন নিবেদন করেছি যে এই দর্জিদের বাঁচিয়ে রাখতে গেলে একটা মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড করা হোক। যেখানে বাজারে একটা সার্ট সেলাই করতে গেলে লাগে ১ টাকা সেখানে তাদের দেওয়া হয় ১০ পয়সা। একটা সুট তৈরী করতে গেলে যেখানে সেলাই খরচ দিতে হয় ৬।৭ টাকা, সেখানে তাদের দেওয়া হয় ।।০ আনা। তাও সারা বৎসর তারা কাজ পায় না। ১২ মাসের মধ্যে মাত্র ৩ মাস কাজ করে তারপর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তারা বের হয়। কিন্তু সরকার এদের জন্য মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড-এর ব্যবস্থা করতে পাবেন নি। তারপর বিড়ি সম্পর্কে বলছি। বিড়ি শ্রমিকদের সংখ্যাও কম নয়, তারাও প্রায় ৩।৪ লক্ষ হবে। পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত বিড়ি পাতা ও মশলার উপর ট্যাক্স বসছে। যার ফলে সমস্ত বিড়ি ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। এদের বাঁচাতে পারলে বেকার সমস্যার কিছু সমাধান হবে। পশ্চিমবঙ্গে এমনিতেই লক্ষ লক্ষ বেকার আছে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবক প্রায় ৫০ লক্ষ আছে, তারপর বহু কৃষক আছে যারা ৫ মাস কাজ করে আর বাকী ৭ মাস বেকার থাকে। সে সম্পর্কেও বিশেষ চিন্তা করা দরকার।

[12-40—12-50 p.m.]

তাদের বলা যে তোমাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি জায়গা জমি কি আছে। শিল্পের উপর ভিত্তি করে, একটা শিল্পে খাটছে তার উপর ভিত্তি করে লোন দিন। এ ছাড়াও একটা কথা আছে এগুলিকে বাঁচাতে হলে প্রতিযোগিতার হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। বড় শিল্পের সঙ্গে যদি সাহায্যকারী শিল্প হিসাবে মোটর পার্টস, ফ্যান, ও সাইকেল পার্টস ইত্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প তৈরী করা যায় এবং বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্রশিল্পের সম্মিলন করা যায় তাহলে সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে সরকারের কোন প্রচেষ্টা দেখছি না। আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এদিকে দৃষ্টি দেবেন। তারপর বাজারের সমস্যাও আছে। বিদেশের প্রতিযোগিতার কথাও ভেবে দেখতে হবে—আমাদের একটা নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে যে, বিদেশের থেকে কোন তৈরী মাল আমাদের এখানে আসবে না, কিন্তু আমাদের এখানে আজকে প্রচুর জাপানী ও আমেরিকান রেডিমেড, নাট, বোল্ট, স্ক্রু ইত্যাদি বাজার ছেয়ে ফেলেছে। এই প্রতিকারের চেষ্টা করতে হবে। তারপর, আজকাল মানুষের রুচি পাল্টাচ্ছে, মানুষ এখন কারিগরী শিক্ষার দিকে

থাকছে। তাই শুধুমাত্র কলকাতা সহরে একটা-দুটো স্কুল-কলেজ করে দিলেই হবে না মফঃস্বল অঞ্চলের দিকে যাতে এই ঝোঁক প্রসারিত হয় তার চেষ্টা করতে হবে। তারপর সমবায়ের মাধ্যমে শিল্পগুলিকে যদি না সংহত করা হয় তাহলে নানারকম প্রতিযোগিতার ফলে এগুলি ধ্বংস হবে। প্রকৃত শিল্পীদের নিয়ে যদি সমবায় করা যায় তাহলে আমার মনে হয় টাকাকড়ি লোন দেবার প্রয়োজন হবে না। বাজারের যদি গ্যারাণ্টি থাকে তাহলে তারা নিজেরাই টাকাকড়ি সংগ্রহ করবে।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এখানে খুব বেশী আলোচনা হয়নি, সময় কম বলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনার সুযোগও খুব বেশী পাওয়া যায়নি। তাহলেও যেসব কথা বলা হয়েছে তার কিছু কিছু উত্তর দিচ্ছি—রবিনবাবু বলেছেন ঋণ দেওয়া হচ্ছে না, হাওড়ায় ঋণ দেওয়া উচিত ছিল, যা দেওয়া হয়েছে তা স্যাংশান করা টাকার চেয়ে কম দেওয়া হয়েছে—এর কারণ, ঋণের জন্য আমাদের প্রভিশন ছিল ৩০ লক্ষ টাকা, ১০ লক্ষ টাকা আমরা ঋণ দিয়েছি, কিন্তু লোন চাইতে বেশী লোক আসেনি, তা না হলে লোন দেবার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত ছিল। তারপর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুটো সুতাকল হবে। এখন আমাদের গোটা সুতার চাহিদা প্রায় ১১ মিলিয়ন পাউণ্ড। কিন্তু দুটো সুতাকলে সুতা হবে মাত্র ৭ মিলিয়ন পাউণ্ড। কাজেই বাঙলার দুঃখ কখনোই যেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না চাহিদার কাছাকাছি যোগান না গিয়ে পেঁছায়। এই দুটো কল হলে পর আমরা হয়তো অর্ধেক দাবি মেটাতে পারব আমাদের এখনো আরো কলের প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি পঞ্চাননবাবুর জ্ঞাতার্থে তাঁকে বলতে পারি যে, আমরা এক সঙ্গে অধিক যন্ত্রের বন্দোবস্ত করে ৫০ হাজার স্পিণ্ডল-এর ব্যবস্থা করেছি—তাতে মিহি সুতার চাহিদা আমরা অনেকটা মিটু করতে পারব। কাজ চালু হয়ে গিয়েছে। ৩১শে তারিখে খোলা হবে, আপনাদের কাছে শীঘ্রই নেমন্তন্ন পত্র পেঁছাবে। পঞ্চাননবাবুর আরেকটা কথার জবাব দিচ্ছি—আমাদের ৫০% ঘাটতি থেকে যাবে—এবং সেটা আমাদের বাইরে থেকে বিশেষ করে দক্ষিণ থেকে আনতে হবে। তার পরের কথা হ'ল, তুলার স্টেপল্, সেই স্টেপল্ আমাদের এখানে ফলে না, তুলার চাষ করতে গেলে যে জমি দরকার, আমাদের সেই জমি নাই। বিশেষ করে, মনি ক্রপ্ আমাদের করা চলবে না ফুড ক্রপ্ নষ্ট করে। সুতরাং বাইরে থেকে আমাদের এটা আনতে হবে। কল্যাণীতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট চালু হয়েছে।

[12-50—1 p.m.]

শ্যামাপদবাবুর উত্তর হচ্ছে যে মাদ্রাজের কাপড় এখানে আনার একটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের এখানে যা প্রয়োজন সেই মত আমরা উৎপাদন করতে পারি না—কাজেই বাহিরে থেকে আসছে। কিন্তু মাদ্রাজের কাপড় বিক্রি না হলে যে স্টক জমে যায় তার জন্য সেখানকার সরকারকে সাবসিডি দেবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। বাঙলা দেশে সেরূপ অবস্থা হয়নি বলে সাবসিডি দেবার এখানে প্রয়োজন মনে করি না। মাদ্রাজের হ্যাণ্ডলুম লেবার যা পায় বাঙলার হ্যাণ্ডলুম লেবার তার দুগুণ পায়। বাঙলার চাহিদার চেয়ে উৎপাদন কম, কাজেই মাল দামী হবে। শ্যামাপদবাবু রেশম সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলেছেন তার উত্তর হচ্ছে আমাদের এখানে রেশমের জন্য গুটি থেকে যে সুতো পাই সেটা চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের চেয়ে অনেক কম। আমাদের এখানে প্রয়োজন বেশী সুতোর—এখানে মহীশুর, বম্বে অঞ্চল থেকে কিছু পাই। আমাদের এখানে ক্রস করে যে নূতন গুটি হচ্ছে তাতে আমরা নির্ধারিত ৩০০ থেকে ৬০০ গিয়ে পেঁছাই—যেগুলি আরও উন্নতি লাভ করব। কাজেই রেশমের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং সেটা বৃদ্ধি হলে প্রতিযোগিতায় সুবিধা হবে এবং আমরা দাঁড়িয়ে যাবো নিজেদের জোরে। সুধীর ভাণ্ডারী মহাশয় বলেছেন পশ্চিম বাঙলায় লোহার সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পীদের সম্পর্ক বোঝা যায় না। লোহা কয়েক প্রকারের আছে এবং এখানে প্রায় ৮০% পাওয়া যায়। তিনি ক্ষুদ্র শিল্পীদের

কোথায় সামান্য লোহা পেলে সুবিধা হয় সেটা যদি জানান তাহলে অন্ততঃ ক্ষুদ্র শিল্পীরা যাতে তাঁদের প্রয়োজন মত লোহা পান সেই বিষয়ে আমরা নিশ্চয় দেখব। কাঁসা, পেতল, তামা, রাং এবং দস্তার উপর যাঁরা নির্ভর করে তাদের কথা হচ্ছে যে, এই ক'টা জিনিষ আমাদের দেশে এত কম পাওয়া যায় যার জন্য বাহির থেকে আনতে হয়। এখন আমাদের যে রকম বৈদেশিক মুদ্রার অভাব তাতে আগেকার পরিমাণ অনেক কমে গেছে। পেতল যা চলছে তা হচ্ছে যে যেগুলি অর্ডিন্যান্সে কাটাকুটি পড়ে সেগুলি নিয়ে ভাগ করে চলছে। আবার যে পরিমাণ তামা, দস্তা, রাং পাওয়া দরকার সেটা নেই—বিদেশ থেকে আমদানী করার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে যেটুকু পাওয়া যায় তাই ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। পেতল শুধু তাঁর জায়গায় নয়, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কাঁসা-পেতলের কাজ যারা করে তাদের অত্যন্ত অভাব। কিন্তু সেই অভাব মেটাবার মত আমাদের আমদানী করার উপায় নেই। শিল্পীদের ঋণ দেবার সম্পর্কে উনি যে কথা বলেছেন, তাঁকে বলব যে এই ব্যবস্থা আমরা যতদূর সম্ভব সহজ করেছি। এখন আর তাদের সম্পত্তি বাঁধা দিতে হয় না—অর্থাৎ সেখানকার চেনা লোক যদি রেকোমেন্ড করেন তাহলে হাজার টাকা পর্যন্ত একটা লোক ঋণ পেতে পারে। কাজেই অত্যন্ত ক্ষুদ্র যারা, যাদের হাজার টাকাতেই চলবে তাদের আর কিছু বাঁধা দিতে হবে না। আবার এর চেয়ে বেশী হলে এখন যা নিয়ম চালু আছে তাতে এমন সম্পত্তি দেখি, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা আরও সহজ করে দিচ্ছি। একটা কাজের জন্য শিল্পীর যা প্রয়োজন সেটা অনুসন্ধান করে তাকে ঋণ দেবার জন্য আরও সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি ঋণের দিক দিয়ে আগে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছি—ম্যাজিস্ট্রেট ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত, ডি. আই. ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত, ইন্ডাস্ট্রিয়াল বোর্ড ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারেন, এখন এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেবে। সুতরাং এমেন্ডিং বিল যখন হয়ে থাকে তখন, তারপর ছোট-বড় শিল্পী, যেখানে যেখানে শিল্প-সংস্থা আছে, তাদের ঋণ গ্রহণের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে। অন্য কোন বিশেষ জানবার জন্য আর কিছু বলেন নি বলে আমি এখানে শেষ করছি। এবং সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার মূল প্রস্তাব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

Shri Niranjan Sen Gupta :—

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আমার ৩৩নং কাট মোশানের মাধ্যমে কুচবিহার জেলায় কোন রকম শিল্প গড়ার কাজে সরকারী প্রচেষ্টা যে নেই সেকথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার কোন উত্তর দিলেন না, কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

The Hon'ble Bhupati Majumdar :—

এখন আর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

Shri Niranjan Sen Gupta :—

আমার কাট্ মোশানের জবাব দেবেন না?

The Hon'ble Bhupati Majumdar :—

সবটার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, তবে কুচবিহার সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত আছি।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay :—

অডিট রিপোর্ট সম্বন্ধে কিছু বলুন।

The Hon'ble Bhupati Majumdar :—

অডিট সম্বন্ধে ১৯৫১-৫২ সালের কথা তুলেছেন, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে প্রস্তুত নই বলে যদিও এখন কিছু বলতে পারলাম না, তবে এটা ঠিক যে আমরা নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করব। যা হোক্, আমার আর কিছু বলার নেই, সুতরাং যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে তার বিরোধীতা করে আমার মূল প্রস্তাবকে গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার আসন গ্রহণ করছি।

Mr. Speaker : I shall now put all the cut motions on Demand No. 27 to vote.

(All the cut motions on Demand No. 27 were then put en bloc to vote and lost.)

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demnd of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries--Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Decelopment outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries--Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharya that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Develop-

ment outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Basu that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bindaban Behari Basu that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Majhi that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattachryya that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 2,21,38,000 tor expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development

outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Panchanan Bhattacharya that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 2,21,38,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 2,21,38,000 be granted for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43-Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I shall now put all the cut motions on Demand No 28 to vote.

(All the cut motions on Demand No. 28 were then put en bloc to vote and lost.)

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 2.90.38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-

Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharya that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries-Cotage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bindaban Behari Basu that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No 28, Major Heads 43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads 43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced to Rs. 1 was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads 43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expediture under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 2,90,38,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads 43-Industries—Cottage Industries, etc." be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 2,90,38,000 be granted for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43-Industries—Cottage Industries—72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" was then put and agreed to.

ADJOURNMENT.

The House was then adjourned at 1 p.m. till 9 a.m. on Tuesday, the 21st March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

'ol. XXIX—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-ninth Session

(March, 1961)

Part—15

21st March, 1961.

ıblished by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of
Procedure and Conduct of Business in the West Bengal
Legislative Assembly.

Price Rs. 2·18 nP. English 3s. 3d. per copy.

Vol. XXIX—No. 2

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-ninth Session

(March, 1961)

PART—~~16~~ 15

21st March, 1961

blished by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Unstarred questions

(to which written answers were laid)

National Extension Service Block in Jagatballavpur, district Howrah

40. (Admitted question No. 84.) **Dr. Brindabon Behari Basu :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Community Development and Extension Service Department be pleased to state—

(ক) জগৎবল্লভপুর থানায় N. E. S. Block কোন্ সালের কোন্ দিন স্থাপিত হইয়াছে ;

(খ) উক্ত ব্লকের অধীনে নিযুক্ত গ্রামসেবক এবং গ্রামসেবিকার সংখ্যা কত ;

(গ) গ্রামসেবক ও সেবিকারা নিজ নিজ Union-এ স্থায়ীভাবে বাস না করায় নিয়মিত কার্য ব্যাহত হইতেছে বলিয়া সরকার কোন অভিযোগ পাইয়াছেন কি ;

(ঘ) পাইয়া থাকিলে, সরকার এ-বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ,

(ঙ) ইহা কি সত্য যে, ঐ N. E. S. Block-এর কয়েকজন কর্মচারী দুর্নীতির জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে ; এবং

(চ) সত্য হইলে, ঐরূপ কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

The Minister for Community Development and Extension Service (The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed) :

(ক) জগৎবল্লভপুর থানায় জগৎবল্লভপুর ব্লক ১৯৫৯ সালের ২রা অক্টোবর স্থাপিত হইয়াছে।

(খ) গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকার সংখ্যা যথাক্রমে ৮ ও ২।

(গ) না।

(ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঙ) এবং (চ) জগৎবল্লভপুর ব্লকের একজন গ্রামসেবকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে।

Beliaghata Infectious Diseases Hospital

41. (Admitted question No. 128) **Shri Hemanta Kumar Ghosal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত বেলিয়াঘাটা সংক্রামক হাসপাতালে কতগুলি ডিপ্‌থিরিয়া, টিটেনাস্ এবং কলেরা রোগের কেস ভর্তি করা হইয়াছিল ;

(খ) ইহাদের মধ্যে কতজন বিভিন্ন অসুখে আরোগ্য হইয়া ছাড়া পাইয়াছেন এবং কতজন মারা গিয়াছেন ; এবং

(গ) সংক্রামক রোগের চিকিৎসার ও সেবার জন্য প্রতি ওয়ার্ডে কতজন রোগী ও তাহাদের জন্য কতজন ডাক্তার ও নার্স নিযুক্ত করা হয় ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy):

(ক)—

ডিপ্‌থিরিয়া—২,১৪৩,

টিটেনাস্— ৭০৭,

কলেরা— ২,০২৬।

(খ) আরোগ্যের সংখ্যা—

ডিপ্‌থিরিয়া—১,৮৯১,

টিটেনাস্—৩১৮,

কলেরা—১,৮৫৭।

মৃতের সংখ্যা—

ডিপ্‌থিরিয়া—২১৮,

টিটেনাস্—৩৬৯,

কলেরা—১৬৭।

(বাকী রোগী এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।)

(গ) প্রতি ওয়ার্ডে—

রোগীর সংখ্যা—৬০ পর্যন্ত,

ডাক্তারের সংখ্যা—প্রতি ২৫ জন রোগীর জন্য ১ জন ডাক্তার,

নার্সের সংখ্যা—প্রতি ৫ জন রোগীর জন্য ১ জন নার্স।

Scarcity of drinking water at Kharagpur

42. (Admitted question No. 143.) **Shri Narayan Chobey :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state whether the Government have received any representation from the citizens of Kharagpur regarding acute scarcity of drinking water there ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what steps, if any, the Government have taken thereupon ; and

(*ii*) what is the estimated cost and when the work of the construction is expected to start ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) : (*a*) Yes.

(*b*) A water-supply scheme for the Kharagpur Municipality at an estimated cost of Rs. 5,44,000 has been prepared by the Chief Engineer, Public Health Engineering, West Bengal. The scheme is proposed to be taken up for execution during the Third Five-Year Plan period.

West Bengal Financial Corporation

43. (Admitted question No. 111.) **Dr. Ranendra Nath Sen :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(*a*) the names of the Industrial concerns that have been given loan by the West Bengal Financial Corporation, year by year, from 1955 to 1960 ;

(*b*) the total amount of loan given to each concern, year by year, from 1955 to 1960 ;

(*c*) the total amount of authorised and paid-up capital of each concern receiving loan ; and

(*d*) the names of the Chairman of the Board of Directors of the concerns which have been given loan ?

The Minister for Commerce and Industries (The Hon'ble Bhupati Majumdar) : A statement furnishing all the particulars is laid on the Table.

Statement referred to in reply to unstarred question No. 43

Year.	Names of the Industrial concerns who have been given loan.	Total amount of loan given to each concern.	Present authorised and paid-up capital in respect of Companies under the Indian Companies Act and invested capital in cases of proprietory or partnership concerns.		Names of the Chairmen of the Boards of Directors of the concerns granted loan.
		Rs.		Rs.	
1955	Hindusthan Pilkington Works Ltd.	8,00,000	Authorised capital	1,00,00,000	Dr. N. N. Law.
			Paid-up capital	80,00,000	
	Hindusthan Rubber Works Ltd.	1,50,000	Authorised capital	10,00,000	Shri S. Datta.
			Paid-up capital	4,78,000	
1956	Standard Pharmaceutical Works Ltd.	3,00,000	Authorised capital	25,00,000	Dr. A. C. Ukil.
			Paid-up capital	11,10,000	
	Oriental Metal Industries Private Ltd.	3,00,000	Authorised capital	7,00,000	Shri R. B. Sen.
			Paid-up capital	4,78,000	
	Krudd Industries Ltd.	5,00,000	Authorised capital ...	25,00,000	Seth Ballavdas Agarwal.
			Paid-up capital ...	17,45,000	
	Butto Kristo Paul & Co. (Research Laboratory) Private Ltd.	3,00,000	Authorised capital ...	3,00,0.0	Shri Hari Mohan Paul.
			Paid-up capital ...	2,90,000	
	Hindusthan Rubber Works Ltd.	1,00,000	Authorised capital ...	10,00,000	Shri S. Datta.
			Paid-up capital ...	4,78,000	
	Hindusthan Small Tools Private Ltd.	3,50,000	Authorised capital ...	10,00,000	Prof. S. N. Bose.
			Paid-up capital ...	5,00,000	
	Maya Engineering Works Private Ltd.	1,50,000	Authorised capital ...	10,00,000	Sir B. P. Singh Roy.
			Paid-up capital ...	5,00,000	
	Albion Plywood Ltd.	5,00,000	Authorised capital ...	25,00,000	Shri A. P. Jain.
			Paid-up capital ...	10,00,000	
	Aeronautical Services Ltd.	1,25,000	Authorised capital ...	1,00,00,000	Shri P.C.B. Deo, Maharaja of Mayurbhanj.
			Paid-up capital ...	8,79,000	
	Bharat Battery Mfg. Co. Private Ltd.	2,25,000	Authorised capital ...	5,00,000	Shri S. P. Saha.
			Paid-up capital ...	4,00 000	

1957	Aeronautical Services Ltd.	2,75,000	Authorised capital ...	1,00,00,000	Shri P. C. B. Deo, Maharaja of Mayurbhanj.
			Paid-up capital ...	8,79,000	
	Electrical Industries Corporation	9,02,000	Invested capital ...	20,00,000	Shri Charat Ram (Senior Partner).
	Republic Engineering Corporation Ltd.	2,00,000	Authorised capital ...	5,00,000	Shri D. N. Bhattacharjee.
			Paid-up capital ...	4,00,000	
	Hindusthan Small Tools Private Ltd.	50,000	Authorised capital ...	10,00,000	Prof. S. N. Bose.
			Paid-up capital ...	5,00,000	
	Hindusthan Rubber Works Ltd.	1,00,000	Authorised capital ...	10,00,000	Shri S. Datta.
			Paid-up capital ...	4,78,000	
	Albion Plywood Ltd. ...	3,10,000	Authoiised capital ...	25,00,000	Shri A. P. Jain.
			Paid-up capital ...	10,00,000	
	Indian Die Casting Co. Private Ltd.	2,50,000	Authorised capital ...	15,00,000	Shri M. Nopany.
			Paid-up capital ...	5,00,000	
	Shree Saraswaty Press Ltd.	4,25,000	Authorised capital ...	15,00 000	Shri T. N. Bose.
			Paid-up capital ...	4,00,000	
	Motor & Machinery Mfgrs. Ltd.	3,45,000	Authorised capital ...	25,00,000	Shri Shewchandraj Poddar.
			Paid-up capital ...	13,00,000	
	Bharat Battery Manufacturing Co. Private Ltd.	40,000	Authorised capital ...	5,00,000	Shri S. P. Saha.
			Paid-up capital ...	4,00,000	
	Usha Textiles (Private) Ltd. [Changed as Usha Automobile & Engineering (Private) Ltd.]	87,000	Authorised capital ...	1,00,00,000	Shri M. K. Jhawar.
			Paid-up capital ...	1,50,000	
	Maya Engineering Works (Private) Ltd.	20,000	Authorised capital ...	10,00,000	Shri B. P. Singh Roy.
			Paid-up capital ...	5,00,000	
	Blackwoods India Ltd.	3,25,000	Authorised capital ...	70,00,000	Shri C. S. Rangaswami.
			Paid-up capital ...	21,88,000	
	Standard Pharmaceutical Works Ltd.	1,50,000	Authorised capital ...	25,00,000	Dr. A. C. Ukil.
			Paid-up capital ...	11,10,000	
	National Rubber Mfgrs. Ltd.	6,50,000	Authorised capital ..	1,00,00,000	Shri K. N. Mookherjee.
			Paid-up capital ...	34,00,000	

Year.	Names of the Industrial concerns who have been given loan.	Total amount of loan given to each concern.	Present authorised and paid-up capital in respect of Companies under the Indian Companies Act and invested capital in cases of proprietory or partnership concerns.		Names of the Chairmen of the Boards of Directors of the concerns granted loan.
		Rs.		Rs.	
1958	Maya Engineering Works Pr. Ltd.	80,000	Authorised capital ...	10,00,000	Shri B. P. Singh Roy.
			Paid-up capital ...	5,00,000	
	Albion Plywood Ltd.	1,40,000	Authorised capital ...	25,00,000	Shri A. P. Jain.
			Paid-up capital ...	10,00,000	
	Usha Automobile and Engineering Pr. Ltd.	2,13,000	Authorised capital	1,00,00,000	Shri M. K. Jhawar.
			Paid-up capital	1,50,000	
	Motor and Machinery Mfgrs. Ltd.	1,05,000	Authorised capital	25,00,000	Shri Shewchandraj Poddar.
			Paid-up capital	13,00,000	
	Electrical Industries Corporation	48,000	Authorised capital	20,00,000	Shri Charat Ram (Senior Partner.)
	Standard Pharmaceutical Works Ltd.	5,00,000	Authorised capital	25,00,000	Dr. A. C. Ukil.
			Paid-up capital	11,10,000	
	Aeronautical Services Ltd.	60,000	Authorised capital	1,00,00,000	Shri P. C. B. Deo, Maharaja of Mayurbhanj.
			Paid-up capital	8,79,000	
	Indian Die Casting Co. Pr. Ltd.	1,13,000	Authorised capital ...	15,00,000	*Shri N. Nopany.
			Paid-up capital	5,00,000	
	Oriental Metal Industries Pr. Ltd.	75,000	Authorised capital ...	7,00,000	Shri R. B. Sen.
			Paid-up capital ...	4,78,000	
	Hindusthan Rubber Works Ltd.	1,00,000	Authorised capital ...	10,00,000	Shri S. Datta.
			Paid-up capital	4,78,000	
	Krishna Silicate and Glass Works	1,50,000	Authorised capital	5,00,000	*Shri Santimoy Sarkar
			Paid-up capital	3,76,000	
	Singhee Cold Storage	90,000	Authorised capital ...	1,87,000	Shri Ganesh Ch. Das.
	National Rubber Mfgrs. Ltd.	3,00,000	Authorised capital ...	1,00,00,000	Shri K. N. Mookherjee
			Paid-up capital	34,00,000	

	Sree Saraswaty Press Ltd.	3,25,000	Authorised capital	15,00,000	Shri T. N. Bose.
			Paid-up capital	4,00,000	
	Glasgow Printing Co. Private Ltd.	1,00,000	Authorised capital	5,00,000	Shri K. L. Banerjee.
			Paid-up capital	4,04,000	
	Hind Refractories Ltd.	3,00,000	Authorised capital	30,00,000	*Shri J. N. Mukherjee.
			Paid-up capital	7,50,000	
	Teesta Valley Tea Co. Ltd.	3,00,000	Authorised capital	3,50,000	Shri B. P. Bajoria.
			Paid-up capital	3,20,000	
1959	Anantapur Textiles Ltd.	9,00,000	Authorised capital	50,00,000	*Shri Murari Manna.
			Paid-up capital	12,16,000	
	Indian Die Casting Co. Private Ltd.	37,000	Authorised capital	15,00,000	Shri M. Nopany.
			Paid-up capital	5,00,000	
	R. B. S. Rubber Mills Private Ltd.	75,000	Authorised capital	25,00 000	Shri M. P. Jain.
			Paid-up capital	3,66,000	
	Shree Engineering Products Private Ltd.	2,50,000	Authorised capital	15,00,000	Shri B. R. Mimani.
			Paid-up capital	5,00,000	
	Serampore Belting Works Ltd.	2,00,000	Authorised capital	5,00,000	Shri J. N. Lahiri.
			Paid-up capital	3,00,000	
	Hind Refractories Ltd.	2,00,000	Authorised capital	30,00,000	*Shri J. N. Mukherji.
			Paid-up capital	7,50,000	
	Teesta Valley Tea Co. Ltd.	2,00,000	Authorised capital	3,50,000	Shri B. P. Bajoria.
			Paid-up capital	3,20,000	
	Standard Pharmaceutical Works Ltd.	50,000	Authorised capital	25,00,000	Dr. A. C. Ukil.
			Paid-up capital	11,10,000	
	Hindusthan Rubber Works Ltd.	1,00,000	Authorised capital	10.00,000	Shri S. Datta.
			Paid-up capital	4,78,000	
	Shree Saraswaty Press Ltd.	2,50,000	Authorised capital	15,00,000	Shri T. N. Bose.
			Paid-up capital	4,00,000	
	Hind Galv. and Engineering Co. Pr. Ltd.	8,00,000	Authorised capital	25,00,000	Shri S. G. Khaitan.
			Paid-up capital	5,00,000	
	Everest Cold Storage	1,00,000	Invested capital	4,00,000	Shri K. Poddar (Senior Partner).
	Wesman Engineering Co. Pr. Ltd.	1,50,000	Authorised capital	5.00.000	Mr. A. Vaswani.
			Paid-up capital	1,82,000	

Year.	Names of the Industrial concerns who have been given loan.	Total amount of loan given to each concern.	Present authorised and paid-up capital in respect of Companies under the Indian Companies Act and invested capital in cases of proprietory or partnership concerns.		Names of the Chairmen of the Boards of Directors of the concerns granted loan.
		Rs.		Rs.	
959—concld.	Krudd Industries Ltd.	1,00,000	Authorised capital ...	25,00,000	Seth Ballavdas Agarwal.
			Paid-up capital	17,45,000	
	National Sugar Mills Ltd.	10,00,000	Authorised capital	50,00,000	*Shri R. Chowdhuri.
			Paid-up capital	12,31,000	
	Motor and Machinery Mfgrs. Ltd.	1,25,000	Authorised capital	25,00,000	Shri Shewchandraj Poddar.
			Paid-up capital ...	13,00,000	
	Aeronautical Services Ltd. ...	30,000	Authorised capital	1,00,00,000	Shri P.C.B. Deo, Maharaja of Mayurbhanj.
			Paid-up capital	8,79,000	
	Electrical Industries Corporation	50,000	Invested capital	20,00,000	Shri Charat Ram (Senior Partner).
960	Macfarlane and Co. Ltd.	2,00,000	Authorised capital	15,00,000	Shri R. N. Poddar.
			Paid-up capital ...	10,08,500	
	Everest Cold Storage ...	75,000	Invested capital ...	4,00,000	Shri K. Poddar (Senior Partner)
	Sri Durga Cotton Spg. and Wvg. Mills Ltd.	10,00,000	Authorised capital ...	75,00,000	*Shri S. K. Sarkar.
			Paid-up capital ...	26,21,000	
	Bharat Battery Mfgrs. Co. Pr. Ltd.	85,000	Authorised capital ...	5,00,000	Shri S. P. Saha.
			Paid-up capital ...	4,00,000	
	Krudd Industries Ltd.	1,00,000	Authorised capital ...	25,00,000	Seth Ballavdas Agarwal.
			Paid-up capital ...	17 45,000	
	Associated Porcelain Private Ltd.	2,00,000	Authorised capital ...	17,00,000	Shri H. P. Barooah.
			Paid-up capital ...	1,93,600	
	Standard Pharmaceutical Works Ltd.	1,00,000	Authorised capital ...	25,00,000	Dr. A. C. Ukil.
			Paid-up capital ...	11,10,000	
	Blackwoods India Ltd.	5,00,000	Authorised capital ...	70,00,000	Shri C. S. Rangaswami.
			Paid-up capital ...	21,88,000	

Pioneer Plastic Works Ltd.	1,50,000	Authorised capital ... Paid-up capital ...	5,00,000 3,95,000	*Shri G. N. Periwal.
Hindusthan Small Tools Private Ltd.	50,000	Authorised capital ... Paid-up capital ...	10,00,000 5,00,000	Professor S. N. Bose.
Aeronautical Services Ltd.	10,000	Authorised capital ... Paid-up capital	1,00,00,000 8 79,000	Shri P.C.B. Deo, Maharaja of Mayurbhanj.
Sulekha Works Ltd.	2,00,000	Authorised capital ... Paid-up capital ...	25,00,000 2,50,000	*Shri P. K. Mazumder
Motor & Machinery Manufacturers Ltd.	1,25,000	Authorised capital ... Paid-up capital ...	25,00,000 13,00,000	Shri Shewchandraj Poddar.
Wesman Engineering Co. Private Ltd.	1,50,000	Authorised capital ... Paid-up capital ...	5,00,000 1,82,800	Shri A. Vaswani.
R. B. S. Rubber Mills Private Ltd.	52,000	Authorised capital ... Paid-up capital ...	25,00,000 3,66,000	Shri M. P. Jain.
Hind Refractories Ltd.	2,00,000	Authorised capital ... Paid-up capital ...	30,00,000 7,50,000	*Shri J. N. Mukherjee.
Serampore Belting Works Ltd.	1,25,000	Authorised capital ... Paid-up capital ...	5,00,000 3,00,000	Shri J. N. Lahiri.
Ranjit Engineering Works	50,000	Invested capital ...	2,12,000	Shri F. Santra (Proprietor).
Maharaja Cossimbazar Stone Works P. Ltd.	75,000	Authorised capital ... Paid-up capital ...	5,00,000 2,48,000	*Maharaj Kumar S. C. Nandy.
Nayek & Co. (Kalimata Cold Storage).	75,000	Invested capital ...	3,20,000	Shri A. Nayek (Managing Partner).
Kolay Iron and Steel Co. ...	2,00,000	Invested capital ...	6,00,000	Shri A. K. Kolay (Senior Partner).

*No permanent Chairman. At the time of a Board meeting a Director is elected as Chairman for the meeting.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 21st March, 1961, at 9 a.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 172 Members.

[9—9-10 a.m.]

Information regarding Pay Committee's Report and the proposed strike of teachers.

Shri Jyoti Basu : স্পীকার মহাশয়, আপনার বলার আগে আমি চাইছিলাম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখানে বলার জন্য, সেটা হচ্ছে আজকে সকালে সংবাদপত্রে দেখলাম যে প্রাথমিক শিক্ষকদের মাইনে ও মাগ্‌গিভাতা বাড়াবার বিষয়ে সরকার কিছু চিন্তা করছেন। এটা নিয়ে আপনি জানেন যে, ২৪ তারিখে শিক্ষকরা একটা অবস্থান ধর্মঘট করছেন বলে ডিক্লারেশান আছে। এটা নিয়ে আমি আগেও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলেছিলাম, উনি বললেন বাজেটে আমরা ৬০ লক্ষ টাকার মত রেখেছি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এটা লামসাম আছে, না, এটা শুধু মাইনে বাড়াবার জন্য না, মাইনে ডিয়ারনেস্ এ্যালাওয়েন্স সমস্ত নিয়ে? কি ভাবে কি হবে, স্কেল কি ঠিক হয়েছে এই সমস্ত আমরা বুঝতে পারছি না। আজকে সংবাদপত্রে দেখলাম টেম্পোরারী একটা ব্যবস্থা ওঁরা করছেন। অফিসিয়াল পজিসান যদি এটা হয় তাহলে পরিষ্কারভাবে এটা বলা হচ্ছে না কেন? এই এই হল ১ নম্বর। ২ নম্বর হচ্ছে টিচারদের দাবি-দাওয়ার জন্য বোধ হয় দুটো অর্গানাইজেসান আছে—আমি ঠিক বলতে পারি না বোধ হয় তাঁরা একই রকম দাবি করছেন। আমি দেখছি ওঁদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যাপার আছে, পেনসান, গ্র্যাচুইটি, সেকেণ্ডারী স্টেজ অবধি ওদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ফ্রি হবে কিনা প্রতি মাসে ঠিক সময়ে মাইনে পায় না এই সমস্ত বিষয় সরকার কবে ঠিক করবেন সেটা জানতে চাই। কারণ, ওরা ডালহৌসি স্কয়ারে বসে অবস্থান ধর্মঘট করুক এটা নিশ্চয়ই সরকার এ্যাভয়েড করতে চান এবং আমরাও এ্যাভয়েড করতে চাই। এটা কোন প্রেশারের কথা নয়। বাজেট শেষ হয়ে আসছে, এখন যদি একটা ডিক্লারেশান না হয় তাহলে অনেক অসুবিধা হয়। অনেকে কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা কি। শেষ কথা বলি মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেবেন—আমরা জানতাম গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িদের ব্যাপারে পে কমিটি করেছেন এবং আমরা পে কমিটির কাছে তাঁদের কোয়েশ্চেনিয়ারের জবাব দিয়েছি; পে কমিটি থেকে যখন আমাদের ডাকা হয়েছিল তখন আমরা আমাদের সাক্ষ্য দিয়েছি। সংবাদপত্রে দেখলাম পে কমিটির কাছে এবারে এই বিষয়টা এসেছে। এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি জানিনা কিভাবে কি হচ্ছে। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে পে কমিটিতে কি এটা আছে? এবং পে কমিটির রায়টা কবে বেরুবে এটা মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, the question of the salary of teachers is not merely a question of increasing the emoluments given to a particular type of teachers. It has much deeper and greater significance than that. Sir, the teachers are responsible for bringing up the future generations of the country and therefore that requires very careful consideration. You are aware, Sir, that during the Second Five Year Plan, a little over Rs. 3 crores were paid for increasing the salary of teachers. In the Third Five Year Plan we have put in over Rs. 3.5 crores for the same end. Shri Harendra Chaudhuri during the discussion of the budget mentioned that he had drawn up a plan for the purpose of implementing the scheme for giving increased emoluments and help to the teachers.

But when he put this case fefore me, I told him that it is desirable to have the whole thing enquired into by the Pay Committee for this particular reason that, after all, it is Government money that is being paid to these teachers. Therefore, one has to understand what type of increment should be given to them and it will be better if you have the whole thing looked into by the Pay Committee. Meanwhile it is desirable also that teachers should get some **ad hoc** increment. Whatever has appeared in the press today has the full concurrence of the Government. Therefore, there will be no difficulty so far as the **ad hoc** grant is concerned.

With regard to the question of the provident fund, I know that the Education Department has also considered that and has come to some conclusion.

With regard to gratuity, obviously gratuity will depend upon the type of salary that we ultimately decide upon. Roughly speaking, I may say that the scale that they would get would compare very favourably with the scale of salary given to such class of people in any part of India. Therefore, I do not think that the teachers need be upset about this matter.

Now, the whole question boils down to this. If you ask me whether the statement made by the Education Minister during the budget discussion of the Education Grant has been made on behalf of the Government, I say "Yes". Secondly, this is an **ad hoc** grant. It will be reconsidered when the time comes for consideration of both the dearness allowance as well as the basic salary after the Pay Committee has gone through this matter. Therefore, I feel that the teachers ought not to be upset with the proposition that has been put forward.

Shri Jyoti Basu : আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে পে কমিটির রিপোর্ট কবে বেরুবে সেটা আপনি জানেন কিনা ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I cannot tell you exactly, but very likely it comes out by the end of June or within the course of this year. My own estimate is that by 1st April next year we will be able to declare about the final position.

Yesterday I had called a meeting of the Presidents of the District School Boards all over West Bengal and about 18 or 19 of them came to me yesterday. They all complained, as Shri Jyoti Basu has been complaining, about the irregular payment that is being made to the teachers. As I have explained once or twice before, the position is that we have to send the money through the post office. Now, we went to the Postmaster-General as well as to the Communications Minister and they told us that it is not possible for them to disburse the whole amount of the salary to the teachers in a particular area within the period mentioned, viz. within 4th or 5th of a month. We were told that it would take about 10 days. So, the Educatin Minister suggested-and I accepted the suggestion that on one occasion they will be given advance payment for one month so that in the next month if there is any dealy it will not matter very much. They may not get it in time in the next month, but they have already got advance payment. I think that will solve the problem for the time being. I have written to the Postal Department over again, but they tell me that the number of staff that they have got in the post office is not sufficient to cope with this work.

You must realise another thing. The responsibility for payment made to a particular teacher depends upon the Post Master. Now, the Post Master says "I shall not be responsible if you ask me to make arrangements for quicker payment." Now, if he is not responsible, who is going to get the acquittance record. Therefore, the only way in which we can solve this problem for the time being is to give them one month's advance pay so that even if the payment is delayed by 3, 4 or 6 days, it will not matter very much—this will be adjusted later on. So, this is the position.

9-10—9-20 a.m.]

Shri Jyoti Basu : I forgot one thing. Is the Government contemplating changing the Primary Education Act in the course of the year-in the next session or so ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : As I said in the beginning of the budget session, the idea is to bring in the next Five-Year Plan all children with the ages of 6 and 11 both male and female—both in the urban and rural areas. At the present moment in the rural areas we give them free education but in the urban areas we depand on the municipalities. We have decided that there should be no distinction between rural and urban areas up to the age of 11. So far as girls between the ages of 11 and 14 are concerned, at present girls in rural areas get free education but not in the urban areas. These matters are being discussed and decided upon. The bulk of the change in the Primary Education Act will be based upon whether we continue to assess any taxes for the Education Department or not and, if so, what would be the shape. These are things which have not yet been settled. We are considering different things.

Mr. Speaker : I would request Mr. Ganesh Ghosh to look at the time given and the time which is deducted from it.

DEMAND FOR GRANT NO. 21

Major Head : 38—Medical,

and

DEMAND FOR GRANT NO. 22

Major Head : 39—Public Health.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: On the recommendation of the Governor I move that a sum of Rs. 6,37,48,000 be granted for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical".

On the recommendation of the Governor I also move that a sum of Rs. 2,44,45,000 be granted for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health".

In this connection, I should mention, Sir, that over and above the Grants asked for under Major Heads—"38-Medical" and "39-Public Health", provision for health purposes has also been made under "50-Civil Works", "81-Capital Account and "82-Capital Account", and also under Recoveries and Loans. Taking into account the provisions made under all these heads, the total provision for health purposes stands at Rs. 11,40, 87,600. In addition to this we have got provision for medical and public health purposes in the budget of other departments. viz., 47-A for C.D.P. Converted Blocks-Medical, 47-A for C.D.P. Converted Blocks, drinking water-supply, sanitation and dispensaries ; 47-Miscellaneous for Tribal Welfare ; 47 Miscellaneous-Scheduled Tribes, and 54-Famine, F.R.E. Hospital, P.H. Measures in flood affected areas and water supply there. If we take into account all these together, the total provision would be Rs. 11,73,38,600. During the current year we have made further strides towards fulfilment of the targets of our co-ordinated health plan. From the budget provision it will be evident that we are going to make a per capita expenditure of 4. 72 as agains .95 rupees in undivided-Bengal during the pre-partition days.

Starting from the rural level I may mention, Sir, that our rural Health Centre Scheme has made further headway. There are at present 500 Health Centres functioning in this State with a total bed-strength of 4090. Construction of buildings for six more Health Centres is nearing completion and we are undertaking 56 more by the next year.

During the year under report we will have 77 new Health Centres in addition. We have provided Rs. 40 lakhs in the budget for this purpose.

At the Sub-divisional and District levels we are progressing with our scheme for expansion and upgrading of the District and the Subdivisional Hospitals. We are providing each Subdivisional Hospital with a minimum number of 68 beds and for the District Hospital with 131 beds. During the current year we have opened two new District Hospitals at Maldah and Balurghat. We have got the Subdivisional Hospital at Bishnupur. That has been quite upto-date and is functioning from the

previous year. The new District Hospital at Midnapore and Subdivisional Hospitals at Jhargram, Tamluk, Rampurhat, Arambag, Alipurduars and Katwa are almost completed and we expect to start them early next year. Construction has also been sanctioned for the new District Hospitals at Krishnagar and Bankura and Subdivisional Hospitals at Asansol, Uluberia, Barasat, Basirhat, Kandi and Jangipur. We are also providing these hospitals with the services of specialists. Sir, so far we have been able to provide 84 Specialists in different haspitals, mainly the District Hospitals, and we have sanction Rs. 19,69 000 for the expansion of the M. R. Bangur Hospital with 150 additional beds.

Then I refer to the construction of 500 bedded hospital at Kalyani. A total estimated cost of Rs. 77,46,00 '/- has been sanctioned and the work is in progress. The construction wo1k for a new block of 360 beds in the Nilratan Sircar Medical College Hospital at an estimated cost of Rs. 47,45,000/- has just started and we expect that it will take about another year to complete the work. In the Infectious Disease Hcspital at Beliaghata, Sir, we have utilised the available space there and we have started 320 additional general beds. The permanent strength of the Medical College Hospital which was 853 has been raised to 140ᴊ and that of Nilratan Sircar Medical College Hospital from 790 to 1000.

Sir, we have just sanctioned the establishment of an Institute of Mental Diseases and over this we have got a provision of Rs. 11,33,000/- and this will consist of the alterations and additions of the existing buildings and also new constructions for meeting the requirements of Mental Diseases Hospital.

Sir, for the Khargpur Town we have sanctioned a Medical Unit with a dispensary, a Laboratory, a Family Planning and also a Chest Clinic at a cost of Rs. 3,24,000.

With a view to removing the congestion in the Outdoor and Emergency Departments of the existing State Hospitals in Calcutta, a scheme for outdoor and domiciliary service on zonal basis is now under preparation in this Department. We may be able to put the scheme into operation during the coming year.

Sir, ambulance service in hospitals and Health Centres has been further strengthened during the current year by the addition of 66 new ambulance cars of which 11 have been donated to the non-official organisations for their use. We have also given grant-in-aid to non-Government institutions to the extent of Rs. 68,15,000 during the last financial year.

Sir, with a view to improving the standard of teaching and research a new set up of teaching with anciliary medical staff has been sanctioned for the Calcutta Medical College and the Nilratan Sircar Medical College during the current year. For the same purpose, Sir, we have also given sanction to the establishment of an Institute of Opthalmology attached to the Eye-Infirmary of the Calcutta Medical College and also a Medical Records Department in connection with Medical College Hospitals and also with the Seth Sukhlal Karnani Memorial Hospital, Calcutta.

We have also sanctioned additional constructions at a cost (Rs. 5,87,000/- for expansion of the Department of Pathology an Bacteriology in the Institute of Post-Graduate Medical Education an Research.

[9-20—9-30 a.m.]

Facilities for training of nurses have been further augmented durin the current year by the starting of two new Training Centres one ; Suri Sadar Hospital, Birbhum and the other at the Chittaranjan Sev Sadan, Calcutta, for which the cost is being borne by Governmen During the next year it is proposed to upgrade the Nurses' Traini Centre at the R. G. Kar Medical College Hospital ahd to start some oth new centres in the District and Subdivisional Hospitals also. We have al provided for training of Sanitary Inspectors, Pharmacists, Laborator Assistants, Technicians, Radiographers and similar other auxiliar personnel at various training centres.

The scheme for improving the Calcutta Dental College is also bein pursued. A new building in the premises of the College has already bee completed and sanction has been given to start a four-storeyed block accommodate the various departments and also the laboratory and a host for the students at a total estimated cost of Rs. 8,30,000/- and sanctic has also been given for purchase of additional equipments and applianc at a cost of Rs. 1,82,000/-.

Sir, in the Public Health sector we are continuing our activiti unabated and thanks to the vigilance of the staff no serious epidemi occurred so far during the current year in any area under our direc control. An outbreak of infective hepatitis, jaundice and enteric fever a the Institute of Technology at Kharagpur, a Government of Indi institution, about which a statement has already been made on the floor o this Assembly by the Chief Minister, is now under control. Our specia lists have greatly assisted in the measures promptly taken.

Sir, our scheme for Malaria eradication is being pursued according t the schedule and intensive spraying programme is being continue Surveillance organisations will be set up early next year for collection c necessary data with a view to withdrawal of the spraying programme by gradual process.

With a view to start a programme of eradication of small-pox through out the State a pilot project has been launched in the district of Birbhum during the current year and on the experience of the results obtained fron the project will depend the future shape of the eradication programm proposed to be undertaken during the Third Plan period. In order to meet the need for additional vaccine lymph new constructions have bee undertaken at Kalyani at a cost of about Rs. 20 lakhs for the expansion of the Vaccine Institute.

Sir, as regards control of Cholera, the House is already aware that a team of W. H. O. experts have already gone into the problem and submitted their final report on the basis of which a Master Plan will be prepared by an expert engineering firm with assistance from the United Nation's Technical Assistance Board. The Hon'ble Chief Minister has already on a previous occasion given details about this scheme on the floor of this Assembly and it is needless for me to go into it again.

Steps for control of Tuberculosis are being continued. Apart from institutional treatment, a comprehensive scheme for rendering both clinical and domiciliary services throughout the State is proposed to be implemented during the Third Plan period. As a preventive measure B.C.G. Vaccination Scheme is being continued and so far 1,38,06 375 persons have been tested with Tuberculin, of whom 55,71,153 have been vaccinated with B.C.G. Over and above the existing two Mass-Miniature Radiography Units, we propose to sanction another during the next year to find out cases of Tuberculosis among the public and bring them for treatment in different chest clinics already in existence or proposed to be established next year. We have provided Rs. 11,32,000/- in the next year's budget for T. B. control purposes.

Sir, it is gratifying to note that a T.B. After-care Colony has been started under the auspices of the Harendra Coomer Memorial T.B. After-care Colony Society where training facilities have been provided for the rehabilitation of ex-T.B. patients. Over and above the donations collected under the patronage of the late Governor, as well as the present Governor, the State Government gave a grant of Rs. 10 lakhs last year towards the cost of this After-care Colony.

For the control of leprosy in addition to the 500-bedded Leprosy Colony at Gouripur and one Study-cum-Training Centre in Bankura and 6 Leprosy Clinics in different districts, Government have so far during the Second Plan period sanctioned 16 Leprosy Control Units with 4 Subsidiary Units and each in different districts. Establishment of an Occupational Therapy Unit in the Gouripur Leprosy Colony has also been sanctioned and necessary constructional work is in progress. Paucity of medical officers snd para-medical auxiliary staff trained and willing to work in leprosy control organisations is hampering our progress in respect of anti-leprosy measures. It is proposed to start a Training Centre at Gouripur for the training auxiliary leprosy workers. The proposed Leprosy After-care Colony for the rehabilitation of convalescent and cured patients has made some progress under a non-official body—a society—which has been started for the purpose in the current year. It may be possible to start the work during the next financial year.

The programme of Student's Health Services has started functioning with the setting up of one School Health Unit in each district. It is proposed to expand the Services during the Third Five Year Plan. During the year 1959-60, 4,27,188 students were examined out of whom about 10 per cent were found defective in some respect or other. Steps were taken to give medical aid to these students through our hospitals and health centres. The School Feeding Programme, which provides for supply of mid-day tiffin to the students in the shape of skimmed milk,

caters to the needs of about 1 lakh students at present and needs further expansion which is proposed to be taken up during the next financial year.

Under the integrated scheme for establishment of Maternity, Child Health-cum-Family Planning Centres as annexe to State Hospitals and Primary Health Centres, 91 centres are functioning at present, 52 in the urban and 39 in the rural areas. 16 additional centres have also been sanctioned this year. Emphasis has been laid on the expansion of this programme during the Third Five Year Plan period. We have provided Rs. 12.47 lakhs for the purpose in the next year's budget.

The programme of rural water supply is being pursued according to the schedule. The current year's work for construction of 6000 water supply sources in the rural areas has progressed satisfactorily. For the next year we have provided Rs. 61.50 lakhs for the purpose. It may be mentioned that Government have also accepted a scheme for deep well irrigation under the agricultural programme and it is proposed that this will be utilised for the purpose of supply of drinking water to the rural people in addition. Provision has also been made under Community Developement Programme for the supply of water to the rural people.

The Urban Water Supply Scheme, which during the Second Plan period was outside the State Health Plan, has come under the purview of the State Health Plan from the next year, and we have provided Rs. 40 lakhs in the budget for the purpose. Apart from the water supply scheme of the Calcutta Corporation, 18 new urban water supply schemes have so far been taken up for execution during the Second Plan period and 5 of such schemes have already been completed. The rest are in progress. The spill-over work will be taken up next year.

Sir, we are marching on with all round progress and the tempo of activities which we have created is being maintained unabated. With acceleration of speed we can well look forward to attain our target in the near future to reach the goal.

With these words, Sir, I place before the House my motion for grants under the Heads 38-Medical and 39-Public Health for acceptance.

Mr. Speaker : All the cut motions are taken to be moved.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prova Ghosh : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Dr. Narayan Chandra Roy : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical". be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs 100.

Shri Ganesh Ghosh: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Provash Chandra Roy: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhyay: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100

Shri Jyoti Basu: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,0(0 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Sankar Prasad: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs 100.

Shri Rabindra Nath Roy: Sir, I move that the demand of Rs 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1.

Shri Radhanath Chattoraj: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1.

Shri Renupada Halder: Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1.

Shri Syed Badrudduja : Sir, I move that the demand of Rs.6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1.

Shri Sunil Das : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1.

Shri Pravash Chandra Roy : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced to Re. 1.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. I.

Shri Pabitra Mohan Roy : Sir, I move thrt the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced to Re. 1.

Shrimati Manikuntala Sen : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1.

Shri Rabindra Nath Roy : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I move that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1.

Shri Haran Chandra Mondal : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Benarashi Prosad Jha : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Mangru Bhagat : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,55,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I move that the demand of Rs.2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Nath Basu : Sir, I move that the demand of Rs. 2.44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head, "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Pakray: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health,', be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Pravash Chandra Roy: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta ; Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhyay: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs 100.

Shri Chitto Basu: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44 45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,00, for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Dr. Narayan Chandra Roy: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Panchugopal Bhaduri: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Roy: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head '39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head '39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Shri Shaik Abdulla Farooquie: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced to Re. 1.

Dr. Dhirendranath Banerjee: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for exdenditure under Grant No. 22, Major Head '39-Public Health", be reduced to Re. 1.

Shri Renupada Halder: Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced to Re. 1.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced to Re. 1.

Shri Sunil Das : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced to Re. 1.

Shri Syed Badrudduja : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced to Re. 1.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced to Re. 1.

Shrimati Manikuntala Sen : I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced to Re. 1.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : Sir, I move that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", be reduced to Re. 1.

[9-30—9-40 a.m.]

Dr. Narayan Chandra Roy : মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে, আমার কয়েকটি প্রস্তাব এই সভার সামনে রাখবো। প্রথমতঃ আমি কলকাতার practising doctor তাদের সম্পর্কে কতকগুলি অভিযোগ করছি। কলকাতায় এত rapid industrialisation হচ্ছে, এত rapid moving cars এবং এত mechanisation of life হয়েছে যার জন্য কতকগুলি নূতন পরিস্থিতি হয়েছে যেটার আমাদের Health dept. এবং হাসপাতালে এর প্রতিফলন আসবার প্রয়োজন আছে। আমাদের হাসপাতালগুলিতে surgical আছে, medical আছে, Orthopaedic নতুন হয়েছে, X-Rayও নাম মাত্র আছে। আজকে accidents যা হচ্ছে এবং কলকাতার মানুষের জীবনে accidents একটা ভয়ঙ্কর জায়গা নিয়ে রেখেছে, কিন্তু হাসপাতালগুলিতে তার কোন প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই না। কলকাতার হাসপাতাল গুলিতে ought to reflect the present-day economic situation and the tempo of life—বিশেষত economic situation যেটা, সেটা হাসপাতালগুলিতে reflect হওয়া উচিত। আমি চাচ্ছি যাতে আরও বেশী দৃষ্টি দেন। এ সম্বন্ধে Orthopaedic, surgical, X-Ray ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি একটা প্রস্তাব দিয়ে ছিলাম কিন্তু Health dept. সে সম্বন্ধে বিশেষ নজর দেননি। যারা এখানে ডাক্তার আছেন তারা জানেন যে এগুলি shiftএ চলতে পারে। যদি এগুলি ৪।৫ ঘণ্টা করে time fix করে দেন এক এক shiftএ তাহলেই এগুলি থেকে আপনারা ২৪।২৫ ঘণ্টা করে maximum work নিতে পারেন। সেইজন্য বলছি X-Ray এবং other specialists প্রয়োজন অনুসারে ratio ও number থাকা উচিত। আমি জানি X-Ray specialists তৈরী হচ্ছে, X-Ray তৈরী হচ্ছে এবং X-Rayর কাজ করে এমন লোক

তৈরী হচ্ছে কিন্তু এত ধীরে ধীরে হচ্ছে যে মানুষ মরে গেলে তারপর করে কি হবে? যার জন্য কলকাতার হাসপাতালগুলি একটা অশ্রদ্ধার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সেইজন্য আমি বলি আগে emergency নিয়ে আরও ভাল করে ভাবুন এবং এদের staff বাড়ান। তারপর আমি আরেকটা কথা বলব যে accident case হাসপাতালে এসে পড়লে সেই হাসপাতালে যদি জায়গা না থাকে তাহলে সেই accident caseএর দায়িত্ব কি রাষ্ট্রে বা stateএর নয়—এবং তাকে এ হাসপাতালে যদি জায়গা না থাকে তাহলে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এবং তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। কিন্তু এ দায়িত্ব আপনারা এখন পর্যন্ত নেননি। এরজন্য centralisation of resources করতে হবে। তাহলেই emergencyকে আপনারা meet করতে পারবেন। তারপর T.B. Hospital সম্বন্ধে আমি cut motionএ রেখেছি। স্বাস্থ্য দপ্তরে এই সমস্যার প্রতিফলন হওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় হবেন বাবু বা অন্য কোন মানুষের দয়ার দানে কতকগুলি after care colony গড়ে উঠবে, এই আকাশ কুসুম মনের ভিতর জীইয়ে রাখবেন না। T.B. সম্বন্ধে আর বড় জিনিষ হল after-care colony। আজকে বিভিন্ন হাসপাতালে T.B. ভাল হয়ে গেলেও লোকে বাইরে যেতে চায় না কারণ তাদের বাইরে যাওয়ার কোন জায়গা নেই। যদি কম খরচে বড় বড় building না করে ছোট ছোট cottage করেন—এই রকম একটা প্রস্তাব আমি writers' Buildingএ শুনেছিলাম—এবং বিভিন্ন হাসপাতালের উপর বাধ্যতা মূলক নিয়ম করে দিতে পারেন এই সমস্ত after care colony যে সমস্ত co-operative হবে তারা যে সমস্ত জিনিষ তৈরী করবে যেমন beddings, chaddar, bed sheets ইত্যাদি হাসপাতালগুলিকে নিতে হবে। তাহলে T.B সেরে যাবার পর যারা after care colonyতে থাকবে, ছোট ছোট cottage তৈরী করে, যেখানে তাদের রাখা হবে তারাও কাজ পাবে এবং হাসপাতালগুলি এখান থেকে এই সমস্ত জিনিষ consume করে তাহলে কিছুটা সমস্যার সমাধান হবে। তাছাড়া কতকগুলি বড় বড় building করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। আমি বলি কলকাতার আসে পাশে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এসে তারা যদি এসব করতে পারে তাহলে এই সমস্ত T. B. রোগী যারা ভাল হয়ে গিয়েছে তারা যদি সরকারী সাহায্য পায় তাহলে তারা কেন পারবে না। তাহলে তারা T. B. হাসপাতালগুলির seat ছেড়ে দেবে এবং তাতে অনেক নতুন রোগী ভর্ত্তি করতে পারবেন। কিন্তু হাসপাতালগুলির খরচ কমাবার জন্য তাদের ছেড়ে দিয়ে সত্যিকারের নিরাশ্রয় করে দেবেন তাতে করে কিভাবে মানুষ আজকে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতি শ্রদ্ধা রাখবে? তাছাড়া domiciliary treatment এর জন্য ঔষধপত্রত আপনারা ঘরে ঘরে পৌছিতে পারেন। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে যাবার পর ২।৩ মাস তারা হাসপাতালে যায়, তারপর compounder লিখে দিল আর দরকার নাই। এতে আপনাদেরও শক্তির অপচয় মানুষকেও বিভ্রান্ত করা হয়। এভাবে আজ Health Dept. এর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে গিয়েছে। আরেকটা জিনিষের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আজ চারিদিকে nursing home গড়ে উঠছে। দিল্লীতে একটা নতুন ধরণের আইন হয়েছে শুনেছি, এসব nursing homeগুলি যাতে পুরাপুরি একটা ব্যবসায়ে পরিণত না হতে পারে তার জন্য কিছুটা controlএর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ডাক্তার সার্জেন যারা এখানে চিকিৎসাজগতে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হয়েছেন, সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের যদি ব্যবসায়ী লোকেরা প্রলোভিত করে নিয়ে যান তাহলে হাসপাতালগুলি শুকিয়ে যাবে। তাঁরা যদি নিজেরা বাইরে গিয়ে পয়সা রোজগার করেন তাতে আমার আপত্তি নাই। তারপর, specialist তৈরী করা nurse ইত্যাদির সুব্যবস্থা করার অনেক পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি সন্দেহ নাই, কিন্তু এসব পরিকল্পনার অর্ধেকও যদি বাস্তবে সত্যি হত তাহলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিভাগের অনেক উন্নতি হত, তাহলে Helth Dept. সম্পর্কে আমরা

একটা কথা বলতে পারতাম যে, না, কিছুটা উন্নতি হয়েছে এদের আমলে। এই dept. থেকে মানুষ অনেক কিছু আশা করেছিল। কিন্তু এই কয় বৎসরে শুধু বদনাম কেনা ছাড়া সরকার আর কিছু করতে পারেননি। তারপর R. G. Kar Medical college সম্পর্কে কি হল? বহুদিন আপনারা হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাঁরা নিজেরাই ভিক্ষা করে চাঁদা তুলে কোন প্রকারে চালিয়ে এসেছেন। তারপর, আইন করে আপনারা নিলেন বটে, কিন্তু নেবার বহু পরে ফল কি হয়েছে? তাদের দাবি দাওয়ার কোন প্রতিবাদ আপনারা করেছেন? আমার একটা প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রীমহাশয় উত্তর দিয়েছিলেন with a view to determine how far it would be possible to concede the demands without any embarrasment to the Exchequer, State Enchequerএর কিছু খবর হবে বলে কি আপনি মানুষকে পথে ঝুলিয়ে রাখবেন—এইভাবেই কি আপনারা দাবী করতে পারেন মানুষ আপনাদের বিশ্বাস করবে? ১২।৫।৫৮ তারিখে R. G. Kar Medical College থেকে আইনে বৃদ্ধি দাবীতে আপনাদের কাছে দরবার করেছিল, কিন্তু কয়েকটা টাকা বেশী লাগবে বলে আপনারা তাতে কর্ণপাত করলেন না। তাঁরা বলেছিলেন, service condition বলেদিন। দশ বৎসরের জন্য আপনারা নিয়েছেন, কিন্তু আপনি একথা বল্লেন না এটা permanenly Govt. hospital হয়ে গেল। সুতরাং আপনি কিকরে দাবি করেন যারা practice করেন, রুজিরোজগার করেন—তা সব ছেড়ে দিয়ে আপনাদেব পিছনে এসে দাঁড়াবে, এ দাবি করার অধিকারও আপনাদের নাই।

[9-40—9-50 a.m.]

আমি এখানে বক্তব্য শেষ করার আগে বলছি যে আমার বাকী টাইমটা আমার দলের অন্য একজনকে দিয়ে দেবেন। আমার বক্তব্যের মাঝখানে আমি কি কি করা যেত সেটা বলেছি, এখন কি কি করেননি সেটা বলছি। আমি প্রথমে নার্সিং সম্বন্ধে বলব। মন্ত্রীমহাশয়কে আগেই বলেছি যে আপনার স্বাস্থ্য ডিপার্টমেণ্ট এত অস্বাস্থ্য হয়ে গেছে যে আপনি দুটো ঝাঁটা দিয়ে ওদিকটা একটু ঝাঁট দিন তাহলে ভাল হবে। যাক, আমি নার্সিং এবং class 4 employees সম্বন্ধে কিছু বলব। মানুষকে টাকা দেবার বেলায় যেখানে এত আপনাদের দীনতা সেখানে আপনি কি করে আশা করেন যে মানুষকে আপনি কাজ করার দিকে আকর্ষণ করতে পারবেন। বাংলাদেশের আজ প্রত্যেক ঘরে ঘরে মেয়েরা নার্সিং-এ কাজ করতে চায়। আজকাল প্রত্যেক Dist. ও স্কুলে মেয়েরা class VIII to School final পর্য্যন্ত পড়তে যাচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে district wise recruitment-এর ব্যবস্থা, centralised training-এর ব্যবস্থা এবং যে Dist. এর মধ্যে তাদের ঘর বাড়ী সেখানে তাদের রাখার ব্যবস্থা করুন। কেউ তাঁর মেয়েকে দূরে ছেড়ে দিতে চায় না। মেয়েরা হোটেল রেস্তোরায় কাজ করতে যাচ্ছেন, কিন্তু এটা একটা শ্রদ্ধার জিনিষ—নার্সিং সার্ভিস—সেটা তারা পাচ্ছে না। Class 4 সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলব না কারণ এবিষয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রীর লিখিত সমস্ত বিবরণ দিয়েছি এবং বলেছেন যে তিনি এই বিষয়টা দেখবেন। আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই যে তিনি যেখানে বলছেন যে অনেক বড় কাজ তিনি করতে চান সেখানে তাঁকে বলছি যে আপনি ছোট ছোট জিনিষের দিকে লক্ষ্য রাখুন। গরীব মানুষ মেহনতী মানুষকে আঘাত করে আপনি বড় কাজ করার চিন্তা করবেন না। ছোট ছোট কাজ যদি আপনি করেন তাহলে বড়বড় পরিকল্পনা আপনি কার্য্যকরী করতে পারবেন। বড়মানুষকে ছোট কাজ করতে দেখলে ছোট মানুষ উৎসাহ পাবে। আপনার স্বাস্থ্যবিভাগ যে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে তাকে যদি পরিষ্কার করতে চান তাহলে আপনি আমাদেরও সহযোগিতা পাবেন।

Dr. Pabitra Mohan Roy : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় ১৯৬১/৬২ সালের যে বাজেট আমাদের সামনে রেখেছেন তা' নিরাশজনক হওয়ার কারণ হোল বাংলাদেশের স্থায়ী এবং জরুরী স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান কতটুকু তাঁরা করেছেন তা না দেখিয়ে তিনি কেবল এই বাজেটের মাধ্যমে আমাদের কাছে কতগুলো আশ্বাসবাণী রেখেছেন। স্যার, এই ধরণের আশ্বাসবাণী তাঁর এবং তাঁর ডিপার্টমেণ্টের কাছ থেকে আমরা বছরের পর বছর পেয়ে আসছি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীত ফল ফলছে এটাই দেখছি, কিছুক্ষণ আগে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় যেমন কোলকাতা এবং অন্যান্য হাসপাতালের কথা এখানে বলেছেন ঠিক তেমনি মাননীয় সদস্য নারায়ণ রায় মহাশয়ও কোলকাতা হাসপাতালের অবস্থার কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। যা হোক্, এখন কথা হোল কোলকাতার হাসপাতালগুলোতে বর্ত্তমানে যে ভীড় দেখা যাচ্ছে সেই ভীড় এবং বিশৃঙ্খলা বোধহয় কিছুতেই দূর করা যাবে না যদি না আমরা আমাদের মফঃস্বল এবং জেলা হাসপাতালগুলোকে আরও উন্নত করতে পারি। অবশ্য বাইরের হাসপাতালগুলোর উন্নতির চেষ্টা কতটা করা হয়েছে বা হবে সে সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে কিছুটা আশ্বাস পেয়েছি—যেমন, সেদিন তিনি বেশী বেশী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং ডায়মণ্ডহারবার হাসপাতালের কথা বললেন। কিন্তু ডায়মণ্ডহারবারে যে ছোট সরকারী হাসপাতালটি আছে সেটি অত্যন্ত নীচু জমির উপর তৈরী হওয়ার ফলে তার চারিদিকে জল জমে এবং তার ফলে মশা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়ে সেখানে একটি অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, শহরের সর্বত্র ইলেকট্রিসিটি রয়েছে এবং হাসপাতালের পাশ দিয়ে ইলেকট্রিক লাইন যাওয়া সত্বেও হাসপাতালের মত একটা ইম্পরট্যাণ্ট জায়গায় ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করা হয়নি। তারপর ডাক্তারদের কোয়াটার্স এত দূরে যে বর্ষাকালে যখন কোন রোগী জলকাদা ভেঙ্গে হাসপাতালে আসে তখন ডাক্তারদের ডাকা সম্ভব হয় না এবং এই সব অসুবিধার ফলে শুধু এই ডায়মণ্ডহারবারেই নয়, সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে যে লোক কোলকাতার হাসপাতালের দিকে ছুটে আসছে এবং এর উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে। তারপর, সদর হাসপাতাল বা সাব-ডিভিসনাল হাসপাতালে যে সব মেডিকেল অফিসাররা আছেন তাঁদের মধ্যে যিনি অফিসার-ইন-চার্জ তিনি অনেক দিনের পুরাণো হয়ে গেলে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন, কাজেই সেদিকে মন্ত্রীমহাশয়কে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। তারপর উপযুক্ত সংখ্যক বেড না থাকার ফলে ভর্ত্তির ব্যাপারে একটা দুর্নীতি চলে এবং মন্ত্রীমহাশয় জানেন কিনা জানিনা যে, সেই ভর্ত্তির ব্যাপারে দুর্নীতি চলার ফলে সার্টিফিকেট নেবার ব্যাপারেও অর্থগত দুর্নীতি চলে। কাজেই মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি যে এই সব ব্যাপারগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিন। বেডের সংখ্যা বেড়েছে বলে দেখিয়েছেন, কিন্তু বেডের সংখ্যা যা বেড়েছে তা'তে তো দেখছি হেলথ্ সেণ্টারগুলো যা হয়েছে তাকে ধরে বেডের সংখ্যা বাড়িয়েছেন। তবে সে যা' হোল, হোল, সাব-ডিভিসনের সঙ্গে যদি যোগাযোগ না থাকে তাহলে সেই বেড খালি পড়ে থাকে এবং সে ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাও আপনাদের নেই। যা হোক্, এখন কথা হোল কোলকাতার আশেপাশে যে ভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আপনারা হাসপাতাল করতে পারছেন না এবং তার উদাহরণ স্বরূপ যদি কোলকাতার পূর্ব এবং উত্তর দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে রাণাঘাট এবং বনগাঁতে কোন হাসপাতাল নেই। স্যার, আমি আজ সকাল বেলা দেখলাম যে, দক্ষিণ দমদমের একটা এলাকায় যেখানে ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে লোকসংখ্যা ছিল ৬৩ হাজার সেটা এবারে বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ১১ হাজার অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে তাতে সেখানে হাসপাতালের কোন ব্যবস্থা নেই। তারপর ২৪ পরগণার জনসংখ্যা যদিও সবচেয়ে বেশী কিন্তু হাওড়া, হুগলীতেও প্রচুর জনসংখ্যা রয়েছে। কিন্তু এই সব শিল্পাঞ্চলের হাসপাতাল সমস্যার দিকে সরকারের নজর নেই। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে সাগর দত্ত হাসপাতাল যেমন আপনারা নিয়েছেন ঠিক তেমনি সমস্ত ব্যারাকপুর বেল্টে আপনারা সুযোগ নিতে

পারতেন—কিন্তু যেটি নিয়েছেন সেটিরও তো দেখছি উন্নতি হচ্ছে না। তারপর ১৯৪৮ সাল থেকে আপনারা হেলথ্ সেণ্টার স্কীম নিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেখছি তাদের সংখ্যা তেমন কিছু বাড়াতে পারেন নি। কাজেই সব দিক বিবেচনা করলে এটাই দেখা যায় যে আমাদের স্বাস্থ্যদপ্তর স্কীম করতে সবচেয়ে বেশী ওস্তাদ এবং এই স্কীম করা পর্য্যন্তই থাকে - বাস্তবে বড় একটা রূপায়িত হয় না। যেমন, নন্-ইম্প্লিমেণ্টেড স্কীমগুলোর মধ্যে আমি একটা স্কীমের কথা বলছি এবং তা হোল, One unified health service cadre scheme for the whole state. এটি 1st January, 1958 থেকে চালু হোল, কিন্তু তা সত্বেও দেখছি two types of Medical officers, gazetted and non-gazetted officers are equally existing in West Bengal even to-day in 1961.

[9-50—10 a.m.]

তারপর ১৯৫৯ সালে আর একটা নতুন স্কীম আপনি নিলেন—West Bengal Health Services Rule 59 dated 30-7-59। তাতে নন-গেজেটেড লাইসেন্সিয়েট এল. এম. এফ, ডাক্তারদের জন্য স্কেল অফ পে, প্রোমোশান, unified healh service cadre sanction করা আছে। তার কি হয়েছে? আপনার ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে দুর্নীতি, দলাদলি এবং নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দের জন্য সমস্ত স্কীমগুলি কার্যকরী করতে পারেন না। এই যে আপনি স্কীমটা নিয়েছিলেন ১-১-৫৯ তারিখে সেই সময় এল, এম, এফ ডাক্তার ছিলেন ১ হাজার ১ শো ৫০ জন। এই ১ হাজার ১ শো ৫০ জনের fixation of pay ইত্যাদি ব্যাপারে ১লা জানুয়ারী ১৯৬১ সাল এই ২ বছরের মধ্যে সেই স্কীম কার্যকরী করা হলনা। ১৯৫৯ সালে আপনি যে fixation of pay schemeএর কথা বলেছেন তাতে এই ১ হাজার ১ শো ৫০ জনের মধ্যে মাত্র ৫৯ জন সুযোগ পেয়েছেন। যদি নিয়মিত প্রোমোশান পেয়ে যেত, যদি special favour scheme না করতেন তাহলে ৩২৭ জনের পাওয়া উচিত ছিল। আপনি সেটা অস্বীকার করতে পারেন? আমি এবারে health in Third Five Year Plan সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। ১৯৪৬ সালে ভোর কমিটি রেকমেণ্ড করেছিলেন যে ১৫ পার্সেণ্ট রেভেনিউ যেন হেল্থ প্রোগ্রামের পিছনে খরচ করা হয়। Indian Medical Association সেই ১৫ পার্সেণ্ট যাতে প্ল্যানে ধরা হয় সেজন্য তাঁরা রেকমেণ্ড করেছেন। Central Council of Health তাঁরা ১০ পার্সেণ্ট রেকমেণ্ড করলেন। National Development Council সেখানে মাত্র ৪.৩ পার্সেণ্ট স্যাংকসান করলেন যদিও সেকেণ্ড প্ল্যানে ৫.৮ পার্সেণ্ট ছিল। Third Planএ সেটা কমে এসেছে। আমি এবার ওয়াটার সাপ্লাইএর কথা বলব। ছোট ছোট শহরে এবং গ্রামে পানীয় জলের যে অভাব রয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাদের পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেণ্ট কাজ কিছু করছেন কি? সরকারের অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টগুলি সম্বন্ধে বলে কিছু লাভ নেই। কিন্তু আপনার পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেণ্ট, যেমন রিফিউজী ডিপার্টমেণ্ট, এস, ডি, ও,র আণ্ডারে যতগুলি টিউবওয়েল দেয় সেগুলি খারাপ হয়ে যাবার পর ৬ মাস ২ বছরের মধ্যেও রিপেয়ার করা হয়না। সাধারণতঃ পাবলিক টিউবওয়েল যেগুলি পৌরসভা এলাকায়, ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় করেন সেগুলির লাইফ খুব বেশী থাকেনা, সেগুলি রিপেয়ার করার দরকার হয়: তা যদি আপনারা না করেন তাহলে সেখানে যে লোকাল বডি রয়েছে তাদের হাতে এটা ছেড়ে দিন, তাঁরা সেগুলি করুন। তাও আপনারা করবেন না। জলের সমস্যা মেটাবার জন্য Metropolitan Water and Sewerage Board গঠন করে গঙ্গা নদীর দুই পাশে বহু মিউনিসিপালিটির উপর জলের ব্যবস্থা করার কথা আমরা জানি। অবশ্য এও আমরা জানি যে ডাঃ রায় Miscellaneous Loans budget যেদিন প্লেস করলেন সেদিন তিনি বলেছিলেন যে গঙ্গার পশ্চিমপারে ৩টি

মিউনিসিপ্যালিটি এবং গঙ্গার এপারে নর্থ এবং সাউথ দমদম এলাকায় এই স্কীম করেছেন। আমরা দার্জিলিং মিউনিসিপ্যাল কন্ফারেন্সের রিপোর্টে এই দুইটি স্কীম পেয়েছি এবং দমদম মিউনিসিপ্যাল এলাকায় এই জল দেবার কাজকর্ম আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু আপনাদের এই জল দেওয়ার ব্যবস্থাটা কিভাবে হচ্ছে? সেল্ফ পেইং ইণ্ডাষ্ট্রি যেভাবে আপনারা করেছেন সেই নীতি আপনারা গ্রহণ করেছেন? অর্থাৎ জল দেব টাকা নেব এই নীতি গ্রহণ করেছেন? This is a self-paying industry। কিন্তু স্যার, আমি এখানে বলব water is an essential necessity of life—যারা গরীব তারা টাকাও দিতে পারবেনা, জলও খেতে পারবেনা।

তাহলে জলের ব্যবস্থা আপনি থার্ড ফাইফ ইয়ার প্ল্যান করেছেন, ভাল ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু সেটা কাদের জন্য করেছেন? উপর তলার মানুষের জন্য যাঁরা টাকা দিতে পারবেন তাঁরা জল পাবেন, যাঁরা টাকা দিতে পারবেন না তাঁদের দেবেন না। এবার আমি হসপিটাল বেড সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৫১ সালের সেনসাস ফিগার ধরে আমি ক্যালকুলেশান করেছি—সাধারণ হাসপাতালগুলিতে বেডের সংখ্যা ০.৩৮ পার থাউজেণ্ড কিন্তু আমাদের রেকমেণ্ডেশন ছিল বহু জায়গায় atleast 1 bed per thousand of the population.

আজকে আমাদের ৩৷৷ কোটী পপুলেসন—তাহলে অন্ততঃ ৩৫ হাজার বেড আজকে দরকার। এদিকে আমি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করবো। ডিষ্ট্রিক্ট হাসপাতালগুলির আরো উন্নতি করা প্রয়োজন। সেখানে যদি স্পেশালিষ্ট ডাক্তারের ব্যবস্থা, ভাল ঔষধপত্রের ব্যবস্থা এবং ভাল ইকুইপমেণ্টের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে লোকে কোলকাতায় আসবে। এখানে রাস্ হবে এবং তারপর মেডিকেল কলেজের দুই বেডের মাঝখানে, মাটীর উপর, বারাণ্ডায় রোগীগুলিকে রেখে চিকিৎসা বিভ্রাট সৃষ্টি হবে। সেজন্য Specialist Doctor for Medicine, Surgery, Gynaecology, Radiology, ENT, Venereal Disease. এই সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট হাসপাতালগুলিতে ব্যবস্থা করতে হবে, সেখানে ল্যাবরেটরী করতে হবে। শুধু কোলকাতা এবং বড় বড় লোকের জায়গাগুলিতে এই ব্যবস্থা না করে ছোট সহরেও এই সমস্ত ব্যবস্থা করুন। তাঁরা গরীব হলেও তাঁদের বাঁচবার অধিকার আছে, তাঁরাও কোলকাতার লোকের মত ট্যাক্স দেন এবং সেই ট্যাক্সে আপনার ডিপার্টমেণ্ট চলে, সরকার চলে, এমন কি এই হাউসে এসে আমরা যে বক্তৃতা করার সুযোগ পাচ্ছি তার মধ্যেও গরীবদের ট্যাক্স আছে; তাঁরা যদি এসমস্ত সুযোগ সুবিধা না পান তাহলে মফঃস্বলের লোকে চিকিৎসা পাবেননা। ডিষ্ট্রিক্ট য়্যাডভাইজরী কমিটি আপনি করেন না কেন? ডিষ্ট্রিক্ট য়্যাডভাইজরী কমিটি করে তার মধ্যে যাঁরা মেডিকেল প্রাকটিসানার রয়েছেন বা অন্য লোক যাঁদের দিতে হয় দেন। টি, বি, সম্বন্ধে মাননীয় ডাঃ নারায়ণ রায় মহাশয় বলেছেন, ডোমিসিলিয়ারী ট্রিটমেণ্ট সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—ডোমিসিলিয়ারী ট্রিটমেণ্ট আরো আমাদের বাড়ানো দরকার। আপনি অবশ্য আপনার বক্তৃতায় বলেছেন যে ডোমিসিলিয়ারী ট্রিটমেণ্ট আগামী বছর থেকে আরম্ভ হবে কিন্তু আমি বলছি আপনার কাছ থেকে আশ্বাস আমরা পাচ্ছি—কার্য্যতঃ কতটা এটা হবে সেটা দেখবার বিষয়। টি, বির মর্টোলিটি হয়তো কমেছে কিন্তু ইন্সিডেণ্ট রেট কি কমেছে? তা মোটেই কমেনি। অর্থাৎ আজকার দিনে নূতন নূতন ভাল ওষুধের জন্য টি বি কমতে পারে কিন্তু ইন্সিডেণ্ট রেট কমেনি। বি সি জি ভ্যাকসিনেসন সম্বন্ধে ফিগার রাখলেন। আমি বলবো দশ বছর আগে ১৯৫০ সালে পশ্চিমবাংলায় বি সি জির যে ক্যামপেন করা হয়েছিল সেই ক্যামপেন আপনার আমলে আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন এবং বন্ধ করার ফলে কি হয়েছে—ওয়ান টু টেন এজ গ্রুপের প্রত্যেকটা ছেলে আজ আনপ্রোটেকটেড্। এই সমস্ত শিশু যারা আনপ্রোটেকটেড্ রয়েছে, ভেবে দেখুন, ৫।১০ বছর পরে সমাজের যুবা তারা আনপ্রোটেকটেড্ অবস্থায় থাকবে। যে দেশে যক্ষ্মার ইন্সিডেণ্ট কমেনি সে দেশে এটা কত

বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করবে তা একবার চিন্তা করে দেখুন। এবার স্মল পক্স ভ্যাকসিনের কথা আমি বলবো। সেদিন কিছুটা উল্লেখ করেছি কিন্তু এটা আপনার ডিপার্টমেণ্ট বলে আজকেও বলছি। আপনি ফতোয়া দিলেন—২৪ পরগণা এবং অন্যান্য জেলাগুলিতে প্রত্যেক পৌরসভা এলাকা, প্রত্যেক গ্রাম এলাকায় সেখানে বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে আপনি সেখানে আপনার ডিপার্টমেণ্ট থেকে গেজেট নোটিফিকেসন করলেন কিন্তু গেজেট নোটিফিকেসন যে সময় করলেন ঠিক সেই সময় পৌর এলাকাগুলিতে আপনি ভ্যাকসিনেসন লিম্ফ বন্ধ করে দিলেন।

[10—10-10 a.m.]

মানুষকে মারার যে পন্থায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? আপনি দেখালেন গেজেটে পাবলিশ্ করে বাংলাদেশে হয়ত বসন্ত লেগে গেল। Small poxএ লোক মরবে, কিন্তু আপনি সেই সঙ্গে বন্ধ করে দিলেন লিম্প সরবরাহ। Titanus, Diphtheria, Whooping cough এই সমস্ত অসভ্য রোগের treatment চলতে পারে কলকাতায়: আর-জি-কর হাসপাতালে, আরো দু-একটি জায়গায় রেখেছেন। আবার সেই কলকাতায়। কেন? এই সমস্ত অসুখ কি বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, বাংলাদেশের ছোট ছোট জায়গা, শহর ইত্যাদি কি নাই? সবই কেবল কলকাতার লোককে খুসী করবার জন্য, বড়লোকদের খুসী করবার জন্য? এই ব্যবস্থা করছেন, শুধু কি কলকাতার লোকের ট্যাক্স্ থেকে আপনার স্বাস্থ্য দপ্তর চালাচ্ছেন? বাংলাদেশের গ্রামের মানুষ কি এজন্য ট্যাক্স্ দেয় না? কেন আপনি এই সমস্ত রোগের treatment গ্রামে গ্রামে, ছোট ছোট সহরে সহরে ব্যবস্থা করবেন না? কেন হাসপাতালে—মিউনিসিপ্যালিটির ও ডিষ্ট্রীক্টে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ডিস্পেন্সারীতে, হেল্থ্ সেণ্টারের মারফৎ এই treatment চালু করবেন না? কেন Medical Practitionerদের সাহায্য এ ব্যাপারে নেবেন না? কেন Indian Medical Association এর সাহায্য নেবেন না? আপনি নিজে ডাক্তার, এই Indian Medical Association এর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ রয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো কেন তিনি প্রাইভেট Practitionerদের সাহায্য নেবেন না? কেন Medical Association ও Practitionerদের কোন সাহায্য নিচ্ছেন না?

কেন আপনি Mosquito controlএর ব্যবস্থা করছেন না? আপনারা কলকাতা এবং তার আশেপাশে যে সমস্ত সহর ও উপসহর গড়ে তুলছেন, চারিদিকের লোক বাস করতে পারছে না মশার উৎপাতের জন্য। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে একটা প্রস্তাব করবো—এই মিউনিসিপ্যাল এলাকাগুলিতে একটা করে Mosquito Control Deptt. করা যায় কিনা? যদি তা করা সম্ভব হয়, তাহ'লে Non-Medical Biologist appoint করুন, এক একটা এলাকার জন্য। এগুলি যদি পৌরসংস্থাগুলির উপর ছেড়ে দেন, তাহলে আমি বলবো তাদের আর্থিক সামর্থ্য শুধু নয়, তাদের আর্থিক সামর্থ্য ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা নেই বলে এই দুটি কারণে তা ব্যাহত হবে। আপনার ডিপার্টমেণ্ট থেকে এই Non-medical Biologist appoint করুন, তাহলে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। কলকাতা ও তার আশেপাশে মশা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার যে সমস্ত এলাকায় আগে মশা ছিল না, সেখানে মশার উৎপাত দেখা দিয়েছে। কলকাতার একটা বিশিষ্ট এলাকা সেই রাসবিহারী এভেনিউর লোক কেউ আজ আর মশারী ছাড়া শুতে পারে না। দমদমে যান, বরাহনগরে যান এই সব জায়গা গড়ে উঠছে, সেখানে মশার উৎপাতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করতে হবে। আপনার ডিপার্টমেণ্টের কাছে এক সময় আমি লিখেছিলাম যে মশা নিবারণ করবার জন্য আপনারা কোন ব্যবস্থা করুন এবং যেগুলি ব্যবস্থা

আছে, তা কাজে লাগান। তার উত্তর আমি পেয়েছিলাম—ম্যালেরিয়া নাই। কাজেই এই Anti-mosquito measure নেবার, বা destruction করবার কোন ব্যবস্থার দরকার নাই। Mosquito destructionএর ব্যবস্থা ম্যালেরিয়া না থাকলেও নেবার দরকার আছে। এটাই আমি অনুরোধ করবো।

স্পীকার মহাশয়, আপনার মারফৎ মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে তার ডিপার্টমেণ্টের General Administration সম্বন্ধে দুটো জিনিষ রাখবো ; অবশ্য মাত্র তিন চার দিন হয় West Bengal Civil List corrected upto April 1960. ধন্যবাদ সরকারকে, আজ এক বছর পূর্ণ হবার আগে সিভিল লিষ্ট পেয়েছি 1960, গলদ রয়ে গিয়েছে। Part XV, Pages 231—311. এই Chapter-এ পাব্‌লিক হেল্‌থ্‌ ও মেডিকেলের জন্য প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বহু নাম রয়েছে, হোমরা চোমরাদের নাম, তার মধ্যে খুজে পাবেন ২৪টী। তার মধ্যে ১০ জন Re-employeed after superannuation, এই যে অবস্থা, এটা কেন ?

[A voice : একটা পিঁজরা পোল করে তুলেছেন !]

আপনার এই ডিপার্টমেণ্টে বৃদ্ধত্ব, জড়ত্ব আর কুটনীতিতে অভিজ্ঞ—এই সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেই সময়কার ঐতিহ্য বহনকারী এই সমস্ত লোক নিয়ে আপনার ডিপার্টমেণ্ট চালাচ্ছেন।

তাঁরা সেই সময়ের লোক, আপনি সেটা ভুলে যেতে পারেন না। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে তাঁদের কোন যোগ ছিল না। সেই সময়, বৃটিশ আমলে, তাঁরা শুধু ইংরাজের কুটনীতি শিখেছেন ; আজকে তাঁরা আপনার এই ডিপার্টমেণ্টকে প্রতি পদে পদে বাংলাদেশের সমস্ত বিভাগের কাছে ও মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করছেন।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে তাঁরা হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছেন, শুধু তাই নয়, তাঁরা সমস্ত স্বাস্থ্য বিভাগটাকে একটা অপদার্থ বিভাগে প্রতিপন্ন করছেন। এবং কুটনীতি শুধু নয়, নিজেদের ভিতর দলাদলি চলেছে। যে কথা জোড়াবাগানের মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমি তাঁর নাম করে বলতে চাই না। স্বাস্থ্য বিভাগের মধ্যে দুর্নীতি আমরা লক্ষ্য করছি। এখানে যে ২৪টা নাম আছে, তার মধ্যে ২৪ সংখ্যক নামের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শ্রীমতি উমা মিত্র, B. Sc. N. (Tornete), D. P. H. N. (Tornete), A.D.H.S. (Nursing), West Bengal. ইনি additional Director of Health Service (Nursing) এ ছিলেন, এখন বোধ হয় in the meantime, তিনি Director হয়ে গিয়েছেন। তাঁর date of appiontmett হচ্ছে 1. 6. 1943, আমার ভুল হলে, যেন মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় সংশোধন করে দেন। কারণ, এটা এক বছরের পুরাণ বই। তিনি বিরাট একটা post দখল করে বসে আছেন। আমার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাস্য তিনি কি ডাক্তার? ডাক্তার না হওয়া দোষের নয়। Nursing qualification থাকলে, নার্সিংএর Deputy Director হওয়া যায়। কিন্তু এই qualification নিয়ে আপনার ডাক্তার হওয়া যায় কিনা ?

আমি একটু আগে বলেছি Superannuated যে সমস্ত লোক এখানে রাখা হয়েছে, তাঁদের কথা। এই সমস্ত লোক নিয়ে আপনি কি করে এফিসিয়েণ্টলি কাজ করতে পারবেন? আজকাল দেখা যায়—বাংলাদেশের বহু শিক্ষিত, বিশেষ অভিজ্ঞ যুবক যাঁরা বিদেশ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে,

স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ করে অভিজ্ঞতা লাভ করে এসেছেন। সেই সমস্ত তরুণ যুবক যারা বাংলাদেশের আশা ভরসা, তাঁরা বাংলাদেশ ছেড়ে সুদূর মালয়, বর্মায় এবং ইংলণ্ডে পর্যন্ত গিয়ে practice করতে সুরু করেছেন। কারণ, তাদের বাংলাদেশে স্থান নেই, এবং তারা বাঙ্গালী বলে ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানেও পাত্তা পায় না। আপনি তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা করতে পারছেন না। তাঁরা আপনার দপ্তরটাকে একটা বেড়াজালে ঘিরে রেখে দিয়েছেন। এই সমস্ত তরুণ অভিজ্ঞ ফরেন কোয়ালিফায়েড্ ডাক্তারদের যদি আপনি আপনার ডিপার্টমেণ্টে রাখতে পারতেন, এবং তাদের ঠিক ভাবে তৈরী করে নিতে পারতেন, তাহলে আগামী দশ বছরের মধ্যে আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগকে একটা আদর্শস্থানে নিয়ে যেতে পারতেন। বাংলাদেশের যত ডাক্তার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে সেই রকম অভিজ্ঞ ডাক্তার নেই। অথচ আমাদের বাংলাদেশের এই সমস্ত অভিজ্ঞ ডাক্তারদের আপনার দপ্তরে নিয়ে, ঠিক ভাবে কাজ করতে পারছেন না। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে। এই নার্সিং এর qualification নিয়ে শ্রীমতি উমা মিত্র, যিনি একজন ডিরেক্টর হিসাবে হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট রয়েছেন, তিনি যে ডাক্তার নন্, সে কথা আমি আগেই বলেছি। কিন্তু আপনার ডিপার্টমেণ্টের বিশেষ করে এই মহিলাটির বিরুদ্ধে গত দুই বছর যাবং যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে, তার কি আপনি কোন তদন্ত করেছেন? গত বছর বাজেট আলোচনার সময় 'বসুমতী' কাগজে তাঁর বিরুদ্ধে যে নিন্দাবাণী ছেপে বেরিয়েছিল, এবং বাজেট বক্তৃতায় বিভিন্ন সদস্যরা যেসকল অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে করেছিলেন, তার কি আপনি তদন্ত করেছিলেন?

তারপর আপনি কি লক্ষ্য করে দেখেছেন শত, শত male nurse ও female nurseদের কি ভাবে হাসপাতালে কাজ করতে হয়? তাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তা নিষ্পত্তি হতে চলেছে, কিন্তু আপনার বিশেষ করে নার্সিং ডিপার্টমেণ্ট থেকে কেন তার তদন্ত করা হয়নি?

স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এবং হাউসের সামনে রাখছি—এ সম্বন্ধে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক এবং particularly, বিশেষ করে, এই ডিপার্টমেণ্টের কোথায়, কতখানি দুর্নীতি চলেছে, তা অনুসন্ধান করা হোক।

[10-10—10-20 a.m.]

আর দুটি তার জুড়িদার আছে, নাম বলে কোন লাভ নাই, এই অবস্থা হয়েছে। ৫।৬ হাজার অস্থায়ী nurse, male এবং female Class IV কর্মচারী তারা হয়রানীতে পড়েছে, অসহায় অবস্থায় পড়েছে এবং এই সমস্ত লোকেরা যখন আপনার department এর বড় কর্তাদের কাছে যান Director of Health Services এর কাছে যান তার কাছে অভিযোগ করেন কিন্তু এই একটা জায়গা—Directorএর পক্ষপুষ্ট বলে আপনি কিছুই করতে পারেন না, এর চেয়ে অন্যায় আর কি হতে পারে? কিছু দিন আগে আমাদের মাননীয় সদস্য জোড়াবাগানের সদস্য এখানে জিজ্ঞাসা করেছিলেন nurseদের কি বিবাহ করা অন্যায়! আমিও জিজ্ঞাসা করি nurseরা কি বিয়ে করতে পারবে না? এরকম আইন আপনারা করে রেখেছেন কিন্তু আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করছি—derartmentএর Headএর বেলায় কি এ আইন প্রযোজ্য হবে না? এই Deptt. এর Head কি বিবাহিত নয়? না কি বহু বিবাহ করলে সে দোষ স্খলন হয়!

আমি আর একটা ঘটনা আপনার কাছে তুলে ধরবো। আশুতোষ কর male nurse কাঁচড়াপাড়া থেকে লিখছেন তিনি ১৮ বছর চাকুরি করেছেন, Joint Bengalএ ঢাকায় Civil Surgeonএর underএ ছিলেন কিন্তু কোন reasoning নাই—7th June 1960তে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার মা প্রাণকুমারী কর মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে লিখেছেন, কিন্তু কোন জবাব নাই। তারপর ডাঃ রায়ের কাছে লিখলেন এবং ৭ জন M. L. A. এদিককার এবং ওদিককার সকলে recommend করলেন, নামগুলি আমি পড়ে দিতে পারি, তারও কোন জবাব নাই। এই সমস্ত ব্যাপার আপনাদের কি আমি বুঝতে পারি না—আমি শুধু হতাশ হয়ে ভাবি যে বাঁকুড়ার অনাথবন্ধু রায় যাঁকে বাঁকুড়ার লোকেরা অত্যন্ত সম্মান করতো, যাকে গরীবেরা বন্ধু বলে জানতো, তিনি আজ মন্ত্রীত্বের আসনে বসে গরীবদের নিস্পেষন যন্ত্রের যন্ত্রী হচ্ছেন কেন? তাঁর Director তার দলাদলিপুষ্ট হয়ে আজকে departmentএর সমস্ত ব্যবস্থাকেই নষ্ট করে দিচ্ছেন কেন?

আমি আর একটি কথা বলেই শেষ করবো সেটা হল Lumbini Park Mental Hospitalএর কথা। আমি দু একমিনিটেই শেষ করছি। মাননীয় গিরিন্দ্র শেখর বসু মহাশয় এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। Bedএর সংখ্যা হল ১৫০ এবং bed মারফৎ আয় হয় ২৬ হাজার টাকা। West Bengal Govt. দেন ৪০ হাজার টাকা, আর Central Refugee Deptt. দুবারে দেয় ২০ হাজার এবং ৪০ হাজার টাকা, Calcutta Corporation দিত ২০ হাজার টাকা কিন্তু তারা সেটা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ তারা এর হিসাব পত্র দেন না। এখানে male nurseদের বেতন দেওয়া হয় ২৫ টাকা আর সামান্য খাবার দেওয়া হয় আর cookদের বেতন দেওয়া হয় ১৫ টাকা।

(The hon'ble member having reached his time limit resumed his seat.)

Shri Nepal Ray: মাননীয় স্পীকার মহোদয়, Health বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য আপনার সামনে রাখছি। বিরোধী দলের বন্ধুরা আমাদের Health Minister উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। এটা সত্যই আনন্দের কথা যে, Health Ministerকে জনদরদী বলে বিরোধীদলের বন্ধুরা সম্বোধন করেছেন। আমি আজকে বাংলাদেশের Health Directorate জন্য কি উন্নতি হয়েছে সেটা আপনার সামনে রাখতে চাই। সারা ভারতবর্ষে ৩ হাজার লোকের জন্য একটা করে bed, অর্থাৎ 3 9 per thousand; আর আমার পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে 1 per thou and। এটা কি কম কথা। আমি বলবো পশ্চিমবঙ্গের Health dept. সারা ভারতবর্ষে মধ্যে সবচেয়ে উন্নততর কর্মক্ষমতা দেখিয়েছে। আর একটা হচ্ছে, ১৯৪৮ সাল থেকে, Health dept. থেকে একটা পুস্তিকা দিয়েছে তাতে দেখছি, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬০ সালের figure দেওয়া আছে, সেটা থেকে আমি পড়ে শুনাচ্ছি। 1948এ total health centre ছিল ৩টি এবং bed ছিল ১২টি। আজকে হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, health centre ৫ শত, আর bed হচ্ছে ৪০৮৬টি। এই সমস্ত কি গ্রামে হয়নি? Healh centre সহরে হয় না, গ্রামেই হয় আর nursing department সম্বন্ধে আমি পরে বলছি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাচ্ছি total nurse হচ্ছে ৪২৪০। তার মধ্যে, trained nurse হচ্ছে ১৭১৭; un-trined nurse ১০৬৩; আর under training ১৪০৭টি। আর bed বলেছেন ২৭৬১ টি। এইগুলি আমি আপনার সামনে ধরছি। কেন ধরছি, কারণ পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে, বিশেষ করে Medical এবং Health departmentএ, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আর আমাদের Proja

Socialist বন্ধু যে কথা বলেছেন, Nursing dept. সম্বন্ধে, তিনি তিক্ত সমালোচনা করেছেন। এটা সত্য কথা আমিও স্বীকার করে নেবো। তবে তিনি যে ভাষায় বলেছেন আমি সে ভাষায় বলবো না। এর জন্য মন্ত্রীমহাশয়ের কঠোর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমি বলবো এটা ঠিক যে, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যে ৪½ হাজার মেয়ে আছে তারা Mrs. Mitraর কাছে ভাল ব্যবহার পায় না। একথা কংগ্রেস বন্ধুরা বলেছেন, বিরোধী দলের বন্ধুরাও বলেছেন যে তারা তাঁর কাছে ভাল ব্যবহার পান না। অবশ্য তিনি আমার সঙ্গে কোনদিন খারাপ ব্যবহার করেননি। আমি সব সময় ভাল ব্যবহারই পেয়েছি। কিন্তু অনেক nurse আমার আছে complain করেছে যে তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকে। এখানে ৩জন M.L.A.ও complain করেছেন যে তারা ভাল ব্যবহার পান নি। যাই হোক এই দিকে আমি Health dept. এবং Health Ministerর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, এই directoateকে তাঁর direct control করা দরকার। কারণ বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মেয়েরা যদি আজকে Government machineryর এই অবস্থা দেখে, তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হব যে তারা এই Government machineryর উপর সমস্ত শ্রদ্ধা হারাবে। আগেকার দিনে European বা Anglo-Indian মেয়েরাই এই কাজে আসতো, বাঙ্গালী মেয়েরা আসতো না। কিন্তু আজকে বাঙ্গালী প্রচুর মেয়ে আসতে আরম্ভ করেছে। আমি নিজে প্রতিদিন ৮।১০টি মেয়েকে Writers Buildings পাঠাই এই চাকরীর জন্য। তাদের যদি encourage না করেন তাহলে ভাল nurse কি করে তৈরী করতে পারবেন।

[10-20—10-30 a. m.]

তারপর, আরেকটা বিষয়ের প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেমন ধরুন, হাসপাতালে bed পাওয়া যায় না—T.B. রুগী মারা যাবার পর, বা স্বর্গদ্বারের কাছে পৌছাবার পর admissionএর চিঠি আসে। কেন? কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালের কথা বলি, আমরা জানি সেখান থেকে অনেকেই ভালো হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় সুস্থ হবার পরও তারা bed ছাড়তে পারে না—সাধারণভাবে একজন patient পিছু আপনাদের ৩০০ টাকা খরচ হয়, যারা ভালো হয়েছে অথচ হাসপাতালে থাকতে বাধ্য হচ্ছে তাদের জন্য মাসে খরচ ১০০ টাকা। তাদের কোন কাজে নিযুক্ত করে দিলে এই টাকাটা বাঁচতে পারে। সেইজন্য আমি বলব, সরকারী চাকুরীতে ex T.B. patientদের priority দেওয়া হবে, শতকরা ১৫ ভাগ চাকরী তাদের দিতে হবে। কিন্তু কোনক্ষেত্রেই এটা implementation হয় না, Health Dept. তাদের নেবেন না, কারণ তাদের নিলে অসুবিধা হয়, যে সমস্ত তাদের কাছে বসে কাজ করেন তাদের অনেক সময় আপত্তি থাকে। তাহলে Govt. order এর কি মূল্য হল? Govt. order আছে যারা malaria employees যারা ২০০ দিনের উপর কাজ করেছে তাদের বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হবে, কিন্তু কোন্ হাসপাতালে কয়জনকে রেখেছেন? এগুলি আপনারা enquiry করে দেখেছেন? হাসপাতালের Supdt. তাঁর গোষ্ঠীভুক্ত লোকছাড়া অন্য কাউকে নেবেন না, কেন তাঁরা Govt. order মানবেন না? তাঁদের শাস্তি দেবার জন্য কোন ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা যদি মনে করেন মন্ত্রীর হুকুম, Directorএর order না মেনেও তারা কাজ করতে পারবেন তাহলে কাজ চলবে কি করে? যদি এসব enquiry করে অপরাধীদের punishment না দেন তাহলে একটা অরাজকতার সৃষ্টি হবে।

তারপর, আরো কতগুলি বিষয়ের প্রতি আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব হাওড়া হাসপাতালে ডাঃ রাখাল দত্ত ২৫ বৎসর hony. radiologist ছিলেন, তিনি 1954 retire করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও হাওড়া হাসপাতালকে private chamber হিসাবে ব্যবহার করছেন, এবং সরকারী film private practiceএ ব্যবহার করছেন। এসব জিনিষ বন্ধ করুন সেখানে উপযুক্ত লোক দিন, আজকাল অনেক ভালো radiologist রয়েছেন। Employee State Insurance Schemeএ আপনারা অনেক লোককে রেখেছেন যাদের retire করা উচিত এটা যদি না করেন তাহলে যুবকদের মধ্যে frustration আসবে, young doctorদের মধ্যে frustration আসবে। তারপর, ১৬।১০।৫৮ তারিখের workerদের সম্পর্কিত order আজপর্যন্ত implemented হল না। এটা implemented হলে fourth grade workerদের অনেক দাবীদাওয়া পূরণ হত। এ নিয়ে আমরা Dr. Royএর কাছেও গিয়েছি। Directorকে আমরা বহুবার বলেছি। এপর্যন্ত মাত্র ২ জন Special Officer নিযুক্ত হয়েছেন, কিন্তু তাঁরাও এমন rankএর যে তাঁদের হুকুম দেবার কোন ক্ষমতা নাই। এরকম Special Officer রাখার কোন অর্থ হয় না। এই ব্যাপারটা Chief Ministerএর underএ থাকলেও একটা order আনতে গেলে ৬ মাস লেগে যায়। তারপর, fourth grade employeesদের ইংরাজ আমলে কোন service condition ছিল না, অনেক লেখালেখির পর এসম্পর্কে আমরা একটা Government Order বের করেছিলাম, কিন্তু তাও implemented হল না। তাদের কোন gratuity নাই কোন pension নাই যার ফলে বুড়ো বয়সে তাদের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় বেরুতে হয় Government order রয়েছে ৫ বৎসর চাকরীর পর permanent করা হবে, কিন্তু প্রায় একটা না একটা অজুহাত তাদের dismissalএর order দেওয়া হচ্ছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে আবার সবিনয়ে বলছি, এগুলির যদি প্রতিকার না করেন তাহলে হাসপাতালগুলি বন্ধ হয়ে যাবে Medical College থেকে কিছুদিন আগে ৮৩ জন nurseকে বরখাস্ত করা হয়েছে। Director এর হুকুম আছে বরখাস্ত করো না। তা' সত্ত্বে দেখছি পরশুদিন আবার ৬ জন বরখাস্ত হয়েছে আমি তাদের nurse বলেছি, তাদের সরকারী ভাষায় বলা হয় attendant। তারা যদি surplus হয়ে থাকেন তাহলে কি তাদের sliding scaleএ upgrading করা যায় না। আমি দেখেছি তাদের dismissalএর order Dy. Supdt. দিয়েছেন। তারপর, কোন হাসপাতালের নিজস্ব recruitment করার ক্ষমতা নাই। কিন্তু medical collegeএর Supdt.এর নামে কাগজে advertise করা হচ্ছে কোন্ অধিকারে। তাহলে কি আমাদের এই কথাই বলতে হবে যে আপনাদের হুকুম কেউ মানতে চায় না? আমি মনে করি যাঁরা আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকারের অধীনে কাজ করবেন তাঁদের মন্ত্রী মহাশয় যে order দেবেন তা অক্ষরে অক্ষরে মানা উচিত।

[10 30—10 40 a.m.]

Dr. Bindaban Behari Basu: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগে ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে এই খাতে ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ১৯৫৯-৬০ সালের বরাদ্দীকৃত টাকার একটা মোটা অংশ ব্যয় করা হয়নি এবং বর্তমান সালেও এই খাতে বাজেটের পরিমাণ কমান হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে পশ্চিমবংগে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে এর অর্থের বেশী প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবংগের ৪ হাজার ব্যক্তি পিছু একটা বেড এর বিভিন্ন আউটডোরে যেসমস্ত রুগী attend করেন দেখা

াচ্ছে তাদের মধ্যে শতকরা ১০ জনকে indoor bed দেবার কথা, কিন্তু সেখানে ২।১ জনকে ndoor bed দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই বিভাগে প্রত্যেকটা দিকে অপদার্থতার পরিচয় দেখা দিয়েছে। ইদানিং এই বিভাগে নানাপ্রকার দুর্নীতি ও দলাদলির ব্যাপারে সাধারণ কর্মচারীরা যে দুর্ভোগ ভোগ করছে, কোথাও কোথাও অকারণ ছাটাই হচ্ছে তার প্রমাণ বহু আছে। গত এক বৎসরের মধ্যে এই বিভাগ সম্বন্ধে যেসমস্ত গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে সেগুলি দুর্নীতি দমন বিভাগের তদন্ত সাপেক্ষ। কিন্তু কোনও তদন্তের রিপোর্ট প্রচার করা হচ্ছে না। আমরা এই কারণে দাবী করি যে এইসমস্ত তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করা হোক। ইদানিং দেখা যাচ্ছে কাচরাপাড়া, কৃষ্ণনগর, জলপাইগুড়ি, হাওড়া ইত্যাদি সব জায়গায় চতুর্থ শ্রেণীর কয়েকজন কর্মচারীকে বিনা কারণে ছাটাই করা হয়েছে- এসম্বন্ধে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। জলপাইগুড়ির এই বিভাগে পঞ্চানন পরামাণিক ও অমূল্য বণিক নামে ২ জন পেণ্টারকে জি. ডি. এ.-এর কাজ করাতে বাধ্য করায় তারা অস্বীকার করে বলে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের চাকরীর স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে ৮ ঘণ্টার উপর খাটনির মাগ্‌গী ভাতা, well furnished quarter-এর বদলে বাড়ীভাড়া ভাতা ইত্যাদি কয়েকটা ন্যূনতম দাবী নিয়ে আন্দোলন করে আসছে। ১৯৫৮ সালে এই দপ্তর থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে এইসমস্ত দাবী মানা হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের সেই দাবীগুলি পুরাপুরিভাবে মানা হয়নি যার জন্য তাদের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে। সরকার যদি দাবী না মানেন তাহলে তারা অনশন করবে। নীলরতন সরকার হাসপাতালে untrained নার্সদের ট্রেনিং দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে তাদের degrade করে মাইনে কমিয়ে দেওয়া হল। এইরকম অবিচার এই বিভাগে চলছে এবং এইরকম বহু দুর্নীতির নিদর্শন আমরা রাখতে পারি। সাগর দত্ত হাসপাতাল সরকার ২ বৎসর পূর্বে গ্রহণ করেছিলেন এবং তখন আশ্বাস দিয়েছিলেন একে গ্রহণ করার পর মেডিক্যাল কলেজের কর্মচারীদের যে গ্রেড, ভাতা ও মাইনে ইত্যাদি দেওয়া হয় এদেরও সেই-ভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেসব হল না। স্যার, দুর্নীতির বহু অভিযোগ এই বিভাগ সম্বন্ধে দেওয়া যায়। পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র টি. বি. রুগীকে বেডের জন্য যখন দরখাস্ত করতে হয় তখন তার সংগে X-ray plate সাবমিট করতে হয়। এসম্বন্ধে একটা ঘটনা আমি বলব যে হাওড়া জেলার ঝাপড়দহ ইউনিয়নে দুঃখীরাম কাঁড়ার বলে একজন দরিদ্র কৃষক স্থানীয় কোন সদাশয় ব্যক্তির সাহায্যে যথাস্থানে পিটিশন করল। দরখাস্ত যথাস্থানে গেল এবং তাঁরা acknowledge করে জবাব দিলেন যে বিচার বিবেচনা করা হবে এবং ইতিমধ্যে আপনি স্থানীয় কোন হেল্‌থ-সেণ্টারে attend করুন। হেল্‌থ সেণ্টার থেকে তার বাড়ী ৩ মাইল দূরে। কাজেই তার পক্ষে হেল্‌থ সেণ্টারে attend করে চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই দরখাস্ত ৮-৫-৬০ তারিখে দেয় এবং reminder দেয় ১৫-৮-৬০ তারিখে। অথচ রুগীর অবস্থাও এদিকে দিন দিন খারাপ হয়ে যেতে লাগল বলে ৬-১১-৬০ তারিখে ফের চিঠি দিল। কিন্তু তার কিছু হল না যার ফলে কয়েক-দিনের মধ্যে সে মারা গেল। সে যে শুধু মারা গেল তা নয় তার পরিবারের দুটো লোককে সে infect করে গেল। এইরকম বহু ঘটনার কথা আমি আপনাদের জানাতে পারি।

স্যার, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল য়্যাসোসিয়েসন তাঁদের সেক্রেটারী শ্রীসৌরেন সেনগুপ্তের মারফৎ বিশেষ করে পল্লীগ্রামের ইনফেক্‌সাস্‌ রোগীদের চিকিৎসা এবং রুরাল হেলথ সেণ্টার মারফৎ সাব্‌সিডিয়ারী মেডিকেল প্রাকটিস্‌ এবং ডোমিসিলিয়ারী ট্রিটমেণ্টের ব্যাপারে যে সাজেসনস্‌ স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে দিয়েছিলেন সেটা তিনি যদিও গ্রহণ করেন কিন্তু আজপর্যন্ত তা' কার্যকরী করতে পারলেন না। সুতরাং এতে সরকারী ঔষধের যেমন ওয়েষ্টেজ হচ্ছে ঠিক তেমনি রোগীদেরও কোন উপকার হচ্ছে না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঔষধ দিয়ে এক্স-রে করে হয়ত রোগীদের হেল্‌থ সেণ্টারে আসতে বললেন, কিন্তু হেল্‌থ সেণ্টার দূরে আছে বলে অনেকে আসতে পারে না এবং তার ফলে যেমন

ঔষধের অপব্যবহার হয় ঠিক তেমনি রোগীরাও ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তারপর প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, তাদের ঘরগুলো টিনের চালা এবং খোলা জায়গায় অবস্থিত বলে গরমকালে রোগীদের ভয়ানক কষ্ট হয় এবং তার ফলে অনেক সময় দেখা গেছে যে রোগীরা গরমের দিনে দুপুরবেলায় ঘরে টিকতে না পেরে কাছাকাছি গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় নেয় অবশ্য অনেকদিন থেকেই সেখানে একটা কাঠের সিলিং করে দেবার জন্য বলা হয়েছিল কিন্তু সে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি বলে সেই সিলিং তৈরী হয়নি। শুধু তাই নয়, এইসমস্ত হাসপাতালগুলোর ধার দিয়ে ইলেকট্রিক লাইন যাওয়া সত্ত্বেও এতে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা নেই। তারপর প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারগুলোতে বর্তমানে এত বেশী সংখ্যক রোগী আসছে যে বর্তমানে যে কয়জন ডাক্তার আছেন তাঁদের দিয়ে সমস্ত রোগী য়্যাটেণ্ড করান যায় না। ঔষধ এবং প্রেসক্রিপ্‌সন বাবদ ২ আনা নেওয়া হয় এবং ১০ বছর আগে যে দামে ঔষধ দেওয়া হোত আজও সেই দামে ঔষধ দেওয়া হয়। তারপর প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারগুলোতে যে সমস্ত ante-natal, সার্জিকাল, ছোঁয়াচে এবং অন্যান্য কম্‌প্লিকেটেড কেসের রোগীরা আসে তাদের থানা বা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু সেখানে স্থান না থাকার জন্য এবং তাদের পক্ষেও শহরে আসতে না পারার জন্য রোগীদের ভয়ানক অসুবিধা হয় কাজেই মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি যে তিনি যদি অন্ততঃ সপ্তাহে ১ দিন বিশেষ বিশেষ রোগের স্পেসালিষ্ট ডাক্তারদের দিয়ে এই সমস্ত রোগীদের জন্য আউটডোর ট্রিটমেণ্টের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে তাদের ভালভাবে সার্ভিস দেওয়া যেতে পারে। তারপর জলকল সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে গত বন্যার সময় হাওড়া জেলা প্লাবিত হয়েছিল, কিন্তু স্থানীয় লোকের কনট্রিবিউসন্‌ দিতে পারেনি বলে আজপর্যন্ত সেখানে রি-সিংকিং করা হোল না ফলে ঐ এলাকার দরিদ্র জনসাধারণরা পাণীয় জল পাচ্ছে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যেখানে সরকারের শোষিত নীতির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে তাঁরা জনসাধারণের জন্য পাণীয় জলের ব্যবস্থা করবেন সেখানে যদি কন্‌ট্রিবিউসন না দেওয়ার জন্য জনসাধারণ পাণীয় জল না পায় তাহলে কি হবে তাঁরা তাঁদের নীতি কার্যকরী করছেন ? যা হোক্‌, পাণীয় জলের অভাবে সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি হয়ে বহু প্রাণ নষ্ট হতে পারে। কাজেই এই সব নানা কারণে আমি এই বাজেট সমর্থন করি না এবং মনে করি যে এতে জনসাধারণের কল্যাণ হতে পারে না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[10-40—10-50 a.m.]

Shri Niranjan Sen Gupta : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি অন্য কথায় যাবার আগে একটা বিষয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে রাখতে চাই সেটা হ'ল মাননীয় জ্যোতিবাবু তাঁর ৮৫ নম্বর কাটমোশানে দিয়েছেন যে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ম্যাটারনিটি ওয়ার্ডে আমাদের পার্টির সেক্রেটারী শ্রীঅমূল্য কর্মকারের স্ত্রী সন্তান প্রসবের জন্য গিয়েছিলেন। সন্তান প্রসব হয়েছে কিন্তু একদিন গভীর রাত্রে দেখা গেল নবজাত শিশু মেঝেতে পড়ে রয়েছে। সেখানে কোন লোকজন নেই, কোন অফিসার, নার্স কেউ নেই। তারপর চিৎকার করে লোক ডেকে আনতে হয়েছে। এই যে হাসপাতালে নবজাত শিশু মেঝেতে পড়ে আছে তার কাছে কোন নার্স নেই এই অবস্থা কেন হয়েছে ? কে এর জন্য দায়ী ? এ সম্বন্ধে জবাবটা যেন তিনি হাউসে দেন।

তারপর মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন পাবলিক হেল্‌থ বিভাগে অল রাউণ্ড প্রগ্রেস হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মফঃস্বল শহরগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে জলের কি সঙ্কটজনক অবস্থা। সেখানে জল সরবরাহের ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। যেমন ধরুন খড়গপুর মিউনিসি-

প্যালিটির কথা। খড়গপুর মিউনিসিপ্যালিটি একটা বড় মিউনিসিপ্যালিটি, সেখানে বহু লোকের বাস কিন্তু সেখানে কোন ওয়াটার ওয়ার্কস নেই। পাতকুয়ার উপর নিভর করে সেই মিউনিসিপ্যালিটির লোক। গ্রীষ্মকালে পাতকুয়ার জল যখন শুকিয়ে যায় তখন কি অবস্থা হয় সেটা আপনারা অনুমান করতে পারছেন। তার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন সেটা আপনার কাছে জানতে চাই।

তারপর কাঁচড়াপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলতে চাই। কাঁচড়াপাড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে আপনারা ১৯৫২ সালে ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকার একটা স্কীম কমপ্লিট করলেন এবং তাতে ৫ লক্ষ গ্যালন জলের বরাদ্দ ছিল কিন্তু সেই স্কীম কমপ্লিট হওয়ার পরে দেখা গেল সেখানে ৩ লক্ষ গ্যালন জল উপস্থিত হয়। সেই ওয়াটার ওয়ার্কসে একটা ওয়াড ৪০ হাজার লোকের জল পাওয়া যায় বাকি অন্য কোন ওয়ার্ডে জল পাওয়া যায়না, প্রচুর লোক জলকষ্ট ভোগ করছে। মিউনিসিপ্যালিটি অগমেণ্টেসান স্কীম দিয়েছিল আপনাদের কাছে কিন্তু সেই অগমেণ্টেসান স্কীম গ্রহণ করেননি। যে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ের মত স্কীম আপনারা দিয়েছেন সেই টাকা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে দিতে হবে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা এই হাউসে বারবার আলোচিত হয়েছে, তাদের টাকা নেই তারা কোন কাজ করতে পারেনা, রাস্তাঘাটের সংস্কার হয়না, সেই অবস্থায় আপনি সেই মিউনিসিপ্যালিটির ঘাড়ে জিনিসটা চাপিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে আছেন আর কাঁচড়াপাড়ার লোক জলাভাবে গ্রীষ্মের দিনে ত্রাহী ত্রাহী করছে।

তারপর আসানসোলের কথা বলব। আসানসোলের লোককে জল কিনে খেতে হয়। বাংলাদেশে এমনও অঞ্চল আছে যেখানে জল কিনে খেতে হয়। আসানসোলে জলের ব্যবস্থা আপনারা কি করেছেন সে সম্বন্ধে আপনার কাছে জানতে চাই।

তারপর গ্রামে জলের ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই হাউসে মেনসান হয়েছে যে গ্রামে পাণীয় জলের জন্য আপনারা যে টিউবওয়েল করেছেন সেই টিউবওয়েলগুলি ১০ দিন, ১ মাস, ২ মাস পরে খারাপ হয়ে যায় কিন্তু সেই খারাপ টিউবওয়েল সংস্কারের আর কোন ব্যবস্থা নেই। আপনারা রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এর উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন দেখতে পেলাম না? আমি বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে দেখেছি—আমার নিজের এলাকায় ভটপুকুর গ্রামে দুপুর রোদে ১।২ মাইল দূরে গিয়ে মেয়েরা জল নিয়ে আসছে। কেন এইরকম হবে? সেখানে টিউবওয়েল খারাপ হয়ে আছে, আমি নিজে আপনার কাছে দরবার করেছি, দরখাস্ত দিয়েছি, বহুক্ষেত্রে জানিয়েছি কিন্তু সেই অসংস্কৃত, অকেজো টিউবওয়েল সারাবার কোন উপায় হল না। এতো শুধু একটা কেন্দ্রের কথা গেল। আমি এখানে জোর করে বলতে পারি যে আজ বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে পাণীয় জলের অভাব রয়েছে। গরমকাল আসছে, আপনাদের এই গভর্ণমেণ্টে তার কোন সুরাহা করেন নি।

এবং যেটুকু সুরাহা করেছেন সেটুকু পরিপূর্ণভাবে করেন নি। টিউবওয়েলগুলি সারাবার পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই একথা জোর করে বলছি। খালি গ্রামাঞ্চলে কেন, সহরে অনেক জায়গায় যে টিউবওয়েলগুলি আছে সেই টিউবওয়েলগুলি কাজ করে না। আপনাদের কাছে যে দরখাস্ত করা হয়, যে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়, যা কিছু বলা হয় আপনারা তার উপর কেন কোন য়্যাকসন নেন না এটাই আমার জিজ্ঞাস্য। আমি একথা বলবো বাংলাদেশের গ্রাম্যজীবনে পাণীয় জলের জন্য লোকের যে আকুতি মিনতি—তারা যে আকুল বেদনা আজ ভোগ করছে সেদিকে মন্ত্রীমহাশয় এবং তাঁর বিভাগ কোন দৃষ্টিপাত করেন না। তারপরে আর একটা কথা বলবো যে কোলকাতা সহরে এখন মশারি টাঙ্গিয়ে থাকতে হয়। বেলগাছিয়ায় আমি সেদিন গিয়েছিলাম—সেখানে এত মশার

উপদ্রব যে সেখানকার বাসিন্দারা আমাকে বল্লেন সেখানে মশারী না টাঙ্গাইলে দিনে থাকা যায় না। আমি একথাও বলবো যে টালীগঞ্জ এলাকায় মশার উপদ্রবে মানুষ রাত্রে পাগলের মত করে। আপনার স্বাস্থ্যবিভাগ যদি এই সামান্য ব্যবস্থাটুকু করতে না পারেন তাহলে কিসের জন্য এই স্বাস্থ্য বিভাগ? যেখানে সাধারণ লোক, গরীব লোকের বাড়ীতে পাখা দিনরাত ঘুরছেনা বা তারা এয়ার কণ্ডিসন রুমে নেই সেখানে তারা কিভাবে থাকবে? মশার উপদ্রব থেকে কিভাবে তারা রক্ষা পাবে সেটা স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি। কোলকাতায় আউট স্কার্টসে এবং কোলকাতা সহরের ভেতর এত যে মশার উপদ্রব সেখানে মন্ত্রীমহাশয় কি ব্যবস্থা করছেন, কি তাঁর নীতি আশাকরি তিনি এর জবাব দেবেন। আমি আরো কয়েকটী কথার উল্লেখ করছি সেটা হচ্ছে কোচবিহার সহরের সদর হাসপাতাল সম্বন্ধে। আমার কাছে একটা দীর্ঘ চিঠি এসেছে—যদি এটা এই হাউসে পড়তে যাই তাহলে আমার সময় ফুরিয়ে যাবে। সেখানে অব্যবস্থা, অপ্রতুলতা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। কোচবিহার সদর হাসপাতালের দিকে আপনি দৃষ্টি দিচ্ছেন না। কোচবিহারে আর একটা টি. বি., হাসপাতাল আছে যার নাম হচ্ছে জে. ডি. হাসপাতাল—সহর থেকে ২॥ মাইল দূরে। এখানে ডাক্তার, নার্স, বেড প্রভৃতির অভাব রয়েছে। ২২।২৪টা বেড আছে কিন্তু রোগীর সংখ্যা ৬৫ এবং রোগীরা মেঝেয় শুয়ে থাকে। সেখানে যারা স্যাংকসান বেডে আছে তাদের ২॥ টাকা করে দেন, ডাক্তার যাদের টি. বি. রোগী বলে গ্রহণ করেছেন তাদের দৈনিক ১৲ করে দেন—এটা যে কি ব্যবস্থা তা আমি বুঝতে পারি না। আর একটা কথা বলি জে. ডি. মাঝীপাড়া হাসপাতাল সরকার থেকে নিয়েছেন এবং লোকের ধারণা ছিল যে এবার কিছু উন্নতি হবে কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই মাঝীপাড়া আউটডোর হাসপাতালে ডাক্তার নেই ঔষধ নেই, কোন কিছু ব্যবস্থা নেই অথচ সেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাসপাতাল সরকার নিয়ে নিলেন। এগুলি করা কি আপনার কর্তব্য নয়? হাসপাতালগুলি খুলেছেন, সেগুলির ভার নিয়েছেন অথচ সেখানে রোগী মারা যায়: কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেননা—এর কি কোন প্রতিকার নেই। তাই আপনাকে বলছি স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে যে আপনি গরীব লোকদের জন্য পাণীয় জলের ব্যবস্থা করুন, তারজন্য অন্যখাত থেকে যদি টাকার দরকার হয় তাহলে মন্ত্রীমহাশয়কে চাপ দিন। সহরগুলিতে জলের ব্যবস্থা করুন, কোলকাতার নাগরিকদের মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা করুন এবং হাসপাতালগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য দিয়ে সেখানে রোগীরা যাতে ভালভাবে চিকিৎসিত হয় তার ব্যবস্থা করুন। এগুলি না করলে অল রাউণ্ড প্রগ্রেসের কোন মানে হয়না এটা আমি বলবো।

[10-50—11 a.m.]

Dr. Beni Chandra Dutt: Mr. Speaker, Sir, last year, in the course of the discussion of the Health budget I had the occasion to complement the Health Directorate and the Hon'ble Minister for successful implementation of certain schemes for improvement of the different heads under Medical and Public Health. The working result of that has been that malaria, the greatest curse of the country, has almost been wiped out. The incidence of infectious diseases like cholera and small-pox has been controlled. The mortality rates including infant mortality has appreciably gone down. These are no mean achievements for a State which only a decade ago was on the verge of bankruptcy. Coming to this year's Budget figures and also from the speech of the Hon'ble Minister, it is apparent that not only the rate of improvement has been maintained but that schemes of far reaching significance are going to be introduced—I

mean the scheme of socialising the Health Services. Already there is the Employees' State Insurance Scheme. Although this scheme was started on the initiative of the Labour Department the brunt of rendering medical aid to these employees has fallen on the State Government. The Corporation has been spending Rs. 18.40 nP. per patient per month. To this, the State's contribution is Rs. 4.60 nP. Against this, an employee is to contribute Rs. 1.50 nP. to Rs. 4 according to the scale of pay. Not only he gets medical benefit but other benefits as well, such as, sickness benefit, death benefit and all that.

Now, this has been operating in an area in Calcutta, Howrah and the number of persons getting the benefit is 2,70,000 and 738 doctors have been employed. The scheme is shortly to be extended to Hooghly and the 24-Parganas and there is, however, a scheme for extending the benefit to the families of these employees. But for want of hospital accomodation the scheme has been kept in abeyance. I learn that 12 more hospitals are going to be established for the benefit of the employees as well as their families. In order to enable the other citizens to have similar benefits, I understand that the Government is embarking on a scheme to establish Zonal Centres in Calcutta. I learn that there are 11 zones and there will be 3 or 4 zones where the common man will be able to enrol himself for a small consideration and get the benefit of all sorts of treatment including domiciliary treatment and hospitalisation, if necessary. This will be a great step towards socialising the Health Services and although it falls far short of what is prevailing in the U.K. and in other advanced countries, I should say that this would be a great beginning.

Now what about the Medical services? These have been re-graded and three scales of pay have been fixed. The basic one is from Rs. 250 to Rs. 650, but there is a rider to this that doctors working in the hospitals will be debarred from having a private practice and will be given in lieu a compensatory non-practising allowance of Rs. 75/-. This, I should say. is too small compared with the practice they had been hitherto enjoying.

Sir, there is another aspect of the scheme. The medical graduates who have otherwise qualified themselves by obtaining post-graduate degrees or by qualifying themselves in foreign countries will all be required to come through the bottom of this grade with only this advantage that their services will be antedated by the number of years they have taken to medical profession. This is a small concession and the result has been that this has not only been acting as a deterrent to these specially qualified medical personnel but has been preventing the country from utilising the services of these talented graduates, for we find that many of these graduates after returning to India are going out abroad for service while some are not returning from Dngland. So I suggest that these specially qualified medical men should be put at the top of the grade, so that in course of a few years they may be promoted to the Selection Grade. As regards the Selection Grade this was a grade for those specialists who have been working in the Medical College or the Sukhlal Karnani Hospital and similar institutions. These posts were held by the eminent men in the profession either on an honorarium of Rs. 260/- with a right of private practice or on a contract service. Now, with the introduction of the new scheme, private practice has been

debarred and the result has been that there has been a dearth of suitable candidates for filling up some of the most important posts in the teaching institutions, and the Government, therefore, has been forced to concede these honorary doctors to continue in an honorary capacity. Whilst those who have entered the service have now been claiming that they are suffering financially and that they should be given the right of private practice, this has been allowed to only a few of them. Now this is highly discriminatory as the persons who have already accepted the service feel that their claim also should be entertained. I suggest, therefore, that some sort of right of private practice should be accorded to these specialists, for it is to these specialists that the general people are looking forward for help whenever any serious case occurs. Calcutta is famous for its very up-to-date medical components and people from various parts of India come here for medical treatment. If all these specialists are debarred from private practice, Calcutta will cease to be the centre of high grade medical perfection. I, therefore, feel that these specialists should be allowed to carry on some sort of private practice, some sort of controlled practice. Let a ceiling be fixed of their pay or on the fees that they have been realising and let some percentage of the fees so realised be made over to the Government. That will be a realistic solution of the whole problem.

[11—11-10 a.m.]

Regarding hospitals, Sir, I must say that while the number of beds of the hospitals have been multiplying, cases of incivility or neglect of duty are matters of daily complaints .....

Sir, whatever the authorities may say, such as dearth of the number of doctors, hard work, all these things, there is no denying the fact that hospitals are now soulless institutions ... ..

Mr. Speaker : Your time is up and you cannot get any more time. You may, however, finish your sentence.

Dr Beni Chandra Dutt : Sir, in European countries there is a system of allowing private practitioners to see and watch the progress of the cases and report to the authorities when any incident occurs. But this is being denied to us. This system of keeping the hospitals in a state of seclusion was the privilege of the late I M.S. group and it is a pity that it has been allowed to be perpetrated even now. Sir, I had occasion in the past to plead for granting some sort of recognition to the private practioners who send cases to hospitals but that has gone unheeded. I again place it before the Hon'ble Minister to consider the promise which was given for keeping the doors of hospitals open to the general public.

Shrimati Labanya Prova Ghosh : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিমবংগের কংগ্রেসী শাসনের স্বরূপ যদি আমরা বিচার করতে চাই—চিকিৎসা বিভাগই তার মূর্ত পরিচয়। কারণ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর শাসন ক্ষমতা বিষয়ে আমাদের যে ধারণাই থাক্—তাঁর চিকিৎসা-প্রতিভা চিষয়ে সমগ্র ভারতের সংগে আমাদের সকলের অন্তরের সম্মান তাঁর জন্যে রয়েছে। এহেন

প্রতিভাধর ব্যক্তির আপন বিষয়ের ক্ষেত্র গঠনেও যে শোচনীয় অসামর্থ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে—তা সত্যিই অত্যন্ত দুঃখ এবং গ্লানির বিষয়। আমাদের মনে হয়—তাঁর চিকিৎসা প্রতিভা থাকলেও রোগার্ত বিপন্ন মানুষের প্রতি তাঁর অন্তরের দরদ সম্ভবতঃ নেই। তা থাকলে তাঁর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি হাতে ক্ষমতা পেয়েও অগণিত আর্ত বিপন্ন মানুষের জন্য সুব্যবস্থার ক্ষেত্র গড়বেন না এর কারণ বোঝা সত্যই দুরূহ। অনাহারক্লিষ্ট, আর্থিক বিপদে জর্জরিত—বাংলার অগণিত মানুষ আজ বিভিন্ন রোগে বিপন্ন হয়ে চিকিৎসার আশ্রয় প্রার্থনা করছে তাদের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ হচ্ছে। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়বার দরদ এবং সাধনা নেই চিন্তাহীন ব্যবস্থায় ও চুরিতে অজস্র বরাদ্দের অর্থ তছনছ হয়ে যাচ্ছে—যেটুকুও গড়ে উঠেছে তার মধ্যেও ব্যবসা অসম্পূর্ণ আয়োজন নিষ্ঠুর ব্যবহার চিকিৎসাক্ষেত্রের সমগ্র ব্যবস্থার মহিমাকে পণ্ড করে দিচ্ছে। আমি জানি, সমগ্র বাংলার জীবনে আজ এই সত্য অবস্থা। এবং আমি আমার জেলার তথ্য প্রমাণের ব্যবস্থা বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই এই আলোচনা উপস্থাপিত করেছি। দীর্ঘকালের অনাদৃত, উপেক্ষিত, বহু আদিবাসী হরিজন অধ্যুষিত আমাদের জেলারই প্রতি যখন রাজ্য সরকারের এই আচরণ—তখন অন্য স্থানের অবস্থা কী চলছে তা সহজেই অনুমেয়। বংগভুক্তির পর থেকে এতদিন পার হয়ে গেল আমাদের জেলার চাহিদার উপযোগী করে সদর হাসপাতালকে বাড়াবার, তাকে উন্নত করবার কোনো চেষ্টা আজও পর্যন্ত হোল না। জেলার জন্য এ একমাত্র আশ্রয়যোগ্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় আজও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যে জেলাকে হিন্দীসাম্রাজ্যবাদ, রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন ও পশ্চিমবংগের রাজ্য সরকার মিলিত চক্রান্তকে ভেংগে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থ নৈতিক জীবনে ঘোরতরভাবে বিপন্ন সে জেলার জনসমাজে আজ দুর্ভিক্ষ, অনাহার, যক্ষা, কুষ্ঠ, দ্রুত ক্রমবর্ধমান ধারায় অগ্রসর হয়ে চলেছে অথচ এদের জন্য জেলায় ব্যবস্থাও নেই, এদের বাইরে যাবার সামর্থ্য বা সুযোগও নেই কিন্তু তার জন্যে কল্যাণকামী রাষ্ট্র বা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কারুরই কোনো দুশ্চিন্তা নেই—সেখানকার উপেক্ষিত, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের জন্যে যক্ষা স্যানেটরিয়ামের কল্পনা আমাদের কাছে আজ আকাশকুসুম পৃথিবীর মধ্যে কুষ্ঠ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির অন্যতম যে পুরুলিয়া জেলা তার কুষ্ঠরোগের সংগে সংগ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থার কোন উদ্যোগ রাজ্য সরকারের নেই—এর চেয়ে বড় গ্লানী এবং দুঃখের কি হতে পারে। মানুষের জীবনে কুষ্ঠ রোগ যে কত দুঃখের এবং অভিশাপের তা পৃথিবীর সকলেই জানেন। তার সমস্যার প্রতিও যাদের দরদ নেই তাঁদের বিষয়ে আমরা কি ভাবতে পারি। সাধারণ রোগ ব্যাধির ব্যাপকক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য হেল্‌থ সেণ্টার নামে অকিঞ্চিৎকর কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে—এগুলিও বিশেষ কাজেরই হয় নি কারণ পরিকল্পনা ও পরিচালনা উভয়ের মধ্যেই বহু ত্রুটি রয়েছে এবং চলেছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ এবং ব্যাপক এই উভয় চিকিৎসার কোনো দিকেই ব্যবস্থার আন্তরিক কোনো প্রচেষ্টা নেই। এর চেয়ে আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্লানীর কি থাকতে পারে?

Shri Saroj Roy: স্পীকার মহোদয়, মন্ত্রীমহাশয় তার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় একটা কথা বলেছেন—all round progress। আমি শুধু একটা উদাহরণ এখানে দিলেই দেখবেন যে, Public Healthএর দিক থেকে তা কিভাবে হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতা এবং এটা সারা ভারতবর্ষের ভিতর সবচেয়ে বড় মহানগরী; তার গত ৫ বৎসরের হিসাব দেখলেই বুঝবেন অবস্থাটা কি! গত ৫ বৎসর কলকাতায় মোট ১৭৩৯০৮টি লোক মারা গিয়েছে। তার মধ্যে কলেরায় মারা গিয়েছে ৪৭৯০; বসন্তে ২৬৯৩; কিন্তু এই হিসাব ছাড়িয়ে গিয়েছে যক্ষা। তার হিসাব যদি দেখি তাহলে দেখবো ১০ হাজার ১৯৫৫-৫৮ সালে। কলকাতায় কলেরার ফলে মহামারী হয়েছে ১৯৫৬ সালে, আর ১৯৫৭ সালে বসন্ত মহামারী দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থা মহানগরী হিসাবে

সারা ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীতে আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। যদি কলকাতার অবস্থা এইরকম হয়, তাহলে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা কি তা ভালভাবে বুঝতে পারছেন। কথায় কথায় এঁরা বলে থাকেন যে গ্রাম থেকে malaria eradicate করেছেন। ভাল কথা। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখন malariaর বদলে tuberculosis ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। একথা বারবার ইতিপূর্বে আপনাদের বলেছি। এবং এই tuberculosis সম্পর্কে করা হয়েছে কি? একটা কথা শুনতে পাই—after care colonyর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেদিনীপুরে Digri After Care Colony খোলা হয়েছে কিন্তু তার ঘর ভাড়া হল ৪০৲ টাকা। সাধারণ মধ্যবিত্ত কয়টি লোক এইরকম কলোনীতে ৪০ টাকা দিয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া যে হাসপাতাল খোলা হয়েছে তার সঙ্গে একটা out door খোলার কথা বহুবার বলা হয়েছে, এবং Chief Minister যখন সেখানে গিয়েছিলেন সেটা open করার জন্য তখন আমাদের জানান হয়েছিল যে এখানে একটা out-door খোলা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই out-door খোলা হল না। তারপর আমাদের গড়বেতায় একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে. সেখানে electricity আছে এবং T.B. রোগীদের জন্য bed আছে। এবং এখানে X'-Ray করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই bedগুলি খালি পড়ে থাকে। রোগী ভর্তি করা হয় না। এই নিয়ে Directorate-এ দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে। September 7th-এ সেখানে ৫০টি bedএর মধ্যে ৩৬টা খালি পড়েছিল। আগষ্ট মাসে ৩৯টি bed খালি ছিল কিন্তু রোগী ভর্তি করা হয়নি। ভর্তি করা হয়নি এইরকম একটা case আমি directorate-এ দিয়েছিলাম। তার enquiry হয়েছিল কি enquiryর ফল কি হল? সেইজন্য বলছি—bed সেখানে থাকা সত্ত্বেও, খালি থাকা সত্ত্বেও রোগী ভর্তি করা হয় না।

[11-10—11-20 a.m.]

T.B., pepticulcer এই দুটি রোগ গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুরদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। ডাক্তাররা আমাদের বলেছেন—না খাওয়ার দরুণ, ক্ষিদে পেলে চেপে যাওয়ার জন্যই এসব রোগ আক্রমণ করে। যাই হোক, রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে আজকে মেদিনীপুরের কেশপুর, গড়বেতা প্রভৃতি অঞ্চলের সাওতালদের মধ্যে এই রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে এবং বিশেষকরে segregationএর কোন ব্যবস্থা না থাকায় এই রোগ আরো বেশী করে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি একটা গ্রামের হিসাব নিয়েছিলাম, সেখানে ১৭ ঘর আদিবাসীর মধ্যে ২২।২৩ জন লোক টি. বি. রোগাক্রান্ত। তারপর, আপনারা সকলেই জানেন বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠরোগ ভীষণ আকার ধারণ করেছে। পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর জেলায়ও এই দুরারোগ্য ব্যাধি ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করছে। Second Plan-এ গড়বেতা থানায় পাঁচটি কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার কথা ছিল—কেন সেগুলি হয়নি, আশাকরি মন্ত্রীমহাশয় এখানে বলে দেবেন। গোয়ালতোড়ে প্রতি সপ্তাহে একজন ডাক্তার যান, এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনি injection দেন যেহেতু কোন জায়গা সংগ্রহ করা হয়নি। আজ যেভাবে দেশের মধ্যে নানারকম রোগের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে তাতে একথা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে জনস্বাস্থ্যের কোনরকম উন্নতি হয়নি। তারপর, আর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে, পানীয়জলের অভাব। মন্ত্রীমহাশয় বাঁকুড়া জেলার লোক, তিনি জানেন, গ্রীষ্মকালে বহুদুর থেকে মেয়েদের জল আনতে হয়। কেশপুর থানায় গত ১০ বৎসরেও health centre হল না, সেখানে ১৬টি ইউনিয়ন—তাই আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি, সেখানে health centre হবে কিনা তিনি যেন জবাবে জানিয়ে দেন।

Shri Shib Das Ghatak : মাঃ স্পীকার মহাশয়, আমাদের স্বাস্থ্যবিভাগের ব্যবস্থাধীনে আজকে দেশের নানাস্থানে আধুনিক যন্ত্রপাতিসমন্বিত চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে উঠছে যার ফলে নানারকম ব্যাধির আক্রমণ পূর্বাপেক্ষা অনেক কমে গিয়েছে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের প্রয়োজনানুপাতে ব্যবস্থা হয়নি, কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন সেই পরিকল্পনা আমাদের সরকারের আছে। একটা বিষয়ের প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব—শুধু কলকাতায় Medical College করলেই হবে না, মফঃস্বলেও medical College হওয়া উচিত। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদের ভারতবর্ষে ২১টি Medical College হবার পরিকল্পনা আছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায়—আসানসোলে, পুরুলিয়ায়, বীরভূমে Medical College করার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশেষকরে আসানসোলে Medical College করার সার্থকতা আছে, কারণ সেখানে বড় বড় হাসপাতাল আছে, Private Companyর হাসপাতাল আছে। আজকে মফঃস্বলে কারুর কোন মারাত্মক রোগ হলে কলকাতায় নিয়ে আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

আমাদের বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা আজকে এখানে অনেকরকম সমালোচনা করলেন, স্বাস্থ্যবিভাগে দুর্নীতি আছে, nurse থাকে না, ডাক্তার থাকে না। কিন্তু এরজন্য আমাদের বিরোধীপক্ষের বন্ধুরাও খানিকটা দায়ী—তাঁরা আজকে সবকিছুর মধ্যে রাজনীতি ঢুকিয়ে দেশের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। আমি তাঁদের বলব, দুর্নীতি দুর করতে গেলে দেশের সন্তানসন্ততিদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে হবে, national interestকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। শুধুমাত্র মন্ত্রীমহাশয়কে গালাগাল দিলে হবে না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুধু বাংলার নয়, শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। আমাদের স্বাস্থ্যবিভাগে military, ex-army man, General থেকে Colonel, Captain, Lieutenant এরকম আছেন।

[11-20—11-30 a.m.]

ওঁরা যদি সেই মিলিটারী স্পিরিট নিয়ে কাজ করেন তাহলে I am sure this will be a very ideal truth of Bengal. জেনারেল চক্রবর্তীর অনেকে সমালোচনা করেন, কিন্তু জেনারেল চক্রবর্তীর এখনও যে কর্মশক্তি আছে তাতে যদি তিনি সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করেন তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁর সুনাম রক্ষা করতে পারবেন। তারপর স্বাস্থ্যবিভাগের কোন নিজস্ব ইঞ্জীনিয়ার নেই। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেন যে আমাদের ইঞ্জীনিয়ারের অভাবে বটলনেক সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তাঁদের P. W. D. Construction Board ইত্যাদির মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। সেজন্য বলছি যে, হেল্থ ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ইঞ্জিনীয়ার থাকা উচিত। শিক্ষা বিভাগের মত এটাও একটা মিসনারী অরগ্যানিজেশান। কিন্তু সেই শিক্ষাবিভাগকেও স্কুল, কলেজ করতে গিয়ে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। তারপর ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টও একটা মস্ত বড় বটলনেক। অনেক পরিকল্পনা তারা বৎসরের পর বৎসর ফেলে রেখে দেয়। আমি মনেকরি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্যবিভাগের আর একটা বড় বিভাগ জল—This is the most essential need in human life. War emergency বলে যদি এটাকে গ্রহণ করি, তাহলে আমরা এর অভাব দুর করতে পারব। আজ ১৪ বছর আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু এখনও গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে জলের অভাব রয়েছে। এ বিষয়ে একটা কমপ্লিট প্রোজেক্ট গ্রহণ করা আবশ্যক। নিরঞ্জন সেন মহাশয় আসানসোলের কথা বলেছেন—যেন মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। এই নিয়ে স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রীমহাশয় থেকে আরম্ভ করে চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ডাইরেক্টার অফ

হেল্‌থ সার্ভিসেস সবাই ওয়াকিবহাল আছেন। ৪ কোটি টাকার একটা স্কীমও রয়েছে—সেটা cold storage-এ গেল কিনা জানি না—সেটা একটু ত্বরান্বিত করবেন। আসানসোল স্কীমে যে কাজ চলছে সেটা দ্রুতগতিতে করা দরকার। আবার সামনে গ্রীষ্ম আসছে বলে কাজ খুব expedite করা দরকার। আজ একথা বলতে চাই যে সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন কিন্তু execution-এ একটু জোর দরকার। আসানসোলে নাকি ৩৫০ বিঘা agricultural land নিয়েছেন হাঁসপাতালের জন্য, কিন্তু আমি যতদূর জানি যে, কোন agricultural land নেননি। আমি বলব—সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং খাদ্যবিভাগকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখে সেবার মনোভাব নিয়ে সকলের এগিয়ে আসা উচিত এবং এ বিষয়ে Sir, let us help the Government এবং তাতেই আমরা মনে করি জনকল্যাণ হবে।

Dr. Dhirendra Nath Banerjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আগামী বছরের বাজেটে এই খাতে যদিও ৮ কোটি ৮১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ধরেছেন কিন্তু চলতি বছরের বাজেটে যে ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় ৩৫ লক্ষের মত টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি এবং এই ৩৫ লক্ষের মধ্যে ৩১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হাসপাতাল খাতে ধরা ছিল। কাজেই এই যে সব টাকা খরচ করা সম্ভব হোল না তার ফলে হয়েছে যে, যে টাকা খরচ হয় তার ⅘ অংশ কোলকাতার আশে-পাশের জন্য খরচ হয় আর জেলাগুলিতে জনসংখ্যার ৮০ ভাগ থাকা সত্ত্বেও সেখানের জন্য ⅕ অংশ খরচ হয় না এবং এর ফলে দেখেছি যে উত্তর বঙ্গে এবং আমাদের জেলায় তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। অবশ্য অনেক চেঁচামেচির করার পর যদিও বালুরঘাটে ১২ লক্ষ টাকা খরচ করে সদর হাসপাতাল খোলা হোল কিন্তু ডিসেম্বর মাসে খোলার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের ১ তলা ভর্ত্তি হয়ে যাবার ফলে আর রোগী নেওয়া সম্ভব হোল না। তবে আশ্চর্যের বিষয় যে কর্তৃপক্ষকে জানান সত্ত্বেও তাঁরা দোতালার তৈরী করে এক্সট্রা বেড দেবার ব্যবস্থা করলেন না। শুধু তাই নয়, সেখানে যে ইয়ার, নোজ, থ্রোট এবং ডেণ্টাল ট্রিটমেণ্ট করবার জন্য কোন স্পেসালিষ্ট নেই তা' দেবার যেমন ব্যবস্থা তাঁরা করলেন না ঠিক তেমনি যে সার্জন, ডাক্তার, নার্স এবং কম্পাউণ্ডার সেখানকার জন্য প্রয়োজন তারও যোগান দিতে পারলেন না। তবে এই যে পারলেন না তার কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যা বুঝতে পেরেছি তা' হোল এই যে, মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে সেক্রেটারিয়েটের কোন সংহতি নেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমাদের মন্ত্রীমহাশয় দরদী হতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রীত্ব করতে গেলে যে virility-র দরকার সেই virility-র বিশেষ অভাব আমি মন্ত্রীমহাশয়ের মধ্যে দেখতে পেয়েছি এবং এই virility-র অভাব রয়েছে বলেই তিনি আজ তাঁর দলবলের জন্য সেক্রেটারিয়েট এবং ডাইরেকটরেট-এর অচল অবস্থাকে সচল করতে পারছেন না এবং তার ফলে সারা পশ্চিম বাংলায় হেল্‌থ ডাইরেকেটারেট-এর আণ্ডারে যে সমস্ত নিম্ন কর্মচারীরা ছড়িয়ে রয়েছে তাঁরা সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে পারছেন না এবং তাঁদের সঙ্গে দরদ দিয়ে ভালভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। যেমন স্যার, '৯৫৬ সালে এই সরকারের যে কর্মচারী রিটায়ার করে গেল সেই কম্পাউণ্ডার বোমকেশ দত্ত ডাইরেকটরেট-এ অনেক তদবির করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তাঁর রিটায়ারিং বেনিফিট আদায় করতে পারল না। তারপর মেদিনীপুরের আর একজন কম্পাউণ্ডার যিনি বালুরঘাটে কাজ করতেন তাঁকে কুচবিহারের মফঃস্বলে ট্রান্সফর করে দেওয়া হোল অথচ একবার বিবেচনা করা হোল না যে এই গরীব কম্পাউণ্ডার তাঁর পরিবারবর্গকে কোথায় রাখবেন। অবশ্য সেই ভদ্রলোক তাঁর এবং তাঁর পরিবারবর্গের অসুবিধার কথা জানিয়ে এবং তাঁর কর্তৃপক্ষ সি. এম. ও. এবং ডি. এম ও.-র কাছে তদবির করে এক দরখাস্ত ডাইরেকেটরেট-এ পাঠিয়েছে কিন্তু সরকার একবারও ভাবলেন না যে পাড়াগাঁতে এই ভদ্রলোকের পরিবারবর্গের কি অবস্থা হবে॥ কাজেই সরকারের যদি মানবতাবোধ না থাকে তাহলে তাঁরা যত টাকাই খরচ করুন না কেন তা' দিয়ে

তাঁরা জনসাধারণের কল্যাণ করতে পারবেন না। তারপর আরও ২।১টি বিষয় সরকারের গাফলতির কথা জানাতে চাই যে, আজ পশ্চিম বাংলার মফঃস্বল এলাকায় এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় টি. বি. এবং লেপ্রোসী ভয়ানক ভাবে বেড়ে যাওয়া সত্বেও সরকার তা' প্রিভেন্ট করবার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না এবং রায়গঞ্জ হাসপাতালে যে এক্সরে প্ল্যান্টটি পড়ে রয়েছে সেটি এই ৪ বছরের মধ্যেও কাজে লাগাতে পারলেন না।

রায়গঞ্জে জন সেবার জন্য একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তারা চেষ্টা করছে অথচ পশ্চিমবংগ সরকার তাদের যথাযথ ভাবে সাহায্য দিচ্ছেন না। বালুরঘাটে প্রথম পরিকল্পনার সময় তপন থানায় রামপাড়া চাঁচড়া ইউনিয়নে health center building তৈরী হয়ে আছে, বোল্লা বোয়ালদার ইউনিয়নে দুটো হেলথ সেণ্টার দাঁড়া অবস্থায় ভেঙ্গে পড়ছে অথচ ৩৫ লক্ষ টাকা ফেরৎ যাচ্ছে। তবুও জনকল্যাণে সেগুলিকে চালাবার ব্যবস্থা হল না। কাজেই সরকারের কাছে দাবি করব যে তাঁরা মানবিক বোধে এই কাজ করবার জন্য অগ্রণী হবেন।

[11-30—11-40 a.m.]

Shri Renupada Haldar : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমাদের এই রাজ্যে রোগ ও রোগীর সংখ্যা যত বাড়ছে ততই আমরা দেখছি এই বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ কমে যাচ্ছে। গত বছর যে বয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল তার থেকে এ বছর অনেক কম করে ধরা হয়েছে। কিন্তু সরকার প্রমান করতে চেয়েছেন যে আমাদের দেশে রোগ ও রোগীর সংখ্যা অনেক কমেছে। আমরা দেখছি রোগ ও রোগীর সংখ্যা কমা দূরে থাকুক ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। আগে ১৯৪৭ সালে ই. এন. টি. ডিপার্টমেণ্টে যত রোগী ছিল এখন তা বেড়ে প্রায় ২০ গুণ হয়েছে। অথচ তার জন্য নতুন কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। চক্ষু চিকিৎসার ব্যাপারে আমরা দেখছি যে এক একটা হাসপাতালে যে সব রোগীরা যায় তাদের ১।১॥ মিনিট করে দেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে ১।১॥ মিনিটে কোন রোগীর কোন চক্ষু পরীক্ষা করা যায়না। এই সমস্ত ব্যাপারে যদি একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা যায়, যদি বেশী করে ডাক্তার নিয়োগ করা যায়, বেশী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা যায় তাহলে নিশ্চয়ই এই সব রোগীর চিকিৎসা ভালভাবে হতে পারে। সরকার তরফ থেকে বলা হচ্ছে কলকাতার ওভারক্রাউডিং কমাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি যদি পল্লী অঞ্চলে হাসপাতাল যদি গড়ে না ওঠে তাহলে নিশ্চয়ই এই ভীড় থাকবে, কলকাতা শহরে তারা আসতে বাধ্য হবে। আমরা দেখছি ইউনিয়ন হেলথ সেণ্টারগুলি সরকারের তরফ থেকে মন্ত্রী মহাশয় যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই অনুসারে গড়ে উঠছেনা। আমাদের জয়নগর থানায় ১৪টা ইউনিয়ন আছে, প্রতিটি ইউনিয়নে ২২।২৪ হাজার লোক বাস করে, ১৪টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে ইউনিয়ন হেলথ সেণ্টার করার কথা কিন্তু সেখানে মাত্র ৩টি হয়েছে এবং সেখানেও যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে করে সেই ইউনিয়নে বাস করা যায় না। তাই এক্ষেত্রে বলতে চাই সমস্ত ইউনিয়নে হেল্‌থ সেণ্টার না করতে পারলে ২।৩ ইউনিয়নে মিলিয়ে একটা হেল্‌থ সেণ্টার করুন এবং তাতে যতখানি সম্ভব রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। থানা হেল্‌থ সেণ্টারের কথা বলব না—অন্যান্য জায়গাতে থানা হেল্‌থ সেণ্টার আজ পর্যন্ত করা হয়নি। জয়নগর থানাতে যদিও একটা করা হয়েছে কিন্তু সেখানে কোন রকম চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা নাই—রাস্তাঘাট মোটেই নেই, স্পেশালিষ্ট নেই, এক্স-রে এর কোন ব্যবস্থা নেই। তারপর আলিপুর একটা সাব-ডিভিসান অথচ সেখানে sub-divisional health centre নেই। হয়ত মন্ত্রী মহাশয় বলবেন বাঙ্গুর হাসপাতাল

আছে। কিন্তু বাঙুর হাসপাতালে পল্লী অঞ্চলের রোগীদের খুব বেশী সুযোগ সুবিধা নেই। এছাড়া ডায়মণ্ডহারবারে একটা হাসপাতাল আছে। এই হাসপাতাল আগেকার দিনে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় রয়ে গেছে। আগে যে বেড ছিল সেই বেড রয়ে গেছে আর কোন বেড বাড়ান হয়নি। সেখানে রোগীরা বারান্দায় পড়ে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় কষ্ট পাচ্ছে। যাদের মারাত্মক রোগ হয়েছে তাদের অল্প একটুখানি আউটডোরে দেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই অবস্থা সেখানে চলছে। এইজন্য আমি বলতে চাই এই সমস্ত বড় বড় কথা বললে হবে না, গ্রামে যদি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা না যায় এবং চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা না যায় তাহলে নিশ্চয়ই গ্রামের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে না।

টিউবওয়েল সম্বন্ধে একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। আপনি জানেন যে গ্রামাঞ্চলে নলকূপ দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কিন্তু আজও অনেক এলাকা আছে সেখানে প্রচুর লোক বাস করে অথচ একটা নলকূপ নেই। যে সমস্ত নলকূপ বসানো হয়েছে আপনাদের অব্যবস্থার ফলে এক বছর পরে সে জল খারাপ হয়ে যায়। সেই সমস্ত নলকূপ সারানোর কোন ব্যবস্থা নাই, বা নলকূপ বসানোর পরে যে জল যাতে ২।৫ বছর চলতে পারে তারও কোন ব্যবস্থা আপনারা করছেন না। আমরা ভেবেছিলাম যে সমস্ত এলাকা আনসাক্সেস ফুল বলে ঘোষনা করেছেন, যেখানে টিউবওয়েল বসানো যাচ্ছেনা সেখানে নিশ্চয়ই অন্যভাবে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। টি. বি. বা কুষ্ঠ রোগের কথা বলার কিছু নেই। গ্রামের মধ্যে এই রোগগুলি ছেয়ে গেছে কিন্তু সে অবস্থার কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই একথা আমি বলতে চাই আজকে চিকিৎসার ব্যাপারে আপনারা যে ভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন তাতে জনস্বাস্থ্য ভাল হতে পারে না এবং তারদ্বারা জনসাধারনের মংগল হতে পারে না।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : মাননীয় সহকারী সভাপাল মহাশয়, মন্ত্রীমহাশয়, তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে অল রাউণ্ড প্রগ্রেস হয়েছে। ওটা ঠিকই বলেছেন। তার কারণ হচ্ছে অল রাউণ্ড, অর্থাৎ সব গোল এই ডিপার্টমেন্টের সেটা তর্জমা করে উনি অল রাউণ্ড বলেছিলেন। এই ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নারায়ণবাবু যেকথা বলেছিলেন সেটার কন্টিনিউয়েশনে আমি বলতে চাই—আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ সম্বন্ধে বলবার সময় তিনি কি বলেছিলেন। তারপরে আমি জানাতে চাই উনি ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছিলেন কলিং য়্যাটেন্সন্ নোটীশের উত্তরে যে এক্সচেকার যদি কুলোয় আমাদের সহানুভূতি আছে, টাকায় যদি হয়। মাননীয় সহকারী সভাপাল মহাশয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—আর, জি, কর, মেডিকেল কলেজ বিল যখন আসে তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই বিলটাকে মুভ করেছিলেন এবং আমি আপনাকে বলে দিতে চাই তারিখ দিয়ে কবে তিনি কি বলেছিলেন। ২৫শে জুন ১৯৫৮ সালে ফার্ষ্ট রিডিং অব দি বিলের সময় তিনি বলেছিলেন যে মেডিকেল কলেজ, নীলরতন সরকার এইসব জায়গায় যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড আছে—সেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড আর, জি, কর-এ করবো এবং ৩রা জুলাই ১৯৫৮ সালে থার্ড রিডিং অব দি বিলের সময় তিনি কি বলেছিলেন সেটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি ছিলেন ফাইনান্স মিনিষ্টার এক্সচেকারের অধ্যক্ষ। অতএব এক্সচেকারে সে জিনিষ নিশ্চয়ই হবে। তা নাহলে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাভাষণ বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। তিনি বলেছিলেন—

"In the N.R S. Medical College the average per capita expenditure is 1100 or something like that, in the case of Calcutta Medical College it is 1000 and in the case of R. G. Kar Medical College it is 260, and we are trying to raise it to 1000 বলে তিনি বলেছিলেন—the salaries of professors, teachers and other staff"........

এই কথা যখন বলেছিলেন তখন তিনি কি জানতেন না যে তাঁর এক্সচেকার বলে একটা জিনিষ আছে? তিনি বলেছিলেন—taking over the R. G. Kar Medical College by the Government means an additional expenditure of Rs. 14 lakhs.

অর্থাৎ বর্তমানে যা খরচ করেন তারচেয়ে ১৪ লক্ষ টাকা বেশী খরচ করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমার কাছে যুগান্তরের একটা এডিটোরিয়াল রয়েছে, তার হেডিং হচ্ছে "প্রতিশ্রুতি ও প্রতিকার"। প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু প্রতিকার কি করলেন? ১৪ লক্ষ টাকা য়্যাডিসনাল খরচ প্রত্যেক বছর য়্যানুয়াল রেকারিং ইন য়্যাডিসন টু দি এক্সপেণ্ডিচার যা আগে হত। এখানে মন্ত্রীমহাশয় বল্লেন এক্সচেকারে যদি সামলানো যায়। যিনি ফাইনান্স মিনিষ্টার তিনি বলেছিলেন—য়্যাডিসনাল ১৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। তিনি বলেছিলেন—This will be spent for the teachers, professors and other staff.

কিন্তু আজকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এক্সচেকার দেখিয়ে দিলেন। তাহলে কি আমরা ধরে নেবো মুখ্যমন্ত্রী তথা ফাইনান্স মিনিষ্টার বলে দিয়েছেন যে দেব না এবং তারজন্য তিনি এক্সচেকারের কথা বলছেন? আর একটা কথা বলি—কলেজের উন্নতি নিশ্চয়ই হয়েছে—আপনি গিয়ে দেখবেন ১৯১৬ সালে যেসব য়্যানাটমির মডেল ছিল, ডায়াগ্রাসন চার্ট ছিল, যা কিছু ছিল সেগুলি পড়ে আছে এবং আর দিনকতক পর সেগুলিকে আশুতোষ মিউজিয়াম বা ক্যালকাটা মিউজিয়ামে পাঠানো হবে। সেগুলি রিপ্লেস্‌ড হয়নি। উন্নতি কিসে হয়েছে? দেখে আসুন কেবল বড় বড় ইমারত তোলা হচ্ছে, আর এটা ভাঙ্গছেন ওটা হচ্ছে, এমনকি এক বছরের মধ্যে দু'বার রং হয়ে গেল। মহারাণী এলিজাবেথ সেই রাস্তা দিয়ে আসবেন বলে আর একবার তাকে হেজলিন, স্নো মাখিয়ে দিয়ে কনে-বৌ করলেন, এই জিনিষ্ চলেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর যা দৃষ্টিভঙ্গী তাতে ওঁকে বলতে হবে সাজাহান দি সেকেণ্ড।

[11-40—11-50 a.m.]

কারণ সাজাহান যত ইমারত করে গিয়েছিলেন—তারপর দ্বিতীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মত আর কেউ ইমারত করেনি। লোক মরে মরুক—দেখার দরকার নাই। ছাত্ররা কি শিক্ষা পাচ্ছে? মডেল আছে কি নাই, তাও দেখার দরকার নাই। শিক্ষকরা খেতে পাচ্ছেকিনা, staff খেতে পাচ্ছে কিনা—তা ও দেখার দরকার নেই কিন্তু যেখানেতে Contractor আছে, সেখানকার কাজ এগিয়ে চলেছে। এ বিষয়ে ধন্যবাদ দেব। তার কারণ ভারতের ইতিহাসে লেখা আছে—কয়টী পিরিয়ড্ আছে? একটী হিন্দু পিরিয়ড্, একটী মহমেডান পিরিয়ড্—আর একটী বৃটিশ পিরিয়ড্। আর ১৯৪৭ সালের পর থেকে আছে—Contractors period। এরা বর্তমানে কাজ করে চলেছে। তারজন্য আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। উনিও তো ছিলেন ঐ কলেজের ছাত্র। তিনি সেখানকার দুর্দশার কথা জানেন। অতএব ঐ অজুহাত দেবেন না। ডাঃ নারায়ণ রায় সেই কোশ্চেনের উত্তর দিয়েছেন। ঐ লাইনটা ঢোকাবেন না। if the exchequer permits.

যিনি exchequerএর অধিপতি তিনি ১৯৫৮ সালে বলে গিয়েছেন যে ১৪ লক্ষ টাকা additional annual recurring expenditure হবে, একথা তিনি চোখ খুলেই বলেছেন। এবং তিনি একথাও বলেছেন—This is meant for the salaries of teachers, professors and other staff. তারপর equipmentএর জন্য—ছেলেদের জন্য সেটা করুন। তারপর বলতে চাই

—এতদিন ধরে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য শিক্ষকরা বলে আসছেন, মন্ত্রীমহাশয়ও তা জানেন। বিশিষ্ট-বিশিষ্ট যাঁরা প্রফেসর ছিলেন, যাঁরা তিনশো টাকা মাইনেতে retire করেছেন, উনি জানেন। তিনি সেসব কথা জেনেও কি আজকে একথা বলা চলে তিনি অপদার্থ লোক? করেন নি হাজার টাকা মাইনেতে appointment? কোন জায়গায় করেন নি? তারপর superannuated লোকের কথা বলছিলাম। Superannuation সম্বন্ধে একটা কথা বলুন। যদি superannuated লোক রাখতে হয়, তলাকার দিকের একটা কেসের কথা বলি। একটী ভদ্রলোক তিনি নীচুতে কাজ করতেন। যেমন তার ৫৫ বৎসর বয়স হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার চাকরীকে খেয়ে দিলেন। এবং শুধু তাই নয়, তারপরে যিনি আসবেন—৬টী মেম্বার তার ফ্যামিলীতে, তার নাম হচ্ছে হরিচরণ শীল। তাঁকে বললেন—Get out of the quarter. বেরিয়ে চলে যাও ৫৫ বছর বয়সে। আমি জিজ্ঞাসা করি—সবাইকে যদি ৫৫ বছর বয়সে বাংলাদেশে চাকরী থেকে বের করে দেওয়া হয়, তাহলে আপত্তি নাই। তাহলে বুঝলুম যে Socialism হলো। কিন্তু আমি জানতে চাই ৬০ হলে, ৬৫ হলে এখনো তাদের বাড়িয়ে চলেছেন, Superannuated হয়ে বাড়ান হচ্ছে। তার মানে কি? যদি ডাগর হয়, তাকে আরও ডাগর করতে হবে। কিন্তু ৫৫ বছর বয়স যার হয়েছে, নীচুস্তরে যে আছে, তাকে বিদায় দেও। আমি জিজ্ঞাসা করি—efficiency কোথায়? Top-এ? এই যে efficiencyর জন্য বাজেটে টাকা চাচ্ছেন, এই হেল্‌থ বাজেটকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বলে কি top officerরা সেখানে কাজ করছেন? তাহলে জানি না যখন Director থেকে আরম্ভ করে ডেপুটী, 'পুটী, অমুক, তমুক যতগুলি আছে, করেছেন, তাতে কাজ বেড়েছে? কাজের efficiency বেড়েছে? সেকথা আমি জানতে চাই। সেই হরিচরণ শীলের স্ত্রী, সেই ভদ্রমহিলা দরখাস্ত করেছেন—স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে, দরখাস্ত করেছেন বিধানবাবুর কাছে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নাই। ৫৫ বছর বয়স হয়েছে - তুমি অতি বৃদ্ধ হয়েছ, আর থাকতে পারবে না। কিন্তু আমাদের কোলে যে শিশুগুলো ৬৪, ৬৫, ৭২ পর্যন্ত যাদের বয়স হয়ে গিয়েছে, সেগুলো থাকুক। কারণ সেগুলো বড় কর্মঠ। কর্মঠ বলে তাদের রাখা হচ্ছে। আর তাঁকে তার কোয়ার্টার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থা হচ্ছে।

তারপর দ্বিতীয় কথায় আসছি—Health Services Scheme সম্বন্ধে আপনার কি মনে থাকতে পারে। কিছুদিন আগে হয়েছিল। সেটা হলো Contract Service. এই Contract Service শুধু মেডিকেল কলেজে চালু হয়েছিল। এর নাম ছিল New set-up, সেই New set up শুধু একটা হলো, তারপর সেটা out হয়ে absoluted হয়ে গেল। নীলরতনে আর সেই New set-up হল না। মেডিকেল কলেজে New set-up-এ যাঁরা appointed হলেন, তাঁদের মোটা মাইনে দেওয়া হল। তখন প্রাইভেট প্রাকটীস্ allowed ছিল না। কি করতে হবে? না, হাসপাতালের মধ্যে cubicle তৈরী করে দেব। যেখানে cubicle practice করতে হবে। যাঁরা appointed হলেন, তাঁরা মোটা মাইনে নিলেন। পাঁচ বছর কেটে গেল, ৬ বছর পর্যন্ত extension হয়ে গেল। কিন্তু cubicle আর জন্মগ্রহণ করলো না। সে যে কার গর্ভে ছিল, কে যে গর্ভবতী ছিলেন, তা বুঝতে পারলাম না। তার জন্ম হল না। সেখানে তাঁরা মোটা মাইনে নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু cubicle আর হল না।

এবার হেল্‌থ স্কীম যা হয়েছে চমৎকার। উনি বললেন একেবারে নেস্তি করেংগা, আমি কাউকে প্রাইভেট প্রাকটিস করতে দেবো না। তাঁদের মধ্যে জনকতক বললেন টিচিং ক্যাডার করুন, শিক্ষক একটা আলাদা টাইপ। সেখানকার যাঁরা কর্তা, তাঁরা বললেন, তা হতে পারে না। আজকে যিনি আছেন মেদনীপুরেতে Assistant Surgeon, তিনি এখানে এসে Anatomyর প্রফেসর হয়ে যেতে পারেন। কারণ Writers' Buildingsএ Superintendent ইঞ্জিনীয়ার যদি এম.এ.

পাশ করা হয়, তাহলে তাঁকে প্রেসিডেন্সী কলেজে Economicsএর প্রফেসর করা যায়। এই যদি বিস্তা বুদ্ধি হয়, কর্তাদের যদি extensionএর পর extension দিয়ে, মোটা মাইনে দিয়ে রাখতে হয়, তার মানে কি? বুদ্ধির গোড়াতে ছাই দিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছু নয়। এই জিনিষ তাঁরা করেছেন এবং সেখানে স্কীম কি হল? অনেকের, যাদের ধরবার লোক আছে, যাঁদের আমরা বলি uncle—তাঁদের uncleএর কাছে তাঁরা গিয়ে পড়লেন, আমি জানি না, বোধহয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে; তাঁরা সেখানে uncleএর কাছে গিয়ে পড়তেই;—uncle order দিয়ে দিলেন—না, না, এঁদের একটু private practice করতে দেওয়া হোক। এদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে ছেড়ে দেওয়া হল। যা একবার advertisement করা হয়েছে whole-time পোষ্ট বলে; যা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে গিয়েছে whole-time সার্ভিস বলে; তারপর তাকে কোন্ অধিকারে, কোন্ নীতি অনুসারে বদলান হল, আমি জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা ক্রমে, ক্রমে side-track করে তাঁদের প্র্যাকটিস করতে দেওয়া হল বেছে, বেছে। যেমন সেকালে বিয়ের স্বয়ম্বরা সভাতে মেয়েরা ছেলে বাছাই করতেন, সেইরকমভাবে স্বয়ম্বরা হবার মত ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। শুনেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় করেছেন। তিনি যদি না করে থাকেন, তাহলে অন্য কোন মন্ত্রী মহাশয় করেছেন বা কোন সচীব করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় স্বয়ম্বরা সভার মত, বেছে বেছে জনকয়েককে ডেকে, তাদের প্র্যাকটিস্ করতে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তাদের প্র্যাকটিস করতে দেওয়া হল কি? বিকালের দিকে একটু controlled practice. ওঁদের কন্ট্রোল যা হচ্ছে, বর্তমান শাসনকালে যা দেখছি, ওঁরা যেটিতে কন্ট্রোল বলে হাত দিয়েছেন, সেটিতেই সোনা ফলিয়েছেন। এইত তাঁদের কন্ট্রোলের ব্যবস্থা। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই ধাপ্পাবাজী করবার কি দরকার ছিল? এই স্কীম করাতে অনেক ভাল ভাল লোক যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করত, তারা তাদের ঐ প্র্যাকটিস্ ছেড়ে আপনাদের ঐ স্কীমেতে আসতে চায়নি। কারণ এটা হচ্ছে non-practising. কিন্তু আপনারা non-practising বলে appointment দিয়ে, খিড়কির দরজা দিয়ে তাদের practice ঢুকিয়ে দিলেন তাদের পেটে। এটা কিরকম নীতি?—এটা সৎ এবং নীতি বিগর্হিত কি না, আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে শুনতে চাই। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে recommendation তা তাঁরা জানেন, অথচ তা তাঁরা মানেন না। আজকের 'যুগান্তর' পড়বেন। আমি বিশেষ করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এটা পড়তে বলছি। এখনও আমার পড়া শেষ হয়নি, সেই রত্ন, আমি য়্যাপ্রোপ্রিয়েসন্ বিলের সময় present করবো। আজকে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কি opinion দিয়েছেন ঐসকল superannuated লোকদের পুনর্নিয়োগ করে রাখবার জন্য; সেটা পড়েও কি আপনাদের লজ্জা হয় না? পাবলিক সার্ভিস কমিশন ত বামপন্থীর দ্বারা তৈরী নয়। সেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনটা ত প্রায় ওঁদেরই, ওঁদেরই লোক সেখানে appoint করছেন। ঐ লোক সেখানে চলে গিয়েছেন। এখন যিনি চেয়ারম্যান, তিনি পূর্বে ছিলেন বসম্বদ ফাইনান্স সেক্রেটারী, সেই গণেশ দাস, যাকে বলেন বি. দাসগুপ্ত। তিনি ত এই রিপোর্ট দিয়েছেন। তাদের এই রিপোর্ট-এর পরে, আপনারা কি করে তাঁদের এইভাবে রাখেন? আর ছোট ছোট গরীব যারা, তাদের মারবার জন্য কিছুতেই decision হয় না, তারা শেষ হয়ে যায়। ছোটদের বেলায় decision হয় না, কিন্তু রাতারাতি decision হয় বড়দের বেলায়। কলকাতায় zonal খাতে জিনিষ হবে। কবে হবে জানি না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন next yearএ হবে। কিন্তু দেখলাম last yearএ একজন superannuated ডাক্তারকে ১২০০—১৪০০ টাকা মাইনে দিয়ে, তার appointment হয়ে গেল। তখন ত দেরী হয়নি চিন্তা করতে? বড়দের বেলায় মাইনে দিতে গিয়ে চিন্তা করতে হয় না। শুধু গরীবের বেলায় মাইনে দিতে গেলে চিন্তা করতে হয়।

তারপর আর একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে Central Medical Stores. এসম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলবো না। কারণ মাননীয় সদস্য সিদ্ধার্থ শংকর রায় যেরকম বস্ত্র হরণ করে গিয়েছেন দ্রৌপদীর, সেইরকমভাবে বস্ত্র হরণ না করলেও বস্ত্রের আঁচলটা তুলে দেখিয়ে দেবো। এখানে দেখুন কি হয়েছে—R. G. Kar Medical Collegeএ Anatomy পড়াবার আমার উপর ভার ছিল। Anatomy পড়াতে গেলে মড়াকে formaline injection করে, সেটা preserve করতে হয়। আমি যখন charge নিয়েছিলাম—তখন সেখানে আমি মড়ার উপর formaline injection দিই, মড়া আবার পচে মরে যায়। জ্যান্ত মানুষ মরে শুনেছি। কিন্তু মড়া আবার পচে মরে যেতে লাগলো, তখন আমি কি করবো! ঐ original bottle, যেটা Central Medical Stores থেকে এসেছিল pack হয়ে, সেটা আমি দু-জায়গায় পাঠিয়ে দিলাম। কারণ আমি একটু দুষ্ট প্রকৃতির লোক। Chemical examiner to the Government of West Bengal, সেখানে পাঠালাম এবং Drug Licensing Officerএর Laboratoryতে পাঠিয়ে দিলুম। সেখানে কি বেরোলো? সেখানে formalineএর standard strength হচ্ছে 40%, সেখানে বেরোলো কি! না, 29%. অর্থাৎ ১১ পার সেণ্ট কম। অর্থাৎ সেই Formalineতে ২৫ পার সেণ্ট গোঁড়া। এবং যার জন্য মড়া পচে যেতে লাগলো।

[11-50—12-00 noon]

মড়া পচে যেতে লাগল এবং এটা দু-জায়গার report—একটা হল—Chemical examiner to the Government of West Bengalএর report আর একটা কোথাকার তা পাইনি। তিনি চিঠি লিখলেন—

"It is desired that these two kinds of formaline must be used for the purpose for which it was intended until the reports of chemical analysis are received. Further steps in this matter according to the provisions of the Drugs Act are being taken."

কি হয়েছে সেটা জানাবেন। তারপর যে মালগুলি এসেছে তা কোন্ কোম্পানীর সেটা কংগ্রেসী বন্ধুদের আমি খোঁজ করে দেখতে বলি কেন না বোতলে কোন কিছু লেখা নেই। সেখানে ছিল Messrs Hindusthan Scientific and Chemical Industries, Sterling Laboratories, Calcutta Drug Company. আমি কিন্তু telephone গাইড্ খুঁজে এর নাম পেলাম না—এমনই বনেদী firm এটি। এখন তো uncleএর রাজত্ব চলেছে, nephew কোথাকার জানি না, 11% এবং 40% এর জায়গায় 25% substandard মাল supply করা হচ্ছে। ওরা বলেন আমরা কেবল দুর্নীতির কথা বলি। দূরের নীতির কথা না বলে কাছের নীতির কথা বলবো এমন উপায় তো নাই! Medical Budget সম্বন্ধে বলবো medical শিক্ষার উন্নতি হবে না। টিউবওয়েল বসালেই যেমন জল উঠে না, Bed বাড়ালেই তেমনি রোগী আসে না। হাসপাতালের কি অবস্থা! জল নাই, sufficient nurse নাই, strike হচ্ছে 4th grade employeesদের। সুতরাং শুধু Bed বাড়ালেই বা কি হবে? সুতরাং সবরকম ব্যবস্থাদি করে তবে Bedএর সংখ্যা বাড়িয়ে দিন।

Dr. Sisir Kumar Saha : ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আগামী বৎসরের জন্য জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রীমহোদয় যে ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা আমি পূর্ণ সমর্থন করিয়া আপনার মাধ্যমে কিছু বলিতে চাই। স্বাধীনতা লাভের পর গত ১৩ বৎসরে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু আমার বিরোধী পক্ষের বন্ধুগণ বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যেই সুষ্ঠু সমালোচনার পরিবর্তে—বিরোধী সমালোচনা করেন। আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীমহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন যে—all round progress হচ্ছে। অবিভক্ত বাংলায় জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাখাতে মাথা পিছু '৯৫ টাকা ব্যয় হইত। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালে ২'২২ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬০ সালে ৪'৭২ টাকা ব্যয় হয়েছে। এটা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশী Highest in India. মধ্যপ্রদেশের মাথাপিছু খরচ হয় ২ টাকা মাদ্রাজে ২'৭৫ টাকা বোম্বেতে ২'৩৭ কেরলে ৩'৯৫ রাজস্থানে ৩'৩২ আর West Bengalএ ৪'৭২ নয়া পয়সা খরচ হয়। ১৯৪৮ সালে Health Centreএর সংখ্যা ছিল তিনটি এবং বেডের সংখ্যা ছিল ১২। ১৯৬০ সালে Health Centreএর সংখ্যা হয়েছে ৪৮২ এবং বেডের সংখ্যা ৪০৮৬। জেলা ও মহকুমায় হাসপাতালের বেডের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮ সালে আমাদের রাজ্যের বেডের সংখ্যা ছিল ১৭৫৪৯ এটা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬০ সালে হয়েছে ২৭৬১১ সিট। তথাপি চাহিদার তুলনায় ইহা অপ্রচুর। সুতরাং গৃহ চিকিৎসার জন্য একটি নূতন কর্মসূচী ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বর্ণনা করেছেন। তারপর ম্যালেরিয়া আমাদের দেশের একটা মারাত্মক ব্যাধি। ম্যালেরিয়ায় পল্লীগ্রামে বহু লোক মারা যেতো এবং এই ব্যাধিতে ভুগতে ভুগতে জনগণের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার জন্য নানাপ্রকার সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হোত। কিন্তু anti-malaria campaignর ফলে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া একেবারে কমে গিয়েছে। ১৯৪৮ সালে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার হাজার করা ৩'৬ ছিল এবং এখন ১৯৬০ সালে সেটা কমে হয়েছে ০'১২। এখন ম্যালেরিয়া কমেছে বটে কিন্তু তার জায়গায় T. B. আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। T. B. আগে সহর ও শিল্পাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল এখন পল্লীগ্রামেও এটা ছড়িয়ে পড়েছে। T. B. Controlর জন্য আমাদের Government B. C. G. Vaccinationর ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ৫২,১০,১৬৫ জনকে B. C. G. Vaccination দেওয়া হয়েছে এবং ১,৩৩,২৭,৫৪০ জনের টিউবারকুলোসিস টেষ্ট করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে T. B. patientর সংখ্যা ৪ লক্ষের বেশী। কিন্তু bedর সংখ্যা সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে ৩৫০০ হাজার। রুগীর তুলনায় bedর সংখ্যা অনেক কম। একটা bedএ বৎসরে ২ জনের বেশী চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ বৎসরে ৭ হাজার বেশী T. B. রুগীর চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন পল্লীগ্রামে T. B. রুগীর চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা নেই। আমাদের Government গৃহ চিকিৎসার জন্য বিনামূল্যে ঔষধ ও ইনজেক্সনের ব্যবস্থা করেছেন বটে কিন্তু পল্লী অঞ্চলের লোকের পক্ষে সবসময় সে সুযোগ নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ জেলায় একটা মাত্র T. B. Clinic আছে, সেখানে পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষের পক্ষে Diogonosis করার জন্য X-ray করাইতে যেতে যে খরচা হয় তা সব সময় বহন করতে তারা পারে না। সেইজন্য ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাবো যেন মহকুমায় হাসপাতাল এবং গ্রামে যেসমস্ত Thana বা Primary Health Centre আছে সেখানে T. B. Clinic করা হোক এবং T. B. রোগীদের জন্য দুইটি করিয়া বেড্ করা হোক।

Shri Tarapada Dey : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মারফৎ স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর নিকট কয়েকটি বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সবচেয়ে প্রথম কথা আমাদের গ্রামাঞ্চলে পাণীয় জল সরবরাহের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেশ এই ১৩ বৎসর স্বাধীন হয়েছে, এই ১৩ বৎসরের মধ্যে আমাদের পাণীয় জলের এই সমস্যা সমাধান করা উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এখন পর্যন্ত গ্রামের লোক জল পায় না। এর প্রধান কারণ যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন tube well sink করার জন্য, সেই নীতির মধ্যে গুরুতর গলদ রয়েছে। এর জন্য আমাদের local contribution হিসাবে প্রত্যেক জায়গা থেকে ১০০৲ টাকা করে দেবার কথা আছে। সাধারণ tube wellর জন্য, deep tube wellর জন্য নয়। সে জায়গার লোক টাকা পয়সা খরচ করতে পারে না। এইরকম বহু জায়গা আছে, যেখানে মাইলের পর মাইল কোন tube well নেই। অথচ যে অঞ্চলের লোকদের পয়সা আছে, যারা পয়সা দিতে পারে, সেখানে দেখা গিয়েছে যথেষ্ট tube well আছে। এমন কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত tube well আছে। সেইজন্য আমার যে প্রস্তাব সেটা হচ্ছে, এইরকম local contribution দেবার যে পদ্ধতি আছে তা তুলে দিয়ে সমস্ত জায়গায় পর্যাপ্ত পরিমাণে tube well দেওয়া উচিত। এবং এটাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই, আমাদের যে tube well দেওয়া হয়, আমরা local committeeতে দেখেছি, অত্যন্ত অপ্রচুর দেওয়া হয়। আমি আমার committeeর কথা বলতে চাই, যেখানে ৫০টি tube well দরকার new এবং resinking, সেখানে মাত্র ১০টি মঞ্জুর করা হল। এইভাবে পাণীয় জলের কোনদিনই সমস্যা সমাধান হবে না। আর একটা বিষয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আগে যে tube well দেওয়া হোত তার life ৫।৭ বৎসর থাকতো। এখন যে tube well দেওয়া হয় তার life দু'এক বৎসরের বেশী চলে না। হাওড়াতে তাই দেখছি, আমাদের এলাকাতেও তাই দেখছি, ১—১½ বৎসর পর আবার সেগুলি resinking করার প্রয়োজন হয়। এইভাবে জলকষ্ট থেকে যাচ্ছে। সেইজন্য পাণীয় জলের সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করে, টাকা পয়সা না নিয়ে, সমস্ত এলাকায় যদি tube well দেবার ব্যবস্থা করেন তাহলে হতে পারে।

[12—12-10 p.m.]

ডোমজুরে একটি health centre হয়েছে, সেখানে ১০০ উপর T. B. রুগী যায়। আজকাল T. B. রুগীর সংখ্যা অসম্ভব রকম ছড়িয়ে পড়ছে। Health Centre থেকে ঔষধ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। তারপর, দুধের ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে দুধের ব্যাপারে রাজনীতি করা হচ্ছে, এই জিনিষটা বন্ধ করতে হবে। Health Centreএ T. B. রুগীদের জন্য seatএর ব্যবস্থা আছে, যেমন epidemic diseaseএর জন্য আছে, কিন্তু seat প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। Maternity ward হয়েছে ভাল কথা, কিন্তু বহু প্রসূতি আজকে মারা যাচ্ছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে ante-natal periodএ যেধরণের ঔষধ দেওয়া উচিত তা দেবার ব্যবস্থা না করলে আসল সমস্যারই সমাধান হবে না। ঔষধের পরিমাণ বাড়াবার জন্য এখানে বহুবার বলা হয়েছে। ডেলিভারী হবার পরও অনেক সময় ঔষধপত্রের প্রয়োজন হয়—ante-natal periodএর জন্য ভাল ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা দরকার। Health Centreএ বেডের অভাবের কথা এখানে অনেকেই বলেছেন। থানা health centreএ ২০টি বেড থাকে। কোন বিশেষ বড় ডাক্তার থাকেন না। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা নাই। কিছু হলেই লোকে স্বাভাবিকভাবে টাউনের হাসপাতালের সাহায্য গ্রহণ করতে চলে আসে। তারপর, নামেমাত্র cholera ও small pox ward আছে বটে, কিন্তু

রুগীরা সেখানে গিয়ে একরকম বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, তাদের সেরকম যত্ন নেওয়া হয় না। সেজন্য আমার কথা হচ্ছে, কলেরা wardএর bedএর সংখ্যা বাড়িয়ে দিন এবং যাতে proper treatment হয় তার ব্যবস্থা করুন। যেসব জায়গায় electricity গিয়েছে সেসব জায়গায় হাসপাতালগুলিতে electricityর ব্যবস্থা করুন। তারপর, প্রত্যেক health centreএর সংগে ambulance রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর, stretcher ব্যবস্থাও করা দরকার। আমি এই প্রসংগে আরেকটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে বহু trenching ground রয়ে গিয়েছে, এবিষয়ে অনেকবার আপনার কাছে petition করা হয়েছে। সেখানে এখন refugee colony হয়েছে। কিন্তু বর্ষাকালে এগুলি একেবারে বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

Dr. Radhanath Chattoraj: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল কলেজে রূপান্তরিত করা হল, কিন্তু বর্ধমান, জলপাইগুড়ি Medical School তুলে দিয়ে শিক্ষা সংকোচন করা হল—এই নীতির আমি প্রতিবাদ করি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে বর্ধমানে একটা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা প্রয়োজন। তারপর, আমার আরেকটা বক্তব্য হচ্ছে, বর্তমানে আমাদের দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞান western কায়দায় ও পদ্ধতিতে শেখান হয় যার জন্য আয়ুর্বেদ সম্পর্কে আমাদের ডাক্তারদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। সেজন্য আমি প্রস্তাব করি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে—অন্য কোথাও এখন না হলেও—আয়ুর্বেদ সম্পর্কে একটা post-graduate courseএর ব্যবস্থা করুন। তারপর, অন্যান্য রাজ্যে pharmacist graduate রাখা হয়েছে, কিন্তু আমাদের এই রাজ্যে pharmacist graduate পাওয়া যায় না। তারপর, compoundership trainingএ যাতে degree course প্রবর্তন করা যায় তার জন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের বাংলাদেশের dental college বহুদিনের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এই মন্ত্রীসভার মধ্যেও ভাল dental surgeon আছেন। কিন্তু আজপর্যন্ত আমাদের এখানে M.D.A. পড়ান হয় না। গত বৎসর পাঁচজন ছাত্র স্বাস্থ্যবিভাগের মাধ্যমে বোম্বেতে এই dental course পড়ার জন্য দরখাস্ত করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের স্বাস্থ্যবিভাগের তৎপরতার অভাবে তাঁদের দরখাস্ত এমন সময় গিয়ে পৌছায় যখন ভর্তি হবার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

তারপর, আমাদের নেতারা প্রায়ই বলেন, go back to villages! অন্যান্য দেশে যাঁরা পল্লী অঞ্চলে work করতে যান সরকার থেকে তাঁদের subsidy দেওয়া হয়। আমাদের দেশে তা হয় না। পল্লী অঞ্চল যাঁরা যাবেন তাঁদের উৎসাহিত করার জন্য কোন পরিকল্পনা নাই। জেলা হাসপাতালগুলিতে specialist দিয়ে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা নাই, তার জন্য কলকাতায় ছুটে আসতে হয়। কলকাতায় এসে চিকিৎসা করানোর খরচ বহন করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। সেজন্য আমি প্রস্তাব করি যে, মফঃস্বলের ভাল ভাল চিকিৎসকদের বিশেষ বিষয়ে training দিয়ে সদর হাসপাতালসমূহে নিযুক্ত করা হোক।

আরেকটা বিষয়ের প্রতি আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, এই প্রস্রবণের জলে তেজস্কর পদার্থ আছে বলে বিশেষজ্ঞরা বলেন। এই জল খেলে gastric ulcer, পেটের ব্যারাম ইত্যাদি ভাল হয়। কিন্তু সেখানে থাকবার জায়গা নাই। এ নিয়ে বহুদিন ধরে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আজপর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করা হল না। সুখের কথা, কিছুদিন আগে Director সেখানে গিয়েছিলেন এবং সেটা দেখে এসেছেন।

[12-10—12-20 p.m.]

যদিও যেতে দেরী হয়েছে তবে সুখের বিষয় যে আমাদের Director General সেখানে কিছুদিন আগে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সব দেখে এসেছেন। এবিষয়ে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিশেষ

করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এটা লাভপুরে না গিয়ে যাতে বক্রেশ্বরে একটা স্বাস্থ্যনিবাস হয় সে ব্যবস্থা করুন। লাভপুর ও কীর্ণাহার হাসপাতালের পাশ দিয়ে যে ইলেকট্রিক তার গেছে সেই হাসপাতালে যাতে বৈদ্যুতিক আলো হয় সেই ব্যবস্থা করা উচিত। লাভপুর থানায় চিবা, দাঁড়কা এবং জামনায় ৩টা স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবার কথা নিয়ে বহুদিন থেকে এনকোয়ারী চলছে এবং সেই এনকোয়ারীর শেষ হচ্ছে না। সুতরাং আমি বলব যে এই এনকোয়ারীর অবসান করিয়ে যাতে সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি তৈরী হয় সেবিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলাদেশে খাদ্যে সমস্ত বিষয়ে প্রচুর পরিমাণ ভেজাল প্রবেশ করেছে এবং এর ফলে টি. বি. এবং অন্যান্য রোগ বাড়ছে। এই ভেজাল খাদ্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay: মাননীয় স্পীকার মহোদয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী এখানে উত্থাপন করেছেন সেই দাবীকে আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন জানিয়ে সারা পশ্চিমবংগের স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মতৎপরতার ছবি আপনার সামনে তুলে না ধরে আমি কয়েকটা বিশেষ বিষয়ের প্রতি হাউসের দৃষ্টি আপনার মাধ্যমে আকর্ষণ করছি। স্যার, পশ্চিমবাংলায় এমন একটা মহকুমা আছে যার অধিকাংশ লোক শূণ্যে বাস করে। আপনার কাছে কথাটা হয়ত একটু আশ্চর্য ঠেকবে, কিন্তু আমার কোন মহকুমার ৩ ভাগের উপর জায়গা নীচেটা ফাঁকা। Undergroundএ দেশে ছিল, ২০০ বৎসর ধরে কয়লা কাটার কাজ চলে। তিন ভাগের উপর জায়গা সাব-ডিভিসানে ফাকা গেছে। অতএব সেই অঞ্চলের জনসাধারণ কিভাবে বাস করছে সেটা কল্পনা করুন। ওয়াটার সোর্স কিভাবে হতে পারে সেসম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ আছেন তাঁরাই ভাল জানেন। একটু আগে আমার সহকর্মী বন্ধু শিবদাস ঘটক মহাশয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর সময় কম ছিল বলে তিনি শুধু ৪ কোটি টাকার কথা উল্লেখ করেই তাঁর বক্তব্য শেষ করে গেছেন। আমি এসম্পর্কে বলব যে পশ্চিমবাংলা সরকার সেখানকার সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। নন-টিউবওয়েল এরিয়া, কারণ কোলিয়ারী যেখানে কয়লা কেটে নিয়েছে তার হাজার ফুট নীচে যদি যেতে পারা যায়—কোন জায়গায় ১৯ হাজার ফুট ডেপ্‌থ আছে—তাহলে জল পাওয়া যায়। পশ্চিমবাংলা সরকার সেখানে যদি কুঁয়ো কিছু করতে পারতেন তাহলে বর্ষার সময় কিছু জল জমতে পারত, অন্যসময় পাওয়া যাবে না। সমস্ত পারপোলেটের নীচে প্রায় ২৭ লক্ষ লোকের বেশী বাস করে—এক একটা ইউনিয়ানে যেখানে ৭।৮ হাজার লোক থাকত এখন সেখানে ২২ হাজার পপুলেশান হয়েছে। পশ্চিমবংগ সরকায়ের বহু চেষ্টায় রাণীগঞ্জে জলের ব্যবস্থা হয়েছে, আসানসোল হবার পথে।

কিন্তু কাজ যেভাবে চলছে তাতে আসানসোলের যে প্রব্লেম তাকে ট্যাকেল করতে হলে অনেক বেশী সময় লাগবে। তবে এই যে বিরাট পপুলেসন এঁদের সম্বন্ধে অর্থাৎ আসানসোল অঞ্চল এবং হোল রাণীগঞ্জ কোল বেল্টে জল সাপ্লাই করবার জন্য ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবংগ সরকার একটি স্কীম করেছিলেন যে মাইথন থেকে জল নিয়ে এসে সেই জল কোলিয়ারী, গ্রামাঞ্চল এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে সাপ্লাই করবেন এবং তাতে ৪ কোটি টাকা খরচ হবে। তারপর ১৯৫৩ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবংগ সরকার এই স্কীম সম্বন্ধে অনেক আলাপ আলোচনা করে এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করে এই স্কীম তৈরী করে আজ এই ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সেই স্কীম নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দারস্থ হয়ে বসে রয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই অঞ্চলে বেশীর ভাগই কয়লা শিল্প এবং এখানে যে কয়লা খনি রয়েছে তাঁদের মধ্য থেকে কোল মাইন ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড বলে একটা ফাণ্ড সৃষ্টি করে এখানকার শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কাজ করা হয়। তাই পশ্চিমবংগ সরকার দাবী করেছিলেন যে এই ৪ কোটি টাকার মধ্যে যদি কোল মাইন ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড ১ কোটি

টাকা দেয় এবং পশ্চিমবংগ সরকার ১ কোটি টাকা দেয় এবং বাকী ২ কোটি টাকা ধার হিসেবে নেওয়া হয় তাহলে এই স্কীম কার্যকরী করে আসানসোল অঞ্চলের ১৪ লক্ষ লোকের জন্য জলের ব্যবস্থা করা যায়। স্যার, এর মধ্যে ২৫০টি কোলিয়ারী, শিল্পাঞ্চল এবং মিউনিসিপ্যাল টাউন পড়ে, কিন্তু দুঃখের সংগে আজ এই হাউসে জানাচ্ছি যে, প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আমি এখানে এসেছি এবং তারপর আজ দীর্ঘদিন অতীত হয়ে দ্বিতীয় নির্বাচনের ৫ বছর শেষ হতে চলল এবং এই দীর্ঘদিনের মধ্যে আমি এবং শিবদাসবাবু এই ব্যাপার নিয়ে কমপক্ষে অন্তুতঃ ৫০ বার পশ্চিমবংগ সরকারের দারস্থ হয়েছি এবং পশ্চিমবংগ সরকারও প্রায় ২০০ বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে সেই দাবীটি এখন পর্যন্তও কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিভাগ থেকে সে বিভাগ এই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ এদিকে দেখছি আসানসোলের ১৪ লক্ষ লোক আজ জলের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করে বসে রয়েছে এবং কোথায়ও বা ১৲ টাকা দিয়ে জল কিনতে হচ্ছে আবার কোথায়ও বা মেয়েদের ৩/৪ মাইল দূর থেকে কোলিয়ারীর ওয়েষ্ট ওয়াটার এনে খেতে হচ্ছে। কাজেই পশ্চিমবংগ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে আবেদন জানিয়েছে সেটা আমি সমর্থন করি এবং মনে করি যে এই হাউসের মতামতের যদি কোন মূল্য থাকে তাহলে সেই স্কীম কার্যকরী করা হোক। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Ledu Majhi : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রোগের চিকিৎসার ক্ষমতা সরকারের সামান্য হলেও জনস্বাস্থ্যকে রোগে পরিণত করার ক্ষমতা সরকারের ভালই আছে। প্রতিষেধের যে ব্যবস্থাগুলি কম খরচ ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে তারও ব্যবস্থা সরকারের আজও অতি সামান্য। আমাদের জেলায় ভয়াবহভাবে কুষ্ঠরোগের প্রসার দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে। যেসব সাধারণ ব্যবস্থায় এর ভয়াবহ প্রসার বন্ধ হতে পারে তার প্রতিও সরকারের আদৌ লক্ষ্য নেই। যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেরও সেই একই অবস্থা। আমাদের জেলায় যেসব হেল্‌থ সেণ্টার দেখছি সেগুলোতে সামান্য ঔষধ দেওয়া ছাড়া জনস্বাস্থ্য রক্ষার আর কোন কাজ নেই। এইসব সেণ্টারের কেন্দ্র কোথায় এবং কিভাবে তাঁরা কাজ করছে লোক তা জানে না। এই মহান্ জনস্বাস্থ্যের ভার যদি সরকারকে নিতে হয় তাহলে সরকারের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে অবিলম্বে লক্ষ্য দেওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি।

Shri Md. Zia-Ul-Huque : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রায় ২॥০ ঘণ্টা ধরে মাননীয় বন্ধুরা যে বক্তৃতা করলেন তাতে শুনলাম যে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের পরিবর্তনের জন্য তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয়নি এবং যদিও বা কিছু হয়ে থাকে তা তেমন ভালভাবে হয়নি। কিন্তু আসল কথা হোল কেবল আলোচনা করলে বা কেবল এটা হয়নি, সেটা হয়নি একথা বললে কিছু হবে না, স্বাস্থ্যের উন্নতি যে জাতীয় পরিকল্পনা এই হিসেবে তাকে দেখতে হবে। যা হোক্, আমি আমার বন্ধুদের এবং বিশেষতঃ বিরোধীদলের বন্ধুদের প্রাক্-স্বাধীনতা কালে আমাদের দেশের লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা কি ছিল আর স্বাধীনতার পরেই বা তাঁদের কি অবস্থা হয়েছে বা কতটা উন্নতি হয়েছে সেটা একবার চিন্তা করতে বলি। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলে গেছেন যে, যেখানে ১৯৪৮ সালে আমাদের এখানে ৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১২টি বেড ছিল সেখানে এখন ৪৮৩টি হেল্‌থ সেণ্টার এবং ৪ হাজারের উপর বেড হয়েছে। তারপর ১৯৪৮ সালে যেখানে আরবান এরিয়ায় ৪৮৫টি প্রতিষ্ঠান এবং ১৭,৫০০ বেড ছিল সেখানে এখন ১৫০০ প্রতিষ্ঠান এবং ২৭,৫০০ বেড হয়েছে। কাজেই এ থেকেই বোঝা যায় যে কোন কোনটা প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

[12-20—12-30 p.m.]

আগে হেল্‌থ সেণ্টার ছিল প্রায় ১৫০টা এখন হয়েছে ৫॥ শো, ৩ গুণেরও বেশী। ফ্যামিলী

প্ল্যানিং সম্বন্ধে বলা যায় ১৯৫৬ সালে যেখানে ছিল ৯টা আজকে সেখানে হয়েছে ১০০টা। আউটডোর, ইনডোরে ১ বছরে ১ কোটি পেসেণ্টকে চিকিৎসা করবার চেষ্টা করছি। এটাও কি আমাদের প্রচেষ্টার সাফল্যলাভ নয়? আমাদের এখানে ডেথ রেট কমে গেছে ৫৩ পার্সেণ্ট এবং আয়ু বেড়ে গেছে গড়পড়তা ১১ বছর। এটা কি স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রমাণ নয়? এ ছাড়া ইনফেক্‌সাস্‌ ডিজিজ যাকে বলা হয় সেই ম্যালেরিয়াতে হাজার হাজার লোক মারা যেত, এখন তার প্রতিরোধ করা হয়েছে। ম্যালেরিয়া প্রতি গ্রামের মানুষকে মৃত্যুমুখে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আজ তা বহুলাংশে চেক করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে মারা গেছে প্রতি হাজারে ৩·৬, ১৯৬০ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে হাজারে ০·১২। লেপ্রোসির জন্য ১৯৪৮ সালে স্পেশাল বেড ছিল ৭৪৪, আজকে ১৯৬০ সালে হয়েছে ২ হাজার ৫ শো। ইন্‌ফেকসাস ডিজিজের জন্য বেড ছিল ১১৬৭, আজকে হয়েছে ২॥ হাজার। এটা নিশ্চয়ই সকলকে স্বীকার করতে হবে যে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। তবে এটুকু বলব আপনাদের সকলের সহযোগিতা এবং সাহায্য পেলে উন্নতি আরও ত্বরান্বিত করা যায়। আমি নিজে মফঃস্বলের হেল্‌থ সেণ্টারে যাই, জনসাধারণের সংগে সংযোগ করি এবং প্রত্যেক রোগীকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করি তোমাদের অসুবিধা কি? তাদের কাছে যে অসুবিধার সংবাদ পাই তার প্রতিকারের চেষ্টা করি। এর ফলে আজকে আমি বলব আগে যে অভিযোগ আসত এখন তা অনেক কমে গেছে। অভিযোগ যে একেবারে নেই তা আমি বলতে চাই না, তবে অনেক কমে গেছে। আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না, অনাথবাবু আপনাদের আরও শোনাবেন। তবে আমি এটুকু বলব যে দেশের লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজনীতি ত্যাগ করে আপনারা যদি এই জাতীয় পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য সকলের সংগে হাতে হাত মিলিয়ে অগ্রসর হন তাহলে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা স্বাধীন হয়েছি, স্বাধীন দেশের মানুষের মত আমাদের দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি করব। আমাদের সরকারী কর্মচারীরা দিনরাত্রি পরিশ্রম করে এগিয়ে চলেছেন—আমরা যেখানে যেখানে গিয়েছি সেখানে এটা দেখতে পেয়েছি। এই সংগে আর একটা কথা বলতে চাই যেটা শিববাবুও বলেছেন, ভারতের স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ রায়, তাঁর ডাইরেক্ট ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সান আমরা সবসময় পেয়ে থাকি, সেজন্য এত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। আশা করি তাঁর কাছ থেকে আরও সহানুভূতি পাব এবং আপনাদের সকলের কাছ থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি পাব এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Phakir Chandra Ray: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পল্লীঅঞ্চলে এখনও যে পানীয়জল সমস্যার সমাধান হচ্ছে না তার একটা কারণ হচ্ছে রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই যে ডিপার্টমেণ্টের হাতে আছে সেই ডিপার্টমেণ্ট অত্যন্ত অযোগ্য। অযোগ্যতার কারণ হচ্ছে আমার যতদূর মনে হয় ১৯৪৬ সালে এই ডিপার্টমেণ্ট শুরু হয় এবং ১৯৪৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা এই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করছেন তাঁদের অধিকাংশ হচ্ছে অস্থায়ী। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—পল্লীঅঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য নানাপ্রকার কর্তৃপক্ষ আছে—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আছে, ইউনিয়ন বোর্ড আছে। এই পাঁচরকমের কর্তৃপক্ষ আছে বলে জল সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা ভাল হচ্ছে না। যদি পল্লীঅঞ্চলে জল সাপ্লাই ভাল করতে হয় তাহলে এই ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারীদের চাকরীর স্থায়ীত্ব দরকার এবং এই বিভিন্নরকমের এজেন্সির শেষ করে একটা ইউনিফায়েড এজেন্সি হওয়া দরকার। বর্ধমান ডিভিসানের রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই-এর কথা আমি বলতে চাই। এখানে যিনি ভারপ্রাপ্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার আছেন তিনি একেবারে অযোগ্য। তাঁর বিরুদ্ধে একটা কেস চলছে। কল্যাণীতে বোধহয় ট্রাইবুনাল করে তার সম্পর্কে সেখানে এন্‌কোয়ারী করা হচ্ছে। এই ভদ্রলোককে সাসপেণ্ড করা উচিত, তাঁকে বর্ধমানের মত একটা ইমপোর্ট্যাণ্ট ডিভিসানের চার্জে রাখা উচিত নয়। এই বর্ধমান ডিভিসান সম্পর্কে আমি যতদূর শুনেছি ১৯৬০-৬১ সালে ৪২ থেকে ৪৪ লক্ষ টাকা মেটিরিয়ালের জন্য ধরা আছে এবং লেবারচার্জের

জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ধরা আছে। কিন্তু জানুয়ারী মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত সেবারচার্জ ৫ হাজার কি ৬ হাজার টাকার বেশী খরচ হয়নি।

টাকা রয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাকা দিচ্ছেন কিন্তু লোকের জলকষ্ট অত্যন্ত বেশী থাকাসত্ত্বেও কাজ হয় না, লোকের জলের ব্যবস্থা হয় না? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই ডিপার্টমেন্টের অযোগ্যতা। যদি সত্য সত্যই সরকার জনসাধারণের জলাভাব দূরীভূত করতে পারেন এই ডিপার্টমেন্টের যোগ্যতা বাড়িয়ে, তাহলে এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান হবে। আমি মফঃস্বল অঞ্চলে থাকি, কাজেই সেখানকার হাসপাতালের অভাব-অভিযোগের ২।১টা কথা বলি। বর্ধমান জেলায় বর্ধমান সদর হাসপাতাল রয়েছে—সেখানকার লোকেরও হৃদরোগ হয় এবং এই হৃদরোগ পরীক্ষা করবার জন্য সেখানে যন্ত্র গিয়েছিল, বোধহয় ৫।৭ বছর হয়ে গেল সেই যন্ত্র সারাবার জন্য সেখানে লোক গেল না। সেখানে অনেক ওষুধ বরফ দিয়ে রাখা হয় এবং তারজন্য একটা রেফ্রিজারেটর বর্ধমান জেলা হাসপাতালে ছিল। সেই রেফ্রিজারেটরের মেরামতের কথা বহুবার বলা হয়েছে কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা আজপর্যন্ত হল না। হাসপাতাল অনেক জায়গায় হয়েছে এটা ঠিকই এবং বৈদ্যুতিক আলো অনেক জায়গায় হয়েছে—বৈদ্যুতিক আলো পাশ দিয়ে যাচ্ছে অথচ হাসপাতালগুলি বৈদ্যুতিক আলোর সুযোগ পাবে না। আমি দুটো একজাম্পল দিতে পারি—একটা একজাম্পল হচ্ছে—বর্ধমানের পুলিশ হাসপাতাল, আর একটা একজাম্পল হচ্ছে—ডায়মণ্ডহারবার হাসপাতাল। তারপরে আজকাল হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি হতে হলে তাকে অনেকরকম ঘুষ দিতে হয়। একটা ঘুষের রকম হচ্ছে যে আর. এম. ও-কে ফি দিয়ে আগে দেখাতে হবে। আর. এম. ও-কে যদি ফি দিয়ে দেখানো যায় তাহলে রোগীর সীট পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। যদি আর. এম. ও-কে ফি না দেওয়া যায় তাহলে সীট পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ডায়মণ্ডহারবার হসপিটালের একটা অভিযোগের কথা স্যার, আপনার কাছে মোসান করি। সেটা হচ্ছে ৪।৫ বছরের একজন মুসলমান ছেলেকে কুকুর কামড়েছিল। কুকুরে কামড়াবার পর চিকিৎসার জন্য ছেলের বাপ ছেলেটাকে সেখানে নিয়ে যায়। তারজন্য ওষুধ তাকে কিনতে হয় এবং চিকিৎসা যে ডাক্তাররা করেন সেই ডাক্তারদের তারজন্য পয়সা দিতে হয়। এস. ডি. ও. বা স্থানীয় এম. এল. এ.-দের চিঠিও সেক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না। যদি সত্যিকারে হাসপাতালকে জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হয় তাহলে এর মধ্য থেকে এই জাতীয় দুর্নীতি দূরীভূত করতে হবে।

[12-30—12 40 p.m.]

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : Sir, I have so long carefully listened to the speeches which have just been delivered on the floor of the House. I have also gone through the amendments for reduction of demands on Grants Nos. 21 and 22 under 38-Medical and 39-Public Health. I have also paid my attention to all the allegations and adverse commends which have been made by my friends on the opposite and also the commends made by my friends on this side of the House.

Sir, Shri Niranjan Sengupta has reminded me of the cut motion given by Shri Jyoti Basu in which he has referred to a matternity case which was admitted in the Purulia Hospital.

The patient—a multipara—was admitted in Purulia hospital recently towards the evening for confinement with light pains. Her pain increased towards midnight, when she was taken to labour room. There were other emergent cases in the maternity ward the same night—for example an eclampsia case, and the nurse on duty had to rush back to the ward for looking after the convulsions leaving the patient in the labour room with the sweeper woman in attendance In the meanwhile, being a multipara case and due to precipitate labour she was delivered of a child. Accidentally probably due to the sweeper woman's in attention the child slipped into the bucket placed underneath for reception of placenta. The matter has been regretted. We join in the same voice in decrying it. We made a sifting enquiry. After the enquiry it was found that there was no wilful negligence but accidentally the patient was delivered of a child when she was not expected to—within a few minutes—within a very short time. We carried out an investigation. After that we gave them warning. The nurse was transferred and also other staff considered indirectly responsible are being moved away. We are still going on with the investigation. Lately within the last three or four days—I sent the Assistant Directors to enquire into it in detail. After all, I am convinced in the same way. In fact about a week before I went to Shri Jyoti Basu and told him all about it; and he has accepted it. I think this will satisfy honourable members.

First of all, I will take up the remarks made by Mr. Ghani during the discussion in connection with the budget and also in connection with the Governor's address. Dr. Ghani had very damaging remarks to make against the working of the Department, the policy of the Government, ann specifically he has brought charges about maladministration; he has drawn a very dark picture regarding the leprosy clinic. There is a very queer thing that he suggested; he suggested that whenever I go to Bankura, I put up in the house of a particular doctor. Nothing can be more queer than this. It is entirely imaginary. I do not know whether it belongs to the imagination of a lotus-eater. I have got a house in Bankura and a big establishment there. It is not necessary for me to go anywhere else. That applies to myself. For making a digression I beg to be excused for taking some time.

Regarding the R. G. Kar Medical College, that has been a very vexed problem. Many of the honourable members have commented on it. Dr. Ghani has painted a very dark picture. He has said that it is in a condition of standstill. You have already heard about the strikes in the R. G. Kar hospital. They have got an organisation. Persons connected with them have to carry on some of their activities. I think the thing can be settled. Only two days ago they went on deputation to the Hon'ble Chief Minister. All those points which can be easily solved were raised. There may be some tangible reasons for the delay in the payment, viz., that there are more than seven to eight hundred workers and there is the question of settlement of their pay, fixation of their pay and so on and so forth. All these have to be done, and it will take a pretty long time. This is being done.

He has said that there were no arrangements for operations in the hospital. Sir, nothing can be more perversion of truth than this. The hospital does a large number of important surgical operations. He has mentioned specially the want of catgut.

Mr. Speaker: You are going to answer the points which have been raised in the Governor's speech. You are only to answer the points which have been raised today. I would request you to be short in your speech.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Sir, I have not had the opportunity to say on all these matters. Sir, I have told you that this is a very vexed problem and on which we have got criticisms in the Press and we have got comments also everywhere. That is why I am dilating so much on all these things and there is a necessity for it. It is not only unavoidable but it is essential.

Sir, Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay has remarked about the R. G. Kar Hospital and he said that the promise held out by the Hon'ble Chief Minister has not been kept. We are unmindful of everything and we are not going to do it—it is not a fact at all. If you go through the data and the recurring expenditure of the College immediately after it was taken, you will find that large sums were allotted for the repair works which require about seven lakhs of rupees. Then there were other expenditures also. All the defects which were existing at the time when the College was taken over, were attended to so that they can be put into proper action. Then there were difficulties with regard to the water supply position. A tube-well of two inches diameter has been installed there and we are also going to instal a six inches diameter tube-well and that will, I think serve the purpose of the whole Institution. There will be no clamour after that. The recurring expenditure that we are making over that College is 4 5 lakhs of rupees and for the hospital 19·5 lakhs, the total being about Rs. 24 lakhs. One hundred students were taken in each years. We spent Rs. 9·5 lakhs and 55 lakhs for the hospital. That comes to about Rs. 64 lakhs. Sir, there also we are meeting the expenses of 100 students every year. If you compare R. G. Kar with the Medical College, you will find Medical College Hospitals get more than double the establishment than we have got in R. G. Kar. Naturally it is quite proportionate. Dr. Hiren Chatterjee, I find, has not the courage to remain here to hear all these things. He is a versatile man from the education as well as the medical points of view and he interferes in everything. Had he been here at the present moment, that would have opened his eyes.

Sir, Dr. Narayan Roy has given certain concrete suggestions for which I thank him, viz. the emergency cases of accidents. During my introductory speech in the beginning I have already said how we are going to implement this so that they may be an equitable distribution of the emergency cases throughout the whole area of Calcutta.

[12-40—12-50 p.m.]

Now, Sir, you have already heard—it was published in the papers also—that Calcutta will be divided into 11 zones and the big hospitals will be taken as the main centres or headquarters round about which there will be four or five subsidiary centres at the neighbouring

dispensaries or hospitals which are already existing in the respectiv areas, and which will be taken up to serve the purpose of the subsidiar centres. The whole scheme is now under assessment and examinatio by a Special Officer whom we have appointed and after his report on th scheme is received, further action will be taken and, as I have saic attempts will be made to implement the scheme during the coming yea: Sir, he has also mentioned about the R. G. Kar Medical College but I hav already dealt with that.

Sir, regarding nursing arrangements—this is also a very importan problem—there have been various improvements in this directior Dr. Narayan Chandra Roy has given a suggestion that if we recruit nurse from their home districts and place them in those districts, then it woul be possible for them to work wholeheartedly and there will be greatc facilities regarding their other amenities and also the security an protection which these girls require. Sir, we always try to recruit nurse from every district and place them in their respective home districts and I must say that we always try to recruit nurses with the necessar qualifications. Every nurse has to have a certain amount of qualifications intellectual capabilities and also personal qualities. But nurses witl requisite qualifications are not always available and since we are alread in dearth of nurses we have sometimes to lower the standards. I can sa that our standard at the present moment is not very high and this i because we want to have a large number of girls trained up for th nursing profession. So the preparation for the nursing profession, namel the training itself, has to conform to certain standard of qualification because these nurses have to deal in situations of life and death but a the same time we have to gear up our necessity of providing as man nurses as possible and in order to do that we have to conform to th standard which is necessary, otherwise they might jeopardise the lives o patients in the hospitals. Sir, you are aware of all this and that is th reason why according to the phased programme that we have we ar trying to produce as many trained nurses as possible. Now, Sir, if you look to the picture of the nursing arrangements which we have got now you will find that the total number of nurses working at the present moment in the State of West Bengal is 4,298. Of these, we have got the Grade I of 42 Nursing Superintendents' group ; then we have also got Grade I comprising 135 Nursing Sisters' group ; then the Grade II group—the Staff Nurses, and they are about 721 and then we have got the Grade III—the auxiliary Nurse-cum-Midwives numbering 819. We have got the Sevikas numbering 1460 who are under training now and we have got about 1,000 untrined nurses. In addition to that there are about 100 Lady Visitors and 500 Midwives and Dais. This is our positson.

In order to maintain the ratio of nurses and beds—1 : 5, we require 180 more nurses in the next year because we expect that there will be an addition of 900 beds to the existing ones. Regarding the beds, my friend Shri Ziaul Haque has already dealt with the problems. I need not go into the details. My other friends have also adequately narrated all the improvements that have been made. I am thankful to them that they have come forward with these statements for the information of the House. We expect that in the course of the coming year there will be an addition of 210 qualified nurses. This will enable us to maintain the ratio of 1 nurse to 5 beds.

Shri Pabitra Mohan Roy also has raised the same question of congestion in the hospitals. Sir, you have seen how we have made arrangements, and how we are making progress in our effort to increase the number of beds so that we can accommodate more patients. I have already dealt with this question in my speech.

Regarding the Diamond Harbour Hospital, we are going to have a fully equipped hospital constructed for the purpose of a subdivisional hospital.

Another question which has been raised by many friends is that in spite of the electricity being at the door why it is not utilised, specially for the health centres. I may mention that in subdivisional hospitals we have got electrification. But until we are given a full coverage of the areas served by health centres it will not be possible to go in for electrification of the health centres. We hope, however, that with the generosity and munificence coming from the public it will be possible for us to have electricity installed in all the hospitals.

Regarding Asansol, my friends, Shri Shib Das Ghatak and Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay have dealt with the position of water supply in Asansol adequately and beautifully. From 1957 Shri Shib Das Ghatak and Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay have always been trying hard to have water supply installed in Asansol. They have already discussed in detail the question of the scheme of coal-field area water supply of Ranigunj. I need not go into those details again. It is a fact that the scheme has not materialised. We are augmenting the water supply in Asansol under the urban area water supply scheme in the form of having two water heads in the river—steps are being taken for having the galleries, laying of tubes and raising the main. We have got all the materials that will be necessary. We are very fortunate in that respect. We are going ahead with the work. We have got the short pumps, the high pumps and the chemical house for treating the water. All these have been done and I should say that 30 percent. of the work has progressed and remaining work will be done probably within the next year.

As regards the Asansol Hospital, which is also a very big hospital, I take this opportunity to place before you the fact that we intend to have the sanction for the arrangements to augment and improve the condition of the working of the hospital and the rumour that cultivated lands have been wasted and have been utilised for hospital purposes is not a fact. We have secured lands where there is no cultivation, and that is a very suitable land and the hospital will be constructed over there. But in the meantime we will be augmenting all other facilities in the hospital. We are also extending the hospital.

[12-50—1 p.m.]

Sir, I should say that I am overwhelmed with all the points raised and if I will have to answer all of them it will take hours together. Sir, I have got many things to deal with but for want of time I cannot do that.

But still I want to say something about the remarks made by Dr. Narayan Roy. He said that there is no co-ordination in my Department and that the Department is in a condition of chaos. Other members on the Opposition side have also said in the same way. With regard to that Sir, I should say that there is the most complete co-ordination amongst the officers in my Department from the top level down to the lowest level. I have got the fullest co-operation from my Department and from my Directorate.

Sir, whenever occasion arises and whenever there is any confusion or whenever any problem is to be solved, the Hon'ble Chief Minister is always ready with his kind advice and instructions. He has given me the full independence in regard to the administration of my Department. There the developments at all stages have always been done with the sanction of the Council of Ministers. Sir, we are extremely fortunate to have at the helm of affairs Dr. B. C. Roy who is not only the greatest doing in the medical sphere but also a great statesman and an able administrator in the country. Health is progressing well under his utmost care and ablest guidance.

Sir, with regard to discipline, I may say that discipline is above everything and discipline is aimed at every level and at every position. Government is not aware of any situation which may lower the level of discipline and as regards corruption, if there is any scent of corruption if there is any allegation about this, we will certainly look into it. Dr. Hiren Chatterjee has been crying in wilderness. He had given some samples. He could have done that in a proper way and if he had brought them to our notice we could have taken most stringent measures to check them and punish the persons who are primarily concerned or are responsible for them.

[At this stage the blue light was lit]

Sir, I am very sorry that you cannot allow me further time. I think, Sir, it will take some time more in order to deal with all the points which have been raised by my friends. Whenever the cases will come to me afterwards, I will deal with every individual case. Time will not allow me to answer all the questions now. Sir, this is a very characteristic year with great significance, because we are at the thresold of the Third Five Year Plan. This year, as the Hon'ble Chief Minister has said, is the last year of the Second Five Year Plan and the first year of the Third Five Year Plan. Now at this juncture we have to take stock of the work that we have done and the programme that we have before us. I must say that the progress which we contemplated has not materialised up to our expectation. Various factors have contributed to that end, but with the good will and cooperation of all, with the best effort and proper planning we are confident that we will make a headway for rapid progress to ensure positive health in the field of medieal and public health services. I have already dealt with corruption.

With these words, Sir, I oppose all the cut motions and I commend my motions for Grant No. 21 and Grant No. 22 viz., 38-Medical and 39-Public Health to the acceptance of the House.

Thank you.

Point of Personal Explanation

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : On a point of personal explanation, Sir. The Hon'ble Minister is hurt by a reference made in my speech about his putting up in the house of a certain doctor. I am glad he has denied it. If my information is wrong, I regret it. One thing I must say that he has failed to refute specific charges brought about mismanagement ....

Mr. Speaker : Dr. Ghani, don't take advantage of this by rising on a personal explanation.

Demands for Grants No. 21 and 22

Mr. Speaker : I shall now put all the cut motions on Grant No. 21 to vote except cut motion No. 27 on which division will be called.

(All the cut motions on Grant No. 21 except No. 27 were then put en bloc to vote and lost.)

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 6,37,48 000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 6,37,48 000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Majumdar that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head ". 8-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhyay that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obadul Ghani that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head '38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38 Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jyoti Basu that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re 1, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", be reduced to Re. 1, was then put and lost.

[1—1-5 p.m.]

The motion of Dr. Narayan Chandra Roy that the demand of Rs. 6,37,48,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", bc reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :

NOES - 83

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, The Hon'ble Shyamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digpati, Shri, Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur

Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Zia-Ul-Huque Shri Md.

AYES—43

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra

Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 43 and the Noes 83, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy that a sum of Rs. 6,37,48,000 be granted for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical", was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I shall now put all the cut motions on Grant No. 22 to vote except the cut motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal on which Division will be called.

(All the cut motions on Grant No. 22 except cut motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal were put en-bloc to vote and lost.)

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Mangru Bhagat that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Majcr Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 10 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Mejor Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 2,44,45,000 or expenditure under Grant No. 22, Major Herd "39-Public Health" be educed by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 2,44,45 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhyay that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39. Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Brindabon Behari Basu that the demand of Rs. 2 44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 2,44,45 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Roy that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Panchugopal Bhaduri that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Abdulla Farroquie that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head '39-Public Health" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 2,44,45,0C0 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced to Re. 1 was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22 Major Head "39-Public Health" be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced to Re. 1/- was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamai that the demand of Rs. 2,44,45,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health' be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

NOES—81

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Shyama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal

Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, The Hon'ble Shyamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mandal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr, Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—44

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal

Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 44 and the Noes 81, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy that a sum of Rs. 2,44,45,000, be granted for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health", was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m.

Adjournment

The House was then adjourned at 1. 5 p.m. till 3 p.m. the same day at the Assembly House, Calcutta.

After Adjournment

[3—3-10 p.m.]

Budget of the Government of West Bengal for 1961-62

Time for guillotine

Mr. Speaker: Before we proceed to close the voting on Demands for Grants for the year 1961-62, I would like to make an announcement as usual.

The honourable members are aware that today is the last day for voting on Demands for Grants. There are as many as 17 Demands for Grants under which no fewer than 180 cut motions are still there for disposal. In conformity with the provision of sub-rule (3) of rule 209 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly, I fix that the House will sit today up to 7 p.m. and I fix that guillotine will fall at 6 p.m. Thereafter I shall put all the outstanding questions to vote without any debate. I hope the honourable members on both sides of the House will try to be brief in their speeches so that the business may be finished before the time for guillotine arrives.

Demand for Grant No. 33

Major Head: 47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs 1,44,04,000 be granted for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47 Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes".

মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, গত বৎসর হইতে আদিবাসী-মঙ্গল বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব পৃথক শীর্ষে সভার সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে। দ্বিতীয় যোজনার শেষ বৎসর, অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরির সময় আদিবাসী-মঙ্গল বিভাগের ক্রমবর্ধমান কার্যকলাপের পরিপূর্ণ একটি চিত্র আপনাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম। তখন আপনাদের নিকট হইতে গঠনমূলক যেসকল পরামর্শ পাওয়া গিয়াছিল তাহার দ্বারা গত বৎসরের কার্যকলাপ বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আজ তৃতীয় যোজনার প্রথম বৎসরের জন্য আদিবাসী-মঙ্গল শীর্ষে মোট ১,৪৪,০৪,০০০ টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব লইয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

দ্বিতীয় যোজনায় এই রাজ্যের আদিবাসী ও তফসিলী সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য যেসকল কার্য করা হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রথমে আমি পেশ করিব। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন কার্যসূচিতে জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যেসকল কার্য করা হইতেছে রাজ্যের আদিবাসী, তফসিলী ও অপর অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি তাহা হইতে সমান সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে। এই বিভাগের কার্যসূচি সাধারণ কার্যসূচির পরিপূরক হিসাবে গৃহীত, যাহাতে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি অধিক সুযোগ-সুবিধা পাইয়া সত্বর জনসাধারণের সমান পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে।

দ্বিতীয় যোজনায় শিক্ষাকেই প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা ব্যতীত মানুষ যেমন সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগরিত করিতে পারে না, তেমনি জাগতিক উন্নতি সাধনও করিতে পারে না। এইজন্যই অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির সর্বাত্মক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় যোজনার অন্তর্গত শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যসূচিতে আদিবাসীদের জন্য ৩৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ও তফসিলীদের জন্য ১২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কার্যসূচির বাহিরে শিক্ষাবিভাগের অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষা তহবিল হইতে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষাধিক টাকা রাজ্যের অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের জন্য ব্যয় করা হয়। ইহা ছাড়াও কলেজে অধ্যয়নরত অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদিগকে প্রতি বৎসর ভারত-সরকারের তহবিল হইতে ২৯ লক্ষাধিক টাকার বৃত্তি দেওয়া হয়।

পানীয় জল সরবরাহ পরিকল্পনাটিকে কল্যাণমূলক কার্যসূচিগুলির মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় যোজনাকালে রাজ্যের আদিবাসী ও তফসিলী-অধ্যুষিত অঞ্চলে পাঁচ হাজারেরও অধিক নলকূপ ও ইঁদারা স্থাপন করা হইতেছে।

মহাজনের কবল হইতে সরল আদিবাসীদিগকে রক্ষার জন্য দ্বিতীয় যোজনায় ১১৭টি শস্য-গোলা স্থাপন করিয়া আদিবাসিগণকে শস্য-ঋণ ও অর্থ-ঋণ উভয়ই দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যেসকল আদিবাসী গত দশ বৎসরের মধ্যে বিক্রয় অথবা আদালতের রায়ে ভূমিহীন হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পুনরায় জমি ক্রয়ের জন্য ৫০০ টাকা পর্যন্ত এবং বাস্তুভিটার স্বত্বাধিকারী হইবার জন্য ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থসাহায্য করা হয়। গৃহনির্মাণ পরিকল্পনাধীনে আদিবাসী ও তফসিলীদের জন্য দ্বিতীয় যোজনায় মোট ২৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩,১৮০টি গৃহ নির্মিত হইতেছে।

কারিগরি শিক্ষায় আদিবাসী ও তফসিলীগণকে উৎসাহপ্রদানের জন্য সরকার-অনুমোদিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রদিগকে বৃত্তিপ্রদানের জন্য ব্যবস্থা ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ শিল্পে শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি শিক্ষণ-তথা-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এইসকল পরিকল্পনা

অনুসারে প্রতি বৎসর পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহা ছাড়াও শিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরদিগকে ব্যবসা আরম্ভের জন্য এবং পুরুষানুক্রমিক কারিগরদিগকে অর্থসাহায্য করা হয়।

আদিবাসী ও তফসিলী সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য বেসরকারী জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমেও কার্য করা হয়। দ্বিতীয় যোজনায় এই উদ্দেশ্যে ২০টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা প্রদান করা হইতেছে। পরিকল্পনাসমূহের মোট ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগ প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব তহবিল হইতে ব্যয় করিতে হয়।

বিমুক্ত জাতি ও ভূমিহীন আদিবাসীদিগকে নূতন উপনিবেশে পুনর্বাসিত করিবার পরিকল্পনাও আদিবাসী-মঙ্গল বিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় যোজনায় এই উদ্দেশ্যে মোট ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ব্যয় করা হইতেছে।

১৯৬১-৬২ সাল হইতে তৃতীয় যোজনা আরম্ভ হইতেছে। সদস্যগণ অবগত আছেন যে, এই রাজ্যের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের নিকট যে অর্থ চাওয়া হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক কম অর্থ পরিকল্পনা কমিশন মঞ্জুর করিয়াছেন। বস্তুত তৃতীয় যোজনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুন্নত সম্প্রদায়-সমূহের উন্নয়ন পর্যায়ে ৫ কোটি ৭১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকার প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে রাজ্য পরিকল্পনার জন্য চাওয়া হইয়াছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ও কেন্দ্র-প্রবর্তিত পরিকল্পনার জন্য চাওয়া হইয়াছিল ২ কোটি ২১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য পরিকল্পনার জন্য ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ও কেন্দ্র-প্রবর্তিত পরিকল্পনার জন্য ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা (মোট ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা) মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু ১৯৬১-৬২ সালের জন্য ব্যয়-বরাদ্দের যে প্রস্তাব এই সভায় পেশ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কেন্দ্র-প্রবর্তিত পর্যায়ের প্রস্তাবগুলি পরিকল্পনা কমিশনের মঞ্জুরিকৃত অর্থ অনুযায়ীই রচনা করা হইয়াছে। রাজ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মূল প্রস্তাবই বজায় রাখা হইয়াছে। তৃতীয় যোজনার প্রথম বৎসরে কেবলমাত্র উন্নয়ন কার্যসূচির জন্য মোট ৯২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ শ্বেত পুস্তিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে তৃতীয় যোজনায় গৃহীত কার্যসূচিগুলির মধ্যে কয়েকটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতে চাই:

(১) শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্যসূচিগুলিকে সমভাবেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে, কারণ শিক্ষা-বিস্তার ছাড়া এই অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে সাধারণ জনগণের সমপর্যায়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষা খাতে আদিবাসীদের জন্য কয়েকটি বিশেষ কার্যসূচি গ্রহণ করা হইয়াছে—

(ক) কয়েকটি নির্দিষ্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আদিবাসীদিগকে বিশেষ কোচিং-এর সুবিধা প্রদান। ভাল ছাত্রকে প্রথম হইতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ্য ছাত্র করাই এই কার্যসূচিটির লক্ষ্য।

(খ) নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আশ্রমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন।

(গ) কলিকাতার কলেজে অধ্যয়নরত আদিবাসী ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ—উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্যই এই কার্যসূচিটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

3-10—3-20 p.m.]

(২) তফসিলীদের মধ্যে অধিকতর অনুন্নতদের মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনা-বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান। এ যাবৎ কেবলমাত্র আদিবাসীদিগকেই বিনা-বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হইত। তফসিলী ছাত্রদের বিরাট সংখ্যা এবং উহাদের সকলকে বিনা-বেতনে অধ্যয়নের

সুযোগ দিতে প্রয়োজনীয় অর্থের বিপুলতার বিষয় বিবেচনা করিয়া অধিকতর অনুন্নত (শিক্ষায় ও আর্থিক অবস্থায়) তফসিলীগণকে তৃতীয় যোজনায় এই সুযোগ দিবার কার্যসূচি গ্রহণ করা হইয়াছে। তফসিলী ছাত্রদিগকে পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থসাহায্যের পরিমাণও তৃতীয় যোজনায় বৃদ্ধি করা হইবে।

(৩) দ্বিতীয় যোজনায় তফসিলীদের মঙ্গলের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। তৃতীয় যোজনায় উহা বর্ধিত করিয়া ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দ্বিতীয় যোজনার তুলনায় তৃতীয় যোজনায় এই খাতে বরাদ্দীকৃত অর্থের পরিমাণ শতকরা ৪২৫ ভাগ বর্ধিত করা হইয়াছে।

(৪) পতিত জমি উদ্ধার ও উন্নয়নের জন্য আদিবাসী-মঙ্গল ও তফসিলী-মঙ্গল উভয় পর্যায়েই অর্থবরাদ্দ করা হইয়াছে।

(৫) মেথর ও ঝাড়ুদারদের কার্যের অবস্থার উন্নয়ন, মাথায় করিয়া মল বহন বন্ধ করা, বাস্তুজমি ক্রয় এবং গৃহনির্মাণের কার্যসূচি গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৬) শিক্ষণপ্রাপ্ত আদিবাসী ও তফসিলী কারিগরদিগকে ব্যবসারম্ভের জন্য সাহায্যের পরিমাণ ২৫০ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩০০ টাকা করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া দ্বিতীয় যোজনার অন্তর্গত অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাগুলিও চালু রাখা হইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় যোজনা রূপায়ণের সময় যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে এবং অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা গিয়াছে তাহারই পটভূমিকায় তৃতীয় যোজনা রচিত হইয়াছে। ফলে আশা করা যায় যে, অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নের চরম লক্ষ্যের অধিকতর নিকটবর্তী হইতে আমরা সক্ষম হইব।

মাধ্যমিকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত আদিবাসী, তফসিলী ও অপর অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রগণকে ভারত-সরকারের বৃত্তি দিবার কার্য গত বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও রাজ্যসরকার কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। আবেদনকারীর সংখ্যা গত বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বৃত্তি দিবার জন্য অর্থও বেশী প্রয়োজন হইতেছে। এ যাবৎ আদিবাসী ও তফসিলী সকল যোগ্য প্রার্থীকেই বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম যোজনাকালে এই বিভাগের অধীনে যে সাংস্কৃতিক গবেষণাগারটি স্থাপিত হইয়াছিল তৃতীয় যোজনাকালে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য অর্থবরাদ্দ করা হইয়াছে।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি ছাড়াও এই বিভাগ যে সকল প্রশাসনিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহার অগ্রগতি সম্বন্ধেও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আদিবাসীদের ভূমিস্বত্বলিপি সংশোধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভূমিগ্রহ আইনের ৪৪(২ক) ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় যে চল্লিশ হাজারের অধিক আবেদন পেশ করা হইয়াছিল এগারজন বিশেষ কানুনগো নিয়োগ করিয়া এবং এই বিভাগের স্থানীয় অফিসারগণের সাহায্যে ঐগুলির অধিকাংশই ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিবাসিগণ জয়লাভ করিয়াছেন।

অস্পৃশ্যতা বর্জন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইনটি রাজ্যসরকারের আদিবাসী-মঙ্গল বিভাগ পরিচালনা করেন। এই আইনানুযায়ী এই রাজ্যে যে সকল মামলা দায়ের করা হয় তাহার ত্রৈমাসিক বিবরণী এই বিভাগ সংগ্রহ করেন এবং নিয়মিতভাবে ভারত-সরকারের নিকট উহা প্রেরণ করা হয়।

আদিবাসী-মঙ্গল বিভাগের ক্রমবর্ধমান কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থারও পরিবর্ধন প্রয়োজন হইয়াছে। একমাত্র হাওড়া ব্যতীত সকল জেলাতেই এই বিভাগের কার্য-পরিচালনার জন্য অন্তত একজন করিয়া অফিসার আছেন। কেন্দ্রে একটি আদিবাসী-মঙ্গল অধিকার স্থাপন করা হইয়াছে এবং অধিকর্তাকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। সুদূর গ্রামাঞ্চলে আদিবাসীদিগকে বন্ধু ও সেবকের মত পরামর্শদান ও সহাযতা করার জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এ যাবৎ ৩৯টি কল্যাণকেন্দ্র স্থাপন করিয়া সমাজসেবক নিযুক্ত করা হইয়াছে। আদিবাসীদের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সমাজসেবকগণের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

সংসদ-সদস্য, বিধানসভার সদস্য এবং বিশিষ্ট বেসরকারী ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত রাজ্য আদিবাসী উপদেষ্টা পরিষদ ও তফসিলী-মঙ্গল উপদেষ্টা পর্ষদ ১৯৬০-৬১ সালে দুইটি করিয়া বৈঠকে মিলিত হইয়াছেন এবং পরিকল্পনাসমূহের সুষ্ঠু রূপায়ণে সময়োচিত উপদেশ ও পরামর্শ দিয়াছেন। জেলা-সমূহে আদিবাসী ও তফসিলীদের জন্য গঠিত সমিতিগুলিও অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা কবিয়াছেন এবং পরিকল্পনাসমূহের সুষ্ঠু রূপায়ণে সহায়তা করিয়াছেন।

এই কয়টি কথা বলে আমি আমার মোশানটাকে এই সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

Mr. Speaker : All the cut motions are taken to be moved.

Shri Banarashi Prasad Jha : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1.44,04,000 for expenditure under Grant No 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33 Major Head '47-Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head '47-Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prova Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare as Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04 000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs 1,44,04,000 for expenditure under Grant No 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be redueed by Rs. 100.

Shri Turku Hansda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments – Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33 Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced to Re. 1.

Shri Rama Shankar Prasad : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced to Re. 1.

Shri Phakir Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1 44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced to Re. 1.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced to Re. 1.

Shri Rama Shankar Prased : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 1,00,000.

Shri Apurba Lal Majumaar : মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে উঠে, প্রথমে সরকারপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছু বলতে হয়, যেখানে যে

গুরুদায়িত্ব সরকারের উপর ন্যাস্ত ছিল দুটো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অনুন্নত, নিপীড়িত এবং দরিদ্র মানুষগুলি উন্নয়নের পথে, আর্থিক এবং সামাজিক উন্নতির পথে নিয়ে যাবার, সেই গুরুদায়িত্বে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

ভারতের নূতন সংবিধান রচনাকালে, যাঁরা এই সংবিধান রচনা করেছিলেন, তাঁরা বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের এই লক্ষ লক্ষ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে সব চাইতে পিছিয়ে পড়া যে সম্প্রদায়গুলি, তাদের যদি উচ্চস্তরে টেনে তুলতে না পারা যায়, যারা দীর্ঘদিন ধরে সমাজে নির্যাতিত, নিপীড়িত তাদের যদি আর্থিক, শিক্ষা এবং সমাজজীবনের উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়া না যায় তাহলে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কখনও সম্ভবপর নয়। সেদিকে দৃষ্টি রেখে সংবিধান রচিত হয়েছিল; এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব প্রত্যেকটি প্রদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত করেছিলেন যে কতকগুলি ফেসিলিটি এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধার মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষের অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলিকে টেনে সমাজের অন্যান্য মানুষের পর্যায়ে তুলবেন। কিন্তু আজ স্বাধীনতা লাভের ১৪ বছর পরে গভীর বেদনা ও লজ্জা নিয়ে বলতে হয় সংবিধান রচয়িতারা আশা করেছিলেন যে ১০ বছরের মধ্যে এদের উন্নত করা যাবে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে এদের প্রতিষ্ঠিত করা যাবে; তাঁদের সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা—কনষ্টিটিউসন্ রচয়িতা, তারা যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, সেই ইচ্ছা সরকারের হাতে পড়ে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আমি এই প্রসঙ্গে গতবছর স্বর্গতঃ পণ্ডিত পন্থ, তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন সেই মন্তব্যের প্রতি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি বলেছিলেন যে প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে টার্গেট আমরা ধরেছিলাম অর্থাৎ ষ্টেটের welfare এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে টার্গেট ধরা হয়েছিল, সেই টার্গেটে পৌছাতে বিভিন্ন জায়গার প্রদেশ সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এবং গত বছর এই বিভাগের ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্ত্রীদের নিয়ে যে বৈঠক, সেই বৈঠকে তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছিলেন—that in terms of money utilised and even more important, in terms of the results obtained, the achievements so far have been substantially below than what had been planned for.

স্পীকার মহোদয়, আমাদের এই বিভাগের যিনি মন্ত্রী, যিনি এইমাত্র বাজেট প্রস্তাব আমাদের হাউসের সামনে উত্থাপন করলেন, নিশ্চয় তিনি পণ্ডিত পন্থের সঙ্গে একমত হবেন; এবং আমাদের সঙ্গেও একমত হবেন যে তিনি তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে কোনকিছুই করতে পারেন নি—না তার শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, না তার চাকরীর ক্ষেত্রে, না তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, না, যে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ—কৃষিজীবনে ভাগচাষী বা অন্যান্য ব্যক্তি, যাঁরা অত্যন্ত নিম্নস্তরে পড়ে আছেন, যারা আর্থিক দারিদ্র্যের শেষসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের সম্পর্কে তিনি কিছুই করতে পারেন নি। একথা নিশ্চয়ই তাঁকে স্বীকার করতে হবে, তিনি যদি সত্যকে স্বীকার করে নেন। পণ্ডিত পন্থ আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীদের যে—Due weightage should be given to provide adequate educational facilities to the members of the Backward Classes.

[3-20—3-30 p.m.]

আমি দেখাবো একটু পরে—যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবংগ শিক্ষাবিভাগের ক্ষেত্রে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত যিনি মন্ত্রী আছেন—এটুকুও এগুতে পারেননি। বরং অন্যান্য প্রদেশে

তপশীলী জনজাতি বা তপশীলী সম্প্রদায় যে সুযোগসুবিধা পায় তা থেকে পশ্চিমবংগের তপশীলী মানুষ সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়েছে। আমি এসম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই পণ্ডিত পন্থ বলেছিলেন—That considerable leeway had to be made if the shortfall in expenditure which had occured in the programme was to be made good in the remaining period of the Second Plan. মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে সামান্য যে অর্থ ধার্য করা হয়েছিল এই পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলির উন্নতির জন্য সে অর্থ মন্ত্রীমহাশয় ব্যয় করতে পারেননি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় Scheduled Casteদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৫.৭ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছিল। লজ্জার সংগে বলতে হয় তারা এ বছর বাজেট পর্যন্ত খরচ করতে পেরেছেন ১২.২৫ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় ৩½ লক্ষ টাকা তারা ব্যয় করতে পারেননি। তিনি শ্বেতপুস্তিকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন সামান্য যে টাকা পশ্চিমবাংলার ৬০ লক্ষাধিক অনুন্নতশ্রেণীর জন্য, বাংলাদেশের তপশীলীদের জন্য ধার্য করা হয়েছিল ৫ বছরে plan provision সম্বন্ধে—তার মধ্যে ৩½ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেননি—এই হল অনুন্নত নিপীড়িত সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জাতির উন্নয়ন সম্বন্ধে এই সরকারের কৃতিত্ব। তারপর Economic upliftment করার জন্য এই ৬০ লক্ষ অনুন্নত মানুষের উন্নয়ন করার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় টাকা ধার্য করা হয়েছিল ৫.৪৩ লক্ষ—তার মধ্যে এই সরকার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন ৪.৬৬ লক্ষ টাকা খরচ করে অর্থাৎ সামান্য ৫½ লক্ষ টাকাও খরচ করতে পারেননি, যা নাকি উন্নয়নের জন্য ধার্য করা হয়েছিল। এবং other Backward Classএর জন্য ৩.৮০ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছিল, সেখানে ২.৬৩ লক্ষ ব্যয় করেছেন। আর Tribesএর ক্ষেত্রে যদিও টাকা ধার্য করা হয়েছে ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা তাদের উন্নয়নের জন্য সেখানে মোট ব্যয় করেছেন ১ কোটি ৬২ হাজার টাকা। অর্থাৎ এই অনুন্নতদের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করেছিলেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা এই দপ্তর ব্যয় করতে পারেননি। কাজেই এই যে তপশীলী সম্প্রদায় ৬০ লক্ষ মানুষ আজ সমাজের শেষ প্রান্তে পড়ে আছে তাদের সম্বন্ধে Plan Provisionএর জন্য যে সামান্য অর্থ দেওয়া হয় তাও এই বিভাগের অযোগ্যতা, অপদার্থতার জন্য ব্যয় হয় না—এসম্পর্কে আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না কারণ সময় আমার কম তাই সংক্ষেপে বলে যাই।

প্রথমে চাকুরির কথাই বলি। তারপর আসবো শিক্ষার ব্যাপারে। একটা Constitution আছে ঠিক। সরকারী চাকুরীতে কিছু সংখ্যক চাকুরী তাদের জন্য বরাদ্দ করে রাখেন ঠিক করে রাখেন। Central Government Direction দিয়েছে পশ্চিমবংগকে এবং অন্যান্য প্রদেশকে চাকুরীর ক্ষেত্রে quota maintain কর। পশ্চিমবংগ সরকারের সম্পর্কে বলতে হয়। ১৯৫৩ সালে Finance Department থেকে যে circular দেওয়া হয় সেই সার্কুলারে detailed description দেওয়া আছে কিভাবে quota maintain করা হবে, এবং সেই সম্পর্কে এই direction রয়েছে যে Rosters should be maintained separately for permanent and temporary vacancies.

মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাই পশ্চিমবংগে গত ১০ বৎসরের মধ্যে যেসমস্ত recruitment হয়েছে বিভিন্ন departmentএ, তিনি বলে দিন, gazetted rankএ কয়জন তপশীলী সম্প্রদায় সেখানে নিয়োগ হয়েছে, আর non-gazetted rankএ বিভিন্ন departmentএ কতজন লোক নিয়োগ হয়েছে। এখানে বিস্তারিত figure দিয়ে পড়বার সময় নেই। কিন্তু একটা departmentএর figure দেখাবো কিভাবে constitutional obligations তার মধ্যে flout করা হয়েছে। কিভাবে চাকরী সংরক্ষণ ব্যাপারে পশ্চিমবংগ সরকার অত্যন্ত নির্লজ্জের ভূমিকা গ্রহণ

Employment exchangeএ যারা নাম লিখিয়েছে তাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি Scheduled caste graduates unemployed হচ্ছে 793।

[3-30—3-40 p.m]

Matriculate unemployed 10,400, non-matriculate পর্যায় 88,303 আর এই সময় Schedules tibes এর মধ্যে unemployed সংখ্যা 63 graduates, 7029, matriculates। সারা বছর ধরে তারা local employment exchangeএ নাম দেওয়া সত্বেও তাদের মধ্যে এই ধরণের বেকার সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে quota maintain করবেন বলে circular দিয়েছিলেন সেই circular যদি তাঁরা সত্যিকারের কার্যকরী করার চেষ্টা করতেন, যদি তাঁদের সেই sincerity ও মানবিকতাবোধ থাকত তাহলেও অনেকটা কাজ হত। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় একটু অনুসন্ধান করে দেখবেন constitutional obligation হিসাবে তাদের department থেকে যে circular দেওয়া হয়েছিল সেই circular অনুসারে কাজ হয়েছে কি না। এই প্রসঙ্গে আমি অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের কথা বলতে চাই—রাজস্থানে গত দশ বৎসরে যেসমস্ত recruitment হয়েছে তার মধ্যে তপশিলী ও scheduled tribes সম্প্রদায়ের লোক যথেষ্ট পরিমাণে চাকরী পায়নি, সেইজন্য Rajasthan Government 1959-60 সালে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে, in subordinate services, ministerial posts and Class IV posts এর উপযুক্ত practical qualification or experience আছে বলে যারা declared হবে and a certificate is issued from the nearest Employment Exchange to that effect সেক্ষেত্রে general recruitment বন্ধ করে দিয়ে তাদের recruitment করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে উড়িষ্যা গবর্ণমেন্টের কথাও উল্লেখ করতে চাই—উড়িষ্যায় যখন দেখা গেল যে, কোন ডিপার্টমেন্টেই quota fulfilled হয়না, recruiting authority Government direction violate করেছেন এবং অন্য লোককে appointment দিচ্ছেন, Minister in-charge চুপ করে আছেন interfere করছেননা, তিনি নিজে দেখছেননা Government এর circular ও direction কার্যকরী হচ্ছেনা, তখন উড়িষ্যা গবর্ণমেন্ট ঠিক করলেন ৫০ পার্সেন্ট vacancies তারা রাখবেন—যতক্ষণ পর্যন্ত না quotaয় পৌঁছায় for scheduled castes,—এই order উড়িষ্যা গবর্ণমেন্ট এবং রাজস্থান গবর্ণমেন্ট দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি Schedulec Castes Commissioner M. L Srikantএর রিপোর্টের প্রতি মাঃ মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তিনি পরিষ্কারভাবে কতগুলি suggestion বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের কাছে রেখেছেন। মন্ত্রীমহাশয় এই রিপোর্ট নিশ্চয়ই পাঠ করেছেন।

মাঃ স্পীকার মহাশয়, এবার আমি শিক্ষা সম্পর্কে বলতে চাই। মন্ত্রীমহাশয় এখানে বলেছেন, তাদের শিক্ষাব্যবস্থা অনেক দূর অগ্রগতি লাভ করেছে। আমি এখানে বিহার প্রদেশের সঙ্গে তুলনামূলক একটা হিসাব দেখাতে চাই—১৯৫৬-৫৭ সালে যে increased number of enrolment হয়েছে তাতে দেখছি বিহারে primary education percentage increase করেছে 15·97, পশ্চিমবঙ্গে 4·3; middle-এ তাদের যেক্ষেত্রে হয়েছে 16·8 আমাদের এখানে হয়েছে 10·8; higher educationএ অর্থাৎ higher secondary educationএ বিহারে increase হয়েছে 21 percent, আমাদের এখানে হয়েছে 0·4। Post matric 4 8 in Bihar, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 1·9। এর কারণ কি? আমি আগেই বলেছি পশ্চিমবঙ্গে higher secondary education, higher post matricএ tution fee free করার কোন বন্দোবস্ত নাই। শুধুমাত্র

rural areaতে class IV পর্যন্ত এই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যদি আমরা higher secondary educationএ যাই, সেক্ষেত্রে tution fee মুকুব করা হয়নি যা নাকি বিহার, বোম্বে ও অন্যান্য প্রদেশে করা হয়েছে।

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : মাঃ স্পীকার মহাশয়, এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয় তাঁর বক্তৃতার ভূমিকায় বলে গেলেন গত বছর আমরা যেসব গঠনমূলক প্রস্তাব করেছিলাম তার সবই তাঁরা নিয়েছেন,—অবশ্য তাঁরা কি নিয়েছেন বুঝতে পারলাম না। গত বৎসর এখানে আদিবাসী ও তপসিলী সম্প্রদায়ের উপর যাঁরা বলেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন যে, এদের মূল সমস্যাই হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান কথা হচ্ছে এদের ভূমিসমস্যার সমাধান, কেননা আদিবাসীদের শতকরা ৭৯জন কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং বর্গাদার, তপশিলীদের শতকরা ৬৯জন কৃষির উপর নির্ভরশীল, শতকরা ৪৩ জন বর্গাদার ও ক্ষেতমজুর। এটা আমি সরকারী তথ্য থেকেই বলছি। এর জবাব দিতে গিয়ে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন ভূমিসমস্যা বিমলবাবুর ব্যাপার, আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই সমালোচনা আমরা ভূপতিবাবু বলেই করছিনা, সরকারের যে সামগ্রিক নীতি তারই সমালোচনা করছি। তারপর বিমলবাবুকে বলতে গেলে তিনি নানারকম ফাঁক দেখিয়ে বলবেন আমি কি করব। Commissioner for the Scheduled Tribes and Scheduled Castes শ্রী এম, এল, শ্রীকান্ত যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেই রিপোর্টেও বারে বারে এই জিনিস এসেছে এবং শুধু তাই নয়, তিনি একথাও বলেছেন তপশিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসী সম্প্রদায়কে যে আজকে নানাভাবে ঠকিয়ে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিৎ এবং জমি প্রত্যর্পণ করা উচিৎ। এসম্পর্কে তিনি জমিদারী উচ্ছেদ আইনের ৪৪ ধারার সংশোধনের কথাও বলেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত শ্রীকান্ত মহাশয়ের সুপারিশের কোন কিছুই কার্যকরী করা হয়নি। গতবছর মন্ত্রীমহাশয় ঘোষণা করেছিলেন আদিবাসীদের জমি ও বাস্তুভিটার জন্য ৫০০ টাকা ঋণ দেবেন। এই টাকার পরিমাণটাও অত্যন্ত অল্প। এখানে আমাদের একজন বন্ধু খুব aptly একটা কথা বলেছিলেন, জমি তো কাপড় নয়, তা কিনবার ব্যবস্থা কোথায়? লাল বই, সাদা বই যা দেওয়া হয়েছে ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে তাতে এটা নাই, Supplementary budgetএ তা আছে, কিন্তু ১৯৬১-৬২ সালের যে বাজেট এসেছে তাতে এইরকম কোন item দেখলাম না। আমার oversight হতে পারে, যদি থেকে থাকে তাহলে মন্ত্রীমহাশয় আমাকে ধরিয়ে দেবেন। এইতো গেল জমির কথা, দ্বিতীয় কথা হল, ঋণের সমস্যা, তাদের ঋণভার অত্যন্ত বেশী। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড একটা সুপারিশ করেছিলেন যে, আদিবাসীদের যে ঋণ আছে তার মধ্যে যেগুলি ৬ বৎসরের বেশী পুরানো সেগুলি মকুব করা হোক, যেগুলি তিন বৎসরের বেশী পুরানো এবং তিন বৎসর পর্যন্ত সেগুলির শতকরা ৬টাকা হারে সুদ দেবার ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হোক।

[3-40—3-50 p.m.]

আমি ১৯৫৮-৫৯ সালের শ্রীকান্ত মহাশয়ের যে রিপোর্ট তাতে দেখলাম যে পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্যে বলা হয়েছে যে এবিষয়ে কিছু করা যায়না, কেননা money Lenders Act পাস হবার পরে তাদের লেখাপড়া করে ঋণ দেওয়া যায় না। Money lenders হিসাবে কোন ক্লাস নেই—বড়বড় জোতদার তারাই ধার দেয়। কিন্তু লেখাপড়া করে কিছু দেয়না বলে আইনে তার কিছু করা যায় না। আমি বলব যে এই সমস্যা যদি দূর করতে হয় তাহলে সেটা কি ভাবে করা যায় সে জিনিষ ভাবতে

হবে। অন্যান্য প্রদেশ এ বিষয়ে কিছু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমাদের এখানে কিছু হয়নি। এখন যারা শাসক তাদের হাতেই আরও বেশী ক্ষমতা দিয়ে দিচ্ছেন। কৃষির উন্নতির জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা কিছু নেই। আপনারা বলছেন যে খাদ্যশস্য গোলা থেকে তাদের ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই খাদ্যশস্য-গোলা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। শস্যগোলা থেকে যে ঋণ দেওয়া হয় তাতে তাদের সামগ্রিক আয়ের দিক দিয়ে বিশেষ কিছু হয় না। আবার অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্য জিনিষগুলি সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মত—অর্থাৎ কোন জায়গায় ছাগল বা মুরগী বা সিড দেওয়া হয়। এইভাবে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। তারপর শিক্ষার ব্যয়ের দিক দিয়ে পশ্চিম বাংলায় তৃতীয় পরিকল্পনার যে খসড়া সরকার আমাদের কাছে দিয়েছেন তা থেকে দেখছি যে ১৯৫৭-৫৮ সালে উপজাতি অধিবাসীদের মধ্যে ৬ থেকে ১০ বছরের ছেলেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় শতকরা ৩৬.৯ ভাগ—যেখানে সাধারণ জনসংখ্যার ৭১.৯৫ ভাগ যারা। কিন্তু মধ্যশিক্ষা এবং তারপর এসে দেখা যায় সেখানে এটা insignificant. ওঁরা নিজেরাই remark করেছেন যে মাধ্যমিক স্তরে এসে এটা দেখা যায় অধিবাসীর শতকরা ৭.৬৮ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায়, অথচ সাধারণ জনসংখ্যার ঐ বৎসরের ছেলেরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ে ২২.৩৬ ভাগ। তপশীলী সম্প্রদায় প্রাথমিক স্তরে যা সেটা সাধারণ জনসংখ্যার ব্যাপারে একরকম। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে বিরাট তফাৎ কেননা সেখানে শতকরা ১৩.৯৪ ভাগ স্কুলে পড়ে এবং যেটা post secondary stage তার বেলায় বলা হয়েছে একেবারে insignificant. এই যদি অবস্থা হয় তাহলে যেটা মূল কথা ওঁরা বলে থাকেন যে সংবিধানের নীতি যে গৃহীত হয়েছে সেটা হচ্ছে যে বহু শতাব্দী ধরে সামাজিক অর্থনীতিক দিক দিয়ে জর্জরিত এইসমস্ত অনুন্নতদের অবস্থার দূর করে সাধারণের পর্যায়ে আনতে হবে। কিন্তু এই যে দুটো পরিকল্পনা হয়ে গেল তাতে দেখছি যে আমরা এ বিষয়ে এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছি। আর একটা কথা হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলায় তপশীলি সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলেমেয়েদের সমস্ত স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা দেবার নীতি গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সেটা আজ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। আমি বলছি যে মন্ত্রীদের এম. এল. এ.-দের বা এম. পি.দের ছেলেদের জন্য এই ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তপশীলিভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ যে দুঃখদারিদ্রের মধ্যে আছে তাদের বেলায় কি নীতি নিয়েছেন যে সেখানে poor and meritorious students দেখতে হবে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই poor। Poor meritorious হলে তাকে Scholarship দেওয়া এই বলে যে সর্ত চাপিয়ে রাখা হয়েছে। তার ফলে বেশীর ভাগের পক্ষে এই সুবিধা পাওয়া মুস্কিল।

শ্রীকান্ত মহাশয়ের রিপোর্ট আলোচনা করতে করতে আমি দেখছিলাম যে ১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি তাঁর পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে লিখেছিলেন যে, তপশীলী সম্প্রদায়ের জন্য তোমরা সকল স্তরের শিক্ষা বিনা বেতনে করতে পার কি না দেখ। তবে সেই ১৯৫৪ সালের রিপোর্টেই দেখলাম যে আসাম, পশ্চিম বাংলা এবং মধ্যপ্রদেশের রাজ্যসরকার ছাড়া অন্য সকলেই এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে মোটামুটিভাবে একে কার্যে পরিণত করেছে; আজকে অবশ্য মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে তাদের ভেতরে যারা দরিদ্র তাদের অনেক পরিমাণে দেওয়া হবে, কিন্তু এজিনিষ আগে ভেগ্ ছিল এবং ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত যদি এঁদের কার্যকলাপ দেখি তাহলে এই জিনিষের উপর বিশেষ একটা ভরসা করতে পারছি না। স্যার, অন্যান্য প্রদেশে যে জিনিষ করা সম্ভব হয়েছে সেটা এখানে কেন করা হবে না সেটাই আজ আমার প্রশ্ন। তারপর এই সাদা বইতে দেখলাম যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুবিধার ব্যাপারে তাদের উপর একটা সর্ত চাপিয়ে বলা হয়েছে যে যারা একবারের বেশী ফেইল করবে তারা পাবে না। কিন্তু স্যার, সংবিধানে এই বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, জনসংখ্যার এই দুটি অংশ আজ যখন বহুদিন ধরে সমাজের অবিচারের জন্য সমাজে অবহেলিত হয়ে রয়েছে তখন

সেই অবস্থা থেকে তাদের তুলে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই সেখানে যদি তাদের বিশেষ বিশেষ অসুবিধা এবং বিশেষ করে পড়াশুনার মধ্যে যে অসুবিধা রয়েছে সেগুলি বিবেচনা করা না হয় তাহলে তাদের উন্নতি করা সম্ভব হবে না। তারপর জনসাধারণের অন্যান্য অংশের সংগে—আমি য়্যাবসোলিউটলি বলছি না—তুলনামূলকভাবে বলা যায় যে, পড়াশুনার যে পরিবেশ তাদের মধ্যে রয়েছে সেই পরিবেশ এই অংশের মধ্যে এখনও সৃষ্টি হয়নি এবং তা ছাড়া বই থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদির দিক দিয়েও অনেক অসুবিধা তাদের ভোগ করতে হয়। শুধু তাই নয়, এখন পর্যন্ত সরকার তাদের জন্য যেটুকু করেছেন বা যে টাকা বরাদ্দ করেছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম এবং যা'ও আবার বরাদ্দ করেন তা কার্যে পরিণত করা হয় না। কাজেই এইভাবে যদি তাদের উপর সর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যে শুধু উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে তা নয়, এতে তাঁদের আসল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পওয়া যাবে। তারপর অস্পৃশ্যতা দক্ষিণ ভারতে যেভাবে রয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্টে দেখছি যে এখানে সেই সমস্যা নেই। কিন্তু একেবারে সেই সমস্যা নেই বলে যা ওঁরা দাবী করেন তাতে শ্রীকান্ত মহাশয়ের ১৯৫৮ সালের রিপোর্টে দেখছি তিনি বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আসাম সরকার এবং অন্য এক সরকার তাঁদের ওখানে অস্পৃশ্যতা নেই বলে যা বলছেন তা' টল ক্লেম ছাড়া আর কিছুই নয়—তবে হয়ত যে ফর্মে ছিল সেই ফর্মে নেই। কাজেই এই জিনিসগুলো দূর করবার চেষ্টা না করলে এই যে একটা বিরাট প্রচেষ্টা তা নষ্ট হয়ে এই জিনিস অন্য ফর্মে থেকে যাবে এবং সেটা যে আছেও সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। তারপর এই দপ্তরের সমালোচনা করতে গিয়ে আমি বিশেষভাবে বলতে চাই যে সমগ্র ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব নেওয়া উচিত। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে যা দেখতে পেয়েছি তাতে এটুকু বলতে পারি যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট রাখতে হয় তাই সরকার এটা রেখেছেন। শুধু তাই নয়, এই ডিপার্টমেণ্টের কাজকর্ম আবার নির্ভর করছে অন্য ডিপার্টমেণ্টের সদিচ্ছার উপর, অথচ এই ব্যাপারে সেই ডিপার্টমেণ্টের থিওরেটিকালি ছাড়া বিশেষ কোন মনোযোগ নেই। তারপর দার্জিলিং জেলায় যখন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট রি-কনষ্টিটিউয়েড করা হোল তখন আমাকে তার সদস্য করা হয়েছিল এবং আগষ্ট মাসে প্রস্তাব নেওয়া হোল যে সাব-ডিভিসনাল কমিটি করা দরকার। কিন্তু সেই সাব-ডিভিসনাল কমিটি করতে ৩।৪ মাস চলে গেল। যাহোক্, এখন আমার বক্তব্য হোল, আপনাদের এই যে দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে এটা না বদলালে কিছুই করা যাবে না। আদিবাসীদের কথায় বলতে পারি যে, আদিবাসীদের ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিরাট অবদান রয়েছে, কিন্তু গবেষণাগার যেসমস্ত রিসার্চ করেছে তাতেও দেখলাম যে সেখানেও সেই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব রয়েছে। কাজেই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী না বদলাতে পারলে কিছুই হবেনা এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[3-50—4 p.m.]

Shri Jagadananda Roy : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, তফসিলী জাতি এবং উপজাতিদের মত শিক্ষায়-দীক্ষায় পিছিয়ে আছে এমন জাতি খুব কম। এ কথা সত্য যে এই যুগে বর্ণবৈষম্য থাকা মোটেই উচিৎ নয়। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও এদের বিশেষ কিছু উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়নি। ১৯৭০ সালের বাজেটের যেভাবে পরিসমাপ্তি ঘটল তাতে আমি বলব যে এইরকম বাজেট ১৯৬০ সাল অবধি বছরের পর বছর তৈরি করলেও এদের উন্নতি কামনার দায়িত্ব এই দায়িত্বহীন সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। সরকার এদের উন্নতির জন্য যথেষ্ট টাকা খরচ করবেন বাজেটের মধ্যে দেখছি। বিগত দিনের উন্নতির হিসাব রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে কত টাকা খরচ হয়েছে তার হিসাব দিয়েছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে সেই টাকা দিয়ে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের অথবা ভারতবর্ষের কটা জাতির উন্নতি হয়েছে? স্যার, জলপাইগুড়ি জেলায় তফসিলী এবং উপজাতির সংখ্যা বেশী। ১৯৫১-সালের লোকসংখ্যার অনুপাতে ৯ লক্ষের উপর। তারমধ্যে ৬ লক্ষের উপর এই তফসিলী রাজবংশী সমাজ এবং ওরাং এবং মুণ্ডা আদিবাসী। এরা শিক্ষায়-দীক্ষায়, কৃষি কার্যে এত অনগ্রসর যে তা ধারণা করা যায় না। এরা অত্যন্ত গরীব মধ্যবিত্ত, নানা অভাবের তাড়নায় এদের জায়গা জমি বিক্রি করে ফেলতে হয়েছে। এরা ৬ মাসের কম সময় কাজ পায় বাকি সময় বেকার থাকে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বানার হাট অঞ্চলে উপজাতির সংখ্যা বেশী। সেখানে যে চা-বাগান রয়েছে অধিকাংশ চা-বাগানের লেবারদের মধ্যে আদিবাসীরা ছাটাই হচ্ছে। নতুন করে বিয়ে সাদি করার ফলে এদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে—এদের মধ্যে প্রায় ৫০ ভাগ বেকারে পরিণত হয়েছে। বানারহাট, চামুরচি, গয়েরকাটা অঞ্চলের লোকদের যদি কুটির শিল্পের মাধ্যমে কাজের সংস্থান করে দেওয়া যায় তাহলে এরা জীবিকানির্বাহের পথে স্বাবলম্বী হতে পারে। আমার কনস্‌টিটিউয়েন্সির শেষ সীমানায় ভুটানে চোলাই মদ তৈরি হয়, সেখান থেকে ওরা টিনে করে, ভাঁড়ে করে চোলাই মদ নিয়ে আসে এবং তা হাটে বাজারে বিক্রি করে। এতে নানারকম অসুবিধা হচ্ছে এবং সমাজ বিষাক্ত হচ্ছে। এ ছাড়া এরা প্রতিটি চা-বাগানে জুয়ার আড্ডা বসিয়েছে। হাটের দিন এক ফার্লং দূরে জঙ্গলের মধ্যে জুয়া খেলে এবং এতে মারামারি খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এইভাবে তারা জীবিকা নির্বাহের পথ বেছে নিয়েছে। আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আবেদন করছি এর কি কোনরকম প্রতিকার হয় না? শিক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান করা কঠিন। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় অধিকাংশ লোক এর সুযোগ নিতে পারে না। অবশ্য টাকা ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ধরা হয়েছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই কিন্তু এর কতটুকু সুযোগ সুবিধা তারা পাচ্ছে তার একটা হিসাব বা তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেননি। কলেজের ছাত্রদের স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় কিন্তু সেটা অধিকাংশ বছরের শেষে পায় এবং হোস্টেল গ্রাণ্ট থেকে আরম্ভ করে স্কুলের টিউসান ফি পর্যন্ত দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা বছরের শেষে দেওয়া হয়। টাকা যদি ওদের থাকত তাহলে ওরা নিজেরাই ব্যবস্থা করতে পারত। সরকার যখন সাহায্য দিচ্ছেন তখন সেই সাহায্য যদি ঠিক সময়মত তাদের কাছে না পৌঁছায় তাহলে বাধ্য হয়ে তাদের লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকতে হয়। এই ষ্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে মন্ত্রীমহাশয় যেন বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন, তারা যেন সময়মত টাকার সংব্যবহার করতে পারে। কৃষিকার্যের ব্যাপারে সরকার বলছেন সার, বীজ, জল ইত্যাদি নানারকম দেওয়ার সুযোগ সুবিধা রয়েছে। কিন্তু ফালাকাটা থানায় দেখেছি মাইনর ইরিগেশান, স্মল ইরিগেশানের কোন ব্যবস্থা নেই। তারপর কড়াইবাড়ী, দলগাঁবস্তি, লছমনডাবরী, শালকুমার, নরসিংপুর, ময়রাডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে জলের ইরিগেশানের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে রাস্তাঘাট নেই। এরা বর্ষাকালে যাতায়াত করতে পারে না।

কৃষিকার্যের ব্যাপারে নরসিংপুর বাঁধ থেকে আরম্ভ করে জয়চাঁদপুর, সরস্বতী, দোলনবাঁধ প্রভৃতি যে সব স্কীম তৈরী হয়েছে আজকে পর্যন্ত সেগুলি হয়নি। অনেক চেষ্টা করে মাত্র ২।৩টা গতবছর চালু হয়েছে। আগে যখন জমিদার জোতদার ছিল তখন তারা নিজেদের খরচে এই ব্যবস্থা করত। আজ জমিদার জোতদার উঠে যাওয়ার ফলে এই জিনিষগুলি কিছুই হচ্ছেনা এবং সরকারের উদাসীনতার জন্য তাদের জমিজায়গা খুব অনাবাদী অবস্থায় এসে গেছে। ফলাকাটা স্কুলের একটা হোষ্টেল আছে। সেখানে ৩০।৪০ জন ছেলে থাকে এবং তার মধ্যে আদিবাসী আছে, কিন্তু ২।৩ বছর ধরে এটা যেভাবে চলছে তাতে করে আবেদন নিবেদন করেও তারা কোন

সাহায্য পায়নি। তারা যদি কোন সাহায্য না পায় তাহলে এই থানার মধ্যে জটেশ্বর হাই স্কুল, পয়েলকাটা জুনিয়ার হাইস্কুল এবং ফলাকাটা হাইস্কুলে ছেলের সংখ্যা কমে যাবে এবং এমস্তে করে গ্রামের উন্নতি সম্ভব হবে না। আর, সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে গ্রামে গ্রামে কুটীরশিল্পের প্রবর্তন করা যা নিয়ে এই হাউসে বহুবার আলোচিত হয়েছে। আমরা মনে করি যে গ্রামে যারা লেখাপড়া জানেনা তাঁদেরও বাঁচবার অধিকার আছে। তাদের প্রতি কি সরকারের কোন কর্তব্য নেই এটাই আমার জিজ্ঞাস্য। তাই আমি অনুরোধ করবো কুটীরশিল্পের মাধ্যমে তাদের যেন বাঁচানো হয় এবং চা-বাগান এলাকায় টীলট্রাঙ্কের কারখানা, বেতের কারখানা এবং কাঠের কারখানা এইসব হতে পারে এবং অল্প পয়সা খরচে বহু লোক প্রোভাইড হতে পারে। সেদিক দিয়ে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর জমি এবং ভূমিনীতির অব্যবস্থার ফলে বহু আধিয়ার উচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং এইসমস্ত আধিয়ারদের অধিকাংশই রাজবংশী সমাজ এবং মুণ্ডা—এদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

Shri Panchanan Digpati: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মন্ত্রীমহাশয় তপশীলি সম্প্রদায় এবং তপশীলি উপজাতির কল্যাণের ব্যয়বরাদ্দ খাতে যে দাবী এনেছেন সেটার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি কয়েকটা কথা বলছি। আমাদের পশ্চিমবাংলায় তপশীলি সম্প্রদায় এবং তপশীলি উপজাতি যারা রয়েছে তারা সমাজের বহু নিম্নস্তরে পড়ে আছে এবং তাদের উঠিয়ে দেবার জন্য সরকার বাহাদুর আরো ১০ বছর সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু ১০ বছরের মধ্যে উঠিয়ে নেয়া সম্ভবপর হয়ত হতে পারে না। তা যদি দিতে হয় তাহলে সরকারকে সবদিক দিয়ে তাদের সাহায্য করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে আমি নিবেদন করছি বহুদিনের অবহেলিত এবং হেয় এই জাতি যে সমাজের নিম্নস্তরে পড়ে রয়েছে এদের এগুতে হলে, সমাজের উচ্চস্তরে পৌঁছাতে হলে এদের শিক্ষা, সমাজ এবং কর্তব্য সবদিক দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু কাজ এখনও বহু বিলম্ব রয়েছে। অশিক্ষার জন্য এরা বহুদিন থেকে লাঞ্ছিত হয়ে রয়েছে, অপরের সঙ্গে মিলতে পারছেনা তারা এখনও শিক্ষার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে পাচ্ছে না। যদিও এই ব্যয়বরাদ্দ সরকার কর্তৃক করা হয়েছে, আমার মনে হয় এভাবে ঠিকমত পালন করা হয় না। তাদের লেখাপড়ার জন্য যেসমস্ত টাকা বরাদ্দ হয়ে আসছে সেই টাকা প্রতিবৎসর যথাসময়ে বিতরিত হয় না। এইজন্য তারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

[4—4-10 p.m.]

আর এ সম্বন্ধে অধিকাংশ লোক যারা ভূমিহীন, ভূমি রাজস্ব বিভাগ থেকে যে ভূমি সংগ্রহ হচ্ছে, সেই জমি আমাদের দেশের বহু লোক টেম্পোরারীভাবে বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে, মন্ত্রীমহাশয়কে এই সমস্ত জমি তাদের কাছ থেকে নিয়ে এই ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অশিক্ষায় দেশ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, এই শিক্ষা যাতে প্রসারলাভ করে তারজন্য নিবেদন করবো তপশীলি সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করা দরকার। তারজন্য বাধ্যতামূলক আইনের যাতে প্রচলন হয়, সেজন্য মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সরকারী চাকরী ইত্যাদি ব্যাপারে ও অন্যান্য কাজের জন্য তপশীলিদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা করবার জন্য মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে নিবেদন করছি।

আর একটা কথা বলতে চাই আমাদের দেশে যেসমস্ত অনগ্রসর জাতি পড়ে রয়েছে তাদের মধ্যে যারা কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করেছে, তারা যাতে সরকারী কাজ পায় তাদের স্বার্থ যাতে সর্বক্ষেত্রে রক্ষিত হয়, তার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মধ্যে একজন তপশীলী সম্প্রদায়ের মেম্বার নিযুক্ত করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছি। পুলিশের মধ্যে তাদের লোক নেওয়া দরকার।

তারপর কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যাতে তারা ছোট ছোট ব্যবসায় করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আর যেখানে কুটীরশিল্প নাই, সেখানে যাতে এই কুটীরশিল্প গড়ে তুলতে পারে, এবং এইভাবে তারা সমাজ-জীবনে যাতে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে, তার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

অনেক তপশীলী পল্লীতে কোন স্কুল নাই। সেখানে যাতে অবিলম্বে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়—এবং তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

তারপর আমার যে Constituency খানাকুল হুগলী জেলায়, সেখানকার সম্বন্ধে একটু বলছি। তপশীলী সম্প্রদায়ের লোকের বাস সেখানে অনেক বেশী। সেই হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে যারা কর্তা, যেখানে তপশীলী ছাত্রদের জন্য হাইস্কুলের হেডমাষ্টাররা জানিয়েছেন, এমন কি হুগলীর D.I. গোপাল বসুকে তপশীলী ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড না পাবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না—আমাদের কেরাণী নাই, অত ঝামেলা আমরা বইতে পারবো না। তাঁর কথায় আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। তপশীলী ছাত্ররা যথাসময় যাতে তাদের প্রাপ্য ষ্টাইপেণ্ড পায়, তার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে নিবেদন জানাচ্ছি। গত বছর যে ষ্টাইপেণ্ডের জন্য ছাত্ররা দরখাস্ত করেছিল, তা অনেকে পায় নাই। এ সম্বন্ধে তল্লাস করলে মন্ত্রী মহাশয় অনেককিছু জানতে পারবেন। আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এ সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন— যাতে করে তপশীলী সম্প্রদায়ের ছেলেপুলেদের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Renupada Haldar: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অনুন্নত সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যে আলোচনা এখানে চলছে, এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই কথাই বলতে হয় যে তপশীলীদের শিক্ষার ব্যাপারে কলেজ বা এইরকম পর্যায়ে অর্থ সাহায্য করার কিছু ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের সাহায্য করবার কোন ব্যবস্থা নাই। তার ফলে আমরা দেখছি অধিক ক্ষেত্রে ছাত্ররা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হতে পারে না। তাই আমার মনে হয় যদি এই নীচুস্তর থেকে সাহায্য করার ব্যবস্থা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেই প্রচেষ্টার জন্য সরকারই দায়ী। তাঁরা বলবেন সেই দায়িত্ব কিছুটা পালন করা হবে। এ ছাড়া আমি দেখছি যে নিম্নস্তরে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছেলেরা স্কুলে পড়তে পারে না, বই কিনতে পারে না, বেতন দিতে পারে না। অর্থাভাবে অনেকে স্কুলে যেতে পারে না। এই সমস্ত অভাব-অভিযোগ যদি দূর করতে পারা না যায়, তাহলে শিক্ষার ব্যাপারে তাদের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করতে আপনারা সক্ষম হবেন না। আমার ধারণা বেশীর ভাগ ছেলে এই তপশীলী সম্প্রদায়ের, যারা স্কুলে আসতে পারে না এই অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে।

তাদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে তার ফলে ছোটবেলা থেকে তাদের অন্যান্য সাংসারিক কাজে বা অন্যের বাড়ীতে থেকে তাকে বাঁচতে হয়; এই অবস্থা চলছে। যদি এদের অর্থনৈতিক অবস্থার মানোন্নয়ন করতে না পারা যায়, তাদের হাতে জমি দেওয়া প্রভৃতি যে সমস্ত কথা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলে গেলেন, সেই সম্পর্কে যদি ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে শুধু শিক্ষার কথা বলে

কিছু অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করলে কিছুই হবে না। শিক্ষার মানেরও কোন উন্নতি হবে না। অনুন্নত সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ ছেলে স্কুলে যায় না। এই কারণের জন্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তারা লেখাপড়া শিখতে চায় না এবং সে ইচ্ছাও অনেকের থাকে না। ফলে যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তাও তারা গ্রহণ করতে পারে না। এই দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। যথা সময়ে stipendএর টাকা তাদের কাছে পৌঁছায় না—একথা অনেকে বলেছেন।

তারপর আর একটী কথা বলতে চাই—তাদের ঘরবাড়ী প্রভৃতি করবার জন্য তাদের যে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেটা এত কম যে একটী করে জেলার মধ্যে হয়ত তিন-চারটা থানা মিলে ২০টী ঘর তৈরী করবার ব্যবস্থা করার আগে—আমাদের যে District Scheduled Castes Welfare কমিটী আছে, সেখানে যখন মিটিং হয়, তখন সেখানে গিয়ে দেখি—এত চেষ্টা করা হচ্ছে—এই রকম সব বড় বড় কথা বলা হয়। আর কাজের বেলায় কিছু করা হয় না এটা অত্যন্ত নমিস্যাল ব্যাপার। ৮০টী বাড়ী এক বছরে করা হবে ৪টী থানায়। আর বাকী থানায় কিছু করা হবে না। এছাড়া এই ব্যবস্থায় যে টাকা দেওয়া হবে সেই সাতশো টাকার মত একটী বাড়ীর জন্য খরচ করা হবে। যদি তারা লোক্যালী কিছু দিতে পারে, আড়াইশো টাকার মত—তাহলে সেটা কিছু নিজস্ব হতে পারে। এই রকমের নীতি সরকারের পরিবর্তন করা দরকার। যাদের আড়াইশো টাকা দেবার মত ক্ষমতা আছে, তারা নিজেরাও বাড়ী করে নিতে পারে। এই যে টাকা দেওয়ার সরকারী নীতি, সরকারের তরফ থেকে পুরোপুরী তাদের সাহায্য করা দরকার।

এছাড়া সরকারের তরফ থেকে যে জনস্বার্থে টিউবওয়েল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটা ঠিক নয়। আমরা দেখছি যে থানায় Scheduled Caste ও Scheduled Tribe ৬০।৬৫ হাজার আছে, সেখানে দু-তিনটার বেশী টিউবওয়েল দেওয়া হয় না বছরে। এতে কতখানি তাদের তাদের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর দেওয়া হচ্ছে, বা কতখানি তাদের ভালকরবার জন্য সরকারের চেষ্টা আছে—এ থেকে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। সরকার যদি মনে করেন অবস্থার উন্নতি করা দরকার, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের ব্যাপারে সমস্ত দিকটায় নজর যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে দিলে হবে না। দীর্ঘ দশ বছর চলে গেছে, সংবিধানে আবার দশ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যতই বাড়ান হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবেন যে টার্গেট ঠিক করা হয়েছে, তাতে পৌঁছতে পারেননি। আমার মনে হয়, এই যে অবস্থা—এই না করে কিভাবে তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে—উন্নতির দিকে যেতে পারে, সেদিকে সরকারকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কতকগুলি অংকের ফিগার আমাদের সামনে তুলে ধরে দেখালেই হবে না। আমরা তাদের জন্য কত কি করছি, আমরা তার হিসেব করে দেখেছি—যে জনসংখ্যা আছে এবং তার জন্য যে অর্থ বছরে ব্যয় করা হয়—অন্যান্য খরচ বাদে বছরে প্রতি পাঁচজনের জন্য এক টাকা করে খরচ করা হয়। এতে কি করে বলা যায় তাদের জন্য খুব ভাল কাজ করা হচ্ছে? এই টাকা দিয়ে কি কোনদিন ভাল তাদের হতে পারে? পাঁচজনের জন্য বাৎসরিক এক টাকা করে খরচ করলে কতখানি উন্নতি হতে পারে—এটা আমি নিজে বুঝতে পারছি না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি চেষ্টা এদের জন্য করছেন—এর দ্বারাই তা বোঝা যাচ্ছে। তাই আমি বলছি যে ব্যবস্থা আপনি করছেন, যে চেষ্টা নিয়েছেন, তা আরো ভাল করে নিন্—যাতে আরো উন্নতির পথে তারা এগিয়ে যেতে পারে এবং তাদের জীবনধারণের মানোন্নয়ন হতে পারে, সেদিকে সরকার চেষ্টা করুন।

[4-10—4-20 p.m.]

Shri Jamadar Majhi: স্পীকার মহাশয়, আমাদের সরকার যা কিছু করছেন তাতে দেশের কি হচ্ছে না হচ্ছে এ সম্বন্ধে দেশের লোক সকলে বুঝে না। বিশেষতঃ অনুন্নত সম্প্রদায়ের

লোক যারা তাদের কথাই ধরুন। তাঁরা শিক্ষার সুযোগ ঠিকমত পাচ্ছে না, ঋণ ঠিকমত পাচ্ছে না, ভাগের জমিও তাদের ঠিকমত মিলছে না। এ রকম করে অনুসন্ধান করে দেখলে দেখা যাবে আদিবাসী যারা আছে তাদের ছেলেপুলের লেখাপড়া হয় না, কোথাও তারা খেতে পায় না, কোথাও ভাগের জমি পায় না। সুতরাং নানারকম ঝঞ্ঝাট দেশের গরীব অনুন্নত মানুষদের ভোগ করতে হয়। ভাগের জমি তাদের ঠিকমত না মেলায় খুব অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এরা বড় গরীব, মজুরী যা পায় তাতে কুলায় না, জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে কিন্তু মজুরী সে-পরিমাণে বাড়েনি। পানীয় জলের ব্যবস্থা বহু স্থানে নাই। এই পাণীয় জল দেবার ব্যবস্থা সরকার করবেন এটা আশা করি এবং যে দুরবস্থার কথা বললাম তারও যাতে পরিবর্তন হয়, তাদের উন্নতি হয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

Shrimati Tusar Tudu : মিঃ স্পীকার স্যার, এই আদিবাসী উন্নয়নখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার সমর্থনে বলতে উঠে তার কয়েকটি বিষয় আলোচনার জন্য রাখতে চাই এবং মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকে যেসমস্ত আলোচনা এখানে হচ্ছে, আমরা দেখছি প্রাথমিকভাবে সেই সমস্ত আলোচনার দৃষ্টিভংগী এবং চিন্তাধারা সবই প্রায় এক। এই আদিবাসী-দের উন্নয়নের জন্য যেভাবে ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে আমি ঠিক সেইভাবে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই, সেটা হল—শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করতেন সেটা বেড়েছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু সংগে সংগে আমাদের নীতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ এই শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা যদিও সরকার দিতে পাবেন তবুও যেমন আগেও বলেছিলাম আজও বলছি যে যতদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নতি এই জাতীয় না হয় ততদিন পর্যন্ত যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা উন্নত সম্প্রদায়ের সামনে আসবে সেগুলি গ্রহণ করার মত অবস্থা তাদের হবে না। যে সমস্ত stipend আমাদের সরকার দিয়ে থাকেন সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এত দেরী করে কলেজগুলিতে দেন যার ফলে এই দরিদ্র অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষে সেই সুযোগগুলি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কাজেই এবিষয়ে আমাদের আরও চিন্তা করতে হবে যাতে আরও বেশী পরিমাণে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তা তুলে ধরতে পারি। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার খাতে অগ্রসর হয় এবং এবং উচ্চশিক্ষাও হয়, সেজন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন আছে যাতে কলেজী শিক্ষা পেয়ে আদিবাসী সম্প্রদায় হতে ডাক্তার, Engineer এবং বিভিন্ন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী আরও বেশী হতে পারে। মন্ত্রী মহাশয় বোর্ডের কথা উল্লেখ করেছেন, আশা করি School-collegeএ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে সেটা এখন কার্যকরী হবে যাতে আগামী ৫ বছরের মধ্যে আমরা উপযুক্ত পরিমাণে ডাক্তার, Engineer এবং বড় বড় পদে ও উচ্চ পদের কর্মচারী এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে পাব।

এই শিক্ষা প্রসংগে বলতে গিয়ে যেমন আমি বলেছি, স্পীকার মহোদয়, এদের আর্থিক উন্নয়ন যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সুযোগ আমরা তাদের দিতে পারি না। এই আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে, অনুন্নত সম্প্রদায়, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী। তাদের যে শ্রমশক্তি, তাদের যে কাজ তার মধ্যে তারা কৃষিই বেশীর ভাগ জানে। আর সেইজন্য আমরা যদি তাদের জমি দিতে পারি, জমির মাধ্যমে তাদের কাজ দিতে পারি তাহলে সব থেকে বেশী লাভবান হতে পারবে। তার কারণ আদিবাসীদের মধ্যে শুধু পুরুষরাই যে কৃষিকাজ জানে তা নয়, আদিবাসী মহিলারাও এই কাজে অভ্যস্ত ও পারদর্শী। Mr. Speaker, Sir, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এইজন্য আদিবাসী স্ত্রী ও পুরুষ কৃষির সময়, বিশেষভাবে মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলা থেকে দল বেঁধে বর্ধমান এবং অন্যান্য অঞ্চলে যায় কৃষি কাজের জন্য। এই সংগে আমি বিশেষভাবে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের দেশে জমির যে

অবস্থা তাতে আমাদের এত অপর্যাপ্ত জমি নেই যা আমরা ভূমিহীন কৃষকদের যে পরিমাণ দরকার তা দিতে পারি। কিন্তু এখানে একটা বিশেষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হচ্ছে, ভূদান আন্দোলন এটা আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। এই আন্দোলনের ফলে যেসমস্ত জায়গা জমি দেওয়া হচ্ছে তার বেশীর ভাগই অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আইন সংস্কার করা হয়নি বলে এর attestation যখন হয় তখন আবার যে জমি দান করেছে তার নামেই attestation হয়। সেইজন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করবো আইন সংস্কার করে যে জমি তাদের দান করা হয় সেই জমির মালিকানা যাতে তারা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ আদিবাসী সম্প্রদায় এই মালিকানা না পেলে চাষে ঠিকমত মনোযোগ দিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আমি আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে কিছু কিছু কাজের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করতে চাই। এই বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ তার মধ্যে দেখছি এই আদিবাসী মহিলাদের জন্য midwifery training ইত্যাদি এই রকম কাজের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা আছে। Mr. Speaker, Sir, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই শ্রমশক্তি আছে। এই শ্রমশক্তিকে বিভিন্নমুখী করে তোলা এখন আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শুধু যে ভূমির কাজেই তাদের লাগাতে হবে তা নয় বিভিন্ন শিল্পে, ছোট ছোট শিল্পে তাদের নিয়োগ করতে হবে। আমরা জানি আদিবাসীরা বড় বড় শিল্পে হয়ত ভাল নাও হতে পারে কিন্তু তাদের আর্থিক উন্নতির জন্য তাঁত শিল্প, বেত, বাঁশ শিল্প ইত্যাদিতেও তারা কাজ করতে পারে এবং তার ব্যবস্থা করলে তারা প্রচুর লাভ করতে পারবে। এবং এর জন্য সরকারকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। এর সংগে সংগে যে ধর্মগোলা আছে সেই ধর্মগোলা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। এই ধর্মগোলার সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় এবং ঐ ধর্মগোলার মাধ্যমে যে ধান ও ঋণ দেবার ব্যবস্থা আছে তার সংগে সংগে আদিবাসী মহিলাদের ঢেকী scheme বা ঐ ধরণের schemeর মাধ্যমে যাতে তাদের কাজ দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা আজকের দিনে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ আজকের দিনে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন দিকে আদিবাসীর শ্রমশক্তি প্রয়োগ করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আদিবাসীর উন্নতি করতে পারবো না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশে যেসমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আগের বারেও বলেছিলাম, এবারও বলতে চাই, কারিগরী শিক্ষা আরো বেশী পরিমাণে করতে হবে যাতে তাদের ছেলেমেয়েরা কাজ শিখতে উৎসাহিত হয়।

[4-20—4-30 p.m.]

আদিবাসীরা ব্যবসায়ে পটু নয়, আমরা একথা অস্বীকার করতে পারি না। তাদের কিছু মুরগী, ছাগল, গরু ইত্যাদি দিয়ে অর্থ নৈতিক মানোন্নয়নের চেষ্টা করার চেয়ে যদি উপযুক্ত training দেওয়া যাতে করে তারা ব্যবসা করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে তাহলে আমার মনে হয় অনেক ভাল হবে। তাদের আর্থিক মানোন্নয়নের জন্য যেসমস্ত suggestion দেওয়া হয়েছে তা কার্যকরী করতে গেলে উপযুক্ত কর্মীর দরকার নিশ্চয়ই। এসব কর্মীরা আদিবাসীদের মধ্যে গিয়ে কাজ করবে। Second Five Year Planএ Social Welfare Training Instituteএর উল্লেখ রয়েছে—১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে এই institute কার্যকরী হবার কথা ছিল। আমরা আশা করি এই institute থেকে যেসমস্ত কর্মী তৈরী হবেন তাঁরা সরকারের যেসমস্ত পরিকল্পনা আছে তা রূপায়িত করতে সাহায্য করবেন। এইসব পরিকল্পনা যাতে তাড়াতাড়ি রূপায়িত হয় তার জন্য চেষ্টা করতে আমি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর, স্বাস্থ্যবিভাগ সম্পর্কে অনেক কথা বলার ছিল, সময়াভাবে সব কথা বলা

সম্ভব নয়—আদিবাসীদের মধ্যে T.B. রোগ অত্যন্ত বেশী দেখা দিয়েছে। এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, জেলা health centreগুলিতে যেন এমন পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হয় যাতে করে তারা বিনামূল্যে ও সহজভাবে চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারে—বিশেষ করে, বিনামূল্যে ex-Ray ব্যবস্থা করা দরকার। এইসমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলে তাদের মধ্যে T.B. রোগের প্রসার সংযত করতে পারা যাবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে বড় বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে পারলে তাদের অনেক সুবিধা হয়। তারা অশিক্ষিত, তাদের এই শিক্ষা নাই যে, টি.বি. রোগাক্রান্তকে অন্যান্যদের কাছ থেকে পৃথকভাবে থাকতে হয়। যদি জেলার হাসপাতালগুলিতে সিটের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া যায় এবং একজন patientকে কিছুদিনের জন্য রাখতে পারা যায় তাহলে আমার মনে হয় তাদের অনেক সাহায্য করা হবে। যে জাতি বহুকাল ধরে বঞ্চিত থেকেছে তাদের উন্নতি করা কঠিন সন্দেহ নাই, শুধু অর্থ বরাদ্দ করলেই হবে না, অর্থ বরাদ্দ করার সংগে সংগে আজকে প্রয়োজন রয়েছে তাদের মনে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ যোগান। এতদিন তারা সমাজের কাছে অবহেলা পেয়ে এসেছে, তারা আজকে হঠাৎ হয়তো মানুষকে বিশ্বাস করে উঠতে পারবে না। সেজন্য আজকের দিনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আন্তরিকতার ও দরদের। এর মধ্যে কোন রাজনীতি নাই। সেজন্য আমি, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যের নিকট অনুরোধ জানাব, এদের উন্নয়নের জন্য সকলে আন্তরিকতার সংগে এগিয়ে আসুন, তাহলে সংবিধানের নির্দেশানুসারে আমরা নিশ্চয়ই তাদের মংগলবিধান করতে পারব।

Shri Turku Hansda: মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতা খুব মনোযোগসহকারে শুনলাম। তিনি বললেন যে, অনেক টাকা আদিবাসী বা অনুন্নত সম্প্রদায় ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য বাজেটে অনেক টাকা বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু আমি বলি যে শুধু টাকা খরচ করলেই তাদের উন্নতি করা যাবে না। তাদের জন্য আপনারা কিছু কিছু স্কুল করেছেন তাতে টিচারও আছে কিন্তু যাদের পেটে খাবার নেই, তারা স্কুলে যাবে কেমন করে? তাদের পরণে কাপড় নেই, বসবাসের জায়গা নেই, তারা স্কুলে যাবে কেমন করে? না খেয়ে তো স্কুলে যেতে পারে না। আমি তাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াই, আমি দেখেছি তাদের দুঃখ-দুর্দশা, আমি দেখেছি তারা বছরের মধ্যে ২ মাস চাষবাস করে আর সমস্ত সময় বেকার থাকে। যাদের জমি আছে তারাও উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। তাদের যদি কিছু উন্নতি করতে হয় তাহলে তাদের জমি দিতে হবে এবং জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া আপনারা যতই বক্তৃতা করুন কিছুই কাজ হবে না। Test রিলিফেও আপনারা দুই মাসের বেশী কাজ দেন না এবং তাতে মোটে ৫০০।৬০০ লোক কাজ পায়, তাদের মজুরী না দিয়ে গম দেওয়া হয়। সুতরাং আপনারা আদিবাসী ও তপশীলদের জন্য অনেক কিছু করেছেন তা মোটেই সত্য নয়। সেজন্য বলছি তাদের আগে জমি দিন, কাপড় দিন, খাবারের ব্যবস্থা করুন, জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করুন তারপরে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করবেন। আমি যখন আদিবাসীদের জিজ্ঞাসা করি যে তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাও না কেন তার উত্তরে তারা বলে—ওদের খেতে দিতে পারি না, পরণে কাপড় নেই, থাকার জায়গা নেই স্কুলে পাঠাব কেমন করে? এই হচ্ছে আসল অবস্থা। সেইজন্য বলছি—আপনারা এইসব ব্যবস্থা করুন তা নাহলে কিছুই হবে না। কতকগুলি টাকা খরচ করলেই তাদের উন্নতি হবে না।

[4-30—4-40 p.m.]

এই হাউসে বাজেট সিটিং-এর সময়ে জঙ্গলে যারা শিকার করে তাদের একটা স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। আমাদের বীরভূম জেলার লোক বিধানবাবুর কাছে গিয়েছিল এবং আমরা বলেছিলাম আমাদের বিশেষ দাবী কিছু নেই তবে আমরা চাই আপনি উচ্ছেদ বন্ধ করুন। টেষ্ট রিলিফের

কিছু কাজ যেখানে আদিবাসীরা আছে সেখানে করতে হবে। সেখানে যদি পুকুর কূয়া করান হয় তাহলে তাদের উপকার হয়। মহম্মদবাজারে কটা পুকুর কাটা হয়েছে? এই ব্যাপারে আমি একটা স্মারকলিপি দিয়েছিলাম—খবরের কাগজেও সেটা দেখলাম। এখানে একটা গাড়ী করেছে দূর থেকে শহরে ধান বওয়ার জন্য। এখানকার লোকের যা অবস্থা তাতে তাদের ছেলেরা স্কুলে পড়তে যাবে না মুরগী চরাবে। এই কটা কথা বলে আমি শেষ করছি।

Shrimati Labanya Prova Ghosh : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আদিবাসী হরিজনদের নামে যে বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন চলেছে—সেই বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে আজ তাদের বিশেষ ক্ষতিসাধনের ব্যবস্থাও চলেছে। তাদের প্রতি সহায়তাসমূহকে বহু ক্ষেত্রেই কংগ্রেস সরকারের রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধির উপায় রূপেই ব্যবহার করা হচ্ছে। যোগ্যতার এখানে প্রশ্ন নেই যে উদ্দেশ্যে এই সহায়তা—সেই উদ্দেশ্য এখানে সাধিত হচ্ছে কিনা দেখবারও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন এখানে দেখবার যে তারা কংগ্রেসগোষ্ঠীর সহায়কমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত কিনা। সেইজন্য সরকারী এই সহায়তা-সমূহকে কার্যকরী বিধি বিধানের সুগঠনে আদৌ তৈরী করে তোলা হয়নি। অনুগৃহীতদের প্রতি অজস্র পয়সা ছড়িয়ে তাদের হাতেরমুঠায় রাখবার উদ্দেশ্যই সহায়তার কার্যধারা পরিচালিত হচ্ছে। যাদের কল্যাণের নামে এসব করা হচ্ছে তাদের প্রভূত অকল্যাণই সাধিত হচ্ছে। এর অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছাত্রদের শিক্ষার সহায়তার বৃত্তিদান। যেভাবে যোগ্য ছাত্র নির্বাচন করলে—এবং যেভাবের সুষ্ঠু ব্যবস্থায় শিক্ষা, আহার ও থাকার আশ্রয় ব্যবস্থা করলে এই সহায়তা সার্থক হোত তা না করে ছাত্রদের হাতে অজস্র টাকা ছড়িয়ে তাদের যেভাবে মাটি করা হচ্ছে তার পরিণাম ভাবতে গেলে শঙ্কিত হতে হয়। এ বিষয়ে আমাদের জেলার বিস্ময়কর তথ্য আপনাদের সামনে ধরতে পারি। বছরের পর বছর দেখা যাচ্ছে আদিবাসী, হরিজন, এবং অনুন্নত বলে অভিহীত সমাজের অধিকাং ছাত্রেরাই বৃত্তি পাওয়ার পর থেকেই অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসী এবং পড়াশুনোয় মারাত্মকভা অমনোযোগী হয়ে পড়ছে।

তাদের পরীক্ষার ফলাফল সূচিত করছে তাদের শোচনীয় ভবিষ্যৎ এবং এই ব্যবস্থাধারা ব্যর্থতা। এই অবস্থার জন্য সহায়তার ব্যবস্থাধারা যেমন দায়ী, তেমনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অযোগ পাত্রদের ধরে ধরে সহায়তা দেওয়ার কর্মধারাও অনেকাংশে দায়ী। ছাত্রবৃত্তির জন্য যারা প্রা তাদের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে অভিমত জানাবার দায়িত্ব আইনসভার সদস্যদের উপর ন্যস্ত হয়েছে—কিন্তু ছাত্রবৃত্তি কতজনকে দেওয়া হবে, আবেদনকারীদের ভেতর কাদের নেওয়া সমিচীন হা ছাত্রদের সহায়তার ধারা কিভাবে পরিচালিত হবে—এসবের বিষয়ে অংশগ্রহণের জন্য আইনসভা সদস্যদের প্রতি কোনো দায়িত্বের আহ্বান নেই। প্রায় গৃহহীন ভূমিহীন আদিবাসীদের উপযুক্ত বসবাসের ও জীবিকা ব্যবস্থার নামে কিছু কিছু পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কিন্তু তা যেমন অসম্পূর্ণ বিকৃত এবং অকিঞ্চিৎকর, তেমনি তা পরিকল্পনাবিহীন। তাদের জন্য কলোনীর নামে এক অদ্ভু ব্যাপার তৈরী করা হচ্ছে। অভিনব ইঞ্জিনীয়ারীং-এর ফলে তাদের জন্য নির্মিত বাসস্থান অচিরে তাদের মাথার ওপর বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিচ্ছে। অতি দরিদ্র, প্রায় গৃহহীনদের জন্য ঘরে বরান্দের ওপরই নির্মম এবং অবাধ সিঁদ চলেছে। অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে তাদের তাড়িয়ে এনে তাদের চোখের সামনে আশার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলে তথাকথিত কলোনী-নামধেয় পথে তাদের বসি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই দ্বারা তাদের আরো ক্ষতিই করা হচ্ছে। ভরসাবিহীন পরমুখাপেক্ষিতা দ্বারা তাদের আরো বিপন্ন এবং বিভ্রান্তই করা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত আছে—পরিকল্পনার আতিশয্যে এক আদিবাসীর কল্যাণের নামে আর একদল আদিবাসীর আশা ও অধিকারের ভূমিতে কলোনীর ভি ও জুলুমরচনার প্রচেষ্টা হয়েছে, বিপন্ন আদিবাসীদের অভিযোগের উত্তরে সহানুভূতি ও সুবিচ আসেনি—ধমকই এসেছে, উপদ্রবই এসেছে। অর্থনৈতিক জীবনে অনগ্রসর আমাদের জেলা

পার্বত্য অঞ্চলে জঙ্গলময় অঞ্চলে দরিদ্র আদিবাসী হরিজনেরা জঙ্গলের ক্ষতি না করেও জঙ্গলের লতা-পাতা, শুকনো ডালপালা দাঁতন প্রভৃতি দিয়ে জঙ্গলের ফল দিয়ে জীবিকার বহুলাংশ উদ্যাপন্ন করত। জঙ্গলের কর্তৃত্বের ওপর বহিরাগতের দল এসে জঙ্গলের এই মানুষদেরই তাদের চিরকালের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তারজন্য তাদের ওপর বহু অমানুষিক অত্যাচারও করেছে। তাদের কল্যাণের কথা সংবিধানে আছে, সরকারী কাগজে আছে কিন্তু তাদের জীবনে আমাদের সমাজ-জীবনে তাদের সুযোগ-সুবিধার বা অগ্রগতির সত্যিই কোনো ব্যবস্থা হয়নি। যা হয়েছে তা কংগ্রেসের দূষিত রাজনীতি আর তাদের মধ্যে বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার।

Shri Jadu Nath Murmu : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আদিবাসীদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যে আদিবাসীরা এককালে জমির মালিক ছিল আজ সেইসব আদিবাসী চাষী ও ক্ষেতমজুরদের হাতে একটুও জমি নেই এবং তার মূল কারণ হচ্ছে তাদের শিক্ষার অভাব। অবশ্য আজকাল তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় স্কুল করা হচ্ছে এবং সেইজন্য প্রচুর টাকাও খরচ করা হচ্ছে, কিন্তু আসল সমস্যা হোল তাদের যেসব অসুবিধাগুলো রয়েছে সেদিকে নজর রেখে এইসব কাজ করা হচ্ছে না। স্যার, আদিবাসী ছেলেমেয়েরা যারা স্কুলে পড়াশুনা করে তারা বছরের মধ্যে কমপক্ষে ৬ মাস স্কুলে অনুপস্থিত থাকে, কারণ তাদের বাড়ীর লোকেরা যখন বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে কাজ করতে যায় তখন তারা তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং আবার যখন কাজ করে ফিরে আসে তখন আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসে এবং তারপর তারা স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যতদিন তারা তাদের বাড়ীর লোকদের সঙ্গে বাইরে থাকে ততদিন তাদের পড়াশুনা হয় না এবং সেই হিসেবে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে আমি যে খবরাখবর পেয়েছি তাতে অনেক হেড মাষ্টারমহাশয়রা আমাকে বলেছেন যে, এরা স্কুলে এভার অ্যাবসেন্ট থাকে বলে এদের লেখাপড়ার উন্নতি হচ্ছে না।

[4-40—4-50 p.m.]

আমাদের এখানে যে সমস্ত ভাল ছেলে কলেজে পড়াশুনা করছে তাদের মধ্যে অনেকে রেগুলার টাকা না পাওয়ার ফলে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি করতে বাধ্য হচ্ছে। আজকাল ছেলেদের ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রীমহাশয় খুব কম নজর দেন বলে মনে হয়। আমি অন্যান্য মন্ত্রীদের সাহায্য নিয়ে ৬।৭টা ছেলেকে ভর্তি করেছি। কিন্তু আমাদের দপ্তরের যিনি মন্ত্রী আছেন তিনি সেদিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করেন নি। আজকে বিভিন্ন জায়গায় কূপের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই কূপের সংখ্যা অতি কম। এইরকমভাবে ধীরে ধীরে যদি কাজ চলতে থাকে তাহলে ১শো বছরও যদি রিজার্ভ থাকে তবুও কাজ হবে কিনা সন্দেহ। আজকে বিভিন্ন জায়গায় ধর্মগোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সত্যই ধর্মগোলার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। কিন্তু গ্রামের প্রয়োজনের তুলনায় এত অল্প যে এতে আমাদের অভাব মেটে না। আমাদের বিভিন্ন জায়গায় জলের অভাব এত বেশী যে মেয়েছেলেদের ২।৩ মাইল দূর থেকে মাথায় কলসী নিয়ে জল আনতে হয়। টি. বি. রোগে দেশ মরে যাচ্ছে। শুধু টি. বি. নয়, টি. বি. থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মারাত্মক ব্যাধিতে এই জাতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে এদের ঘরবাড়ীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু তা এত কম যে এই জাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। চাকরির দিকেও ঠিক সেইরকমভাবে হয়ে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট হয়েছে কিন্তু তা খুব নগণ্য। সেখানে এমন সব জায়গা রয়েছে যে ৬।৮ মাস বাদে সেখানে যাতায়াত কোনরকম সম্ভবপর হয় না। সেজন্যে আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রীমহাশয়কে জানাতে চাই যে পল্লীঅঞ্চল যেভাবে অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে সেদিকে তিনি যেন মনোযোগ দেন। চাকরীর ক্ষেত্রে এখনও অনেক ছেলে ঠিকমত চাকরী পাচ্ছে না। নাম রেজিষ্ট্রি করে রেখেছে, চিঠি যায়, আমাদের পাড়াগাঁয়ে যেসমস্ত পোষ্ট অফিস রয়েছে সেখান

থেকে সপ্তাহে একদিন চিঠি বিলি করা হয়, সেই চিঠি পেয়ে যখন সে যায় তখন বলা হয়—আর ভেকেন্সি নাই। কাজেই এই জাতিকে তুলতে গেলে স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই, রিফিউজীদের সমপর্যায়ে রেখে এদের শিক্ষার যেন ব্যবস্থা করা হয়।

Shri Mangru Bhagat : माननीय स्पीकर महोदय, आदि वासियों के संबंधमें आज इस हाउसमें बड़ी चर्चाएँ हो रही हैं। मैं भी आपके सामने आदि वासीके संसंधमें कुछ बोलना चाहता हूँ। पहली बात यह हैं कि आदि वासी भूमिहीन है, उनको पास जमान नहीं है, जिसके कारण से ये लोग खेती नहीं कर पाते हैं। आज पाँच वर्षो से इसी हाउसके अन्दर सुनता आ रहा हूँ कि आदि वासीयों के लिए बहुत कुछ किया गया है। आदि वासीयों के कल्याण के लिए बहुत अधिक रुपया खर्च किया गया है। लेकिन मैं कहूँगा कि उनकी भलाई के लिए कांग्रेसी सरकारने अभीतक कुछभी नहीं किया है। जमीनके बारे में क्या कहूँ ? जमीन तो किसी को मिली ही नहीं। यदि मिली भी होगी तो कलकत्ते आस-पासके जिलामें मिली होगी। मैं तो खासकर जानता हूँ कि दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले आदिवासीयों को जमीन देने का कोई बन्दोवस्त नहीं किया गया। जो जमीन जमीनमें लोग अपने कब्जेमें कर लिए हैं, अभी तक उसपर इन लोगों का अधिकार ही नहीं लिखा गया है। ये सब जमीने जो आदिवासी लिए हैं, वे सब आन्दोलन करके वेनामी जमिनको लिए है।

शिक्षाके बारे में क्या कहूँ। अभी तक इनके लिए स्कुल तक की भी व्यवस्था नहीं कीं जाती है। सरकार कहती है कि इनके पढ़ने-लिखने की व्यवस्था की गई हैं किन्तु देखा जाता है कि उत्तर बंगालके कई ऐसे जगह हैं—जिनका नाम मैं एक-एक करके गिना सकता हूँ, कोई व्यवस्था नई हैं। बाताबाड़ी १ नम्बर युनियन है। स्कुलके लिए वहाँ पर आन्दोलन हुआ था। गए वर्ष वहाँ पर एक स्कुल हुआ। जानते हैं स्कुल कहाँ पर हुआ हैं ? जहाँ पर आदिवासी तीन साल से चेष्टा करते आये थे और जहाँ पर छाल-छाली ५, ६ सौ की तादाद में थे, वहाँ प्रर वही किया गया। वहाँ से हर महा बाड़ी बाजार में उस स्कुल को उठाकर ले आये। यही तो सरकार की नीति है आदिवासीयों के प्रति।

शुल्का पाढ़ा नामक एक जगह है। वहाँ पर मुस्लिमों की भी सेख्य है। तीन वर्ष से वहाँ जो गरीव मुस्लिम हैं स्कुल के लिए चेष्टा करते थे। मुस्लिम और आदिवासी मिलकर स्कुल वनाए। और उस स्कुल की मंजूरी के लिए बोर्ड में दरखास्त भी दिए। किन्तु उस स्कुल की मंजूरी के लिए कुछ भी बन्दोवस्त नहीं किया गया। वहाँ मास्टर के लिए बतो चेयर थी और टेवुल है। परिणाम यह हुआ कि स्कुल टट गया।

किलाबाड़ी दो नम्बर युनियन में आदिवासी चार वर्ष की आगे अपने से खर काटकर घर बनाए। स्कुल चालु किए। वहाँ पर ६०, ७० मुण्डा, खरिया, टोटा और आदिवासी के लड़के मिलकर पढ़ते थे। उसकी मंजूरी के लिए बहुतबार दरखास्त किया गया कि मंजूरी मिल जाय, घर बन जाय ताकि आदिवासी के बच्चों को शिक्षा किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। लड़के जमीनपर बैठकर पढ़ते हैं। मास्टर के लिए टेबुल चेयर भी नहीं है। घर भी नहीं है जहाँ लड़के बैठकर पढ़े। यही तो सरकार आदिवासीयों को शिक्षित करने के लिए काम करती है।

सन् १९५४ सालमें जलपाईगुड़ी जिलामें बाढ़ आयी थी। चाय बगान जब जलमें डूब गए थे। यहाँ से चावल लेकर वहाँ पर सरकार गई। किन्तु वहाँ की कमसे कम देर सौ आदिवासी भूखों रह गए। आदिवासीयों का घर नष्ट हो गए। ये सभी शुल्का पाढ़ा बाजारमें जाकर बैठ गए। शुल्का पाढ़ाका तहसीलदार कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। आखिर वे कहाँ जाय? आदिवासी वहीं पर बाहारमें बैठे हैं। अभी तक उनको घर बनाने के लिए कुछ भी मदद नहीं दी गई। रुपया नहीं दिया गया जिससे वे घर बना सकें। इनके पास जमीन भी नहीं है। सरकार लम्बी लम्बी बातें करती है कि आदिवासीके कल्याण के लिए रुपया दिया जाता है परन्तु मैं कहूगा कि ये सब गलत है।

मैं स्पीकर महोदय आपके माध्यम से सरकार से पूछता हूँ कि चाय बगान के मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने की किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की या चाय बगान की मालिक की? इस प्रश्नपर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। चाय बगान में हजारों मजदूर काम करते हैं। वहाँ पर चर, पाँच सौ छात्र-छात्री है। जमीन पर बैठकर रास्ते में पढ़ते हैं। चाय बगान स्कूल बनानेका कोई भी बन्दोबस्त नहीं करता है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इनको भलाई के लिए जो कार्य करना हो उसे फौरन करें।

[4-50—5 p.m.]

Shri Nishapati Majhi : माननीय स्पीकार महाशय, এই গ্রাণ্ট নম্বর ৩৩-এ অপূর্ববাবু তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে—অন্যান্য রাজ্যে যেসব উন্নয়নমূলক কাজ তপশীলী সম্প্রদায় বা তপশীলী উপজাতির জন্য যা হচ্ছে, পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। শ্রীমজুমদার মহাশয়কে একটা কথা জানাই—৬,১৩৮টী আবেদনপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য করেছিল, তার অধিকাংশ আবেদনপত্রই গৃহীত হয়েছিল। তিনি বিচার করে দেখুন—এর মধ্যে উড়িষ্যার আবেদন-প্রার্থী, বিহারের আবেদনপ্রার্থী এই পশ্চিমবাংলা থেকে ছিল, এমনকি অখণ্ড বাংলা যেটা ছিল, তার একটা অংশ এখন নাই—তারও অনেক আবেদনপ্রার্থীও এর মধ্যে আছে। এবং উচ্চশিক্ষার দিক

দিয়ে যদি তিনি ভাল করে আজ যাঁচাই করেন, তাহলে পশ্চিমবাংলা যে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সেটা তিনি বুঝতে পারবেন। এই যে ১ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকার বাজেট যেটা আজ এখানে এসেছে, আগে এটা অনেক কম ছিল, তাতে বোঝা যাবে আমরা এদের উন্নতির জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। তিনি সারা ভারতবর্ষে বেকারের সংখ্যা তপশীলী জাতির ও অনুন্নত জাতির এখানে তুলে ধরলেন, পশ্চিমবাংলার একটি বেকার সমস্যার খতিয়ান আনলেন না শিক্ষিত তপশীলী হিন্দু, উপজাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে। আমি যতদূর জানি—এই সরকার এমন কতকগুলি বিভাগের দ্বার খুলে রেখেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার এমন কতকগুলি বিধি বিধান করেছেন, যাতে তারা ধীর পদক্ষেপে নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেরা করে থাকেন। আজ সত্যিই আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে আমাদের আজ মস্তবড় দুরূহ সমস্যা দেখা দিয়েছে। কাজেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তন করবার যথেষ্ট প্রয়োজন হয়েছে। কেন না এতদিন আমরা তপশীলী হিন্দু—এটা জোর করে একটি এলাকায় বলবার সৎসাহস হত না বা এটা আমাদের কর্তব্য ছিল—তপশীলী উপজাতি বলে, আমি নিজে হিন্দু বলে, গর্ব করবার ছিল। আজকে এমন একটা ব্যবস্থা হতে চলেছে যে সামগ্রিক উন্নয়ন, সমষ্টির কল্যাণ, এই চিন্তা আজ আমাদের বিধানসভার মধ্যে যাতে ভালভাবে দেখা দেয়, সেইদিকেও অনেক বিচার-বিবেচনা করতে হয়েছে। আমি জানি এই রাজ্যে শুধু তপশীলী হিন্দু নাই, শুধু তপশীলী উপজাতি নাই এবং শুধু সংখ্যালঘু বা অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায় নাই, যারা বাস্তুহারা হয়ে রয়েছে, যারা ব্রাহ্মণ, কায়েস্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণ, তারা এখন দরিদ্রতম অবস্থায় এসে পৌচেছে। তাকেও আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত করবো, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও তাকে উন্নত করবো, তাকে আমরা সমাজে উচ্চ-স্থান দানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করবো। এইরূপ একটী যন্ত্র যদি আমরা কংতে পারি, সেটা ভালভাবে সর্বজনসম্মত উপায়ে চালু করতে পারি, তাহলে এই রাজ্যের অনুন্নত মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবে। আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তপশীলী ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগ, অনুন্নত জাতির উন্নতি বিভাগ, সেই পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। এর আগে বিরোধী দলের নেতা মশায় বললেন—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ও অনুন্নত তপশীলী উপজাতির জন্য বা তপশীলী হিন্দুর জন্য কি করা হচ্ছে, ইত্যাদি কথা সাধারণ শাসন ব্যবস্থার খাতে আলোচনার সময় উঠেছিল। আমরা অধিকাংশ সদস্য যাঁরা আজ গঠনমূলক কাজে লিপ্ত রয়েছি; তাঁরা সেটাকে খুব বড় করে দেখবেন না। আমাদের বিরোধীদলের নেতা কি বলেছেন তা নিয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। তবে এটা স্বীকার করতে হবে রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী যে পথ আমাদের দেখিয়েছেন—দরিদ্র মানুষকে, অবনত মানুষকে, অস্পৃশ্য মানুষকে স্পৃশ্য করবার যে পথ দেখিয়েছেন, যার আলো আজ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে, পশ্চিমবাংলার পক্ষে সেটা গর্বের বিষয়। একজন বলেছেন—অস্পৃশ্যতা কি একেবারে ধ্বংস হয়েছে? নিশ্চয়ই হয়েছে—মনে। সামাজিকতার ক্ষেত্রে যা ছিল, তা নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়েছে। এই কলকাতার বুকে হগ মার্কেটে এক ঝাড়ুদারকে চায়ের দোকানে চা খেতে দেয়নি বলে সঙ্গে সঙ্গে এক পুলিশ অফিসার তার ব্যবস্থা করেছিলেন, আদালতে তার জরিমানা হয়েছে। নাপিতরা বলেছিল মুসলমানদের চুল কাটবো, তবু ঐ তপশীল জাতির চুল কাটবো না। এরও অবলুপ্তি আজ ঘটেছে। আগে হোটেলে তাদের খাবার দিত না, উপর থেকে ফেলে দিত। সেই হোটেলওয়ালার আজ আর সে দুঃসাহস নাই। কাজেই আজ আমাদের একটা দৃষ্টিভঙ্গী নূতন আনতে হবে যে কি করে আমাদের অনুন্নত মানুষকে সত্যি যারা অনুন্নত হয়ে আছে কায়েস্থ হোক, বামুন হোক, বৈদ্য হোক, ডোম হোক, সাওতাল হোক তাকে কি করে উন্নত করতে পারবো। এই যদি আমাদের মগজে স্থান না পায়, তাহলে কিছু হতে পারে না। ঐ যেমন এক ব্রাহ্মণকে একটা ছাগল-ছানা বলেছিল—আমাকে যে দেখে, সে খেতে চায়। সেইজন্য এই ক্ষেত্রে আমার বিনীত প্রার্থনা সকলের কাছে, অপূর্ববাবুর কাছেও, আবেদন করবো—সত্যিই আমরাও এদের উন্নতি চাই, সত্যিই এদের জন্য জমি চাই। আমাদের পশ্চিমবংগ সরকারের মৎস্যবিভাগ

কে সমবায় বিভাগের কেন্দ্রীয় সমিতির কাছে প্রাথমিক সমিতি গঠন করবার প্রস্তাব করেছেন ৩৪ ক টাকা দিয়ে। কেবলমাত্র ১ লক্ষ মৎস্যজীবীদের সংঘবদ্ধ করবার বিশেষ চেষ্টা করছেন। মাদের সাঁওতাল উপজাতির মধ্যে ধর্মগোলার ব্যবস্থা হয়েছে। জানি কোন কোন ক্ষেত্রে সুব্যবস্থা চ্ছ না, ত্রুটীবিচ্যুতি দেখা দিচ্ছে। এর সমাধানের জন্য জেলায় এক একটী বোর্ড তৈরী হয়েছে। শীল উপজাতিদের নিয়ে একটী পরামর্শ সমিতি গঠিত হয়েছে। আর একদিকে তপশীলী হিন্দুদের ধ্য যেসমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন, তাদের নিয়েও পরামর্শ সমিতি গঠিত হয়েছে। আজ দের নিয়ে একথা চিন্তা করতে হবে—কি উপায় অবলম্বন করলে তাদের আর্থিক উন্নতি ত পারে।

আমি জানি আজ বুনিয়াদী বিদ্যালয় যেসমস্ত গ্রামে গ্রামে তৈরী হয়েছে, সেখান থেকে মেধাবী দ্র ছেলে—তারা যায় স্কুলের হেড মাষ্টারের কাছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য। তাদের র্ত হবার টাকা থাকে না, বই কেনার টাকা থাকে না, বেতন দেবার টাকা থাকে না; জেই সেখান থেকে তাদের বিদায় নিতে হয়। কলেজে ভর্তি হতে গেলেও ঐ একই অবস্থা হয়। খর বিষয় আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করেছেন—যারা অধিকতর অনুন্নত আমরা দের জন্য আগামী বাজেটে বিশেষ ব্যবস্থা করবো। আমরা জানি কাগজে-কলমে বহুদিন ঐ হয়ে ছে। কতকগুলি জাতকে নির্দিষ্ট করা আছে—এই এই উপজাতির ছেলেরা স্কুল কলেজে যারা ে, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হোক্। শিক্ষাবিভাগে যারা হেডমাষ্টার হয়ে আছে, তাদের ন নৈতিক দায়িত্ব নাই। কারণ তাঁরা অনায়াসে বলে যান—বাপুহে, এত টাকা আন, বা কিছু হবে না, রাস্তা খোলা আছে, বেরিয়ে যাও।

[—5-20 p.m.]

এই দুর্নীতি যেন বিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান না পায়। কারিগরী দিক দিয়ে তাদের যোগ্য করে তে হবে, কৃষি-বিদ্যালয়ে তাদের স্থান দিতে হবে। যারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেধাবী বলে পরিচয় ব—আমি মনে করি তাদের একটা তালিকা করা উচিত জেলায়। এবং তাদের শিক্ষার জন্য ত পদে পদে ব্যবস্থা করতে হবে খাওয়া থেকে আরম্ভ করে সর্বাংগীণ বিধিব্যবস্থা করা উচিত। জকে এই যে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার বাজেট—তাতে আর্থিক উন্নয়ন, শিক্ষার উন্নয়ন হবে এবং দিক দিয়ে তাদের একটা নূতন আলো দেখছি তাই আপনার মাধ্যমে সদস্য মহাশয়দের বলতে ই আজকে একটা নূতন যুগের সূচনা দেখতে পাচ্ছি তাই আজকে আমরা যেন শুধু উপজাতি া কিংবা তপশীলী বলে কথা বলতে অনভ্যস্ত হই এবং সাধারণের কথা ভাবি এবং বলি।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[After Adjournment]

[5-20—5-30 p.m.]

Dr. Dhirendra Nath Banerjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যেভাবে Scheduled Tribes, Scheduled Castes and other backward clauses এর welfareএর জন্য ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং যে rate দেওয়া হচ্ছে এ নীতি আমি সমর্থন করতে রি না। আদিবাসীদের মংগলের জন্যই হোক্ বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্যই হোক্ তাদের যে-অর্থে ন্নত বলেন ঠিক সেই অর্থে তারা অনুন্নত নয়। এরা জমিতে ফসল ফলাতে জানে জংগল পরিষ্কার র তাতে চাষ করে এবং ছেলেপুলেকে মানুষ করতে জানে, ঘরবাড়ী করে বাস করতে জানে এবং ই তাদের ছিলও কিন্তু আজকে সব হারিয়েছে। এদের ব্যাপারে মূল যে প্রশ্ন সেটা হল আর্থিক

প্রশ্ন খাওয়া পরার প্রশ্ন। যেভাবে উন্নতির নাম করে টাকা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাতে এদের অভাব কিছুই মিটছে না। এদের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে কোনরকম বাধা না রেখে শিক্ষার সকল ব্যাপারে এদের ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার। যেভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা আপনারা করে দিচ্ছেন তাতে stipend দেওয়া হয় কিন্তু সেই stipend পেতে যতটা শিক্ষা আদিবাসীদের নিজেদের পাওয়া উচিত, আর্থিক সংগতি না থাকায় সেটুকুও এঁরা নিতে পারে না।

ছেলেরা পড়বার জন্য যায়, আদিবাসীর জন্য যে Hostel রাখা আছে তাতে তাদের জায়গা দিতে পারেন না। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার করেন না। এবং তার জন্য তাদের meritএর নাম করে পরীক্ষায় ফেল করলে বা অন্য কোন পারিবারিক কারণে অনুপস্থিত হলে তাদের Hostel থেকে বের করে দেওয়া হয়। আমাদের পশ্চিম দিনাজপুরে ভাল সংখ্যক আদিবাসী আছে। Scheduled Castes and other backward classes সব মিলিয়ে ১ লক্ষ পরিবার আছে। তাদের গৃহ নির্মাণের সাহায্যের নাম করে এই যে দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গেল তাতে সেখানে ১০০টি বাড়ীও সমস্ত জেলায় তৈরী করতে পারেননি। এবং যারা তৈরী করতে গিয়েছে তাদের উপর সরকার তার নিজের plan চাপিয়ে দিয়েছে। অথচ স্পীকার মহাশয়, আপনি বোধ হয় জানেন, এই আদিবাসীরা যেসমস্ত ঘরবাড়ী তৈরী করে তা এত সুন্দর এবং তা এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে যে তা বলার নয়। সুতরাং তারা যে বাড়ী তৈরী করতে জানে না তা নয়। কিন্তু অভাবের তাড়নায়, পেটে খেতে না পেয়ে তারা বালবাচ্চা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এদের ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু এই দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০০টি বাড়ী করেও তাদের সাহায্য করতে পারেননি। অপর দিকে কত হাজার ঘরবাড়ী যে এই আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার হিসাব মন্ত্রী মহাশয়ও রাখেন কি না জানি না। তারপর জমি। কতজনের জমি জমিদার ও মহাজনরা দখল করে নিয়েছে। ভিটামাটি দখল করে নিয়েছে তারা তখন তাদের গরু ছাগল বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। মুর্গী, হাঁসযেসমস্ত Subsidiary ব্যবস্থা করে তাদের আর্থিক উন্নতি করার জন্য সরকার welfare account থেকে সাহায্য করতে চাচ্ছেন তা সফল হয় না। তারা পেট চালাবার জন্য সেই হাঁস, মুর্গী বিক্রী করে দেয় এবং তারপর ঘরবাড়ী ছেড়ে আসামে tea gardenএ চলে যায়। স্পীকার মহোদয়, এই ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা সুপরিকল্পিতভাবে খরচ করতে হলে আদিবাসীদের জন্য সর্ব্বদলীয় সংগঠন করে জনসেবা করতে হবে তাদের জমি দিয়ে এবং মৌলিক অধিকার দিয়ে, তাদের Subsidiary দিয়ে সাহায্য করতে পারতেন তাহলে তাদের কল্যাণ করতে পারতেন। আদিবাসীরা তাঁত বোনে। আমাদের ওখানে যেসব রাজবংশী আছে তারা তাঁত বোনে, পাটশিল্পের কাজ জানে কিন্তু তাদের welfareর দিকে নজর রাখা হয়নি এই কথা বলতে চাই।

Shri Gangadhar Naskar: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতিবিধান করতে গেলে প্রথমেই এদের হাতে জমি দেওয়া দরকার। কিন্তু এই ১০।১২ বৎসর দেখছি এই backward সম্প্রদায়ের হাতে যদি জমি না দেন তাহলে কি করে যে এদের সমস্যা সমাধান করবেন তা আমরা বুঝতে পারি না। কারণ জমি যদি তাদের না দেন তাহলে কংগ্রেস সরকার যতই এই সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধান করবার চেষ্টা করুন না কেন তা কোনমতেই তাঁরা করতে পারবেন না।

আদিবাসী বা অনুন্নত সম্প্রদায় যারা তারা অধিকাংশ কৃষির উপর নির্ব্বরশীল। কংগ্রেস সরকার বলেছেন যে তারা এই আদিবাসীদের উন্নতির জন্য, শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাতে আমরা দেখছি এপর্যন্ত তাদের কোনই উন্নতি হয়নি। আমি বলি এই আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায় যাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং তারা যেসমস্ত জমিতে চাষবাস করে তা থেকে

তারা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে—এই উচ্ছেদ যদি আপনারা বন্ধ করতে না পারেন তাহলে তাদের কোন উপকারই করতে পারবেন না। প্রথমে তাদের ভাতের ব্যবস্থা করতে হবে তার পরে শিক্ষার ব্যবস্থা। সুন্দরবন এলাকায় আমি দেখেছি আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায় তাদের উপজীবীকাই হচ্ছে চাষবাস। তারা আজকাল প্রায়ই উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। এই উচ্ছেদ বন্ধ করতে না পারলে তারা অচীরে ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং আমরা দেখতে পাই তারা foot path, স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে কলকাতা শহরে ঘুরে এবং আস্তে আস্তে মারা যায়। আমরা দেখছি আপনারা যেসমস্ত স্কুল করেছেন তাতে দেখতে পাই প্রথমে একটা স্কুলে ১০৭।১১০ ছেলে পড়ছে কিন্তু তারপরে কিছুদিন বাদে ৩৫।৩৬ জনের বেশী ছাত্র নাই। তার আসল কারণ হচ্ছে তাদের পরনে কাপড় নেই, পেটে অন্ন নাই, বসবাস করবার জায়গা নেই। তারা লেখাপড়া শিখবে কেমন করে সেইজন্য আমি বলব এইসমস্ত আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের যদি সত্যি কোন উন্নতি করতে চান তাহলে প্রথমে আদিবাসী কৃষকদের জমি দিতে হবে, এবং উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। তারপরে তাদের খাওয়া, পড়ার এবং বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে, তারপরে তাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে এবং সবশেষে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে তাদের সত্যিকারের উন্নতি হতে পারে—তা না হলে শুধু শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই তাদের বাঁচান যাবে না।

[5-30—5-40 p.m.]

Shri Rama Shankar Prasad: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি প্রথমেই একটা কথা মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই—গত বৎসর Scheduled caste, tribesএর ব্যাপার নিয়ে যে cabinet meeting হয়েছিল তাতে ভূপতিবাবু এদের উন্নয়নের চেষ্টায় বিরোধীতা করেছিলেন একথা সত্য কি না, তাদের free tuition, চাকরী-বাকরী দেওয়া চলবে না এরকম একটা চেষ্টা হয়েছিল একথা সত্যি কি না। নিশাপতিবাবু বল্লেন, untouchability উঠে গিয়েছে বাংলাদেশ থেকে। Central Government Medical Stores, 9, Clive Row, Hastings, Calcutta—সেখানে শ্রীমৃণালকান্তি বসু নামে একজন অফিসার আছেন, তিনি নমঃশূদ্র, তিনি scheduled caste বলে ঐ departmentএর এক ভদ্রলোক বিভুপ্রসাদ বিশ্বাস তাঁকে অনর্থক গালাগালি করেন। আমি নিজে দেখেছি তাঁকে counterএ ঢুকতে দেওয়া হয় না। হুগলি কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট এসম্পর্কে Deputy Ministerএর চিঠি লিখেছেন, Central Governmentকেও জানান হয়েছে, কিন্তু আপনারা কি প্রতিকার করেছেন? তারপর, এখানে agriculture সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। আমি শুধু একটা উদাহরণ দেব—আলিপুর দুয়ার্সের কথা বলব—সেখানে Scheduled caste ও tribes খুব বেশী—এবং তাঁরা খুব নির্যাতিত। সেখানকার টোটা জাতির জন্য আপনারা বলছেন অনেক ব্যবস্থা করেছেন—সেখানে একজন অফিসার ৩ মাস থাকেন, তিন মাস এখানে থাকেন। Grain gola এবং benefit যাদের পাওয়ার কথা তারা সেই benefit পায়নি অথচ এসব দেখাশুনার জন্য সেখানে আপনাদের agricultural officer আছেন। সেখানে ৪ বিঘা জমিতে agricultural firm করা হয়েছে—ভূপতিবাবু এখানে জবাব দিয়ে যাবেন সেই agricultural firm করে তাদের কি উন্নতি করেছেন। তারপর, বাজেটে আমার cut motion দেখলেই বুঝতে পারবেন কিভাবে নিজেদের দলীয় স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য নানাভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করা হয়—আমি ভূপতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, প্রতি বৎসর এই যে voluntary agencyকে ৬০ হাজার টাকা দিচ্ছেন এইসব voluntary agencies কারা? তাদের নাম কি, তাদের কাজ কি—কেন তাদের কথা আমাদের কাছে এখানে বলা হয় না? এর মধ্যে এমন কি আছে? আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি এই voluntary agency mainly কংগ্রেসী কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত, এবং তাঁরা পার্টির কাজই বেশী করেন। যদি scheduled caste এবং

scheduled tribesএর certificate নিতে হয় তাহলে ৩/০ টাকা দিতে হয়। তারপর, generally দু'একটা কথা আমি বলব—Calcuttaতে ১ লক্ষ ২৪ হাজার লোক থাকেন এঁদের কিন্তু তাঁদের জন্য কয়টা স্কুলের ব্যবস্থা করেছেন ভূপতিবাবু? ভূপতিবাবু হয়তো বলবেন যে, Calcuttaর উপর যেসব General Schools and Colleges আছে তা' থেকেই তারা benefit পাবে। আমার বক্তব্য, তারা সেই benefit কি পায়? Medical Collegeএ একটা seat Scheduled casteদের জন্য reserve করেছেন। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে, engineringএর ক্ষেত্রে reservation for scheduled castes খুব কম।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেখছি তাদের জন্য রিজার্ভেশান খুব কম আছে এবং তাদের যে ফেসিলিটিজ দিচ্ছেন তার প্রচারের জনা কোন ব্যবস্থা করলেন না। আমি বলব যে নিশাপতিবাবুকে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী না করে তাঁকে যদি Publicity Officer for Scheduled Castes and Tribes করা হোত তাহলে কাজ অনেক হোত। এই জিনিষটা আমি ভূপতিবাবুকে এবং ক্যাবিনেটকে চিন্তা করতে বলব। আমার মনে হয় ভূপতিবাবুর দ্বারা এই কাজ ভালভাবে হবে না। সময়ের অভাবে আপনি সমস্ত গ্রাণ্টগুলোকে যেমন গিলোটিনে ফেলে দিচ্ছেন তেমনি ভূপতিবাবু হোল জিনিষটাকে উনি গিলোটিন করে দিয়েছেন। এখানে শুধু constitutional obligationএর ব্যাপার নয়, সমস্ত জিনিষটাকে একটু নূতন দৃষ্টিভংগী নিয়ে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Bhupati Majumdar : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যখন থেকে পৃথক শীর্ষে এই বিভাগের কথা আলোচিত হবার সুযোগ হয়েছে তখন থেকেই দীর্ঘ আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে এবং তা যা হচ্ছে তাতে সেটা আমাদের পক্ষে লাভ। এই ব্যাপারে প্রথমে এক মজুমদার মহাশয় বললেন তাতে তাঁর সমালোচনা হল অত্যন্ত কঠিন ভাষায়, আর এক মজুমদার মহাশয় বললেন তাঁর ভাষাটা অতটা কঠিন নয় এবং আর একজন মজুমদার মহাশয়ের আলোচনার বিষয়বস্তু যা তাতে কাজের ধারা কিভাবে চলছে তাই নিয়ে যেটুকুন আলোচনা হয়েছে সেটুকুন সত্যিই গ্রহণ-যোগ্য এবং তাতে অনেক জায়গায় মনের দিক থেকে মিল পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে কাজের বিচারটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী থেকে দূর সেখানে একটু বাধা সৃষ্টি হয়। খানিকটা আগে নিশাপতি-বাবু কথায় কথায় পুরাতন ব্রহ্ম ও ছাগশিশুর কথা বললেন। অর্থাৎ ছাগশিশু একদিন বলল যে আমাকে বাঁচান যে দেখে সেই খেতে চাই। তখন ব্রহ্ম বললেন যে আমারও যে ইচ্ছা করে। এখানে ঠিক সেইরকম নির্বাচনের ঠিক পূর্বে সকলেরই খেতে ইচ্ছা করছে এবং নিজ নিজ দিক থেকে আলোচনার চেয়ে আক্রমণের দিকটা কোথাও কোথাও একটু বেশী প্রকট হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার দিক থেকে আমি খানিকটা শিক্ষা লাভ করেছি। অপূর্বলাল মজুমদার মহাশয় ১০ বৎসরের মধ্যে সংবিধান রচয়িতাদের আশা যে পূর্ণ হয়নি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এই দুঃখ সকলেই প্রকাশ করবেন। ১০ বছর কেন, অনেকদিনকার অনেক আশাই—যেমন জাতি-গঠন, সমস্ত জাতির দুঃখ দুর্দশা থেকে আংশিক মুক্তি লোকে চাচ্ছে— পূরণ করতে নানা কারণে মানুষ পারছে না। পৃথিবীর সর্বত্র সংবিধানে যা বলে, মানুষ চেষ্টা করলেও তার ভগ্নাংশ করতে পারে না। অর্থনৈতিক অক্ষমতার দিক থেকে তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে খানিকটা অক্ষমতার কারণ হচ্ছে যে বর্তমান দিনে যেখানে জমি নেওয়ার কতকগুলি নিয়ম আছে। সেগুলি পালন করতে গিয়ে নানা অসুবিধা হচ্ছে বলে নেওয়া যেতে পারা যাচ্ছে না।

[5-40—5-50 p.m.]

তারপর গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থব্যয় এবং অন্যান্য ব্যবস্থা যে করা যায়নি সেটা যদিও অত্যন্ত দুঃখের

রয় কিন্তু তা না করতে পারার কারণ হোল যে সময়মত ইট এবং অন্যান্য জিনিষ পাওয়া যায়নি। ়ে সমস্ত অর্থ ব্যয় না করা গেলেও এটা অতি সত্য কথা এবং সামগ্রিকভাবে যদি দেখেন তাহলে খবেন যে, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করবার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা য়ছিল তার ৮৫ ভাগ আমরা খরচ করতে পেরেছি এবং এটা কোন বিভাগের পক্ষে লজ্জার কথাতো ই, বরং এ থেকে আমরা এইভেবে খানিকটা আত্মতৃপ্তি পেতে পারি যে আমরা এতটা করেছি, ন্তু এটা ঠিক যে আমরা সব কাজ করে উঠতে পারিনি, কিন্তু তা না করতে পারার পেছনে নারকম কারণ ছিল।

তারপর অপূর্ববাবু অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে, আমরা তাঁদের থেকে কম য়ছি। কিন্তু তাঁর হিসাবের সঙ্গে আমার হিসেব মিলছে না এবং আমার যা হিসেব তাতে দেখছি দের যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে এবং সেটা যেভাবে বাড়িয়ে নিচ্ছি এবং তাছাড়া ছাত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ষ্টেলের সংখ্যা এবং বৃত্তির পরিমাণ যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে ক্রমোন্নতি সুস্পষ্ট এবং সেদিক ক হিসেব দিতে পারি যে ছাত্রসংখ্যা এবং অর্থব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে চলেছে এবং তার ভিতর টা সুষ্ঠু যোগাযোগ রয়েছে।

তারপর আর একটা অসুবিধা রয়েছে—অর্থাৎ জমি নেবার জন্য অর্থব্যয় যে আটকাচ্ছে তার কারণ ন ১০ বৎসরের ভিতর যদি জমি থেকে উচ্ছেদ হয় তাহলে তারজন্য একটা আইন বা নিয়ম আছে সেটি জেনে তারপর ব্যবস্থা করতে হয়। কাজেই আমার মনে হয় এইজন্যই ঐ কাজে বাধা সৃষ্টি ়। তবে এখন যদি ঐ সমস্ত ১০ বছরের ভিতর হয়েছে কিনা বা ৫ বছরের ভিতর হয়েছে কিনা ত আগে হয়েছে তার হিসেব না নেই তাহলে হয়ত এই কাজে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারব সরকারেরও এটা বিবেচনাধীন রয়েছে যে কোনরকম সর্ত না দিয়ে যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ী যায়।

হার, উড়িষ্যা এবং রাজস্থানে যখন লোক সরকারী প্রতিষ্ঠানে জায়গা পাচ্ছিল না তখন তাঁরা গুলো নিয়ম করে বাধ্য করেছিলেন যাতে তপশিলী এবং আদিবাসীদের চাকুরীর সংস্থান হয়। এখানে আমার একটা বড় কথা বলবার আছে যে, আপনারা নিশ্চয়ই একথা ভুলে যাচ্ছেন না য়েকবছর আগে আপনারাই নেতৃত্ব গ্রহণ করে খাদ্যবিভাগের কয়েক সহস্র লোককে এখানে বজর্ব করবার জন্য সরকারকে আপনাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন এবং তার কয়েক বছর পূর্বে বিভাগের ফলে যেসব অফ্‌ট এখানে এসেছিলেন তাঁদেরও এখানে অ্যাবজর্ব করতে হয়েছে। এমতাবস্থায় আমি একটা জিনিষ দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে ঐসব লোককে অ্যাবজর্ব করা যখন আপনারা সকলে মিলে আন্দোলন করে ফুড ডিপার্টমেন্টের লোকদেরও এখানে চাকুরীতে জর্ব করার ব্যবস্থা করলেন—অবশ্য এখনও তাঁদের সকলকে অ্যাবজর্ব করা যায়নি—তখন নারাই আবার সেই মুখে কি করে একথা বলছেন যে কেন এঁদের চাকুরী দেন নি। অবশ্য ই যে ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত তাতে একথা বলতে পারি যে সত্যিই তাদের উপর অবিচার করা ছ এবং চাকুরীর শতকরা যে অংশ তপশিলীদের দেওয়া উচিত ছিল বা তাদের যেটা প্রাপ্য ছিল আমরা দিতে পারিনি বা নামমাত্রই দিয়েছি। তবে এটা ঠিক এই যে দিতে পারিনি তার পেছনে রকম কারণ ছিল এবং সেইজন্যই আপনাদের বলছি যে, আপনারা এখনও ভেবে দেখুন কেন না তা আবার রিফিউজী রিলিফ এ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেসন ডিপার্টমেণ্ট উঠে যাচ্ছে বলে সেই সূত্র ধরে দের আন্দোলন তৈরী হচ্ছে। যা হোক, এথেকে দেখা যাচ্ছে যে ঐ সমস্ত লোককে এখানে জর্ব করতে হয়েছে বলে চাকুরীর শতকরা যে অংশ তপশিলী এবং ট্রাইবালদের প্রাপ্য ছিল তা ় তাদের বঞ্চিত করেছি।

আশা করি যাঁরা কঠিনভাবে সমালোচনা করেছেন তাঁরা সেটা মনে রাখবেন কি কারণে এদের দেওয়া হয়নি। এদের জন্য বছর বছর কিভাবে আপনাদের কার্য চালিয়েছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন মজুমদার মহাশয় বলেছেন—সমুদ্রে শিশিরবিন্দু। এটা সত্য কথা। সারা দেশ জুড়ে একটা সমস্যা আছে, তার আংশিক সমাধান হয়নি। তার ভেতর কর্তব্য হিসাবে জাতি যেটা গ্রহণ করেছে সেটা হচ্ছে—সমাজের বহু ক্ষেত্রে যারা অবহেলিত, যাদের আমরা মানুষের ভিতর রাখতে চাইনি, মানুষের সমাজ যে শ্রেণীর উপর এতদিন অত্যাচার করেছে তার থেকে তাদের মুক্ত করে তুলতে হবে। এই সমস্যা বহুদূর প্রসারী। এই ১০ বছরের মধ্যে এর সমাধান করা সম্ভবপর নয়। ১০ বছরে হয়নি বলে দুঃখ করবার কারণ নেই। মানুষের পরিবর্তন খানিকটা এসেছে, আইন দ্বারা সংরক্ষিত হচ্ছে। সরকারের যে সাধারণ ব্যয় সেই ব্যয়ে মানুষ যেখানে পৌঁছবার সেখানে পৌঁছাচ্ছে। সরকারের আর্থিক অবস্থার মধ্যে আদিবাসীদের যেটুকু উন্নয়নের চেষ্টা করা যায় নিশ্চয়ই সেটা তাঁরা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সমস্ত সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব খানিকটা নিলেও সমাধান করবার শক্তি তাঁদের নেই—না আর্থিক, না সামর্থিক। কাজেই সারা দেশের মধ্যে পরিবর্তন আনতে গেলে সময় লাগে। এদের উন্নয়ন সারা দেশের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। সারা দেশের বাকী লোকদের একেবারে না দেখে যদি এদের জন্য সমস্ত কন্‌সেনট্রেট করতে পারতাম তাহলে হয়ত কাজ খুব বেশী এগোতে পারত। আমার প্রশ্ন হচ্ছে—রাস্তা যখন হয় না তখন সকল দিক থেকে আক্রমণ হয় রাস্তা না করলে দেশের উন্নতি হবে না, সেচ যখন দেওয়া হয় না বলা হয় কৃষিকার্য হচ্ছে না, কৃষিতে সমস্ত শক্তি দাও না হলে কিছু হবে না, তেমনি আদিবাসী-মঙ্গল বিভাগে সমস্ত শক্তি দাও নাহলে কিছুই হচ্ছে না। সমগ্র শক্তির মানে কি? তার কতটুকু অংশ দেওয়া আছে? যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে সেটা যদি ধরি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সাফল্যের সঙ্গে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, অন্ততঃ বলতে পারি নিশ্চয়ই এই গুরু সমস্যার আংশিক সমাধান করতে পারব। এই গুরুদায়িত্ব সকল সমাজের। আজকে একটা পার্টি গভর্ণমেণ্টে আছে বলে শুধু তার একার দায়িত্ব নয়, যতগুলি রাজনৈতিক দল আছে বিশেষকরে দেশের সকলের এতে দায়িত্ব রয়েছে। যা হয়নি তার কারণগুলি নিয়ে পুনরায় অগ্রসর হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে সকলের একটা পারস্পরিক সহযোগিতা দরকার। কেন না এতে প্রত্যেকের কর্তব্য রয়েছে। এটা কোন রাজনৈতিক দলের নয় যদিও আমাদের এখানে নানারকম ভাষার আঘাত পেতে হয় যে এটা যেন দলীয় কোন ব্যাপার। যেটা সমগ্র সমাজের বহু শতাব্দীর সঞ্চিত ভুলের জন্য হয়েছে সেটার জন্য সমস্ত সমাজের কর্তব্য রয়েছে। সেদিক থেকে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে নিশ্চয়ই সকলের সহযোগিতা পাব, না হলে হাজার সমস্যাজড়িত এই দরিদ্র দেশের পক্ষে সমুদয় প্রয়োজনীয় অর্থ এতে ব্যয় করে তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান করা খুবই কঠিন। কেন্দ্রীয় সরকারের যে সাহায্য আমরা পাই সেই সাহায্য পুরাপুরিভাবে আমরা চালিয়ে দিচ্ছি। এবারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যা চেয়েছিলাম তারচেয়ে অনেক কম পেয়েছি—সেখানে যে কমিশন আছে সেই কমিশন থেকে আমাদের টাকার পরিমাণ ঠিক করে দেয়, তা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। শস্যগোলা থেকে ঋণ যেটা আমরা দিচ্ছি তার পরিমাণ কম, আরও অর্থ নিয়োগ করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। কেন্দ্রের কাছ থেকে যদি মঞ্জুরী পাই তাহলে সেই অর্থ এবং রাজ্য-সরকারের কাছ থেকে সেটা নিয়ে আমরা সেদিকে লক্ষ্য রাখব। শস্যগোলা বহু জায়গায় দরকার। ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা, গোলাজাত শস্যের পরিমাণ যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার কারণ, এটা উপজাতিদের পক্ষে প্রয়োজন।

[5-50—6 p.m.]

পুরোধ গ্র্যাণ্ড মেরিটোরিয়াস ছাড়া সমগ্র ছাত্রগুলিকে স্কুলে নিয়ে আসা তাদের প্রত্যেকের উচ্চ-শিক্ষার জন্য কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু যদি তাদের ক্রমোন্নয়ন আমরা চাই তাহলে

রিটোরিয়াস ছাত্রদের আমাদের বেছে নিতে হবে। মেরিটোরিয়াস মানে শতকরা ৪০ জন, তাদের
জ্য এবার থেকে কোচিং-এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এতে কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড কমবে না—ইঞ্জিনীয়ারিং
মেডিকেল তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড লোয়ার হবে না। আমাদের ছেলেদের তার উপযোগী করে তুলতে হবে।
ই কতকগুলি ছেলেকে বেছে নিয়ে যে ছেলেগুলি ভাল লেখাপড়া করছে, লেখাপড়ায় মন আছে
দের কোচ করে আমরা তাদের এমনভাবে পাশ করাবো যাতে তারা ক্লাস কলো করতে পারবে,
রণ তাদের এডুকেশন ষ্ট্যাণ্ডার্ড কমবে না। আমাদের উপজাতি থেকে যে ইঞ্জিনীয়ার হবে বা যে
ক্তার হবে সে পাকা ডাক্তার হবে। দেখা যাচ্ছে তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিলে পুয়োর য্যাণ্ড
রিটোরিয়াস বেছে না নিলে পর কোচিং ক্লাসে এগুনো যাচ্ছে না। সেজন্য অনেকগুলি ইনষ্টিটিউশনে
মরা যারা মেরিটোরিয়াস তাদের জন্য কোচিং-এর ব্যবস্থা করেছি। আমাদের এখন দেখছি
ম্বার অব য়্যাপ্লিকেসন, সিডিউল কাষ্ট ৩৩৪৫, রিনিউয়াল ২৩৬৬, টোটাল ৫৭১১ জনকে বৃত্তি দেওয়া
। নাম্বার অব স্কলারসীপ য়্যাওয়ার্ডও ৫৩৯১ টোটাল, আর টোটাল এক্সপেণ্ডিচার হচ্ছে ২৬ লক্ষ
হাজার ৯৯ টাকা। এটা কয়েক বৎসরে ক্রমে বেড়ে বেড়ে আসছে। সিডিউলকাষ্টদের আগে
কম দেওয়া হত, সেটাকে আমরা অনেক বাড়িয়েছি। সমস্ত সিডিউলকাষ্ট ছেলেদের শিক্ষায়
্য ব্যয় করা কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ শিক্ষায় সাধারণ যা ব্যয় সে ক্রমে বেড়েই
েছে, তার উপর এডুকেসন ডিপার্টমেণ্ট থেকে অন্যান্যদের জন্য আলাদা টাকা খরচ করা হয়,
র তার পরিপূরক হিসাবে আমরা এ বছর ২৯ লক্ষের উপর টাকা খরচ করেছি। এটার ভেতর
ডিউলকাষ্টের টাকায় অংকের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। আগে সত্যই খুব কম ছিল। আমরা দিল্লীতে
য় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এখন সেটা অনেক বাড়িয়ে তুলেছি এবং আগামীবারে
রো বাড়বে। (শ্রীসরোজ রায়—এদের কি জমি দেওয়া হবে?) জমি যেটুকু আমরা পেয়েছি
টা কিছুসংখ্যক তপশিলী সম্প্রদায় এবং আদিবাসীদের কাছে পৌচাচ্ছে কিন্তু জমি এখন তো
কম পাওয়া যায় না। সারা দেশে যখন জমি নেই তখন কয়েক লক্ষ আদিবাসীকে দেওয়ার মত
ি কোথায় পাওয়া যাবে জানি না। যেখানে সম্ভব নিশ্চয়ই আমরা তাদের জন্য সেখানে চেষ্টা
বো এবং আমাকে যদি কোন মাননীয় সদস্য খবর দেন যে এখানে জমি বণ্টন হচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই
মরা সেখানে চেষ্টা করবো। অনুগ্রহ করে তাঁরা এটুকু মনে রাখবেন যে তাঁদের কাছ থেকে
বাদ পেলে পর আমরা তখন সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানাবো যে আমাদের এখানে দেবার আছে,
াদের দাও। তারপরে অনেক মাননীয় সদস্য একটা প্রশ্ন তুলেছেন যে যেখানে অন্নকষ্ট আছে,
ানে তাদের জমি নেই সেখানে তাদের শিক্ষা দেবার কি অর্থ হয়? আমি তাঁদের কথারই অর্থ টা
ছি না। আমি গোড়াতেই বলেছি যে আমরা যে শিক্ষা দেব সেই শিক্ষার দ্বারা তাদের উন্নয়ন
এটা আমরা বিশ্বাস করি। তাদের মধ্যে সকলের খাবারের বন্দোবস্ত করতে পারিনি বলে
দের শিক্ষার বন্দোবস্ত করবো না এর কোন যুক্তি আমরা খুঁজে পাই না।

আমি মনে করি এখান থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথমে যে অগ্রাধিকার দিয়েছি—Stress দিয়েছি,
ই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয়ই করবো। শুধু সেখানকার দারিদ্র্য নয়—সারা দেশই
দ্র যেখানে, সেখানে কেউ বেশী দরিদ্র, কেউ একটু কম দরিদ্র—অল্প দরিদ্র; সেই দরিদ্রদেশে
ারের বন্দোবস্ত প্রথমে করে শিক্ষার বন্দোবস্ত করবো—এই যুক্তি আমি বুঝি না। জল দেবার
াবস্ত করবো, ঋণগোলা, শস্যগোলা—এর বন্দোবস্ত করবো এবং তাদের শিক্ষার দিকে
ান্নয়নের যে ব্যবস্থা আমরা করেছি, সেটা আমি মনে করি সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়েছে। আপনারা
কালের মধ্যে কিছুসংখ্যক—অন্ততঃ বড় যে কাজগুলি, তার মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারীং, ডাক্তারী আর
রীর যোগ্যতা তারা অর্জন করবে। এই চাকরী যতক্ষণ না তারা নিজের বুদ্ধির জোরে, নিজের
ার জোরে পাচ্ছে, ততদিন তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা আসতে পারে না। সেইজন্য এইদিকে সরকার
্য দেওয়া উপযুক্ত মনে করেছেন। শিল্পের দিক দিয়ে আমি মনে করি—সাধারণ শিক্ষার সংগে

আর একটা দিকে জোর দেওয়া দরকার, যেটা সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য আমরা অনেক জায়গায় শিক্ষাকেন্দ্র করেছি। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামে দেখেছিলাম—সেখানে অনেক আদিবাসী ছেলেদের জন্য এমন বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে যাতে করে তারা কিছুদিন পরে ছোটখাট ব্যবসায় করে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে। তাদের জন্য মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে তারা চা, পাউরুটীর দোকান করছে, কাগজের দোকান করছে, দর্জির দোকানে শিক্ষালাভ করছে, ঢালাই কাজ, লোহা-পাতের কাজ ইত্যাদি শিখছে, করছে। আর অন্য জায়গায় যে শিক্ষা পাচ্ছে, তাতে চাকরীর সংস্থান করে তারা চলে যাচ্ছে। আমি মনে করি শ্রীমতী তুষার টুডু ঠিক কথা বলেছেন। ভাল ভাল ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে কোচিং করে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া দরকার। আর সাধারণ শিক্ষা বেশী না দিয়ে কারিগরী শিক্ষা এদের বেশী দেওয়া প্রয়োজন। সেটার জন্য সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছে।

আর একটী কথা—টি. বি.র জন্য প্রত্যেক হাসপাতালে বেড সংরক্ষিত আছে। সারা বাংলাদেশে টি. বি.র জন্য বেড সংরক্ষিত আছে। টি. বি. রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। যদি তাঁরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে মনে করেন বেডের আরো দরকার আছে, তাহলে সরকারকে বলে সেটা আরো বাড়িয়ে দেব। আদিবাসীদের জন্য যাদবপুরে হোক, কাঁচরাপাড়ায় হোক—সর্বত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক বেড আলাদা করে আছে।

সম্প্রতি শিক্ষার দিক থেকে অপূর্ববাবু যেকথা তুলেছিলেন, Scheduled Casteএর ক্ষেত্রে হচ্ছে 1958-59এ প্রাইমারীতে ছাত্রসংখ্যা ৪ লক্ষ ২২ হাজার, আর ট্রাইবালে ছিল ১৬ হাজার, আর সেকেণ্ডারীতে ছিল........

[At this stage guillotine bell rang & guillotine fell.]

[6—6·10 p.m.]

Mr. Speaker : I put all the cut motions to vote.

(The motions were then put and lost.)

The motion of Shri Banarashi Prasad Jha that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Naryan Mazumdar that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-

Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departmonts-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Turku Hansda that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfaae of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 1,44 04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motson of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head 47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backw rd classes" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced to Re. 1, was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 1,44,04,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 1,00,000, was then put and lost.

The motion of **the Hon'ble Bhupati Majumdar** that a sum of Rs. 1,44,04,000 be granted for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes", was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 16

Major Head : 28—Jails

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay: On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,10,41,000 be granted for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails"

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 31

Major Head : 47—Miscellaneous Departments—Fire Services

The Hon'ble Iswar Das Jalan: On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 45,09,000 be granted for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 34

Major Head : 47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 60,38,000 be granted for expenditure under Grant No. 34, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 49

Major Head : 85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Re. 1 be granted for expenditure under Grant No. 49, Major Head "85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 25

Major Heads : 41—Animal Husbandry, etc.

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,87,40,000 be granted for expenditure under Grant No. 25, Major Heads "41—Animal Husbandry and 85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading—Greater Calcutta Milk Supply Scheme".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 3

Major Head : 8—State Excise Duties

The Hon'ble Syama Prasad Barman : On the recommendation of the Governor I beg move that a sum of Rs. 46,04,000 be granted for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 1

Major Head : 4—Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 6,33,000 be granted for expenditure under Grant No. 1, Major Head "4—Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 4

Major Head : 9—Stamps

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 9,55,000 be granted for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 6

Major Head : 11—Registration

The Hon'ble Iswar Das Jalan : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 25,47,000 be granted for expenditure under Grant No. 6, Major Head "11—Registration".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 18

Major Head : 30—Ports and Pilotage

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 10,58,000 be granted for expenditure under Grant No. 18, Major Head "30—Ports and Pilotage".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 19

Major Head : 36—Scientific Departments

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 76,000 be granted for expenditure under Grant No. 19, Major Head "36—Scientific Departments".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 29

Major Head : 43—Industries—Cinchona

The Hon'ble Bhupati Majumdar : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 40,14,000 be granted for expenditure under Grant No. 29, Major Head "43—Industries—Cinchona".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 37

Major Head : 54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,69,000 be granted for expenditure under Grant No. 37, Majar Head "54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 39

Major Head : 56—Stationery and Printing

The Hon'ble Bhupati Majumdar : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 87,24,000 be granted for expenditure under Grant No. 39, Major Head "56—Stationery and Printing".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 45

Major Head : 64C—Pre-partition Payments

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 3,00,000 be granted for expenditure under Grant No. 45, Major Head "64C—Pre-partition Payments".

The motion was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 12

ead : 22—Interest on Debt and other obligations

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,000 be granted for expenditure under Grant No. 12, Major Head "22—Interest on Debt and other obligations".

The motion was then put and agreed to.

Mr Speaker : This is for the information of the honourable members that the West Bengal Appropriation Bill, 1961, will be taken up tomorrow. [embers will now receive the copies of the Bill. As there is hardly ıy scope for amendment, the Bill will be taken up for consideration and ıssing. Members may kindly take the copies before they leave this ouse.

The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-10 p.m till 3 p.m. on Wednesday, the 22nd March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.